ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮ | কার্য্যালয়—[illegible] ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৩য় বর্ষ, ২য় খণ্ড | কলিকাতা, ৪ঠা নবেম্বর, সোমবার ১৯৪০ | ২৫শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভারতীয় রাজনীতিক পরিস্থিতি

ভারতীয় রাজনীতিক অবস্থা সুনির্দ্দিষ্টভাবে দিন দিন এক জটিলতম পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতেছে। বড়লাটের সহিত মহাত্মাজির সর্ব্বশেষবার সাক্ষাতের পর কংগ্রেস ও গবর্ণমেণ্টের মধ্যে একটা সন্তোষজনক মীমাংসা যে অসম্ভব তাহা সুনিশ্চিতভাবে বুঝা গিয়াছিল বটে কিন্তু উহার পর মিঃ বিনোবা ভাবে ছাড়া আর কেহ সত্যাগ্রহ না করাতে কাহারও কাহারও মনে এরূপ একটা ক্ষীণ আশার সৃষ্টি হইয়াছিল যে মহাত্মাজি আপাততঃ কোন সঙ্কটজনক অবস্থার সৃষ্টি করিবেন না। পণ্ডিত জওহরলালের গ্রেপ্তারে এই ধারণা বিদূরিত হইয়াছে। উহা হইতে মনে হয় যে গবর্ণমেণ্ট সুস্পষ্টভাবে কংগ্রেসকে সংগ্রামে আহ্বান করিয়াছেন। যাহারা মহাত্মাজির চরিত্রের 'বজ্রাদপি কঠোর' দিকটার সন্ধান রাখেন তাঁহারাই জানেন যে মহাত্মাজি নিশ্চেষ্ট থাকিবেন না। ইতিমধ্যে তাঁহার অনশন সঙ্কল্পের কথাও শুনা যাইতেছে। ব্যাপার দেখিয়া মনে হয় মহাত্মাজির বর্ত্তমান নীরবতা একটা বড় রকম ঝটিকার পূর্ব্বলক্ষণ। বাজারে দেশে অনেকেই একথা হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। কিন্তু দিল্লীর কর্ত্তৃপক্ষ এই বিষয়ে খুব সজাগ। 'ক্যাপিটালের' দিল্লীস্থিত সংবাদদাতার মতে 'It will require all the statesmanship and ingenuity of Lord Linlithgow to deal with Mr. Gandhi." উহা হইতে সমস্যার জটিলতা [illegible] করা যাইতেছে।

দিল্লী সম্মেলন ও ভারতের স্বার্থ

বড়লাট বাহাদুরের উদ্বোধনী বক্তৃতা ব্যতীত দিল্লী সম্মেলনের কার্য্যাবলী সম্পর্কে সরকারীভাবে কোন বিশেষ সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে না। কিন্তু এই সম্পর্কে ইতিমধ্যে কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সংবাদপত্র যে সমস্ত মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতে সম্মেলনের ফলাফলের সহিত ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের যে কোনরূপ সম্পর্ক নাই এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়। বড়লাটের বক্তৃতাও এই সম্পর্কে কতকটা আলোকপাত করে। বড়লাট বাহাদুরের বক্তৃতায় প্রকাশ সমরসম্ভার নির্ম্মাণ এবং যুদ্ধোপকরণ সরবরাহ ব্যাপারে কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ-আফ্রিকা ও নিউজিল্যাণ্ড প্রমুখ ডোমিনিয়ন এবং প্রাচ্য ভূখণ্ডস্থিত বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত অন্যান্য দেশসমূহকে নিয়া একটা 'গ্রুপ' সৃষ্টি করিয়া সমর শিল্পে এই 'গ্রুপের' উন্নতি বিধানই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। কোন নির্দ্দিষ্ট দেশকে কেন্দ্র না করিয়া সমষ্টিগতভাবে সমরোপকরণ সরবরাহের যে পরিকল্পনা হইবে তাহাতে ভারতের কোন স্বার্থ নাই। 'গ্রুপ' পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া শিল্পে ভারতবর্ষ অপেক্ষা অগ্রগামী। এই সমস্ত দেশে বিমানপোত, মোটর গাড়ী, ট্যাঙ্ক ও জাহাজ প্রভৃতি নির্ম্মাণের ব্যবস্থা আছে। কাজেই সম্মেলনের উদ্দেশ্য অনুসারে আশু প্রয়োজন বিবেচনায় ডোমিনিয়ন সমূহে শিল্পোন্নতির উপর যাবতীয় জোর দেওয়া হইবে এবং ভারতবর্ষ হইতে কাঁচামাল সরবরাহ করিয়া এই সমস্ত দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে বাঁচাইয়া

ভারতবর্ষের অবস্থা যথাপূর্ব্ব তথা পরংই থাকিবে। দিল্লী সম্মেলনের মারফত ভারতীয় শিল্পে উন্নতি ঘটিবে বলিয়া যে সমস্ত ব্যক্তি আশার বাণী শুনাইতেছিলেন বড়লাটের বক্তৃতার পর তাঁহাদের কি বলিবার আছে?

শেষ মুহূর্ত্তে এই সম্মেলনে প্রতিনিধির বদলে কয়েকজন বেসরকারী পরামর্শদাতা নিযুক্ত করিয়া ভারতসরকার অনুকূল জনমত সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু উক্ত পরামর্শদাতাদের মধ্যেও অসন্তোষ দেখা দিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। প্রকাশ যে সরকারী প্রতিনিধিদিগকে যে সমস্ত সংবাদ সরবরাহ করা হয় তাহা ভারতীয় পরামর্শদাতাদের নিকট গোপন রাখা হইতেছে। ইহা হইতে মনে হয় যে গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় ব্যবসায়ীদের পরামর্শের উপর মোটেই গুরুত্ব আরোপ করেন না।

সরকারী রিপোর্ট প্রকাশ বন্ধ

ভারত সরকারের কমার্শিয়াল ইনটেলিজেন্স এণ্ড ষ্টাটিষ্টিক্স বিভাগ হইতে ভারতবর্ষের বহির্ব্বাণিজ্য সম্পর্কে প্রত্যেক মাসে একটী বিস্তৃত রিপোর্ট প্রকাশিত হইত। কিন্তু গত ফেব্রুয়ারী মাস হইতে এই রিপোর্ট অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হইতেছে এবং উহাতে ভারতবর্ষে স্বর্ণ ও রৌপ্যের আমদানী রপ্তানী সম্পর্কে কোন বিবরণ দেওয়া হইতেছে না। উক্ত বিভাগ হইতে প্রতি সপ্তাহে "ইণ্ডিয়ান ট্রেড জার্ণেল" নামক যে তথ্যবহুল পত্রিকা প্রকাশিত হইত দুই সপ্তাহ কাল ধরিয়া তাহারও প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রকাশ যে উক্ত বিভাগ হইতে প্রকাশিত প্রায় ৫০খানা রিপোর্ট ও পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করিয়া দিতে কর্ত্তৃপক্ষ সঙ্কল্প করিয়াছেন।

কমার্শিয়াল ইনটেলিজেন্স বিভাগের এই সিদ্ধান্তের কারণ কি তৎসম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত কোন কিছু জানান হয় নাই। এইসব রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে শত্রুপক্ষ ভারতবর্ষের শিল্প বাণিজ্যের অবস্থা জানিতে পারে বলিয়া একটা কারণ উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু ইংলণ্ডে এখন পর্য্যন্ত বহির্ব্বাণিজ্যের বিবরণ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রকাশিত অগণিত অন্যান্য রিপোর্ট প্রকাশ করা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়াও কোন সংবাদ আমরা অবগত নহি। এরূপ অবস্থায় ভারতবর্ষে এমন কি ঘটিতে পারে যাহার ফলে এতগুলি রিপোর্টের প্রকাশ বন্ধ হইয়া গেল। ব্যয়সঙ্কোচ অন্য একটা কারণ হইতে পারে। কিন্তু প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে বিবেচনা করিলে এই ব্যয় সঙ্কোচের কোন হেতুই হয় না। যেখানে সামরিক বিভাগে গবর্ণমেণ্টের ২৫ কোটি টাকা ব্যয় বাড়িয়াছে সেখানে কতিপয় রিপোর্ট প্রকাশের জন্য যে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় হয় তাহা উপেক্ষা করিলেও চলিত।

পৃথিবীর সকল দেশেই দেশের নাগরিক, সামাজিক ও আর্থিক জীবন সম্বন্ধে নির্ভুল তথ্য সম্পর্কিত অগণিত রিপোর্ট গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে একমাত্র বহির্ব্বাণিজ্য বাদ দিলে আর প্রায় কোন ব্যাপারেই গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ভরযোগ্য বিবরণসহ কোন রিপোর্ট প্রকাশিত হয় না। যাহা বাহির হয় তাহাও এত দেরীতে প্রকাশিত হইয়া থাকে যে জন্য সময়োপযোগী প্রতিকার হওয়া দূরে থাকুক কোন ব্যাপারে আন্দোলন করার পর্য্যন্ত অবসর হয় না। এইসব কথা বাউলি-রবার্টসন রিপোর্টেও স্বীকৃত হইয়াছে। যাহা হউক গবর্ণমেণ্ট যে সামান্য কয়টী রিপোর্ট প্রকাশ করিতেন তাহাও এক্ষণে বন্ধ করিয়া দিলেন। উহার ফলে দেশের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে দেশবাসী সম্পূর্ণ অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হইল। যে সমস্ত সংবাদ পত্রে প্রধানতঃ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধেই আলোচনা হইয়া থাকে সেইসব সংবাদপত্রের বর্ত্তমানে যে প্রকার অসুবিধা হইল তাহা সহজেই অনুমেয়।

চাউলের পুষ্টিকারিতা সংরক্ষণ

বাঙ্গলা দেশে শতকরা ৯৫ জন লোকই প্রধান খাদ্য হিসাবে চাউল ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু কলে যে চাউল উৎপন্ন হয় তাহা হইতে চাউলের ভিটামিন বি-আই নামক পদার্থ নষ্ট হইয়া যায়। ঢেঁকিতে যে 'সিদ্ধ' চাউল উৎপন্ন হয় তাহাতে উহা অনেকটা বর্ত্তমান থাকে বটে কিন্তু চাউল ধৌত করিয়া তৎপর রান্না করা হয় এবং ভাতের মাড় নিংড়াইয়া তৎপর উহা খাওয়া হয় বলিয়া উহাও নষ্ট হইয়া যায়। বাঙ্গলা দেশের অধিবাসীগণ দরিদ্র বিধায় দুধ, মাংস প্রভৃতি অন্যান্য খাদ্যের মধ্যে যে বি-আই ভিটামিন থাকে তাহা দ্বারাও শরীরের পক্ষে এই অত্যাবশ্যক জিনিষের অভাব মিটাতে সমর্থ হয় না। এই কারণে বাঙ্গলা দেশের অধিকাংশ ব্যক্তি অজীর্ণ, হৃদযন্ত্রের দৌর্ব্বল্য রক্তহীনতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠকাঠিন্য, চর্ম্মরোগ এবং পরিশেষে বেরিবেরি ইত্যাদি রোগে ভুগিয়া থাকে।

বড়ই সুখের বিষয় সম্প্রতি এমন একটা নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার হইয়াছে যাহার ফলে কলের চাউলেও বি-আই ভিটামিন অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভবপর হইয়াছে। পদ্ধতিটী এই যে প্রথম একটা আধারের মধ্যে ধান ভর্ত্তি করিয়া উহা হইতে সমস্ত বায়ু পাম্প করিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হয়। তৎপর এই আধারের মধ্যে উচ্চ চাপে জল প্রবেশ করান হয়। উহার ফলে ধানের খোসার নীচে এবং চাউলের উপরে যে বি-আই ভিটামিন থাকে তাহা চাউলের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া যায়। তৎপর এই ভিজা ধানকে বাষ্প দ্বারা সিদ্ধ করিয়া যথারীতি কলে উহা হইতে চাউল প্রস্তুত করা হয়। এই উপায়ে চাউলের বি-আই ভিটামিন সম্পূর্ণভাবে অক্ষুণ্ণ থাকে—অধিকন্তু এইভাবে চাউল প্রস্তুত করিলে প্রত্যেকটী চাউল আস্ত থাকে। আপাতঃ দৃষ্টিতে এই পন্থা অত্যন্ত দুরূহ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু রেঙ্গুনে একটী কলের অভিজ্ঞতা হইতে বুঝা গিয়াছে যে এই পন্থায় চাউলের কলের খরচা অপেক্ষাকৃত কম হয় এবং প্রত্যেক কলে ধান হইতে চাউল প্রস্তুত করিবার সময় ভাঙ্গা চাউল, ক্ষুদ, কুড়া ইত্যাদিতে যে প্রায় ৫ ভাগ ধানের অপচয় হয় তাহাও এই পন্থায় নিবারিত হইয়া থাকে।

নূতন পন্থায় আবিষ্কারকগণ উহার যে গুণ দাবী করিতেছেন তাহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে বাঙ্গলা দেশের জনসাধারণের স্বাস্থ্যহীনতার একটী বড় রকম কারণ বিদূরিত হইবে। উহার ফলে বাঙ্গলার কৃষক আরও একদিক দিয়া উপকৃত হইবে। এমন অনেক শ্রেণীর ধান রহিয়াছে যাহা প্রচুর পরিমাণে ফলে—কিন্তু উহা হইতে প্রচলিত পন্থায় চাউল প্রস্তুত করিবার সময় চাউল ভাঙ্গিয়া যায় বলিয়া কৃষক এই শ্রেণীর ধানের চাষ না করিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প ফসল বিশিষ্ট ধান চাষ করিয়া ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া থাকে। চাউলের কলে নূতন পন্থায় চাউল প্রস্তুতের কার্য্য ব্যাপকভাবে অবলম্বিত হইলে কৃষক অধিকতর ফসলবিশিষ্ট ধানের চাষ করিয়াও উপকৃত হইতে পারিবে।

তাঁত শিল্পের উন্নতি

ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁত শিল্পের স্থান সকল দিক দিয়াই অগ্রগণ্য। অতি প্রাচীন কাল হইতে এদেশের গ্রামাঞ্চলে এই শিল্প ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে। এক্ষণে এই শিল্পের পূর্ব্বকার সমৃদ্ধি অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে সত্য—কিন্তু বর্ত্তমানেও ভারতের প্রায় এক কোটী লোক জীবিকার জন্য উহার উপরই নির্ভর করিতেছে। এই অবস্থায় বর্ত্তমানের নানারূপ সঙ্কট ও গলদ দূর করিয়া কি ভাবে এই শিল্পকে সমুন্নত করিয়া তোলা যায় তাহা দেখা সকলেরই কর্ত্তব্য। কিছুকাল যাবৎ ভারত সরকার সে বিষয়ে কিছু কিছু চিন্তা ভাবনা করিতেছেন ইহা সুখের বিষয়।

ভারতীয় তাঁত শিল্পের বর্ত্তমান অবনতির মূলে যে সমস্ত কারণ নিহিত রহিয়াছে তাহার মধ্যে দেশে মিল বস্ত্রের যোগান ও প্রতিযোগিতা বৃদ্ধিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই প্রতিযোগিতা খর্ব্ব করিয়া কি ভাবে তাঁতশিল্পের অবস্থা উন্নত করা যায় সে সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেণ্ট কিছুকাল পূর্ব্বে দেশের তাঁতশিল্পের সহিত স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশ আহ্বান করিয়াছিলেন। উহার ফলে তাঁহারা এ পর্য্যন্ত অনেকগুলি নির্দ্দেশ পাইয়াছেন। নির্দ্দেশগুলির মধ্যে কয়েকটি এইরূপ—(১) কাপড়ের কলের তৈয়ারী বস্ত্রের উপর উৎপাদন কর ধার্য্য করা (২) মিলে কতিপয় ধরণের বস্ত্র প্রস্তুত নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া (৩) মিল বস্ত্রের উপর সেস নির্দ্ধারণ করা (৪) কাপড়ের কলে এবং তাঁতে যাহাতে আলাদা আলাদা নম্বরের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সূতা ব্যবহৃত হয় তাহার ব্যবস্থা করা। ভারত গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে

এই সমস্ত নির্দ্দেশ একত্র করিয়া তাঁহা বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার ও কল মালিক সমিতির নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার ও কল মালিক সমিতিকে ঐসব বিষয়ে তাঁহাদের মতামত উপস্থিত করিতে বলা হইয়াছে। সেই মতামত পাইয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট উপরোক্ত নির্দ্দেশগুলি সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। এবং আগামী ১৬ই ও ১৭ই ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌতে যে ভারতীয় শিল্প সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে তাহাতে সেই সিদ্ধান্ত যথারীতি বিবেচনার জন্য পেশ করা হইবে।

ভারত সরকারের প্রেরিত উপরোক্ত নির্দ্দেশগুলি সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার ও কল মালিক সমিতি কিরূপ মনোভাব প্রকাশ করিবেন তাহা এখনও বলা কঠিন। তবে ঐসব নির্দ্দেশ যথাযথ ভাবে গ্রহণ করা ও তদনুযায়ী কার্য্যনীতি অবলম্বন করা বর্ত্তমানে নানা কারণে ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সমীচিন হইবে না বলিয়াই মনে হয়। কলের তৈয়ারী বস্ত্রের উপর উৎপাদন কর ধার্য্য করা, কলে কতিপয় ধরণের বস্ত্র প্রস্তুত নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া ও কলে ব্যবহার্য্য সূতার নম্বর ও পরিমাণ স্থির করিয়া দেওয়া প্রভৃতি যে সব প্রস্তাব উঠিয়াছে তাহা কার্য্যকরী করা হইলে এ দেশের কাপড়ের কলগুলির পক্ষে তাহা খুবই অনিষ্টকর হইবে। বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় ইতিমধ্যেই যেস্থলে দেশের কাপড়ের কলগুলির সমক্ষে একটা বাঁচামরার সংগ্রাম দেখা দিয়াছে সেস্থলে নুতন করিয়া তাহাদের পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিতে যাওয়া অযৌক্তিক। এদেশের তাঁতশিল্প যে মিলের প্রতিযোগিতায় আজ এমনভাবে বিপর্য্যস্ত হইতেছে তাঁতশিল্পের মূলগত গলদ ও অব্যবস্থা সেজন্য অনেক পরিমাণে দায়ী। এদেশের তাঁতীরা সর্ব্বপ্রকার অভাব ও অসুবিধার ভিতর আদিম অনুন্নত পন্থায় তাঁত পরিচালনা করিয়া থাকে। ফলে তাহাদের তৈয়ারী বস্ত্র সস্তা মিল বস্ত্রের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে সমর্থ নহে। মানুষের পরিবর্ত্তিত রুচি অনুযায়ী নূতন ডিজাইন প্রবর্ত্তনে দেশের তাঁতীদের লক্ষ্য নাই। সেকারণে তাঁতবস্ত্র এখন আর লোকের তেমন [illegible] পায় না। তাঁতে উৎপাদিত বস্ত্র বিক্রয়ের সুব্যবস্থাও [illegible] নাই। আজ দেশীয় তাঁতশিল্পের উন্নতি সাধন করিতে হইলে এই সব গলদ দূর করিবার দিকেই সর্ব্বাগ্রে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সেবিষয়ে সুপরিকল্পিত সরকারী [illegible] কোথায় ?

পোড়া কয়লার ব্যবহার বৃদ্ধি

গৃহস্থালী কাজে পোড়া কয়লার ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য সফ্ট্ কোক্ সেস্ কমিটি স্থাপিত হইয়াছে। কমিটী পোষ্টার, হ্যাণ্ডবিল, এনামেল সাইন, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন এবং কতিপয় প্রচার কর্ম্মচারীর সাহায্যে রন্ধনাদিকাজে কয়লার ব্যবহার বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। পূজার ছুটির কিছু পূর্ব্বে কমিটীর ১৯৩৯-৪০ সালের কার্য্যাবলী সম্পর্কে এক বিস্তৃত রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু ছুটির তাড়াহুড়া ও হাঙ্গামাতে আমরা এই বিষয়ে পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারি নাই। উক্ত রিপোর্টে প্রকাশ বাঙ্গলা ও বিহারের কয়লা খনিসমূহ হইতে আলোচ্য বৎসরে বিভিন্ন স্থানে মোট ৮৮৮,৯৮২ টন পোড়া কয়লা প্রেরিত হইয়াছে। ইহা ১৯৩৬ সালের তুলনায় ১১ হাজার টন কম হইলেও রিপোর্ট পাঠে প্রচারকার্য্য সম্পর্কে কমিটির কোনরূপ শিথিলতার পরিচয় পাওয়া যায় না। পোড়া কয়লার প্রচলন বৃদ্ধি ব্যাপারে কয়লার উৎকর্ষতা সাধন এবং রেলের ভাড়া হ্রাসের সমস্যাই প্রধান। অর্থের অভাবে কমিটী উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পোড়া কয়লা প্রস্তুতের গবেষণায় হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেছেন না। পোড়া কয়লার উপর রেলের ভাড়া হ্রাস না করার দরুণ দূরবর্ত্তী অঞ্চলসমূহে বিশেষতঃ বোম্বাই, দিল্লী, লাহোর প্রভৃতি স্থানে ইহার ব্যবহার বৃদ্ধির সুযোগ ঘটিতেছে না। বন জঙ্গল আবাদ হইয়া দেশে ক্রমেই জ্বালানী কাষ্ঠের অভাব দেখা দিতেছে, লোক সংখ্যা এবং ছোট বড় সমস্ত সহরেরই আয়তন বৃদ্ধি পাইতেছে। কাজেই রন্ধনাদি কার্য্যে কয়লার ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার বিশেষ সুযোগ বর্ত্তমান আছে। সহজে কয়লায় আগুন ধরান যায় এরূপ উন্নত ধরণের চুল্লী আবিষ্কার, ধূম্রহীন কয়লা প্রস্তুত প্রভৃতি বিষয়ে কমিটী মনোযোগ দিলে কয়লার ব্যবহার স্বতঃই বৃদ্ধি পাইতে পারে। কয়লার প্রচলন বাড়িলে বন জঙ্গল অনাবাদি থাকিয়া বন্যা প্রতিরোধে এবং গবাদি পশুর খাদ্য সরবরাহেও সাহায্য করিবে। কাজেই কয়লার ব্যবহার বৃদ্ধিতে জনসাধারণ এবং গবর্ণমেণ্টেরও স্বার্থ রহিয়াছে।

বাঙ্গলা দেশে বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে কমিটির প্রচারকার্য্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। এই সমস্ত স্থানেও জ্বালানী কাষ্ঠের অভাব সূচিত হইয়াছে। ছোট ছোট সহরের সংখ্যা এবং আয়তন এই সমস্ত অঞ্চলেই বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। উপযুক্ত স্থান নির্দ্দেশ করিয়া প্রচার কার্য্য চালাইলে বাঙ্গলা দেশেও কয়লার ব্যবহার যে বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে কমিটিকে তাহা ভাবিয়া দেখিতে আমরা অনুরোধ করি।

বিনা টীকেটে ভ্রমণের প্রতিকার

ভারতীয় রেলপথসমূহে বহুসংখ্যক ব্যক্তি বিনা টিকেটে ভ্রমণ করিয়া রেল কর্ত্তৃপক্ষকে প্রতারণা করিয়া থাকে। উহার প্রতিকারের জন্য এই পর্য্যন্ত যত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে তাহার কোনটিই সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। প্রকাশ যে এই কারণে গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই বিনা টিকেটে ভ্রমণকারীগণকে শাস্তি দিবার জন্য একটি আইন পাশ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে কেহ কেহ নিজামের রেলপথে অবলম্বিত ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করিতেছেন। উক্ত রাজ্যে বিনা টিকিটে রেলে ভ্রমণ কালে কোন ব্যক্তি ধরা পড়িলে তাহাকে তথায় তখনই গাড়ী থামাইয়া মালপত্রসহ নামাইয়া দেওয়া হয়। উহার ফলে বিনা টিকিটে ভ্রমণকারীকে অনেক সময়ে রাত্রির অন্ধকারে অরণ্য ও বিপদসঙ্কুল রাস্তা দিয়া মোট কাঁধে লইয়া লোকালয়ে পৌঁছিতে হয়। প্রকাশ যে এই প্রকার কঠোর ব্যবস্থার ফলে উক্ত রাজ্যে বড় কেহ বিনা টিকেটে রেলে চড়িতে সাহস পায় না। নূতন আইনে ভারত সরকার অনুরূপ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন কিনা জানা যায় নাই। কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা হইলে উহা অভীপ্সিত উদ্দেশ্য সাধনে সকল ক্ষেত্রে সাহায্য করিবে না। অনেক ক্ষেত্রে রেলপথ বহু মাইল স্থান ব্যাপিয়া জনবহুল অঞ্চলের মধ্য দিয়া স্থাপিত হইয়াছে। এরূপ স্থানে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়াই যদি একমাত্র শাস্তি হয় তাহা হইলে বহু ব্যক্তি উল্টা আরও বিনা টিকিটে ভ্রমণ করিবার সুযোগ গ্রহণ করিবে। এরূপ ক্ষেত্রে সকলেই যে মালপত্র সঙ্গে লইয়া যাতায়াত করিবে তাহারও স্থিরতা নাই। এই অবস্থায় গাড়ী চলাচলের সময়ের ব্যতিক্রম ঘটিয়া সমগ্র রেলপথে যে বিশৃঙ্খলা ঘটিবে তাহাও বিশেষভাবে বিবেচ্য বিষয়। আমাদের মনে হয় যে এই ব্যাপারে ভারত সরকার যদি নিজাম গবর্ণমেণ্টকে অনুকরণ করেন তাহা হইলে মহা ভুল করিবেন। বিনা টীকেটে ভ্রমণকারীকে যদি পাকড়াও করাই সম্ভবপর হয় তাহা হইলে তাহাকে অন্য ভাবেও কঠোর শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে আর একটী কথা বলা আমরা আবশ্যক বোধ করিতেছি। রেলের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে বিনা টিকেটে ভ্রমণকারীর সংখ্যা কম নহে। উহাদের মধ্যে ইউরোপীয়ও অনেক আছে। উহাদের পদমর্য্যাদার কথা জানিয়া এবং চালচলতি দেখিয়া টিকেট কালেক্টরগণ অনেক সময়ে টিকেট চাহিতেই সাহস পায় না। উহাদের জন্য রেল বিভাগ কম ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন না। এইসব যাত্রীকে শাস্তি দিবার সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষ কি ব্যবস্থা করিতেছেন ?

যুদ্ধে ভারতবর্ষের সাহায্য

বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ড যে জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছে তজ্জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের দৈনিক ৯৫ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ আমাদের দেশের টাকার হিসাবে প্রায় পৌনে তের কোটি টাকা ব্যয় হইতেছে। ইংলণ্ডের অর্থনীতিবিদদের ধারণা যে যুদ্ধের জন্য চলতি বৎসরে উক্ত দেশের মোটমাট ৪ শত কোটি পাউণ্ড ব্যয়িত হইবে। এই ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য গত জুলাই মাসে এপ্রিল মাসের বাজেট সংশোধন করিয়া যে নূতন বাজেট রচিত হইয়াছে তন্মতে পূরা বৎসরে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ১৩৬ কোটি পাউণ্ড আয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। লণ্ডনের 'ইকনমিষ্ট' পত্রের ধারণা যে বাকী ২৬৪ কোটি পাউণ্ডের মধ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের যে সমস্ত টাকা লণ্ডনে গচ্ছিত থাকিবে তাহা দ্বারা ৬৪ কোটি পাউণ্ডের অভাব মিটিবে এবং বাকী ২০০ কোটি পাউণ্ড বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে ইংলণ্ডের অধিবাসীদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া সংগ্রহ করিতে হইবে।

'ইকনমিষ্ট' পত্র সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির তরফ হইতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট চলতি বৎসরে ৬৪ কোটি পাউণ্ড সাহায্য পাইবেন বলিয়া যে অনুমাণ করিয়াছেন তাহার মধ্যে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডকে কতটা সাহায্য করিতেছে তাহা উল্লেখ করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের দেশীয় রাজাগণ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ীবর্গ ও অন্যান্য অনেকে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। বিনা সুদের ঋণ, শতকরা বার্ষিক ৩৲ টাকা সুদের ঋণ এবং দশ বৎসরের সেভিং সার্টিফিকেটের মারফতেও ভারতবাসী আজ পর্য্যন্ত প্রায় ৩১ কোটি টাকা প্রদান করিয়াছে। কিন্তু এইসব প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়া অন্য দিক দিয়াও ভারতবর্ষের অর্থ দ্বারা বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট খুব বেশী উপকৃত হইতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে ইংলণ্ডকে কোটি কোটি টাকা মূল্যের সমর-সরঞ্জাম ক্রয় করিতে হইতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী এক বৎসরে ইংলণ্ড আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে ৪৯ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার (এক ডলার বর্ত্তমানে ৩৷৴০ আনার সমান) মূল্যের সমর-সরঞ্জাম ক্রয় করিয়াছিল। যুদ্ধের এক বৎসরে উহার পরিমাণ বাড়িয়া ৭৮ কোটি ডলারে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই শ্রেণীর সমর-সরঞ্জাম ক্রয়ের পরিমাণ আরও বাড়িবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। সকলেই জানেন যে আমেরিকা হইতে ক্রীত মালপত্রের মূল্য ইংলণ্ডকে স্বর্ণ অথবা ডলার দ্বারা পরিশোধ করিতে হইতেছে। কেননা ইংলণ্ডের পাউণ্ড আমেরিকায় অচল। এক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সাহায্য ইংলণ্ডের খুবই কাজে লাগিতেছে। গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে নিট ২৪ কোটি ১২ লক্ষ টাকার স্বর্ণ ও রৌপ্য রপ্তানী হয়। এতদ্ব্যতীত ঐ সময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কও ইংলণ্ডের তরফে ভারতবর্ষ হইতে ৩ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকার স্বর্ণ ক্রয় করেন। উহার পরবর্ত্তীকালে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে স্বর্ণ ও রৌপ্যের রপ্তানী সম্বন্ধে হিসাব-নিকাশ প্রকাশ করা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু গত বৎসর অক্টোবর মাস হইতে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে স্বর্ণের রপ্তানী ক্রমেই যে ভাবে বর্দ্ধিত হইতেছিল তাহাতে একথা মনে করা অন্যায় নহে যে যুদ্ধের প্রথম বৎসরে ভারতবর্ষ হইতে ৬০ কোটী টাকা মূল্যের স্বর্ণ রপ্তানী হইয়াছে। বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের এই স্বর্ণকে আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে সমর সরঞ্জাম ক্রয়ের কাজে লাগাইতে সমর্থ হইয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষ আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে প্রত্যেক বৎসর যে পরিমাণ টাকার মালপত্র ক্রয় করে তাহার তুলনায় অনেক বেশী টাকার মালপত্র উক্ত দেশে বিক্রয় করিয়া থাকে। এই ভাবে গত ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ১৯৪০ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরে ভারতবর্ষ আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ১৭ কোটী ৬৮ লক্ষ টাকার অধিক মালপত্র বিক্রয় করিয়াছে এবং এই টাকাটা ডলারের হিসাবে আমেরিকার নিকট ভারতবর্ষের পাওনা হইয়াছে। বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট উহাকেও উহাদের সমর সরঞ্জাম ক্রয়ে নিযুক্ত করিয়াছেন। মোটের উপর ভারতবর্ষ হইতে স্বর্ণ রপ্তানী এবং আমদানীর অতিরিক্ত মালপত্র রপ্তানী—এই উভয় দফায় মিলিয়া যুদ্ধের প্রথম বৎসরে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের নিকট ভারতবর্ষের যে পাওনা হইয়াছে তাহার মারফতে ইংলণ্ডের পক্ষে উক্ত দেশ হইতে প্রায় ২৪ কোটী ডলার মূল্যের সমর সরঞ্জাম ক্রয় করা সহজ-সাধ্য হইয়াছে। যে স্থলে ইংলণ্ড আমেরিকা হইতে পূরা এক বৎসরে ৭৮ কোটী ডলার মূল্যের মালপত্র ক্রয় করিয়াছে সেই স্থলে একমাত্র ভারতবর্ষের রপ্তানী স্বর্ণ ও পণ্যদ্রব্য দ্বারাই উহার প্রায় এক তৃতীয়াংশের মূল্য শোধ হইয়াছে—উহা সামান্য কথা নহে। অবশ্য বৃটীশ [illegible]টে ভারতবর্ষের প্রাপ্য এই ২৪ কোটী ডলার বাজেয়াপ্ত করেন নাই। তাঁহারা উহা পাউণ্ডের হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট [illegible] দিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে প্রয়োজনের তুলনায় ইংলণ্ডে[illegible]তে স্বর্ণ ও ডলার মুদ্রার পরিমাণ এত অপর্য্যাপ্ত যে ভারতবর্ষের [illegible]ক হইতে এই সাহায্য একেবারেই উপেক্ষণীয় নহে।

ইংলণ্ডের সমর ব্যয় সঙ্কুলানের ব্যাপারে ভারতবর্ষের টাকা আরও এক দিক দিয়া উক্ত দেশকে বিশেষভাবে সাহায্য করিতেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফ হইতে প্রতি বৃহস্পতিবারে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং যাহা প্রতি শুক্রবারে প্রভাতী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সকলেই দেখিতে পাইবেন যে ভারতবর্ষে প্রচলিত নোট ভাঙ্গাইবার জামীন স্বরূপ সংরক্ষিত সম্পত্তির একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের ঋণপত্র হিসাবে সংরক্ষিত থাকে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কিং বিভাগের সম্পত্তির একটা অংশও এই ভাবে সংরক্ষিত হয়। যুদ্ধের প্রথমে গত ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে এই দুইটী বিভাগে সংরক্ষিত ঋণ-পত্রের পরিমাণ ছিল ১৪১ কোটী ৫৮ লক্ষ টাকা। কিন্তু যুদ্ধের প্রথম বৎসরে উহার পরিমাণ প্রায় ১০০ কোটী টাকা অথবা ৭॥০ কোটী পাউণ্ড বৃদ্ধি পাইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষের তরফে অন্যান্য অনেক দফায় ইংলণ্ডে যে সম্পত্তি নীত হইয়াছে তাহার মূল্যও ২॥০ কোটী পাউণ্ডের কম হইবে না। অর্থাৎ যুদ্ধের প্রথম বৎসরে ইংলণ্ডের বাজারে ভারতবর্ষ ১০ কোটী পাউণ্ড অথবা ১৩৩ কোটী টাকার ঋণপত্র ক্রয় করিয়াছে। উহার ফলে বৃটীশ

(১২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শর্করা শিল্পের বিপদ (১)

জাভার প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভারতীয় শর্করা শিল্পকে সংরক্ষণ শুল্কের সুবিধা দিবার পরে গত ৮।১০ বৎসরের মধ্যে উহার অভূতপূর্ব্ব উন্নতি ঘটিয়াছে। গত ১৯৩০-৩১ সালে ভারতবর্ষে মাত্র ২৯টী চিনির কল ছিল এবং উহাতে ১ লক্ষ ১৯ হাজার টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল। সংরক্ষণ শুল্কের সুবিধার ফলে গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষে মোট ১৪৫টী কলে কাজ হইয়াছে এবং উহাতে মোটমাট ১২ লক্ষ ৪১ হাজার টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে।

ভারতবর্ষে বহু সংখ্যক চিনির কল গড়িয়া উঠার ফলে চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি হেতু উহার মারফতে বৎসর বৎসর যে বিপুল পরিমাণ টাকা বিদেশে চলিয়া যাইত তাহার পথ বন্ধ হইয়াছে। গত ১৯২০-২১ সালে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে ২৭।০ কোটী টাকা মূল্যের চিনি আমদানী হইয়াছিল। গত ১৯৩২ সালে যখন বিদেশ হইতে আমদানী চিনির উপর সংরক্ষণ শুল্ক বসান হয় তখনও ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর ১৫ কোটি টাকার মত চিনি আমদানী হইতেছিল। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে চিনি উৎপন্ন হওয়ার দরুণ এই আমদানী এক প্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে মাত্র ১৮ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার চিনি আমদানী হইয়াছিল। তবে ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতে ইক্ষু ফসল ভালরূপ না হওয়ায় অনেক কম চিনি উৎপন্ন হয় এবং এজন্য চিনির মূল্য অনেক চড়িয়া যায়। ফলে ১৯৩৯-৪০ সালে বিদেশ হইতে ৩ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা মূল্যের চিনি আমদানী হয়। চলতি সরকারী বৎসরের আগষ্ট পর্য্যন্ত প্রথম ৫ মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে মাত্র ২২ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকার চিনি আমদানী হইয়াছে।

চিনির মারফতে ভারতবর্ষ হইতে বৎসর বৎসর যে বিপুল পরিমাণ টাকা বাহির হইয়া যাইত তাহা বন্ধ [illegible]তে দেশের সমূহ আর্থিক উন্নতি হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু [illegible]খের বিষয় যে দেশে শর্করা শিল্পের উন্নতির উদ্দেশ্যে চিনির জন্য অতিরিক্ত মূল্য দিয়া গত ৮।১০ বৎসরের মধ্যে দেশের জনসাধারণ প্রভূত আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিলেও আজ পর্য্যন্ত এই শিল্প সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে এবং রক্ষণশুল্কের সাহায্য ব্যতিরেকে বিদেশী চিনির কলের সহিত প্রতিযোগিতার শক্তি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয় নাই। ফল এই দাঁড়াইতেছে যে ভারতীয় শর্করা শিল্পের রক্ষার জন্য ভারতীয় জনসাধারণকে আরও বহু দিন পর্য্যন্ত চিনির জন্য অতিরিক্ত মূল্য দিয়া ক্ষতি বহন করিতে হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে নানা কারণে ভারতীয় শর্করা শিল্পের অত্যন্ত দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। উহার মধ্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত শর্করার উৎপাদন প্রধান। গত বৎসর ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে আখ জন্মিয়াছিল এবং ১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনায় বেশী সংখ্যক চিনির কলে কাজ চলিয়াছিল। ইক্ষুর উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য গত বৎসর গড়পরতায় প্রতি ১০০ টন ইক্ষু হইতে ৯.৪৫ টন চিনি উৎপন্ন হয়। অথচ ১৯৩৮-৩৯ সালে প্রতি ১০০ টন ইক্ষু হইতে ৯.২৯ টনের বেশী চিনি উৎপন্ন হয় নাই। গত বৎসর বিহার ও সংযুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেণ্ট ইক্ষুর উচ্চ মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়াতে কৃষকগণ অনেক বেশী পরিমাণে ইক্ষু চিনির কলে বিক্রয় করে এবং ফলে গত বৎসর প্রত্যেক কলে প্রত্যহ গড়ে ৭১০ টন করিয়া ইক্ষু হইতে চিনি প্রস্তুত হয়। ১৯৩৮-৩৯ সালে উহার পরিমাণ ছিল ৬৩০ টন। এই সব কারণে গত বৎসর ভারতীয় চিনির কলগুলিতে মোটমাট ১২ লক্ষ ৪১ হাজার ৭০০ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে। ভারতবর্ষে চিনির কলসমূহে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও এত অধিক পরিমাণে চিনি উৎপন্ন হয় নাই।

ভারতবর্ষের জনসাধারণ এত দরিদ্র যে অনেকের পক্ষেই অধিক মূল্য দিয়া কলে উৎপন্ন সাফ চিনি খাইবার ক্ষমতা নাই। কাজেই ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতীয় কলসমূহে যে প্রায় ১২।০ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে তাহার বহুলাংশ এখনও অবিক্রীত অবস্থায় পড়িয়া আছে। গত ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের শেষ ভাগে ১৯৩৮-৩৯ সালে উৎপন্ন চিনির মধ্যে মাত্র ৭৫ হাজার টনের কিছু বেশী পরিমাণ চিনি বাজারে মজুদ ছিল। কিন্তু গত আগষ্ট মাসের শেষে এই মজুদের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে প্রায় ৫ লক্ষ টন। বর্ত্তমান বৎসরে আখের চাষ সম্বন্ধে যে সরকারী বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে এবার সমগ্র ভারতবর্ষে গত বৎসরের তুলনায়ও প্রায় ১৭ ভাগ বেশী পরিমাণ জমিতে আখের চাষ হইয়াছে এবং এবার ফসলের অবস্থাও মন্দ নহে। সাধারণতঃ প্রত্যেক বৎসর অক্টোবর মাসের প্রথম ভাগ হইতে চিনির কলে আখ পেষিয়া তাহা হইতে চিনি প্রস্তুতকার্য্য আরম্ভ হইয়া থাকে। কাজেই বর্ত্তমানে নূতন চিনিও বাজারে কিছু কিছু উপস্থিত হইতেছে। খুব সম্ভবতঃ এবারও চিনির কলসমূহে অন্ততঃ দশ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হইবে। কাজেই গত আগষ্ট মাসের শেষে মজুদ চিনি লইয়া এবার বাজারে ১৫ লক্ষ টন চিনির যোগান হইবে বলিয়া আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। অথচ ভারতবর্ষে কোন বৎসরেই দশ লক্ষ টনের বেশী সাফ চিনি ব্যবহৃত হয় না। চলতি বৎসরে কৃষিজাত পণ্যের মূল্য হ্রাস, ব্যবসা বাণিজ্যে মন্দা, শস্যহানি ইত্যাদির জন্য দেশের লোকের যেরূপ আর্থিক দুর্গতি দেখা যাইতেছে তাহাতে এবার সাফ চিনির কাটতি ৮ লক্ষ টনের বেশী হইবে কিনা সন্দেহ। অন্য কথায় বলা যাইতে পারে যে এবার দেশে যে পরিমাণ চিনি কাটতি হইবার সম্ভাবনা আছে তাহার তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ পরিমিত চিনি বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইবে বলিয়া আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। অত্রাবস্থায় সাফ চিনির বাজারে যে অত্যন্ত মন্দা দেখা দিবে এবং উহার প্রতিক্রিয়ায় গুড় ও লাল চিনির দরও যে দিন দিন পড়িয়া যাইবে তাহার মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নাই।

ভারতীয় শর্করা শিল্পে বর্ত্তমানে ১৮ কোটী টাকার মত মূলধন খাটিতেছে। চিনির কলসমূহে প্রায় দুই সহস্র শিক্ষিত ব্যক্তি এবং দেড় লক্ষ মজুরের কাজের সংস্থান হইয়াছে। এই সব কল প্রতি বৎসর যে আখ ক্রয় করে তজ্জন্য কৃষকগণ ১৫ কোটী টাকা করিয়া পাইয়া থাকে। ভারত সরকারের রেল বিভাগ, কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ ইক্ষুর ভাড়া, উৎপাদন শুল্ক, সেস, আয়কর ইত্যাদিতে কলগুলি হইতে বৎসরে ৯ কোটী টাকার মত পাইয়া থাকেন। অত্রাবস্থায় এই শিল্পের যথাযথরূপে সংরক্ষণ দেশবাসীমাত্রেই কাম্য এবং বর্ত্তমানে এই শিল্প যে প্রকার সঙ্কটের মধ্য দিয়া চলিয়াছে তাহাতে এজন্য সকলের পক্ষেই চিন্তিত হওয়া স্বাভাবিক।

শর্করা শিল্পের বর্ত্তমানে যে দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে তাহার প্রতিকারের উপায় হইতেছে—(১) ভারতীয় চিনির মূল্য হ্রাস করিয়া দেশে চিনির কাটতি বৃদ্ধি (২) প্রত্যেক বৎসর দেশে প্রয়োজনানুরূপভাবে চিনি উৎপাদনের ব্যবস্থা এবং (৩) বিদেশে চিনি রপ্তানীর ব্যবস্থা। প্রথম উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য উৎপাদন শুল্কের বিলোপ, ইক্ষুর উপযুক্তরূপ মূল্য নির্দ্ধারণ, চিনির কলের মালিকদের কার্য্যক্ষমতা বৃদ্ধি ও কলের অপব্যয় নিবারণ, [illegible] ধরণের ইক্ষু উৎপাদন, সম্মিলিতভাবে চিনি বিক্রয়ের ব্য[illegible] কার্য্য ইত্যাদি বিশেষভাবে প্রয়োজন। এই সব [illegible] উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ও বিদেশে চিনি রপ্তানী সম্ব[illegible] আলোচনা করিব।

ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের অবস্থা

ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ হইতে সম্প্রতি গত আগষ্ট মাসের ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। গত বৎসর আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয় নাই। কাজেই গত সরকারী বৎসরের প্রথম ৫ মাস ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্য যুদ্ধের প্রভাব হইতে বিমুক্ত ছিল। কিন্তু চলতি সরকারী বৎসরের প্রথম ৫ মাস ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্য সম্পূর্ণভাবে যুদ্ধের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। অত্রাবস্থায় গত বৎসরের প্রথম ৫ মাসে বহির্ব্বাণিজ্যের হিসাবের সহিত চলতি বৎসরের ৫ মাসের হিসাবের তুলনামূলক বিচার করিলে যুদ্ধের দ্বারা ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে।

প্রথমেই উল্লেখযোগ্য যে যুদ্ধের সমষ্টিগত ফল হিসাবে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানীর পরিমাণ অনেক হ্রাস পাইয়াছে এবং ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানী উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত বৎসর এপ্রিল হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত ৫ মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে ৭০ কোটী ৫২ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র আমদানী হয়—কিন্তু এবার এই ৫ মাসে ৬৬ কোটী ৫৯ লক্ষ টাকার মালপত্র আমদানী হইয়াছে। অর্থাৎ গত বৎসরের তুলনায় এবার ৫ মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানীর পরিমাণ ৩ কোটী ৯২ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে। রপ্তানীর বেলায় দেখা যায় যে গত বৎসর এই কয় মাসে যে স্থলে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ৭৩ কোটী ৬২ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র রপ্তানী হইয়াছিল সেই স্থলে এবার ৫ মাসে ৮২ কোটী ৫১ লক্ষ টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে। অর্থাৎ এবার ৫ মাসে রপ্তানীর পরিমাণ ৮ কোটী ৮৮ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আমদানীর হিসাব বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে এবার ৫ মাসে খাদ্য, পানীয় ও তামাক জাতীয় জিনিষের আমদানী ৩ কোটী ৯৫ লক্ষ টাকা এবং শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানী ৩ কোটী ৫১ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু কাঁচা মালের আমদানী ৩ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। খাদ্য ও পানীয়ের মধ্যে শস্য ডাল ও ময়দার আমদানী ১ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা এবং চিনির আমদানী ১ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা কমিয়াছে। শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যেও কলকব্জার আমদানী ২ কোটি ১৩ লক্ষ টাকার এবং কার্পাস বস্ত্র ও সূতার আমদানী ১ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা কমিয়াছে। পক্ষান্তরে এবার ৫ মাসে বিদেশ হইতে ভারতে আমদানীকৃত কাঁচা মালের মধ্যে তৈলের আমদানী ১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা, তূলার আমদানী ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা এবং পশমের আমদানী ১ কোটি ৯ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে। আমদানীকৃত অন্যান্য জিনিষের মধ্যে এই বৎসর ৫ মাসে রাসায়নিক দ্রব্যের আমদানী ৮৮ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু লৌহ নির্ম্মিত ছোটখাট জিনিষের আমদানী ৫৬ লক্ষ টাকা এবং মোটর গাড়ীর আমদানী ৯১ লক্ষ টাকা কমিয়াছে।

রপ্তানীর দিকে দেখা যায় যে এই বৎসর ৫ মাসে গত বৎসর ৫ মাসের তুলনায় খাদ্য, পানীয় ও তামাকের দফায় রপ্তানীর পরিমাণ ১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা এবং কাঁচা মালের দফায় রপ্তানীর পরিমাণ ৩ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা কমিয়াছে বটে—কিন্তু শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানী ১৪ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে। খাদ্য ও পানীয় জাতীয় জিনিষের দফায় এই বৎসর চায়ের রপ্তানী ১ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা এবং তূলার রপ্তানী ৩ কোটি ১১ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে। এই ৫ মাসে পশমের রপ্তানী ৬২ লক্ষ টাকা, খোলের রপ্তানী ৪০ লক্ষ টাকা এবং পাটের রপ্তানী ৩৩ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে। শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে এবার ৫ মাসে প্রায় সকল শ্রেণীর জিনিষের রপ্তানীই বৃদ্ধি পাইয়াছে দেখা যায়। উহার মধ্যে পাটজাত থলে ও চটের রপ্তানীই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এবার ৫ মাসে গত বৎসর ৫ মাসের তুলনায় উহার রপ্তানী ৯ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা বেশী হইয়াছে। অন্যান্য জিনিষের মধ্যে কার্পাসজাত বস্ত্র ও সূতার রপ্তানী ২ কোটি ৬ লক্ষ টাকা, ট্যান করা চামড়ার রপ্তানী ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা এবং লৌহ ও ইস্পাতজাত জিনিষের রপ্তানী ৭৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাওয়ার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। রপ্তানীর এই বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে যুদ্ধের ফলে ভারতীয় চটশিল্পই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকৃত হইয়াছে এবং ভারতীয় বস্ত্রশিল্পও কতকাংশে যুদ্ধের সুযোগ কাজে লাগাইতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু তূলা, পাট, পশম, কাঁচা চামড়া, তৈলবীজ, তামাক, খোল প্রভৃতি যে সমস্ত জিনিষের রপ্তানীর উপর ভারতীয় কোটি কোটি অধিবাসীর সুখ-দুঃখ নির্ভর করিতেছে যুদ্ধের ফলে সেই সমস্ত জিনিষের রপ্তানী কিছুই বৃদ্ধি পায় নাই। অবশ্য থলে ও চট এবং বস্ত্র ও সূতার রপ্তানী বৃদ্ধির ফলে পাট ও তূলা চাষী পরোক্ষভাবে কিছু উপকৃত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান বৎ[illegible]থম ৫ মাসে বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতবর্ষের আমদানী রপ্তানীর হিসাব দেখিলে বুঝা যায় যে যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষের বাজা[illegible]মেরিকার যুক্তরাজ্য এবং জাপানই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুবিধা করি[illegible] লইতেছে। কিন্তু চীনযুদ্ধে ব্যাপৃত থাকার দরুণ জাপান এবার তেমন সুবিধা করিতে পারে নাই। চলতি বৎসরের প্রথম ৫ মাসে বিদেশ হইতে সমষ্টিগতভাবে ভারতবর্ষে আমদানীর পরিমাণ ৩ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে বটে। কিন্তু এই কয় মাসে গত বৎসরের এই কয় মাসের তুলনায় আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে ভারতবর্ষে আমদানীর পরিমাণ ৫ কোটি টাকারও অধিক এবং জাপান হইতে আমদানীর পরিমাণ ১ কোটি ৬ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্যান্য দেশের মধ্যে এই কয় মাসে কেনিয়া হইতে ভারতবর্ষে আমদানীর পরিমাণ ৪১ লক্ষ টাকা এবং ইরাণ হইতে আমদানীর পরিমাণ ১৯ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে। পক্ষান্তরে এই কয় মাসে গত বৎসরের তুলনায় ইংলণ্ড হইতে ভারতে আমদানীর পরিমাণ ২ কোটি ১ লক্ষ টাকা, ব্রহ্মদেশ হইতে আমদানীর পরিমাণ ৭৩ লক্ষ টাকা এবং জাভা হইতে আমদানীর পরিমাণ ১ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে।

গত বৎসর উক্ত ৫ মাসে ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ড, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, অষ্ট্রেলিয়া, জার্ম্মাণী, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, চীন, জাপান, আমেরিকার যুক্তরাজ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকা—এই কয়টি দেশে এক কোটি টাকার অধিক মূল্যের মালপত্র রপ্তানী হইয়াছিল। বর্ত্তমান বৎসরে জার্ম্মাণীতে পণ্যদ্রব্য রপ্তানী বন্ধ থাকিলেও গত মে মাস পর্য্যন্ত হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও ফ্রান্সে ভারতবর্ষ হইতে পণ্যদ্রব্য রপ্তানী হইয়াছিল। ফ্রান্সে এবার ভারতবর্ষ হইতে এত অধিক পরিমাণে

পণ্যদ্রব্য রপ্তানী হইতেছিল যে চলতি সরকারী বৎসরের প্রথম দুই মাসেই গত বৎসরের প্রথম ৫ মাসের তুলনায় উক্ত দেশে ১ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা অধিক মূল্যের পণ্যদ্রব্য রপ্তানী হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে ফ্রান্সেও ভারতবর্ষ হইতে মালপত্র রপ্তানী বন্ধ হইয়াছে। তবে সুখের বিষয় যে এবার মিত্রপক্ষীয় ও নিরপেক্ষ দেশসমূহের অনেক দেশে ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানীর পরিমাণ বাড়িয়াছে। উহার মধ্যে ইংলণ্ডের কথাই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। গত বৎসরের তুলনায় এবার ৫ মাসে ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে রপ্তানীর পরিমাণ ৫ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সময়ে সিংহলে রপ্তানীর পরিমাণ ৫৪ লক্ষ টাকা, ব্রহ্মদেশে ৬৬ লক্ষ টাকা, মালয়ে ৩৬ লক্ষ টাকা, দক্ষিণ আফ্রিকায় ৮৯ লক্ষ টাকা, অষ্ট্রেলিয়ায় ৪৬ লক্ষ টাকা, মিশরে ৮৫ লক্ষ টাকা, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ৪ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা এবং দক্ষিণ আমেরিকায় ৪০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু এই সময়ে জাপানে রপ্তানীর পরিমাণ ৬০ লক্ষ টাকা এবং চীনে ২ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে।

বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানী হ্রাস এবং ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানীর বৃদ্ধি ভারতীয় স্বার্থের পরিপোষক—উহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে ৫ মাসের অবস্থা দৃষ্টে উহা বরাবর বজায় থাকিবে কিনা বলা যায় না। চলতি সরকারী বৎসরের প্রথম মাসে অর্থাৎ এপ্রিল মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে ১৭ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র আমদানী হইয়াছিল। উহা ক্রমশঃ কমিয়া গত আগষ্ট মাসে ১০ কোটি ১১ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে রপ্তানীর পরিমাণও দিন দিন হ্রাস পাইতেছে—যদিও আমদানীর ন্যায় উহা তত দ্রুত নহে। গত এপ্রিল মাসে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ১৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছিল—সেই স্থলে গত আগষ্ট মাসে ১৪ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে। তবে জুলাই মাসের তুলনায় আগষ্টে রপ্তানীর পরিমাণ ৫৮ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে। যুদ্ধের পরিধি দিন দিন যে প্রকার বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানীর পরিমাণ ভয়াবহরূপে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতে পারে। বর্ত্তমানে দেশ হইতে পাট, তূলা প্রভৃতি কাঁচা মালের রপ্তানী কমিয়া যাওয়াতে দেশের জনসাধারণের বিশেষ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্য আরও সঙ্কুচিত হইলে এই দুর্দ্দশা চরমে উঠিবে।

তাঁত শিল্পে সাহায্যদান সমস্যা

তাঁতশিল্প ও বস্ত্রশিল্পের মধ্যে পরস্পর বিরোধী দাবী দাওয়া লইয়া যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে তাহার একটা সন্তোষজনক মিমাংসার জন্য ভারত সরকার স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মতামত গ্রহণে ব্যাপৃত আছেন। এপর্য্যন্ত যে সকল আভাষ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মিলে প্রস্তুত বস্ত্রের উপর উৎপাদন শুল্ক ধার্য্য করিবার এবং কতিপয় শ্রেণীর কাপড় প্রস্তুত সম্পর্কে মিলসমূহের প্রতি বাধানিষেধ প্রবর্ত্তন করিয়া উহার উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিবার সুপারিশ করা হইয়াছে। মিলে প্রস্তুত বস্ত্রের উপর সেস ধার্য্য করিবার, সূতার উৎপাদন শুল্ক হ্রাস করিবার এবং মিল ও তাঁতে ব্যবহারযোগ্য সূতার কোটা ও উহার রকমভেদ নির্দ্দিষ্ট করিবারও সুপারিশ করা হইয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট উপরোক্ত সুপারিশ সম্পর্কে মতামত জানিবার জন্য বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ও মিল মালিক সমিতির নিকট প্রচার পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। আগামী ১৬ই ও ১৭ই ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌএ একটী বাণিজ্য সম্মেলন হইবে; উক্ত সম্মেলনের পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট এতৎসম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিতে ইচ্ছা করেন বলিয়া জানা যায়।

বঙ্গীয় ভূমিরাজস্ব বিভাগের কার্য্যবিবরণী

বঙ্গীয় ভূমি রাজস্ব বিভাগের গত ১৯৩৯-৪০ সালের যে কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, আলোচ্য বৎসর ৩ কোটী ১৫ লক্ষ ২৮ হাজার ৫৭৬ টাকা রাজস্ব পাওনা ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর উহার পরিমাণ ৩ কোটী ১৪ লক্ষ ৬৩ হাজার ৭০৫ টাকা ছিল। মোট ৮৮ লক্ষ ৪০ হাজার ৩৯ টাকা বাকী পাওনা লইয়া আলোচ্য বৎসর আদায়যোগ্য রাজস্বের পরিমাণ ৪ কোটী ৩ লক্ষ ৬৮ হাজার ৬১৫ টাকা ছিল। তন্মধ্যে মোট ৩ কোটী ৯১ লক্ষ ৬৭ হাজার ৫১৩ টাকা অর্থাৎ মোট পাওনার শতকরা ৭৬'৭১ ভাগ এবং চলতি বৎসরের পাওনার শতকরা ৯৮'২২ ভাগ আদায় হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর এইরূপ আদায়ের পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা ৭৫'৭৪ ভাগ এবং ৯৪'২৯ ভাগ ছিল। খাস মহালসমূহের মোট আদায়যোগ্য রাজস্বের পরিমাণ ১ কোটী ৩৫ লক্ষ ৭৮ হাজার ৫৮১ টাকা ছিল। তন্মধ্যে চলতি পাওনা ৭৪ লক্ষ ৮২ হাজার ৬ টাকা এবং বাকী পাওনা ৬০ লক্ষ ৯৬ হাজার ৫৭৫ টাকা। মোট বাকী পাওনা মধ্যে আলোচ্য বৎসর ৬৭ লক্ষ ৮৮ হাজার ৯৩২ টাকা আদায় হইয়াছে বলিয়া দেখা যায়। আলোচ্য বৎসর ২৬ হাজার ২০৪টি সম্পত্তি নীলামে উঠে, তন্মধ্যে মাত্র ১ হাজার ৪১৭টি সম্পত্তি নীলাম বিক্রয় হইয়াছে।

যুদ্ধ এবং ছোট ও মাঝারি শিল্প

সম্প্রতি বেঙ্গল বোর্ড অব ইণ্ডাষ্ট্রীজের চেয়ারম্যান মিঃ ডি এন সেন বর্ত্তমান যুদ্ধে ভারতের ছোট ও মাঝারি শিল্প সম্পর্কে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে যুদ্ধের ফলে এই সকল শিল্পের উন্নতি আশা করা গিয়াছিল। বিদেশ হইতে আমদানী নিয়ন্ত্রণ এবং যুদ্ধের জন্য গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের চাহিদার উপর ভরসা করিয়াই এরূপ আশা করা গিয়াছিল। উহা যে কতকাংশে ফলবতী হয় নাই তাহা নহে তবে ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ উহার বিশেষ কোন সুযোগ সুবিধা পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যুদ্ধের জন্য ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন ছোট ও মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি কি প্রকার জিনিসপত্র সরবরাহ করিতে সক্ষম তৎসম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের কর্ণধারগণ অনুধাবন করিয়া দেখেন নাই বলিয়াই মনে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ পোর্সেলিন, কাচ, এনামেল, হোসিয়ারী, কৌটা নির্ম্মাণ প্রভৃতি যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছে তাহা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত শিল্পসমূহের পর্য্যায়ভুক্ত নহে। এই সকল শিল্প প্রবর্ত্তকগণ গবর্ণমেণ্টের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন ভাবেই সংশ্লিষ্ট নহেন। অথচ বর্ত্তমানে দেখা যায় যে এই সকল শিল্প সংগঠিত করিয়া উহা যুদ্ধোপকরণ সরবরাহের জন্য নিয়োজিত হইতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় উপরোক্ত শিল্পসমূহের অভাব অভিযোগ সম্পর্কে এতাবৎ কোন বিবেচনা করা হয় নাই এবং শিল্পোন্নতি সম্পর্কে যে সকল আলাপ আলোচনা হইয়াছে তাহাতে এই সকল শিল্পের পক্ষে কোন প্রতিনিধিত্ব আহ্বান করা হয় নাই। এমন কি বর্ত্তমান ইষ্টার্ণ গ্রুপ কনফারেন্সে যে সকল বেসরকারী উপদেষ্টা নিযুক্ত হইয়াছেন তাহাদের মধ্যে এই সকল ছোট ও মাঝারি শিল্পের কোন প্রতিনিধির নাম নাই। মিঃ সেন আশা করেন যে গবর্ণমেণ্ট এই সকল শিল্প সংগঠনে উদ্যোগী হইলে সামরিক ও বেসামরিক প্রয়োজনে বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য সরবরাহে কোন অভাব ঘটিবে না।

যুক্তরাজ্যে বৈদেশিক অর্থের পরিমাণ

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে বিগত মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত আমেরিকার যুক্তরাজ্যে বৈদেশিক অর্থের পরিমাণ কিরূপ হ্রাস বৃদ্ধি পাইয়াছে নিম্নোদ্ধৃত তালিকা হইতে তাহা প্রতীয়মাণ হয় :—

	১৯৩৯ সালের আগষ্ট		১৯৪০ সালের মার্চ্চ		হ্রাস বৃদ্ধি		
	(০০০,০০০)		(০০০,০০০)		(০০০,০০০)		
ইংলণ্ড	৫৯৪	ডলার	৩৬১	ডলার	—	২৩৩	ডলার
কানাডা	৩৫৬	,,	২৫০	,,	+	১০৬	,,
ফ্রান্স	৩১৬	,,	২৯১	,,	—	২৫	,,
নেদারল্যাণ্ডস্	১৫৯	,,	২০০	,,	+	৪১	,,
সুইজারল্যাণ্ড	২৮৩	,,	৪৩২	,,	+	১৪৯	,,
জার্ম্মেণী	১১	,,	৮	,,	—	৩	,,
ইতালী	১১	,,	৬৯	,,	+	৫৮	,,
ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্র	৪৩১	,,	৬১৯	,,	+	১৮৮	,,
ল্যাটিন আমেরিকা	৩৯০	,,	৩৬৫	,,	—	২৫	,,
এশিয়া	২৮৪	,,	৪০২	,,	+	১১৮	,,
অন্যান্য	৭০	,,	৫৫	,,	—	১৫	,,
মোট	২,৯০৫	মোট	৩,০৫২	,,	+	১৪৭	,,

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশীয়ের সংখ্যা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যা তের কোটি। এই তের কোটীর মধ্যে এক তৃতীয়াংশই বিদেশীয়। যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশীয়দের সংখ্যা এইরূপ :—জার্ম্মাণ ৬৮ লক্ষ, ইতালীয় ৪৫ লক্ষ, বৃটিশ ৪৩ লক্ষ, পোল ৩৩ লক্ষ, ক্যানাডা দেশীয় ৩৩ লক্ষ, স্ক্যাণ্ডিনেভীয় ৩১ লক্ষ, আইরিশ ৩১ লক্ষ, রুশিয়ান ২৫ লক্ষ, মেক্সিকো দেশীয় ১৪ লক্ষ, চেক ১৩ লক্ষ, অষ্ট্রীয়ান ৯ লক্ষ, হাঙ্গেরীয় ৬ লক্ষ, ফরাসী ৫ লক্ষ ও অন্যান্য ৭০টি জাতি ৩৯ লক্ষ।

G.I. 8.

রাশিয়ায় তুলার উৎপাদন

জগতের প্রধান তুলা উৎপাদনকারী দেশসমূহের মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়া এখন তৃতীয় স্থান অধিকার করিতেছে। গত মহাযুদ্ধের সময় রাশিয়ায় প্রতি বৎসরে গড়ে ৯ লক্ষ বেল তুলা উৎপন্ন হইতেছিল। কিন্তু ঐ দেশে গড়ে প্রতি বৎসরে তুলা ব্যবহৃত হইতেছিল ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার বেল। তাহার পর রাশিয়া স্বকীয় সুপরিকল্পনায় তুলার উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছে। ১৯৩৫ সালের পর রাশিয়ায় গড়ে বৎসরে ৩৮ লক্ষ বেলের মত তুলা উৎপাদিত হইতেছে। সোভিয়েট রাশিয়ার কাপড়ের কলগুলিতে বিদেশী তুলার বদলে এক্ষণে দেশী তুলাই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইতেছে।

ভারতীয় বীমাকর্ম্মী সম্মেলন

আগামী ৯ই ও ১০ই নবেম্বর এম্প্লায়ার অব্ ইণ্ডিয়ার অন্যতম চীফ্ এজেন্ট মিঃ এ, সি, সেনের সভাপতিত্বে কলিকাতা ১৫ নং কলেজ স্কোয়ারস্থিত আলবার্ট হলে ভারতীয় বীমা কর্ম্মী সম্মেলনের ৬ষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন হইবে। উক্ত সম্মেলন ২৬শে ও ২৭শে অক্টোবর হইবে বলিয়া পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল।

যুক্তরাষ্ট্রে বীমার প্রসার

গত ১৯০৬ সালের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলতি জীবন বীমার পরিমাণ ছিল ৮৬০ কোটী ডলার। ১৯৩৯ সালে উহা ১১ হাজার ৩৮০ কোটী ডলার দাঁড়াইয়াছে। ১৯০০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের লোক সংখ্যা ছিল ৭ কোটী ৬০ লক্ষ। উহার মধ্যে বীমাকারীর সংখ্যা ছিল ১ কোটী জন। ১৯৩৯ সালের শেষে যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১৩ কোটী। আর উহাদের মধ্যে বীমাকারীর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৬ কোটী ৪০ লক্ষ জন। উহা দৃষ্টে ঐ দেশের অর্দ্ধেক সংখ্যক লোকই এক্ষণে জীবনবীমা কোম্পানীর পলিসিগ্রাহক বলা চলে। ১৯০০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে বীমাকারীদের গড়ে মাথাপিছু জীবনবীমার পরিমাণ ছিল ৮৫০ ডলার। বর্ত্তমানে ঐ দেশের বীমাকারীদের গড়ে মাথাপিছু বীমার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ হাজার ৭৭৫ ডলার।

ইক্ষু চাষের পূর্ব্বাভাষ

সর্ব্ব ভারতীয় ইক্ষুচাষ সংক্রান্তে দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষে ঘোষণায় করা হইয়াছে যে বর্ত্তমান মরশুমে সমগ্র ভারতে মোট ৪২ লক্ষ ৪৪ হাজার একর জমীতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে। বিগত বৎসর ৩৭ লক্ষ ৩৯ হাজার একর জমীতে ইক্ষুচাষ হইয়াছিল।

পাটতন্তুর উন্নতি বিধান

রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে পাটতন্তুকে পশম এবং পশমের সূতার ন্যায় কিরূপে ব্যবহার করা যায় সম্প্রতি ইংলণ্ডে তাহার একটা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এই বাবদ একটা পেটেন্টও প্রদত্ত হইয়াছে। প্রকাশ, ইহাতে তন্তুর ওজন শতকরা ৭ হইতে ১০ ভাগ পর্য্যন্ত হ্রাস পাইয়া থাকে। পাটের তন্তু এবং সূতা ইহার সাহায্যে মিহি করা যায় এবং পশম ব্যতীত অন্যান্য ভাবেও ইহার ব্যবহার চলে। আনুসঙ্গিক ব্যয় খুব বেশী নহে। পাট তন্তুর সহিত সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং লবণ মিশ্রিত করিয়া তাহা পরিস্কৃত জলে ধৌত করা হয়। তন্তু হইতে জলীয় অংশ পরিত্যাগ করিয়া ইহাকে সালফিউরিক এসিডের সহিত মিশ্রিত করিতে হয়। পুনরায় পরিষ্কার জলে ধৌত করিয়া এবং ঐ জলীয় অংশ বাদ দিয়া তন্তুর সহিত ক্লোরাইড অব্ লাইম এবং এমোনিয়াম্ বাইকারবনেট মিশ্রিত করিতে হয়। পরিষ্কার জলে ইহা ধুইয়া ফেলিয়া শুষ্ক করিলেই ইহা মিহি হইয়া থাকে।

দেশরক্ষা বাবদ ঋণ সংগ্রহের পরিমাণ

দেশরক্ষা বাবদ ভারত সরকার বিভিন্ন দফায় যে ঋণ সংগ্রহের পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিয়াছেন তাহাতে বিগত ১২ই অক্টোবর পর্য্যন্ত মোট ২৮ কোটী ৯৯ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে ১৯½ কোটী টাকা গবর্ণমেণ্ট একটী ঋণ পরিশোধের জন্য বর্ত্তমান বৎসরে ব্যয় করিয়াছেন। বাকী প্রায় ৯½ কোটী টাকা সৈন্য বাহিনীর প্রসার, সরকারী কর্ম্মচারীদের মাগ্‌গী ভাতা প্রভৃতি ব্যাপারে ব্যয়িত হইবে।

মার্কেটীং অফিসারস্‌ সম্মেলন

বর্ত্তমান মাসের প্রথমভাগে দিল্লীতে কেন্দ্রীয় মার্কেটিং বিভাগ এবং প্রদেশ ও দেশীয়রাজ্যসমূহের সিনিয়র মার্কেটিং অফিসারদের ষষ্ঠ-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। যুদ্ধের ফলে কৃষিপণ্য রপ্তানী হ্রাস পাওয়ায় এই সমস্ত উদ্বৃত্ত পণ্য যাহাতে দেশের অভ্যন্তরে কাটতি হয় তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইবার জন্য সম্মেলন মার্কেটিং কর্ম্মচারীদিগকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

শিল্পে কমলালেবুজাতীয় ফলের ব্যবহার

গবেষণার ফলে আমেরিকায় কমলালেবু প্রভৃতি ফল শিল্পপ্রতিষ্ঠানেও ব্যবহৃত হইতেছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কৃষি বিভাগ এই সমস্ত ফল হইতে মদ্য এবং নানাবিধ পানীয় প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বিভিন্ন প্রকার তৈলও এই সমস্ত ফল হইতে উৎপাদিত করা হইতেছে এবং কৃষিকার্য্য, ঔষধ প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইতেছে। লেবু হইতে নাইট্রিক এসিড্ এবং লেবু ও কমলালেবুর তৈল পাউরুটী, বিস্কুট প্রভৃতির কারখানায় ব্যবহৃত হয়। সোডিয়াম সাইট্রেট্ দুগ্ধশিল্পে প্রয়োজনীয়। এই সমস্ত ফল হইতে ভাইটামিন "পি" নামধেয় একটী নূতন ভাইটামিন প্রস্তুত করিয়া পরীক্ষার জন্য উপস্থাপিত করা হইয়াছে।

৮০ অক্ষরযুক্ত টাইপরাইটার

সিংহল গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশক্রমে একটী বৃটীশ প্রতিষ্ঠান ৮০ অক্ষরযুক্ত টাইপরাইটার নির্ম্মাণে সক্ষম হইয়াছেন। সিংহলী ভাষায় অন্যূন ৮০টী অক্ষর এবং বহু সংযুক্তাক্ষর আছে। উক্ত টাইপরাইটারের সাহায্যে এই সমস্ত অক্ষর এবং যুক্তক্ষর লেখা যায়।

মাদ্রাজে তামিলভাষীদের জন্য কিছুকাল পূর্ব্বে জার্ম্মেনীতেও বহু অক্ষর বিশিষ্ট টাইপরাইটার নির্ম্মিত হইয়াছিল।

দোকান কর্ম্মচারী বিল

আইন সভার বিগত অধিবেশনে গৃহীত দোকান কর্ম্মচারী সম্পর্কিত বিলে বাঙ্গলার লাট সম্মতি প্রদান করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। এই আইনের বিধান অনুসারে প্রত্যেক দোকান সপ্তাহে অন্ততঃ দেড়দিন বন্ধ রাখিতে হইবে। রাত্রি ৮টার পর দোকান বন্ধ করিতে হইবে। দোকান কর্ম্মচারীগণের দৈনিক কার্য্যকাল ১০ ঘণ্টা নির্দ্ধারিত হইবে এবং ৭ ঘণ্টা কাজের পর এক ঘণ্টা এবং দৈনিক ৫ ঘণ্টা কাজের পর আধঘণ্টা ছুটী দিতে হইবে। মাসের ১০ই তারিখের মধ্যে বেতন দিতে হইবে এবং এক বৎসর কাজের পর পূর্ণ বেতনে ১৪ দিন এবং অর্দ্ধবেতনে ১০ দিন ছুটী দিতে হইবে। এই আইন প্রথমতঃ কলিকাতা, কলিকাতার উপকণ্ঠ এবং হাওড়া মিউনিসিপালিটির এলাকায় বলবৎ হইবে।

কারিগরী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা

যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত শিল্পে শিক্ষালাভের জন্য এপর্য্যন্ত মোট ২০ হাজার দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে। প্রত্যেক প্রদেশে গঠিত সিলেকশন বোর্ড উক্ত দরখাস্তগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে। অবিলম্বে ৩ হাজার শিক্ষার্থী গ্রহণ করা হইবে। শিক্ষাদানের ব্যবস্থা সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে আরও শিক্ষার্থী যাহাতে গ্রহণ করা যাইতে পারে তজ্জন্য পৃথক একখানি নামের তালিকা প্রস্তুত সম্পর্কেও উক্ত বোর্ডকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এপর্য্যন্ত বিভিন্ন টেকনিক্যাল ইনিষ্টিটিউশনে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ৩ হাজার শিক্ষার্থীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তিনটি টেকনিক্যাল স্কুলের অধ্যক্ষসহ ৬৭ জনকে লইয়া একটি বোর্ড গঠিত হইয়াছে। উক্ত বোর্ড শীঘ্রই এইরূপ শিক্ষার্থী গ্রহণ সম্পর্কে অন্যান্য টেকনিক্যাল স্কুল পরিদর্শন করিবেন। রেলওয়ের বিভিন্ন কারখানায় এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কারখানাতেও এইরূপ কারিগরী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান লওয়া হইতেছে। বর্ত্তমান বরাদ্দ অনুসারে আগামী ১৯৪২ সালের মার্চ্চ মধ্যে প্রায় দেড় হাজার লোককে কারিগরী শিক্ষা দিবার প্রয়োজন হইবে।

যুদ্ধের প্রথম বৎসরে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য

যুদ্ধের প্রথম বৎসরে ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ ৪০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়। গত ১৯৩৮ সালের ১লা আগষ্ট হইতে ১৯৩৯ সালের ৩১শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ যে স্থলে ১৭২ কোটী ৩৬ লক্ষ ৫২ হাজার ৫২৬ টাকা ছিল, সেস্থলে ১৯৩৯-৪০ সালের ঐ সময়ে উহা ২১৩ কোটী ১১ লক্ষ ৭৫ হাজার ৭৪৩ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

ইষ্টার্ণ গ্রুপ কনফারেন্সের কার্য্যক্রম

ইষ্টার্ণ গ্রুপ কনফারেন্সের দুইটি প্রধান কমিটি গঠিত হইয়াছে। একটি কমিটি বৃহৎশিল্প সম্পর্কে ও অপরটি ছোট শিল্প সম্পর্কে আলোচনা করিবে। যুদ্ধোপকরণ সরবরাহ সম্পর্কে উক্ত দুইটি কমিটিকে আবার প্রায় ১২টি বিভিন্ন সাব কমিটিতে বিভক্ত করা হইয়াছে।

ইংলণ্ডের সমর ব্যয়

চ্যান্সেলার অব্ দি এক্সচেকার স্যার কিংস্লী উডের বিবৃতিতে প্রকাশ যে যুদ্ধ ব্যপদেশে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে দৈনিক ৯০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করিতেছেন। বিগত জুলাই মাসের পর হইতে ইংলণ্ডের সমর ব্যয় দৈনিক ১৫ লক্ষ পাউণ্ড বৃদ্ধি পাইয়াছে।

চট্টগ্রাম পোর্টট্রাষ্ট

প্রকাশ, চট্টগ্রামের মুস্লিম চেম্বার অব কমার্সের আবেদনক্রমে ভারত গবর্ণমেণ্ট চট্টগ্রাম পোর্টের জন্য চট্টগ্রাম মার্চ্চেণ্ট এসোসিয়েশনের ৩টি সিট হইতে ১টি চট্টগ্রাম মুসলীম চেম্বার অব কমার্সকে দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। চট্টগ্রামের মৌলবী শেখ রফিউদ্দিন আহম্মদ সিদ্দিকী এম এল এ (কেন্দ্রীয়) চট্টগ্রাম হইতে রপ্তানীকৃত পাটের উপর যে শুল্ক সংগৃহীত হয় তাহা চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটির এলাকাভুক্ত রাস্তার সংস্কার-সাধনের জন্য চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল কমিশনারদের নিকট প্রদানের নিমিত্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটি প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছেন।

রক্ষণশুল্ক সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের নীতি

আগামী ৬ই নবেম্বর কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশনে বেসরকারী প্রস্তাব-সমূহ উত্থাপিত হইবার পূর্ব্বে বিগত অধিবেশনে সরকারী ও বেসরকারী সদস্য লইয়া সংরক্ষণশুল্ক সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান নীতি ও উহার প্রয়োজনীয় সংশোধন সম্পর্কে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য সৈয়দ রেজা আলী একটি কমিটি নিয়োগের যে প্রস্তাব করেন তাহার আলোচনা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

চা রপ্তানীর কোটা

সম্প্রতি একখানি অতিরিক্ত গেজেটে ভারতীয় চায়ের ১৯৪০-৪১ সালের রপ্তানীর কোটা সংশোধন করিয়া উহা ৩৫ কোটী ৪৪ লক্ষ ৯৯ হাজার ৬৯৭ পাউণ্ড অর্থাৎ নির্দ্ধারিত মাপকাঠির শতকরা ৯২½ ভাগ ধার্য্য হইয়াছে।

কৃষি গবেষণা সমিতির অধিবেশন

আগামী ১৮ই ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌএ রাজকীয় কৃষি গবেষণা সমিতির পরিচালক সমিতির এক সভা হইবে। আগামী ১৬ই ও ১৭ই ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌএ বাণিজ্য সম্মেলনে যে সকল মন্ত্রী ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করিবেন তাঁহাদের সুবিধার জন্য উক্ত সভার স্থান ও দিন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

বাঙ্গলায় লম্বা আঁশযুক্ত তুলার চাষ

বাঙ্গলা সরকারের কৃষি বোর্ডের তুলা সাব কমিটির একটি সভায় বাঙ্গলা দেশে লম্বা আঁশযুক্ত তুলা চাষের সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। কৃষি বিভাগের ডিরেক্টার মিঃ কারবেরী ও কেন্দ্রীয় তুলা কমিটির সেক্রেটারী মিঃ ডি, এন, মেহতা উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ব্রহ্মদেশে চিনি আমদানী নিষিদ্ধ

ব্রহ্মদেশের গবর্ণর ব্রহ্মদেশের বাহির হইতে জল, স্থল, ও আকাশপথে চিনি আমদানী নিষেধ করিয়া এক আদেশ জারী করিয়াছেন। ইমপোর্ট ট্রেড কনট্রোলার কর্ত্তৃক প্রদত্ত বিশেষ লাইসেন্সের অন্তর্ভুক্ত চিনি এবং গত ২২শে অক্টোবরের পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশে রপ্তানীকৃত চিনি সম্পর্কে এই নিষেধাজ্ঞা প্রযুক্ত হইবে না।

ভারত সরকারের শুল্ক আয় হ্রাস

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর সরকারী বৎসরের যে ৬ মাস শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারত সরকারের শুল্ক আয় ৪ কোটী ১৯ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়া উহা ১৮ কোটী ২৩ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। কার্পাসজাত দ্রব্য সম্পর্কে শুল্ক আয় উল্লেখযোগ্যরূপে হ্রাস পাইয়াছে। এইরূপ বিলাতী জিনিষের আমদানী শুল্ক ১৯৩৯-৪০ সালে যে স্থলে ৪০ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা ছিল আলোচ্য সময়ে তাহা ১৬ লক্ষ ৩০ হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছে। ইংলণ্ড ব্যতীত অন্যান্য দেশে প্রস্তুত কার্পাস জাত জিনিষের আমদানী-শুল্ক ১ কোটি ২৩ লক্ষ ১২ হাজার স্থলে ৯২ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। অপর পক্ষে তুলার উপর আমদানী শুল্ক গত বৎসরের এই সময়ের ৪৫ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা হইতে আলোচ্য বৎসর এই সময়ে ৭৪ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য সময়ে মোট রপ্তানী শুল্ক গত বৎসরের এই সময়ের ১ কোটী ৬৮ লক্ষ ১০ হাজার টাকা স্থলে ১ কোটী ৯২ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ইংলণ্ডে বিবাহের সংখ্যা

গত ১৯৩৯ সালে ইংলণ্ডে ও ওয়েলসএ মোট ৪ লক্ষ ৩৭ হাজার ৪০৬টী বিবাহ হইয়াছে। গত ১৯৩৮ সালের তুলনায় এবার বিবাহের সংখ্যা ৭৫ হাজার ৬৩৮টী অধিক হইয়াছে। ১৯২৯ সালে প্রতি হাজার লোক পিছু গড়ে বিবাহ ঘটিয়াছিল ১৫·৮। ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালে তাহা দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৭·৫ ও ১৭·৬। ১৯৩৯ সালে বিবাহের সংখ্যা বাড়িয়া প্রতি হাজার জন লোক পিছু ২১·১টি দাঁড়াইয়াছে। গত ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালে ইংলণ্ড ও ওয়েলসএ মৃত্যু সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল যথাক্রমে ২ লক্ষ ৯ হাজার ও ৪ লক্ষ ৭৮ হাজার। ১৯৩৯ সালে তাহা ৪ লক্ষ ৯৯ হাজার দাঁড়াইয়াছে। ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালে জন্ম সংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ ১৭ হাজার ও ৬ লক্ষ ২১ হাজার। ১৯৩৯ সালে তাহা দাঁড়াইয়াছে ৬ লক্ষ ২৩ হাজার।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

১৯৩৯ সালের রিপোর্ট

সম্প্রতি আমরা হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটীর গত ১৯৩৯ সালের একখণ্ড কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি। পূর্ব্বে প্রতি বৎসর এপ্রিল মাসে এই কোম্পানীর বর্ষ শেষ ধরা হইত। নূতন বীমা আইনের বিধান অনুসারে এবার ডিসেম্বর মাসে কোম্পানীর বাৎসরিক হিসাব শেষ করিতে হইয়াছে। ফলে বর্ত্তমান কার্য্য বিবরণীতে ১৯৩৯ সালের মে মাস হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৮ মাসের কার্য্যফল দেওয়া হইয়াছে। এই বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় উপরোক্ত ৮ মাসে কোম্পানী ২ কোটী ৫৬ লক্ষ টাকার নূতন বীমার জন্য মোট ১৪ হাজার ৮৯৫টী প্রস্তাব পাইয়াছিল। উহার মধ্যে ১২ হাজার ২১১টী প্রস্তাবে শেষ পর্য্যন্ত ২ কোটী ১০ লক্ষ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করা হইয়াছে। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে পূরা এক বৎসরে কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৩ কোটী ১৪ লক্ষ টাকা। এবার ৮ মাসে কোম্পানীর কার্য্য যে ভাবে অগ্রসর হইয়াছে তাহাতে পূরা এক বৎসর সময় পাইলে কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ অনায়াসেই ৩ কোটী ১৫ লক্ষ টাকার মত দাঁড়াইত। এ বৎসর একদিকে যুদ্ধের জন্য ও অপর দিকে নূতন বীমা আইনের জন্য কতকগুলি প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্ট হওয়ায় অনেক বীমা কোম্পানীরই নূতন কাজের পরিমাণ পূর্ব্বের তুলনায় হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু এই অবস্থায়ও 'হিন্দুস্থান' তাহার পূর্ব্বকার দ্রুত উন্নতির আনুপাতিক হার অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে ইহা এই কোম্পানীর পরিচালকদের সমূহ কর্ম্মকুশলতারই পরিচায়ক।

বর্ত্তমান কার্য্য বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ ৪৬ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা ও দাদনী তহবিলের সুদ ইত্যাদি বাবদ ৭ লক্ষ ১ হাজার টাকা লইয়া কোম্পানীর মোট আয় দাঁড়ায় ৫৩ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা। ব্যয়ের দিকে এবার মৃত্যুদাবী বাবদ (বোনাস সহ) ৬ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা ও পলিসির মিয়াদ পূর্ণ হওয়া বাবদ (বোনাস সহ) ৬ লক্ষ ২১ হাজার টাকা দাবী হয়। প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ ২ লক্ষ টাকা ও কমিশন বাবদ ৪ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা ব্যয় হয়। দাদনী তহবিলের ক্ষয়পূরণ তহবিলে কোম্পানী এবার ৮ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা ন্যস্ত করে। অন্যান্য ধরণের ব্যয় বাদে বাকী টাকা কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলে ন্যস্ত করা হয়। বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ২ কোটী ৯৬ লক্ষ টাকা। বৎসরের শেষে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৩ কোটী ৯ লক্ষ টাকা দাঁড়ায়।

আলোচ্য কার্য্যবিবরণীতে গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে আদায়ীকৃত মূলধন বাবদ ৪ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা, জীবন বীমা তহবিল বাবদ ৩ কোটী ৯ লক্ষ টাকা, দাদনী তহবিলের মজুদ তহবিল বাবদ ১৪ লক্ষ টাকা ও অন্যান্য ধরণের দায় লইয়া কোম্পানীর মোট দায় দেখানো হইয়াছে ৩ কোটী ৫৫ লক্ষ টাকা। উহার বদলে উপরোক্ত তারিখে কোম্পানীর যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :—কোম্পানীর পলিসি বন্ধকে দাদন ৩৩ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা, বৃটিশ ভারতে জমিবাড়ী বন্ধকে দাদন ৩২ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা, কোম্পানীর কাগজ ৯৩ লক্ষ টাকা, ভারতীয় মিউনিসিপ্যাল সিকিউরিটি ১২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা, পোর্টট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার, কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার ও নূতন হাওড়া পুলের ঋণ ২৪ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা, ভারতীয় রেলওয়ে ডিবেঞ্চার ২ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা, ভারতীয় রেলওয়ে শেয়ার ১ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা, বিবিধ যৌথ কোম্পানীর শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ১২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা, ভারতে কোম্পানীর জমি ৪৯ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা, ভারতে কোম্পানীর বাড়ীঘর ৪৭ লক্ষ ১১ হাজার টাকা, আদায়যোগ্য প্রিমিয়াম ৫ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা, আদায়যোগ্য সুদ ইত্যাদি ৬ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা, আসবাবপত্র ১ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ১ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা। এই সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে কোম্পানীর তহবিল যে সর্ব্বথা নিরাপদমূলক বিধি ব্যবস্থায় নিয়োজিত রহিয়াছে তাহা বুঝা যায়। নূতন বীমা আইন বলবৎ হওয়ার পর "হিন্দুস্থান" কোম্পানীর কাগজে দাদনের পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে। এইরূপ দাদনের পরিমাণ ১৯৩৯ সালের মধ্যেই ৯৩ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। তাহাছাড়া অনুমোদিত সিকিউরিটিতে দাদনের পরিমাণও ৫১ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। কোন কারণে দাদনী তহবিলের ঘাটতি দেখা দিলে তাহা যাহাতে সহজেই পরিপূরণ করা যায় সেজন্য কোম্পানী ১৪ লক্ষ টাকার একটি মজুদ তহবিল গড়িয়া তুলিয়াছে। এই সমস্তের ফলে এই কোম্পানীতে বীমাকারীদের নিয়োজিত অর্থের নিরাপত্তা সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

হিন্দুস্থানের বর্ত্তমান শ্রীবৃদ্ধির মূলে এই কোম্পানীর পূর্ব্বতন জেনারেল ম্যানেজার ও বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের কৃতকার্য্যতাই বিশেষভাবে নিহিত রহিয়াছে। বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দত্ত সেক্রেটারী রূপে এই কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার কর্ম্ম-কুশলতায় কোম্পানীর কার্য্য অব্যাহতভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। এই সাফল্যের জন্য আমরা শ্রীযুক্ত দত্তকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন করিতেছি।

ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১লা নবেম্বর তারিখ হইতে ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের কলিকাতা আফিস ১০২/২ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে (দোতালায়) স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

জুবিলী ব্যাঙ্ক লঃ

সম্প্রতি আমরা ৮নং ক.. "ট কলিকাতাস্থ জুবিলী ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ১৯৩৯ সালের রিপোর্ট সমালোচনার্থ পাইয়াছি। গত ১৯৩৭ সালের শেষে এই ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩ হাজার ২৬০ টাকা। ১৯৩৮ সালে তাহা বাড়িয়া ৩ হাজার ৬৬০ টাকা হয়। ১৯৩৯ সালের শেষে তাহা ৫ হাজার ৮০ টাকা পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে। সাধারণের নিকট হইতে প্রাপ্ত আমানতের হিসাবে দেখা যায় ১৯৩৭ সালে ও ১৯৩৮ সালে আমানতী জমার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল যথাক্রমে ১ হাজার ৭০৯ টাকা ও ৯ হাজার ৩৮ টাকা। ১৯৩৯ সালের শেষে তাহা বাড়িয়া ৩০ হাজার ৪৩২ টাকা হইয়াছে। এইরূপ ক্রমোন্নতি ব্যাঙ্কের পরিচালকদের পক্ষে প্রশংসার কথা সন্দেহ নাই।

আলোচ্য কার্য্য বিবরণীতে গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে আদায়ীকৃত মূলধন বাবদ ৫ হাজার ৮০ টাকা, সাধারণের আমানতী জমা বাবদ ৩০ হাজার ৪৩২ টাকা ও অন্যান্য শ্রেণীর দায় লইয়া কোম্পানীর মোট দায় দেখানো হইয়াছে ৩৬ হাজার ৮০৫ টাকা। ঐ প্রকার দায়ের বদলে উপরোক্ত তারিখে কোম্পানীর যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :—প্রদত্ত ঋণ ও ওভারড্রাফট ২০ হাজার ৮৮৪ টাকা, আসবাবপত্র ৮৩ টাকা, ক্যালকাটা ন্যাশনেল ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানত ১০০ টাকা, আদায়যোগ্য সুদ ৪৪৩ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্ক ১৫ হাজার ২১৩ টাকা।

গত ১৯৩৯ সালে দাদনী তহবিলের সুদ বাবদ ২ হাজার ৩৮৫ টাকা ও অন্যান্য ছোটখাট ধরণের আয় লইয়া কোম্পানীর মোট আয় দাঁড়ায় ২ হাজার ৬৩১ টাকা। ঐ প্রকার আয় হইতে আবশ্যকীয় খরচপত্র নির্ব্বাহ করিয়া বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের হাতে নিট লাভ দাঁড়ায় ৫৮২ টাকা। উহার সহিত গত বৎসরের উদ্বৃত্ত যোগ করিয়া মোট লাভের পরিমাণ ৭২৪ টাকা দাঁড়ায়। উহা হইতে অংশিদারদিগকে শতকরা ৭॥০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া, মজুত তহবিলে ২২৫ টাকা নিয়োগ করা হয়। ১৩৬ টাকা আগামী বৎসরের হিসাবে জের টানা স্থির হইয়াছে। মিঃ বি রায় ম্যানেজিং ডিরেক্টররূপে এই ব্যাঙ্কটি পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার কর্ম্মকুশলতায় উত্তরোত্তর ব্যাঙ্কটির উন্নতি সাধিত হউক ইহাই আমাদের কামনা।

সারা-সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে কোং লিঃ

সম্প্রতি সারা সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে কোম্পানীর গত ১৯৩৯-৪০ সালের কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য বৎসরে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় কোম্পানীর নিট আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে কোম্পানীর নিট আয় হইয়াছিল ৪ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা। আলোচ্য বৎসরে নিট আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা। পাটের বাজারের উন্নতি দেখা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের কথঞ্চিৎ শ্রীবৃদ্ধি তথা লোকের আর্থিক অবস্থা কতকটা ভাল হইয়া উঠায় আলোচ্য বৎসরে মাল ভাড়া ও যাত্রীভাড়া এই উভয় দিক দিয়াই আয় কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। এবৎসরের লাভের টাকা হইতে অংশিদার-দিগকে প্রতি শেয়ারে ২॥০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির হইয়াছে। ১ লক্ষ ২ হাজার ৮০৬ টাকা আগামী বৎসরের হিসাবে জের টানা হইয়াছে।

ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

মিঃ আনন্দ মোহন খোসলা সম্প্রতি লাহোরের ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মনোনীত হইয়াছেন। মিঃ খোসলা ভারতীয় বীমা ব্যবসায় ক্ষেত্রে একজন সুপরিচিত ব্যক্তি। তিনি দীর্ঘকাল ওরিয়েন্টাল গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর সহিত যুক্ত ছিলেন।

অন্ধ্র ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

গত ১০ই অক্টোবর তারিখে মাদ্রাজে অন্ধ্র ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর নবনির্ম্মিত আফিস ভবনের উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। ডাঃ স্যার এস রাধাকৃষ্ণণ উক্ত গৃহের উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

ভাগ্যলক্ষ্মী কটন মিলস্ লিঃ

কুমিল্লার ভাগ্যলক্ষ্মী কটন মিলস্ লিঃ গঠিত হওয়ার পর হইতেই আমরা ইহার উত্তরোত্তর উন্নতি বিশেষ উৎসাহের সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। বাংলার প্রধান জননায়ক শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ মহাশয় বিগত ২৬শে অক্টোবর তারিখ এই কোম্পানীর হাজিগঞ্জস্থিত কাপড়ের কলটী পরিদর্শন করেন। তিনি ঘুড়িয়া ঘুড়িয়া ইহার বিভিন্ন বিভাগের যন্ত্রপাতি পরিচালন ও বস্ত্রাদি প্রস্তুত পদ্ধতি বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং ইহার প্রস্তুত সাদা ও রঙ্গিন বস্ত্রাদি ও সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের লুঙ্গি দেখিয়া কোম্পানীর উদ্যোক্তাদের ভূয়শী প্রশংসা করেন। তিনি তাঁহার বক্তব্য পরিদর্শনান্তে সংক্ষেপে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"ভাগ্যলক্ষ্মী কটন মিল কোম্পানীর হাজিগঞ্জস্থ ফ্যাক্টরী অদ্য আমি পরিদর্শন করিলাম। যাহা দেখিলাম তাহাতে মনে হয় ইহার ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। সম্প্রতি ইহাতে কাপড় ও লুঙ্গি তৈয়ারী হইতেছে এবং তাঁতের সংখ্যাও ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে। দেশবাসী মাত্রেরই ইহার সহিত সহানুভূতি করা প্রয়োজন মনে করি। এই কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তাগণ আমার পরিচিত এবং যথেষ্ট উপযুক্ত এবং ইহাদের সততা নির্ভরযোগ্য। ইতি সন ১৩৪০ ইং ২৬শে অক্টোবর।"

(স্বাঃ) শ্রীহরদয়াল নাগ

কোম্পানিটির অল্প দিনের মধ্যেই এই অসামান্য সাফল্যের পশ্চাতে রহিয়াছে ইহার কর্ম্মকর্ত্তাগণের ব্যবসায় অভিজ্ঞতা, মিতব্যয়িতা, সততা ও অর্থ জোগানের ক্ষমতা। ডিরেক্টরগণ নিজেরাই ১ লক্ষ টাকার অংশ খরিদ করিয়াছেন এবং এপর্য্যন্ত কি ম্যানেজিং এজেন্টগণ কি ডিরেক্টরগণ সকলেই বিনা পরিশ্রমিকে কাজ করিয়া যাইতেছেন। অধিকন্তু বেতনভোগী কোন অতিরিক্ত কর্ম্মচারী না রাখিয়াই হেড অফিস ও মিলের পরিচালনা নিজেরাই যতদূর সম্ভব করিয়া যাইতেছেন। এই দৃষ্টান্ত বাংলা দেশে বিরল।

যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বেই প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ইহারা সংগ্রহ করিয়াছিলেন কাজেই যন্ত্রপাতির অভাবে ইহাদের অগ্রগতি ব্যহত হয় নাই। ইহাতে পরিচালকদের যথেষ্ট দূরদর্শিতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এপর্যান্ত যতদূর কাজ অগ্রসর হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণই অংশ বিক্রয়ের টাকা দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। ব্যাঙ্ক হইতে টাকা কর্জ্জ করিবার প্রয়োজন হয় নাই। ইহা কম কৃতিত্বের কথা নহে। ভাগ্যলক্ষ্মী কটন মিলস কোম্পানীর পরিচালন পদ্ধতি সম্পূর্ণ অভিনব এবং ব্যবসা বুদ্ধিসম্মত। আমরা উত্তরোত্তর ইহার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি এবং দেশবাসী ইহার অংশ খরিদ করিয়া এবং বস্ত্র ব্যবহার করিয়া ইহার সাফল্যের সহায়ক হইবেন বলিয়া আশা করি।

সাউণ্ড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

সম্প্রতি চট্টগ্রাম সহরের সন্নিকটবর্ত্তী পাহাড়তলীতে সাউণ্ড ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের একটি শাখা আফিস খোলা হইয়াছে। চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার মিঃ এ, এস লার্কিন আই সি এস উহার উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। মিঃ লার্কিন একটি সময়োচিত বক্তৃতায় চট্টগ্রামের আর্থিক উন্নতি সাধনের জন্য ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। এই সঙ্গে তিনি সাউণ্ড ব্যাঙ্কের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি কামনা করেন। ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার মিঃ বি সেনগুপ্ত ব্যাঙ্কের কার্য্যধারা বর্ণনা করিয়া একটি রিপোর্ট পাঠ করেন। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরদের পক্ষ হইতে মিঃ নলিনীকান্ত দাস ও মিঃ সুরেন্দ্রলাল নন্দী সভায় বক্তৃতা করেন।

মত ও পথ

কেন্দ্রীয় ট্যাক্স-বৃদ্ধির সম্ভাবনা

কেন্দ্রীয় পরিষদের আগামী অধিবেশনে ভারত সরকার নূতন কোন ট্যাক্সের প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন কিনা তৎসম্পর্কে ২৮শে অক্টোবরের 'কমাস' লিখিতেছেন, "প্রশ্ন এই যে কেন্দ্রীয় ট্যাক্স-বৃদ্ধির প্রয়োজন উপস্থিত হইবে কি? আমাদের মত এই যে ট্যাক্স-বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে অর্থসচিবের বাজেট বক্তৃতাতেও এই বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় রাজস্ব এবং ব্যয়ের পরিমাণ বিবেচনা করিয়া নূতন ট্যাক্স সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম ছয়মাসে আমদানী, রপ্তানী এবং উৎপাদন শুল্কের খাতে ২৩·৮৮ কোটী টাকা আয় হইয়াছে। বিগত বৎসর এই সময় মধ্যে এই তিন দফায় ২৭·১৮ কোটী টাকা আদায় হইয়াছিল। বৎসরের শেষদিকে এই আয় যে ক্রমশঃ হ্রাস পাইবে তাহা একপ্রকার নিশ্চিত। উক্ত ছয়মাসে সরকারী রেলপথসমূহের আয় বিগত বৎসরের প্রথম ছয় মাসের তুলনায় ৫ কোটী টাকা বেশী হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে রেলপথসমূহের আয় গত বৎসর অপেক্ষা সামান্ত বেশী হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এ সম্পর্কেও সম্প্রতি এক সরকারী বিবৃতিতে বলা হইয়াছে "যতদূর দেখা যায় তাহাতে মনে হয় ১৯৪০-৪১ সালে রেলপথসমূহের আয় বাজেটে পরিকল্পিত অঙ্ক অপেক্ষা খুব বেশী হইবে না।" ব্যয় সম্পর্কে সাধারণ অভিমত এই যে ইহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। দেশরক্ষা বাবদ ব্যয়ই এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। এই অবস্থায় অর্থসচিবের পক্ষে নূতন কর ধার্য্যের প্রস্তাব উত্থাপন করা মোটেই অসম্ভব নহে। নূতন ট্যাক্স স্থাপন বিবেচিত হইলে আমাদের মতে সম্ভবতঃ আয়করের উপরেই হস্তক্ষেপ করা হইবে। আমাদের ভবিষ্যদ্বাণীর স্বপক্ষে অর্থসচিবের বাজেট বক্তৃতা হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে:—

"সাময়িকভাবে এইবার আমি আয়কর প্রদানকারীদিগকে রেহাই দিতেছি। যুদ্ধের ফলে নির্দ্দিষ্ট আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ক্ষুদ্র আয়ের উপর সারচার্জ্জ ধার্য্য হইলে তাহাদের কষ্ট আরও বর্দ্ধিত হইবে। কিন্তু ভবিষ্যতে ইহাদের উপর বর্দ্ধিত কর-ভার স্থাপিত হইবে না এরূপ নিশ্চয়তা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। চলতি বৎসরের মধ্যেই ইহাদিগকে বর্দ্ধিত হারে ট্যাক্স প্রদানের জন্য আহ্বান করার প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হইতে পারে।"

পাট চাষ

"পাঁচ আনা জমিতে পাটচাষ করিলে চাষীরা পাটের ভাল দাম যে পাইবে সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা পাটের মূল্য বৃদ্ধি করিতে হইলে আসাম, বিহার, উড়িষ্যা ও যুক্তপ্রদেশের সহিত সহযোগিতা করিতে হইবে অর্থাৎ উপরোক্ত প্রদেশগুলিতেও পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। তাহা না করিতে পারিলে বাঙ্গলার চাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আমরা সকল প্রদেশের খবর রাখিনা, তবে আসাম আমাদের বাড়ীর কাছে। ময়মনসিংহ জেলার কয়েক লক্ষ চাষা আসামে আছে। তাহাদের মারফতে খবর পাইতেছি যে বাঙ্গলায় পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ হইয়াছে শুনিয়া আসামের চাষীরা প্রবল উদ্যম ও উৎসাহে পাটচাষ বৃদ্ধি করিতেছে। ইহাও শোনা যাইতেছে যে অন্যান্ত দেশের সরকার উন্নত ধরণের পাটচাষ করিবার জন্য খুবই মনোযোগী হইয়াছেন। ঐ সব খবর সম্বন্ধে বাঙ্গলা সরকার কি বলেন তাহা শুনিবার জন্য বাঙ্গলা উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে।

ইহার পর বাঙ্গলা সরকার পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা অবৈজ্ঞানিক। এই বৎসরের বাড়তি পাটের কি গতি হইবে সরকার তৎসম্বন্ধেও কৃষকদিগকে কোন উপদেশ দিতেছেন না। গত সপ্তাহের চাষীতে আমরা সংবাদদাতার একটী খবর দিয়াছি। তাহাতে দেখা যায় যে ১৫০ আনা মূল্যেও পাট বিক্রয় হয়। সরকারের ৫৲-৭৲ টাকা মূল্যের কথা ভুয়া বলিয়াই মনে হয়।

পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ করিবার সময় আমাদের ভয় হয় যে গরীবের উপর জুলুম হইতে পারে। বাঙ্গলা দেশে ঘুষের যে প্রকার ছড়াছড়ি তাহাতে আমাদের ভয় হয় যে পাটচাষ ব্যাপারেও তাহা হইতে পারে।"

'চাষী'—৮ই কার্ত্তিক।

যুদ্ধকালে শিল্প ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ

'ইকনমিষ্ট' পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক মিঃ হাষ্ট উক্ত পত্রের বিগত ৩১শে আগষ্ট সংখ্যায় এক পত্র দ্বারা বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক শিল্প বণিজ্য নিয়ন্ত্রণের প্রতিবাদ করিয়া বর্ত্তমানে শিল্প ব্যবসায়ে অধিকতর ব্যক্তিস্বাধীনতা দেওয়ার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। তদুত্তরে উক্ত তারিখের 'ইকনমিষ্ট' সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছেন, "বর্ত্তমানে তিনটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কোন দেশের অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার বিচার করা হয়। প্রথমতঃ জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতিবিধান বণ্টনযোগ্য এবং আর্থিক অবস্থার অনিষ্টকর উত্থান পতনের প্রতিবিধান। বর্ত্তমান সময়ে দারিদ্র্যই একমাত্র শত্রু নহে। ইহার সহিত অসাম্য এবং বেকার সমস্যাও যোগদান করিয়াছে। অর্থনীতির এই তিনটী উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ নূতন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় উদ্দেশ্যটী এক শতাব্দী পূর্ব্বে বর্ত্তমানের ন্যায় আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করে নাই। সমস্যাবিহীন পূর্ব্বযুগের পক্ষে শিল্প ব্যবসায়ে ব্যক্তিস্বাধীনতার স্থান থাকিলেও সমস্যাবহুল বর্ত্তমান যুগে ইহার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী নহে।

সরকারী নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা পরস্পর বিরোধী নহে। যুদ্ধ জয়ের জন্য জাহাজ, কামান, বন্দুক, ট্যাঙ্ক এবং বিমানপোত প্রভৃতি ব্যাপারে শত্রুপক্ষ অপেক্ষা আমাদিগকে বেশী শক্তিশালী হইতে হইবে। সরকারী নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করিলেই কি এই সমস্ত সমরোপকরণের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে? সমরসম্ভার নির্ম্মাণে শ্রমিক, কাঁচামাল এবং যন্ত্রপাতি সরবরাহ এই তিনটী উপাদানের সংযোগ সাধন বিশেষ সমস্যাপূর্ণ। প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে উপযুক্তসংখ্যক শ্রমিক সরবরাহ করায় একমাত্র উপায় এক স্থান হইতে অন্য স্থানে এবং পেশা হইতে পেশান্তরে শ্রমিকসংখ্যার রদবদল করা। সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত এই ব্যবস্থা কার্য্যকরী করা কি সম্ভব? কঠোরভাবে ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থনীতিবিরুদ্ধ উপায়ে উৎপাদন বৃদ্ধি ব্যতীত উপযুক্ত পরিমাণ কাঁচামাল সরবরাহ করা সম্ভবপর নহে। যন্ত্রপাতি সম্পর্কেও এই কথা খাটে। লাভের আশা থাকিলেই শিল্পপতিগণ যুদ্ধের চাহিদা মিটাইতে ত্বরান্বিত হইবে ইহা বলা খুব সহজ; কিন্তু শ্রমিক, কাঁচামাল এবং কলকব্জা না পাইলে তাঁহাদের চেষ্টা বিফল হইবে। শিল্প এবং কৃষি সম্পদের আশু পুনর্বণ্টন, বেসরকারী শিল্পে যাহা উৎপন্ন হয়না তাহার উৎপাদন ব্যবস্থা এবং মূল্য বিবেচনা না করিয়া প্রয়োজন অনুসারে দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যাদি সরবরাহ করাই যুদ্ধকালীন সমস্যা। এই কার্য্য একমাত্র সরকারী নিয়ন্ত্রণ এবং নির্দ্দেশ দ্বারাই সম্পন্ন হইতে পারে।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১শি ৫[illegible]পে
ঐ দর্শনী	"	১শি ৫[illegible]পে
ডি এ ৩ মাস	"	১শি ৬[illegible]পে
ডি এ ৪ মাস	"	১শি ৬[illegible]পে
গিল্ডার	(প্রতি ১০০ টাকায়)	৫৬
ডলার	(প্রতি ১৭০ ডলারে)	৩৩৩৷৹
ইয়েন	(প্রতি ১০০ ইয়েনে	৮১৷৹

কলিকাতা ১লা নবেম্বর

দীপান্বিতা ও ঈদ উপলক্ষে গত ৩০শে অক্টোবর হইতে কলিকাতার বাজার বন্ধ আছে। এ সপ্তাহে ২৮শে ও ২৯শে অক্টোবর এই দুই দিন মাত্র বাজারে কারবার হইয়াছে। এই দুই দিন বাজারে পূর্ব্বের ন্যায় টাকার একান্ত স্বচ্ছলতার ভাবই লক্ষিত হইয়াছিল। কলিকাতার বাজারে কল টাকার (দাবী মাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণ) সুদের হার শতকরা আট আনা হারে বলবৎ ছিল। বোম্বাইয়ের বাজারে তাহা ছিল শতকরা চারি আনা। সুদের হার এইরূপ কম থাকা সত্ত্বেও উভয় স্থানের বাজারেই ঋণ প্রদাতার তুলনায় ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা কম দেখা গিয়াছে। অন্যান্য বার বৎসরের এই সময়ে বাঙ্গলায় পূরাদমে পাটের বিকিকিনি চলিত। সেজন্য ব্যবসায়ীদিগকে বিস্তর টাকা নিয়োগ করিতে হইত। ফলে টাকার একটা টান দেখা যাইত। আর সুদের হারও বৃদ্ধি পাইত। কিন্তু এবার অবস্থা নানা কারণে অন্যরূপ দেখা যাইতেছে। এবার পাটের চাহিদা খুবই কম। পাটের দরও খুবই কম। পাটকলওয়ালারা ও ব্যবসায়ীরা পাট ক্রয়ে এ পর্য্যন্ত বিশেষ জোর দিতেছেন না। দাম নিম্ন থাকার দরুণ যাহা কিছু পাট ক্রয় করা হইতেছে তাহাতেও অর্থ নিয়োজিত হইতেছে কম। সাধারণ পণ্যমূল্য হার নিম্ন থাকার দরুণ অন্যান্য দিক দিয়াও ব্যবসায়িক প্রয়োজনে অর্থ তেমন কিছুই নিয়োজিত হইতেছে না। এইসব কারণে টাকার বাজারে একটা বেশীরকম স্বচ্ছলতার ভাবই বলবৎ থাকিয়া যাইতেছে।

অন্যান্যবার এই সময়ে পাট ক্রয়ের জন্য ও অন্য ব্যবসায়িক প্রয়োজনে বাজারে টাকার টান দেখা যাইত এবং তাহার ফলে ট্রেজারী বিলের সুদের হারও চড়াইয়া দিতে হইত। কিন্তু এবার টাকার সেরূপ কোন ব্যবসায়িক দাবীদাওয়া দেখা না যাওয়ায় কর্ত্তৃপক্ষ ট্রেজারী বিলের সুদের হার চড়াইবার কোন প্রয়োজনীয়তা বোধ করিতেছেন না। গত ২৮শে অক্টোবর ৩ মাসের মিয়াদী মোট ৩ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩ কোটী ৯৬ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ৫ কোটী ৩২ লক্ষ টাকা ছিল। এবারের আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৸৶৬ পাই দরের সমস্ত এবং ৯৯৸৶৩ পাই দরের শতকরা ৭৩ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। এ সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার নির্দ্ধারিত হইয়াছে ৷৶১০ পাই।

আগামী ৫ই নবেম্বরের জন্য ৩ মাসের মিয়াদী মোট ৩ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ৭ই নবেম্বর ঐ বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে।

বিনিময় বাজারে এ সপ্তাহে কাজকারবার মোটামুটী কম দেখা গিয়াছে। বাজারে রপ্তানী বিল বিশেষ কিছুই উপস্থিত হয় নাই। রপ্তানী বাণিজ্যের অবস্থা যেরূপ প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইতেছে তাহাতে ঐদিক দিয়া শীঘ্র কোন উন্নতির আশা নাই। গত ২৯শে অক্টোবর বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১লা নভেম্বর

দেওয়ালী এবং ঈদের ছুটীর জন্য গত সপ্তাহে মাত্র সোমবার ও মঙ্গলবার শেয়ার বাজার খোলা ছিল। উক্ত দুইদিনে শেয়ার বাজারের বিভিন্ন বিভাগে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে নাই। কয়েকটী চটকলের লভ্যাংশ প্রকাশিত হওয়ার পর সোমবার চটকল বিভাগে বিশেষ অবনতি পরিলক্ষিত হয়।

কোম্পানীর কাগজ

কোম্পানীর কাগজ বিভাগে আলোচ্য দুইদিনে সম্পূর্ণ স্থিরতা রক্ষিত হইয়াছে। শতকরা ৩॥০ আনা সুদের কাগজ ৯১৵০ আনা, ৪৲ টাকা সুদের ১৯৬০।৭০ ঋণপত্র ১০৬।৶০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের (১৯৬৩-৬৫) ৯১/০ আনা, ৫৲ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ কাগজ ১১২৶০ আনা, এবং ৩॥০ আনা সুদের (১৯৪৭।৫০) ঋণপত্র ১০২।০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১০১৲ টাকা, ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ১৫৩০৲ টাকা এবং পাঞ্জাব ন্যাশানেল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ১০৬৲ টাকায় বিকিকিনি হইয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লাখনি বিভাগে কোনরূপ পরিবর্তনের কারণ ঘটে নাই। এমাল-গেমেটেড ২৬।৶০ আনা, সেণ্ট্রাল কারবোণ্ড ১৩।০ আনা, বোকারো এবং রামগড় ১৪।০ আনা, বেঙ্গল ৩৪০৲ টাকা, ধেমো মেইন ১৪৸০ আনা, ইকুইটেবল ৩৪।৵০ আনা, এবং সাউথ করাণপুরা ৪।৶০ আনায় বাজার বন্ধ হইয়াছে।

চটকল

চটকল বিভাগে সোমবার কতকটা অবনতির সূচনা দেখা দিয়াছিল। পরবর্তী দিবসে পুনরায় স্থিরতার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। এংলো ইণ্ডিয়া ২৯৩৲ টাকা, আগড়পাড়া ২২৸০ আনা, বরানগর ১০০৲ টাকা, বিরলা (প্রেফ্) ১২০৲ টাকা, ক্লাইভ্ ২০৲ টাকা, এম্পায়ার ২৩৸০ আনা, গৌরীপুর ৬১৫৲ টাকা, হাওড়া ৪৭।৶০ আনা, কেলভিন (অর্ডি) ৪২৬৲ টাকা, ন্যাশনেল ২০।০ আনা, নদীয়া ৫২৲ টাকা, প্রেসিডেন্সি ৩৮৵০ আনা রিলায়েন্স ৫০॥০ আনা এবং ওয়েবার্লি (প্রেফ্) ৪০৸০ আনায় বাজার বন্ধ হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী

ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীসমূহের মধ্যে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল সোমবার ২৭॥/০ আনায় বাজার খুলিয়া মঙ্গলবার ২৭৸৶০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়া ২৭৸০ আনায় বাজার বন্ধ হয়। ষ্টীল কর্পোরেশন ১৭৲ টাকা, বার্ণ (অর্ডি) ৩৫২৲ টাকা, হুকুমচাঁদ (অর্ডি) ৮।৵০ আনা, কুমারধুবী ৪/০ আনা এবং ন্যাশানেল আয়রণ ৫।০ আনায় বিকিকিনি বন্ধ হয়।

বিবিধ

চা বাগানের শেয়ারে আলোচ্য সপ্তাহে কারবারের পরিমাণ খুব কম হইয়াছে।

চিনির কল বিভাগে কেরু ৮।৵০ হইতে ৮॥৵ আনায় বাজার বন্ধ হয়।

কাগজের কলের মধ্যে টিটাগড়ের শেয়ার সম্পর্কে কিছু চাহিদা পরিলক্ষিত হয়। ইহা ১৫৸০ আনায় হস্তান্তরিত হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার ও কোম্পানীর কাগজের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে।

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৫শে অক্টোবর—৭৯৶০ ৭৯৶০; ২৯শে—৭৮৸০ ;

৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ—২৫শে ৯১৷/০ ৯১॥ ৯১॥৵০ ৯১॥৶৬ ৯১৷৶৬ ৯১॥৶০ ; ২৮শে—৯১৸/০ ৯১৸৵০ [illegible] ৯১॥৶০, ২৯শে—৯১৸৵০ ৯১॥৶০ ৯১৸০ ;

৩৲ সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪) ২৫শে—৯৬॥৶০ ; ২৮শে—৯৭৵০ ; ২৯শে—৯৭৶০ ;

৩৲ সুদের নূতন ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ২৫শে—৯১।০ ৯১/০ ; ২৮শে—৯১।০ ৯১।৵০ ; ২৯শে—৯১।/০ ৯১।৵০ ;

৩॥০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ২৫শে—১০২।০ ; ২৯শে—১০২।০ ;

৪৲ সুদের ঋণ (১৯৫০-৬০) ২৫শে—১০৬৶০ ; ২৮শে—১০৬॥/০ ১০৬।/০ ;

৪৲ সুদের ঋণ (১৯৪৩) ২৫শে ১০৪॥৵০ ; ২৮শে—১০৪॥/০ ;

৪॥০ সুদের (১৯৫৫-৬০) ২৫শে—১১১॥৵০ ; ২৮শে—১১১।৶০ ;

৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ২৯শে—১১২৵০ ;

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক—২৫শে (সঃ আদায়ী) ১৫৩০৲ ; ১৫৩৮ ১৫৪৩ ; (কটি) ৩৮২৲ ; ২৮শে ১৫৩০৲ ১৫৩৮৲ (কটি) ৩০৮৲ ৩৮২৲। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক—২৮শে ১০১৲ ১০১॥০ ; ২৯শে ১০০৲ ১০১৲।

রেলপথ

দার্জ্জিলিং-হিমালয়ান রেলপথ—২৫শে (অর্ডি) ৫১॥০ ৫১৲ ; ২৯শে (অর্ডি) ৫৩৲। হাওড়া-আমতা রেলওয়ে—২৫শে ৯৩৲ ৯৪৲ ; ২৮শে ৯৯৲ ; ২৯শে ৯২৲।

কাপড়ের কল

বেঙ্গল নাগপুর—২৫শে ১১৸৵০ ১২৵০ ; ২৮শে—১২৵০ ; ২৯শে ১১৷৶০। নিউ ভিক্টোরিয়া—২৫শে (অর্ডি) ১৷০ ১৷৵০ ১৷৶০ (প্রেফ) ৪৸৶০ ; ২৮শে—১৷৶০ ১৷০ (প্রেফ) ৫৲ ৫৷৶০ ; ২৯শে—১৷০ ১৷৵০ ১৸০ ১৷৵০।

কয়লার খনি

এ্যামালগামেটেড—২৫শে ২৬৷০ ; ২৮শে—২৬৷০ ২৬৷৵০ ; ২৯শে—২৬৵০ ২৬৷৵০। বেঙ্গল—২৫শে ৩৩৭৲ ৩৪০৲ ৩৪১৲ ; ২৮শে—৩৩৯৷০ ৩৪২৷০ ; ২৯শে—৩৩৮৲ ৩৩৯৲। ভালগোরা—২৫শে ৪৸৵০ ; ২৮শে—৪৷৵০ ৪৸৶০ ; ২৯শে—৪৷৵০ ৪৸৶০। বড়ধেমো—২৮শে ৪৷০। চুরুলিয়া—২৫শে ১৸৶০ ; ২৮শে—১৷৶০ ১৸৶০। ধেমো-মেইন—২৫শে ১৪৷০ ১৪৸০ ১৪৷৵০ ; ২৯শে—১৪৷০ ১৪৸০। ইকুইটেবল—২৫শে ৩৪৷০ ; ২৮শে—৩৪৷০ ; ২৯শে—৩৪৷৵০। খাসকাজোরা—২৫শে (প্রেফ) ১১৷০ ১১৸০। হরিলাদী—২৯শে ১৩৸৶০ ১৩৷৵০। নাজিরা—২৫শে ৮৷০ ৮৷৶০ ; ২৮শে—৮৵০ ৮৷৶০। মুগুলপুর—২৯শে ৯৷০। পেঞ্চভেলী—২৫শে ৩২৷০ ৩২৸৵০। সাতপুকুরিয়া ও আসানসোল—২৫শে ১৲ ১৵০ ; ২৮শে—১৵০ ১৵০ ; ২৯শে—১৶০। ওয়েষ্ট জামুরিয়া—২৫শে ২৮৷৵০ ; ২৮শে ২৮৲ ২৮৷৶০।

পাটকল

আদমজী—২৫শে ১৩৯৲। বালী—২৫শে ২২২৲ ২২৪৲ ; ২৮শে—২২৪৲। বিরলা—২৯শে (প্রেফ) ১২০৲। ক্যালকাটা জুট—২৫শে (অর্ডি) ১৪৷০। গৌরীপুর—২৫শে ৬২০৲ ; ২৮শে—৬১৯৲ ; ২৯শে—৬১৫৲ (প্রেফ) ১৪৪৲। হুগলী—২৫শে (প্রেফ) ১৬৸০। হাওড়া—২৫শে ৪৭৵০ ; ২৮শে—৪৭৷০ ৪৭৷০ ৪৭৲ ; ২৯শে—৪৬৷৵০ ৪৭৸০ ৪৭৷৵০। হুকুমচাঁদ—২৫শে (অর্ডি) ৬৷০ (প্রেফ) ৯৩৷০ ; ২৮শে—৬৷০ (প্রেফ) ৯২৷০। কামারহাটী—২৫শে ৪৩৯৲ ৪৪২৲। মেঘনা—২৫শে ২৫৷০ ; ২৮শে—২৫৷০। ন্যাশনাল—২৫শে ২০৸০ ; ২৯শে—২০৷৵০ ২০৷০। নদীয়া—২৫শে ৫২৷৵০ ৫৩৷০ ; ২৮শে—৫১৸০ ; ২৯শে—৫১৲ ৫২৲। প্রেসিডেন্সী—২৪শে ৪৲ ৪৶০ ; ২৮শে—৪৶০ ৪৶০ ৪৵০ ; ২৯শে—৪৲ ৩৸৶০। রিলায়ান্স—২৫শে ৫০৸৵০ ; ২৮শে ৫১৲।

খনি

বর্ম্মা কর্পোরেশন—২৫শে ৪৸৶০ ৫৶০ ৫৷০ ; ২৮শে—৫৷০ ৫৶০ ৪৸৵০ ; ২৯শে—৪৸৶০ ৫৷০ ৪৸৶০। কনসোলিডেটেড টিন—২৫শে—২৸০ ২৸৵০ ; ২৯শে—২৸৵০ ৩৲। ইণ্ডিয়ান কপার—২৫শে—২৲ ; ২৮শে—২৶০ ২৶০ ২৶০ ; ২৯শে—২৶০ ২৶০ ২৶০। রোডেসিয়া কপার—২৯শে ৸০।

কেমিক্যাল ও সিমেণ্ট

বেঙ্গল কেমিক্যাল—২৫শে (অর্ডি) ৩৪৫৲ (প্রেফ) ১৭৲। বেঙ্গল পটারিজ—২৮শে ৭৷০। ডালমিয়া সিমেণ্ট—২৮শে (প্রেফ) ৯২৲।

ইলেকট্রিক ও টেলিফোন

বেঙ্গল টেলিফান—২৮শে (অর্ডি) ১৬৸৶০ ১৭৶০।

ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী

ইণ্ডিয়ান গ্যালভানাইজিং—২৫শে ২৭৷০ হুকুমচাঁদ ষ্টীল—২৮শে (অর্ডি) ৮৷৵০ ; ২৯শে—৮৷০। ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এ্যাণ্ড অয়ার প্রডাক্টস—২৫শে (প্রেফ) ৩৭৷৵০ ৩৭৸৵০ ; ২৮শে—(অর্ডি) ৪৮৲ ; ২৯শে—(প্রেফ) ৩৭৲ ৩৭৷০ ; (কর্টি) ৬৷৵০। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল—২৫শে ২৭৸০ ২৮৶০ ২৭৸৵০ ২৮৷০ ২৭৸৶০ ; ২৮শে—২৭৸৶০ ২৮৲ ২৭৸০ ; ২৯শে—২৭৷৶০ ২৭৸৶০ ২৮৶০ ২৭৸০। ষ্টীল কর্পোরেশন—২৫শে (অর্ডি) ১৬৸০ ১৬৸৶০ ১৭৶০ ১৭৵০ ; (প্রেফ) ১০৯৲ ১১০৲, ২৮শে—১৭৲ ১৬৷৶০ (প্রেফ) ১০৯৲ ১১০৲ ; ২৯শে—১৭৷৶০ ১৬৸৶০ ১৬৸০ (প্রেফ) ১০৮৲ ১১০৲। কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং—২৮শে ৫৵০ ৫৷০ ; ২৯শে—৫৷০। মার্শালস্—২৯শে ১৷৵০।

চিনির কল

কেরু এ্যাণ্ড কোং—২৫শে (অর্ডি) ৮৷৶০ ৮৷৶০ ; ২৮শে—৮৵০ ৮৷৵০ ; ২৯শে—৮৷০ ৮৸৵০। রেজা—২৫শে ১৫৷০ ১৫৸০ ; ২৯শে—১৫৸০।

চা বাগান

ডাকলাগড়—২৮শে—১২৲ ; ২৯শে—১১৸৵০ ১২৷০। সাগর—২৮শে ৮৷০।

বিবিধ

বি, আই কর্পোরেশন—২৫শে (অর্ডি) ৪৷৶০ ৪৷০ ; ২৮শে—৪৷০ ৪৸০ ৪৷৶০ ৪৷৵০ ; ২৯শে—৪৷৶০ ৪৸০। কলিকাতা ট্রাম—২৫শে (অর্ডি) ১৩৷০ ১৩৷০ ১৩৷৵০ ; ২৮শে—১৩৷৵০ ১৩৸০। ক্যালকাটা সেফ ডিপজিট—২৫শে ৫৷০। বৃটিশ বর্ম্মা পেট্রোলিয়াম—২৫শে—৩৷৶০ ; ২৯শে—৩৷০ ৩৷৶০। টিটাগড় পেপার—২৫শে (অর্ডি) ১৫৷৵০ ১৫৸৵০ ১৫৸৶০ ; ২৮শে—১৫৸০ ১৬৲ ১৫৸৵০ ; ২৯শে—১৫৸৵০ ১৬৶০। আসাম সজ—২৫শে ২৶০ ; ২৮শে—২৷৶০ ; ২৯শে—২৷৵০ ২৸০। বরুয়া টিম্বার—২৫শে ১৩৸৶০। মেদিনীপুর জমিদারী—২৯শে (প্রেফ) ১২৮৷০। বেঙ্গল আসাম ষ্টীম সিপ—২৯শে (প্রেফ) ৯৯৲।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১লা নভেম্বর

এসপ্তাহে দীপান্বিতা ও ঈদ পর্ব্ব উপলক্ষে অধিকাংশ দিবস পাটের বাজার বন্ধ ছিল। প্রথমদিকে যে দুইদিন বাজার খোলা ছিল সে দুইদিন বাজারে পূর্ব্বকার মত একটা নৈরাশ্যব্যঞ্জক অবস্থাই বলবৎ দেখা গিয়াছে। বিকিকিনি বিশেষ কিছু হয় নাই। ক্রেতার অভাবে পাটের দর পূর্ব্বের তুলনায় আরও কিছু নামিয়া গিয়াছে। গত ২৫শে অক্টোবর আমরা যখন পাটের বাজারের সমালোচনা করিয়াছিলাম তখন ঐ তারিখে ফাটকা বাজারে পাটের দর সর্ব্বোচ্চে ৩৪।০ টাকা ও সর্ব্বনিম্নে ৩৪ টাকা ছিল। ২৬শে তারিখ তাহা সে তুলনায় কিছু নামিয়া যায়। এসপ্তাহে বাজার খোলার পর তাহা আরও কিছুদূর নামিয়া গিয়াছে। নিম্নে ২৬শে, ২৮শে ও ২৯শে অক্টোবর তারিখের ফাটকা বাজারের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল:—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
২৬শে অক্টোবর	৩৪৲	৩৩৸০	৩৩৸০
২৮শে ,,	৩৩৸৵০	৩৩৲	৩৩৲
২৯ ,, ,,	৩৩৵০	৩২॥০	৩২৸৵০

পাকা বেল বিভাগে এসপ্তাহে বেচাকিনা কিছু হয় নাই। ২৮শে অক্টোবর বাজারে নবেম্বর মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তে প্রতি বেল ৩১ টাকা দরে ফার্ষ্ট শ্রেণীর পাটের বিক্রেতা ছিল। ক্রেতাদের দিক হইতে আলগা পাট খরিদ সম্বন্ধে কোন আগ্রহ দেখা না যাওয়ায় ঐ বিভাগে এসপ্তাহে বেশী রকম অবসাদের ভাব লক্ষিত হইয়াছে।

থলে ও চট

গত সেপ্টেম্বর মাসে পাটকলগুলির মজুদ থলে ও চট উল্লেখযোগ্যরূপ হ্রাস পাইয়াছে। অক্টোবর মাসে উহা আরও বেশীদূর হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। এই অবস্থায় পাটকলগুলি নভেম্বর মাসে তিন সপ্তাহের বদলে চারি সপ্তাহে কাজ চালাইবার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। কাজের সময় বৃদ্ধি করার কথায় এই সপ্তাহের প্রথমে থলে ও চটের বাজারে মন্দা লক্ষিত হয়। থলে ও চটের দর গত সপ্তাহের তুলনায় কিছু নামিয়া যায়। তবে শেষদিকে তাহা পুনরায় কিছু চড়িয়াছে। অদ্য বাজারে ৯ পোর্টার চট ১১৷৶০ আনা ও ১১ পোর্টার চট ১৬৶০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

সোণা ও রূপা

এ সপ্তাহে বোম্বাই সোনার বাজারে রেডি স্বর্ণ প্রতি ভরি ৪১৷৶৬ পাই দরে খুলিয়া ৪১৷৶৩ পাইয়ে বাজার বন্ধ হয়।

কলিকাতায় প্রতি ১০০ ভরি সোনার দর ছিল ৪১৷৵০ আনা।

আলোচ্য সপ্তাহে লণ্ডনে প্রতি আউন্স সোনার দর ১৬৮ শিলিংএ অপরিবর্ত্তিত ছিল।

রূপা

বোম্বাই বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রেডি রৌপ্যের ৬১৷৵০ আনা হইতে ৬১৷০ আনায় নামিয়া গিয়া বাজার বন্ধ হয়।

কলিকাতায় প্রতি ১০০ ভরি রৌপ্যের দর ৬১৷০ আনা এবং ঐ খুচরা দর ৬১৷০ আনা ছিল। এ সপ্তাহে লণ্ডনের রূপার বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ খুব কম হইয়াছে। প্রতি আউন্স স্পট রূপার মূল্য ২৩½ পেন্স দরে ১লা নবেম্বর বাজার বন্ধ হয়।

চিনির বাজার

কলিকাতা, ১লা নবেম্বর

প্রকাশ, বাংলার চিনির কলসমূহ ৮৷৵০ আনা হইতে ৯৲ মূল্যে অগ্রিম কারবার করিতে চেষ্টা করিতেছে। আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় বাজারে চিনির বাজারের কারবার খুব নিয়ন্ত্রিত ছিল। মাত্র সাড়ে সাত হাজার বস্তা চিনি বিক্রয় হয়। সরকারী ইস্তাহারে জানা যায় [illegible] বিভিন্ন বন্দরে চিনির মূল্য ৮৵০ আনার নীচে যাইতে পারে। এইজন্য ব্যবসায়ীগণ কোন কারবার সম্পন্ন করিতে সাহস পায় নাই। নিকটবর্ত্তী কেন্দ্রসমূহে কেবলমাত্র সাময়িক প্রয়োজনানুরূপ চিনি বিক্রয় হইতেছে। কলিকাতার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে চিনির মূল্য প্রতি মণে প্রায় দুই আনা হ্রাস পায়। কতিপয় বড় বড় আড়তদার মজুদ চিনি বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিতেছে; এমতাবস্থায় স্থানীয় বাজারে চিনির মূল্য হ্রাস পাইবার আশঙ্কা করা যাইতেছে। কলিকাতার বাজারে ৩৫ হাজার বস্তা চিনি মজুদ আছে বলিয়া অনুমিত হয়।

চামড়ার বাজার

কলিকাতা ১লা নবেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় ছাগলের চামড়ার বাজারে চাহিদা দেখা দেয় এবং উহার মূল্য আরও বৃদ্ধি পায়। গরুর চামড়ার বাজারে মন্দার ভাব পূর্ব্ববৎ বলবৎ আছে। আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চামড়ার বাজারের কারবার সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া গেল।

ছাগলের চামড়া—পাটনা ৫৮ হাজার ৬ শত টুকরা ৪৫৲-৫৫৲ হিঃ; ঢাকা-দিনাজপুর ৩৭ হাজার ৮ শত টুকরা ৫৫৲-৭০৲ হিঃ; আগ্রা-লবণাক্ত ২২ হাজার ৮ শত টুকরা ৫০৲-১২৫৲। এতদ্ব্যতীত পাটনা ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টুকরা। ঢাকা-দিনাজপুর ২ লক্ষ ১৮ হাজার টুকরা এবং আগ্রা-লবনাক্ত ১২ হাজার ১ শত টুকরা ছাগলের চামড়া মজুদ ছিল।

গরুর চামড়া—দার্জ্জিলিং সাধারণ ১৮ শত টুকরা ৪৷৵০-৫॥৵০ হিঃ—আগ্রা-লবণাক্ত ১০ হাজার ৫ শত টুকরা ৶৬-৷৵০ হিঃ। এতদ্ব্যতীত ঢাকা-দিনাজপুর লবণাক্ত ৮ হাজার ১ শত, আগ্রা-আর্সেনিক ৭ হাজার ৬ শত, দ্বারভাঙ্গা-বেনারস ১ হাজার, দ্বারভাঙ্গা-পূর্ণিয়া ৫ হাজার ৯ শত, নেপাল-দার্জ্জিলিং সাধারণ ৪ হাজার ৫ শত, রাঁচি-গয়া সাধারণ ৩ হাজার ৫ শত, গোরক্ষপুর-বেনারস ২ শত টুকরা, আসাম-দার্জ্জিলিং লবণাক্ত ৫ শত ও আগ্রা-লবণাক্ত ১২ হাজার ৬ শত টুকরা গরুর চামড়া স্থানীয় বাজারে মজুদ ছিল।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ১লা নবেম্বর

গত ২৮ শে অক্টোবর কলিকাতায় চায়ের ১৯ নং নীলাম সম্পন্ন হয়। আলোচ্য নীলামে ৬ হাজার ৭৬৫ বাক্স চা গড়ে ৶৫ পাই দরে বিক্রয় হয়। গত বৎসর এই সময়ের ২০ নং নীলামে ২৪ হাজার ১৭৮ বাক্স চা গড়ে ৶২ পাই দরে বিক্রয় হয়।

আলোচ্য সপ্তাহে এইরূপ সংবাদ পাওয়া যায় যে আন্তর্জ্জাতিক সমিতি চা রপ্তানীর পরিমাণ নির্দ্ধারিত পরিমাণের শতকরা ৯২½ ভাগ ধার্য্য করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা রপ্তানীর পরিমাণ আরও ২½ ভাগ বৃদ্ধি পাওয়াতে বাজারে একটা অনিশ্চয়তার ভাব দেখা দেয়। রপ্তানীযোগ্য যে সকল চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হয় তাহার পরিমাণ খুব অল্প ছিল এবং উহার মধ্যে সাধারণ চায়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়। গত নীলামের তুলনায় আলোচ্য নীলামে চায়ের মূল্য প্রতি পাউণ্ডে প্রায় দেড় আনা কম গিয়াছে।

চা সরবরাহের অল্পতা হেতু আগামী ৪ঠা নবেম্বর রপ্তানীযোগ্য চায়ের কোন নীলাম হইবে না। সম্ভবতঃ ১১ই নবেম্বর এই নীলাম সম্পন্ন হইবে। ৪ঠা নবেম্বরের গুড়া চা ব্যতীত অন্যান্য ধরণের ভারতে ব্যবহারোপযোগী চায়ের নীলাম হইবে। গুড়া চায়ের নীলাম ৫ই নবেম্বরে হইবে।

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বড়বাজার ষ্ট্রীট

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৩য় বর্ষ, ২য় খণ্ড | কলিকাতা, ১১ই নবেম্বর, সোমবার ১৯৪০ | ২৬শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

মহাত্মাজীর অনশন স্থগিত

মহাত্মাজির মনোভাব সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে যে প্রকার অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছেন তাহাতে যে সমস্যা লইয়া তিনি অনশন-ব্রত আরম্ভ করিবেন গবর্ণমেণ্ট যে কালবিলম্ব ব্যতিরেকে তাহার সমাধানে অগ্রসর হইবেন সেরূপ আশা কিছুই নাই। আর এই বৃদ্ধবয়সে দীর্ঘদিন ধরিয়া অনশনব্রত পালন করিলে যে তাঁহার জীবন বিপন্ন হইবে তাহাও সুনিশ্চিত। এরূপ অবস্থায় তাঁহার অনশনব্রত আসন্ন—এই সংবাদ শুনিয়া সর্ব্বত্র দেশে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছিল। মহাত্মাজির সর্ব্বশেষ বিবৃতি পাঠ করিয়া দেশ-বাসীর এই উদ্বেগ কিছুটা প্রশমিত হইবে। মহাত্মাজি জানাই-য়াছেন যে এক অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে তিনি অনশন ব্রত আরম্ভ করিয়া থাকেন এবং বর্ত্তমান সময়ে অনশনের জন্য তিনি ব্যগ্র হইলেও এই ইঙ্গিৎ পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। কাজেই আপাততঃ তাঁহার অনশনব্রত স্থগিত রহিল। সাধারণ মানবের পক্ষে এই ইঙ্গিতের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা কঠিন। কিন্তু পৃথিবীর সকল ধর্ম্ম-শাস্ত্রেই ভগবন্নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপ্রেরণার কথা শুনা যায়। মহাত্মাজি কবে এই নির্দ্দেশ লাভ করিবেন তাহা বলা কঠিন। সম্ভবতঃ আমাদের কাপুরুষতা, ভেদবুদ্ধি এবং স্বার্থপরতা প্রভৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে একদিন তাঁহাকে আত্মাহুতি প্রদান করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের ন্যায় এই মরজগতের অধিবাসীগণ যাহারা পার্থিব ও আপাতঃদৃষ্ট সুখদুঃখ এবং লাভ ক্ষতি দ্বারা সকল জিনিষের বিচার করিয়া থাকে তাহারা মহাত্মাজিকে এই ভাবে আত্মাহুতি দিতে না দেখিলেই সুখী হইবে। মহাত্মাজির জীবন জাতির অমূল্য সম্পদ। তিনি আরও দীর্ঘকাল ধরিয়া জাতির সেবায় নিযুক্ত থাকুন—উহাই দেশবাসী চাহে।

বাঙ্গলায় নূতন ট্যাক্স

বাঙ্গলা সরকার দেশবাসীর উপর বিক্রয়কর নামক একটি নূতন ট্যাক্স বসাইবেন বলিয়া যে সঙ্কল্প করিয়াছেন তাহার সংবাদ ইতিপূর্ব্বে আমরা প্রকাশ করিয়াছি। সম্প্রতি গত ৭ই নবেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেটে এই ট্যাক্স সম্পর্কিত আইনের খসড়া প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান মাসের শেষ ভাগে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের যে অধিবেশন বসিবে তাহাতে এই আইনটি পাশ করান হইবে এবং খুব সম্ভবতঃ আগামী ইংরাজী বৎসরের প্রথম হইতে উহা দেশবাসীর উপর বলবৎ হইবে।

আইনটির মোটামুটী মর্ম্ম এই যে কোন ব্যবসায়ী বৎসরে যদি অন্যূণ ২০ হাজার টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে তবে তাহাকে উহার উপর শতকরা দুই টাকা হারে ট্যাক্স দিতে হইবে। পণ্যদ্রব্য অর্থে সমস্ত প্রকার অস্থাবর জিনিষ বুঝাইবে। তবে কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার পণ্যদ্রব্য বলিয়া গণ্য হইবে না। অধিকন্তু চাউল, লবণ, সরিষার তৈল, ডাল, চিনি, গম, ময়দা রুটি, দুধ, বিক্রয়কারীর ঘরে বসিয়া খাওয়া হয় এরূপ সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্য ও পানীয়, বিদ্যুৎ শক্তি, জল, কাঁচা পাট এবং রেজেষ্টরীকৃত কারখানাতে বিক্রীত

জালানী দ্রব্য ও লুব্রিকেটিং অয়েলকে এই আইনের আমল হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। এই ট্যাক্স বর্ত্তমান আইন বলবৎ হইবার তারিখের পূর্ব্ববর্ত্তী এক বৎসরকালের মধ্যে বিক্রীত পণ্যদ্রব্যের উপর প্রযোজ্য হইবে এবং বিক্রেতা কোন বৎসরের ট্যাক্স না দিলে পরবর্ত্তী একটি তিন বৎসরকাল পর্য্যন্ত উহার জন্য দায়ী থাকিবে। এই আইনের বলে যাহাদের উপর ট্যাক্স ধার্য্য হইবে তাহাদের প্রত্যেককে রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট গ্রহণ করিতে হইবে এবং পণ্যদ্রব্য ক্রয় বিক্রয় সম্বন্ধে যথারীতি হিসাবপত্র রাখিয়া তাহা প্রয়োজনমত দাখিল করিতে হইবে। এই সব হিসাব সত্য নহে বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষের সন্দেহ হইলে বিক্রেতাকে উহার প্রমাণ দাখিল করিতে হইবে। কোন ব্যবসায়ী যদি তাহার ব্যবসা বিক্রয় বা বন্ধ করিয়া দেয় তবে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহা কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইতে হইবে। বর্ত্তমান আইনের বলে ব্যবসায়ীদের উপর যে ট্যাক্স ধার্য্য হইবে তাহার বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী আদালতে নালিশ চলিবে না—গবর্ণমেণ্ট যাহাকে নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন মাত্র তাহার নিকট এই আপীল করা যাইবে। ট্যাক্সধার্য্যযোগ্য কোন ব্যবসায়ী যদি রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট না লইয়া ব্যবসা চালায়, সময়মত কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ব্যবসায় সম্পর্কিত হিসাবপত্র দাখিল না করে, ব্যবসায়ের যথারীতি হিসাবপত্র না রাখে, কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াও কোন সংবাদ প্রদান না করে তবে তাহার দুই হাজার টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে এবং উহার পরেও যদি সে এইরূপ অপরাধ করে তবে তজ্জন্য তাহার দৈনিক ৫০ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে। ব্যবসায়ীগণ ব্যবসায় সম্পর্কিত যে সমস্ত সংবাদ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবে তাহা গোপনীয় রাখা হইবে এবং কোন সরকারী কর্ম্মচারী এইসব সংবাদ প্রকাশ করিয়া দিলে তাহার ছয় মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইবে।

বর্ত্তমান আইনের বলে ব্যবসায়ীদের উপর যে ট্যাক্স ধরা হইবে তাহা যে দেশের জনসাধারণকেই প্রদান করিতে হইবে তাহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। কেননা ব্যবসায়ীগণ তাহাদের লাভের পরিমাণ স্থির রাখিবার জন্য নিশ্চয়ই ট্যাক্সের অনুপাতে পণ্যদ্রব্যের মূল্য চড়াইয়া দিবে। এই আইনের বলে ব্যবসায়ীদের উপর যে ট্যাক্স ধরা হইবে তাহার বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে আপীল করিবার অধিকার দেওয়া হয় নাই। কাহাদের নিকট আপীলের বিচার হইবে তাহা গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়া দিবেন। দেশবাসী যতদিন পর্য্যন্ত আপীল আদালতের পরিচয় না পায় ততদিন এই আইনের নিরপেক্ষ প্রয়োগ সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত থাকিবে। প্রস্তাবিত আইন সম্বন্ধে আর একটী লক্ষ্য করিবার বিষয় যে উহার আমল হইতে দরিদ্রের নিত্য ব্যবহার্য্য চাউল, লবণ, সরিষার তৈল ইত্যাদি জিনিষ বাদ দেওয়া হইলেও তামাক, কেরোসিন, ঢেউটিন, কাপড় ইত্যাদি জিনিষ বাদ দেওয়া হয় নাই। এই আইনের আমল হইতে কাঁচা পাটকে বাদ দেওয়ার কি হেতু থাকিতে পারে তাহাও হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। পাটবিক্রেতার স্বার্থরক্ষা যদি উহার উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে ধান, তামাক প্রভৃতি জিনিষের বিক্রেতাগণও এই সুবিধা দাবী করিতে পারে। পাটকে এই ট্যাক্সের আমল হইতে বাদ দেওয়ার ফলে পাটচাষী বিন্দুমাত্রও উপকৃত হইবে না—কিন্তু পাটের ফড়িয়া, আড়তদার, মহাজন, দালাল প্রভৃতি ব্যবসায়ীগণ বহু লক্ষ টাকার করভার হইতে রেহাই পাইবে। যেখানে সরকারী আয় বৃদ্ধিই নূতন আইনের উদ্দেশ্য সেখানে একদল সমৃদ্ধ ব্যবসায়ীকে এইভাবে ট্যাক্স হইতে রেহাই দেওয়ার কি রহস্য রহিয়াছে? উহা সাম্প্রদায়িকতা না ইউরোপীয়-প্রীতি?

পাটের অবস্থা

গত ২৮শে অক্টোবর তারিখের 'আর্থিক জগতে' 'পাটের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত পাটের বাজারের অবস্থার তেমন কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। তবে এই সম্পর্কে দুইটী বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা আবশ্যক। গত আগষ্ট মাসে ভারতীয় চটকল সমিতি এই মর্ম্মে একটী প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন যে সেপ্টেম্বর হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত প্রত্যেক মাসে চটকলসমূহে এক সপ্তাহ করিয়া কাজ বন্ধ থাকিবে এবং পরবর্ত্তী মাসসমূহে এই ভাবে কলে কাজ বন্ধ রাখা হইবে কিনা তাহা কলসমূহে মজুদ থলে ও চটের পরিমাণ দেখিয়া স্থির করা হইবে। তদনুসারে চটকলগুলিতে প্রত্যেক মাসেই এক সপ্তাহ করিয়া কাজ বন্ধ রাখা হইতেছে। ইদানীং এরূপ গুজব রটিয়াছিল যে মাসে এক সপ্তাহ করিয়া কাজ বন্ধ রাখাতে চটকলগুলিতে মজুদ থলে ও চটের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া ডিসেম্বর মাসে আর এই ভাবে এক সপ্তাহ কাজ বন্ধ রাখা হইবে না। এই গুজবে কাঁচা পাটের দর সামান্য কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি চটকল সমিতির পক্ষ হইতে এরূপ ঘোষণা করা হইয়াছে যে ডিসেম্বর মাসেও কলগুলিতে এক সপ্তাহকাল কাজ বন্ধ থাকিবে। এই সিদ্ধান্তের ফলে পাটের বাজার পুনরায় নামিয়া যাইতেছে। পাট সম্বন্ধে আর একটী উল্লেখযোগ্য সংবাদ হইতেছে পাটের মূল্য সম্বন্ধে চটকল সমিতির সিদ্ধান্ত। গত ৩রা নবেম্বর তারিখে 'ষ্টেটসম্যান' পত্র এরূপ ঘোষণা করেন যে মফঃস্বলে যাহাতে পাটের ভালরূপ বিকিকিনি হয় তজ্জন্য বাংলা সরকার এবং চটকল সমিতির মধ্যে সলা পরামর্শ চলিতেছে। এই সংবাদে পাটচাষীর ভাগ্য ফিরিল বলিয়া আমরা উল্লসিত হইয়াছিলাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে উহা পাট চাষীকে ধোকা দিবার একটা ষড়যন্ত্র মাত্র। ইতিমধ্যে 'ক্যাপিটাল' পত্র জানাইয়াছেন যে চটকল সমিতি মিডল শ্রেণীর পাটের সর্ব্বনিম্ন মূল্য ৭৮০ আনা হইতে ৮॥০ আনা, বটম শ্রেণীর পাটের সর্ব্বনিম্ন মূল্য ৬ টাকা হইতে ৬৸০ আনা এবং লো বটম শ্রেণীর পাটের সর্ব্বনিম্ন মূল্য ৪॥০ টাকা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। পূর্ব্বে টপ, মিডল ও বটম পাটের এই তিন প্রকার শ্রেণী বিভাগ ছিল। এখন টপ শ্রেণীর পাট বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং লো-বটম নামে এক নূতন শ্রেণীর পাট সৃষ্টি করা হইয়াছে। চটকল সমিতি পূর্ব্বে পাটের সর্ব্বনিম্ন মূল্য যে হারে নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন সেই তুলনায় এবার তাহাও প্রতি মণে দুই টাকার মত কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কৃষকদের বেলায় এই সিদ্ধান্ত কি ভাবে প্রযুক্ত হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। কিরূপ পাট কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইবে তাহা স্থির করার মালিক চটকল-সমূহ। কাজেই কৃষকের হাতে বর্ত্তমানে যে পাট আছে তাহার পনর আনাই যে লো বটম শ্রেণীর বলিয়া গণ্য হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। চটকল-সমূহ যে কি পরিমাণ পাট ক্রয় করিবে তাহারও কোন স্থিরতা নাই। অত্রাবস্থায় কৃষক যে পাটের জন্য ৪॥ টাকাও দর পাইবে তাহারও সম্ভাবনা নিতান্ত কম। ইতিমধ্যেই মফঃস্বলের কোন কোন স্থানে দেড় টাকা মণে পাট বিক্রয় হইয়াছে বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

বস্ত্রশিল্পের সুযোগ

যুদ্ধের ফলে অন্যান্য শিল্পের তুলনায় ভারতীয় বস্ত্রশিল্প অনেক বেশী সুযোগ সুবিধা লাভ করিয়াছে। উহার কারণ এই যে ভারতীয় কাপড়ের কল-গুলিতে উৎপন্ন বস্ত্রের অধিকাংশই ভারতের অভ্যন্তরে বিক্রয় হইয়া থাকে এবং ইংলণ্ড ও জাপান যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকার দরুন

ভারতবর্ষ ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী ব্রহ্মদেশ, মালয় প্রভৃতি দেশ ভারতীয় কাপড়ের কলগুলির উপর অধিকতর নির্ভরশীল হইয়া উঠিয়াছে। চলতি সরকারী বৎসরের প্রথম ৫ মাসে ইংলণ্ড ও জাপান হইতে ভারতবর্ষে বস্ত্র ও সূতার আমদানী ১ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা কমিয়াছে এবং ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে বস্ত্র ও সূতার রপ্তানী ২ কোটি ৬ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইভাবে আমদানী হ্রাস ও রপ্তানী বৃদ্ধির ফলে কাপড়ের বাজারে একটা খুব উৎসাহের সৃষ্টি হইয়াছে। এদেশে যে সমস্ত বড় বড় ব্যবসায়ী কোটি কোটি টাকার কাপড় ও সূতা বিকিকিনি করেন তাঁহারা প্রধানতঃ দেওয়ালীর দিনে কাপড়ের কলগুলির নিকট মালের জন্য ফরমায়েস দিয়া থাকেন। প্রকাশ যে এবার দেওয়ালীর দিন বোম্বাইয়ে খুব জোর কারবার হইয়াছে এবং বস্ত্র ব্যবসায়ীগণ এবার কাপড়ের কলগুলির নিকট অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণ বস্ত্র ও সূতার অর্ডার দিয়াছেন। মূল্যও এবার গত বৎসরের তুলনায় কিছু চড়িয়াছে। বোম্বাইয়ের মূলাজি জেঠা মার্কেট কাপড় ও সূতার বিকিকিনির সবচেয়ে বড় আড়ৎ। এবার দেওয়ালীর দিন এই বাজারে গভীর রাত্র পর্য্যন্ত কাজ চলিয়াছিল। বস্ত্রশিল্প ভারতীয় কারখানা শিল্পের মধ্যে সবচেয়ে বৃহদাকার। এই শিল্পে ভারতবাসীর সবচেয়ে বেশী টাকা মূলধন খাটিতেছে এবং উহার মারফতে সবচেয়ে অধিক সংখ্যক ব্যক্তি জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে. বর্ত্তমানে এই শিল্পের উন্নতি দেখিয়া সকলেই সুখী হইবেন। বাঙ্গলা দেশের কাপড়ের কলসমূহের পরিচালকগণ বোম্বাইয়ের কলসমূহের ন্যায় বর্ত্তমান অবস্থায় কতটা সুযোগলাভ করিতে পারিতেছেন তাহা জানিতে পারিলে আমরা সুখী হইব।

শিল্প সংরক্ষণ ও ভারত সরকার

ভারতীয় শিল্পকে রক্ষণ শুল্কের সুবিধা প্রদান সম্পর্কে গত ১৯২২ সালে ইণ্ডিয়ান ফিস্‌ক্যাল কমিশন রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। তাহার পর এই দীর্ঘ সময় মধ্যে ঐরূপ একটা প্রয়োজনীয় বিষয়ে আর কোন ব্যাপক তদন্তের ব্যবস্থা হয় নাই। ১৯২২ সালের ফিস্‌ক্যাল কমিশন শিল্প সংরক্ষণ বিষয়ে কয়েকটি বিশেষ কড়াকড়ি সর্ত্ত নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। সেই সমস্তের ভিত্তিতেই এখন পর্য্যন্ত ভারত সরকারের সংরক্ষণনীতি নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। কিন্তু দেশে শিল্পোন্নতির সুবিধা দিতে হইলে সেই নীতি এক্ষণে সংশোধন করা প্রয়োজন। বিশেষতঃ বর্ত্তমানে যুদ্ধের সুযোগে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া অনেক শিল্পোদ্যোগীই শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে উহাদের সংরক্ষণ সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দাবী করিতেছেন। এই অবস্থায় ভারত গবর্ণমেণ্ট শিল্প সংরক্ষণ সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় নূতন করিয়া বিবেচনা করেন এবং রক্ষণ শুল্কের সুবিধা দান সম্বন্ধে পূর্ব্বের তুলনায় একটা উদার কার্য্যনীতি অবলম্বন করেন ইহাই দেশের লোক তাঁহাদের নিকট আশা করিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় গবর্ণমেণ্ট বাহ্যিকভাবে সে সম্বন্ধে নানারূপ ভরসা দিলেও এখন পর্য্যন্ত কার্য্যতঃ সে বিষয়ে প্রায় কিছুই করিতেছেন না। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে স্যার রেজা আলী ভারত সরকারের শিল্প সংরক্ষণনীতি সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য এবং বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনায় তাহার সমুচিৎ পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে সুপারিশ প্রদানের নিমিত্ত একটি কমিটি নিয়োগের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের বিরোধিতার ফলে ঐ প্রস্তাবটি কেন্দ্রীয় পরিষদ কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য হইয়াছে। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব স্যার রামস্বামী মুদালিয়র যে সমস্ত যুক্তি উপস্থিত করেন তাহার মধ্যে একটি এই ছিল যে, বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থা ঐরূপ একটি জটিল বিষয় বিবেচনার উপযুক্ত সময় নহে। এই যুক্তি উপস্থিত করার কারণ যে থাকিতে পারে তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু সে অবস্থায়ও যুদ্ধের পরেই এইরূপ একটি কমিটি নিয়োগ করা হইবে বলিয়া কথা দেওয়ার কোন বাধা ছিল না। কিন্তু বাণিজ্য সচিব সেরূপ প্রতিশ্রুতি দিতেও অস্বীকৃত হইয়াছেন।

সংরক্ষণনীতি বিবেচনার জন্য কমিটি নিয়োগ সম্বন্ধে যাহাই হউক না কেন অন্ততঃ যুদ্ধকালীন অবস্থায় যে সব নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইতেছে তাহাদিগকে পরিপূর্ণ উৎসাহ দেওয়ার একটা কার্য্যনীতি গবর্ণমেণ্টের নিকট দেশবাসী দাবী করিতে পারে। এইসব শিল্পের ভবিষ্যৎ সংরক্ষণ সুবিধা বিষয়ে এখনই একটা প্রতিশ্রুতি প্রদান করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে খুবই কর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা বিস্মিত হইলাম যে বাণিজ্য সচিব পূর্ব্বে কয়েকবার ঐ সম্বন্ধে বিশেষ আশা ভরসা দিলেও এক্ষণে তিনি সে বিষয়ে রীতিমত টালবাহনার ভাবই প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। স্যার রেজা আলীর প্রস্তাব সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে উঠিয়া তিনি বলিয়াছেন যে যুদ্ধের সময়ে প্রতিষ্ঠিত যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান সর্ব্বথা ব্যবসা সম্মত উপায়ে কার্য্য চালাইবে কেবলমাত্র তাহাদিগের সংরক্ষণ সম্বন্ধেই গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিবেন। এই উক্তির ফলে সাধারণ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকেই যে নিরাশ হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এদেশে উপযুক্ত সরকারী সাহায্য ও সংরক্ষণ সুবিধার অভাবে দেশে অনেক ছোট ও মাঝারী শিল্পই বর্ত্তমানে তেমন ব্যবসা সম্মত উপায়ে পরিচালনা করা সম্ভবপর হইতেছে না। সেজন্য উহাদিগকে যদি গবর্ণমেণ্ট রক্ষণশুল্কের সুবিধা দিতে নারাজ হন তবে তাঁহারা এদেশে শিল্পোন্নতি বিষয়ে কি সাহায্য করিতে পারিবেন তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম।

আমেরিকার সভাপতি নির্ব্বাচন

বর্ত্তমান যুদ্ধে সমগ্র মানবজাতির সুখদুঃখ অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে জড়িত রহিয়াছে এবং এই যুদ্ধে আমেরিকার যুক্ত-রাজ্য খুব কার্য্যকরী ভাবে সাহায্য করিতে পারে বলিয়া এবারে উক্ত দেশের সভাপতি নির্ব্বাচনের সময়ে সমগ্র জগতে এক অভূতপূর্ব্ব উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল। বর্ত্তমানে মিঃ রুজভেল্ট পুনরায় এই পদে নির্ব্বাচিত হওয়াতে উহার কি পরিণতি হইবে তৎসম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা আরম্ভ হইয়াছে। অনেকের ধারণা যে মিঃ রুজভেল্ট পুনরায় সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়াতে আমেরিকা ইংলণ্ডের পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করিবে। কিন্তু ওয়াকিব মহল উহা বিশ্বাস করেন না। বিগত মহাযুদ্ধের পরে আমেরিকার তদানীন্তন সভাপতি মিঃ উইলসনের সহিত মিত্র-পক্ষীয় ইংলণ্ড ও ফ্রান্স যে প্রকার দুর্ব্যবহার করিয়াছিল এবং আমেরিকার প্রদত্ত সমরঋণের টাকা হইতে ইংলণ্ড উহাকে যে ভাবে বঞ্চিত করিয়াছিল তাহাতে আমেরিকার প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের মধ্যে একটা বড় দল ইংলণ্ডের পক্ষে পুনরায় যুদ্ধে যোগদানের প্রবল বিরোধী হইয়া আছে। মিঃ রুজভেল্ট সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেও আমেরিকার ভোটদাতাদের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক লোক তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী মিঃ উইলকির পক্ষে ভোট দিয়াছে। উহাদের মনোভাব অবজ্ঞা করিয়া যুদ্ধে লিপ্ত হইবার মত প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের সাহস হইবে কিনা সন্দেহ। দ্বিতীয়তঃ আমেরিকা যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে এবং যুদ্ধের প্রথম বৎসরে ইংলণ্ডের নিকট প্রায় সাড়ে চারশত কোটী টাকা মূল্যের সমর সরঞ্জাম বিক্রয় করিয়া বিপুল পরিমাণ টাকা লাভ করিয়াছে। চলতি বৎসরেও আমেরিকা ইংলণ্ডের নিকট অন্ততঃ তিনশত কোটি টাকা মূল্যের সমর সরঞ্জাম বিক্রয় করিবে বলিয়া মনে হইতেছে। এদিকে ইংলণ্ড যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকার দরুণ ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশে মালপত্র বিক্রয়ের পক্ষে আমেরিকার চূড়ান্তরূপ সুবিধা হইয়াছে। ইংলণ্ডের পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করিলে আমেরিকা এই সমস্ত সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবে। তৃতীয়তঃ বিগত যুদ্ধে আমেরিকার বহু সংখ্যক জাহাজ ডুবাইয়া দিয়া জার্ম্মাণী যে ভাবে উক্ত দেশের বিরাগ ভাজন হইয়াছিল এবার সেরূপ কোন কারণ ঘটে নাই। অত্রাবস্থায় আমেরিকা এই যুদ্ধে যোগদান করিবে না বলিয়াই মনে হয়। তবে সুদূর প্রাচ্যে চীন-জাপান যুদ্ধের পরিণতি এবং জাপানের কার্য্যকলাপ আমেরিকার বর্ত্তমান মনোভাবের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে।

ভারতবাসীর উপর নূতন ট্যাক্স

যুদ্ধের জন্য ভারত সরকারের সামরিক ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এই ব্যয় সঙ্কুলনার্থ দেশবাসীর উপর নূতন ট্যাক্সভার বসান হইবে বলিয়া অনেক দিন ধরিয়া একটা গুজব রটিয়াছিল এবং আমরাও ইতিপূর্ব্বে একাধিকবার এই গুজবের কথা দেশবাসীর নিকট প্রকাশ করিয়াছি। সম্প্রতি গত ৫ই নবেম্বর তারিখে ভারত সরকারের অর্থসচিব স্যার জেরেমি রেইজম্যান এই বিষয়ে দেশবাসীর সন্দেহ ভঞ্জন করিয়াছেন। গত ফেব্রুয়ারী মাসে যখন চলতি বৎসরের জন্য ভারত সরকারের বাজেট উপস্থিত করা হয় সেই সময়ে ভারতবর্ষের সামরিক ব্যয় যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী 'স্বাভাবিক' বৎসরসমূহের তুলনায় ৮ কোটী ৩৪ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করিয়া উহার পরিমাণ ৫৯ কোটী ৪০ লক্ষ টাকায় নির্দ্ধারিত করা হইয়াছিল। ভারত সরকারের মোট রাজস্বের উহা শতকরা ৪৫ ভাগেরও বেশী। কিন্তু উহাতেও ভারতবর্ষের সামরিক ব্যয় সঙ্কুলান হইতেছে না। স্যার জেরেমি রেইজম্যান জানাইয়াছেন যে চলতি বৎসরে ভারত সরকার সৈন্য সংগ্রহ, সৈনিকের শিক্ষাদান এবং সমর সরঞ্জাম প্রস্তুতের জন্য যে সমস্ত কাজে হাত দিয়াছেন তাহাতে এককালীন ব্যয়ের পরিমাণই ৩৩ কোটী টাকা হইবে এবং বার্ষিক ব্যয়ের পরিমাণ বাজেটে বরাদ্দকৃত ব্যয় অপেক্ষা ১৬ কোটী টাকা বেশী হইবে। তবে চলতি বৎসরের প্রথম হইতে শেষোক্ত ব্যয় আরম্ভ না হওয়াতে এবার বার্ষিক ব্যয়ের দফায় অতিরিক্ত ব্যয় দাঁড়াইবে ১৪৷৷০ কোটী টাকা। কেবল তাহাই নহে। যুদ্ধের জন্য এবার ভারত সরকারের আয় ৩ কোটী টাকা হ্রাস পাইবে এবং অসামরিক বিভাগে ব্যয়ের পরিমাণ ২৷৷ কোটী টাকা বেশী হইবে। এই ভাবে ১৭ কোটী টাকা ব্যয় বৃদ্ধি এবং ৩ কোটী টাকা আয় হ্রাসের ফলে ভারত সরকারকে বাজেটে বরাদ্দকৃত আয়ের তুলনায় আরও ২০ কোটী টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে। উহার মধ্যে ১৯৩৯-৪০ সালে অনুমিত উদ্বৃত্তের তুলনায় যে অধিক উদ্বৃত্ত হইয়াছে তাহা দ্বারা ৭ কোটী টাকার অভাব মিটিবে। বাকী ১৩ কোটী টাকার ঘাটতি পূরণের জন্য অর্থসচিব (১) আয়কর ও সুপার ট্যাক্সের উপর প্রতি টাকায় চার আনা হিসাবে অতিরিক্ত ট্যাক্স ধার্য্য করিয়াছেন (২) ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে খামের চিঠির মূল্য চার পয়সার স্থলে পাঁচ পয়সা, ব্রহ্মদেশে প্রেরিত চিঠির মূল্য ছয় পয়সার স্থলে আট পয়সা, বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশসমূহে প্রেরিত চিঠির মূল্য চৌদ্দ পয়সা এবং প্রথম পাঁচ তোলা ওজনের বুক প্যাকেটের ফি তিন পয়সা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন এবং (৩) দেশের অভ্যন্তরে প্রেরিত প্রতি অর্ডিনারী টেলিগ্রামের উপর এক আনা, এক্সপ্রেস টেলিগ্রামের জন্য দুই আনা এবং ট্রাঙ্ক টেলিফোনের জন্য শতকরা দশ টাকা অতিরিক্ত ফি ধার্য্য করিয়াছেন। এই তিন দফায় ট্যাক্সের মধ্যে প্রথম দফায় গবর্ণমেণ্টের পুরা বৎসরে ৫ কোটী টাকা, দ্বিতীয় দফায় এক কোটী টাকা এবং তৃতীয় দফায় এক কোটী টাকা আয় হইবে বলিয়া অর্থসচিব অনুমান করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট যখন দেশের উপর কোন নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করেন সেই সময়ে ঐ ট্যাক্স হইতে আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ কম করিয়া ধরিয়া থাকেন। গত ৮।১০ বৎসরের মধ্যে একথা অনেকবার প্রমাণিত হইয়াছে যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন ট্যাক্স হইতে যে পরিমাণ টাকা আদায় হইবে বলিয়া প্রথমে অনুমান করা হইয়াছে পরে প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী টাকা আদায় হইয়াছে। দেশবাসীর নিকট হইতে ট্যাক্সের গুরুত্ব ঢাকিয়া রাখা অথবা পরবর্ত্তী কালের ব্যয়ের জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত টাকা সংগ্রহ করা—উহার এই উভয় প্রকার অর্থ হইতে পারে। যাহা হউক প্রস্তাবিত ত্রিবিধ নূতন ট্যাক্সের মারফতে যদি ৭ কোটী টাকার বেশী আদায় না হয় তাহা হইলে চলতি ব্যয় বৃদ্ধি এবং আয় হ্রাসের দফাতেই গবর্ণমেণ্টের ১৩ কোটি টাকা (২০ কোটি—৭ কোটি) ঘাটতি থাকিয়া যাইবে। ইহার উপর ৩৩ কোটি টাকা এক কালীন ব্যয়ের সমস্যা রহিয়াছে। কিন্তু এই ৪৬ কোটি টাকাই শেষ নহে। চলতি বৎসরে গবর্ণমেণ্টকে ১৯৪০-৪৩ সালে পরিশোধনীয় ঋণের জন্য ৬ কোটি টাকা দিতে হইবে। উহা ছাড়া পোষ্টাল ক্যাশ সার্টিফিকেট এবং পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কের হিসাবে এই বৎসর গবর্ণমেণ্ট যত টাকা পাইবেন তাহা অপেক্ষা তাহাদিগকে ঐ দুই দফায় ১০ কোটি টাকা—বেশী শোধ করিতে হইবে বলিয়া আশঙ্কা আছে। কাজেই চলতি বৎসরে উপরোক্ত ৪৬ কোটি টাকা লইয়া গবর্ণমেণ্টকে মোটমাট ৬২ কোটি টাকার সংস্থান করিতে হইবে। উহার মধ্যে গবর্ণমেণ্ট বাজারে এক টাকার নোট বাহির করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ১০ কোটি টাকা এবং 'এড হক' সিকিউরিটী সৃষ্টি করিয়া ১০ কোটি টাকা একুনে ২০ কোটি টাকা পাইয়াছেন। তৎসত্ত্বেও গবর্ণমেণ্টের আরও ৪২ কোটি টাকার অনটন দেখা যাইতেছে। এই ৪২ কোটি টাকার মধ্যে আজ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট বিনা সুদের ঋণ, শতকরা বার্ষিক ৩ টাকা সুদের সমর ঋণ, এবং দশ বৎসরের সেভিংস সার্টিফিকেট—এই তিন দফার ঋণে ৩২ কোটি টাকার মত সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও এখনও দশ কোটি টাকার ঘাটতি রহিয়াছে। কিন্তু সামরিক ব্যয় এই পর্য্যন্ত যতদূর বৃদ্ধি করা হইয়াছে তাহাই উহার শেষ নহে। এই ব্যয় আরও বৃদ্ধি করিতে হইবে বলিয়া অর্থসচিব ভয় দেখাইয়াছেন। অদূর ভবিষ্যতে এই ব্যয় কতটা বৃদ্ধি পাইবে তাহা দেশবাসী কল্পনাও করিতে পারিতেছে না। উহা ১০,২০,২৫,৫০ কোটি প্রভৃতি যে কোন অঙ্কে পৌছিতে পারে।

ভারত সরকার এক কলমের খোঁচায় দেশের উপর ৭ কোটি টাকার নূতন ট্যাক্সভার চাপাইয়াছেন এবং ঋণ বৃদ্ধির ফলে দেশের উপর যে নূতন সুদের বোঝা চাপিয়াছে তাহার পরিমাণ এখনই প্রায় ১ কোটি টাকায় উঠিয়াছে। ইহার পরেও যদি গবর্ণমেণ্টকে আরও ২০।৩০ কোটি টাকা সংগ্রহ করিতে হয় তাহা হইলে তাহা কি ভাবে সংগৃহীত হইবে তাহাই দেশবাসীর সমক্ষে প্রধান সমস্যা। আয়কর, অতিরিক্ত লাভকর, ডাক ও তার বিভাগের মাশুল বৃদ্ধি, আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যে শত প্রকার বিধিনিষেধ, রেলের ভাড়া বৃদ্ধি, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের বিবিধ ট্যাক্স ইত্যাদির ফলে দেশের শিল্প বাণিজ্য ইতিমধ্যেই শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মরিবার উপক্রম হইয়াছে। দেশের জনসাধারণও পণ্যমূল্য হ্রাস এবং বিবিধ ট্যাক্সভার হেতু জর্জ্জরিত। উহার উপর যদি সমর ব্যয় সংগ্রহের জন্য দিনের পর দিন নূতন ট্যাক্স বসিতে থাকে তাহা হইলে দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি কতদিন টিকিয়া থাকিবে—দেশবাসীই বা আর কতদিন ট্যাক্সের বোঝা বহন করিতে সমর্থ হইবে? কর্ত্তৃপক্ষ একথা বলিবেন যে বর্ত্তমান যুদ্ধে ইংরাজের জয় না হইলে ভারতবাসী ধ্বংস হইবে—কাজেই বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে যুদ্ধে সাহায্যের জন্য ভারতবাসীকে সর্ব্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে অস্বীকার করিলে চলিবে না। আমরা উহার প্রতিবাদ করিতে চাহি না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি যে ভারতবাসী যাহাতে উপযুক্তরূপ সাহায্যের মত অর্থসঙ্গতি লাভ করিতে পারে তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট কি করিয়াছেন? ইংলণ্ডের মত একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের ৪৷৷ কোটি অধিবাসী যুদ্ধের জন্য বৎসরে সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকা (৪ শত কোটি পাউণ্ড) ব্যয় করিতেছে এবং প্রয়োজন হইলে আরও বেশী টাকা ব্যয় করিতে সাহস রাখে। আর ভারতবর্ষের মত বিরাট ও প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ দেশের ৪০ কোটি অধিবাসীর গবর্ণমেণ্টকে বৎসরে একশত কি দেড়শত কোটি টাকা দিতেই গলদঘর্ম্ম হয়। উহাই কি ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় কলঙ্ক নহে?

শর্করা শিল্পের বিপদ (২)

ভারতীয় চিনির কলসমূহে প্রয়োজনাতিরিক্ত চিনি উৎপন্ন হওয়ার ফলে এই শিল্পের যে বিপদ উপস্থিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে গত সপ্তাহে আমরা আলোচনা করিয়াছি। প্রয়োজনাতিরিক্ত চিনির উৎপাদন এই নহে যে ভারতবর্ষের প্রত্যেক অধিবাসী তাহাদের প্রয়োজনমত চিনি ব্যবহার করা সত্ত্বেও বাজারে চিনি উদ্বৃত্ত রহিতেছে। ভারতবর্ষের ৪০ কোটী অধিবাসীর যদি প্রত্যহ এক ছটাক করিয়া চিনি খাইবার মত অর্থসঙ্গতি থাকিত তাহা হইলে এদেশে বৎসরে ৮০ লক্ষ টন চিনির দরকার হইত এবং সেইস্থলে বাজারে ১৫ লক্ষ টন চিনির জোগান হইলেও দেশে উহার চূড়ান্তরূপ দুর্ভিক্ষই সূচিত হইত। ভারতবর্ষের চিনি বিদেশে রপ্তানীর সুযোগ থাকিলেও এই ১৫ লক্ষ টন চিনি বিক্রয়ের জন্য চিনির কলগুলিকে বিব্রত হইতে হইত না। কিন্তু ভারতবর্ষের জনসাধারণ নিতান্ত দরিদ্র বিধায় অধিকাংশের পক্ষেই সাফচিনি দূরে থাকুক উহা অপেক্ষা অনেক সস্তা মূল্যের গুড় খাওয়া পর্য্যন্ত সম্ভবপর হয় না। কাজেই যতদিন পর্য্যন্ত দেশের লোকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি না ঘটিবে ততদিন ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর ১০।১২ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হইলেও তাহা 'প্রয়োজনাতিরিক্ত' হইয়া দাঁড়াইবে। ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে চিনি রপ্তানী করিয়া এই 'অতিরিক্ত' চিনির বিক্রয়ের ব্যবস্থা করারও উপায় নাই। কেননা ইতিপূর্ব্বে চিনি সম্বন্ধে যে আন্তর্জ্জাতিক চুক্তি হয় তাহাতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের তরফ হইতে এইরূপ সর্ত্তে আবদ্ধ হইয়াছেন যে ভারতবর্ষ ব্রহ্মদেশ ছাড়া আর কোন দেশে চিনি রপ্তানী করিবে না। কিন্তু ইতিমধ্যে ব্রহ্মদেশও ভারতবর্ষ হইতে চিনি আমদানী নিষেধ করিয়া দিয়াছে। কাজেই বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোথাও ভারতীয় চিনি বিক্রয় করিবার উপায় নাই। অবশ্য ইতিমধ্যে রপ্তানী সম্পর্কিত পরিস্থিতির কতকটা উন্নতি হইয়াছে। চিনি সম্বন্ধে আন্তর্জ্জাতিক চুক্তির কিছু রদবদল করিয়া এরূপ স্থির হইয়াছে যে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষ হইতে ২ লক্ষ টন চিনি ক্রয় করিবেন। কিন্তু এই চিনি কবে কি ভাবে ক্রয় করা হইবে তাহা এখনও স্থির হয় নাই। আর যেখানে গত বৎসরের উৎপন্ন ৫ লক্ষ টন চিনি বাজারে মজুদ আছে, চলতি বৎসরে যেখানে ১০ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হইবার আশঙ্কা আছে এবং সারা বৎসরে যেখানে ৮।৯ লক্ষ টনের বেশী চিনি বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা নাই সেখানে ইংলণ্ডে ২ লক্ষ টন চিনি রপ্তানী হইলেও অবস্থার যে তেমন উন্নতি হইবে না তাহা বলাই বাহুল্য। বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে যাহাতে চিনির কাটতি বৃদ্ধি পায় এবং দেশে যাহাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত চিনি উৎপন্ন হইতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করাই শর্করা শিল্পকে রক্ষা করিবার একমাত্র পন্থা।

আমরা গতবারে বলিয়াছি যে ভারতবর্ষে চিনির কাটতি বাড়াইতে হইলে তজ্জন্য চিনির মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করিতে হইবে এবং উৎপাদন শুল্কের বিলোপ, ইক্ষুর উপযুক্তরূপ মূল্য নির্দ্ধারণ, চিনির কলের মালিকদের কার্য্যক্ষমতা বৃদ্ধি ও অপব্যয় নিবারণ, উৎকৃষ্টতর ধরণের ইক্ষু উৎপাদন, সম্মিলিতভাবে চিনি বিক্রয়ের ব্যবস্থা, প্রচার কার্য্য ইত্যাদির মারফতেই চিনির মূল্য হ্রাস পাইতে পারে। প্রথমে চিনির উৎপাদন শুল্ক বিলোপের কথা বিবেচনা করা যাউক। দেশের চিনির কলসমূহে উৎপন্ন চিনির উপর সর্ব্বত্র প্রতি হন্দরে ৩ টাকা হারে এই শুল্ক আদায় করা হইতেছে। এইরূপ উৎপাদন শুল্ক বলবৎ থাকার ফলে চিনির কলওয়ালারা তাহাদের উৎপন্ন চিনির মূল্য তদনুপাতে চড়া রাখিতে বাধ্য হন। ফলে এই কারণেও দেশের দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে বেশী চিনি ব্যবহার করা দূরে থাকুক প্রয়োজনীয় মাত্রায় চিনি ব্যবহার করাও কঠিন হইয়া পড়ে। কাজেই আজ দেশে চিনির মূল্য হ্রাস তথা চিনির কাটতি বাড়াইতে হইলে চিনির উৎপাদন শুল্ক বিলোপ করা নিতান্তই আবশ্যকীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারত গবর্ণমেণ্ট সে দিক দিয়া এ পর্য্যন্ত মোটেই কোন সুবিবেচনা দেখাইতেছেন না। চিনির উৎপাদন শুল্ক হ্রাস করিবার জন্য দেশের লোকের দিক হইতে বার বার দাবী উত্থাপিত হইয়াছে। শর্করা শিল্প সম্বন্ধে নিযুক্ত ১৯৩৮ সালের টেরিফ বোর্ডও এই শুল্কের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এই শুল্ক বিলোপ করা দূরে থাকুক উহা পূর্ব্বের তুলনায় আরও বর্দ্ধিত হারে বলবৎ করিয়াছেন। চিনির উৎপাদন শুল্ক হইতে যে আয় হয় গবর্ণমেণ্ট তাহাই বড় করিয়া দেখিতেছেন। কিন্তু এই শুল্কের ফলে দেশে শর্করা শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির পথে যে বিঘ্ন হইতেছে তাঁহারা তাহা উপলব্ধি করিতেছেন না। শর্করা শিল্পের বর্ত্তমান বিপদে চিনির কলগুলিকে এই উৎপাদন শুল্ক হইতে রেহাই দেওয়ার বিষয় গবর্ণমেণ্ট একবার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

চিনির কলে যে ইক্ষু ব্যবহৃত হয় তাহার মূল্যের সহিত কলে উৎপন্ন চিনির মূল্যের একটা ঘনিষ্ঠ সংযোগ রহিয়াছে। ইক্ষুর মূল্য বেশী থাকিলে তৎসঙ্গে চিনির দামও স্বভাবতঃই চড়া থাকিবার কথা। কাজেই দেশে কলের চিনির মূল্য প্রয়োজনানুরূপ হ্রাস করিতে হইলে কলে ব্যবহৃত ইক্ষুর মূল্য যাহাতে অত্যধিক চড়া না হইয়া পড়ে তাহা দেখা দরকার। আর সে বিষয়ে দেশের গবর্ণমেণ্টের পক্ষে একটি সুনিয়ন্ত্রিত কার্য্যনীতি অনুসৃত হওয়া প্রয়োজন। বর্ত্তমানে বিহার ও যুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট ইক্ষুর নিম্নতম মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া তদনুযায়ী ইক্ষুর ক্রয় বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের সে কার্য্যধারা চিনির কলওয়ালাদের মনঃপূত হইতেছে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এবৎসর উক্ত দুই গবর্ণমেণ্ট ইক্ষুর মণকরা নিম্নতম মূল্য সাড়ে চারি আনা নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়াতে চিনির কলওয়ালারা তাহা বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনায় অত্যধিক বলিয়াই বিবেচনা করিতেছেন। এ বিষয়ে ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণের জন্য সরকারী প্রতিনিধি, চিনির কলের প্রতিনিধি ও ইক্ষুচাষীদের প্রতিনিধি—এই তিন ধরণের প্রতিনিধি নিয়া একটি বোর্ড গঠিত হওয়া প্রয়োজন। এইরূপ একটি বোর্ড সকল দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ইক্ষুর মূল্য নির্দ্ধারণের কাজ সম্পাদন করিতে পারেন। এই বোর্ড দেশে ইক্ষুর মূল্য চড়া মনে করিলে কিংবা চিনির মূল্য প্রয়োজনীয় মাত্রায় হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে যদি ইক্ষুর মূল্য বর্ত্তমানের তুলনায় কিছু কমাইয়া দিতে চান তবে সেজন্য ইক্ষুচাষীদের পক্ষে ক্ষুন্ন না হওয়াই উচিৎ। ইক্ষুচাষীরা নিজেরাও চিনির খরিদ্দার। সে হিসাবে চিনির মূল্য কমিলে তাহারা খরিদ্দার হিসাবে উপকৃত হইবে।

(৭৪৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বঙ্গীয় মহাজনী আইন

শ্রীকুমুদচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ, বি-এল

মহাজন ও খাতকগণের মধ্যে ঋণ আদান-প্রদান, সুদের হার ও পরিমাণ এবং মহাজনগণের কার্য্যাবলী ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত উক্ত আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মহাজন ও খাতকদের পরস্পর সম্পর্ক সমস্ত ভারতবর্ষে পরস্পরের স্বাধীন চুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত, ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে "The usury laws Repeal Act" ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রচারিত হয়। ঐ সময় ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনীতিতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রাবল্য ছিল। তদানীন্তন ইংলণ্ডীয় রাষ্ট্রনীতিবিদগণ জনসাধারণের সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত করতঃ জনসাধারণের স্বাধীন জীবনযাত্রা প্রণালীতে হস্তক্ষেপ করা রাষ্ট্রের কর্ত্তব্যের বাহিরে মনে করিতেন। জনসাধারণ স্বাধীনভাবে স্বাধীন চুক্তি দ্বারা রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ নিরপেক্ষে নিজেদের উন্নতি সাধন করিবে, ইহাই ছিল রাষ্ট্রীয় আদর্শবাদ। এই আদর্শবাদকেই ইংরাজীতে 'Laissez fair' বলে এবং ইহাই অবাধ প্রতিযোগিতা-মূলক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মূলভিত্তি। ইংলণ্ডীয় রাষ্ট্রনীতিবিদগণের উক্ত আদর্শের প্রভাবেই ভারতবর্ষেও 'usury laws Tepeal Act' পাশ হয়। উক্ত আইনে মহাজন ও খাতক পরস্পর চুক্তি করিয়া যে সুদ এবং যে ভাবে দেনা আদায়ের ব্যবস্থা করিবেন, আদালত তদতিরিক্ত কিছুই করিতে পারিবেন না এমত ব্যবস্থা হয়। অবাধ প্রতিযোগিতামূলক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ভিত্তিতে এবম্প্রকারের বিধি-ব্যবস্থা বলবৎ হওয়ায় সবল ও অর্থবানের নিকট ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও দরিদ্র নিপীড়িত হইতে লাগিল। সবল ও অর্থবানের অর্থ দিন দিন বাড়িতেই লাগিল এবং দুর্ব্বল দিন দিন ক্ষীয়মাণ হইতে লাগিল। তাহার ফলেই সমস্ত জগতে ক্রমশঃ অর্থবৈষম্য দূরীকরণমূলক সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ সুধীসমাজকে প্রভাবান্বিত করিতে লাগিল। যদিও সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ চূড়ান্তভাবে আজও গৃহীত হয় নাই, তথাপি উক্ত আদর্শের প্রভাবে অবাধ প্রতিযোগিতামূলক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের আদর্শের প্রভাব রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থায় বহুল পরিমাণে কমিতে আরম্ভ হইল এবং দুর্ব্বল ও সবলের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা দুর্ব্বলের অনুকূলে নিয়ন্ত্রিত করা যে রাষ্ট্রের অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা এক প্রকার অবিসম্বাদিতভাবে স্বীকৃত হওয়া আরম্ভ হইল।

খাতক মহাজন সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ উপলক্ষে উহার প্রথম পরিচয় পাওয়া গেল ১৯১৮ সনের ১০ আইনে (The usurious loans Act)। উক্ত আইনও সমস্ত ভারতবর্ষের জন্য প্রচারিত হইল। উক্ত আইনে প্রথম এই বিধান করা গেল যে যদি আদালত মনে করেন যে সুদের হার অত্যধিক এবং খাতক ও মহাজন মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছে তাহা অন্যায় (unfair) তাহা হইলে সঙ্গতবোধে খাতক ও মহাজনের যাবতীয় আদান-প্রদানের একটা হিসাব-নিকাশ নিয়া উভয়ের মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছে তাহা আদালত পুনর্ব্বিবেচনা করতঃ খাতককে অতিরিক্ত সুদের দায় হইতে অব্যাহতি দিতে পারেন এবং সঙ্গতবোধে মহাজনের উপর এমন নির্দ্দেশও আদালত দিতে পারেন যে যদি আদালতের বিচারানুযায়ী অতিরিক্ত সুদ মহাজন আদায় করিয়া নিয়া থাকেন, তাহা মহাজন খাতককে ফেরৎ দিবেন। তবে মহাজন ও খাতক যদি পরস্পরের আদান-প্রদানের ১২ বৎসর পূর্ব্বে কোনও চুক্তি সম্পাদন করিয়া থাকেন কিংবা যদি কোনও আদালতের ডিক্রী থাকে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার কোনও ক্ষমতা আদালতের থাকিবে না। আমাদের দেশে বর্ত্তমান যুগে এই ১৯১৮ সনের ১০ আইনই প্রথম খাতক-মহাজন সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করা আরম্ভ করিল। আইনে যদিও অত্যধিক সুদের হার কি এবং খাতক মহাজনের চুক্তি কখন অন্যায় হইবে ইত্যাদি বিষয় নির্দ্দিষ্টভাবে বিহিত করা গেল না, তথাপি আদালতের বিচার বুদ্ধি নিয়ন্ত্রণ উপলক্ষে কতকগুলি অবস্থা বিবেচনা করিবার জন্য উক্ত আইনে আদালতকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইল। এই আইন প্রচারিত হইবার পর অনেক ক্ষেত্রে আদালতসমূহ খাতক-গণের দায় কমাইতে আরম্ভ করেন। কিন্তু উক্ত আইনে খাতকগণ কি কি ভাবে দায় হইতে অব্যাহতি পাইবে তাহার বিধান ছিল না; অধিকাংশ ক্ষেত্রে আদালতের অনিশ্চিত বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করিতে হইত, এবং খাতক যদি বিশেষ প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা ঋণ আদান-প্রদানের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, খাতকের দুর্দ্দশা ও অনন্যোপায়া-বস্থা ইত্যাদি প্রমাণ করিতে পারিত, তাহা হইলে আদালত খাতকের উপকারে আসিতে পারিতেন। নতুবা সামান্য সুদ অদল-বদল করা ছাড়া আদালত খাতককে বিশেষ উপকৃত করিতে পারিতেন না। বিশেষতঃ উচ্চ আদালতসমূহের পরবর্ত্তী সিদ্ধান্ত দ্বারা (Judicial decisions) চুক্তির অন্যায্যতা প্রমাণের যাবতীয় ভার খাতকের স্কন্ধেই নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এমতাবস্থায় ক্রমশঃ আরও সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে খাতকের অধিকার নির্দ্দিষ্ট করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতে লাগিল। কিন্তু দেশে প্রতিনিধিমূলক শাসন ব্যবস্থা না থাকায় প্রয়োজনানুভূতির সঙ্গে সঙ্গে আইনের অনুরূপ পরিবর্ত্তন হইল না। তবে ১৯৩৩ সালের বঙ্গীয় ৭ আইন দ্বারা আমাদের বঙ্গদেশে প্রথম বঙ্গীয় মহাজন আইন প্রচার করতঃ রাষ্ট্র কতক পরিমাণে একটা নির্দ্দিষ্টভাবে খাতক মহাজনের চুক্তি নিয়ন্ত্রিত করিলেন। উক্ত আইনে প্রথম বিধান করা গেল যে যদি দায়বিহীন (unsecured) ঋণে শতকরা বার্ষিক ২৫৲ ও দায়যুক্ত (secured) ঋণে শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকার অতিরিক্ত সুদের বিধান থাকে তাহা হইলে ১৯১৮ সালের ১০ নং আইনের (The usurious Loans Act) বিধান বলে উক্ত অতিরিক্ত সুদকে অতিরিক্ত সুদ বলিয়া আদালত গণ্য করিবেন। অতিরিক্ত সুদ দাবী করিবার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ থাকিলে মহাজনকেই তাহা প্রমাণ করিতে হইবে। এইভাবে প্রথম প্রমাণের ভার খাতকের স্কন্ধ হইতে মহাজনের স্কন্ধে নিক্ষিপ্ত হইল এবং উক্ত আইনে এই বিধানও করা গেল যে আইন বলবৎ হইবার পরে যে সমস্ত ঋণ করা হইবে তাহার সুদ আদালত আসলের অতিরিক্ত ডিক্রী দিবেন না এবং আইন বলবৎ হইবার পূর্ব্বে যে সমস্ত ঋণ করা হইবে তৎসম্পর্কে উক্ত ব্যবস্থা চলিবে। তবে যদি মহাজন প্রমাণ করিতে পারে যে খাতকের উপকারার্থেই মহাজন আরও অনেক পূর্ব্বে সঙ্গত কারণাধীনেই তাহার দাবী উপস্থিত করে নাই তাহা হইলে আদালত অতিরিক্ত সুদও ডিক্রী দিতে পারেন। রেজিষ্টার্ড পোষ্টযোগে খাতককে দাবী জানাইবার ব্যবস্থাও উক্ত আইনে করা হয় এবং মহাজন না জানাইলে দাবীর সময় হইতে সুদ পাইবে না ইত্যাদি ব্যবস্থাও করা হয়। এই আইনে প্রথমতঃ খাতকের অনুকূলে নির্দ্দিষ্টভাবে কতগুলি ব্যবস্থা হইল। কিন্তু

একটা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ১৯৩৩ সালের আইনটী ১৯১৮ সালের ১০ আইনের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া গেল। অর্থাৎ ১৯৩৩ সালের আইনের পরবর্ত্তীকালের দেনা সম্পর্কে আইনের যে বিধান তাহা স্পষ্টভাবে বলবৎ করা গেল অর্থাৎ আসলের দ্বিগুণ কোন অবস্থাতেই ডিক্রী হইবে না এবং সুদ শতকরা বার্ষিক ১৫৲ ও ২৫৲ টাকার অতিরিক্ত প্রমাণান্তর ব্যতিরেকে অর্থাৎ অন্যায় বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু উক্ত আইনের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের দেনাসমূহ যে স্থলে ১৯১৮ সালের ১০ আইন (usury Loans Act) প্রযুক্ত হইবে সেই স্থলেই ১৯৩৩ সালের মহাজনী আইন প্রযুক্ত হইবে। ১৯১৮ সালের পূর্ব্ববর্ত্তীকালের দেনা সম্বন্ধে ১৯৩৩ সালের আইন অকার্য্যকর রহিয়া গেল। এইভাবে ১৯৩৩ সালের আইনে যদিও খাতকগণ অনুকূলে কতগুলি নির্দ্দিষ্ট বিধান করা হইল তথাপি উক্ত আইন ১৯১৮ সালের ১০ আইনের উপর নির্ভর শীল রহিয়া গেল। সুতরাং ১৯৩৩ সালের আইন দ্বারাও আমাদের দেশের খাতকগণের সমস্ত দাবী মিটিল না। ১৯৩৩ সালের আইনের ব্যবস্থামতে মোকদ্দমার সময় যাহা আসল থাকিবে তাহার অনুরূপ পরিমাণ সুদ ডিক্রী হইবে অর্থাৎ আসলের দ্বিগুণ মোট ডিক্রী হওয়ার ব্যবস্থা রহিল। কিন্তু যে খাতক পূর্ব্বে অনেক সুদ দিয়াছে এবং যে দেয় নাই উভয়েরই সমান ব্যবস্থা রহিয়া গেল। যে অনেক সুদ আদায় করিয়াছে তাহার বিশেষ ব্যবস্থা হইলনা। দেশে নিদারুণ অর্থ নৈতিক সঙ্কট উপস্থিত হইয়া পণ্যদ্রব্যের মূল্য অনেক কমিয়া গেল এবং আদান প্রদানের ও বিনিময়ের বাহন মুদ্রার মূল্য অনেক বাড়িয়া গেল। খাতকগণের আয় মুদ্রার অঙ্কে অনেক কমিয়া গেল, মহাজনগণ অনেক ক্ষেত্রে অনুকূলভাবাপন্ন থাকা সত্ত্বেও খাতকগণ মহাজনগণের দাবী মিটাইতে সমর্থ হইল না। দেশব্যাপী ভীষণ বিক্ষোভের ভাব পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। চাষীখাতকগণের দেনা কমাইবার জন্য চাষীখাতক আইন প্রবর্ত্তিত হইল। তাহাতে অচাষী মহাজনগণের টাকা পাওয়া সম্বন্ধে বাধা উপস্থিত হইল এবং ঐ অচাষী মহাজনগণ আবার তাহাদের মহাজনগণের দাবী মিটাইতে অক্ষম হইলেন। এই ভাবে সমস্ত দেশে এক বিরাট অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিল। এই সময় আবার নূতন শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনমূলে জনসাধারণের প্রতিনিধিসমূহের হাতে কতকগুলি ক্ষমতা আসিল। ভারতবর্ষে প্রত্যেক প্রদেশেই জনসাধারণের নানারূপ দাবী মিটাইবার দিকে ব্যবস্থা পরিষদের সভ্যদের মনোযোগ নিবদ্ধ হইতে লাগিল। এই অবস্থায় সমস্ত প্রদেশেই নানাবিধ প্রজাস্বত্ব আইন কৃষিখাতক আইন ও মহাজনী আইন ইত্যাদি ব্যবস্থা প্রণয়ন হওয়া আরম্ভ হইল। এই অবস্থায় বর্ত্তমান ১৯৪০ সালের বঙ্গীয় মহাজনী আইন (The Bengal money lenders Act, Bengal Act of 1940) বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রচিত হইল। ১৯৪০ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে উক্ত আইন আমলে আসিয়াছে। বর্ত্তমান আইন usurious loans Act বা অন্য কোনও আইনের উপর নির্ভরশীল নহে, উহা একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ (Self-contained) আইন বটে।

বর্ত্তমান ১৯৪০ সালের মহাজনী আইনে খাতকের অনুকূলে প্রায় চূড়ান্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছে, ১৯৩৩ সালের নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থাসমূহকে আরও সুনির্দ্দিষ্টভাবে ব্যাপকতর করা হইয়াছে এবং খাতকের অনুকূলে বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অধিকন্তু নহাজনের প্রত্যেক কার্য্য বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য এবং যাবতীয় কাল্পনিক ও বাস্তব অন্যায় প্রতিরোধকল্পে বর্ত্তমান আইনে বিস্তৃত ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী আইনসমূহে যেমন খাতকের অনুকূল ব্যবস্থাসমূহ আদালতের ন্যায়বিচারানুভূতির উপর নির্ভরশীল করা হইয়াছিল, বর্ত্তমান আইনে উহা সুনির্দ্দিষ্টভাবে ও ব্যাপকতরভাবে আদালতের অবশ্য করণীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে এবং আদালতের ন্যায়বিচারানুভূতি খাতকের অনুকূলে প্রয়োগ করিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান আইনে মহাজনের কার্য্যাবলী নিয়ন্ত্রণ জন্য নানা প্রকার নাগপাশের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং মহাজনকে সুনিয়ন্ত্রিত পথে চালিত করিবার জন্য বিশেষ দণ্ডবিধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ বর্ত্তমান আইন আধুনিককালের ক্রমবর্দ্ধমান সমাজতান্ত্রিক মনোবৃত্তিরই পরিচায়ক। অবাধ প্রতিযোগিতামূলক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ যেমন দুর্ব্বলের জন্য কিছুই করিতে রাজী ছিলনা, বর্ত্তমান ব্যবস্থা তেমনি দুর্ব্বলের অনুকূলে এমন সব বিধিনিষেধের প্রবর্ত্তন করিয়াছে যাহার যুক্তিবত্তা সম্বন্ধে অনেকেই বিশেষ সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন। বস্তুতঃ বর্ত্তমান মহাজনীআইন যুক্তির দিক দিয়া কতটুকু গ্রহণযোগ্য তাহা আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক ঘটনাবলী দ্বারা প্রমাণিত হইবে। তবে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে আমাদের দেশে দেওয়ানী আইনে যে স্থলে পাওনাদারের টাকা আদায়ের ব্যবস্থা নানাপ্রকার বিধিনিষেধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং নানারূপ দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিধিব্যবস্থার ফলে পাওনাদার যেস্থলে মামলা মোকদ্দমা না করিয়া তাহার পাওনার দায়ে নীলামক্রীত সম্পত্তি দখল করিতে পারে না সে স্থলে আরও অতিরিক্ত বিধিনিষেধ আরোপিত হইলে এবং টাকা আদায়ের আরও অতিরিক্ত বিঘ্নকর ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলে অনেক মহাজনই আর ভবিষ্যতে টাকা লগ্নী করিতে চাইবে না।

ফলে দেশের জনসাধারণ কোনও অর্থ পাইবে না এবং মানুষের অর্থসঞ্চয়ের প্রবৃত্তিও ক্ষুণ্ণ হইবে। পূর্ণ সমাজতন্ত্রের প্রবর্ত্তন ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ সাধন করিলে হয়ত সমাজব্যবস্থার একপ্রকার সমাধান হইতে পারে বা অধিকতর দুঃখের কারণ হইতে পারে কিন্তু মূলতঃ ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তিতে যে সমাজব্যবস্থা তাহাতে বর্ত্তমান আইনের ভবিষ্যৎ কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার বিশেষ অবকাশ আছে। তবে ইহাও সত্য যে এই আইন প্রবর্ত্তনের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের অনেক খাতককে মহাজনের প্রলোভনজনিত গ্রাস হইতে রক্ষা করিবে। সেইজন্য অনেকের মতে সাধারণ ভাবে বিগত কালের দেনাসমূহের ঋণ-লাঘব নিমিত্ত কৃষিখাতক আইনের ন্যায় একটী ঋণ-লাঘব আইন করিলেই যথেষ্ট হইত; চিরদিনের জন্য বর্ত্তমান আইনের ন্যায় আইন করায় দেশে মহাজনী ব্যবসা একপ্রকার লোপ পাইবে বলিয়া আমরা মনে করি।

ক্রমশঃ

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

বিমান নির্ম্মাণে আমেরিকা

প্রকাশ, যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার সামরিক বিভাগ শীঘ্রই কংগ্রেসকে বিমান-পোত নির্ম্মাণের জন্য ৫০ কোটী পাউণ্ড মঞ্জুর করিতে অনুরোধ করিবে।

ডিফেন্স বণ্ডে অর্থনিয়োগ

সম্প্রতি এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ গত ২৭শে অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ৩ টাকা সুদের ডিফেন্স বণ্ডে ৬২ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। গত ২৬শে অক্টোবর পর্য্যন্ত সুদবিহীন ডিফেন্স বণ্ডে প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণ মোট ২ কোটি ১৬ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। ৩ টাকা সুদের ডিফেন্স বণ্ডে মোট ২৭ কোটী ৬ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা, (তন্মধ্যে নগদ ১৩ কোটি ৬১ লক্ষ ৮ হাজার টাকা ও ঋণপত্র পরিবর্ত্তন দ্বারা ১৩ কোটি ৪৪ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা) এবং ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট বিক্রয় করিয়া ১ কোটি ২৩ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। উক্ত ২৬শে অক্টোবর তারিখ পর্য্যন্ত বিভিন্ন প্রকার ডিফেন্স বণ্ড দ্বারা সমস্ত ভারতবর্ষে মোট ৩০ কোটী ৪৬ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

পাট খরিদ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা

প্রকাশ, বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়ান জুট মিলস এসোসিয়েসনের সহযোগিতায় মফঃস্বলে পাট খরিদ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এতৎসম্পর্কে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে বর্ত্তমানে মিলসমূহ ধীরে ধীরে অল্পবিস্তর পাট খরিদ করিতেছে বটে তবে উহার খরিদ অধিকাংশস্থলে উচ্চ শ্রেণীর পাট সম্পর্কেই সীমাবদ্ধ আছে। অথচ বর্ত্তমান বৎসর নানা কারণে বটম ও নিম্ন শ্রেণীর পাটই অধিক উৎপন্ন হইয়াছে। এই শ্রেণীর পাটের খরিদ বিক্রয় ও মূল্য বৃদ্ধি না পাইলে পাটচাষীদের সমূহ ক্ষতির কারণ হইবে। এইরূপ অবস্থা প্রতিরোধকল্পে আগামী বৎসর হইতে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হইতেছে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে পাটচাষীদের রেজিষ্টার প্রস্তুতের এবং উহাদিগকে লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা হইতেছে।

বিদেশে অর্থ প্রেরণ সম্পর্কে বাধানিষেধ

সম্প্রতি দেশরক্ষা আইনের যে সকল সংশোধন হইয়াছে তন্মধ্যে বৃটিশ ভারত হইতে অর্থ প্রেরণ সম্পর্কে এইরূপ বাধানিষেধ আরোপিত হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির বিনানুমতিতে ভারতবর্ষ বা ব্রহ্মদেশ ব্যতীত অন্য কোন দেশে বৃটিশ ভারত হইতে অর্থ প্রেরণ করিতে পারিবেন না। এইরূপ অর্থের পরিমাণও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া হইবে। এই বাধানিষেধ অমান্য করিলে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

চট কলের কার্য্যকাল

সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ এসোসিয়েসনের কার্য্যকরী সমিতির এক সভায় আগামী ডিসেম্বর মাসে এসোসিয়েসনের মিলসমূহে এক সপ্তাহকাল কাজ বন্ধ রাখিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। গত আগষ্ট মাসে উক্ত সমিতি সেপ্টেম্বর মাস হইতে নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত প্রতি মাসে এক সপ্তাহ কাজ বন্ধ রাখিবার প্রস্তাব করে। তৎপরবর্ত্তী মাসসমূহের সম্বন্ধে মজুদ চটের অবস্থা অনুসারে প্রতি মাসে কার্য্যক্রম স্থির করিবার সিদ্ধান্ত হয়। তদনুসারে আগামী ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সমস্ত মিলের কাজ বন্ধ রাখিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

ভারতে বেতারের প্রসার

গত সেপ্টেম্বর মাসে মোট ১০ হাজার ১৭৬টী বেতারযন্ত্রের লাইসেন্স প্রদত্ত হয়; তন্মধ্যে ৩ হাজার ৮২০টী নূতন লাইসেন্স। বৃটিশ ভারতে উক্ত মাস পর্য্যন্ত বেতার যন্ত্রের লাইসেন্সের সংখ্যা মোট ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৩১৩টী দৃষ্ট হয়। গত সেপ্টেম্বর মাসে যে ছয় মাস শেষ হইয়াছে তাহাতে লাইসেন্সের সংখ্যা ১৫ হাজার ৭৭৬টি বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত বৎসর এই সময়ে উহার সংখ্যা ১১ হাজার ৪২৩টি ছিল। গত সেপ্টেম্বর মাসে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে নিম্ন সংখ্যা লাইসেন্স প্রদত্ত হয়। বোম্বাইয়ে ২ হাজার ৬ শত ৫৪; বাঙ্গলা ও আসাম ২ হাজার ৫৪, সংযুক্ত প্রদেশ ১ হাজার ৬৬; মধ্যপ্রদেশ ৪৮৬; মাদ্রাজ ১ হাজার ৩৭৯; পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশ ১ হাজার ৬২৯; বেলুচিস্থান ৪৬৪।

রাজকীয় কৃষি গবেষণা সমিতি

গত ৫ই নবেম্বর হইতে দিল্লীতে রাজকীয় কৃষি গবেষণা সমিতির যে অধিবেশন চলিতেছে তাহাতে অপরাপর বিষয়ের মধ্যে ফল সংরক্ষণের জন্য একটি কেন্দ্রীয় ষ্টেশন স্থাপন, ভার্জিনিয়া শ্রেণীর তামাকের চাষ সম্পর্কে সংযুক্ত-প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তৎসম্পর্কে এবং ইম্পিরিয়াল এগ্রিকালচারাল ইনিষ্টিটিউসনের ডিরেক্টর ভারতবর্ষে উক্ত জাতীয় তামাকের বীজ উৎপন্ন করার যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তৎসম্পর্কে বিবেচনা করা হইবে বলিয়া জানা যায়। এতদ্ব্যতীত সিন্ধু প্রদেশে ঘাসের জমি ও গোমহিষাদির খাদ্য শস্য উৎপাদনের উন্নতি বিধান, সিন্ধু ও বাঙ্গলা দেশের ধান্যের কতিপয় রোগের প্রতিকার এবং বিশেষভাবে বাঙ্গলা দেশে কতিপয় শ্রেণীর ধান্যের পোকার প্রতিকার সম্বন্ধেও আলোচনা হইবে। গোমহিষাদির উপযুক্ত প্রকার খাদ্য শস্যের গুণাগুণ নির্দ্ধারণ, গুজরাটে (বোম্বাই) হাঁস মুরগীর বিভিন্ন প্রকার রোগের প্রতিকার, পশম সম্পর্কে একটী গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রস্তাব, এবং আঁখ সম্পর্কে গবেষণা করিবার জন্য একটী কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান

স্থাপন সম্পর্কে বোম্বাই, সংযুক্তপ্রদেশ এবং বিহার গবর্ণমেণ্টের সম্মিলিত প্রস্তাব সম্পর্কেও বিবেচনা করা হইবে।

জাপানে দশবার্ষিক পরিকল্পনা

জাপান গবর্ণমেণ্ট জাপানকে সমস্ত বিষয়ে আত্মনির্ভরশীল করিবার উদ্দেশ্যে একটি দশ বার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। সম্প্রতি জাপানের মন্ত্রীমণ্ডলীর এক বিবৃতিতে এরূপ ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জাপানকে পরনির্ভরশীলতা হইতে যথাসম্ভব অব্যাহতি দিতে চেষ্টা করা হইবে। জাপান গবর্ণমেণ্ট জার্ম্মাণী ও ইটালীতে ফিনান্সিয়াল কমিশনার প্রেরণের এক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে যে দুইজন কমিশনার আছেন তাহাদিগকেও উক্ত দুই দেশে প্রেরণের জন্য আদেশ দেওয়া হইবে বলিয়া জানা যায়।

আয়কর ও ডাকমাশুল বৃদ্ধি

অর্থ সচিব স্যার জেরিমি রেইসম্যান কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশনে ভারত সরকারের খরচ নির্ব্বাহের নিমিত্ত সুপার ট্যাক্স ও কর্পোরেশন ট্যাক্স সমেত সমগ্র আয়করের উপর শতকরা ২৫ টাকা সারচার্জ্জ ধার্য্য করিয়া এক অতিরিক্ত ফিনান্স বিল পেশ করেন। নূতন সারচার্জ্জ ধার্য্যের ফলে পূরা এক বৎসরে কেন্দ্রীয় তহবিলে ৫ কোটী টাকা আয় হইবে এবং চলতি বৎসরের শেষ ৪ মাসের দরুণ শতকরা ৮½ টাকা অতিরিক্ত আয় হইবে। ১৯৪০-৪১ সালের নিমিত্ত যে কর পূর্ব্বেই ধার্য্য হইয়াছে উহা এক দ্বাদশাংশ বৃদ্ধি পাইবে এবং বেতন প্রদান ও লভ্যাংশ বণ্টন কালে বর্ত্তমানে যে হারে আয়কর কাটিয়া লওয়া হয়, উহা বর্দ্ধিত করিয়া শতকরা আরও ২৫ টাকা কাটিয়া লওয়া হইবে। ভারতবর্ষের নিমিত্ত খামের মূল্য বৃদ্ধি করিয়া ৫ পয়সা করা হইবে; ব্রহ্মদেশে খামের চিঠি প্রেরণ করিতে দুই আনা এবং বৃটীশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য দেশে প্রেরণের জন্য চিঠির মাশুল চৌদ্দ পয়সা লাগিবে। বুক পোষ্টের মাশুলের হার বৃদ্ধি করিয়া প্রথম ৫ তোলার জন্য তিন পয়সা করা হইবে। অন্যান্য ডাক মাশুলের হার পূর্ব্বের ন্যায়ই থাকিবে। সাধারণ টেলিগ্রামের উপর এক আনা, এক্সপ্রেস টেলিগ্রামের উপর দুই আনা এবং ট্রাঙ্ক টেলিফোনের বিলের উপর শতকরা ১০ টাকা হারে সারচার্জ্জ ধার্য্য করা হইবে। এইগুলি হইতে এক কোটী টাকা আয় হইবে। স্যার জেরেমি রেইসম্যান উক্ত বিল উত্থাপন কালে বলেন যে, দেশরক্ষা সম্পর্কে ব্যবস্থা কার্য্যের প্রাথমিক খরচের পরিমাণ ৩৩ কোটী টাকা দাঁড়াইবে। তাহা ব্যতীত প্রতি বৎসর ১৬ কোটী টাকা অতিরিক্ত খরচ হইবে। বর্ত্তমান বৎসরে সাড়ে চৌদ্দ কোটী টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত হয়। রাজস্বের পরিমাণ ৩ কোটী টাকা হ্রাস পাইয়াছে এবং বেসামরিক শাসনকার্য্যের ব্যয় ২॥০ কোটী টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অতিরিক্ত ১৭ কোটী টাকা ব্যয় এবং তিন কোটী টাকার আয় হ্রাসের সহিত গত বৎসরের উদ্বৃত্ত ৭ কোটী টাকা যোগ করিলে মোট ১৩ কোটী টাকা ঘাটতি হইবার সম্ভাবনা। নূতন কর প্রবর্ত্তিত হইলে তাহার ফলে সমস্ত বৎসরে ৬ কোটী টাকা আয় হইবে। অতঃপর স্যার জেরিমি বলেন যে বর্ত্তমানে দেশরক্ষা বাবদ দৈনিক ২০ লক্ষ টাকারও অধিক ব্যয়িত হইতেছে। সুতরাং ঘাটতির সমস্ত টাকা অতিরিক্ত করধার্য্য দ্বারা তোলা হইবে না। কিন্তু অতিরিক্ত ব্যয়ের কতকটা এই উপায়ে উঠান উচিত। বাকী অংশ দেশরক্ষা বাবদ যে ঋণ তোলা হইতেছে তদ্দ্বারাই পূরণ করা হইবে।

নারিকেলের নূতন ব্যবহার

সিলন কোকনাট বোর্ডের মিঃ এস, আর মেননের মতে পরিত্যক্ত নারিকেল হইতে সিংহল দেশের প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা আয় হইতে পারে। অথচ এই সকল নারিকেল প্রত্যেক বাগানে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। মিঃ মেননের পরিচালনায় উক্ত পরিত্যক্ত নারিকেল দ্বারা পেষ্ট-বোর্ড তৈয়ার করা যাইতে পারে এবং উক্ত পেষ্ট বোর্ড বই বাঁধাইএর জন্য ও কাগজের বোর্ডের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত উহা দ্বারা ছাড়ানো নারিকেল রপ্তানীর জন্য বাক্স তৈয়ার করা চলে। মিঃ মেনন উক্ত নারিকেল দ্বারা যে সকল বোর্ড তৈয়ারী করিয়াছেন তিনি তাহা দ্বারা এইরূপ বাক্স তৈয়ারী করা সম্পর্কে গবেষণা করিতেছেন।

আমেরিকার কংগ্রেস সভাপতি

যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার সাধারণ নির্ব্বাচনে মিঃ রুজভেল্ট বহু ভোটাধিক্যে তৃতীয় বারের জন্য আমেরিকার কংগ্রেস সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া জানা যায়। রিপাব্লিকান দলের মিঃ উইলকি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

বরোদা রাজ্যের মৎস্য শিল্প

গত ১৯৩৭ সালে বরোদা রাজ্যে মৎস্য শিল্পবিভাগ গঠনের পর প্রথম বৎসর উক্ত শিল্প সম্পর্কে অনুসন্ধানকার্য্যে অতিবাহিত হয়। উক্ত রাজ্যে এমন বহু জাতীয় মৎস্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহা হইতে প্রাপ্ত তৈল শিল্প কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে। বাঙ্গলা দেশ ও কুনুরের বিশেষজ্ঞগণ এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে এই সকল মৎস্যের তৈলে যথেষ্ট খাদ্যপ্রাণ আছে এবং উহা আমদানীকৃত কড্‌লিভার অয়েলের চাইতে অধিক গুণসম্পন্ন। বরোদা রাজ্যের সরকার এই তৈল শিল্প সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং ব্যাপকভাবে এই শিল্পের উন্নতি সাধনে ব্রতী হন। বিশেষজ্ঞগণের পরিচালনানুসারে উক্ত সরকার সম্প্রতি ২০ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। ওখা বন্দরে প্রথমতঃ এই পরিচালনানুসারে কার্য্য আরম্ভ হইবে।

ভারতে অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ

বৃহৎ শিল্প ও ছোট শিল্প সম্পর্কে ইষ্টার্ণ গ্রুপ কনফারেন্সের যে ১৯টি সাব-কমিটি গঠিত হইয়াছে তাহাদের কাজ সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হইতেছে বলিয়া জানা যায়। অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ, বিভিন্ন যুদ্ধোপকরণ সরবরাহ বিষয়ে উক্ত সাব কমিটির রিপোর্ট আগামী ২০শে নবেম্বর মধ্যে প্রস্তুত হইবে এবং ২১শে নবেম্বর উক্ত প্রধান দুইটি কমিটির নিকট বিবেচনার জন্য উপস্থিত করা হইবে।

সমবায় বিক্রয় সমিতি

সম্প্রতি দার্জ্জিলিং জিলাস্থ বিজনবাড়ীতে একটি সমবায় বিক্রয় ও সরবরাহ সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই সমিতির উদ্বোধন করিতে উঠিয়া সমবায় বিভাগের মন্ত্রী মিঃ মুকুন্দ বিহারী মল্লিক বলেন যে, কৃষিঋণ ও সমবায় পণ্য বিক্রয় সমিতি সম্পর্কে সমিতির বর্ত্তমান পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে স্থানীয় কৃষকদের অবস্থার উন্নতি হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন। ফলচাষীরা যাহাতে উহাদের উৎপন্ন ফলের যথোপযুক্ত মূল্য লাভ করিতে পারে তজ্জন্য সমিতি উক্ত ফল হইতে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া উহা লাভজনক মূল্যে বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিতেছে।

শর্করা শিল্পের বিপদ (২)

অধিকন্তু শর্করা শিল্পের বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে দেশের চিনির কলগুলিকে চালু রাখিবার জন্য দরকার হইলে ইক্ষুর কম মূল্য নিয়া সন্তুষ্ট থাকা ছাড়া উপায় নাই। কেননা কলগুলি চালু না থাকিলে ইক্ষু-চাষীদের পক্ষে উৎপন্ন ইক্ষু বিক্রয় করা বিশেষভাবে অসুবিধা-জনক হইয়া দাঁড়াইবে।

তবে বাহ্যিক অসুবিধাগুলি দূর করিয়াই কেবল এদেশের শর্করা শিল্পের বিপদ কাটাইয়া উঠা যাইবে না। সেজন্য শর্করা শিল্পের আভ্যন্তরীণ গলদ ও অব্যবস্থার সম্যক ও প্রতিকার প্রয়োজন। ১৯৩১ সালে বিদেশী চিনির উপর রক্ষণশুল্ক প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর এদেশে শর্করা শিল্প গড়িয়া তোলার একটা সুযোগ আসে। একান্তভাবে রক্ষণশুল্কের সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়াই দেশের ধনী ব্যব-সায়ীরা কতকগুলি চিনির কল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু কলসমূহকে সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর দাঁড় করিবার বিশেষ কোন সুসঙ্গত চেষ্টা তাঁহারা আজ পর্য্যন্ত করিতেছেন না। জাভা প্রভৃতি দেশের চিনির কলের তুলনায় এদেশের চিনির কলের কার্য্যক্ষমতা কম। নানাদিক দিয়া অপচয় ও অপব্যয়ের মাত্রাও খুবই বেশী। জাভা প্রভৃতি দেশে উৎকৃষ্ট চিনি উৎপাদনের জন্য তথাকার শর্করা ব্যবসায়ীগণ উন্নত শ্রেণীর প্রয়োজনীয় পরিমাণ ইক্ষুচাষ ও তাহার সুবিধামত যোগানের উপর বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন। কিন্তু এদেশের চিনির কলওয়ালারা আজও সেভাবে শর্করা শিল্পের উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন না। সকল প্রকার অব্যবস্থা ও গলদের ভিতর রক্ষণশুল্কের আড়ালে গা ঢাকা দিয়া কম আয়াসে মুনাফার সুযোগ দেখিতেছেন। এই মনোভাব ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের পক্ষে আজ উপযুক্ত কার্য্যনীতি অবলম্বন করিয়া নিজেদের গলদ কাটাইয়া উঠিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

শর্করা শিল্পের প্রয়োজনীয় উন্নতি সাধন করিতে হইলে দেশে চিনির কাটতি বৃদ্ধির জন্য চিনির কল সমূহের পক্ষ হইতে ভালরূপ প্রচারকার্য্য সুরু করা এবং অহেতুক আভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতা হ্রাস করিবার জন্য সম্মিলিত ভাবে চিনি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা ও প্রয়োজন। এদেশে চা, কফি প্রভৃতি পণ্যের উৎপাদকগণ সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আন্দোলন চালাইয়া ঐ সব পণ্যের কাটতি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। চিনির ব্যবহার বৃদ্ধির জন্যও সেরূপ প্রচারকার্য্য আরম্ভ হওয়া দরকার। সম্মিলিতভাবে চিনি বিক্রয়ের ব্যবস্থা এদেশে কিছু কিছু হইয়াছে এবং বর্ত্তমানেও সুগার সিণ্ডিকেট প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সেরূপ কাজে নিয়োজিত আছেন। কিন্তু এই সকল প্রতিষ্ঠান এখনও তেমন কার্য্যকারিতা দেখাইতে পারিতেছেন না। ভারতীয় শর্করা শিল্পের কল্যাণের জন্য ঐ সব দিকে এখন হইতে অধিক মাত্রায় সুপরিকল্পিত চেষ্টাযত্ন নিয়োগ করা প্রয়োজন। চিনির উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আমরা আগামী বারে আলোচনা করিব।

জল নিবারক কাগজ

মাদ্রাজ বোম্বাই এবং কলিকাতায় কয়েকটি প্রতিষ্ঠান জল নিবারক কাগজ উৎপাদনে ব্যাপৃত আছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে বর্ত্তমানে এই শ্রেণীর প্রায় ৩৪ লক্ষ গজ কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। ১৯৩৮-৩৯ সালের হিসাব হইতে দেখা যায় যে উক্ত সালে সুইডেন, জার্ম্মাণী ও নরোওয়ে হইতে ৬৭ লক্ষ টাকা মূল্যের ৪ লক্ষ হন্দর জলনিবারক কাগজ ভারতবর্ষে আমদানী হয়। বর্ত্তমানে যুদ্ধের জন্য উক্ত দেশসমূহ হইতে এই সকল কাগজের আমদানী বন্ধ আছে।

বিনা টিকেটে রেল আরোহীর সংখ্যা

গত ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪০ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত বিনা টিকেটে ভ্রমণের জন্য হওড়ার স্পেশাল রেলওয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে ১২ হাজার ২৩৯ জন ব্যক্তি অভিযুক্ত হয় এবং তাহাদের নিকট হইতে ৮ হাজার ৮১৫৫/৯ পাই ভাড়া ও জরিমানা আদায় হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর অভিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা এবং ভাড়া ও জরিমানা আদায়ের পরিমাণ যথাক্রমে ১২ হাজার ৩১৪ জন ও ৭হাজার ৭২৮৷৴৯ পাই ছিল। গত ৩১শে মার্চ্চ যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে সমস্ত ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান রেলপথে মোট ২ লক্ষ ৩৮ হাজার ব্যক্তি বিনা টিকেটে ভ্রমণ করে। এতদ্ব্যতীত উক্ত রেলপথে প্রায় ৫৯ হাজার সন্ন্যাসী বিনা টিকেটে ভ্রমণ করা কালে ধরা পড়ে এবং তাহাদিগকে ট্রেণ হইতে নামাইয়া দেওয়া হয়।

ট্রেড্ ইউনিয়নের মারফৎ বীমা ব্যবসা

রেজিষ্টার্ড ট্রেড ইউনিয়নসমূহ যে সকল বীমা ব্যবসায় পরিচালনা করিয়া আসিতেছিল বর্ত্তমান বীমা আইনের কতিপয় সংশোধন দ্বারা উহাদিগকে এই আইনের সুবিধাদান সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্ট যে প্রস্তাব করিয়াছেন ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স তাহার অনুকূলে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। সম্প্রতি চেম্বার ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে বীমা আইনে জীবন বীমার যে সর্ব্বনিম্ন পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন তাহা ট্রেড ইউনিয়ন কর্ত্তৃক পরিচালিত বীমা ব্যবসায়ে প্রযুক্ত না-ও হইতে পারে। তবে ট্রেড ইউনিয়ন পরিচালিত বীমা কোম্পানীর সহিত অপরাপর বীমা কোম্পানীর মধ্যে যাহাতে কোন প্রতিযোগিতা না দাঁড়ায় তাহার প্রতিবিধান কল্পে ট্রেড ইউনিয়নসমূহের বীমার পরিমাণ সর্ব্বাধিক এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত ধার্য্য করিয়া দেওয়া অভিপ্রেত। চেম্বার আরও সুপারিশ করিয়াছেন যে ট্রেড ইউনিয়ন কর্ত্তৃক পরিচালিত বীমা ব্যবসায় সম্পর্কে জামানতের পরিমাণ ১ লক্ষ টাকা ধার্য্য করা উচিত এবং উহার প্রথম কিস্তি ১০ হাজার টাকার অনধিক হওয়া উচিত।

প্রস্তাবিত বিক্রয় কর

বঙ্গীয় বিক্রয় কর বিল সম্পর্কে মাড়োয়ারী চেম্বার অব কমার্স এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে যুদ্ধের জন্য সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে যে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে এইরূপ কর ধার্য্য অযৌক্তিক বলিয়া গণ্য হইবে। চেম্বার এতৎসম্পর্কে বোম্বাইএ প্রবর্ত্তিত বিক্রয় করের ব্যর্থতার উল্লেখ করিয়া বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টকে এইরূপ কোন আইন প্রবর্ত্তন হইতে বিরত থাকিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

হৈমন্তিক ধান চাষের পূর্ব্বাভাষ

গত ১৯৩৮-৩৯ সালে যে পাঁচ বৎসর শেষ হইয়াছে তাহার আনুপাতিক হিসাবে দেখা যায় যে বাঙ্গলা দেশে হৈমন্তিক ধান চাষের পরিমাণ মোট ধান চাষের শতকরা ২০·৬ ভাগ দাঁড়ায়। সম্প্রতি হৈমন্তিক ধান চাষ সম্পর্কে যে পূর্ব্বাভাস প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, বর্ত্তমান বৎসরে মোট ১ কোটি ৪৭ লক্ষ ৭৬ হাজার ৪ শত একর জমিতে ধান চাষ হইয়াছে। গত বৎসর উহার পরিমাণ ১ কোটি ৫৯ লক্ষ ১২ হাজার ৬ শত একর ছিল এবং সংশোধিত বরাদ্দ অনুসারে শেষোক্ত চাষের পরিমাণ ১ কোটি ৬০ লক্ষ ৯৫ হাজার ৯ শত একর বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। প্রত্যেক জিলায় যে রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে দুইটি জিলাতে স্বাভাবিক চাষের শতকরা ১ শত ভাগ, ১৪টি জিলায় শতকরা ৭০ হইতে ৯২ ভাগ এবং অবশিষ্ট জিলায় স্বাভাবিকের তুলনায় শতকরা ৭০ ভাগের নীচে ধান্য চাষ হইয়াছে।

বৃটীশ গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক সুতার অর্ডার

প্রকাশ বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বোম্বাই, সোলাপুর, মাদুরা এবং কোয়েম্বেটোরের মিলসমূহে ৩১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মূল্যের ৫ গুনী সুতার অর্ডার দিয়াছেন।

ভারতে বিমানপথের প্রসার

ভারতবর্ষে বিমানপথের বিস্তার সাধন সম্পর্কে ২ কোটি টাকার যে পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে তাহার কাজ অগ্রসর হইয়াছে। বোম্বাই-কলিকাতা বিমান পথ স্থাপনের প্রাথমিক কার্য্য শেষ হইয়াছে। বোম্বাই-কোচিন বিমান পথ সংযোগের প্রস্তাবও মঞ্জুর হইয়াছে। বোম্বাই-কোচিন বিমান পথ সম্পূর্ণ হইলে বোম্বাই-কলিকাতা বিমানপথ স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইবে। নাগপুর ও জব্বলপুরে বিমান অবতরণের দুইটি উপযুক্ত স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। লাহোর, কাণপুর, আমেদাবাদ ও এলাহাবাদ বিমান ঘাঁটিসমূহে উন্নতি বিধানের প্রস্তাব হইয়াছে।

বিমান নির্ম্মাণের পরিকল্পনা

ইদানীং ভারতবর্ষে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চলিতেছে। মিঃ ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদের পরিচালনায় বিমানপোত, জাহাজ এবং মোটর, নির্ম্মাণের পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার চেষ্টা চলিতেছে। বর্ত্তমানে এতৎসম্পর্কে বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় মেসিনারী আমদানী করা সম্পর্কে নানারূপ বিঘ্ন দেখা যাইতেছে। বোম্বাইয়ের কয়েকজন শিল্পোদ্যোগী ব্যক্তি বিমানপোত নির্ম্মানের জন্য অপর একটি পরিকল্পনা করিতেছেন বলিয়া সম্প্রতি জানা গিয়াছে। আমেরিকা ও অন্যান্য দেশ হইতে ইংলণ্ডে যে সকল বিমানপোত সরবরাহ করা হইতেছে তাহা পর্য্যাপ্ত নহে বলিয়া জানা যায় এবং ভারতবর্ষেও যাহাতে বিমানপোত নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হয় তজ্জন্য নাকি ভারত সরকার বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছেন; তবে বিমানপোত সরবরাহ সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের সামর্থ্য সম্পর্কে পূর্ব্বে একটা আনুমানিক হিসাব প্রয়োজন বলিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট মনে করেন।

শ্রমিকদিগকে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ

গত ১৯৩৮ সালে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইন অনুসারে মোট ৩৫ হাজার ৬৫টি মোকদ্দমায় ১৪ লক্ষ ৩২ হাজার ৭২৩ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। ১৯৩৭ সালে এইরূপ মোকদ্দমার সংখ্যা ২৯ হাজার ৬৫৫টি এবং প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ১২ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭৫৪ টাকা ছিল।

সৈন্য বাহিনীতে লোক গ্রহণ

জরুরী অবস্থার জন্য ভারত বর্ষে যে নূতন সেনাবাহিনী গঠিত হইয়াছে তাহাতে এ পর্য্যন্ত প্রায় ১ লক্ষ লোকের নাম গৃহীত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ভারতীয় ও ইউরোপীয় প্রায় ২ হাজার ব্যক্তিকে সামরিক শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। উপরোক্ত ২ লক্ষ লোকের মধ্যে মাদ্রাজ হইতে ৪৮ হাজার বোম্বাই ৭॥০ হাজার, রাজপুতনা ও মধ্যভারত হইতে ৫ হাজার ৩ শত ৫০ এবং নেপাল হইতে ৩ হাজার ৩ শতের উপর লোক ভর্ত্তি হইয়াছে। এই নূতন সেনাবাহিনীতে যে সকল লোক ভর্ত্তি হইয়াছে তাহাদের মধ্য শতকরা ২৫ জন পাঞ্জাবী মুসলমান। এই সৈন্যবাহিনী গঠনের জন্য এককালীন ১৭ কোটি টাকা এবং বার্ষিক ১২ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া জানা যায়।

ভারতের সহিত থাইল্যাণ্ডের বাণিজ্য সম্পর্ক

বৃটিশ ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্যের হিসাব নিকাশ হইতে দেখা যায় যে বিগত ৫ বৎসরে থাইল্যাণ্ডের সহিত ভারতের বাণিজ্যগত আদানপ্রদান নিম্নরূপ ছিল।

ব্যয়	আমদানী	রপ্তানী	ভারতের অনুকূল বাণিজ্য
১৯৩৫-৩৬	৮১ লক্ষ ১০ হাজার	৯১ লক্ষ ১ হাজার	+৯ লক্ষ ৯১ হাজার
১৯৩৬-৩৭	২৫ „ ১৫ „	৬১ „ ৩২ „	+৩৫ „ ১৭
১৯৩৭-৩৮	৩ „ ২৮ „	৪৬ „ ৮৭ „	+৪৩ „ ৪৯
১৯৩৮-৩৯	৯ „ ৪২ „	৬৯ „ ৬৪ „	×৬০ „ ২২ „
১৯৩৯-৪০	৫৩ „ ২২ „	১ কোটি ৩ „ ৬৯ „	+৫০ „ ৪৭ „

বস্ত্র শিল্পের সম্ভাবনা

সম্প্রতি সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া সিগনিং কোম্পানীর চেয়ারম্যান মিঃ এস, ডি সাকলাতওয়ালা বর্ত্তমান অবস্থায় বস্ত্রশিল্পের বিভিন্ন দিক পর্য্যালোচনা করিয়া বলেন যে, তুলা, রঞ্জন দ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদির মূল্য বৃদ্ধির জন্য এবং শ্রমিকদের মাগ্‌গী ভাতা, যুদ্ধজনিত বীমা, অতিরিক্ত মুনাফাকর, নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ইত্যাদির জন্য বর্ত্তমান বৎসরেও বস্ত্রশিল্পের লাভের পরিমাণ হ্রাস পাইবে। এমতাবস্থায় কাপড়ের রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে তিনি প্রত্যেক কাপড়ের কলের মালিকগণকে অংশীদার করিয়া একটি এক্সপোর্ট কর্পোরেশন গঠনের অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁহার মতে এই দিকে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয় নাই জন্য সংঘবদ্ধভাবে কাপড়ের রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধির প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

ভারতে চায়ের কাট্তি

ইণ্টারন্যাশনাল টি কমিটির বার্ষিক রিপোর্টে জানা যায় যে, গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষে ১০ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড চা কাট্তি হইয়াছে। সরকারীভাবে উহার কাট্তি ৯ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড বরাদ্দ ধরা হইয়াছিল। সিংহলে ১৯৩৯ সনে ১ কোটি ৪ লক্ষ পাউণ্ড চা কাট্তি হয়। নেদারল্যাণ্ডস্ ইষ্ট ইণ্ডিজে উহার কাট্তি আলোচ্য বৎসর ১ কোটি ৮৭ লক্ষ পাউণ্ড দাঁড়ায়।

ব্রহ্ম-ভারত বাণিজ্য

গত আগষ্ট মাসের ব্রহ্ম—ভারত বাণিজ্য সম্পর্কে যে বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায়, আলোচ্য মাসে ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতবর্ষে মোট ৫ কোটি ২৬ লক্ষ ৫ হাজার টাকা মূল্যের জিনিষপত্র আমদানী হয়। গত বৎসর এই মাসে উহার পরিমাণ ৬ কোটি ২৬ লক্ষ ৫ হাজার টাকা ছিল। গত এপ্রিল মাস হইতে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশের রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ ৩৩ কোটি ৬০ লক্ষ ৭ হাজার দাঁড়ায়। গত বৎসর এই সময়ে উহার পরিমাণ ৩৪ কোটি ২ লক্ষ ২ হাজার টাকা ছিল।

জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যয়

গত আগষ্ট মাসে বোম্বাই এবং মাদ্রাজের শ্রমিকগণের জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যয় স্বাভাবিক মাপকাঠি অপেক্ষা এক পয়েণ্ট করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে। নাগপুরের শ্রমিকদিগের এই ব্যয় ২ পয়েণ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং আমেদাবাদ জব্বলপুরের শ্রমিকদের জীবিকানির্ব্বাহের ব্যয় এক পয়েণ্ট হ্রাস পাইয়াছে দৃষ্ট হয়। বোম্বাইএর শ্রমিকদের জীবিকানির্ব্বাহের ব্যয় ১৯৩৯ সালের জুন মাসের ব্যয়কে স্বাভাবিক মাপকাঠি ধরিয়া (এক শত পয়েণ্ট) উহা ১৯৪০ সালের আগষ্ট মাসে ১১৪ পয়েণ্ট দাঁড়াইয়াছে। খাদ্যদ্রব্যের ব্যয় ১২৯ পয়েণ্ট পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ইংলণ্ডে বিক্রয় কর

সম্প্রতি ইংলণ্ডে যে বিক্রয় কর প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহার ফলে অক্টোবর মাস হইতে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ৩ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড এবং আগামী অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত ১১ কোটি পাউণ্ড আয় হইবে বলিয়া অনুমিত হয়।

কৃষি পণ্যের নিয়ন্ত্রিত বাজার

প্রকাশ, বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট কৃষিপণ্যবিক্রয় আইন প্রবর্ত্তন করিবেন। এই আইন অনুসারে প্রদেশের সর্ব্বত্র কৃষিপণ্য বিক্রয় ব্যবহার জন্য নিয়ন্ত্রিত বাজার গঠিত হইবে। এই বাজারসমূহ বিভিন্ন কমিটী গঠন করিয়া নিয়ন্ত্রণ করা হইবে। এই সকল কমিটীতে কৃষক ও ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবে। এতৎব্যতীত স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়দের প্রতিনিধিও উক্ত কমিটীতে স্থান পাইবেন। নিয়ন্ত্রিত বাজারের এলাকাধীন প্রত্যেক কৃষক এবং যে সকল ব্যক্তি প্রতি বৎসর ২০ টাকা ভূমিরাজস্ব দিয়া থাকে তাহারা এবং তাহাদের প্রজাগণ নির্ব্বাচকমণ্ডলীতে স্থান পাইবে। লাইসেন্স প্রাপ্ত সমস্ত ব্যবসায়ী এবং সমিতির অনুমোদিত ব্যক্তিগণ ব্যবসায়ী শ্রেণীর নির্ব্বাচকমণ্ডলীতে স্থান পাইবে। ভোটারের তালিকা কালেক্টারের নির্দ্দেশ মত প্রস্তুত হইবে। মার্কেট কমিটী পণ্যদ্রব্যের একটা শ্রেণীবিভাগ প্রণয়ন করিবেন এবং উহার নমুনা রাখিবেন।

কৃষিপণ্যের রপ্তানী

প্রকাশ দেশাভ্যন্তরে কৃষিপণ্যের মূল্যের সমতারক্ষাকল্পে এবং উহার রপ্তানী-বাণিজ্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ভারত গবর্ণমেণ্টের উদ্যোগে একটী রপ্তানী প্রতিষ্ঠান গঠনের চেষ্টা চলিতেছে। যুদ্ধের জন্য ইউরোপের দেশসমূহে ভারতে উৎপন্ন কৃষিপণ্যের রপ্তানী বন্ধ হইবার ফলে যে প্রয়োজনাতিরিক্ত কৃষিপণ্য দেশে মজুদ পড়িতেছে তাহার বাজার আবিষ্কারই উক্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। এই প্রতিষ্ঠানের গঠনপ্রণালী এখনও জানা যায় নাই। তবে উহা কতকটা আমদানী-রপ্তানী সিণ্ডিকেটের ন্যায় গঠিত হইবে। উক্ত প্রতিষ্ঠান সাম্রাজ্যগত দেশসমূহের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন বণিক সমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া ভারতীয় পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধির চেষ্টা করিবে। প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠান সরকারী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইবে; তবে উহাতে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিও লওয়া হইবে বলিয়া জানা যায়। প্রকাশ, গবর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যে বিভিন্ন বণিক সমিতির নিকট এই প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছেন এবং তৎসম্পর্কে উঁহাদের মতামত ও পরামর্শ জানায় অনুরোধ করিয়াছেন।

শর্করা শিল্পের সমস্যা

সম্প্রতি লক্ষ্ণৌএ যুক্তপ্রদেশের লাটের সভাপতিত্বে শর্করা শিল্পের বর্ত্তমান সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্য একটী সভা হয়। প্রকাশ, যুক্তপ্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট আগামী ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত রপ্তানীযোগ্য যে উদ্বৃত্ত ২ লক্ষ টন চিনি মজুদ পড়িয়া রহিয়াছে তাহা কাট্তি করিবার পক্ষে সুগার সিণ্ডিকেটকে সহায়তা করিবেন। বর্ত্তমান মরশুমের উৎপন্ন চিনির কতকাংশ রপ্তানী করা সম্পর্কেও উক্ত গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই প্রচেষ্টা সফল হইলে যথাসাধ্য কম ব্যয়ে চিনি উৎপন্ন করা সম্ভব হইবে বলিয়া ধারণা। প্রত্যেক প্রদেশে চিনির কলসমূহ আঁখ নিষ্পেষণ আরম্ভ করা সম্পর্কে লাইসেন্সের জন্য আবেদন করিয়াছে। সংশোধিত শর্করা নিয়ন্ত্রণ বিল কয়েক দিনের মধ্যেই আইনে পরিণত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। সুগার কমিশনের গঠন প্রণালী এবং শর্করা শিল্পের ব্যাপক নিয়ন্ত্রণই সংশোধিত আইনের প্রধান উদ্দেশ্য।

স্বর্গীয় মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী

গত ৭ই নবেম্বর বৃহস্পতিবার কুষ্টিয়ায় মোহিনী মিলের প্রতিষ্ঠাতা মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তীর উনবিংশ স্মৃতি বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন। বক্তাগণ স্বর্গীয় মোহিনীমোহনের কর্ম্মময় জীবনের উল্লেখ করিয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।
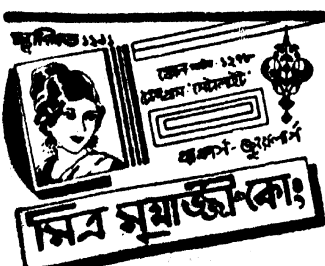
কোম্পানী প্রসঙ্গ

মোহিনী মিলস্ লিঃ

১৯৩৯ সালের রিপোর্ট

সম্প্রতি আমরা মোহিনী মিলস্ লিমিটেডের গত ১৯৩৯ সালের একখণ্ড কার্য্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। আলোচ্যবর্ষে উক্ত মিলের পরিচালকদিগকে নানা প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া কারবার চালাইতে হইয়াছিল। মার্চ্চ মাসের মধ্যে ২নং মিলের কারখানাবাটী নির্ম্মাণ ও উহাতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বসাইবার কাজ সম্পূর্ণ হয় বটে কিন্তু ঐ মিলে পূরাদমে কাজ আরম্ভ করিতে আলোচ্য বৎসরে প্রায় অর্দ্ধেক সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়। উহার উপর এ বৎসর পূজার সময় একাদিক্রমে আড়াই মাসকাল ধর্ম্মঘট চলে। পরেও মাঝে মাঝে ছোটখাট ধর্ম্মঘট দেখা যায়। বলাবাহুল্য ঐসব ধর্ম্মঘটের জন্য কোম্পানীর যথেষ্ট ক্ষতি হয়। ইহা ছাড়া আলোচ্য বৎসরে অন্যান্য দিক দিয়াও নানারূপ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। যুদ্ধের জন্য মিলের পক্ষে প্রয়োজনীয় রঞ্জন দ্রব্য ও রাসয়নিক সামগ্রীর উপযুক্ত যোগান পাওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। ঐ সমস্তের দাম বেশী রকম বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে কলে বস্ত্র প্রস্তুতের খরচও বাড়িয়া যায়। কিন্তু যুদ্ধের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য ও কৃষিপণ্যের মূল্য আবার পড়িয়া যাইতে থাকার দরুণ দেশে উপযুক্ত মূল্যে বেশী পরিমাণ বস্ত্র বিক্রয়ের সুযোগ হ্রাস পাইতে থাকে। এই সব সত্ত্বেও ১৯৩৯ সালে মোহিনী মিলস্ লিমিটেড গত ১৯৩৮ সালের মতই ভালরূপ লাভ দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে ইহা এই কোম্পানীর পরিচালকদের প্রকৃত কর্ম্মকুশলতারই পরিচায়ক।

আলোচ্য বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর হাতে ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা মূল্যের বস্ত্র মজুদ ছিল। আলোচ্য বৎসরে মিলে ৩১ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা মূল্যের বস্ত্র ও সূতা প্রস্তুত হয়। এ সমস্তের মধ্যে এবার ২৭ লক্ষ ১৩ হাজার ৯৪৩ টাকার বস্ত্র ও ২৮ হাজার ৪৬০ টাকার সূতা বিক্রয় হইয়াছে। এই বৎসর মিলের জন্য প্রয়োজনীয় তুলা, সূতা প্রভৃতি ক্রয়, আসবাবপত্রের সংস্কার ও উন্নতি বিধান, পরিচালনা ব্যয়, কমিশন ইত্যাদি বাবদ সাকুল্য ব্যয় বাদে মোট ৩ লক্ষ ৫ হাজার টাকা মুনাফা হয়। উহার সহিত পূর্ব্ব বৎসরের লাভের জের হিসাবে সংরক্ষিত ২ হাজার ২৪০ টাকায় যোগ করিয়া এবং উহা হইতে মিলের ইমারত, যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জামের মূল্যাপকর্ষ বাবদ ১ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা বাদ দিয়া মিলের নিট লাভ দাঁড়ায় ১ লক্ষ ২১ হাজার ১০৪ টাকা। এই টাকা হইতে মিলের অংশিদারদিগকে শতকরা বার্ষিক ৫ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ প্রদান বাবদ ৬৯ হাজার ৯৯৯ টাকা ব্যয়ের সিদ্ধান্ত হইয়াছে। ৩০ হাজার টাকা মজুদ তহবিলে ন্যস্ত করিয়া বাকী ২১ হাজার ১০৫ টাকা চলতি বৎসরের লাভের হিসাবে জের টানা স্থির হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরের প্রথম দিকে বেলঘরিয়ায় ২নং মিলের কারখানা নির্ম্মাণের কাজ ও সাজ-সরঞ্জাম বসাইবার কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে। উহাতে ১৬ হাজার ৫৭৬টি টাকু ও ২৯২টি তাঁত বসাইয়া পূরাদমে সূতা ও বস্ত্র প্রস্তুতের কাজ সুরু করা হইয়াছে। এই মিলবাটীর সংলগ্ন স্থানে পাঁচশত শ্রমিকের থাকিবার উপযোগী বাসভবনও নির্ম্মিত হইয়াছে। মোহিনী মিলের কার্য্যধারা দিন দিন যেরূপ সুপরিকল্পিতভাবে প্রসারিত করা হইতেছে এবং উহার পরিচালকগণ উহার কার্য্য-নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে সকল দিক দিয়া যেরূপ সুবিবেচনার পরিচয় দিতেছেন তাহাতে ভবিষ্যতে এই কোম্পানীটি অংশিদারদিগকে আরও বেশী পরিমাণ লভ্যাংশ দিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। আমরা এই কোম্পানীর সর্ব্বপ্রকার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

ইণ্ডিয়া মিউচুয়াল প্রভিডেণ্ট সোসাইটি লিঃ

সম্প্রতি ঢাকায় ইণ্ডিয়া মিউচুয়াল প্রভিডেণ্ট সোসাইটি লিমিটেডের একটি শাখা আফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে শ্রীযুত নলিনীকিশোর গুহ সভাপতিত্ব করেন। কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ পি কে মুখার্জ্জি এই সভায় একটি সময়োচিত বক্তৃতা করেন। উক্ত শাখা আফিসের সেক্রেটারী সমবেত ব্যক্তিবৃন্দকে আদর আপ্যায়নে পরিতুষ্ট করেন।

ভারত জুট মিলস্ লিঃ

ভারত জুট মিলস্ লিমিটেডের গত ১৯৩৯-৪০ সালের কার্য্য বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় ঐ বৎসরে কোম্পানী ২৩ লক্ষ ৬৫ হাজার ১০০ টাকার পাটের থলে ও চট বিক্রয় করেন। এবারের মোট আয় হইতে আবশ্যকীয় খরচপত্র করিয়া ও ৪১ হাজার টাকা মূল্যাপকর্ষ বাবদ নিয়োগ করিয়া আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর নিট লাভ দাঁড়ায় ৪৬ হাজার টাকা। এই টাকা হইতে অংশিদারদিগকে শতকরা ৬ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির হইয়াছে। ১৬ হাজার ৯১২ টাকা পরবর্ত্তী হিসাবে জের টানা হইয়াছে। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে এই কোম্পানী ৯ লক্ষ ৩৭ হাজার ৬৩১ টাকার থলে ও চট বিক্রয় করেন। ঐ সালে অংশিদারদিগকে শতকরা ৪ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। সে তুলনায় আলোচ্য বৎসরে অর্থাৎ ১৯৩৯-৪০ সালে ভারত জুট [illegible] লিমিটেড উল্লেখযোগ্য উন্নতি প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছে ইহা খুবই সুখের বিষয়। মেসার্স দাস ব্রাদার্স ম্যানেজিং এজেন্টস্ রূপে বর্ত্তমান কোম্পানীটি পরিচালনা করিতেছেন। তাহাদের কর্ম্মকুশলতা এই কোম্পানীটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হউক ইহাই আমাদের কামনা।

দাশ ব্যাঙ্ক লিঃ

সম্প্রতি আমরা দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একখণ্ড মুদ্রিত কার্য্য বিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। এই ব্যাঙ্কটি চলতি ১৯৪০ সালের মার্চ্চ মাসে কার্য্যারম্ভের অনুমতি পায়। বর্ত্তমান রিপোর্টে কার্য্যারম্ভের সময় হইতে

গত ২৯শে জুন পর্য্যন্ত উক্ত ব্যাঙ্কের কাজের পরিমাণ দেওয়া হইয়াছে। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে একটী নব প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালী ব্যাঙ্কের সমূহ অগ্রগতি সাধারণতঃ আশা করা যায় না। কিন্তু দাশ ব্যাঙ্ক সে বিষয়ে একটা সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছে। কেননা ঐ সময়ের মধ্যে উহার আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ৫ লক্ষ ৮ হাজার টাকা হইয়াছে। তাহা ছাড়া চলতি হিসাব বাবদ ৭৪ হাজার ৭২২ টাকা, সেভিংস ব্যাঙ্কের হিসাব ১০ হাজার ৩৮৫ টাকা ও স্থায়ী আমানতের হিসাবে ৮ হাজার ১০০ টাকা লইয়া ঐ সময়ের মধ্যে ব্যাঙ্কে সাধারণের মোট জমার পরিমাণ ৯৩ হাজার ২০৭ টাকা দাঁড়াইয়াছে। এইরূপ বিবরণ বর্ত্তমান ব্যাঙ্কটীর ক্রমিক প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তার নিদর্শন বলা যাইতে পারে। কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত আলামোহন দাশ এই ব্যাঙ্কটির পরিচালক বোর্ডের সভাপতি। তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় এই প্রতিষ্ঠানটী আরও বিশেষ উন্নতি দেখাইতে সমর্থ হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

বেঙ্গল টেলিফোন কর্পোরেশন লিঃ

বেঙ্গল টেলিফোন কর্পোরেশনের গত ১৯৩৯ সালের জুলাই হইতে ১৯৪০ সালের জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্য্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য বৎসরে কারবার চালাইয়া উক্ত কর্পোরেশনের মোট ৫২ লক্ষ ১ হাজার টাকা আয় হয়। উক্তরূপ আয় হইতে কোম্পানী কার্য্যপরিচালনা ও কমিশন বাবদ ২১ লক্ষ ২ হাজার টাকা ব্যয় করেন। ফলে কোম্পানীর লাভ দাঁড়ায় ৩০ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা। ঐ টাকা হইতে মূল্যাপকর্ষ তহবিলে ও অন্যান্য তহবিলে অর্থ নিয়োগ করিয়া ও বাকী টাকার সহিত গত বৎসরের উদ্বৃত্ত ১ লক্ষ টাকা যোগ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত বণ্টনযোগ্য লাভের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা। উহা হইতে ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা প্রেফারেন্স শেয়ারের অংশীদারদিগের ভিতর বিতরিত হইয়াছে। ৭ লক্ষ ২১ হাজার টাকা দ্বারা সাধারণ অংশীদারদিগকে শতকরা ৮ ভাগ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা আকস্মিক বিপদাপদের জন্য রক্ষিত তহবিলে নিয়োজিত হইয়াছে। ৮০ হাজার ৩৮৭ টাকা আগামী বৎসরের হিসাবে জের টানা হইয়াছে।

নাগপুর পাইওনীয়ার ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

নাগপুর পাইওনীয়ার ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর গত ১৯৩৯ সালের যে বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য বৎসরে এই কোম্পানী ৬৬৮টি পলিসিতে মোট ১৮ লক্ষ [illegible] হাজার ৫০০ টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। গতবারের তুলনায় এবার নূতন কাজের পরিমাণ কিছু হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের প্রতিকূল অবস্থা বিবেচনায় তাহাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই।

আলোচ্য বৎসরে বিভিন্ন দফায় কোম্পানীর মোট ২ লক্ষ ৭৩ হাজার ৫০০ টাকা আয় হয়। ব্যয়ের দিকে এবার মৃত্যুদাবী বাবদ ১৭ হাজার ৫০০ টাকা ও পলিসির মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় দাবী বাবদ ৩০ হাজার ৯০৪ টাকা দাবী হয়। এজেন্টদের কমিশন বাবদ ২১ হাজার ৬১৬ টাকা ও কার্য্যপরিচালনা বাবদ ৪৯ হাজার ৫৪৪ টাকা ব্যয় হয়। ২৬ হাজার টাকা রিজার্ভ ফণ্ডে জমা হয়। অন্যান্য ধরণের ব্যয় বাদে বাকী টাকা কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিলে জমা হয়। ফলে ঐ তহবিলের পরিমাণ ১ লক্ষ ৬০ হাজার ৫৪০ টাকা পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া ৬ লক্ষ ৩৩ হাজার ৬৬৬ টাকা দাঁড়ায়। আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম আয়ের তুলনায় কোম্পানীর খরচের হার পূর্ব্ববারের তুলনায় উল্লেখযোগ্যরূপ হ্রাস পাইয়াছে ইহা সুখের বিষয়। গত ১৯৩৯ সালে কোম্পানীর খরচের হার দাঁড়াইয়াছে প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ৩৫.৭৪ ভাগ। পূর্ব্ব বৎসর তাহা শতকরা ৪৪.৩ ভাগ ছিল।

বাঙ্গালায় নূতন যৌথ কোম্পানী

ভারত পাব্লিশার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ডি এন সিংহ। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ৭ নং চিৎপুর স্পার—কলিকাতা।

পেপার ইণ্ডাষ্ট্রিজ কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ শ্রীধর মহান্তি। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ১৪ নং হেয়ার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মোতি টেক্নিক সোসাইটি লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এল এন কোত্রা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ১ নং মতিশীল ষ্ট্রীট কলিকাতা।

হিন্দুস্থান পেপার এণ্ড বোর্ড মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ জি সি মিশ্র। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ১৪ নং হেয়ার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

বালী জুট কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে ১০ টাকা পূর্ব্ববর্ত্তী ছয়মাসের উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **এলায়েন্স জুট মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৭॥০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসে কোন লভ্যাংশ দেওয়া হয় নাই। **রেওয়া কোল ফিল্ডস্ লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাব শতকরা ৭॥০ আনা। পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় মাসেও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। **এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ১৮ টাকা (মধ্যবর্ত্তী)। **মোহিনী মিলস্ লিঃ**—গত ১৯৩৯ সালের হিসাবে শতকরা ৫ টাকা। **নর্থ দামুদা কোল কোং লিঃ**—গত ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৭॥০ আনা। পূর্ব ছয়মাসে লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা ৬॥০ আনা।

মত ও পথ

জার্ম্মাণীর অর্থনৈতিক কারসাজি

লণ্ডনের 'ব্যাঙ্কার' নামক মাসিকপত্রে সম্প্রতি একটি প্রবন্ধ লিখিয়া সুপ্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ মিঃ পল্ আইন্জিগ বর্ত্তমান নাজী জার্ম্মাণীর অনুসৃত আর্থিক শোষণনীতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন—জার্ম্মাণীর সামরিক ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে নাজী গবর্ণমেণ্ট বিজিত রাজ্যগুলির অর্থসম্পদ শোষণের দিকে বিশেষ জোর দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কোন দেশ অধিকার করিবার পর তত্রত্য গবর্ণমেণ্টের ধন সম্পদ বাজেয়াপ্ত করিতেছে—অনেক স্থলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর হাত দিতেও কসুর করিতেছে না। তাহা ছাড়া নানারূপ অভিনব উপায়ে তাঁহারা নিজেদের সমরব্যয়ের বোঝা বিজিতদের স্কন্ধেই চাপাইতে আরম্ভ করিয়াছে। নিজেদের জাতীয় মুদ্রার অত্যধিক প্রসারণ যথাসম্ভব বন্ধ রাখিবার জন্য নাজী গবর্ণমেণ্ট বিজিত দেশে তত্রত্য মুদ্রা প্রসারণের নীতি অবলম্বন করিতেছে। জার্ম্মাণী বিজিত দেশ হইতে তাহার প্রয়োজনমত পণ্যসামগ্রী গ্রহণ করিতেছে। আর তাহার বদলে ঐ দেশের বিক্রেতাদিগকে ঐ দেশের মুদ্রাই পরিশোধ করিতেছে। পোল্যাণ্ড অধিকার করিবার পর জার্ম্মাণী ঐ দেশে একটি ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া নোট ছাপাইতে আরম্ভ করে এবং নিজেদের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ঐ নোট সেখানে প্রচলন করে। অনেক বিজিত দেশে তাহারা নিজেরা নোট না ছাপাইয়া ঐ সব দেশের জাতীয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মারফতেই নোট ছাপাইয়া প্রচার করিতে থাকে। জার্ম্মাণীর সুবিধার জন্য প্রচারিত এই সব নোটের বিনিময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি জার্ম্মাণ সরকারের প্রতিজ্ঞাপত্র ছাড়া আর কিছুই পাইতেছে না। যুদ্ধ শেষ হইলে জার্ম্মাণী ঐ সব অর্থ পরিশোধ করিবে এই ভরসাই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কসমূহের একমাত্র সম্বল। জার্ম্মাণীর এই স্বার্থপর নীতি বলবৎ হওয়ার ফলে বিজিত দেশগুলিতে অর্থ প্রসারণের অনিষ্টকর গতি লক্ষিত হইতেছে। জার্ম্মাণীর একদর্শী শোষণনীতির ফলে জিনিষপত্রের দাম ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রতি দেশেরই সাধারণের অভাব অনটন বাড়িয়া চলিয়াছে। অপর দিকে বিনা মূল্যে উহাদের সম্পদ ভোগ করিয়া জার্ম্মাণী স্ফীত হইতেছে।

ধর্ম্মগোলা

শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সম্প্রতি 'বণিক' নামক মাসিকপত্রে এদেশে ধর্ম্মগোলা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ও তাহার পরিচালনা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলিতেছেন—উৎপন্ন শস্যাদি যাহাতে নিরাপদে রক্ষিত হইতে পারে এবং কৃষকেরাও যাহাতে তাহা বিক্রয় করিয়া উচিত মূল্য পাইতে পারে তজ্জন্য গ্রামে গ্রামে বা পাশাপাশি কয়েক গ্রামে মিলিতভাবে ধর্ম্মগোলা স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। ধর্ম্মগোলার কার্য্য পরিচালনার জন্য একটি কমিটী গঠিত হইবে। প্রধানতঃ নিম্নলিখিত ব্যবস্থানুসারে ধর্ম্মগোলার কার্য্য নির্ব্বাহিত হইবে:—(১) যে সকল কৃষক ধর্ম্মগোলার সভ্য হইবে ধর্ম্মগোলার পরিচালকগণ তাহাদের উৎপন্ন ধান্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন (২) সভ্যগণের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ হইবে এবং প্রত্যেক সভ্যকে ধর্ম্মগোলার অন্ততঃ একটি অংশ ক্রয় করিতে হইবে। সভ্য ব্যতীত অপর লোকেও অংশ ক্রয় করিতে পারিবে, তাহারা যথাসময়ে লভ্যাংশ পাইবে (৩) ঋণদাতা সমিতিগুলি শস্যোৎপাদন ও শস্য সংগ্রহের জন্য প্রতি সভ্যকে বিঘা প্রতি একটা নির্দ্দিষ্ট হারে স্বল্পকালের মিয়াদে ঋণ প্রদান করিবে। ঋণ গ্রহণ করার সময় সভ্যগণকে এইরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে হইবে যে তাহাদের উৎপন্ন শস্য ধর্ম্মগোলায় জমা দিতে হইবে এবং শস্যোৎপাদন ও সংগ্রহ সম্পর্কিত যে ঋণ আগে তাহা পরিশোধ করিয়া দেওয়ার অধিকার ধর্ম্মগোলা কমিটির থাকিবে (৪) সভ্যগণ যে উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ লইয়াছে সেই উদ্দেশ্যে ব্যয় করিতেছে কিনা ধর্ম্মগোলা কমিটী সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবেন (৫) ধর্ম্মগোলা কমিটীকে সভ্যগণের নিকট হইতে সংগৃহীত ফসল সুবিধাজনক লাভে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে (৬) যদি প্রত্যাশিত সময়ের মধ্যে শস্য বিক্রয় করা সম্ভবপর না হয় তবে সঞ্চিত ধান্যের প্রতিভূতে আনুমানিক মূল্যের ভিত্তিতে সভ্যদিগকে কিছু টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। এইজন্য কোন স্থানীয় ঋণদান সমিতি বা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের নিকট গুদামজাত শস্য বন্ধক রাখিয়া মূল্যের অর্দ্ধেক পরিমাণ টাকার ক্যাশ ক্রেডিট পাওয়া যাইতে পারে (৭) প্রাইভেড ব্যাঙ্কগুলিও ধর্ম্মগোলার সঞ্চিত শস্যের মাতব্বরিতে ক্যাশ ক্রেডিট প্রদান করিতে পারে। (৮) এখনও অনেক গ্রামে অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা কৃষকদিগের নিকট হইতে শস্যাদি জমা রাখিয়া 'রাখী' কারবার করিয়া থাকেন। এই সকল কারবার সাফল্যের সহিত পরিচালিত হইতেছে। সুতরাং নিয়মের অতিরিক্ত বাঁধন-কষণ না থাকিলে সমবায় নীতিতে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মগোলাগুলিও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইবে, আশা করা যায়।

সরকারী চাকুরীতে ভারতীয় নিয়োগ

'মডার্ণ রিভিয়ু' পত্রিকার নবেম্বর সংখ্যায় ডাঃ নরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় এক প্রবন্ধে লিখিতেছেন—গত ১৯৩০ সালে বৃটিশ ভারতে সামরিক বিভাগের জন্য সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৫৬ কোটি টাকা। উহার মধ্যে সৈন্যদের জন্যই ব্যয় হইয়াছিল ৪৩ কোটি টাকা। মোট সৈন্য সংখ্যার মধ্যে বৃটিশ সৈন্যের সংখ্যাই ছিল শতকরা ২৬ ভাগের উপর। ভারতীয় সৈন্যের তুলনায় বৃটিশ সৈন্য বাবদ ব্যয় সাধারণতঃ ছয় গুণ বেশী। সে হিসাবে বৃটিশ সৈন্যের স্থলে ভারতীয় সৈন্য নিয়োগ করিলে সামরিক বিভাগ বাবদ ভারত সরকারের ব্যয় বৎসরে ২৫ কোটি টাকার মত বাঁচিতে পারে। এইরূপভাবে সিভিল সার্ভিসে কেবল ভারতীয় নিয়োগের কার্য্যনীতি গ্রহণ করিলেও মাহিয়ানা ও পেন্সনের দিক দিয়া বহু টাকা বাঁচিতে পারে। কমন্স সভার গত ১৯২৯ সালে ৮ই নবেম্বরের আলোচনা হইতে জানা যায় [illegible]-২২ সালে সৈন্যবিভাগ, নৌবিভাগ, চিকিৎসা বিভাগ ও ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের পেন্সনপ্রাপ্ত উর্দ্ধতন অফিসারদের পেন্সন বাবদ ইংলণ্ডে ভারতবর্ষকে ৩৭ লক্ষ ১ হাজার ৬৭৭ পাউণ্ড পরিশোধ করিতে হইয়াছিল। উচ্চ চাকুরীতে কেবল ভারতীয় নিয়োগের ব্যবস্থা হইলে ঐ অর্থ ভারতেই থাকিয়া যাইত। তাহা ছাড়া ভারতীয় নিয়োগের আর একটি সুফল এই যে বর্ত্তমানের তুলনায় কম বেতনে ঐ সকল চাকুরীতে ভারতীয় নিয়োগ করা যাইতে পারে। ডাঃ রজনী কান্ত দাসের মতে উর্দ্ধতন সরকারী চাকুরীতে ভারতীয় নিয়োগের কার্য্যনীতি অবলম্বিত হইলে বৎসরে ভারত সরকারের কমপক্ষে ৪০ কোটি টাকা বাঁচিতে পারে। কেবল অর্থ বাঁচাইবার পক্ষে নহে এদেশে ব্যাপকভাবে জাতিগঠনমূলক কার্য্য চালাইবার জন্যও সরকারী চাকুরীয়া নিয়োগের দিক ঐরূপভাবে ব্যয় সঙ্কোচ করা একান্ত প্রয়োজন। জয়েণ্ট পার্লামেণ্টরী রিপোর্টে দেখান হইয়াছিল যে ভারতবর্ষে প্রাদেশিক সরকারসমূহের মোট আয়ের শতকরা ৪৬ ভাগই সরকারী চাকুরীয়াদের বেতন ও ভাতা প্রভৃতি বাবদ ব্যয় হইতেছে। এই সঙ্গে অন্য দিকে অবান্তর ব্যয় বহরও এরূপ বেশী যে প্রাদেশিক সরকার সমূহে বর্ত্তমানে তাহাদের মোট প্রাপ্তব্য রাজস্বের শতকরা ১২ ভাগ হইতে ১৫ ভাগের বেশী জাতিগঠনমূলক কার্য্যে ব্যয় করিতে পারিতেছে না। ইহা নিতান্তই দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৯ই নবেম্বর

কলিকাতার বাজারে এ সপ্তাহে টাকার বেশীরকম স্বচ্ছলতা লক্ষিত হইয়াছে, ব্যাঙ্কগুলির ভিতর বার্ষিক শতকরা আট আনা সুদে কল টাকার আদান প্রদান হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ অবস্থা সত্ত্বেও এখন মামাদিক দিয়া টাকার বাজারে একটা উন্নতির আভাস পাওয়া যাইতেছে। এ সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের আবেদন পাওয়া গিয়াছে কম। অপর দিকে ট্রেজারী বিলের সুদের হার উল্লেখযোগ্যরূপ বাড়িয়াছে। স্পষ্টই মনে হয় কর্তৃপক্ষ এখন হইতে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে টাকার টান পড়িবে বলিয়া মনে করিতেছেন এবং সে জন্যই ট্রেজারী বিলের সুদের হারও প্রয়োজনীয় পরিমাণে বৃদ্ধি করার আবশ্যকতা অনুভব করিতেছেন। দ্বিতীয়তঃ এক্ষণে ব্যাঙ্কগুলি অল্প মিয়াদী স্থায়ী আমানত গ্রহণ করিতেও যেরূপ আগ্রহ দেখাইতেছেন তাহাতে সেদিক দিয়াও টাকার বাজারের একটা আসন্ন তেজী ভাবই বুঝা যাইতেছে। অন্যান্যবার এই সময়ে টাকার বাজার কিছু কিছু করিয়া চড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করিত। এবার সে চড়তি অনুভূত হইতে বিলম্ব হইলেও টাকা খাটাইবার সুযোগ-সুবিধা ক্রমেই প্রসারিত হইতেছে এবং তাহার ফলে অদূর ভবিষ্যতে কল টাকার সুদের হার কিছু কিছু করিয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে তাহা খুবই বলা যায়।

গত ৫ই নবেম্বর ৩ মাসের মিয়াদী মোট ৩ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩ কোটী ৮২ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ছিল ৩ কোটী ৯৬ লক্ষ টাকা। তৎপূর্ব্ব সপ্তাহে তাহা ছিল ৫ কোটী ৩২ লক্ষ টাকা। এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৮/০ আনা দরের সমস্ত ও ৯৯৮৯ পাই দরের শতকরা ৭৩ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। গত সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার স্থির হইয়াছিল ॥৶১০ পাই। এ সপ্তাহে তাহা বাড়াইয়া শতকরা ৬৮ পাই নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে।

আগামী ১২ই নবেম্বরের জন্য ৩ মাসের মিয়াদী মোট ৩ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১৫ই নবেম্বর ঐ বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ১লা নবেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২২০ কোটী ১৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ২১৭ কোটী ২৭ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা ছিল। পূর্ব্ব সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ৫ কোটী টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছিল। এ সপ্তাহে দেওয়া হয় ৪ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ছিল ৩৮ কোটী ২৩ লক্ষ টাকা। এ সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ৪১ কোটি ১২ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্টের মোট আমানতের পরিমাণ ৫১ কোটী ২৭ লক্ষ টাকা ও ১৫ কোটী ৭১ লক্ষ টাকা ছিল। এ সপ্তাহে অহা যথাক্রমে ৪৯ কোটী ৫৮ লক্ষ টাকা ও ১৫ কোটী ৭৮ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

গতকল্য বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ আছে :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকার)	১শি ৫[illegible]পে
ঐ দর্শনী	"	১শি ৫[illegible]পে
ডি এ ৩ মাস	"	১শি ৬[illegible]পে
ডি এ ৪ মাস	"	১শি ৬[illegible]পে
সিঙ্গাপুর	(প্রতি ১০০ টাকায়)	৫৬
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩৩।০
ইয়েন	(প্রতি ১০০ ইয়েনে	৮১।০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা ৮ই নবেম্বর

জগদ্ধাত্রী পূজার ছুটীর জন্য এ সপ্তাহে দুইদিন শেয়ার বাজার বন্ধ ছিল। প্রথমদিকে যে তিন দিন বাজার খোলা ছিল সে কয়দিন বাজারের অবস্থা সম্পর্কে একটা উন্নতির ভাবই লক্ষিত হইয়াছিল। সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি হেতু যে নূতন ট্যাক্সভার বৃদ্ধি করা হইবে তাহা পূর্ব্ব হইতেই আশঙ্কা করা যাইতেছিল। কাজেই এ সপ্তাহের অতিরিক্ত বাজেট প্রস্তাব বাজারে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত করিতে সক্ষম হয় নাই। ঐ বাজেটে ৬ কোটি টাকা পরিমাণ অতিরিক্ত আয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঐরূপ ব্যবস্থা বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নহে। ইটালী কর্ত্তৃক গ্রীস আক্রমণের কালে বাজারে নূতন করিয়া কোন আতঙ্কের ভাব সৃষ্ট হয় নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি নির্ব্বাচনের ফলাফল দৃষ্টে এদেশের ব্যবসায়ীগণ মোটামুটি সন্তুষ্টই হইয়াছে বলা চলে। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ইংলণ্ডের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। কাজেই তাঁহার নির্ব্বাচনে ইংলণ্ডের পক্ষে যুদ্ধে জয়লাভ করার সুবিধা হইবে বলিয়াই অনেকের ধারণা। তবে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক গোলযোগ দেখা যাওয়ার আশঙ্কায় ব্যবসায়ীদিগকে কিছু কিছু চিন্তা ভাবনা করিতে হইতেছে। নতুবা বাজারের অবস্থা সম্পর্কে আরও বেশী উন্নতিই প্রত্যক্ষ হইত।

কোম্পানীর কাগজ

এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ বিভাগে দামের একটা তেজীভাব লক্ষিত হইয়াছে। ৩৷৷০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজের দাম গত ৬ই তারিখ ৯১৮৵ আনা পর্য্যন্ত উঠে। এ সপ্তাহে অন্যান্য দিকে দর নিম্নরূপ দাঁড়াইয়াছিল। ৩ টাকা সুদের (১৯৫১-৫৪) ঋণ ৯৭ টাকা, ৩ টাকা সুদের (১৯৬৩-৬৫) ঋণ ৯১৮ আনা, ৩৷৷ আনা সুদের (১৯৪৭-৫০) ঋণ ১০২৷ আনা, ৪ টাকা সুদের (১৯৪৩) ঋণ ১০২৷ আনা, ৪ টাকা সুদের (১৯৬০-৭০) ঋণ ১০৬৸ আনা, ৫ টাকা সুদের (১৯৪৫-৫৫) ঋণ ১১২৵ আনা।

কয়লার খনি

কয়লার খনি বিভাগে এ সপ্তাহে শেয়ারের কিছু বেশী দাবী-দাওয়া অনুভূত হইয়াছিল। বিভিন্ন কারবারের দর নিম্নরূপ ছিল :—এমালগেমেটেড ২৩৷৷ আনা, বেঙ্গল ৩৪২ টাকা, সেণ্ট্রাল কারকেন্দ ১৪৷০ আনা, কাট্রাস ঝরিয়া ৩৬৸০ আনা, পেঞ্চভেলী ৩২৵ আনা, ইকুইটেবল ৩৫৷০ আনা, ধেমো-মেইন ১৫৷৵ আনা ও ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২৯৷৷ আনা।

পাটকল

পাটকল শেয়ার বিভাগে অন্যান্য বিভাগের তুলনায় এ সপ্তাহে অপেক্ষাকৃত নিরুৎসাহভাব লক্ষিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে অনেক পাটকল কোম্পানীর ষান্মাসিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। কতকগুলি কোম্পানীর রিপোর্টে এবার ভালরূপ লভ্যাংশ ঘোষিত হইয়াছে। কিন্তু উহা দৃষ্টেও ব্যবসায়ীগণ তেমন কিছু উৎসাহ বোধ করিতেছেনা। বর্ত্তমানে পাটের থলে ও চটের চাহিদা যেরূপ কম দেখা যাইতেছে তাহাতে ভবিষ্যতেও যে পাটকলগুলি ভালরূপ লভ্যাংশ দিতে পারিবে সেরূপ ধারণা অনেকেরই নাই।

বিবিধ

বিবিধ কোম্পানীগুলির মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে এসপ্তাহে অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। গত ৬ই নবেম্বর বাজারে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ার ২৭৮ আনা ও ষ্টীল কর্পোরেশন ১৬৮ আনা দাঁড়ায়।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার ও কোম্পানীর কাগজের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে।

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের ঋণ (১৯৪১) ৪ঠা নবেম্বর ১০১৷৶০; ৬ই—১০১৷৶০; ৩৲ সুদের নূতন ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ৪ঠা নবেম্বর ৯১৷৵০; ৯১৷৷০; ৯১৸০; ৩৷৷০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৪ঠা—৯১৸/০ ৯১৸৵০ ৯১৸০; ৫ই—৯১৸/০ ৯১৸০ ৯১৸৵০ ৯১৸৶০ ৯১৸৵০ ৯১৷৷৵০; ৬ই—৯১৸/০ ৯১৸৵০; ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ৪ঠা—১০৬৷৷৵০; ৫ই—১০৬৷৷৶০ ১০৬৸৵০; ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৪৩) ৫ই—১০৪৷৷/০; ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৫ই—৭৮৷৷/০; ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪) ৫ই—৯৭৲; ৩৷৷০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৫ই—১০২৷০; ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ৫ই—১১২৵০;

ব্যাঙ্ক

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৪ঠা নবেম্বর ১০১৷৷০ ১০১৷৷০ ১০১৸০ ১০২৸০ ১০২৲ ১০৩৲; ৫ই—১০১৸০ ১০২৸০ ১০৩৲; ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সঃ আদায়ী) ৫ই—১৫৩৫৲ ১৫৪৩৲ ১৫৪০৲

রেলপথ

আহম্মদপুর কাটোয়া ৫ই—৮৭৷৷০

কাপড়ের কল

বেঙ্গল—নাগপুর ৪ঠা নবেম্বর (অর্ডি) ১২৲ ১২৷০; নিউ ভিক্টোরিয়া ৪ঠা—(অর্ডি) ১৷৷/০ ১৸০ (প্রেফ) ৫৲; ৫ই—১৷৷/০ (প্রেফ) ৫/০ ৫৷/০; বঙ্গলক্ষ্মী ৫ই—৩৫৸০

কয়লার খনি

বেঙ্গল ৫ই—৩৪২৲; ভালগোরা ৫ই—৪৸৵০ ৫৲; বড় ধেমো ৫ই—৪৷৷৶০; সেণ্ট্রাল কুর্কেন্দ ৪ঠা নবেম্বর—১৩৷৶০ ১৩৸৵০ ১৩৸৶০; ৫ই—১৪৲ ১৪৷০; ধেমো মেইন ৫ই—১৪৷৷৵০ ১৫৷৵০; চুরুলিয়া ৪ঠা—১৷৷৵০ ১৸/০; ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ৪ঠা ১৫৷৷৵০ ১৫৸৵৪; ইকুইটেবেল ৫ই—৩৫৲ ৩৫৷/০; ৬ই—৩৫৲ ৩৫৷০ ঘুসিক্ ও মুশলিয়া ৪ঠা—৩৷৷৵০ ৩৸৶০; কুয়ার্দ্দি ৪ঠা—২৸/০ ২৸৵০ ৩৲; ৫ই—২৸০ ২৸৵০ ৩৲ হরিলাদী ৫ই—১৩৷৷৵০ ১৩৸৵০ ১৩৷৷০ পেঞ্চভেলী ৪ঠা—৩২৸৵০; ৫ই—৩২৷৷৵০ ৩৩৷৵০ ৩২৵০; সামলা ৪ঠা—১৸০ ১৸৵০; টালচর—৪ঠা—১৷৷০; সাউথ কারাণপুরা—৬ই ৪৸০ ৫৲ ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৪ঠা ২৮৷৷০ ২৯৲; ৫ই—২৯৷০ ২৯৷৷০। মুগুলপুর—৫ই—১০৲ নাজিরা—৫ই—৮৷০।

পাটকল

আগরপাড়া—৫ই—২৩৲। বালী—৪ঠা নবেম্বর ২২৩৲ ২২৪৷৷০; ৫ই—২২২৲ ২২৪৲। বিরলা—৪ঠা (প্রেফ) ১২২৲। হাওড়া—৪ঠা—৪৭৸০ ৪৭৸৶০ ৪৭৷৷০; ৫ই—৪৭৷৷০। হুকুমচাঁদ—৪ঠা (প্রেফ) ৯৩৷৷০ ৯৫৲ ৫৷৷০; ৫ই—৬৷৷/০ (প্রেফ) ৯৪৷৷০ ৯৫৷৷০ ৯৬৲। কামারহাটী—৪ঠা—৪৩৮৲ ৪৪০৷৷০ ৪৩৮৲। ন্যাশনাল—৪ঠা—২১৲; ৫ই—২০৷৷০ ২০৸৵০। নদীয়া—৪ঠা—৫২৷৷০ ৫৩৲; ৫ই—৫৩৲ ৫৩৷৷০। ওরিয়েণ্ট—৪ঠা—১৮২৲ ১৮৩৷৷০; ৫ই—১৮৩৲। রিলায়েন্স—৪ঠা—৫০৸০ ৫১৷০। প্রেসিডেন্সী—৫ই—৪/০ ৪৷০।

খনি

বর্ম্মা কর্পোরেশন—৪ঠা নবেম্বর—৪৸৶০ ৫৵০ ৫৷/০; ৫ই—৫/০ ৫৲। কনসোলিডেটেড টীন—৪ঠা—২৸/০ ২৸৵০। ইণ্ডিয়ান কপার—৪ঠা—২/০ ২৶০ ২/০; ৫ই—[illegible] ২/০ ৬ই—২৲ [illegible] ২৶০। টেভয় টীন—৫ই—১৷০

কেমিক্যাল

বেঙ্গল কেমিক্যাল—৫ই—(প্রেফ) ১৭৷০ ১৭৷৷৵০। আলকালি এণ্ড কেমিক্যাল—৫ই—(প্রেফ) ১৩৫৲ ১৩৭৲।

ইলেকট্রিক ও টেলিফোন

বেঙ্গল টেলিফোন—৫ই (অর্ডি) ১৬৶০। ভাগলপুর ইলেকট্রিক—৪ঠা নবেম্বর ৯৷৴০ ৯৷৷৴০। কটক ইলেকট্রিক—৪ঠা ৯৷০ ৯৷৷০; ৫ই—৯৷০ ৯৷৷০। জব্বলপুর ইলেকট্রিক—৪ঠা ১৪৲ ১৪৶০; ৫ই—১৪৲ ১৪৷০। আজমীড় ইলেকট্রিক—৬ই ১১৲ ১১৷০।

ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী

হুকুমচাদ ষ্টীল—৪ঠা নবেম্বর (প্রেফ) ২৲। ইণ্ডিয়ান ম্যালিয়েবল কাষ্টিং—৪ঠা (ডেফ) ২৲। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল—৪ঠা ২৭৸৶০ ২৮৶০ ২৭৸/০ ২৮৲ ২৮৷০ ২৭৸/০; ৫ই—২৭৸/০ ২৮/০ ২৭৸০ ২৮৲ ২৭৸/০; ৬ই—২৭৸০। ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এ্যাণ্ড আয়রণ প্রডাক্টস—৪ঠা (অর্ডি) ৪৮৷৷৶০ ৪৮৸৶০। কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং—৪ঠা (অর্ডি) ৪৷০ ৪৷৷০ ৪৸০; (প্রেফ) ৯৯৷৷০ ১০০৲; ৫ই—৪৷৷/০ ৪৷৷০ ৪৸০ ৪৸৴০; (প্রেফ) ৯৯৲ ১০০৲। ন্যাশনাল আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল—৪ঠা ৫/০ ৫৸; ৫ই—৫৷৷৴০ ৫৸/০ ৫৷৷৶০ ৲। ষ্টীল কর্পোরেশন—৪ঠা (অর্ডি) ১৬৸৶০ ১৬৸৴০ ১৭৴০ ১৬৸/০ ১৭/০ ১৬৸৶০ (প্রেফ) ১০৮; ৫ই—১৬৸/০ ১৬৸৴০ ১৭৲ ১৬৸/০; (প্রেফ) ১০৯৷৷০; ৬ই—১৬৸০ (প্রেফ) ১০৯।

চিনির কল

কেরু এ্যাণ্ড কোং—৪ঠা নবেম্বর ৮৷৷/০ ৮৸/০ ৮৸০। কানপুর—৪ঠা ১৬৶০ ১৬৷৶০ ১৬৷০ ১৬৷৷০ ১৬৷৴০। চম্পারণ—৪ঠা ১২৸৶০। রামনগর কেইন এ্যাণ্ড সুগার—৪ঠা (প্রেফ) ১১০৲ ১১১৲; ৫ই—(প্রেফ) ১১১৲।

চা বাগান

দফলাগড়—৪ঠা নবেম্বর ১২৲ ১২৷০; ৫ই—১২৷৷০ ১২৸০। হাঁসকুয়া—৪ঠা নবেম্বর ৮৸০। হাতীকীরা—৪ঠা নবেম্বর ১৭৷৷০; ৬ই ১৭৷৷০। সাপর—৪ঠা ৮৷৷৶০ ৮৸৶০। তেজপুর—৪ঠা ৬৷৶০ ৬৷৷৶০; ৬ই—(প্রেফ) ১৩৶০। পাত্রকোলা—৬ই (অর্ডি) ৭৭৫৲ ৭৮০৲।

বিবিধ

বি, আই, কর্পোরেশন—৪ঠা নবেম্বন (অর্ডি) ৪৷৷৶০ ৪৸০ ৪৷৷/০; ৫ই—৪৷৷/ (প্রেফ) ১৭১৲ ১৭২৲। কলিকাতা ট্রাম—৫ই (অর্ডি) ১৩৷৷০। টাইড ওয়াটার অয়েল—৪ঠা ১৩৸৶০ ১৪৶০। বৃটীশ-বার্ম্মা পেট্রোলিয়াম—৫ই ৩৷৴০ ৩৷৷/০। বেঙ্গল পেপার—৪ঠা ১১৭৲। ওরিয়েণ্ট পেপার—৪ঠা (অর্ডি) ৭৷৷৶০ ৮৲; ৫ই—৭৸৶০ ৭৸০ (প্রেফ) ১০৪৲ ১০৫৲। টিটাগড় পেপার—(অর্ডি) ৪ঠা ১৬৲ ১৫৸০ ১৬৶০ ১৫/০ ১৬৴০ ১৬৲ ১৬৷০; ৫ই—১৫৸৶০ ১৬৲ ১৬৷০ ১৫৸/০। আসাম সজ—৪ঠা ২৷৷৶০ ২৸০। মেদিনীপুর জমিদারী—৫ই ৬৩৲।

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯১৬-৪৬) কলিকাতা পোর্টট্রাষ্ট ডিবে:—৫ই ১০৭৷৷০ ১০৭৸০ ১০৮৲। ৫৷০ সুদের (১৯৩৮-৫০) রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ ডিবে:—৫ই ৯৯৷৷০ ১০০৷০।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৯ই নবেম্বর

গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে সাধারণভাবে পাটের বাজারের তেমন কোন উন্নতি দেখা যায় নাই। তবে কলিকাতার ফাটকা বাজারে পাটের দর সামান্য কিছু বাড়িয়াছে। গত ২৮শে অক্টোবর বাজারে প্রতি বেল পাটের সর্ব্বোচ্চ দাম ছিল ৩৩৸৶/০ আনা। গত ৩রা নবেম্বর পর্য্যন্ত বাজার বন্ধ ছিল। ৪ঠা নবেম্বর বাজার খোলার দিবস পাটের সর্ব্বোচ্চ দর ৩৪ টাকা হয়। ৫ই নবেম্বর তাহা ৩৪৷৶ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। নিম্নে ফাটকা বাজারের গত ৪ঠা ও ৫ই তারিখের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল :—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
৪ঠা নবেম্বর	৩৪৲	৩৩৷৷০	৩২৸০
৫ই নবেম্বর	৩৪৷৶	৩৩৸০	৩৪৷৶০

পাকা বেল বিভাগে এ সপ্তাহে বেচাকিনা বিশেষ কিছুই হয় নাই। বিদেশ হইতে পাটের দাবীদাওয়া তেমন কিছুই হইতেছে না। বিদেশে মাল প্রেরণের জাহাজেরও বিশেষ অভাব দেখা যাইতেছে। এই অবস্থায় রপ্তানীকারকেরা পাট ক্রয়ে আগ্রহ দেখাইতেছে না। সপ্তাহের প্রথম দিকে বাজারে ফার্ষ্ট শ্রেণীর পাটের দাম ছিল প্রতি বেল ৩১ টাকা।

আলগা পাটের বাজারে পাটকলওয়ালারা এ সপ্তাহে মাত্র সামান্য পরিমাণে পাট ক্রয় করিয়াছে। ইণ্ডিয়ান ডিষ্ট্রিক্ট তোষা মিডল প্রতি মণ ৮ টাকা ও বটম প্রতি মণ ৭ টাকা দরে বিক্রয় হইয়াছে।

গত জুলাই মাসে ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ এসোসিয়েশনের সহিত বাঙ্গলা সরকারের একটী চুক্তি হইয়াছিল। পাটকলওয়ালারা নিম্নতমপক্ষে কিরূপ দামে কি শ্রেণীর পাট ক্রয় করিবে তদ্বিষয়ে ঐ চুক্তিতে একটা বুঝাপড়া হইয়াছিল। বর্ত্তমানে পাটকলওয়ালারা পাটের নিম্নতম হার সম্পর্কে একটা পুনর্ব্বিবেচনা দাবী করিতেছে। যদি পাটকলওয়ালাদের দাবী গবর্ণমেণ্ট মানিয়া লন তবে শ্রেণী হিসাবে পাটের নিম্নতম দর ৪৷৷০ আনা হইতে ৮৷৷০ আনা পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই প্রস্তাব কেন্দ্র করিয়া বাজারে বর্ত্তমানে বিশেষ জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে।

থলে ও চট

এ সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারে দামের কিছু উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে। গত ১লা নবেম্বর বাজারে ৯ পোর্টার চটের দর ১১৷৷৴ আনা ও ১১ পোর্টার চটের দর ১৬৴/০ আনা ছিল। অদ্য তাহা যথাক্রমে ১২/০ আনা ও ১৬৷৷৶০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

সোনা ও রূপা

এ সপ্তাহে বোম্বাইয়ের বাজারে সোনার দরের একটা নিম্নগতি লক্ষিত হইয়াছে। গত ৩০শে অক্টোবর বোম্বাইয়ে প্রতি ভরি সোনার দর ছিল ৪১৸৴০ আনা। ৫ই নবেম্বর তাহা ৪১৷৷৴০ আনা দাঁড়ায়।

কলিকাতার বাজারে গত ১লা নবেম্বর প্রতি ভরি সোণার দর ছিল ৪১৷৷৶০ আনা। গত ৫ই তারিখেও বাজারে ঐ হারই বলবৎ ছিল।

লণ্ডনের বাজারে এ সপ্তাহে সোনার দর প্রতি আউন্স ৮ পা। ৮ শিলিং হারে স্থির আছে।

রূপা

বোম্বাইয়ের বাজারে এ সপ্তাহ রূপার দর গত সপ্তাহের তুলনায় নিম্নরূপ দেখা গিয়াছে। গত ৩১শে অক্টোবর বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ছিল ৬১৴/০ আনা। ৪ঠা নবেম্বর তাহা ৬০৷/০ আনা ও ৫ই নভেম্বর তাহা ৬০৷৶০ দাঁড়ায়।

কলিকাতার বাজারে গত ১লা নবেম্বর প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ছিল ৬১৷০ আনা। গত ৫ই নবেম্বর তাহা ৬০৷০ আনা দাঁড়ায়।

লণ্ডনের বাজারে অদ্য প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ২৩ পেনী হারে বলবৎ আছে।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৯ই নভেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইএর তূলার বাজার কতকটা স্থির ছিল। নূতন মরশুম আরম্ভ হওয়াতেও বাজারে উহার কোন প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নাই। সুদূর প্রাচ্যের জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য এবং অতিরিক্ত ট্যাক্স ধার্য্যের আতঙ্কে তূলা কাটিতি করিবার দিকে একটা ঝোঁক দেখা দেয়। তবে মোটের উপর তূলার মূল্যের হার বজায় ছিল। বাজার বন্ধের সময় বোরোচ এপ্রিল—মে ১৯৩৸০ আনা, ওমরা ডিসেম্বর—জানুয়ারী ১৬৯৷০ আনা এবং বেঙ্গল ডিসেম্বর—জানুয়ারী ১৩৯ টাকা দাঁড়ায়। প্রথমতঃ এরূপ আশঙ্কা করা গিয়াছিল যে বোম্বাইএর ঝড়ে তুলা ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি হইবে। এখন জানা গিয়াছে যে, ফসলের তেমন কোন গুরুতর ক্ষতি হয় নাই। স্থানীয় মিলসমূহ তুলা ক্রয় সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করে কিন্তু রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ খুব অল্প দাঁড়ায়।

বিদেশের তূলার বাজারের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সংবাদ পাওয়া যায় নাই। লীভারপুলের বাজারে তুলার মূল্য সামান্য গণ্ডীর মধ্যে উঠা নামা

করে। নিউইয়র্কের বাজারে সভাপতি নির্ব্বাচন সম্পর্কে আশা আকাঙ্খার সৃষ্টি হওয়ার ফলে তুলার মূল্য কিছু চড়িয়া যায়। মিঃ রুজভেল্টের পুনঃ নির্ব্বাচনের সংবাদে বাজারে উৎসাহব্যঞ্জক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া জানা যায়।

কাপড়

কলিকাতা, ৯ই নবেম্বর

সম্প্রতি কয়েক সপ্তাহ হইল স্থানীয় কাপড়ের বাজারে কারবার বৃদ্ধি পাইয়াছে। ৺পূজার মরশুমে সন্তোষজনক কারবার সম্পন্ন হওয়াতে ব্যবসায়ীগণ অনেকটা স্বাভাবিক অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। দিপালী ও ঈদ উপলক্ষেও কাপড়ের কারবার সন্তোষজনক প্রতিপন্ন হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। যুদ্ধের জন্য মিলসমূহে আশানুরূপ অর্ডার আসিয়াছে এবং জাপানী কাপড়ের আমদানী হ্রাস পাইবে সম্ভাবনায় মিলসমূহ বর্ত্তমানে লাভের আশা করিতেছে। মিলসমূহ যে সকল বর্দ্ধিত মূল্য দাবী করিতেছে—এবম্ভাবস্থায় ব্যবসায়ীগণ তাহাতে সম্মত হইতে বাধ্য হইতেছে। তুলার বাজারে মন্দা দেখা না দিলে কাপড়ের মূল্য যে আরও বৃদ্ধি পাইত তাহাতে সন্দেহ নাই।

চায়ের বাজার

গত ৪ঠা ও ৮ই নবেম্বর ভারতে ব্যবহারোপযোগী চায়ের ১৯নং নীলামে সবুজ চায়ের চাহিদা পূর্ব্ববৎ বজায় ছিল এবং উহার মূল্যও প্রতি পাউণ্ডে ৬ পাই অধিক গিয়াছে। গুড়া চায়ের চাহিদা যথেষ্ট ছিল এবং প্রত্যেক প্রকারের গুড়া চায়ের ভাল কারবার হয়। আলোচ্য নীলামে ১২ হাজার ৪৯৭ বাক্স গুড়া চা বিক্রয় হয়। গত বৎসর এই নীলামের সমসাময়িক ২১নং নীলামে ১৪ হাজার ৮২৫ বাক্স চা বিক্রয় হয়। উহার গড়পড়তা দর প্রতি পাউণ্ডে ।১১ পাই ছিল। গত বৎসর দরের হার ছিল ।৩ পাই। অন্যান্য শ্রেণীর চায়ের মধ্যে পরিষ্কার সাধারণ ফ্যানিংস চায়ের চাহিদা ও মূল্য উভয়ই ভাল গিয়াছে। এই জাতীয় পাতা চা ১২ হাজার ৩৭৮ বাক্স বিক্রয় হয়। গত বৎসর সমসাময়িক নীলামে বিক্রয়ের পরিমাণ ৭ হাজার ৮৫৪ বাক্স ছিল। আলোচ্য নীলামে উহার মূল্য প্রতি পাউণ্ডে ।৪ পাই ছিল।

রপ্তানীযোগ্য চায়ের কোটা বৃদ্ধি করিবার ফলে এই শ্রেণীর চায়ের মূল্যের হার হ্রাস পায়। ॥৩ পাই দরে সামান্য কারবার হইয়াছে মাত্র। এক আনা দরে আভ্যন্তরীণ কোটা সম্পর্কে চাহিদা পরিলক্ষিত হয়।

খৈলের বাজার

কলিকাতা, ৯ই নবেম্বর

রেড়ির খৈল—আলোচ্য সপ্তাহে এই শ্রেণীর খৈলের বাজার চড়া গিয়াছে। মিলসমূহ প্রতি মণ খৈলের জন্য ৩॥৴০ হইতে ৩৸৵০ আনা দরে দর দেয়; অপর পক্ষে আড়তদারগণ উহার প্রতি দুই মণী বস্তা (বস্তার মূল্য ।০ আনা সহ) ৭৸৵০ আনা হইতে ৮৵০ দরে বিক্রয় করে। আলোচ্য সপ্তাহে খৈলওয়ালাগণ স্থানীয় খরিদ্দারগণের নিকট অধিক পরিমাণে রেড়ির খৈল বিক্রয় করিয়াছে।

সরিষার খৈল—আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় সরিষার খৈলের বাজারও চড়া গিয়াছে। মিলসমূহ নগদ মূল্যে প্রতি মণ খৈলের জন্য ২/০ আনা হইতে ২৶০ আনা দর দেয়; আড়তদারগণ উহার প্রতি ২ মণী বস্তা (বস্তার মূল্য ।০ আনা সহ) ৪॥৵০ আনা হইতে ৪৸৵০ আনা দরে বিক্রয় করে। স্থানীয় খরিদ্দারদের মধ্যে এই শ্রেণীর খৈল সম্পর্কে চাহিদা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কোন রপ্তানী বাণিজ্য সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই।

ধান ও চাউলের বাজার

কলিকাতা, ৯ই নবেম্বর

রেঙ্গুনের বাজার—আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুনের ধান ও চাউলের বাজারে কতকটা মন্দাভাব আত্মপ্রকাশ করে বলিয়া জানা যায়। বিভিন্ন প্রকার প্রতি একশত ঝুড়ি (প্রতি ঝুড়ির ওজন ৭৫ পাঃ) ধান ও চাউলের মূল্য নিম্নরূপ ছিল।

খালাসটো—নবেম্বর ৩৩০৲; ফেব্রুয়ারী ২৭৩৲; মার্চ ২৬৭৲; এপ্রিল ২৬৮৲।

আতপ—মোটা ৩৩০৲-৩৩৫৲; সরু—৩৫৫৲-৩৬০৲; টেবিয়ান ৩৫০৲-৩৫৫৲; সুগন্ধি ৩৯৫৲-৪০০৲; ফুলফি ৩৮৫৲-৩৯৫৲। ম্যাজাক্কো ৪১০৲-৪২০৲।

সিদ্ধ—মাঝা ২৩০৲-২৩৫৲; মিবচর ২২নং ৩৬০৲-৩৭০৲; সঃ সিদ্ধ ৩৬৫৲-৩৭৫৲; ভাঙ্গা ৩৩৫৲-৩৪০৲।

ধান—নাসিন শ্রেণী ১৫০৲-১৫৫৲; মাঝারি ১৫০৲-১৫৫৲।

কলিকাতার বাজার—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান ও চাউলের বাজার স্থির ছিল। বিভিন্ন প্রকার প্রতি মণ ধান ও চাউলের নিম্নরূপ দর গিয়াছে।

ধান—হোগলা (নূতন) ৩৶০ ৩/০; কাটারিভোগ ৩৶০; গোসাব ২৩ নং পাটনাই ৩৷৬ ৩।/৬; সাধারণ পাটনাই ৩/৬—২৵০; হামাই ৩॥০ ৩৷৶০; রূপশাল ৩৷৵০—৩৷৶০, দাদশাল ৩॥৵০; যশোহর ৩৷৶—৩/০;

চাউল—রূপশাল (কলছাটা) ৫॥০; কাটারিভোগ (ঢেকি) ৬৲; জটাবাঁশফুল ৫॥/০ ৫॥৵০; দাদখানি ৫।৶০; কামিনী আতপ ৬৵০; রূপশাল (ঢেকি) ৫॥০; পেনেটী ৫।/০; গুড়িএলাচি ৫।৵০; গোসাব পাটনাই ২৩ নং সাদা ৫৶০—৫।০; পাটনাই ৫।০—৫।/০;

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৩য় বর্ষ, ২য় খণ্ড | কলিকাতা, ১৮ই নবেম্বর, সোমবার ১৯৪০ | ২৭শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

ইংলণ্ডের বিপদ কোথায় ?

গত ১৫ই নবেম্বর তারিখে 'ষ্টেটসম্যান' পত্র উহার প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধে যুদ্ধের [illegible] বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য বিষয়ে যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন তৎসম্বন্ধে দূরদর্শী ব্যক্তি-মাত্রেই একমত হইবেন। উক্ত পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধের সারমর্ম এই—ইংলণ্ড কেবল সিনেমা ও গির্জ্জার দেশ নহে। উক্ত দেশে যদি বোমা নিক্ষেপের ফলে এতগুলি সিনেমা ও গির্জ্জা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই ঐ দেশের অনেক কারখানা, ডক ও মাল-গুদাম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। অধিকন্তু এইভাবে বোমানিক্ষেপের জন্য কারখানায় কাজের সময়েরও অনেক ক্ষতি হইয়াছে। জার্ম্মানী বর্ত্তমানে ইংলণ্ড আক্রমণ করিতে ব্যর্থকাম হইয়া নিশ্চয়ই শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করতঃ ইংলণ্ডকে কাবু করিবার জন্য অধিকতর চেষ্টা করিবে। ইংলণ্ডের ন্যায় ক্ষুদ্র দেশে বিমান আক্রমণের বহির্ভূত অঞ্চলে কারখানা স্থানান্তরিত করিয়াও লাভ নাই। অত্রাবস্থায় যুদ্ধের প্রধান সরঞ্জামস্বরূপ বিমানপোত, মোটর-ইঞ্জিন এবং সমুদ্র-গামী জাহাজ যাহাতে ভারতবর্ষে প্রস্তুত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। জার্ম্মানী এক্ষণে উহার অনেক কলকারখানা উহার পূর্ব্বাঞ্চলে স্থানান্তরিত করিতেছে। অদূর ভবিষ্যতে নিকট প্রাচ্যের দেশসমূহ আক্রমণ করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে কাবু করিবার জন্য জার্ম্মানী চেষ্টা করিবে তাহারও আশঙ্কা দেখা যাইতেছে। এই সব অঞ্চলে ইংলণ্ড বা অষ্ট্রেলিয়ার ন্যায় সুদূরবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে আক্রমণ চালান খুব কঠিন হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষে যদি বিমানপোত, ট্যাঙ্ক ও যুদ্ধজাহাজ নির্ম্মিত হয় তাহা হইলে নিকট প্রাচ্যে পাল্টা সংগ্রাম চালনা এবং জার্ম্মানী যেখানেই উহার কারখানাসমূহ স্থানান্তরিত করুক না কেন সেখানে উহাকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া সহজ হইবে। ভারতবর্ষে নিরাপদভাবে কল-কারখানার কাজ চালানও সম্ভবপর এবং এদেশে কারিগরেরও কোন অভাব হইবে না। এখনও ইংলণ্ড হইতে কতকগুলি কারখানা ভারতবর্ষে স্থানান্তরিত করা যাইতে পারে। কিন্তু পরে তাহা সম্ভব নাও হইতে পারে। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান বিপদ এড়াইবার উহাই প্রকৃষ্ট পন্থা। যদি বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডের কায়েমী স্বার্থবিশিষ্ট শিল্পপতিদের প্ররোচনায় অথবা যুদ্ধের পরে ভারতবর্ষে বাণিজ্যের সুবিধার কথা ভাবিয়া ভারতবর্ষে এই সব জিনিষ প্রস্তুতের ব্যবস্থা না করেন তবে তাঁহারা বিপন্ন হইবেন।

'ষ্টেটসম্যান' পত্রের এই সদুপদেশ বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিবেন কিনা আমরা জানি না। তবে এখন পর্য্যন্ত এই ব্যাপারে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট চূড়ান্তরূপ অদূরদর্শিতারই পরিচয় দিতেছেন। ভারতবর্ষে জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপনের ব্যাপারে উহারা কি প্রকার অযৌক্তিক মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন তাহা নিম্নে আমরা বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করিলাম। ভারতে ট্যাঙ্কের উপযোগী মোটর ইঞ্জিন নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপন সম্পর্কে গত ১২ই নবেম্বর তারিখে উক্ত শিল্পের প্রধান উদ্যোক্তা শেঠ বালচাঁদ হীরাচাঁদ সাংবাদিকদের সভায় এই বলিয়া দুঃখ করিয়াছেন যে ভারত সরকার বর্ত্তমানে যে সমস্ত ট্যাঙ্ক ক্রয় করিতেছেন তাহা নির্ম্মাণের জন্যই এদেশে একটি কারখানা

চলা সম্ভব হইলেও—গবর্ণমেণ্ট কয়েক মাস পূর্ব্বেই একটি আমেরিকান প্রতিষ্ঠানের নিকট এই সমস্ত ট্যাঙ্কের অর্ডার দিয়া রাখিয়াছেন। এরোপ্লানের কারখানা সম্বন্ধে সর্ব্বশেষ সংবাদ এই যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এই ধরণের কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা উহাকে কি ভাবে সাহায্য করিবেন তৎসম্বন্ধে এখনও কিছু জানা যায় নাই। এই সব দেখিয়া মনে হয় না যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সম্মুখে বিপদ দেখিয়াও ভারতবর্ষে এই সব শিল্পের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সাহায্য করিবেন। উহার ফল কি দাঁড়াইবে এবং এই প্রকার মনোভাব ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের ভাগ্যচক্র কি ভাবে পরিবর্ত্তন করিবে তাহা ভবিতব্যই জানেন।

জাহাজ শিল্পে সরকারী মনোভাব

ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্য ও উপকূল বাণিজ্যে প্রতি বৎসর ৩ কোটী টন ওজনের মালপত্র জাহাজযোগে আমদানী রপ্তানী হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত প্রতি বৎসর ভারতবর্ষের প্রায় ৩০ লক্ষ যাত্রী জাহাজ পথে গমনাগমন করে। ভারতবর্ষের উপকূল ভাগের বিস্তৃতি প্রায় ৪ হাজার মাইল। এই ৪ হাজার মাইল স্থান পাহারা দিবার জন্যও বহু সংখ্যক জাহাজের প্রয়োজন হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে মালপত্র বহন, যাত্রী চলাচল এবং উপকূলভাগের পাহারার জন্য এত অধিক সংখ্যক জাহাজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও আজ পর্য্যন্ত এদেশে জাহাজ নির্ম্মাণের জন্য কোন কারখানা স্থাপিত হয় নাই। পৃথিবীর কোন দেশে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত জাহাজ শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। ভারতবর্ষে আজ পর্য্যন্ত এই ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট কোন সাহায্য না করাতেই এই শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে নাই।

ইদানীং শেঠ বালচাঁদ হীরাচাঁদের উদ্যোগে সিন্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানী এই মহৎ উদ্যমে ব্রতী হইয়াছিলেন। কিন্তু এই কার্য্যে গবর্ণমেণ্ট কোন সাহায্য করা দূরে থাকুক বরং সিন্ধিয়া কোম্পানীর কাজে উহারা নানাভাবে প্রতিবন্ধকতাই সৃষ্টি করিতেছেন। কলিকাতায় এই উদ্দেশ্যে একটী কারখানা স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট তাহাতে সাফল্যের সহিত বাধা দিয়াছেন। সিন্ধিয়া কোম্পানী অগত্যা মাদ্রাজের ভিজাগাপট্টম বন্দরে এই কারখানা স্থাপনের সঙ্কল্প স্থির করিয়া উহাতে বহুদূর অগ্রসর হন। কিন্তু এখন বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট তাহাতে প্রতিবন্ধক হইয়াছেন। সিন্ধিয়া কোম্পানীর পরিচালকবোর্ড কিছুদিন পূর্ব্বে জাহাজ নির্ম্মাণের যন্ত্রপাতি সরবরাহের জন্য বৃটীশ গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জানান এবং উহার প্রতিদানে এরূপ প্রতিশ্রুতি দেন যে যতদিন যুদ্ধ থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা তাঁহাদের জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানাটী সম্পূর্ণভাবে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের হস্তে অর্পণ করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এই বিষয়ে কবুল জবাব দিয়া সিন্ধিয়া কোম্পানীকে জানাইয়াছেন যে তাঁহারা এই কোম্পানীকে জাহাজ নির্ম্মাণের যন্ত্রপাতি সরবরাহ করিয়া সাহায্য করিতে প্রস্তুত নহেন।

বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে জাহাজবহর বৃদ্ধি করিবার জন্য চূড়ান্তরূপ ব্যগ্র আছেন। ইতিমধ্যে তাঁহারা বহুসংখ্যক জাহাজ নির্ম্মাণের জন্য আমেরিকায় অর্ডার দিয়াছেন। আমেরিকা ও অন্যান্য দেশ হইতে পুরাতন জাহাজ ক্রয়ের জন্যও তাঁহারা চেষ্টিত আছেন। অধুনা ইংলণ্ডে জাহাজ নির্ম্মাণের জন্যও ব্যাপক চেষ্টা হইতেছে এবং এই উদ্দেশ্যে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি ইংলণ্ডের জাহাজ কোম্পানীগুলিকে ৩ কোটী ৩৩ লক্ষ টাকা (২৫ লক্ষ পাউণ্ড) অর্থসাহায্য করিয়াছেন ও ৬॥ কোটী টাকার মত (৪৮১৭০০৫ পাউণ্ড) ঋণ দিয়াছেন। কিন্তু উহারা অন্ততঃ যুদ্ধের সময়ে জাহাজ সরবরাহের জন্য সিন্ধিয়া কোম্পানীকে কোন অর্থ সাহায্য বা ঋণ দেওয়া দূরে থাকুক উচিত মূল্যে উহাদিগকে কলকব্জা সরবরাহ করিতে পর্য্যন্ত নারাজ। বর্ত্তমান সময়ে বিদেশ হইতে আমদানী এবং মুদ্রা বিনিময় ব্যাপারে ভারতবর্ষে যে প্রকার কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে তাহাতে সিন্ধিয়া কোম্পানী যে আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে জাহাজ নির্ম্মাণের কলকব্জা আমদানী করিয়া কাজ আরম্ভ করিতে পারিবেন সে সম্ভাবনাও কম।

যে সময়ে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট সামরিক প্রয়োজনে জাহাজ সংগ্রহের জন্য অত্যধিক ব্যগ্র সেই সময়ে এই উদ্দেশ্যে একটী ভারতীয় কোম্পানীকে কলকব্জা সরবরাহ করিতে পর্য্যন্ত তাঁহারা কেন অস্বীকৃত হইলেন তাহার রহস্য কে ভেদ করিবে? বৃটীশ জাহাজ কোম্পানীসমূহ ভারতবর্ষের প্রয়োজনীয় জাহাজ সরবরাহ করিয়া বৎসর বৎসর যে কোটী কোটী টাকা লাভ করিতেছে ভারতবর্ষে জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপিত হইলে তাহা সঙ্কুচিত হইতে পারে এবং ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্য ও উপকূল বাণিজ্যে ভারতীয়দের প্রবেশাধিকারের পথ প্রশস্ত হইয়া এই ক্ষেত্রেও বৃটিশ জাহাজ কোম্পানীগুলির লাভে হাত পড়িতে পারে এই আশঙ্কাতেই কি বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট সিন্ধিয়া কোম্পানীকে কোন সাহায্য করিতে বিরত রহিতেছেন? এই ক্ষেত্রেও কি ইংলণ্ডের কায়েমী স্বার্থবিশিষ্ট শিল্পপতিগণ বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের নীতিকে প্রভাবিত করিতেছে?

বাঙ্গলায় বিক্রয় কর

বাঙ্গলা সরকার এই প্রদেশে পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের উপর ট্যাক্স ধার্য্য করিবার জন্য যে আইনের খসড়া রচনা করিয়াছেন তাহার সারমর্ম্ম গত সপ্তাহের 'আর্থিক জগতে' প্রকাশিত হইয়াছে। এই আইনের খসড়া প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলার সর্ব্বত্র ব্যবসায়ী ও শিল্পী মহলে প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে। আইনটী যেভাবে রচিত হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে একই প্রকার পণ্যদ্রব্য বিভিন্ন হাত ঘুরিয়া পণ্যদ্রব্য ব্যবহারকারীদের দ্বারে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে উহার উপর একাধিকবার বিক্রয়-কর ধার্য্য হইবে এবং এইভাবে ৪।৫ হাত ঘুরিয়া কোন পণ্যদ্রব্য যখন পণ্যদ্রব্য ব্যবহারকারীর নিকট পৌঁছিবে তখন উহার মূল্য শতকরা ৮।১০ টাকা বৃদ্ধি পাইবে। আইনটীর ভাষা যে প্রকার ব্যাপক তাহাতে মনে হয় যে কলিকাতা কর্পোরেশন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, জেলা বোর্ড, মিউনিসিপালিটী প্রভৃতি আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানও উহার আমল হইতে বাদ যাইবে না। কারণ, কলিকাতা কর্পোরেশন উহাদের অব্যবহার্য্য মালপত্র বিক্রয় করিয়া বৎসরে ২০ হাজার টাকার বেশী পাইয়া থাকেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুস্তক বিক্রয় করিয়াই বৎসরে ২০ হাজার টাকার অনেক বেশী পাইয়া থাকেন। বাঙ্গলা দেশে যত শিল্প-প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে তাহার অধিকাংশই বৎসরে ২০ হাজার টাকার বেশী মূল্যের শিল্পদ্রব্য বিক্রয় করিয়া থাকে। এই সব শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিয়া আছে। নূতন ট্যাক্সের ফলে উহাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হইবে। পুস্তক, সংবাদ-পত্র ইত্যাদিকে এই ট্যাক্স হইতে বাদ না দেওয়ার ফলে এদেশে শিক্ষা বিস্তার ও জ্ঞান-প্রচারের পথে প্রবল অন্তরায় সৃষ্টি হইবে। কেননা এই ট্যাক্সের জন্য সংবাদপত্র পরিচালক এবং পুস্তক ব্যবসায়ীগণ সংবাদপত্র ও পুস্তকের মূল্য বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইবেন। ঔষধ প্রস্তুতকারক ও ঔষধ ব্যবসায়ীদের উপর এই ট্যাক্স বসিলে এদেশের দরিদ্র জনসাধারণ চিকিৎসার যে সামান্য সুযোগ পাইতেছে তাহা হইতেও বঞ্চিত হইবে। যাহারা খুচরা ও পাইকারি হিসাবে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে এবং আড়তদারী প্রভৃতি ব্যবসা করে তাহাদের মধ্যে অনেকেই এই প্রতিযোগিতার দিনে ব্যবসায়ে লাভ করিতে পারিতেছে না এবং অনেকে ক্ষতি দিয়াও ব্যবসা চালাইতেছে। নূতন ট্যাক্সের ফলে উহারা কারবার গুঠাইতে বাধ্য হইবে। এদেশে অনেক কমিশন এজেণ্ট রহিয়াছে যাহারা পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের উপর খরচা বাদে শতকরা ২ টাকাও কমিশন পায় না। নূতন ট্যাক্সের ফলে তাহাদের কারবার বন্ধ হইবে। বাজারে যে সমস্ত ব্যক্তি পণ্যদ্রব্যের দালালী করিয়া থাকে এবং নিজের দায়িত্বে বিকিকিনি করিয়া থাকে তাহাদিগকেও এই ট্যাক্সের জন্য বিব্রত হইতে হইবে। আমাদের মনে হয় যে, এই ট্যাক্স বলবৎ হইলে দেশে বহু শিল্প ও বাণিজ্যপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হইয়া অগণিত লোক বেকার হইবে এবং উহার ফলে ভারত সরকারের আয়কর

বিভাগ, ডাক ও তার বিভাগ, রেল বিভাগ প্রভৃতির আয় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবে। উহার ফলে বাঙ্গলা সরকারেরও অনেক বিভাগে আয় কমিয়া যাইবে। ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের লাভের উপর ভারত সরকার যে আয়কর ও সুপার ট্যাক্স আদায় করিয়া থাকেন তাহার পেছনে একটা যুক্তি রহিয়াছে। কিন্তু ব্যবসায় ও শিল্পকার্য্যে লাভক্ষতি যাহাই হউক না কেন বিক্রয়ের পরিমাণের উপর ট্যাক্স ধার্য্য করিবার মূলে কোন যুক্তিই থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ যে দেশের শিল্প-বাণিজ্য গবর্ণমেণ্ট হইতে কোন সাহায্যই পায় না এবং অগণিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ট্যাক্সের বোঝা রহিয়া যে দেশের শিল্প-বাণিজ্য জীবন্মৃত অবস্থায় রহিয়াছে সেই দেশে এই ধরণের একটা ট্যাক্স কেবল অযৌক্তিক নহে উহা দেশের স্বার্থের পক্ষে সর্ব্বনাশকর হইবে। এই ট্যাক্সের বিরুদ্ধে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর শিল্পপরিচালক ও ব্যবসায়ীর ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পাটের ভবিষ্যৎ

চটকল সমিতি পাটের পূর্ব্বনির্দ্ধারিত সর্ব্বনিম্ন মূল্য মণকরা দুই টাকার মত কমাইয়া দিবার এবং পাটের পূর্ব্বেকার শ্রেণীবিভাগ বদল করতঃ নূতন ধরণের শ্রেণীবিভাগ করিবার যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহার কথা আমরা গত সপ্তাহে উল্লেখ করিয়াছি। নূতন শ্রেণী-বিভাগ অনুসারে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণীর পাটের সর্ব্বনিম্ন মূল্য প্রতি মণ ৪॥ টাকা করিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে পাটের বাজারে যে প্রকার মন্দা যাইতেছে তাহাতে কৃষক যদি প্রতিমণ পাট ৪॥ টাকা দরেও বিক্রয় করিতে পারে তাহা হইলেও তাহা মন্দের ভাল হইবে। কারণ এক্ষণে মফঃস্বলের অনেক স্থানে ২॥ টাকা মণ দরে পাট বিক্রয় হইতেছে এবং তাহারও ক্রেতা পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া শুনা যাইতেছে। প্রকাশ যে এই সম্পর্কে বাংলা সরকারের প্রতিনিধিদের সহিত চটকল সমিতির কথাবার্ত্তা চলিতেছে। বাঙ্গলা সরকারও নাকি নিকৃষ্ট শ্রেণীর পাটের সর্ব্বনিম্ন মূল্য ৪॥ টাকায় নির্দ্ধারিত করিবার পক্ষে মত দিয়াছেন। তবে চটকলওয়ালাদিগকে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই দরে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পাট ক্রয় করিতে হইবে বলিয়া তাঁহারা দাবী করিয়াছেন। চটকল সমিতি যদি এই দাবী মানিয়া চলেন তাহা হইলে মফঃস্বলে পাটের বাজারের উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই। তবে এই ব্যাপারে বাঙ্গলা সরকার বরাবর যে প্রকার অকর্ম্মণ্যতার পরিচয় দিয়াছেন এবং চটকল সমিতি বারবার যে ভাবে গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য পণ্ড করিয়া [illegible] সমর্থ হইয়াছেন তাহাতে তাঁহারা যে উপরোক্ত দাবী মানিয়া লইবেন তাহার সম্ভাবনা বেশী নাই। বর্ত্তমানে বাজারের যেরূপ অবস্থা হইয়াছে তাহাতে চটকলওয়ালারা আর কিছুদিন পরে পাটের সর্ব্বনিম্ন মূল্য আরও কমাইয়া উহা ২॥ কি ৩ টাকায় পরিণত করিতে পারে। এখন যদি উহারা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ৪॥ টাকা মণ দরে বেশী পরিমাণে পাট ক্রয় করে তাহা হইলে তাহাদের এই সুযোগ পণ্ড হইবে।

চায়ের প্রচার কার্য্য

ভারতবর্ষে প্রত্যেক বৎসর যে পরিমাণ চা উৎপন্ন হয় তাহার এক চতুর্থাংশও দেশের ভিতরে খরচ হয় না। গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষ হইতে ৩৬ কোটি ৩২ লক্ষ পাউণ্ড চা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে—আর ভারতবর্ষে এই বৎসরে চা ব্যবহৃত হইয়াছে মাত্র ১০ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড। ভারতবর্ষে যতদিন পর্য্যন্ত চায়ের কাটতি আরও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি না পায় ততদিন ভারতীয় চা শিল্পকে বিদেশের উপর নির্ভরশীল হইয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু আধুনিক কালে নিত্য নূতন কফি, কোকো ইত্যাদি হইতে প্রস্তুত বিবিধ প্রকার খাদ্য যেভাবে বাজারে বাহির হইতেছে তাহাতে বিদেশীদের চায়ের রুচি কবে পরিবর্ত্তিত হয় তাহার স্থিরতা নাই। অত্রাবস্থায় ভারতীয় চা শিল্পকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে ভারতের অভ্যন্তরে যাহাতে চায়ের কাটতি বৃদ্ধি পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই বিষয়ে ইণ্ডিয়ান টি মার্কেট এক্সপানশন বোর্ড, প্রশংসনীয় কাজ করিতেছেন। গত ১৯২৬-২৭ সালে ভারতবর্ষে মাত্র ৩ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড চা ব্যবহৃত হইয়াছিল। টি মার্কেট এক্সপানসন বোর্ডের চেষ্টায় বর্ত্তমানে উহা প্রায় ৩ গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের ন্যায় দরিদ্র দেশে চায়ের ন্যায় সস্তা পানীয়ের স্থান কোন দিন কফি বা কোকো হইতে প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্য অধিকার করিতে পারিবে না এবং এ দেশের ৪০ কোটি অধিবাসীর প্রত্যেকে গড়ে সারা বৎসরে যদি এক পাউণ্ড মাত্র চা ব্যবহার করে তাহা হইলে ভারতে উৎপন্ন সমস্ত চা দেশের ভিতরেই বিক্রয় হইয়া যাইবে—একথা স্মরণ রাখিলে টি মার্কেট বোর্ডের কার্য্যক্ষেত্র এখনও কত বিস্তৃত রহিয়াছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। আমাদের ধারণা যে বোর্ড যদি বিদেশে প্রচারকার্য্যের জন্য ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ কমাইয়া তাহা দেশের ভিতরে এই উদ্দেশ্যে ব্যয় করেন এবং এদেশে পূর্ব্ববঙ্গের ন্যায় যে সমস্ত অঞ্চলে এখনও চায়ের তেমন প্রসার হয় নাই সেই সব অঞ্চলের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন তাহা হইলে ভারতবর্ষে অল্প সময়ের মধ্যে ভারতীয় চায়ের কাটতি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইবে। ইণ্ডিয়ান টি মার্কেট এক্সপানশন বোর্ডকে আমরা এই বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি।

তুলার বাজারের অবস্থা

বাঙ্গলা দেশে তুলা বেশী পরিমাণে উৎপন্ন না হইলেও কাপড়ের কলের পরিচালক হিসাবে তুলার মূল্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকেই যে আগ্রহান্বিত তাহাতে সন্দেহ নাই। এজন্য এই বিষয়ে কিছু আলোচনা করা অনাবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইবে না। ভারতীয় তুলা সম্বন্ধে সম্প্রতি যে সব বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে ১৯৩৯-৪০ সালের প্রথমে (১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে) ভারতবর্ষে পূর্ব্ব বৎসরে উৎপন্ন তুলার মধ্যে ১৮ লক্ষ ৬ হাজার বেল তুলা মজুদ ছিল এবং এই বৎসরে এদেশে মোট ৪৯ লক্ষ ৪২ হাজার বেল তুলা উৎপন্ন হয়। উক্ত ৬৭ লক্ষ ৪৮ হাজার বেল তুলার মধ্যে উক্ত বৎসরে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিতে ৩০ লক্ষ ১৭ হাজার বেল তুলা খরচ হইয়াছে এবং এই বৎসরে ২২ লক্ষ ৩৫ হাজার বেল তুলা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। কাজেই চলতি ১৯৪০-৪১ সালের প্রথমভাগে (১৯৪০ সালের ১লা সেপ্টেম্বর) প্রায় ১৪ লক্ষ ৯৬ হাজার বেল তুলা মজুদ রহিয়াছে। গত বৎসর উহার পরিমাণ ছিল ৯ লক্ষ ৮৮ হাজার বেল। এবার পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত তুলার পরিমাণ বাড়িয়াছে। উহার কারণ এই যে ১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনায় ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে তুলার রপ্তানী ১০ লক্ষ বেল অপেক্ষাও বেশী পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, ভারতে মজুদ তুলার পরিমাণ যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছে সেই হিসাবে ভারতীয় কলগুলিতে অধিকতর পরিমাণে তুলা ব্যবহৃত হইবারও সুযোগ সুবিধা দেখা যাইতেছে। এবার ভারতে তুলার উৎপাদনও গত বৎসরের তুলনায় কিছু কম হইয়াছে। আমেরিকাতেও বর্ত্তমানে মজুদ তুলার পরিমাণ খুব কম এবং ঐ দেশে তুলার চাহিদা দিন দিন বাড়িতেছে। মিশরে যে তুলা উৎপন্ন হইয়াছে তাহার মূল্য একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার নীচে নামিয়া গেলে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট তাহা কিনিয়া লইবেন এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কাজেই এই সব দিক হইতে ভারতীয় তুলার মূল্য কমিয়া যাওয়ার আশঙ্কা দেখা যায় না। তবে ভারতীয় তুলার প্রধান খরিদ্দার জাপান ও ইংলণ্ড। ইদানীং ইংলণ্ডের কাপড়ের কলগুলিতে কাজের পরিমাণ কমিয়া যাইতেছে। কারণ যুদ্ধের জন্য ব্যাপৃত থাকার দরুণ ইংলণ্ড বিদেশে কাপড় রপ্তানীর ব্যাপারে তেমন মনোযোগ দিতে পারিতেছে না। জাপানের অবস্থাও অনিশ্চিত। জাপান যদি যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িয়া শত্রুপক্ষীয় দেশে পরিণত হয় তাহা হইলে ভারতীয় তুলার বাজারে এক বিপর্য্যয় উপস্থিত হইবে। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বাইয়ে বরোচ তুলার প্রতি কেণ্ডির (১ কেণ্ডির ওজন ৭৮৪ পাউণ্ড) মূল্য ছিল ১৬১ টাকা। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে উহার মূল্য দাঁড়ায় ৩৩৮ টাকা। গত আগষ্টের শেষে উহা নামিয়া ১৯০ টাকায় পরিণত হয়। কাজেই যুদ্ধের প্রথম বৎসরে ভারতীয় তুলার মূল্যে একটা বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছিল। জাপানে যদি ভারতীয় তুলার রপ্তানী বন্ধ হয় তাহা হইলে এবারও সেইরূপ একটা বিপর্য্যয় উপস্থিত হইতে পারে। তবে এরূপ ক্ষেত্রে তুলার মূল্য অস্বাভাবিক-রূপে পড়িয়া যাওয়ার আশঙ্কাই বিদ্যমান রহিয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধন

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ৪২ ধারার সংশোধনকল্পে গত ৫ই নবেম্বর তারিখে গবর্ণমেন্টের তরফ হইতে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটা আইনের খসড়া পেশ করা হইয়াছে। উক্ত ৪২ ধারায় এরূপ বিধান রহিয়াছে যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে উহার চলতি আমানতের শতকরা ৫ ভাগ এবং স্থায়ী আমানতের শতকরা ২ ভাগ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখিতে হইবে এবং কোন ব্যাঙ্ক যদি এই ভাবে পূরা টাকা জমা না রাখে তাহা হইলে উহার যে পরিমাণ টাকা কম জমা থাকিবে তাহার উপর জরিমানা হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে প্রচলিত সুদের তুলনায় বেশী হারে সুদ দিতে হইবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের এই ধারার শেষ ভাগে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে জরিমানা হিসাবে সুদ দিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কে পূরা টাকা জমা না দিবার যে সুযোগ দেওয়া হইয়াছে তালিকাভুক্ত অনেক ব্যাঙ্ক প্রথম হইতেই তাহার সুযোগ গ্রহণ করিতেছে এবং কোন কোন ব্যাঙ্ক এই সুযোগে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট পূরা টাকাই বাকী রাখিতেছে। প্রস্তাবিত সংশোধন আইনটী এই অবস্থার প্রতিকারের জন্যই পরিকল্পিত হইয়াছে। নূতন আইনে এরূপ বলা হইয়াছে যে প্রত্যেক তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ককে সব সময়ে উহার দেয় পূরা টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখিতে হইবে এবং যদি কোন ব্যাঙ্ক এই ভাবে দেয় টাকা বাকী ফেলে তাহা হইলে উহার কোন ডিরেক্টর, ম্যানেজিং এজেন্ট, ম্যানেজার বা সেক্রেটারি যিনিই জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছাপূর্ব্বক এই কাজ করুন না কেন তাঁহার ৫ শত টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইবে। অধিকন্তু এই ভাবে জরিমানা হইবার পরেও যদি টাকা বাকী থাকে তবে তজ্জন্য প্রত্যহ ৫ শত টাকা করিয়া জরিমানা দিতে হইবে এবং যতদিন পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহার দেয় টাকা প্রদান না করে ততদিন পর্য্যন্ত উহা সাধারণের নিকট হইতে কোন আমানত গ্রহণ করিতে পারিবে না। এই আইনটী উপস্থিত করিবার হেতুস্বরূপ ভারত সরকারের অর্থসচিব এরূপ অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দ্দেশক্রমে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষা এবং নির্দ্দোষভাবে ব্যাঙ্ক-ব্যবসা পরিচালনার (Sound banking) উদ্দেশ্যেই উহা প্রণয়ন করা হইতেছে।

'নির্দ্দোষভাবে ব্যাঙ্ক-ব্যবসা পরিচালনার' অর্থে কর্ত্তৃপক্ষ কি বুঝাইতে চাহেন তাহা আমরা অবগত নহি। কোন ব্যাঙ্কের চলতি আমানতের শতকরা ৫ ভাগ এবং স্থায়ী আমানতের শতকরা ২ ভাগ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা থাকিলেই যে উহা নির্দ্দোষভাবে পরিচালিত হইবে তাহাও আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম। কাজেই এই প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নূতন ব্যবস্থা দ্বারা আমানতকারীদের কি ভাবে স্বার্থরক্ষা হইবে তাহার বিষয়ই আমরা আলোচনা করিতেছি। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে যখন উহার তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে চলতি ও স্থায়ী আমানতের একটা অংশ জমা রাখার নিয়ম বলবৎ করা হয় তখন আমরা বুঝিয়াছিলাম যে কোন ব্যাঙ্ক বিপদে পতিত হইলে উহাকে সাহায্য করিয়া রক্ষা করাই এই ধনভাণ্ডার সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য। প্রত্যেক তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক হইতে উহার চলতি আমানতের ৫ ভাগ এবং স্থায়ী আমানতের ২ ভাগ লইয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে সব সময়ে যদি একটা বড় রকম তহবিল মজুদ থাকে তাহা হইলে উহা দেশের যে কোন ব্যাঙ্ককে বিপদের সময়ে পূর্ণভাবে সহায়তা করিতে পারে। সেই হিসাবে কোন তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ককে যদি উহার দেয় টাকা উঠাইতে না দিয়া সব সময়ে উহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত রাখিবার ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে উহার একটা সার্থকতাও খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কিন্তু ত্রিবাঙ্কুর ন্যাশন্যাল এণ্ড কুইলন ব্যাঙ্ক এবং অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের অন্যান্য কতিপয় ব্যাঙ্কের পতনকালে উহা দেখা গিয়াছে যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে এই ভাবে সংস্থিত ধনভাণ্ডার বিপন্ন ব্যাঙ্কের কোন সাহায্যে আসে নাই। অদূরভবিষ্যতে ভারতীয় ব্যাঙ্কজগতে এরূপ কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে উহার নিকট গচ্ছিত ধনভাণ্ডার দ্বারা বিপন্ন ব্যাঙ্কগুলিকে সাহায্য করিবে আজ পর্য্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সেরূপ কোন মনোভাবেরও পরিচয় পাওয়া যায় নাই। এরূপ অবস্থায় তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে উহাদের আমানতা টাকার একটা অংশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে মজুদ রাখিতে বাধ্য করার কোন সার্থকতাই দেখা যাইতেছে না। এই ব্যবস্থায় ব্যাঙ্কগুলি বিপদের সময়ে তো কোন সাহায্য পাইতেছেই না—অধিকন্তু ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত টাকার একটা অংশ বিনা সুদে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট পড়িয়া থাকিতেছে এবং ব্যাঙ্ক পরিচালকগণকে উহার হস্তস্থিত সম্পত্তির অনধিক শতকরা ৯৫ ভাগের দ্বারা আমানতকারীদের শতকরা ১০০ ভাগ দাবী মিটাইতে হইতেছে। উহার ফলে আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষা হওয়া দূরে থাকুক—বরং উহাদের স্বার্থহানীই ঘটিতেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফ হইতে হয়তঃ একথা বলা হইবে যে উহার নিকট তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির আমানতা টাকার একটা অংশ মজুদ থাকার ফলে কোন তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের পতন ঘটিলে উহার আমানতকারীগণ অন্ততঃ আংশিকভাবে ক্ষতির হস্ত হইতে রক্ষা পাইবে। কিন্তু ভারতবর্ষে শত শত ব্যাঙ্কের মধ্যে খুব কম কম সংখ্যক ব্যাঙ্কই বর্ত্তমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত রহিয়াছে। যে সব ব্যাঙ্ক তালিকাভুক্ত নহে তাহার কোনটার পতন হইলে উহার আমানতকারীগণ এই ব্যবস্থার কোন সুযোগই পাইবে না। আর কোন তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের পতন হইলে যদি উহার আমানতকারীগণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে আমানতী টাকার শতকরা ৫ ভাগের মত টাকা ফেরৎ পায় তাহা হইলে তাহারা কতটুকু সান্ত্বনা লাভ করিবে? মোটের উপর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ৪২ ধারার কঠোরতা বৃদ্ধি করিয়া যে নূতন আইন রচিত হইতেছে তাহার মধ্যে আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষার কোন প্রমাণই আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না।

আমাদের মনে হয় যে বর্ত্তমান সময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন সংশোধন করিয়া প্রত্যেক তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ককে উহার দেয় পূরা টাকা সব সময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে মজুদ রাখিবার যে ব্যবস্থা হইতেছে তাহার পেছনে অন্য অভিসন্ধি রহিয়াছে। ভারত সরকারকে সামরিক ব্যয় সঙ্কুলানে সাহায্য করাই এই নূতন ব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া

(১৬৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শর্করা শিল্পের বিপদ (৩)

ভারতীয় শর্করা শিল্পের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার প্রতিকারের জন্য এদেশে চিনির কাটতি বাড়াইবার যে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে তদ্বিষয়ে আমরা গত সপ্তাহে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু কেবল চিনির কাটতি বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিয়াই ভারতীয় শর্করা শিল্পের বর্ত্তমান সমস্যা সমাধান করা যাইবে না। সেজন্য এদেশের চিনির কলসমূহে প্রকৃত চাহিদা অনুযায়ী চিনির উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থাও বিশেষভাবে প্রয়োজন। বিদেশাগত চিনির উপর রক্ষণশুল্ক বলবৎ হওয়ার পর এদেশে শর্করা শিল্প গড়িয়া তোলার একটা সুযোগ আসে। একান্তভাবে সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়াই এদেশের ধনী ব্যবসায়ীরা কতগুলি চিনির কল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত চাহিদা বুঝিয়া এই সমস্ত কলে পরিমিত চিনি উৎপাদনের সুব্যবস্থা আজও কিছু হয় নাই। ফলে প্রায় প্রতি বৎসরই এই সমস্ত কলে প্রয়োজনাতিরিক্ত চিনি উৎপন্ন হইতেছে এবং পরিণামে চিনির কলওয়ালাদিগকে বিশেষ সঙ্কটে পড়িতে হইতেছে। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসরে ৮।৯ লক্ষ টনের বেশী কলের চিনি ব্যবহৃত হয় না। অথচ গত ১৯৩৯-৪০ সালে এদেশের কল সমূহে ১২॥ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে। প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপাদনের ফলে গত আগষ্ট মাসে বাজারে গত বৎসরের চিনির মধ্যে ৫ লক্ষ টনই অবিক্রিত অবস্থায় মজুত ছিল। চলতি ১৯৪০-৪১ সালে অন্ততঃ পক্ষে ১০ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কাজেই গত আগষ্ট মাসের শেষে মজুত চিনি লইয়া এবার বাজারে ১৫ লক্ষ টন পরিমাণ চিনির জোগান হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। এইরূপ অতিরিক্ত জোগান ও তজ্জনিত সঙ্কট হইতে ভারতীয় শর্করা শিল্পকে রক্ষা করিতে হইলে আজ চিনির কলসমূহে চাহিদা অনুযায়ী চিনি উৎপাদনের ব্যবস্থা প্রয়োজন।

এদেশে বর্ত্তমানে যে চাহিদাতিরিক্ত চিনি উৎপন্ন হইতেছে তাহার মূলে কয়েকটি বিশেষ কারণ নিহিত রহিয়াছে। প্রথমতঃ বলা যায়— বিভিন্ন প্রদেশে চিনি কাটতির সুবিধা ও চিনির কল পরিচালনার সুযোগ বিবেচনা না করিয়া বর্ত্তমানে যেভাবে যুক্তপ্রদেশে ও বিহারে শর্করা শিল্পকে কেন্দ্রীভূত করিয়া রাখা হইয়াছে তাহা ভারতীয় শর্করা শিল্পের একটি বড় গলদ। আর প্রকারান্তরে তাহাই এদেশে অতিরিক্ত চিনি উৎপাদনের একটি কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ইক্ষু উৎপাদনের সুযোগ রহিয়াছে। এইসব প্রদেশে ক্রমে বেশী মাত্রায় ইক্ষু উৎপন্নও হইতেছে। কিন্তু ঐ সব প্রদেশে উপযুক্ত সংখ্যায় চিনির কল গড়িয়া তোলার সুব্যবস্থা আজও হইতেছে না। বাঙ্গলা দেশে চিনির কল স্থাপন ও পরিচালনার সুযোগ সম্ভাবনা কম বলিয়া ১৯২০ সালের ইণ্ডিয়ান সুগার কমিটি ও ১৯৩২ সালের টেরিফ বোর্ড একটা ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করেন। এই কারণে এবং বাঙ্গালী শিল্প ব্যবসায়ীদের উপেক্ষা ও অবহেলার ফলে বাঙ্গলায় আজ পর্য্যন্ত চিনির কল বিশেষ কিছুই গড়িয়া উঠে নাই। বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশেও অনুরূপ ভাবে শর্করা শিল্পের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। উহার ফলে ভারতের শর্করা শিল্প আজ বিশেষভাবে যুক্তপ্রদেশ ও বিহারেই কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়িয়াছে। সমস্ত ভারতে বর্ত্তমানে দেড় শতের মত চিনির কল চলিতেছে। উহার মধ্যে শতকরা ৮৫ ভাগই উপরোক্ত দুই প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত আছে। বিহার ও যুক্তপ্রদেশে বৎসরে যে পরিমাণ চিনি ব্যবহৃত হয় তাহার চেয়ে অনেক বেশী চিনি ঐ দুই প্রদেশে উৎপন্ন হইতেছে। অপর দিকে বাঙ্গলা বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে চিনি বিশেষ উৎপন্ন হয় না বলিয়া ঐসব প্রদেশে মোট ব্যবহার্য্য চিনির বেশীর ভাগই বাহির হইতে আমদানী করিতে হইতেছে। বাহির হইতে চিনি আমদানী করিতে হওয়ায় রেলভাড়া প্রভৃতি কারণে চিনির পড়তা বেশী পড়ে। ফলে সাধারণের পক্ষে বেশী চিনি ব্যবহার করা সম্ভবপর হয় না। ঐ সমস্ত প্রদেশে শর্করা শিল্প ভালরূপ গড়িয়া উঠিলে ঐ সব প্রদেশের লোকেরা নানাভাবে উপকৃত হইত। বাহির হইতে চিনি আমদানী করিতে গিয়া সে সুযোগ হইতে তাহারা বঞ্চিত হইতেছে। বিভিন্ন প্রদেশে উপযুক্ত সংখ্যায় চিনির কল স্থাপিত হইলে ঐসব কলের চিনি তথায় অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে বিক্রয় করার সুবিধা হইত। নিজেদের শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতি দরদ বশতঃ ঐ সব প্রদেশের লোকেরা বেশী পরিমাণে চিনি ব্যবহার করিতেও আগ্রহান্বিত হইত। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা সম্ভবপর হইতেছে না। অপর দিকে যুক্তপ্রদেশ ও বিহার প্রদেশের শিল্প ব্যবসায়ীরা এতদিন বেশী সংখ্যায় চিনির কল স্থাপন করিয়াছেন। সেইসব কল হইতে ভালরূপ মুনাফা পাওয়ার গরজে তাঁহারা ক্রমেই বেশী পরিমাণে চিনি উৎপাদনে জোর দিতেছেন। এইসব কলে উৎপন্ন চিনির কতকাংশ মাত্রই ঐ দুই প্রদেশে বিক্রয় করা চলে। বাকী অংশের জন্য কলওয়ালাদিগকে একান্তভাবে অন্যান্য প্রদেশের বাজারের উপরই নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় বিভিন্ন প্রদেশে চিনির কাটতি কম বলিয়া সেদিক দিয়া কলওয়ালাদের তেমন কিছু সুবিধা হইতেছে না। ফলে প্রতি বৎসরের উৎপন্ন চিনিই অনেক পরিমাণে চাহিদাতিরিক্ত থাকিয়া যাইতেছে। এই অবস্থায় দেশের চলতি চিনির কলগুলিকে যদি একসূত্রে বাঁধিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী তাহা পরিচালনা করার ব্যবস্থা হইত তবে প্রয়োজনাতিরিক্ত চিনি উৎপাদনের গলদ দূর করা যাইত। কিন্তু এখনও দেশে সেদিক দিয়া বিশেষ সুবিধা কিছুই হয় নাই। ইণ্ডিয়ান সুগার মিলস্ এসোসিয়েশন গত কতিপয় বৎসর যাবৎ এ বিষয়ে কিছু কিছু চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু দেশের সমস্ত চিনির কল ঐ প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হইতেছে না বলিয়া এবং ঐ প্রতিষ্ঠানে চিনির কলওয়ালাদের উপদলীয় স্বার্থ খুবই প্রবল বলিয়া উহার মারফতে শর্করা শিল্পের প্রয়োজনানুরূপ নিয়ন্ত্রণ আজও সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে না। ইক্ষু উৎপাদনের সহিত চিনি উৎপাদনের একটা ঘনিষ্ট সংযোগ রহিয়াছে। দেশে অপরিমিত মাত্রায় ইক্ষু উৎপাদিত হইলে তাহার প্রভাবে চিনি উৎপাদনের মাত্রাও বাড়িয়া যায়। আবার ইক্ষুর চাষ কম হইলে চিনির কলগুলির পক্ষে প্রয়োজনীয় মাত্রায় কাজ চালান কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু এইরূপ যোগাযোগ সত্ত্বেও এ পর্য্যন্ত দেশে ইক্ষুর উৎপাদন প্রয়োজনীয় পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করিবার কোন সুব্যবস্থা হয়

৭৬৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

বঙ্গীয় মহাজনী আইন (২)

শ্রীকুমুদচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ, বি-এল

বর্ত্তমান মহাজনী আইনটীকে বিশ্লেষণ করিলে উক্ত আইনটী নিম্নলিখিত কয়ভাগে বিবেচনা করা যাইতে পারে :—১। ঋণ কাহাকে বলে ? ২। ঋণ-দাতা মহাজনের কি কর্ত্তব্য এবং কি কাজ করিলে মহাজন মহাজনী ব্যবসা পরিচালনা করিতে সক্ষম। ৩। হিসাব সম্বন্ধে খাতক ও মহাজনের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ। ৪। মহাজনের প্রতি খাতকের দায়িত্ব এবং খাতকের আইনানুযায়ী ক্ষমতা (rights) কি ? ৫। মহাজনের বিরুদ্ধে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় দণ্ডবিধির ব্যবস্থা।

প্রথম উপরোক্ত ১নং বিষয়টী বিবেচনা করা যাউক। আইনে 'ঋণ' শব্দের সংজ্ঞা করা হইয়াছে 'অর্থ' অথবা কোনও 'বস্তু' যাহা একজন আর একজনকে সুদ পাওয়ার চুক্তিতে দেয় (advances) তাহা। যে সমস্ত আদান প্রদান আপাতঃদৃষ্টিতে ঋণ বলিয়া প্রতীত না হইলেও অবস্থা বিবেচনায় এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হয় তাহাও ঋণ বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ঋণ বলিয়া পরিগণিত হইবে না। যথা :—

(ক) কোনও সম্পত্তি বা অর্থ যাহা একজন আর একজনের নিকট গচ্ছিত রাখে (খ) ১৮৬০ সালের সমিতি রেজেষ্ট্রীবিষয়ক আইনানুযায়ী কোনও রেজেষ্ট্রীকৃত সমিতির নিকট যে ঋণ দেওয়া হয় বা উক্ত সমিতি যদি কাহাকে ঋণ দেয় তাহা কিংবা কোনও ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠান, দাতব্য প্রতিষ্ঠান বা সাধারণের হিতকর কার্য্যে নিয়োজিত কোনও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত যে ঋণ তাহা (গ) গবর্ণমেন্ট বা স্থানীয় শাসনমূলক কোনও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত ঋণ (ঘ) ১৯৩৯ সালের জানুয়ারী মাসে যে সমস্ত ব্যাঙ্ক তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক ছিল তাহার দেওয়া ঋণ বা যে সমস্ত ব্যাঙ্ক অতঃপর প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট দ্বারা বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হইবে তাহাদের দেওয়া ঋণ কিংবা কোনও সমবায় প্রতিষ্ঠান, বীমা প্রতিষ্ঠান, বা প্রভিডেন্ট সমিতি কর্ত্তৃক দেওয়া ঋণ বা কোনও প্রভিডেন্ট্ তহবিল হইতে দেওয়া ঋণ (ঙ) হেণ্ডনোট্ ব্যতিরেকে কোনও Negotiable Instrument এর ভিত্তিতে দেনা (চ) ব্যবসা সম্পর্কিত দেনা (ছ) কলিকাতা মিউনিসিপালিটী আইনের ও বঙ্গীয় মিউনিসিপাল আইনের এলাকাভুক্ত স্থানে বাটী নির্ম্মাণের স্থান ক্রয় ও বাটী নির্ম্মাণ জন্য যদি দশ বৎসরের বা তদতিরিক্ত কালের কিস্তিবন্দীতে পরিশোধের চুক্তিতে কোনও দেনা থাকে তাহা (জ) কলিকাতা হাইকোর্টের অফিসিয়াল রিসিভার বা এসাইনি, ওয়াক্‌ফ্ কমিশনার, এডমিনিষ্ট্রেটার জেনারেল, বা বাংলার অফিসিয়েল ট্রাষ্টির নিকট বা তাহাদের দেওয়া যে দেনা থাকে তাহা (ঝ) ষ্টক্ একচেঞ্জে যে দেনার আদান প্রদান হইয়া থাকে তাহা। আমাদের বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় এই যে সুদ ছাড়া দেনা—যথা হাওলাত কিংবা কোনও দলিল যাহাতে সুদের উল্লেখ থাকবে না তাহা এই আইনের আওতায় পড়িবে না। এ স্থলে অনেক হেণ্ডনোটের কথা স্মরণ রাখা যাইতে পারে, তাহাতে সুদের উল্লেখ থাকে না। ঐগুলি যদিও Negotiable Instrument Act মতে শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা হারে সুদ পাইতে পারে, তথাপি আইনের সংজ্ঞানুযায়ী ঐগুলি বর্ত্তমান আইনের আওতার বাহিরে থাকিবে। আরও বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় যে সমস্ত ঋণ গবর্ণমেন্টের বা কোনও সাধারণ প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট তাহা ঋণের সংজ্ঞা হইতে বাদ রাখা হইয়াছে। ষ্টক্‌একচেঞ্জের আদান প্রদান আইনের আওতার বাহিরে রাখিয়া ইউরোপীয়ানদের স্বার্থ বিশেষভাবে সংরক্ষিত করা হইয়াছে। এই সমস্ত বিষয় ধীর ভাবে বিবেচনা করিলে স্পষ্টই অনুভূত হয় যে এই আইনের ব্যবস্থা পরিকল্পনার সময় গবর্ণমেন্ট বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে যাহার প্রদত্ত ঋণ এই আইনের আওতায় পড়িবে তাহার সমূহ ক্ষতি হইবে। তজ্জন্যই বিশেষ ব্যতিক্রম ব্যবস্থা (exceptions) দ্বারা গবর্ণমেন্ট কতকগুলি বিশেষ ব্যাঙ্ক, সমবায় প্রতিষ্ঠান, বীমা প্রতিষ্ঠান, সরকারী প্রতিষ্ঠান ও জনসাধারণের হিতকর প্রতিষ্ঠানাদির সম্পর্কিত দেনা এই আইন হইতে বাদ রাখিয়াছেন। প্রকারান্তরে এই বিশেষ ব্যতিক্রম ব্যবস্থা দ্বারা ইহাই স্বীকৃত হইতেছে যে অন্যের পক্ষে মহাজনী ব্যবসা আর বিশেষ লাভজনক ব্যবসা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। ইহার ফল হইবে যে লাভজনকভাবে ব্যক্তিগত মহাজনী ব্যবসা চলিবে না। তবে গবর্ণমেন্ট যদি ব্যাঙ্কগুলিকে বিশেষ ভাবে বিজ্ঞাপিত করিয়া (Notified) দেন তাহা হইলে ভবিষ্যতে ঐ সমস্ত বিজ্ঞাপিত ব্যাঙ্ক প্রয়োজনবোধে মহাজনী ব্যবসা পরিচালনা করিতে পারেন।

২। বর্ত্তমান ১৯৪০ সালের মহাজনী আইন আমলে আসিবার পর ছয় মাসের অনূর্দ্ধ কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তে যিনি মহাজনী ব্যবসা করিবেন, তাঁহাকে গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত কর্ম্মচারী অর্থাৎ সাব-রেজিষ্ট্রারের নিকট হইতে লাইসেন্স লইতে হইবে, লাইসেন্স ব্যতিরেকে তিনি ব্যবসা করিতে পারিবেন না। তিন বৎসরের জন্য উক্ত লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে এবং তিন বৎসরান্তে উহা নূতন করিয়া নিতে হইবে। সাবরেজিষ্ট্রার তাঁহার [illegible] সমস্ত মহাজনগণের একটি রেজিষ্টার বা তালিকা রাখিবেন। সাবরেজিষ্ট্রারের উপর একজন ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রার ও সমস্ত প্রদেশের জন্য একজন প্রাদেশিক রেজিষ্ট্রার থাকিবেন। যদি কোনও মহাজনের লাইসেন্স না থাকে তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তে যদি তিনি কোনও দাদন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে উক্ত টাকা বাবদ আদালত কোনও ডিগ্রী দিবেন না। অধিকন্তু লাইসেন্স না থাকার দরুণ আদালত লাইসেন্স ফির তিনগুণ পর্য্যন্ত জরিমানা আদায়ের আদেশ দিবেন। লাইসেন্স ফি ১৫৲ টাকা করিয়া দিতে হইবে, অবশ্য গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলে কোন কোন শ্রেণীর মহাজনের জন্য ইহা অপেক্ষা ন্যূনতর লাইসেন্স ফির ব্যবস্থাও করিতে পারেন। লাইসেন্স ফি না থাকার দরুণ যে জরিমানা আদায়ের আদেশ হইবে, তাহা না দিলে আদালত সরাসরি মহাজনের মোকদ্দমা ডিসমিস করিয়া দিবেন। জরিমানার টাকা আদায় হইলে আদালত মোকদ্দমার শুনানী আরম্ভ করিতে পারিবেন। কিন্তু তথাপি লাইসেন্স না থাকিলে ডিক্রী কিছুতেই হইবে না। বর্ত্তমান আইন ১৯৪০ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে আমলে আসিয়াছে। এই লাইসেন্সের বিধান ঐ তারিখ হইতেই বলবৎ হইবে না। এই তারিখের অনূর্দ্ধ ছয়মাস কাল মধ্যে গবর্ণমেন্ট যথারীতি লাইসেন্সের বিধানাবলী বিজ্ঞাপিত করিবেন। ঐ সময়ের

পরে যে সমস্ত ঋণ প্রদত্ত হইবে, তৎসম্পর্কে ঐ সমস্ত বিধান কার্য্যকরী হইবে। সাবরেজিষ্ট্রারের নিকট যে কেহই আইনের সর্ত্তানুযায়ী ব্যবসার জন্য লাইসেন্স চাহিবে তাহাকেই লাইসেন্স দিতে হইবে। তবে যদি কোন ব্যক্তি আইনানুযায়ী লাইসেন্স পাইতে অনুপযোগী বা disqualified বলিয়া বিবেচিত হয় তাহাকে সাবরেজিষ্ট্রার লাইসেন্স দিতে অস্বীকার করিতে পারেন। তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধে যথাক্রমে ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রার ও উপযুক্ত আদালতে অর্থাৎ ডিষ্ট্রিক্ট জজ আদালতে বা হাইকোর্টে আপীল চলিবে। যে মহাজন ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের পরস্বাপহরণ, জবরদস্তি, উৎকোচ গ্রহণ, ডাকাতি ইত্যাদি, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং গুরুতর অপরাধমূলক কার্য্যোদ্দেশ্যে পরের বাড়ীতে অন্যায় প্রবেশ ইত্যাদি অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয়, সে লাইসেন্স পাইতে অনুপযোগী বলিয়া গণ্য হইবে। লক্ষ্য করিবার বিষয় বাংলার সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন মন্ত্রিমণ্ডলী স্ত্রীলোক সম্পর্কিত অপরাধে দণ্ডিত কোন ব্যক্তিকে অনুপযোগী বলিয়া মনে করেন নাই। আর যদি কোনও ব্যক্তি মহাজনী ব্যবসা পরিচালনায় এমন কার্য্য করিয়া থাকে যাহাতে বর্ত্তমান আইনের ব্যবস্থাসমূহ লঙ্ঘিত হয় তবে সেও লাইসেন্স পাইতে অনুপযোগী বলিয়া গণ্য হইবে। অবশ্য এই সমস্ত অনুপযোগিতার কাল সীমাবদ্ধ করা আছে এবং এই সমস্ত বিষয়ে প্রতিকারের জন্য যথারীতি উৰ্দ্ধতন আদালত-সমূহে আপীলের ব্যবস্থাদি আছে। যদি কোনও ব্যক্তি লাইসেন্স রাখিবার অনুপযোগী হইয়াও তাহার কারণ গোপন রাখে, তবে তাহার দণ্ডের ব্যবস্থাও আইনে করা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যায় যে যদি কোনও ব্যক্তি অতঃপর মহাজনী ব্যবসা করিতে ইচ্ছুক হয় তাহা হইলে লাইসেন্স গ্রহণ করা তাহার সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য এবং লাইসেন্স গ্রহণ না করিয়া সে মহাজনী ব্যবসা কিছুতেই করিতে সক্ষম হইবে না। আমাদের মনে হয় লাইসেন্স সম্বন্ধীয় ধারাগুলি আমাদের দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। গবর্ণমেন্টের বিশেষ শাসনাধিকার প্রয়োগ করিবার নিমিত্তই এই ধারাগুলির প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। বস্তুতঃ সুদের হার, ডিক্রীর পরিমাণ ও কিস্তি সম্বন্ধে যে প্রকার ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে দুর্ব্বল খাতকের উপকারার্থে লাইসেন্সের এবম্প্রকার ব্যবস্থার কোনও আবশ্যকতা ছিল বলিয়া আমাদের মনে হয় না। এই সমস্ত অনেক ধারা ইংলণ্ডের ১৯২৭ সালের Money Lender's Act-এর অন্ধ অনুকরণে গৃহীত হইয়াছে। বস্তুতঃ ইংলণ্ডের অবস্থা এদেশে প্রযোজ্য নহে। অনেক দরিদ্র ব্যক্তি এবং নিঃসহায় বিধবা আমাদের দেশে মহাজনী কারবার করেন, তাহাদের পুঁজি হয়ত অতি সামান্য। তাহাদের পক্ষে এত হাঙ্গামা করা সম্ভব হইবে কিনা সন্দেহ। যদিও বা অনেকে বর্ত্তমান আইনের আমলেও মহাজনী ব্যবসা করিতে অগ্রসরোন্মুখ ছিল তথাপি তাহারাও এই লাইসেন্সের বিধানের জন্য পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবেন বলিয়া আমরা মনে করি।

(ক্রমশঃ)

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদে অতিরিক্ত বাজেট আলোচনায় স্যার জিয়াউদ্দিন তাঁহার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, যুদ্ধের সময় কুটীর শিল্পের উন্নতির জন্য উহার প্রতি বিশেষ উৎসাহ দেওয়া গবর্ণমেন্টের কর্ত্তব্য। তিনি দেশরক্ষা বিভাগের বিভিন্ন জিনিষ ক্রয়ে ব্যয় সঙ্কোচের জন্য এবং উক্ত বিভাগের আর্থিক নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিষদের সদস্য লইয়া একটি কমিটি গঠনের দাবী করেন ও বৃহদাকারশিল্পসমূহকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার সুপারিশ করেন।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

দেশীয় ব্যাঙ্কের কৃতকার্য্যতা

সম্প্রতি নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মিঃ কে, এন, দালাল গৌহাটীতে এক চা-পান সভায় বক্তৃতা দান প্রসঙ্গে ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহের কৃতকার্য্যতার উল্লেখ করিয়া উহাদের সমবেত চেষ্টায় দেশের আর্থিক অবস্থার কিরূপ উন্নতি সাধিত হইতে পারে তাহার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, এতদ্দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় এখনও আশানুরূপ প্রসার লাভ করে নাই। এমতাবস্থায় তাঁহার মতে আরও ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। আমাদের দেশে ব্যাঙ্কের সংখ্যা অধিক দাঁড়াইয়াছে ইহা সত্য নহে বলিয়া তিনি মনে করেন। অপর পক্ষে কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কিং প্রথায় ব্যবসা পরিচালনা করিবার পক্ষে আরও ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইতে পারে। পরিশেষে মিঃ দালাল গুদামজাত মালের জামিনে অর্থ দাদনের সার্থকতার বিষয় উল্লেখ করেন।

যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুতে ভারতবর্ষ

বর্ত্তমানে যে নূতন সৈন্যবাহিনী গঠিত হইতেছে তাহাদের প্রয়োজনীয় যুদ্ধোপকরণ সরবরাহে ভারতবর্ষ শীঘ্রই আত্মনির্ভরশীল হইতে সমর্থ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত বিষয়ে ভারতবর্ষে কোন চেষ্টা দেখা যায় নাই। সম্প্রতি এই শ্রেণীর যে সকল জিনিসপত্র প্রস্তুত হইতেছে তাহা আমদানীকৃত শ্রেষ্ঠ জিনিষ অপেক্ষা কোন অংশে খারাপ নহে।

ভারতীয় তুলার কাটতি বৃদ্ধির চেষ্টা

ইউরোপীয় কতিপয় বাজারে ভারতীয় তুলার রপ্তানী বন্ধ হওয়াতে যে সমস্যা দাঁড়াইয়াছে তাহার সমাধানের জন্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীগণ ভারতীয় তুলার নূতন বাজার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একটি রপ্তানী সংঘ গঠনের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত তুলার অন্যবিধ ব্যবহার উদ্ভাবনেরও চেষ্টা করা হইতেছে। তবে যে পরিমাণ তুলা উদ্বৃত্ত দাঁড়াইবার সম্ভাবনা আছে তাহা এই সকল কার্য্যেও সম্পূর্ণ খাটান যাইবে না। অনেকের বিশ্বাস এই যে তুলার রপ্তানী বাণিজ্য যে স্থলে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে সে স্থলে বস্ত্রশিল্পেই যাহাতে অধিক পরিমাণে তুলা ব্যবহৃত হয় সেই দিকেই চেষ্টা করা উচিত। প্রকাশ, ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহ ইউরোপের বহির্দ্দেশীয় স্থানসমূহ হইতে কাপড় প্রেরণের অর্ডার পাইতেছে; কিন্তু ভারতীয় কলসমূহ উক্ত চাহিদা মিটাইবার পক্ষে সমর্থ হইলেও বস্ত্র রপ্তানী আইন উহার পরিপন্থী বলিয়াই বিবেচিত হইবে। তবে ব্যবসায়ীদের দৃঢ় ধারণা এই যে, একটি রপ্তানী সংঘ গঠন করিলে উক্ত সংঘে কাপড়ের রপ্তানী বাণিজ্যের অসুবিধা দূর করিতে এবং দেশের মধ্যে অধিক পরিমাণে ভারতীয় কাপড় ব্যবহার সম্পর্কে জোর প্রচারকার্য্য চালাইতেও সমর্থ হইবে।

বঙ্গীয় ভূমি রাজস্ব কমিশন

বঙ্গীয় ভূমি রাজস্ব কমিশনের সুপারিশসমূহ পরীক্ষা করিবার জন্য বাঙ্গলা সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত স্পেশাল অফিসার তাঁহার রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। প্রকাশ, স্পেশাল অফিসার তাঁহার রিপোর্টে কমিশনের সুপারিশ অপেক্ষা অধিক হারে ক্ষতিপূরণসহ স্বেচ্ছামূলকভাবে জমিদারী ক্রয়ের ব্যবস্থার সুপারিশ করিয়াছেন। কমিশনের প্রস্তাব অনুসারে বাধ্যতামূলক জমিদারী ক্রয়ের অসুবিধাগুলিও তিনি তাঁহার রিপোর্টে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকাশ, রিপোর্ট দাখিল করিবার পূর্ব্বে স্পেশাল অফিসার স্বয়ং জমিদারী কার্য্য সম্পর্কে সকল বিষয় জানিবার জন্য মফঃস্বল কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। স্বেচ্ছামূলক অথবা বাধ্যতামূলক জমিদারী ক্রয়ের পরিকল্পনা সম্পর্কে শাসনতান্ত্রিক সমস্যা থাকায় সম্ভবতঃ বাঙ্গলা সরকার বর্ত্তমান আইন সভায় আমলে এরূপ কোন জমিদারী ক্রয় বিল উত্থাপন করিবেন না।

পাটের পরিবর্ত্তে তুলা ব্যবহারের চেষ্টা

কেন্দ্রীয় পাট কমিটির বুলেটিন হইতে জানা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার সংবাদপত্রসমূহ তুলার থলে ব্যবহার সম্পর্কে পুনরায় প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। আরও প্রকাশ যে, আর্জ্জেন্টিনার তুলা চাষীদের পক্ষে এরূপ একটি আইন প্রণয়নের দাবী করা হইয়াছে যে, দেশস্থ সকল প্রকার জিনিষের জন্য তুলার থলে ব্যবহার বাধ্যতামূলক হইবে। ইহার ফলে নিম্নশ্রেণীর তুলার সদ্ব্যবহার সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যায়। তুলা চাষীদের এই প্রস্তাব গবর্ণমেন্টের বিবেচনাধীন আছে বলিয়া জানা যায়। এতদ্ব্যতীত পেরু এবং দক্ষিণ আমেরিকাতেও পাটের থলের পরিবর্ত্তে অন্য কোন জিনিষের আঁস দ্বারা থলে প্রস্তুতের চেষ্টা চলিতেছে। যুগোশ্লোভিয়ায় সম্প্রতি পাটের থলের অভাব হওয়াতে উক্ত দেশে কাগজের থলের ব্যবহার হয়।

ডাঃ আর, এম, রায়

নিউ ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ডাঃ আর এম রায় সম্প্রতি বীমা বিষয়ে একটি মৌলিক প্রবন্ধ লিখিয়া বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পি, এইচ, ডি, উপাধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধের বিষয় বস্তু ছিল "The History and Development of Life Insurance in India and Studies in the Problems of Life Insurance" পরীক্ষকগণ ডাঃ রায়ের প্রবন্ধের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

ভারতীয় চায়ের প্রচারকার্য্য

ইণ্ডিয়ান টি মার্কেট এক্সপানসন বোর্ডের কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত বৎসর ভারতীয় চায়ের কাটতি বৃদ্ধি সম্বন্ধে প্রচার কার্য্যের জন্ত ৪৯ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা নিয়োজিত হয়। তন্মধ্যে ভারতীয় প্রচারকার্য্যের জন্ত ২০ লক্ষ টাকা এবং আন্তর্জ্জাতিক বোর্ডের মারফৎ বিদেশে প্রচারকার্য্য চালাইবার জন্ত ২৪ লক্ষ ৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়। রপ্তানীর কোটা হ্রাস পাইবার জন্ত বোর্ডের আয় স্বভাবতঃই হ্রাস পায়। গত সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত এই আয় ৪৬ লক্ষ ৫ হাজার টাকা দাঁড়ায়। ১৯৩৯-৪০ সালের বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী ৩ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়ে। আলোচ্য রিপোর্টে ভারতের পল্লী অঞ্চলে প্রচারকার্য্যে সুফল পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানা যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে সহরাঞ্চলে প্রচারকার্য্য চালাইবার জন্ত মোট বরাদ্দকৃত অর্থের মাত্র ৪০ ভাগ ব্যয় হয়। এরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, যে সকল সহরে প্রচারকার্য্যে সুফল দৃষ্ট হইয়াছে বর্ত্তমান বৎসর সেই সকল সহরেই প্রচারকার্য্যে জোর দেওয়া হইবে। তদনুসারে বর্ত্তমান বৎসরের বাজেটে সহরাঞ্চলের জন্ত ১০ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা এবং পল্লী অঞ্চলের জন্ত ৩ লক্ষ ১১ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ চায়ের প্রচারকার্য্যের বিশেষ উপযোগী স্থান বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ভারতীয় প্রচার কার্য্যের জন্ত বর্ত্তমান বৎসরে ২১ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। ১৯৩৯-৪০ সালে বিভিন্ন প্রদেশে চা কাটতির যে হিসাব প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, বোম্বাই প্রদেশে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ ৭২ হাজার পাউণ্ড এবং বাঙ্গলা ও আসামে ২০ কোটি ২ লক্ষ পাউণ্ড চা কাটতি হইয়াছে। সিন্ধু ও মধ্যপ্রদেশের কাটতি অস্বাভাবিক রূপ কম দেখা যায়। অপর পক্ষে বিহার ও যুক্তপ্রদেশে চায়ের কাটতি যেরূপ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল তাহা পায় নাই। তবে বিভিন্ন প্রদেশের হিসাব দৃষ্টে আশা করা যায় যে, জোর প্রচারকার্য্য চালাইলে চায়ের কাটতি বৃদ্ধি পাইবে।

(রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধন)

মনে হয়। বর্ত্তমান সময়ে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিতে চলতি ও স্থায়ী হিসাবে যে পরিমাণ টাকা আমানত রহিয়াছে তাহাতে উপরোক্ত ৪২ ধারা মতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে ৫০ কোটী টাকার মত মজুদ হইবে। এই ৫০ কোটী টাকার জন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে কোন সুদ দিতে হইতেছে না। নূতন আইন অনুসারে উহার কোন অংশই যদি কোন দিন কোন তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ককে কর্জ্জ দিতে না হয় তাহা হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অনায়াসে এই টাকাটা ভারত সরকারকে ধার দিতে পারিবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে যদি তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির প্রয়োজন হইলেই জরিমানা লইয়া উহাদের দেয় টাকা মকুব করিতে হয় তাহা হইলে উক্ত ৫০ কোটী টাকার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ সব সময়েই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে জমা না থাকিয়া তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির হাতে মজুদ থাকিবে। অধিকন্তু বাকী টাকাটাও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে সব সময়ে মজুদ থাকিবে কিনা তাহা অনিশ্চিত থাকিবে। এরূপ অবস্থায় ভারত সরকারকে এই টাকা দ্বারা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষে সাহায্য করা কঠিন হইবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন সংশোধন করিবার জন্ত যে নূতন আইন পরিকল্পিত হইয়াছে তাহা বলবৎ হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিশ্চিন্ত মনে উক্ত ৫০ কোটী টাকা দ্বারা ভারত সরকারের সামরিক ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া দিতে পারিবে।

নূতন আইনের মূলগত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের এই ধারণা কতদূর সত্য তাহা অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝা যাইবে। যদি উহা সত্য হয় তাহা হইলে আমরা বলিব যে কর্ত্তৃপক্ষ আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষার নাম লইয়া তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে বিনা সুদে ৫০ কোটী টাকার সমরঋণ জোগাইতে বাধ্য করিয়াছেন। একটা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এইভাবে পেছন দরজা দিয়া সমরঋণ সংগ্রহ করা একেবারেই প্রশংসার কথা নহে। বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান সময়ে উক্ত দেশের ব্যাঙ্কগুলির নিকট হইতে অনেকটা অনুরূপ ভাবে ট্রেজারী ডিপজিট রিসিট সিষ্টেম নামক এক পন্থায় সমর ব্যয়ের টাকা সংগ্রহ করিতেছেন। ভারতবর্ষে প্রকাশ্যভাবে এই পন্থায় ব্যাঙ্কগুলির নিকট হইতে টাকা সংগ্রহ করিলে গবর্ণমেণ্টের সৎসাহসের পরিচয় পাওয়া যাইত।

মিশরে ভারতীয় কয়লার রপ্তানী

ইউরোপ হইতে মিশরে কয়লার আমদানী বন্ধ কিংবা হ্রাস পাইবার ফলে উক্ত দেশে ভারতীয় কয়লা কাট্‌তির যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা দেখা দিয়াছে বলিয়া জানা যায়। এবং এই দিকে চেষ্টাও চলিতেছে। আলেকজেন্দ্রিয়া-স্থিত ভারত সরকারের ট্রেড কমিশনারের মারফৎ উক্ত দেশের আমদানী-কারকগণকে ভারতীয় কয়লার নমুনা প্রদত্ত হইয়াছে। তবে মিশর গবর্ণমেণ্ট কয়লার মূল্যের যে নিম্ন হার বাঁধিয়া দিয়াছেন এবং কয়লা প্রেরণ ও উহার ভাড়াদি সম্পর্কে যে সকল অসুবিধা রহিয়াছে বর্ত্তমানে ভারতীয় কয়লা রপ্তানীর পক্ষে উহাই প্রধান বিঘ্ন বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। তবে ভারতীয় কয়লার আমদানী বৃদ্ধি করিবার পক্ষে মিশর গবর্ণমেণ্টকে কয়লার মূল্যের হার বৃদ্ধি করিবার সুপারিশ করা হইতেছে বলিয়া জানা যায়।

পাট সমস্যা সমাধানের চেষ্টা

বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক, স্বরাষ্ট্র সচিব স্যার নাজিমুদ্দিন ও অর্থসচিব মিঃ সুরাবর্দ্দী বাঙ্গলার পাট সমস্যা এবং এই সমস্যার সমাধানের জন্য বাঙ্গলা সরকারের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা সম্পর্কে ভারত সরকারের সহিত আলোচনার জন্য সম্প্রতি দিল্লী যাত্রা করিয়াছেন

কার্পাসজাত খৈলের নূতন ব্যবহার

প্রকাশ, মিশর দেশীয় রেলওয়েসমূহে কয়লার সহিত কার্পাসের বীজ হইতে প্রাপ্ত খৈল মিশ্রিত করিয়া ইঞ্জিন চালাইবার চেষ্টা হইতেছে। এই প্রকার খৈলের মূল্য নিউক্যাসল শ্রেণীর কয়লার মূল্যের অর্দ্ধেক পড়িবে বলিয়া জানা যায়।

চলচ্চিত্র শিল্পের সরকারী পরামর্শদাতা

মিঃ আলেকজাণ্ডার শা নামক জনৈক বৃটিশ ফিল্ম ডিরেক্টর সম্প্রতি ভারত সরকার কর্ত্তৃক চলচ্চিত্র শিল্পের পরামর্শদাতা নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের পূর্ণ সার্থকতা বিধানের উদ্দেশ্যেই নাকি ভারত সরকার এই পদের সৃষ্টি করিয়াছেন।

নাই। ফলে দেশের শর্করা শিল্প আজ একটা শোচনীয় সঙ্কট দশায় উপনীত হইয়াছে।

বর্ত্তমান দুর্দ্দশা হইতে দেশের শর্করা শিল্পকে রক্ষা করিতে হইলে উপরোক্তরূপ গলদগুলি সর্ব্বপ্রকারে দূর করিতে হইবে। সেজন্য আমাদের মতে প্রথমেই একটি নিখিল ভারত শর্করা শিল্প নিয়ন্ত্রণ বোর্ড গঠন করা কর্ত্তব্য। এই বোর্ডে সরকারী প্রতিনিধি এবং চিনির কলওয়ালাদের ও আখচাষীদের প্রতিনিধিবর্গ থাকিবেন। উহারা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমতঃ এদেশে নূতন চিনির কল প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কতকগুলি বিধিনিষেধ প্রবর্ত্তন করিবেন। এই বিধিনিষেধের ভিতর দিয়া তাঁহারা যেসব প্রদেশে শর্করা শিল্পের উন্নতির সুযোগ আছে সেইসব প্রদেশে উপযুক্ত সংখ্যক নূতন কল প্রতিষ্ঠার সুবিধা দিবেন। অপর দিকে যে সব প্রদেশে ইতিমধ্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত কল গড়িয়া উঠিয়াছে সেইসব প্রদেশে তাঁহারা নূতন কল স্থাপন একেবারে নিষিদ্ধ করিয়া দিবেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা প্রতি বৎসরের সম্ভবপর চাহিদা অনুযায়ী চিনির কলগুলির উৎপাদন কড়াকড়ি ভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবেন। বিভিন্ন প্রদেশে চিনির চাহিদা বুঝিয়া ঐসব প্রদেশকে তদনুযায়ী কম বেশী পরিমাণে চিনি উৎপাদনের যথাসম্ভব সুযোগ দেওয়া হইবে। যে সব প্রদেশে প্রকৃত সুযোগ সম্ভাবনা সত্ত্বেও নিজস্ব চাহিদা অনুযায়ী চিনি তৈয়ার করিতে পারিতেছে না সেইসব প্রদেশে চিনির উৎপাদন নির্দ্ধারিত পরিমাণ (Quota) অনুযায়ী বাড়াইবার জন্য নানাভাবে সাহায্য ও উৎসাহদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। চিনির উৎপাদন প্রাদেশিক ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রিত করার ফলে যদি বিহার ও যুক্তপ্রদেশের কিছু সংখ্যক কল বন্ধ করিতে কিংবা অন্য প্রদেশে চালান করিতে হয় তবে তাহাতেও দ্বিধা করা চলিবে না। তৃতীয়তঃ চিনির উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশে ইক্ষুর উৎপাদনও প্রয়োজনানুরূপ নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। যেসব প্রদেশে ইক্ষু চাষের সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বর্ত্তমানে ইক্ষুর চাষ বেশীকিছু হইতেছে না সেইসব প্রদেশে নির্দ্ধারিত মাত্রায় চিনির উৎপাদনের সুবিধার জন্য উপযোগী পরিমাণ ইক্ষু চাষে সাহায্য ও উৎসাহ দিতে হইবে। এই প্রণালীতে কার্য্য করা হইলে কেবল যে দেশের চাহিদা অনুযায়ী চিনির উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত হইবে তাহা নহে; ঐ সঙ্গে ভারতীয় শর্করা শিল্পও ভবিষ্যৎ কল্যাণের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত হইবে।

ফেডারেশন অব্ ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স

সম্প্রতি দিল্লীতে ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স এ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীজের কার্য্যকরী সমিতির এক সভায় যুদ্ধোপকরণ সরবরাহ বোর্ড ও ইণ্ডিয়ান ষ্টোর্স ডিপার্টমেণ্টের কার্য্যপ্রণালী এবং ভারতীয় পরিচালিত ষ্টীমারসমূহের গতিবিধি ও সময় তালিকা নিয়ন্ত্রণ করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট যে নোটীশ দিয়াছেন তাহার আলোচনা হয়। সমিতির মতে ইণ্ডিয়ান ষ্টোর্স ডিপার্টমেণ্ট এতাবৎকাল টেণ্ডার গ্রহণ করিয়া জিনিষপত্র ক্রয়ের যে নীতি অনুসরণ করিত যুদ্ধোপকরণ সরবরাহ বোর্ডের পক্ষেও সেই নীতি গ্রহণ করা উচিত। যুদ্ধের নামে উক্ত বিভাগের স্বাধীনতা হরণ করা সম্পর্কে সমিতি তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। ভারতীয়দের পরিচালিত ষ্টীমারসমূহের গতিবিধি এবং সময় তালিকা নিয়ন্ত্রণ করিয়া যে সরকারী বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইয়াছে সমিতি নীতির দিক দিয়া তৎসম্পর্কে আপত্তি জ্ঞাপন করেন।

আগামী ডিসেম্বর মাসে লক্ষ্ণৌএ যে বাণিজ্য সম্মেলন হইবে গবর্ণমেণ্ট তাহাতে ফেডারেশনের একজন প্রতিনিধি প্রেরণের আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। সমিতি লালা পদমপদ সিংহানীয়াকে উক্ত সম্মেলনের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। অতঃপর এইরূপ সম্মেলনের কার্য্যকারিতা সম্পর্কে আলোচনার পর সমিতি ভারতবর্ষে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠার সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণে গবর্ণমেণ্টকে ব্রতী হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া উক্ত সম্মেলনে একটী প্রস্তাব উত্থাপনের সিদ্ধান্ত করেন।
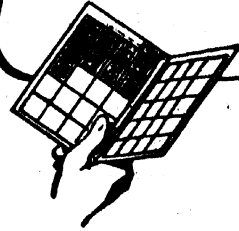
ইংলণ্ডের ব্যবসা বাণিজ্যের গতি

বর্ত্তমানে যুদ্ধরত অবস্থাতেও ইংলণ্ডের ব্যবসাবাণিজ্য ও আর্থিক অবস্থার গতি সম্পর্কে সম্প্রতি এক প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে ইংলণ্ড হইতে যে সকল জিনিষের রপ্তানী ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে তন্মধ্যে কৃত্রিম রেশম অন্যতম। কৃত্রিম রেশমের রপ্তানী ৩ কোটী ৪০ লক্ষ গজ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া উহা ৪ কোটী ৭০ লক্ষ গজ দাঁড়াইয়াছে এবং ভবিষ্যতে উহার রপ্তানী আরও বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইংলণ্ডের বিভিন্ন স্থানে প্রস্তুত কৃত্রিম রেশম একটী প্রধান কেন্দ্রের মারফৎ রপ্তানীর জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বেতার গ্রাহক যন্ত্র প্রস্তুতের ব্যবসাও উন্নতি লাভ করিতেছে। যে সকল দেশে জার্ম্মাণী, ইটালী ও উহাদের অধিকৃত দেশগুলির ব্যবসা বর্ত্তমানে বন্ধ হইয়াছে সেই সকল দেশে ইংলণ্ডে প্রস্তুত বেতার গ্রাহক যন্ত্রের বিক্রয় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

গত আগষ্ট মাসে লৌহ ও ইস্পাত রপ্তানীর মোট মূল্য ২৪ লক্ষ ৩ হাজার পাউণ্ড ছিল। গত সেপ্টেম্বর মাসে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ২৬ লক্ষ ২৯ হাজার পাউণ্ড পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়াছে। গত আগষ্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ড হইতে ৩০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের কলকব্জা রপ্তানী হইয়াছে।

[illegible]

কার্ব্বোলিক এসিড, ক্যালসিয়াম ল্যাকটেট্, ক্লোরোফর্ম্ম প্রভৃতি প্রস্তুতে ভারতবর্ষ যেরূপ অগ্রণী হইয়াছে তাহাতে যে কেবলমাত্র দেশের হাসপাতাল এবং ঔষধালয়সমূহ উহার সরবরাহ পাইতে সক্ষম হইবে তাহা নহে ; পরন্তু ভারতে প্রস্তুত এই সকল রাসায়নিক দ্রব্য সাম্রাজ্যের অপরাপর দেশেও রপ্তানী করা সম্ভব হইবে বলিয়া জানা যায়। এই সকল জিনিষের যে নমুনা প্রেরিত হয় তাহা পরীক্ষায় খুব উচ্চ শ্রেণীর জিনিষ বলিয়াই গণ্য হইয়াছে। বাংলাদেশের একটি রাসায়নিক প্রতিষ্ঠান ক্লোরোফর্ম্ম, এ্যানেস্থেটিক ইথার ও ক্রেশলিক নামক একটি প্রতিষেধক প্রস্তুত করিয়াছে। বহু ভারতীয় প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমানে ঔষধপত্র প্রস্তুতের জন্য পরীক্ষামূলক কার্য্যে ব্যাপৃত আছে। এই সকল জিনিষের নমুনা কলিকাতাস্থ বাইওকেমিক্যাল ষ্ট্যাণ্ডারাইজেসন লেবরেটরীতে পরীক্ষীত হইতেছে।

ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য সমস্যা

প্রকাশ, ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারী স্যার এ্যালান লয়েড অষ্ট্রেলিয়া, প্যালেষ্টাইন ও ব্রহ্মদেশ হইতে আগত ইষ্টার্ণ গ্রুপ কনফারেন্সের সদস্যদের সহিত তাহাদের স্ব স্ব দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করেন। সাম্রাজ্যগত দেশসমূহের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন বিষয়ে বাণিজ্য বিভাগ ইষ্টার্ণগ্রুপ কনফারেন্সে আগত প্রত্যেক দেশীয় প্রতিনিধিদের আলোচনা করিবেন বলিয়া জানা যায়। প্রকাশ, এই সকল আলাপ আলোচনায় যদি মনে হয় যে ঐ সকল দেশে ভারতবর্ষ হইতে প্রতিনিধিত্ব প্রেরণ করিয়া আলাপ আলোচনা করা প্রয়োজন তাহা হইলে এতৎসম্পর্কে ব্যবসা-বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের মতামত গ্রহণ করা হইবে।

বীমা কর্ম্মী সম্মেলন

সম্প্রতি কলিকাতা আলবার্ট হলে বীমাকর্ম্মী সম্মেলনের যে ৬ষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন হয় তাহাতে এজেন্টদের কমিশন সম্পর্কে নূতন বাধানিষেধ আরোপ করিয়া ১৯৩৮ সালের বীমা আইন সংশোধনের যে প্রস্তাব হইতেছে তাহার তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়। সভাপতি মিঃ এ সি সেন বলেন যে, নূতন বিধানে এজেন্টদের শত করা ৪০ টাকা কমিশন নির্দ্ধারিত করাতেই যে অসুবিধা সৃষ্টি হইয়াছে তাহা সর্ব্বজন বিদিত। এমতাবস্থায় এজেন্টদের কমিশন আরও হ্রাস করিলে ভারতীয় জীবন-বীমা ব্যবসায়ের গুরুতর ক্ষতির কারণ হইবে। মিঃ সেন বলেন অল্পকমিশনে ভাল এজেন্ট পাওয়া যাইবে না এবং তাহার ফলে লোকচক্ষে জীবন-বীমার দালালীর কাজ অনেকটা অসম্মানজনক বলিয়া গণ্য হইবার আশঙ্কা আছে।

শিল্প প্রতিষ্ঠা ও গবর্ণমেণ্ট

সম্প্রতি সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর চেয়ারম্যান মিঃ ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ নয়াদিল্লীতে নিউজ পেপার কনফারেন্স উপলক্ষে আগত বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদকগণকে একটি চা-পান সভায় সম্বর্দ্ধনা প্রসঙ্গে ভারতে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত তাঁহার পরিকল্পনা বিবৃত করেন। বিমানপোত ও মোটরগাড়ী নির্ম্মাণ এবং জাহাজ নির্ম্মাণের একটি স্থলী স্থাপনই তাঁহার পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। তিনি এই পরিকল্পনার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া উহা কার্য্যকরী করিবার প্রচেষ্টায় যে সকল বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হইয়াছিলেন তাহার বর্ণনা দিয়া বলেন যে, জাতীয় গবর্ণমেণ্টের অভাব বশতঃই তাঁহাকে এতদূর অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। ভারতের শিল্পোন্নতি সম্পর্কে তিনি ইষ্টার্ণ গ্রুপ কনফারেন্সের ফলাফল সম্বন্ধে অনেকটা আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া বলেন যে, প্রাচ্য ভূখণ্ডস্থিত দেশসমূহের বিভিন্ন জিনিষ সরবরাহের সমস্যা রক্ষার মধ্যে ভারতীয় শিল্পোন্নতি যাহাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয় তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ভিজাগাপট্টমে একটি জাহাজ নির্ম্মাণের স্থলী প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা যে পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে তাহার বর্ণনা দিয়া মিঃ হীরাচাঁদ বলেন যে ভারতে বাণিজ্য জাহাজ নির্ম্মাণের প্রচেষ্টায় যুদ্ধের সাহায্য হইবে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ঐরূপ মনে করেন না। পরিশেষে মিঃ হীরাচাঁদ বলেন যে, এই সকল প্রধান শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সামান্য সুযোগ সুবিধা দিবার নীতি গ্রহণের পরিবর্ত্তে কার্য্যকরী সাহায্য এবং উৎসাহ দান করা উচিত। তিনি বলেন গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি কোন আমেরিকান প্রতিষ্ঠানের নিকট সাঁজোয়া গাড়ী নির্ম্মাণের অর্ডার দিয়াছেন ; অথচ উক্ত প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় মূলধন বা কর্ত্তৃত্ব নাই।

বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের আর্থিক অবস্থা

গত ১৯শে অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে আয়কর হইতে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের ১ কোটী ৯০ লক্ষ পাউণ্ড আয় হইয়াছে। গত বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ মাত্র ২০ লক্ষ পাউণ্ড ছিল। আলোচ্য সপ্তাহে রাজস্ব তহবিলের আয়ের পরিমাণ ২ কোটী ২৭ লক্ষ ৫৩ হাজার ৩৫ পাউণ্ড দৃষ্ট হয়। গত বৎসর এই সময়ে উহার পরিমাণ ২ কোটী ১৩ লক্ষ ২৮ হাজার ২৪৭ পাউণ্ড ছিল। অপরপক্ষে আলোচ্য সপ্তাহে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৭ কোটী ৫৩ লক্ষ ৩৪ হাজার ৯৪৭ পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছে। এক বৎসর পূর্ব্বে উহার পরিমাণ ৩ কোটী ১৭ লক্ষ ১ হাজার ৭৭৫ পাউণ্ড ছিল। আলোচ্য সপ্তাহে আয় অপেক্ষা যে ৫ কোটী ২৫ লক্ষ ৮১ হাজার ৯১২ পাউণ্ড অধিক ব্যয় হইয়াছে তাহা ঋণ গ্রহণ ও অন্যান্য আয় দ্বারা পূরণ করা হইবে।

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিল

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে বাঙ্গলার গবর্ণর ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ক্ষমতা অনুসারে ১৯৩৯ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন বিল সম্পর্কে উভয় আইন সভার নিকট এক বিবৃতি প্রেরণ করিয়াছেন। উক্ত বিলটী বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক গৃহীত হইবার পর লাটের সম্মতির জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। প্রকাশ, লাটের বিবৃতিতে উক্ত বিলের কতিপয় ধারা সম্পর্কে সুপারিশ করা হইয়াছে এবং উক্ত ধারাগুলি উভয় আইন সভাকে বিবেচনার পর সম্পূর্ণ গ্রহণ কিংবা সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আগামী ২৮শে নবেম্বর বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইবে। উক্ত দিবস সভাপতি লাটের বিবৃতি পাঠ করিবেন এবং ২রা ডিসেম্বর তৎসম্পর্কে বিবেচনা করা হইবে। ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনের দিন এখনও স্থির হয় নাই। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ১৯৩৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন বিল সম্পর্কেও গবর্ণর অনুরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন।

সরবরাহ বিভাগের অর্ডার

সম্প্রতি কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি মিঃ এন্ এন্ পুরী ভারত সরকারের অতিরিক্ত বাজেটের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, ভারতবাসীদিগকে সৈন্যবাহিনীর ব্যয় বহনের দায়িত্ব গ্রহণে যখন আহ্বান করা হইয়াছে তখন এই প্রচেষ্টায় তাহাদিগকে অধিক সংখ্যায় গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে সরবরাহ বিভাগের চাবিকাঠি অভারতীয়দের হাতে সমর্পণ করা হইয়াছে। এমতাবস্থায় আমাদের দাবী এই যে, সামরিক বিভাগের জন্য যে বিপুল অর্থ ব্যয় হইতেছে তাহা যাহাতে ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি হইতে পারে এরূপভাবে ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হউক। ভারতীয় মূলধনে, ভারতীয় পরিচালনায় এবং কর্ত্তৃত্বাধীনে যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে তাহা যাহাতে উপকৃত হইতে পারে এরূপভাবে সরবরাহ বিভাগের অর্ডার বণ্টিত হওয়া উচিত।

বিমানপোত নির্ম্মাণে টাটা

বোম্বাইএ একটি বিমানপোত নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টের অনুমতির জন্য কোন এক প্রতিষ্ঠান আবেদন করিয়াছে বলিয়া ইতিপূর্ব্বে একটি সংবাদ প্রদত্ত হইয়াছিল। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, এই পরিকল্পনার উদ্যোক্তা ভারতে সর্ব্বপ্রথম লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের প্রবর্ত্তক মেসার্স টাটা সন্স লিমিটেড। ভারত গবর্ণমেণ্ট টাটা কোম্পানীর প্রস্তাবে অনুকূল মনোভাব প্রদর্শন করিবেন বলিয়াই আশা করা যাইতেছে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মহীশূর রাজ্যে বিমানপোত নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপন সম্পর্কে মিঃ ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদের পরিকল্পনাই এই দিকে প্রথম। মিঃ হীরাচাঁদের পরিকল্পনার কার্য্যকারিতা এবং অগ্রগতির উপর টাটা কোম্পানীর বর্ত্তমান পরিকল্পনা অনেকাংশে নির্ভর করিবে বলিয়া জানা যায়।

পুস্তক পরিচয়

জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী জর্ণেল—বার্ষিক সংখ্যা (সেপ্টেম্বর ১৯৪০ সাল) মিঃ জে এন লাহিড়ী সম্পাদিত। এই সংখ্যার দাম আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—রমেশ কমার্শিয়াল বিল্ডিংস, ক্লাইভ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

আমরা জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীজ জর্ণেল নামক ইংরাজী মাসিক পত্রের বার্ষিক সংখ্যাটি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। বর্ত্তমান সংখ্যাটি অর্থনীতি বিষয়ক নানা পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনায় সমৃদ্ধ। এই সংখ্যায় ভারতে অর্থনৈতিক অবস্থার গতি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া উহাতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বিভিন্ন বিষয়ে উপাদেয় প্রবন্ধসমূহ লিখিয়াছেন—ডাঃ নরগোপাল দাস—মধ্যবিত্তের বেকার সমস্যা, মিঃ অমৃতলাল ওঝা—বর্ত্তমান যুদ্ধ ও কয়লা শিল্প, মিঃ ডি, ঘোষ, এম-এ—যুদ্ধকালীন অবস্থায় মূলধন খাটাইবার সুযোগ, মিঃ বি সি কুণ্ডু এম-এ—পাট সমস্যা ও তাহার সমাধান, মিঃ কে এন দালাল—ছোট ছোট ব্যাঙ্ক—এ সমস্ত ছাড়া নানা বিষয়ে কতকগুলি সুচিন্তিত সম্পাদকীয় রচনাও এই সংখ্যায় স্থান পাইয়াছে। এই সকল প্রবন্ধ পাঠ করিলে পাঠকেরা বিশেষভাবে উপকৃত হইবেন বলিয়া আমাদের ধারণা। সেজন্য আমরা এই সংখ্যাটীর বহুল প্রচার কামনা করি। মিঃ জে এন লাহিড়ী নিপুণতার সহিত এই পত্রটী সম্পাদনা করিয়া আসিতেছেন। সে জন্য তাঁহাকে আমাদের ধন্যবাদ জানাইতেছি।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ন্যাশানেল ফ্লোটিলা কোং লিঃ

জাহাজী ব্যবসায়ে এককালে বাঙ্গলার স্থান খুবই অগ্রগণ্য ছিল। এ দেশের লোকেরা পূর্ব্বে জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে জানিত এবং নিজেদের জাহাজ লইয়া বাঙ্গালী বণিকেরা দেশের নদীপথে ও বাহিরের সমুদ্রপথে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইত। কিন্তু জাহাজী ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর সে কৃতবিদ্যতা এক্ষণে আর নাই। বাঙ্গলাদেশের অভ্যন্তরে বার মাস জাহাজ চলিতে পারে এরূপ নদীপথের দৈর্ঘ্য ১৫ হাজার মাইল। বাঙ্গলার উপকূল হইতে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে ও ব্রহ্মদেশের উপলকূলবর্ত্তী বন্দরে বৎসর বৎসর যে মালপত্রের আদান প্রদান হয় তাহার পরিমাণ বিপুল। তারপর বাঙ্গলার বন্দর সমূহ হইতে ভারতবর্ষের নিকটবর্ত্তী অন্যান্য দেশেও বিপুল পরিমাণ মাল ও বহুসংখ্যক যাত্রী জাহাজযোগে পারাপার হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে কি দেশের অন্তর্বাণিজ্যে, কি উপকূল বাণিজ্যে এবং কি ভারতবর্ষের সহিত অন্য দেশের বাণিজ্যে কোথাও বাঙ্গালীর স্থান নাই। একমাত্র দেশের অভ্যন্তরস্থ নদীপথে ২।১টি বাঙ্গালী কোম্পানীর জাহাজ মালপত্র ও যাত্রী লইয়া যাতায়াত করে। কিন্তু বিদেশী জাহাজ কোম্পানীর তুলনায় তাহার স্থান নগণ্য। জাহাজী ব্যবসায়ে বাঙ্গলার এই পশ্চাৎপদ অবস্থা কাটাইয়া উঠিবার জন্য উদ্যোগী বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি অচিরে ঐ বিষয়ে নিয়োজিত হওয়া প্রয়োজন।

এই অবস্থায় আমরা দেখিয়া বিশেষ সুখী হইলাম যে, চট্টগ্রামের কতিপয় কৃতী ব্যবসায়ীগণের চেষ্টায় বর্ত্তমানে তথায় জাহাজী ব্যবসা চালাইবার জন্য একটি কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। এই কোম্পানীর নাম ন্যাশনেল ফ্লোটিলা কোং লিমিটেড। উহার অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। উহা ১০০ মূল্যের ৩ হাজার প্রেফারেন্স শেয়ার ও ১০ টাকা মূল্যের ৭০ হাজার সাধারণ শেয়ারে বিভক্ত। বর্ত্তমানে ঐ সমস্ত শেয়ার বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইয়াছে এবং কতকাংশ ইতিমধ্যে বিক্রয়ও হইয়াছে। একদিকে চট্টগ্রাম বন্দর হইতে ভারত ও ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন উপকূলবর্ত্তী বন্দর সমূহের সহিত জাহাজে যাত্রী ও মাল বহনের ব্যবসা পরিচালনা ও অপরদিকে বাঙ্গলা ও আসামের নদীপথে যাত্রী ও মাল বহনের ব্যবসা পরিচালনা করা এই কোম্পানীর উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য কার্য্যকরী করার জন্য কোম্পানী ইতিমধ্যেই সকল দিক দিয়া আয়োজন উদ্যোগ সুরু করিয়াছেন। রায় তেজেন্দ্রলাল ঘোষ বাহাদুর (চেয়ারম্যান), মিঃ নিরোদরঞ্জন পাল এম, এ (ম্যানেজিং ডিরেক্টর), মিঃ দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী এবং মিঃ শম্ভুনাথ চৌধুরী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে লইয়া এই কোম্পানীর পরিচালক বোর্ড গঠিত হইয়াছে। এইসব ব্যক্তিবর্গের সকলেই কৃতী ব্যবসায়ী রূপে চট্টগ্রাম ও ব্রহ্মদেশে সুপরিচিত। কোম্পানীর সুপারেন্টেণ্ডিং ডিরেক্টর মিঃ দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী ও মিঃ শম্ভুনাথ চৌধুরীর জাহাজী ব্যবসায়ে কার্য্যকরী অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। মিঃ অবনীপ্রসন্ন দত্ত কোম্পানীর সেক্রেটারীর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। মিঃ দত্ত দীর্ঘকাল জাহাজী ব্যবসায়ের দায়িত্বশীল কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন। এই সকল অভিজ্ঞ ও কৃতী ব্যক্তিদের চেষ্টায় ন্যাশনেল ফ্লোটিলা কোম্পানী সকল দিক দিয়াই প্রকৃত অগ্রগতি দেখাইতে সমর্থ হইবে বলিয়াই আমাদের ধারণা। চট্টগ্রাম প্রাচীনযুগে বাঙ্গলার জাহাজী ব্যবসায়ের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল। বর্ত্তমান কোম্পানীর চেষ্টায় এতদিন পরে চট্টগ্রামের সে লুপ্ত গৌরব ফিরিয়া আসিলে দেশবাসী মাত্রেই তাহাতে আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই। দেশের সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিগণ এই কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিয়া উহার কার্য্যে উৎসাহ দান করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। চট্টগ্রাম সহরের ষ্ট্রাণ্ড রোডে এই কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড আফিস অবস্থিত।

দাস ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১১ই নবেম্বর লিণ্ডসে ষ্ট্রীটে দাস ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটি শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ্ এক্সিকিউটীভ অফিসর মিঃ জে সি মুখার্জ্জি এই শাখা আফিসটির উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। বর্ত্তমান ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত আলামোহন দাস এই সভায় একটি সময়োচিত বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন, এদেশে দাস ব্যাঙ্কের মত ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্কের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের পতনের পর প্রথমে তাঁহার মনে একটী ভাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের আকাঙ্খা জাগ্রত হয়। বর্ত্তমান দাস ব্যাঙ্কটী মাত্র

১ বৎসর পূর্ব্বে সাধারণের নিকট পরিচিত হইয়াছে সত্য কিন্তু উহা অনেক পূর্ব্ব হইতেই কার্য্যে নিয়োজিত আছে। পরিশেষে এদেশে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি কল্পে শ্রীযুক্ত দাস ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সমুচিত প্রসার সাধনের দিকে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

মিঃ জে সি মুখার্জ্জি তাঁহার বক্তৃতায় কর্ম্মবীর আলামোহন দাসের কৃতকার্য্যতার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন শ্রীযুক্ত দাস তাঁহার একনিষ্ঠ সাধনা দ্বারা অনেক বড় বড় জিনিষ গড়িয়া তুলিতেছেন। এ বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টান্ত দেশের লোকদের পক্ষে সর্ব্বথা অনুকরণের যোগ্য। মিঃ জে সি দাস, অধ্যাপক বি ব্যানার্জ্জি এবং শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী প্রমুখ বক্তাগণ সভায় বক্তৃতা করেন।

গোয়ালিয়র সুগার কোং লিঃ

গোয়ালিয়র রাজ্যে একটি উন্নত ধরণের চিনির কল প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প নিয়া সম্প্রতি গোয়ালিয়র সুগার কোং লিঃ নামে একটি নূতন কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। এই কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা। উহা ১০০ টাকা মূল্যের ১২ হাজার ৫০০ সাধারণ শেয়ার ও ১২ হাজার ৫০০ প্রেফারেন্স শেয়ারে বিভক্ত (প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর বার্ষিক দেয় সুদ শতকরা ৭ টাকা)। স্যার হোমি মেহতা, স্যার মানুভাই এন মেহতা, স্যার বিকাভাই প্রেমর্চাদ, মিঃ এস পি রাজা গোপালাচারী, মিঃ সি এম গ্র্যান্ট গোভান, শেঠ রমণলাল লালুভাই, মিঃ সি ই এম জন্স, সর্দ্দার এম আর ফালকে ও মিঃ এ এফ টি ক্যামব্রিজ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি ও কৃতী ব্যবসায়ীদিগকে নিয়া এই কোম্পানীর পরিচালক বোর্ড গঠিত হইয়াছে।

বর্ত্তমানে কোম্পানী একটি ভারতীয় চিনির কলের যন্ত্রপাতি কিনিয়া লইয়া তাহা দ্বারা কাজ আরম্ভ করা সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা চালাইতেছেন। ঐ কলটিতে প্রতি দিনে ৫০০ হইতে ৭০০ টন পরিমাণ ইক্ষু নিষ্পেষণের কাজ চলে। কোম্পানী তাহাদের চিনির কল প্রতিষ্ঠার জন্য গোয়ালিয়র রাজ্যস্থিত দেব্রা নামক স্থান নির্ব্বাচন করিয়াছেন। উহা গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ের উপর অবস্থিত। কোম্পানীর যে ২৫ লক্ষ টাকার শেয়ার উপস্থিত করিয়াছেন তাহার মধ্যে গোয়ালিয়র গবর্ণমেণ্ট, কোম্পানীর বর্ত্তমান ডিরেক্টরগণ এবং ডিরেক্টরদের বন্ধুবান্ধবগণ ১৯ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকার শেয়ার ক্রয় করিয়াছেন। বাকী শেয়ার এখন সর্ব্বসাধারণের নিকট বিক্রয় করা হইতেছে।

গোয়ালিয়র রাজ্যে চিনির কল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা সম্বন্ধে স্বাভাবিক সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে। তাহার উপর বর্ত্তমান কোম্পানী বেশী মূলধন নিয়া যেরূপ সুসম্বদ্ধভাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন তাহাতে এই কোম্পানীর কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে আমরা খুবই আশা করিতে পারি। গোয়ালিয়র রাজ্যের গবর্ণমেণ্ট এই কোম্পানীটিকে নানাভাবে সাহায্য করিতেছেন এবং ভবিষ্যতেও করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। কারখানা তৈয়ারের জন্য গোয়ালিয়র গবর্ণমেণ্ট এই কোম্পানীকে ১২০ একর পরিমাণ জমি ইজারা দিয়াছেন। আপাততঃ ৩০ বৎসরের জন্য জমি ইজারা দেওয়া হইয়াছে। ভবিষ্যতে কোম্পানী নূতন করিয়া আরও বেশী দিনের জন্য ইজারা লইতে পারিবে। 'সিন্ধিয়া হাউস' নয়া দিল্লীতে ঐ কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড আফিস অবস্থিত।

বেঙ্গল পেপার মিল কোং লিঃ

সম্প্রতি বেঙ্গল পেপার মিল কোম্পানীর গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের যে কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য সময়ে বিভিন্ন দিকের খরচপত্র মিটাইয়া ও মূল্যাপকর্ষ বাবদ অর্থ নিয়োগ করিয়া কোম্পানীর শেষ পর্য্যন্ত ৪ লক্ষ ১৬ হাজার ৬৭৮ টাকা লাভ দাঁড়ায়। উহার সহিত পূর্ব্ব ছয় মাসের উদ্বৃত্ত ৩১ হাজার ৭৭২ টাকা যোগ করিয়া মোট লাভের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪ লক্ষ ৪৮ হাজার ৪৫০ টাকা। কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ ঐ টাকা নিম্নরূপ- ভাবে বণ্টন করা স্থির করিয়াছেন। ভারতীয় কর্ম্মচারীদের পেন্সন ও গ্র্যাচুইটী বাবদ ৮২ হাজার ৩৭২ টাকা। কারখানার সংস্কার ও উন্নতি বাবদ ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। সাধারণ প্রেফারেন্স শেয়ারের লভ্যাংশ বাবদ ৭ হাজার টাকা। ঐ প্রেফারেন্স শেয়ারের জন্য ১০ হাজার টাকা সাধারণ শেয়ারের শতকরা ২৫ টাকা হারে লভ্যাংশ বাবদ ১ লক্ষ ১২ হাজার ৫০০ টাকা।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

শ্রীবিহারজী মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কেদারনাথ ধনধনিয়া। অনুমোদিত মূলধন ২০ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ১৩৬নং কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ওয়ালদীজ্ ইণ্ডাষ্ট্রীজ্ লিঃ—ডিরেক্টর—টী, এস, ম্যাডষ্টোন। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীবজরঙ্গ ইলেক্ট্রীক্ ষ্টীল কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ মুরারীলাল চারিয়া। অনুমোদিত মূলধন—৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—২১ বি ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ধনধনিয়া সা, এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ বংশীধর ধনধনিয়া। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—১৩৬ নং কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

[illegible]

আরও নূতন ট্যাক্সের সম্ভাবনা

সম্প্রতি ভারত সরকারের অর্থ সচিব যে নূতন ট্যাক্সের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন তৎসম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া বোম্বাইয়ের 'কমার্স' পত্র গত ৯ই নবেম্বর তারিখের সংখ্যায় লিখিতেছেন—ভারতে নূতন ট্যাক্সভার বৃদ্ধির কার্য্য এইখানেই শেষ হইবে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না। ভারতে সামরিক ব্যয়ের মাত্রা দিন দিনই বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। এইরূপ ধরণের ক্রম বর্দ্ধিত খরচপত্র মিটাইবার জন্য নূতন ট্যাক্স বসাইবারও প্রয়োজন হইবে। আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে যখন ১৯৪১-৪২ সালের সরকারী বাজেট পেশ করা হইবে তখন সুপরিকল্পিত ধরণের নূতন নূতন ট্যাক্সও হয়ত প্রবর্ত্তিত হইবে। ভারত সরকারের অর্থসচিব সম্প্রতি যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাতে সেইরূপ একটি আভাষ খুবই সুস্পষ্ট। তিনি বলিয়াছেন "অতিরিক্ত রাজস্বের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বর্ত্তমানে ৬ কোটি টাকা পরিমাণে নূতন ট্যাক্স আদায়ের ব্যবস্থা হইতেছে। অধিকতর কোন ট্যাক্স বসাইবার কার্য্য আমি আপাততঃ বন্ধ রাখিতেছি। আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে নূতন বাজেট উপস্থিত করিবার সময় আমরা আমাদের আর্থিক অবস্থা ভালরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিবার সুবিধা পাইব। আর তখন ট্যাক্সের ব্যবস্থা সম্বন্ধেও আমরা আমাদের যথাকর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিব।" তারপর তিনি বলিয়াছেন "আমার মনে হয় এদেশের লোকের উপর আমরা যে নূতন ট্যাক্সভার চাপাইয়াছি তাহা বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনায় অত্যধিক নহে। তাহা ছাড়া বর্ত্তমানে সাধারণকে যেটুকু পরিমাণে ত্যাগ স্বীকার করিতে বলা হইয়াছে তাহা চরম ও শেষ বলিয়া উল্লেখ করা যায় না। নাৎসী বর্ব্বরতাকে খর্ব্ব করিয়া সভ্যতার ধ্বজা উড্ডীন রাখিবার ব্যাপারে যদি প্রকৃত গৌরবের অংশ লাভ করিতে হয় তবে ভারতবাসীকে আরও বেশী পরিমাণে স্বার্থত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।" অর্থসচিবের উপরোক্ত মন্তব্যে ভারতবর্ষে আরও নূতন ট্যাক্স বসাইবার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। সেদিক দিয়া ভারতবাসীকে আগামী বৎসরের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

সমরাতঙ্ক ও বীমা ব্যবসায়

গত কার্ত্তিক সংখ্যায় একটী সম্পাদকীয় নিবন্ধে 'জীবন বীমা' পত্র লিখিতেছেন :—যে সকল ভুয়া যুক্তির উপর ভিত্তি করিয়া বীমাকারী সাধারণের মনে ভারতীয় বীমা কোম্পানীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধোঁকার সৃষ্টি করা হয় তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইতেছে এই যে, যেহেতু ১৯৩৮ সালের বীমা আইন অনুযায়ী ভারতীয় বীমা কোম্পানী-গুলিকে তাহাদের তহবিলের শতকরা অন্ততঃ ৫৫ ভাগ গবর্ণমেণ্ট বা "অনুমোদিত সিকিউরিটিতে" লগ্নী করিতে হইতেছে এবং যেহেতু যুদ্ধের ফলে সিকিউরিটির মূল্য হ্রাস হইয়াছে, এবং আরও হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে সেই হেতু এই সব ভারতীয় কোম্পানীগুলির আর্থিক বনিয়াদ শ্লথ হইয়া পড়িবে এবং তাহাদের ভবিষ্যৎ ঘোর সঙ্কটসঙ্কুল হইয়া দাঁড়াইবে। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, ৫৫% ভাগ পরিমাণে গবর্ণমেণ্ট বা অনুমোদিত সিকিউরিটিতে লগ্নী করিতে হইবে একথা ঠিক এবং যুদ্ধের ফলে সিকিউরিটির সাময়িক মূল্য হ্রাস হয় এ কথাও সত্য কিন্তু তাহা হইতেই এই সিদ্ধান্ত করা ঠিক হইবে না যে, ভারতীয় বীমার ঘোর দুর্দ্দিন আসিবে। গত মহাযুদ্ধের সময়ও অনেক বীমা কোম্পানীর তহবিলের ৫৫% অপেক্ষা বেশী গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে লগ্নী ছিল কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা পথে বসে নাই। তার কারণ অনেক কোম্পানীরই সিকিউরিটিসমূহ বাজার দর অপেক্ষা কম মূল্যে ধরিয়া মূল্য নিরূপণ করা হয় এবং পর্য্যাপ্ত রিজার্ভের ব্যবস্থা রাখা হয়। অতএব যুদ্ধের দরুণ সিকিউরিটির মূল্য ঘাটতির ফলে কোম্পানীর তেমন কিছু ব্যতিক্রম ঘটে না, শুধু উদ্বৃত্তের পরিমাণ সামান্য কমিয়া যায় এবং বোনাসের পরিমাণ কিঞ্চিৎ হ্রাস হয়। সিকিউরিটির সাময়িক মূল্য ঘাটতিতে বীমা কোম্পানীর কোনরূপ স্থায়ী ক্ষতির কারণ ঘটে না, কারণ বীমা কোম্পানীগুলির বীমার চুক্তি ১৫।১৬।২০ বা তদূর্দ্ধ সময়ের জন্যই থাকে এবং ইতিমধ্যে যুদ্ধ অবসানে সিকিউরিটির বাজার দরও পুরাতন স্তরে ফিরিয়া আসে, এমন কি বাড়িয়া যায়। আর যুদ্ধ চলিবার সময়ে যে সকল সিকিউরিটির মেয়াদ পূরণ হয় সেগুলির বিজ্ঞাপিত মূল্য (Face value) কোম্পানী পুরাপুরিই পায়। অতএব দেখা যাইতেছে আতঙ্ক প্রচারকগণের যুক্তির কোন ভিত্তি নাই।

শিল্পোন্নতি বনাম কংগ্রেসী নীতিবাদ

'ইণ্ডিয়ান ফিনান্স' পত্রের গত ৯ই নবেম্বর তারিখের সংখ্যায় 'ইভসড্রপার' লিখিতেছেন :—কংগ্রেস নেতাদের ভিতর অনেকেরই ধারণা এই যে, ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশ যে শিল্পোন্নতির বড়াই করিয়া থাকে ভারতবর্ষে সেরূপ শিল্পোন্নতির প্রয়োজনীয়তা নাই। কিন্তু উহা নিতান্ত কল্পনা বিলাস ভিন্ন আর কিছু নহে। কংগ্রেস নেতাদের অনেকেই অর্থনীতি বিষয়ে প্রয়োজনানুরূপ চিন্তা ভাবনা না করিয়া অনাড়ম্বর সাদাসিধা জীবন যাত্রার যে প্রশংসা করিয়া থাকেন তাহা বর্ত্তমান অবস্থায় অর্থহীন বলা যাইতে পারে। অর্থনীতি একটি বাস্তব বিজ্ঞান। উহাতে ভাবপ্রবণতার স্থান নাই। আধুনিক যুগে মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্যে বহুপ্রকার আনন্দোপকরণ সৃষ্টি করিতেছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে নিজেদের কর্ম্মশক্তি বাড়াইয়া তাহারা জিনিষপত্রের উৎপাদন অনেকগুণ বৃদ্ধি করিয়াছে। যদিও অভাব অনটনের চিরন্তন চক্রব্যূহ হইতে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় নাই তথাপি আহার বিহার ও ভোগ বিলাসের এই সব বর্দ্ধিত উপকরণকে অগ্রাহ্য করায় কোন সার্থকতা নাই। যে [illegible]বাদ লোককে তাহা করিতে পরামর্শ দেয় তাহা এ যুগে উপযোগী নহে। প্রা[illegible] অনাড়ম্বর ও সাদা-সিধা জীবনযাত্রার প্রশংসা করিতেন যেহেতু তখনকার দিনে বেশী উৎ[illegible] ও বেশী ভোগ বিলাসের সুবিধা ছিল না। কালক্রমে উৎপাদন [illegible] বৃদ্ধি পাইলে তখনও লোকেরা অল্পেই সন্তুষ্ট থাকিবে এবং কম আহার বিহারেই নিজেদের জীবনযাত্রার মান সীমাবদ্ধ রাখিবে এরূপ কোন নির্দ্দেশ দেওয়ার উদ্দেশ্য তাঁহাদের ছিল না। পূর্ব্বে যখন প্রাচুর্য্য ভোগের সুবিধা ছিল না তখন সাধারণকে অভাবের তাড়না হইতে ভুলাইয়া রাখিবার [illegible] অনাড়ম্বর জীবন যাত্রার আদর্শ প্রচারের সার্থকতা ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে শিল্পের প্রসার সাধন করিয়া আমরা যেখানে জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিতে পারি সেখানে ঐরূপ আদর্শবাদের কোন সার্থকতা নাই।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১৫ই নবেম্বর

বিনিময় বাজারে দীর্ঘকাল যাবৎ একটা মন্দার ভাব লক্ষিত হইতেছে। বাজারে রপ্তানী বিলের অভাবই সেই মন্দার কারণ। একদিকে বিদেশ হইতে বিভিন্ন পণ্যের দাবী দাওয়া কম থাকায় এবং অপর দিকে বিদেশে মাল প্রেরণের উপযুক্ত জাহাজের অভাব হওয়ায় রপ্তানী বাণিজ্য কতকটা খর্ব্ব হইয়াছে। ফলে রপ্তানী বিলের পরিমাণও কম দাঁড়াইতেছে। যাহা হউক, নানা কারণে এখন হইতে বিনিময় বাজারের কাজ কারবার কিছু বৃদ্ধি পাওয়ার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন সমাপ্ত হইয়াছে। আর ঐ নির্ব্বাচনের ফল দৃষ্টে আমেরিকার ব্যবসায়ী মহলে নূতন উৎসাহ তৎপরতার ভাব সৃষ্ট হইয়াছে। সেখানের শেয়ার বাজারে ও পণ্যমূল্যের বাজারে ইতিমধ্যেই দাম কিছু চড়িয়াছে। গত কয়েক মাস আমেরিকা হইতে চট ও থলের জন্য বিশেষ কোন অর্ডার পাওয়া যায় নাই। এক্ষণে আমেরিকা হইতে কিছু বেশী পরিমাণ অর্ডার আসিবার নমুনা দেখা যাইতেছে। আর তাহার ফলে বিনিময় বাজারের কাজকারবারও কিছু বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে হইতেছে।

কলিকাতার টাকার বাজারে এ সপ্তাহে ব্যাঙ্কগুলি অল্প মিয়াদি স্থায়ী আমানত গ্রহণে অধিকতর আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বাজারে কল টাকার (দাবী মাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণ) বার্ষিক শতকরা সুদের হার শতকরা আট আনা হারেই বলবৎ ছিল। আর বাজারে ঋণ গ্রহীতার তুলনায় ঋণ প্রদাতার সংখ্যাই অধিক ছিল।

ট্রেজারী বিল বাবদ আবেদনের পরিমাণ দিন দিন হ্রাস পাইতেছে এবং তাহার ফলে কর্ত্তৃপক্ষও ট্রেজারী বিলের সুদের হার ক্রমেই বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইতেছেন। গত ১২ই নবেম্বর ৩ মাসের মিয়াদী মোট ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়ায় [illegible] ৫০ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ছিল ৩ কোটী ৮২ লক্ষ টাকা। এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৷৩ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমস্ত আবেদন ও [illegible] আনা দরের শতকরা ৯৫ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। এ সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার নির্দ্ধারিত হইয়াছে ৸৶১১ পাই। গত কয়েক মাস ট্রেজারী বিলের সুদের হার ৷৵০ আনা হইতে ৷৶০ আনার কাছাকাছি ছিল। গত সপ্তাহে তাহা বাড়িয়া ৸৬ পাই হয়। এ সপ্তাহে তাহা আরও চড়িয়া ৸৶১১ পাই পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে। উহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, টাকার ব্যবসায়িক প্রয়োজন বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে দেশে টাকার টান পড়িবে বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ আশঙ্কা করিতেছেন। আর সে কারণে ট্রেজারী বিলের আবেদন কম পাওয়া যাইবে মনে করিয়া তাহারা ট্রেজারী বিলের সুদের হারও বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছেন।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ৮ই নবেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২২০ কোটী ৭৫ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ২২০ কোটী ১৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ছিল। পূর্ব্ব সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ৪ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছিল। এ সপ্তাহে দেওয়া হইয়াছে ৩ কোটী ৫৭ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ছিল ৪১ কোটী ১২ লক্ষ টাকা। এ সপ্তাহে তাহা দাঁড়াইয়াছে ৪২ কোটী ৩ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্টের আমানতের পরিমাণ ছিল ৪৯ কোটী ৫৮ লক্ষ টাকা ও ১৫ কোটী ৭৮ লক্ষ টাকা। এ সপ্তাহে তাহা দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ৪৮ কোটী ৫৩ লক্ষ টাকা ও ১৫ কেটা ৫৯ লক্ষ টাকা।

অত্র বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ আছে :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১শি ৫৩১/৩২পে
ঐ দর্শনী	"	১শি ৫৩১/৩২পে
ডি এ ৩ মাস	"	১শি ৬১/৩২পে
ডি এ ৪ মাস	"	১শি ৬১/১৬পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩৩৷০
ইয়েন	(প্রতি ১০০ ইয়েনে)	৮১৷০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা ১৩ই নবেম্বর

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারের অবস্থা সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে। গত ১১ই নবেম্বর বাজার খুলিবার সঙ্গে বাজারে কাজ কারবারের পরিমাণ বাড়িয়া যাইতে থাকে। অনেক বিভাগে শেয়ারের দামও কম বেশী পরিমাণে চড়িয়া উঠে। জৈন পর্ব্ব উপলক্ষে এ সপ্তাহের শেষ দিকে তুই দিন বাজার বন্ধ ছিল। নতুবা বাজারের অবস্থা আরও বেশী তেজী হইয়া উঠিত বলিয়াই মনে হইতেছে। এ সপ্তাহে যে সব কারণে বাজারের উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে তন্মধ্যে আমেরিকার বাজারের উৎসাহব্যঞ্জক গতিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মিঃ রুজভেল্ট তৃতীয়বার সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়ার ফলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ী মহলে এক নব প্রেরণা সঞ্চারিত হইয়াছে। তাহার উপর যুক্তরাষ্ট্র সরকার সমরায়োজনের জন্য নূতন ব্যয় বরাদ্দ করায় সেদিক দিয়া ব্যবসা বাণিজ্যের কোন কোন ক্ষেত্রে সমূহ অগ্রগতির সূচনা দেখা যাইতেছে। ফলে নিউইয়র্ক শেয়ার বাজারে শেয়ারের বেচাকিনা বাড়িয়া গিয়াছে। সাধারণভাবে পণ্য মূল্যের দামও চড়া দেখা যাইতেছে। আমেরিকার বাজার সম্পর্কে এইরূপ উৎসাহব্যঞ্জক খবর প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে এ সপ্তাহে বোম্বাই ও কলিকাতার বাজারে বেশ একটু কার্য্য-তৎপরতার ভাব স্পষ্ট হইয়াছে। কলিকাতার বাজারে পাটকল, কয়লার খনি ও ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে এ সপ্তাহে অপেক্ষাকৃত বেশী শেয়ারের ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। শেয়ারের মূল্যও অনেক ক্ষেত্রে পূর্ব্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কোম্পানীর কাগজ

কোম্পানীর কাগজ বিভাগে এ সপ্তাহে অন্যান্য বিভাগের মত তত বেশী কাজ কারবার হয় নাই। তবে দাম মোটামুটি স্থির আছে। ৩৷৷০ সুদের কোম্পানীর কাগজ এ সপ্তাহে ৯২৷৷৵০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। অন্যান্য দিকে দাম গত ১৩ই নবেম্বর নিম্নরূপ ছিল:—৩৷৷০সুদের (১৯৪৭-৫০) ঋণ ১০২৷০ আনা, ৪ টাকা সুদের (১৯৬০-৭০) ঋণ ১০৭৷৷০ আনা, ৫ টাকা সুদের (১৯৪৫-৫৫) ঋণ ১১২৷৷/০ আনা ও ৩ টাকা সুদের ইউ পি বণ্ড (১৯৫২) ৯৪৷৷/০ আনা।

কয়লার খনি

এ সপ্তাহে কয়লার খনি বিভাগে বিভিন্ন শেয়ারের জন্য ভালরূপ দাবী দাওয়া লক্ষিত হইয়াছিল। সরকারী রেলওয়ে কোম্পানী সমূহকে কয়লা সরবরাহ করিবার ব্যাপারে এবার কয়লা কোম্পানীসমূহ সুবিধাজনক সর্ত্ত আদায় করিতে পারিবে বলিয়া বাজারে একটা ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। আর সেজন্য কয়লার কোম্পানীর শেয়ারের উপর লোকের আস্থাও বাড়িয়া গিয়াছে। গত ১৩ই নবেম্বর বাজারে বেঙ্গল ৩৬০ টাকা ও ইকুইটেবল ৩৬৮/০ আনা ছিল।

পাটকল

থলে ও চটের দাম বৃদ্ধির সঙ্গে এ সপ্তাহে পাটকলের শেয়ার বিভাগে একটা উৎসাহ উদ্যম লক্ষিত হইয়াছিল। গত ১৩ই নবেম্বর বাজারে আদমজী ১৯৷৷/০ আনা, আগরপাড়া ২৩৷০ আনা, এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ৩০৯ টাকা, গৌরীপুর ৬৬০৷৷০ আনা, হাওড়া ৪৯৷৵০ আনা, কামার হাটী ৪৫২৷০ আনা ও প্রেসিডেন্সী ৪৷/০ আনা দাঁড়াইয়াছিল।

বিবিধ

বিবিধ কোম্পানীগুলির মধ্যে ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানীসমূহের শেয়ার মূল্য এ সপ্তাহে চড়া দেখা গিয়াছে। গত ১৩ই নবেম্বর ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ারের দাম ২৯৮/০ আনা ও ষ্টীল কর্পোরেশনের শেয়ারের দাম ১৭৷৷৶০ আনার দাঁড়াইয়াছিল।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার ও কোম্পানীর কাগজের নিম্নরূপ বিকিকিনি হয়।

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ১১ই নবেম্বর—৯১৷৶০; ১২ই—৯১৷৷৵০ ১৩ই—৯১৷৷৵০ ৯১৸০। ৩৷৷০ সুদের কোম্পানীর কাগজ—১১ই—৯২৵০ ৯২৷৵০ ৯২৲ ৯২৵০ ৯২৶০; ১২ই—৯২৵০ ৯/০ ৯২৷৵০ ৯২৷৶০; ১৩ই—৯২৷৵০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ১১ই—১০৬৷৷০ ১০৬৸৵০ ১০৭৵০ ১০৬৷৶০ ১০৭/০; ১২ই—১০৬৷৷০; ১৩ই—১০৭৵০। ৪৷৷০ সুদের ঋণ (১৯৫৫-৬০) ১১ই—১১১৷৷০। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ১১ই—১১২৷০ ১১২৷৵০ ১১২৷৷০। ২৸০ সুদের ঋণ (১৯৪৮-৫২)। ১২ই—৯৫৸৵০; ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৪১) ১২ই—১০১৷৵০; ৩৷৷০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ১৩ই—১০২৶০ ১০২৷০।

ব্যাঙ্ক

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক—১১ই—১০২৲ ১০৩৲ ১০২৷৷০; ১২ই—১০২৷০ ১০৩৷৷০; ১৩ই—১০২৷৷০ ১০৩৷৷০।

কাপড়ের কল

কানপুর টেক্সটাইল—১১ই—৬৵০ ৬৷৵০; ১২ই—৬৲ ৬৷০; ১৩ই—৫৸৵০; নিউ ভিক্টোরিয়া—১১ই—(অর্ডি) ১৷৷৵০ ১৸০ ১৷৷৶০ ১৸/০; (প্রেফ) ৫৷০ ৫৷/০; ১২ই—১৷৷৶০ ১৸/০ ১৷৷৵০ ১৸/০; ১৩ই—১৸০ ১৷৷/০ ১৷৷৵০; কেশোরাম—১২ই—৫৷৷৵০ (প্রেফ) ১২১৲; ১৩ই—৫৷৷৶০ ৫৸৶০ প্রেস) ১২২৲, ১২৩, বাসন্তী—১৩ই—৩৷০।

রেলপথ

ফতোয়া—ইসলামপুর—১২ই—৮৬৲ ৮৭৲।

কয়লার খনি

এ্যামালগামেটেড- ১২ই—২৭।০ ২৬৸০ ২৭৲ ; বেঙ্গল—১১ই—৩৫২৲ ; ১২ই—৩৫২৲ ৩৫৮৲ ৩৫৬৲ ; ১৩ই—৩৫৮॥০ ৩৬০৲ ; বড় ধেমো—১২ই ৪॥৶০ ৪৸/০ ; ১৩ই—৪৸০ ৪৸৶০ ; ভালগোরা—১১ই—৪৸৶০ ৫৲ ; ১২ই—৫৲ ৫।০ ; ১৩ই—৫৲ ৫।০ ; বোকারো ও রামগড়—১১ই—১৫৲ ; ১২ই—১৪॥০ ; বরাকর—১১ই—১৩॥০ ; সেণ্ট্রাল কুর্কেন্দ—১১ই—১৪৵০ ১৪॥০ ১৪৸০ ১৪৸৵০ ; ১২ই—১৫৲ ১৫।০ ; ১৩ই—১৫৲ ১৫৵০ ; চুরুলিয়া —১১ই—১॥৵০ ১৸০ ; হরিলাদী—১২ই—১৩৸৶০ ; ধেমো মেইন—১১ই ১৫॥০ ১৫।/০ ১৫॥৵০ ; ১২ই—১৫।৵০ ১৫॥৵০ ১৫।/০ ; ইষ্ট ইণ্ডিয়ান— ১১ই—১৬৲ ; ইকুইটেবল—১১ই—৩৬৲ ৩৬॥০ ৩৬॥৵০ ; ১৩ই—৩৬॥/০ ৩৬৸/০ ; খুসিক ও মুশ্লিয়া—১১ই—৪৲ ৪৵০ ৪।০ ; ১৩ই—৪॥/০ ৪৸/০ ; জয়ন্তী সেণ্ট্রাল—১১ই—১॥৵০ ১৸৶০ ; ১২ই—১৸০ ১৸৶০ ; কাট্রাস ঝরিয়া—১১ই—২৭।০ ২৭॥০ ; ১২ই—২৭।০ ২৮৲ ; ১৩ই—২৭৸৵০ ২৮।০ ; মুগুলপুর ১১ই—৯৸০ ১০৲ ; ১২ই—৯৸০ ৯৸/০ ১০।০ ; নর্থ দামুদা—১১ই ৫৵০ ; ১২ই—৫৵০ ৫॥০ ; ১৩ই—৫৵০ ৫।৵০ ; পেঞ্চভেলী ১১ই— ৩৩॥৵০ ; ১৩ই—৩৪৲ ; রাণীগঞ্জ—১৩ই—২৪৲ ; সাউথ কারাণপুরা —১১ই ৪৸০ ; ষ্ট্যাণ্ডার্ড—১১ই—২১৲ ২১।০ ; ১২ই—২১৲ ; টালচর ১১ই—১॥৵০ ১॥৶০ ; ১২ই—১॥৵০ ১৸০ ; ওয়েষ্ট জামুরিয়া—১১ই—২৯৸০ ১২ই—২৯॥০ ২৯৸০ ; ১৩ই—২৯৸০ ; সামলা—১৩ই—২৲ ২।০ ২৶০ ;

পাটকল

আদমজী ১১ই—১৯৲ ১৯।০ ; ১২ই—১৯৵০ ১৯৲ ; ১৩ই—১৯।/০ ১৯॥/০ ; আগড়পাড়া—১১ই—২৩৸০ ২৩॥৵০ ; ১২ই—২৩৸০ ২৩।৶০ ; ১৩ই—২৩।০ ; বালী—১২ই—২২৫॥০ ; বিরলা—১১ই—২২৲ ; ১২ই— ২১॥/০ ২১৸/০ ; ১৩ই—২২৸/০ ২৩॥০ ; বঙ্গবজ—১১ই—৩২৩৲ ; ১৩ই —(প্রেফ) ১৬৪৲ ১৬৫৲ ; ক্যালকাটা জুট—১১ই—১৪৲ ; হাওড়া— ১১ই—৪৯৲ ৪৯॥০ ৪৯৸০ ৪৯।৵০ ; ১২ই—৪৯৲ ৪০৸৵০ ৫০৲ ৫০৵০ ৪৯৸০ ; ১৩ই—৪৯৸৵০ ৪৯॥৶০ ৪৯৸৶০ ৪৯॥/০ ৪৯।৵০ । হুকুমচাঁদ—১১ই—৬৸৵০ (প্রেফ) ৯৫৲ ৯৭৲ ; ১২ই—৬৸০ ৭৲ ৭।০ ; ১৩ই—৭।০ (প্রেফ) ৯৯॥০ মেঘনা—১১ই—২৭৸০ ২৯৲ ; ১৩ই—৩১।০ ; কামারহাটী—১২ই—৪৪৬৲ ৪৪৮৲ ; ১৩ই—৪৫২॥০ ; ন্যাশনাল—১১ই—২০৸৵০ ২১।৵০ ১২ই—২১॥০ ২১।৵০ ১৩ই—২১।০ ২১॥০ ; নদীয়া—১১ই—৫৪৲ ৫৬৲ ; ৫৫॥০ ; ১৩ই—[illegible]ডেন্সী—১১ই—৪৵০ ৪।/০ ; [illegible]ই—৪৵০ ১৩ই—৪৵০ ৪।০ ৪।/০ ;

খনি

বর্ম্মা কর্পোরেশন ১১ই—৫৵০ ৫/০ ৫।৶০ ৫৶০ ; ১২ই—৫৵০ ৫।৶০ [illegible]০ ৫৶০ ; ১৩ই—৫৵০ ৫॥০ ৫৶০ ; কনসোলিডেটেড টীন—১১ই—২৸৵০ [illegible] ৩/০ ; ১২ই ২৸৶০ ৩৶০ ; ১৩ই—৩/০; ইণ্ডিয়ান কপার—১১ই ২৵০ ২।[illegible] ২৶০ ; ১২ই—২৵০ ২।/০ ২৶০ ; ১৩ই—২৶০ ২।/০ ২৶০ ; টেভয় টীন—১১ই—১৵০ ; রোডেসিয়া কপার—১১ই—৸/০ ;

সিমেণ্ট ও কেমিক্যাল

ডালমিয়া সিমেণ্ট—১১ই—(অর্ডি) ৮।০ ; আলকালি এণ্ড কেমিক্যাল— ১১ই—(প্রেফ) ১৩৬৲ ; ১৩ই—(প্রেফ) ১৩৭৲ ।

ইলেকট্রিক ও টেলিফোন

বেঙ্গল টেলিফোন—১১ই (অর্ডি) ১৬।৵০ ১৬৸০ , ১২ই—(প্রেফ) ১২৵০ ১২।০ ; ১৩ই—১২।০ ১২।৵০ ১২॥০ । ঢাকা ইলেকট্রিক—১১ই— ১৭৲ ১৭।০ ১৬।৵০ ১৬॥০ ; ১২ই—(প্রেফ) ১৪৲ ১৪৵০ ; ১৩ই—১৭৲ ১৭।০ ।

চিনির কল

বলরামপুর—১১ই ৭।০ ; ১২ই—৭।০ ৭॥০ । বুল্যাণ্ড—১১ই ১৫৸০ ১৬৲ ; ১৩ই—১৫৸৵০ । রাজা—১১ই ১৬৲ ১৬।০ ; ১২ই—১৬৲ ১৬।৵০ । সমস্তিপুর —১১ই ৫৸৵০ ; ১৩ই—৬৸০ । রামনগর কেইন—১১ই (প্রেফ) ১১০॥০ ১১১॥০ ; ১৩ই— ১১১৲ । কেরু এ্যাণ্ড কোং—১২ই ৮॥৵০ ৯৲ ।

ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী

হুকুমচাঁদ ষ্টীল—১১ই (অর্ডি) ৮।৶০ ; (প্রেফ) ২৵০ ২।০ ২/০ ।

ইণ্ডিয়ান আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল—১১ই ২৯।৵০ ২৯॥৵০ ২৯/০ ২৯॥/০ ২৯৸০ ৩০।৵০ ৩০॥৵০ ৩০।০ ; ১২ই—২৯৸৵০ ৩০৸৵০ ৩০।০ ; ১৩ই—২৯৸০ ৩০/০ ২৯৸/০ ২৯৸৶০ ২৯৸৵০ । কুমারধুবি ইঞ্জিনিয়ারিং—১১ই (অর্ডি) ৫৲ ৫৵০ ৪৸৶০ (প্রেফ) ৯৯৲ ১০২৲ ; ১২ই—৫৲ ৫।/০ ; ১৩ই—৪৸৶০ ৫৵০ । মার্শিয়াল—১১ই ১৸০ ১॥৶০ । জাশনাল—১১ই ৫৸৵০ ৬৶০ ; ১৩ই— ৫৸৵০ ৬৵০ । ষ্টীল কর্পোরেশন—১১ই ১৭॥০ ১৮৲ ১৮/০ ১৭॥০ ১৭৸৵০ ১৮৲ ১৮।/০ ১৭৸৶০ ১৮৵০ ১৮।৵০ ১৭৸৶০ ; (প্রেফ) ১১০৲ ১১১৲ ; ১২ই—১৭৸৵০ ১৮/০ ১৮।০ ১৭৸০ ১৮।০ ১৭৸৵০ (প্রেফ) ১১০৲ ১১১৲ ; ১৩ই—১৭॥৵০ ১৭৸৵০ ১৭॥৶০ (প্রেফ) ১১০৲ ১১১॥০ ।

চা বাগান

হাতীকীরা—১১ই ১৭॥০ ; ১২ই—১৭৸৵০ । বিশ্বনাথ—১৩ই ২৪।০ ২৪॥০ । তিনআলী—১১ই ১২৲ ; ১২ই—১২৲ ১২॥০ । হাসিমারা—১৩ই ৩৯৸০ ৪০৲ । তেজপুর—১১ই ৭৲ ৭।০ ; ১২ই—৭॥০ । হলদীবাড়ী—১৩ই ১৭॥০ ১৮৲ । তেলিয়া পাড়া—১১ই ৩৩০৲ ৩৩২৲ ; ১২ই—৩৩২৲ ; ১৩ই— ৩৭০৲ ৩৭২৲ । জুটলীবাড়ী—১৩ই ১৪৸০ ১৫৲ ।

ডিবেঞ্চার

৫॥০ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঃ—১১ই ১১৮।০ । ৫৲ সুদের (১৯২০-৫০) কলিকাতা মিউনিসিপাল ডিবেঃ—১৩ই ১১৩॥০ । ৩৲ সুদের (১৯৩৭-৪৭) ষ্টার ট্রেডিং এ্যাণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট ডিবেঃ—১২ই ১০১৲ ১০১॥০ । ৬৲ সুদের (১৯৩৫-৪৫) হুমায়ুন প্রপার্টি ডিবেঃ—১২ই ১০৪৲ ১০৪॥০ ।

বিবিধ

বি, আই কর্পোরেশন—১১ই (অর্ডি) ৪॥৶০ ৪৸৵০ ; ১২ই—৪৸০ ৪৸৶০ ; ১৩ই—৪॥৶০ ৪৸/০ । রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ—১১ই (অর্ডি) ১৫৲ (প্রেফ) ১২৪৲ ১২৬৲ ! কলিকাতা ট্রাম—১২ই (অর্ডি) ১৪৲ । ইন্দো-বার্ম্মা পেট্রোলিয়াম —১১ই (প্রেফ) ১২২৲ । টাইড ওয়াটার অয়েল—১১ই ১৪॥০ ; ১৩ই ১৪৸/০ । বেঙ্গল পেপার—১১ই ১১৭৲ ১১৯॥০ । শ্রীগোপাল পেপার—১১ই (প্রেফ) ৮৮॥০ ; ১২ই—৮৯॥০ ; ১৩ই—(প্রেফ)৯০৲ । টিটাগড় পেপার— ১১ই (অর্ডি) ১৬৵০ ১৬।৵০ ১৬৲ ১৬।০ ১৬।৶০ ; ১২ই—১৬৶০ ১৬।৶০ ১৬৵০ ১৬॥০ ; ১৩ই—১৬।০ ১৬॥০ । আসাম সজ—১১ই ২॥৵০ ২৸০ । মেদিনীপুর জমিদারী—১২ই ৬৫৲ ৬৭৲ ; ১৩ই—৬৭॥০ ৬৯৲ ৭০৲ ৭১৲।

পাটের বাজার

কলিকাতা ১৫ই নভেম্বর

কলিকাতার ফাটকা বাজারে এ সপ্তাহে পাটের দামের কিছু উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে। গত সপ্তাহ পর্য্যন্ত ফাটকা বাজারে প্রতি বেল পাটের সর্ব্বোচ্চ দাম ৩৫ টাকারও নিম্নে ছিল। এ সপ্তাহে পাটের সর্ব্বোচ্চ দর ৩৭৷৷০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। সম্প্রতি পাটকলওয়ালাদের সহিত বাঙ্গলা সরকারের যে নূতন চুক্তির কথা চলিতেছে তাহাতে বাজারে নূতন করিয়া একটা আশা ভরসার ভাব সৃষ্ট হইয়াছে। পাটের নিম্নতম ক্রয় মূল্য সম্পর্কে বর্ত্তমানে যে চুক্তি বলবৎ আছে তাহার ফলে কোনদিক দিয়াই পাটের বাজারের পক্ষে শুভ হয় নাই। পাটকলওয়ালারা ঐ দামে পাট কিনিতে নারাজ হইয়া বর্ত্তমানে পাট ক্রয় একরূপ বন্ধ রাখিয়াছে। পাটের নিম্নতম মূল্য কিছু হ্রাস করিয়া নূতন একটা চুক্তি সম্পন্ন হইলে পাটকলওয়ালাদের নিকট বেশী পরিমাণে পাট বিক্রয়ের সুবিধা হইবে বলিয়া অনেকেই মনে করিতেছেন। প্রকাশ নূতন চুক্তির সর্ত্ত হিসাবে গবর্ণমেণ্ট পাটকলওয়ালা-দের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে নির্দ্ধারিত পরিমাণ পাট কিনিবার প্রতিশ্রুতি আদায়ের চেষ্টা করিতেছেন। ঐরূপ প্রতিশ্রুতি আদায় যদি সম্ভবপর হয় তবে অধিক মাত্রায় পাট বিক্রয়ের সুবিধা হইবে। এই সমস্ত জল্পনা কল্পনায়ই এ সপ্তাহে পাটের দর কিছু চড়িয়াছে। নিম্নে ফাটকা বাজারের এ সপ্তাহের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল :—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
৯ই নভেম্বর	৩৬৸০	৩৬।/০	৩৬।৵০
১১ „ „	৩৭৷৷০	৩৫৸৵০	৩৬৸৵০
১২ „ „	৩৭৵০	৩৬৵০	৩৬৷৷০
১৩ „ „	৩৫৸০	৩৫৷৷৵০	৩৫৷৷৵০
১৪ „ „	৩৬।৵	৩৫৷৷০	৩৫৷৷৵০

এ সপ্তাহে আলগা পাটের বাজারে বেচাকিনা বিশেষ কিছু হয় নাই। এ সপ্তাহের প্রথম দিকে ইণ্ডিয়ান জাত মিডল্ শ্রেণীর পাট প্রতি মণ ৮ টাকা দরে ও বটম শ্রেণীর পাট প্রতি মণ ৭ টাকা দরে বিক্রয় হইয়াছিল। এ সপ্তাহের শেষ দিকে বাজারে কাজ কারবার একেবারে বন্ধ ছিল। পাকা বেল বিভাগেও এ সপ্তাহে বেচাকিনা বিশেষ হয় নাই। অদ্য ঐ বিভাগে প্রতি বেল ফার্ষ্ট শ্রেণীর পাটের দাম ৩৩ টাকা দাঁড়াইয়াছে॥

থলে ও চট

ডিসেম্বর মাসেও পাটকলগুলির কার্য্য এক সপ্তাহকাল বন্ধ রাখা হইবে বলিয়া স্থির হওয়ায় এ সপ্তাহের প্রথমদিকে থলে ও চটের দাম কিছু চড়া দেখা গিয়াছিল কিন্তু শেষ দিকে তাহা কতকটা পড়িয়া গিয়াছে। অদ্য বাজারে ৯ পোর্টার চটের দাম ১২৷০ আনা ও ১১ পোর্টার চটের দাম ১৬।৶০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা ১৫ই নবেম্বর

এ সপ্তাহে বোম্বাইয়ের বাজারে সোণার দর একটা ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর উঠানামা করিয়াছে। বেচাকিনাও হইয়াছে সামান্য। গত ৯ই নবেম্বর বোম্বাইয়ে প্রতি ভরি সোণার দর ছিল ৪১৸৯ পাই। ১২ই তারিখ তাহা ঐ হারেই বলবৎ ছিল। ১৩ই তারিখ তাহা সামান্য বাড়িয়া ৪১৸৴৩ পাই হয়। অদ্য বাজারে তাহা ৪১৸৯ পাই দাঁড়াইয়াছে।

কলিকাতার বাজারে গত ৫ই নবেম্বর প্রতি ভরি সোণার দর ছিল ৪১৷৷৵০ আনা। অদ্য তাহা ৪১৷৷৶০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

লণ্ডনে এ সপ্তাহে প্রতি আউন্স সোণার দর ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিং হারে (সরকারী ভাবে স্থিরীকৃত) বলবৎ আছে।

রূপা

যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি নির্ব্বাচনের ফল প্রকাশিত হওয়ার পর এ সপ্তাহে রূপার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা আশা ভরসার ভাব জাগ্রত হইয়াছে। ফলে রূপার দাম গত সপ্তাহের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ৫ই নবেম্বর বোম্বাইয়ে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ছিল ৬০।৵০ আনা। অদ্য বাজারে তাহা ৬১।৶০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

কলিকাতার বাজারে গত ৫ই নবেম্বর প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ছিল ৬০।০ আনা। অদ্য বাজারে তাহা ৬১।/০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

লণ্ডনের বাজারে অদ্য প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ২৩ একের চার পেনী হারে বলবৎ আছে।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ১৫ই নবেম্বর

রপ্তানীযোগ্য—গত ১১ই ও ১২ই নবেম্বরের কলিকাতার চায়ের যে ২০ নং নীলাম সম্পন্ন হয় তাহাতে ৭ হাজার ১ শত ৮৭ বাক্স রপ্তানীযোগ্য চা গড়পড়তায় প্রতি পাউণ্ড ৸৴৩ পাই দরে বিক্রয় হয়। ১৯৩৯ সালের সমসাময়িক (২২ নং নীলামে) এবং ১৯৩৮ সালের (২২ নং নীলামে) যথাক্রমে [illegible] হাজার ৪৪ বাক্স এবং ২৪ [illegible] বাক্স চা ৸৪ পাই ও [illegible]২ পাই দরে বিক্রয় হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী নীলামের ন্যায় আলোচ্য [illegible] আসামজাত চায়ের আমদানী বেশী পরিলক্ষিত হয়। সাধারণ [illegible]ণের সামান্য পরিমাণ চা বিক্রয়ার্থে উপস্থিত করা হয়। মূল্যের হার পূর্ব্ববর্ত্তী নীলাম অপেক্ষা প্রতি পাউণ্ডে ৩ পাই পর্য্যন্ত চড়া গিয়াছে। পাতা চা সম্পর্কে অত্যধিক চাহিদা ছিল। ব্রোকেন অরেঞ্জ পিকো চায়ের মূল্য ইরাণী ব্যবসায়ীদের চাহিদা না থাকায় হ্রাস পায়। আগামী ১৮ই নবেম্বর রপ্তানীযোগ্য চায়ের কোন নীলাম হইবে না।

ভারতে ব্যবহারযোগ্য—আলোচ্য নীলামে সবুজ চায়ের প্রতি তেমন আগ্রহ পরিলক্ষিত না হইবার ফলে উহা ফেরৎ যায়। অপর পক্ষে গুড়া চায়ের বেশ চাহিদা পরিলক্ষিত হয়। পাতা চা এবং অন্যান্য খারাপ ধরণের চা বিক্রয় হয় না।

চিনির বাজার

কলিকাতা, ১৫ই নবেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার চিনির বাজারে কোন প্রকার আশা আকাঙ্খার ভাব দৃষ্ট হয় নাই। চলতি বাজারে চিনির মূল্য প্রতি মণে /০ আনা হইতে ৵০ আনা পর্য্যন্ত হ্রাস পায়। যে সকল আড়তদার তাহাদের মজুদ চিনি ধরিয়া রাখিতে অসমর্থ তাহাদের পক্ষে চিনি কাটতি করিবার আগ্রহাতিশয্যই উহার কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। নিকটবর্ত্তী বাজারসমূহের চাহিদাও খুব অল্প। পূর্ব্বে যে সকল অগ্রিম কারবার সম্পন্ন হইয়াছে তাহার চুক্তি অনুযায়ী চিনি প্রেরণে বিলম্ব হওয়াতে এবং বাঙ্গলাদেশের চিনির কলসমূহে অনতিবিলম্বেই আঁখ নিষ্পেষণ আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে জন্য বর্ত্তমানে চিনির বাজারের উন্নতি আশা করা যাইতেছে না। ডিসেম্বর—জানুয়ারীতে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে বাঙ্গালাদেশের চিনির কলসমূহ ৮৷৵০ হইতে ৯৲ মূল্যে অগ্রিম কারবার সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করে। এই হারে যে কারবার সম্পন্ন হইয়াছে তাহা অতি সামান্য। বাঙ্গলার চিনির কলসমূহ যে সকল দর দিতেছে তাহাতে চিনির বাজারের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ব্যবসায়ীগণ আশঙ্কা করিতেছে। অপরদিকে সিণ্ডিকেট বোম্বাইএ চিনি প্রেরণ সম্পর্কে প্রতি মণে বারো আনা রিবেট দানের যে অনুমতি দিয়াছে তাহাতে চিনির বাজারে এইরূপ নিরুৎসাহের ভাব সৃষ্টির অন্যতম কারণ। কোন কোন ব্যবসায়ী মহলের ধারণা এই যে, কলিকাতায় চিনি প্রেরণ সম্পর্কেও সিণ্ডিকেট হয়তো এইরূপ রিবেট ঘোষণা করিতে পারেন। স্থানীয় বাজারে দেশী চিনির মজুদ পরিমাণ ৩১ হাজার বস্তা ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। বিভিন্ন প্রকার প্রতি মণ চিনির মূল্য নিম্নরূপ ছিল:—লোহাট—৯/০; সেমাপুর—৯।০; হাসানপুর—৮৸৵০; সিদ্ধালিয়া—৮।৶০; নার্কোটীয়া—৮৷৶০; হরকুয়া—৮।৵০; পাড্রোনা—৮৷/০; বাধা—৮৷/৯; চম্পাটীয়া—৮৸/০; চম্পারণ—৯৵৬; মাড়হোরা—৯৶৯; রিয়াম—৯৵৯; সাগোলী—৮৷৶০; বেলডাঙ্গা—জানু-মার্চ্চ ১৯৪১) ৮৸০; গোপালপুর—জানু-মার্চ্চ (১৯৪১) ৮৸০।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১৫ই নবেম্বর

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের পুনঃনির্ব্বাচনে আমেরিকার তুলার বাজারের তেজী ভাবের সংবাদ এবং জাপানী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ চলতি কারবারে অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করিবার ফলে আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইএর তুলার বাজারে বোরোচ এপ্রিল-মের দর দশ পয়েণ্ট পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া ২০৫৸০ আনায় দাঁড়ায়। বাজার বন্ধের দিকে এইরূপ লাভজনক দরে তুলা বিক্রয় করিবার আগ্রহাতিশয্যের ফলে মূল্যের হার হ্রাস পায়। তবে লম্বা আঁশযুক্ত তুলার মূল্যের বর্দ্ধিত হার বজায় ছিল। নূতন তুলা ফসলের অবস্থা সন্তোষজনক বলিয়া জানা যায়। বরোচ এপ্রিল-মে ২০১৷০ আনায়, বেঙ্গল ডিসেম্বর-জানুয়ারী ১৪২৸০ আনায় এবং ওমরা ডিসেম্বর-জানুয়ারী ১৭৪৷০ আনায় বাজার বন্ধ হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহা যথাক্রমে—১৯৪৷০, ১৪০৲ এবং ১৭০৲ ছিল। আলোচ্য সপ্তাহের সর্ব্বোচ্চ দর যথাক্রমে—২০৫৸০, ১৪৫৸০ এবং ১৭৭৸০ আনা গিয়াছে।

কাপড়

কলিকাতা, ১৫ই নবেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে কোনপ্রকার কর্ম্মোদ্যম পরিলক্ষিত হয় না। বিহার, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি দেশের বাজারসমূহের চাহিদা হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পূজা ও দীপালীতে যেরূপ বিরাট পরিমাণে কারবার হইয়াছে তাহার পরে শীঘ্র কাপড়ের কাটতি তেমন বৃদ্ধি পাইবার আশা করা যায় না। চলতি কাপড়ের বাজারে মূল্যের সামান্য নিম্নগতি দৃষ্ট হয়। জাপানী কাপড়ের মূল্যের চড়াভাব বজায় ছিল।

সূতা

স্থানীয় সূতার বাজারে তেজী ভাব বলবৎ ছিল। নিম্নশ্রেণীর সূতার কিছু কারবার হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

চামড়ার বাজার

কলিকাতা, ১৫ই নবেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ছাগলের চামড়ার বাজার আগাগোড়াই তেজী ছিল। কারবারের পরিমাণও সন্তোষজনক প্রতিপন্ন হইয়াছে। আদ্র-লবণাক্ত চামড়ার বাজারও তেজী গিয়াছে। অন্যান্য শ্রেণীর চামড়ার প্রতি কোন আগ্রহই দেখা যায় না। আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন প্রকার চামড়ার নিম্নরূপ কারবার গিয়াছে।

ছাগলের চামড়া—পাটনা ১ লক্ষ ২৩ হাজার টুকরা ৫৫-৬০৲ হিঃ; ঢাকা-দিনাজপুর ৫৫ হাজার ৭ শত টুকরা ৬৫-৮০৲ হিঃ; আদ্র-লবণাক্ত ১৯ হাজার ৯ শত টুকরা ৫০-১২৫৲ হিঃ। এতদ্ব্যতীত পাটনা ১ লক্ষ ৭৪ হাজার, ঢাকা-দিনাজপুর ১ লক্ষ ৭১ হাজার এবং আদ্র লবণাক্ত ১২ হাজার ৭ শত টুকরা ছাগলের চামড়া মজুদ ছিল।

গরুর চামড়া—আদ্র-লবণাক্ত ১২ হাজার ৯ শত টুকরা ৶৯ পাই হইতে ।৵০ আনা হিসাবে বিক্রয় হয়। এতদ্ব্যতীত ঢাকা-দিনাজপুর লবণাক্ত ৮ হাজার ৮ শত, আগ্রা-আর্সেনিক ৭ হাজার ৬ শত টুকরা, দ্বারভাঙ্গা-বেনারস ১ হাজার টুকরা, দ্বারভাঙ্গা—পূর্ণিয়া সাধারণ ৬ হাজার টুকরা, নেপাল—দার্জ্জিলিং সাধারণ ২ হাজার ৩ শত টুকরা, রাঁচি-গয়া সাধারণ ৩ হাজার ৫ শত টুকরা, আসাম-দার্জ্জিলিং লবণাক্ত ৭ শত টুকরা এবং আদ্র-লবণাক্ত ১১ হাজার ৮ শত টুকরা গরুর চামড়া মজুদ ছিল। মজুদ মহিষের চামড়া ৬ হাজার ৪ শত টুকরা ছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

খৈলের বাজার

কলিকাতা, ১৫ই নবেম্বর

রেড়ির খৈল—আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় রেড়ির খৈলের বাজার স্থির ছিল। মিলসমূহ প্রতিমণ রেড়ির খৈলের জন্য ৩।৽ আনা হইতে ৩।৵৽ আনা দর দেয়; অপর পক্ষে আড়তদারগণ উহার প্রতি দুই মণী বস্তা (বস্তার মূল্য ।৽ আনা সহ) ৭ টাকা হইতে ৭।৽ আনা দরে বিক্রয় করে। স্থানীয় ব্যবসায়ীগণ এই শ্রেণীর খৈল সামান্য পরিমাণে ক্রয় করিয়াছে।

সরিষার খৈল—স্থানীয় বাজারে সরিষার খৈলের দর চড়া গিয়াছে। মিলসমূহে প্রতিমণ খৈল ২৵৽ আনা হইতে ২৶৽ আনা দরে বিক্রয় করিতেছে। অপর পক্ষে আড়তদারগণ উহার প্রতি দুই মণী বস্তা (বস্তার মূল্য ।৽ আনা সহ) ৪॥৵৽ হইতে ৪৸৵৽ আনা দরে বিক্রয় করিতেছে। স্থানীয় ক্রেতাগণের মধ্যে উহার চাহিদা সীমাবদ্ধ ছিল। এই শ্রেণীর খৈলের কোন রপ্তানী বাণিজ্য হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই।

লৌহ ও ঢেউ টীন

কলিকাতা, ১৫ই নবেম্বর

	প্রতি হন্দর
টাটা মার্কা জয়েন্ট লোহা	১২।৽—১৩৲
ঐ বে মার্কা (হালকা ওজন)	১১॥৽—১২৲
বরগা (টী আয়রণ)	১৩৸৽—১৪৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোণা)	১০৸৽—১২৲
পাটী লোহা	১০৸৽—১১।৽
বোল্ট্ লোহা (গোল)	১০॥৽—১১৲
গরাদে লোহা (চৌকা)	১০৸৽—১১।৽
গোল রড্ (কংক্রীটের জন্য)	১১৲—১৬॥৽
প্লেট লোহা	১৪৲—২৫॥৽
চাদর লোহা	১৪॥৽—২১।৽
তারকাটা পেরেক	২১৲—২২॥৽
ঢেউ টীন (টাটা)	
২২ গেজ	১৫৸৽—১৬৲
২৪ গেজ	১৪॥৵৽—১৪৸৽
২৬ গেজ	১৬।৽—১৬॥৵৽
পাত টীন (টাটা)	
২৪ গেজ	১৫।৽—১৫॥৽
২৬ গেজ	১৭৵৽—১৭।৵৽

মসলার বাজার

কলিকাতা, ১৫ই নবেম্বর

	প্রতি মণ
হরিদ্রা	৯।৽ ১০॥৽ ১২৲
জিরা	২২৸৽ ২৪॥৽ ২৭৲
মরিচ	১২।৽ ১২॥৽ ১৩৲
ধনে	৫॥৽ ৬৸৽ ৭৲
লঙ্কা	১০॥৽ ১১॥৽
সরিষা	৬৲ ৭৲
মেথি	৪॥৽ ৫৲
কালজিরা	৮৸৽ ৯৸৽ ১০॥৽
পোস্ত দানা	৯।৽ ১০॥৽ ১১॥৽
দেশী সুপারী	১০৲ ১১।৽ ১১॥৽
জাহাজী কাটা সুপারী	১১।৽ ১১॥৽
জাহাজী গোল সুপারী	৮।৵৽ ৯৲
পিনাং কেশুয়া	১০।৽ ১০॥৽
পার্ল কেশুয়া	৯৲ ৯।৽
জাভা কেশুয়া	১০।৵৽ ১০৸৽
কেশুয়া ফ্লাওয়ার	৭॥৽ ৯৸৽ ১০।৽
ছোট এলাচ	৩৸৽ ৪।৽ ৫৲
লবঙ্গ	৫৬৲ ৫৭৲
দারুচিনি	৩৫॥৽ ৩৬॥৽
মৌরী	১০৲ ১২৲ ১৩৲
কাগজী বাদাম	৪২৲
জৈষ্ঠমধু	১১৲ ১২৲
[illegible]মস	১৫৸৽ ১৬।৽
হিং	২৲ ৩৲ ৫॥৽ ৭৲ প্রতি সের
সাবান বাগমারী	১১৲ ১২৲
কর্পূর	৮৲ প্রতি সের

৩য় বর্ষ, ২য় খণ্ড | কলিকাতা, ২৫শে নবেম্বর, সোমবার ১৯৪০ | ২৮শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

বাংলায় ইক্ষুর নিম্নতম মূল্য

আমরা অবগত হইলাম যে বিহার এবং সংযুক্ত প্রদেশের অনুকরণে বাঙ্গলাদেশেও ইক্ষুর ন্যূনতম মূল্য বাঁধিয়া দেওয়ার বিষয় বাঙ্গলা সরকার বিবেচনা করিতেছেন এবং বর্ত্তমান মরশুমে ইক্ষুর নিম্নতম মূল্য নির্দ্ধারণ করা যুক্তিযুক্ত হইবে কিনা তদ্বিষয়ে আগামী ডিসেম্বর মাসে একটী রিপোর্ট প্রদানের নিমিত্ত শিল্পজরীপ কমিটীর উপর ভার দিয়াছেন। বহু বিষয়ে মতানৈক্য থাকিলেও বাঙ্গলা সরকারের এই প্রস্তাব আমরা সমর্থন করি। বাঙ্গলা দেশে যে কয়টী চিনির কল আছে তাহার লাভের সামান্য অংশই বাঙ্গালী এবং বাঙ্গলা সরকার পাইয়া থাকেন। বিহার এবং সংযুক্ত প্রদেশে সরকার কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হারে মূল্য দিয়া চিনির কলসমূহ ইক্ষু ক্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু বাঙ্গলায় ইক্ষুর মূল্য সম্পর্কে কোনরূপ সরকারী নির্দ্দেশ না থাকায় এই প্রদেশের চিনির কলের মালিকগণ অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যেই উহা ক্রয় করিতে সমর্থ হন; অথচ উৎপন্ন চিনি বিহার এবং সংযুক্তপ্রদেশের চিনির ন্যায় একই মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকেন। এই কারণে বাঙ্গলার চিনির কলের মালিকগণ কতকটা আপেক্ষিক সুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন। নিম্নতম মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিলে বাঙ্গলার ইক্ষুচাষীর যদি অতিরিক্ত কোন আয় হয় তবে সে সুযোগ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। পাটের মূল্য অস্বাভাবিক হ্রাস পাইয়াছে; অথচ জীবিকানির্ব্বাহের ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। এই অবস্থায় ইক্ষুচাষ দ্বারা আয় সামান্য বৃদ্ধি পাইলেও চাষীর পক্ষে মহা উপকার হইবে। আমাদের যতদূর ধারণা বাঙ্গলার চিনির কলসমূহ এই প্রস্তাবে সম্মতি দিবেন না। বাঙ্গলায় ইক্ষু সরবরাহের অসুবিধা ও অনিশ্চয়তা, বিহার ও সংযুক্তপ্রদেশের ইক্ষুর তুলনায় বাঙ্গলায় উৎপন্ন ইক্ষুর অপকৃষ্টতা ইত্যাদি অজুহাতে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা হইতে পারে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস এই সমস্ত অবস্থা বিচার করিয়াও একটা ন্যূনতম মূল্যের হার নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া সম্ভব হইবে। মূল্যের হার কি হইবে, এবং কতদিন অন্তর, কি ভাবে এবং কাহার দ্বারা ইহা নির্দ্দিষ্ট হইবে ইত্যাদির বিষয় বিশেষ বিচারসাপেক্ষ। দ্বিতীয়তঃ শর্করা শিল্পে বর্ত্তমানে যে গোলযোগ চলিতেছে তাহাতে ইক্ষু সম্পর্কে বাঙ্গলায় এরূপ কোন নূতন ব্যবস্থা করিলে তাহার কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইতে পারে তাহাও বিশেষ ভাবে বিবেচ্য। আমরা আশা করি সকল দিক বিচার করিয়া শিল্পজরীপ কমিটী এই বিষয়ে একটি সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারিবেন।

শিল্পের প্রসারে গবর্ণমেণ্ট

বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প সঙ্ঘবদ্ধভাবে ও সুনিয়ন্ত্রিত প্রণালীতে পরিচালিত হইতেছে এবং প্রত্যেক দেশের গবর্ণমেণ্ট দেশের শুল্কনীতি, মুদ্রানীতি, ব্যাঙ্ক-নীতি, যানবাহননীতি প্রভৃতি দেশের শিল্প-বাণিজ্যের অনুকূলে পরিচালিত করিতেছেন। বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেণ্ট দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য অকাতরে অর্থসাহায্য ও ঋণদানেও কোন কার্পণ্য করিতেছেন না। এইভাবে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পাইয়া বিভিন্ন দেশের শিল্প-বাণিজ্য এরূপ সমুন্নত হইয়া উঠিয়াছে এবং

বহির্দ্দেশের সহিত উহাদের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে যাহার ফলে যে দেশে সরকারী সাহায্য নাই সেই দেশে কোন শিল্প-বাণিজ্যের অভ্যুত্থান ও আত্মরক্ষা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের হাতে দেশবাসীর মতামত নিরপেক্ষভাবে দেশের শুল্কনীতি, মুদ্রানীতি, যানবাহননীতি ইত্যাদির পরিচালনা ন্যস্ত থাকাতে এবং দেশের প্রদত্ত ট্যাক্স ইচ্ছামত ব্যয় করিবার উঁহাদের ক্ষমতা থাকাতে দেশের শিল্প-বাণিজ্য এক প্রকার কোন সাহায্যই পাইতেছে না। কিন্তু প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট-সমূহে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য যথেষ্ট ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে। উহারা দেশের শুল্কনীতি, বাট্টানীতি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকারী নহে বটে। কিন্তু ছোট ও মাঝারি শিল্প-গুলিকে উহারা অনায়াসেই অর্থসাহায্য, ঋণ, জমি, কাঁচামাল ইত্যাদি দ্বারা সাহায্য করিতে পারে। এই সম্পর্কে মহীশূর গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়। ঐ রাজ্যের গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং বহু অর্থব্যয়ে আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ওয়ার্কস, সিমেণ্ট ফ্যাক্টরী, সোপ ফ্যাক্টরী, পোর্সেলিন ফ্যাক্টরী প্রভৃতি ১০টি বৃহদাকার শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। এই সব প্রতিষ্ঠানের গবর্ণমেণ্টই মালিক। এতদ্ব্যতীত মহীশূর গবর্ণমেণ্ট মাইশোর সুগার ফ্যাক্টরী, মাইশোর পেপার মিল, মাইশোর সিল্ক মিল প্রভৃতি ১২টি বৃহদাকার শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শেয়ার খরিদ করিয়া উহাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন। উহা ছাড়া শ্রীকৃষ্ণ-রাজেন্দ্র মিল প্রভৃতি ৩টি বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানে গবর্ণমেণ্ট টাকা ধার দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বিনামূল্যে জমি ও কাঁচামাল সরবরাহ, সস্তায় বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ, অল্পভাড়ায় রেলপথে মাল আমদানী-রপ্তানীর সুবিধাদান ইত্যাদি বহু প্রকারেও মহীশূর গবর্ণমেণ্ট দেশের শিল্প-গুলিকে সাহায্য করিতেছেন।

আমরা অবগত হইলাম যে আগামী ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে বাঙ্গলা সরকারের শিল্পতদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইবে। যে প্রকার তোড়জোড় ও ঢক্কানিনাদ করিয়া এই কমিটি স্থাপিত হইয়াছিল তাহাতে দেশের শিল্পানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই এই রিপোর্টের সিদ্ধান্ত কি হইবে তৎসম্বন্ধে উৎসুক হইয়া থাকিবেন উহা স্বাভাবিক। কিন্তু দেশে শিল্পের প্রতিষ্ঠা এবং উহার উন্নতি বিধান সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের কি ভাবে সাহায্য করা উচিত তৎসম্পর্কিত সুপারিশ দ্বারাই দেশবাসী এই রিপোর্টের মূল্য নির্দ্ধারণ করিবে। মহীশূরের মত ক্ষুদ্র রাজ্যের গবর্ণমেণ্ট যাহার আয় বৎসরে ৪ কোটি টাকা অপেক্ষাও কম তাহা অর্থ ও অন্যবিধ আনুকূল্য দ্বারা রাজ্যের ভিতরে এতগুলি শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে সুপ্রতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। বাঙ্গলা সরকার উহার তিন গুণ আয় দ্বারা নিশ্চয়ই উহা অপেক্ষা অধিক সাহায্য করিতে পারেন। শিল্পতদন্ত কমিটি যদি এইদিক দিয়া গবর্ণমেণ্টকে কার্য্যকরী নির্দ্দেশ দিবার মত সাহস না পান তাহা হইলে বলিতে হইবে যে এই কমিটির নিয়োগ এবং এজন্য অর্থব্যয় ব্যর্থ হইয়াছে।

বিক্রয়কর ও ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স

বাঙ্গলা সরকার এই প্রদেশে পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের উপর কর বসাইবার উদ্দেশ্যে যে আইন প্রণয়নে উদ্যত হইয়াছেন তৎসম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে আমরা আলোচনা করিয়াছি। সম্প্রতি এই সম্পর্কে বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্সের সুচিন্তিত অভিমত আমাদের হস্তগত হইয়াছে। চেম্বার নীতি ও কর্ম্মপন্থা—এই উভয়দিক হইতেই প্রস্তাবিত করের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। চেম্বার বলেন যে বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গলা সরকারের আর্থিক অবস্থা কি প্রকার তৎসম্বন্ধে দেশবাসীর সমক্ষে কোন বিবরণ উপস্থিত করিয়া এই নূতন করের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবার জন্য কোন চেষ্টা হয় নাই। এই সম্পর্কে অর্থ-সচিব কিছুদিন পূর্ব্বে এই মাত্র জানাইয়াছিলেন যে বর্ত্তমান বৎসরে গবর্ণমেণ্টের এক কোটী টাকা ঘাটতি হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বিবিধ প্রকার ট্যাক্স এবং যুদ্ধের অনিশ্চিত অবস্থার দরুণ দেশের শিল্প-বাণিজ্য যে ভাবে বিপন্ন হইয়াছে তাহাতে এই-ভাবে নূতন ট্যাক্স না বসাইয়া ব্যয়-সঙ্কোচ এবং গবর্ণমেণ্টের অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয় পরিকল্পনাগুলি স্থগিত রাখিয়া ঘাটতি নিবারিত হইতে পারে। চেম্বার বলেন—কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের বিবিধ প্রকার ট্যাক্স ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে এবং উহার ফলে দেশের শিল্প-বাণিজ্য অত্যধিক ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। এখন যদি পুনরায় প্রস্তাবিত নূতন ট্যাক্স ধার্য্য হয় তাহা হইলে এই অবস্থা আরও সঙ্গীন হইয়া উঠিবে এবং উহার ফলে এই প্রদেশের শিল্প-বাণিজ্যের অগ্রগতি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হইবে। এই প্রসঙ্গে চেম্বার উহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে এই প্রদেশের ব্যবসায়ী—সমাজ সমর-সরঞ্জাম সরবরাহের অর্ডার দ্বারা এক প্রকার কিছুই উপকৃত হয় নাই।

প্রস্তাবিত করের কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে চেম্বার যে সমস্ত আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন তাহার মধ্যে করের হার সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমতই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। গবর্ণমেণ্ট যখন এই সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রাথমিক প্রস্তাব উত্থাপন করেন সেই সময়ে তাঁহারা জানাইয়াছিলেন যে করের পরিমাণ শতকরা ১ হইতে ১॥ টাকা মাত্র হইবে। কিন্তু প্রস্তাবিত বিক্রয়কর বিলে উহার পরিমাণ শতকরা ২ টাকা ধার্য্য হইয়াছে এবং উহাও বলা হইয়াছে যে প্রয়োজন বোধ করিলে গবর্ণ-মেণ্ট উহার পরিমাণ শতকরা ৩ টাকায় বর্দ্ধিত করিতে পারেন। চেম্বার বলেন যে বর্ত্তমান সময়ে অনেক ব্যবসায়ে ব্যবসায়ীগণ গড়পরতায় শতকরা ১ টাকার বেশী লাভ করিতে পারে না। এখন যদি এইসব ব্যবসায়ীদের বিক্রীত পণ্যের উপর শতকরা ২ টাকা কর ধার্য্য করা হয় তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে ব্যবসা চালানই কঠিন হইবে। যাহারা বর্ত্তমানে ক্ষতি দিয়া কোনও প্রকার ব্যবসা চালাইতেছে তাহাদের অবস্থা এই করের ফলে কি প্রকার দাঁড়াইবে তাহা আরও সহজে অনুমেয়। প্রস্তাবিত আইনের ৮, ৯, ১১, ১২ ও ১৯ ধারায় যে সমস্ত কড়াকড়ি নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে চেম্বার তাহার বিরুদ্ধেও তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের মত এই যে এই সমস্ত ধারার ফলে ব্যবসায়ী সমাজ অযথা হয়রাণ হইবে।

বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স বাঙ্গলা দেশের ব্যবসায়ী সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান। প্রস্তাবিত করও দেশের ব্যবসায়ী সমাজের উপরই ধার্য্য করা হইতেছে। এই অবস্থাতে উক্ত কর সম্পর্কে চেম্বারের অভিমত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রণিধানযোগ্য। বাঙ্গলা সরকার উহাদের অভিমত বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া এই সম্পর্কে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিলে দেশের জনমতের প্রতিই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেন।

বোম্বাই দোকান কর্ম্মচারী আইন ও বাংলা

বিগত ১৫ই নবেম্বর হইতে বোম্বাই সহরে যে দোকান কর্ম্মচারী আইন (১৯৩৯) কার্য্যকরী হইয়াছে তাহাতে সওদাগরী আফিস-সমূহকেও অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। প্রকাশ যে অন্যূন দুই লক্ষ কর্ম্মচারী এই আইনের ফলে দৈনিক কার্য্যকাল, ছুটি এবং বেতন প্রভৃতি ব্যাপারে বহুবিধ সুবিধার অধিকারী হইয়াছে। বাঙ্গলা সরকারও সম্প্রতি একটী দোকান কর্ম্মচারী আইন চালু করিয়াছেন। কিন্তু ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের চাপে পড়িয়া এই আইনের আওতা হইতে ব্যাঙ্ক, বীমাকোম্পানী এবং অন্যান্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে বহির্ভূত রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। বাণিজ্য মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দ্দী আশ্বাস দিয়াছিলেন যে সওদাগরী প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারীগণকে এই আইনের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য শীঘ্রই তদন্ত করিয়া এই বিষয়ে যথা-কর্ত্তব্য করা যাইবে। কিন্তু অদ্যাবধিও এই ব্যাপারে কোনরূপ

প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। বাঙ্গলার মন্ত্রীমণ্ডল জনসাধারণের প্রতি নিধিত্ত দাবী করেন; অথচ শ্বেতাঙ্গ উপদেষ্টা-শাসিত বোম্বাইয়ে কেরাণীবৃন্দের জন্য যাহা করা হইয়াছে তাহার অনুকরণ করিতেও সাহস পাইতেছেন না। এই আইনের বিরুদ্ধে বোম্বাইয়ে একমাত্র বোম্বাই মিলওনার্স এসোসিয়েসন ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠান বিশেষ প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। ইহাতে মনে হয় ব্যবসায়ীবৃন্দ ইহার প্রতিকূল নহেন। আইন সভার আগামী অধিবেশনে সদস্যগণ মন্ত্রীমণ্ডলকে এই বিষয়টী পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিতে পারেন। তবে ইউরোপীয় প্রীতি কাটাইয়া উঠিয়া মন্ত্রীমণ্ডলের পক্ষে কিছু করা সম্ভব হইবে কিনা সন্দেহ।

ধান্য চাষের পূর্ব্বাভাষ

সম্প্রতি ধান্যের চাষ সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের যে প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে বর্ত্তমান বৎসরে ভারতবর্ষে বিগত বৎসরের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যসমূহে ৬ কোটী ৬০ লক্ষ ৮৯ হাজার একর জমিতে ধান চাষ হইয়াছিল। তৎস্থলে বর্ত্তমান বৎসরে ৬ কোটী ৫৯ লক্ষ ৭৬ হাজার একর অর্থাৎ ১ লক্ষ ১৩ হাজার একর কম জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে। ধান্য উৎপাদনে সমগ্র ভারতে বাঙ্গলা দেশের স্থান সর্ব্বাগ্রে। বাঙ্গলায় বিগত বৎসর ২ কোটী ১৫ লক্ষ ৭৩ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছিল। কিন্তু আলোচ্য বৎসরে পাটের চাষ বৃদ্ধির ফলে ২ কোটী ১ লক্ষ ১৩ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে। বিগত বৎসরের তুলনায় বর্ত্তমান বৎসরে ব্রহ্মদেশেও ১ লক্ষ ১৭ হাজার একর কম জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে। জাপানেও পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা আলোচ্য বৎসরে প্রায় ৬০ লক্ষ টন কম ধান্য উৎপন্ন হইবে বলিয়া সরকারীভাবে অনুমিত হইয়াছে। সমগ্র ভারতে কি পরিমাণ ধান্য উৎপন্ন হইতে পারে তৎসম্পর্কে সরকারী পূর্ব্বাভাষ ফেব্রুয়ারী মাসে প্রকাশিত হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের ধারণা যে গত বৎসরের তুলনায় এ বৎসর ধান চাষের জমি, যে প্রকার হ্রাস পাইয়াছে উৎপন্ন ধান্যের পরিমাণ সেই তুলনায় আরও বেশী হ্রাস পাইবে। বাঙ্গলার কথাই ধরা যাউক। ভারতে বাঙ্গলা দেশেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ধান্য উৎপন্ন হয়। কিন্তু এ বৎসর অনাবৃষ্টির দরুণ উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে এবং বন্যার দরুণ পশ্চিমবঙ্গে অনেক জমির ফসল একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং ইতিমধ্যেই অনেক স্থানে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা দেখা গিয়াছে। এই সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনায় মনে হয় এ বৎসর ধানচালের মূল্য হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনাত নাই-ই—বরং গত বৎসরের তুলনায় আরও বৃদ্ধি পাইবার সম্পূর্ণ আশঙ্কা দেখা যায়। ভারতবর্ষে ধানচালের দাম ব্রহ্মদেশের ও শ্যামের ধানচালের মূল্য দ্বারা প্রভাবিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মদেশ ও শ্যামে একেত কম জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে তদুপরি যুদ্ধের দরুণ কোন কোন বৈদেশিক গবর্ণমেণ্ট এই সমস্ত দেশ হইতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে চাল ক্রয় করিবার চুক্তিও পূর্ব্বাহ্লেই সমাধা করিয়া রাখিয়াছেন। বর্ত্তমানে প্রতি ১০০ ঝুড়ি রেঙ্গুন চালের দাম ৩২০৲ টাকা। বিগত বৎসর এই সময়ে একই শ্রেণীর ১০০ ঝুড়ি রেঙ্গুনের চাল ২৪০৲ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে অর্থাৎ এই এক বৎসরকাল মধ্যে রেঙ্গুন চালের দাম সম্প্রতি প্রায় ১৲ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে ধানের জমির পরিমাণ যেরূপ হ্রাস পাইয়াছে এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার দরুণ উপযুক্ত ফসল উৎপন্ন হইবে না বলিয়া যে আশঙ্কা দেখা যায় তাহাতে ধান চালের মূল্য আরও বৃদ্ধি পাওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। পাটের দাম হ্রাস পাওয়ায় বর্ত্তমানে বাংলার পল্লী অঞ্চলে এক বিরাট আর্থিক সমস্যা দেখা গিয়াছে। ইহার উপর ধানচালের মূল্য আরও বৃদ্ধি পাইলে জনসাধারণের কি অবস্থা হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

মিল বনাম তাঁত

মিলের প্রতিযোগিতা হইতে তাঁতশিল্পজাত বস্ত্রের সংরক্ষণের জন্য স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তরফ হইতে ভারত সরকারের নিকট যে সমস্ত প্রস্তাব প্রেরিত হইয়াছে তাহার অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে গত ৪ঠা নবেম্বর তারিখের 'আর্থিক জগতে' আমরা আমাদের অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলাম। সম্প্রতি এই সম্পর্কে বাঙ্গলার কাপড়ের কলসমূহের প্রতিনিধিস্থানীয় বেঙ্গল মিলওনার্স এসোসিয়েশনের বক্তব্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে বেঙ্গল মিলওনার্স এসোসিয়েশন আমাদের অভিমতই সমর্থন করিয়াছেন। এসোসিয়েশনের মত এই যে বর্ত্তমান সময়ে কাপড়ের কলের কলকব্জা, সাজ-সরঞ্জাম এবং কলে ব্যবহৃত তূলার উপর যে প্রকার উচ্চহারে শুল্ক আদায় করা হইতেছে, কলগুলির উপর আয়কর ও অতিরিক্ত লাভকরের বোঝা যে ভাবে চাপান হইয়াছে এবং যুদ্ধের ফলে কলগুলিকে যে ভাবে নানা অসুবিধার মধ্যে কাজ করিতে হইতেছে তাহাতে এখন যদি তাঁতশিল্পের স্বার্থের খাতিরে এইসব কলের উপর নূতনভাবে উৎপাদন, শুল্ক সেস বা টার্মিনাল ট্যাক্স ধার্য্য হয় তাহা হইলে কলগুলির অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইবে। বাঙ্গলা দেশের কলগুলির পক্ষে আরও বিপদের কথা এই যে উহাদের উপর বিক্রয়কর নামে একটী নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করিবার জন্য বাঙ্গলা সরকার উদ্যত হইয়াছেন। কাজেই উৎপাদনশুল্ক, সেস বা টার্মিনাল ট্যাক্সের প্রস্তাব কাপড়ের কলগুলির তরফ হইতে কিছুতেই সমর্থিত হইতে পারে না। যদি তাঁতশিল্পের উন্নতি বিধান অভিপ্রেত বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা হইলে কলগুলির কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করিয়া তাঁতশিল্পের আভ্যন্তরীণ গলদ দূরীভূত করার দিকে মনোনিবেশ করাই কর্ত্তব্য হইবে।

তাঁতশিল্পের উন্নতি সম্পর্কে আমরাও অবিকল এইরূপ মতই প্রকাশ করিয়াছিলাম। এই বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য আগামী ৬ই ডিসেম্বর তারিখে ভারত সরকার যে বৈঠক আহ্বান করিয়াছেন আশা করি তাহাতে বেঙ্গল মিলওনার্স এসোসিয়েশনের অভিমত যথাযথভাবে বিবেচিত হইবে।

পাটচাষীর প্রতি লাটের উপদেশ

গত ১৯শে তারিখে কুমিল্লাতে একটি অভিনন্দনের উত্তরে বাঙ্গলার গবর্ণর উক্ত জেলার পাটচাষীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন যে গত ১৯১৪ সালের যুদ্ধে মিত্রশক্তিকে বহুদিন পর্য্যন্ত পরিখার মধ্যে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল এবং এজন্য খুব বেশী সংখ্যক পাটের থলের প্রয়োজন হয়। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধ প্রধানতঃ আকাশ ও সমুদ্র হইতে পরিচালিত হইতেছে এবং অভিজ্ঞতা হইতে বুঝা গিয়াছে যে বালুকাপূর্ণ পাটের থলে বিমান আক্রমণ হইতে বাড়ীঘর রক্ষার কাজে কিছুই সাহায্য করিতে পারে না। এই কারণে এবারের যুদ্ধে থলের তেমন চাহিদা হইতেছে না। এদিকে এবার দেশে প্রয়োজনাতিরিক্ত পাট উৎপন্ন হইয়াছে এবং ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে থলে প্রেরণ করাও কঠিন হইয়াছে। এইসব কারণেই এবার পাটের মূল্য এত কমিয়া গিয়াছে। লাটসাহেব বলেন যে পাটের মূল্যহ্রাসের জন্য পাটচাষীর কষ্ট হইয়াছে বটে। কিন্তু ইংলণ্ডের জনসাধারণকে যুদ্ধের জন্য যে ত্যাগ ও দুঃখভোগ করিতে হইতেছে তাহার কথা স্মরণ রাখিয়া বাঙ্গলার পাটচাষীগণ যেন সান্ত্বনা লাভ করে।

ইংলণ্ডের জনসাধারণের ত্যাগস্বীকারের নজীর উদ্ধৃত করিয়া বাঙ্গলার লাটসাহেব বাঙ্গলা দেশের পাটচাষীগণকেও ত্যাগস্বীকারের জন্য যে উপদেশ দিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমাদের কিছু আপত্তি নাই। কিন্তু অনশন, অর্দ্ধাশন, রোগশোকপীড়িত পাটচাষীগণকে এই উপদেশ না দিয়া লাটসাহেব যদি বাঙ্গলার চটকলওয়ালাদিগকে এই উপদেশ দিতেন তাহা হইলেই ভাল হইত। যুদ্ধের সুযোগে চটকলওয়ালারা তাহাদের লাভের অঙ্ক অত্যধিক ফাঁপাইয়া তুলিয়াছে। গত বৎসর জানুয়ারী হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত দশমাসে বাঙ্গলার ৬২টি চটকলের হিসাব অনুযায়ী ঐ সব চটকলের সমষ্টিগতভাবে ৪ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছিল। এবার অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত দশমাসের হিসাব অনুযায়ী এই ৬২টি চটকল ৪ কোটি ১৪ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা লাভ করিয়াছে। চটকলওয়ালাদের এই লাভের টাকাটা যে প্রধানতঃ পাটচাষীদের কাছ হইতেই আসিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইংলণ্ডের অধিবাসীদের জন্য যদি বাঙ্গলার দরিদ্র পাটচাষীগণকে স্বার্থত্যাগ করিতে হয় তাহা হইলে প্রচুর লাভে স্ফীত চটকলওয়ালারা স্বার্থত্যাগ করিবে না কেন তাহা কি লাটসাহেব বুঝাইয়া দিতে পারেন ?

বড়লাট ও ভারত-সচিবের বক্তৃতা

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ ও রাষ্ট্র পরিষদের মিলিত অধিবেশনে বড়লাট লর্ড লিনলিথগো এবং বৃটীশ পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় ভারত-সচিব মিঃ এমেরি ভারতীয় রাজনীতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা হইতে ভারতবর্ষ সম্পর্কে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের চূড়ান্তরূপ অদূরদর্শিতা এবং ভারতীয় জনমতের প্রতি তাঁহাদের নিতান্ত উপেক্ষার কথাই প্রমাণিত হয়। উভয়েই তাঁহাদের বক্তৃতাতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্ববর্ত্তী সিদ্ধান্তের বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই একথা জানাইয়া বর্ত্তমান যুদ্ধে ভারতবর্ষ বৃটীশ গবর্ণমেণ্টকে কি প্রকার ব্যাপকভাবে সাহায্য করিতেছে তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষে সামরিক বিমান বিভাগে ৩০০টী পদ খালি হওয়াতে তাহার জন্য ১৮ হাজার আবেদন পড়িয়াছে মিঃ এমেরী তাঁহার বক্তৃতায় একথা পর্য্যন্ত বলিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। উভয়ের বক্তৃতার মধ্য দিয়া এইরূপ একটা ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও ভারতীয় জনসাধারণ অর্থ, লোক ও সমর-সরঞ্জাম দ্বারা ইংলণ্ডকে সাহায্য করিবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে।

ভারতবর্ষের অর্থ ও সমর-সরঞ্জাম প্রস্তুত করিবার উপযোগী কল-কারখানার কোনটিরই ভারতবাসী মালিক নহে। এদেশে গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছামত ট্যাক্স ধার্য্য করিতে পারেন এবং দেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা ইচ্ছামত সমর-সরঞ্জাম প্রস্তুত করাইয়া লইতেও তাহারা সমর্থ। দেশের ভিতরে এমন বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে যাহা ইউরোপীয়-দের দ্বারা পরিচালিত এবং উহারা সব সময়েই বৃটীশ গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিবার জন্য ব্যগ্র। দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসা, মুদ্রানীতি, যান-বাহনের ব্যবসাও অনেক ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্ট এবং অনেক ক্ষেত্রে ইউরোপীয়দের দ্বারা পরিচালিত। ভারতীয় জনসাধারণ বিদেশে মালপত্র বেচিয়া যে অর্থ-সম্পদ আহরণ করে তাহাও গবর্ণমেণ্টের তথা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাত দিয়াই এদেশে আসিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এদেশ হইতে সামরিক প্রয়োজনে অর্থ ও সমর-সরঞ্জাম সংগ্রহ করা কিছুই কঠিন ব্যাপার নহে। এদেশের জনসাধারণ যে প্রকার দরিদ্র এবং দেশে বেকার সমস্যা যে প্রকার মর্ম্মান্তিক তাহাতে ৩০০টী খালি পদের জন্য ১৮ লক্ষ আবেদন না পড়িয়া যে ১৮ হাজার মাত্র আবেদন পড়িয়াছে তাহাই একটা আশ্চর্য্যের বিষয়। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট এখন পর্য্যন্ত এদেশ হইতে সামরিক প্রয়োজনে যে পরিমাণ অর্থ, সমর-সরঞ্জাম ও লোকবল সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাকে ভারতবাসীর স্বেচ্ছাকৃত দান বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। ভারতবাসীর যেখানে একটু ক্ষমতা রহিয়াছে সেখানে ভারতীয় জনমতের প্রতিনিধিগণ ফাইন্যান্স বিল অগ্রাহ্য করিয়া সুস্পষ্টভাবে ভারতবাসীর অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। উহা দ্বারা সমস্ত জগতের কাছে একথা প্রমাণিত হইয়াছে যে সমর-ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের উপর ট্যাক্স বসাইয়া যে অর্থ গ্রহণ করিতেছেন তাহা ভারতবাসীর স্বেচ্ছাকৃত দান নহে।

কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে যাহা গ্রহণ করা হইতেছে তাহা যদি ভারতবাসীর স্বেচ্ছাকৃত দানও হয় তাহা হইলেও উহার জন্য বড়লাট বা ভারত-সচিবের আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার কি আছে? ভারত-বর্ষের মত জনবহুল, বিরাট এবং প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ দেশ আজ বৃটীশ গবর্ণমেণ্টকে কোটী কোটী সৈন্য, সহস্র সহস্র এরোপ্লেন কামান ও ট্যাঙ্ক, শত শত যুদ্ধ ও বাণিজ্য-জাহাজ এবং অফুরন্ত গোলা বারুদ দিয়া সাহায্য করিতে পারিত। এই সৈন্যবল ও সমর-সরঞ্জাম পাইলে আজ বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট নিকটপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও সুদূর প্রাচ্যে তাঁহাদের অধিকার রক্ষা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন। কিন্তু সৈন্য ও সমর-সরঞ্জাম সরবরাহের ব্যাপারে ভারতবর্ষের এই সুপ্ত সম্পদকে কাজে লাগান তাঁহারা আবশ্যকবোধ করেন নাই। ফলে যুদ্ধারম্ভ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বৎসরাধিককাল সময়ের মধ্যে আজ ভারতবর্ষ হইতে তাঁহারা যাহা পাইয়াছেন তদ্দ্বারা ইংলণ্ডের বড় জোর ১৫ দিনের সামরিক ব্যয় ও সমর-সরঞ্জামের অভাব মিটিতে পারে। উহা লইয়াই বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিগণ গৌরব অনুভব করিতেছেন। কিন্তু উহা গৌরবের কথা নহে—লজ্জায় অধোবদন হইবার কথা।

মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেস যুদ্ধের সূত্রপাত হইতেই বৃটীশ গবর্ণমেণ্টকে চূড়ান্তরূপ সাহায্য করিবার জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন। উহার বদলে তাহারা যুদ্ধের পরে ভারতবাসীর আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার মাত্র দাবী করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে যুদ্ধের সময়ে বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্যগণকে ব্যবস্থা পরিষদস্থিত নির্ব্বাচিত ভারতীয় সদস্যদের মতানুগামী করা হউক। কিন্তু যাহারা যুদ্ধের পরে কালবিলম্ব ব্যতিরেকে ভারতবর্ষকে ওয়েষ্ট মিনষ্টার আইন অনুযায়ী ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করিবেন বলিয়া বারম্বার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাঁহারাই যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় জনমতের প্রতিনিধিদিগকে এই সামান্য একটু ক্ষমতা দিতে অস্বীকার করিলেন। ফল এই হইয়াছে যে আজ ভারতবর্ষের 'আত্মা' মহাত্মা গান্ধীর অনন্য-সাধারণ প্রতিভা, প্রভাব ও কর্ম্মশক্তি বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে নিয়োজিত না হইয়া কারাগারের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়াছে। ইহা ভারতবাসীর পক্ষে দুঃখের কথা নহে—ইংরাজ জাতির পক্ষে চূড়ান্তরূপ দুর্ভাগ্যের কথা।

কিছুদিন পূর্ব্বে 'মাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' পত্রে এরূপ অভিমত প্রকাশিত হইয়াছিল যে বৃটিশ মন্ত্রীসভা এবং বৃটিশ পার্লামেণ্টের অনেক সদস্য ভারতবর্ষের সহিত একটা সঙ্গত বুঝাপড়া করিয়া যুদ্ধে ভারতবর্ষের পূর্ণ সাহায্য গ্রহণের পক্ষপাতী—কিন্তু ইংলণ্ডের কায়েমী স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাহা হইতে দিতেছেন না। ইদানীং স্বয়ং "ষ্টেটসম্যান" পত্র, মিঃ র‍্যামজে স্কট, শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই প্রভৃতিও এই কায়েমী স্বার্থের দলের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই দলের জন্যই আজ রুষিয়া ইংলণ্ডের শত্রু প্রভাবিত, আয়র্লণ্ড যুদ্ধে নিরপেক্ষ, মিশর আক্রান্ত হইয়াও যুদ্ধে যোগদানে অনিচ্ছুক এবং দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিধা বিভক্ত। এই দলের বিরুদ্ধে কানাডাতে পর্য্যন্ত তীব্র সমালোচনা হইয়াছে। উহারা একথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে যে ইংলণ্ড বর্ত্তমান যুদ্ধ হইতে অক্ষত শরীরে বাহির হইয়া আসিবে এবং কায়েমী স্বার্থের দল পূর্ব্বের ন্যায়ই সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলিকে শিল্প বাণিজ্য সর্ব্বক্ষেত্রে শোষণ করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু একথা বোধ হয় বালকও বুঝিতে পারিতেছে যে ১৯৩৯ সালের পৃথিবী এবং যুদ্ধাবসানের পরবর্ত্তী কালের পৃথিবী এক হইবে না। স্বার্থবুদ্ধিতে অন্ধ হইয়া এই দল তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছে না এবং স্বকীয় শক্তিবলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করিতেছে। উহাদের এই স্বার্থবুদ্ধি ভারতবর্ষকে কোন পথে চালিত করিবে তাহা ভবিতব্যই জানেন।

পাট সমস্যার পরিণতি কোথায়?

পাট সম্বন্ধে বর্ত্তমানে যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে তাহা নূতন করিয়া বলিবার আবশ্যকতা নাই। চলতি বৎসরে সরকারী বরাদ্দ অনুসারে ১ কোটী ২৬ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত গত বৎসরে উৎপন্ন পাটের মধ্যেও কম পক্ষে ৫ লক্ষ বেল পাট বর্ত্তমান বৎসরের হিসাবে জের চলিয়াছে। এই ১ কোটী ৩১ লক্ষ বেল পাটের মধ্যে চটকলসমূহ বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ২৩ লক্ষ বেলের মত পাট ক্রয় করিয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে এই পর্য্যন্ত কি পরিমাণ পাট কলিকাতা ও চট্টগ্রাম বন্দরের মধ্য দিয়া বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে তাহার হিসাব জানা নাই। তবে গত জুলাই মাসে পাটের মরশুম আরম্ভ হইবার পর হইতে ১৯শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এই দুইটী বন্দরের মধ্য দিয়া মাত্র ২ লক্ষ ৪৬ হাজার বেল পাট বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। সেই হিসাবে এখন পর্য্যন্ত খুব বেশী করিয়া ধরিলেও ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানী পাটের পরিমাণ ৪ লক্ষ বেলের বেশী হইবে না। অর্থাৎ যে স্থলে মোটমাট ১ কোটী ৩১ লক্ষ বেল পাটের জোগান রহিয়াছে তাহার মধ্যে চটকলসমূহ-কর্ত্তৃক ক্রীত পাট এবং বিদেশে রপ্তানী লইয়া মাত্র ২৭ লক্ষ বেল পাটের হিসাব পাওয়া যাইতেছে। বাকী ১ কোটী ৪ লক্ষ বেল পাটই এখনও অবিক্রীত অবস্থায় আছে। তবে উহার সবটাই যে কৃষকের হাতে রহিয়াছে এরূপ নহে। অনেক পাট কলিকাতা ও মফঃস্বলের আড়তদার, মহাজন ইত্যাদির গুদামে মজুদ আছে। উহার পরিমাণ ২৫ লক্ষ বেল ধরিলেও এখন পর্য্যন্ত কৃষকের উৎপন্ন পাটের মধ্যে প্রায় ৮০ লক্ষ বেল পাট তাহার নিকট অবিক্রীত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে বলা যায়। উহার তাৎপর্য্য এই দাঁড়ায় যে, এবার কৃষক যে পাট উৎপন্ন করিয়াছে তাহার মধ্যে সে এখনও এক তৃতীয়াংশের বেশী পাট [illegible] করিতে সমর্থ হয় নাই।

পাটের মূল্যহ্রাসই উহার একমাত্র কারণ নহে। বাজারে ক্রেতার অভাবও উহার অন্যতম প্রধান কারণ। বর্ত্তমান বৎসরে বিদেশে পাটের রপ্তানী অস্বাভাবিকরূপে কমিয়া যাওয়াতে চটকলসমূহই পাটের প্রায় একমাত্র ক্রেতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান বৎসরে পাটের মরশুমের প্রথমে চটকলগুলির হাতে ২০ লক্ষ বেল পাট মজুদ ছিল। উহার পরে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত উহারা ২৩ লক্ষ বেল পাট খরিদ করিয়াছে। এবার চটকলগুলিতে যেভাবে কাজ হইতেছে তাহাতে সারা বৎসরে উহাদের ৪৫ লক্ষ বেলের বেশী পাটের প্রয়োজন হইবে না। কাজেই একথা বলা যায় যে, চটকল-সমূহ ইতিমধ্যেই উহাদের প্রায় সারা বৎসরের খরচের উপযুক্ত পাট সংগ্রহ করিয়া ফেলিয়াছে। অবশ্য চটকলগুলিকে সব সময়েই ৫।৬ মাসের খরচের উপযুক্ত পাট হাতে মজুদ রাখিতে হয়। কারণ পাট কিনা না থাকিলে উহারা ভবিষ্যতে সরবরাহের জন্য থলে ও চটের চুক্তি করিতে সমর্থ হয় না। সেই হিসাবে চটকলগুলিকে মজুদ পাট হিসাবে এবার আরও ২০ লক্ষ বেলের মত পাট খরিদ করিতে হইবে। কিন্তু যে স্থলে পাটচাষী এবং আড়তদার মহাজন ইত্যাদির হাতে এখনও ১ কোটী বেলের উপর পাট জমিয়া রহিয়াছে এবং আগামী জুন মাস পর্য্যন্ত কলে কাজ চালাইবার উপযুক্ত পরিমাণ পাট চটকলগুলির হাতে মজুদ আছে সেই স্থলে ২০ লক্ষ বেল পাট ক্রয় করিবার জন্য চটকলগুলির কোন ভাবনাই হইতে পারে না। উহারা উহা বেশ ভালরূপেই জানে যে বাঙ্গলার পাটচাষী নিঃসম্বল এবং উহাদের পক্ষে বেশী দিন অপেক্ষা করিবার উপায় নাই। কাজেই ২।৪ মাস অপেক্ষা করিয়া আস্তে ধীরে পাট ক্রয় করিলে উহারা অনায়াসে ২।৩ টাকা মণ দরে উপরোক্ত ২০ লক্ষ বেল পাট সংগ্রহ করিতে পারিবে। এজন্য উহারা বর্ত্তমানে পাটক্রয়ে বিন্দুমাত্রও আগ্রহ দেখাইতেছে না। ফলে পাটের সর্ব্বনিম্ন মূল্য ৪॥ টাকা নির্দ্ধারিত থাকা সত্ত্বেও মফঃস্বলের সর্ব্বত্র ৩ টাকা দরেও পাটের ক্রেতা পাওয়া যাইতেছে না।

এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য বাঙ্গলা সরকার প্রথমে চটকল-ওয়ালাদের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। চটকল সমিতি পাটের সর্ব্বনিম্ন দর মণকরা দুই টাকার মত কমাইয়া দিয়া সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণীর পাটের সর্ব্বনিম্ন মূল্য ৪॥ টাকা সাব্যস্ত করিয়াছে—এই সংবাদ আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি। বাঙ্গলা সরকার নাকি এই দরে সম্মতি দিয়া চটকল সমিতির নিকট এরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, তাহাদিগকে আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে এই দরে ২০ লক্ষ বেল এবং উহার পরে আগামী মার্চ্চ মাসের মধ্যে আরও ২০ লক্ষ বেল পাট খরিদ করিতে হইবে। কিন্তু চটকলওয়ালারা নাকি এই প্রস্তাবে কবুল জবাব দিয়াছে। তাহারা নাকি একথা বলিয়াছে যে, পাটের বর্ত্তমান মরশুম শেষ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহাদের মাত্র ২০ লক্ষ বেল পাটের প্রয়োজন হইবে এবং তাহাও তাহারা ২।৩ মাস কাল সময়ের মধ্যে ক্রয় করিতে সমর্থ হইবে না। চটকলওয়ালাদের নিকট হইতে এই জবাব পাইয়া বাঙ্গলা সরকার এখন ভারত সরকারের শরণাপন্ন হইয়াছেন। উহাদের ইচ্ছা যে ৬ কোটী টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়া ঐ টাকা দ্বারা ২০ লক্ষ বেলের মত পাট খরিদ করেন। এই ঋণ গ্রহণে ভারত সরকারের সম্মতি লাভের উদ্দেশ্যেই স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক স্বরাষ্ট্র-সচিব সার নাজিমুদ্দিন এবং অর্থ-সচিব মিঃ সুরাবর্দ্দিকে সঙ্গে লইয়া দিল্লী গিয়াছিলেন। সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রধান মন্ত্রী একটি বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে ভারত সরকারের সহিত আলোচনার ফলে স্থির হইয়াছে যে আগামী ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে দিল্লীতে একটি বৈঠকে ভারত সরকারের প্রতিনিধিদের সহিত বাঙ্গলা, বিহার ও আসাম গবর্ণ-মেণ্টের প্রতিনিধিদের আলোচনার পর এই বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইবে।

দিল্লী বৈঠকের ফল কি হইবে, ভারত-সরকার বাঙ্গলা সরকারকে পাট ক্রয়ের জন্য ৬ কোটী টাকা ঋণ গ্রহণের অনুমতি দিবেন কি না, বাঙ্গলা সরকার এই অনুমতি পাইলে কতদিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিয়া অভীপ্সিত পরিমাণ পাট ক্রয় করিতে সমর্থ হইবেন, এই পরিমাণ পাট ক্রয় করিলে পাটের বাজারে তাহার কিরূপ প্রভাব হইবে, বর্ত্তমান অবস্থায় বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে এই প্রকার ব্যয়-বহুল কাজে হাত দেওয়া সঙ্গত হইবে কি না ইত্যাদি বিষয় স্বভাবতঃই আমাদের মনে উদিত হইতেছে। প্রথম কথা এই যে ভারত সরকার বর্ত্তমানে সমরঋণ সংগ্রহের জন্য যেরূপ ব্যগ্র হইয়াছেন এবং এজন্য যেভাবে অকাতরে অর্থব্যয় করিতেছেন তাহাতে তাঁহারা বাঙ্গলা সরকারকে বাজার হইতে ৬ কোটী টাকা ধার করিতে সম্মতি

দিবেন কি না সন্দেহ। কারণ বাঙ্গলা সরকার যদি অপেক্ষাকৃত বেশী সুদে—এমন কি ভারত সরকারের সমান সুদেও টাকা ধার করিবার জন্য বাজারে অবতীর্ণ হন তাহা হইলে উহার ফলে ভারত সরকারের পক্ষে প্রয়োজনানুরূপ ভাবে সমরঋণ সংগ্রহ করা কঠিন হইবে। দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গলা সরকার যদি ভারত সরকারের নিকট হইতে ৬ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণের অনুমতিও পান তাহা হইলেও তাঁহাদের পক্ষে উহা দ্বারা ২৫ লক্ষ বেলের বেশী পাট খরিদ করা সম্ভব হইবে না যে স্থলে বাজারে বর্ত্তমানে এক কোটি বেলেরও অধিক পরিমাণ পাট অবিক্রীত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে সেই স্থলে বাঙ্গলা সরকার ২৫ লক্ষ বেল পাট খরিদ করিলে তাহাতে মূল্য কতটুকু চড়িবে এবং এজন্য কৃষক কতটুকু লাভবান হইবে? তৃতীয়তঃ ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে দিল্লী বৈঠকে যে আলোচনা হইবে তৎসম্বন্ধে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত করিতে নিশ্চয়ই মাসাধিককাল অতিবাহিত হইবে। উহার পর বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে ঋণ গ্রহণ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে এবং ক্রীত পাটের জন্য গুদামের ব্যবস্থা করিতে আরও দুই মাস সময় লাগিবে। কাজেই বাঙ্গলা সরকারের পরিকল্পনার ফলে যদি পাটের বাজারের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় তাহা হইলেও আগামী মার্চ্চ-এপ্রিলের পূর্ব্বে কৃষক তাহার সুফল ভোগ করিতে সমর্থ হইবে না। কৃষক যেরূপ অভাবগ্রস্ত তাহাতে এই সময়ের মধ্যে সে নিশ্চয়ই ১॥০ কি ২ টাকা মণ দরে হইলেও তাহার উৎপন্ন পাটের বার আনা বিক্রয় করিয়া ফেলিতে বাধ্য হইবে। বর্ত্তমানে ঘটনার স্রোত যেভাবে চলিতেছে তাহাতে ৩।৪ মাস পরে ফড়িয়া, আড়তদার, মহাজন ইত্যাদির কিছু লাভের সম্ভাবনা হইতে পারে। কিন্তু পাটচাষীর দিক হইতে আমরা কোন আশাই দেখিতে পাইতেছি না।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে এই প্রকার ব্যয়-বহুল কাজে হাত দেওয়া সমীচীন হইবে না। বর্ত্তমান বৎসরে বাজারে যে ১ কোটী ৩১ লক্ষ বেল পাটের জোগান রহিয়াছে তাহার মধ্যে চটকলগুলিতে ৪৫ লক্ষ বেলের বেশী পাট খরচ হইবে না। বিদেশেও ১০ লক্ষ বেলের বেশী পাট রপ্তানী হওয়ার আশা নাই। অত্রাবস্থায় বর্ত্তমান বৎসরের শেষে গবর্ণমেণ্ট, আড়তদার, মহাজন, কৃষক প্রভৃতি যাহার হাতেই থাকুক না কেন ৭৬ লক্ষ বেল পাট মজুদ থাকিয়া যাইবে। আগামী বৎসরে গবর্ণমেণ্ট যদি পাটের জমির পরিমাণ বর্ত্তমান বৎসরের তুলনায় দুই তৃতীয়াংশ কমাইয়া দেন এবং বিহার ও আসাম যদি অনুরূপ ব্যবস্থায় রাজী হয় তাহা হইলে আগামী বৎসরে আরও ৪২ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইবে। কাজেই বর্ত্তমান বৎসরের জের হিসাবে ৭৬ লক্ষ বেল পাট লইয়া আগামী বৎসরে বাজারে ১ কোটী ১৮ লক্ষ বেল পাটের জোগান হইবে। অথচ আগামী বৎসরে যদি যুদ্ধ থামিয়া যায় তাহা হইলেও জগতের প্রয়োজনে ৮০ লক্ষ বেলের বেশী পাট খরচ হইবার আশা সমগ্র নাই। এই অবস্থাতে পাটের জমির পরিমাণ দুই তৃতীয়াংশ কমাইয়া দেওয়া সত্বেও আগামী বৎসরে যে উহার ভালরূপ দর হইবে তাহার সম্ভাবনা কম। বাঙ্গলা সরকার বর্ত্তমানে যদি ৬ কোটী টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়া ৪॥০ টাকা মণ দরেও পাট খরিদ করেন তাহা হইলে উহার গুদাম ভাড়া, বীমার খরচ, ঘাটতি, বিলি-ব্যবস্থার ব্যয় এবং ঋণের সুদ ইত্যাদিতে আগামী বৎসরে উহার পড়তা পড়িবে প্রতি মণে অন্ততঃ ছয় টাকা। এই পাট গবর্ণমেণ্ট যদি ৬ টাকা দরে বিক্রয় করিতে না পারেন এবং প্রতি মণে উঁহাদের যদি এক টাকা করিয়াও ক্ষতি হয় তাহা হইলেও তাঁহাদের ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াইবে সোয়া কোটী টাকা। গত জুন মাসে বাঙ্গলা সরকার পাটের দর চড়াইবার উদ্দেশ্যে নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫০ হাজার বেল পাট খরিদ করিয়াছিলেন। তাহার বাজার মূল্য এখন ১৫ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। অনেকটা এই ১৫ লক্ষ টাকা ক্ষতি পোষাইবার জন্য বাঙ্গলা সরকার দেশবাসীর উপর বিক্রয়-কর নামক এক মারাত্মক ট্যাক্স ধার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইহার উপর ৬ কোটী টাকার পাট খরিদ করিয়া উহাদের যদি সোয়া কোটী টাকা ক্ষতি হয় তাহা হইলে বাঙ্গলার জনসাধারণ ঘটিবাটী বিক্রয় করিয়াও বাঙ্গলা সরকারকে দেউলিয়া দশা হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। দেশের স্বল্প সংখ্যক পাটচাষীর জন্য সমগ্র দেশ এই ভাবে বিপন্ন হইতে পারে না। আমাদের মনে হয় যে বিষয়টী এই দিক হইতে বিবেচনা করিয়া ভারত সরকার যাহাতে বাঙ্গলা সরকারকে এই ভাবে ৬ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণে অনুমতি না দেন তজ্জন্য দেশের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির তরফ হইতে ভারত সরকারের নিকট আবেদন প্রেরিত হওয়া আবশ্যক।

উপসংহারে বাঙ্গলা সরকারকে আমরা একটি কথা বলিতে চাই। গত বৎসর অত্যধিক পরিমাণ জমিতে পাটচাষের নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখিয়াও তাঁহারা হঠাৎ বাধ্যতামূলকভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব পরিত্যাগ করিয়া যে নির্ব্বুদ্ধিতা প্রদর্শন করিয়াছেন বাঙ্গলার কৃষককে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে। আমরা তখনই বলিয়াছিলাম যে গবর্ণমেণ্টের এই সিদ্ধান্তের ফলে বাঙ্গলার কৃষক ২।৩ বৎসর পর্য্যন্ত পাটের উপযুক্তরূপ মূল্য পাইবে না। আমাদের আশঙ্কা সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে চলিয়াছে। এবার কৃষক পাটের জন্য কিছুই মূল্য পাইল না। আগামী বৎসরেও কৃষক উপযুক্ত মূল্য পাইবে বলিয়া কোন ভরসা নাই। বাঙ্গলা সরকার যদি আগামী বৎসরে চাষের পরিমাণ দুই তৃতীয়াংশ কমাইয়া দেন এবং তৎপরবর্ত্তী বৎসরেও প্রয়োজনমত জমির অতিরিক্ত জমিতে পাটের চাষ হইতে না দেন তাহা হইলে ১৯৪২ সালের পরে পাটের ন্যায্যমত মূল্য হইতে পারে। উহার পূর্ব্বে বাঙ্গলা সরকার কিছুতেই পাটের উপযুক্তরূপ মূল্য বাজারে [illegible]বৎ করিতে পারিবেন না। একটা ভুলের [illegible]তিকারের জন্য পাথরের দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া [illegible] কি [illegible]ভ হইবে? উহাতে পাটচাষীর কোন উপকার হইবে না—অ[illegible] দেশবাসী ডুবিবে। বর্ত্তমান অবস্থায় বাধ্যতামূলকভাবে পা[illegible] চাষ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা এবং অন্ততঃ ১৯৪২ সালের জুলাই পর্য্যন্ত অপেক্ষা করাই বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হইবে।

গত ১৯৩৫-৩৬ সালে ভারতবর্ষে ২৪ লক্ষ ৬০ হাজার ৩০২ টাকা মূল্যের ৩ লক্ষ ৪৮ হাজার ৬৮৪ মণ আঙ্গুর উৎপাদিত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া ঐ সালে স্থলপথে বিদেশ হইতে ২০ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা মূল্যের ২ লক্ষ ৬৭ হাজার মণ আঙ্গুর ও সমুদ্রপথে বিদেশ হইতে ৮৫ হাজার ৯৮৪ টাকা মূল্যের ৪ হাজার ৮৭৫ মণ আঙ্গুর এদেশে আমদানী হইয়াছিল। উৎপাদিত ও আমদানীকৃত আঙ্গুর মিলাইয়া আলোচ্য বৎসরে ভারতবর্ষে আঙ্গুরের মোট জোগান দাঁড়াইয়াছিল ৬ লক্ষ ২০ হাজার ৬৯৪ মণ (মূল্য ৪৬ লক্ষ ৩৭ হাজার ৯১৬ টাকা)। ঐ সমস্ত আঙ্গুরের মধ্যে ২ হাজার ১৯৪ মণ পরিমিত আঙ্গুর ব্রহ্মদেশে রপ্তানী হয়। আর বাকী সমস্ত আঙ্গুরই ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে বেলুচিস্থান, বোম্বাই, পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের লোকেরা যথাক্রমে ১ লক্ষ ২৪ হাজার ৭৩৩ মণ, ১ লক্ষ ৫২ হাজার ৩৪৮ মণ, ৬৫ হাজার ১৩৫ মণ ও ৩৬ হাজার ৫০৯ মণ আঙ্গুর ব্যবহার করিয়াছিল। বাঙ্গলায় আঙ্গুর ব্যবহৃত হইয়াছিল মাত্র ৩০ হাজার ৮৯২ মণ।

বঙ্গীয় মহাজনী আইন (৩)

শ্রীকুমুদচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ, বি-এল

বর্ত্তমান মহাজনী আইনটীকে বিশ্লেষণ করিলে উক্ত আইনটী নিম্নলিখিত কয় ভাগে বিবেচনা করা যাইতে পারে। (১) ঋণ কাহাকে বলে ? (২) ঋণদাতা মহাজনের কি কর্ত্তব্য এবং কি কাজ করিলে মহাজন মহাজনী ব্যবসা পরিচালনা করিতে সক্ষম। (৩) হিসাব সম্বন্ধে খাতক ও মহাজনের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ। (৪) মহাজনের প্রতি খাতকের দায়িত্ব এবং খাতকের আইনানুযায়ী ক্ষমতা কি ? (৫) মহাজনের বিরুদ্ধে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় দণ্ডবিধির ব্যবস্থা। এই সমস্তের ভিতর ১নং ও ২নং বিষয় আমরা গত সপ্তাহে আলোচনা করিয়াছি। এ সপ্তাহে ৩নং ও ৪নং বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে।

৩। হিসাব সম্বন্ধে খাতক ও মহাজনের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে বর্ত্তমান আইন কতকগুলি বিশেষ বিধির প্রবর্ত্তন করিয়াছে। প্রত্যেক মহাজনের ইরেজী অথবা বাংলা ভাষায় একটি নগদ তহবিলের হিসাব বহি (cash book), একটি খতিয়ান বহি (ledger) এবং একটি রসিদ বহি এই তিনটি খাতা রাখিতে হইবে। যখন মহাজন খাতককে ঋণ দান করিবেন তখনই খাতককে ঋণের যাবতীয় বিবরণ সহ একটি হিসাব দিবেন। খাতক দেনার বাবদ যখন যে টাকা মহাজনকে দিবে, প্রত্যেকবার মহাজন তাহার পরিষ্কার একখানি রসিদ দিবেন। এবং যখন দেনা সম্পূর্ণ পরিশোধিত হইয়া যাইবে, তখন সম্পূর্ণ আদায় পরিজ্ঞাপনার্থে খাতকের দেওয়া বা দস্তখতী প্রত্যেক দলিল "সম্পূর্ণ পরিশোধিত হইয়াছে" ইহা লিখিয়া ফিরাইয়া দিতে হইবে অথবা উক্ত দলিলাদি যথারীতি ছিড়িয়া দিতে হইবে। আর মহাজনের নিকট যদি কোনও সম্পত্তি রেহানাবন্ধ বা বন্ধক দেওয়া থাকে, ঋণ পরিশোধান্তে তাহা তৎক্ষণাৎ খাতককে ফিরাইয়া দিতে হই[illegible]

প্রত্যেক বর্ষারম্ভের দুইমাস মধ্যে খাতকের ইচ্ছানুযায়ী ইরেজী [illegible] বাংলা ভাষায় প্রত্যেক খাতককে পৃথকভাবে মহাজন অথবা [illegible]হার কর্ম্মচারী একটা হিসাব নিকাশ দিবেন। উক্ত হিসাবে [illegible]সল টাকা কত ছিল, সুদ কি পাওনা ছিল, খাতককে পৃথক পৃথক তারিখে মহাজন কি দিয়াছেন বা খাতকই মহাজনকে কোন তারিখে কি ওয়াশীল দিয়াছে এবং ঋণ বাবদ কি পাওনা আছে ইত্যাদি বিষয় নির্দ্দিষ্ট ফরমে পূরণ করিয়া দিতে হইবে। এতদতিরিক্ত যদি খাতক লিখিতভাবে নোটিশ দিয়া মহাজনের নিকট হিসাব দাবী করে তবে ঐ নোটিশ পাওয়ার ত্রিশ দিন মধ্যে মহাজন খাতককে দেনা পাওনার হিসাব দিতে বাধ্য থাকিবেন। কিন্তু ছয়মাসের মধ্যে কোনও হিসাব দেওয়া থাকিলে, মহাজনের এই প্রকার নোটিশের প্রত্যুত্তর দিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। যদি মহাজন এই প্রকার বাৎসরিক বা সাময়িক হিসাবাদি খাতককে না দেন বা আদালতে না দেওয়ার যথোপযুক্ত সঙ্গত কারণ প্রমাণ না করিতে পারেন তাহা হইলে সুদ বাবদ মহাজন কোনও ডিক্রী পাইবেন না। প্রত্যেক মোকদ্দমাতেই আদালতের প্রাথমিক বিচার্য্য বিষয় হইবে মহাজন আইনানুযায়ী রীতিমত খাতককে হিসাবাদি দিয়াছেন কি না। হিসাব প্রাপ্তি সম্বন্ধে উপরোক্ত সুবিধা ব্যতিরেকে খাতক আদালতে নির্দ্দিষ্ট ফরমে দরখাস্ত দিয়া এবং মহাজনকে যথারীতি নোটীশ দিয়া উপস্থিত করাইয়া আদালতযোগেও সম্পূর্ণ হিসাব নিকাশ করাইয়া খাতকের কি দেয় এবং কবে দেয় ইত্যাদি সম্বন্ধে চূড়ান্ত বিচার করাইয়া নিতে পারে। আদালতে এই মাজরায় যে সিদ্ধান্ত হইবে তাহার বিরুদ্ধে খাতক বা মহাজন আবশ্যকবোধে উর্দ্ধতন আদালতে ও হাইকোর্টে আপীল করিতেও পারিবে। এই প্রকার নির্দ্ধারিত ঋণ খাতক ইচ্ছা করিলে মহাজনকে মণিঅর্ডার করিয়া পাঠাইয়া দিতে পারে অথবা মহাজন অনুকূলে আদালতে গচ্ছিত করিয়া দিতে পারে। মণিঅর্ডার মহাজন অস্বীকার করিলে মহাজন তজ্জন্য ক্ষতি পূরণের দায়ী হইবেন। হিসাবাদি সম্বন্ধে আইনে যে সমস্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহার কতক খাতকের পক্ষে বিশেষ উপকারী হইলেও, আমাদের মতে এই সমস্ত ব্যবস্থা একটু অতিরিক্ত হইয়াছে। অনেক সময় অশিক্ষিত মহাজনদের পক্ষে এই সমস্ত ব্যবস্থাধীনে মহাজনী ব্যবসা পরিচালনা করা কঠিন হইবে এবং মহাজনের প্রতিপদে বিপদের কারণ হইবে।

৪। এখন আমরা বর্ত্তমান মহাজনী আইনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রণিধানযোগ্য ব্যবস্থাগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করিব। নূতন আইনে খাতকের দায়িত্ব কি বা তাহার ক্ষমতা কি তৎসম্বন্ধে বর্ত্তমান মহাজনী আইনের ৩০ ধারা হইতে ৩৭ ধারা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রত্যেক ধারা আলোচনা করিলেই বর্ত্তমান আইনের সারাংশ বুঝা যাইবে। খাতকের কি ক্ষমতা বা তাহার কি দায়িত্ব এবং মহাজনের দাবীর সীমাই বা কি তাহা সমস্তই এই ধারাগুলিতে নিবদ্ধ করা হইয়াছে। প্রথমত: আমরা ৩০ ধারা সম্বন্ধে বিবেচনা করিব। উক্ত ধারার সারমর্ম্ম এই :—"অন্য কোন আইনে বা পূর্ব্ব চুক্তিতে যে ব্যবস্থাই থাকুক না কেন (১) এই আইন আমলে আসিবার পর কোনও খাতক যে টাকা আসল বলিয়া নিয়াছিল তাহার দ্বিগুণের অতিরিক্ত মহাজনকে দিতে বাধ্য থাকিবে না। খাতক কোন অবস্থাতেই বার্ষিক শতকরা ১০৲ টাকা ও দায়যুক্ত (secured) ঋণের জন্য বার্ষিক শতকরা ৮৲ টাকার অতিরিক্ত সুদ দিতে বাধ্য থাকিবে না। এবং এই সমস্ত সুদ চক্রবৃদ্ধিহারে চলিবে না। বর্ত্তমান, আইন বলবৎ হওয়ার পূর্ব্বে যে-সমস্ত ঋণ লওয়া হইয়াছে তৎসম্বন্ধেও উপরোক্ত ব্যবস্থা প্রযুক্ত হইবে।

এই ধারা আলোচনায় দেখা যায় যে মহাজন কোনও অবস্থাতেই আসল টাকার দ্বিগুণের বেশী আদায় করিতে পারিবেন না। যদি কিছু টাকা ওয়াশীল দেওয়া থাকে, তাহা সহ এই দ্বিগুণ গণনা করিতে হইবে। যদি কোনও অবস্থাতে সুদ আসল একত্র করিয়া দলিল পরিবর্ত্তিত করা হয়, তাহাতেও মহাজনের কোন লাভ হইবে না। প্রথমে দেওয়া টাকার উপর (Principal of the original loan) ভিত্তি করিয়াই সুদের হার নির্ণীত হইবে। সুদের যে উর্দ্ধতম হার নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইল তাহার অতিরিক্ত সুদ কোন অবস্থাতেই মহাজন পাইবেন না। যদি সুদের হার আইনের নির্দ্দিষ্ট শতকরা ১০৲ টাকা বা ৮৲ টাকা হারে গণনা করিয়া আসলের দ্বিগুণের কম হয় তখন অবশ্য মহাজন আর দ্বিগুণ পাইবেন না। দ্বিগুণের বেশী হইলে অতিরিক্ত টাকা বাদ যাইবে। ওয়াশীলের

টাকা সুদের মধ্যে বাদ গিয়া যদি আরও কিছু থাকে তাহা আসলে বাদ যাইবে। এই সমস্ত নিয়ম আইনের পূর্ব্বকৃত দেনার বাবদ বা ডিক্রীর বাবদও প্রযুক্ত হইবে এবং এই আইনের পূর্ব্বকৃত দেনা বা ডিক্রীতে যে সুদের ব্যবস্থাই থাকুক না কেন আইন আমলে আসিবার পর ঐ সমস্ত দেনার সুদও এই আইনের বিধানানুযায়ী দেয় বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। অর্থাৎ খাতক আইনের পূর্ব্ব আমলে যে ভাবেই সুদ আদায় করিয়া থাকুক না কেন যদি আইনের নির্দ্দেশাতিরিক্ত সুদ খাতক দিয়া থাকে তাহা খাতক আসল মধ্যে বাদ পাইবে বা অন্য যেভাবে নূতন আইন মতে হিসাব হয় সেইমত ব্যবস্থা করা হইবে। এই ব্যবস্থায় বর্ত্তমান আইনটি আইনের পূর্ব্বকৃত দেনার বেলায়ও প্রযুক্ত। তবে এই সমস্ত কারণে আইন আমলে আসিবার পরই মহাজনকেও মোকদ্দমা আনয়ন করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। যদি টাকা আদায়ের কড়ার পরেও থাকে, তথাপি মহাজন পূর্ব্বকৃত দেনাসমূহ বাবদ আইন আমলে আসিবার পরই আদালতে নালিশ উপস্থিত করিতে পারিবেন।

৩১ নং ধারায় ডিক্রীর পরবর্ত্তী সুদ নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে। এই আইন আমলে আসিবার পরবর্ত্তীকালে যে সমস্ত ডিক্রী হইবে, তাহাতে ভবিষ্যৎ সুদ ডিক্রী দিতে হইলে আদালত তাহার উপর শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকার অতিরিক্ত সুদ ডিক্রী দিতে পারিবেন না। সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে 'আসল' অর্থ যে টাকা প্রথম খাতককে দেওয়া হইয়াছিল। প্রথম দেওয়া আসলের সহিত সুদ সংযুক্ত হইয়া যাহা হয় তাহা কখনও আসল বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে না। আর যে স্থলে 'নগদ টাকা' না দিয়া শস্য বা অন্য কোন জিনিষ মহাজন খাতককে ধার দেয়, ধার দেওয়ার সময় ঐ জিনিষের যে বাজার মূল্য হয় তাহাই আসল বলিয়া ধরিতে হইবে। ডিক্রীর পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী কালের সুদ নির্ণয় জন্য ঋণ আদায়ের সময় উক্ত শস্য বা জিনিষের যে মূল্য হয় তাহাও বিবেচনা করিতে হইবে অর্থাৎ ঋণ আদায়ের সময় যদি দেখা যায় যে শস্যের মূল্য অনেক বাড়িয়া গিয়াছে, তাহা হইলে যে পরিমাণে শস্যের মূল্য বাড়িয়াছে সেই অনুপাতে আইনের নির্দ্দিষ্ট হারে সুদ হিসাব করিয়া যে শস্য মহাজনকে দেয় হয় আদালত সেই শস্যই পরিশোধের আদেশ দিবেন। অবশ্য ঋণ আদায়ের সময় যদি টাকা দিয়া ঋণ পরিশোধ করিবার আদেশ আদালত দেন, তাহা হইলে ঋণ পরিশোধের সময় শস্যের মূল্যের কোনও বিবেচনা আবশ্যক হইবে না। ঋণ গ্রহণকালে শস্যের অনুপাতে যাহা আসল বলিয়া গণ্য হইয়াছিল তাহার উপর আইনানুযায়ী সুদ হিসাব করিলেই চলিবে। বর্ত্তমান আইনের ৩২ নং ধারায় এই সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিধান করা হইয়াছে। ৩৩ নং ধারায় ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, সম্পত্তি রেহানাবদ্ধ বা দায়যুক্ত আছে কি না তৎসম্পর্কে রেজেষ্ট্রী আফিসে অনুসন্ধান জন্য যে ব্যয় পড়িবে বা ষ্ট্যাম্প বা রেজেষ্ট্রী ইত্যাদি খরচ বাবদ যে ব্যয় পড়িবে বা ১৮৮২ সালের হস্তান্তর বিষয়ক আইনানুযায়ী খরচাদি আদায়ের নিমিত্ত যে ব্যয় পড়িবে তদ্ব্যতিরেকে মহাজন খাতক হইতে কোনও খরচ আদায় করিতে পারিবে না। যদি ঐ প্রকার খরচ মহাজন আদায় করে তাহা আসল হইতে বাদ যাইবে এবং সুদের হিসাবও তদনুযায়ী কমিবে।

৩৪ নং ধারাতে দায়যুক্ত বা দায়বিহীন ঋণে খাতক কি ভাবে কিস্তীবন্দী পাইবে তাহার বিস্তৃত ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দায়যুক্ত (secured) ঋণের ডিক্রী সম্পর্কে বর্ত্তমান মহাজনী আইনের পূর্ব্বে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনে এই ব্যবস্থা ছিল যে, আদালত আইনানুযায়ী প্রাথমিক ডিক্রী দিবেন এবং উক্ত প্রাথমিক ডিক্রীতে আদালত ছয় মাসের অনূর্দ্ধকাল একটি সময় দিবেন যাহার মধ্যে খাতক মহাজনের প্রাপ্য আদায় করিবে এবং ঐ নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে ঋণ আদায় না করিলে খাতকের বিরুদ্ধে আদালত চূড়ান্ত ডিক্রী দিবেন। চূড়ান্ত ডিক্রীর পরে মহাজন ডিক্রীজারীক্রমে খাতকের সম্পত্তি নীলাম করাইবার বা ব্যয়সিদ্ধি করিবার প্রার্থনা করিয়া ডিক্রীর টাকা আদায় করিতে পারেন। অবশ্য আদালত ইচ্ছা করিলে ছয়-মাসের যে নির্দ্দিষ্ট সময় খাতককে দেন তাহা খাতকের অবস্থা ও সঙ্গতি বিবেচনায় সঙ্গতবোধে বাড়াইয়া দিতে পারেন। বর্ত্তমান মহাজনী আইনে দায়যুক্ত দেনা সম্বন্ধে আদালতের এই ক্ষমতা অব্যাহত রাখা হইয়াছে। কিন্তু তদতিরিক্ত কিস্তিবন্দী দিবার আরও ব্যাপক ক্ষমতা আদালতকে দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান আইনে ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে দায়যুক্ত ঋণে আদালত ডিক্রী দেওয়ার সময় মহাজন ও খাতক উভয়ের অবস্থা বিবেচনা করিয়া দায় বহালে আদালত যত বৎসর সঙ্গত বিবেচনা করেন তত বৎসরের বার্ষিক কিস্তিবন্দীসূত্রে টাকা আদায়ের প্রাথমিক ডিক্রী দিবেন। খাতক যদি বার্ষিক কোন কিস্তি খিলাপ করে তাহা হইলে মহাজন খাতককে নোটীশ দিয়া চূড়ান্ত ডিক্রীর প্রার্থনা করিতে পারেন। কিন্তু নোটীশ পাইয়া খাতক যদি চূড়ান্ত ডিক্রীর আদেশ হইবার পূর্ব্বে কিস্তির টাকা আদালতে দাখিল করিয়া দেয়, তাহা হইলে মহাজন চূড়ান্ত ডিক্রীর আদেশ পাইবেন না। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, দায়যুক্ত ঋণের কিস্তিবন্দী হার সম্বন্ধে কোনও সময়ের সীমা নির্দ্দেশ নাই। এই বিষয় আদালতের বিচার বুদ্ধির উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করা হইয়াছে। ১৯৪০ সালের ১লা সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বকৃত দেনার জন্য কিস্তিবন্দী হারের সুবিধা দিলেও আদালত কোনও ভবিষ্যৎ সুদ ডিক্রী দিতে পারিবেন না। পরবর্ত্তীকালে-কৃত দেনা সম্বন্ধে অবশ্য শতকরা বার্ষিক অনূর্দ্ধ ৬ টাকা হারে আদালত সুদের ডিক্রী দিতে পারেন। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, দায়-যুক্ত ঋণ সম্বন্ধে যে কিস্তিবন্দী হারের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে ১৯৪০ সালের ১লা সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বেকার ডিক্রী সম্বন্ধে খাতক তাহার জন্য প্রার্থনা করিতে পারিবে না। দায়যুক্ত দেনা সম্বন্ধে আইন আমলে আসিবার পূর্ব্বকৃত ডিক্রী অন্য কোনও কারণাধীনে পুনর্ব্বিচারযোগ্য বিবেচিত না হইলে, কেবলমাত্র খাতকরূপে কিস্তি-বন্দী হারের সুবিধা দেওয়ার জন্য তাহার কোন পুনর্ব্বিবেচনার দাবী গ্রাহ্য হইবে না!

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

পাটের বদলে অন্য ফসলের চাষ

আগামী বৎসরে পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় পাটের বদলে প্রয়োজনমত অন্য কি কি ধরণের ফসল চাষ করা যাইতে পারে তৎসম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার বিবেচনা করিতেছেন। প্রকাশ, এ সম্বন্ধে সম্প্রতি কৃষি ও শিল্প বিভাগের মন্ত্রী মিঃ তমিজুদ্দীন খাঁনের সভাপতিত্বে রাইটার্স বিল্ডিংএ একটী সম্মিলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাহাতে সরকারী কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর ও ডিপুটী ডিরেক্টর, স্পেশাল জুট অফিসর মিঃ এইচ এস ই ষ্টীভেন্স, চীফ কণ্ট্রোলার অব জুট রেষ্ট্রীকশন এবং কৃষি বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ এ এস হাণ্ডস্ প্রমুখ ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। পাটের বদলে অন্য কি ফসল চাষ করা যাইতে পারে তৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট একটা সিদ্ধান্ত করিয়া তদনুযায়ী তাঁহারা কৃষকদিগকে উপদেশ দিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

পেট্রোলের উপর কর বসাইবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

বাঙ্গলা সরকার পেট্রোল বিক্রয়ের উপর প্রতি গ্যালনে দুই পয়সা হারে কর বসাইবার প্রস্তাব করিয়া যে বিল উত্থাপন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন সম্প্রতি কলিকাতার শিখ মোটর ট্রান্সপোর্ট এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

অক্টোবর মাসে ভারত সরকারের শুল্ক বিভাগের আয়

বিগত অক্টোবর মাসে লবণশুল্ক বাদে সামুদ্রিক শুল্ক ও স্থলশুল্ক বাবদ ভারত সরকারের মোট ৩ কোটী ৮৬ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। বিগত সেপ্টেম্বরে এই বাবদ ৩ কোটী ৬০ লক্ষ টাকা এবং ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাসে ৩ কোটী ৭৩ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল।

উৎপাদনশুল্ক বাবদ আলোচ্য মাসে আয় হইয়াছে ৮০ লক্ষ টাকা / বিগত সেপ্টেম্বর মাসে এবং ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাসে এই খাতে আয় হইয়াছিল যথাক্রমে ৫৭ লক্ষ এবং ৫১ লক্ষ টাকা। সামুদ্রিক শুল্ক, ও স্থলশুল্ক উৎপাদন শুল্ক বাবদ ১৯৪০ সালের এপ্রিল হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত সাত মাসে মোট ২৮ কোটী ৬৯ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছে। গত বৎসর এই সময় মধ্যে উক্ত তিন প্রকার শুল্কের মারফত মোট ৩১ কোটী ৫২ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছিল।

কেমিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েসন

এ্যালেম্বিক কেমিক্যাল কোম্পানীর রাজ মিত্র বি, ডি, আমিন ১৯৪০-৪১ সালের জন্য ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েসনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—জে, এন, লাহিড়ী, কাপ্তেন এন, এম, দত্ত, ডাঃ কে, এ, হামিদ, ডাঃ এইচ ঘোষ, মিঃ আর, এল্, নেপালী, মিঃ বি মৈত্র, মিঃ বি, এন, ঘোষ, মিঃ বি, বিরলা, মিঃ মহম্মদ হানিফ, মিঃ মদনলাল এইচ, ভকিল, ডাঃ বি, সি দাস ও মিঃ এল্ গুপ্ত।

পৃথিবীর প্রথম ব্যাঙ্ক

খৃষ্টের জন্মের ২ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ব্যাবিলোনে সর্ব্বপ্রথম একটী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়।

লণ্ডনে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা

১৯৭০ সালে লণ্ডনে গৃহীত সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ভারতীয়গণ কৃতকার্য্য হইয়া নিয়োগযোগ্য বিবেচিত হইয়াছেন :—মিঃ পি, পি, আগরওয়ালা, মিঃ এ, এস্, নায়ক, মিঃ এম্, জি, পিম্পুটকার, মিঃ এইচ, এন্, রায়, মিঃ ডি, ডি সাথে, এবং মিঃ এন্, সেগাল।

জগতে বিভিন্ন ভাষা-ভাষীদের সংখ্যা

পৃথিবীতে যে সমস্ত ভাষা প্রচলিত আছে তন্মধ্যে চীনা ভাষাতেই সবচেয়ে বেশী লোক কথা বলিয়া থাকে। বর্ত্তমানে এই ভাষা-ভাষীদের সংখ্যা হইতেছে মোট ৪৫ কোটি। চীনা ভাষার পরেই ইংরাজী ভাষার স্থান। এই ভাষায় ২২ কোটি ৫০ লক্ষ লোক কথা বলিয়া থাকে। রুষ ভাষায় ১৬ কোটি লোক, জাপানী ভাষায় ৯ কোটি লোক এবং জার্ম্মাণ ও স্পেনীয় ভাষায় মোট ৮ কোটী লোক কথা বলিয়া থাকে। হিন্দী ভাষায় কথা বলে ৭ কোটী ২০ লক্ষ লোক। বাঙ্গলা ভাষায় কথা বলে ৫ কোটী লোক।

আসামে কৃষিজাত আয়ের উপর কর

১৯৩৯-৪০ সালে কৃষিজাত আয়ের উপর কর বাবদ আসাম সরকারের মোট ৯ লক্ষ ২২ হাজার ৩৪৮ টাকা আদায় হইয়াছে। ঐ খাতে এখনও ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৫৭৫ টাকা বকেয়া কর রহিয়াছে। চা-বাগানসমূহ হইতে উক্ত বৎসরের হিসাবে মোট ১০ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা কৃষি আয়কর দাবী করা হইয়াছে

শিল্প গবেষণা বোর্ড

প্রকাশ, আগামী ৭ই জানুয়ারী হইতে ১০ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত কলিকাতায় বোর্ড অব্ সায়েন্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল রিসার্চ্চের পরবর্ত্তী অধিবেশন হইবে।

মহাজনী আইন সম্পর্কিত প্রাদেশিক রেজিষ্ট্রার

নব প্রবর্ত্তিত বঙ্গীয় মহাজনী আইনের বিধান অনুযায়ী বাঙ্গলা সরকার সম্প্রতি মিঃ এ বি গাঙ্গুলী, আই সি এসকে প্রাদেশিক রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত করিয়াছেন।

মিশরের তুলা ক্রয়

বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় মিশরের তুলা খরিদ করিয়া লওয়া সম্পর্কে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব হইতেই একটা প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। সম্প্রতি মিশর গবর্ণমেণ্টের আবেদনক্রমে তাঁহারা জানাইয়াছেন যে, ১৯৪০ সালের তুলা ফসলের মধ্যে যাহা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইবে তাহা তাঁহারা আগামী এপ্রিল মাসের মধ্যে কিনিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন।

ভারতে আঙ্গুরের চাষ

গত ১৯৩৬ সালে সর্ব্বত্র পৃথিবীতে ২ কোটী ১০ লক্ষ একর জমিতে আঙ্গুরের চাষ হয় এবং উহাতে ২ কোটী ৮৬ লক্ষ টন ওজনের আঙ্গুর উৎপন্ন হয়। এই আঙ্গুরের মধ্যে ২ কোটী ৩৫ লক্ষ টন (শতকরা ৮২ ভাগ) আঙ্গুরই মদ্য প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং বাকী ৫১ লক্ষ টন আঙ্গুর টাটকা ফল, কিস্‌মিস্ ইত্যাদিরূপে খাদ্য হিসাবে খরচ হয়। পৃথিবীর মধ্যে ইটালী, স্পেন, ফ্রান্স, আলজিরিয়া, তুরস্ক, রুশিয়া, গ্রীস, হাঙ্গেরী ও আমেরিকার যুক্তরাজ্যে সব চেয়ে বেশী আঙ্গুরের চাষ হয়। ভারতবর্ষে মাত্র ৪২০০ একর জমিতে আঙ্গুরের চাষ হইয়া থাকে। কিন্তু এদেশে আঙ্গুরের ফলন পৃথিবীর অন্য সমস্ত দেশের অপেক্ষা বেশী। মহীশূর রাজ্য ও বোম্বাইয়ের প্রতি একর জমিতে গড়ে ১১৬০০ এবং ১১১৬০ পাউণ্ড আঙ্গুর উৎপন্ন হয়। উহার পরেই আমেরিকার কালিফোর্ণিয়া অঞ্চলে সব চেয়ে বেশী আঙ্গুর ফলিয়া থাকে। উক্ত দেশে প্রতি একরে উৎপন্ন আঙ্গুরের পরিমাণ ৭৬৮৮ পাউণ্ড। ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে প্রত্যেক বৎসর গড়ে ৮৩০০ টন আঙ্গুর আমদানী হয়। উহার মধ্যে শতকরা ৯৮ ভাগই আফগানিস্থান হইতে আসিয়া থাকে। তুরস্ক দেশের অধিবাসিগণ প্রতি-ব্যক্তি বৎসরে গড়ে এক মণ আঙ্গুর খাইয়া থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষে বৎসরে প্রতি-ব্যক্তি গড়ে মাত্র এক ছটাক আঙ্গুর খাইয়া থাকে। এই সমস্ত বিবরণ হইতে মনে হয় যে, এদেশে আঙ্গুরের চাষ বৃদ্ধির চূড়ান্তরূপ সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে। গত ১৯৩৬ সালে ভারতবর্ষে ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার মণ আঙ্গুর উৎপাদিত হইয়াছিল। উহার মধ্যে বেলুচিস্থানে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মণ ও বোম্বাইয়ে ১ লক্ষ ৩৪ হাজার মণ আঙ্গুর উৎপাদিত হয়।

ভারতীয় লস্কর ওয়েলফেয়ার কর্ম্মচারী

ভারতীয় লস্করদের সুখ-সুবিধা বিধানের জন্য হাই কমিশনার গ্লাসগো, লিভারপুল এবং লণ্ডনে যথাক্রমে মিঃ এন্, ডি, টাংরী, মিঃ এম্, কে, ভুক্ত এবং মিঃ এস্, এম্ সৈদুল্লাকে লস্কর ওয়েলফেয়ার কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন।

ফরাসী ইন্দো-চীনে পণ্য রপ্তানী নিষিদ্ধ

লাইসেন্স ব্যতীত ভারতবর্ষ হইতে ফরাসী ইন্দো-চীনে সকল প্রকার পণ্য রপ্তানী নিষিদ্ধ করিয়া ভারতসরকার এক আদেশ জারী করিয়াছেন। ফরাসী ইন্দো-চীনের ব্যবসা-বাণিজ্য বর্ত্তমানে জাপানের করতলগত। এই কারণে এবং দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় কাঁচামাল শত্রুপক্ষের হস্তে পৌছিতে না পারে এই উদ্দেশ্যেই উক্ত আদেশ প্রচার করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভারতে সূতার অর্ডার

বোম্বাই, সোলাপুর, মাদুরা এবং কোয়াম্বেটুরের কাপড়ের কলসমূহ বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট হইতে সম্প্রতি ৩১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মূল্যের সূতা (fine-fold) সরবরাহ করার অর্ডার প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে ইতিপূর্ব্বে এই শ্রেণীর সূতা এপর্য্যন্ত রপ্তানী হয় নাই।

১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতীয় তুলা

কেন্দ্রীয় তুলা কমিটীর এক বিবরণীতে প্রকাশ যে, ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৩৯ সালের ৩১শে আগষ্ট যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহে মোট ২৮ লক্ষ ৫৮ হাজার বেল তুলা ব্যয়িত হইয়াছে। তন্মধ্যে শতকরা ৫২ ভাগ তুলা ছিল দীর্ঘ এবং মধ্যম আঁশ-যুক্ত অর্থাৎ ⅞ ইঞ্চি এবং তদূপর। বাকী ৪৮ ভাগ ছিল ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত অর্থাৎ ⅞ ইঞ্চিরও কম। যে সমস্ত তুলা রপ্তানীকারক এই বৎসর সম্পর্কে তুলা রপ্তানীর বিবরণ স্বেচ্ছায় দিয়াছেন তন্মতে আলোচ্য বৎসরে ৩২ লক্ষ ২৩ হাজার বেল তুলা ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী হইয়াছে। ইহা সরকারীভাবে নির্দ্ধারিত পরিমাণের শতকরা ৯২ ভাগ। রপ্তানীকৃত তুলার শতকরা ২৫ ভাগ ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত ছিল।

আয়কর ও ডাকমাশুল বৃদ্ধির প্রস্তাব

ভারতসরকারের অর্থসচিব স্যার জেরেমী রেইস্‌ম্যান আয়কর ও ডাক-মাশুল বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়া সম্প্রতি কেন্দ্রিয় ব্যবস্থা পরিষদে যে অতিরিক্ত 'ফিনান্স বিল' পেশ করিয়াছিলেন তাহা উক্ত পরিষদ কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য হইয়াছে। অর্থ-সচিবের প্রস্তাবের পক্ষে ৫৩ জন সদস্য ও বিপক্ষে ৫৫ জন সদস্য ভোট দিয়াছিলেন। কেন্দ্রিয় পরিষদের কংগ্রেসী দল ও জাতীয় দল 'ফিনান্স বিলে'র বিপক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন। মুস্লিম লীগের সদস্যগণ ভোটাভোটীর সময়ে নিরপেক্ষ ছিলেন।

এসোসিয়েটেড্ চেম্বার অব্ কমার্স

আগামী ১৬ই ডিসেম্বর বড়লাট কলিকাতায় এসোসিয়েটেড চেম্বার অব কমার্সের বার্ষিক সভার উদ্বোধন করিবেন বলিয়া জানা যায়। বাঙ্গলার লাট, মন্ত্রীমণ্ডলী এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ীগণ উক্ত সভায় যোগদান করিবেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার (উচ্চতর পরিষদ) আগামী অধিবেশন ৯ই ডিসেম্বর আরম্ভ হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। প্রকাশ, এই অধিবেশন খুব অল্পকাল স্থায়ী হইবে।

এক্সপোর্ট এডভাইসরী কাউন্সিল

আগামী জানুয়ারী মাসের ৬ই হইতে ১০ই তারিখ পর্য্যন্ত কলিকাতায় এক্সপোর্ট এডভাইসরী কাউন্সিলের অধিবেশন হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

আদম সুমারী উপলক্ষে বেকারের সংখ্যা নির্ণয়

আগামী আদম সুমারী উপলক্ষে বেকারের সংখ্যা নির্ণয়ের এক পরিকল্পনা ভারত সরকার এবং বাঙ্গলা সরকার অনুমোদন করিয়াছেন। শিক্ষিত বেকারগণকে শিক্ষার তারতম্য অনুসারে বিভক্ত করা হইবে।

দিল্লীতে বীমা কর্ম্মী সম্মেলন

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মিঃ সত্যমূর্ত্তির সভাপতিত্বে সম্প্রতি নয়া-দিল্লীতে এক বীমাকর্ম্মী সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। বিভিন্ন স্থান হইতে বহু বীমাকর্ম্মী এই সম্মেলনে যোগদান করেন। উক্ত অধিবেশনে যে কয়েকটী প্রস্তাব পাশ হইয়াছে তন্মধ্যে একটী সর্ব্বভারতীয় বীমাকর্ম্মী ফেডারেশন এবং সাময়িকভাবে চেকওয়ায়াতে ইহার আফিস স্থাপন, আইন সভাসমূহ এবং বাহিরে বীমাকর্ম্মীদের স্বার্থরক্ষার্থে কয়েকটী কমিটী ও সাব কমিটী গঠনই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বীমাকর্ম্মীদের ন্যায্য স্বার্থরক্ষার জন্য আইন প্রনয়ণ, বীমাকর্ম্মীর মৃত্যু হইলে বীমার চলতিকাল পর্য্যন্ত বীমাকর্ম্মীর উত্তরাধিকারীকে কমিশন প্রদান, রিনিউয়েল বাবদ বীমা কর্ম্মীর ইচ্ছানুসারে একসঙ্গে অর্থ প্রদান, এবং বীমা কোম্পানীর কর্ম্মচারী যাহাতে বীমার কাজ করিতে না পারে ইত্যাদি উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়নের যৌক্তিকতা উল্লেখ করিয়াও কয়েকটী প্রস্তাব পাশ হইয়াছে।

রাজকীয় নৌবহরে নিয়োগ

রাজকীয় নৌবহরের অধ্যক্ষ বর্ত্তমান বৎসরে ১৯ জন প্রার্থীকে নৌবহরে নিয়োগ করার জন্য মনোনীত করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে ২৭শে নবেম্বর তারিখে পুণাতে উপস্থিত হইতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ১৯ জন মনোনীত প্রার্থীর মধ্যে ১৫ জন হিন্দু, ৩ জন খৃষ্টান এবং একজন মুসলমান।

কলিকাতায় ষ্টোভ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা

বাঙ্গলা সরকার পরিচালিত 'বাঙ্গলার কথায়' প্রকাশ, কলিকাতায় বহু-সংখ্যক ষ্টোভ্ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষে ষ্টোভ নির্ম্মাণে ইহাই সর্ব্বপ্রথম প্রচেষ্টা। কে বা কাহারা এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন তাহার কোন উল্লেখ নাই।

বিক্রয়কর বিল ও মোটর স্পিরিট বিলের সিলেক্ট কমিটী

আগামী ২৮শে নবেম্বর বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের হৈমন্তিক অধিবেশন আরম্ভ হইবে। এইদিন অর্থসচিব বিক্রয়কর বিল ও মোটর স্পিরিট বিল উত্থাপন করিয়া এই দিনেই দুইটী বিলকে সিলেক্ট কমিটিতে দিবার প্রস্তাব করিবেন এবং ২১শে ডিসেম্বরের মধ্যে সিলেক্ট কমিটীকে রিপোর্ট প্রদানের নির্দ্দেশদানের জন্যও এক প্রস্তাব করিবেন বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। বিক্রয়কর বিলের সিলেক্ট কমিটীতে নিম্নলিখিত সদস্যগণের নাম প্রস্তাব করা হইবে:—মৌলবী গিয়াসুদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী, মিঃ আবদুল হেকিম বিক্রমপুরী, মিঃ আহমেদ আলী মৃধা, খাঁ বাহাদুর ফজলুল কাদের, রায় সাহেব কিরীটভূষণ দাস, মিঃ ডি, পি, খৈতান, মিঃ আর, এম, স্যামুন, মিঃ এইচ, আর, নর্টন, মিঃ রজিবুদ্দিন আহম্মদ এবং প্রস্তাবক স্বয়ং অর্থসচিব মিঃ সুরাবর্দ্দী। বিক্রয়কর বিল এবং মোটর স্পিরিট বিল সংক্রান্ত সিলেক্ট কমিটীতে কোন কংগ্রেসী সদস্য কিংবা স্বতন্ত্র তপশীলভুক্ত সদস্যের নাম প্রস্তাব করা হইবে না বলিয়া প্রকাশ।

আগামী শ্রমমন্ত্রী সম্মেলন

আগামী জানুয়ারী মাসের প্রথমভাগে ভারতসরকার প্রাদেশিক শ্রম-মন্ত্রীদের সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন জানা গিয়াছে। যে সমস্ত প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীগণ পদত্যাগ করিয়াছেন তথা হইতে গবর্ণরের উপদেষ্টাগণ এই সম্মেলনে যোগদান করিবেন।

ভারতে কডলিভার অয়েলের অনুকল্প প্রস্তুতের প্রচেষ্টা

কড্‌লিভার অয়েলের পরিবর্ত্তে অন্যান্য মৎস্যের যকৃৎ হইতে তৈল প্রস্তুত ব্যাপারে ইতিমধ্যে ত্রিবাঙ্কুর, বোম্বাই এবং মাদ্রাজে নানারূপ প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে এবং তন্মধ্যে কয়েকটী সাফল্যলাভও করিয়াছে। ভাইটামিন 'এ' এবং 'ডি' এই দুইটী এই সমস্ত তৈলের প্রধান গুণ। কড্ মৎস্য অপেক্ষা হাঙ্গরের যকৃতের তৈলে ভিটামিন 'এ'র পরিমাণ প্রায় দশগুণ; কিন্তু উহাতে ভিটামিন 'ডি'এর প্রাচুর্য্য না থাকায় ইহাতে রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত ভিটামিন 'ডি' মিশ্রিত রাখিতে হয়। বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়ান্সে ভিটামিন 'ডি' প্রস্তুত হইতেছেএবং ইহার সাহায্যে মাদ্রাজ, ত্রিবাঙ্কুর এবং বোম্বাইয়ে হাঙ্গর মাছের যকৃত হইতে কড্‌লিভার তৈলের গুণসম্পন্ন তৈল প্রস্তুত সম্ভব হইতেছে।

কাশ্মীর রাজ্যে টাটা কোম্পানীর উদ্যম

কাশ্মীর চেম্বার অব কমার্সের বার্ষিক সভায় কাশ্মীর রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী দেওয়ান বাহাদুর এন্, গোপালস্বামী আয়েঙ্গার ঘোষণা করিয়াছেন যে কাশ্মীরে বৃহদাকার শিল্পস্থাপনের জন্য টাটা কোম্পানী সম্প্রতি উদ্যোগী হইয়াছেন। টাটা কোম্পানী কর্ত্তৃক নিজ ব্যয়ে প্রাথমিক জরীপকার্য্যের জন্য কাশ্মীর সরকার এবং টাটা কোম্পানীর মধ্যে একটী চুক্তিও সম্পাদিত হইয়াছে। কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলে উহার মূলধনের শতকরা ৪৯ ভাগ কাশ্মীর রাজ্যের অভ্যন্তর হইতে সংগৃহীত হইবে এবং কাশ্মীরের অধিবাসীদের মধ্য হইতে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হইবে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে তুলা উৎপাদনের পরিমাণ

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের তুলা সম্পর্কীয় রিপোর্টে প্রকাশ যে বর্ত্তমান মরশুমে এদেশে ৯ কোটী ২৮ লক্ষ ৩৭ হাজার বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছে। একর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ ২৫২·৯ পাউণ্ড।

ইংলণ্ডে ভারতীয় কফি রপ্তানী

আগামী মরশুমে ভারতবর্ষ হইতে ২ হাজার টন কফি ইংলণ্ডে রপ্তানীর জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট অনুমতি প্রদান করিয়াছেন।

মিশরে ভারতীয় চায়ের কাটতি

গত ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাস হইতে চলতি ১৯৪০ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ছয় মাসে ভারতবর্ষ হইতে মিশরে ২৩ হাজার ১৪২ পাউণ্ড মূল্যের চা রপ্তানী হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর উপরোক্ত সময়ে ভারত হইতে মিশরে ১৪ হাজার পাউণ্ডের চা রপ্তানী হইয়াছিল। এবারকার এই উন্নতি খুবই উল্লেখযোগ্য।

বরোদায় কলের লাঙ্গলের প্রচলন

বিগত ১৯১৯ সালে ভারতবর্ষে প্রথম কলের লাঙ্গল আমদানী হইলে বরোদা রাজ্যে উহার জনপ্রিয়তা দেখা দেয়। ১৯২২ সাল হইতে ১৯৩০ সালের মধ্যে উক্ত রাজ্যে এই লাঙ্গলের ব্যবহার যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। গত ১৯০৬ সালে বরোদা রাজ্যের কৃষিবিভাগ কলের লাঙ্গল নির্ম্মাণে আত্মনিয়োগ করে। ফলে এই শ্রেণীর লাঙ্গলের চাহিদা প্রতি বৎসর উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পায়। এই সকল কলের লাঙ্গল দ্বারা চাষাবাদ হওয়াতে শস্যের ফলনও আশানুরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ইংলণ্ডে চায়ের ব্যবহার

যুদ্ধের সময় বলিয়া বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে চায়ের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত রাখা হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যবস্থা সাধারণের পক্ষে অসুবিধাজনক মনে হওয়ায় একণে উহা উঠাইয়া দেওয়ার দাবী হইতেছে। বৃটিশ সরকারের খাদ্য সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী এই দাবী সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিতেছেন। প্রকাশ, তিনি এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে যখনই অবস্থা অনুকূল মনে হইবে তখনই তিনি চায়ের ব্যবহার সম্পর্কিত নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা উঠাইয়া দিতে কাল বিলম্ব করিবেন না।

জাপানে বাধ্যতামূলক স্বর্ণ-বিক্রয়

জাপানী সংবাদপত্রে প্রকাশ জাপান সরকারের নিকট স্বর্ণ বিক্রয় বাধ্যতামূলক বলিয়া শীঘ্রই একটী অর্ডিন্যান্স জাপানে জারী করা হইবে। এই অর্ডিন্যান্স কার্য্যকরী হওয়ার পূর্ব্বে জনসাধারণকে স্বর্ণ বিক্রয় করিয়া দেওয়ার জন্য একটী নোটীশ দেওয়া হইবে।

পুস্তক পরিচয়

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা—শ্রীঅনিল বরণ রায় সম্পাদিত। প্রাপ্তিস্থান কালচার পাব্লিশার্স—২৫এ বকুলবাগান রো, কলিকাতা। মূল্য—পাঁচসিকা।

আমরা শ্রীযুক্ত অনিল বরণ রায় রচিত শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা পুস্তকখানা উপহার পাইয়া আনন্দিত হইলাম। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার দিব্যদৃষ্টি লইয়া গীতার যে অমূল্য ভাষ্য রচনা করিয়াছেন তাহা এতদিন ইংরাজী ভাষার মারফতেই দেশ বিদেশে প্রচারিত হইয়াছে। বাঙ্গলা ভাষার পাঠকদের নিকট সে সকল ব্যাখ্যা সুবিন্যস্তভাবে উপস্থিত করিবার কোন ব্যবস্থা এতদিন হয় নাই। শ্রীযুক্ত রায় সাধক অরবিন্দের অনুমতি লইয়া সম্প্রতি তাঁহারই ব্যাখ্যা অবলম্বনে বাঙ্গলা ভাষায় গীতার অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানায় সরল বাঙ্গলা প্রতিশব্দের সাহায্যে সংক্ষেপে গীতার শ্লোকগুলির মর্ম্মার্থ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে এবং শ্লোকগুলির সঙ্গে প্রয়োজনমত মন্তব্য ও পাদটীকা সংযুক্ত করিয়া তাহাদের নিগূঢ় অর্থ ও তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে সকলদিক দিয়াই পুস্তকটি বিশেষ সহজবোধ্য ও প্রণিধানযোগ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বর্ত্তমান পুস্তকটীর বিশেষত্ব এই যে উহাতে প্রচলিত প্রথায় শঙ্করভাষ্য অনুযায়ী গীতার ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা হয় নাই। মনীষী লেখক শ্রীঅরবিন্দের মতবাদ ও রচনার সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া উহাতে তদনুযায়ী গীতার একটি বিবেচনাসম্মত অভিনব ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রায় তাঁহার ভূমিকায় বলিয়াছেন "শঙ্করাচার্য্য তাঁহার মায়াবাদ লইয়া গীতার যে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন তাহাতে গীতা কেবল সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসীদেরই শাস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বস্তুতঃ গীতা সন্ন্যাসীদের জন্য রচিত হয় নাই। সামাজিক মানুষের জীবনে সঙ্গীন মুহূর্ত্তে যে সব গভীর প্রশ্ন ও সমস্যা উদিত হয়, অর্জ্জুনের সমস্যাকে উপলক্ষ্য করিয়া গীতাতে সেই সবেরই চরম সমাধান দেওয়া হইয়াছে।" এই নব দৃষ্টিভঙ্গি হইতে গীতার অনুবাদ হওয়ায় বর্ত্তমান গ্রন্থখানি বিশেষ উপাদেয় ও সুখপাঠ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা এই পুস্তকটীর বহুল প্রচার কামনা করি।

বীমার সমস্যা ও সমাধান—শ্রীবিপিন চন্দ্র পাল প্রণীত। দাম দুই আনা।

ভারতের জনসাধারণের ভিতর বীমার বাণী ও নীতিবাদ ক্রমেই বেশী পরিমাণে প্রচারিত হইতেছে। কিন্তু একটা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ভারতবর্ষে বীমার জনপ্রিয়তা এখ[illegible] কেবল হিন্দু সম্প্রদায়ের ভিতরই সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এদেশে মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেকের ভিতর বীমা ইসলাম ধর্ম্ম বিরোধী বলিয়া একটা ধারণা আছে। ফলে ঐ সম্প্রদায়ের ভিতর অদ্যাপি বীমার বিশেষ কিছু প্রসার সাধিত হইতেছে না। এই সময়ে জীবন বীমা সম্বন্ধে মুস্লিম সমাজের অমূলক সংস্কার দূর করিবার উদ্দেশ্যে বর্ত্তমান পুস্তকখানি রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে ইহা সুখের বিষয়। উহাতে মুস্লিম ধর্ম্মগ্রন্থের বাণী ও মুসলমান নেতৃবৃন্দের মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া বীমা যে মুস্লিম আদর্শের পরিপন্থি নহে তাহা সপ্রমাণ করা হইয়াছে। পুস্তিকাটীর প্রারম্ভে জীবন বীমার আবশ্যকতা ও বীমার ইতিহাস সম্বন্ধে দুইটী বিশেষ অধ্যায়ও সম্বলিত হইয়াছে। এই সুলিখিত পুস্তিকাটী দেশে বীমার বাণী প্রচারে ও বীমার কাজ সংগ্রহের ব্যাপারে এজেণ্টদের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইবে বলিয়াই আমাদের ধারণা।

আলেকজেন্ড্রিয়াস্থিত ভারত সরকারের ট্রেড কমিশনারের রিপোর্টে জানা যায় যে, ১৯৩৯ সালের অক্টোবর হইতে ১৯৪০ সালের মার্চ পর্য্যন্ত ৬ মাসের মধ্যে ১৯৪০ সালের প্রথম তিন মাসে মিসরে ভারতের অনুকূল রপ্তানী বাণিজ্য ৬ লক্ষ ৩৩ হাজার ৮৯৪ পাউণ্ড বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর এই সময় উহা ৩ লক্ষ ১৯ হাজার ৬০৭ পাউণ্ড ছিল। ১৯৩৯ সালের শেষ তিন মাসে মিশরে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ ১৯৩৮ সালের তুলনায় ২০ লক্ষ পাউণ্ড হ্রাস পায়। কিন্তু ১৯৪০ সালের প্রথম তিন মাসে উহা ২৫ লক্ষ পাউণ্ড পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য সময়ে মিশরে পাটের রপ্তানীই উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পায়।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

১৯৩৯ সালের রিপোর্ট

সম্প্রতি আমরা মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর গত ১৯৩৯ সালের একখণ্ড রিপোর্ট সমালোচনার্থ পাইয়াছি। নূতন বীমা আইনের বিধান অনুযায়ী ডিসেম্বর মাসে বর্ষ শেষ করিতে হওয়ায় বর্ত্তমান কার্য্যবিবরণীতে গত ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাস হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৯ মাসের কার্য্যফল লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই সময় মধ্যে কোম্পানী মোট ৬১ লক্ষ ৪০ হাজার ৬২৫ টাকার নূতন বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত কোম্পানী মোট ৫০ লক্ষ ২৬ হাজার ২৫০ টাকার নূতন বীমা পত্র প্রদান করে। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে পুরা এক বৎসরে কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৭৭ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা। আলোচ্য বৎসরে ৯ মাসে কোম্পানী যে হারে নূতন বীমা পত্র প্রদান করিয়াছে তাহাতে কোম্পানী পুরা এক বৎসর সময় পাইলে এবারও গত বারের প্রায় সমপরিমাণ কাজ দেখাইতে পারিত বলিয়াই মনে হয়। যুদ্ধের জন্য কতকগুলি প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হওয়ায় ১৯৩৯ সালে অনেক বীমা কোম্পানীরই নূতন কাজের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু সে অবস্থায়ও মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স তাহাদের পূর্ব্বেকার অগ্রগতি অনেকটা বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে ইহা সুখের বিষয়।

এ বৎসর প্রিমিয়াম বাবদ ৭ লক্ষ ১২ হাজার টাকা, দাদনী তহবিলের সুদ ইত্যাদি বাবদ ৭৫ হাজার টাকা ও অন্যান্য ধরণের আয় লইয়া কোম্পানীর মোট আয় দাঁড়ায় ৭ লক্ষ ৮৮ হাজার ৪৫৬ টাকা। ব্যয়ের দিকে এবার মৃত্যুদাবী বাবদ ১ লক্ষ ৯ হাজার ৬৮২ টাকা ও প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ ১ হাজার ৬৮৫ টাকা দাবী হয়। এজেন্টদের কমিশন বাবদ কোম্পানী ৬১ হাজার ৬৩১ টাকা ব্যয় করে। অন্যান্য খরচ-পত্র বাবদ বাকী টাকা কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিলে ন্যস্ত করা হয়। আলোচ্য বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ১৪ লক্ষ ১ হাজার ৬৩৮ টাকা। বৎসরের শেষে তাহা বাড়িয়া ১৭ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। কোম্পানীর পরিচালকদের বিবেচনাসম্মত কার্য্যনীতির ফলে গত কয়েক বৎসর যাবৎ 'মেট্রোপলিটনে'র ব্যয়ের হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাইতেছে। ১৯৩৭-৩৮ সালে কোম্পানীর ব্যয়ের হার ছিল প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ৪৮'১ ভাগ। ১৯৩৮-৩৯ সালে তাহা কমিয়া ৪৪'৭ ভাগ হয়। আলোচ্য বৎসরে তাহা আরও বেশী মাত্রায় হ্রাস পাইয়া শতকরা ৩৪'৯ ভাগ দাঁড়াইয়াছে।

বর্ত্তমান কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায় গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে আদায়ীকৃত মূলধন বাবদ ১ লক্ষ টাকা, জীবনবীমা তহবিল বাবদ ১৭ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা ও অন্যান্য প্রকারের দায় লইয়া কোম্পানীর মোট দায় দেখানো হইয়াছে ২০ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। ঐ প্রকার দায়ের বদলে উপরোক্ত তারিখে কোম্পানীর যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :—কোম্পানীর পলিসি বন্ধকে দাদন ২ লক্ষ ৮৫ হাজার ৬২৬ টাকা, জমি-বাড়ী বন্ধকে দাদন ১ লক্ষ ৬২ হাজার ৭৮০ টাকা, সরকারী সিকিউরিটি ৫ লক্ষ ৭৫ হাজার ৬৩৫ টাকা, ভারতে জমি-বাড়ী ১ লক্ষ ৬৬ হাজার ১৬৮ টাকা। যৌথ কোম্পানীর শেয়ার ৩ লক্ষ ৮০ হাজার ৭০৫ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ১ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা। ঐ সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে কোম্পানীর তহবিল নানাদিকে সুসংরক্ষিত রহিয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স কোম্পানী স্বল্প সময়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি প্রদর্শন করিয়াছে। সেজন্য আমরা এই কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তাদের কৃতকার্য্যতার প্রশংসা করিতেছি।

মেট্রোপলিটন ক্যামিকেল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ

সম্প্রতি বাঙ্গালা দেশে মেট্রোপলিটন ক্যামিকেল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিমিটেড নামে একটি কোম্পানী রেজেষ্ট্রিকৃত হইয়াছে। এই কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। উক্ত ২৫ টাকা মূল্যের ৩ হাজার অর্ডিনারি শেয়ার ২৫ টাকা মূল্যের ৮০০ প্রেফারেন্স শেয়ার (দেয় বার্ষিক সুদের হার শতকরা ৬ টাকা) ও ১ টাকা মূল্যের ৫ হাজার ডেফার্ড শেয়ারে বিভক্ত। সমস্ত শেয়ার বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইয়াছে। মিঃ অমূল্যরতন বসু, ডাঃ সন্তোষ-কুমার পাইন, মিঃ নিতাইচাঁদ বড়াল, মিঃ সনাতন মণ্ডল ও মিঃ পি সি আর্ণবকে নিয়ে এই কোম্পানীর পরিচালকবোর্ড গঠিত হইয়াছে। মেসার্স আর্ণব এণ্ড কোং এই কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্টস্ এর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ধরণের ঔষধাদি ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের ব্যবস্থাই এই কোম্পানীর উদ্দেশ্য। সেজন্য ৫৬ নং ক্রিষ্টফার রোড ইন্টালী কলিকাতায় এই কোম্পানীর কারখানা গড়িয়া তোলা হইতেছে। এদেশে ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির চাহিদা দিন দিনই যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে এসমস্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠার পক্ষে বর্ত্তমান সময় খুবই উপযোগী বলা চলে। সে হিসাবে বর্ত্তমান মেট্রোপলিটন ক্যামিকেল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড উহার পরিচালকদের কর্ম্মকুশলতায় প্রকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

হিন্দুস্থান পেপার এণ্ড্ বোর্ড মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ জি সি মিশ্র। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ১৪ নং হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অসওয়াল কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কানাইয়ালাল ম্যানেট। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ১৪।২ নং চীনা বাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মোতি টেক্সিক সোসাইটি লিঃ—জয়েণ্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এল এন কাত্রা। অনুমোদিত মূলধন ১লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ১ নং মতিশীল ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

নাজীরা কোল্ কোং লিঃ—গত ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে ২৷৷০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসেও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **গৌরীপুর কোং লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ২০ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসের হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা ৩০ টাকা। **ফোর্ট গ্লোষ্টার জুট ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৬ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসে লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা ৬ টাকা। **উইলিয়াম জুট কোং লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ১৷৷০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসে লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা ৬ টাকা। **এ্যাংলো ইণ্ডিয়া চাম্পারণ জুট মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৫ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসের হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা ১০ টাকা। **চাম্পারণ সুগার কোং লিঃ**—গত ১৯৩৯-৪০ সালের হিসাবে প্রতি শেয়ারে চারি আনা। **সেণ্ট্রাল কার্কেণ্ড কোল্ কোং লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৫ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসের হিসাবেও ঐ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। **বোখারো এণ্ড্ রামগড় লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৫ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসের হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা ৬।০ আনা। **খড়দহ কোং লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ১৫ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসের হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা ২০ টাকা।

মত ও পথ

কৃত্রিম পশম ও জনসাধারণ

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত দ্রব্যাদি স্বভাবজাত পণ্যের বাজার ছাইয়া ফেলিতেছে। স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম পণ্যের পার্থক্য জনসাধারণ যাহাতে জানিতে পারে এই উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করা সমুচিত বলিয়া বর্ত্তমান মাসের "ইণ্ডিয়ান ফার্ম্মিং" কাগজে "কৃত্রিম পশম" শীর্ষক প্রবন্ধে মিঃ ডব্লিউ, এস্, রীড লিখিতেছেন, "কিছুকাল যাবৎ বৈজ্ঞানিকগণ বৃক্ষ, দুগ্ধ, কাঁচ প্রভৃতি হইতে কৃত্রিম সুতা নির্ম্মাণে মনোযোগ দিয়াছেন। জার্ম্মেণীতে দুগ্ধ হইতে, ইটালীতে কাষ্ঠমণ্ড এবং জাপানে কয়লা ও চুণ হইতে চমৎকার কৃত্রিম পশমের সুতা প্রস্তুত হইতেছে। ইহা স্বাভাবিক পশমের ন্যায় সহজেই রঞ্জিত করা যায় এবং স্বভাবজাত পশম অপেক্ষা ইহা চতুর্গুণ শক্ত হয়। প্রথমাবস্থায় ইহা কৃত্রিম পশম বলিয়া ধরা যাইত; কিন্তু গবেষণার সাহায্যে নৈপুণ্য এমনই বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে কোন অবস্থাতেই কৃত্রিম পশমকে কৃত্রিম পশম বলিয়া ধরিবার উপায় নাই। কৃত্রিম পশমের এই উন্নতি বড় বড় পশম-উৎপাদক দেশসমূহে উৎকণ্ঠার সঞ্চার করিয়াছে। ভারতীয় পশমশিল্পের পক্ষে বিপদ আসন্ন এরূপ কোন মনোভাব ব্যক্ত করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু ইহাও সত্য যে অদূর ভবিষ্যতে কৃত্রিম পশম স্বাভাবিক পশমের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে উদয় হইতে পারে। পশমশিল্পের ধ্বংস না হয় বর্ত্তমান হইতেই এরূপ কোন উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজনীয়।

উৎপাদকের ন্যায় খরিদ্দার জনসাধারণের স্বার্থ যাহাতে রক্ষিত হয় তাহাও দেখা কর্ত্তব্য। কৃত্রিম পশমের বস্ত্রাদি বর্ত্তমানে খুচরা বিক্রয় হইয়া থাকে; কাজেই জনসাধারণের স্বার্থ বিবেচনায় এই ব্যাপারে উপযুক্ত আইন প্রণয়নের বিষয় গবর্ণমেণ্টের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। কৃত্রিম পশম এমনই উন্নত হইয়াছে যে, স্বাভাবিক পশম হইতে ইহার পার্থক্য নির্ণয় করা খুবই দুরূহ। যে ব্যক্তি পশমবস্ত্র ক্রয় করিতে ইচ্ছুক ইহা খাঁটি পশম, মিশ্রিত পশম কিংবা কৃত্রিম পশম ইহা জানিবার সম্পূর্ণ অধিকার তাহার আছে। পশমবস্ত্র সম্পর্কে খুচরা ব্যবসায়ীর বিশেষ জ্ঞান থাকার কথা নহে। শীত হইতে আত্মরক্ষার [illegible] কৃত্রিম পশম স্বাভাবিক পশমের সমকক্ষ হইতে পারে না। [illegible] কোন্ বস্ত্র খাঁটি পশম, মিশ্রিত পশম কিংবা কৃত্রিম পশম নির্ম্মিত [illegible]সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞানের জন্য আইনের প্রয়োজনীয়তা আছে। কোন [কো]ন দেশের আইনে এরূপ বিধান আছে কৃত্রিম মাখনে স্বাভাবিক মাখনের [কো]ন কোন গুণ বর্ত্তমান না থাকিলে তাহা বাজারে বিক্রীত হইতে পারিবে না। কোন পশমবস্ত্রে খাঁটি পশম কত ভাগ আছে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া উল্লেখ না থাকিলে এরূপ বস্ত্র বিক্রয় আইনবিরুদ্ধ এদেশেও অনুরূপ আইন প্রণীত হওয়া উচিত। এই ব্যবস্থার ফলে পশম উৎপাদক এবং খরিদ্দারদের স্বার্থ কতকটা রক্ষিত হওয়ার আশা আছে।"

ভারত-সিংহল বাণিজ্যচুক্তি ও ভারতের স্বার্থ

"ভারত সরকার এবং সিংহল গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের মধ্যে যে আলোচনা সুরু হইয়াছিল তাহা ফাঁসিয়া যাওয়ায় ভারত ও সিংহল উভয় দেশের পক্ষেই ক্ষতিকর হইয়াছে। উভয় দেশের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট এবং পরস্পরের পক্ষে সন্তোষজনক একটী বাণিজ্যচুক্তি ভারতের স্বার্থ বিবেচনায়ও বিশেষ প্রয়োজনীয়। উভয় দেশের আমদানী এবং রপ্তানী বাণিজ্যের গতি আলোচনা করিলে সিংহলের বাজার ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের পক্ষে যে বিশেষ প্রয়োজনীয় তাহা প্রতীয়মাণ হইবে। ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষ হইতে সিংহলে প্রায় ৫ কোটী টাকা মূল্যের পণ্যাদি প্রেরিত হয়; পক্ষান্তরে উক্ত বৎসরে সিংহল হইতে ভারতবর্ষে মাত্র ১ কোটী ১৮ লক্ষ টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি রপ্তানী হইয়াছিল। কাজেই দেখা যাইতেছে যে সিংহল-ভারত বাণিজ্য ভারতবর্ষের পক্ষেই বিশেষ অনুকূল। এতদ্ব্যতীত শিল্প ব্যবসায় সম্পর্কে সিংহলে বহু পরিমাণ ভারতীয় মূলধন এবং বহু সংখ্যক ভারতীয় শ্রমিক খাটিতেছে। এই সমস্ত বিবেচনা করিলে সিংহল-ভারত বাণিজ্যের লেনদেনের হিসাবে ভারতের লাভের অঙ্কটা আরও বড় আকারে দেখা দেয়। সিংহলের মোট আমদানী বাণিজ্যের শতকরা ২২ ভাগই ভারতবর্ষের সহিত। পক্ষান্তরে সিংহল হইতে প্রতি বৎসর যে সমস্ত পণ্যাদি বিদেশে প্রেরিত হয় তাহার শতকরা সাড়ে তিন কি চার ভাগ মাত্র ভারতবর্ষে আসিয়া থাকে।"

"কমার্স" ১৬ই নবেম্বর।

বিক্রয়কর ও বাঙ্গালার মন্ত্রীমণ্ডল

"বাংলার আর্থিক দুরবস্থা এক জটিল ও প্রচণ্ড সমস্যা। কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ অন্ধকার, বর্ত্তমানও বিপদসঙ্কুল। এই অবস্থায় বিক্রয়কর ধার্য্য দ্বারা ব্যবসায়ীরাই কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না—সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র সাধারণেরও অর্থব্যয় বৃদ্ধি পাইবে। সংখ্যা গণনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, বিশ হাজার টাকার আমলে যে সব ব্যবসায়ী পড়ে তাহারা বেশীর-ভাগ হিন্দু। জানিনা, যে দিন-কাল, তাহাতে কোন কোন সদস্যের মনে হইতে পারে—মরুকগে—আমাদের আর কয়জন? কিন্তু এই হিসাব সুবিধার হিসাব নহে, এই হিসাবের আর একটি দিক আছে যাহা সকলকেই আঘাত করে। মন্ত্রীমণ্ডলের যে কোন চেষ্টা এখন কোয়ালিশনীদলের সমর্থনে আইনের আকারে দেখা দেওয়া সম্ভব। কিন্তু মন্ত্রীমণ্ডলেরই ভাবিয়া দেখা আবশ্যক—এ তাঁহারা করিতেছেন কি? মহাজনী বা কৃষি আইনে মহাজনকে যে পরিমাণ সায়েস্তা করা হইয়াছে, তাহার বেশী সায়েস্তা হইয়াছে বাংলার কৃষক। অভাব দেখা দিলে—প্রয়োজনে টাকা পাওয়া তাহাদের অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলের কর্ত্তব্য একটি অবৈতনিক ব্যয়-হ্রাস-কমিটি গঠন—যাহাতে বাংলা সরকারের স্বাভাবিক আয় হইতেই বাংলায় গঠনমূলক কার্য্যের অর্থ বাঁচাইতে পারেন।"

"সোণার বাংলা" ৩০শে কার্ত্তিক।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২২শে নবেম্বর

এ সপ্তাহেও কলিকাতার বাজারে টাকার স্বচ্ছলতা লক্ষিত হইয়াছিল। বাজারে কল টাকার বার্ষিক সুদের হার শতকরা আট আনা হারে বলবৎ ছিল। সুদের হার এইরূপ কম থাকা সত্ত্বেও বাজারে ঋণগ্রহীতার তুলনায় ঋণ-প্রদাতার সংখ্যাই অধিক ছিল। তবে ক্রমেই ব্যবসায়িক প্রয়োজনে টাকার দাবী দাওয়া যেরূপ বর্দ্ধিত হইতেছে তাহাতে টাকার বর্ত্তমান স্বচ্ছলতা এখন হইতে কিছু কিছু করিয়া হ্রাস পাইবে বলিয়া মনে হইতেছে। আর ট্রেজারী বিলের সুদের হার বৃদ্ধি পাওয়াতে তাহারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

গত ১৯শে নবেম্বর ৩ মাসের মিয়াদী মোট ৩ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩ কোটি ৮২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ৩ কোটি ১৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ছিল। এবারকার আবেদন-গুলির মধ্যে ৯৯৸০ আনা ও তদূর্দ্ধ দরের সমস্ত ও ৯৯৷৶৯ পাই দরের শতকরা ৯৯ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। গত সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার ছিল ৸৶১১ পাই। এ সপ্তাহে তাহা ১৻১০ পাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এ সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের সুদের হার এক টাকার উপর চড়িয়া যাওয়া খুবই লক্ষ্য করিবার বিষয় সন্দেহ নাই। উহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, টাকার ব্যবসায়িক প্রয়োজন বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে দেশে টাকার টান পড়িবে বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ আশঙ্কা করিতেছেন। আর সে কারণে ট্রেজারী বিলের আবেদন কম পাওয়া যাইবে মনে করিয়া তাঁহারা ট্রেজারী বিলের সুদের হারও বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছেন।

আগামী সপ্তাহ হইতে ট্রেজারী বিলের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া হইবে। আগামী ২৬শে নবেম্বরের জন্য ৩ মাসের মিয়াদী ১ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ২৯শে নবেম্বর ঐ বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে। গত ২০শে নবেম্বর হইতে ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় আরম্ভ করা হইয়াছে। গত ১০ই মার্চ্চের পর এই প্রথম আবার ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় আরম্ভ করা হইল। যতদূর বুঝা যাইতেছে একদিকে সাধারণ ট্রেজারী বিলের পরিমাণ কম রাখা ও অপরদিকে ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া দেওয়াই হইবে এখন হইতে কর্ত্তৃপক্ষের অবলম্বনীয় নীতি।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ১৫ই নবেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২১৯ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহা ২২০ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ছিল। পূর্ব্ব সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ৩ কোটী ৫৭ লক্ষ টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছিল। এ সপ্তাহে দেওয়া হইয়াছে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্টের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৪৮ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা ও ১৫ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা। এ সপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ৫২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা ও ১২ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

অন্য বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ দেখা গিয়াছে।

ষ্টেলিং হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫ ৩১/৩২ পে
ঐ দর্শনী	"	১ শি ৫ ৩১/৩২ পে
ডি এ ৩ মাস	"	১ শি ৬ ১/৩২ পে
ডি এ ৪ মাস	"	১ শি ৬ ৩/৩২ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩৩৷০
ইয়েন	(প্রতি ১০০ ইয়েনে)	৮১৷০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২২শে নবেম্বর।

গত সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে পুনরায় অপ্রত্যাশিত কর্ম্ম-ব্যস্ততার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বোম্বাই শেয়ার বাজারেও আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষ উত্তেজনা পরিলক্ষিত হইয়াছিল। শেয়ারের মূল্যে তাদৃশ উন্নতি ঘটে নাই বটে, কিন্তু এ সপ্তাহে বেচাকেনার পরিমাণ খুবই সন্তোষজনক হইয়াছিল বলা চলে। ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেই শেয়ারের মূল্যে উন্নতির আশা করা যায়। সপ্তাহের শেষভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল সম্পর্কে হঠাৎ চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়। ভারতে অধিক পরিমাণে অস্ত্র-শস্ত্র নির্ম্মাণের যে সমস্ত পরিকল্পনা আলোচনা হইতেছে তাহা হইতেই এই বিভাগের আকর্ষণীশক্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকিবে। অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীগণ এরূপ অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তনের যুক্তিপূর্ণ কারণ উল্লেখ করিতে পারিতেছেন না। তবে কাহারও কাহারও ধারণা যে কোন প্রভাবশালী ব্যবসায়ী কর্ত্তৃক কৃত্রিম উপায় অবলম্বনের ফলেই এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। যাই হউক, যুদ্ধের প্রতিকূল ফলের আশঙ্কায় শেয়ার বাজারে যে মন্দা দেখা গিয়াছিল, গত সপ্তাহের কার্য্যাবলী আলোচনার পর মন্দা কাটিয়া গিয়াছে বলা চলে। অনুকূল ঘটনার সমাবেশ হইলে শেয়ার বাজারের সকল বিভাগেই আরও উন্নতি হইবে এরূপ আশা করার যথেষ্ট অবকাশ আছে।

কোম্পানীর কাগজ

আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এই বিভাগে বিশেষ দৃঢ়তার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। দীর্ঘকালের মেয়াদী ঋণপত্রসমূহ সম্পর্কেই অপেক্ষাকৃত উন্নতির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। শতকরা ৩॥০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯২।৶০ আনায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। ৩৲ টাকা সুদের কাগজের মূল্যও ৭৯॥/০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। ২৸০ আনা সুদের ১৯৪৮।৫২ ঋণপত্র ৯৫৸৵০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ১৯৫১।৫৪ ৯৭।৵০ আনা, ৩॥০ আনা সুদের ১৯৪৭।৫০ ১০২৵০, ৪৲ টাকা সুদের ১৯৬০।৭০ ঋণপত্র ১০৭৵০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। প্রাদেশিক সরকার-সমূহের ঋণসম্পর্কেও চাহিদা ছিল।

ব্যাঙ্ক

কোম্পানীর কাগজের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্ক শেয়ারেও পরিবর্ত্তিত অবস্থা দৃষ্ট হয়। ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ১৫৪২৲ টাকা এবং ঐ [illegible]ডটারী ৩৮২৲ টাকায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১০৫৲ টাকায় উন্নীত হইয়াছে।

কাপড়ের কল

এলগিন্ ১৭।৵০, কেশোরাম ৫৸০ আনা এবং নিউ ভিক্টোরিয়া ১৸০ ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লাখনি বিভাগে প্রায় কোন শেয়ারেই অবনতি ঘটে নাই। বেঙ্গল ৩৫৩ টাকা, এমালগেমেটেড্ ২৭।৵০ আনা, বরাকর ১৪৲ টাকা, সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড ১৫৲ টাকা, ধেমো মেইন ১৫॥০ আনা, ইকুইটেবল ৩৬।০ আনা, নিউ বীরভূম ১৫।৵০ আনা, রাণীগঞ্জ ২৫।০ আনা, ষ্টাণ্ডার্ড ২১৸০ আনা, এবং ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২৯৬।৵০ পর্য্যন্ত বিকিকিনি হইয়াছে।

পাটকল

হাওড়া এবং রিলায়েন্স কোম্পানীর ষাণ্মাসিক কার্য্যবিবরণী সন্তোষজনক হওয়ায় আলোচ্য সপ্তাহে পাটকলের শেয়ার সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য চাহিদা দেখা গিয়াছে। এংলো ইণ্ডিয়া ৩১৫৲ টাকায় উন্নীত হইয়াছে। বালী (লভ্যাংশ বাদে) ২২০॥০ আনা, ক্লাইভ ২২৸০ আনা, কামারহাটী ৪৬০৲ টাকা, কাঁকিনাড়া ৩৭৫৲ এবং গৌরীপুর (লভ্যাংশ বাদে) ৬৫০৲ টাকায় বিকিকিনি চলিতেছে। হাওড়ার শেয়ারেও চাহিদা আছে এবং ইহার মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া ৫১৸০ আনায় পৌছিয়াছে।

এঞ্জিনিয়ারিং

বুধবার পর্য্যন্ত এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে স্থিরতার ভাব বজায় ছিল। প্রথম ৩ দিনে বার্ণ এণ্ড কোং ৩৫২৲ টাকা, ষ্টীল কর্পোরেশন ১৭৸০ আনা এবং ইণ্ডিয়ান আয়রণ ২১৸৵০ আনায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। বৃহস্পতি এবং শুক্রবার ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীলের চাহিদা হঠাৎ বৃদ্ধি পায় এবং ইহার মূল্যও ৩১/০ আনায় উন্নীত হয়।

বিবিধ

সাধারণভাবে বলিতে গেলে চিনির কলের শেয়ার সম্পর্কে বাজারে বিশেষ ঔৎসুক্য ছিল না। তবে রাজা ও বুলান্দ কোম্পানীর কার্য্যবিবরণী সন্তোষজনক হওয়ায় এই দুই কোম্পানীর শেয়ারের মূল্যে কতকটা উন্নতি ঘটিয়াছে। চা-বাগানের শেয়ারেও ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ সন্তোষজনক হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার ও কোম্পানীর কাগজের দর নিম্নলিখিত রূপ ছিল :—

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৮ই নবেম্বর ৯২।৶০ ; ১৯শে ৯২।৶০ ; ২০শে ৯২।৶০ : ২১শে ৯২।৶০ ; ২২শে ৯২।৶০ আনা। ৩৲ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৯শে নবেম্বর ৭৯।০ ; ২০শে ৭৯।/০ ; ২১শে ৭৯॥/০ আনা। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ১৮ই নবেম্বর ১০৭৵০, ১৯শে ১০৭/০ আনা, ২০শে ১০৭৵০ আনা, ২১শে ১০৭৲। ৪॥০ আনা সুদের (১৯৫৫-৬০) ঋণ—১৯শে নবেম্বর ১১২৲ টাকা। ৫৲ সুদের (১৯৪৫-৫৫) ঋণ ১৮ই নবেম্বর ১১২।৵৬ পাই, ১৯শে ১১২।৵০ আনা ; ২৸০ আনা সুদের (১৯৪৮-৫২) ঋণ ২০শে নবেম্বর ৯৫৸৵০ আনা। ৩৲ সুদের (১৯৬৩-৬৫) নূতন ঋণ ১৮ই নবেম্বর ৯১।৶০ আনা, ১৯শে ৯১॥৶০ আনা, ২০শে ৯১॥৵০।

ডিবেঞ্চার

৩।০ আনা সুদের (১৯৫৬-৬৬) হাওড়া ব্রীজ ডিবেঃ ১৯শে নবেম্বর ৯৫৸৵০ আনা, ২০শে ৯৭৲ টাকা, ২২শে ৯৭৲ টাকা। ৪৲ সুদের কলিকাতা মিউনিসিপাল ডিবেঃ (১৯১৫-৪০) ১৮ই নবেম্বর ১০২॥০ আনা। ৫৲ সুদের পোর্টট্রাষ্ট ডিবেঃ (১৯২৬) ১১৩৲ টাকা। ৫।০ সুদের রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ ডিবেঃ (১৯৩৮-৫০) ১৮ই নবেম্বর ১০০৲ টাকা, ২১শে ৯৯৲ টাকা। ৫॥০ আনা সুদের ডালমিয়া সিমেণ্ট (১৯৩৯-৪৭) ডিবেঃ ১৯শে ৯৬।০ আনা, ২১শে নবেম্বর ৯৬॥০ আনা।

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণভাবে আদায়ীকৃত) ১৮ই নবেম্বর ১৫৪০৲ টাকা, ১৯শে ১৫৩৭॥০ টাকা, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৮ই নবেম্বর ১০৩॥০ আনা, ১৯শে নবেম্বর ১০২॥০, ১০৩॥০, ১০৩৲, ১০৪৲ এবং ১০২৲ টাকা ; ২০শে ১০৩৸০ আনা ; ২১শে ১০২৸০, ১০৪৲, ১০৩॥০, ১০৪॥০, ১০৪৲, ১০৫৲ ; ২২শে ১০৩॥০ আনা।

কয়লার খনি

এমালগামেটেড ১৯শে নবেম্বর ২৭।৶০ আনা, বেঙ্গল ১৮ই নবেম্বর ৩৫৩৲ টাকা, ২১শে ৩৫৬৲ টাকা, ২২শে ৩৫৮৲। সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড ১৯শে নবেম্বর ১৫৶০ আনা; ২১শে ১৫৲; খেমো মেইন—১৯শে নবেম্বর ১৫॥/০ আনা. ২১শে—১৫॥ আনা এবং ২২শে—১৫॥৶০ আনা। ইকুইটেবল—১৯শে নবেম্বর ৩৬৷৹০ আনা, ২১শে—৩৬৶০ আনা; ২২শে—৩৬৶০ আনা। নিউ বীরভূম—১৯শে নবেম্বর ১৫।৶০ আনা; ২০শে—১৬৶০ আনা; ২২শে—১৬।০ আনা। রাণীগঞ্জ—১৯শে নবেম্বর ২৫।০ আনা; ২২শে ২৫।৶০ আনা; সাউথ করাণপুরা—১৯শে নবেম্বর—৪৷৶০ আনা; ২০শে—৫৶০ আনা, ২১শে—৪৷/০ আনা; ২২শে—৪৷৶০ এবং ৫৲ টাকা। ষ্টাণ্ডার্ড—১৯শে নবেম্বর ২১৷০ আনা; ওয়েষ্ট জামুরিয়া—১৯শে নবেম্বর ২৯।০ হইতে ৩০৲ টাকা, ২১শে—২৯।৶০।

কাপড়ের কল

বাসন্তী (প্রেফ)—১৯শে নবেম্বর ৪৶০ আনা, ২২শে ৩৲ টাকা। কেশোরাম (অর্ডি) ১৯শে নবেম্বর ৬/০ আনা; ২০শে—৫৷/০ আনা, ২১শে—৫৷০ আনা এবং ২২শে—৫৷/০ আনা।

রেলপথ

মৈমনসিংহ—ভৈরববাজার (রিবেট)—১৯শে নবেম্বর ১০১৲ টাকা। ২১শে—১০১৲ টাকা। হাওড়া—আমতা—১৯শে নবেম্বর ৯৫৲ টাকা। আরা—সাসারাম—১৯শে নবেম্বর ৬০৲ টাকা; ২২শে—৬০। আনা (খুচরা)।

পাটকল

আদমজী—১৯শে নবেম্বর ১৯।/০ আনা, ২১শে—১৮৷৶ আনা, আগড়পাড়া (অর্ডি) ১৯শে নবেম্বর—২৩৷০ আনা; ২১শে—২৪॥০। এংলো ইণ্ডিয়া—১৯শে—৩১১৲ টাকা, ২০শে—৩১৬৲, ২২শে—৩১৮৲ টাকা। বালী (অর্ডি)—১৯শে—২১৭৲ (লভ্যাংশ বাদ); ২০শে ২২২৲ টাকা, ২১শে—২২০॥০ (লভ্যাংশ বাদে) এবং ২২শে—২২২৲ টাকা। বরানগর—১৯শে—১০৫৲ টাকা; ২২শে—১০৭৲ টাকা। বিরলা (অর্ডি)—১৯শে ২৩॥৶০ আনা; ২১শে—২৩৷৶০ আনা; ২২শে—২৪৲ টাকা। ক্লাইভ—২০শে নবেম্বর—২২।০ আনা; ২১শে—২২৷০ আনা। হাওড়া (অর্ডি)—১৯শে—৫০৷০ আনা; ২০শে—৫১৲ টাকা; ২১শে—৫১৷০ আনা; ২২শে—৫১৷৶০ আনা; হুকুমচাঁদ (অর্ডি)—১৯শে—৭॥০ আনা; ২০শে—৭॥/০ আনা; ২১শে—৭।০. ২২শে—৭।/০ আনা। কামারহাটী (অর্ডি)—১৯শে ৪৫৫৲ টাকা; ২১শে ৭৬০৲ টাকা; ২২শে—৪৬২৲ টাক। মেঘনা—২০শে—৩২॥০ আনা; ২১শে—৩২॥০ আনা হইতে ৩৫॥০ আনা; ২২শে—৩৬।০ আনা। নদীয়া (অর্ডি)—১৯শে—৫৬৲ টাকা, ২০শে—৫৬৲ টাকা; ২১শে—৫৫॥৶০ (লভ্যাংশ বাদ); ২২শে—৫৫॥৶০ (লভ্যাংশ বাদ)। রিলায়েন্স—১৯শে—৫৪।০ আনা।

খনি

বার্ম্মা কর্পোরেশন—১৮ই নবেম্বর ৫।৶০ আনা; ১৯শে—৫।৶০ আনা; ২০শে—৫।/০; ২১শে—৫।/০; ২২শে—৫।/০ আনা। ইণ্ডিয়ান কপার—১৮ই—২৶০ আনা, ১৯শে—২৶০; ২০শে—২।০; ২১শে—২৶০; ২২শে—২।০।

চিনির কল

বলরামপুর—১৯শে ৭॥৶০ আনা। ২২শে—কেরু এণ্ড কোং—(অর্ডি) ১৯শে—৮।৶০; ২১শে—৮৷৶০ আনা; ২২শে—৮।৶০ আনা। রাজা—২০শে ১৬॥৶০ আনা; ২২শে—১৬।০ (লভ্যাংশসহ)

এঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী

ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল—১৮ই ৩০৲; ১৯শে—৩০৲ টাকা; ২০শে—৩০৲; ২১শে—৩১/০. ২২শে—৩২/০ আনা। ষ্টীল কর্পোরেশন—(অর্ডি) ১৮ই ১৭৷৶০; ১৯শে—১৭॥৶০; ২০শে—১৭॥৶০ আনা; ২১শে—১৭৷৶০ ২২শে—১৭॥৶০ আনা। বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ১৯শে ৩৫৮৲; ২০শে—৩৫৭॥০; ২১শে—৩৫৩৲; ২২শে—৩৫৯৲ টাকা। হুকুমচাঁদ ষ্টীল—(অর্ডি) ১৯শে ৮॥০; ২০শে—৯৶০; ২১শে—৮॥৶০ এবং ২২শে—৯।৶০ আনা। কুমারধুবি এঞ্জিনিয়ারিং—(অর্ডি) ১৯শে ৪৷৶০ আনা; ২১শে—৪৷৶০; ২২শে—৪৷০ আনা। ন্যাশানেল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল—১৯শে ৬৲ টাকা; ২১শে—৫॥০ আনা; ২২শে—৫৷০ আনা।

চা বাগান

খানায়হাট (প্রেফ)—১৯শে—১৬০৲ টাকা; ২০শে—১৬০৲ টাকা; ২১শে—১৬০॥০; হাসিমারা—১৯শে—৪০।০ ২২শে—৪০॥০ আনা; হলদিবাড়ী—১৮ই—১৯।০; ১৯শে—১৯॥০; ২১শে—১৯৷০ আনা; তেজপুর—১৯শে—৭।৶; ২২শে—৭।০ আনা। সেণ্ট্রাল কাছাড়—২১শে—৬০৲ টাকা। টিন আলী—২১শে—১৪।০।

ইলেকট্রিক ও টেলিফোন

বেঙ্গল টেলিফোন (প্রেফ)—১৮শে—১২॥৶০; ২০শে—১২॥/০; ২১শে—১২।০। আগ্রা ইলেকট্রিক—২০শে—১২৩৲। ইউ, পি ইলেকট্রিক ২০শে—১৭৮৲; ২১শে—১৭৯৲; ২২শে—১৮০৲ ও ১৮১৲ টাকা।

সিমেণ্ট ও কেমিক্যাল

ডালমিয়া সিমেণ্ট (প্রেফ)—১৯শে—৯৮৲ (লভ্যাংশ সহ); ২০শে—৯৪৲ (লভ্যাংশ বাদে) ২১শে—ঐ (অর্ডি) ৮।৶০। এলক্যাল এণ্ড কেমিক্যাল (প্রেফ)—১৯শে—১৪৩৲ টাকা; ২১শে—১৪৭৲ টাকা; ২২শে—১৪৯৲ টাকা। বেঙ্গল কেমিক্যাল (প্রেফ) ১৯শে—১৭।০ আনা।

বিবিধ

বি, আই, কর্পোরেশন (প্রেফ)—১৮ই—১৭২৲ টাকা, ঐ (অর্ডি) ২১শে—৪৷০ আনা। কলিকাতা ট্রামওয়েজ (অর্ডি)—২০শে ১৩৷৶০ [illegible] ২১শে—১৪॥০ আনা; ২২শে—১৪৶০ আনা। ডানলপ রাবার (অর্ডি)—১৯শে—৩৫৶০ আনা; ২০শে—৩৫৷০ আনা; ঐ (দ্বিতীয় প্রেফ) ২২শে ১১০৲ টাকা। মেদিনীপুর জমিদারী—১৮ই—৬৯॥০ আনা; ১৯শে—৭০॥০ ২০শে—৭০॥০; ২১শে—৭১৲ টাকা। টিটাগড় পেপার (অর্ডি) ১৯শে—১৬।৶০; ২০শে—১৬।৶০; ২১শে—১৬।৶০; ২২শে—১৬৷০ আনা।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২২শে নবেম্বর

চটকলসমূহ পাটের সর্ব্বনিম্ন মূল্য সম্পর্কে যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে তৎসম্বন্ধে বাঙ্গলা সরকারের সহিত একটা বুঝাপড়া সাপেক্ষে গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া বাজারে পাটের বিকিকিনি একরূপ বন্ধ রহিয়াছে। গত সপ্তাহে এই সম্পর্কে কোন নূতন পরিণতি হয় নাই। অধিকন্তু বাঙ্গলা সরকার পাট ক্রয়ের জন্য ৬ কোটী টাকা ঋণ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের যে অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন তৎসম্পর্কিত সিদ্ধান্তও ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত স্থগিত আছে। এই সব কারণে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সপ্তাহের ন্যায় গত সপ্তাহেও বাজারে পাটের এক প্রকার কিছুই বিকিকিনি হয় নাই। চটকলসমূহও বর্ত্তমানে পাটক্রয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রদর্শন করিতেছে না। এদিকে ডাণ্ডিতে পাটের কিছু চাহিদা থাকিলেও জাহাজের অভাবে মাল প্রেরণ করা কঠিন হইয়াছে। বর্ত্তমানে মাত্র আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে তোষা শ্রেণীর পাটের কিছু চাহিদা দেখা যাইতেছে। এই সব কারণে প্রথম শ্রেণীর পাকা বেলের মূল্য ৩২॥০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছিল। ফাটকা বাজারের দরও নিম্নাভিমুখী হইয়া চলিতেছিল। কিন্তু সপ্তাহের শেষ দিকে শেয়ার বাজার গরম হইয়া উঠাতে এবং চটকলসমূহ নির্দ্দিষ্ট দরে পাট ক্রয় করিলে তাহার ক্ষতিপূরণের জন্য বাঙ্গলা সরকার গ্যারান্টি দিবেন এরূপ গুজব প্রকাশিত হওয়াতে পাটের বাজারের কিঞ্চিৎ উন্নতি দৃষ্টিগোচর হয়। বর্ত্তমান রিপোর্ট লিখার সময়ে প্রথম শ্রেণীর পাকা বেলের মূল্য চড়িয়া ৩৩৷৹ আনায় এবং ফাটকার সর্ব্বোচ্চ দর ৩৮৵০ আনায় পৌছিয়াছিল। আলগা পাটের বাজারের অবস্থা আরও শোচনীয়। এই সপ্তাহে উক্ত বাজারে জাত শ্রেণীর ইউরোপীয় ও সুপারভাইজড ও মিডল পাট যথাক্রমে ৯ টাকা ও ৮৮০ আনা মণ দরে বিক্রয় হইয়াছে বটে। কিন্তু ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ অত্যন্ত নগণ্য ছিল। এজন্য ব্যবসায়ীগণ মফঃস্বলে আলগা পাট খরিদ এক প্রকার বন্ধ করিয়া দিয়াছে। পাটের বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে অন্যত্র সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইল। বর্ত্তমান সপ্তাহে ফাটকা বাজারে পাটের নিম্নরূপ দর বলবৎ ছিল :—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
১৮ই নবেম্বর	৩৫॥৵০	[illegible]৪॥৵০	৩৫॥০
[illegible] ,,	৩৫॥০	৩৫৲	৩৬।৵০
২০শে ,,	৩৬।০	৩৫॥৵০	৩৫।[illegible]
২১শে ,,	৩৭।০	৩৫।০	৩৭।০
২২শে ,,	৩৮৵০	৩৬॥৵০	৩৭॥০

গত ১৬ই নবেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা ও উহার নিকটবর্ত্তী চটকলসমূহে মোট ২ লক্ষ ১৯ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছে। গত বৎসর এই সপ্তাহে ৩ লক্ষ ৬৩ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছিল। গত ১লা জুলাই হইতে এই সপ্তাহ পর্য্যন্ত কলিকাতা ও চট্টগ্রাম বন্দরের মধ্য দিয়া বিদেশে মোট ২ লক্ষ ৪৬ হাজার বেল পাট রপ্তানী হইয়াছে। গত বৎসর এই সময়ে রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৭ লক্ষ ৫৪ হাজার বেল।

থলে ও চট

থলে ও চটের বাজার এই সপ্তাহে এক প্রকার স্থির ছিল এবং মূল্যের হার খুব সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে উঠানামা করিয়াছে। ভবিষ্যতে পাটের দর কিরূপ দাঁড়ায় তৎসম্বন্ধে অবস্থা অনিশ্চিত থাকার জন্য বর্ত্তমানে ক্রেতাগণ মালের অর্ডার দিতে সাহস পাইতেছে না। এই সপ্তাহে ৯ পোর্টার চটের দর ১২।৴০ হইতে ১২।৶০ আনার মধ্যে ছিল। তবে জানুয়ারী হইতে মার্চ্চ মাসের মধ্যে ডেলিভারী দিবার সর্ত্তে বিক্রীত চটের দর ছিল ১২৵০ আনা।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ২২শে নবেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই সোনার বাজার সংবাদ সম্পর্কে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য সংবাদ নাই। সপ্তাহের প্রথমভাগে রপ্তানীর জন্য কিছু চাহিদা দেখা গিয়াছিল। সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের গ্রেপ্তারের দরুণ বাজার দুইদিন বন্ধ ছিল। প্রায় সকল শ্রেণীর স্বর্ণের মূল্যই ৪১॥৶৬ পাই এবং উহার কাছাকাছি ছিল। সপ্তাহের বিভিন্ন দিকে বোম্বাই বাজারে রেডি স্বর্ণের দর নিম্নলিখিত রূপ গিয়াছে :—১৫ই নবেম্বর ৪১॥৶৩ পাই, ১৬ই নবেম্বর ৪১॥৶৯ পাই, ২০শে নবেম্বর ৪১॥৶৬ পাই, ২১শে নবেম্বর ৪১৸৯ পাই। কলিকাতায় আলোচ্য সপ্তাহে প্রতি ভরি পাকা সোনার দাম ৪১॥৵০ আনা ছিল।

লণ্ডনের বাজারেও প্রতি আউন্স স্বর্ণের মূল্য সরকার কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত ১৬৭ শিলিংএ অপরিবর্ত্তিত ছিল।

রূপা

স্বর্ণের ন্যায় রৌপ্যের বাজারেও আলোচ্য সপ্তাহে কোনরূপ ঔৎসুক্য এবং কর্ম্মব্যস্ততার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। এ সপ্তাহে বোম্বাই বাজারে প্রতি ১০০ ভরি স্পট রূপার দর নিম্নলিখিতরূপ ছিল :—১৫ই ৬১॥০ আনা, ১৬ই নবেম্বর ১৬৮০ আনা, ২০শে নবেম্বর ৬১॥৶০ আনা, ২১শে নবেম্বর ৬১৸৵০ আনা। কলিকাতায় এ সপ্তাহে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ৬১।০ আনা এবং ঐ খুচরা দর গিয়াছে ৬১॥০ আনা। লণ্ডনের বাজারে প্রতি আউন্স স্পট রূপার মূল্য নিম্নলিখিতরূপ ছিল :—১৫ই নবেম্বর ২৩$\frac{1}{8}$ পেন্স, ১৬ই নবেম্বর ১৩$\frac{3}{16}$ পেন্স, ১৯শে নবেম্বর ২৩$\frac{3}{16}$ পেন্স, ২০শে নবেম্বর ২৩$\frac{1}{8}$ পেন্স, এবং ২১শে নবেম্বর ২৩$\frac{3}{8}$ পেন্স।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২২শে নবেম্বর

এ সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে দামের কতকটা তেজী ভাব লক্ষিত হইয়াছে। তুলার বাজার তেজী হইয়া উঠার মূলে কয়েকটি বিশেষ কারণ নিহিত রহিয়াছে। প্রথমতঃ নিউইয়র্ক বাজারে এ সপ্তাহে তুলার দাম বিশেষ চড়া গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ইংলণ্ড ভারত হইতে অদূর ভবিষ্যতে বেশী তুলা ক্রয় করিতে পারে এরূপ একটা জনরব প্রচারিত হইয়াছে। এই দুইটী কারণে এ সপ্তাহে বোম্বাইয়ে তুলার বাজারে দাম বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৫ই নবেম্বর বরোচ এপ্রিল-মে ২০২॥০ আনায়, ওমরা ডিসেম্বর-জানুয়ারী ১৭৪৮০ আনায় ও রেঙ্গুন ডিসেম্বর-জানুয়ারী ১৪৩৸০ আনায় বিক্রয় হইয়াছিল। গত ২০শে তারিখ তাহা বাড়িয়া যথাক্রমে ২০৬॥০ আনা, ১৭৬৸০ আনা ও ১৪৫॥০ আনা দাঁড়ায়।

কিন্তু তুলার দর অদূর ভবিষ্যতে এরূপ চড়া হারে বলবৎ থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। কেননা রাজনৈতিক অবস্থা জটিল হইয়া উঠিলে জাপানে তুলার রপ্তানী বাধাপ্রাপ্ত হইতে পারে। তাহা ছাড়া শীঘ্রই নূতন তুলা ফসলের বেশী রকম বেচাকিনা আরম্ভ হইয়া জোগান বৃদ্ধির সঙ্গে তুলার দামও পড়িয়া যাইতে পারে।

কাপড়

আলোচ্য সপ্তাহের শেষ দিকে তুলার দাম বৃদ্ধির সঙ্গে কলিকাতার বাজারে কাপড়ের দামও কিছু চড়া দেখা গিয়াছে। তবে বিহার ও যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চল হইতে কাপড়ের বেশী দাবী দাওয়া না হওয়ায় কাপড়ের বেচাকিনা কম হইয়াছে। দীপালী পর্ব্বের সময়ে বিরাট পরিমাণে কাপড়ের বিকিকিনি হইয়াছে। তাহার পরই এত শীঘ্র কাপড়ের বেশীরকম ক্রয় বিক্রয় আশা করা যায় না। জাপানী বস্ত্রের বাজারে দাম পূর্ব্বকার হারে স্থির ছিল। ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র সামান্য পরিমাণে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

সূতার বাজারে এবার পূর্ব্ব সপ্তাহের মতই সামান্য পরিমাণে কাজ-কারবার হইয়াছে। কলওয়ালারা মাত্র মাঝারি ও মোটা ধরণের সূতা ক্রয়ে কিছু আগ্রহ দেখাইয়াছিল।

চিনির বাজার

কলিকাতা ২২শে নবেম্বর

স্থানীয় চিনির বাজারের অবস্থা গত সপ্তাহের তুলনায় অপরিবর্ত্তিত ছিল। চিনির মূল্য গত সপ্তাহে মণ প্রতি ৵০ আনা হারে হ্রাস পায়। অনেক চিনিব্যবসায়ী বেশী মূল্যের আশায় অধিক দিন চিনি মজুদ করিয়া রাখিতে অসমর্থ হইয়া এক্ষণে তাহা কম মূল্যেই বাজারে বিক্রয় করিয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে জন্যই বাজারে চিনির দামের অপেক্ষাকৃত মন্দা দেখা যাইতেছে। চিনির দাবীদাওয়া বর্ত্তমানের তুলনায় বৃদ্ধি না পাইলে দাম আরও কিছু হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। বাঙ্গালার চিনির কলগুলি ডিসেম্বর জানুয়ারীতে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে কমমূল্য নিয়াই চিনি ছাড়িয়া দেওয়ার আগ্রহ দেখাইতেছে। গত ১৫ই নবেম্বর তারিখে কলিকাতার বাজারে অবিক্রিত মজুদ চিনির পরিমাণ ছিল ৫৫ হাজার মণ।

চামড়ার বাজার

কলিকাতা, ২২শে নবেম্বর

এ সপ্তাহে কলিকাতার চামড়ার বাজারে গত সপ্তাহের তুলনায় দামের কিছু উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে। ছাগলের চামড়ার বিকিকিনি এ সপ্তাহে উল্লেখযোগ্যরূপ বেশী হইয়াছে।

ছাগলের চামড়া—পাটনা ১ লক্ষ টুকরার মূল্য ৫৫ টাকা হইতে ৭০ টাকা। ঢাকা-দিনাজপুর ১৯ হাজার টুকরা ৭০ টাকা হইতে ৯০ টাকা ও আদ্র লবণাক্ত চামড়া ২৭ হাজার টুকরা ৬০ টাকা হইতে ১১০ টাকা দরে বিক্রয় হইয়াছে।

গরুর চামড়া—ঢাকা-দিনাজপুর লবণাক্ত চামড়া ২ হাজার টুকরা ৫৷০ আনা ও সাধারণ আদ্র-লবণাক্ত চামড়া ৬ হাজার ৩৭ টুকরা ৵৬ পাই হইতে।৵৬ পাই দরে বিক্রয় হয়।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ২২শে নবেম্বর

রপ্তানীযোগ্য—চায়ের উপযুক্ত জোগানের অভাবে এ সপ্তাহে রপ্তানীর উদ্দেশ্যে চায়ের বেচাকিনা বিশেষ কিছুই হয় নাই।

ভারতে ব্যবহারযোগ্য—ভারতে ব্যবহারযোগ্য চায়ের মধ্যে এ সপ্তাহে সবুজ চায়ের কাটতি কম দেখা গিয়াছে। তবে গুড়া চায়ের ভালরূপ দাবী দাওয়া লক্ষিত হইয়াছিল। গত ১৯শে নবেম্বর তারিখের নিলামে ২৬ হাজার বাক্স চা বিক্রয় হয়। উহার ভিতর গুড়া চা-ই ছিল ১২ হাজার ৪৫০ বাক্স। উহার পাউণ্ড প্রতি গড়পড়তা দর ছিল।১০ পাই। গত বৎসর এই সময়ে দর।৩ পাই ছিল। ব্রোকেন পিকো শ্রেণীর চায়ের দর ৵৯ পাই দাঁড়াইয়াছিল। ফ্যানিংস চায়ের বেশ বিকিকিনি হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় দাম এবার কিছু তেজী দেখা গিয়াছে। এ সপ্তাহে দার্জ্জিলিং চায়েরও ভালরূপ দাবী দাওয়া লক্ষিত হইয়াছে।

চায়ের উৎপাদন—সরকারী বিবরণে প্রকাশ গত অক্টোবর মাসে মোট ৬ কোটী পাউণ্ড চা উৎপাদিত হইয়াছে। উহাতে এপর্য্যন্ত মোট উৎপাদিত চায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৫ কোটী পাউণ্ড।

খৈলের বাজার

কলিকাতা, ২২শে নবেম্বর

রেড়ির খৈল—এ সপ্তাহে স্থানীয় রেড়ির খৈলের বাজারে দর অনেকটা চড়াহারে স্থির ছিল। মিলসমূহ প্রতিমণ রেড়ির খৈলের জন্য ৩৵০ আনা হইতে ৩৷০ আনা পর্য্যন্ত দাম দিতে প্রস্তুত ছিল। আড়তদারগণ প্রতি ২ মণী বস্তা খৈল ৭৷০ আনা হইতে ৭॥০ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছিল।

সরিষার খৈল—এ সপ্তাহে স্থানীয় বাজারে সরিষার খৈলের দর অনেকটা পূর্ব্বহারে স্থির দেখা গিয়াছে। মিলসমূহ প্রতিমণ খৈল ২৵০ আনা হইতে ২৶০ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছে। আড়তদারগণ দুই মণি খৈলের বস্তা ৪॥৵০ আনা হইতে ৪৸৵০ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছে।

লৌহ ও ঢেউ টীন

কলিকাতা, ২২শে নবেম্বর

	প্রতি হন্দর
টাটা মার্কা জয়েন্ট (বীম)	১৪॥০—১৫।০
টী আয়রণ (বরগা)	১১৸০—১২৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোণা)	১১।০—১১৸০
পাটী লোহা	১১৵০—১১॥৵০
বোল্ট্ ও গরাদে (গোল ও চৌকা)	১১।০—১১৸০
২॥" হইতে ৩॥" বল্ট্ লোহা	১২৸০—১৩৸০
३⁄১৬" হইতে ১⁄১৬" বল্ট্ লোহা	১১৸০—১৭৸০
৵০ সুত প্লেট লোহা(S. C. O. B)	১৪॥০—১৫॥০
চাদর ৬'×২'×৩ খানা হইতে ৬'×২'×৭ খানা বাণ্ডিল	১৫৲—১৬৲
২২ গেজ টাটা করগেট	১৪৸০—১৪৸৵০
২৪ গেজ টাটা প্লেন সিট	১৫৲—১৫৵০
ঐ বে মার্কা (হালকা ওজন)	১১॥০—১২৲

মসল্লার বাজার

কলিকাতা, ২২শে নবেম্বর

মসল্লার মধ্যে আলোচ্য সপ্তাহে একমাত্র মেথির মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্যান্য পূর্ব্ববৎ আছে।

	প্রতি মণ
হরিদ্রা	৯।০ ১০॥০ ১২৲
জিরা	২২৸০ ২৪॥০ ২৭৲
মরিচ	১২।০ ১২॥০ ১[illegible]
ধনে	৫॥০ ৬৸০ ৭৲
লঙ্কা	১০॥০ ১১॥০
সরিষা	৬৲ ৭৲
মেথি	৪॥০ ৫॥০
কালজিরা	৮৸০ ৯৸০ ১০॥০
পোস্ত দানা	৯।০ ১০॥০ ১১॥০
দেশী সুপারী	১০৲ ১১।০ ১১॥০
জাহাজী কাটা সুপারী	১১।০ ১১॥০
জাহাজী গোল সুপারী	৮।৵০ ৯৲
পিনাং কেশুয়া	১০।০ ১০॥০
পার্ল কেশুয়া	৯৲ ৯।০
জাভা কেশুয়া	১০।৵০ ১০৸০
কেশুয়া ফ্লাওয়ার	৭॥০ ৯৸০ ১০।০
ছোট এলাচ	৩৸০ ৪।০ ৫৲

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৩য় বর্ষ, ২য় খণ্ড | কলিকাতা, ২রা ডিসেম্বর, সোমবার ১৯৪০ | ২৯শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

রাজনীতিক সঙ্কট

দেশের রাজনীতিক অবস্থা দিন দিন জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিতেছে। অল্পদিন পূর্ব্বেও যাঁহারা মন্ত্রী এবং আইন সভার সভাপতি বা সদস্য হিসাবে দেশশাসন ব্যাপারে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন একে একে তাঁহারা সকলেই কারারুদ্ধ হইতেছেন। কিন্তু আন্দোলনের বেগ মন্দীভূত না হইয়া দিন দিন উহা বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। এদিকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত গ্রেপ্তার ও লাঠি চার্জ্জের আশ্রয় গ্রহণ করিলেও গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সমস্ত শক্তি লইয়া এই আন্দোলনের সম্মুখীন হইতে সাহস পাইতেছেন না। যাহারা যুদ্ধবিরোধী প্রচারকার্য্যে লিপ্ত হইতেছেন তাঁহাদিগকে তাহারা গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ করিতেছেন বটে—কিন্তু যিনি এই আন্দোলনের জনক এবং প্রকাশ্যভাবে যিনি উহার পরিচালনা করিতেছেন সেই মহাত্মা গান্ধীকে গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ করিবার মত তাঁহাদের সাহস হইতেছে না। মহাত্মাজিকে কারারুদ্ধ করিলে দেশের ক্রমেই অধিক সংখ্যক লোক এই আন্দোলনের সমর্থক হইয়া দাঁড়াইবে; ভারতবর্ষের জনসাধারণের বিশ্বাসভাজন শত শত নেতা কারারুদ্ধ—উহা সমগ্র জগৎ জানিতে পারিবে; শত্রুপক্ষীয় জার্ম্মাণ প্রচারকগণ আনন্দে আত্মহারা হইবে এবং ইংলণ্ডের ও আমেরিকার জনমত ভারত সরকারের উপর তীব্রভাবে চাপ দিবে—উহাই বোধ হয় কর্তৃপক্ষ আশঙ্কা করিতেছেন। তাঁহাদের বোধ হয় উহাও আশঙ্কা রহিয়াছে যে বৃটিশ মন্ত্রীসভায় বর্ত্তমানে শ্রমিকদলভুক্ত যে শক্তিশালী দল রহিয়াছেন তাঁহারা ভারতবর্ষে অসন্তোষপ্রসূত বিশৃঙ্খলতার উদ্ভব হইলে তাহা বরদাস্ত করিবেন না। মহাত্মাজিকে কারারুদ্ধ করিলে তিনি আমরণ অনশন ব্রত আরম্ভ করিয়া সমগ্র জগতে এক বিক্ষোভের সৃষ্টি করিতে পারেন এই আশঙ্কাও বোধ হয় কর্ত্তৃপক্ষের আছে।

প্রতিকার কি?

এই অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে যাইবার পূর্ব্বে উহার সন্তোষজনক মীমাংসা করিবার এখনও উপায় রহিয়াছে। বড়লাট এবং ভারত-সচিব একথা একাধিকবার ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারতে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার আইন অনুযায়ী, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন প্রদান করাই বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা উহাও বলিতেছেন যে ভারতবর্ষের সামরিক বিভাগ, পররাষ্ট্র বিভাগ এবং ভারতে বৃটীশ শাসনের ফলে যে সমস্ত দায়িত্বের উদ্ভব হইয়াছে (এই দায়িত্বের তাৎপর্য্য কি তাহা এখনও খুলিয়া বলা হয় নাই) তাহা বৃটীশ গবর্ণমেণ্টেরই পরিচালনাধীন থাকিবে। ইহা আর যাহাই হউক আয়র্লণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা বা কানাডার মত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন নহে। বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট যদি শান্তি এবং যুদ্ধে ভারতবাসীর স্বেচ্ছাকৃত সাহায্য চাহেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে প্রতিশ্রুতি মত কাজ করিয়া ভারতবাসীকে প্রকৃত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন প্রদান করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ ভেদনীতির চূড়ান্ত পরিণতি হিসাবে বর্ত্তমানে দেশে যে সাম্প্রদায়িক অচল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহার সমাধানের ভারও তাঁহাদিগকেই গ্রহণ করিতে হইবে। পাকিস্থানের পরিকল্পনাকে উহারা যে ভাবে আস্কারা দিতেছেন তাহাতে হিন্দুভারত কোনদিন বৃটীশ শাসনের আমলে নিজকে নিরাপদ মনে করিবে না। বৃটীশ গবর্ণমেণ্টকে সুস্পষ্টভাবে একথা ঘোষণা করিতে হইবে যে, পাকিস্থানের তাহারা সমর্থক নহেন এবং জাতীয়তার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র স্থির করাই তাঁহাদের অভিপ্রায়। বর্ত্তমানে উহার সুযোগও ঘটিয়াছে। মিঃ জিন্না সম্প্রতি দিল্লীতে কংগ্রেসের সহিত আপোষমূলক মনোভাব লইয়া হস্ত প্রসারিত করিয়াছেন। ভারতসচিব এমেরিও পাকিস্থানের মৌলিক নীতি অবলম্বনে দেশের সমক্ষে একটা নূতন ধরণের শাসন তান্ত্রিক পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন। এই পরিকল্পনাতে ভারত-

বর্ষকে একটী অখণ্ড ও গণতান্ত্রিক [illegible] প্রদেশ-সমূহের হাতে সামরিক বিভাগ [illegible] প্রায় সমস্ত বিভাগের দায়িত্ব অর্পণ করিবার ইঙ্গিৎ করা হইয়াছে [illegible] এই পরিকল্পনা অবলম্বনে [illegible]গ্রেস ও মুসলীম লীগের মধ্যে একটা আপোষরফার চেষ্টা হইতে [illegible]রে। ভেদনীতির প্রয়োগ দ্বারা বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট দেশে এমন [illegible] অবাঞ্ছিত অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন যাহার ফলে হিন্দু বা মুসলমান কোন সম্প্রদায়কেই তাঁহারা যুদ্ধের ব্যাপারে স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতায় রাজী করিতে পারিতেছেন না। এই বিপজ্জনক অবস্থার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের এবং উহার সমাধানের দায়িত্ব তাঁহাদিগকেই গ্রহণ করিতে হইবে।

ব্যবসায়ে সাম্প্রদায়িকতার বিপদ

রাজনীতিক ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির ফলে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট বর্তমানে ভারতবর্ষকে লইয়া যেরূপ বিব্রত হইয়াছেন ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে ইউরোপীয়গণও সেই একইভাবে বিব্রত হইতেছেন। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে খানবাহাদুর সেখ পিরাচা নামক জনৈক সদস্য এই মর্ম্মে একটা বিল আনয়ন করিয়াছেন যে—যে সমস্ত জাহাজ ভারতবর্ষ হইতে হজযাত্রী লইয়া যাতায়াত করিবে সেইসব জাহাজের মালিকগণকে বাধ্যতামূলকভাবে প্রত্যেক যাত্রীর জন্য অন্ততঃ ১৮ বর্গফুট স্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিলটী দেশের শতকরা ৯০টী প্রতিনিধি-স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ও ৫টী প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক সমর্থিত হইয়াছে এবং বর্তমানে উহা একটা সিলেক্ট কমিটীর বিবেচনাধীন আছে। মধ্যে দুই বৎসরকাল সিন্ধিয়া জাহাজ কোম্পানীর উদ্যমের কথা বাদ দিলে হজযাত্রী বহনের লাভজনক ব্যবসা এতদিন বৃটিশ জাহাজ কোম্পানীসমূহেরই একচেটিয়া রহিয়াছে বলা যায়। কিন্তু বর্তমান বিল লইয়া বৃটীশ বণিকগণ মহা সমস্যায় পতিত হইয়াছেন। ভারত সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে তাঁহারা এই বিলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হইবেন না এবং বিলে ভোটাভুটির সময়ে সরকার পক্ষীয় সদস্যগণ নিরপেক্ষ থাকিবেন। কংগ্রেসকে দমন করিবার অন্যতম পন্থা হিসাবে বৃটীশ বণিকগণও বরাবর মুসলমান সম্প্রদায়কে তোয়াজ করিয়া আসিয়াছেন ও আসিতেছেন। কিন্তু বর্তমান বিল লইয়া বিপদ এই হইয়াছে যে উহা যদি পাশ হয় তাহা হইলে এক একটি জাহাজে বর্তমানের তুলনায় শতকরা ৭৫ জনের বেশী যাত্রী বহন করা যাইবে না। এরূপ অবস্থায় হয় বৃটীশ জাহাজ কোম্পানীগুলিকে লাভের অঙ্ক কমাইতে হইবে—না হয় যাত্রীর ভাড়া বাড়াইতে হইবে। এদিকে যদি এই বিলটির বিরুদ্ধাচরণ করা হয় তাহা হইলে সমগ্র মুসলমান সমাজ বৃটিশ বণিকদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া উঠিবে। বিলটির পরিণতি কি হয় তাহা সকলেই আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিবে। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয়ে দেশে ভেদ সৃষ্টি করিয়া দেশকে শোষণ করিবার মধ্যে যে বিপদ রহিয়াছে তাহা এই ব্যাপার হইতে এখন বেশ প্রমাণিত হইতেছে। দেশে যদি এরূপ ভেদবুদ্ধি না থাকিত তাহা হইলে এই বিলটি নিছক অর্থনীতির দিক হইতে বিবেচিত হইত এবং ইউরোপীয় জাহাজ কোম্পানী-সমূহ হিন্দু মুসলমানগণ উভয় সম্প্রদায় হইতেই অনেক সমর্থক পাইতেন।

পাটের ব্যাপার

পাটের ব্যাপারেও ঠিক অনেকটা এইরূপ পরিস্থিতিরই উদ্ভব হইয়াছে। বাঙ্গলার সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন মন্ত্রীমণ্ডলী ইউরোপীয়দের সমর্থনের জোরেই এতদিন টিকিয়া রহিয়াছেন। বাঙ্গলা দেশের শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে বৃটিশ বণিকগণই প্রবল। হিন্দু পরিচালিত ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, চটকল, জাহাজ কোম্পানী বিদ্যুৎ কোম্পানী ইত্যাদিই উহাদের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। দেশের শাসনক্ষেত্রে হিন্দুদের প্রভাব প্রতিপত্তি থাকিলে বৃটীশ বণিকগণের পক্ষে এই প্রদেশকে শোষণ করা কঠিন হইবে বলিয়াই সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার মারফতে এই প্রদেশের হিন্দুগণকে তাহাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে এবং আইন সভায় ইউরোপীয়-গণকে এত অধিক সংখ্যক সদস্য নির্ব্বাচনের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। এই সব ইউরোপীয় সদস্য এতদিন সর্ব্বপ্রকার সমর্থন দ্বারা হক মন্ত্রীমণ্ডলীকে জীয়াইয়া রাখিয়াছেন। উহাদের পক্ষে প্রচারকার্য্য করিবার জন্য একখানা ইংরাজী দৈনিককে পর্য্যন্ত উহারা মুক্তহস্তে অর্থসাহায্য করিতেছেন। কিন্তু উহাদের পক্ষে এখন হক মন্ত্রীমণ্ডলকে হাতে রাখা দিন দিনই কঠিন হইয়া পড়িতেছে। গত ৩।৪ বৎসরে এই মন্ত্রীমণ্ডল প্রজাস্বত্ব আইন, ঋণ শালিশী আইন, পর্দ্দা কলেজ, মাদ্রাসা মক্তবে সাহায্য ইত্যাদি কতিপয় আপাতঃ মনোরম ব্যবস্থা দ্বারা মুসলমান ভোটারগণকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—কিন্তু যে পাট ফসলের জন্য বাঙ্গলার পাটচাষীদের (উহাদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই প্রায় বার আনা হইবে) প্রতি বৎসর কম পক্ষে ১৫ কোটি টাকা ক্ষতি হইতেছে তাহার প্রতিকারের জন্য এই মন্ত্রীমণ্ডল আজ পর্য্যন্ত কার্য্যকরীভাবে কিছুই করেন নাই। কিন্তু এখন পাটচাষী অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়াছে এবং উহাদের নির্ব্বাচিত কোয়ালিশনী সদস্যগণ মন্ত্রীদের উপর ক্রমবর্দ্ধমান চাপ দিতেছেন। ফলে বাধ্যতামূলকভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ, পাটক্রয়ের জন্য ৬ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ, পাটের সর্ব্বনিম্ন মূল্য নির্দ্ধারণ ইত্যাদি অনেক প্রকার ব্যবস্থার জন্য তোড়জোড় আরম্ভ হইয়াছে। এই সমস্ত ব্যবস্থাই ইংরাজ চটকলওয়ালাদের স্বার্থের ঘোর পরিপন্থী। কিন্তু হক্ মন্ত্রী-মণ্ডলকে যদি বাঁচাইয়া রাখিতে হয় তাহা হইলে উহাদের পাট সম্পর্কিত পরিকল্পনা অর্থনীতির দিক হইতে যত ক্ষতিজনকই হউক না কেন এবং চটকলওয়ালাদের পক্ষে উহা যত মারাত্মকই হউক না কেন ইংরাজ-গণকে উহা সম্পূর্ণভাবে না হউক আংশিকভাবে সমর্থন করিতেই হইবে। 'ক্যাপিটাল' পত্রে ডিচারের মন্তব্য হইতে উহার আভাষ পাওয়া যায়। এই মন্তব্যে বলা হইতেছে—"ক্লাইভ ষ্ট্রীটে আমরা যাহাই মনে করি না কেন উহা সত্য কথা যে মন্ত্রীমণ্ডল যদি পাটের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিয়া চটকলওয়ালা ও পাটচাষীগণকে নিজ নিজ শক্তি সামর্থ্যের উপর নির্ভর করিবার অবস্থায় ফেলিয়া রাখেন তাহা হইলে বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডল দশ দিনও টিকিয়া থাকিবে না।" অর্থাৎ ইউরোপীয়গণ যদি মন্ত্রীমণ্ডলকে পাট সম্বন্ধে যথাবিহিত ব্যবস্থা করিতে না দেন তাহা হইলে কোয়ালিশনী দলের অনেক সদস্য মন্ত্রী-মণ্ডলের বিরুদ্ধে বাঁকিয়া বসিবেন এবং হিন্দু সদস্যদের সহযোগিতায় তাঁহারা মন্ত্রীমণ্ডলকে বিতাড়িত করিবেন। ইউরোপীয়গণ বর্তমানে পাটের ব্যাপার লইয়া যে ফাঁপড়ে পড়িয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাদের প্রতি আমরা গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধি উস্কাইয়া দিয়া একটা দেশের জনসমষ্টিকে শোষণ করিবার পথ যে কুসুমাস্তীর্ণ নহে—বর্তমান ব্যাপার হইতে তাহা যদি তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন তবে আমরা সুখী হইব।

ব্যবস্থা পরিষদে বিক্রয়কর বিল

গত ২৯শে নবেম্বর তারিখে বাঙ্গলা সরকারের অর্থ-সচিব মিঃ সুরাবর্দ্দী গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবিত বিক্রয়কর আইনের খসড়া বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বিবেচনার্থ পেশ করিয়াছেন। এই ট্যাক্সের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অর্থ-সচিব যে সমস্ত যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়াছেন তাহার ফলে দেশবাসী এই ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টকে সমর্থন করিবে বলিয়া মনে হয় না। তিনি বলেন যে এই আইনের ফলে বৎসরে মাত্র ৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া গবর্ণমেণ্ট ২ কোটী টাকার মত পাইবেন এবং উহার সাহায্যে "বড় আকারে বড় বড় জাতিগঠনমূলক কাজে" হাত দেওয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভব হইবে। অর্থ-সচিবের এই সাধু উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দেশবাসী সহানুভূতি প্রকাশ করিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু নূতন শাসনতন্ত্রের সুরুতে বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডল যখন দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন সেই সময়ে ভারত-সরকার কর্তৃক তাঁহাদের প্রাপ্য টাকা মকুব এবং পাট রপ্তানীশুল্ক ও আয়করের দফায় অতিরিক্ত অর্থপ্রাপ্তি ইত্যাদি কারণে বাঙ্গলা সরকারের আর্থিক অবস্থা খুব স্বচ্ছল হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার পরে বাঙ্গলা সরকার বৃত্তিকর ইত্যাদির দফায় নিজেদের আয় আরও বর্দ্ধিত করিয়াছেন। কিন্তু এই সমস্ত টাকা দ্বারা গত ৩।৪ বৎসর ছিনিমিনি খেলা হইয়াছে। মন্ত্রী-মণ্ডলের বন্ধু ও সমর্থক ইউরোপীয় দল পর্য্যন্ত এই অভিযোগ স্বীকার করিয়াছেন। অর্থ-সচিব একথা বলেন যে, বাঙ্গলা দেশের অধিবাসী-দের মাথাপিছু গড়-পরতা আয় ভারতের অন্যান্য বড় বড় প্রদেশের অধিবাসীদের গড়পরতা আয়ের তুলনায় কম। আমরা জিজ্ঞাসা

করি—বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডল তাঁহাদের আমলে দেশবাসীর আয় বৃদ্ধির পক্ষে কি ব্যবস্থা করিয়াছেন? যাহারা দেশের অধিবাসীর একটা বড় অংশের মতামত উপেক্ষা করিয়া গত কয়েক বৎসর ধরিয়া অমিতব্যয়িতায় চরম অভিব্যক্তি দেখাইয়াছেন তাঁহারাই এখন দেশবাসীকে "বড় আকারে বড় বড় জাতিগঠনমূলক কাজে" হাত দিবার প্রলোভন দেখাইয়া ট্যাক্সভার বহনে রাজী করিতে চাহিতেছেন। উহাদের একথা কে বিশ্বাস করিবে?

বিক্রয়কর বিল উত্থাপনের সময়ে ইউরোপীয় দলের পক্ষ হইতে মিঃ আর এম সেসুন উহার প্রতিবাদে যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন তাহার অনেক কথাই আমরা সমর্থন করি। তিনি বলেন যে, গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ের দিক সম্বন্ধে নজর রাখিবার জন্য যে পাব্লিক একাউণ্ট কমিটী আছে—মন্ত্রীমণ্ডলী তাহার কোন সাহায্য গ্রহণ করেন না। পাটক্রয়ের জন্য গবর্ণমেণ্ট যে ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন তজ্জন্যও ব্যবস্থা পরিষদের কোন সম্মতি লওয়া হয় নাই। বর্ত্তমান বৎসরে এই পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের কত টাকা ঘাটতি পড়িয়াছে তৎসম্বন্ধেও মন্ত্রীমণ্ডল কোন তথ্য-তালিকা প্রকাশিত করেন নাই। অথচ গবর্ণমেণ্ট যে অগণিতক্ষেত্রে অমিতব্যয়িতার প্রশ্রয় দিয়া অর্থের অপচয় করিয়াছেন তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। কাজেই গবর্ণমেণ্ট যদি ব্যবস্থা পরিষদের সম্মতি না নিয়া আর এই ধরণের ব্যয়বহুল কাজে হাত দিবেন না এবং এই ট্যাক্স হইতে প্রাপ্ত অর্থ অথবা অন্যান্য বিভাগের আয় পাটক্রয়ের জন্য ব্যয় করিবেন না—এরূপ প্রতিশ্রুতি দেন তাহা হইলেই ইউরোপীয় দল প্রস্তাবিত ট্যাক্স সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন। ভবিষ্যতে সমস্ত ব্যয়ের ব্যাপারে ষ্টাণ্ডিং ফিনান্স কমিটীর পরামর্শ নিতে হইবে এবং জাতিগঠনমূলক কাজের জন্য সমস্ত ব্যয় সম্বন্ধে উহার মঞ্জুরী লইতে হইবে গবর্ণমেণ্টের নিকট মিঃ সেসুন তাহারও দাবী করিয়াছেন।

ইউরোপীয় দলের নেতা মিঃ সেসুন এই ব্যাপারে যে স্বাধীনচিন্তার পরিচয় দিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি। তাঁহার এই সব দাবী আমরা পূর্ণভাবে সমর্থন করি। আশা করি ব্যবস্থা পরিষদের অধিকাংশ সদস্যও প্রস্তাবিত ট্যাক্স সম্পর্কে অনুরূপ মনোভাব অবলম্বন করিবেন।

ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সম্পর্কে মিঃ দালাল

সম্প্রতি আসামের অন্তর্গত নওগাঁতে এক সম্বর্দ্ধনা সভায় নাথ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টার মিঃ কে, এন, দালাল তাঁহার বক্তৃতা প্রসঙ্গে এদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সম্পর্কে কয়েকটি প্রয়োজনীয় [illegible] উল্লেখ করিয়াছেন। ব্যাঙ্কের সুদ সম্পর্কে মিঃ দালাল বলেন যে জনসাধারণ কর্ত্তৃক আমানতী টাকার উপর অতিরিক্ত হারে সুদ দিতে ব্যাঙ্ককে পীড়াপীড়ি করা কর্ত্তব্য নয়। ব্যাঙ্কের আর্থিক সংস্থান এবং পরিচালন নীতির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া একমাত্র সুদের হার বিবেচনা করিয়াই টাকা আমানতের জন্য ব্যাঙ্ক নির্ব্বাচন করা আপাতঃদৃষ্টিতে লাভজনক মনে হইলেও ইহার ফল বিপজ্জনক। আমানত সংগ্রহের জন্য প্রতিযোগিতা করিয়া সুদের হার চড়াইয়া দেওয়া ব্যাঙ্কের স্বার্থের দিক দিয়াও সমর্থন করা যায় না। অর্থ সংস্থান এবং পরিচালন ব্যাপারে গলদ থাকিলেই ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষ অতিরিক্ত হারে সুদ দিয়া আমানত সংগ্রহের জন্য যে ব্যস্ত হইয়া পড়েন জনসাধারণের তদ্বিষয়ে বিশেষ অবহিত থাকা প্রয়োজন। ইহার ফলে ব্যাঙ্কসমূহও এমন সব প্রতিষ্ঠানে অর্থ বিনিয়োগ করিতে বাধ্য হয় যাহাদের পরিশোধ ক্ষমতা একেবারেই নাই অথবা দীর্ঘকাল মধ্যেও সমস্ত ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হয় না।

এদেশে ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা সম্পর্কেও মিঃ দালাল তথ্য-তালিকার সাহায্যে কয়েকটি প্রণিধানযোগ্য বিবরণ দিয়াছেন। ইংলণ্ড এবং আমেরিকার প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিই ব্যাঙ্ক ও সলিসিটরের সাহায্য নিয়া থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষে ব্যাঙ্কের সংখ্যা এতই অল্প যে এক একটি ব্যাঙ্কের সহিত অন্যূন ১ লক্ষ ৬০ হাজার অধিবাসী সংশ্লিষ্ট আছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় জনসাধারণের আয় ভারতবর্ষের তুলনায় অনেক বেশী; কাজেই এই সমস্ত দেশে ব্যাঙ্কের সংখ্যাধিক্য এবং প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে বৈষয়িক ব্যাপারে সলিসিটরের সাহায্য নেওয়া খুবই স্বাভাবিক। দশ বৎসর পূর্ব্বেকার তুলনায় আমাদের দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের যথেষ্ট প্রসার হইয়াছে এবং ব্যাঙ্কের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ইহা সহরের অধিবাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। পল্লী অঞ্চলে ব্যাঙ্কের প্রসার এখনও কিছুই হয় নাই। পল্লীর জনসাধারণকে ব্যাঙ্কের প্রতি আকৃষ্ট না করিলে ইউরোপ ও আমেরিকার তুলনায় এদেশে ব্যাঙ্কের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার বিশেষ আশা নাই। মিঃ দালালের এই মন্তব্য সকলেই সমর্থন করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

ভারতীয় শ্রমিকের বিলাতী শিক্ষা

বৃটীশ শ্রম-মন্ত্রী মিঃ আর্ণেষ্ট বেভিন্ সম্প্রতি ইংলণ্ডের কার্ডিফ নামক স্থানে এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে কয়েক শত ভারতীয় শ্রমিককে বিলাতী শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার এক পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনানুসারে প্রায় দেড় হাজার ভারতীয় শ্রমিককে বাছাই করিয়া ইংলণ্ডে লইয়া যাওয়া হইবে। তাহাদিগকে বৃটীশ শ্রমিকগণ অতিথিস্বরূপ গ্রহণ করিবে এবং বৃটীশ শ্রমিকদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হারে বেতন দেওয়া হইবে। উপরন্তু এই সমস্ত শ্রমিকের পত্নীদিগকে তাহাদের বিলাতে অবস্থিতি কাল পর্য্যন্ত ভাতা দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হইবে। শিল্প এবং ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে ভারতীয় শ্রমিকদের মধ্যে শিক্ষার প্রচার এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য বলিয়া বৃটীশ শ্রম-মন্ত্রী উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রসার দেখিতে ইচ্ছা করেন এবং এই উপায়ে ভারতীয় শ্রমিকদের জীবনযাত্রা প্রণালী উন্নত হইলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয় সাধনের আশা করেন।

বৃটীশ শ্রম-মন্ত্রীর এই পরিকল্পনা ও সদিচ্ছা সম্পর্কে সন্দেহ এবং সমালোচনার কিছু নাই বটে। কিন্তু মুষ্টিমেয় ভারতীয় শ্রমিককে বিলাতী আদবকায়দায় অভ্যস্ত করিলেই ৭০ লক্ষ শ্রমিকের জীবন-যাপন প্রণালী উন্নত হইবে এবং এদেশে শিল্পের প্রসার ও উন্নতি হইবে এরূপ কল্পনার কি হেতু থাকিতে পারে? বিলাতী কলকারখানার সংস্পর্শে আসিয়া এই দেড় হাজার শ্রমিক হয়ত পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী বেতনে এদেশে কাজ পাইবে এবং তাহারা হয়ত পূর্ব্বের তুলনায় অপেক্ষাকৃত স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনযাপনের একটু সুযোগ পাইবে। কিন্তু এদেশে শ্রমিকদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার এবং আয় বৃদ্ধি না হইলে সমগ্র ভারতীয় শ্রমিক সমাজ এই ব্যবস্থায় কোনরূপ উপকৃত হইবে আশা করা বৃথা। মিঃ বেভিনের এই পরিকল্পনার ফলে ভারতে শিল্পোন্নতি ঘটিবে কেহ কেহ আশা করিতেছেন। শ্রমিকদের উন্নত জীবনযাত্রা এবং ট্রেড ইউনিয়নের প্রসার দেশের আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। কিন্তু বৃটিশ শ্রম-মন্ত্রীর এই ব্যবস্থায় ভারতীয় শিল্প কি উপায়ে উন্নত হইবে তাহা আমরা ভাবিয়া পাই না। শুল্ক ও বাট্টা নীতি অনুকূল না হইলে এবং মূলধনের সুব্যবস্থা না থাকিলে মুষ্টিমেয় দক্ষ এবং ট্রেড ইউনিয়ন পরিচালনের ক্ষমতাসম্পন্ন শ্রমিক দ্বারা ভারতীয় শিল্পের কি উন্নতি হইতে পারে? ইংলণ্ড, জার্ম্মেণী, আমেরিকা ও জাপান হইতে কারীগরী শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া বহু ব্যক্তি এদেশে আসিয়াছেন। কিন্তু উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধার অভাবে অনেকেই তাঁহাদের প্রতিভা এবং অভিজ্ঞতা কাজে লাগাইতে পারিতেছেন না। যাহাদের ভাগ্য ভাল তাহারা কোন উপায়ে বা বিদেশী অধিকৃত কারখানাসমূহে চাকুরী করিয়া জীবন কাটাইতেছেন।

বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় শ্রমিকদের জন্য যে দরদ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা প্রশংসার্হ; কিন্তু ভারতের শিল্পোন্নতি এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁহারা যে মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে এই দরদের বিশেষ কোন মূল্য দেওয়া যায় না।

ট্যাক্স বৃদ্ধি বনাম ব্যয়সঙ্কোচ

দেশের ক্রমবর্দ্ধমান সামরিক ব্যয় সঙ্কুলানার্থ আয়কর ও সুপার-ট্যাক্সের পরিমাণ এবং ডাক ও তারবিভাগের মাশুল বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়া ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে অতিরিক্ত বাজেট উপস্থিত করা হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে ৬ দিন বিতর্কের পর গত ১৯শে নবেম্বর তারিখে ব্যবস্থা পরিষদ কর্ত্তৃক উহা অগ্রাহ্য করা হয়। ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচিত সদস্যদের মধ্যে ইউরোপীয় দল এবং মুষ্টিমেয় ভারতবাসী ছাড়া আর সকলেই এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন। অন্য দেশে এরূপ অবস্থা ঘটিলে গবর্ণমেণ্টের পতন হইত এবং তৎস্থলে নির্ব্বাচিত সদস্যদের সমর্থিত ব্যক্তিদের দ্বারা দেশের মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হইত। কিন্তু ভারতবর্ষের অবস্থা অন্যরূপ। এদেশে কি ট্যাক্স নির্দ্ধারণ—কি ট্যাক্সলব্ধ অর্থ ব্যয়—কোন ব্যাপারেই দেশের জনসাধারণের প্রতিনিধিদের মতামত গ্রাহ্য হয় না। কাজেই পরিষদে নূতন ট্যাক্সের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইলেও বড়লাট তাঁহার বিশেষ ক্ষমতাবলে উহা দেশে বলবৎ করিয়াছেন। বাজেট সম্পর্কে এই ভাবে জনমত অগ্রাহ্য করা এদেশে নূতন নহে। কারণ ইতিপূর্ব্বে আরও অনেকবার ব্যবস্থা পরিষদের মত অগ্রাহ্য করিয়া বিশেষ ক্ষমতাবলে বাজেট পাশ করিয়া লওয়া হইয়াছে।

অতিরিক্ত বাজেটের বিরুদ্ধে কংগ্রেস দলপতি মিঃ ভুলাভাই দেশাই এইরূপ মন্তব্য করেন যে ভারতবর্ষ একমাত্র ইংরাজের সহকর্ম্মী হিসাবেই যুদ্ধে সাহায্য করিতে পারে—ইংরাজের হাতের পুতুল হইয়া ভারতবাসী এই ব্যাপারে সাহায্য করিতে প্রস্তুত নহে। লীগনায়ক মিঃ জিন্না বলেন যে—যেহেতু বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট মুসলীম লীগের দাবী স্বীকার করিয়া লন নাই কাজেই লীগের অন্তর্ভুক্ত সদস্যগণ অতিরিক্ত বাজেটের পক্ষে ভোট দিবেন না। কংগ্রেস ন্যাশনালিষ্ট দলের নেতা হিসাবে মিঃ এনি বলেন যে যতদিন পর্য্যন্ত শাসন বিভাগ আইন সভার নিকট দায়ী না হইবেন ততদিন যুদ্ধের জন্য হইলেও নূতন কোন ট্যাক্সের প্রস্তাবে ন্যাশনালিষ্ট দল সম্মতি দিতে পারেন না। উঁহাদের মন্তব্য হইতে একথা বেশ ভালরূপ বুঝা যায় যে বাজেট সম্পর্কিত বিতর্কে উঁহারা অর্থনৈতিক দিক অপেক্ষা রাজনৈতিক দিক হইতেই তাঁহাদের অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু বাজেট সম্বন্ধে এই বিতর্কের সময়ে অনেক সদস্যই গবর্ণমেণ্টের অমিতব্যয়িতার কথা উল্লেখ করিয়া উঁহাদিগকে ব্যয়সঙ্কোচের জন্য পরামর্শ দিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট যে সমর সরবরাহ বিভাগ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে অত্যধিক মোটা বেতনে বহুসংখ্যক কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হইয়াছে বলিয়া অনেকে আপত্তি তুলিয়াছিলেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘকে বৎসর বৎসর যে ৩৭ লক্ষ টাকা করিয়া দেওয়া হয় তাহা বন্ধ করিয়া দিবার জন্য কেহ কেহ মন্তব্য প্রকাশ করেন। লী কমিশনের সুপারিশ মত সিভিলিয়ানদিগকে তাঁহাদের পূর্ব্বতন বেতন ও ভাতার অতিরিক্ত যে আরও ২।৩ কোটি টাকা করিয়া দেওয়া হইতেছে তাহা বন্ধ করিয়া দিবার জন্যও কেহ কেহ প্রস্তাব করেন। আবার কেহ সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন হ্রাসের প্রস্তাব করেন। কেহ বা ব্যয়সঙ্কোচ সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার জন্য একটি কমিটি নিয়োগের দাবী জানান। এই সমস্ত দাবীর মধ্যে একমাত্র সরবরাহ বিভাগের উচ্চপদগুলি সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট কিছুটা নরম হইয়াছেন। তাঁহারা এরূপ জানাইয়াছেন যে এই বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের বেতন, ভাতা ইত্যাদি সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য ব্যবস্থা পরিষদের ষ্টাণ্ডিং ফিনান্স কমিটির সমক্ষে পেশ করা হইবে এবং পরিষদের একমাত্র নির্ব্বাচিত সদস্যদের লইয়া সরবরাহ বিভাগের জন্য একটি এডভাইসরি কমিটি গঠন করা হইবে। সম্প্রতি ইষ্টার্ণ গ্রুপ সম্মেলনে ভারতীয় এডভাইসরি কমিটির কি প্রকার দুর্দ্দশা হইয়াছে এবং উহার মত কি ভাবে উপেক্ষিত হইয়াছে তাহা সকলেই জানেন। এরূপ অবস্থায় সরবরাহ বিভাগের জন্য একটি এডভাইসরি কমিটি গঠিত হওয়াতে উহার ফলে ব্যয় যে এক পয়সাও হ্রাস পাইবে তাহার আশা বৃথা।

কিন্তু উচ্চ বেতনের সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন হ্রাস সম্পর্কে ভারত সরকারের অর্থ সচিবের মন্তব্যের মধ্য দিয়া যে মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিন্দনীয়। এই সম্পর্কিত প্রস্তাবের জবাবে অর্থসচিব বলেন যে বর্ত্তমানে যুদ্ধের জন্য সরকারী কর্ম্মচারীগণ কেন স্বার্থত্যাগ করিবে; যাহারা সরকারী কর্ম্মচারী নহে অথচ যাহাদের আয় সরকারী কর্ম্মচারীদের সমান তাহাদেরই এই ব্যাপারে স্বার্থত্যাগ করা উচিত। কোন দেশের অর্থসচিবের মত দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি যে এরূপ মন্তব্য করিতে পারেন তাহা আমাদের ধারণা ছিল না। অর্থসচিব কি একথা জানেন না যে এদেশে সরকারী কর্ম্মচারীগণ যে প্রকার মোটা মাহিয়ানা পাইয়া থাকে পৃথিবীর আর কোথাও তাহার তুলনা নাই। ইংলণ্ডে একজন সিভিলিয়ান চাকুরীর শেষে অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে মাসে ১৭ শত টাকার বেশী বেতন পান না। ফ্রান্সে কোন সিভিলিয়ানের বেতন মাসে ১১ শত টাকার উর্দ্ধে উঠিতে পারে না। জাপানে প্রধান মন্ত্রীর বেতন মাসে ৬২২ টাকা মাত্র। পোলাণ্ড সাধারণতন্ত্রের সভাপতির বেতন ছিল মাসে ১৫৬০ টাকা। কানাডায় ও দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রীর বেতন মাসে যথাক্রমে ৩৩৭৫ এবং ৩৮৮৮ টাকা। আমেরিকার যুক্তরাজ্য পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী দেশ। উক্ত দেশের এক একজন মন্ত্রী মাসে ৩৪১২ টাকা বেতন পাইয়া থাকেন। কিন্তু ভারতবর্ষ নিতান্ত দরিদ্র দেশ হইলেও এদেশে এক একজন সিভিলিয়ান ৬০০ টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া ২৬ শত টাকা পর্য্যন্ত বেতন পাইয়া থাকেন। উক্ত সিভিলিয়ান যদি কমিশনারের পদ পান তাহা হইলে তাহার বেতন দাঁড়ায় মাসে ৩২ শত টাকা। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারিগণ মাসে ৪ হাজার টাকা এবং বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্যগণ মাসে ৬৬৬৬ টাকা বেতন পাইয়া থাকেন। প্রাদেশিক গবর্ণরগণের বেতনের হার মাসে ১০ হাজার টাকা এবং বড়লাটের বেতনের পরিমাণ মাসে ২০ হাজার টাকারও উর্দ্ধে। এই সব কথা স্মরণ করিলে এদেশে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতনের হার কমাইয়া এবং তদনুপাতে অপেক্ষাকৃত নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীদের বেতন হ্রাস করিয়া যে বৎসরে অন্ততঃ ৪।৫ কোটী টাকা ব্যয়সঙ্কোচ করা সম্ভবপর তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু যে কারণে এদেশে সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতনের পরিমাণ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে ঠিক সেই কারণেই সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন কমিতে পারে না। সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন নির্দ্ধারণ কালে এদেশে যোগ্যতা বা সুশাসনের সমস্যা অপেক্ষা ইংলণ্ডের অধিবাসীদিগকে সাহায্যের কথাই কর্ত্তৃপক্ষের মনে উদিত হয়। কাজেই স্যার জেরেমি উঁহাদের বেতন হ্রাসের কথা শুনিয়া যে একটু উষ্ণ হইয়া উপরোক্তরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিবেন তাহার মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নাই। এই ব্যাপারে দেশবাসীর প্রতিবাদ কোনদিনই গ্রাহ্য হয় নাই। অদূর ভবিষ্যতে উহা যে গ্রাহ্য হইবে তাহারও কোন আশা দেখা যাইতেছে না।

ইংলণ্ডের সমর-সরঞ্জাম ক্রয়ের সমস্যা

আমেরিকার যুক্তরাজ্যস্থিত বৃটীশ রাজদূত লর্ড লোথিয়ান গত ২৩শে নবেম্বর তারিখে উক্ত দেশের সাংবাদিকদের নিকট একটি বিবৃতিতে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের হস্তস্থিত স্বর্ণ ও (ডলারের হিসাবে গৃহীত) সিকিউরিটী প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছে বলিয়া যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহাতে ইংলণ্ডের হিতকামী ব্যক্তিদের মনে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের দেশেও অনেকে লর্ড লোথিয়ানের মন্তব্য হইতে সমর পরিচালনার ব্যাপারে ইংণ্ডের অর্থাভাব উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু লর্ড লোথিয়ানের উক্তির দ্বারা বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের কোন অর্থাভাব সূচিত হয় নাই। আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে এরোপ্লান, পণ্যবাহী ও যুদ্ধ-জাহাজ, গোলা-বারুদ এবং রসদ ক্রয়ের ব্যাপারে ইংলণ্ডের বর্ত্তমানে যে অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে লর্ড লোথিয়ান তাঁহার বিবৃতিতে সেই কথাই উল্লেখ করিয়াছেন।

ইংলণ্ডের আর্থিক অবস্থার কথা বিবেচনা করিলেই আমাদের কথার তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে। গত এপ্রিল মাসে ইংলণ্ডের তদানীন্তন অর্থ-সচিব সার জন সাইমন যখন উক্ত দেশের বাজেট উপস্থিত করেন সেই সময়ে তিনি ১৯৪১ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের সামরিক ব্যয়-বাবদ ২ শত কোটী পাউণ্ড এবং অসামরিক বিভাগগুলির জন্য ৬৬ কোটী ৭০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ করিয়াছিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই এরূপ বুঝা যায় যে সামরিক দফায় ইংলণ্ডের ব্যয় এক বৎসরে ২ শত কোটী পাউণ্ড অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে। এজন্য গত জুলাই মাসে ইংলণ্ডের বর্ত্তমান অর্থ-সচিব সার কিংসলী উড একটী অতিরিক্ত বাজেট উপস্থিত করিয়া সামরিক ব্যয় আরও ৮০ কোটী পাউণ্ড বৃদ্ধি করতঃ উহার পরিমাণ ২৮০ কোটী পাউণ্ড নির্দ্ধারিত করেন। কিন্তু গত ২৫শে নবেম্বর তারিখে গ্লাসগোতে একটা বক্তৃতায় তিনি এরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে বর্ত্তমানে সমর ব্যয় হিসাবেই ইংলণ্ডের প্রত্যহ ৯১ লক্ষ পাউণ্ড (১২ কোটী ১৩ লক্ষ টাকা) ব্যয় হইতেছে। এই ব্যয়ের পরিমাণ দিন দিন যেরূপ বর্দ্ধিত হইতেছে তাহাতে বর্ত্তমান বৎসরে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ ৪ শত কোটী পাউণ্ড (৫৩৩৩ কোটী টাকা) হইবে বলিয়া অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন। ১৯৪১-৪২ সালে উহার পরিমাণ আরও বাড়িয়া যাইতে পারে।

ইংলণ্ডের সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ যাহাই হউক না কেন ইংলণ্ডের জনসাধারণের তাহা বহন করিবার পক্ষে পূর্ণ ক্ষমতা রহিয়াছে। গত জুলাই মাসে সার কিংসলী উড যে বাজেট উপস্থিত করিয়াছেন তাহা দ্বারা দেশবাসীর নিকট হইতে ট্যাক্স দ্বারা সামরিক অসামরিক সকল বিভাগের ব্যয়-সঙ্কুলানার্থ অতিরিক্ত হিসাবে ৮০ কোটী টাকা আদায়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডের জনসাধারণ কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য-চাকুরী ইত্যাদি দ্বারা ১৯৩৯ সালে ৫৩০ কোটী পাউণ্ড উপার্জ্জন করিয়াছিল এবং উহা হইতে ৩৭১ কোটী পাউণ্ড ট্যাক্স ও খাই-খোরাকীর জন্য ব্যয় করিয়া বাকী ১৫৯ কোটী পাউণ্ড সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বর্ত্তমানে যুদ্ধের জন্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং চাকুরীর অধিকতর সুযোগ হওয়াতে ইংলণ্ডের অধিবাসীদের সমষ্টিগত বার্ষিক আয়ের পরিমাণ বাড়িয়া ৬০০ কোটী পাউণ্ড হইয়াছে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন। এদিকে দেশের লোক যাহাতে ভোগ-বিলাসে অধিক অর্থ ব্যয় করিতে না পারে তজ্জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট নানাবিধ আইন-কানুন জারী করাতে জনসাধারণের খাই-খোরাকী বাবদ ব্যয় অনেক কমিয়া গিয়াছে। উহার সঠিক পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা সহজ নহে। তবে আয়বৃদ্ধি ও ব্যয়-সঙ্কোচ—এই উভয়ের পরিণতি হিসাবে বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের অধিবাসিবর্গ বৎসরে যে ১৫৯ কোটী পাউণ্ড অপেক্ষা অনেক বেশী সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলেই ট্যাক্স বৃদ্ধি করিয়া অথবা ঋণগ্রহণ করিয়া অথবা এই উভয়বিধ পন্থা অবলম্বনে জনসাধারণের সঞ্চিত এই অর্থ গ্রহণ করতঃ সমরব্যয় সঙ্কুলান করিতে পারেন। বর্ত্তমানে ট্যাক্স বৃদ্ধি ও ঋণগ্রহণ এই উভয়বিধ পন্থাই অবলম্বিত হইতেছে। গত জুলাই মাসে সার কিংসলী উড যে বাজেট পেশ করিয়াছিলেন তদনুসারে ইংলণ্ডের অধিবাসীদের উপর ১২ কোটী ৬০ লক্ষ পাউণ্ড নূতন ট্যাক্স ধরা হইয়াছে। এদিকে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডের অধিবাসীদের নিকট হইতে মোটমাট ১৪৪ কোটী পাউণ্ড ঋণগ্রহণ করিয়াছেন। এইসব বিবরণ হইতে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে ইংলণ্ডের সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ যদি বৎসরে ৪ শত কোটী পাউণ্ড ছাড়াইয়া যায় তাহা হইলেও বৃটীশ গবর্ণমেণ্টকে সেই অর্থ দেশের ভিতর হইতে সংগ্রহ করিতে কোন বেগ পাইতে হইবে না।

কিন্তু বর্ত্তমানে ইংলণ্ড যে জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছে তাহা সাফল্যের সহিত পরিচালিত করিতে হইলে যে পরিমাণ যুদ্ধ সরঞ্জাম প্রয়োজন তাহা ইংলণ্ডের নাই। ইংলণ্ডে এইসব সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করিবার উপযোগী কলকারখানার সংখ্যাও অপর্য্যাপ্ত। কাজেই ইংলণ্ডকে যুদ্ধ-সরঞ্জাম বৃদ্ধির জন্য এবং যুদ্ধজনিত ক্ষতি পূরণ করিবার জন্য আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে এরোপ্লান, যুদ্ধ-জাহাজ, বাণিজ্য-জাহাজ, কামান, গোলা-বারুদ, রসদ ও যুদ্ধ-সরঞ্জাম, প্রস্তুতের উপাদান ক্রয় করিতে হইতেছে। লর্ড লোথিয়ানের মতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এই ধরণের সমর-সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট আমেরিকাকে ১০০ কোটী ডলার (৩৩৩ কোটী টাকা) অপেক্ষাও "অনেক বেশী" (much more) পরিমাণ অর্থ প্রদান করিয়াছেন। অদূর ভবিষ্যতে এই ধরণের সমর-সরঞ্জাম ক্রয়ের পরিমাণ আরও বাড়িয়া চলিবে এরূপ আশঙ্কা আছে।

এখন ব্যাপার হইতেছে এই যে কোন দেশের গবর্ণমেণ্ট যদি দেশের অধিবাসীদের নিকট হইতে ট্যাক্স, ঋণ, অথবা উভয় দফার মারফতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন এবং দেশের অভ্যন্তরে সমস্ত প্রকার ব্যয়-সঙ্কুলানের ব্যাপারে যদি তাঁহাদের চূড়ান্তরূপ স্বচ্ছলতাও থাকে তাহা হইলেও উহার পক্ষে বিদেশ হইতে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করা সহজ হয় না। এক দেশের গবর্ণমেণ্টের হস্তস্থিত অর্থ, অর্থাৎ নোট অন্যদেশে অচল। উহার বিনিময়ে অন্যদেশ কখনও মালপত্র প্রদান করে না। এক দেশকে অন্যদেশ হইতে মালপত্র সংগ্রহ করিতে হইলে তাহাকে উহার বদলে মালপত্র, স্বর্ণ অথবা উক্তদেশে প্রচলিত সিকিউরিটী প্রদান করিতে হয়। এই তিন দফার মধ্যে মালপত্র দ্বারা আমেরিকা হইতে ক্রীত সমর-সরঞ্জামের মূল্য

(৮০৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বঙ্গীয় মহাজনী আইন (৪)

শ্রীকুমুদচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ, বি-এল

দায়যুক্ত দেনা সম্বন্ধে যেমন কিস্তিবন্দীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং প্রাথমিক ডিক্রীর পরও চূড়ান্ত ডিক্রীর সময় বাড়াইবার যে ক্ষমতা আদালতের আছে তাহা অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছে, দায়বিহীন দেনা সম্পর্কেও কিস্তিবন্দীর সেইরূপ কতকগুলি বিধান করা হইয়াছে। ৩৪ ধারার খ উপধারাতে উহার বিস্তৃত বিবরণীর উল্লেখ রহিয়াছে। এই প্রকার (দায়বিহীন) যে সমস্ত দেনা আইন আমলে আসিবার পূর্ব্বে হইয়াছে, অথচ কোনও ডিক্রী হয় নাই, সেইগুলি ডিক্রী দেওয়ার কালে এবং যে গুলিতে ডিক্রী হইয়া গিয়াছে সেইগুলি সম্পর্কে খাতক যদি প্রার্থী হয় তাহা হইলে ডিক্রীর পরে যে কোনও সময় আদালত, বাদী ও বিবাদীর অবস্থা বিবেচনায় এবং আদালত যে সমস্ত ন্যায্য সর্ত্ত আরোপ করা সঙ্গত বিবেচনা করেন সেই প্রকার সর্ত্তাধীনে খাতককে বিনা সুদে কিস্তিবন্দী দিবেন। কিন্তু কিস্তিবন্দী কোনও প্রকারে ২০ কুড়ি বৎসরের বেশী হইতে পারিবে না। কিস্তিবন্দী দিবার এই বিধান আদালতের উপর বাধ্যতামূলক এবং কিস্তি খিলাপে সাকুল্য ডিক্রীর টাকা আদায়ের আদেশ আইনতঃ অগ্রাহ্য হইবে। কোনও অবস্থাতে কিস্তি খিলাপ করিলে, কেবলমাত্র খিলাপী কিস্তির টাকার জন্য ডিক্রীজারী চলিবে। ডিক্রীর পরবর্ত্তীকালে খাতক যদি কিস্তিবন্দীর প্রার্থী হয় তাহা হইলে মহাজনকে যথাবিধি নোটীশ দিয়া কিস্তিবন্দীর আদেশ দিতে হইবে এবং এই প্রকার প্রার্থনার শুনানীকালে আদালতের সঙ্গত-বোধে আরোপিত সর্ত্তাধীনে ডিক্রীজারী স্থগিত থাকিতে পারে। অর্থাৎ ডিক্রীর পরবর্ত্তীকালে যদি কোনও খাতক কিস্তিবন্দীর প্রার্থনা করে, তাহা হইলে ঐ কিস্তিবন্দীর দরখাস্ত শুনানীকাল পর্য্যন্ত আদালত খাতকের নিকট যথাবিধি জামিন তলব করিতে পারেন। যদি খাতক ডিক্রীজারী স্থগিত চায় তবে ডিক্রীর সমস্ত টাকা আদায় পর্য্যন্ত কোনও জামিনের আদেশও ইচ্ছা করিলে আদালত দিতে পারেন বলিয়া মনে হয়; কারণ কিস্তিবন্দীর আদেশকালে আদালতের উপযুক্ত সর্ত্ত আরোপের ক্ষমতা রহিয়াছে। আদালত কেবলমাত্র কিস্তি খিলাপী সুদ ও এক কিস্তি খিলাপে সাকুল্য ডিক্রীকৃত টাকার জন্য ডিক্রীজারীর আদেশ দিতে পারিবেন না। কিন্তু যদিও আদালত কিস্তি খিলাপী কোনও সুদ আদেশ দিবেন না, তথাপি কিস্তি খিলাপ করিলে ৩৪ (২) বিধানানুযায়ী মহাজন খিলাপী কিস্তির ডিক্রিজারীর সময় বার্ষিক শতকরা ৬৲ হারে কিস্তি খিলাপের তারিখ হইতে সুদ দাবী করিতে পারিবেন। তবে আদালত ইচ্ছা করিলে খাতকের প্রার্থনামতে ডিক্রীজারী দাখিলের পূর্ব্বে কোনও খিলাপী কিস্তি টাকা আদায়ের জন্য উক্ত কিস্তির সময় হইতে এক বৎসরের সময় বাড়াইয়া দিতে পারেন। ঐ প্রকার সময় বাড়াইলে, উক্ত এক বৎসর কাল সময় পর্য্যন্ত কিস্তি খিলাপ বলিয়া গণ্য হইবে না। সুতরাং মহাজনও বার্ষিক শতকরা ৬ টাকা হারে সুদ দাবী করিতে পারিবেন না। এতদতিরিক্ত খাতকের আরও সুবিধা আছে। প্রত্যেক খিলাপী কিস্তির ডিক্রীজারীর পূর্ব্বে মহাজন আইনানুযায়ী নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে নোটীশ দিবেন, খাতক যদি ঐ নোটীশ পাইয়া ডিক্রী-জারী দাখিলের পূর্ব্বে আদালতে উক্ত খিলাপী কিস্তির টাকা দাখিল করিয়া দেয়, তাহা হইলেও উক্ত কিস্তি খিলাপ বলিয়া গণ্য হইবে না এবং মহাজন কিস্তি খিলাপী কোনও সুদের দাবী করিতে পারিবেন না। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে আইন আমলে আসিবার পূর্ব্বকালের কোনও দেনার বাবদ আদালত ভবিষ্যৎ সুদের আদেশ দিতে পারিবেন না এমন বিধান থাকায় আইন আমলে আসিবার পূর্ব্বকৃত দায়যুক্ত দেনার বাবদ আইন আমলে আসিবার পরে কোনও ডিক্রী হইলেও কোনও ভবিষ্যৎ সুদের আদেশ আদালত দিতে পারিবেন না। কিন্তু দায়বিহীন দেনা সম্বন্ধীয় ডিক্রীর যদি কিস্তি খিলাপ হয় এবং উপরোক্ত নির্দ্দিষ্ট পন্থানুযায়ী খাতক তাহার স্বার্থ সংরক্ষণে অমনোযোগী হয় তাহা হইলে মহাজন আদালতের আদেশ নিরপেক্ষে বার্ষিক শতকরা ৬৲ টাকা হারে সুদ পাইতে পারেন। আরও একটি বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় এই যে দায়বিহীন দেনা সম্বন্ধে কিস্তিবন্দীর ও তদানু-ষঙ্গিক যে সমস্ত বিধানাবলী আইনে করা হইয়াছে, তাহা কেবলমাত্র আইন আমলে আসিবার পূর্ব্ববর্ত্তী কৃত ঋণ সম্পর্কেই প্রযুক্ত হইবে। আইন আমলে আসিবার পরবর্ত্তীকালে কৃত দায়বিহীন ঋণ সম্পর্কে ৩৪ ধারার উল্লিখিত বিধানাবলী প্রযোজ্য নহে; তখন আদালত বর্ত্তমান মহাজনী আইন নিরপেক্ষে পূর্ব্বাপর যে প্রকার কিস্তিবন্দী ইত্যাদির আদেশ দিতেছিলেন সেইভাবেই চলিতে পারিবেন। অবশ্য সুদ সম্পর্কে ৩০ ধারা ইত্যাদিতে যে সমস্ত বিধান আছে তাহা আদালতের অবশ্য পালনীয় থাকিবে। ইচ্ছা করিলে আদালত দায়বিহীন ঋণ সম্পর্কে (যেগুলি আইন আমলে আসিবার পরে হইবে) কুড়ি বৎসরের অধিক কিস্তিও দিতে পারেন বা একেবারে কিস্তি নাও দিতে পারেন। ইচ্ছা করিলে ভবিষ্যৎ সুদ ডিক্রী দিতেও পারেন বা কিস্তি খিলাপ হইলে সাকুল্য কিস্তির ডিক্রীজারী চলিবে এমত আদালত আদেশ দিতে পারেন বা নাও পারেন। কিন্তু দায়যুক্ত দেনা সম্পর্কে পূর্ব্বোল্লিখিত বিধানগুলি আইন আমলে আসিবার পরবর্ত্তী বা পূর্ব্ববর্ত্তীকালের উভয়বিধ দেনা সম্পর্কেই সমান প্রযোজ্য হইবে। তবে দায়যুক্ত দেনা সম্পর্কে আইন আমলে আসিবার পূর্ব্বে যে সমস্ত ডিক্রী হইয়াছে কেবলমাত্র তাহার কিস্তিবন্দীর প্রার্থনার কোনও ব্যবস্থা আইনে নাই। দায়বিহীন দেনা সম্পর্কে ডিক্রীর পরবর্ত্তী-কালে খাতক কিস্তিবন্দীর জন্য যে প্রার্থনা করিবে উহা দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৪৭ ধারার প্রার্থনা বলিয়া গণ্য হইবে, অর্থাৎ নিম্নআদালতের আদেশের বিরুদ্ধে খাতক বা মহাজন ঊর্দ্ধতন আদালতে আপীল করিতে পারিবেন এবং প্রথম আপীলের উপর দ্বিতীয় আপীলও চলিবে।

এই আইন আমলে আসিবার পর আর খাতকের গ্রেপ্তার সম্পর্কে বা খাতককে দেওয়ানী জেলে দেওয়া সম্পর্কে কোনও ডিক্রীজারী চলিবে না। (৩৭ ধারা দ্রষ্টব্য) অস্থাবর ডিক্রীজারী সম্পর্কে কোনও বাধানিষেধ নাই। কিন্তু স্থাবর সম্পত্তি ডিক্রীজারী সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দায়যুক্ত ঋণের ডিক্রীই হউক বা দায়বিহীন ঋণের ডিক্রীই হউক উক্ত প্রকার ডিক্রীজারী জন্য স্থাবর সম্পত্তির নীলাম প্রার্থনা করা হইলে, অন্যান্য আইনে যে ব্যবস্থাই থাকুক না কেন, যেটুকু সম্পত্তি দ্বারা দাইক খাতকের দেনা পরিশোধিত হইবে

যথাবিধি মূল্য নির্দ্ধারণান্তে মাত্র সেইটুকু সম্পত্তিরই নীলামের আদেশ দিতে আদালত বাধ্য থাকিবেন এবং আদালত তন্মতে ঐটুকু সম্পত্তি সম্পর্কেই নির্দ্দেশ লিখিয়া দিবেন। নীলাম ইস্তাহারেও ঐ সম্পত্তি এবং আদালতের নির্দ্দিষ্ট মূল্য লিখিয়া দিতে হইবে। নীলামের সময় ঐ নির্দ্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে সম্পত্তি নীলাম ক্রয় হইতে পারিবে না। তবে যদি নীলাম ক্রয় সময় ঐ নির্দ্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে নীলামের সর্ব্বোচ্চ ডাক হয় এবং নির্দ্দিষ্ট মূল্য হইতে উক্ত নীলামী ডাকের মূল্য বাদ গিয়া যে টাকা ডিক্রীদারের পাওয়ানা থাকে তাহার দাবী লিখিতভাবে যদি ডিক্রীদার ত্যাগ করেন তাহা হইলে আদালত নির্দ্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে নীলাম বিক্রয়ের অনুমতি দিতে পারেন।

বর্ত্তমান আইনের এই বিধান দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের বিধানকে কতক পরিমাণে উল্লঙ্ঘন করিতেছে। তবে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের দেওয়ানী কার্য্যবিধি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের সহিত সমান ক্ষমতা (Concurrent jurisdiction) থাকায় এবং বর্ত্তমান আইন বড়লাট বাহাদুরের (গভর্ণর জেনারেল) সম্মতি লাভ করায় বর্ত্তমান আইনের এই বিধান মহাজনী আইনের ব্যাখ্যানুসৃত ঋণের ডিক্রী সম্পর্কে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের বৈধ সংশোধন বলিয়া গণ্য হইবে। এই বিধান অনেকটা দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ১১ অর্ডার এর ৬৬ বিধানকে সম্প্রসারণ করিয়াছে। কিন্তু এই বিধানের কোনও বিশেষ আদেশের অর্থাৎ মূল্য নির্দ্ধারণের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল চলিবে কিনা সন্দেহ ; এ সম্পর্কে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২১ অর্ডারের ৬৬ বিধানে যে অবস্থা এই বিধানেরও প্রায় তাহাই হইবে বলিয়া মনে হয়।

[ক্রমশঃ]

(ইংলণ্ডের সমর-সরঞ্জাম ক্রয়ের সমস্যা)

শোধ করা ইংলণ্ডের পক্ষে সাধ্যায়ত্ব নহে। ইংলণ্ড অত্যন্ত ঘনবসতি-পূর্ণ ও ক্ষুদ্র দেশ বলিয়া উহাকে অপরিহার্য্য হিসাবে প্রত্যেক বৎসর বিদেশ হইতে বিপুল পরিমাণ টাকার খাদ্যসামগ্রী আমদানী করিতে হয়। ইংলণ্ডের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মালেরও বহুলাংশ ইংলণ্ডকে বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। এই জন্য শান্তির সময়েই প্রত্যেক বৎসর ইংলণ্ড বিদেশে যাহা রপ্তানী করে তাহার তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণ টাকার মালপত্র ইংলণ্ডে আমদানী হয়। পূর্ব্বে এই ধরণের অতিরিক্ত আমদানীর পরিমাণ ছিল বৎসরে ৩৮ কোটী ৮৩ লক্ষ পাউণ্ড। কিন্তু যুদ্ধের প্রথম বৎসরে উহার পরিমাণ বাড়িয়া ৬০ কোটী ২৪ লক্ষ পাউণ্ডে পরিণত হইয়াছে। অর্থাৎ এই বৎসরে ইংলণ্ড পণ্যদ্রব্য দ্বারা বিদেশ হইতে আনীত পণ্যদ্রব্যের পুরা মূল্য পরিশোধ করিতে পারে নাই—উপরন্তু আরও ৬০ কোটী ২৪ লক্ষ পাউণ্ডের জন্য ঋণী হইয়াছে। অত্রাবস্থায় রপ্তানীর আধিক্য দ্বারা আমেরিকা হইতে আমদানী সমর-সরঞ্জামের মূল্য পরিশোধ করা ইংলণ্ডের পক্ষে সম্ভব নহে। বাকী রহিল স্বর্ণ ও আমেরিকান চলতি সিকিউরিটী। কিন্তু বিগত ১৯১৪ সালে ইউরোপে যে যুদ্ধ হয় তাহার ফলে ইংলণ্ড হইতে অধিকাংশ স্বর্ণ আমেরিকার যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সে চলিয়া গিয়াছিল। ফলে বর্ত্তমান যুদ্ধের সূত্রপাতে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের হাতে মাত্র ২৫৩০ কোটী পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ ছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পরে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডের অধিবাসীদের নিকট হইতে আরও স্বর্ণ সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন। এদিকে ভারতবর্ষ হইতে বর্ত্তমানে বিদেশে যে স্বর্ণ রপ্তানী হইতেছে (যুদ্ধের প্রথম বৎসরে ভারতবর্ষ হইতে ৬০ কোটী টাকা মূল্যের স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। বর্ত্তমান বৎসরের জানুয়ারী মাস হইতে এই বিষয়ে কোন বিবরণ প্রকাশ করা হইতেছে না।) তাহাও বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট আমেরিকা হইতে সমর-সরঞ্জাম ক্রয়ের কাজে লাগাইতেছেন। কিন্তু যে স্থলে ইতিমধ্যেই ১০০ কোটী ডলার অপেক্ষা "অনেক বেশী" মূল্যের সমর-সরঞ্জাম ক্রীত হইয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে আরও অনেক সমর-সরঞ্জাম ক্রয় করিতে হইবে সেই স্থলে এই পরিমাণ স্বর্ণ কতদূর সাহায্য করিতে পারে ? স্বর্ণ ছাড়া ইংলণ্ডের জনসাধারণ আমেরিকান গবর্ণমেণ্টের ঋণপত্র এবং উক্ত দেশের কল-কারখানার শেয়ারে অর্থ-বিনিয়োগ করিয়া যে বিপুল পরিমাণ ডলারের সিকিউরিটী সঞ্চয় করিয়াছিল বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আমেরিকাকে তাহা ফেরৎ দিয়াও তাহার বদলে সমর-সরঞ্জাম ক্রয় করিতেছেন। কিন্তু লর্ড লোথিয়ান এখন বলিতেছেন যে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের আয়ত্বাধীন যে স্বর্ণ ও ডলার সিকিউরিটী ছিল তাহা এখন নিঃশেষিত হইতে চলিয়াছে। অত্রাবস্থায় ইংলণ্ড কি উপায়ে আমেরিকা হইতে সমর-সরঞ্জাম ক্রয় করিবে ? আমেরিকা এখন যদি ইংলণ্ডকে ধারে মাল বিক্রয় করে তাহা হইলেই উহার সন্তোষজনক মীমাংসা হইতে পারে।

কিন্তু উহার একটী প্রবল অন্তরায় রহিয়াছে। বিগত ১৯১৪-১৮ সালের ইউরোপীয় যুদ্ধে আমেরিকার যুক্তরাজ্য ইংলণ্ডকে ৮৪ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড (১১২২ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা) ঋণ দিয়াছিল এবং এই ঋণের প্রায় ষোল আনা মালপত্রের মারফতেই প্রদত্ত হইয়াছিল। সুদে-আসলে এই ঋণের পরিমাণ আরও অনেক বেশী দাঁড়ায়। কিন্তু যুদ্ধাবসানে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এই ঋণের ২।৪ কিস্তি দিয়াই পরে বাকী ঋণ শোধ করিতে অস্বীকার করেন। উহা এখনও আমেরিকার পাওনা রহিয়াছে। ইংলণ্ড ও রুষিয়া প্রভৃতি অন্যান্য কতিপয় দেশ কর্ত্তৃক দেনা অস্বীকৃত হওয়াতে আমেরিকার আইন সভায় পূর্ব্বেই এই

(৮০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

ভারতে ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের অল্পতা

নাথ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টার মিঃ কে, এন দালালের নওঁগা আগমন উপলক্ষে এক বৃহৎ অভ্যর্থনা সভার আয়োজন হয়। উক্ত সভায় বক্তৃতাকালে মিঃ দালাল বলেন যে ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যাঙ্ক এবং সলিসিটর রহিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের জনসংখ্যা হিসাব করিলে দেখা যায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার অধিবাসী এক একটা ব্যাঙ্কের সহিত সংশ্লিষ্ট আছে। আসাম প্রদেশের ২৮টা সহরের মধ্যে মাত্র ২২টীতে ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান আছে। আসামে সহরবাসীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ২'৫ ভাগ। জনসাধারণের বেশীর ভাগই পল্লী অঞ্চলে বাস করে। কাজেই দেখা যায় আসাম প্রদেশে ব্যাঙ্কের খুবই অল্পতা রহিয়াছে।

মিঃ দালাল আমানতকারী জনসাধারণকে বেশী সুদের জন্য পীড়াপীড়ি না করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। তাঁহার মতে অতিরিক্ত হারে সুদ দেওয়া কোন ব্যাঙ্কের পক্ষেই কল্যাণকর নহে, কারণ ইহাতে স্থায়ী ফল লাভ হয় না।

(ইংলণ্ডের সমর-সরঞ্জাম ক্রয়ের সমস্যা)

মর্ম্মে একটি আইন পাশ হইয়া রহিয়াছে যে, যুদ্ধের সময়ে আমেরিকা ঋণের কিস্তী খেলাপকারী কোন দেশকে ধারে মাল বেচিবে না। উহাই জনসন আইন নামে খ্যাত। বর্ত্তমানে আমেরিকায় এই আইন বাতিল বা সংশোধন করিয়া যদি আর একটি আইন পাশ না হয় তাহা হইলে ইংলণ্ডের পক্ষে উক্ত দেশ হইতে ধারে কোন সমর-সরঞ্জাম ক্রয় করা সম্ভব হইবে না।

ইহাই ইংলণ্ডের বর্ত্তমানে প্রধান সমস্যা। এই বিষয়ে এখন পর্য্যন্ত যে সমস্ত সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে মনে হয় না যে আমেরিকা শীঘ্র জনসন আইন সংশোধন করিয়া ইংলণ্ডকে ধারে মাল বিক্রয় আরম্ভ করিবে। অবশ্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টও নিশ্চেষ্ট নহেন। স্বর্ণ ও ডলারের হিসাবে ক্রীত সিকিউরিটির অভাবে আমেরিকা হইতে মালপত্র ক্রয় বন্ধ হইলে ভারতবর্ষ এবং প্রাচ্যভূখণ্ডস্থিত বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি হইতে যাহাতে সমর-সরঞ্জাম সংগৃহীত হইতে পারে তজ্জন্য ইতিমধ্যেই উহারা বিপুল উদ্যমে ব্রতী হইয়াছেন। তবে এই উদ্যম কতদিনের মধ্যে কতদূর সফল হইবে এবং ইত্যবসরে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি আমেরিকা হইতে অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজনীয় সমর-সরঞ্জাম ক্রয় করিতে অসমর্থ হন তাহা হইলে যুদ্ধের পরিণতি কি দাঁড়াইবে তাহা সমস্যার বিষয়। এই সম্পর্কে আমেরিকার 'ষ্টার টাইমস' নামক পত্রিকার নিম্নলিখিত অভিমতটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—We have not given England anything. We sold things at good fat profits to a desperately hard-pressed customer. If salvation from collapse as Lord Lothion Suggests, depends upon American credits it is inconceivable that they should not be provided. —আমরা ইংলণ্ডকে কিছুই দেই নাই। বরং আমরা দারুণ অভাবগ্রস্ত খরিদ্দারের নিকট অত্যধিক লাভে মালপত্র বিক্রয় করিয়াছি। লর্ড লোথিয়ান এরূপ আভাষ দিতেছেন যে একটা বিপর্য্যয় হইতে ইংলণ্ডের রক্ষা পাওয়া আমেরিকা কর্ত্তৃক ধারে মাল বিক্রয়ের উপর নির্ভর করে। এরূপ ক্ষেত্রে আমেরিকা কর্ত্তৃক ধারে মাল না দেওয়া কল্পনাই করা যাইতে পারে না।

ইংলণ্ডে ভারতীয় শ্রমিক

বৃটিশ শ্রম-মন্ত্রী মিঃ আর্ণেষ্ট বেভিনের এক বক্তৃতায় প্রকাশ যে শীঘ্রই ভারতবর্ষ হইতে বহু সংখ্যক শ্রমিককে ইংলণ্ডে আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে শিল্প, ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদান করার এক পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে। শ্রম-মন্ত্রীর আশা এই যে ইহার ফলে ভারতে শিল্পোন্নতির সুযোগ ঘটিবে এবং শ্রমিকদের মধ্যেও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হইবে।

পূর্ব্ববঙ্গে সেটেলমেণ্ট

প্রায় পঁচিশ বৎসর পর ফরিদপুর এবং বরিশাল জেলায় পুনরায় জরীপ-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। সেটেলমেণ্টের জন্য বিগত বাজেটে ৪ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছিল। মিঃ পি, আর, দাসগুপ্ত এবং মিঃ আর, ডব্লিউ, বেষ্টিন আই, সি, এস্ যথাক্রমে ফরিদপুর ও বরিশাল জেলার সেটেলমেণ্ট অফিসার নিযুক্ত হইয়াছেন।

ইংলণ্ডে সর্ব্ববৃহৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান

এল্, এম্, এস্ রেলপথ ইংলণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। ইহার প্রাথমিক ব্যয় পড়িয়াছিল ৪৬ কোটী পাউণ্ড।

মাদ্রাজে বিক্রয়-কর আইন

মাদ্রাজ বিক্রয় কর আইন সম্পর্কে সম্প্রতি মিঃ বি, ভি, নারায়ণস্বামী নাইডু আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একখানি সমালোচনা পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন।

ইংলণ্ডে ছায়াচিত্র সম্পর্কে বীমার ব্যবস্থা

যুদ্ধের ফলে কোন ছায়াচিত্রের উৎপাদক ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তাহার ক্ষতিপূরণের জন্য বৃটীশ বোর্ড অব ট্রেড একটী বীমার পরিকল্পনা করিয়াছেন। শত্রু আক্রমণ ব্যপদেশে ষ্টুডিও, কোন প্রধান অভিনেতা, অভিনেত্রী বা উৎপাদক কর্ত্তৃক পূর্ব্বোল্লিখিত কোন ব্যক্তির কোন ক্ষতি হইলে অথবা নেগেটীভ নষ্ট হইলে চিত্র প্রস্তুতের জন্য যে অতিরিক্ত ব্যয় পড়িবে এই বীমার সর্ত্ত অনুসারে উৎপাদক তাহা পাইবার অধিকারী হইবে। যে সমস্ত ব্যক্তির অনিষ্ট হইলে চিত্র উৎপাদনের ব্যয় বেশী হইবে বলিয়া উল্লিখিত থাকে তাহাদের সংখ্যা এবং উৎপাদন করিতে কয় সপ্তাহ প্রয়োজন হয় তাহা বিবেচনা করিয়া প্রিমিয়ামের হার ধার্য্য হইবে। উল্লিখিত নামের সংখ্যা বেশী এবং উৎপাদনকাল দীর্ঘ হইলে প্রিমিয়ামের হারও বৃদ্ধি পাইবে।

ইংলণ্ডে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সঞ্চিত অর্থ

বিগত ১৯২৭ সাল হইতে ১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত দশ বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডের মধ্যবিত্ত জনসাধারণের সঞ্চয়ের পরিমাণ ১৬৬ কোটী ১৩ লক্ষ পাউণ্ড বৃদ্ধি পাইয়া ৩৮১ কোটী ১২ লক্ষ পাউণ্ডে পরিণত হইয়াছে। বিল্ডিং সোসাইটীসমূহের মারফত ৭৪ কোটী ৬৫ লক্ষ পাউণ্ড, শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের জন্য যে সব কোম্পানী বীমার কার্য্য করিয়া থাকে তাহাদের মারফৎ ২০ কোটী ১ লক্ষ পাউণ্ড, সাধারণ জীবনবীমা কোম্পানীসমূহ দ্বারা ১৯ কোটী ৭ লক্ষ পাউণ্ড, পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্কের মারফৎ ১৮ কোটী ৫৯ লক্ষ পাউণ্ড, এবং ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল এণ্ড প্রভিডেণ্ট সোসাইটীসমূহের মারফত ১৫ কোটী ৫৫ লক্ষ পাউণ্ড বৃদ্ধি পাইয়াছে। লণ্ডন চেম্বার অব কমার্স জার্ণেল পত্রিকার মতে এই সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ বর্ত্তমানে ৪০০ কোটী পাউণ্ড অতিক্রম করিয়া বিগত বৎসরের শেষভাগে ইংলণ্ডের যে পরিমাণ জাতীয় ঋণ ছিল তাহার প্রায় অর্দ্ধেক হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসব

আগামী ৮ই মার্চ্চ তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪১ সালের সমাবর্ত্তন উৎসব সম্পন্ন হইবে।

ইংলণ্ডের কৃত্রিম রেশম রপ্তানী বৃদ্ধির প্রয়াস

ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ২৫ কোটীবর্গ গজ কৃত্রিম রেশম পৃথিবীর নানাস্থানে রপ্তানী হইত। যুদ্ধের ফলে অধিকাংশ দেশের রপ্তানী-বাণিজ্য বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায় ইংলণ্ডের কৃত্রিম রেশম ব্যবসায়ীগণ নিজেদের ব্যবসায় প্রসারের সুযোগ পাইয়াছেন এবং এই উদ্দেশ্যে একটী শক্তিশালী রপ্তানীকারক সঙ্ঘ স্থাপন করিয়াছেন। ইউরোপের কৃত্রিম রেশম রপ্তানী বাণিজ্যের শতকরা ৭৫ ভাগ ইটালীর করতলগত ছিল। বাকী অংশ হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মেণী, বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড, এবং চেকোশ্লোভাকিয়া সরবরাহ করিত।

আমেরিকায় বীমার কাজ

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগের হিসাবে প্রকাশ যে ১৯৪০ সালের প্রথমার্দ্ধে ১৯৩৯ সালের প্রথমার্দ্ধের তুলনায় বীমার কাজ শতকরা ৩'৯ ভাগ কম হইয়াছে।

১৯৩৯ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে চলতি জীবনবীমার পরিমাণ ছিল ১১,৩৮০ কোটী ডলার। ১৯০০ সালে ইহার পরিমাণ ছিল ৮৬০ কোটী ডলার। বর্ত্তমানে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের লোক সংখ্যার প্রায় অর্দ্ধেকই পলিসি গ্রাহক। ১৯০০ সালে এদেশে মাথাপিছু জীবনবীমার পরিমাণ ছিল ৮৫০ ডলার। বর্ত্তমানে মাথাপিছু বীমার পরিমাণ ১,৭৭৫ ডলারে পরিণত হইয়াছে।

হায়দ্রাবাদে সমবায় ব্যাঙ্কের প্রসার

মহাজনী আইন প্রবর্ত্তনের ফলে হায়দ্রাবাদ রাজ্যের পল্লীঅঞ্চলসমূহে ঋণসংগ্রহের যে অসুবিধা দেখা দিয়াছে তাহার প্রতিকারকল্পে হায়দ্রাবাদ সরকার মফঃস্বল সহরসমূহে সমবায় নীতিতে ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রয়াস করিয়াছেন। নিকটবর্ত্তী ১০।১২টী গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া এক একটী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবে। ব্যাঙ্কের পরিচালনা কার্য্যে পল্লীর অবস্থাপন্ন ব্যক্তি এবং মহাজনদিগকেও গ্রহণ করা হইবে। আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিজাম সরকার পাচ বৎসরের জন্য আমানতী টাকার উপর শতকরা ৪৲ টাকা হারে সুদের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

সরবরাহ বিভাগের কার্য্যকলাপ

সরবরাহ বিভাগের কার্য্যকলাপ, বিশেষতঃ এই বিভাগের উচ্চপদের কর্ম্মচারীদের জন্ম যে বেতন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তৎসম্পর্কে সংবাদপত্র এবং কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপরিষদে প্রতিকূল সমালোচনা হওয়ায় ভারত সরকার উক্ত বিভাগের কার্য্যাবলী নিয়ন্ত্রণের জন্ম একটী ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটী গঠনের সিদ্ধান্ত করেন। সম্প্রতি স্যর জাফরুল্লা খাঁর প্রস্তাব ক্রমে কেন্দ্রীয় পরিষদ এইকমিটীতে ৩ জন এবং মিঃ ডাউয়ের প্রস্তাবক্রমে রাষ্ট্রীয় পরিষদ ২ জন বে-সরকারী সদস্য নিয়োগ করিয়াছেন। ব্যবস্থা পরিষদ হইতে উক্ত কমিটীতে স্যার এ, এইচ, গজনবী, ডাঃ জিয়াউদ্দিন আহম্মদ ও পণ্ডিত নীলকান্ত দাস এবং রাষ্ট্রীয় পরিষদ হইতে পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু মিঃ রিচার্ডসন নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সরবরাহ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্যার মহম্মদ জাফরুল্লা খাঁও এই কমিটীর অন্যতম সভ্য হিসাবে থাকিবেন।

বোর্ড অব ইকনমিক এনকোয়ারী

আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে বাংলা সরকার বোর্ড অব ইকনমিক এনকোয়ারীকে দুই বৎসরের জন্ম পুনর্নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। বোর্ডে বে-সরকারী সদস্যের সংখ্যাই বেশী। স্থানীয় যে সমস্ত বণিক সভা উক্ত বোর্ডে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া থাকেন তাহাদিগকে পুনরায় প্রতিনিধি মনোনয়নের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

ভারতে রেজিষ্টার্ড একাউণ্টেণ্টের সংখ্যা

অডিটার্স সার্টিফিকেট রুল অনুযায়ী ভারত সরকার রেজিষ্টার্ড একাউণ্টেণ্টদের যে বার্ষিক তালিকা প্রস্তুত করিয়া থাকেন তাহাতে দেখা যায় ১৯৪০ সালের ১লা জুলাই তারিখে সমগ্র ভারতে ৭৩৫ জন একাউণ্টেণ্ট নাম রেজেষ্ট্রী করিয়াছেন। বিগত বৎসর ৭০৪ জন একাউণ্টেণ্ট নিজেদের নাম তালিকাভুক্ত করিয়াছিলেন।

১৯৩৯ সালে জাপ-ভারত বাণিজ্য

বর্ত্তমান মাসের 'ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্ট' কাগজ ১৯৩৯ সালে জাপানের বহির্ব্বাণিজ্য সম্পর্কে যে তালিকা দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় উক্ত বৎসরে জাপান হইতে বৃটীশ ভারতে মোট ১৮ কোটী ৮০ লক্ষ ৪০ হাজার ইয়েন মূল্যের পণ্য আমদানী হইয়াছে। পক্ষান্তরে জাপান বৃটীশ ভারত হইতে ১৮ কোটী ২২ লক্ষ ৬৩ হাজার ইয়েনের পণ্য ক্রয় করিয়াছে। কাজেই উক্ত বৎসর জাপ-ভারত বাণিজ্যে মূল্যের দিক দিয়া ভারতের প্রতিকূল বাণিজ্যের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫৭ লক্ষ ৭৭ হাজার ইয়েন। জাপানের রপ্তানী-বাণিজ্যে ভারতের স্থান পঞ্চম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম কোয়াংটাং প্রদেশ, দ্বিতীয় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, তৃতীয় মাঞ্চুকো এবং চতুর্থ চীনদেশ।

সংযুক্তপ্রদেশে সরকারী কমার্সিয়াল মিউজিয়াম

সংযুক্তপ্রদেশ সরকার কানপুরে একটী কমার্শিয়াল মিউজিয়াম স্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। শিল্প-বাণিজ্যে সংযুক্তপ্রদেশের কৃতিত্বের পরিচয় প্রদর্শন করাই ইহার উদ্দেশ্য। বৃহৎ, মাঝারী এবং ক্ষুদ্র সকল প্রকার শিল্পের পণ্যই এই প্রদর্শনীতে রাখা হইবে। এতদ্ব্যতীত বিদেশী এবং স্বদেশজাত শিল্পসমূহের পার্থক্য প্রদর্শন করাও উক্ত মিউজিয়ামের অন্যতম উদ্দেশ্য হইবে।

ইষ্টার্ণ গ্রুপ্ কনফারেন্সের ষ্টাণ্ডিং কমিটী

ইষ্টার্ণ গ্রুপ কনফারেন্সের সুপারিশসমূহ কার্য্যে পরিণত করার জন্য একটী ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটী গঠনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বিভিন্ন ডেলিগেশনের দলপতিগণ এক যুগ্ম বিবৃতি দিয়াছেন। ভারত সরকার এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া কনফারেন্সের দপ্তরকে এই সম্মেলন সংক্রান্ত কার্য্যে রত থাকিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

ভারতের বাহিরে অর্থ প্রেরণে বিধিনিষেধ

সংশোধিত দেশরক্ষা আইন অনুসারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বা উক্ত ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর অনুমতি ব্যতীত বৃটিশ ভারত এবং ব্রহ্মদেশের বাহিরে অর্থপ্রেরণ সম্পর্কে যে বিধিনিষেধ আরোপিত হইয়াছে তাহাতে ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি বৃটিশ ভারত ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ ব্যতীত অপর কোন দেশে যাত্রা করিবার সময় শুল্ক বিভাগের কর্ম্মচারীগণের প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে বাধ্য থাকিবে এবং সন্দেহ উপস্থিত হইলে উক্ত কর্ম্মচারীগণ এইরূপ যাত্রীর দেহ পর্য্যন্ত তল্লাসী করিতে পারিবে।

ইষ্টার্ণ গ্রুপ কন্‌ফারেন্স

ইষ্টার্ণ গ্রুপ্ কনফারেন্সে জেনারেল ষ্টোর্স এবং আর্ম্মামেণ্ট কমিটীর বিভিন্ন সাব কমিটীর কার্য্য শেষ হইয়াছে এবং উক্ত সাব-কমিটীসমূহ কর্ত্তৃক রিপোর্ট উপস্থাপিত করা হইয়াছে। এই সঙ্গে ভারতীয় পরামর্শদাতাগণের কার্য্যও শেষ হইল। স্যার মহম্মদ জাফরুল্লা খাঁ পরামর্শদাতাগণকে ধন্যবাদ-জ্ঞাপন করিয়া ব্যক্তিগতভাবে পত্র দিয়াছেন এবং ডিসেম্বর মাসের প্রথমভাগে পুনরায় তাঁহাদিগকে আহ্বান করা যাইতে পারে এরূপ আভাসও দিয়াছেন।

বিদ্যুৎ শিল্প ও বাঙ্গলা সরকার

প্রকাশ, বাঙ্গালা সরকার এ প্রদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিদ্যুৎ বিক্রয় করা সম্বন্ধে সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন এবং বিদ্যুৎ কোম্পানী-গুলিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করা বিষয়ে সাহায্যের জন্য তাঁহারা দি ইংলিশ ইলেকট্রিক কোং লিমিটেড নামক একটী বৃটীশ ফার্ম্মকে নিয়োগ করিয়াছেন। উক্ত ফার্ম্ম সকল দিক দিয়া বিষয়টী বিবেচনা করিয়া একটা ব্যয় বরাদ্দ পেশ করিবেন। অধিকন্তু তাঁহারা বিদ্যুৎ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা সম্পর্কে ও তাহাতে মিস্ত্রী ও কারিগর প্রভৃতি নিয়োগ সম্পর্কে যথাবিহিত প্রস্তাব গবর্ণমেণ্ট সমীপে উপস্থিত করিবেন। পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে যে বাঙ্গলায় বিদ্যুৎ উপাদন ও বিদ্যুতের প্রসার সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার কর্ত্তৃক তদন্তে নিযুক্ত হইয়া মিঃ রেডক্লিফ্ট কিছুকাল পূর্ব্বে একটা রিপোর্ট দাখিল করিয়াছিলেন। সম্প্রতি বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল সার্ভে কমিটী কর্ত্তৃকও বিষয়টী বিবেচিত হইয়াছিল।

কফির জন্মকথা

ভারত সরকারের মার্কেটীং উপদেষ্টার রিপোর্টে কফির ইতিহাস সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে:—আবিসিনিয়ার পর্ব্বতাঞ্চলে কফির জন্মস্থান বলিয়া কেহ কেহ উল্লেখ করেন এবং খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে আবিসিনিয়া হইতে আরব দেশে কফি আনিত হয় এরূপ তাঁহাদের ধারণা। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে আরব দেশই কফির আদিম জন্মস্থান এবং ইহাদের মতে আরবগণই পৃথিবীতে কফি পান এবং কফি চাষের প্রবর্ত্তন করেন। আরব দেশ হইতে দিনেমার এবং তৎপর ফরাসীগণ ইউরোপে সর্ব্বপ্রথম কফির প্রবর্ত্তন করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে কফির প্রবর্ত্তন হয়। ১৭২৭ সালে ব্রেজিলে ফরাসী গিয়েনা হইতে চারা নিয়া সর্ব্বপ্রথম কফির চাষ হয়। বর্ত্তমানে ব্রেজিল, কলাম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা, মেক্সিকো, সেলভেডর, গটেমেলা, কোষ্টারিকা, নিকারাগুয়া, হাইতি, সেন্ ডমিঙ্গো, জামাইকা, পোর্টো রিকো, সুমাত্রা, জাভা, ইথিয়োপিয়া, কেনিয়া, আরব এবং ভারতবর্ষেই উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কফি উৎপন্ন হয়।

সরবরাহ বিভাগের সংস্কার

গত ২৬শে নবেম্বর পণ্ডিত হৃদয় নাথ কুঞ্জরুর প্রস্তাব ক্রমে কাউন্সিল অব ষ্টেট সরবরাহবিভাগ সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রস্তাব পাশ করিয়াছেন:—

(১) উচ্চতর পদসমূহে যথেষ্ট সংখ্যক ভারতীয় নিয়োগ করিতে হইবে।

(২) সরবরাহ বিভাগের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী নিয়ন্ত্রণ এবং

(৩) ইণ্ডিয়ান ষ্টোর্স ডিপার্টমেণ্ট স্থাপিত হওয়ার সময় ভারতীয় শিল্পের উন্নতি সাধন সম্পর্কে যে সুস্পষ্ট নীতি গৃহীত হইয়াছিল সরবরাহ বিভাগের মারফত তাহা কার্য্যে পরিণত করা।

ভারত সরকারের পক্ষ হইতে সরবরাহ বিভাগের ভাইস প্রেসিডেণ্ট মিঃ এইচ, এম, ডাউ উপরোক্ত প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

আমেরিকা কর্ত্তৃক ইংলণ্ডকে ঋণদান

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক ইংলণ্ডকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইবে কিনা তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া ষ্টেট সেক্রেটারী মিঃ কর্ডেল হাল উত্তরে বলিয়াছেন যে কোনও নির্দ্দিষ্ট পন্থা গ্রহণের মূলনীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সরকারী ও কংগ্রেসী কর্ত্তৃপক্ষের বিবেচনা করিতে হইবে। মিঃ হাল বলেন যে কংগ্রেস কর্ত্তৃক জনসণ ও নিরপেক্ষতা আইন পুনর্ব্বিবেচনা ব্যতীত কোনও প্রকার সাহায্য দান সম্ভব কিনা তদ্বিষয়ে আরও না দেখিয়া তিনি কোনও মতামত ব্যক্ত করিতে পারেন না।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও কংগ্রেসী নেতাদের মধ্যে আলোচনার পর সেনেট সভার সদস্য মিঃ বার্কলী এই মত জ্ঞাপন করেন যে কংগ্রেসের বর্ত্তমান অধিবেশনে বৃটিশকে ঋণ দানের প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে না।

ভারতীয় অর্থ-নৈতিক সম্মেলন

আগামী ২৮শে ডিসেম্বর মহীশূরে ভারতীয় অর্থ-নৈতিক এবং রাজনীতি বিজ্ঞানের যুগ্ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে মহীশূরের মহারাজা সম্মেলনের উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

ভারতে ডাক মাশুলের হার বৃদ্ধি

ভারত সরকারের অতিরিক্ত বাজেটে উপস্থাপিত প্রস্তাব অনুসারে গত ১লা ডিসেম্বর হইতে ভারতে ডাকমাশুলের হার নিম্নরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে :—(১) ভারতবর্ষের মধ্যে ডাক টিকিট ও ব্যবসায় সম্পর্কিত পত্রাদির হার প্রথম তোলায় এক আনা হইতে পাঁচ পয়সা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী প্রতি তোলা পূর্ব্বের ন্যায় দুই পয়সাই আছে, (২) বুক-পোষ্টের হার প্রথম আড়াই তোলা দুই পয়সা স্থানে প্রথম পাঁচ তোলা তিন পয়সায় বর্দ্ধিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী প্রতি আড়াই তোলা পূর্ব্বের ন্যায় এক পয়সা আছে, (৩) গ্রেট বৃটেন, নর্দার্ণ আয়র্ল্যাণ্ড, মিশর (সুদান সহ) প্যালেষ্টাইন, ট্রান্সজর্ডন, ও অন্যান্য বৃটিশ অধিকৃত দেশে প্রেরিত পত্রাদির ডাক মাশুলের হার প্রথম এক আউন্স দশ পয়সা হইতে চৌদ্দ পয়সা হইয়াছে। পরবর্ত্তী প্রত্যেক আউন্সের হার পূর্ব্বের ন্যায় চারি আনাই আছে, (৪) ব্রহ্মদেশে প্রেরিত পত্রাদির ডাক মাশুলের হার প্রথম তোলা ছয় পয়সা হইতে দুই আনা হইয়াছে। অতিরিক্ত প্রত্যেক তোলার হার পূর্ব্বের ন্যায় এক আনাই আছে। ভারতের যে কোন স্থানে, ব্রহ্মদেশে, সিংহলে, আফগানিস্থানে লাসায় (তিব্বত প্রেরিত সাধারণ টেলিগ্রামে এক আনা ও জরুরী টেলিগ্রামে দুই আনা অতিরিক্ত মাশুল ধার্য্য হইয়াছে।

সংরক্ষিত আঙ্গুরের রস

সংরক্ষিত আঙ্গুরের রস সম্পর্কে ভারতবর্ষে অল্পবিস্তর চাহিদা আছে। ভারতীয় আঙ্গুর হইতে রস প্রস্তুত করিয়া তাহা সংরক্ষণ করার কোন উপায় উদ্ভাবিত হয় নাই বলিয়া বিদেশ হইতেই এই সংরক্ষিত রস আমদানী হইয়া থাকে। সম্প্রতি পাঞ্জাব সরকারের ফল বিশেষজ্ঞ দেশীয় আঙ্গুরের রস অবিকৃত অবস্থায় কি করিয়া সংরক্ষণ করা যায় তাহার একটী সহজ উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাতে বর্ত্তমানে প্রতি ২৪ আউন্স রসের মূল্য পড়ে সাত আনা। ইম্পিরিয়েল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারেল রিসার্চের ৩৯ নং বুলেটীনে ইহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

রেলপথ সম্পর্কে গবেষণা বোর্ড

ইউনাইটেড প্রেসের সংবাদে প্রকাশ যে রেলওয়ে বোর্ড সেন্ট্রাল ষ্টাণ্ডার্ড আফিসের অধীন একটি স্থায়ী রেলওয়ে গবেষণা বোর্ড স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। রেল পথের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্যতালিকা প্রস্তুত এবং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও টেকনিকাল প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ রাখা ইহার উদ্দেশ্য হইবে।

সর্দ্দা খালের বিস্তৃতি

রায় বেরেলী, প্রতাপগড়, সুলতানপুর এবং এলাহাবাদ জেলা পর্য্যন্ত সর্দ্দা খাল (Sarda canal) বিস্তৃতকরণের জন্য সংযুক্তপ্রদেশ সরকার মনস্থ করিয়াছেন। এই বাবদ প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে অনুমান। কাজ শেষ হইলে ইহার মারফত ব্যয়িত মূলধনের উপর শতকরা সাড়ে দশ টাকা হিসাবে আয় হইবে এরূপ আশা করা যাইতেছে।

গৃহপালিত জন্তুদের দৈনিক পানীয় জল

ঋতুর পরিবর্ত্তন অনুসারে পানীয় জলের প্রয়োজন হ্রাস অথবা বৃদ্ধি পায় বটে; কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে সচরাচর একটী ঘোড়ার দৈনিক ১ মণ ১০ সের পানীয় জলের প্রয়োজন হয়; একটী গরুর প্রয়োজন হয় ১৷০ মণ; একটী শূকরের হয় ১০ সের; একটী ভেড়ার হয় ৭ সের এবং ১০০টী মুর্গীর আধ মণ। ইহার কম পানীয় জল পাইলে গৃহপালিত জন্তুদের স্বাস্থ্যহানি হইয়া থাকে।

বাঙ্গলার বয়ন-শিল্প

বর্ত্তমান বৎসরে বাঙ্গলা দেশে সূতা কাটার বিশেষ প্রসার হইয়াছে। যাঁহারা নিজ হাতে কাটা সূতা দ্বারা প্রস্তুত কাপড় ব্যবহার করেন তাঁহাদের সংখ্যাও আলোচ্য বৎসরে বৃদ্ধি হইয়াছে। গত বৎসর নিখিল ভারত কাটুনী সঙ্ঘ যাঁহারা নিজ হাতে কাটা সূতায় প্রস্তুত কাপড় ব্যবহার করেন তাঁহাদিগকে ২১৬৲ টাকা দিয়াছিলেন; আর বর্ত্তমান বৎসরে নবেম্বর মাস মধ্যেই মোট ৬৫৬৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা বর্ত্তমান বৎসর ৭১৪১ বর্গ গজ হাতের সূতায় কাপড় প্রস্তুত হইয়াছে।

হাতে কাটা সূতায় প্রস্তুত রেশম ও পশমজাত দ্রব্যাদির বিক্রয়ও আলোচ্য বর্ষে বাঙ্গলা দেশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অনুমান ছিল এবার সারা বৎসরে মোট ১০৬৫০০৲ টাকার রেশম ও পশমজাত বস্ত্রাদি বিক্রয় হইবে। কিন্তু নবেম্বর মাস শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই ১২৩১৩৫৲ টাকার রেশমী ও পশমী বস্ত্র কাটতি হইয়া গিয়াছে। এই হিসাবে গত বৎসরের তুলনায় বাঙ্গলা দেশে ইতিমধ্যেই প্রায় ৩০ হাজার টাকা মূল্যের রেশমী ও পশমী বস্ত্র বেশী বিক্রয় হইয়াছে।

নূতন থলের অর্ডার

বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে সরবরাহ বিভাগ স্থানীয় চটকলসমূহে ৬ কোটী পাটের থলের এক নূতন অর্ডার দিয়াছেন। আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ডেলিভারীর সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

এই সংবাদে বিগত ২৭শে নবেম্বর তারিখে ফাটকা বাজারে পাটের দর ৩৭৷০ আনা হইতে ৩৯৲ টাকায় উন্নীত হইয়াছিল।

হজতীর্থ যাত্রায় সরকারী সাহায্য

যুদ্ধের দরুণ জাহাজব্যবসায়ীদের ব্যয় বৃদ্ধি হওয়ায় দরিদ্র হজযাত্রীদের সুবিধার্থে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ও ভারত সরকার জাহাজ কোম্পানীসমূহকে যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণের দরুণ বীমা প্রভৃতি বিষয়ে সরকারী সাহায্য দেওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই সাহায্য ব্যতিরেকে কোম্পানীসমূহ যাত্রীদের ভাড়া অতিরিক্ত বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইত। বর্ত্তমানে বোম্বাই হইতে জেড্ডা পর্য্যন্ত প্রত্যেক ডেক যাত্রীর ভাড়া নির্দ্দিষ্ট হইবে ১৯৫৲ টাকা। ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালে এই ভাড়ার পরিমাণ ছিল ১৭৩৲ টাকা।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ব্যাঙ্ক অব কমার্স লিঃ

১৯৩৯ সালের রিপোর্ট

সম্প্রতি আমরা ব্যাঙ্ক অব্ কমার্স লিমিটেডের গত ১৯৩৯ সালের একখণ্ড মুদ্রিত কার্য্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। উহা দৃষ্টে ব্যাঙ্কটির উল্লেখযোগ্য ক্রমোন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশ গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ৬৩ হাজার ৩৪৩ টাকা এবং মজুত তহবিলের পরিমাণ ৮ হাজার ৩১৪ টাকা ছিল। অপরদিকে স্থায়ী আমানত, সেভিংস একাউন্ট ও চলতি আমানতের হিসাবে ব্যাঙ্কে সাধারণের মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১০ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা। গত ১৯৩৮ সালের শেষে ব্যাঙ্কে মোট আমানতী জমার পরিমাণ ১০ লক্ষ ১ হাজার টাকা ছিল। এবার যুদ্ধের জন্ত একটা প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও তাহা ১০ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ব্যাঙ্কটি যে ক্রমেই অধিক পরিমাণে সাধারণের আস্থা ও সহানুভূতি লাভে সমর্থ হইতেছে উহাতে তাহাই প্রমাণিত হয়।

আদায়ীকৃত মূলধন, মজুদ তহবিল, আমানতী জমা প্রভৃতি উপরোক্ত শ্রেণীর দায় ও অন্তান্ত প্রকারের ছোটখাট আরও দায় লইয়া গত ১৯৩৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্ক অব কমার্সের মোট দায় দেখানো হয় ১২ লক্ষ ১ হাজার ৯২১ টাকা। এই দায়ের বদলে উক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :—হাতে ও ব্যাঙ্কে ৮২ হাজার ৫৪৫ টাকা, জমি ও বাড়ী ইত্যাদিতে দাদন ৭৬ হাজার ৩১৫ টাকা, কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার প্রভৃতিতে দাদন ১ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা, প্রদত্ত ঋণ ও ওভারড্রাফ্‌ট ৮ লক্ষ ২ হাজার ৭৯০ টাকা, ব্যাঙ্কের বাড়ী ১৯ হাজার ৮৩৭ টাকা। এই সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে কোম্পানীর তহবিল নানাদিকে ভালরূপ বিধিব্যবস্থায় নিয়োজিত রহিয়াছে বলিয়াই বুঝা যায়।

বর্ত্তমান কার্য্যবিবরণী পাঠে জানা যায় আলোচ্য বৎসরে নানাদিক দিয়া ব্যাঙ্কের মোট ৮৫ হাজার ৬৬৯ টাকা আয় হয়। উক্ত আয় হইতে আবশ্যকীয় খরচপত্র নির্ব্বাহ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কের নিট লাভ দাঁড়ায় ৬ হাজার ১০৬ টাকা। উহার সহিত পূর্ব্ব বৎসরের অবশিষ্ট লাভ যোগ করিয়া মোট নিট লাভের পরিমাণ ৭ হাজার ৬৩৫ টাকা দাঁড়ায়। উহা হইতে ৩ হাজার ৯৫৯ টাকা দিয়া অংশিদারদিগকে শতকরা ৬।০ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির হইয়াছে। ১ হাজার ৬০০ টাকা মজুত তহবিলে নিয়োজিত হইয়াছে, ১ হাজার ৫২৫ টাকা আয়করের জন্ত মজুত রাখা হইয়াছে এবং ৫৪৭ টাকা পরবর্ত্তী বৎসরের হিসাবে জের টানা হইয়াছে। আমরা এই ব্যাঙ্কটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি। কলিকাতা ১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে এই কোম্পানীর হেড আফিস অবস্থিত।

বোম্বে মিউচুয়াল লাইফ্ এসিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

গত ২৯শে নবেম্বর কলিকাতার রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস এক্সটেনসন এবং নূতন হাওড়া পুলের সম্মুখবর্ত্তী রাস্তার সংযোগস্থলে বোম্বে মিউচুয়াল লাইফ্ এসিওরেন্স কোম্পানীর নূতন কলিকাতা ভবনের ভিত্তি প্রস্তর-স্থাপন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার এই অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন। কলিকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই উৎসবে যোগদান করেন। কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ ইউ এস দেশাই এক বক্তৃতায় সমবেত ভদ্রমহোদয়গণকে এবং বিশেষভাবে স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকারকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বোম্বে লাইফ্ এসিওরেন্স কোম্পানীর উন্নতির ইতিহাস বিবৃত করেন। তিনি বলেন ১৯১৮ সালে এই কোম্পানী মাত্র ১৮ লক্ষ টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিল। উহার দশ বৎসর পর ১৯২৮ সালে কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ ৩৬ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছিল। তৎপর গত কতিপয় বৎসরে এই কোম্পানীর যে অগ্রগতি দেখা গিয়াছে তাহা সকল দিক দিয়াই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গত ১৯৩৯ সালে এই কোম্পানী ২ কোটি ৭ লক্ষ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। বোম্বে মিউচুয়ালের এই উন্নতির মূলে দেশের জনসাধারণের আস্থা ও সহযোগিতাই নিহিত রহিয়াছে। বাঙ্গলায় এই কোম্পানীর কার্য্য প্রসার সম্পর্কে মেসার্স দস্তিদার এণ্ড সন্স'এর অংশিদার হিসাবে মিঃ জে সি ঘোষ দস্তিদার ও মিঃ এস পি গুহ প্রমুখ কৃতী ব্যক্তিগণ যে উদ্যম ও কৃতকার্য্যতা দেখাইয়াছেন মিঃ দেশাই তাঁহার বক্তৃতায় তাহাও বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার তাঁহার বক্তৃতায় বীমা আইন ও কোম্পানী আইন প্রণয়ন সম্পর্কে তাঁহার নিজের দায়িত্বের কথা ও কার্য্যাবলীর কথা উল্লেখ করেন। তৎপর বোম্বে মিউচুয়াল লাইফ্ এসিওরেন্স কোম্পানী সম্বন্ধে তিনি সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলেন "বোম্বে মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী সম্পর্কে আপনারা যে সকল পুস্তিকা পাইয়াছেন তাহা হইতে অনায়াসেই এই প্রতিষ্ঠানটির উন্নতির ইতিহাস জানিতে পারিবেন। ৭০ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৭০ সালে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হইয়াছিল। কয়েকদিন পূর্ব্বে ভারতের কোনও অঞ্চলে একটি ছাত্র-সভায় বক্তৃতা দানকালে আমার মনে হইয়াছিল যে বয়োবৃদ্ধির দরুণ আমি হয়ত আদিম যুগের জানোয়ারের পর্য্যায়ে পৌছিয়াছি। কিন্তু এখন আমি দেখিতেছি যে 'বোম্বে মিউচুয়াল' আমা অপেক্ষা প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠান রক্ত মাংসে তৈয়ার হয় না কাজেই আমি ক্রমান্বয়ে উহার শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি কামনা করিতে পারি। এই কোম্পানীর যে ভবনের ভিত্তি প্রস্তর আজ প্রোথিত করা হইল তাহা সকলদিক দিয়াই বিশেষ সুদৃঢ় ও উপাদেয় করিয়া গড়িয়া তোলা হইবে বলিয়া আমি অবগত হইয়াছি। আবহাওয়া নিয়ন্ত্রিত করিবার সকল বিধি-ব্যবস্থায় এই বাড়ীটি সুগঠিত ও সুসজ্জিত করা হইবে। আমি 'বোম্বে মিউচুয়ালে'র ক্রমাগত উন্নতি লক্ষ্য করিয়াছি—ভবিষ্যতে এই কোম্পানী যে আরও শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইবে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। মিঃ জে সি ঘোষ দস্তিদার এক বক্তৃতায় স্যার নৃপেন্দ্রনাথকে ও সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অতঃপর জলযোগান্তে সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

আমরা জানিয়া বিশেষ সুখী হইলাম সুপ্রসিদ্ধ কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেড আগামী জানুয়ারী মাসে বোম্বাইয়ে একটি শাখা আফিস স্থাপন করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

আমরা অবগত হইলাম ক্যালকাটা ন্যাশনেল ব্যাঙ্ক লিমিটেড তাহাদের হেড আফিস ভবন নির্ম্মাণের জন্য মিসন রো কলিকাতায় একটি জায়গা খরিদ করিয়াছেন। বর্ত্তমান ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এস এম ভট্টাচার্য্যের পরিচালনায় ক্যালকাটা ন্যাশনেল ব্যাঙ্ক দ্রুত অগ্রগতি দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে মিসন রো-এর মত কেন্দ্রস্থানে যদি এই ব্যাঙ্কের নিজস্ব আফিস ভবন গড়িয়া উঠে তবে তাহাতে এই ব্যাঙ্কের পক্ষে যথেষ্ট কৃতকার্য্যতার পরিচায়ক হইবে সন্দেহ নাই।

গ্রেসাম লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটি

গ্রেট ইষ্টার্ণ লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীর ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার মিঃ ই ই কক্রাম সম্প্রতি গ্রেসাম লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটিতে যোগদান করিয়াছেন এবং এই কোম্পানীর কলিকাতাস্থ আফিসের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

নাগপুর পাইওনীয়ার ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

নাগপুর পাইওনীয়ার ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর চেয়ারম্যান ডাঃ এম আর চৌলকারের কলিকাতা আগমণ উপলক্ষে এই কোম্পানীর কলিকাতা শাখার ম্যানেজার মিঃ বি কে গুপ্ত ২৬শে নভেম্বর তাঁহাকে ব্রিষ্টল হোটেলে এক ভোজ সভায় আপ্যায়িত করেন। এই সভায় মিঃ এ সি সেন, মিঃ কে এম নায়ক, মিঃ পি সি রায়, মিঃ জে সি ঘোষ দস্তিদার, মিঃ এস পি বসু, মিঃ সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, মিঃ মাখনলাল সেন, ডাঃ কে এস রায়, প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে মিঃ বি কে গুপ্ত, ডাঃ এম আর চৌলকারকে সমবেত ভদ্রবৃন্দের সহিত পরিচিত করেন। তিনি বলেন ডাঃ চোলকারের বর্ত্তমান বয়স ৫৬ বৎসর। তিনি চিকিৎসা বিদ্যা সম্বন্ধে জ্ঞানার্জ্জনের জন্য ইউরোপের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। কিছুকাল পূর্ব্বে নিখিল ভারত কংগ্রেস কর্ত্তৃক প্রেরিত মেডিকেল মিসনের ডেপুটী লিডার হিসাবে তিনি চীন দেশে গমন করিয়াছিলেন। তিনি ১৯২৩ সালে নাগপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। কিছু সময়ের জন্য তিনি মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন এবং ১৯২১ সালে রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁহাকে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল। 'নাগপুর পাইওনীয়ার' কোম্পানীর প্রতিষ্ঠার সময় হইতে ডাঃ চৌলকার এই কোম্পানীর সহিত যুক্ত আছেন। তিনি চেয়ারম্যান থাকা অবস্থায় বর্ত্তমানে এই কোম্পানীর কার্য্যনিয়ন্ত্রণ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য উন্নতির সূচনা দেখা গিয়াছে। সমবেত ব্যক্তিদের পক্ষ হইতে মিঃ এ সি সেন ডাঃ চৌলকারকে ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং তাঁহার পরিচালিত বীমা প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন। ডাঃ চৌলকার তাঁহার বক্তৃতায় সমবেত ব্যক্তিগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং নাগপুর পাইওনীয়ার সদাসর্ব্বদা তাঁহাদের নিকট হইতে সাহায্য ও সহযোগিতা পাইবে বলিয়া আশা প্রকাশ করেন। মিঃ বি কে গুপ্তের চেষ্টায় এতদঞ্চলে কোম্পানীর যে প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তা সাধিত হইয়াছে তজ্জন্য ডাঃ চৌলকার তাঁহার বক্তৃতাপ্রসঙ্গে মিঃ গুপ্তকেও বিশেষ ভাবে প্রশংসাজ্ঞাপন করেন।

ইউনিভার্সেল প্রটেক্টর ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

কলিকাতার ইউনিভার্সেল প্রটেক্টর ইন্সিওরেন্স কোম্পানীটি সম্প্রতি কারবার বন্ধ করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। মিঃ জি বসু হাইকোর্ট কর্ত্তৃক এই কোম্পানীর লিকুইডেটর নিযুক্ত হইয়াছেন।

মত ও পথ

শিল্পে প্রভুত্ব

অতি অল্প সংখ্যক ক্ষমতাশালী ব্যক্তির হস্তে ভারতীয় শিল্পের প্রভুত্ব যে কেন্দ্রীভূত হইতেছে তথ্যতালিকার সহিত তাহা প্রমাণ করিয়া "Oligarnchs of our industries" শীর্ষক পুস্তিকায় মিঃ অশোক মেটা লিখিতেছেন, "এদেশের অর্থনীতি যে ভাবে গড়িয়া উঠিতেছে তাহাতে এই বিশিষ্টতা লক্ষিত হয় যে দেশের শিল্পসম্পদ কতিপয় অল্প সংখ্যক ব্যক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। জন কয়েক ম্যানেজিং এজেন্ট প্রায় ১৫০ কোটী টাকা মূলধনসম্পন্ন অন্যান পাঁচশত শিল্প প্রতিষ্ঠানের কার্য্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। সমস্ত শিল্পেই প্রভুত্ব এবং নিয়ন্ত্রণক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইয়া আছে। পাট শিল্পে ২৩ কোটী টাকা মূলধনবিশিষ্ট ১০০টী মিলের মধ্যে ১৮ কোটী টাকা মূলধন বিশিষ্ট ৫৩টী চটকলই ১৭টী ম্যানেজিং এজেন্সী দ্বারা পরিচালিত হয়। ইহাদের মধ্যে ৪টী ম্যানেজিং এজেন্সী ৩০টী কল পরিচালনা করেন। ২৪৭টী কয়লাখনি কোম্পানীর মূলধন ১০ কোটী ৪৫ লক্ষ টাকা; তন্মধ্যে ৬ কোটী ৩৮ লক্ষ টাকা মূলধন বিশিষ্ট ৬০টী কোম্পানী ১৮টী ম্যানেজিং এজেন্সীর পরিচালনাধীনে রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৩১টী প্রতিষ্ঠান মাত্র ৪টী এজেন্সীর করতলগত। ১৭টী ম্যানেজিং এজেন্সী ফার্ম্ম ১১৭টী চা কোম্পানী পরিচালনা করেন। ইহাদের মধ্যে ৫টী ফার্ম্ম ৭৪টী চা বাগানে কোম্পানী নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের ৩৩টী ক্ষুদ্র রেলপথের ২৭টী ৪টী ম্যানেজিং প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণাধীন। শর্করা, এঞ্জিনিয়ারিং এবং অন্যান্য শিল্পেও এইরূপ কেন্দ্রীভূত নিয়মের দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান। মোট কাপড়ের কল সমূহের এক তৃতীয়াংশের পরিচালন ভার ১৫টী ফার্ম্মের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। সিমেণ্ট ও দিয়াশলাই শিল্পে নিয়ন্ত্রণ দ্বারা একাধিপত্য স্থাপিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে শিল্পশক্তি বাণিজ্যশক্তিকে এবং অর্থবল শিল্পশক্তিকে অতিক্রম করিয়াছে। ২০ বৎসর পূর্ব্বে শেঠ নরোত্তম মোরারজীর ন্যায় শিল্পপতিরাই শিল্প সংক্রান্ত অর্থনীতিতে অগ্রণীর স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে অত্যুৎসাহী শিল্পপতিও অর্থের প্রাচুর্য্য না থাকিলে অসুবিধাগ্রস্ত হইয়া থাকেন। ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট প্রভৃতি ধনিক প্রতিষ্ঠানেরও পরিচালন ভার গ্রহণ করা শিল্পপতিগণ প্রয়োজন বোধ করিতেছেন এবং প্রত্যেক ট্রাষ্ট বা ম্যানেজিং এজেন্সী ফার্ম্ম ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য অর্থনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বজায় রাখিতে চেষ্টা করে। সাধারণতঃ যাহারা উভয় কোম্পানীরই ডিরেক্টর তাঁহাদের মারফতই এই সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরগণ সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই এতদ্বিষয়ক তথ্য পাওয়া যায়।

শিল্পের প্রসার এখন আর দরিদ্র অথচ সুযোগ্য, দূরদর্শী ও সুনিপুন ব্যক্তিদিগের কর্ম্মশক্তির উপর নির্ভর করে না। এখন অল্প সংখ্যক ধনিকের উপরই তাহা নির্ভর করে। শিল্পে অর্থ নিয়োগ এবং পরিচালনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করাই ইহাদের প্রধান কার্য্য। বাস্তবিক পক্ষে ইহা সমাজের কাজ। জনকয়েক ব্যক্তিকে এই ব্যাপারে অপ্রতিহত ক্ষমতা পরিচালনের কর্তৃত্ব দেওয়া যাইতে পারে না। শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি জনসাধারণ কর্ত্তৃক সংগঠিত হইবে এবং সমাজ ইহাদের কার্য্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রণ করিবে। কিন্তু যতদিন সাধারণতন্ত্রের নীতি অনুসারে দেশের সংঠন কার্য্য সম্পন্ন না হয়, ততদিন এই সকল বিষয়ে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের জন্য পীড়াপীড়ি করার কোন অর্থ নাই।

ব্যবসায়ে শ্রীবৃদ্ধি ও বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞাপন কৌশল সম্পর্কে ২৩শে নবেম্বরের "গণশক্তিতে" শ্রীযুক্ত কালীপদ ভট্টাচার্য্য লিখিতেছেন, "ব্যবসায়ে শ্রীবৃদ্ধি, উন্নতি ও প্রসারের প্রচেষ্টায় বিজ্ঞাপন এখন সর্ব্বজনস্বীকৃত ব্যবসানীতি। ব্যবসাক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের অভাবে বহু ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্পপ্রতিষ্ঠান জনসমাজের দৃষ্টির অগোচরে থাকিয়া যায়—কোনরূপ সহায়তা ও পোষকতা না পাওয়ার ফলে এইরূপ বহু প্রচেষ্টা অকালেই বিলুপ্ত হয়। আগ্রহের সৃষ্টি করিতে না পারিলে কিন্তু বিজ্ঞাপনের কোন স্বার্থকথা নাই। বিজ্ঞাপনের শিল্পনীতি এমন চিত্তাকর্ষক হওয়া প্রয়োজন যাহাতে বিজ্ঞাপিত বিষয় সম্পর্কে জনসাধারণের আগ্রহের সৃষ্টি হয়। আমাদের দেশে বিস্তৃতভাবে বিজ্ঞাপন প্রচারের ব্যবস্থা নাই বলিয়া আমরা জানি না যে, আমাদের দেশের ধনসম্পদ কোনপথে বৃদ্ধি পাইতেছে। বিজ্ঞাপনের শক্তিতেই বিংশ শতাব্দীর আর্থিক সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। দেশ বিদেশের হাটবাজারে বিজ্ঞাপন ক্রেতা সৃষ্টি করিতেছে, বিক্রেতাকে নূতন ক্রেতার সন্ধান দিতেছে এবং চলমান জীবনযাত্রার সহিত চাহিদাও সরবরাহকে সমান তালে চালাইয়া দিতেছে। উৎকৃষ্ট বিজ্ঞাপন-নীতি মানুষের মনে শিল্পসৌন্দর্য্যের অনুভূতিও জাগাইয়া থাকে।"

যুদ্ধকালীন বাজেট ও সমাজতন্ত্র

"যুদ্ধের দরুণ যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে ইংলণ্ডের অর্থনীতি দ্রুততার সহিত সমাজতন্ত্রবাদের নিকটবর্ত্তী হইতেছে। আমরা ভারতবর্ষেও এই বিবর্ত্তন দেখিতে কামনা করিতেছি। যুদ্ধে ইংলণ্ড এবং ভারতের অবস্থা একরূপ হয় নাই বটে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও জাতীয় বাজেটের নীতি এরূপ-ভাবে নির্দ্ধারণ করা উচিত যাহাতে সমাজতন্ত্রবাদ প্রবর্ত্তিত হওয়ার পক্ষে অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। আগামী বাজেটে ক্রোড়পতিকে লক্ষপতি এবং নিতান্ত দরিদ্রকে কম দরিদ্রে পরিণত করার মত প্রস্তাব থাকিলে অর্থসচিব স্যার জেরেমি রেইসম্যানের আগামী সমরকালীন বাজেটকে "জনসাধারণের" বাজেট বলিয়া গণ্য না করার হেতু নাই। করনীতি, মুদ্রানীতি ও অর্থনীতি এক কথায় সমগ্র অর্থনীতির পরিবর্ত্তিত রূপ দ্বারাই এই অবস্থার পরিচয় পাওয়া যাইবে। বিষয়টী যত সহজ বলিয়া মনে হয় প্রকৃত পক্ষে তাহা সত্য নহে। কিন্তু ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে যে ব্যবধান রহিয়াছে তাহা হ্রাস করিবার জন্য স্যার জেরেমি যদি নূতন পদ্ধতিতে ভারতীয় বাজেট করিতে পারেন তাহা হইলে তিনি এদেশের মহা উপকারসাধন করিবেন এবং এই সাফল্যের জন্য তাঁহার যশ চারিদিকে বিস্তৃত হইবে। পরিপূর্ণ সদিচ্ছার সহিত এই অভিনব উদ্দেশ্য গ্রহণ করিয়া ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। কার্য্য শেষ করিতে কালবিলম্ব হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে সামাজিক এবং আর্থিক ক্ষেত্রে সাম্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থার পরিচয় পাইলেই আমরা বর্ত্তমানের মত সন্তুষ্ট থাকিতে পারি।"

"ইণ্ডিয়ান ফিনান্স" ২০শে নবেম্বর

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২৯শে নবেম্বর

কলিকাতার টাকার বাজারে এ সপ্তাহে বেশী রকম স্বচ্ছলতার ভাব লক্ষিত হইয়াছিল। দীর্ঘকাল যাবৎ কল টাকার বার্ষিক সুদের হার শতকরা আট আনা হারে বলবৎ আছে। এ সপ্তাহেও ঐরূপ কম সুদেই ব্যাঙ্কগুলির ভিতর কল টাকার আদান প্রদান হইয়াছে। বাজারে ঋণ গ্রহীতার তুলনায় ঋণপ্রদাতার সংখ্যাই পূর্ব্বাপর অধিক দেখা গিয়াছে। অন্যান্য বৎসর এই সময়ে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে টাকার দাবী দাওয়া বৃদ্ধি পাইত। আর সঙ্গে সঙ্গে বাজারে টাকার সুদের হারও চড়িয়া যাইত। কিন্তু এবৎসর সেরূপ দাবী দাওয়া বিশেষ কিছুই অনুভূত হইতেছে না। অন্যান্য বৎসর এই সময়ে পাটের বেচাকিনা খুবই জমিয়া উঠিত। ঐ বাবদ ব্যবসায়ীদিগকে বিস্তর টাকা নিয়োগ করিতে হইত। ফলে বাজারে স্বভাবতঃই টাকার একটা টান পড়িত। কিন্তু এ বৎসর পাটের সেরূপ বেচাকিনা হইতেছে না। পাটের দর নিম্ন বলিয়া সে কারণেও ব্যবসায়ীরা পাট ক্রয় বাবদ বেশী টাকা নিয়োগ করিবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিতেছে না। কাজেই বর্ত্তমানে ব্যাঙ্কের হাতে বহু টাকা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকিয়া যাইতেছে। কবে পর্য্যন্ত যে এই স্বচ্ছলতা কাটিবার সুবিধা হইবে তাহা এখনও বলা কঠিন।

গত ২৬শে নবেম্বর ৩ মাসের মিয়াদী এক কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ২ কোটী ৪৯ লক্ষ টাকা। ৯৯৸৹ আনা ও তদূর্দ্ধ দরের সমস্ত আবেদন ও ৯৯৷৶৯ পাই দরের শতকরা ৬১ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার নির্দ্ধারিত হইয়াছিল ১৷১০ পাই। এ সপ্তাহেও তাহা ঐ হারেই নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। আগামী ৩রা ডিসেম্বরের জন্য ৩ মাসের মিয়াদী ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ৬ই ডিসেম্বর ঐ বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে।

গত ২০শে নবেম্বর হইতে ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় আরম্ভ হয়। প্রথমতঃ আশা করা গিয়াছিল যে ঐ ধরণের ট্রেজারী বিল খুব বেশী পরিমাণেই বিক্রয় হইবে। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা প্রতিফলিত হয় নাই। গত ২০শে নবেম্বর হইতে গত ২৫শে নবেম্বর পর্য্যন্ত মাত্র ১ কোটি ৭৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার বিক্রয় হইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ২২শে নবেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২১৮ কোটি ১২ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহা ২১৯ কোটি ৩৭ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা ছিল। পূর্ব্ব সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ছিল ৪৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। এ সপ্তাহে তাহা ৪৪ কোটি ৮৮ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্টের আমানতের পরিমাণ ছিল ৫২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা ও ১২ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা। এ সপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ৪৯ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ও ১৫ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

অদ্য বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ আছে :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫ ৩১/৩২ পে
ঐ দর্শনী	"	১ শি ৫ ৩১/৩২ পে
ডি এ ৩ মাস	"	১ শি ৬ ১/৩২ পে
ডি এ ৪ মাস	"	১ শি ৬ ৩/৩২ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ টাকায়)	৩৩৩৷০
ইয়েন	(প্রতি ১০০ টাকায়)	৮১৷০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২৯শে নবেম্বর

পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের ন্যায় এ সপ্তাহেও কলিকাতা এবং বোম্বাইয়ের শেয়ার বাজারে সন্তোষজনক কর্ম্মব্যস্ততা দেখা গিয়াছে। সকল বিভাগেই পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নতি ঘটিয়াছে। ইষ্টার্ণ গ্রুপ কনফারেন্সের ফলে এ দেশে শিল্পোন্নতি ঘটিবে এই ধারণা হইতেই বাজারে উৎসাহ এবং কর্ম্মব্যস্ততা দেখা গিয়াছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ ইউরোপীয় যুদ্ধের সন্তোষজনক সংবাদও শেয়ার বাজারের অবস্থা পরিবর্ত্তনে সহায়তা করিয়াছে।

সুদূর প্রাচ্যের অনভিপ্রেত সংবাদে অন্ত বাজারে সামান্য নিম্নগতির আভাষ মিলিলেও ইহার প্রতিক্রিয়া বাজারের অগ্রগতি রোধ করিতে সক্ষম হইবে না। নূতন কোন অনুকূল ঘটনার সমাবেশ হইলে শেয়ার বাজারে আরও উন্নতি ঘটিবে আশা করা যায়।

কোম্পানীর কাগজ

কোম্পানীর কাগজ বিভাগে আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। লণ্ডন হইতে সংবাদ আসায় এই বিভাগের আকর্ষণী শক্তি আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। শতকরা ৩৷৷০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজের মূল্য ৯৩।০ আনায় পৌছিয়াছে। ফ্রান্সের পতনের পর কোম্পানীর কাগজ এ যাবৎ এই স্তরে উন্নীত হয় নাই। অল্পকাল মধ্যে পরিশোধযোগ্য ঋণপত্র সম্পর্কে বিশেষ চাহিদা দেখা গিয়াছিল। দীর্ঘকালের মেয়াদী ঋণপত্র সমূহেরও মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। শতকরা ৩৲ টাকা সুদের ১৯৬৩।৬৫ ঋণ ৯২৲ টাকা, ৪৲ সুদের ১৯৬০।৭০ ঋণ ১০৭।০ আনা, ৪৷৷০ সুদের ১৯৫৫।৬০ ঋণ ১১২৸০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক

কোম্পানীর কাগজের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্ক শেয়ারের মূল্যে যথেষ্ট দৃঢ়তা পরিলক্ষিত হইয়াছে।

কাপড়ের কল

কাপড়ের কল বিভাগে তাদৃশ উন্নতি না ঘটিলেও এই বিভাগে ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ নেহাৎ কম হয় নাই। ডানবার ১৭৭৲ টাকা এবং কেশোরাম ৬৷৷০ আনায় কারবার হইয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লার খনি বিভাগে বেঙ্গল অপ্রত্যাশিতভাবে ৩৭৫৲ টাকায় উন্নীত হইয়াছে। বরাকর ১৪৸৵০, সেন্ট্রাল কারকেণ্ড ১৫।৶০ আনা, ইকুইটেবল ৩৭৷৷০ আনা, ধেমো মেইন ১৬৲ টাকা, নিউ বীরভূম ১৭৸৵০ এবং ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৩০৸০ আনায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছিল।

চট কল

চটকল বিভাগে চাহিদা এবং সন্তোষজনক কারবার হইলেও মূল্যের দিক দিয়া উন্নতি ঘটিয়াছে বলা চলে না। হাওড়া ৫২৸০ আনায় উন্নীত হইয়াছে বটে, কিন্তু এংলো ইণ্ডিয়া ৩১৪৲ টাকা, হুকুমচাঁদ ৮৷৷০ আনা, মেঘনা ৩৬৷৷০ আনা, ন্যাশনেল ২২।০ আনা, কামারহাটী ৪৭২৲ টাকা এবং নদীয়া ৫৬৲ টাকার উপরে যায় নাই।

এঞ্জিনিয়ারিং

কোম্পানীর কাগজের ন্যায় এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগেও বিশেষ উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৩৪৲ টাকায় উঠিয়া ৩৩৷৷ আনায় ক্রয়-বিক্রয় হইতেছে। ইণ্ডিয়ান আয়রণের সাপ্তাহিক রিপোর্ট সন্তোষজনক হওয়াতেই বিভাগ সম্পর্কে চাহিদা ও উৎসাহ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ষ্টীল কর্পোরেশনও আলোচ্য সপ্তাহে শেয়ার বাজারে বিশেষ আকর্ষণের বস্তু ছিল। ষ্টীল কর্পোরেশন ২১৵০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়া বর্ত্তমানে ২০৸৵০ আনায় নামিয়াছে। হুকুমচাঁদ (অডি) বহুকাল পর মূল্যবৃদ্ধি সুযোগ পাইয়াছে।

বিবিধ

বাজারের অগ্রগতির ভাব চিনির কলের শেয়ার সম্পর্কেও পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। বুলান্দ ১৬৷৷০ আনা এবং কেরু ৮৸০ আনা হইতে ১০৷৷০ আনায় উন্নীত হইয়া হস্তান্তর হইয়াছে।

চা-বাগান বিভাগে হাসিমারা শেয়ারের বিশেষ চাহিদা দেখা গিয়াছিল। ইহা ৪০৷৷০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে।

টিটাগড় পেপার 'এ' এবং 'বি' অর্ডিনারী ১৮৲ টাকা পর্য্যন্ত উন্নীত হইয়াছিল। কিন্তু সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সাপ্তাহিক কার্য্যবিবরণী প্রকাশের পর ইহা ১৭।৵০ আনায় নামিয়া গিয়াছে।

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার ও কোম্পানীর কাগজের দর নিম্নলিখিতরূপ ছিল :—

কোম্পানীর কাগজ

২৷৷০ আনা সুদের ঋণ (১৯৪৮-৫২)—২৬শে নবেম্বর ৯৫৸৵০ ; ২৭শে—৯৫৸⁄০ আনা।

৩৲ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ—২৬শে ৭৯।৶০ ; ২৯শে—৭৯৷৷০

৩৲ টাকা সুদের ঋণ (১৯৪১)—২৮শে ১০১।⁄০।

৩৲ টাকা সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪)—২৫শে নবেম্বর ৯৭৸৵০ ; ২৭শে—৯৭৷৷৵০।

৩৲ টাকা সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫)—২৭শে ৯১৸⁄, ৯১৸০ ; ২৮শে—৯১৸০ ; ২৯শে—৯২৲ টাকা, ৯২।০ আনা, ৯২।৵০।

৩৷৷০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজ—২৫শে নবেম্বর ৯২।৵০ ৯২।⁄০ ৯২।৶০ ; ২৬শে—৯২।৶০ ; ২৭শে—৯২।৵০ ৯২৷৷০ ; ২৮শে—৯২৷৷⁄০ আনা ৯২৸০ ৯২৷৷৶০ ; ২৯শে—৯৩৲ টাকা ৯৩।০৯৩।৵০ ;

৩॥০ আনা সুদের ঋণ—(১৯৪৭-৫০)—২৫শে ১০২৶০ ; ২৭শে—১০২৶০ ; ২৯শে—১০২।০ আনা, ১০২৶০ ।

৪৲ টাকা সুদের ঋণ—(১৯৪৩)—২৫শে ১০৪॥/০ ।

৪৲ টাকা সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০)—২৫শে ১০৭৶০ ১০৭।৶০ ; ২৭শে—১০৭৶০ ; ২৮শে—১০৭৶০ ; ২৯শে—১০৭।/০ ।

৪॥০ আনা সুদের ঋণ (১৯৫৫-৬০)—২৭শে ১১২৲ ।

৫৲ টাকা সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫)—২৫শে ১১২৸৶০ ১১২।৶০ ; ২৬শে—১১২॥৶০ ; ২৭শে—১১২॥/০ ; ২৮শে—১২॥৶০ ; ২৯শে—১১২॥০ আনা, ১১২৸০ ।

ডিবেঞ্চার

৩৲ টাকা সুদের (১৯৩৮-৬৮) কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ডিবেঃ ২৫শে—৯৪৸০ ; ৯৫৲ । ৩।০ আনা সুদের (১৯৫৬-৬৬) হাওড়া ব্রীজ ডিবেঃ ২৬শে—৯৭৲ । ৫।০ সুদের রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ ডিবেঃ (১৯৩৮-৫০) ২৬শে—১০০॥০ আনা ; ২৭শে—১০১৲ । ৬৲ টাকা সুদের (১৯৫৫-৮৫) কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঃ ২৮শে—১২২।০ । ৪৲ টাকা সুদের (১৯৪৫) কলিকাতা মিউনিসিপাল ডিবেঃ ২৯শে—১০৩।০ ।

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়েল (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ২৭শে—১৫৫০৲ । ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক (কণ্টি) ২৫শে—৩৮৩৲ ; ২৬শে—৩৮৬॥০ আনা ; ২৯শে—৩৮৫৲ । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক—২৫শে ১০৩॥০ ; ২৬শে—১০৪৲ ১০৩৲ ; ২৭শে—১০৪৸০ ; ২৮শে—১০৩৲ ১০৪৲ ; ২৯শে—১০৩৲ ।

কয়লার খনি

এমালগেমেটেড—২৮শে ২৮।০ । বেঙ্গল—২৫শে—৩৫৯৲ ; ২৬শে—৩৬১৲ ; ২৭শে—৩৬৩৲ ও ৩৬৮৲ ; ২৮শে—৩৭৫৲ ; ২৯শে—৩৭৯৲ টাকা ৩৮৬৲ । ভালগুরা—২৬শে ৫।০ আনা ; ২৭শে—৫।৶০ আনা । ভুলনবাড়ী—২৭শে নবেম্বর ১১৸০ আনা ১২৲ ; ২৮শে—১২।৶০ আনা ১৩৲ ; ২৯শে—১২॥০ আনা ১৩৶০ । বরাকর—(অর্ডি) ২৬শে ১৪।০ আনা ১৪॥০ আনা ; ২৭শে—১৪।৶০ আনা ১৪৶০ আনা ১৪॥৶০ আনা ; ২৮শে—১৪৸৶০ ; ২৯শে—১৪॥/০ আনা ১৫।৶০ । বড়ধেমো—২৯শে ৪॥৶০ আনা ৪৸/০ ; সেণ্ট্রাল কারকেণ্ড—২৬শে ১৪।৶০ আনা ; ২৭শে—১৪৸০ আনা ১৫৲ ; ২৮শে—১৫৲ টাকা ১৫।৶০ ; ২৯শে—১৫৸৶০ । চুরুলিয়া—২৬শে ১॥৶০ ; ২৭শে—১॥৶০ । দেউলী—২৭শে ৯৸০ । ধেমো মেইন—২৫শে ১৫॥৶০ আনা ; ২৬শে—১৫৸/০ আনা ১৫৸৶০ ; ২৭শে—১৫৸৶০ ; ২৮শে—১৬৲ ; ২৯শে—১৫॥০ আনা ১৫৸৶০ আনা ১৬৲ । ইকুইটেবল—২৫শে ৩৬।০ আনা ৩৬॥০ ; ২৬শে—৩৬।৶০ আনা ৩৭॥০ ; ২৮শে—৩৭।০ আনা ৩৭৸০ ; ২৯শে—৩৭।০ আনা ৩৭৸০ । ঘোসিক—২৫শে ৪৸০ ; ২৬শে—৪৸৶০ ; ২৭শে—৪।৶০ ; জয়ন্তী সেণ্ট্রাল—২৫শে ১৸/০ ; ২৬শে—১৸/০ ; ২৭শে—১৸/০ ১৸৶০ ; ২৯শে—১৸৶০ । মণ্ডলপুর—২৬শে ৯৸৶০ ১০৶০ ; ২৭শে—১০।৶০ ৯৸৶০ । নিউ বীরভূম—২৫শে ১৬।০ ১৬॥৶০ ; ২৬শে—১৬॥০ ১৭/০ ; ২৭শে—১৬৸০ ১৭।০ ; ২৮শে—১৭৸৶০ ; ২৯শে—১৭৶০ ১৭৸৶০ । নিউ মানভূম—২৫শে ৩০॥০ ; ২৮শে—৩১॥০ । নর্থ দামুদা—২৫শে ৫॥৶০ ৫৸৶০ ; ২৬শে—৫৸০ ২৭শে—৫৸/০ ৬৶০ ; ২৮শে—৫৸৶০ ৬৶০ ; ২৯শে—৬৶০ । রাণীগঞ্জ—২৫শে—২৫।০ ২৫॥০ ; ২৬শে—২৬৲ ; ২৯শে—২৬৶০ ২৬৸০ । সামলা—২৫শে ১৸০ আনা ২/০ ; ২৬শে—১৸৶০ ২/০ ; ২৮শে—২৶০ । সাউথ করাণপুর—২৮শে ৫/০ । তালচের—২৫শে ১॥৶০ ১৸০ ; ২৮শে—১॥৶০ । ওয়েষ্ট জামুরিয়া—২৫শে ২৯৸০ ৩০/০ ; ২৬শে—৩০৶০ ; ২৭শে—৩০/০ ; ২৮শে—৩০৸০ , ২৯শে—৩১॥৶০ ।

কাপড়ের কল

বাসন্তী— (প্রেফ) ২৭শে ৪৶০ ; ২৯শে—৪॥০ । বাউরিয়া—(অর্ডি) ২৫শে ১৯৪ ; ২৭শে—১৯৮৲ । কানপুর টেক্সটাইল—২৬শে ৫৸/০ ৬/০ ; ২৯শে—৫৸৶০ ৬৲ । ডানবার—২৫শে—১৭৬৲ ; ২৭শে—১৭৬৲ ; ২৮শে—১৭৭৲ । এলগিন মিলস্—(অর্ডি) ২৫শে ১৬৸৶০ ; ২৬শে—২৭।০ ২৭শে—১৭৸৶০ ১৭।০ ; ২৯শে—১৭।৶০ ১৬।৶০ । কেশোরাম (অর্ডি) ২৫শে—৫৸৶০ ; ২৬শে—৫৸৶০ ৬/০ ৬।০ ; ২৭শে—৫৸৶০ ; ২৮শে—৬॥০ । মোহিনী মিলস্—২৭শে ১০॥৶০ । নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ২৫শে ১৸০ ; ২৬শে—১৸০ ; ২৭শে—১॥৶০ ; ২৮শে—১॥/০ ; ২৯শে—১॥৶০ ।

রেলপথ

হাওড়া-আমতা—২৭শে ৯৮॥০ ; ২৯শে—৯৫॥০ আরা-সাসারাম—২৭শে ৬৩৲ ।

পাটকল

আদমজী—২৭শে ২০॥০ ২১।০ ; ২৯শে—২১॥০ । আগড়পাড়া—(অর্ডি) ২৭শে ২৫/০ ২৫।০ । এংলো ইণ্ডিয়া—২৫শে ৩১৮৲ ; ২৬শে—৩১০। ২৭শে—৩০৭৲ ৩১৩৲ (লভ্যাংশ বাদে) ২৮শে ৩১৪৲ ; ২৯শে—৩১২৲ ৩১৮৲ এলবিয়ন—২৭শে ২০৫৲ । বালী—(অর্ডি) —২৫শে ৩১৮৲ ; ২৬শে—২২০৲ ; ২৭শে—২২০৲ । বরানগর—২৬শে ১০৬৲ । বেলভেডিয়ার—২৬শে ৩৬৪ ; ২৯শে—৩৭০৲ । বিরলা—(অর্ডি)—২৫শে ২৩৸৶০ ২৪।০ ; ২৭শে—২৪।০ ; ২৯শে ২৫॥০ । বজবজ—(অর্ডি) ২৫শে ৩৩২৲ ; ২৬শে—৩৩৩৲ ; ২৭শে—৩৩১॥০ ; ২৯শে—৩৩৯৲ । ক্লাইভ—২৫শে ২২॥০ ; ২৭শে—২২৲ ২২৸০ । ডালহৌসী—(অর্ডি) ২৫শে—২৯৬৲ ২৯শে—২৯৬৲ । ডেল্টন—২৬শে—৩৯২৲ । ফোর্ট গ্লাষ্টার—২৭শে ৪৭৫৲ (লভ্যাংশ বাদে) । ফোর্ট উইলিয়ম—২৫শে ২১৯॥০ ; ২৮শে—২১১৲ । গৌরীপুর (অর্ডি) ২৫শে—৬৫৯ ; ২৬শে—৬৬২॥০ ; ৬৬৮॥০ আনা ৬৫৯৲ ; ২৯শে—২৪।০ ; হাওড়া (অর্ডি)—২৬শে—৫২।৶০ আনা, ৫৩৲ ; ২৭শে—৫২।০ আনা, ৫২॥০ ; ২৮শে—৫২॥০ আনা, ৫৩৶০ ; ২৯শে—৫১।০ আনা, ৫২৸০ । হুকুমচাঁদ (অর্ডি) ২৫শে—৭৸০ আনা, ৮।০ ; ২৬শে—৭৸০ আনা, ৮॥০ আনা, ৮৲ ; ২৭শে—৮৲ টাকা, ৮।৶০ ; ২৮শে—৮॥০ ; ২৯শে—৮॥/০ ; কামারহাটি ২৫শে—৪৬৪৲ টাকা, ৪৬৭॥০ ; ২৭শে—৪৬৬৲ টাকা, ৪৬৯৲ ; ২৯শে—৪৬৩৲ টাকা ৪৬৩॥০ ; কাঁকনাড়া ২৫শে—৩৮১৲ ; ২৭শে—৩৮২৲ ; ২৯শে—৩৭৬৲ টাকা, ৩৮৪৲ ; কেলভিন্—২৯শে—৪৫২॥০ ; ল্যান্সডাউন (অর্ডি) ২৬শে ১৪২৲ টাকা ; ২৭শে—১৪৪॥০ ; মেঘনা—২৬শে—৩৬॥০ আনা, ৩৫৸৶০ ; ২৮শে—৩৬॥০ ন্যাশনেল (অর্ডি) ২৫শে—২১৸/০ আনা, ২২/০ ; ২৬শে—২২।০ ; ২৭শে—২১৸/০ আনা, ২১৸৶০ ; ২৮শে—২২।০ ; ২৯শে—২২॥০ নদীয়া (অর্ডি) ২৫শে—৫৪৸০ ; ২৬শে—৫৫৲ টাকা, ৫৬৲ টাকা, ৫৬।০ আনা ; ২৭শে—৫৫।০ আনা, ৫৬৲ ; ২৮শে—৫৬৸০ ; ২৯শে—৫৮॥৶০ ; প্রেসিডেন্সী (অর্ডি) ২৫শে—৪।৶০ ; ২৬শে—৪॥৶০ ; ২৭শে—৪॥০ আনা, ৪॥৶০ ; ২৮শে—৪৸০ ; ২৯শে—৪৸৶০ ; রিলায়েন্স—২৫শে—৫৫॥০ ; ২৬শে—৫৬৲ ; ২৭শে—৫৫॥০ ; ২৯শে—৫৫৲ ; (লভ্যাংশ বাদ) ।

খনি

বার্ম্মা কর্পোরেশন ২৫শে—৫।০ ; ২৬শে—৫।০ আনা, ৫।/০; ২৭শে—৫।/০ আনা, ৫৷/০ আনা, ৫।/০ ; ২৮শে—৫।৵০ ; ২৯শে—৫৷৵০ আনা, ৫।৵০ ; ইণ্ডিয়ান কপার ২৫শে—২।০ আনা, ২।৵০ ; ২৬শে—২।৵০ আনা ২।০ ; ২৭শে— ২।০ ; ২৮শে—২।০ ; ২৯শে—২।৵০ আনা, ২।০

চিনির কল

বলরামপুর ২৭শে—৭৲; ২৮শে—৭৷০ বুলান্দ ২৫শে—১৬৲ টাকা; ১৬।৵০ ২৬শে—১৬৵০ আনা ১৬।৶০ ; ২৭শে—১৬৶০ আনা ১৬/০ ; ২৯শে—১৫।০। কেরু এণ্ড কোং (অর্ডি) ২৫শে—৮৸৵০ আনা, ৯৵০ ; ২৬শে—৯।৶০ ২৭শে—৯৶০ আনা, ১০৲ ; ২৮শে—১০৷০ ; ২৯শে—১০৸৵০ ; রাজা—২৫শে—১৬।০ আনা ১৬৷০ ; ২৬শে—১৬।০ ; ২৭শে—১৭৲ (লভ্যাংশ সহ)।

এঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী

বার্ণ এণ্ড কোং ২৫শে—৩৫৮৲; ২৬শে—৩৫৬৷০, ২৭শে—৩৫৮৲; ২৮শে—৩৬৪৲ টাকা ; ২৯শে—৩৬২৲ টাকা ৩৭০৲। হুকুমচাঁদ ষ্টীল (অর্ডি) ২৫শে—৮৸৵০ আনা, ৯৷৵০ ; ২৬শে—৯।/০ ; ২৭শে—৯৲ টাকা ৯৷৵ ২৮শে—১০।০ ২৯শে—১০।/০ ; ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল—২৫শে ৩২৶০ আনা, ৩২।৵০ ৩১৸৵০ আনা, ৩২৷০ আনা ৩২/০; ২৬শে—৩২৶০ আনা, ৩৩৵০ আনা ৩২৷০ ; ২৭শে—৩২৷৵০ আনা ৩২৸০ আনা, ৩৩৷০ ; ২৮শে—৩৩৷০ আনা, ৩৪।৵০ ৩৩৷/০ ; ২৯শে—৩৩৸৶০ আনা ৩৪৷০ আনা ৩৪।/০ ; কুমারধুবি (অর্ডি) ২৯শে—৪৸৶০ ; ষ্টীল কর্পোরেশন (অর্ডি) ২৫শে—১৮৸০ আনা, ১৮৷/০ ; ২৬শে—১৮৷০ আনা, ১৯৲ টাকা, ১৯।৶০ আনা ১৮৷/০ ; ২৭শে—১৮৷৶০ আনা, ২০৲ ১৯৷/০ ; ২৮শে—২০।০ আনা, ২১।০ আনা, ২০৷৵০ ; ২৯শে—২১/০ আনা, ২১৸৵০ আনা, ২২৲। ন্যাশানেল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল—২৬শে—৬।০ আনা ৬।৵০ ; ২৭শে ৬৵০ আনা, ৬।০

চা-বাগান

বাগমারী ২৬শে—৪৸৵০; ২৮শে—৩৸০; বিশ্বনাথ ২৬শে ৩৫।০ আনা ২৫৸০ ২৬শে—২৫।০ আনা, ২৫৸০ ; হাসিমারা ২৫শে—৪০৷০ ; ২৯শে—৪০৷০ হলুমিবাড়ী ২৫শে—১৯৸৵০ ; ২৯শে ২০।০ ; পত্রবোলা ২৫শে—৭৮৬৲ টাকা ২৬শে—৭৬০৲ ; ২৯শে—৭৮৬৲ ; চীনমালি ২৫শে—১৪।০ ; তেজপুর ২৫শে—৭।০ ২৬শে—৭।০

ইলেক্‌ট্রিক ও টেলিফোন

আগ্রা ইলেকট্রিক—২৫শে ১২৪।০ আনা ১২৫।০। বেরেলী ইলেঃ—২৬শে১২৸০। বেঙ্গল টেলিফোন (অর্ডি)—২৭শে ১৬৸০। ঐ (প্রেফ)—২৭শে ১২৷০; ২৮শে ১২।০; ২৯শে—১২।০। ঢাকা ইলেকট্রিক—২৫শে ১৭৲, জব্বলপুর ইলেকট্রিক—১৮শে ১৪৷০, ২৯শে ১৪।০ আনা, ১৪৷০

বিবিধ

এলকেলি এণ্ড ক্যামিকাল—(প্রেফ)—২৫শে ১৫০৲ টাকা, ১৪৯৷০; ২৬শে—১৪৯৲, ২৭শে ১৪৮৷০ আনা, ১৪৯৷০, ২৮শে ১৫১৲। বি, আই, কর্পোরেশন (অর্ডি)—২৫শে ৪৸৵০, ২৬শে ৪৷৶০ আনা, ৪৸৵০, ২৭শে ৩৸৶০ আনা, ৩০৵০, ২৭শে ৪৸৵০ আনা, ৪৷৶০, ২৮শে ৪৸৶০ ২৯শে ৪৸৵০। বেঙ্গল পেপার—২৫শে ১১৯৷০, ২৭শে ১২১৲, ২৯শে—১১৯৷০ ব্রিটানিয়া বিস্কুট—২৬শে—১০।৵০, ২৭শে ১০৲ টাকা, ১০।০। কলিকাতা সেফ ডিপোজিট—২৭শে ৬৷০ আনা, ৬৸০। কলিকাতা ট্রামওয়েজ (অর্ডি) —২৫শে ১৪৲, ২৭শে ১৪।/০। ডালমিয়া সিমেণ্ট (অর্ডি)—২৬শে ৮৲, ২৯শে ১০।৵০। ডানলপ রবার—২৫শে ৩৫৸৶০, ২৬শে ৩৫।০ আনা, ৩৫৷৵০ ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প—২৫শে ১৪৯৲ টাকা, ১৫২৲, ২৬শে ১৫২৲ টাকা ১৫৪৲, ২৭শে ১৫১৲ টাকা, ১৫০৷০ আনা, ১৫৩৲, ২৮শে ১৪৯৲ টাকা, ১৫১৲ টাকা—২৯শে ১৪৯৲ টাকা, ১৫২। মেদিনীপুর জমিদারী—২৫শে ৬৯৲ টাকা, ৭১৲, ২৬শে ৬৯৲ টাকা, ৭১, ২৭শে ৬৯৷০ আনা, ৭২৲, ২৯শে ৭১৷০। ওরিয়েণ্ট পেপার—২৫শে ৯৷০ আনা, ৯৸/০, ২৬শে ১০।০, ২৭শে ৯৷০ আনা, ৯৷৵০, ২৮শে ৯৷৵৯, ২৯শে ৯৷/০। রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ (অর্ডি)—২৭শে—১৫৸০। টিটাগড় পেপার (অর্ডি)—২৫শে ১৭৶০ আনা, ১৬৸৶০ আনা, ১৭৷০, ২৬শে ১৭।০ আনা, ১৭৸৶০ আনা, ১৮/০ আনা, ১৭।/০, ২৭শে ১৭৷৵০ আনা, ১৮৲ টাকা, ১৭৸৵০, ২৮শে ১৭।০ আনা, ১৭৷৵০ আনা, ১৭৶০, ২৯শে ১৭।৵০ আনা, ১৭৸৵০ আনা ১৬৷৶০।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২৯শে নবেম্বর

সম্প্রতি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ৬ কোটী পাটের থলের জন্য একটী অর্ডার পাওয়া গিয়াছে। ১৭৪১ সালের জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে সমপরিমাণ মাসিক কিস্তিতে এই থলে সরবরাহ করিতে হইবে। এই অর্ডারের প্রতি ১০০টী থলের দাম ১০৷০ আনা হারে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। উক্ত ৬ কোটী থলে প্রস্তুত করিতে ৬০ হাজার বেল পাট প্রয়োজন হইবে। এইরূপ অর্ডার আসার খবরে এ সপ্তাহে পাটের বাজার স্বভাবতঃই কিছু তেজী হইয়া উঠে। কিন্তু সেই তেজী ভাব স্থায়ী হয় নাই। দাম চড়িয়া যাওয়ার সঙ্গে বেশী পরিমাণ পাট বিক্রয় করিয়া দেওয়ার দিকে ব্যবসায়ীদের ঝোঁক দেখা যায়। ফলে দামও কিছু নামিয়া আসে। পাটকলওয়ালারা এখনও বিশেষ কিছুই পাট খরিদ করিতেছে না। চটকলসমূহের পক্ষ হইতে পাটের সর্ব্বনিম্ন মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া সম্পর্কে যে প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছে তদ্বিষয়েও এখন পর্য্যন্ত কিছুই স্থির হয় নাই। এই অবস্থায় পাটের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এখনও কেহই বিশেষ কোন আশা ভরসার ভাব পোষণ করিতে পারিতেছে না। সেজন্য পাটের থলের নূতন অর্ডারের খবরে বাজার চড়িয়াও শেষ পর্য্যন্ত আবার নামিয়া গিয়াছে।

গত ২২শে নবেম্বর আমরা যখন পাটের বাজারের সমালোচনা করিয়াছিলাম তখন ঐ তারিখে ফাটকা বাজারে পাটের দর সর্ব্বোচ্চে ৩৮৵০ আনা দাঁড়াইয়াছিল। গত ২৫শে নবেম্বর তাহা নামিয়া ৩৭৷০ আনা হয়। ২৭শে তারিখ পাটের থলের জন্য নূতন অর্ডার আসার খবরে ফাটকা বাজারে পাটের সর্ব্বোচ্চ দর ৩৯৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠে। কিন্তু পরে তাহা আবার নামিয়া যাইতে থাকে। নিম্ন ফাটকা বাজারের এ সপ্তাহের বিস্তারিত দর দেওয়া গেল ঃ—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
২৩শে নবেম্বর	৩৭৸৵০	৩৭৵০	৩৭।৵০
২৫শে নবেম্বর	৩৭৷০	৩৬৸০	৩৬৸৵০
২৬শে নবেম্বর	৩৭৷৵০	৩৬৸০	৩৭৷০
২৭শে নবেম্বর	৩৯৲	৩৭৷০	৩৮৵০
২৮শে নবেম্বর	৩৮৸৵০	৩৭৸০	৩৭৸৵০
২৯শে নবেম্বর	৩৮৸০	৩৭৷৵০	৩৮৷৵০

আলগা পাটের বাজারে এ সপ্তাহে বেচাকিনা বিশেষ কিছুই হয় নাই। মাত্র তোষা শ্রেণীর পাটের কিছু কাজকারবার হইয়াছে। পাকা বেল বিভাগে এ সপ্তাহে অপেক্ষাকৃত উৎসাহ ও তৎপরতা লক্ষিত হইয়াছে। আমেরিকা হইতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাটের ভালরূপ দাবীদাওয়া হইতেছে। এ সপ্তাহে ফাষ্ট শ্রেণীর পাট ৩৩।০ আনা দরে বিক্রয় হইতেছে।

থলে ও চট

এ সপ্তাহে থলে ও চটের দর ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর উঠানামা করিয়াছে। গত ২২শে নবেম্বর বাজারে ৯ পোর্টার চটের দর ১২।০ আনা ও ১১ পোর্টার চটের দর ১৬৷০ আনা ছিল। অদ্য বাজারে তাহা যথাক্রমে ১২।৵০ আনা ও ১৬।৶০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

খৈলের বাজার

কলিকাতা, ২২শে নবেম্বর

রেড়ির খৈল—এ সপ্তাহে স্থানীয় বাজারে রেড়ির খৈলের দর উপরের দিকে স্থির ছিল। মিলসমূহ প্রতি মণ রেড়ির খৈলের জন্য ৩৷০ আনা হইতে ৩৷৵০ আনা পর্য্যন্ত দাম দিতে প্রস্তুত ছিল। আড়তদারগণ প্রতি দুই মণী বস্তা খৈল ৭৷০ আনা হইতে ৭৸০ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছিলেন।

সরিষার খৈল—রেড়ির খৈলের মত এ সপ্তাহে সরিষার খৈলের বাজারও চড়া ছিল। মিলসমূহ প্রতি মণ খৈলের জন্য ২৶০ আনা হইতে ২।/০ আনা মণ দিতে প্রস্তুত ছিল। আড়তদারগণ প্রতি ২ মণী বস্তা খৈল ৪৸৵০ আনা হইতে ৫৵০ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছিল।

সোনা ও রূপা

কলিকাতা, ২৯শে নবেম্বর

এ সপ্তাহের মধ্যভাগে বোম্বাই সোনার বাজারে **স্বর্ণের মূল্য দুই** আনা **বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইহা** ব্যতীত সোনার বাজারের অবস্থার **কোনরূপ পরিবর্ত্তন** ঘটে নাই। ব্যবসায়ীবৃন্দের নিরুৎসাহ বশতঃ বোম্বাই বাজারে **সপ্তাহের প্রথমদিকে** সম্পূর্ণ মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। **কিন্তু লর্ড লোথিয়ান কর্ত্তৃক ইংলণ্ডের স্বর্ণ** তহবিল সম্পর্কে বক্তৃতার পর সপ্তাহের মধ্য—ভাগে **অল্পবিস্তর কর্ম্মব্যস্ততার সৃষ্টি** হয় এবং স্পট স্বর্ণের মূল্য ৪১৷৷৴৩ পাই হইতে ৪১৸৶৩ পাইয়ে উন্নীত হয়। কিন্তু ইহার পর অগ্রগতির আর কোন সাহায্যকারী কারণ পরিদৃষ্ট হইতেছে না। আমেরিকাগামী জাহাজের অভাবে বিনিময় ব্যাঙ্কসমূহও কোনরূপ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছে না। বোম্বাই বাজারে মজুদ স্বর্ণের পরিমাণ বর্ত্তমানে প্রায় ৫০,০০০ হাজার তোলা। অদ্য বোম্বাই বাজারে রেডি স্বর্ণের মূল্য ৪১৸৶৬ পাইয়ে বাজার বন্ধ হয়।

লণ্ডনের বাজারেও স্পট স্বর্ণের মূল্যে কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

অদ্য কলিকাতার দর ছিল প্রতি তোলা ৪১৷৷৴০ আনা।

রূপা

এ সপ্তাহে বোম্বাই রূপার বাজারে সম্পূর্ণ নিরুৎসাহ ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং মূল্যের দিক দিয়াও কতকটা অবনতির সূচনা দেখা যায়। অদ্যকার রেডি রূপার দর ছিল প্রতি ১০০ ভরি ৬২৷৷৶০। লণ্ডনের রূপার বাজারে গত কয়েক সপ্তাহ যাবত সমভাবে নিরুৎসাহই পরিদৃষ্ট হইতেছে। স্পট এবং ফরওয়ার্ড রূপা প্রতি আউন্স ২৩ পেন্সে নামিয়া আসিয়াছে।

কলিকাতায় প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর গিয়াছে ৬১।০ আনা এবং ঐ খুচরা দর ছিল ৬১৷৷০ আনা।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ২৯শে নবেম্বর

রপ্তানীযোগ্য—গত ২৫শে ও ২৬শে নবেম্বর কলিকাতায় চায়ের ২২নং নিলাম সম্পন্ন হয়। এই নিলামে মোট ৭ হাজার ৯৯৬ বাক্স রপ্তানীযোগ্য চা বিক্রয় হয়। পূর্ব্ব সপ্তাহে রপ্তানীযোগ্য চায়ের কোন বেচা কিনা না হওয়া সত্ত্বেও এ সপ্তাহে বাজারে বেশী পরিমাণে বিক্রয়োপযোগী চা উপস্থিত হয় নাই। এ সপ্তাহে চায়ের গড়পড়তা মূল্য এক আনা পরিমাণে চড়িয়া ছিল। ৸৶৬ পাইয়ের নিম্ন দরে বিশেষ কিছু চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হয় নাই। বাজারে আসাম চায়ের যোগান অপেক্ষাকৃত কম ও দার্জ্জিলিং চায়ের যোগান অপেক্ষাকৃত বেশী ছিল। দার্জ্জিলিং চায়ের দর অপেক্ষাকৃত চড়া ছিল। সাধারণ পিকো শ্রেণীর চায়ের দর ৷৷৯ পাই ছিল।

ভারতে ব্যবহারযোগ্য—ভারতে ব্যবহারযোগ্য চায়ের ভিতর এ সপ্তাহে সবুজ চায়ের বেশী রকম দাবী দাওয়া পরিলক্ষিত হইয়াছিল। উহার দামও চড়া হারে বলবৎ ছিল। বাজারে অপেক্ষাকৃত খারাপ শ্রেণীর চায়ের চাহিদা কম দেখা গিয়াছে। এবার গুড়া চা বেশী পরিমাণে কাটতি হইয়াছে। অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে ফ্যানিংস চায়ের চাহিদাই উল্লেখযোগ্য ছিল। সাধারণ পিকো শ্রেণীর চায়ের দর ।৬ পাই ছিল।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা ২৯শে নবেম্বর

এ সপ্তাহেও বোম্বাইয়ের বাজারে তূলার দর চড়া হারে বলবৎ ছিল। তবে শেষ দিকে লিভারপুল ও নিউইয়র্ক বাজারের অবস্থা অনেকটা নিরুৎসাহ-ব্যঞ্জক মনে হওয়ায় তূলা ব্যবসায়ীদের পক্ষ হইতে চলতি দামে বেশী পরিমাণে তূলা বিক্রয় করিয়া দেওয়ার একটা আগ্রহ পরিলক্ষিত হইয়াছে। কলওয়ালারা এ সপ্তাহে উল্লেখযোগ্যরূপ বেশী পরিমাণে তূলা খরিদ করিয়াছে। কলওয়ালারা যদি এইভাবে তূলা খরিদ করিতে থাকে এবং রপ্তানীযোগ্য তূলার চাহিদা যদি বর্ত্তমান হারে বলবৎ থাকে তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে তূলার দর আরও কিছু তেজী হইয়া উঠা অসম্ভব নহে। এ সপ্তাহে বরোচ তূলা এপ্রিল-মে ২০৮ টাকা, ওমরা ডিসেম্বর-জানুয়ারী ১৭৮৷৷০ আনায় এবং বেঙ্গল ডিসেম্বর-জানুয়ারী ১৪৫৷৷০ আনায় বিক্রয় হইয়াছে।

কাপড়

এ সপ্তাহে বিহার ও যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চল হইতে কাপড়ের বেশী চাহিদা হওয়ায় বাজারে কাপড়ের দর কিছু চড়িয়াছে। তবে দেশী কাপড়ের কলসমূহ এক্ষণে বেশী পরিমাণে কাপড় বিক্রয় করা সম্পর্কে তেমন কোন গরজ দেখাইতেছে না। অনেক কল বর্ত্তমানে সরকারী অর্ডার অনুযায়ী বস্ত্র সরবরাহ করিতে ব্যস্ত আছে। জাপানী বস্ত্রের বাজারে বর্ত্তমানে একটা মন্দার ভাব লক্ষিত হইতেছে। সুদূর প্রাচ্যে রাজনৈতিক গোলযোগ বৃদ্ধি পাইবে আশঙ্কায় বর্ত্তমানে এ বাজারে অগ্রিম বেচাকিনা একরূপ বন্ধ আছে। ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র ক্রমেই কম পরিমাণে কাটতি হইতেছে। ঐ বস্ত্রের দাম বৃদ্ধির সঙ্গে দেশী বস্ত্র ব্যবহারের দিকেই লোকের ঝোঁক দেখা যাইতেছে।

এ সপ্তাহে সূতার বাজারে দর অপেক্ষাকৃত চড়া ছিল। দক্ষিণ ভারতের তাঁতীদের পক্ষ হইতে এবার বেশী পরিমাণে মাঝারী ও মোটা সূতা ক্রয় করা হইয়াছে।

চিনির বাজার

কলিকাতা ২৯শে নবেম্বর

গত ৩।৪ সপ্তাহ যাবত চিনির মূল্যের যে অবনতির সূচনা হইয়াছে গত সপ্তাহেও তাহা রোধ হয় নাই। পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে মণপ্রতি প্রায় এক আনা মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে সুগার সিণ্ডিকেটের অধীনস্থ চিনির কলসমূহের চিনি সম্পর্কে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় নাই। বাঙ্গলার চিনির কলসমূহ ৭ই ডিসেম্বর মাড়াই আরম্ভ করিবে এরূপ ঘোষিত হইয়াছে। এই অবস্থায় বাঙ্গলার উৎপন্ন চিনির উপরই ব্যবসায়ীবৃন্দের মনোযোগ আকৃষ্ট হইতেছে। সিণ্ডিকেটের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান-সমূহ বাঙ্গলার কলসমূহের সহিত স্থানীয় বাজারে প্রতিযোগিতা করিবার জন্য নির্দ্ধারিত মূল্যের হার আরও হ্রাস করিতে বাধ্য হইবে এইরূপ ধারণা সৃষ্টি হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে চাহিদার পরিমাণও অত্যন্ত কম ছিল। মজুদ চিনির পরিমাণও বিশেষ হ্রাস পাইতেছে না—এদিকে বাঙ্গলার কলসমূহও সত্বরই উৎপাদন আরম্ভ করিবে। ইত্যাদি আলোচনায় চিনির মূল্য আশু উন্নতির আশা করা যায় না।

এ সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে মজুদ চিনির পরিমাণ ছিল প্রায় ৫২ হাজার বস্তা।

আলোচ্য সপ্তাহে কানপুর চিনির বাজারের অবস্থা সম্পূর্ণ অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

বোম্বাইয়ে মহারাষ্ট্র চিনির প্রতিযোগিতার ফলে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চিনির মূল্য মণকরা প্রায় ছয় আনা এবং নীরস চিনির মূল্য প্রতিমণ প্রায় চারি আনা হ্রাস পাইয়াছে।

চামড়ার বাজার

কলিকাতা, ২৯শে নবেম্বর

এ সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে ছাগলের চামড়া, আর্দ্র লবণাক্ত গরুর চামড়ার ভালরূপ দাবী দাওয়া পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং দরও পূর্ব্বহারে স্থির দেখা গিয়াছে।

ছাগলের চামড়া—পাটনা ১ লক্ষ ৬ হাজার টুকরা ৫৫ টাকা হইতে ৭০ টাকা দরে বিক্রয় হয়। ঢাকার—দিনাজপুর ৯৪ হাজার ৮০০ শত টুকরা ৭০ টাকা হইতে ৯৫ টাকা দরে বিক্রয় হয়। আর্দ্র লবণাক্ত চামড়া ৩৪ হাজার ৬০০ টুকরা ৬০ টাকা হইতে ১১০ টাকা দরে বিক্রয় হয়। বাজারে গত ২৬শে নবেম্বর ১ লক্ষ ২৫ টুকরা পাটনা চামড়া বিক্রয়ার্থ মজুদ ছিল।

গরুর চামড়া—ঢাকা—দিনাজপুর লবণাক্ত ২০০ টুকরা ৫॥৵০ আনা দরে বিক্রয় হয়। আর্দ্র লবণাক্ত ১৮ হাজার ৪০০ টুকরা ৶৯ পাই হইতে ॥৵৬ পাই দরে বিক্রয় হইয়াছে। বাজারে গত ২৫শে নবেম্বর ঢাকা—দিনাজপুর লবনাক্ত ১ হাজার ৯০০ টুকরা বিক্রয়ার্থ মজুত ছিল।

মসল্লার বাজার

কলিকাতা, ২৯শে নবেম্বর

	প্রতি মণ
হরিদ্রা	৮॥০ ৯॥০১২৲
জিরা	২৩৸০ ২৫॥০ ২৭৲
মরিচ	১২।০ ১২॥০ ১৩৲
ধনে	৫॥০ ৬৲ ৬॥০
লঙ্কা	১১।০ ১১॥০
সরিষা	৫॥০ ৬৲ ৭৲
মেথি	৪৸৵০ ৫।০ ৫॥০
কালজিরা	৯৲ ৯॥০ ১০॥০
পোস্ত দানা	৯।০ ১০॥০ ১১॥০
দেশী সুপারী	১০॥০ ১১॥০ ১২৲
জাহাজী কাটা সুপারী	১১॥০ ১১৸০ ১২৲
পিনাং কেশুয়া	১০।০ ১০॥০
পার্ল কেশুয়া	৯৲ ৯৸০ ১০৲
জাভা কেশুয়া	১০।৵০ ১১৲
কেশুয়া ফ্লাওয়ার	৭॥০ ৮॥০ ১০॥০
ছোট এলাচ (প্রতি সের)	৩৸০ ৬৲
বড় এলাচ	২৫৲ ৩২৲
লবঙ্গ	৫৪৲ ৫৬৲
দারুচিনি	৩৩॥০ ৩৫॥০
গুটী খয়ের	১৬॥০ ১৭॥০ ১৮॥০
কাগজী বাদাম	৪৩৲
কিসমিস	১৫॥০ ১৬॥০
হিং (প্রতি সের)	২৲ ৩৲ ৫॥০
বাগমারী সাবান	৮॥০ ৯॥০ ১০॥০
কর্পূর (প্রতি সের)	৭৸০
মধু	১২৲ ১৩৲
ধুপ	১০৲ ১০॥০
মৌরী	১০॥০ ১২॥০ ১৩॥০
জ্যৈষ্ঠমধু	১১৲ ১২৲ ১৩৲

৩য় বর্ষ, ২য় খণ্ড | কলিকাতা, ৯ই ডিসেম্বর, সোমবার ১৯৪০ | ৩০শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

অষ্ট্রেলিয়ায় শিল্পের প্রসার

যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষে বিবিধপ্রকার নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা এবং প্রচলিত শিল্পগুলির উন্নতি ও প্রসারের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে একথা বলিলেই ভারতবর্ষস্থিত বৃটীশ স্বার্থের সমর্থকগণ এরূপ একটা মনোভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন যে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের বিপদের সুযোগে নিজের লাভের পন্থা খুঁজিতেছে। যুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষ যাহাতে শিল্পের ব্যাপারে কোন উন্নতি লাভ করিতে না পারে এবং যুদ্ধাবসানে বৃটীশ শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ যাহাতে ভারতবর্ষের বাজারে পূর্ব্বের মত মালপত্র বিক্রয় করিয়া লাভবান হইতে পারে তজ্জন্যই যে বর্ত্তমানে ভারতীয় শিল্পপ্রচেষ্টাকে নিরুৎসাহ করা হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষ বর্ত্তমান যুদ্ধের কোন সুবিধালাভ করিতে সমর্থ না হইলেও বৃটীশ সাম্রাজ্যভুক্ত অন্যান্য দেশগুলি এই সুযোগ পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ অষ্ট্রেলিয়ার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত উক্ত দেশে সংবাদপত্রের উপযোগী কাগজ, কলকব্জা প্রস্তুতের যন্ত্রপাতি (machine tool), এলয় ষ্টিল, এলুমিনিয়াম, কৃত্রিম এমোনিয়া, কাঁচা লোহা, ক্যানভাস, দড়ি, টায়ার, ওয়াটারপ্রুফ, কৃষিকার্য্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, বেতার যন্ত্র, বৈদ্যুতিক মোটর, বৈদ্যুতিক বিবিধ যন্ত্র, এরোপ্লানের ইঞ্জিন, কার্পেট প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুতের জন্য অগণিত কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এইসব কারখানা স্থাপন করিতে মোট মূলধন লাগিয়াছে ১ কোটী ৬৫ লক্ষ পাউণ্ড এবং উহার মধ্যে পুরাতন কারখানাগুলির সম্প্রসারণের জন্য ৬৫ লক্ষ পাউণ্ড এবং নূতন কারখানা স্থাপনের জন্য ১ কোটী পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে। এইসব নূতন কারখানা স্থাপনের ফলে অষ্ট্রেলিয়াতে বহু সংখ্যক ব্যক্তির কর্ম্মের সংস্থান হইয়াছে। গত ১৯৩২ সালে অষ্ট্রেলিয়ার সমস্ত কারখানতে ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার মজুর ছিল এবং উহারা বৎসরে মোট ৫ কোটী ৬০ লক্ষ পাউণ্ড বেতন পাইত। কিন্তু বর্ত্তমানে শিল্পোন্নতির ফলে উক্ত দেশের কারখানা-সমূহে মজুরের সংখ্যা ৬ লক্ষ এবং উহাদের বেতনের পরিমাণ ১১ কোটী পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছে। স্বল্প সময়ের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া শিল্পের ব্যাপারে যে প্রকার উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহাতে বর্ত্তমান যুদ্ধের শেষে উহা পৃথিবীর শিল্প-প্রধান দেশগুলির অন্যতম হইয়া দাঁড়াইবে বলিয়া মনে হয়।

যুদ্ধের সময়ে অষ্ট্রেলিয়া শিল্পোন্নতির জন্য যে সাড়ে ষোল কোটী পাউণ্ড বিনিয়োগ করিয়াছে তাহার মধ্যে উক্ত দেশের গবর্ণমেণ্ট কত টাকা সাহায্য করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে কোন নির্ভরযোগ্য সংবাদ প্রকাশিত হয় নাই। তবে অষ্ট্রেলিয়ার গবর্ণমেণ্ট উক্ত দেশের শিল্পোন্নতির ব্যাপারে বরাবর যেভাবে মুক্তহস্তে অর্থসাহায্য করিয়া আসিতেছেন তাহাতে বর্ত্তমান সুযোগ যে তাঁহারা পূর্ণভাবে কাজে খাটাইতেছেন তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

ভারতের অবস্থা

অষ্ট্রেলিয়া ছাড়িয়া ভারতবর্ষের দিকে তাকাইলে ভারত সরকারের মনোভাবে কি বিরাট পার্থক্যই না দৃষ্টিগোচর হয়! যুদ্ধের পরে আজ পর্য্যন্ত এদেশে কোন নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা বা প্রচলিত শিল্পের উন্নতির জন্য ভারত সরকার কাহাকেও একটী পয়সা সাহায্য বা ঋণ দিয়াছেন বলিয়া আমরা শুনি নাই। এই ধরণের সাহায্য ছাড়াও

এদেশে বহু প্রকার শিল্পের প্রসার হইতে পারিত। কারণ এদেশে বহু ব্যবসায়ী রহিয়াছেন যাহারা নিজের হাত হইতে অথবা অল্প দশ জনের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিয়া দেশে শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিবার সামর্থ্য রাখেন। কিন্তু যুদ্ধের পরে যখন এই সব শিল্প পৃথিবীর সকল দেশের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইবে সেই সময়ে এইসব শিল্পকে গবর্ণমেণ্ট সংরক্ষণ শুল্কের সাহায্য প্রদান করিবেন—ভারত সরকারের নিকট হইতে এরূপ কোন সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি না পাওয়াতে ঐ সব ব্যবসায়ী শিল্পের জন্য অর্থ ঢালিতে সাহস পাইতেছেন না। স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়ারের উদ্যোগে এদেশে মোটরযান প্রস্তুতের জন্য কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে বিদেশী মোটরযানের উপর যে হারে আমদানী শুল্ক আদায় করা হইতেছে ২০ বৎসর কাল পর্য্যন্ত তাহা বজায় রাখা হইবে—গবর্ণমেণ্ট এরূপ পর্য্যন্ত প্রতিশ্রুতি দিতে রাজী হন নাই। ফলে এই পরিকল্পনা আর বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। সিন্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানী ভিজাগাপটমে জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট কিছু যন্ত্রপাতি ও কতিপয় বিশেষজ্ঞ কারিগর চাহিয়াছিলেন। কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহাতে কবুল জবাব দিয়াছেন। এইরূপ আরও বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। অষ্ট্রেলিয়াতে বর্ত্তমানে যে সব নূতন নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটি শিল্পের পক্ষে এদেশে অধিকতর সুযোগ রহিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার তুলনায় এদেশে কাঁচামাল অনেক সুলভ। দক্ষ কারিগরেরও এদেশে কোন অভাব নাই। শিল্পের জন্য অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসীবর্গ যে পরিমাণ মূলধন সরবরাহে সমর্থ ভারতবাসী তাহা অপেক্ষা অনেক বেশীগুণ মূলধন প্রদান করিতে পারে। ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে এইসব শিল্পজাত দ্রব্যের কাটতির পক্ষে যে ব্যাপক ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে অষ্ট্রেলিয়াতে তাহার কিছুই নাই। এইসব সত্ত্বেও অষ্ট্রেলিয়া যে আজ এক বৎসর কালের মধ্যে এত উন্নতি লাভ করিতে পারিল এবং ভারতবর্ষ যে কোন সুবিধাই করিতে পারিল না তাহার কারণ দেশের রাজশক্তির নিশ্চেষ্টতা ও অনেক ক্ষেত্রে বিরুদ্ধাচরণ। সুতরাং সমস্যাটা অর্থনীতিক নহে—উহা সম্পূর্ণ রাজনীতিক। দেশের রাজনীতিক সমস্যার একটা মীমাংসা না হইলে দেশে শিল্পের প্রসার এবং জনসাধারণের অর্থনীতিক উন্নতির আশা সুদূরপরাহত।

ভারতে বিমানপোত নির্ম্মাণের শিল্প

বর্ত্তমান সময়ে ভারতে যে কয়টি বৃহদাকার শিল্প গড়িয়া তোলার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ও সুযোগ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে তাহার মধ্যে বিমানপোত নির্ম্মাণের শিল্প অন্যতম। যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে এদেশে ঐ শিল্প প্রতিষ্ঠার বিষয় কার্য্যকরীভাবে আলোচিত হইতেছে। সিন্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানীর চেয়ারম্যান মিঃ বালচাঁদ হীরাচাঁদ এ সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণে অগ্রণী হইয়াছেন। তাঁহার চেষ্টায় ব্যাঙ্গালোরে বিমানপোত নির্ম্মাণের প্রাথমিক বিধিব্যবস্থাও ইতিমধ্যে আরম্ভ হইয়াছে। তাহা ছাড়া সুবিখ্যাত টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীও বিমানপোত শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আগ্রহশীল হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্ত্তমানে এইরূপ আয়োজন ফলবতী হওয়া সম্বন্ধে ক্রমেই একটা অন্তরায় সৃষ্টি হইতেছে। বিমানপোত নির্ম্মাণের মত বৃহদাকার শিল্প স্থাপন করিতে হইলে দেশের গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ও সহযোগিতা বিশেষভাবে প্রয়োজন। প্রথমে দেশীয় কোম্পানীর দ্বারা এই শিল্প প্রতিষ্ঠার কথায় ভারত গবর্ণমেণ্ট ভালরূপ সাড়া দিয়াছিলেন। মিঃ বালচাঁদ হীরাচাঁদের সহিত কর্ত্তৃপক্ষদের একাধিকবার সাক্ষাৎভাবে আলোচনাও হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট কারখানার উপযোগী যন্ত্রপাতি সংগ্রহ সম্বন্ধে সাহায্য করিয়া ও কারখানা স্থাপিত হইলে উৎপন্ন বিমানপোত প্রভৃতি ক্রয় করিয়া উদ্যোক্তাদিগকে উৎসাহিত করিতে প্রস্তুত আছেন বলিয়াও খবর প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে ভারত গবর্ণমেণ্ট সেরূপভাবে আর এই দেশীয় প্রচেষ্টাকে সাহায্য করিবার কথা বিবেচনা করিতেছেন না। সম্প্রতি নানাদিক দিয়া গবর্ণমেণ্টের এই উপেক্ষা ও উদাসীনতার ভাব এতদূর পরিস্ফুট হইয়াছে যে বিমানপোত শিল্পের উদ্যোগীরা এখন তাঁহাদের প্রচেষ্টা সম্পর্কে স্বভাবতঃই নিরাশ হইয়া পড়িতেছেন।

সম্প্রতি বোম্বাইয়ের 'কমার্স' পত্রে প্রকাশ—ভারত গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডের দুই একটি বিমানপোতের কারখানা ভারতবর্ষে স্থানান্তরিত করিয়া নিজেরা তাহা পরিচালনা করিবার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। একদিকে জার্ম্মাণ বিমানের আক্রমণ হইতে ইংলণ্ডের বিমানপোত কারখানা রক্ষা করা এবং অপরদিকে ভারতবর্ষে বিমানপোত নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করাই উহার উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু উদ্দেশ্য যাহাই হউক এই খবরে ভারতে বিমানপোত নির্ম্মাণ প্রচেষ্টা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান উপেক্ষা ও উদাসীনতার কারণ কতকটা অনুমান করা যায়। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা বা লোকের সম্মিলিত প্রচেষ্টার উপর নির্ভর না করিয়া এদেশে রাষ্ট্র পরিচালনায় কোন বৃহদাকার শিল্প গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা হইলে তাহাতে আমাদের আপত্তি করিবার কিছু নাই। কিন্তু বর্ত্তমানক্ষেত্রে সরকারী চেষ্টার স্বরূপ ও তাৎপর্য্য তাহা নহে। যতদূর মনে হয় যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বৃটিশ সরকারের প্রতিভূ হইয়া তাঁহাদের দুই একটি বিমানপোত কারখানা ভারতে চলতি অবস্থায় রাখা এবং যুদ্ধের শেষে সুসময় বুঝিয়া তাহা পুনরায় ইংলণ্ডে চালান দেওয়ার বিষয়ই ভারত গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন। আর এইভাবেই যুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ডকে বিমানপোত দিয়া সহায়তা করা যাইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট এদেশে স্থায়ী কারখানা স্থাপন সম্পর্কে কোন দেশীয় কোম্পানীকে সাহায্য করিতে চাহেন না। ইহা সত্য হইলে এদেশবাসীদের পক্ষে তাহা বিশেষ দুঃখ ও ক্ষোভের বিষয় সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত অষ্ট্রেলিয়া ও কানাডা প্রভৃতি দেশসমূহ সমরোপকরণ তৈয়ারের শিল্প, যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ শিল্প ও বিমানপোত শিল্প সম্বন্ধে যথেষ্ট অগ্রগতি দেখাইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশের গবর্ণমেণ্ট শিল্পসাধনা বিষয়ে প্রয়োজনানুরূপ সাহায্য ও সহায়তা করিতেছেন না বলিয়া সেরূপ কোন অগ্রগতি মোটেই সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে না।

পাঞ্জাবের বিক্রয়-কর

বাঙ্গলা দেশের ন্যায় পাঞ্জাবেও একটি বিক্রয়-কর ধার্য্য করিবার জন্য তোড়জোড় আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু পাঞ্জাবের বিক্রয়-করের নীতি ও কর্ম্মপন্থার সহিত বাঙ্গলার বিক্রয়-করের আকাশ-পাতাল প্রভেদ রহিয়াছে। বাঙ্গলায় যাহাদের বিক্রয়ের পরিমাণ ২০ হাজার টাকা বা তদূর্দ্ধে তাহাদের উপর ট্যাক্স ধরা হইবে—পাঞ্জাবে যাহাদের বৎসরে বিক্রয়ের পরিমাণ ৫ হাজার টাকা তাহারাও এই ট্যাক্স হইতে অব্যাহতি পাইবে না। কিন্তু পাঞ্জাবে বিক্রয়ের উপর শতকরা ২৷৩ টাকা ট্যাক্স না ধরিয়া ৫ হইতে ১০ হাজার টাকার বিক্রয়ের উপর বৎসরে ১০ টাকা এবং ১০ হাজার হইতে ২০ হাজার টাকা বিক্রয়ের উপর বৎসরে ৪০ টাকা ট্যাক্স ধরা হইবে। যাহাদের বিক্রয়ের পরিমাণ বৎসরে ২০ হাজার টাকার ঊর্দ্ধে তাহাদের উপর হাজার করা আড়াই টাকা মাত্র ট্যাক্স বসিবে। পাঞ্জাবে যদিও অপেক্ষাকৃত 'খুচরা' ব্যবসায়ীদের উপর ট্যাক্স ধরা হইতেছে তথাপি উহা সমর্থনযোগ্য। কারণ ট্যাক্সের পরিমাণ যথাসম্ভব কম করিয়া

ধরা হইতেছে। ২০ হাজার টাকার অধিক বিক্রয়ের উপর পাঞ্জাবে যে ট্যাক্স ধরা হইয়াছে তাহা বাঙ্গলায় প্রস্তাবিত ট্যাক্সের ৮ গুণ। বাঙ্গলা সরকারের টাকার খাকতি বেশী হইতে পারে—অমিতব্যয়িতার পরিণামই এই। কিন্তু ব্যবসায়ে লাভ-ক্ষতি যাহাই হউক না কেন ব্যবসায়ীদের বিক্রয়ের পরিমাণ ২০ হাজার টাকা হইলেই তাহার উপর শতকরা ২।৩ টাকা হারে ট্যাক্স বসাইয়া দেশের ব্যবসাবাণিজ্যের সর্ব্বনাশ করা বুদ্ধিমানের কাজ নহে। বিক্রয়-কর সম্বন্ধে বিবেচনার জন্য যে সিলেক্ট কমিটি বসিয়াছে পাঞ্জাবের বিক্রয়-কর বিলের প্রতি আমরা তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি।

ভারত সরকারের অহেতুক আতঙ্ক

যুদ্ধের সময়ে শত্রুপক্ষ যাহাতে প্রতিদ্বন্দ্বীর কোন দুর্ব্বলতার সন্ধান না পায় তজ্জন্য যুদ্ধরত প্রত্যেক জাতিই নিজ নিজ দেশ সম্বন্ধে অনেক সংবাদের প্রকাশ বন্ধ রাখিতে বাধ্য হয়। সেই হিসাবে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে ইংলণ্ড সম্বন্ধে অনেক সংবাদের প্রকাশ বন্ধ রাখিয়াছেন। কিন্তু আটলাণ্টিক এবং সীমাবদ্ধভাবে প্রশান্ত মহাসাগরে শত্রুপক্ষীয় যুদ্ধ জাহাজের আক্রমণের ফলে এবং যুদ্ধ সম্পর্কিত অন্যান্য কারণে ইংলণ্ডের বহির্ব্বাণিজ্য অনেকটা সঙ্কুচিত হইলেও বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট উহার বিবরণ জগৎ সমক্ষে প্রকাশ করিতে কোন দ্বিধা করিতেছেন না। সম্প্রতি বৃটীশ বেতার বিভাগ এবং রয়টার—এই উভয়ের মারফতে এদেশে এরূপ সংবাদ আসিয়াছে যে গত সেপ্টেম্বর মাসের তুলনায় অক্টোবর মাসে ইংলণ্ড হইতে বিদেশে রপ্তানীর পরিমাণ ১০ কোটী ৩৩ লক্ষ টাকা কমিয়া গিয়াছে এবং বিদেশ হইতে আমদানীর পরিমাণ ৬ কোটী টাকা বাড়িয়াছে। কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এই ব্যাপারে যতটা সাহস দেখাইতে সমর্থ হইতেছেন ভারত সরকার তাহাও দেখাইতে ভীত হইতেছেন। ভারতবর্ষের বহির্ব্বাণিজ্য সম্বন্ধে গত আগষ্ট মাসের রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর হইতে এই বিষয়ে আর কোন সংবাদ দেশবাসীকে জানিতে দেওয়া হইতেছে না। গত ৩ মাসের মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী এবং বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানীর পরিমাণ কি ভাবে হ্রাস বৃদ্ধি হইতেছে তাহা দেশের লোক কিছুই অবগত নহে। অথচ এদেশের লক্ষ লক্ষ ব্যবসায়ী আমদানী-রপ্তানীর হিসাব হইতেই নিজেদের ব্যবসায় নীতি নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। ভারতবর্ষ রপ্তানী বাণিজ্যের উপর এত নির্ভরশীল এবং রপ্তানীর মধ্যে কাঁচা মালের আধিক্য এত বেশী যে দেশের কৃষক সম্প্রদায়ও রপ্তানীর দিকে চাহিয়াই নিজেদের কার্য্যনীতি স্থির করে। কিন্তু এই সমস্ত ব্যাপারে দেশবাসীকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখা হইতেছে। যেখানে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট দেশের বহির্ব্বাণিজ্যের হিসাব প্রকাশ করিতে দ্বিধা করিতেছেন না সেখানে ভারত সরকারের এই হিসাব প্রকাশ করিতে কেন যে এত আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে তাহা বুঝা দুষ্কর।

এই সম্পর্কে একটী বিষয় আমাদের জিজ্ঞাস্য আছে। ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য সম্বন্ধে কোন বিবরণ সাধারণে প্রকাশিত হইবে না বলিয়া আজ পর্য্যন্ত ভারত সরকারের তরফ হইতে কোন কিছু বলা হয় নাই। গত সপ্তাহের ট্রেড জার্ণেল পত্রে (যাহা ৩।৪ সপ্তাহকাল বন্ধ থাকিয়া পুণরায় প্রকাশিত হইতেছে) দেখা গেল যে ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ হইতে অক্টোবর মাসের বহির্ব্বাণিজ্যের বিবরণসহ একটী রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে—কিন্তু উক্ত পত্রে এরূপ জানান হইয়াছে যে এই রিপোর্ট বর্ত্তমানে কিনিতে পাওয়া যাইবে না (not now available on sale). উহার দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে। তাহা এই যে এই রিপোর্ট বর্ত্তমানে বিক্রয় করা হইবে না—অথবা উহা এখন আর কিনিতে পাওয়া যায় না। উহার মধ্যে কোন কথা সত্য? আমরা যতদূর জানি তাহাতে গত আগষ্ট মাসের রিপোর্টের পরে যে দুই মাসের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা কোন দিনই সাধারণের নিকট বিক্রয় করা হয় নাই। বাণিজ্য বিভাগ এই সম্বন্ধে একটী বিজ্ঞপ্তিপত্র প্রকাশ করিয়া মনের কথা প্রকাশ করিলে দোষ কি?

দেশীয় তুলার সমস্যা

যুদ্ধের ফলে ভারতীয় কৃষিপণ্যের রপ্তানী হ্রাসহেতু উহার মূল্য কমিয়া যাওয়ায় দেশে আর্থিক সঙ্কটের যে আশঙ্কা দেখা দিয়াছে তাহার প্রতিকারকল্পে ভারত সরকার কিছুদিন পূর্ব্বে রপ্তানীযোগ্য কৃষিপণ্যের উৎপাদন হ্রাস এবং রপ্তানীযোগ্য পণ্যের পরিবর্ত্তে অন্যান্য প্রকার কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন করার এক প্রস্তাব করেন। এই সম্পর্কে সম্প্রতি বোম্বাই মিলওনার্স এসোসিয়েশন যে বিবৃতি দিয়াছেন ভারতীয় তুলাচাষীর স্বার্থের দিক হইতে তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ভারতীয় তুলাচাষীর পক্ষে ভারত সরকারের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা ক্ষতিকর হইবে এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া এসোসিয়েশন এই সমস্যা সমাধানের জন্য কয়েকটী পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রথমতঃ ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহে উৎপন্ন সূতা এবং বস্ত্রাদি যাহাতে অধিক পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হইতে পারে তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টকে উপযুক্ত সাহায্য এবং সুবিধা প্রদান করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে আমেরিকায় তুলা রপ্তানীর উপর যেরূপ সরকারী আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা আছে বস্ত্র রপ্তানী সম্পর্কেও ভারত সরকারকে এরূপ আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত ভারতের ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত তুলার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বৃটীশ গবর্ণমেণ্টকে ক্রয় করার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ সামরিক প্রয়োজনে প্রস্তুত বস্ত্রাদি যাহাতে ভারতীয় তুলায় প্রস্তুত হয় তদ্বিষয়ে সরবরাহ বিভাগ এবং ষ্টোর্স ডিপার্টমেণ্টের দৃঢ়তা অবলম্বন করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহে বেশী পরিমাণ বস্ত্রাদি সরবরাহের অর্ডার দিলেই প্রকৃতপক্ষে এই ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইতে পারে। এসোসিয়েসনের অভিমত এই যে উপরোক্ত প্রস্তাবসমূহ কার্য্যকরী হইলে ভারতীয় তুলার চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে এবং মূল্য বৃদ্ধির দরুণ তুলাচাষীও উপকৃত হইবে।

ভারতবর্ষ হইতে যে সমস্ত কৃষিপণ্য রপ্তানী হইয়া থাকে তন্মধ্যে মূল্য এবং পরিমাণের দিক দিয়া তুলার স্থান সর্ব্বপ্রধান। পশ্চিম, দক্ষিণ এবং মধ্যভারতের কোটী কোটী কৃষকের ইহাই একমাত্র সম্বল। তুলার মূল্যবৃদ্ধির জন্য মিলওনার্স এসোসিয়েসন যে সমস্ত প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা খুবই যুক্তিপূর্ণ। ভারতসরকার এই সমস্ত প্রস্তাব সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিয়া কৃষক সম্প্রদায়ের প্রতি বহু বিঘোষিত দরদের প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারেন। কিন্তু ল্যাঙ্কাশায়ারের স্বার্থ ক্ষুন্ন করিয়া মিলওনার্স এসোসিয়েসনের এই প্রস্তাব ভারতসরকারের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হইবে কি?

পেট্রলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ

যুদ্ধের প্রয়োজনে এদেশে পেট্রল এবং অন্যান্য মোটর স্পিরিটের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার বিষয় ভারত সরকারের বিবেচনাধীন আছে বলিয়া কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে এই সম্পর্কে আগামী ২০শে জানুয়ারী নয়া দিল্লীতে ভারত সরকার এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দের মধ্যে আলোচনা হইবে। বর্ত্তমানে পেট্রলের ব্যবহার হ্রাস করা এই আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়; ভবিষ্যতে কোনও সময়ে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে যে সমস্ত তথ্যতালিকার আবশ্যক হইবে তৎসম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্যই উক্ত সম্মেলন আহ্বান করা হইয়াছে বলিয়া ভারত সরকারের পক্ষ হইতে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। সামরিক প্রয়োজনে পেট্রলের ব্যবহার সীমাবদ্ধ করা হইলে ইহার বিরুদ্ধে বক্তব্য কিছু নাই। তবে স্বাভাবিক এবং প্রয়োজনীয় কাজকর্ম্মের পক্ষে ইহা যাহাতে ক্ষতিকর না হয় তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে প্রকাশিত সংবাদে কথিত হইয়াছিল যে এই ব্যাপারে চিকিৎসক সম্প্রদায় সম্পর্কে বিশেষ বিবেচনা করা হইবে। এই প্রসঙ্গে আমরা বাস সার্ভিসের কথাও উল্লেখ করা কর্ত্তব্য মনে করি। বর্ত্তমানে ছোট বড় সহরসমূহে এবং পল্লীগ্রামেও বাস সার্ভিস প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সহর হইতে ৪।৫ মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও বহু লোক বাসে চড়িয়া দৈনন্দিন কাজকর্ম্মোপলক্ষে সহরে যাতায়াত করিয়া থাকে। বাস কোম্পানীসমূহও যদি পেট্রলের ব্যবহার হ্রাস করিতে বাধ্য হয় তবে বাসের যাতায়াত হ্রাস পাইতে পারে এবং ইহাতে জনসাধারণের পক্ষে বিশেষ অসুবিধা হওয়ার কথা। পেট্রল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ কোনও সময়ে কার্য্যকরী করা বিবেচিত হইলে বাস সার্ভিসসমূহকে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হইতে সম্পূর্ণ বহির্ভূত রাখিতে আমরা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি।

যথা পূর্ব্বং তথা পরং

বর্ত্তমান সময়ে পাটের মূল্য অস্বাভাবিকরূপে কমিয়া যাওয়াতে উহার প্রতিরোধ সম্বন্ধে ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণের জন্য গত ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে দিল্লীতে একটা বৈঠক বসিয়াছিল। ঐ বৈঠকে বাঙ্গলা, আসাম ও বিহার—এই তিনটি পাট উৎপাদনকারী প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট, ভারত গবর্ণমেণ্ট এবং চটকলওয়ালা সমিতির প্রতিনিধিবর্গ যোগদান করিয়াছিলেন। বৈঠকের পূর্ব্বে একথা শুনা গিয়াছিল যে, বর্ত্তমান বৎসরে উৎপন্ন পাটের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ যাহাতে বাঙ্গলা সরকার ক্রয় করিয়া রাখিতে পারেন তজ্জন্য ৬ কোটি টাকার ব্যবস্থা এবং বাঙ্গলার ন্যায় আসাম ও বিহার গবর্ণমেণ্টও যাহাতে আগামী বৎসর হইতে বাধ্যতামূলকভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ করেন তাহাই এই বৈঠকের প্রধান আলোচ্য বিষয় হইবে। কিন্তু ৫ই ডিসেম্বর তারিখে বৈঠক শেষ হইবার পর দিল্লী হইতে এই বিষয়ে যে ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বাঙ্গলা সরকার কর্ত্তৃক ৬ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ এবং আসাম ও বিহার কর্ত্তৃক বাঙ্গলার ন্যায় পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের কোন উল্লেখ নাই। ইস্তাহারে যাহা বলা হইয়াছে তাহার সারমর্ম্ম এই যে—চটকল সমিতি ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন শ্রেণীর পাটের যে সর্ব্বনিম্ন মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন সেই মূল্য অনুযায়ী তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পাট ক্রয় করিবেন। যদি চটকল সমিতির অন্তর্ভুক্ত চটকলসমূহ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পাট ক্রয় করিতে অসমর্থ হয় তাহা হইলে উহারা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের যে পরিমাণ কম পাট ক্রয় করিবে তাহা বাঙ্গলা সরকার ক্রয় করিয়া রাখিবেন। ইস্তাহারে উহাও বলা হইয়াছে যে ইতিপূর্ব্বে চটকল সমিতি পাটের লো-বটম নামক যে এক নূতন শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন তাহা পরিত্যক্ত হইবে এবং বটম শ্রেণীর পাট অপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণীর পাট ক্রয়ের ব্যাপারে পাটের মূল্য, পরিমাণ ও সময় সম্বন্ধে চটকল সমিতির কোন বাধ্য-বাধকতা থাকিবে না। দিল্লী বৈঠকের ফলাফল সম্বন্ধে এই ইস্তাহার পাঠ করিলে মনে হয় যে পাটক্রয় সম্বন্ধে চটকল সমিতির সহিত একটা বুঝাপড়া ছাড়া এই বৈঠকে আর কোন কাজই হয় নাই। এজন্য দিল্লীতে ভারত সরকারের উদ্যোগে একটা বৈঠক আহ্বান করিয়া মন্ত্রীদের রাহাখরচ ইত্যাদিতে এত অর্থব্যয় করিবার কি প্রয়োজন ছিল তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। পাটক্রয় সম্বন্ধে চটকল সমিতির সহিত একটা বুঝাপড়াই যখন উহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তখন কলিকাতাতেও এই বৈঠক হইতে পারিত।

যাহা হউক এই বৈঠকের ফলে পাটচাষীর দুরবস্থার কতটা প্রতিকার হইল এবং উহাদের পক্ষে কিছু অধিক মূল্যে পাট বিক্রয় করিবার কতটা সম্ভাবনা ঘটিল তাহাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। দিল্লী বৈঠকের পরে যে ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে তাহাই যদি এই সম্পর্কে শেষ কথা হইয়া থাকে তাহা হইলে বলিতে হয় যে অবস্থা যথা পূর্ব্বং তথা পরং রহিয়া গেল। চটকলসমূহ একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পাট ক্রয় করিতে রাজী হইয়াছে এবং উহারা যদি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পাট ক্রয় করিতে সমর্থ না হয় তাহা হইলে বাঙ্গলা সরকার পাট ক্রয় করিয়া উহা পূরণ করিয়া দিবেন—এরূপ বলা হইতেছে বটে। কিন্তু কত দিনের মধ্যে কি পরিমাণ পাট ক্রয় করা হইবে তাহা এখনও কিছুই জানান হয় নাই। আমরা গত ২৫শে নবেম্বর তারিখে এরূপ বলিয়াছিলাম যে গত বৎসরের জের হিসাবে ৫ লক্ষ বেল পাট লইয়া এবার বাজারে মোট যে ১ কোটি ৩১ লক্ষ বেল পাট বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইয়াছে তাহার মধ্যে ঐ সময় পর্য্যন্ত চটকলসমূহ মাত্র ২৩ লক্ষ বেল পাট খরিদ করিয়াছে। উহার পরে চটকলসমূহ আরও ২।৩ লক্ষ বেল পাট খরিদ করিয়া থাকিবে। এদিকে সরকারী হিসাব হইতে জানা যাইতেছে যে গত ২৬শে অক্টোবর পর্য্যন্ত কলিকাতা ও চট্টগ্রাম বন্দরের মধ্য দিয়া মাত্র আড়াই লক্ষ বেল পাট বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। কাজেই খুব বেশী করিয়া ধরিলেও বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ৪ লক্ষ বেলের বেশী পাট বিদেশে রপ্তানী হয় নাই। সুতরাং বিদেশে রপ্তানী ও চটকলসমূহ কর্ত্তৃক ক্রীত পাটের সমষ্টিগত পরিমাণ ৩০ লক্ষ বেলের বেশী হইবে না। এই হিসাব হইতে বলা যাইতে পারে যে এখনও পাটচাষী, ফড়িয়া, আড়তদার, মহাজন ইত্যাদির নিকট এক কোটি বেলের মত পাট অবিক্রীত অবস্থায় রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় চটকলসমূহ ও বাঙ্গলা সরকার মিলিয়া যদি আগামী জানুয়ারী মাসের মধ্যে অন্ততঃ ৫০ লক্ষ বেল পাট ক্রয় করিতে প্রস্তুত হন তাহা হইলেই পাটের বাজার চড়িতে পারে। তাহা না করিয়া চটকলসমূহ ও বাঙ্গলা সরকার মিলিয়া যদি ২০।২৫ লক্ষ বেল পাট ক্রয় করিয়াই কর্ত্তব্য সমাধান করেন এবং তাহাও যদি জানুয়ারীর মধ্যে না কিনিয়া মার্চ্চ এপ্রিল পর্য্যন্ত ৪।৫ মাসে ক্রয় করা হয় তাহা হইলে উহার ফলে বাজার একটুও চড়িবে না। মোটের উপর পাট ক্রয়ের পরিমাণ এবং ক্রয়ের মেয়াদ—এই উভয়ের উপর পাটের মূল্য নির্ভর করিতেছে। এই বিষয়ে বাঙ্গলা সরকারের নীরবতা পাটচাষীর পক্ষে কেবল ক্ষতিজনক নহে—উহা একটা সন্দেহজনক ব্যাপারও বটে।

কিন্তু দিল্লী বৈঠকের ফলাফল সম্পর্কিত ইস্তাহারে কেবল পাট ক্রয়ের পরিমাণ ও সময় সম্বন্ধেই অনিশ্চয়তা রাখা হয় নাই—এই ইস্তাহারে এমন একটা ফাঁক দেখা যাইতেছে যাহার ফলে পাটচাষীর সমূহ ক্ষতি হইবে। চটকল সমিতি লো-বটম নামক একটা নূতন শ্রেণীবিভাগ করিয়া উহার সর্ব্বনিম্ন মূল্য প্রতিমণ ৪৷৷০ টাকা নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। বাঙ্গলা সরকার তাহাতে আপত্তি করাতে এই শ্রেণী-বিভাগ উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উহাও বলা হইয়াছে যে বটম শ্রেণীর নীচের পাটের মূল্য, উহার ক্রয়ের পরিমাণ ও সময় সম্বন্ধে চটকলগুলির কোন বাধ্যবাধকতা নাই। একথা সকলেই জানেন যে এবারে উৎপন্ন পাটের মধ্যে অধিকাংশই অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর পাট হইয়াছে। পাটের শ্রেণী নির্দ্ধারণের মালিক যখন চটকলসমূহ—তখন এবারে উৎপন্ন পাটের অধিকাংশই যে বটম শ্রেণীর নিম্ন পর্য্যায়ে পড়িবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কাজেই দিল্লী বৈঠকের ফলে কার্য্যতঃ এই দাঁড়াইল যে এবারে উৎপন্ন পাটের অধিকাংশের মূল্য সম্বন্ধে চটকলগুলির কোন বাধ্যবাধকতা রহিল না এবং উহার কত অংশ কোন সময়ের মধ্যে চটকলসমূহ ক্রয় করিবে তাহাও অনিশ্চিত রহিল।

মোটের উপর দিল্লী বৈঠকের ফলাফল এখন পর্য্যন্ত যাহা জানা গিয়াছে তাহা হইতে মনে হয় যে চতুর চটকলসমিতি বাঙ্গলা সরকারের প্রতিনিধিগণকে নিতান্ত বোকা প্রতিপন্ন করিয়া নিজেদের স্বার্থ পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিয়াছেন। উহার ফলে সাময়িকভাবে পাটের মূল্য সামান্য কিছু চড়িতে পারে এবং ২।৪ জন আড়তদার বা মহাজন উহা হইতে কিছু লাভ করিতে পারে। কিন্তু পাটচাষী যে উহা হইতে কিছুই উপকৃত হইবে না তাহা এক প্রকার সুনিশ্চিত।

ইংলণ্ডের সমর-সরঞ্জাম ক্রয়ের সমস্যা (২)

আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে সমর সরঞ্জাম ক্রয়ের পক্ষে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমানে যে অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে তৎসম্পর্কে গত সপ্তাহে আমরা আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু আমেরিকাতে ইংলণ্ডের যে স্বর্ণ ও ডলার সিকিউরিটী আছে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত তাহার কত অংশ নিঃশেষিত হইয়াছে, বাকী স্বর্ণ ও সিকিউরিটী দ্বারা ইংলণ্ড আর কতদিন পর্য্যন্ত সমর সরঞ্জাম ক্রয় করিতে সমর্থ হইবে এবং ইংলণ্ডের পক্ষে নূতন স্বর্ণ ও সিকিউরিটী সংগ্রহ করিবার কি উপায় রহিয়াছে ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি গত সপ্তাহে স্বল্প পরিসর স্থানের মধ্যে উল্লেখ করা সম্ভবপর হয় নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই বিষয়টী একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ যুদ্ধের প্রথমে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ও ইংলণ্ডের অধিবাসীদের কি পরিমাণ সিকিউরিটী এবং উক্ত দেশে বিক্রয়-যোগ্য কি পরিমাণ স্বর্ণ ছিল তাহা বিচার করা যা'ক। গত সপ্তাহে আমরা এরূপ প্রকাশ করিয়াছিলাম যে যুদ্ধের সূত্রপাতে ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের হাতে ২৫৷৩০ কোটী পাউণ্ড (উহা মুদ্রাকর প্রমাদ বশতঃ ২৫৩০ কোটী পাউণ্ড বলিয়া ছাপা হইয়াছিল) মূল্যের স্বর্ণ ছিল। কিন্তু উহা ইংলণ্ডের হস্তস্থিত স্বর্ণের পূর্ণাবয়ব বিবরণ নহে। ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের হস্তস্থিত স্বর্ণ ছাড়া ঐ সময়ে ইংলণ্ডের বাট্টার হার সমীকরণ তহবিলে (Exchange Equalisation fund) অনেক স্বর্ণ মজুদ ছিল। এতদ্ব্যতীত উক্ত সময়ে সাধারণ ব্যবসাগত প্রয়োজনে আমেরিকার ব্যাঙ্কগুলিতেও ইংলণ্ডের কতক স্বর্ণ মজুদ ছিল। সম্প্রতি এই সম্পর্কে যে সমস্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে যুদ্ধের সূত্রপাতে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড, আমেরিকার ব্যাঙ্কসমূহ এবং বাট্টার হার সমীকরণ তহবিল মিলাইয়া বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের আয়ত্তের মধ্যে মোট ৬৫ কোটী পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ ছিল।

যুদ্ধের সূত্রপাতে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের আয়ত্তাধীন কি পরিমাণ সিকিউরিটী ছিল তৎসম্বন্ধে কোন সঠিক হিসাব নাই। তবে একটী হিসাব মতে যুদ্ধের সূত্রপাতে উহার পরিমাণ ছিল ৩৭০ কোটী পাউণ্ড। কিন্তু এই সব সিকিউরিটীর মধ্যে অধিকাংশ সিকিউরিটী ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ বলিয়া উহা দ্বারা সমর সরঞ্জাম ক্রয় করা সম্ভবপর নহে। বাকী সিকিউরিটীর মধ্যে অনেকগুলি সিকিউরিটী এরূপ লাভজনক এবং এই সব সিকিউরিটী বিক্রয় করিয়া দিলে আমেরিকার শিল্পজগতে ইংলণ্ডের কোন প্রভাবই থাকিবে না বলিয়া বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ও ইংলণ্ডের জনসাধারণ উহা বিক্রয় করিতে প্রস্তুত নহে। কাজেই উপরোক্ত ৩৭০ কোটী পাউণ্ড মূল্যের সিকিউরিটীর মধ্যে এই পর্য্যন্ত বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট মাত্র ২০ কোটী পাউণ্ডের সিকিউরিটীকে নিজেদের হাতে আনিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু উহাই শেষ নহে। ভারতবর্ষ হইতে স্বর্ণ রপ্তানী এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সহিত ভারতবর্ষের অনুকূল বাণিজ্যের ফলে যুদ্ধের সূত্রপাত হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যুক্তরাজ্যের নিকট ভারতবর্ষের যে ৬ কোটী পাউণ্ড মূল্যের ডলার পাওনা হইয়াছে তাহা বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট সমর সরঞ্জাম ক্রয়ের কাজে নিয়োগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত দক্ষিণ আফ্রিকা, মালয় প্রভৃতি বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলিরও এই সময়ে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের নিকট ১০ কোটী পাউণ্ড মূল্যের ডলার পাওনা হইয়াছে। উহাও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের আয়ত্তের মধ্যে আসিয়াছে। এই সব হিসাব হইতে বুঝা যায় যে, ৬৫ কোটী পাউণ্ডের মজুদ স্বর্ণ, ২০ কোটী পাউণ্ডের ডলার সিকিউরিটী, ভারতবর্ষের পাওনা ৬ কোটী পাউণ্ড এবং দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের পাওনা ১০ কোটী পাউণ্ড লইয়া যুক্তরাজ্যে ইংলণ্ডের হস্তস্থিত মোট সম্পত্তির পরিমাণ হইয়াছে ১০১ কোটী পাউণ্ড—অর্থাৎ ৪০৪ কোটী ডলার।

এক্ষণে দেখা যাক যে এই পর্য্যন্ত সমর সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট এই ১০১ কোটী পাউণ্ড মূল্যের ডলারের মধ্যে মোট কত কোটী পাউণ্ড মূল্যের ডলার খরচ করিয়াছেন। লর্ড লোথিয়ান বলেন যে এই পর্য্যন্ত যুক্তরাজ্যে ইংলণ্ডের সমর সরঞ্জাম ক্রয়ের পরিমাণ ১০০ কোটীর ডলার অপেক্ষাও অনেক বেশী অর্থাৎ (প্রতি পাউণ্ড চার ডলারের সমান ধরিয়া) ২৫ কোটী পাউণ্ড অপেক্ষাও অনেক বেশী। ইহা হইতে প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিবার কোন উপায় নাই। তবে লর্ড লোথিয়ানের বিবৃতির পরে সমর সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে যুক্তরাজ্যে প্রেরিত কমিশনের সভাপতি মিঃ পার্ভিস এরূপ ঘোষণা করিয়াছেন যে এই পর্য্যন্ত ইংলণ্ড আমেরিকাতে ৬০ কোটী পাউণ্ড মূল্যের সমর-সরঞ্জাম ক্রয় করিয়াছে। তাঁহার এই বিবরণই যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রামাণ্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে যুক্তরাজ্যে স্বর্ণ ও সিকিউরিটী লইয়া বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের আয়ত্তের মধ্যে মোটমাট যে ১০১ কোটী পাউণ্ডের সম্পত্তি ছিল তাহার মধ্যে আজ পর্য্যন্ত ৬০ কোটী পাউণ্ড নিঃশেষিত হইয়াছে। বাকী ৪১ কোটী পাউণ্ড দ্বারা ইংলণ্ড আর কতদিন পর্য্যন্ত সমর-সরঞ্জাম ক্রয়ের প্রয়োজন মিটাইতে পারিবে তাহা বলা কঠিন। তবে বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের সামরিক ব্যয় দিন দিন বাড়িতেছে। গত ২৫শে নবেম্বর তারিখে ইংলণ্ডের অর্থ-সচিব একটি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে যুদ্ধের জন্য ইংলণ্ডের প্রত্যহ ৯১ লক্ষ পাউণ্ড—আমাদের দেশের হিসাবে ১২ কোটী ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হইতেছে। কিন্তু এক সপ্তাহকাল যাইতে না যাইতেই দৈনিক ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ কোটী ২৮ লক্ষ ৭৬ হাজার পাউণ্ড—অর্থাৎ ১৭ কোটী ১৬ লক্ষ টাকা। উহাতে মনে হয় যে আমেরিকাতেও ইংলণ্ডের সমর-সরঞ্জাম ক্রয়ের পরিমাণ দিন দিন বাড়িতেছে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার প্রথম বৎসরে ইংলণ্ড যুক্তরাজ্য হইতে ২০ কোটী পাউণ্ড মূল্যের সমর-সরঞ্জাম ক্রয় করিয়াছিল বলিয়া ইতিপূর্ব্বে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। এখন বলা হইতেছে যে এই পর্য্যন্ত ইংলণ্ড যুক্তরাজ্য হইতে ৬০ কোটী পাউণ্ড মূল্যের সমর-সরঞ্জাম কিনিয়াছে। কাজেই গত ৪ মাসে ইংলণ্ড মোটমাট ৪০ কোটী পাউণ্ড মূল্যের—অর্থাৎ প্রতিমাসে গড়ে ১০ কোটী পাউণ্ডের সমর-সরঞ্জাম কিনিয়াছে ধরা যাইতে পারে। এই হিসাবে বাকী ৪১ কোটী পাউণ্ড দ্বারা ইংলণ্ড বড় জোর আর ৪ মাস পর্য্যন্ত সমর-সরঞ্জাম ক্রয় করিতে সমর্থ হইবে। যদি

(৮২৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বঙ্গীয় মহাজনী আইন (৫)

শ্রীকুমুদচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ, বি-এল

এখন ৩৬ ধারা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা যাইবে। এই ৩৬ ধারা একটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ধারা। ইহাতে ঋণ আদান-প্রদানের চুক্তি সম্বন্ধে পুনরুদ্বোধনের (re-opening of transactions) ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহাতে বিশেষ কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা করা হইয়াছে, যাহাতে ঋণ আদান-প্রদানের চুক্তি উদ্বোধিত হইবে এবং তন্মূলে আদালতেরও ক্ষমতা এই বিধানবলে বিশেষ ও নির্দ্দিষ্টভাবে সম্প্রসারিত করা হইয়াছে। এই ধারায় নিম্নলিখিতরূপ বিধান করা হইয়াছে :—

(১) অন্য যে কোন আইনে যে প্রকার বিধান থাকুক না কেন, কোনও মোকদ্দমায় যাহাতে এই আইন প্রযুক্ত হয় (অর্থাৎ ১৯৩৯ সালের ১লা জানুয়ারীর পর খাতকমহাজন সম্পর্কীয় যে মোকদ্দমা দায়ের থাকে বা যে কোনও ডিক্রীজারী মাজরা চল্‌তি থাকে), অথবা কোন মোকদ্দমায় যাহা খাতক বর্ত্তমান ৩৬ ধারার বিধানানুযায়ী নিজের ঋণ কমাইবার নিমিত্ত মামলা আনয়ন করিয়া থাকে তাহাতে আদালত যদি মনে করেন যে এই আইন অনুযায়ী খাতককে ঋণ লাঘব করিবার সুযোগ দেওয়া যায়, তাহা হইলে আদালত উক্ত মোকদ্দমায় কোনও প্রতিবাদপত্র দাখিল নিরপেক্ষে নিম্নলিখিত প্রকারে সমস্ত বা যে কোনও ক্ষমতা প্রয়োজনবোধে প্রয়োগ করিবেন। যথা :—

(ক) পক্ষগণের মধ্যে ঋণ আদানপ্রদান চুক্তির পুনরুদ্বোধন করিবেন এবং পক্ষগণের মধ্যে ওয়াশীল বাকীর হিসাবের নিকাশ করিবেন।

(খ) পক্ষগণের পূর্ব্ব পূর্ব্ব চুক্তির অবসান করিয়া নূতন দায়িত্ব সৃষ্টি করিয়া যে কোনও চুক্তি হউক না কেন, পক্ষগণ মধ্যে যে হিসাব নিকাশ শেষ হইয়াছে তাহার পুনরুদ্বোধন করিতে পারিবেন।

(গ) ৩০ ধারার ১ এবং ২ উপধারার উল্লিখিত দায়িত্ব হিসাবে অতিরিক্ত ঋণ দিবার দায়িত্ব হইতে খাতককে সম্পূর্ণভাবে মুক্তি দিতে পারেন। অর্থাৎ বিচার আমলে যদি প্রকাশ পায় যে মহাজন খাতক হইতে দায়যুক্ত দেনার বাবদ শতকরা বার্ষিক ৮৲ টাকা এবং দায়বিহীন দেনার বাবদ শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকার অতিরিক্ত অথবা সুদ আসলের অতিরিক্ত আদায় করিয়া নিয়াছেন তাহা হইলে আদালত খাতককে মুক্তি দিতে পারেন। যদি সুদ আসল মিলিয়া আসলের দ্বিগুণ আদায় হইয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধিত গণ্য হইবে। কিংবা যদি এমন সুদ দেওয়া হইয়া থাকে যাহাতে আসলের পরিমাণ গিয়াও আরও কিছু গিয়াছে, তাহা হইলে আসল হইতে উক্ত টাকা বাদ গিয়া যে টাকা বাকী থাকে তাহাই খাতকের দেয় আসল টাকা বলিয়া আদালত সাব্যস্ত করিবেন।

(ঘ) ঐ ভাবে হিসাব করিয়া যদি দেখা যায় যে খাতক আসলের দ্বিগুণাতিরিক্ত অথবা বার্ষিক শতকরা ৮৲ টাকা বা ১০৲ টাকার অতিরিক্ত সুদ আদায় করিয়াছে, তাহা হইলে এই অতিরিক্ত টাকার যে পরিমাণ ১৯৩৯ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখের পর খাতক মহাজনকে দিয়াছে, সেই পরিমাণ টাকা খাতককে ফিরাইয়া দিবার জন্য মহাজনের উপর আদালত আদেশ দিবেন।

১৯৩৯ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখের পূর্ব্বে দেওয়া অতিরিক্ত টাকা খাতক ফিরিয়া পাইবে না। এরূপ ক্ষেত্রে যদি মহাজনের স্বত্ব অন্য কাহারও নিকট হস্তান্তরিত হইয়াও থাকে সেই অবস্থায়ও উক্ত হস্তান্তর গ্রহীতা যে পরিমাণ অতিরিক্ত টাকা আদায় করিবেন সেই পরিমাণ টাকা উপরোক্ত ব্যবস্থা অনুসারে খাতককে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য থাকিবেন। অর্থাৎ অতিরিক্ত টাকার যে পরিমাণ মহাজন নিবেন তাহা তিনি ফেরৎ দিবেন এবং যে পরিমাণ হস্তান্তর গ্রহীতা (assignee) নিবেন তাহা উক্ত হস্তান্তর গ্রহীতা ফেরৎ দিবেন।

(ঙ) উপরোক্ত অবস্থাসমূহ বিবেচনা করিয়া আদালত কোনও ঋণ সম্বন্ধীয় চুক্তি বা ঋণ সম্পর্কে কোনও দায় সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে রহিত করিতে, পরিবর্ত্তন করিতে বা ব্যবস্থান্তর করিতে পারিবেন এবং যদি দেখা যায় যে মহাজন দায়যুক্ত ঋণের স্বত্ব অন্যত্র হস্তান্তর করিয়াছে তাহা হইলে আদালত খাতককে যে প্রকারে ক্ষতিপূরণ দেওয়া সঙ্গত মনে করেন, সেই পরিমাণে ক্ষতিপূরণ দিবার জন্য মহাজনের উপর আদেশ দিবেন।

কিন্তু উপরোল্লিখিত ঐ সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ কালে আদালত—

(১) পক্ষগণের বা তৎস্থলবর্ত্তীগণের আনীত কোনও মোকদ্দমায় বারবৎসর কালের পূর্ব্বকৃত দেনার চুক্তি নিরসন করিয়া এবং নূতন দায়িত্ব সৃষ্টি করিয়া যে সমস্ত চুক্তি বা রফা খাতক-মহাজন মধ্যে হইয়াছে তাহা পুনরোদ্বোধন করিতে পারিবেন না।

(২) যে মোকদ্দমায় এই আইন প্রযোজ্য তাহার ডিক্রী যাহা ১৯৩৯ সালের ১লা জানুয়ারী মধ্যে সম্পূর্ণ পরিশোধিত হয় নাই তদ্ব্যতিরেকে আদালতের অন্য কোন ডিক্রীর বা বঙ্গীয় কৃষিখাতক আইনের এওয়ার্ডএর ব্যতিক্রম হয় এমন কোনও আদেশ আদালত দিতে পারিবেন না।

প্রকাশ থাকে যে ডিক্রীজারীতে মহাজন ডিক্রীদার ডিক্রীজারীক্রমে যদি নীলাম খরিদ করিয়া থাকেন, এবং যদি নীলাম খরিদাভূমির দখলের মাজরা নিষ্পত্তি না হইয়া থাকে অর্থাৎ ভূমিতে দখল দেওয়া না হইয়া থাকে তাহা হইলে ডিক্রী অপরিশোধিত বলিয়া গণ্য হইবে।

যদি উপরোল্লিখিত ক্ষমতাগুলি প্রয়োগ করতঃ আদালত কোনও ডিক্রী পুনরুদ্বোধিত করেন তাহা হইলে আদালত—

(ক) উভয় পক্ষকে তাহাদের বক্তব্য জ্ঞাপনের সুযোগ দিয়া এই আইনের বিধানানুযায়ী নূতন ডিক্রী বলবৎ করিবেন এবং মাজরার ডিক্রীদার অনুকূলে সঙ্গতবোধে উপযুক্ত খরচের আদেশ দিবেন।

(খ) পুনরুদ্বোধিত ডিক্রীর ডিক্রীজারীতে ডিক্রীদার ব্যতিরেকে অন্য তৃতীয় ব্যক্তি যদি সরলভাবে কোনও স্বত্ব অর্জ্জন করিয়া থাকে উক্ত স্বত্বের বিপর্য্যয়কারক কোনও আদেশ আদালত দিতে পারিবেন না।

(গ) ডিক্রী পুনরুদ্বোধিত হইবার পূর্ব্বে উক্ত ডিক্রীর জারীক্রমে হাইক খাতকের কোনও সম্পত্তি যদি ডিক্রীদার মহাজন দখল

করিয়া থাকেন এবং সেই সম্পত্তি যদি ডিক্রী পুনরুদ্বোধন হইবার দিনে মহাজন ডিক্রীদারের দখলে থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে আদালত উক্ত সম্পত্তি দাইক খাতকের অনুকূলে পুনর্দ্দখলের আদেশ দিতে পারিবেন।

(ঘ) খাতক যাহাতে আদালতের নির্দ্দিষ্ট কিস্তিবন্দীমতে নূতন ডিক্রীর টাকা ডিক্রীদারকে দেয় তন্মত আদেশ আদালত দিবেন।

(ঙ) আদালত এমন আদেশও দিবেন যে যদি খাতক কোনও কিস্তি খিলাপ করে তাহা হইলে মহাজন তাঁহার নীলামক্রীত সম্পত্তি ফিরিয়া পুনর্দ্দখল পাইবেন এবং যে পরিমাণ মূল্যে ডিক্রীদার খাতকের সম্পত্তি পূর্ব্ব ডিক্রী জারীতে নীলাম খরিদ করিয়াছিল নূতন ডিক্রীর অপরিশোধিত দাবী মধ্যে ততটুকু পরিমাণ ওয়াশীল হইবে।

(৩) এই ধারা মতে 'মোকদ্দমা' অর্থে কোন দেউলিয়া সংক্রান্ত মাক্সরাকেও (Insolvency Proceeding) এই আইনের পূর্ব্ব বা পরে দেওয়া ঋণ প্রমাণের মাক্সরা বুঝাইবে।

(৪) যদি কোনও মোকদ্দমা ঋণ আদায় সম্পর্কিত হয় কিংবা ঋণের চুক্তি বা দায় উদ্ধার নিমিত্ত হয়, তাহা হইলে মোকদ্দমার প্রকার যাহাই হউক না কেন, তাহাতেই বর্ত্তমান ধারা প্রযোজ্য হইবে।

(৫) এই ধারা ঋণের স্বত্ব হস্তান্তর গ্রহীতার কোনও স্বত্ব ক্ষুন্ন করিতে পারিবেনা, যদি আদালত সন্তুষ্ট হন যে উক্ত হস্তান্তর গ্রহীতা যথারীতি মূল্য দিয়া উক্ত স্বত্ব খরিদ করিয়াছিলেন এবং তিনি ২৮ ধারার বিধানানুযায়ী কোনও নোটিশ প্রাপ্ত হয়েন নাই। (উক্ত ধারায় এই বিধান আছে যে যদি কোনও মহাজন তাহার স্বত্ব কাহারও নিকট হস্তান্তর করেন, তাহা হইলে বিক্রয়ের পূর্ব্বে লিখিতভাবে নোটিশ দিয়া উক্ত হস্তান্তর গ্রহীতাকে জানাইতে হইবে যে তাহার অনুকূলে যে ঋণ, তৎসুদ বা তৎ সম্পর্কিত যাবতীয় চুক্তি ও দায় এই বর্ত্তমান আইনের বিধানান্তর্গত)।

(৬) অন্য যে কোন আইনে যে বিধানই থাকুক না কেন (ক) বর্ত্তমান আইনের ৩৬ ধারার (১) ও (২) উপধারার বিধান মতে এই আইন প্রযুক্ত হয় এমন মোকদ্দমার ডিক্রী—যাহা ১৯৩৯ সালের ১লা জানুয়ারী মধ্যে সম্পূর্ণ পরিশোধিত না হইয়া থাকে তাহা পুনরুদ্বোধনকল্পে (reopening) আদালত (১) উক্ত ডিক্রীর ডিক্রীজারীর সময় কিংবা (২) এই আইন আমলে আসিবার ১ বৎসর মধ্যে যদি দাইক পুনর্ব্বিচার (review) জন্য প্রার্থী হয় তাহা হইলে আদালত তাহা পুনরুদ্বোধন করিবেন এবং (খ) যদি ঐ প্রকার ডিক্রীর সম্বন্ধে কোনও আপীল-আদালতে আপীল দায়ের থাকে তাহা হইলে উক্ত আপীল আদালত এই আইনের বিধানানুযায়ী পুনরুদ্বোধন করিতে পারেন। কিংবা নিম্ন আদালতে ডিক্রীসংক্রান্ত মোকদ্দমা পাঠাইয়া দিতে পারেন যাহাতে নিম্ন আদালত ঐ প্রকার পুনরুদ্বোধনের ক্ষমতা প্রয়োগ করেন এবং নিম্ন আদালতও প্রয়োজন-বোধে অতিরিক্ত সাক্ষী প্রমাণাদি লইয়া তাহার সিদ্ধান্তসহ উক্ত মোকদ্দমা আপীল-আদালতে প্রেরণ করিবেন। তন্মতে উক্ত মোকদ্দমায় দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৪১ অর্ডারের ২৮ নিয়ম যথারীতি প্রযুক্ত হইবে।

ইহাই মোটামুটি ৩৬ ধারার বিধান। এই বিধানটিই বর্ত্তমান মহাজনী আইনে সর্ব্বাপেক্ষা প্রণিধানযোগ্য বিধান। আগামী বারে উহা আলোচনা করা হইবে।

ক্রমশঃ

(ইংলণ্ডের সমর-সরঞ্জাম ক্রয়ের সমস্যা)

প্রতিমাসে ক্রয়ের পরিমাণ আরও বাড়িয়া যায় তাহা হইলে উক্ত ৪১ কোটী পাউণ্ড দ্বারা ৪ মাসেরও খরচ পোষাইবে না। বৃটীশ গবর্ণমেন্টের হস্তস্থিত স্বর্ণ ও সিকিউরিটী প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছে বলিয়া লর্ড লোথিয়ান যে মন্তব্য করিয়াছেন উহা হইতে তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি তাহা উপলব্ধি করা যাইবে।

কিন্তু এজন্য সমর-সরঞ্জাম সংগ্রহের ব্যাপারে বৃটীশ গবর্ণমেন্টের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আতঙ্কগ্রস্ত হইবার কোন প্রয়োজন নাই। আগামী ৩।৪ মাসের মধ্যে বৃটীশ গবর্ণমেন্টের হস্তস্থিত সমস্ত স্বর্ণ ও সিকিউরিটী নিঃশেষিত হইয়া গেলে যুক্তরাজ্যের গবর্ণমেন্ট যদি ইংলণ্ডকে ধারে মাল দিবার ব্যবস্থা না করেন তাহা হইলে কানাডা, দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহ ও দক্ষিণ আফ্রিকার কলকারখানা-সমূহে ইংলণ্ড ও সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলির অধিবাসীদের যে সমস্ত শেয়ার রহিয়াছে এবং যাহা সব সময়েই যুক্তরাজ্যের শেয়ার বাজারে ডলারের বিনিময়ে বিকিকিনি হইয়া থাকে তাহা দ্বারা বৃটীশ গবর্ণমেন্ট অনেক ডলার সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন। যুক্তরাজ্যে বৃটীশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের যে স্বর্ণ ও সিকিউরিটী আছে তাহারও কতকাংশ বৃটীশ গবর্ণমেন্ট এইভাবে পাইতে পারেন। দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারতবর্ষ প্রভৃতি সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলিতে যে স্বর্ণ উত্তোলিত হইতেছে তাহাও যুক্তরাজ্যে রপ্তানী করিয়া তাহার বদলে সমর-সরঞ্জাম সংগ্রহ করা যাইতে পারে। এইভাবে কয়েকমাস কাটাইয়া দিতে পারিলে পরে ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি দেশ হইতে বৃটীশ গবর্ণমেন্ট ক্রমেই অধিক পরিমাণে সমর-সরঞ্জাম ক্রয় করিতে সমর্থ হইবেন। কাজেই লর্ড লোথিয়ানের মন্তব্য হইতে আপাতঃদৃষ্টিতে অবস্থা যতদূর উদ্বেগজনক বলিয়া মনে হয় প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা তত খারাপ নহে। ভবিষ্যতের জন্য সতর্কতা এবং যুক্তরাজ্যের অধিবাসীদিগকে ধারে মাল দিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সজাগ করিবার উদ্দেশ্যেই লর্ড লোথিয়ান উপরোক্তরূপ মন্তব্য করিয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

ইংলণ্ডে বড়দিনের ছুটী

যুদ্ধের দরুণ এ বৎসর বড়দিন উপলক্ষে ইংলণ্ডে কোন ছুটী দেওয়া হইবে না। ব্যাঙ্ক এবং আফিসাদির কাজকর্ম্ম রীতিমত চলিবে। যুদ্ধব্যাপদেশে নিযুক্ত শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদিগকে নববর্ষ কিংবা খ্রীষ্টমাস উপলক্ষে একদিন ছুটী উপভোগ করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

রাস্তা নির্ম্মাণের কলকব্জার আদমসুমারী

যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারত সরকার রাস্তাঘাট নির্ম্মাণে রোলার প্রমুখ যে সমস্ত কলকব্জার প্রয়োজন হয় শীঘ্রই তাহার একটী তালিকা প্রণয়নে মনোনিবেশ করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

আদমসুমারীর ব্যয় নির্ব্বাহ

বাঙ্গলায় লোক গণনার কার্য্যে অতিরিক্ত ব্যয় মিটান সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টকে মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষদের নিকট হইতে প্রয়োজনমত টাকা আদায়ের ক্ষমতা দিয়া সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটি বিল পাশ হইয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট আগামী আদমসুমারী প্রস্তুতের ব্যাপারে বিভিন্ন জাতি বর্ণ হিসাবে হিন্দু-সমাজের লোক গণনা করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। পক্ষান্তরে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট জাতি বর্ণ হিসাবে ভাগ করিয়া হিন্দু-সমাজের লোক গণনার উপর জোর দিতেছেন। জাতি হিসাবে হিন্দুদিগকে গণনা করিতে হইলে যে অতিরিক্ত ব্যয় পড়িবে তাহা মিটাইবার জন্যই বাঙ্গলা সরকার বর্ত্তমান বিলটি পাশ করিয়া লইয়াছেন।

ইক্ষুর নিম্নতম মূল্য

বিহার গবর্ণমেণ্ট বিহার প্রদেশে ইক্ষুর নিম্নতম মূল্য প্রতিমণ সাড়ে চারি আনা হারে স্থির করিয়া দিয়াছেন।

ব্রহ্ম-ভারত বাণিজ্য

আগামী ১১ই ডিসেম্বর ভারত ও ব্রহ্ম-সরকারের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে নূতন দিল্লীতে ব্রহ্ম-ভারত বাণিজ্য সম্পর্কে আলোচনা সুরু হইবে। দুই দেশের ভিতর মাল আদান-প্রদানের সর্ত্ত কিরূপ হইবে তাহাই আপাততঃ এই আলোচনার বিষয়।

ভারতে বিমানপোত ও মোটরগাড়ী নির্ম্মাণ

যত সত্বর সম্ভব ভারতে বিমানপোত ও মোটরগাড়ী নির্ম্মাণের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হউক এই মর্ম্মে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক প্রস্তাব পাশ হইয়াছে। পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু প্রস্তাবটী উত্থাপন করেন। বাণিজ্য সচিব স্যর রামস্বামী মুদালিয়ারও প্রস্তাবের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন।

আমদানী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন

ভারত সরকার আমদানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় আমদানীকারকগণকে চলতি বৎসরের ২৭শে মে হইতে ৩০ জুন পর্য্যন্ত শতকরা ১০ ভাগ বেশী পণ্য আমদানীর অনুমতি দিয়াছেন। উক্ত সময়ের কণ্ট্রাক্ট লাইসেন্স এই অনুপাতে পরিবর্ত্তিত হইবে।

কয়লার গুণাগুণ নির্দ্ধারণের সহজ যন্ত্র

সম্প্রতি লণ্ডন চেম্বার অব্ কমার্সের জার্ণেলে কয়লার কেলোরিফিক্ ভেলু, জলীয় অংশ, ছাই, দাহ্যপদার্থ, নির্দ্দিষ্ট কারবন এবং গন্ধকের অংশ নির্ণয়ের জন্য একটী সহজ যন্ত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে। উহার নাম ডার্লিংস্ কেলোরিমিটার। যে কেহ সামান্য কিছুকাল অভ্যাসের পর এই যন্ত্র ব্যবহার করিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লার গুণাগুণ নির্দ্ধারণ করিতে পারে। ইহার মূল্য খুব কম—ব্যবহার করাও সহজ।

অক্টোবর মাসের কয়লা উৎপাদন

বিগত অক্টোবর মাসে ভারতের কোন প্রদেশে কি পরিমাণ কয়লা উৎপন্ন এবং রপ্তানী হইয়াছে নিম্নে তাহার প্রাথমিক বরাদ্দ দেওয়া হইল।

	উৎপাদন টন	রপ্তানী টন
আসাম	১৭,৪৫৯	১৬,৭৪৮
বেলুচিস্থান	৭৩৫	৭৩০
বাঙ্গলা	৭৬২,১৫০	৭৪০,০১৮
বিহার	১,২৭৩,০১০	১,০৬৬,৭৭৪
উড়িষ্যা	৫,৬৭১	৫,৫৫১
মধ্যপ্রদেশ	১৬১,২৬৪	১৫৬,৮৭৪
পাঞ্জাব	১৪,২১৪	১৩,৩৮৯
সিন্ধু	৩	
মোট	২,২৩৪,৫০৬	মোট ২,০০৩,০৮৪

আমেরিকায় পাট আমদানীর উপর শুল্ক ধার্য্যের প্রস্তাব

কেন্দ্রীয় পাট কমিটীর অক্টোবর মাসের বুলেটিনে প্রকাশ যে যুক্তরাষ্ট্রের তুলা ব্যবসায়ীরা ভারতবর্ষ হইতে পাট ও চট আমদানীর উপর আমদানীশুল্ক ধার্য্য করার একটা প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছেন। বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে পণ্য আমদানী হ্রাস পাওয়াই উক্ত প্রস্তাবের কারণ বলিয়া উল্লেখ।

কানাডার বেকার বীমা

কানাডার যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা কর্তৃক একটী জাতীয় বেকার বীমা আইন পাশ হইয়াছে। ১৯৩৫ সালেও কানাডায় একটী বেকার বীমা আইন পাশ হয়; কিন্তু শাসনতন্ত্রের বিধানের আশ্রয় নিয়া প্রদেশসমূহ এই আইন রদ করিতে সমর্থ হয়। বর্ত্তমান আইনে শাসনতান্ত্রিক ক্রটী পূর্ব্বেই দূর করা হইয়াছে। যে সমস্ত ব্যক্তির বার্ষিক মজুরীর পরিমাণ দুই হাজার ডলারের অনধিক তাহারাই এই আইনের অন্তর্ভুক্ত হইবে। কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত শ্রমিক এবং ধীবর প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীর মজুরকে এই আইনের বহির্ভূত রাখা হইয়াছে। প্রথম বৎসরেই প্রায় ২১ লক্ষ শ্রমিক এই আইনের সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হইবে। ইহাদের পোষ্যগণ যখন এই আইনের অন্তর্ভুক্ত হইবে তখন কানাডার লোক সংখ্যার এক তৃতীয়াংশই এই বেকার বীমা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হইবে। শ্রমিক এবং মালিকের নিকট হইতে সম পরিমাণে চাঁদা নিয়া একটী বীমা তহবিল স্থাপিত হইবে। প্রকাশ, প্রথম বৎসরেই এই দফায় প্রায় ৫ কোটী ৬০ লক্ষ ডলার সংগ্রহ হইবে। এই তহবিলে গবর্ণমেন্ট সরকারী রাজস্ব হইতে ১ কোটি ১২ ডলার প্রদান করিবেন। এই বীমা ব্যবস্থা পরিচালনার ভার গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং গ্রহণ করিবেন এবং এই বাবদ বার্ষিক ৫২২ লক্ষ ডলার ব্যয় হইবে। দুই বৎসর সময় মধ্যে ৩০ সপ্তাহের চাঁদা দিলেই শ্রমিক চাঁদার পরিমাণের অনুপাতে বীমা তহবিল হইতে সাহায্য পাইবে। কতক অংশ পর্য্যন্ত এই সাহায্য দেওয়া হইবে তাহা কোন সময়ে চাঁদা দেওয়া আরম্ভ হইয়াছে তাহার উপর নির্ভর করিবে।

এই বীমার ব্যবস্থা পরিচালনের জন্য তিনজন সভ্য নিয়া একটী বেকার বীমা কমিশন গঠিত হইবে। উক্ত কমিশনের সহিত একটি উপদেষ্টা কমিটিও থাকিবে।

১৯৪১ সালে হাইকোর্টের ছুটীর দিন

আগামী ১৯৪১ সালে বিভিন্ন পর্ব্ব ও অনুষ্ঠান উপলক্ষে নিম্নলিখিত তারিখ সমূহ কলিকাতা হাইকোর্ট বন্ধ থাকিবে:—১লা জানুয়ারী নববর্ষের প্রথম দিন, ৯ই ও ১০ই জানুয়ারী ইদুজ্জোহা, ৫ই হইতে ৭ই ফেব্রুয়ারী মহরম, ১৩ই মার্চ্চ দোলযাত্রা, ১০ই এপ্রিল ফতিহা দোয়াজ্জাহাম, ১১ই এপ্রিল হইতে ১৮ই এপ্রিল ইষ্টার, ৯ই মে ফাতিয়াজ্জাহাম, ৫ই জুন দশহরা, ১২ই জুন সম্রাটের জন্মদিন, ১লা জুলাই ব্যাঙ্ক বন্ধের দিন, ১৪ই আগষ্ট জন্মাষ্টমী, ২৯শে আগষ্ট হইতে ৮ই নবেম্বর পূজার ছুটী, ২৩শে ডিসেম্বর হইতে ৩১শে ডিসেম্বর বড়দিন।

চা সম্পর্কে গবেষণা

ইণ্ডিয়ান টী এসোসিয়েশনের গবেষণাগার কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৩৯ সালের রিপোর্টে চায়ের পাতা কর্ত্তন, ফার্ম্মেণ্টেসান, সার-প্রয়োগ ইত্যাদি চা-বাগান সম্পর্কীয় বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় ৩০টী গবেষণার বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে।

ভারতীয় কফি-শিল্পে সরকারী নিয়ন্ত্রণ

কফি শিল্পের প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনার পর ভারত সরকার কফির মূল্য এবং রপ্তানী সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মিঃ এম, পি, পাই নামক সিভিলিয়ানকে সম্ভবতঃ কফি কন্ট্রোলার পদে নিযুক্ত করা হইবে। রপ্তানীযোগ্য কফির মূল্য কেন্দ্রীয় সরকার এবং দেশের অভ্যন্তরে বিক্রয় মূল্য প্রাদেশিক সরকার নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন।

চিনির কলে লাল চিনির উৎপাদন

কানপুরের সুগার টেক্নোলজিকেল ইনষ্টিটিউট হইতে চিনির কলসমূহে কিছু পরিমাণে লাল চিনি উৎপাদন সম্পর্কে সম্প্রতি একটী পরিকল্পনা যুক্তপ্রদেশ সরকারের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছে। চিনির কলসমূহে এতদিন কেবল সাদা চিনিই উৎপাদিত হইতেছিল। কিন্তু ইনষ্টিটিউট সম্প্রতি পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে চিনির কলসমূহে প্রয়োজনমত লাল চিনি প্রস্তুত করাও সম্ভবপর। উপরোক্ত পরিকল্পনায় ইনষ্টিটিউট হইতে বলা হইয়াছে যে সাদা চিনির কাটতি বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ থাকায় চিনির কলগুলিকে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিতে হইতেছে। ফলে একদিকে কলওয়ালাদের ক্ষতি হইতেছে আর অপর দিকে বেশী পরিমাণে আঁখ কাটতির সুবিধা নষ্ট হওয়ায় আখচাষীদেরও দুরবস্থা দেখা গিয়াছে। এই অবস্থায় অতিরিক্ত ইক্ষু নিয়োজিত করিয়া চিনির কলসমূহে লাল চিনি প্রস্তুতের কার্য্য চালাইলে সকল দিক দিয়াই সুবিধা হইতে পারে। লাল চিনি প্রস্তুত করিতে খরচ কম পড়িবে। লাল চিনির জন্য উৎপাদন শুল্ক দিতে হইবে না। কাজেই মণ প্রতি ২।৵০ আনার মত দরে চিনি বিক্রয় করা যাইবে। এত কম দরে চিনি বিক্রয় করা গেলে চিনির কাটতিও বর্ত্তমানের তুলনায় বাড়িবে। দেশী গুড়ের তুলনায় লাল চিনি বিক্রয় করা অধিক সুবিধাজনক। গুড় চালান দিতে যে মালভাড়া দরকার হয় লাল চিনি চালান দিতে মালভাড়া সে তুলনায় কম।

চিনির কলগুলিকে লাল চিনি প্রস্তুতের সুযোগ দেওয়া না দেওয়া প্রাদেশিক সরকারের বিবেচনা সাপেক্ষ। কানপুরের টেক্নোলজিকেল ইনষ্টিটিউট যুক্তপ্রদেশ সরকারের নিকট পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন। নানাদিক হইতে উহার বিচার করিয়া সরকার কি সিদ্ধান্ত করেন তাহা অপেক্ষা করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বৃটীশ ধনদৌলত

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে নানাদিক দিয়া ইংলণ্ডের যে ধন-সম্পত্তি রহিয়াছে তাহার মধ্যে যুদ্ধের প্রথম বৎসরে সমরোপকরণ ক্রয়ে ৩১ কোটি ৫৭ লক্ষ ৪৯ হাজার ডলার খরচ হইয়া গিয়াছে। ঐ ধরণের খরচপত্র বাদে আমেরিকার ব্যাঙ্কসমূহে এখনও কেবল নগদেই ৩৮ কোটি ৫৭ লক্ষ ১৯ হাজার ডলার পরিমাণ বৃটীশ অর্থ নিয়োজিত রহিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এরূপ অনুমিত হইতেছে যে, যুদ্ধের এক বৎসরে বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলি হইতে ৪০০ কোটী ডলার মূল্যের স্বর্ণ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে গিয়াছিল। উহার মধ্যে কতকাংশ সমরোপকরণ ক্রয়ে ব্যয়িত হইয়াছে।

পাটের ফাটকা বাজার

পাট ও চটের ফাটকা বাজার সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য বাঙ্গলা সরকার কিছুদিন পূর্ব্বে ইংরাজী বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক জে এ টডকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে উক্ত অধ্যাপকের কাজে সহায়তার জন্য বাঙ্গলা সরকার ভারত-সরকারের অনুমতি লইয়া মিঃ ডি এল মজুমদারকে নিয়োগ করিয়াছেন। মিঃ ডি এল মজুমদার বর্ত্তমানে ইণ্ডিয়ান সেন্‌ট্রাল জুট কমিটির সেক্রেটারীর কার্য্য করিতেছেন। উক্ত কাজের সঙ্গেই মিঃ মজুমদার অধ্যাপক জে, এ টডের সহকারীর কার্য্য সম্পাদন করিবেন।

সিভিলিয়ানদের বেতন হ্রাসের সুপারিশ

ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের চাকুরীয়াদের বেতন হ্রাস সম্পর্কে উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাইবার জন্য আসাম গবর্ণমেণ্টকে নির্দ্দেশ দিয়া আসাম ব্যবস্থাপক সভায় সম্প্রতি একটী প্রস্তাব পাশ হইয়াছে।

বিমানপোত চালকের পদে ভারতীয় নিয়োগ

বিমানপোত চালকের পদ সম্পর্কে ভারতীয় প্রার্থীদের আবেদন বিবেচনার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট কিছুকাল পূর্ব্বে একটি বোর্ড গঠন করিয়াছিলেন। ঐ বোর্ডের সদস্যগণ বিভিন্ন প্রদেশের প্রার্থীদিগকে পরীক্ষা করিয়া সম্প্রতি দিল্লীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। মোট ৩০০ লোককে বিমানপোত চালকের পদে নিয়োগ করা হইবে। বোর্ডের সদস্যগণ এই সকল পদের প্রার্থী হিসাবে দিল্লী, সিন্ধু, পাঞ্জাবের দেশীয় রাজ্য, মাদ্রাজের দেশীয় রাজ্য, মধ্যভারত, রাজপুতানা, বোম্বাইয়ের দেশীয় রাজ্য, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্থান, জয়পুর, যোধপুর উড়িষ্যা, বিহার এবং আসামের মোট ১ হাজার ১০০ জন আবেদনকারীকে, পরীক্ষা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া উহারা পাঞ্জাব প্রদেশে ২৩৯ জন আবেদনকারীকে, মাদ্রাজ প্রদেশে ১১৪ জন আবেদনকারীকে, যুক্তপ্রদেশে ১৪০ জন আবেদনকারীকে এবং বাঙ্গলায় ২১৭ জন আবেদনকারীকে পরীক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। ৩০০টি পদের জন্য মোট ১ হাজার ৭০০টি আবেদন পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ।

যুদ্ধের ফলে অষ্ট্রেলিয়ায় শিল্পের প্রসার

যুদ্ধের ফলে অষ্ট্রেলিয়ায় যে সমস্ত নূতন শিল্পের প্রবর্ত্তন ও পুরাতন শিল্পের প্রসার হইয়াছে তাহার জন্য প্রায় ১ কোটি ৬৫ লক্ষ পাউণ্ড মূলধন নিয়োজিত হইয়াছে। অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলাবারুদের নির্ম্মাণের কারখানা বিস্তৃতির জন্য যে ব্যয় হইয়াছে তাহা এই হিসাবের অন্তর্গত নহে। এক কোটি পাউণ্ড মূলধন নিয়া যে সমস্ত নূতন শিল্প স্থাপিত হইয়াছে তন্মধ্যে সংবাদপত্রের কাগজ, এলুমিনিয়াম, লৌহ ও ইস্পাত, এবং মৎস্য সংরক্ষণ শিল্পই উল্লেখযোগ্য। বস্ত্রশিল্প প্রসারের জন্য ১৫ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়িত হইয়াছে এবং ইহার ফলে অষ্ট্রেলিয়া এই সর্ব্বপ্রথম সৈন্যবাহিনীর উপযোগী পোষাকপরিচ্ছদ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্ত্রসম্ভার উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছে। কৃষি-কার্য্যের যন্ত্রপাতি, বেতারের ভাল্‌ভ, বৈদ্যুতিক মোটর এবং বৈদ্যুতিক ঝালাই মেসিন প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্য ১০ লক্ষ পাউণ্ড বিনিয়োগ করা হইয়াছে। এরো এঞ্জিন, মোটরগাড়ীর বহির্দ্দেশ, এয়ারকণ্ডিসনিং প্ল্যাণ্ট, গালিচা, কাগজ প্রভৃতি নূতন শিল্পে প্রায় ৪০ লক্ষ পাউণ্ড মূলধন ব্যয় করা হইয়াছে। যুদ্ধব্যপদেশে গোলাবারুদের কারখানা প্রসারের জন্য যে ব্যয় করা হইয়াছে তাহা বাদ দিলেও অষ্ট্রেলিয়ার শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহে বর্ত্তমানে প্রায় ১৫ কোটী পাউণ্ড মূল্যের কলকব্জা আছে অনুমিত হয়। ১৯৩১ সালে ইহার পরিমাণ ছিল ১২ কোটী পাউণ্ড। মূল্যের দিক দিয়া উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণও বর্ত্তমানে ৫০ কোটি পাউণ্ডের উপর। ১৯৩২ সালে ইহার পরিমাণ ছিল ২৮ কোটি পাউণ্ড। ১৯৩২ সালে অষ্ট্রেলিয়ায় কারখানা শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার এবং ইহাদের সমষ্টিগত মজুরির পরিমাণ ছিল ৫ কোটী ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। বর্ত্তমানে অষ্ট্রেলিয়ার কারখানা-সমূহে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৬ লক্ষ এবং ইহাদের মজুরির পরিমাণ ১১ কোটি পাউণ্ডের উপর।

মাদ্রাজে সরকারী কর্ম্মচারীদের যুদ্ধ-ভাতা

মাদ্রাজ সরকার সরকারী কর্ম্মচারীদের জন্য মাসিক এক টাকা হারে মাগ্‌গীভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মাদ্রাজ সহরে ৪০৲ টাকার অনধিক বেতনভোগী এবং অন্যান্যস্থানে যে সমস্ত কর্ম্মচারী মাসিক ৩০৲ টাকার বেশী বেতন পায় না তাহারাই এই অতিরিক্ত ভাতা পাইবার অধিকারী হইবে। উপর্য্যুপরি তিন মাস মাদ্রাজ সহরের জীবনযাপন ব্যয়ের মান ১১২ থাকিলেই এই ভাতা দেওয়া হইবে বলিয়া প্রকাশ।

হায়দারাবাদে সরকারী ব্যাঙ্ক

নিজাম সরকারের চলতি বৎসরের বাজেটে হায়দরাবাদে একটী সরকারী ব্যাঙ্ক স্থাপনের পরিকল্পনা স্থান পাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এই ব্যাঙ্ক হায়দারাবাদ রাজ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের যাবতীয় কাজ করিবে। ইহা নিজাম সরকারের নিকট হইতে মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যাঙ্ক ব্যবসায় পরিচালনের যাবতীয় ক্ষমতা গ্রহণ করিবে। উক্ত ব্যাঙ্কের মূলধন এবং পরিচালন সম্পর্কে আইন কানুন প্রণয়নের জন্য বৃটীশ ভারত হইতে মিঃ আর, এম, প্যাটন নামক ব্যাঙ্ক বিশেষভাবে নিযুক্ত করা হইয়াছে।
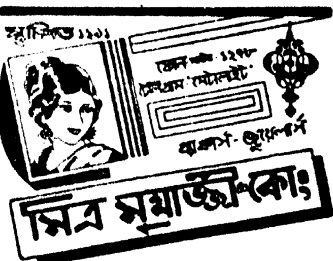
সোভিয়েট রাশিয়ার কৃষি

সোভিয়েট রাশিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ অপরিমেয়। ঐ দেশের মাটিতে সব রকমের খনিজ দ্রব্য বিদ্যমান। সারা পৃথিবীর মোট তৈল সম্পদের মধ্যে শতকরা ৫৫ ভাগ, সারা পৃথিবীর কয়লা সম্পদের শতকরা ২০ ভাগ এবং সারা পৃথিবীর প্রাপ্তব্য কাঠের মধ্যে শতকরা ১৭.৫ ভাগ এক রাশিয়ারই সম্পদ। সেভিয়েট ইউনিয়নে লৌহ প্রস্তরের পরিমাণ খুবই বেশী। উহার অনুমিত পরিমাণ ১০,০০০ কোটী টন। উহার শতকরা ৬২ ভাগ লোহা। এ ছাড়া বাকী যে নিকৃষ্ট ধরণের লৌহ প্রস্তর আছে তাহার পরিমাণ হইবে ২ লক্ষ ৫০ হাজার কোটী টন। লোহা ছাড়া তামা, দস্তা, সিসা ও আরও অনেক ধাতুর যোগান রহিয়াছে। ঐ দেশে সেভিয়েটের সোনার খনিগুলিতে সোনা প্রচুর রহিয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়ার চাষোপযোগী উর্ব্বর ভূমির পরিমাণ পৃথিবীর যে কোন দেশের চেয়ে বেশী। ঐ দেশে চাষোপযোগী জমি মোট ২২৫ কোটী হেক্টর। ১৯৩৮ সালে উহার ভিতর ১০ কোটী ২৪ লক্ষ হেক্টর আবাদ করা হইয়াছিল। ঐ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে আবাদী জমির পরিমাণ ছিল ৭.২ কোটী হেক্টর। ভারতবর্ষে তাহা ছিল ৮ কোটী হেক্টর। ১৯৩৫-৩৬ সালে সারা পৃথিবীতে ১২ কোটী ৯০ লক্ষ টন গম উৎপন্ন হইয়াছিল। উহার মধ্যে এক রাশিয়াতেই গম উৎপাদিত হইয়াছিল ৩ কোটী ১০ লক্ষ টন। অন্য অনেক শ্রেণীর ফসলও ঐরূপ ভাবে বেশী পরিমাণে উৎপাদিত হইয়াছিল.

জাহাজী ব্যবসায়ে ভারতীয়

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে দেশীয়দের পরিচালিত মোট ১০টি জাহাজী কোম্পানী রহিয়াছে। একত্রে এই সকল কোম্পানীর মাত্র ১ লক্ষ ৩১ হাজার টনের ৬৩টি জাহাজ আছে। কোন কোম্পানীর অধীনে কত টনের কয়টি জাহাজ পরিচালিত হইতেছে নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া হইল:—সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী—৯৮ হাজার ৮১২ টনের ২৩টি জাহাজ, বোম্বে ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী—১৩ হাজার ২৯৯ টনের ১৫টি, বেঙ্গল-বার্ম্মা ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী—৫ হাজার ২০৯ টনের ৩টি, ইণ্ডিয়ান কো-অপারেটিভ নেভিগেশন এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানী—১ হাজার ৬০৫ টনের ৬টি, রত্নগর ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী ৫৯০ টনের ১টি, ইষ্টার্ণ নেভিগেশন কোম্পানী ২ হাজার ১৪৪ টনের ২টি, মালাবার ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী ১ হাজার ৬৩৩ টনের ৩টী, মার্চ্চেন্ট ষ্টীম নেভিগেসন কোম্পানী—৪ হাজার ৪৭৪ টনের ৪টী, কয়াজী দিনশ ব্রাদার্স—৩ হাজার ৬৭২ টনের ৫টী ও হিন্দুস্থান ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর ৩১০ টনের একটী।

সিংহল হইতে নারিকেলের ছোবড়ার রপ্তানী

গত ১৯৩৯ সালে সিংহল হইতে বিদেশে ৪ লক্ষ ৮৮ হাজার ৪৯০ হন্দর নারিকেলের ছোবরা রপ্তানী হইয়াছে। ১৯৩৮ সালে রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৭ লক্ষ ৩১ হাজার ৮৪৪ হন্দর। গত ১৯৩৮ সালে সিংহল হইতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে গদি ও তোসক প্রভৃতি তৈয়ারের কাজে ব্যবহারোপযোগী ৩৩ লক্ষ ৪৩ হাজার ৩১২ পাউণ্ড পরিমাণ নারিকেলের ছোবরা রপ্তানী করা হইয়াছিল। ১৯৩৯ সালে ঐরূপ ছোবড়ার রপ্তানী দাঁড়াইয়াছে ২৮ লক্ষ ৮৯ হাজার ৬০০ পাউণ্ড।

ভারতে প্যারাসুট নির্ম্মাণ

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্যারাসুট নির্ম্মাণের মালমসল্লা ও সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে অনুসন্ধানের নিমিত্ত সরবরাহ বিভাগ সম্প্রতি প্রাদেশিক কন্ট্রোলার অব সাপ্লাইগণকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

ভ্রম সংশোধন

গত ২রা ডিসেম্বর তারিখের 'আর্থিক জগতে' 'ইংলণ্ডের সমর সরঞ্জাম ক্রয়ের সমস্যা' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মুদ্রাকর প্রমাদ বশতঃ বর্ত্তমান যুদ্ধের সূত্রপাতে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের হাতে ২৫৩০ কোটী পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ ছিল বলিয়া ছাপা হইয়াছে। আসলে ২৫৩০কোটী পাউণ্ডের স্থলে স্বর্ণের মূল্যের পরিমাণ হইবে ২৫।৩০ কোটী পাউণ্ড।

বাংলায় চর্ম্ম শিল্প

বাংলা দেশে প্রতি বৎসর চর্ম্ম শিল্পের বিভিন্ন শাখায় মোট ৫ কোটী টাকার পণ্য তৈয়ার হয়। তন্মধ্যে কাঁচা চামড়া হইতে পাওয়া যায় ১৷৷ কোটী টাকা। অবশিষ্ট ৩৷৷ কোটী টাকা চামড়া পাকা করা, জুতা প্রস্তুত ও অন্যান্য চামড়ার জিনিস তৈয়ারীর শিল্প হইতে পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ শিল্পগুলিতে বাঙ্গালী অতি সামান্য অংশই গ্রহণ করিয়াছে। বাংলা দেশে যে সকল চর্ম্ম পাদুকা প্রস্তুত হয় তাহা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত :—পুরাতন ধরণের দেশী জুতা এবং আধুনিক জুতা। মুগুা, নাগরাই, অড়ীর জুতা, চটি জুতা, চপ্পল বা স্যাণ্ডেল দেশী জুতার অন্তর্গত। কলিকাতায় প্রতি বৎসর যে পরিমাণ মুগুা এবং নাগরাই জুতা তৈয়ার হয়, তাহার আনুমানিক মূল্য ৫০ হাজার টাকা। সাধারণতঃ পশ্চিমা মুচিরাই এই সমস্ত তৈয়ার করিয়া থাকে। কলিকাতায় প্রতি বৎসর প্রায় ৪৫ লক্ষ জোড়া স্যাণ্ডেল তৈয়ার হয়। উহার মূল্য কমপক্ষে ৩৪ লক্ষ টাকা। আধুনিক জুতা বলিতে অক্সফোর্ড, ডাবি, গলফ সু, এলবার্ট, পাম্প সু, গ্রীসিয়ান, নিউকাট, সেলেম, লেডিজ সু প্রভৃতি বুঝায়। আধুনিক জুতা কলিকাতায় প্রভূত পরিমাণে এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম, বর্দ্ধমান, আসানসোল, বাঁকুড়া, শিউড়ি, হুগলী, হাওড়া, দার্জ্জিলিং প্রভৃতি স্থানে অল্পাধিক নির্ম্মিত হইয়া থাকে। কলিকাতায় জুতা তৈয়ারীর যেসকল কারখানা আছে, তাহার অধিকাংশই চীনাদের। প্রায় এক হাজার চীনা এই কাজে নিযুক্ত আছে। উহাদের অধীনে প্রায় ৬ হাজার বিহারী মুচিও নিযুক্ত আছে।

কোয়াম্বেটুর ইক্ষুর প্রসার

ভারত সরকারের ইক্ষু বিশেষজ্ঞ রায় বাহাদুর টি, এস, বেঙ্কট রমণ সম্প্রতি ভুপাল রাজ্যে ভারতীয় শর্করা শিল্প সম্পর্কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, ভারতের বাহিরেও অনেক দেশে কোয়াম্বেটুর ইক্ষুর চাষ প্রচলিত হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় মোট ইক্ষু চাষের অর্দ্ধেক জমিতেই কোয়াম্বেটুর জাতীয় ইক্ষু দেওয়া হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত মিশর, পেরু, ব্রেজিল, লুইসিয়ানা এবং অষ্ট্রেলিয়াতেও কোয়াম্বেটুর ইক্ষুর প্রবর্ত্তন হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতের শর্করার অস্তিত্ব সম্পর্কে বক্তা বলেন যে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষেই শর্করার ব্যবহার হয়। খৃষ্টের জন্মের দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেও গঙ্গানদীর তীরবর্ত্তীস্থানসমূহেও বন্য ইক্ষু পাওয়া যাইত।

শিল্প সম্পর্কীয় তথ্য সরবরাহ

বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সের পরিচালক সমিতি শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহে বৈজ্ঞানিক এবং টেকনিক্যাল তথ্যসমূহ সরবরাহ করার মনস্থ করিয়াছেন। প্রকাশ এই সম্পর্কে ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল রিসার্চ ইনফরমেনশন ব্যুরো নামক একটি পৃথক বিভাগ স্থাপনের পরিকল্পনা আছে। এই পরিকল্পনা কি ভাবে কার্য্যকরী করা যায় তৎসম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে অনুসন্ধান ও রিপোর্ট প্রদানের নিমিত্ত পরিচালক সমিতি একটী কমিটি গঠন করিয়াছেন।

ইংলণ্ডে ফলের আমদানী নিয়ন্ত্রণ

বৃটিশ বাণিজ্য-জাহাজের অধিকাংশ বর্ত্তমানে সমরোপকরণ আমদানীর কার্য্যে নিয়োজিত হইতেছে বলিয়া জাহাজের অভাবে বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে অপেক্ষাকৃত কম আবশ্যকীয় জিনিসের আমদানী নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে। বৃটিশ সরকারের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী সম্প্রতি যে ঘোষণা করিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ ভবিষ্যতে ইংলণ্ডে কমলালেবু ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর ফলের আমদানী নিয়ন্ত্রণ করা হইবে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশন

ইউনাইটেড প্রেসের সংবাদে প্রকাশ যে আগামী ২৪শে জানুয়ারী হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হইবে। সম্ভবতঃ এই অধিবেশন প্রায় দুইমাস কাল স্থায়ী হইবে।

কৃষি আয়-কর বাবদ আসাম সরকারের আয়

১৯৩৯-৪০ সালের কৃষি আয়-কর বাবদ আসাম গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ৯ লক্ষ ২২ হাজার টাকা আদায় করিয়াছেন। প্রকাশ এই দফায় আরও ১ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা আদায় হইবে।

সিমেণ্ট শিল্পে প্রতিযোগিতা হ্রাস

গুজব এই যে সম্প্রতি এসোসিয়েটেড সিমেণ্ট এবং ডালমিয়া সিমেণ্ট কোম্পানীর মধ্যে প্রতিযোগিতা হ্রাস করার জন্য মূল্যের হার নির্দ্ধারণ এবং ব্যবসায় সংক্রান্ত কয়েকটী বিষয়ে মীমাংসা হইয়া গিয়াছে।

ভারতীয় শর্করার শ্রেণী বিভাগ

ভারত সরকারের মার্কেটিং বিভাগের নির্দ্দেশক্রমে এদেশে শর্করার শ্রেণী বিভাগের জন্য কয়েকটী কেন্দ্র স্থাপিত হইবে বলিয়া প্রকাশ। কানপুর এবং মীরাটে সর্ব্বপ্রথম দুইটী কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে। কিছুকাল যাবত বাজারে ভেজাল চিনির পরিমাণ খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। শ্রেণী বিভাগের ফলে ভেজাল নিবারণ করা সম্ভব হইতে পারে।

বড়দিন উপলক্ষে চা ও চিনির ব্যবহার বৃদ্ধি

বড়দিন উপলক্ষে কিছুকালের জন্য ইংলণ্ডের খাদ্য নিয়ন্ত্রণ কর্ত্তা লর্ড উলটন জনসাধারণকে বেশী পরিমাণ চা ও চিনি ব্যবহারের অনুমতি দিবেন বলিয়া প্রকাশ।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

পাইওনিয়ার সণ্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ

সম্প্রতি আমরা পাইওনিয়ার সণ্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর গত ১৯৩৯ সালের রিপোর্ট সমালোচনার্থ পাইয়াছি। এই রিপোর্ট দৃষ্টে আলোচ্য বৎসরে নানাদিক দিয়া কোম্পানীটির উল্লেখযোগ্য উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। গত ১৯৩৭ সালে এই কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ২৪ পরগণা জিলায় সুন্দরবন অঞ্চলে মাতলা ও পিয়ালী নদীর সঙ্গমস্থলে ১ হাজার ৩০০ বিঘা জমি লইয়া উহার কারখানা স্থাপন করা হয়। আলোচ্য ১৯৩৯ সালে আরও ১০০ বিঘা জমি যোগ করিয়া কারখানার আয়তন বিশেষভাবে বিস্তৃত করা হইয়াছে। প্রথম কার্য্য সুরু করিবার সময় কোম্পানী লোনা জল রাখিবার জন্য ৩০০ বিঘা পরিধির একটি বেড নির্ম্মাণ করিয়াছিল। ১৯৩৯ সালে ঐ বেডের পরিধি আরও ৩০০ বিঘা পর্য্যন্ত বাড়াইয়া মোট ৬০০ বিঘা করা হইয়াছে। পুরাতন ৩০০ বিঘার বেডটিতে বর্ত্তমানেই উল্লেখযোগ্য পরিমাণ লবণ উৎপাদিত হইতেছে। ১৯৪২ সাল হইতে ঐ বেডটি পরিপূর্ণরূপ কার্য্যকরী হইয়া উঠার সঙ্গে ২৯ হাজার ৭০০ মণ লবণ উৎপাদিত হইবে বলিয়া অনুমাণ করা যাইতেছে। তারপর ১৯৪৩ সালে পুরাতন বেডের সঙ্গে যখন নূতন বেডটীও কার্য্যকরী হইবে তখন কোম্পানীর বাৎসরিক লবণ উৎপাদনের পরিমাণ ৭০ হাজার মণের মত দাঁড়াইবে বলিয়া কোম্পানীর পরিচালকগণ আশা করিতেছেন। আলোচ্য বৎসরে কারখানার যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করা হইয়াছে। চারি অশ্বযুক্ত একটী, ১০ অশ্বযুক্ত একটী ও ২৪ অশ্বযুক্ত একটী নূতন ইঞ্জিন বসান হইয়াছে।

লোনা জল পাম্প করিবার জন্য ৬টী নূতন পাম্প স্থাপন করা হইয়াছে। কারখানার জন্য বেশী পরিমাণে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে। অধিকন্তু কারখানায় কয়লা নিবার ও কারখানা হইতে লবণ চালান দিবার জন্য নৌকার সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এই সমস্তের ভিতর দিয়া কোম্পানীর অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা লক্ষ্য করা যায়।

১৯৩৮ সালে পাইওনিয়ার সণ্ট কোম্পানী প্রেফারেন্স শেয়ারের শতকরা ৬।০ আনা হারে ও সাধারণ শেয়ারের উপর শতকরা ৩ টাকা হারে লভ্যাংশ দিয়াছিল। ১৯৩৯ সালে প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। সাধারণ শেয়ারের উপর প্রদেয় লভ্যাংশের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ৩।০ আনা করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে কোম্পানী যেরূপ উন্নতিমূলক বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে উহাদের পক্ষে ভবিষ্যতে আরও অধিক পরিমাণে লভ্যাংশ দেওয়ার সুবিধা হইবে বলিয়াই আমরা আশা করি।

বাঙ্গলা দেশে লুপ্ত লবণ শিল্পের পুনরুদ্ধার কল্পে বর্ত্তমানে যে সব কোম্পানী বিশেষভাবে যত্ন চেষ্টা নিয়োগ করিতেছেন 'পাইওনিয়ার' তাহাদের অন্যতম। এই কোম্পানীর পরিচালকগণের উদ্যোগশীল কার্য্যতৎপরতা সকল দিক দিয়া জয়যুক্ত হউক ইহাই আমাদের কামনা। কলিকাতায় ১৭নং ম্যাঙ্গো লেনে এই কোম্পানীর হেড অফিস অবস্থিত।

ফেডারেল ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোং লিঃ

সম্প্রতি নূতন দিল্লীর ফেডারেল ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোম্পানীর গত ১৯৩৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সময়ের ভেলুয়েশন রেপোর্ট প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই ভেলুয়েসনের ফলাফল সম্পর্কে আমরা যে বিবরণ পাইয়াছি তাহা কোম্পানীর পূর্ব্বেকার (প্রথম) ভেলুয়েসনের তুলনায় বিশেষ সন্তোষজনক বলা চলে। এবাঁরকার ভেলুয়েসনে ও এম (৫) মৃত্যু তালিকার সহিত আজীবন বীমাস্থলে ৬ বৎসর যোগ করিয়া ও অন্যান্য শ্রেণীর বীমাস্থলে ৫ বৎসর যোগ করিয়া পলিসি গ্রাহকদের মৃত্যুহার ধরা হইয়াছে। কোম্পানীর বীমা তহবিলের উপর প্রাপ্ত সুদের হার শতকরা ৪ টাকা হারে গণনা করা হইয়াছে ও আদায় যোগ্য প্রিমিয়ামের (আফিসের প্রাপ্তব্য) শতকরা ২০ ভাগ সংরক্ষিত করিয়া কোম্পানীর ভবিষ্যৎ খরচপত্র ও লাভের সংস্থান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হইয়াছে। সুখের বিষয় এইরূপ কড়া-কড়ি ভিত্তিতে ভেলুয়েশন করিয়াও কোম্পানীর ৬৭৮ টাকা উদ্বৃত্ত দেখা গিয়াছে। প্রথম ভেলুয়েশনে কোম্পানীর যেস্থলে ঘাটতি দেখা গিয়াছিল সে স্থলে এবারকার এই উদ্বৃত্ত বাস্তবিকই খুব উল্লেখযোগ্য। এ্যাকচুয়ারী মিঃ কে বালসুব্রাহ্মণ্যম তাঁহার রিপোর্টে কোম্পানীর কার্য্যধারা সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে গিয়া বলিয়াছেন 'কোম্পানী যে অগ্রগতি দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে তাহা যদি ভবিষ্যতেও বজায় থাকে তবে পরবর্ত্তী ভেলুয়েসনে কোম্পানীর পক্ষে অধিকতর বেশী উদ্বৃত্ত প্রদর্শন করা ও তাঁহার ফলে পলিসি গ্রাহকদের জন্য বোনাস ঘোষণা করা কঠিন হইবে না।" ইহা এই কোম্পানী সম্বন্ধে বিশেষ আশা ও ভরসার কথা সন্দেহ নাই।

ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

কিছুদিন হইল আসাম প্রদেশের লখিমপুরে ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটী নূতন শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে।

ফ্রি ইণ্ডিয়া জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

আমরা অবগত হইলাম মিঃ বামিনীভূষণ মিত্র এম-এ বি-এল সম্প্রতি ফ্রি ইণ্ডিয়া জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতা শাখার ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন।

চ্যাম্পিয়ান জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

চ্যাম্পিয়ান জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর সহিত এরিয়ান লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটীর একত্রীকরণ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। মেসার্স চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং এই কোম্পানীর বাঙ্গলা, বিহার এবং আসামের চীফ এজেন্টস্ নিযুক্ত হইয়াছেন। ১৫ নং বেন্টিক ষ্ট্রীট—কলিকাতায় এই চীফ এজেন্সী আফিস অবস্থিত।

ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ

সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্য্যফল প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে উৎপন্ন মালপত্র বিক্রয় করিয়া আবশ্যকীয় খরচপত্র বাদে কোম্পানীর মোট লাভ দাঁড়ায় ৯৯ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা। উহা হইতে ডিবেঞ্চার ঋণের সুদ পরিশোধ ও ক্ষয়পূরণ বাবদ অর্থ নিয়োগ করিয়া, ১৪ লক্ষ টাকা আয়কর ও সুপার ট্যাক্স বাবদ মজুদ রাখিয়া এবং অনুরূপ ধরণের অন্য প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত কোম্পানীর হাতে মোট বণ্টনযোগ্য লাভের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০ লক্ষ ৭ হাজার ৮৪৫ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের জের ৫ লক্ষ ১৭ হাজার ১৯৩ টাকা যোগ করিয়া উহা ৫৫ লক্ষ ২৫ হাজার ৩৮ টাকা হয়। তাহা হইতে ৫০ লক্ষ ৭১ হাজার ৪২৪ টাকা নিয়োগ করিয়া অংশীদারদিগকে শতকরা ২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। বাকী ৪ লক্ষ ৫৩ হাজার ৬১৪ টাকা আগামী বৎসরের হিসাবে জের টাকা স্থির হইয়াছে।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

হাওড়া মিলস কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ১৮০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসে লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা ১৷৷০ আনা।

রিলায়েন্স জুট মিলস কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসে ১৮০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল শতকরা ১৷৷০ আনা।

অকল্যাণ্ড জুট মিলস কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসে শতকরা ৫ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসে লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা ৫ টাকা।

ক্লাইভ মিলস কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে কোন লভ্যাংশ দেওয়া হয় নাই।

ডালহৌসী জুট কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৭৷৷০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসের হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল শতকরা দশ টাকা।

কিনিসিন জুট মিলস কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ১ টাকা। পূর্ব্ব ছয়মাসে লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা ৫ টাকা।

ল্যান্সডাউন জুট কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ১ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসে লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা ৷৷০ আনা।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

হাওড়া ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ নরসিংহ পাল। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ৩০ নং ষ্ট্রাণ্ড রোড কলিকাতা।

ইণ্টারন্যাশনেল কমার্শিয়াল সিণ্ডিকেট লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এস চৌধুরী। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ৩নং তারাচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মান্দালঘাট জেমিণ্ডারী সিণ্ডিকেট লিঃ—ডিরেক্টর ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ১৬ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

শ্রীহনুমান ষ্টীল রোলিং মিলস কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ সি এল বাজোরিয়া। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ১৪৪।১৪৫ নং যোগেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি রোড—হাওড়া।

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাব্লিশিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ নরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ্জি। অনুমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ১।১।১এ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা।

মত ও পথ

ভারতে রাস্তাঘাটের সমস্যা

ভারতবর্ষে রাস্তাঘাটের অসুবিধা সম্পর্কে 'মডার্ণ ট্রান্সপোর্ট' নামক একখানি বিলাতী কাগজে মিঃ জেফ্রিস নামক জনৈক লেখক লিখিতেছেন, "বৃটীশ শাসকগণ ভারতে অনেক কিছু করিয়াছেন; কিন্তু ব্যবসাবাণিজ্য এবং ভ্রমণকারীদের প্রয়োজনের তুলনায় দেশের অভ্যন্তরে রাস্তাঘাটের' প্রসার সম্পর্কে কিছুই করিতে সমর্থ হন নাই। ভারতের রাস্তাঘাট সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য ১৯২৩ সালে আমি এই দেশ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি। ভারতে রাস্তাঘাটের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সিভিলিয়ান শাসকগণ এবং ইংরাজদের ঔদাসীন্য দেখিয়া আমি বিস্মিত হই। এই ঔদাসীন্যের কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারি যে কেন্দ্রীয় সরকারের নজর রেলপথের উপরই বিশেষভাবে নিবদ্ধ আছে। সীমান্ত প্রদেশে সামরিক প্রয়োজনে যে সমস্ত রাস্তা আছে তদ্ব্যতীত রাস্তাঘাট ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন উৎসাহ নাই এবং এই সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট বিশেষ কোন সংবাদও রাখেন না। এই ঔদাসীন্যের আর একটি কারণ এই যে ভারতীয় রেলপথসমূহে ইংরাজদের বহু অর্থ নিয়োজিত আছে, পক্ষান্তরে রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ ব্যাপারে তাঁহাদের কোন প্রকার স্বার্থসম্বন্ধ নাই বলা যায়। পশ্চিম ভারতীয় অটোমোবাইল এসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট মিঃ এইচ, ই, অরমারড্ 'মোটরিং ইন ইণ্ডিয়া' কাগজে ভারতীয় রাস্তাঘাট সম্পর্কে সম্প্রতি নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনা দিয়াছেন, "ধূলা ও কাদা, উচু নীচু, গর্ত্তবিশিষ্ট, কখনও কয়েক ইঞ্চি ধূলায় পরিবৃত, বর্ষাকালে পিছল এবং বিপজ্জনক কর্দ্দম পরিপূর্ণ—ইহাই ভারতীয় রাস্তাসমূহের প্রকৃত বর্ণনা।" সুদীর্ঘ আঠার বৎসর চেষ্টার পরও এই অবস্থা! আসল কথা এই যে বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতবর্ষে উন্নত ধরণের রাস্তাঘাট বিস্তার করিতে হইলে "হাউস অব কমন্সের" সহানুভূতি নিয়া ভারত সচিবকেই এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। কিন্তু হাউস অব কমন্স?—ভারতবর্ষ সম্পর্কে ইহার জ্ঞানই বা কি? আর ভারতের জন্য কিছু করার গরজই বা উহার কোথায়?"

সৈনিকতা একটা পেশা

"গান্ধীজী সৈনিকদের পেশা সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছিলেন। ইহা লইয়া কয়েকজন পাঞ্জাবী একটা সরগোল তুলেন। টাইপরাইটীং, সুতার মিস্ত্রীর কাজ, কৃষিকর্ম্ম, ডাক্তারী কিংবা ওকালতী যেমন পেশা তেমনি সৈনিকতাও একটা পেশা মাত্র। সাধারণতঃ লোকে উপার্জ্জনের জন্যই কোন না কোনো পেশা গ্রহণ করে। সৈনিক হইলেই কোন লোক স্বদেশভক্ত বা সমাজসেবক হইয়া উঠে না। সম্মিলিতভাবে সৈনিকেরা ভাল ভাল কাজ করিয়াছে; কিন্তু অধিক সময়েই তাহারা উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি বা জাতির স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজেদিগকে যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহৃত হইতে দিয়া পৃথিবীতে ধ্বংস ও মৃত্যুর কারণ হইয়াছে।

যুদ্ধকুশল জাতিগুলি জীবিকার জন্য অর্থাৎ ভারাটীয়া সৈনিকবৃত্তি স্বীকার করিয়াছে এমন বহু দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আছে। পরাজিত হইয়া (সৈনিকরূপে) বিজেতার চাকুরী গ্রহণ করা সামরিক জাতিগুলির মধ্যে পূর্ব্বেও ছিল এবং আজও আছে। ভারতবর্ষ, পারস্য, আরব, সিরিয়া, মরক্কো এবং অন্যান্য সমস্ত বিজিত ও রক্ষণাধীন রাষ্ট্রগুলিতে সামরিক জাতির লোকের ভিতর এই মনোবৃত্তি দেখা যায় ইহা ঐতিহাসিক তথ্য। সুতরাং গান্ধীজী যখন বলেন যে, সৈনিকতা একটা পেশা বই আর কিছু নয় এবং সৈনিকতা পাঞ্জাবীদের পেশা বলিয়াই তাহারা সৈনিকদলে নাম লিখাইয়া থাকেন, তখন তাহাতে ক্রোধের কারণ কি থাকিতে পারে?" 'রাষ্ট্রবাণী' ১৬ই অগ্রহায়ণ।

আমোদ-প্রমোদের মারফত যুদ্ধ তহবিলে অর্থ-সংগ্রহ

যুদ্ধ তহবিলে অর্থ-সংগ্রহের জন্য জলসা ও অভিনয়ের যে সমস্ত ব্যবস্থা হইয়া থাকে তাহার প্রতিবাদ করিয়া ৩০শে নবেম্বরের "ইণ্ডিয়ান ফিনান্সে" 'ইণ্ড্‌সুড্রপার' লিখিতেছেন, "সৈনিকরূপে যুদ্ধে যোগদান করার সুযোগ না পাওয়ায় ভারতবর্ষে অবস্থিত ইংরাজদের মধ্যে উষ্মার ভাব দেখা যায়; কিন্তু যুদ্ধ তহবিলে আশানুরূপ অর্থ সংগৃহীত না হইলে তাঁহাদের মধ্যে কোনরূপ অসন্তোষ সৃষ্টি হয় না। আসল কথা এই যে ভারতের বৃটীশ অধিবাসীগণ যুদ্ধ-তহবিলে অর্থদান করাকে যক্ষ্মানিবাসে এবং কুষ্ঠকেন্দ্র নির্ম্মাণে চাঁদা দেওয়ার সামিল মনে করিয়া থাকেন। কোন মহৎ উদ্দেশ্য দেখাইয়া অর্থসংগ্রহ হয় না; আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থার মারফতই যা কিছু অর্থ সঞ্চিত হইতেছে। কোন অভিনয় বা জলসার বিজ্ঞাপন দিয়া টিকিট বিক্রয়ের জন্য ক্যানভাসিং চলে। পৃষ্ঠপোষক হিসাবে বড় বড় লোকের নাম জুড়িয়া দেওয়া হয় এবং অভিনয় বাসরে প্রচুর আরামের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। সহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ আসরে উপস্থিত হইয়া নানাবিধ বিলাসব্যবস্থা উপভোগ করিয়া থাকেন। ইহাতে প্রচুর অর্থব্যয় হয় এবং ফলে যুদ্ধতহবিলে খুব সামান্য অর্থই পড়িয়া থাকে। এই ব্যবস্থায় কোন ব্যক্তি দশ টাকা ব্যয় করিলে বড় জোড় আটা আনা বা এক টাকা যুদ্ধ তহবিলে জমা হয়। উদ্যোক্তাগণ আরও স্বল্প ব্যয়ে কি অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে পারেন না?"

পাট সমস্যার প্রতিকার

পাট বিক্রয়ের সুবিধার জন্য লাইসেন্সযুক্ত গুদাম স্থাপনের প্রস্তাব করিয়া বর্ত্তমান মাসের 'মডার্ণ রিভিউ' কাগজে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী এম, এল্, সি, লিখিতেছেন, "পাট চাষীর পক্ষে পাট বিক্রয়ের সুবিধার জন্য গভর্ণমেণ্টকে নিয়ন্ত্রিত বাজার এবং ঐ সমস্ত বাজারে লাইসেন্স বিশিষ্ট সুরক্ষিত গুদাম স্থাপন করিতে হইবে। এই গুদামে পাট জমা রাখিয়া কৃষক যাহাতে অগ্রিম টাকা পায় তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সমস্ত গুদাম পরিচালনার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হইবে তাহা কি প্রকারে সংগৃহীত হইবে এ বিষয়ে অনেকেই নানারূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া থাকেন। বাঙ্গলাদেশে সাধারণতঃ এক কোটী বেল অর্থাৎ প্রায় পাঁচ কোটী মণ পাট উৎপন্ন হয়। প্রতিমণ পাটে দাম সর্ব্বনিম্ন ৭॥০ আনা ধরিয়া লইলে এবং মোট পাটের দুই তৃতীয়াংশের জন্য অগ্রিম মূল্য দিতে হইলে একুনে পঁচিশ কোটী টাকার প্রয়োজন। গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এই পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা অসাধ্য বলিয়া আমি মনে করি না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে বর্ত্তমানে কেহ কেহ সরকারকে একশত কোটী টাকা ঋণ করিয়া জমিদারী, তালুকদারী প্রভৃতি খাস করিয়া নিতে দাবী জানাইতেছেন। দায়িত্বশীল জনমতের এইরূপ দাবী হইলে যথাসময়ে এবং উচিতমূল্যে পাট বিক্রয়ের সুবিধার জন্য গবর্ণমেণ্ট পঁচিশ কোটী টাকা ঋণ সংগ্রহ করিতে অক্ষম ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু পাটের মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে বাঙ্গলার মন্ত্রীসভা স্বাধীনভাবে কিছু করিতে পারিবেন কি না তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। সদিচ্ছার সহিত সমবায় প্রথায় পাট বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে গিয়া সমবায় বিভাগের জনৈক রেজিষ্ট্রার কিরূপ অপদস্থ হইয়াছিলেন তাহা আমরা ভুলি নাই। তদানীন্তন পাট বিক্রয় সমিতিগুলি ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে ভয়ের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। ইহার ফলে ব্যাঙ্ক এবং বাঙ্গলা সরকারের উপর অন্যায় প্রভাব বিস্তৃত হয় এবং পরিণতিস্বরূপ এই পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। বাঙ্গলা সরকার বর্ত্তমানে পাটের জন্য ছয় কোটী টাকা ঋণ সংগ্রহ করিবেন এরূপ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলার মন্ত্রীমণ্ডলকে ঋণ গ্রহণ করিতে এবং ঋণ গ্রহণে সমর্থ হইলেও ইহার সাহায্যে প্রকৃত কাজ করিতে দেওয়া হইবে কি না তৎসম্পর্কে আশা পোষণ করা যায় না। কায়েমী স্বার্থসমূহ পশ্চাতে থাকিয়া এই ব্যাপারে বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে বলিয়াই আমাদের ধারণা।"

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৬ই ডিসেম্বর

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে পূর্ব্বের মতই একটা মন্দার ভাব লক্ষিত হইয়াছিল। মাল প্রেরণের জাহাজের অভাবে বিদেশে রপ্তানী বিশেষ হইতেছে না। ফলে রপ্তানী বিলও এখন পর্য্যন্ত খুবই কম উপস্থাপিত হইতেছে। তবে ইংলণ্ডে শীঘ্রই কিছু মাত্রায় পাট ও চামড়া রপ্তানীর ব্যবস্থা হইয়াছে। সে জন্য জাহাজও পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু উত্তর আমেরিকায় মাল প্রেরণের উপযুক্ত জাহাজের অভাব এখন বিশেষভাবেই অনুভূত হইতেছে। এই সমস্ত অসুবিধা কাটিয়া গিয়া অদূর ভবিষ্যতে রপ্তানী বৃদ্ধির সুযোগ আসিবে বলিয়া মনে করা যায় না। কাজেই বিনিময় বাজারে আরও কিছুকাল সমভাবে মন্দা চলিবারই সম্ভাবনা রহিয়াছে।

কলিকাতার টাকার বাজারে এ সপ্তাহে পূর্ব্বাপর স্বচ্ছলতার ভাবই বলবৎ ছিল। বার্ষিক শতকরা আট আনা সুদের হারে ব্যাঙ্কগুলির ভিতর কল টাকার আদান প্রদান হইয়াছে। এইরূপ কম সুদ সত্ত্বেও বাজারে ঋণগ্রহীতার তুলনায় ঋণ প্রদাতার সংখ্যাই অধিক ছিল।

গত ৩রা ডিসেম্বর ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩ কোটী ৪ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা। এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৸০ আনা ও তদূর্দ্ধ দরের সমস্ত এবং ৯৯৷৶৯ পাই দরের শতকরা ৩৩ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার ছিল ১৩।০ পাই। এ সপ্তাহে তাহা কমাইয়া ১৬ পাই করা হইয়াছে।

আগামী ১০ই ডিসেম্বরের জন্য ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের আবেদন গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১৩ই ডিসেম্বর ঐ বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে। গত ৩রা ডিসেম্বর হইতে ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। গত ২৭শে নবেম্বর হইতে গত ২রা ডিসেম্বর মধ্যে মোট ১ কোটী ৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইয়াছিল। বর্ত্তমানে সাধারণ ট্রেজারী বিল বিক্রয়ের পরিমাণ ১ কোটী টাকা পর্য্যন্ত কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই অবস্থায় বেশী পরিমাণে টাকা খাটাইবার পক্ষে যে অসুবিধা হইতেছে না ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল দ্বারা তাহার কতকটা প্রতিকার হইতেছিল। কিন্তু এখন আবার ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়ায় সেদিক টাকা খাটাইবার পথ বন্ধ হইল। ইহাতে বাজারে টাকার স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা আছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ২৯শে নবেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২১৮ কোটী ১১ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহা ২১৮ কোটী ১২ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা ছিল। পূর্ব্ব সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ছিল ৪৪ কোটী ৮৮ লক্ষ টাকা। এ সপ্তাহে তাহা বাড়িয়া ৪৪ কোটী ৮১ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেন্টের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৪৭ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা ও ১৫ কোটী ৭০ লক্ষ টাকা। এ সপ্তাহে বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ৪৯ কোটী ১৮ লক্ষ টাকা ও ২২ কোটী ৫১ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

অন্য বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ আছে :—

টেলি: হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫$\frac{3}{3}\frac{1}{2}$ পে
ঐ দর্শনী	"	১ শি ৫$\frac{3}{3}\frac{1}{2}$ পে
ডি এ ৩ মাস	"	১ শি ৬$\frac{1}{3}\frac{1}{2}$ পে
ডি এ ৪ মাস	"	১ শি ৬$\frac{1}{3}\frac{1}{2}$ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ টাকায়)	৩৩২৸০
ইয়েন	(প্রতি ১০০ টাকায়)	৮১।০
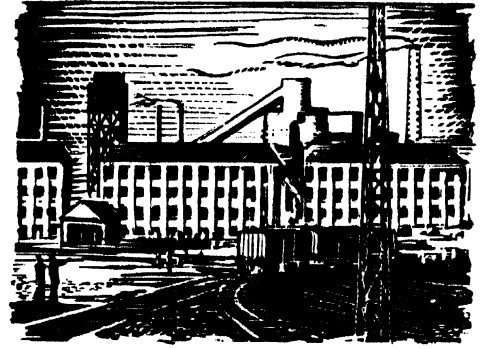
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৬ই ডিসেম্বর।

গত দুই সপ্তাহ যাবত কলিকাতার শেয়ার বাজারে যে কর্ম্মব্যস্ততা পরিলক্ষিত হইতেছিল আলোচ্য সপ্তাহে তাহার বিশেষ ব্যতিক্রম দেখা দিয়াছে। বাজারের সকল বিভাগেই একটা দ্বিধা বা দোটানার ভাব দেখা দিয়া নিম্নগতি পরিস্ফুট হইয়াছে। ইংলণ্ডের উপর বিমাণ আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি এবং বৃটেনের আর্থিক সমস্যা বিশেষতঃ আমেরিকা হইতে সমর-সরঞ্জাম ক্রয় সম্পর্কে যে সমস্ত প্রতিকূল সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা হইতেই শেয়ার বাজারে এবম্বিধ প্রতিক্রিয়া ঘটিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস। সপ্তাহের শেষ দিকে অবশ্য অবস্থার কতকটা উন্নতি হইয়াছে বলা যায়। নিম্নগতির ভাব কাটিয়া গিয়া শেয়ারের মূল্যে স্থিরত্ব পরিদৃষ্ট হইতেছে। পরিবর্ত্তনের কারণও সহজে বিশ্লেষণযোগ্য। এলবানিয়ায় ইটালীয় পরাভব এবং আমেরিকা কর্ত্তৃক বৃটেনকে ধারে সমর-সরঞ্জাম সরবরাহ করার আশা দেখা দেওয়াতেই শেয়ার বাজারে মন্দার ভাব কাটিয়া যাইতেছে। আমেরিকার আশাভরসা সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিলে শেয়ার বাজারে পুনরায় কর্ম্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাইবে আশা করা যায়।

কোম্পানী কাগজ

শেয়ার বাজারের অন্যান্য বিভাগে মন্দার ভাব পরিদৃষ্ট হইলেও কোম্পানীর কাগজে ইহার কোনরূপ প্রভাব বিস্তৃত হইতে পারে নাই। শতকরা ৩॥০ আনা সুদের কাগজ ৯৪৲ টাকায় উঠিয়াছে। ৩৲ টাকা সুদের কাগজও ৮০॥৵০ আনায় উন্নীত হইয়াছে। অল্প সময় মধ্যে পরিশোধ্য ঋণ সম্পর্কেও চাহিদা বৃদ্ধির ফলে মূল্যের দিক দিয়া উন্নতি ঘটিয়াছে। ৩৲ টাকা সুদের (১৯৪১) ঋণ ১০১৷০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের (১৯৫১-৫৪) ঋণ ৯৮৷০ আনা, ৩॥০ আনা সুদের (১৯৪৭-৫০) ঋণ ১০২৵০ আনা, ৪৲ টাকা সুদের (১৯৬০-৭০) ঋণ ১০৭৸০ আনা, ৫॥০ আনা সুদের (১৯৫৫-৬০) ঋণ ১১২৷৵০ আনা, এবং ৫৲ টাকা সুদের (১৯৪৫-৫৫) ঋণ ১১২॥৵০ আনায় ক্রয়-বিক্রয় হইতেছে।

ব্যাঙ্ক

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শেয়ার ১০৪৲ টাকায় স্থির আছে।

কাপড়ের কল

কাপড়ের কলের শেয়ারেও স্থিরতা বজায় ছিল। কাণপুর টেক্সটাইল ৬৲ টাকা, এলগিন ১৭৷০ আনা, এবং নিউ ভিক্টোরিয়া ১৸৵০ আনায় ক্রয়-বিক্রয় চলিতেছে। আলোচ্য সপ্তাহে কেশোরাম ৬॥০ আনায় উন্নীত হইয়া ৬৵০ আনায় বর্ত্তমানে বিকিকিনি হইতেছে। সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এলগিন মিলসের ষাণ্মাসিক কার্য্যবিবরণী সন্তোষজনক হইয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লার খনি বিভাগেও আলোচ্য সপ্তাহের মন্দগতি প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হয় নাই। বেঙ্গল ৩৭৫৲ টাকায় নামিয়া আসিলেও বরাকর ১৫৷০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। ইহা পুনরায় ১৪॥৵০ আনায় নামিয়া গিয়াছে। ইকুইটেবল ৩৭৷০ আনা, ধেমো মেইন ১৫॥৵০ আনা, নিউ বীরভূম ১৭৸৵০ আনা, রাণীগঞ্জ ২৭৲ টাকা এবং ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৩০৷৵০ আনায় বিকিকিনি চলিতেছে। আলোচ্য সপ্তাহে ওয়েষ্ট জামুরিয়া এক সময়ে ৩১৵০ আনা পর্য্যন্ত উন্নীত হইয়াছিল।

চটকল

চটকল এবং এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগেই বর্ত্তমান সপ্তাহে মন্দার ভাব দেখা গিয়াছে। চটকল বিভাগে হাওড়া ৫২॥০ আনা (লভ্যাংশ বাদ) হইতে ৫০৸০ নামিয়া গিয়া পরে অবশ্য ৫১৷০ আনায় উন্নীত হইয়াছে। এংলো ইণ্ডিয়া ৩১৭৲ টাকা, বালী ২২২॥০ আনা, চাঁপদানী ১৬৩৲ টাকা, গৌরীপুর ৬৭১॥০ আনা, হুকুমচাঁদ ৮৷৵০ আনা, কামারহাটী ৪৬৫৲ টাকা, কাঁকনাড়া ৩৭৫৲ টাকা, ন্যাশানেল ২২৷০ আনা, নদীয়া ৫৭৲ টাকা, এবং রিলায়েন্স ৬০৲ টাকায় হস্তান্তর হইয়াছে।

এঞ্জিনীয়ারিং

এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে সপ্তাহের মধ্য ভাগেই বিশেষ নিম্নগতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৩৪৵০ আনা হইতে ৩২৷৵০ আনায় এবং ষ্টীল কর্পোরেশন ২২৷০ আনা হইতে ২০৷০ আনায় নামিয়া আসে। পরে অবস্থার পরিবর্ত্তনের ফলে ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৩৩৵০ আনা এবং ষ্টীল কর্পোরেশন ২১৸৵০ আনায় উন্নীত হইয়াছে।

বিবিধ

বিবিধ কোম্পানীসমূহের মধ্যে এ সপ্তাহে বহুদিন পর কানপুর সুগারের চাহিদা দেখা গিয়াছিল। ইহা ১৭৲ টাকায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

চা-বাগানের শেয়ার সম্পর্কে সন্তোষজনক চাহিদা পরিলক্ষিত হইয়াছে। হাসিমারা ৪১৷০ আনা এবং তেলিয়াপাড়া ৪০২৲ টাকায় উন্নীত হইয়াছে।

ডানলপ রাবার ৩৭৷০ আনায় উঠিয়া ৩৬৷০ আনায় বিকিকিনি হইতেছে।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার ও কোম্পানীর কাগজের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে।

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের ঋণ—(১৯৪১) ২রা ডিসেম্বর ১০১॥০ ; ৪ঠা—১০১৷০।

৩৲ সুদের নূতন ঋণ—(১৯৬৩-৬৫) ২রা ৯২॥০ ; ৩রা—৯২॥/০ ৯২॥৵০ ৯২৸০ ; ৪ঠা—৮২॥৶০ ; ৫ই ৯২॥০।

৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ—২রা ৯৩৸০ ৯৩৸৶০ ৯৪৲ ৯৩৸৵০ ; ৩রা—৯৪/০ ৯৩৷০ ৯৩৸৶০ ৯৩৸৵০ ; ৪ঠা—৯৩৸৵০ ; ৫ই—৯৪/০ ৯৪৵০।

৩॥০ সুদের ঋণ—(১৯৪৭-৫০) ৩রা ১০২৶০ ;

৪৲ সুদের ঋণ—(১৯৬০-৭০) ৩রা ১০৭৸০ ; ৪ঠা—১০৭॥৵০ ; ৫ই—১০৭৸/০ ;

৫৲ সুদের ঋণ—(১৯৪৫-৫৫) ৩রা ১১২৸৵০ ১১২৸০ ১১২৸৵০ ১১৩৲ ; ৪ঠা—১১২৷৵০ ১১২৷৵০ ;

ব্যাঙ্ক

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক—২রা ডিসেম্বর (প্রেফ) ১৫৩৲ ; ৩রা—(অর্ডি) ৪৪০৲ ৪৪২৷০। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক—২রা (সঃ আদায়ী) ১৫৫১৲ ১৫৫০৲ ; ১৫৫৪, ৩রা—১৫৫১৲ (কণ্টি) ৩৮৫৲ ৩৮৭৲। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক—৩রা ১০২৷০ ১০৩৲ ১০৪৲ ; ৪ঠা—১০৩৲ ১০৪৲ ১০২৷০ ; ৫ই—১০৩৲ ১০৪৲ ১০২৸০ ১০২৷০।

রেলপথ

আরা-সাসারাম রেলওয়ে—২রা ডিসেম্বর ৬৪৲ ; ৩রা—৬৫৲ ; ৪ঠা—৬৫৲। বর্দ্ধমান-কাটোয়া রেলপথ—৫ই ৯১৲। সাহাদরা (দিল্লী)—সাহরণপুর রেলওয়ে—২রা ১৪৮৲। বক্তিয়ারপুর-বিহার রেলওয়ে—৩রা ৪৫৲ ; ৫ই ৪৯৷০। বারাসত-বসিরহাট রেলপথ—৩রা ৩৩৲। চাপারমুখ—শীলঘাট—৩রা ৮৪৲। দার্জ্জিলিং-হিমালয়ান—৩রা (প্রেফ) ১০১৲ ১০২৲ ; ৫ই—১০১৷০ ১০২৷০। হাওড়া-আমতা রেলপথ—৩রা ৯৮৲ ৯৯৲ ৯৯৷০।

কাপড়ের কল

এলগিন মিলস ২রা ডিসেম্বর(অর্ডি)—১৭।/০; ৩রা—১৬৸৵০ ১৭।৵০ ১৭৷০; ৫ই—১৬৸৶০ ১৭৶০ ১৭।০ ; বাসন্তী—৩রা—(প্রেফ) ৪৸০ ; ৫ই—৩৲ ৩৵০ ; নিউ ভিক্টোরিয়া—২রা—(অর্ডি) ১৷৵০ ; ৩রা—১৷৵০ ১৷৶০ ১৸০ ১৸৵০ ১৷৵০ ১৷৶০ ১৸৵০ ; (প্রেফ)—৫।৶০ ৫৷৵০ ৫৸/০ ৫৷০ ৫৸০ ৬৲ ৫৷৶০ ৫৷০ ; ৪ঠা—১৸০ ১৸৵০ ১৷৵০ ; (প্রেফ)—৫৸৵০ ৬৲ ৫।০ ; ৫ই—১৷৶০ ১৸/০; (প্রেফ)—৫৷৵০ ৫৸৵০ ৫৸/০ ৫৸০ ৬৲ ; কেশোরাম কটন—(অর্ডি) —৫৸০।

কয়লার খনি

এমালগামেটেড ৩রা ডিসেম্বর—২৮৷০; ৫ই—২৮৵০; বেঙ্গল—২রা ডিসেম্বর —৩৮৪৲ ৩৮৬৲ ; ৩রা—৩৮৪৲ ৩৮৬৲ ৩৭৯৲ ৩৮৫৲ ৩৮৭৲ ; ৪ঠা—৩৭৮৲ ৩৮৩৲ ; ৫ই—৩৭২৲ ৩৭৯৲ ৩৭৫৲ ; ঝরিয়া—২রা—১৫৲ ১৫।০ ; ৩রা—১৫৷০ ১৫৸০ ; ভালগোরা—৩রা—৫।৵০ ; ৫ঠা—৫৵০ ৫।৶ ৫।/০ ; ভুলান বাড়ী—২রা—১৩৸০ ১৪৲ ; ৩রা—১৩৷০ ১৩৷৵০ ১৩৸৵০ ১৩।৶০ ; ৪ঠা—১৩৷০ ১৩৸০ ; ৫ই—১২৸৵০ ১২৸৶০ ; ধেমো মেইন—২রা—১৬৲ ; ৩রা—১৫৸০ ১৬।০ ১৫৸৵০ ১৬৵০ ; ৪ঠা—১৫৸০ ১৬৲ ; ৫ই—১৫৸০ ১৬৲ ; ইকুইটেবল—২রা—৩৭।/০ ; ৩রা—৩৭৵০ ৩৭৸০ ; ৪ঠা—৩৬৸০ ; ৫ই—৩৬৸৶০ ৩৭৲ ৩৭।০ ৩৭/০ ৩৭।/০ ; (প্রেফ) ১৪৫৲ ১৪৬৲ ; সুসিক ও মুস্লিয়া—২রা—৫/০ ৫৵০ ; ৩রা—৫৵০ ; ৫ই—৪৸/০ ৪৸৵০ ৫৲ ; হরিলাদী —৪ঠা—১৩৸০ ১৪৲ ; ৫ই—১৩।০ ১৩৷৵০ ; নর্থ ওয়েষ্ট—২রা (কণ্টি) ১৪৸৵০ ১৫।০ ১৫৷০ ; নর্থ দামুদা—৩রা—৫৸৶০ ৬৵০ ৬।/০ ৫৸৵০ ৬৲ ; পরাসিয়া—১।০ ; ৩রা—১৵০ ১।০ ১৶০ ; ৪ঠা—১/০ ১৶০ ; ৫ই—১/০ ১৵০ ১।০ ; বরাকর—৩রা—১৫৲ ১৫।/০ ১৫।০ ১৫৷০ ; সেন্‌ট্রাল কুর্কেন্দ—৩রা—১৫৸৶০ ১৫৵০ ১৫৷৵০; চুরুলিয়া—৫ই—১৸/০; দেউলী—৩রা—৯৸৵০; জয়ন্তী সেন্‌ট্রাল —৩রা—১৸৵০ ২৲ ; কালাপাহাড়ী—৩রা—১১।০; নাজিরা—৩রা—৯৲ ৯।০; রাণীগঞ্জ—৩রা—২৬।০ ২৬৷০ ২৭৲ ; ৪ঠা—২৫৸০ ২৫৸৵০ ; ৫ই—২৫৵০ ২৫৷০ ; ওয়েষ্ট জামুরিয়া—৩রা—৩০৲ ; ৪ঠা—৩১৲ ; ৫ই—৩১।০ ৩১৷০।

পাটের কল

আগরপাড়া—৩রা ডিসেম্বর—(প্রেফ) ১৪৮৲ ১৪৮৷০ ; ৪ঠা—২৫৷৵০ ২৬৲; ৫ই—২৫৸০ ২৬৲ ২৫৷৵০; আদমজী—৪ঠা—২২।০; বালী—৩রা—২২২৲ ২২৩৲ (প্রেফ) ১৫২৷০ ১৫৩৲ ১৫১৲ ; ৪ঠা—২২৪৲ ২২২৲ ২২১৲ ; ৫ই—২১৯৷০ ২২২৷০ ; বিরলা—৩রা—২৫৵০ ২৫।০ ; বজবজ—৩রা—৩৩৭৲ ৩৩৮৷০ ৩৪০৲ ৩৪২৲ ; ৫ই—৩৪০৲ ; কামারহাটী—৪ঠা—৪৬৫৲ ৪৬৭৷০ ৪৬৪ ; চাপদানী—৪ঠা—১৬৪৲ ১৬৫৲ ১৬৩৲ ; ৫ই—১৬৩৲ ; সিভিয়ট—২রা—(প্রেফ) ১৫১৲ ১৫৩৲ ; ৩রা—১৫১৲ ১৫২ ; ৫ই—১৫১৲ ১৫২৲ ; ডাখনাল ৩রা—২২/০ ২২৷০ ২২৷৵০ ২২।৵০; ৪ঠা—২২৷০ ২২৵০; ৫ই—২২।০ ২২।/০ ;

নদীয়া—২রা—৫৭৷০ ৫৮৲ ৫৮৷০ ; ৩রা—৫৮৷৵০ ৫৮৲ ৫৭৷০ ৫৭।০ ৫৮৲ ; ৪ঠা—৫৭৷৵০ ৫৮৵০ ৫৬৲ ; ৫ই—৫৬৲ ৫৫৲ ৫৬৲ ; নস্করপাড়া—৩রা—১৪৸০ ; ৪ঠা—১৪৸৵০ ; ৫ই—১৫৲ ; রামেশ্বর—২রা—(প্রেফ) ১০৵০ ; ৪ঠা—১০৵০ ১০।৵০ ; ওরিয়েণ্ট—১৯৷০ ১৯০৲ ; ক্লাইভ—৩রা—২২৷০ ২২৸০ ২৩৷০ ; ৪ঠা—২২৸০ ; প্রেসিডেন্সী—৩রা—৪৸৵০ ৪৸৶০ ৪৸০ ৪৸৵০ ৫৲ ; ৪ঠা—৪৷৵০ ৪৸০ ৪৸৵০ ৫৲ ৫৵০ ৪৸৶০ ৫/০ ; ৫ই—৫৲ ৫।০ ৫।/০ ৫।৵০ ; হুগলী—৩রা—(প্রেফ) ১৭৷০ ; ৪ঠা—১৭৷০ ; হাওড়া—৩রা—৫২৷০ ৫৩৲ ৫২৸০ ৫১৷০ ৫১।/০ ৫১।০ ৫১৷৵০ ; ৪ঠা—৫১৷০ ৫১৲ ৫২৸০ ৫০৸০ ; ৫ই—৫১৲ ৫১।০ ৫০৸০ ৫১।০ ৫১৲ ; হুকুমচাঁদ—৩রা—৮৷০ ৮৸০ ৮৷৵০ ; ৪ঠা—৮৷০ ; ৬ই—৮।৶০ ৮।৵০ ৮।/০।

খনি

বর্ম্মা কর্পোরেশন—২রা ডিসেম্বর—৫।৵০; ৩রা—৫।৵০ ৫৷৵০ ৫৷০ ৫।/০ ; ৪ঠা—৫।/০ ৫।৵০ ৫৷৵ ৫।/০ ; ৫ই—৫।/০ ৫৷৵০ ৫৷৶০ ৫।৵০ ; ইণ্ডিয়ান কপার—২রা ২।০; ৪ঠা—২।০ ২।৵০ ২৵০ ২৶০ ২।০ ; ৫ই—২।০ ২।৵০ ২।৶০ ২।০ ; কনসোলিডেটেড টিন—৩রা—৩।০ ৩।৵০ ; টেভয় টিন—৩রা—১৵০ ১।/০।

ইলেক্‌ট্রিক ও টেলিফোন

পাটনা ইলেকট্রিক—২রা ডিসেম্বর—১৬।০ ১৬৷০ ১৬৷৵০ ১৬৸০ ; ৩রা—১৬৸০ ; ৫ই—১৬৷০ ; ঢাকা ইলেকট্রিক—৩রা—(প্রেফ) ১৪।০ ১৪৷০ ; বেঙ্গল টেলিফোন ৪ঠা—(অর্ডি) ১৬৵০ ;

এঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী

হুকুমচাঁদ ষ্টিল ২রা—(ডেফ) ২।৶০ ; ৩রা—(অর্ডি) ৯৸৶০ ১০।/০ ১০৲ ১০।০ ; ৪ঠা—(অর্ডি) ১০৶০ ১০।০ ৯৸৵০ ৯৷৶০ ৯৸০ ১০৲ ৯৷৵০ ; ৫ই—৯৷৵০ ৯৸০ ৯।/০ ৯।৵০ ১।০ ; ইণ্ডিয়ান ষ্টিল এ্যাণ্ড আয়রণ-প্রডাক্টস ২রা—(ডেফ) ৩৯।০ ৩৯৷০ ; ৪ঠা—৩৯৲ ৩৯।০ ; কুমার ধুবী—৫ই—৪৷/০ ; মার্শালস—৫ই—২৶০ ১৸/০ ২৲ ; সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং—৫ই—৫৷৵০ ৫৸০ ; ইণ্ডিয়ান আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টিল—২রা—৩৪।০ ; ৩রা—৩৪/০ ৩৪।/০ ৩৪।০ ৩৩৸৵০ ৩৩৸০ ৩৩৷০ ; ৩৩।৵০ ৩৩৷৵০ ৩৩৸/০ ৩৩৷৶০ ৩৩৸০ ৩৪৲ ৩৩৷০ ৩৩।৵০ ৩৩।/০ ; ৪ঠা—৩৩৲ ৩৩৵০ ৩৩।৵০ ৩৩৶০ ৩২৸৵০ ৩২৸৶০ ৩২৷৶০ ৩২।৵০ ৩২।০ ; ৫ই—৩২৷৶০ ৩৩৵০ ৩৩৶০ ৩২৷০ ৩২।৶০ ৩২৷০। ষ্টীল কর্পোরেশন—২রা ২১৸/০ ২২।০ ২২।/০ ২২৵০ ২২৶০ ; ৩রা—২২৵০ ২২।/০ ২১৸/০ ২১৸৵০ ২১৸০ ২২৵০ ২১৸৶০ ২২৶০ ২১৸০ ২২৲ ২১।/০ ২১৷/০ ২১।০ ; ৪ঠা—২১৲ ২১৶০ ২১।৶০ ২১৷০ ২১।৵০ ২১৷৵০ ২০৸৶০ ২০৸০ ২১৲ ২০৷০ ২০৷৶০ ২০।৶০ ২০।৵০ ২০৷/০ ; ৫ই—২০৷৵০ ২১।০ ২০৷৶০ ২০৷/০ ২০৷০ ২০।/০ ২০৷৵০ ২০৷/০ ; (প্রেফ) ১১২৷০ ১১২৲ ১১৫৲। ষ্টীল প্রডাক্টস—৪ঠা ৪।৵০ ৪৷০ ; ৫ই—৪।৵০ ৪৷০ ৪৷৵০।

চা বাগান

পাত্র কোলা —২রা ডিসেম্বর—৭৮৫৲ ৭৯০৲ ৭৯৪৲ ৭৮৬ ; ৫ই—৭৮০৲ ; বেতেনী—৫ই ৪॥/ ৪॥৵০ । দফলাগড়—৩রা ১৩॥০ ১৩৸০ । কুমুম—২রা ১২৲ ; ৩রা—১২৲ । তুকভার—২রা ৯।০ ; ৩রা—১০।০ ১০॥০ । তেজপুর—২রা (প্রেফ) ১৩।০ । হাঁসিমারা—৩রা ৪১৲ ৪১।০ ; ৪ঠা—৪১॥০ ৫১৸০ । রুতেমা—৬৸৵০ ; ৪ঠা—৭৸০ ; ৫ই—৭।০ ।

চিনির কল

কেরু এণ্ড কোং—৩রা ডিসেম্বর (অর্ডি) ১০৸০ ১১৲ ১১।০ ১১৶০ ১০৸৶০ ১১/০ ; ৪ঠা—১০।০ ; ৫ই—১০॥০ ১০॥/০ ১০॥৵০ ১০৸৵০ ১১৲ । রামনগর কেইন এণ্ড সুগার—৩রা (প্রেফ) ১১২॥০ ; ৪ঠা—১১১৲ ১১২৲ ১১২॥০ । সমস্তিপুর—৩রা ৭/০ ৭।/০ ৭।৵০ ৭॥০ ; ৪ঠা—৭৵০ ৭।৵৫ ৭।৶ ।

বিবিধ

বৃটানিয়া বিস্কুট—৩রা ১০।০ ১০॥০ ১০৸০ ১০।৶০ ; ৪ঠা—১১৲ ১১।০ ১১৵০ ১১।৵০ ১০৸৵০ । বি আই কর্পোরেশন—৩রা (অর্ডি) ৪৸০ ৩৸৵০ ; ৪ঠা—৪৸০ ৪৸৵০ ; ৫ই— ৪॥৶০ ৪৸৵০ । ক্যালকাটা সেফ ডিপোজিট—৩রা ৬॥০ ; ৫ই—৬৸০ ৭৲ ৭।০ । কলিকাতা ট্রাম ওয়েজ—৫ই ১৩৸০ ১৪৲ ১৪।০ । বৃটীশ বর্ম্মা পেট্রোলিয়াম—৩রা ৩॥৵০ ৩৸০ । ইণ্ডো বর্ম্মা পেট্রোলিয়াম—৫ই (প্রেফ) ১২৭৲ ১২৮৲ । বেঙ্গল পেপার—২রা (অর্ডি) ১২০৲ । টাইট ওয়াটার অয়েল—৫ই ১৪॥৶০ । আসাম সজ—২রা ৩৶০ ; ৩রা—৩।০ ৩।৵০ ৩৵০ ৩।০ ৩৶০ ৩।/০ ; ৪ঠা—৩।০ ৩।/০ ৩৵০ । শ্রীগোপাল পেপার—৩রা (প্রেফ) ৯৫॥০ ; ৪ঠা—(অর্ডি) ৮।০ ৮॥০ (প্রেফ) ৯৪৲ ৯৫৲ ৯৩৲ ; ৫ই—৮/০ (প্রেফ) ৯৪৲ ৯৫৲ । ষ্টার পেপার—৩রা (অর্ডি) ৮॥৵০ ৮॥০ ; ৪ঠা—৮৲ ৮।০ । টিটাগড় পেপার—৩রা (অর্ডি) ১৭৸০ ১৭॥৶০ ১৭৸৶০ ১৭৸০ ১৮৲ ১৭॥৵০ ১৭॥০ ১৭॥৶০ ; ৪ঠা— (অর্ডি) ১৭॥০ ১৭৸০ ১৭॥৵ ১৭।/০ ১৭/০ ১৭৵০ । মেদিনীপুর জমিদারী—৩রা ৭২৲ ৭৩৲ ৭৫৲ ৭০॥০ ; ৪ঠা—৭৬৲ ৭০॥০ ৭১॥০ ৭৩৲ ; ৫ই—৭২৲ ৭৩৲ ৭১॥০ ৭১৲ (প্রেফ) ১৩০৲ । বরুয়া টীম্বার—১৫।/০ ১৫।৵০ ১৫॥৵০ ।

পাটের বাজার

কলিকাতা ৭ই ডিসেম্বর

বাঙ্গলা সরকারের প্রতিনিধিগণ ও ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ এসোসিয়েসনের প্রতিনিধিদের লইয়া দিল্লীতে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল সম্প্রতি তাহার সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। এখন হইতে পাট ক্রয় করা সম্পর্কে একটী কর্ম্মসূচী অনুসরণ করা স্থির হইয়াছে। এই কর্ম্মসূচী অনুসারে বাজার হইতে একটানা ভাবে এবং যথোপযুক্ত পরিমাণে পাট কিনিয়া লওয়া হইবে। ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ এসোসিয়েসনের অন্তর্ভুক্ত পাটকলগুলি যাহাতে এই কর্ম্মসূচী গ্রহণ করেন তজ্জন্য উক্ত এসোসিয়েসন তাহাদের নিকট সুপারিশ করিতে রাজী হইয়াছেন। বিভিন্ন শ্রেণীর পাট সম্বন্ধে একটা নিম্নতম দরও নির্দ্ধারিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। পাট সম্মেলনের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত প্রচারিত হওয়ার পর কলিকাতার ফাটকা বাজারে গত ৫ই ডিসেম্বর পাটের দর চড়িয়া ৪০ টাকা পর্য্যন্ত উঠে। কিন্তু পরদিন হইতে তাহা পড়িয়া যাইতে থাকে। পাট সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলি ভালরূপ বিবেচনা করিবার পর ব্যবসায়ীরা নানাদিক দিয়া নিরাশ হইয়া পড়ে। ইণ্ডিয়ান জুট-মিলস্ এসোসিয়েসনের সহিত বাঙ্গলা সরকারের নূতন যে চুক্তির সর্ত্ত হইয়াছে তাহাতে আশা ভরসার বাস্তবিকই কোন কারণ আছে বলিয়া মনে করা যায় না। উক্ত এসোসিয়েসন পূর্ব্বেও একটি চুক্তি করিয়া নিম্নতম দরে পাট কিনিবার রফা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে চুক্তি তাহারা মানিয়া চলেন নাই। তাহা দ্বারা কোনদিক দিয়া পাটচাষীদের উপকারও হয় নাই। সরকারী ইস্তাহারে আভাষ দেওয়া হইয়াছে যে ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ এসোসিয়েসনের সহিত বর্ত্তমানে যে সর্ত্ত হইয়াছে তাহাতে উক্ত এসোসিয়েসন নির্দ্ধারিত নিম্নতম মূল্যে যথোপযুক্ত পাট ক্রয় করিবেন। কিন্তু পাট ক্রয়ের পরিমাণ কিছুই প্রকাশ করিয়া বলা হয় নাই। তাহা ছাড়া নির্দ্ধারিত পরিমাণ পাট ক্রয় সম্বন্ধে পাট কলসমূহের উপর কোন বাধ্যবাধকতাও আরোপ করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ফলে বর্ত্তমান চুক্তি যে পাটকলওয়ালারা কার্য্যতঃ মানিয়া চলিবেন এবং উহাদ্বারা যে উপযুক্ত মূল্যে পাট বিক্রয়ের সুবিধা হইবে সেরূপ আশা আমাদের মতে নিতান্তই বৃথা। কাজেই সিদ্ধান্তের খবর প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে ফাটকা বাজারে যে পাটের দর স্থায়ীভাবে চড়িয়া উঠে নাই তাহাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই। নিম্নে ফাটকা বাজারের এ সপ্তাহের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল —

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
৩রা ডিসেম্বর	৩৯॥৵০	৩৮৸০	৩৮৸০
৪ঠা ,,	৩৯।০	৩৮॥৵০	৩৮॥৵
৫ই ,,	৪০৲	৩৮৸৵	৩৯৵০
৬ই ,,	৩৯৸৵০	৩৮৸৵০	৩৯॥০
৭ই ,,	৩৯॥/০	৩৯৵০	৩৯।৶০

পাকা বেল বিভাগে গত ৫ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক সপ্তাহে পাট-কলওয়ালারা ৫০ লক্ষ বেলের উপর পাট ক্রয় করিয়াছে। ডিসেম্বর মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তে ফার্ষ্ট পাটের দাম দাঁড়াইয়াছিল প্রতি বেল ৩৫॥০ আনা। আলগা পাটের বাজারে এবার মাত্র সামান্য পরিমাণে কাজকারবার হইয়াছে।

থলে ও চট

এ সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারের অবস্থা অনেকটা অপরিবর্ত্তিতই ছিল। গত ২৯শে নবেম্বর বাজারে ৯ পোর্টার চটের দাম ১২।৵০ আনা ও ১১ পোর্টার চটের দাম ১৬।৶০ আনা ছিল। গতকল্য বাজারে তাহা যথাক্রমে ১২।/৬ পাই ও ১৬॥/৬ পাই দাঁড়াইয়াছিল।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৬ই ডিসেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইএর তুলার বাজার মাত্র একদিনের জন্য খোলা ছিল। লিভারপুল ও নিউইয়র্কের বাজারের যে উৎসাহজনক সংবাদ পাওয়া যায় সম্ভবতঃ তাহার ফলে আলোচ্য সপ্তাহে বাজার খোলা থাকিলে তুলার মূল্যের উন্নতি পরিলক্ষিত হইত। বোরোচ এপ্রিল-মে ২১০॥০ আনায়, ওমরা ডিসেম্বর-জানুয়ারী ১৮০॥০ আনায় এবং বেঙ্গল ডিসেম্বর-জানুয়ারী ১৪৭॥০ আনায় বাজার বন্ধ হয়।

বিদেশের তুলার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে উল্লেখযোগ্যরূপ উন্নতি দেখা দেয়। লিভারপুলের বাজারে হঠাৎ তুলার মূল্য বৃদ্ধি পায়। আমেরিকান মুচের দর ৭'৯৭ পেনী দাঁড়ায়। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার মূল্য ৭'৭৮ পেনী ছিল। নিউইয়র্কের বাজারে ডিসেম্বরের দর ১০'১৫ সেণ্ট পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহা ১০'০৬ সেণ্ট ছিল।

কাপড়

কলিকাতা, ৬ই ডিসেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে একটা চড়া ভাব পরিলক্ষিত হয়। কাপড়ের কলসমূহ অল্প দিনের মধ্যে কাপড় সরবরাহের অর্ডার গ্রহণে অসামর্থ্যতা জ্ঞাপন করায় এবং অধিক মূল্য দাবী করায় ব্যবসায়ীগণ কোন কারবারের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে না। ফলে অগ্রিম কারবার খুব অল্প পরিমাণেই সম্পন্ন হয়। চলতি বাজারে যে সকল কারবার হইয়াছে তাহার অধিকাংশই পূর্ব্বের মজুদ মাল হইতে সম্পন্ন হইয়াছে। এই সকল কারবার সম্পর্কে মূল্যের হার হ্রাস করা হয় বলিয়া জানা যায়। ব্যবসায়ী ও কলগুলির মধ্যে মূল্যের হারের তারতম্য হ্রাস না পাইলে শীঘ্র কাপড়ের কারবার বৃদ্ধি পাইবার আশা করা যায় না। জাপানী কাপড়ের বাজারে পূর্ব্বের হার বজায় ছিল।

সুতা

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় সুতার বাজারে কর্ম্মতৎপরতা দেখা যায় এবং উহারমূল্যেরও উন্নতি হয়। সুতার মূল্যের হার বৃদ্ধি পাইবার ফলে খুব বেশী পরিমাণ কারবার সম্ভব হয় না। তবে অগ্রিম অর্ডার দেওয়া সম্পর্কে অসুবিধা দেখা দিলে অদূর ভবিষ্যতে চলতি বাজারের কারবার বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ৭ই ডিসেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমভাগে বোম্বাই সোণার বাজার ক্রমাগত তিন দিন বন্ধ ছিল। মূল্যের দিক দিয়াও কোনরূপ উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন হয় নাই। রপ্তানীর জন্য জাহাজের অভাবে ক্রয়-বিক্রয়ও কম হইয়াছে। রেডি সোণা প্রতি ভরি ৪১৸৹ আনায় বাজার বন্ধ হইয়াছে। লণ্ডনের বাজারেও সোণার দর প্রতি আউন্স সরকারীভাবে নির্দ্ধারিত ১৬৮ শিলিংএ অপরিবর্ত্তিত ছিল।

এ সপ্তাহে কলিকাতায় সোণার শেষ দর ছিল প্রতি ভরি ৪১৷৶৹।

রূপা

সোণার বাজারের অনুবর্ত্তী হিসাবে বোম্বাই রূপার বাজারেও এ সপ্তাহে উৎসাহ এবং বিকিকিনির অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। সকল শ্রেণীর রূপার দর গত সপ্তাহে ছিল প্রতি ১০০ ভরি ৬১৷৷৴। বর্ত্তমান সপ্তাহে ইহা ৬১৷৷ আনায় দাঁড়াইয়াছে। লণ্ডনের বাজারেও এ সপ্তাহে রূপার দরে অবনতির সূচনা দেখা গিয়াছে। প্রতি আউন্স স্পট রূপার মূল্য ২২১⁄১৬ পেন্স পর্য্যন্ত নামিয়া যায়। পরে চাহিদা বৃদ্ধির ফলে সপ্তাহের শেষদিকে ইহা ২২১⁄৮ পেন্সে উন্নীত হইয়াছে।

কলিকাতায় প্রতি ১০০ তোলা রূপার দর ৬১৲ এবং ঐ খুচরা দর ছিল ৬১৷৹ আনা।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ৬ই ডিসেম্বর

রপ্তানীযোগ্য—গত ২রা এবং ৩রা ডিসেম্বর রপ্তানীযোগ্য চায়ের যে ২৩ নং নীলাম সম্পন্ন হয় তাহাতে মোট ৬ হাজার ৪ শত ৬৫ বাক্স চা গড়ে প্রতি পাউণ্ড ৸৴৫ পাই দরে বিক্রয় হইয়াছে। আলোচ্য নীলামে যে সকল চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইয়াছিল তাহা অল্পাধিক পূর্ব্ব সপ্তাহের অনুরূপ ছিল। অধিকাংশই আসামের চা আমদানী হয়। শ্রীহট্ট বা কাছারের চা খুব অল্পই আমদানী হয়। আলোচ্য সপ্তাহে অপেক্ষাকৃত ভাল চায়ের আমদানী হয়। অরেঞ্জ পিকো শ্রেণীর চায়ের মূল্য প্রতি পাউণ্ডে ৬ পাই পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। আসাম ব্রোকেন পিকো সুসং শ্রেণীর চায়ের মূল্য পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের সমহারে বলবৎ ছিল। ব্রোকেন পিকোর মূল্য ৩ পাই হইতে ৬ পাই কম এবং টি পি চায়ের মূল্য প্রতি পাউণ্ডে ছয় পাই কম গিয়াছে। অন্যান্য ধরণের চায়ের মূল্য প্রতি পাউণ্ডে ৩ পাই কম গিয়াছে।

ভারতে ব্যবহারোপযোগী—পরিষ্কার সবুজ চায়ের বিশেষ চাহিদা দেখা যায়। অপরিষ্কার ধরণের সবুজ চায়ের চাহিদা পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের চাইতে বেশী ছিল।

কোটা—রপ্তানী কোটায় যে কারবার হয় তাহা খুব নিয়ন্ত্রিত ছিল। উহার হার ৷৴৯ পাই হইতে ৷৷৴৹ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। আভ্যন্তরীন কোটা সম্পর্কে চাহিদা ভাল ছিল এবং উহার হারও প্রতি পাউণ্ডে ৴৬ পাই হইতে ৴৯ পাই পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

চিনির বাজার

কলিকাতা ৬ই ডিসেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চিনির বাজারে দারুণ মন্দা গিয়াছে। স্থানীয় বাজারে এবং নিকটবর্ত্তী কেন্দ্রসমূহে চিনির চাহিদা অস্বাভাবিক রূপ হ্রাস পাইবার ফলে আড়তদারগণ চিনির মূল্য হ্রাস করিতে বাধ্য হন; তাহা সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক কারবার সম্ভব হয় না। সুগার সিণ্ডিকেটের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা সম্পর্কে বাজারে নানা প্রকার গুজব চলিতেছে; অপর পক্ষে আখ মাড়াইএর মরশুম নিকটবর্ত্তী হওয়াতে ব্যবসায়ীগণ অগ্রিম কারবার সম্পর্কে কিছুদিন অপেক্ষা করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিতেছেন। মোটের উপর সিণ্ডিকেটের ভবিষ্যৎ নীতি সম্পর্কে অধিকতর আপত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত কারবার বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায় না। চিনির বাজারে একটা অনিশ্চয়তার ভাব বলবৎ ছিল; অদূর ভবিষ্যতে উহা দূরীভূত হইবে বলিয়া মনে হয় না। স্থানীয় বাজারে প্রায় ৫০ হাজার বস্তা দেশী চিনি মজুদ ছিল। বিভিন্ন প্রকার প্রতিমণ চিনির নিম্নরূপ দর গিয়াছে—হাসানপুর ৮৸৵৹; গোপালপুর ৯৴৹; সিতাবগঞ্জ ৯৴৹ পলাসী ৯৴৹; লোহাট ৯৴৹; বাঘা ৮৷৷৴৬ পাই; শক্তি ৮৴৩; রিগা ৯৲; সিধোলিয়া ৮৷৵৯ পাই; সেমাপুর ৯৷৴৹; জাভা ৮৸৴৹; রোটাস ৯৷৬; নিউ সাভান ৮৸৴৹; মতিহারী ৮৸৵৹; পারশ ৮৵৬; নারকোটিয়া ৮৷৷৴৹; তামকোহ ৯৻১০; বেলডাঙ্গা ৮৸৴৹।

খৈলের বাজার

কলিকাতা, ৬ই ডিসেম্বর

রেড়ির খৈল—আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় রেড়ির খৈলের বাজার স্থির ছিল। মিলসমূহ প্রতি মণ খৈলের জন্য ৩৷৹ হইতে ৩৷৴৹ আনা দর দেয়। অপর দিকে আড়তদারগণ উহার প্রতি ২ মণী বস্তা (বস্তার মূল্য ৷৹ আনা সহ) ৭৲ হইতে ৭৶৹ আনা দরে বিক্রয় করেন। শীত কালীন ফসলের বুনানী সম্পর্কে সার হিসাবে এই খৈলের ব্যবহার প্রায় শেষ হইবার ফলে চাহিদাও হ্রাস পাইয়াছে।

সরিষার খৈল—আলোচ্য সপ্তাহে সরিষার খৈলের বাজার চড়া গিয়াছে। মিলসমূহ বর্ত্তমানে প্রতি মণ সরিষার খৈল ২৶৹ হইতে ২৷৴৹ আনা দর দিতেছে। আড়তদারগণ উহার প্রতি দুই মণী বস্তা ৪৸৵৹ হইতে ৫৵৹ আনা দরে বিক্রয় করিতেছেন। অবশ্য এই দরের মধ্যে বস্তার জন্য অতিরিক্ত ৷৹ আনা ধরা হইয়াছে। স্থানীয় খরিদ্দারগণের মধ্যে এই খৈলের কারবার সীমাবদ্ধ আছে। কোন রপ্তানী বাণিজ্য হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই।

চামড়ার বাজার

কলিকাতা, ৬ই ডিসেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় ছাগলের চামড়ার বাজারে পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের চড়াভাব বজায় ছিল। গরুর চামড়ার বাজারেও কর্ম্মতৎপরতা দেখা দেয় এবং কারবারও আশানুরূপ প্রতিপন্ন হয়। আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় বাজারে বিভিন্ন প্রকার চামড়ার নিম্নরূপ কারবার হয়।

ছাগলের চামড়া—পাটনা ৩৬,১০০ টুকরা ৫০৲ হইতে ৬২৲ হিঃ; ঢাকা—দিনাজপুর ৪৩,৬০০ টুকরা ৭০-৯০৲ হিঃ; আদ্র-লবণাক্ত ২১ হাজার টুকরা ৫৫৲ হইতে ১১২৷৷৹ আনা হিঃ। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় বাজারে পাটনা শ্রেণীর ১ লক্ষ ৮৬ হাজার, ঢাকা-দিনাজপুর ২ লক্ষ ৭ হাজার এবং আদ্র-লবণাক্ত শ্রেণীর ৯ হাজার ৫ শত টুকরা ছাগলের চামড়া মজুদ ছিল।

গরুর চামড়া—আগ্রা-আর্সেনিক ২,৫৫০ টুকরা ৯৷৷৹ হিঃ; নেপাল-দার্জ্জিলিং ১৮০ টুকরা ৫৷৷৹ হিঃ; আদ্র-লবণাক্ত ৩,২০০ টুকরা ৴৬ পাই হইতে ৷৩ পাই হিসাবে এবং ১৫০০ টুকরা প্রতি কুড়ি ১০০৲ হইতে ১১২৷৷৹ আনা হিঃ বিক্রয় হয়।

ইহা ছাড়া ঢাকা-দিনাজপুর লবণাক্ত ১৮০০, আগ্রা-আর্সেনিক ৫০০০, দ্বারভাঙ্গা-বেনারস আর্সেনিক ১৯০০, দ্বারভাঙ্গা-পূর্ণিয়া সাধারণ ৫৯০০, নেপাল-দার্জ্জিলিং সাধারণ ১০০০, রাঁচি-গয়া সাধারণ ৪০০০, আসাম-দার্জ্জিলিং লবণাক্ত ১৬০০ এবং আদ্র-লবণাক্ত ১৭,৫০০ টুকরা গরুর চামড়া মজুদ ছিল। মজুদ মহিষের চামড়া ৪,৬০০ টুকরা ছিল।

৩য় বর্ষ, ২য় খণ্ড | কলিকাতা, ২৩শে ডিসেম্বর, সোমবার ১৯৪০ | ৩২শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

বড়লাটের বক্তৃতা

ভারতবর্ষের রাজনীতিক ক্ষেত্রে অচলঅবস্থার অবসানকল্পে ইদানীং স্যার জগদীশ প্রসাদ ও অন্যান্য কতিপয় নরমপন্থী রাজনীতিকদের চেষ্টা, লণ্ডনের 'টাইমস' পত্র কর্ত্তৃক ভারতীয় সমস্যার সমাধানের জন্য "নূতন ভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর" হইবার জন্য বৃটীশ গবর্ণমেণ্টকে উপদেশ দান, দিল্লি পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে বড় লাটের সহিত মিঃ জয়াকরের সাক্ষাৎ ইত্যাদি ঘটনা পরম্পরার ফলে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের মতিগতি কতকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং কলিকাতাতে বড়লাট নূতনভাবে কংগ্রেসের দিকে শুভেচ্ছা প্রণোদিত হস্ত প্রসারণ করিবেন বলিয়া অনেকের মনে একটা ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল। এই মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া 'ইণ্ডিয়ান ফিনান্স' পত্রের দিল্লীস্থিত সংবাদদাতা কলিকাতায় এসোসিয়েটেড চেম্বার অব কমার্সের অধিবেশনে বড়লাটের আসন্ন বক্তৃতার উপর অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু বড়লাট তাঁহার বক্তৃতায় উহাদের সকলকেই নিরাশ করিয়াছেন। তিনি একথা সোজাসুজি বলিয়া দিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে তিনি যে সব কথা বলিয়াছিলেন তদতিরিক্ত তাঁহার আর নূতন কিছু বলিবার নাই।

যাঁহারা গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতীয় রাজনীতিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেছেন তাঁহারা বড়লাটের এই প্রকার মনোভাবে একটুও আশ্চর্য্যান্বিত হন নাই। গত ১০।১২ বৎসরের মধ্যে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের সম্বন্ধে তাঁহাদের কার্য্যনীতির অনেক পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছেন একথা সত্য। সাইমন কমিশনের বিরাটাকার রিপোর্টে এবং ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস শব্দটির পর্য্যন্ত উল্লেখ ছিল না। 'এই সময়ে লর্ড আরুইন ভারতবর্ষে ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস প্রবর্ত্তনই বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য একথা বলিয়া মহা বিপদে পড়িয়াছিলেন। কিন্তু পরে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে ভারত সচিব ও বড়লাটের মুখ দিয়া একথা একাধিকবার ঘোষণা করান হইয়াছে যে ভারতবর্ষে কেবল ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস নহে ওয়েষ্টমিনষ্টার আইন অনুযায়ী ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস যুদ্ধের পরেই কালবিলম্ব ব্যতিরেকে ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তন করা হইবে। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস এই বাক্যজালে জড়িত হইবার লোক নহেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন যে যুদ্ধের পরেই যখন ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস দেওয়া হইবে তখন বর্ত্তমান সময়ে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদস্থিত নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের মনোনীত মন্ত্রীদের উপর প্রকৃত ক্ষমতা অর্পণ করিতে কর্ত্তৃপক্ষ রাজী আছেন কিনা। বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট উহাতেই ভড়কাইয়া গেলেন। কারণ যুদ্ধের পরে ভারতবর্ষকে দেশ শাসন ব্যাপারে প্রকৃত ক্ষমতা দেওয়া উহাদের অভিপ্রেত নহে বলিয়া উহারা এখন সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেও ভারতবাসীকে ক্ষমতা দেওয়া নিরাপদ মনে করেন না। বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের এই মনোভাব ধরা পড়িবার পরে উহারা যে নেহাৎ বাধ্য না হইলে ভারতবাসীকে কোন ক্ষমতা প্রদানে রাজী হইবেন একথা কেহ মনে করিতেছে না। শীঘ্র বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের সহিত কংগ্রেসের কোন মিটমাট হইবে এরূপ মনোভাব লইয়া সত্যাগ্রহে অগ্রসর হইতে মহাত্মা গান্ধীও সকলকে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। উহা সত্ত্বেও কেন যে দেশের ভিতরে মধ্যে মধ্যে কংগ্রেসের সহিত গবর্ণমেণ্টের মিটমাট হইবে এরূপ একটা ধারণার সৃষ্টি হয় এবং দেশের মধ্যে অনেকে কেন যে বড়লাট বা ভারত সচিবের মুখের দিকে চাহিয়া দুরাশা পোষণ করে তাহা বুঝা দুষ্কর।

ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের অবস্থা

বোম্বাইয়ের মিলওনার্স এসোসিয়েশন ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যেক বৎসর 'এনুয়েল মিল ষ্টেটম্যাণ্ট' নামক একটী রিপোর্ট প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং এই রিপোর্টে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে চলতি কাপড়ের কলের সংখ্যা, বিভিন্ন অঞ্চলে কলের সংখ্যার

হ্রাস বৃদ্ধি, কলে ব্যবহৃত তাঁত ও টাকু, নিয়োজিত মূলধন, ব্যবহৃত সূতা ও নিযুক্ত মজুর সম্বন্ধে বিবরণ দেওয়া হইয়া থাকে।

সম্প্রতি মিলওনার্স এসোসিয়েশন হইতে গত ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত এক বৎসরে ভারতীয় কাপড়ের কলের অবস্থা সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্ট পাঠে একথা উপলব্ধি হয় যে যুদ্ধের সুযোগে সমষ্টিগতভাবে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের কিছুই উন্নতি হইতেছে না। গত ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে ভারতবর্ষে মোটমাট ৩৮৯টী কার্য্যক্ষম কাপড়ের কল ছিল এবং উহার মধ্যে ২২টী ছাড়া আর সকল কলেই কাজ চলিয়াছিল। ১৯৪০ সালের আগষ্ট মাসে কলের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৮৮টী—কিন্তু উহার মধ্যে ২৩টি কলে কাজ বন্ধ ছিল। আলোচ্য ১৯৩৯-৪০ সালের শেষে ভারতবর্ষের সমস্ত কাপড়ের কলে টাকু ও তাঁতের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১ কোটী ৩ হাজার ও ২ লক্ষ ৭৬। কিন্তু ১৯৩৮-৩৯ সালে উহার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১ কোটি ৫৯ হাজার ও ২ লক্ষ ২ হাজার ৪৬৪। এই এক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের কাপড়ের কলগুলির আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ৪২ কোটী ৮১ লক্ষ টাকা হইতে ৪৩ কোটী ৬২ লক্ষ টাকায় বর্দ্ধিত হইয়াছে বটে—কিন্তু সমস্ত কলে ব্যবহৃত তুলার পরিমাণ ১৯ লক্ষ ৫ হাজার ৩৩৭ কেণ্ডি হইতে হ্রাস পাইয়া ১৮ লক্ষ ৩৯ হাজার ৯৩৭ কেণ্ডিতে দাঁড়াইয়াছে। কাপড়ের কলে এই ভাবে কম কাজ হওয়ার দরুণ কলে গড়পরতায় নিযুক্ত মজুরের সংখ্যাও ৪ লক্ষ ৪১ হাজার হইতে আলোচ্য বৎসরে ৪ লক্ষ ৩০ হাজার ১৬৫তে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং প্রায় সকল দিক হইতেই আলোচ্য বৎসরে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের অবনতি দৃষ্টিগোচর হইয়াছে।

কিন্তু সুখের বিষয় এই যে সমগ্র ভারতে বস্ত্রশিল্পের কিঞ্চিৎ অবনতি দৃষ্টিগোচর হইলেও এই এক বৎসরে বাঙ্গলা দেশ বস্ত্র শিল্পের ব্যাপারে কিছুটা উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে সমগ্র ভারতে কাপড়ের কলের সংখ্যা একটি কমিয়া গেলেও বাঙ্গলায় ঢাকা কটন মিলে কাজ আরম্ভ হওয়ার দরুণ কলের সংখ্যা ৩০ হইতে ৩১শে পরিণত হইয়াছে। এই বৎসরে বাঙ্গলায় কাপড়ের কলগুলিতে টাকুর সংখ্যা ৪ লক্ষ ৪৪ হাজার ২ শত হইতে ৪ লক্ষ ৫২ হাজার ৭ শতে এবং তাঁতের সংখ্যা ৯ হাজার ৯৬০ হইতে ১০ হাজার ২ শত ৬০এ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাঙ্গলায় এই বৎসরে কাপড়ের কলে নিয়োজিত শেয়ার বাবদ মূলধনের পরিমাণও ১৮ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আরও সুখের বিষয় যে গত ৩১শে আগষ্ট তারিখে ভারতবর্ষে উপরোক্ত ৩৮৮টী কাপড়ের কলের অতিরিক্ত যে ৩৪টী নূতন কলের নির্ম্মাণ কার্য্য চলিতেছিল তাহার মধ্যে ২০টীই বাঙ্গলা দেশে অবস্থিত। এই সব বিবরণ হইতে মনে হয় যে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পে বাঙ্গলার স্থান যদিও এখনও অত্যন্ত নগণ্য তথাপি বাঙ্গলা দেশ মন্থর গতিতে হইলেও সুনিশ্চিতভাবে এই শিল্পে অগ্রসর হইতেছে। বাঙ্গলা দেশের জনসাধারণ যদি এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলিকে অধিকতরভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করিতে অগ্রসর হয় তাহা হইলে বাঙ্গলায় এই শিল্পের উন্নতি আরও দ্রুততর হইবে এবং উহার ফলে দেশের বহু বেকার ব্যক্তির অন্ন সংস্থানের পথ সুগম হইবে।

সেপ্টেম্বরে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য

গবর্ণমেন্টের মনোভাব বুঝা দুষ্কর। ভারতবর্ষের বহির্ব্বাণিজ্য সম্বন্ধে গত আগষ্ট মাসের রিপোর্ট সাধারণে প্রকাশিত করার পর আর এই বিষয়ে দেশবাসীকে কিছু জানিতে দেওয়া হইতেছে না। উহার পর সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসের রিপোর্ট মুদ্রিত হইয়াছে বটে—কিন্তু তাহা সাধারণের মধ্যে বিক্রয় করা হয় নাই। উহাতে মনে হইয়াছিল যে বহির্ব্বাণিজ্য সম্বন্ধে কোন খবরই দেশবাসীকে জানিতে দেওয়া হইবে না। কিন্তু এক্ষণে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'মান্থলী সার্ভে অব বিজনেজ কনডিসন' নামক মাসিক রিপোর্টের সেপ্টেম্বর মাসের সংখ্যায় দেখা যাইতেছে যে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের সেপ্টেম্বর মাসের বিবরণ সংক্ষিপ্ত আকারে মুদ্রিত হইয়াছে। এই বিবরণে দেখা যায় যে উক্ত মাসে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানীর পরিমাণ আগষ্ট মাসের তুলনায় ২ কোটী ১৯ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ১৬ কোটী ৪৪ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে এই মাসে বিদেশ হইতে আমদানীর পরিমাণও ২ কোটী ৬০ লক্ষ টাকা বাড়িয়া ১২ কোটী ৭২ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। যে সময়ে দেশবাসীর মনে এরূপ ধারণা জন্মিয়াছিল যে সমুদ্রপথে জার্ম্মাণীর যুদ্ধজাহাজ, সাবমেরিণ, বিমানপোত ও মাইনের উপদ্রবে ভারতবর্ষের বহির্ব্বাণিজ্য অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে সেই সময়ে বহির্ব্বাণিজ্যের এই উন্নতি দেখিয়া সকলেই আশ্বস্ত হইবেন সন্দেহ নাই।

সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য সম্পর্কিত বিবরণ জানার ফলে চলতি সরকারী বৎসরের প্রথমার্দ্ধে (এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর) ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের সমষ্টিগত অবস্থা জানা গিয়াছে। এই ছয় মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে যত টাকা মূল্যের মালপত্র আমদানী হইয়াছে তাহার তুলনায় ২৩ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা বেশী মূল্যের মালপত্র ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। এবার ছয় মাসে রপ্তানীর মধ্যে গত বৎসরের এই ছয় মাসের তুলনায় চায়ের রপ্তানী ৭৬ লক্ষ টাকা, পাটের রপ্তানী ১ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা এবং তুলার রপ্তানী ২ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু এবার ছয় মাসে থলে ও চটের রপ্তানী ১০ কোটি ৮ লক্ষ টাকা বেশী হইয়াছে। আমদানীর মধ্যে এবার ছয় মাসে গত বৎসরের ছয় মাসের তুলনায় চিনির আমদানী ২ কোটি ২২ লক্ষ টাকা, কলকব্জার আমদানী ১ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা, কার্পাস বস্ত্র ও সূতার আমদানী ২ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা এবং লৌহ নির্ম্মিত বিবিধ জিনিষের আমদানী ৪৩ লক্ষ টাকা কমিয়াছে। কিন্তু তৈলের আমদানী ১ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা, তুলার আমদানী ১ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা, রাসায়নিক দ্রব্য ও ঔষধের আমদানী ১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা, রঞ্জন দ্রব্যের আমদানী ৭০ লক্ষ টাকা, বিবিধ ধাতুদ্রব্যের আমদানী ৭৩ লক্ষ টাকা, কাগজের আমদানী ২৬ লক্ষ টাকা এবং কার্পাস ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর বস্ত্র ও সূতার আমদানী ৫১ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। উহা গেল পণ্যদ্রব্য আমদানী রপ্তানীর কথা। সরকারী রিপোর্টে স্বর্ণ ও রৌপ্যকে উহার মধ্যে না ধরিয়া উহার আমদানী রপ্তানীর হিসাব পৃথকভাবে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। কিন্তু গত ফেব্রুয়ারী মাস হইতে উহা সাধারণে প্রকাশ করা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান সরকারী বৎসরের প্রথমার্দ্ধে ভারতবর্ষ হইতে মোট কত টাকা মূল্যের স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানী হইয়া গিয়াছে তাহা বলিবার কোন উপায় নাই।

—বিজ্ঞপ্তি—

আগামী বড়দিন ও ইংরাজী নববর্ষের ছুটী উপলক্ষে 'আর্থিক জগৎ' কার্য্যালয় ২৪শে ডিসেম্বর হইতে ১লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। "আর্থিক জগতের" পরবর্ত্তী সংখ্যা আগামী ৬ই জানুয়ারী সোমবার প্রকাশিত হইবে।

ম্যানেজার—আর্থিক জগৎ

মিঃ বাগারিয়ার সাফাই

পাট সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার যে নির্ব্বুদ্ধিতামূলক কার্য্যনীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন এতদিন পরে তাহার একজন সমর্থক জুটিয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া জুট এসোসিয়েশন—যাহা সাধারণতঃ ফাটকা বাজার নামে অভিহিত—তাহার সভাপতি মিঃ এইচ পি বাগারিয়া উক্ত সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে মন্তব্য করিয়াছেন যে বাঙ্গলা সরকার পাটচাষীর স্বার্থরক্ষার জন্য চূড়ান্তরূপ চেষ্টা করিতেছেন—একথা বাঙ্গলা সরকারের সর্ব্বাপেক্ষা বড় শত্রুও অস্বীকার করিতে পারিবে না। মিঃ বাগারিয়ার উক্তির আমরা প্রতিবাদ করিতে চাহি না। তবে তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির এই ব্যাপারে বাঙ্গলা সরকারের সাফাই না গাওয়াই শোভন ছিল। কারণ ফাটকা বাজারের একজন বড় পাণ্ডা হিসাবে ১০।১২ বৎসরের মধ্যে তিনি বাঙ্গলার পাটচাষীর সমূহ অনিষ্ট করিয়াছেন। একথা কে না জানে যে অনেক সময়েই ফাটকা বাজারের পাণ্ডাগণ কৃত্রিম উপায়ে পাটের মূল্য কমাইয়া দিয়া বাঙ্গলার পাটচাষীকে তাহার যৎকিঞ্চিৎ প্রাপ্য হইতেও বঞ্চিত করিয়াছে! আরও একদিক দিয়া মিঃ বাগারিয়া এই ধরণের মন্তব্য প্রকাশের অযোগ্য ব্যক্তি। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পরে ওয়ার ব্যাঙ্গের হুজুগে

ফাটকা বাজারে যখন রাতারাতি পাটের দর অত্যধিকভাবে চড়িতেছিল সেই সময়ে মিঃ বাগারিয়া ঐ বাজারে কোন বিকিকিনি করিলে 'মিনিষ্টার লোগ বেচ্‌তা হে'—'মিনিষ্টার লোগ কিনতা হে'—এইরূপ রব উঠিয়া পাটের মূল্য উঠানামা করিত। এই ধরণের মনোভাবের মূলে কি ছিল তাহা আমরা জানি না; তবে এই ব্যাপার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ পর্য্যন্ত গড়াইয়াছিল। সত্য হউক মিথ্যা হউক—একথা প্রায় সকলেই বলিয়া থাকে যে মিঃ বাগারিয়া বাঙ্গলার বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীর কাহারও কাহারও সহিত ব্যবসাগত সম্পর্কে জড়িত। এরূপ অবস্থায় বাঙ্গলার বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলী পাটচাষীর স্বার্থের জন্য চূড়ান্তরূপ চেষ্টা করিতেছেন একথা বলিয়া তিনি তাঁহাদের উপকার অপেক্ষা অপকারই বেশী করিয়াছেন।

ডাঃ লাহার অভিভাষণ

বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব্ কমার্সের যান্মাসিক অধিবেশনে চেম্বারের সভাপতি ডাঃ শ্রীযুত নরেন্দ্র নাথ লাহা যে সুচিন্তিত অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন তাহাতে দেশের বর্ত্তমান অর্থ-নৈতিক সমস্যাসমূহ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের অবনতি, রপ্তানী বৃদ্ধির সমস্যা, মিক-গ্রেগরী রিপোর্ট, ট্রেড্ কমিশনার নিয়োগ, ব্রহ্ম-ভারত বাণিজ্য চুক্তি, যুদ্ধের সুযোগে ভারতে শিল্পোন্নতি, রোজার মিশন, ইষ্টার্ণ গ্রুপ সম্মেলন, বাঙ্গলার পাট সমস্যা এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ট্যাক্স বৃদ্ধি প্রভৃতি যাবতীয় সময়োচিত বিষয়সমূহ ডাঃ লাহার অভিভাষণে স্থান পাইয়াছে।

রপ্তানী বাণিজ্য অত্যধিক সঙ্কুচিত হওয়ার কারণ উল্লেখ করিয়া ডাঃ লাহা বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষের ন্যায় অন্যান্য দেশও রপ্তানী ব্যাপারে জাহাজের অসুবিধা এবং বিনিময় নিয়ন্ত্রণের কঠোরতা ভোগ করিতেছে। ইহার ফলে পণ্যরপ্তানীর ক্ষেত্র আরও সঙ্কুচিত হইয়া রপ্তানীবাণিজ্যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হইয়াছে। মিক-গ্রেগরী রিপোর্টে আমেরিকায় ভারতীয় পণ্যবিক্রয়ের সুযোগ খুবই সীমাবদ্ধ বলিয়া মত প্রকাশ করা হইয়াছে। ডাঃ লাহা ভারতের রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, পূর্ব্ব আফ্রিকা, সিংহল এবং সাম্রাজ্যভুক্ত অন্যান্য দেশের প্রতি ভারতসরকারের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া এই সমস্ত দেশের বাণিজ্য সম্পর্কিত তথ্য তালিকা সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করিয়াছেন। যুদ্ধের সুযোগে ভারতে শিল্পোন্নতির আশা সফল হয় নাই বলিয়া যে জনমত হইয়াছে ডাঃ লাহা তাহা সমর্থন করিয়াছেন। রোজার মিশন এবং ইষ্টার্ণ গ্রুপ সম্মেলনও ভারতের শিল্পোন্নতির সহায়ক হইবে না মত প্রকাশ করিয়া ডাঃ লাহা ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মনোভাবই ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। বাঙ্গলার পাটসমস্যা সম্পর্কে সরকারী অদূরদর্শিতার নিন্দা করিয়া ডাঃ লাহা যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। চটকলসমিতি দিল্লী সম্মেলনের প্রস্তাব-সমূহ কার্য্যকরী করিতে স্বীকৃত হওয়ায় বাঙ্গলাসরকার আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়া সম্প্রতি এক সুদীর্ঘ বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে ডাঃ লাহা যে সমস্ত তথ্যতালিকা উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে দিল্লী সম্মেলনের ব্যর্থতা চূড়ান্তরূপে প্রমাণিত হইবে। চটকলসমূহ নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত মোট প্রায় ৩০ লক্ষ গাঁইট পাট ক্রয় করিয়াছে। এপ্রিল মাস মধ্যে তাঁহারা আরও ৩৭॥ লক্ষ গাঁইট ক্রয় করিবার চুক্তিতে আবদ্ধ। ডাঃ লাহার মতে বর্ত্তমান বৎসরে ১০ লক্ষ গাঁইটের বেশী পাট বিদেশে রপ্তানী হইবে না। কাজেই দেখা যাইতেছে এ সমস্ত বাদে মোট উৎপন্ন পাটের প্রায় ৫০ লক্ষ গাঁইটই অবিক্রীত থাকিয়া পাটের বাজারে মন্দার জের টানিতে থাকিবে। আগামী বৎসরে পাটের মূল্য সম্পর্কে ডাঃ লাহা বলিতেছেন যে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের ফলে আগামী বৎসর উৎপন্ন পাটের পরিমাণ কম পক্ষে ৫২ লক্ষ গাঁইট হইবে এবং বর্ত্তমান বৎসরের অবিক্রীত পাট নিয়া আগামী বৎসরও ১ কোটী গাঁইটের বেশী পাট বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইবে। এদিকে চটকলসমূহের মজুদ পাটের পরিমাণও নেহাৎ কম হইবে না। এই সমস্ত কারণে, আন্তর্জ্জাতিক অবস্থার উন্নতি না হইলে, আগামী বৎসরও পাটের বাজারের মন্দা দূর হইবেনা বলিয়া ডাঃ লাহার বিশ্বাস।

আমেরিকা কর্ত্তৃক সমর সরঞ্জাম দান

ডলারের অভাবে ইংলণ্ড আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে নগদ মূল্য দিয়া সমর-সরঞ্জাম ক্রয় করিতে অসমর্থ হইলে আমেরিকা ইংলণ্ডকে ধারে মাল সরবরাহ করিবে কিনা এবং ইংলণ্ড আমেরিকা হইতে সমর-সরঞ্জাম না পাইলে যুদ্ধের গতি কি দাঁড়াইবে তাহা লইয়া খুব জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হইয়াছিল। আমেরিকার সভাপতি মিঃ রুজভেল্ট সম্প্রতি উক্ত দেশস্থ সাংবাদিকদের একটি সম্মেলনে একটী বিবৃতি দিয়া এই সমস্যায় অনেকটা আলোকপাত করিয়াছেন। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বলিয়াছেন যে ইংলণ্ড যদি নগদ মূল্যে মাল কিনিতে অসমর্থ হয় তাহা হইলে আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট উক্ত দেশের সমর-সরঞ্জাম প্রস্তুতকারী কারখানাসমূহের মালিকদের নিকট হইতে সমর-সরঞ্জাম ক্রয় করিয়া তাহা বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের নিকট বন্ধক দিবেন এবং যুদ্ধ শেষে ইংলণ্ড আমেরিকাকে তাহা ফেরৎ দিবে—এইরূপ একটি প্রস্তাব বর্ত্তমানে তিনি বিবেচনা করিতেছেন। জনসন আইন অনুসারে আমেরিকা কর্ত্তৃক ইংলণ্ডকে ধারে মাল সরবরাহ নিষিদ্ধ রহিয়াছে এবং বর্ত্তমানে এই আইন সংশোধন বা বাতিল করা অসুবিধাজনক বলিয়াই প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এই অভিনব পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। উহার অন্য একটি কারণও রহিয়াছে। ইংলণ্ডে সমর-সরঞ্জাম বিক্রয় করিয়া আমেরিকার কারখানাসমূহের মালিকগণ বর্ত্তমানে কোটি কোটি টাকা লাভ করিতেছে। এখন যদি সমর-সরঞ্জাম রপ্তানী বন্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে উহাদের লাভের পথ রুদ্ধ হইবে এবং ফলে উহাদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিবে। আমেরিকার কোন সভাপতিই উক্ত দেশের শিল্প কারখানাসমূহের কোটীপতি মালিকদের বিরাগভাজন হইতে সাহস পান না। আমেরিকার আইন সভায় উহাদের প্রভাব কি প্রকার বেশী তাহা রৌপ্য ক্রয়ের ব্যাপারে আমেরিকার গবর্ণমেণ্টের অনুসৃত নীতি হইতে বুঝা যায়। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে আমেরিকা ইংলণ্ডকে যে টাকা ধার দিয়াছিল তাহার অধিকাংশই এই সব শিল্পপতিদের লাভের অঙ্ক ফাঁপাইয়া তুলিবার কাজে নিয়োজিত হয়। কিন্তু যুদ্ধের পরে ইংলণ্ড এই টাকা পরিশোধ করিতে অস্বীকার করায় সুদে-আসলে আমেরিকার যে ১০৩ কোটী পাউণ্ড (১৩৭৩ কোটী টাকা) ক্ষতি হয় তাহার ভার আমেরিকার জনসাধারণের স্কন্ধেই পতিত হয়। এবারের যুদ্ধে আমেরিকা যদি ইংলণ্ডকে সমর-সরঞ্জাম বন্ধক দেয় তাহা হইলে আমেরিকার শিল্পপতিগণ উহার সুফল পূর্ণভাবে ভোগ করিবে। কিন্তু গতবারের মত এবারও ইংলণ্ড যদি যুদ্ধাবসানে 'বন্ধকী' সম্পত্তি ফিরাইয়া দিতে অস্বীকার করে তাহা হইলে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে আমেরিকার জনসাধারণ। কেননা প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের প্রস্তাব প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিউইয়র্কের 'হেরাল্ড ট্রিবিউন' পত্র এই মর্ম্মে মন্তব্য করিয়াছেন যে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের পরিকল্পনানুসারে "ইংলণ্ডকে মাল সরবরাহ করিলে ফলে উহা মূলতঃ ও অপরিহার্য্যভাবে আমেরিকা কর্ত্তৃক দানের সামিল বলিয়া পরিণত হইবে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের অধিবাসীগণ যত সত্বর উহা সরলভাবে উপলব্ধি করিতে পারে ততই মঙ্গলের কথা।" এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে প্রেসিডেণ্ট কর্ত্তৃক উক্ত পরিকল্পনা প্রকাশিত হওয়ার দুই দিন পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রী একটা সভায় ইংলণ্ডের এই বিপদে আমেরিকার যুক্তরাজ্যকর্ত্তৃক উক্ত দেশকে সমর-সরঞ্জাম দান করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন।

আগামী ৩রা জানুয়ারী তারিখে আমেরিকার নব নির্ব্বাচিত পার্লামেণ্টে (কংগ্রেসে) প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট তাঁহার এই প্রস্তাব বিবেচনার্থ উপস্থিত করিবেন। তাঁহার এই প্রস্তাবের কি পরিণতি ঘটে তাহা জানিবার জন্য সমগ্র জগৎ আগ্রহভরে অপেক্ষা করিতেছে সন্দেহ নাই।

বাধ্যতামূলক জীবন বীমা

'ইউনাইটেড প্রেসের' মারফতে সম্প্রতি এই মর্ম্মে একটী সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে বাঙ্গলা সরকার উহাদের অধীনস্থ সমস্ত কর্ম্মচারীকে বাধ্যতামূলকভাবে জীবন বীমা করাইবার জন্য একটা পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন এবং গত ৫ বৎসরের মধ্যে যে সমস্ত ব্যক্তি বাঙ্গলা সরকারের চাকুরী পাইয়াছে তাহাদের বেতন, বয়স ইত্যাদি সম্বন্ধে তথ্যতালিকা সংগ্রহ করিতেছেন। বিষয়টী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই উহার নীতি ও কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

প্রথমেই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে কোন দেশের গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সরকারী কর্ম্মচারীই হউক অথবা বাহিরের লোকই হউক কাহাকেও বাধ্যতামূলকভাবে জীবনবীমা করাইবার ব্যবস্থা করা সঙ্গত কিনা। এই বিষয়ে দেশের ভিতরে প্রবল মতভেদ উপস্থিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কেননা অর্থনৈতিক ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এরূপ ভাবে হস্তক্ষেপ করা অনেকেই পছন্দ করেন না। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে দেশের রাজশক্তি যদি কেবল সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে নহে—বীমার প্রিমিয়াম চালাইতে সমর্থ দেশের সকল শ্রেণীর লোককেই জীবনবীমা করিতে বাধ্য করেন তাহা হইলে উহাতে দেশের সমূহ উপকারই হইবে। আমাদের দেশের জনসাধারণের মধ্যে অধিকাংশই দরিদ্র এবং তাহাদের জীবন যাত্রার আদর্শ অত্যন্ত নিম্ন ধরণের—উহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বহুক্ষেত্রে এই দারিদ্র্য স্বেচ্ছাকৃত। আয়ের তুলনায় অধিক ব্যয় এবং নিজের বৃদ্ধবয়সে ও মৃত্যু ঘটিলে পোষ্য-বর্গের জন্য কিছু সঞ্চয় করিবার আগ্রহ ও ইচ্ছার অভাবে অনেক ক্ষেত্রে দারিদ্র্যের উদ্ভব হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর লোক বেকার, বৃদ্ধ বা রোগে অশক্ত হইলে সমাজের অন্য দশজনের ভার স্বরূপ হইয়া পড়ে এবং উহাদের অভাবে উহাদের পোষ্যবর্গের ভরণ পোষণের দায়িত্বও সমাজের উপর পতিত হয়। নিজের দায়িত্ব পরের ঘাড়ে ফেলিয়া উহারা দেশের ও সমাজের শত্রুতাই করিয়া থাকে। অনিচ্ছুক রোগীকে যেমন জোর করিয়া তিক্ত ঔষধ খাওয়াইতে হয় সেইরূপ উহাদিগকেও জোর করিয়া নিজের বৃদ্ধবয়সের জন্য অথবা উহাদের পোষ্যবর্গের জন্য কিছু সঞ্চয় করিতে বাধ্য করা আবশ্যক। অনেকে হয়তঃ উহার জবাবে বলিবেন যে যাহাদের আয় অতি সামান্য এবং তদনুপাতে ব্যয়ের মাত্রা বেশী তাহাদিগকে আয়ের কতকাংশ সঞ্চয় করিতে বাধ্য করিলে মরণের পথেই ঠেলিয়া দেওয়া হইবে। এই কথা অনেকের পক্ষে সত্য হইতে পারে এবং উহাদিগকে বৃদ্ধ বয়সে ভরণ পোষণ করা ও উহাদের অভাবে উহাদের পোষ্যবর্গের জীবিকা সংস্থানের দায়িত্ব রাষ্ট্র ও সমাজের গ্রহণ করা ছাড়া অন্য উপায় নাই। কিন্তু জীবনযাত্রার আদর্শের একটা নির্দ্দিষ্ট মাপকাঠি নাই এবং আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহা উন্নততর হইতে থাকে। একজন মজুর মাসে ২০ টাকা রোজগার করিবার সময় যদি ২ টাকা তাড়ির জন্য খরচ করিতে না পারে তাহা হইলে সে জীবন ভারাক্রান্ত মনে করে। কোন ব্যক্তির উপার্জ্জন মাসে ১০০ টাকা হইলে সে হয়ত সিগারেটের জন্য মাসে দশ টাকা ব্যয় করে। ভাগ্যক্রমে যদি কাহারও মাসিক উপার্জ্জন পাচ শত টাকা হয় তাহা হইলে সে একটা মোটর গাড়ী বা বাগান বাড়ীর স্বপ্ন দেখে। কিন্তু এই ভাবে আয় বৃদ্ধির সময়ে তদনুপাতে নিজের ও ভবিষ্যদ্বংশীয়দের জন্য কিছু কিছু সঞ্চয় করিবার যে তাহার একটা দায়িত্ব রহিয়াছে তাহা সে ভুলিয়া যায়। এই শ্রেণীর লোককে জোর করিয়া সঞ্চয় করানো ছাড়া গত্যন্তর নাই। বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান যুদ্ধে আমদানীর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া এবং রেশন কার্ড দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির ভোজ্য, পানীয় ও পরিচ্ছদের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া ইংলণ্ডের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার আদর্শ খর্ব্ব করিয়া দিয়াছেন। আমাদের দেশ ইংলণ্ডের মত কোন জীবন মরণ সংগ্রামে লিপ্ত হয় নাই। কিন্তু এদেশের অধিবাসীগণ চিরদিন দারিদ্র্য, রোগ ও অজ্ঞতার সহিত যে জীবণমরণ সংগ্রামে লিপ্ত রহিয়াছে তাহাতে জয়ী হইতে হইলে তাহাদিগকেও বাধ্যতামূলকভাবে জীবনযাত্রার আদর্শ কিছু খর্ব্ব করিয়া কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে হইবে। উহার ফলে সহায় সম্বলহীন ব্যক্তিদিগকে ভরণপোষণ করিবার জন্য বর্ত্তমানে সমাজের ও রাষ্ট্রের উপর যে চাপ পড়িতেছে তাহার লাঘব হইবে, দেশে নূতন মূলধন সৃষ্টি হইবে এবং এই মূলধন ধনসম্পদ বৃদ্ধিমূলক কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া দেশে নূতন ধনসম্পদ সৃষ্টি হইবে। দেশের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত দারিদ্র্যের প্রতিকার করিতে হইলে এই বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ব্যবস্থা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। এই নীতি এদেশে নূতনও নহে। গবর্ণমেণ্ট ও আধা সরকারী অনেক প্রতিষ্ঠান প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের জন্য কর্ম্মচারীদের বেতন হইতে মাসে মাসে যে টাকা কাটিয়া নেন তাহা একটা বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা। অনেকের পক্ষেই উহা বিরক্তিজনক মনে হয় এবং এজন্য অনেককে জীবনযাত্রার আদর্শ একটু খর্ব্ব করিয়া চলিতে হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থা চরমে যে প্রত্যেকের পক্ষেই কল্যাণজনক তাহা কেহ অস্বীকার করিবেন না।

মোটের উপর প্রিমিয়াম প্রদানে সমর্থ প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে বাধ্যতামূলকভাবে বীমার ব্যবস্থা আমরা সমর্থন করি। কিন্তু উহার কর্ম্মপন্থা না জানা পর্য্যন্ত বাঙ্গলা সরকারের পরিকল্পনার ভালমন্দ সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে অক্ষম। এই সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে উদিত হয়। সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে যাহাদের বেতন লিভিং ওয়েজ অর্থাৎ একজনকে কোনরূপে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে তাহার মাসে যত টাকার প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা কম তাহাদিগকে বাধ্যতামূলকভাবে বীমা করান হইবে কিনা, লিভিং ওয়েজের পরিমাণ কত টাকা নির্দ্ধারিত হইবে, যাহারা বীমার যোগ্য তাহাদের আয়ের কত অংশ বীমার প্রিমিয়ামের জন্য ব্যয়িত হইবে, বীমার সমষ্টিগত পরিমাণ আয়ের পরিমাণ দ্বারা—না অপরিহার্য্য ব্যয়ের পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া নির্দ্ধারিত হইবে, যাহারা ইতিপূর্ব্বে বীমা করিয়াছে তাহাদিগকে সরকারী পরিকল্পনা হইতে বাদ দেওয়া হইবে কি না, যাহাদের অধিক বয়স হইয়াছে অথবা যাহাদের স্বাস্থ্য আণ্ডার এভারেজ অর্থাৎ বীমা কোম্পানীর দিকে হইতে অধিকতর প্রিমিয়াম ছাড়া গ্রহণযোগ্য নহে তাহাদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইবে সরকারী প্রস্তাব সম্পর্কে কোন মত প্রকাশের পূর্ব্বে এই সমস্ত বিষয় জানা আবশ্যক।

কিন্তু এই সম্বন্ধে উপরোক্ত বিষয়গুলি অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয় হইতেছে যে এই বীমার কাজ পরিচালনা করিবার জন্য কাহার

(৬৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ব্রহ্ম-ভারত বাণিজ্য চুক্তি

ভারত গবর্ণমেণ্ট ব্রহ্ম-ভারত বাণিজ্য চুক্তির প্রস্তাব সম্পর্কে কলিকাতার বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনার জন্ম আগামী ১৬ই জানুয়ারী কলিকাতায় একটি বৈঠক আহ্বান করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ব্রহ্ম-ভারত ব্যবসা নিয়ন্ত্রণাদেশের মেয়াদ আগামী ৩১শে মার্চ্চ উত্তীর্ণ হইবে। ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট সেই আদেশের সংশোধনের জন্ম যে সকল প্রস্তাব করিয়াছেন তৎসম্পর্কেই উক্ত বৈঠকে আলোচনা হইবে। মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট এবং বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিগণকেও তাঁহাদের অভিমত জ্ঞাপন করিবার জন্য উক্ত বৈঠকে আহ্বান করা হইবে। ধান চাউলের ব্যবসা সম্পর্কেই বিশেষভাবে তাঁহাদের মতামত লওয়া হইবে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে ব্রহ্ম-ভারত বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা আগামী ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা হইয়াছে। এতৎসম্পর্কে সর্ব্বসমেত ছয় জন বেসরকারী উপদেষ্টা এবং বাঙ্গলা ও মাদ্রাজ হইতে দুই জন প্রাদেশিক প্রতিনিধি আমন্ত্রণ করা হইবে। ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীজের দুই জন প্রতিনিধি, এসোসিয়েটেড চেম্বার অব কমার্সের দুই জন প্রতিনিধি, বোম্বাইএর মিল ওনার্স এসোসিয়েসনের এক জন প্রতিনিধি এবং আমেদাবাদ মিল ওনার্স এসোসিয়েসনের এক জন প্রতিনিধি —এই ছয় জন বেসরকারী উপদেষ্টা থাকিবেন। বাঙ্গলা ও মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ধান্ত উৎপাদনকারীদের পক্ষে প্রতিনিধি মনোনয়ন করিবেন।

আন্দামানে হস্তীচালিত ট্রামগাড়ী

প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্ট আন্দামানে ট্রাম লাইন স্থাপনের একটি পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়াছেন। এই ট্রাম লাইনের বিশেষত্ব যে উক্ত লাইনে হস্তী দ্বারা ট্রামগাড়ী চালিত হইবে। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের বনজ দ্রব্যাদি অল্প ব্যয়ে বাজারে আনয়ন করার সুবিধার্থে এই পরিকল্পনা করা হইয়াছে বলিয়া জানা যায়।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে মোটরযানের সংখ্যা

গত ৩১শে মার্চ্চ বৃটীশ ভারতের কোন প্রদেশে কোন ধরণের কি সংখ্যক মোটরযান ছিল নিম্নে তাহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইল :—

প্রদেশ	মোটর যান	ট্যাক্সী (ভাড়ার মোটর)	বাস	লরী	মোটর সাইকেল
আসাম	৩,১১০	১৭২	৬১৪	১,৩৯০	১৯২
আজমীড়	৭২৩	১০	১২০	৮১	৮৬
বাঙ্গলা	২৩,৯৫২	২,১৪৭	১,৭৮৭	৩,৭০৭	১.১৬৭
বিহার	৫,৮১০	৩৯০	৭৫৭	৬৫০	৭১
বোম্বাই	১৭,৬০৪	১,২০৫	৩,৫৪৩	৩৮৯০	১৬৩৮
মধ্যপ্রদেশ	৪,২০৮	—	২০৯৫	—	৮২০
কুর্গ	১১৯	১০	৫৬	৬৮	৮
দিল্লী	১,৮২০	১৩০	৩৫৩	১৭৩	২৬৬
মাদ্রাজ	১৪,০০৪	৩৯৬	৪,২০৮	১,৫৭০	১,৪০৩
উঃ পঃ সীমান্ত	২,১৩২	১২৫	৭৩২	৭৬০	৩৬০
উড়িষ্যা	৭১৫	—	৩৪৩	৬৫	১১১
পাঞ্জাব	৫,৯২৬	৩২০	৫,৩৩৫	৯৬০	৮৩৯
সিন্ধু	৩,২৯৬	২৩৯	৬৭২	২৯০	৪৬৭
যুক্তপ্রদেশ	৯,৪৪৯	৩৬৮	৩,০৩১	১,০২০	৭৩৫
	৮৯,৮৭২	৫,৫১২	২৩,৬০১	১৪,৬২৫	৮,৮০২

বিভিন্ন ধরণের মোটরযান লইয়া প্রত্যেক প্রদেশে মোট মোটর যানের সংখ্যা নিম্নরূপ ছিল :-আসাম ৫,৪৭৮; আজমীড় ১,০২১; বাঙ্গলা ২৯,৭৬০; বিহার ৮,৩২৫; বোম্বাই ২৭,৮৮০; মধ্যপ্রদেশ ৭,১২৩; কুর্গ ২৬১; দিল্লী ২,৭৪২; মাদ্রাজ ২১,৫৮৫; উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ ৪,১০৯; উড়িষ্যা ১,২৩৪; পাঞ্জাব ১৩,৩৭২; সিন্ধু ৪,৯১৯; যুক্ত প্রদেশ ১৪,৬০৩। বৃটিশ ভারতে মোট মোটর-যানের সংখ্যা ছিল ১ কোটী ৪২ লক্ষ ৪১২টি।

বিভিন্ন রেলপথের লাভ

চলতি ১৯৪০ সালের গত ১লা এপ্রিল হইতে গত ৩১ শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ৭ মাস ভারতের বিভিন্ন সরকারী রেলপথের নিম্নরূপ লাভ হইয়াছে :— এ বি রেলওয়ে ৭৬ লক্ষ টাকা, বি এন রেলওয়ে ৩ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা, বি বি এণ্ড সি আই রেলওয়ে ৩ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা, ই বি রেলওয়ে ২ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা, ই আই রেলওয়ে ৬ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা, জি আই পি রেলওয়ে ৩ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা, এম এণ্ড এস এম ২ কোটী ১৮ লক্ষ টাকা, এন ডাব্লিউ ৫ কোটী ৩৫ লক্ষ টাকা, এস আই রেলওয়ে ১ কোটী ৬৪ লক্ষ টাকা, ত্রিহুত এণ্ড লক্ষ্ণৌই রেলওয়ে ৪৮ লক্ষ টাকা ও অন্যান্য রেলওয়ে ১৪ লক্ষ টাকা। গত ১৯৩৯ সালের উপরোক্ত ৭ মাসে বিভিন্ন সরকারী রেলপথের নিম্নরূপ আয় হইয়াছিলঃ—এ, বি রেলওয়ে ৭০ লক্ষ টাকা, বি, এন রেলওয়ে ৩ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা, বি, বি এণ্ড সি আই রেলওয়ে ৩ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা, ই, বি রেলওয়ে ২ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা, ই, আই রেলওয়ে ৬ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা, জি আই পি রেলওয়ে ৩ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা, এম এণ্ড এস এম রেলওয়ে ২ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা, এন ডব্লিউ রেলওয়ে ৫ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা, এস আই রেলওয়ে ১ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা, ত্রিহুত এণ্ড লক্ষ্ণৌ বেরেলী রেলওয়ে ৫০ লক্ষ টাকা ও অন্যান্য রেলওয়ে ১৪ লক্ষ টাকা। ১৯৩৯ সালের এপ্রিল হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত ৭ মাসে ভারতের সরকারী রেলপথ সমূহের মোট আয় হইয়াছিল ২৯ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা। চলতি বৎসরে উপরোক্ত ৭ মাসে মোট আয়ের পরিমাণ বাড়িয়া ৩০ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

যুদ্ধের এক বৎসর ও ইংলণ্ডের বেকার সমস্যা

১৯৩৯ সালের আগষ্ট হইতে ১৯৪০ সালের আগষ্ট এই সময় মধ্যে যুদ্ধের সুযোগে ইংলণ্ডের বেকার সমস্যা কতটুকু হ্রাস পাইয়াছে নিম্নের তালিকা হইতে তাহা বুঝা যাইবে। এই সমস্ত বেকার বিভিন্ন শিল্প কার্য্যে শিক্ষিত এবং জাতীয় বেকার বীমার অন্তর্গত।

	আগষ্ট (১৯৩৯)	আগষ্ট (১৯৪০)	শতকরা বেকার সংখ্যা
কৃষিকার্য্য	২৭,৬৫৭	১৭,২০২	২'৪
কয়লা খনি	৯৫,১৪৮	৫৬,৩৬৬	৬'৭
মৃৎশিল্প	২৩,২৭৭	১৩,১৮২	১৮'০
রসায়ন শিল্প	১১,৮৪০	৭,১৫৩	২'৮
ধাতু নির্ম্মাণ	২৬,০১৭	১৭,০৪৬	৪'৯
ইঞ্জিনিয়ারিং	৩৯,৪৯৮	১৬,৭৪৪	১'৯
গাড়ী এবং বিমানপোত	১৮,৫৯৩	৮,৪০২	১'৬
জাহাজ শিল্প	২৯,৯৩১	৮,৮৬৮	৫'০
অন্যান্য ধাতব শিল্প	৪৩,০৮১	২১,৩৬৯	২'৮
বয়ন শিল্প	১১৭,২৮৭	৯৩,৫০১	৮'৫
খাদ্য, পানীয় ইত্যাদি	৩৮,৯১৯	২৯,৯৫৫	৫'০
দারু শিল্প	২২,৩৮৭	১৬,৪০৭	৬'৬
বিল্ডিং	২০৭,১৪১	৯৫,৩৬৬	৬'৮
পুস্তক ব্যবসা	২১,৭৯০	২৮,৬৩১	৬'৩
যানবাহন	৯২,৪৪১	৫০,১৩২	৫'৬
পোষাক পরিচ্ছদ	৬৫,২৭৮	৬৩,৯২৩	১০'১
দোকানদারী	১৪৬,০৩৯	৮৬,৫১৬	৪'১
সিনেমা থিয়েটার ইত্যাদি	১৯,০৯০	১৩,৪৬৬	৮'৬
হোটেল, রেঁস্তোরা	৫২,১৮৯	৫২,৩০৬	১০'৩
সকল প্রকার শিল্প-ব্যবসায়	১,২৭৫,৩৬১	৭৯৪,০০৮	৫'৪

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলা ফসল

গত ৯ই ডিসেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগ হইতে যে খবর প্রচারিত হইয়াছে তাহাতে চলতি বৎসরে যুক্তরাষ্ট্রে ১ কোটি ২৬ লক্ষ ৮৬ হাজার বেল (৫০০ পাউণ্ডে এক বেল ধরিয়া) তুলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর তুলা ফসলের অনুমিত পরিমাণ ছিল ১ কোটী ১৭ লক্ষ ৯২ হাজার বেল।

(বাধ্যতামূলক জীবন বীমা)

উপর ভার দেওয়া হইবে। বর্ত্তমানে দেশে যে সমস্ত জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে তাহাদের উপর এই কাজের ভার দেওয়া সম্ভবপর নহে। কেননা এই নীতি গ্রহণ করিলে আমাদের এই সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতা জর্জ্জরিত দেশে কোন্ বীমা কোম্পানী কত ভাগ কাজ পাইবে তাহা লইয়া একটা কলহ উপস্থিত হইবে। কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এই কাজের ভার গ্রহণ করিতে রাজী হইবে কিনা তাহাতেও সন্দেহ রহিয়াছে। কারণ এই কাজের ভার লইলে প্রিমিয়ামের পরিমাণ নির্দ্ধারণ, আফিসের কার্য্য পরিচালনা ব্যয়, জীবনবীমা তহবিল দাদন, বোনাসের হার, অংশীদারদের লভ্যাংশ, কর্ম্মচারী নিয়োগ ইত্যাদি প্রত্যেক ব্যাপারে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে গবর্ণমেণ্টের হুকুম মত চলিতে হইবে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে এই কাজের ভার দেওয়ার মধ্যে আর এক বিপদ রহিয়াছে যে কোন কোন প্রতিষ্ঠান বীমাকারীর দিক হইতে নিরাপদ এবং কোন প্রতিষ্ঠান নিরাপদ নহে তাহা স্থির করিবার দায়িত্ব গবর্ণমেণ্টকে গ্রহণ করিতে হইবে। কাজেই বাঙ্গলা সরকারকে যদি বাধ্যতামূলক বীমা ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিতে হয় তাহা হইলে ভারত সরকারের ন্যায় তাঁহাদিগকে কোন একটি সরকারী বিভাগের উপর এই বীমার কাজ পরিচালনার জন্য ভার দিতে হইবে। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠিবে যে প্রাপ্ত প্রিমিয়াম হইতে বীমাকারীদের দাবী পূরণের জন্য সঞ্চিত তহবিল গবর্ণমেণ্ট কিভাবে নিয়োজিত করিবেন। উহা যদি একমাত্র কোম্পানীর কাগজ ও আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানের সিকিউরিটিতে নিয়োজিত থাকে তাহা হইলে সরকারী কর্ম্মচারীগণ বেসরকারী কোম্পানী- সমূহের তুলনায় কম বোনাস পাইবে।

বাঙ্গলা সরকার কর্ত্তৃক বাধ্যতামূলকভাবে সরকারী কর্ম্মচারীদের জন্য বীমা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন সম্পর্কে আমাদের মনে যে সমস্ত চিন্তার উদয় হইয়াছে তাহা উল্লেখ করিয়াই এখানে আমরা কর্ত্তব্য শেষ করিলাম। এই সম্বন্ধে বিস্তৃততর তথ্য প্রকাশিত হইলে আমরা পুনরায় উহা আলোচনা করিব।

আমেরিকার লৌহ ও ইস্পাত

ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে ইস্পাত সরবরাহ বন্ধ করিয়া সম্প্রতি এক সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত সরকারী বিবৃতিতে ইংলণ্ডের পরিবর্ত্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে লৌহ ও ইস্পাত আমদানীর নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং এই ব্যাপারে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পাওয়া যাইবে এরূপ আশ্বাসও দেওয়া হইয়াছে। নিম্নে যুক্তরাষ্ট্রের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প সম্পর্কিত কয়েকটা তথ্য সন্নিবিশিত করা হইল:— ইস্পাত নির্ম্মাণে প্রায় বারটী ধাতুর প্রয়োজন হয়। তন্মধ্যে সাতটী ধাতুর জন্য যুক্তরাষ্ট্র অন্য দেশের উপর নির্ভরশীল। যুক্তরাষ্ট্রে টীন, নিকেল, এবং কোবাল্ট নাই বলিলেই চলে। ম্যাঙ্গানিজ; ক্রোমিয়াম, টাংষ্টেন এবং ভ্যানাডিয়ামের পরিমাণও প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম। কানাডা এবং ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহের সহায়তায়ও এই প্রয়োজন সম্পূর্ণভাবে মিটিতে পারে না। বিগত যুদ্ধে এই সমস্ত ধাতুর মূল্য আমেরিকায় বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বর্ত্তমান যুদ্ধেও ইহাদের মূল্য কিরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে নিম্নে তৎসম্পর্কে একটী তালিকা দেওয়া হইল।

	প্রয়োজনের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন	১৯৩৮ সালের গড়পড়তা মূল্য	১৯৪০সালের জুন মাসের মূল্য
ম্যাঙ্গানিজ	শতকরা ৫'৫ ভাগ	'৩৬ ডলার (প্রতি লংটন)	'৫০ ডলার (প্রতি লংটন)
ক্রোমিয়াম	শতকরা ১'০ ভাগ	৪৪'০ ডলার (লংটন)	২৬'০ ডলার (লংটন)
নিকেল	শতকরা ০'৫ ভাগ	'৩৫ ডলার (প্রতি পাউণ্ড)	'৩৫ ডলার (প্রতি পাউণ্ড)
টাংষ্টেন	শতকরা ৫০'০ ভাগ	১৬'৮০ ডলার (সর্ট টন)	২৩'০ ডলার (সর্ট টন)
টীন	শতকরা ০'২ ভাগ	০'৪২ ডলার (প্রতি পাউণ্ড)	০'৫৬ ডলার (প্রতি পাউণ্ড)

এই সমস্ত ধাতুর অভাবে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প যাহাতে বিফল না হয় তদুদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্র সরকার বিগত জুন মাসে ৪৪৯ টন উলফ্রাম, ৬৪,৫০০ টন ক্রোমাইট. ৮৬,৫০০ টন অপরিশোধিত ম্যাঙ্গানিজ, এবং ৬,১২৪ টন টীন ক্রয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। বর্ত্তমান বৎসরেও ৭৫০০০ হাজার টন টীন এবং পরিমাণ মত অন্যান্য প্রয়োজনীয় ধাতু ক্রয় করার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিউবাতে যে নিকৃষ্ট শ্রেণীর ম্যাঙ্গানিজ উৎপন্ন হয় তাহার জন্য সরকারী তহবিল হইতে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থাও হইয়াছে। ১৯২৯ সাল হইতে ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত দশ বৎসরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন শ্রেণীর ইস্পাতের উৎপাদন কিরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে নিম্নের তালিকা হইতে তাহা বুঝা যাইবে।

(সর্ট টন হিসাবে)

	ঢালাই লৌহ ও ইস্পাত	এলয় ইস্পাত	ইলেকট্রিক ইস্পাত	ইলেট্রিক এলয় ইস্পাত
১৯২৯	৬৩,২০৫,৪৯০	৪,৪৩২,০৭২	১,০৬৫,৬০৩	৫৭১,২৩৪
১৯৩৭	৫৬,৬৩৬,৯৪৫	৩,৩৯,৫৪৯	৯৪৭,০০২	৬৭২,৬১৬
১৯৩৮	৩১,৭৫১,৯৯০	১,৬৫৩,৫১০	৫৬৪,৬২৭	৩৭৩,৩৭২
১৯৩৯	৫২,৭৯৮,৭১৪	৩,২১১,৯৫৫	১,০২৯,০৬৭	৭৪৯,৩৮৪
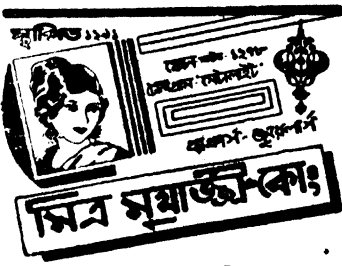
(যানবাহন শিল্প ও ভারতসরকার)

না দেওয়ার যুক্তি গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। ডলার এক্সচেঞ্জ, দক্ষ শ্রমিক এবং যন্ত্রপাতি আমদানী ব্যাপারেও বর্ত্তমানে নানারূপ অসুবিধা আছে উল্লেখ করিয়া গভর্ণমেণ্ট আর একটী কারণ দিয়াছেন। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য—বিমানপোত এবং জাহাজ নির্ম্মাণে এই সমস্ত অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও ভারতসরকার কি সাহায্য প্রদান করিতে সম্মত এবং সমর্থ হন্ নাই? যুদ্ধের প্রয়োজনে হয়ত ভারতসরকার উল্লিখিত অসুবিধা সত্ত্বেও এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে সাহায্য করিতেন; কিন্তু গোল বাধাইয়াছে আর্মি স্পেসিফিকেসন। গভর্ণমেণ্টের বক্তব্য এই যে সামরিক বিভাগের মোটরগাড়ীর জন্য পূর্ব্বেই কণ্ট্রাক্ট করিয়া অর্ডার দেওয়া হইয়া গিয়াছে এবং ভারতের এই প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠান সামরিক বিভাগের প্রয়োজন এবং নমুনানুযায়ী লরী, ট্রাক প্রভৃতি নিম্মাণ করিতে সমর্থ হইবে না বলিয়া গভর্ণমেণ্টের সন্দেহ। বিদেশী বিশেষজ্ঞের সাহায্যেও আর্মি স্পেসিফিকেসনমত মোটরগাড়ী, লরী ইত্যাদি প্রস্তুত করা যাইবে না ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য। তবে কোন বিদেশী প্রতিষ্ঠানকে সন্তুষ্ট রাখিয়া এদেশে মোটরগাড়ী নির্ম্মাণের সুযোগ ব্যাহত করাই যদি ভারতসরকারের উদ্দেশ্য হইয়া থাকে তবে সে সম্বন্ধে আমাদের নূতন বক্তব্য কিছুই নাই। বস্তুতঃ এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় পরিষদের বিগত বাজেট অধিবেশনে কোন সদস্য বলিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষে মোটরগাড়ী সরবরাহের জন্য কোন একটী মার্কিন প্রতিষ্ঠানকে ২৫ বৎসরের একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

বর্ত্তমান যুদ্ধে ইংলণ্ডের বিমাণ শক্তির অল্পতা প্রমাণিত হইয়াছে। মাইন ও টর্পেডোর আঘাতে বহুসংখ্যক বৃটীশ জাহাজ ধ্বংস হইয়াছে। কাজেই মোটরগাড়ী অপেক্ষা বিমাণপোত এবং জাহাজের প্রয়োজনই বর্ত্তমানে বেশী। আমেরিকা হইতে ঋণ গ্রহণ সম্পর্কে শীঘ্র কোন সুমীমাংসা না হইলে তথা হইতে প্রয়োজনানুরূপ বিমাণপোত প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিয়াই সম্ভবতঃ ভারতসরকার ভারতবর্ষে বিমাণপোত ও জাহাজ নির্ম্মানের প্রস্তাবে সহানুভূতি প্রকাশের সময় উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়াছেন। ফোর্ড কোম্পানী প্রস্তাবিত ভারতীয় কোম্পানীর অংশ দাবী করাতে উদ্যোক্তাগণ তাহাতে রাজী না হইয়া অন্য কোম্পানীর সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ইহাতে ফোর্ড কর্ত্তৃপক্ষ স্বতঃই ভারতীয় কোম্পানীর উপর বিরূপ হইবার কথা। ভারত সরকার সম্ভবতঃ মিঃ ফোর্ড তথা আমেরিকাকে এই ব্যাপারে অসন্তুষ্ট করিতে রাজী নহেন। ইংলণ্ডও প্রতিবৎসর ভারতবর্ষে বহু টাকা মূল্যের মোটর গাড়ী বিক্রয় করিয়া থাকে। যুদ্ধের সুযোগে এই ব্যবসা যাহাতে ইংলণ্ডের হাতছাড়া না হইয়া যায় ভারত সরকার সম্ভবতঃ তাহাও বিবেচনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই ব্যাপারে যে স্বার্থসংশ্লিষ্ট হস্তের অদৃশ্য ইঙ্গিত আছে তাহা ভারতে মোটরযান শিল্পের প্রবর্ত্তন সম্পর্কে লিখিত "ষ্টেটসম্যান" পত্রের সম্পাদকীয় প্রবন্ধের নিম্নোক্ত অংশ হইতে আভাষ পাওয়া যায়—"We have had enough of interested opposition to the development of industry and in war time the arguments of procrastinators who promise us that when the "Right time" comes the subject will be duly considered, should be treated as what they are, as arguments of those who do not put the successful prosecution of the war first........" অর্থাৎ "ভারতে শিল্প প্রসারের ব্যাপারে কায়েমী স্বার্থ যথেষ্ট বাধা প্রদান করিয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে যে সকল দীর্ঘসূত্রী বলেন যে ভবিষ্যতে উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলেই এই বিষয় বিবেচনা করা হইবে তাঁহাদের যুক্তি হইতে বুঝা যায় যে যুদ্ধ পরিচালনার সমস্যাকে তাঁহারা বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন না।"

মোট কথা ভারতের শিল্পোন্নতির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন অপেক্ষা বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের এজেণ্ট রূপে দায়ে পড়িয়াই যে বিমাণপোত এবং জাহাজনির্ম্মানের কারখানা স্থাপনে ভারতসরকার আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। যাহা হউক উহাকেও মন্দের ভাল বলিতে হইবে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের লোক সংখ্যা

সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ৪৮টী ষ্টেট এবং কলম্বিয়া ডিষ্ট্রিক্টের যে লোকসংখ্যা গণনা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যুক্তরাষ্ট্রের বর্ত্তমান লোক সংখ্যা ১৩ কোটী ১৪ লক্ষ ৯ হাজার ৮ শত ৮১। বিগত দশ বৎসর মধ্যে লোক সংখ্যা ৮,৬৩৪,৮৩৫ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সময় মধ্যে ইংলণ্ডের লোক সংখ্যা এত বেশী হয় নাই। নিম্নে ১৮৯০ সাল হইতে যুক্তরাষ্ট্রের লোক সংখ্যার তথ্য দেওয়া হইল।

	মোট লোক সংখ্যা	দশ বৎসরে বৃদ্ধি	দশ বৎসরে শতকরা বৃদ্ধি
১৮৯০	৬২,৯৪৭,৭১৪	১২,৭৯১,৯৩১	২৫·৪
১৯০০	৭৫,৯৯৪,৫৭৫	১৩,০৪৬,৮৬১	২০·৭
১৯১০	৯১,৯৭২,২৬৬	১৫,৯৭৭,৬৯১	২১·১
১৯২০	১০৫,৭১০,৬২০	১৩,৭৩৮,৩৫৪	১৪·৯
১৯৩০	১২২.৭৭৫,০৪৬	১৭,০৬৪,৪২৬	১৬·২
১৯৪০	১৩১,৪০৯,৮৮১	৮,৬৩৪,৮৩৫	৭·০

বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের সমর ব্যয় বৃদ্ধি

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের ব্যয় কি ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে নিম্নে তাহার একটী তালিকা দেওয়া হইল। তুলনামূলক আলোচনার জন্য ব্যয়ের পরিমাণ বার্ষিক হিসাবে ধরা হইয়াছে :—

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৪ মাস	১৯৯ কোটী ১০ লক্ষ পাউণ্ড
১৯৪০ সালের জানুয়ারী হইতে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ৩ মাস	২৫৯ „ ২০ „ „
১৯৪০ সালের এপ্রিল হইতে জুন পর্য্যন্ত ৩ মাস	২৭০ „ — „
১৯৪০ সালের জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ৩ মাস	৩৭৪ „ ৬০ „ „

ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সংক্রান্ত আইন

ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি ব্যাপক আইন প্রণয়নের পরিকল্পনা করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কিছুদিন পূর্ব্বে একটি খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়-নিয়ন্ত্রণ-আইন প্রণয়ন অন্ততঃপক্ষে ছয় মাসের জন্য স্থগিত রাখা হইল।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের দৈনিক তহবিল রাখা সম্পর্কে সম্প্রতি একটী সংশোধন আইন পাশ হইয়াছে।

ইংলণ্ডের কয়লা শিল্পে সরকারী সাহায্য

যুদ্ধের দরুণ ইংলণ্ড হইতে কয়লা রপ্তানী হ্রাস পাওয়ায় কয়লা শিল্পে যে মন্দার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার প্রতিকারকল্পে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট খনি হইতে কয়লা রপ্তানীর উপর একটী সেস্ ধার্য্য করিয়া একটি তহবিল সৃষ্টি করতঃ উহা হইতে কয়লাখনির মালিকগণকে অর্থসাহায্য দেওয়ার প্রস্তাব বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া বিগত অক্টোবর মাসের 'ইকনমিষ্ট' পত্রে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে প্রকাশ যে কয়লাশিল্পের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল এবং ডিষ্ট্রিক্ট কার্য্যকরী বোর্ডসমূহ একটী বাণিজ্য সহায়ক তহবিল (Trade maintenance fund) স্থাপন করিতে একমত হইয়াছেন। এই তহবিলের জন্য প্রত্যেক খনি হইতে কয়লা রপ্তানীর উপর প্রতি টনে সর্ব্বোচ্চ ৬ পেণী করিয়া একটী সেস্ ধার্য্য করা হইবে। কয়লার মূল্যও এই কারণে টন প্রতি ৬ পেণী বর্দ্ধিত করা হইবে। শত্রু আক্রমণের দরুণ যে সমস্ত কয়লাখনি বন্ধ করিতে হইবে এবং রপ্তানী হ্রাস হেতু যে সমস্ত খনির মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন উক্ত তহবিল হইতে তাঁহাদিগকে অর্থসাহায্য করা হইবে। ১৯৩৯ সালের যে কোন তিন মাসের তুলনায় ১৯৪০ সালের ঐ তিন মাসে কোন খনির রপ্তানীর পরিমাণ কি পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে তাহা বিবেচনা করিয়া সাহায্যের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইবে। প্রতি টনে ৬ পেণী সেস্ ধার্য্য হইলে কয়লা ব্যবসায়ীদের বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনায় বার্ষিক ৫০ লক্ষ পাউণ্ড আদায় হইবে।

রুশিয়াতে চীন দেশীয় চা-এর কাটতি

চীন গবর্ণমেণ্ট সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত এই মর্ম্মে এক চুক্তি সম্পাদন করিয়াছেন যে আগামী ১৯৪১ সালে চীন দেশ রুশিয়াকে কিঞ্চিতাধিক ১৫ লক্ষ পাউণ্ড (১০ কোটি চীন দেশীয় মুদ্রা) মূল্যের চা সরবরাহ করিবে।

আমেরিকার সভাপতি নির্ব্বাচনে ভোট সংখ্যা

আমেরিকার সভাপতি নির্ব্বাচনে যে ভোট সংখ্যার হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহা আমেরিকার নির্ব্বাচন ইতিহাসে সর্ব্বাধিক বলিয়া প্রতীয়মাণ হয়। গত ১৯৩৬ সালে যেস্থলে সভাপতি নির্ব্বাচনে ৪ কোটি ৫২ লক্ষ ২৬ হাজার ৪ শত ৫৫ জন ভোট দেয় সেস্থলে বর্ত্তমান নির্ব্বাচনে ৪ কোটি ৯৮ লক্ষ ৮ হাজার ৬ শত ২১ জন ভোট দিয়াছে। তন্মধ্যে মিঃ রুজভেল্টের পক্ষে ২ কোটি ৭২ লক্ষ ৪১ হাজার ৯ শত ৩ জন এবং মিঃ উইলকির পক্ষে ২ কোটি ২৩ লক্ষ ২৭ হাজার ২ শত ২৬ জন ভোট দিয়াছে।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

গত অক্টোবর মাসে বাঙ্গলায় মোট ৩১টী যৌথ কোম্পানী রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছে। একত্রে উহাদের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৮০ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা।

দেশরক্ষা বিভাগ কর্তৃক অগ্রিম ক্রয় ব্যবস্থা

প্রকাশ, দেশরক্ষা বিভাগ বিভিন্ন জিনিষ অগ্রিম ক্রয় করা সম্পর্কে যে কর্দ্দতালিকা প্রস্তুত করিয়াছে অনুসারে উক্ত বিভাগ আগামী ২ বৎসরের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের জন্য সরবরাহ বিভাগের নিকট অর্ডার দিতে সম্মত হইয়াছে।

যুদ্ধে ইংলণ্ডের বিনষ্ট জাহাজের সংখ্যা

গত ৮ই ডিসেম্বর যে পক্ষকাল শেষ হইয়াছে তাহাতে শত্রুপক্ষের আক্রমণে ইংলণ্ডের মোট ১ লক্ষ ১ হাজার ১৯০ টন ওজনের ২৩ খানি জাহাজ বিনষ্ট হইয়াছে। ডানকার্কের যুদ্ধের সময় ব্যতীত যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর প্রতি সপ্তাহে এইরূপ ক্ষতির পরিমাণ গড়ে ৬৩ হাজার ১২২ টন প্রতিপন্ন হইয়াছে।

কালুখালি—ভাটিয়াপাড়া লাইন

এসোসিয়েটেড প্রেসের একটী সংবাদে প্রকাশ, ২০শে ডিসেম্বর অপরাহ্নে ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের ট্র্যাফিক ম্যানেজার কর্তৃক এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে যে, উক্ত রেল পথের কালুখালি—ভাটিয়াপাড়া শাখা লাইন উঠাইয়া লইবার ব্যবস্থা আপাততঃ স্থগিত হইল। এতদ্ব্যতীত এই শাখা লাইনে মাল এবং যাত্রী বহনের জন্য টিকিট বিক্রয়ের যে ব্যবস্থা রহিত করা হইয়াছিল তাহাও অবিলম্বে পুনরায় প্রবর্ত্তন করা হইতেছে। এই বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হইয়াছে যে, টাইম টেবলে এই লাইনে ট্রেণ চলাচলের যেরূপ ব্যবস্থা আছে তদনুসারেই ট্রেণ চলাচল করিতে থাকিবে।

বিভিন্ন প্রদেশে সেচপ্রাপ্ত আবাদী জমি

ভারতে কৃষি জমির সেচ ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্প্রতি ভারত সরকারের গত ১৯৩৭-৩৮ সালের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ রিপোর্ট হইতে আলোচ্য বৎসরে বৃটিশ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সেচ ব্যবস্থা সম্পর্কিত একটি বিবরণ (সংক্ষিপ্ত) নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

প্রদেশ	মোট আবাদী জমি (একর)	সরকারী ব্যবস্থায় সেচপ্রাপ্ত জমি (একর)	সেচপ্রাপ্ত জমির শতকরা পরিমাণ
মাদ্রাজ	৩,৬৯,১৭,৯০০	৭৫,৬৫,১০০	২০.৪৯
বোম্বাই	২,৮৫,৯১,১০০	৪,৮৩,৯০০	১.৭১
বাঙ্গালা	২,৯৭,১৯,৬০০	২,০০,৩০০	০.৮১
যুক্তপ্রদেশ	৩,৫৫,৪২,১০০	৫১,৬৩,৮০০	১৪.৫৩
পাঞ্জাব	৩,১৫,৭২,৬০০	১,২২,৯১,৮০০	৩৮.৪০
বিহার	১,৯৩,২৩,৪০০	৬,৬৩,৩০০	৩,৪০
মধ্যপ্রদেশ	২,০৬,৫৮,০০০	৩,১৭,৪০০	১.৫০
উঃপঃ সীমান্ত	২৫,১৯,১০০	৪,৬০,৪০০	১৮.২৮
উড়িষ্যা	৬৪,৪৭,৬০০	৩,৮৪,০০০	৪.৬৮
সিন্ধু	৫৪,৪১,৩০০	৪৮,৪৯,৩০০	৮৯.১২
রাজপুতনা	৩,৯২,৬০০	২৬,৮০০	৬.৮২
বেলুচিস্থান	৪,৭১১০০	২২,২০০	৩.৭৬
মোট	২১,৭৫,৯৬,৪০০	৩,২৪,৩৩,৩০০	১৪.৬৮

ভারতীয় লস্করের সংখ্যা

বিগত ১৯৩৫ সালে ভারতীয় লস্করের সংখ্যা ৫৯ হাজার ৩০ জন অনুমান করা হইয়াছিল। কিন্তু উঁহাদের প্রকৃত সংখ্যা ২ লক্ষ ৫০ হাজারের বেশী বলিয়া জানা যায়।

ভারতীয় অর্থনৈতিক সম্মেলন

আগামী ২৮শে ডিসেম্বর মহীশূরে ভারতীয় অর্থ-নৈতিক সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। গোখেল স্কুল অব পলিটিক্স এণ্ড ইকনমিক্স-এর অধ্যক্ষ মিঃ গ্যাডগিল উক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবেন।

পুস্তক পরিচয়

বেঙ্গল সপস্ এণ্ড্ এস্টাব্লিসমেন্ট এ্যাক্ট—মিঃ কে চৌধুরী সম্পাদিত। প্রাপ্তিস্থান—ভারত পাবলিশিং হাউস ; ২৭।২ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম চারি আনা।

বাঙ্গলা প্রদেশে দোকান, ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, রেষ্টুরেণ্ট, সিনেমা, থিয়েটার ও হোটেল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারীদের বেতন ও ছুটি ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছুদিন পূর্ব্বে একটি আইন পাশ হইয়াছে। এই আইনটি বাঙ্গলার গবর্ণর বাহাদুর কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। শীঘ্রই উহা কার্য্যতঃ বলবৎ হইবে। এই সময়ে সুপরিচিত সাংবাদিক মিঃ কে চৌধুরী এই আইনটিকে একটী পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। এই পুস্তিকাটিতে আইনের সমস্ত ধারা যথাযথ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। অধিকন্তু উপযুক্ত ভূমিকা সহকারে ইংরাজী ও বাঙ্গলায় আইনের মূলগত বিধিনিষেধগুলি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। দোকান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক ও পরিচালকদের পক্ষে বর্ত্তমান আইনের বিধানসমূহ জানিয়া রাখা একান্ত প্রয়োজন। সে হিসাবে উপরোক্ত শ্রেণীর লোকদের ভিতর এই পুস্তিকাটী সমাদৃত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।
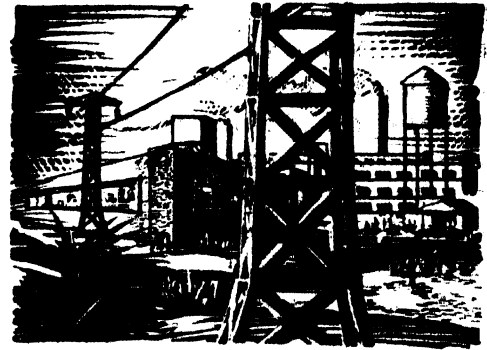
কোম্পানী প্রসঙ্গ

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

১৯৩৯-৪০ সালের রিপোর্ট

১৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতাস্থ সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃর বর্ত্তমানে ৫ বৎসর মাত্র বয়স পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু এই অত্যল্প কালের মধ্যে ব্যাঙ্কটী বিশেষ অগ্রগতি দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে। সম্প্রতি আমরা উক্ত ব্যাঙ্কের পঞ্চম বার্ষিক (১৯৪০ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসর) রিপোর্ট পাইয়াছি। উক্ত রিপোর্টে দেখা যায় যে চলতি বৎসরে উহাতে আমানতী টাকার পরিমাণ ৮ লক্ষ ৬৯ হাজার ২০৬ টাকায় পরিণত হইয়াছে। গত বৎসরের শেষে উহার পরিমাণ ছিল ৬ লক্ষ ৬২ হাজার ৬৮৮ টাকা। যুদ্ধের আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তার মধ্যে ব্যাঙ্কে আমানতী টাকার পরিমাণ যে শতকরা প্রায় ৩২ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা ব্যাঙ্কটীর প্রতি জনসাধারণের আস্থার পরিচায়ক।

আলোচ্য বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কে আমানতী টাকা, আদায়ী মূলধন (৭৩ হাজার ৬২৭ টাকা) ও অন্যান্য দায় লইয়া উহার মোট দায়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৯ লক্ষ ৬৮ হাজার ৭৪৮ টাকা। উহার মধ্যে কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ারে ৫২ হাজার ৭০২ টাকা দাদন করা রহিয়াছে এবং হাতে ও ব্যাঙ্কে নগদ অবস্থায় ২ লক্ষ ৪৬ হাজার ৩৪৭ টাকা রাখা হইয়াছে। সুতরাং আমানতকারীদের দাবী পূরণার্থ ব্যাঙ্কের সম্পত্তির মধ্যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ টাকা নগদ ও সহজে নগদে পরিবর্ত্তনযোগ্য অবস্থায় রাখা হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কের সমস্ত খরচা বাদে মোট ৩ হাজার ৭৪৩ টাকা লাভ হইয়াছে। উহার সহিত গত বৎসরের লাভের জের ২ হাজার ৪৪৭ টাকা যোগ দিয়া যে ৬ হাজার ১৯১ টাকা হইয়াছে তাহা হইতে ১৯৩৮-৩৯ সালের লভ্যাংশ, আয়কর ইত্যাদি কতিপয় দফায় খরচা বাদ দিয়া ব্যাঙ্কের হাতে ২ হাজার ৫৮৯ টাকা অবশিষ্ট রহিয়াছে। এই টাকা হইতে আলোচ্য বৎসরে অংশীদারগণকে শতকরা বার্ষিক ৩॥০ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইবে স্থির হইয়াছে।

উত্তর কলিকাতা, ভবানীপুর, খুলনা ও বজবজে ব্যাঙ্কের ৪টী শাখা অফিস এবং বড়বাজার ও বসিরহাটে ২টী এজেন্সী অফিস রহিয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায় চৌধুরী উক্ত ব্যাঙ্কের পরিচালক বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ অমলকুমার রায় চৌধুরী উহার ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদে অধিষ্ঠিত আছেন। উহাদের সুপরিচালনায় ব্যাঙ্কটী উত্তরোত্তর আরও উন্নতি লাভ করিবে উহাই আমরা আশা করিতেছি।

ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

১৯৩৯-৪০ সালের রিপোর্ট

সম্প্রতি আমরা ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ১৩ই এপ্রিল পর্য্যন্ত এক বৎসরের (বাংলা ১৩৪৬ সনের) কার্য্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। যুদ্ধের জন্য নানাদিক দিয়া প্রতিকূল অবস্থার সূচনা হওয়ায় দেশে অনেক ব্যাঙ্কের কাজ কারবার সঙ্কুচিত হইয়াছে। কিন্তু এই অবস্থায়ও ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেড আলোচ্য বৎসরে তাহাদের ব্যবসা প্রসারিত করিয়া উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে ইহা সুখের বিষয়। বর্তমান কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায় গত ১৩ই এপ্রিল ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৯০ হাজার ২০০ টাকা ও মজুদ তহবিলের পরিমাণ ছিল ৩৮ হাজার ৬০০ টাকা। ঐ তারিখে ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতী জমার পরিমাণ মোট ১৪ লক্ষ ৩৫ হাজার ৪০০ টাকা দাঁড়াইয়াছিল। নানা দিক দিয়া তহবিল ইত্যাদি ভালরূপ বৃদ্ধি পাওয়ায় ফলে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এবার ব্যাঙ্কটির কার্য্যকরী মূলধন ১০ লক্ষ টাকার উপর বাড়িয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর ব্যাঙ্কের কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ ছিল ১২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। আলোচ্য বৎসরে তাহা ২৩ লক্ষ ৭ হাজার টাকার উপর দাঁড়াইয়াছে। ইহা এই ব্যাঙ্কটির কার্য্য পরিচালকদের পক্ষে কৃতিত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান কার্য্যবিবরণীতে গত ১৩ই এপ্রিল তারিখে আদায়ী কৃত মূলধন আমানতী জমা ও অন্যান্য ধরণের দায় লইয়া ব্যাঙ্কের মোট দায়ের পরিমাণ দেখানো হইয়াছে ২৩ লক্ষ ৭ হাজার টাকা। ঐ প্রকার দায়ের বদলে উপরোক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ:—হাতে ও ব্যাঙ্কে ৪ লক্ষ ৬৪ হাজার ৫৮৩ টাকা। সরকারী সিকিউরিটিতে দাদন ৬৯ হাজার টাকা, ক্যাশক্রেডিট, ওভারড্রাপ্ট ও বন্ধকীতে দাদন ১১ লক্ষ ৪ হাজার ৯৮৬ টাকা, হেড অফিস ও শাখা অফিসের চলতি হিসাবে রক্ষিত ৪ লক্ষ ৩৩ হাজার ৮০০ টাকা। এই সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে ব্যাঙ্কের তহবিল যে ভালরূপ বিধি ব্যবস্থায় নিয়োজিত রহিয়াছে তাহা বুঝা যায়। ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত সম্পত্তির মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণ অংশ নগদ ও সহজে নগদে পরিবর্ত্তন যোগ্য অবস্থায় রাখা হইয়াছে। কাজেই এই ব্যাঙ্কটিকে সকল দিক দিয়াই নির্ভর যোগ্য বলা চলে।

পূর্ব্ব বৎসরে ব্যাঙ্কের মোট আয় হইয়াছিল ৮২ হাজার ৫৫০ টাকা। আলোচ্য বৎসরে আয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যরূপ বাড়িয়া ১ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। এই আয় হইতে আবশ্যকীয় খরচপত্র নির্ব্বাহ করিয়া ব্যাঙ্কের নিট লাভ দাঁড়াইয়াছে ১২ হাজার ২৯৫ টাকা। ঐ নিট লাভ হইতে ব্যাঙ্কের অংশিদারদিগকে শতকরা ১৫ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে ডিব্রুগড়, কুমিল্লা, মঙ্গলদই ও আজমীরগঞ্জে ব্যাঙ্কের চারিটী নূতন শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে। নূতন ও পুরাতন আফিস-সমূহের ভিতর দিয়া ব্যাঙ্কটির কার্য্যধারা বর্ত্তমানে দ্রুত প্রসারিত হইতেছে। এই ব্যাঙ্কের অগ্রগতির মূলে উহার ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য্যের কর্ম্মকুশলতাই নিহিত রহিয়াছে। আমরা সেজন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

বেঙ্গল কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

বেঙ্গল কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেডের হেড আফিস সম্প্রতি ৬নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ৮ই ডিসেম্বর মনিপুররাজ্যের রাজধানী ইম্ফালে কলিকাতা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের একটী শাখা আফিস খোলা হইয়াছে। মহারাজা কুমার বুধচন্দ্র সিংহ উদ্বোধন উৎসবে সভাপতিত্ব করেন। মনিপুররাজ্যের মহারাজা ও মহারাণী শুভেচ্ছাসূচক বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে এখানে অন্য কোন উল্লেখযোগ্য ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান ছিল না। ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ ইম্ফালে শাখা স্থাপন করাতে বহুদিনের একটী অভাব বিদূরিত হইল।

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

সম্প্রতি কলিকাতায় কলেজ ষ্ট্রীটে কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটী নূতন শাখা স্থাপিত হইয়াছে। ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা এই শাখা আফিসটির উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে এক বক্তৃতায় ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডাঃ এস বি দত্ত ব্যাঙ্কটীর উন্নতির ইতিহাস বিবৃত করেন। তিনি বলেন যে, মফঃস্বলের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কই প্রথমে কলিকাতায় শাখা খুলিয়াছিল, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত হইয়াছিল এবং ক্যালকাটা ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কস্ এসোসিয়েশনের সদস্য হইয়াছিল। ব্যাঙ্কটী 'ডলার এক্সচেঞ্জ'এর কাজ করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে বিশেষ লাইসেন্সও পাইয়াছে।

ডাঃ লাহা বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন—কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক বাঙ্গলার প্রধান ব্যাঙ্কগুলির অন্যতম এবং উহা এই প্রদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ক্ষেত্রে সকল দিক দিয়াই অগ্রগণ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। এই ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধন ৮ লক্ষ টাকার উপর। উহাতে সাধারণের আমানতী জমার পরিমাণ ১ কোটী ৮৭ লক্ষ টাকারও বেশী। এই সমস্ত দৃষ্টে ব্যাঙ্কটীর উপর সাধারণের যে যথেষ্ট আস্থা আছে তাহা বুঝা যায়। এই ব্যাঙ্কের মজুত তহবিলের পরিমাণ ৭ লক্ষ টাকার উপর। এই ব্যাঙ্কের উপযুক্ত পরিমাণ তহবিল নগদে পরিবর্ত্তনযোগ্য অবস্থায় রাখা হইয়াছে। এ সমস্তই ব্যাঙ্কটীর সতর্ক কার্য্যধারার পরিচায়ক। উপযুক্তরূপ উৎসাহ ও সাহায্য পাইলে বাঙ্গালীরাও যে যথেষ্ট নিপুণতার সহিত ব্যাঙ্কিং ও টাকা লেনদেনের ব্যবসা পরিচালনা করিতে পারে কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের মত প্রতিষ্ঠান তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিঃ

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম যে আর্য্যস্থান ইনসিউরেন্স কোম্পানীর কর্ণধার মিঃ এস সি রায় ঢাকেশ্বরী কটন মিলের অন্যতম ডিরেক্টর পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মিঃ রায় বিশেষ ভাবে বীমা ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিলেও দেশের শিল্পবাণিজ্য সম্বন্ধে তাঁহার গভীর জ্ঞান রহিয়াছে। তিনি যোগদান করার ফলে ঢাকেশ্বরীর পরিচালক বোর্ড নিঃসন্দেহে অধিকতর শক্তিশালী হইল। মিঃ রায়ের সাহায্যের ফলে ঢাকেশ্বরীর অধিকতর উন্নতি হইবে—উহাই আমরা আশা করিতেছি।

বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স এণ্ড রিয়াল প্রপার্টি কোং লিঃ

মিঃ ডি এন ভার্গব যুক্তপ্রদেশের পূর্ব্ব অঞ্চলের জন্য বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স এণ্ড রিয়াল প্রপার্টি কোম্পানীর চীফ্ এজেন্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। এলাহাবাদে এই চীফ্ এজেন্সী আফিস অবস্থিত। মিঃ ভার্গব পূর্ব্বে ন্যাশনেল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর সহিত যুক্ত ছিলেন।

ন্যাশনেল ইণ্ডিয়ান লাইফ ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

ন্যাশনেল ইণ্ডিয়ান লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্ট মিঃ বি এম মুখার্জ্জি কলিকাতার শেরিফ নিযুক্ত হইয়াছেন।

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

সম্প্রতি আসাম প্রদেশের জোড়হাটে কুমিল্লার নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটী শাখা আফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

হায়দরাবাদ পাইওনীয়ার এসিওরেন্স কোং লিঃ

বোম্বাই হাইকোর্ট হায়দরাবাদ পাইওনীয়ার এসিওরেন্স কোম্পানীকে বৃটিশ ভারতে তাহাদের কারবার বন্ধ রাখিবার আদেশ দিয়াছেন।

মত ও পথ

জনস্বার্থ ও হস্ত-চালিত তাঁতশিল্প

হস্তচালিত তাঁতশিল্পের সমস্যা আলোচনার জন্য সম্প্রতি নয়া দিল্লীতে যে সম্মেলন আহুত হইয়াছিল তৎসম্পর্কে ১লা পৌষ তারিখের 'রাষ্ট্রবাণী' লিখিতেছেন, "দিল্লী সম্মেলনের সংবাদ প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সংবাদ-পত্রাদিতে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তাহাতে একটা শঙ্কার ভাবই ব্যক্ত হয়; যেন গবর্ণমেণ্ট কাপড়ের কলের মালিকদের ন্যস্ত স্বার্থের উপর আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

অর্থনীতিক এবং কলকারখানার মালিক ও পরিচালকগণের অভিমত এই যে, কুটির শিল্পকে এমন ভাবে প্রসারিত করিতে দেওয়া যায় যাহাতে বৃহৎ কলকারখানার স্বার্থহানি না হয়। কলকারখানার মালিক, বৈজ্ঞানিক ও অর্থনীতিকের মতে, কুটিরশিল্প বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের পরিপোষক ও পরিপূরক-রূপেই থাকিতে পারে, প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে নহে। বৈজ্ঞানিক ও অর্থনীতিকরা কলকারখানার পক্ষপাতী এই জন্য যে তাঁহাদের ভাগ্য কারখানার মালিকদের সহিত জড়িত। কলকারখানা-ওয়ালাদের স্বার্থ যদি বিপন্ন হয় তবে বর্ত্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থারও এক বিপর্য্যয় দেখা দিবে। সুতরাং তাঁহারা মনে করেন যে, ধনিক-কলকারখানাওয়ালাদের স্বার্থও অন্যান্য ন্যস্ত স্বার্থ ভালরূপে সংরক্ষিত রাখিয়া তাহার পরই কুটির-শিল্পকে চলিতে দেওয়া যাইতে পারে। বর্ত্তমান ধনিক-চালিত কলকারখানার যাঁহারা সমর্থন করিয়া থাকেন, তাঁহারা কলের মাল সস্তা ও উৎপাদন বিজ্ঞানসম্মত-এই দোহাই দিয়া থাকেন। সুলভতা ও বিজ্ঞানের সহিত যেন জনসাধারণের সুখ-দুঃখের যোগ নাই। যাহাতে দরিদ্রের দুঃখ বাড়ায় তাহা সস্তা হইলেও সস্তা নয়, তাহা বিজ্ঞানসম্মত হইলেও বিজ্ঞজনোচিত নয়।

কাপড়ের কলগুলির স্থান যদি হাতের তাঁত গ্রহণ করে এবং সূতা কাটার মিলগুলির পরিবর্ত্তে যদি চরখার প্রতিষ্ঠা হয় তবে ক্ষতিটা কাহার হইবে? জনসাধারণের নিশ্চয়ই নহে। জনসাধারণকে বেশী দামে কাপড় কিনিতে হইলেও তাহাদের আয়ও সেই অনুপাতে বাড়িয়া যাইবে। কেননা তখন লক্ষ লক্ষ লোক হাতে সূতা কাটিতে ও কাপড় বুনিতে প্রবৃত্ত হইবে। যখন এই ভাবে লক্ষ লক্ষ লোকের ক্রয়শক্তি বাড়িয়া যাইবে তখন সাধারণভাবে লোকের আয়ও বাড়িবে। মিলের প্রতিযোগিতা রহিয়াছে বলিয়াই তাঁতিরা বেশী উপার্জ্জন করিতে পারে না। যদি মিলের প্রতিযোগিতা হইতে তাঁতিকে রক্ষা করা হয় তবে যে টাকাটা মিলওয়ালাদের হাতে জমিয়া রহিয়াছে তাহা গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়িত।

আজ লক্ষ লক্ষ লোক কাজের অভাবে বেকার বসিয়া আছে; ইহাদের আশা নাই, উৎসাহ নাই, সংগ্রাম করিয়া যথার্থ মানুষের মত যে বাঁচিবে তেমন উদ্যমও ইহারা হারাইয়া ফেলিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট যদি মিলের প্রতি-যোগিতা নিবারণ করিয়া কুটির শিল্পকে উৎসাহ দিবার নীতি অবলম্বন করেন তবে এই সমস্ত নৈরাশ্য-পীড়িত লক্ষ লক্ষ লোক কাজ পাইয়া বাঁচিতে পারে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ও গবর্ণমেণ্টের উপদেষ্টাদের নিকট হইতে এই প্রকার আশা করা বৃথা। তবু যে গবর্ণমেণ্ট মাঝে মাঝে কুটির শিল্পের কর্ম্মস্থানে সাহায্য করার প্রস্তাব উপস্থিত করেন ও আলোচনা করেন তাহাতে বুঝা যায় যে বিষয়টা এতই নিদারুণ যে ইহা আর উপেক্ষা করা যায় না। একদিন সমাজকে ও গবর্ণমেণ্টকে এই নিপীড়িত জনসাধারণের বাঁচিবার দাবীর সম্মুখীন হইতেই হইবে। আজই হইতে হইতেছে। বর্ত্তমান অধিকারের হয় প্রতিকার হইবে নচেৎ সামাজিক বিপ্লবে সকলেই ধ্বংস হইবে।"

বৃটেনের অর্থ বল

বর্ত্তমান যুদ্ধে দৈনিক ১২।১৩ কোটি টাকা ব্যয় হইলেও বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট দেউলিয়া হইবে না—পরন্তু যুদ্ধান্তে ইংলণ্ডের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নীত হইবে বলিয়া মিঃ কিন্‌স্ প্রমুখ অর্থনীতিবিদগণ ঘোষণা করিয়াছেন। সম্প্রতি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অর্থ বিভাগের স্যার ফ্রেডারিক ফিলিপস্ আমেরিকা গিয়া এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে ১৯শে ডিসেম্বরের "ষ্টেটস্‌ম্যান" সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছেন, "কিছুদিন পূর্ব্বেও বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের দৈনিক ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৯০ লক্ষ পাউণ্ড। ইহা ১ কোটী ৬০ লক্ষ পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে বলিয়া বিগত ১০ই ডিসেম্বর সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এইরূপ অত্যধিক ব্যয় সাময়িক এবং অস্বাভাবিক মনে হইলেও ইহা বিস্ময়জনক। এই হিসাবে সাপ্তাহিক এবং বার্ষিক ব্যয়ের হার যথাক্রমে ১১ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড এবং ৫৮২ কোটী ৪০ লক্ষ পাউণ্ড হইয়া থাকে। গত মহাযুদ্ধের ৪ বৎসরে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের জাতীয় ঋণ যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল এই বার্ষিক ব্যয়ের হার তাহা অপেক্ষা মাত্র ৫২ কোটী ৫০ লক্ষ পাউণ্ড কম। ধরা যাউক বর্ত্তমান যুদ্ধ তিন বৎসর চলিবে এবং প্রথম বৎসর সাপ্তাহিক ব্যয়ের পরিমাণ ৫ কোটি পাউণ্ড এবং পরবর্ত্তী দুই বৎসরে সাপ্তাহিক ব্যয় গড়ে ১১ কোটী পাউণ্ড হইবে। তাহা হইলে যুদ্ধ শেষে জাতীয় ঋণের পরিমাণ বর্ত্তমানের তুলনায় ১৪ শত কোটী পাউণ্ডের উপর বৃদ্ধি পাইবে। বিগত যুদ্ধের পূর্ব্বে জাতীয় ঋণের পরিমাণ ছিল ৬৫ কোটী পাউণ্ড। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে ইহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৭৫০ কোটী পাউণ্ড। রাজস্ব এবং বৈদেশিক সম্পদ বিক্রয় করিলে জাতীয় ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি ১৪ শত কোটীর এক তৃতীয়াংশ কম হইতে পারে বটে। অপর পক্ষে যুদ্ধের শেষ বৎসর সাপ্তাহিক ব্যয়ের পরিমাণও ১১ কোটী পাউণ্ডের উপর পৌছিতে পারে। বিগত যুদ্ধোপলক্ষে যে জাতীয় ঋণ হইয়াছিল তজ্জন্য বিগত যুদ্ধের পর হইতে বিশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত মোট ৫৬০ কোটী পাউণ্ড সুদ দেওয়া হইয়াছে। উপরোক্ত হিসাবে ১৯৪২ সালে জাতীয় ঋণের পরিমাণ দাঁড়াইবে ১৬৫০ কোটী হইতে ২২ শত কোটী পাউণ্ডের মধ্যে। কাজেই পরবর্ত্তী বিশ বৎসর কাল মধ্যে সুদ বাবদ যে অর্থ প্রদত্ত হইবে তাহা মোট জাতীয় ঋণের অর্দ্ধেক অপেক্ষাও বেশী হইবে। ২২ শত কোটী পাউণ্ড ঋণের উপর শতকরা তিন পাউণ্ড হিসাবে সুদ দিতে হইলে বার্ষিক ৬৬ কোটী পাউণ্ডের প্রয়োজন। ইহা ১৯১৪ সালের মোট জাতীয় ঋণ অপেক্ষা ১ কোটী পাউণ্ড এবং ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের মোট জাতীয় আয় অপেক্ষা ১০ কোটী পাউণ্ড বেশী। ইহা সত্ত্বেও নিউইয়র্কের ভূমিতে পদার্পণ করিয়া স্যার ফ্রেডারিক ফিলিপ্‌স্ ঘোষণা করিয়াছেন যে বর্ত্তমানের তুলনায় ইংলণ্ডের আর্থিক অবস্থা কখনই বেশী স্বচ্ছল ছিল না।"

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২০শে ডিসেম্বর

গত সপ্তাহে পাটকল সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ এসোসিয়েসনের কার্য্যনীতি ঘোষিত হয়। তাহাতে অনেকে এরূপ আশা করিতেছিলেন যে, এখন হইতে পাট ক্রয় বাবদ বেশী পরিমাণ অর্থ নিয়োজিত হইবে আর তাহার ফলে টাকার বাজারে একটা টান দেখা যাইবে। কিন্তু কার্য্যতঃ সেরূপ কোন অবস্থার সূচনা হয় নাই। পাটকলওয়ালাদের সহিত গবর্ণমেণ্টের চুক্তির ফলে গত সপ্তাহে পাটের কাজ কারবার কিছু বাড়িয়াছে সত্য কিন্তু তাহা টাকার বাজারের স্বচ্ছলতা কাটিয়া উঠিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। তাহা ছাড়া পাট ক্রয়ের কার্য্যনীতি গৃহীত হওয়ার ফলে একদিক দিয়া যেমন অর্থ নিয়োগের কিছু সুযোগ হইয়াছে অপর দিক দিয়া ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিলের বিক্রয় বন্ধ হওয়ার টাকা নিয়োগের ক্ষেত্র অনেকটা সঙ্কুচিতও হইয়াছে। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত টাকার বাজারের অবস্থা 'যথা পূর্ব্বং তথা পরংই' রহিয়া গিয়াছে। এ সপ্তাহে কলিকাতার কল টাকার (দাবী মাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণ) বার্ষিক শতকরা সুদের হার ছিল আট আনা। বোম্বাইয়ের বাজারে তাহা ছিল শতকরা চারি আনা মাত্র। সুদের হার এরূপ কম থাকা সত্ত্বেও উভয় বাজারেই এবার ঋণ গ্রহিতার তুলনায় ঋণ প্রদাতার সংখ্যাই অধিক ছিল।

গত সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার কিছু হ্রাস পাইয়াছিল। এসপ্তাহে তাহা আরও কিছুদর কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। গত ১৭ই ডিসেম্বর ৩ মাসের মিয়াদি মোট ১ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ২ কোটি ৪০ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহা ৩ কোটী ৮২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ছিল। এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৸৩ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমস্ত আবেদন ও ৯৯৸১ আনা দরের শতকরা ৩০ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। গত সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার ছিল ৸৵১১ পাই। এ সপ্তাহে তাহা শতকরা ৸৵৫ পাই হারে নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

আগামী ২৩শে ডিসেম্বরের জন্য ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ২৭শে ডিসেম্বর ঐ বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ৬ই ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২২৫ কোটী ৪৪ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ২২৩ কোটী ৩৪ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা ছিল। পূর্ব্ব সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ৫ লক্ষ টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছিল। এ সপ্তাহে দেওয়া হয় ২০ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ছিল ৫০ কোটী ৮৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। এ সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ৫৩ কোটী ৫৮ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্টের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৪৮ কোটী ৬৯ লক্ষ টাকা ও ১৬ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা। এ সপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ৪৯ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা ও ১৬ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

অন্য বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ আছে :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫[illegible] পে
ঐ দর্শনী	„	১ শি ৫[illegible] পে
ডি এ ৩ মাস	„	১ শি ৬[illegible] পে
ডি এ ৪ মাস	„	১ শি ৬[illegible] পে
ডলার	(প্রতি ১০০ টাকায়)	৩৩২৸০
ইয়েন	(প্রতি ১০০ টাকায়)	৮৯।০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২০শে ডিসেম্বর

বড়দিনের ছুটী উপলক্ষ করিয়া বর্ত্তমান সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে কাজকর্ম্মের পরিমাণও খুব কম হইয়াছে। ২১শে ডিসেম্বর হইতে ২রা জানুয়ারী পর্য্যন্ত শেয়ার বাজার বন্ধ থাকিবে। আমেরিকা বৃটেনকে সমর-সরঞ্জাম দিয়া সাহায্য করিবে এবং এই মর্ম্মে সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট সাংবাদিকদের সভায় যে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করিয়াছেন কলিকাতার শেয়ার বাজারে তাহার প্রতিক্রিয়া মোটেই অনুভূত হয় নাই। কারণ তাহা হইলে বর্ত্তমান সপ্তাহে শেয়ার বাজারে নিষ্ক্রিয়তার পরিবর্ত্তে মোটামুটী কর্ম্মব্যস্ততার পরিচয় পাওয়া যাইত। ব্যবসায়ীগণ অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন বুঝা যায় এবং নূতন কোনরূপ ঝুঁকি নিতে উৎসাহ পাইতেছেন না। অনিশ্চিত রাজনৈতিক ভবিষ্যৎও এই অবস্থার জন্য কতকটা দায়ী। সংবাদপত্রে সম্প্রতি বর্ত্তমান শীত কিংবা আগামী বসন্তকাল মধ্যে হিটলার কর্ত্তৃক ব্যাপক ভাবে ইংলণ্ড আক্রমণের নানারূপ জল্পনা-কল্পনা হইতেছে। ইহাও শেয়ার বাজারের বর্ত্তমান অবস্থার জন্য কতকটা দায়ী বলা যায়। আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ বিভাগেও দুর্ব্বলতার চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়াছে।

কোম্পানীর কাগজ

খরিদ্দারের সংখ্যা হ্রাস হেতু চাহিদার অল্পতা এবং বর্ষ শেষ উপস্থিত হওয়ায় কোম্পানীর কাগজের মূল্যও বর্ত্তমান সপ্তাহে অবনতি ঘটিয়াছে। শতকরা ৩॥০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজ সপ্তাহের অধিকাংশ দিনেই ৯৩৮৶০ আনা এবং উহার কাছাকাছি মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। অদ্য ইহা ৯৩৸০ আনায় নামিয়া আসিয়াছে। শতকরা ৩৲ টাকা সুদের কাগজ ৮০৸৴০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ১৯৬৩-৬৫ ঋণ ৯৩৴০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪১ ঋণ ১০১৴০ আনা, ৩॥০ আনা সুদের ১৯৪৭-৫০ ঋণ ১০২৲ টাকা, ৪৲ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ ঋণ ১০৭৸০ আনা এবং ৫৲ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ ঋণপত্র ১১২।৶০ আনায় বিকিকিনি চলিতেছে।

ব্যাঙ্ক

ষান্মাসিক কার্য্য বিবরণী প্রকাশ এবং লভ্যাংশ প্রদানের সময় উপস্থিত হওয়ায় আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্ক শেয়ারসমূহের মূল্যে পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। ইম্পিরিয়েল (সম্পূর্ণ ভাবে আদায়ীকৃত) ১৫৬৮৲ টাকা এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১০৪৲ টাকায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

কাপড়ের কল

কাপড়ের কল বিভাগেও ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ খুব কম হইয়াছে। কেশোরাম ৫॥৴০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লার খনি বিভাগেও মন্দার ভাব প্রতিভাত হইয়াছিল। এমালগেমেটেড ২৮৸ আনা, বেঙ্গল ৩৭৬৲ টাকা, বরাকর ১৪॥৶০ আনা, বোকারো এবং রামগড় ১৫॥০ আনা, নিউ বীরভূম ১৬॥৶০ আনা, ইকুইটেবল ৩৭।০ আনা, ষ্টাণ্ডার্ড ২২।০ আনা এবং ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৩১৲ টাকার উপরে উঠে নাই।

চটকল

চটকল বিভাগে চাহিদা এবং ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ কম হইলেই বিভিন্ন শেয়ারের মূল্য মোটামুটী অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে বলা যায়। এংলো ইণ্ডিয়া ৩২২৲ টাকা, বজবজ ৩৫৭৲ টাকা, ফোর্টউইলিয়ম ২২০৲ টাকা, হাওড়া ৫১৲ টাকা, ন্যাশানেল ২৩৶০ আনা, নদীয়া ৫৭॥০ আনা এবং প্রেসেডেন্সী ৪৸০ আনায় কারবার হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

বর্ত্তমান সপ্তাহের নিরুৎসাহভাব ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রমাণিত হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ সপ্তাহের মধ্যভাগে ৩২৶০ আনায় উন্নীত হইয়া শেষ দিকে পুনরায় ৩২।৴০ আনায় নামিয়া আসিয়াছে। ষ্টীল কর্পোরেশনও ২১।৶০ আনা হইতে ২০৶০ আনায় নামিয়া গিয়াছে। বার্ণ এণ্ড কোং ৩৮০৲ টাকা এবং উহার কাছাকাছি মূল্যে কারবার হইয়াছে। হুকুমচাঁদ ইলেকট্রীক ষ্টীল (অর্ডি) ১০৸০ আনা এবং কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং ৪॥৶০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

চিনির কল বিভাগেও আলোচ্য সপ্তাহে কোনরূপ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় নাই। চা বাগান বিভাগে হাসিমারা ৪১৸০ আনা, এবং বিশ্বনাথ ২৫॥০ আনায় বিকিনিকি হইয়াছে।

বিবিধ

বিবিধ কোম্পানীসমূহের মধ্যে ডালমিয়া সিমেণ্ট আলোচ্য সপ্তাহে উন্নতি লাভ করিয়া (অর্ডি) ১২॥০ আনা এবং ডেভার্ড ৩।০ আনায় উঠিয়াছে।

কোম্পানীর কাগজ

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার ও কোম্পানীর কাগজের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে।

৩৲ সুদের নূতন ঋণ (১৯৬৩-৬৫)—১৩ই ডিসেম্বর ৯৩৶০; ১৩ই—৯৩।৴০; ১৭ই—৯৩৴০ ৯৩৴০; ১৯শে—৯৩৴০ ৯৩৴০।

৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ—১৩ই ডিসেম্বর ৮০॥৴০; ১৮ই—৮০৸০; ১৯শে—৮০৸৴০।

৩॥০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০)—১৭ই ১০২৲ ১০২।৴০; ১৮ই—১০২৶০ ১০২৴০।

৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ—১৩ই ডিসেম্বর ৯৪৴০ ৯৩৸৴০ ৯৪৲ ৯৪৴০; ১৬ই—৯৪৲ ৯৪৴০ ৯৪৲; ১৭ই—৯৪৴০ ৯৪৶০ ৯৪৴০ ৯৪৲; ১৮ই—৯৪৶০ ৯৪৴০ ৯৪৴০; ১০শে—৯৪৴০ ৯৩৸৴০

৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০)—১৩ই ১০৭॥৴০; ১৭ই—১০৭॥৴০ ১০৭॥৴০; ১৮ই—১০৭॥০; ১৯শে—১০৭৸০।

৪॥০ সুদের ঋণ (১৯৫৫-৬০)—১৭ই ১১২।৴০; ১৮ই—১১২।৶০।

৩৲ সুদের আসাম ঋণ (১৯৫২)—১৩ই ৯৪৶০।

৩॥০ সুদের ঋণ (১৯৪০-৫০)—১৯শে ১০২৲।

৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫)—১৬ই ১১২॥০ ; ১৭ই—১১২॥০ ১১২॥৶ ; ১৯শে—১১২॥৵০ ১১২।৵০ ।

৩৲ সুদের ঋণ (১০৫১-৫৪) ১৬ই—৯৮।৵০ ৯৮॥০ ; ১৭ই—৯৮।৵০ ৯৮।৶ ; ১৮ই—৯৮॥০ ।

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সঃ আদায়ী) ১৩ই ডিসেম্বর—১৫৬০৲ ১৫৬৯৲ ; ১৯শে—১৫৬০৲ (কণ্টি) ৩৮৮৲ ; বালীগঞ্জ ব্যাঙ্ক—১৯শে ১০২॥০ ; রিজার্ভ ব্যাঙ্ক—১৩ই ডিসেম্বর ১০৩॥০ ১০৪৲ ; ১৬ই—১০৩৸০ ১০৪।০ ১০৫৲ ১০৩৸০ ১০৪৸০ ; ১৭ই—১০৪৲ ১০৫॥০ ; ১৮ই—১০৪॥০ ১০৬৲ ; ১৯শে—১০৫৲ ১০৬৲ ১০৪॥০ ; সেণ্টাল ব্যাঙ্ক—১৭ই ৩২৸৵০ ।

রেলপথ

চাঁপারমুখ শিলঘাট—১৭ই ৮৫৲ ; দার্জ্জিলিং-হিমালয়—১৭ই (অর্ডি) ৬১৲ ৬৪৲ ।

কাপড়ের কল

বেঙ্গল-নাগপুর—১৩ই ডিসেম্বর ১১॥০ , ১৬ই—১১৵০ ; নিউভিক্টোরিয়া —১৩ই (অর্ডি) ১৸০ ১৸/০ ১॥৵০ ১৸০ ; (প্রেফ) ৫৸০ ৫৸/০ ৫৸৶০ ; ১৬ই—১॥৶০ ১৸০ ; (প্রেফ) ৬৲ ; ১৭ই—১॥৶০ ১॥৵০ ; ১৮ই—১॥৵০ ১৸/০ ; ১৯শে—(প্রেফ) ৫৲ ৫৶০ ; বঙ্গলক্ষ্মী—১৬ই ৩৩৲ ৩৪৲ ; মোহিনী মিলস্—১৭ই ১০৸০ ১১৲ ।

কয়লার খনি

এ্যামালগামেটেড্—১৩ই ডিসেম্বর ২৮॥০ ; ১৭ই—২৮॥০ ২৮৸০ ; ১৯শে—২৮॥০ ২৮৸০ । ভুলানবাড়ী—১৩ই ১২॥০ ; ১৮ই—১২।৵০ ১২৸০ ; ১৯শে—১২৸/০ । বেঙ্গল—১৩ই ৩৮১৲ ৩৮৫৲ ৩৮৪৲ ৩৮৩৲ ৩৮৫৲ ; ১৬ই—৩৮৮৲ ৩৮৪৲ ৩৮৭৲ ৩৮৪॥০ ; ১৭ই—৩৮৩৲ ৩৭৫৲ ; ১৮ই—৩৭৭॥০ ৩৭৯৲ ৩৮১৲ । বোকারো ও রামগড়—১৩ই ১৫॥৵০ ১৬৲ ; ১৯শে—১৫॥/০ ১৫॥০ । বরাকর—১৮ই—১৪।৵০ । ভালগোড়া—১৩ই ৫/০ ৫৶০ ; ১৬ই—৫/০ ; ১৮ই—৪৸৶০ । সেণ্ট্রাল কার্কেন্দ—১৩ই ১৫৲ ১৪৸৵০ ১৫৵০ ; ১৬ই—১৫৲ ১৫৵০ ; ১৭ই—১৪৸৵০ ১৫৵০ । চুরুলিয়া—১৩ই ১॥৶০ ১৸/০ ; ১৬ই—১॥৶০ ১৸৵০ ; ১৮ই—১৸০ ১৸৵০ ১৸/০ । দেমোমেইন—১৩ই ১৫৸০ ১৬৵০ ; ১৬ই—১৫৸/০ ১৬।০ ; ১৭ই—১৫॥৵০ ১৬৵০ ; ১৮ই—১৫॥৵০ । দেউলী—১৩ই ৯৵০ ৯।০ । ইকুইটেবল—১৩ই ৩৭৲ ৩৭।০ ; ১৬ই—৩৭৸০ ; ১৮ই—৩৭।০ । ঘুসিক ও মুশ্লিয়া—১৩ই ৪৸৵০ ; ১৬ই—৪৸০ ৪৸৵০ ; ১৭ই—৪৸০ ৪৸৶০ ; ১৮ই—৪॥৶০ ৪৸৵০ । হরিলাদী—১৩ই ১৩৸৵০ ; ১৬ই—১৩৸৶০ । খাসকাজোরা—১৩ই ৮।০ ৮।৵০ । মুগুলপুর—১৩ই ৯৸৶০ ৯৸৵০ ; ১৮ই—৯৸৵০ ১০৵০ । নর্থদামুদা—১৩ই ৫॥০ । রাণীগঞ্জ—১৩ই ২৪৸০ ২৫৵০ ; ১৭ই—২৫॥০ । সাউথ কারানপুরা—১৩ই ৪॥৶০ ; ১৬ই—৪॥৵০ । কামলা—১৩ই ১॥৵০ । টালচর—১৩ই ১৸০ ১॥৶০ ; ১৬ই—১॥৵০ ; ১৮ই—১॥০ ১॥৵০ । ওয়েষ্ট জামু'রয়া—১৩ই ৩১৵০ ৩১॥০ ; ১৬ই—৩০৸৵০ ৩১।৵০ ; ১৭ই—৩১।৵০ ৩১।০ ।

পাটের কল

আগরপাড়া—১৬ই (প্রেফ) ১৫৩৲ ; ১৭ই—(অর্ডি) ২৫৸০ ২৬৲ ; ১৯শে—২৫।৵০ ২৫॥৵০ । বালী—১৭ই (প্রেফ) ১৬০৲ ১৬১৲ । চিতাভালসা—১৩ই ১০।০ ১০॥০ ; ১৭ই—১০।০ ; ১৯শে ১০৲ ১০।৵০ । ক্লাইভ—১৩ই (৬৲ সুদের প্রেফ) ১৪১৲ ১৪২৲ ; ১৭ই—১৩২৲ ১৩৩৲ ; ১৮ই—১৩২ ; ১৯শে—১৩২৲ । এম্পায়ার—১৩ই (প্রেফ) ১৫৩৲ ১৫৫৲ ১৫৩॥০ ; ১৭ই—১৫৫৲ ; ১৮ই—(প্রেফ) ১৫৬॥০ ১৫৭॥০ । হুগলী—১৩ই (প্রেফ) ১৮॥৵০ । হাওড়া—১৩ই ৫১৵০ ৫১॥৵০ ; ১৬ই—৭৲ সুদের (প্রেফ) ১১২৲ ; ১৭ই—৫০৸৵০ ; ১৮ই—৫১৲ (৭৲ সুদের প্রেফ) ১১১৲ ১১২৲ ; ১৯শে—৫০৸৵০ ৫১৲ । হুকুমচাঁদ—১৩ই ৮।৵০ (প্রেফ) ১০৪৲ ; ১৬ই—৮।০ ৮।/০ (প্রেফ) ১০৩৲ ১০৫৲ ; ১৭ই—১০৪৲ ১০৬৲ ; ১৮ই—৮।/০ (প্রেফ) ১০৫৲ ; ১৮শে—৮৲ ৮।০ (প্রেফ) ১০৭৲ ১০৫৲ । কামারহাটী—১৬ই ৪৬১৲ ৪৬৫৲ ; ১৭ই—৪৬০৲ ; ১৮ই—৪৬৩৲ ; ১৯শে—৪৫৯৲ ৪৫৮৲ । কাঁকনারা—১৩ই (প্রেফ) ১৫১৲ ১৫২৲ ; ১৬ই—(অর্ডি) ৩৭৫৲ ; ১৭ই—৩৭০৲ ৩৭৩৲ ; ১৮ই—৩৭৬৲ । মেঘনা—১৩ই ৩৩৸০ ; ১৮ই—৩৩॥০ ৩৪৲ । ন্যাশনাল—১৩ই ২২।৵০ ২২॥০ ২২৸০ ; ১৬ই—২২।৵০ ২২॥৵০ ; ১৭ই—২২৸৵০ ; ১৯শে—২৩৵০ । নৈহাটী—১৩ই ১৫৲ ১৫।০ ; ১৭ই—১৫।০ ১৫॥০ ; ১৮ই—১৫৸০ ১৫॥৶০ ১৫৸৵০ ; ১৯শে—১৬।০ ১৬।০ ১৫৸/০ । নেলীমারলা—১৩ই ৮।০ ৮॥০ ; ১৮ই—৮॥০ ৮৸৵০ ; ১৯শে—৮॥০ ৮৸০ । নদীয়া—১৯শে ৫৭॥০ । প্রেসিডেন্সী—১৩ই ৪৵০ ৫৵০ ; ১৭ই —৫৶০ ৪৸৵০ ; ১৮ই—৪৸৵০ ৫/০ ৪৸/০ ।

খনি

বর্ম্মা কর্পোরেশন—১৩ই ৫।৵০, ৫॥৵০, ৫॥৶০, ৫॥০ ; ১৬ই—৫।৶০, ৫৸/০ ৫॥০ ; ১৭ই—৫॥০, ৫৸০, ৫।৶০, ৫॥০ ; ১৮ই—৫॥০, ৫৸০, ৫॥০ ; ১৯শে—৫।৶০, ৫৸০, ৫।৶০ । কনসোলিডেটেড টিন—১৩ই ২।০, ২।৶০, ২।০ ; ১৭ই—২৸০ ; ১৮ই—২৸৵০ । রোডেসিয়া কপার—১৯শে—৸৵০, ১৲ । টেভয় টীন—১৩ই ১৵০ । ইণ্ডিয়ান কপার—১৬ই ২।০, ২।৶০, ২।০ ; ১৭ই—২।০ ২।৶০, ২।০ ; ১৮ই—২।০, ২।৶০, ২।০ ; ১৯শে—২।০, ২।৶০, ২।০ ।

সিমেণ্ট ও কেমিক্যাল

ডালমিয়া সিমেণ্ট—১৩ই (অর্ডি) ১০।০, ১০॥৵০ ; (প্রেফ) ১০০৲, ১০২৲ ; ১৬ই—১১॥০, ১২৲, ১১৸৵০, ১২৵০, ১১॥৵০ ; ১৭ই—১১৸০ ১২৸০, ১২॥৶০ ; (প্রেফ) ১০৮৲, ১০৯৲ ; ১৮ই—১২॥০, ১৩৵০ ; (প্রেফ) ১০৯॥০ ১৯শে—১২৸০, ১৩৶০, ১২॥০ ; (প্রেফ) ১০৮৲, ১১১॥০ । বেঙ্গলপটারিজ—১৬ই—৭৸০, ৮৲ । আলকালি এণ্ড কেমিক্যাল—১৬ই (প্রেফ) ১৪৯॥০ ; ১৭ই—১৫০৲, ১৫২৲ ; ১৮ই—১৫০৲ ; ১৯শে—১৫১৲, ১৫২৲ । বেঙ্গল কেমিক্যাল—১৬ই (প্রেফ) ১৭৸৵০ ।

ইলেক্ট্রিক ও টেলিফোন

বেঙ্গল টেলিফোন—১৬ই (অর্ডি) ১৬৵০ ; (প্রেফ) ১২।৶০ ; ১৭ই—(প্রেফ) ১২॥০ ; ১৮ই—(অর্ডি) ১৬।০, ১৬॥০ । ঢাকা ইলেকট্রিক—১৭ই (প্রেফ) ১৪॥৵০ ; ১৮ই—(অর্ডি) ১৭।০, ১৭॥০, ১৭৸৵০ ।

ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী

হুকুমচাঁদ ইলেকট্রিক এণ্ড টীন—১৩ই (অর্ডি) ১০৸০, ১০৸৵০, ১১/০, ১০॥৵০, ১০৸০ (প্রেফ) ২৸৶০, ৩৲, ২৸/ ; ১৬ই—১১/০, ১০৸৶০ ; (প্রেফ) ২৸০ ২৸/০ ; ১৭ই—১০।৵০, ১০৸০ ; (প্রেফ) ২৸০, ২৸৶০ ; ১৮ই—১০॥৵০ ১০৸৵০, ১০॥/০ (প্রেফ) ২৸/ । ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টিল—১৩ই ৩৩৶০,

৩৩৷০, ৩৩৸০ ৩৩৷৵০, ৩৩৸০ ; ১৬ই—৩৩৷০, ৩৩৷৷০, ৩৩৷৷৵০, ৩৩৴০ : ১৭ই—৩২৸৴০ ৩৩৷৷০, ৩২৸৶০ ; ১৮ই ৩৩৴০, ৩৪৲, ৩৩৷৴০ ; ১৯শে—৩৩৶০ ৩৩৷৶০, ৩৩৵০, ৩২৸৶০, ৩২৷৷৴০ ৩২৷৷৵০। ইণ্ডিয়ান ম্যালিয়েবল কাষ্টিং—১৩ই (প্রেফ) ২৶০ ; ১৭ই—(প্রেফ) ২৷৵০। ইণ্ডিয়ান গ্যালভানাইজিং—১৩ই ২৮৷৷৵০, ২৮৸০। সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং—১৬ই ৬৲ ; ১৮ই—৫৷৷৴০ ৬৲ ; ১৯শে—৫৸০ ৬৲। কুমারধুবি ইঞ্জিনিয়ারিং—১৩ই (অর্ডি) ৫৴০ ; ১৬ই ৪৸৵০ ; ১৮ই—৪৸৵০ ; ১৯শে ৪৷৷৵০ (প্রেফ) ১২০৲ ১২০৲। ষ্টীল প্রোডাক্টস—৪৷৷০ ৪৷৷৶০। ন্যাসনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল—১৩ই ৫৸০ ৬৲। ষ্টীল কর্পোরেশন—১৩ই (অর্ডি) ২১৷০ ২১৷৷০ ২১৷৷৵০ ২১৸৴০ ২১৷৶০ ; ১৬ই—২১৷০ ২০৸৶০ (প্রেফ) ১১৫৷৷০ ১১৭৲ ; ১৭ই—২০৸৵০ ২১৷৷০ ২০৸৵ ; ১৮ই—২১৷০ ২১৷৷৵০ ২১৷৷৶০ ; (প্রেফ) ১১৬৷৷০ ; ১৯শে—২১৵০ ২১৷৵০ ২০৸৶০ ২০৸০। মার্শালস—১৭ই—১৸৶০ ২৴০।

চিনির কল

বলরামপুর—১৩ই ৬৸০ ৭৲ ; ১৮ই—৭৲ ৭৷০। কেরু এণ্ড কোং—১৩ই (অর্ডি) ১০৷০ ১০৷৷০ (প্রেফ ১১৫৲ ; ১৬ই—(প্রেফ) ১১৩৲ ১১৪৷৷০ ; ১৭ই—(প্রেফ) ১১৪৷৷০ ১১৫৷৷০ ; ১৮ই—১০৴ ৯৷৷০ (প্রেফ) ১১৪৲ ১১৫৷৷০ ; রাজা—১৩ই ১৫৶০ ১৫৷৶০ ১৫৵০ ; ১৮ই—১৫৶০১ ৫৷৶০ ; ১৯শে—১৫৷০ সমস্তিপুর—১৬ই ৭৵ ৭৷৵ ৭৷০।

চা বাগান

গোহপুর—২৩ই ৬৷৷৵০ ৬৸৵০ ; ১৮ই ৬৸৵০ ৭৵০। বিশ্বনাথ—১৭ই ২৫৷০ ২৫৷৷০। হাসিমারা—১৩ই ৪১৷৷০ ৪১৸০। হাসকুয়া—১৯শে ৯৷৷৵০। জুটলীবাড়ী—১৩ই ১৫৵০ ১৫৷৵০। মহীমা—১৯শে ৮৲ ৮৷০। পাত্রকোলা—১৩ই (অর্ডি) ৭৮০৲ ৭৮৬৲ ; ১৬ই—৭৮৪৲ ; ১৮ই—৭৭৫৲। সাপয়—১৩ই ৯৸০ ১০৲ ; ১৬ই—৯৸০ ১০৲ ; ১৭ই—১০৲। তেজপুর—১৩ই (প্রেফ) ১৩৵০ ১৩৷০ ; ১৭ই—৭৲ (প্রেফ) ১৩৷৵০ ; ১৮ই—৭৷০ ; ১৯শে—৭৵০ ৭৷৵০ ৭৷০। তুকভার—১৭ই ১০৸০।

বিবিধ

বি, আই, কর্পোরেশন—১৩ই ডিসেম্বর (অর্ডি) ৪৸০ ৪৸৵০। ১৭ই—৪৸৵০ (প্রেফ) ১৭৫৷৷০ ১৭৪৷৷০ ; ১৯ই—৪৸০ ৪৸৶০ ৪৷৷৶০ ; ১৯শে—৪৸০ ৪৸৵০। ক্যালকাটা সেফ ডিপজিট—১৩ই ৭৷০। ক্যালকাটা সিল্ক—১৭ই (প্রেফ) ১০৬৲। ইণ্ডিয়ান উড প্রোডাক্টস—১৩ই ২৬৷৷০ ২৬৸০ ; ১৭ই—২৬৷০। ইন্দোবর্ম্মা পেট্রোলিয়ম—১৯শে (অর্ডি) ১০৪৷০। রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ—১৩ই (অর্ডি) ১৮৷০ ১৯৲ ; ১৬ই—২০৲ ২১৷৵০ ; ১৮ই—২২৷৷০ ২২৸০। বৃটীশ বর্ম্মা পেট্রোলিয়াম—১৩ই ৩৷৷০ ৩৷৷৴০ ; ১৭ই—৩৸০। টাইড ওয়াটার অয়েল—১৩ই ১৫৲। বেঙ্গল পেপার—১৩ই (অর্ডি) ১১৯৷৷০ ; ১৬ই—১২১৲ ১২২৲ ; ১৭ই—১২২৲ ১২৩৲ ; ১৮ই—১২১৲ ১২২৲ ; ১৯শে—১২২৷৷০। টীটাগড় পেপার—১৩ই (অর্ডি) ১৭৷৷৴০ ১৮৴০ ১৭৸০ ১৭৸৵০ ; ১৬ই—১৭৷৷০ ১৭৸৶০ ; ১৭ই—১৭৷৵০ ১৮৲ ; ১৮ই—১৮৴০ ১৮৷৷৵০ ১৮৵০ ; ১৯শে—১৭৸৴০ ১৮৴০ ১৮৵০। মেদিনীপুর জমিদারী—১৩ই ৭৪৷৷০ ৭৫৲ ; ১৬ই—৭৫৲ ; ১৭ই—৭৪৷৷০ ৭৫৲ ; ১৮ই—৭৪৲ ৭৫৲ ; ১৯শে—৭৫৷৷০ ৭৬৲। আসাম সঙ্ক—১৩ই ৩৵০ ; ১৭ই—৩৵০ ৩৷০ ; ১৮ই—৩৷০ ৩৷৶০ ; ১৯শে—৩৷৵০ ৩৷৷০ ৩৷৶০ ৩৷৷০। বরুয়া টীম্বার—১৭ই ১৫৸০ ১৫৵০ ১৫৲ ; ১৮ই—১৫৵০ ১৫৷৵০ ১৫৷৷৵০। হিমালয় এসিওরেন্স—১৯শে—১০৸০। ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান লাইফ ইন্সিওরেন্স—১৯শে ৩৫৯৲।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২১শে ডিসেম্বর

পাটক্রয় সম্পর্কে ইণ্ডিয়ান জুট মিলস এসোসিয়েসনের কার্য্যনীতি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে পাটের বাজারের দর একটু চড়িয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় দরের সে তেজী ভাব মোটেই স্থায়ী হয় নাই। পাট ক্রয়ের সর্ত্ত গ্রহণ করিয়া চটকলওয়ালারা প্রথমতঃ কিছু বেশী পরিমাণে পাট ক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সে কারণে বাজারে বেশ একটু আশা ভরসারও সূচনা দেখা গিয়াছিল। কিন্তু এ সপ্তাহ হইতে চটকলওয়ালারা আবার পাট ক্রয়ের পরিমাণ বিশেষ ভাবে কমাইয়া দিয়াছে। কাজেই পাটের দরও নামিয়া যাইতেছে। পাট বিক্রেতারা কম দরে পাট বিক্রয় করিয়া দেওয়ার যেরূপ আগ্রহ দেখাইতেছে এবং পাটের ভবিষ্যৎ চাহিদা সকল দিক দিয়াই যেরূপ অনিশ্চিত তাহাতে পাটের দর স্থায়ী ভাবে তেজী হইয়া উঠার সম্ভাবনা বাস্তবিকই কম মনে হইতেছে। গত ১৪ই ডিসেম্বর আমরা যখন পাটের বাজারের সমালোচনা করিয়াছিলাম তখন ঐ তারিখে ফাটকা বাজারে পাটের সর্ব্বোচ্চ দর ছিল ৪০৵০ আনা। গত ১৯শে ডিসেম্বর তাহা কমিয়া ৩৯ টাকা পর্য্যন্ত দাঁড়ায়। তবে এ সপ্তাহের শেষ দিকে বিশেষভাবে অদ্য ২১শে তারিখ দাম ঐ তুলনায় আবার সামান্য কিছু চড়িয়াছে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

নিম্নে ফাটকা বাজারের এসপ্তাহের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল :—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
১৬ই ডিসেম্বর	৪০৲	৩৯।৵০	৩৯॥০
১৭ই ,,	৩৯॥৵০	৩৮॥৵০	৩৮৷৶০
১৮ই ,,	৩৯।০	৩৮॥০	৩৮৷৶০
১৯শে ,,	৩৯৲	৩৮॥৵০	৩৮৷৶৵০
২০শে ,,	৩৯॥০	৩৮৷৶০	৩৯।৵০
২১শে ,,	৩৯॥৵০	৩৯।৵০	৩৯।০

আলগা পাটের বাজারে এ সপ্তাহে খুব কম পরিমাণে পাটের বিকিকিনি হইয়াছে। বিক্রেতারা নির্দ্ধারিত নিম্নতন দরে পাট বিক্রয়ের আগ্রহ দেখাইতেছে। এ সপ্তাহে ইউরোপীয়ান মিডল শ্রেণীর পাটের দর প্রতি মণ ৯ টাকা ও বটম শ্রেণীর পাটের দর প্রতি মণ ৭ টাকা ছিল। ইণ্ডিয়ান ডিষ্ট্রিক্ট তোসা মিডল শ্রেণীর পাটের দর ছিল প্রতি মণ ৭৷৶০ আনা ও বটম শ্রেণীর পাটের দর ছিল ৬ টাকা। পাকা বেল বিভাগে কাজকারবারের গতি মোটামুটিরূপ উৎসাহব্যঞ্জকই ছিল। দরও পূর্ব্ব হারেই স্থির ছিল। গতকল্য বাজারে ফাষ্ট শ্রেণীর পাট প্রতি বেল ৪১ টাকা দরে বিক্রয় হইয়াছে। এ সপ্তাহের প্রথম দিকে মফঃস্বলের বাজারসমূহে পাটের দর তেজী ছিল। কিন্তু শেষ দিকে পাট ক্রেতারা পাট ক্রয়ের মাত্রা হ্রাস করিয়া দেওয়ায় দাম চড়া হারে বলবৎ থাকিতে পারে নাই।

গত জুলাই হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত ৫ মাসে মফঃস্বল হইতে কলিকাতায় ও কলিকাতার সন্নিকটস্থ চটকলসমূহে মোট ৩৫ লক্ষ ২২ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর এই সময়ে পাটের আমদানী হইয়াছিল ৬২ লক্ষ ৪৫ হাজার বেল।

থলে ও চট

এ সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারে একটা নিরুৎসাহের ভাব লক্ষিত হইয়াছে। দরও পূর্ব্বের তুলনায় কিছু নামিয়া গিয়াছে। গত ১৩ই ডিসেম্বর বাজারে ৯ পোর্টার চটের দর ১২৷৶০ আনা ও ১১ পোর্টার চটের দর ১৭৴০ আনা ছিল। গতকল্য বাজারে তাহা যথাক্রমে ১২॥৴০ আনা ও ১৭৲ টাকা দাঁড়ায়।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২০শে ডিসেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইএর তূলার বাজার মন্দা গিয়াছে। তূলার মূল্যের হার অতিশয় হ্রাস পায়। ওমরা শ্রেণীর তূলার আমদানী অত্যধিক বিবেচিত হওয়ায় এবং রোরোচ তূলা ফসল সম্পর্কেও আবহাওয়া অনুকূল প্রতিপন্ন হওয়ায় তূলার মূল্য হ্রাস পাইবে বলিয়াই বিগত দুই সপ্তাহ হইল আশঙ্কা করা গিয়াছিল। তবে আলোচ্য সপ্তাহে রাজনৈতিক পরিস্থিতির জটিলতা ও ফাটকাওয়ালাগণ অধিক পরিমাণে তূলা বিক্রয় করিবার জন্যও মূল্য হ্রাস পায়। বাজার বন্ধের দিকে রোরোচ এপ্রিল ১৮৮৲ টাকায়; ওমরা ডিসেম্বর-জানুয়ারী ১৫৭৷৶০ আনায়; বেঙ্গল ডিসেম্বর-জানুয়ারী ১৩১৷৶০ আনা দাঁড়ায়। মিলসমূহ আশানুরূপ তূলা ক্রয় করিতেছে।

আলোচ্য সপ্তাহে বিদেশের তূলার বাজার খুব চড়া গিয়াছে। লিভারপুলের বাজারে জানুয়ারী ৮.০১ পেনী, মার্চ্চ ৭.৯৯ পেনী দাঁড়ায়। নিউইয়র্কের বাজারে মার্চ্চ ১০.১৯ সেণ্ট এবং মের দর ১০.১৩ সেণ্ট গিয়াছে।

কাপড়

কলিকাতা, ২০শে ডিসেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে তূলার বাজারের মন্দার জন্য কাপড়ের বাজারে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় নাই। মোটের উপর কারবার সন্তোষজনক বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। তবে অগ্রিম কারবারের পরিমাণ খুব অল্প হইয়াছে। কলওয়ালাগণ অধিক মূল্য দাবী করাতে ব্যবসায়ীগণ বর্ত্তমান হারে কারবার করিতে আগ্রহশীল নহে।

আলোচ্য সপ্তাহে সূতার বাজারে সন্তোষ জনক কারবার সম্পন্ন হইয়াছে। মাঝারি ধরণের সূতার চাহিদা বেশী ছিল।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ২০শে ডিসেম্বর

বোম্বাইএর সোনার বাজারের অবস্থা এ সপ্তাহে এক প্রকার অপরিবর্ত্তিত ছিল বলা যায়। অদ্য রেডি স্বর্ণ ৪১৷৶০ আনায় বাজার খুলে এবং সর্ব্বশেষ দর ছিল ৪১৷৶৩ পাই। লণ্ডনের বাজারেও প্রতি আউন্স স্বর্ণের দর ১৬৮ শিলিংএ অপরিবর্ত্তিত ছিল। অদ্যকার কলিকাতার দর ছিল প্রতি ভরি ৪১॥৵০ আনা।

রূপা

রৌপ্যের মূল্যে এ সপ্তাহে লণ্ডন, বোম্বাই এবং কলিকাতার বাজারে বিশেষ উন্নতি ঘটিয়াছে। মুদ্রা প্রস্তুতের চাহিদা হওয়াতেই রৌপ্যের মূল্যে উন্নতি দেখা যাইতেছে। লণ্ডনের বাজারে ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ কম হইয়াছে বটে কিন্তু খরিদ্দারের তুলনায় ক্রেতা সংখ্যা খুবই কম ছিল। লণ্ডন বাজারে প্রতি আউন্স স্পট রৌপ্যের মূল্য এ সপ্তাহে ২৩১৬ পেনীতে উন্নীত হইয়াছে। অদ্য বোম্বাই বাজারে রেডি রূপা প্রতি ১০০ ভরি ৬১৵০ আনায় বাজার খুলিয়া ৬১॥৴০ আনায় বাজার বন্ধ হয়।

অদ্যকার কলিকাতার দর ছিল প্রতি ১০০ ভরি ৬০॥৵০ এবং ঐ খুচরা দর ছিল ৬১৵০ আনা।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ২০শে ডিসেম্বর

গত ১৬ই এবং ১৭ই ডিসেম্বর রপ্তানীযোগ্য চায়ের যে ২৫নং নীলাম সম্পন্ন হয় তাহাতে সকল শ্রেণীর চা সম্পর্কেই চাহিদার আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রতি পাউণ্ড ৵৯ পাই মূল্যের নীচে চা পাওয়া সুকঠিন ছিল। পাতা চায়ের মূল্য অধিকতর চড়া গিয়াছে এবং আসাম অরেঞ্জ পিকো ভাল মূল্যে বিক্রয় হয়। আলোচ্য নীলামে মোট ৮ হাজার ৫৭০ বাক্স চা গড়ে প্রতি পাউণ্ড ৸৵৭ পাই দরে বিক্রয় হয়। গত বৎসর এই সমসাময়িক ২৭নং নীলামে ২০ হাজার ৯২১ বাক্স চা গড়ে ৸৭ পাই দরে বিক্রয় হইয়াছিল।

কোটা—প্রতি পাউণ্ড ৷৵৬ পাই মূল্যে সামান্য কারবার হয়। বাজার বন্ধের দিকে এই রপ্তানী কোটার হার ৷৵৩ পাই পর্য্যন্ত হ্রাস পায়। আভ্যন্তরীণ কোটা সম্পর্কে প্রতি পাউণ্ড এক আনা ছয় পাই হারে সামান্য চাহিদা ছিল।

চিনির বাজার

কলিকাতা, ২০শে ডিসেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষ কতিপয় শ্রেণীর চিনির চাহিদা বৃদ্ধি পাইবার ফলে কলিকাতার বাজারে চিনির মূল্য প্রতি মণে এক আনা হইতে দুই আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। মাঝারী ধরণের চিনির মজুদ পরিমাণ খুব কম ছিল এবং এ ধরণের যে সামান্য পরিমাণ চিনি মজুদ ছিল তাহা সন্তোষজনক মূল্যে বিক্রয় হয়। বাঙ্গলার কোন একটি চিনির কল কলিকাতায় চিনি চালান দেওয়া সম্পর্কে মণ প্রতি দুই আনা রিবেট স্বীকার করিয়া জানুয়ারী মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে ১৮ হাজার বস্তা চিনি প্রতি মণ ৮৷৶০ আনা দরে বিক্রয় করাতে অদূর ভবিষ্যতে চিনির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার যে সম্ভাবনা ছিল তাহা তিরোহিত হইয়াছে। উপরোক্ত কারবারের জন্য বাজার বন্ধের দিকে চিনির মূল্যের নিম্নগতি পরিলক্ষিত হয় এবং ব্যবসায়ীগণও চিনির বাজার সম্পর্কে একটা অনিশ্চয়তার ভাব পোষণ করিতেছেন। কলিকাতার বাজারে ৩৫ হাজার বস্তা দেশী চিনি মজুদ ছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

বিভিন্ন প্রকার প্রতি মণ চিনির নিম্নরূপ দর গিয়াছে। গোপালপুর—৮৸৵০ ; পলাশী—৯।০ ; দোহাট—৯/০ ; বাঘা—৮৷/৬ ; জাফা—৮৸৶০ ; নিউ সাভান—৮৸৶০ ; পারশা—৮৵৬ ; নারকোটিয়া—৮৷/০ ; তামকোহি—৮৸৵৯ ; বেলডাঙ্গা—৯৲।

চামড়ার বাজার

কলিকাতা, ২০শে ডিসেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় ছাগলের চামড়ার বাজারে চামড়ার মূল্যের সামান্য নিম্নগতি পরিলক্ষিত হয়। আদ্র-লবনাক্ত গরুর চামড়ার বাজার তেজী গিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন প্রকার চামড়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকি-কিনি হইয়াছে :—

ছাগলের চামড়া—পাটনা ৬,৬০০ টুকরা—৫৫৲—৬৫হিঃ। ঢাকা-দিনাজপুর ৭৭০০০ টুকরা ৭৫৲—১১৫৲ হিঃ আদ্র লবণাক্ত ২৩,৬০০ টুকরা ৫৫৲—১১২৷০ হিঃ। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় বাজারে পাটনা ৪০৪,০০০ টুকরা ঢাকা দিনাজপুর ২৪৪,০০০ টুকরা এবং আদ্র-লবণাক্ত ১৭,১০০ টুকরা ছাগলের চাড়মা মজুদ ছিল।

গরুর চামড়া—আদ্র-লবণাক্ত ৮,২০০ টুকরা ৶৯ পাই।৬ পাই হিঃ অপরপক্ষে ১৪০০ টুকরা প্রতি কুড়ি ১১০৲—১৩০৲ হিঃ বিক্রয় হয়। স্থানীয় বাজারে মজুদ গরুর চামড়ার সংখ্যা নিম্নরূপ ছিল। ঢাকা-দিনাজপুর লবণাক্ত ৫,০০০ টুকরা ; আগ্রা- আর্সেনিক—৫,১০০ টুকরা ; দারভাঙ্গা-পূর্ণিয়া সাধারণ—২,৯০০ টুকরা ; নেপাল-দার্জ্জিলিং সাধারণ—৫০০ টুকরা, রাঁচি গয়া সাধারণ ৪০০০ টুকরা ; আসাম-দার্জ্জিলিং লবণাক্ত—১,৪৫০ টুকরা আদ্র-লবণাক্ত—১৬,৭০০ টুকরা।

ধান ও চাউলের বাজার

কলিকাতা, ২০শে ডিসেম্বর

রেঙ্গুনের বাজার—আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুনের ধান ও চাউলের বাজার মন্দা গিয়াছে। বিভিন্ন প্রকার প্রতি একশত ঝুড়ি (প্রতি ঝুড়ির ওজন ৭৫ পাঃ) ধান ও চাউলের নিম্নরূপ দর গিয়াছে।

খনানটো—নবেম্বর ২৯৭৲ ; ফেব্রুয়ারী ২৯২৲ ; মার্চ্চ ২৯১৲ ; এপ্রিল ৩১০৲—৩১৫৲।

আতপ—বিগ মিল স্পেশাল ৩২০৲—৩২৫৲ ; স্মল ৩২০৲—৩২২৲ ঢিনিয়ান ৩৯০৲—৩৯৫৲ ; সুগন্ধি ৩৭৫৲—৩৮০৲ ; কুলটী ৪৬৫৲—৪৭৫৲ ; ভাঙ্গা ২২০৲—২৩০৲।

সিদ্ধ—লম্বা ৩২০—৩২৫৲ ; ২২নং শিলচর ৩২০৲—৩২৫৲ ; সাঃ সিদ্ধ ২৯৫৲—২৯৯৲ ; ভাঙ্গা ২৩০৲—২৩৫৲।

ধান্য—নাগিন শ্রেণী ১২৮৲—১৩০৲ ; মাঝারি ১৩০—১৩২৲।

ফোন—বড়বাজার, ৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৩য় বর্ষ, ২য় খণ্ড | কলিকাতা, ৬ই জানুয়ারী, সোমবার ১৯৪১ | ৩৩শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

পাটের ফাটকা বাজারের সংস্কার

কলিকাতায় পাটের যে ফাটকা বাজার রহিয়াছে তাহার কার্য্যনীতি অনেক সময়েই পাটচাষীর স্বার্থের প্রতিকূলভাবে পরিচালিত হয় বলিয়া এই সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া উহার সংস্কার সাধন বিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্য বাঙ্গলা সরকার একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবে অধ্যাপক টডকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে অধ্যাপক টডের রিপোর্ট এখনও সাধারণ্যে প্রকাশিত হয় নাই। তবে প্রকাশ যে তিনি অন্যান্য প্রস্তাবের সহিত এইরূপ দুইটী প্রস্তাব করিয়াছেন যে ফাটকা বাজারে ১নং (টপ) পাটের ভিত্তিতে বিকিকিনি না হইয়া ২নং (মিডল) পাটের ভিত্তিতে বিকিকিনি হওয়া উচিত এবং পাকা বেলের সঙ্গে সঙ্গে কাঁচা বেলের ভিত্তিতেও বিকিকিনি হওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ে ফাটকা বাজারে একমাত্র ১নং পাটের পাকা বেলের বিকিকিনি হইয়া থাকে। উহাতে পাটচাষীর দিক হইতে দুইটী বড় রকম অসুবিধা ঘটে। প্রথমতঃ দেশে যে পাট উৎপন্ন হয় তাহার অধিকাংশই ২নং (মিডল) শ্রেণীর বলিয়া ফাটকা বাজারের দরের সহিত দেশে উৎপন্ন অধিকাংশ পাটের দরে অনেক পার্থক্য ঘটে এবং ব্যবসায়ীগণ এই পার্থক্যের পরিমাণ কারসাজি করিয়া অনেক বাড়াইয়া দেয়। দ্বিতীয়তঃ কলিকাতায় যে সমস্ত বেলারের আধুনিক যন্ত্রপাতি রহিয়াছে তাহারাই মাত্র পাকা বেল তৈয়ার করিতে পারে এবং একমাত্র উহারাই ফাটকা বাজারে পাট বিক্রয় করিবা প্রয়োজন হইলে তাহা নির্দ্দিষ্ট সময়ে সরবরাহ করিতে সমর্থ হয়। এজন্য যাহারা পাকা বেল তৈয়ার করিতে পারে না সেই কৃষক বা তাহাদের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যবসায়ীগণ ফাটকা বাজারে পাটের দর খুব চড়া থাকিলেও সেই দরে তাহা বিক্রয় করিতে সমর্থ হয় না। কারণ পাকা বেল বিক্রয় করিয়া তাহা সরবরাহ করিতে হইলে তাহাদিগকে বেলারদের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। এই কারণে অনেক সময়েই দেখা যায় যে, যে সময়ে ফাটকা বাজারে প্রতি বেল পাট ৬০ টাকা অর্থাৎ প্রতি মণ ১২ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে সেই সময়ে মফঃস্বলে একই শ্রেণীর পাট প্রতি মণ ৭ টাকা দরেও বিক্রয় হইতেছে না। অধ্যাপক টডের নির্দ্দেশ অনুসারে ফাটকা বাজারে যদি মিডল শ্রেণীর পাট কাঁচা বেলের হিসাবে বিকিকিনি হয় তাহা হইলে এই বাজারে পাটের দর চড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ীগণ উহাতে ইচ্ছামত পাট বিক্রয় করিবার চুক্তি করিতে পারিবে এবং পরে ঐ দরের কাছাকাছি দরে তাহা কৃষকদের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া প্রয়োজন হইলে কাঁচা বেলের হিসাবে তাহা ডেলিভারি দিতে পারিবে। উহার ফলে পাটচাষী তাহার পাটের জন্য বর্ত্তমানের তুলনায় অধিক মূল্য পাইতে পারিবে। আমরা ইতিপূর্ব্বে অনেকবার ফাটকা বাজারে কাঁচা বেলের ভিত্তিতে বিকিকিনি প্রবর্ত্তনের জন্য প্রস্তাব করিয়াছি। বর্ত্তমানে অধ্যাপক টডও এই প্রস্তাব করিয়াছেন শুনিয়া আমরা সুখী হইলাম। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এই প্রস্তাব কার্য্যকরী হইবে কিনা তাহাতে আমাদের সন্দেহ রহিয়াছে। বর্ত্তমানে ফাটকা বাজারে ১নং পাটের পাকা বেলের ভিত্তিতে বিকিকিনি হয় বলিয়া এই বাজারে কতিপয় ভারতীয় ও ইউরোপীয় বেলার, শিপার ও

ব্যবসায়ীর একাধিপত্য রহিয়াছে। ফাটকা বাজারে কৃষক বা কৃষকের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের পক্ষে বিকিকিনি করা সম্ভবপর নহে বলিয়া এই বাজারের মারফতে চটকলওয়ালারাও খুব সুবিধা পাইতেছে। উহারা বিপুল অর্থবলে বলীয়ান এবং দেশের রাজশক্তি ও জনমতের উপর উহাদের প্রভাব অপরিসীম। উহারা উহাদের এই সুবিধা সহজে ছাড়িতে রাজী হইবে না। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত শ্রেণীবিভাগ বা অন্য অসুবিধার দোহাই দিয়া অধ্যাপক টডের এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়া বিচিত্র নয়।

ধান-চালের মূল্য

ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, চীন, জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি প্রধান প্রধান ধান্য উৎপাদনকারী দেশসমূহে এ বৎসর ধান চাষের জমী এবং আনুমানিক উৎপাদন আলোচনা করিয়া ১৯৪১ সালে এদেশে ধান-চালের মূল্য বিশেষ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আমরা গত ২৫শে নবেম্বর তারিখের 'আর্থিক জগতে' মত প্রকাশ করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ ইহার পর হইতে ধান-চালের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। নূতন ফসল উৎপন্ন হওয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বে কিংবা পরেও ধান-চালের মূল্য হ্রাসের কোনরূপ চিহ্ন দেখা যায় না। ১৯৪১ সালে ধান-চালের মূল্য যে আরও উচ্চস্তরে থাকিবে বর্ত্তমানে তাহার আরও কয়েকটি কারণ ঘটিয়াছে। বিগত ১লা জানুয়ারী হইতে ব্রহ্মসরকার ভারতবর্ষে রপ্তানীযোগ্য চালের উপর মণকরা ৯ পয়সা হারে রপ্তানী শুল্ক ধার্য্য করিয়াছেন। ইহার ফলে রেঙ্গুন চালের মূল্য মণপ্রতি কমপক্ষেও এই হারে বৃদ্ধি পাইবে। প্রকাশ ব্রহ্ম গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধের সুযোগে ভারত-ব্রহ্ম বানিজ্য সম্পর্কে শুল্ক স্থাপন বা বৃদ্ধি করিয়া রাজস্ব বৃদ্ধির পন্থা অন্বেষণ করিতেছেন। কাজেই ভারতবর্ষে রেঙ্গুন চালের চাহিদা কয়েকমাস পরে আরও বৃদ্ধি পাইলে সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্ম সরকার কর্ত্তৃক চালের উপর রপ্তানী শুল্কের হার বৃদ্ধি করিয়া দেওয়াও বিচিত্র নয়। সম্প্রতি রেঙ্গুনের সংবাদে প্রকাশ যে রপ্তানীর জন্য ব্রহ্মদেশে মজুত গত বৎসরের ফসল প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। এই কারণে এবং বর্ত্তমানে অনিশ্চিত রাজনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় ১৯৪১ সালে ব্রহ্মদেশ হইতে অপেক্ষাকৃত কম চাল রপ্তানী হইবে বলিয়া কমিশনার অব্ সেটেলমেণ্টস্ এণ্ড ল্যাণ্ড রেকর্ডস্ অনুমান করিয়াছেন। এ বৎসর ব্রহ্ম হইতে মোট চাল রপ্তানীর পরিমাণ হ্রাস পাইলে এবং জাহাজ প্রাপ্তির যেরূপ অসুবিধা দেখা যায় তাহাতে ভারতবর্ষে রেঙ্গুন চালের আমদানীও কম হইবে ধরিয়া লওয়া যায়। এমতাবস্থায় এদেশেও ধান চালের মূল্যবৃদ্ধির যে বিশেষ সম্ভাবনা আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। ভারতের ধান ফসল সম্পর্কে প্রথম সরকারী পূর্ব্বাভাষে ১৯৪০-৪১ সালে এদেশে ধানচাষের জমীর পরিমাণ ১৯৩৯-৪০ সালের তুলনায় কম হইয়াছে দেখা গিয়াছিল। সম্প্রতি এই সম্পর্কে যে দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতেও ইহা সমর্থিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষ মতে আলোচ্য বৎসরে সমগ্র ভারতে ১৯৩৯-৪০ সালের তুলনায় শতকরা ২ ভাগ কম জমীতে ধানের চাষ হইয়াছে। শতকরা দুই ভাগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য মনে না হইলেও সমগ্র ভারতের ধান ফসল বিবেচনায় ইহার প্রতিক্রিয়া সুদূর প্রসারী।

বাঙ্গলায় সেচ কার্য্যের দুরবস্থা

বাঙ্গলা দেশ বর্ত্তমানে যে প্রকার ঘন-বসতি পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে এবং এই প্রদেশে আবাদী জমির যে প্রকার দুর্ভিক্ষ রহিয়াছে তাহাতে এই প্রদেশে জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিতে না পারিলে যে অদূর ভবিষ্যতে দেশবাসী অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে তাহা কেহ অস্বীকার করিবেন বলিয়া মনে হয় না। আর দেশে সেচ কার্য্যের প্রসারই যে জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির সর্ব্বপ্রধান উপায় তাহাও বোধ হয় সকলে স্বীকার করিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে বাঙ্গলা দেশ এই ব্যাপারে যে প্রকার উপেক্ষিত হইতেছে ভারতবর্ষের আর কোন অঞ্চল সেরূপ উপেক্ষিত হইতেছে না। সম্প্রতি ভারত সরকারের তরফ হইতে গত ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে সেচকার্য্যের প্রসার সম্বন্ধে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে ঐ বৎসরে সিন্ধু প্রদেশের মোট আবাদী জমির শতকরা ৮৯.১২ ভাগ, পাঞ্জাবের ৩৮.৮ ভাগ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ১৮.২৮ ভাগ, মাদ্রাজের ২০.৪৯ ভাগ এবং সংযুক্ত প্রদেশের ১৪.৫৩ ভাগ জমি সরকারী ব্যবস্থায় জল সিঞ্চনের সুযোগ পাইলেও ঐ বৎসরে বাঙ্গলার মোট আবাদী জমির শতকরা ০.৮১ ভাগ মাত্র জমি এইরূপ সুযোগ লাভ করিয়াছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ঐ বৎসরের শেষে সেচকার্য্যের জন্য ভারত সরকারের ১৫০ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা নিয়োজিত ছিল। উহার মধ্যে পাঞ্জাবে ৩৫ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা, সিন্ধুতে ৩০ কোটি ১ লক্ষ টাকা, সংযুক্ত প্রদেশে ২৯ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা, মাদ্রাজে ২০ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা এবং বোম্বাইয়ে ১০ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলায় ব্যয় হইয়াছে মাত্র ৫ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা। এই বৎসরে সেচ কার্য্যের সুবিধা লাভের ফলে পাঞ্জাবে ৪০ কোটি ৩২ লক্ষ টাকার, সংযুক্ত প্রদেশে ২২ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকার, মাদ্রাজে ২১ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকার এবং সিন্ধুতে ১০ কোটি ২৮ লক্ষ টাকার ফসল উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলায় এই ভাবে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ ছিল মাত্র ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। সেচ কার্য্যের সুবিধাপ্রাপ্ত জমির পরিমাণ এবং উৎপন্ন ফসলের দিক হইতে বাঙ্গলা দেশ বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা প্রভৃতি প্রদেশের তুলনাতেও অনেক পশ্চাদপদ।

ভারত সরকারের সেচ বিভাগের কর্ত্তাদের মনে বরাবর একটা ভ্রান্ত ধারণা রহিয়াছে যে বাঙ্গলা দেশ নদীমাতৃক এবং সুজলা বলিয়া এই প্রদেশে সেচ কার্য্যের প্রসারের তেমন কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। এই জন্য এতদিন পর্য্যন্ত এই প্রদেশে সেচ কার্য্যের প্রসারের দিকে ভারত সরকারের সেচ বিভাগ কোন মনোযোগ দেন নাই। কিন্তু এই প্রদেশের ৫ কোটি অধিবাসীর ভরণপোষণের জন্য বৎসরে যে পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হওয়া আবশ্যক এবং সেচ কার্য্যের অভাব হেতু এই প্রদেশে প্রত্যেক বৎসর উৎপাদনযোগ্য ফসলের কি প্রকার বিপুল অপচয় হইতেছে তাহা বিবেচনা করিলে ভারত সরকারের সেচ বিভাগের উপরোক্তরূপ মনোভাবের কোন যৌক্তিকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই ব্যাপারে বাঙ্গলা সরকারের মনোভাবও সর্ব্বথা নিন্দনীয়। নূতন শাসনতন্ত্রের আমলে উহাদের হাতে অধিকতর ক্ষমতা আসিয়াছে এবং উহারা ইচ্ছা করিলে গত ৪ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলায় সেচকার্য্যের প্রসার সম্বন্ধে একটা সুপরিকল্পিত ও ব্যাপক কর্ম্মনীতি স্থির করিয়া তদনুযায়ী কার্য্যে অগ্রসর হওয়ার জন্য উপযুক্তরূপ অর্থের সংস্থান করিতে পারিতেন। উহার ফলে সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে বাঙ্গলার কৃষকের আর্থিক দুরবস্থা অপনোদনের পথ প্রসস্থ হইত। কিন্তু বাঙ্গলা সরকারও এই দিক দিয়া আন্তরিকতার সহিত কোন কাজে অগ্রসর হইতেছেন না। দেশের জনসাধারণের পক্ষে উহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কিছু হইতে পারে না।

মিঃ গ্যাডগিলের সারগর্ভ উক্তি

বড় দিনের ছুটিতে মহীশূরে ভারতীয় অর্থনৈতিক সম্মেলনের যে চতুর্বিংশতি অধিবেশন হইয়া গেল তাহাতে সভাপতিত্বকালে পুণার গোখেল ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টর মিঃ ডি আর গ্যাডগিল অন্যান্য কথার সহিত ভারতবর্ষের সকল অঞ্চলে সমভাবে শিল্পের প্রসার সম্পর্কে একটি অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপারের অবতারণা করিয়াছেন। ভারতবর্ষ বর্ত্তমানে শিল্পের ব্যাপারে কতকদূর অগ্রসর হইয়াছে বটে। কিন্তু শিল্পের উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্টের কোন প্রচেষ্টা বা সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনা না থাকার দরুণ এই বিরাট দেশের সকল অঞ্চল সমভাবে শিল্পের সুবিধা গ্রহণ করিতে পারে নাই। বর্ত্তমান সময়ে এদেশের বস্ত্র-শিল্প প্রধানতঃ বোম্বাই প্রদেশে সীমাবদ্ধ। সংযুক্ত প্রদেশ ও বিহার বাদ দিলে এদেশে আর কোথাও শর্করা শিল্পের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না বলা চলে। বাঙ্গলার বাহিরে চট শিল্পের কোন অস্তিত্ব নাই বলিলে কোন দোষ হয় না। অবশ্য সকল অঞ্চলে সকল প্রকার শিল্পের প্রসারের পক্ষে সমান সুবিধা নাই বলিয়াই অনেক ক্ষেত্রে এক একটি শিল্প এক এক অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হইয়া আছে। চট শিল্পের সম্বন্ধে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কারণ বাঙ্গলা ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী আসাম প্রদেশ ছাড়া ভারতের আর কোথাও এই শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল সুলভ নহে। কিন্তু বস্ত্রশিল্প বা শর্করা শিল্প সম্বন্ধে একথা বলা যায় না। বিহার ও সংযুক্ত প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গলা ও বোম্বাইয়ে চিনির কল প্রতিষ্ঠার অধিকতর সুযোগ রহিয়াছে। বস্ত্রশিল্পে বোম্বাইয়ের আধিপত্য প্রসঙ্গেও বাঙ্গলার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। মোটের উপর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একথা বলা চলে যে এই মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এক একটি শিল্পের প্রসারের পক্ষে সমান সুযোগ থাকিলেও এক একটি শিল্প এক এক অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হইয়া রহিয়াছে।

মিঃ গ্যাডগিল ভারতে শিল্পের প্রসারের এই মূলগত গলদের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া উহার প্রতিকারের প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার এই উক্তি বিশেষ সময়োপযোগী হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। উহার কারণ এই যে, ইদানীং কিছুদিন যাবত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের পরিচালকদের মধ্যে অন্য অঞ্চলে শিল্পের প্রসারের পথ রুদ্ধ করিয়া শিল্পে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার একটা মনোভাব দেখা দিয়াছে এবং উহার ফলে দেশে একটা প্রাদেশিক ভেদবুদ্ধির উদ্ভব হইয়া জাতীয় জীবনকে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে। সংযুক্ত প্রদেশ ও বিহারের চিনির কলের মালিকদের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিগণ অতি উৎপাদনের ধূয়া তুলিয়া বাঙ্গলার ন্যায় ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে চিনির কল স্থাপন আইন করিয়া বন্ধ করিয়া দিবার জন্য যে অপচেষ্টা করিতেছেন তৎপ্রতি আমরা অনেকবার দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছি। এই অতি উৎপাদনের অছিলায় ভারতবর্ষে আর যাহাতে কাপড়ের কল স্থাপিত হইতে না পারে তজ্জন্য বোম্বাইয়ের কোন কোন মহল হইতেও একটা আন্দোলনের সূত্রপাত করা হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে লবণ, সিমেণ্ট, দেশলাই প্রভৃতি শিল্পের ব্যাপারেও অনুরূপ আন্দোলন সৃষ্ট হইয়া দেশে প্রাদেশিক বিরোধকে তীব্রতর করিয়া তুলিতে পারে। এই অবস্থায় মিঃ গ্যাডগিলের ন্যায় একজন বিশিষ্ট ভারতীয় অর্থনীতিক যে অর্থনীতিক সম্মেলনের ন্যায় একটি পণ্ডিত সমাজের সমক্ষে শিল্পের প্রসারে সমগ্র ভারতের সমানরূপ দাবীর কথা এরূপ জোরের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে আমরা খুব আনন্দিত হইয়াছি। বোম্বাই ও সংযুক্ত প্রদেশের যে সমস্ত কায়েমী স্বার্থ বিশিষ্ট শিল্পপরিচালক নিছক স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া এক একটা শিল্পকে নিজের কুক্ষিগত রাখিবার অপচেষ্টা করিতেছেন মিঃ গ্যাডগিলের উপদেশে তাঁহাদের চৈতন্য হইলে আমরা সুখী হইব।

শিল্প ও বিজ্ঞান

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে সূক্ষ্ম তত্ত্ব সমূহই সাধারণতঃ আলোচিত হইয়া থাকে এবং খ্যাতিসম্পন্ন কোন না কোন বৈজ্ঞানিক এ পর্য্যন্ত এই সম্মেলনের মূল সভাপতিত্ব করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এবারকার বিজ্ঞান কংগ্রেসের কর্ম্মকর্ত্তাগণ টাটা কোম্পানীর অন্যতম কর্ণধার স্যার এ, আর, দালালকে মূল সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়াছেন।

শিল্পোন্নতি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্পর্কে স্যার দালাল তাঁহার অভিভাষণে ভারতবর্ষের অবস্থা বিশদভাবে আলোচনা করিয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্পর্কে ভারত সরকারের কর্ত্তব্য এবং গবেষণার কয়েকটী ক্ষেত্র উল্লেখ করিয়াছেন।

বিগত মহাযুদ্ধের পর বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট কি ভাবে শিল্পসম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন স্যার দালাল তাহার বিবৃতি দিয়া ভারতে নবপ্রতিষ্ঠিত বোর্ড অব সয়েণ্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল রিসার্চ্চের বিষয় আলোচনা করেন। উক্ত বোর্ডের সভ্য হইয়াও বোর্ড যে আশানুরূপ কাজ করিতে সমর্থ হয় নাই স্যার দালাল তাহা উল্লেখ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। এই অসাফল্যের কারণ বিশ্লেষণ করিয়া স্যার দালাল দুইটী ক্রটী উল্লেখ করিয়াছেন—প্রথমতঃ বোর্ডের কর্ম্মনীতি নিরূপন ও বিচারের ভার কেন্দ্রীয় সরকারের উপর। বিশেষজ্ঞ শিল্পপতিগণের উপরই এই দায়িত্ব ন্যস্ত করা উচিত ছিল। দ্বিতীয়তঃ বোর্ডের দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্যের অনুপাতে বোর্ডের কর্ম্মচারী সংখ্যা খুবই অল্প এবং ইহার কারণ—বোর্ডের জন্য সরকার প্রয়োজনানুরূপ আর্থিক ব্যবস্থা করেন নাই। এক বৎসরের জন্য বোর্ডের ব্যয় বাবদ মাত্র ৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে অন্যান্য দেশের শিল্পগবেষণার জন্য গভর্ণমেণ্ট কি ব্যয় করেন স্যার দালাল তৎসম্পর্কে একটী প্রণিধানযোগ্য বিবরণ দিয়াছেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে ইংলণ্ডে গবেষণার জন্য প্রায় ৬০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়িত হইত। ইহার প্রায় ৩০ লক্ষ পাউণ্ডই শিল্পোন্নতির গাবষণা কার্য্যের অন্তর্গত ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রুশিয়ায় এই বাবদ বাৎসরিক ব্যয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৩০ কোটী ডলার ও ২৪০০০,০০০ কোটী টাকা। বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লা সম্পর্কে বিস্তৃত গবেষণার প্রয়জনীয়তা উল্লেখ করিয়া স্যার দালাল ভারতীয় কয়লা শিল্পের ভবিষ্যৎ সমস্যার প্রতিও সময়োচিত দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। শিল্পোন্নতির মূলে বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভারত সরকার অজ্ঞ এমন দোষ দেওয়ার হেতু নাই। কিন্তু শিল্পোন্নতির প্রতি চিরাচরিত সরকারী ঔদাসিন্য বশতঃই ভারতসরকার শিল্পসম্পর্কীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণায় মনোযোগ দেন নাই।

যুদ্ধের দরুণ আমদানী বানিজ্য রুদ্ধ হইয়া যে অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে প্রধানতঃ ইহার প্রতিকারকল্পেই গভর্ণমেণ্ট দায়ে পড়িয়া বোর্ড অব সায়েণ্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল রিসার্চ্চ স্থাপন করিয়াছেন। শিল্পোন্নতি সম্পর্কে ভারত সরকারের সদিচ্ছার সুস্পষ্ট প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই। বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের অধীনেও শিল্পসম্পর্কিত গবেষণা বোর্ড রহিয়াছে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানও জনসাধারণের অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে সক্ষম হয় নাই। ইত্যাদি বিবেচনায় আমরাও স্যার দালালের সহিত বলিতে বাধ্য যে পারিপার্শ্বিক রাজনৈতিক অবস্থা অনুকূলে না হইলে কি শিল্প কি বৈজ্ঞানিক গবেষণা কোন ক্ষেত্রেই আশানুরূপ সাফল্য লাভের সম্ভাবনা নাই। এই বিষয়ে ভারতীয় শিল্পপতিগণের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। অনুকূল রাজনৈতিক অবস্থার অভ্যুদয় না হওয়া পর্য্যন্ত শিল্পোন্নতি সম্পর্কে গবেষণার কাজে কি দেশীয় শিল্পের মালিকগণ অগ্রসর হইতে পারেন না? স্যার দালাল টাটা কোম্পানীর গবেষণা প্রচেষ্টার উল্লেখ করিয়াছেন। দেশের অন্যান্য বিশিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহও এ ব্যাপারে মনোযোগী হইতে পারেন। অবশ্য সরকারী সাহায্য না পাইলে এই বিষয়ে তেমন সাফল্যের আশা করা যায় না। কিন্তু সরকারী সহায়তার অপেক্ষা না রাখিয়া শিল্পপতিগণের নিজদের সামর্থ্যানুযায়ী পরিকল্পনা করিয়া অগ্রসর হইতে বাধা কি! বিদেশী শিল্পপ্রতিষ্ঠান সমূহের প্রায় প্রত্যেকেরই নিজস্ব গবেষণা বিভাগ আছে। কিন্তু এই গবেষণার ফলাফল সাধারণ্যে প্রকাশিত হয় না। ভারতীয় শিল্পের মালিকগণ একক সমর্থ না হইলে সংঘবদ্ধ হইয়া এই প্রচেষ্টায় উদ্যোগী হইতে পারেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ও অন্যান্য বেসরকারী গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমূহকে এই কাজের ভার দিতে পারেন। ভারতের শিল্পপতিগণ এ যাবৎ শিল্পব্যাপারে প্রধানতঃ বিদেশের অনুকরণই করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের উদ্যম ও প্রতিভা গবেষণাকার্য্যে নিয়োজিত হইলে ভারতীয় শিল্পের উন্নতি সুগম হইবে সন্দেহ নাই।

আমেরিকা ও ভারতের বাণিজ্য

পৃথিবীর যে সমস্ত দেশের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য চলিয়া থাকে তাহার মধ্যে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সহিত বাণিজ্যের ফলেই ভারতবর্ষ সবচেয়ে অধিক উপকৃত হইতেছে। গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে মোট ১৬৫ কোটী ২৭ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র আমদানী হইয়াছিল। উহার মধ্যে ইংলণ্ড হইতে ৪১ কোটী ৬০ লক্ষ, ব্রহ্মদেশ হইতে ৩১ কোটী ৮১ লক্ষ, জাপান হইতে ১৯ কোটী ১৩ লক্ষ এবং তাহার পরেই আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে ১৪ কোটী ৯১ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র আমদানী হয়। কাজেই আমদানীর দিক হইতে ভারতের বহির্বাণিজ্যে আমেরিকার যুক্তরাজ্য ঐ বৎসরে চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছিল। ঐ বৎসরে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে যে ২০৩ কোটী ৯৮ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র রপ্তানী হয় তাহার মধ্যে ইংলণ্ডে ৭১ কোটী ২৯ লক্ষ টাকার এবং তাহার পরেই আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ২৪ কোটী ৪০ লক্ষ টাকার মালপত্র রপ্তানী হয়। কাজেই রপ্তানীর দিক হইতে ঐ বৎসরে ভারতের বহির্বাণিজ্যে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের স্থান ছিল দ্বিতীয়। কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী মালের সবচেয়ে বেশী অংশ ইংলণ্ড ক্রয় করিলেও ভারতবর্ষের রপ্তানীর আধিক্যের দিক হইতে ১৯৩৯-৪০ সালের অবস্থা স্বাভাবিক অবস্থার দ্যোতক নহে। কারণ এই বৎসরের শেষের দিকে যুদ্ধের জন্য ইংলণ্ড ভারতবর্ষ হইতে অনেক বেশী পরিমাণ টাকার মালপত্র ক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিল বলিয়া ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষের আমদানীর তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডের রপ্তানীর পরিমাণ এত বেশী হয়। কিন্তু আমেরিকা বরাবরই ভারতবর্ষে যে পরিমাণ টাকার মালপত্র বিক্রয় করিতেছে তাহার তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে অনেক বেশী টাকার মালপত্র ক্রয় করিতেছে। আমেরিকার সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যের আর একটী উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে উহার মারফতে ভারতীয় কৃষক সমাজ খুব বেশী উপকৃত হইতেছে। ভারতীয় চটের আমেরিকার যুক্তরাজ্যই সবচেয়ে বড় খরিদ্দার। ভারতবর্ষ হইতে যে চামড়া বিদেশে রপ্তানী হয় আমেরিকার যুক্তরাজ্য তাহারও একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ক্রয় করিয়া থাকে।

কিন্তু বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ ও আমেরিকার যুক্তরাজ্যের মধ্যে পণ্যদ্রব্যের যে আদানপ্রদান হইতেছে উভয় দেশের প্রয়োজনের তুলনায় তাহা কিছুই নহে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে ইংলণ্ডের পক্ষে ভারতের বাজারে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ করা খুব কঠিন হইয়াছে। গতবার ইংলণ্ড যখন জার্ম্মানীর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হয় সেই সময়ে জাপান বড় রকম কোন যুদ্ধে জড়িত ছিল না। কাজেই ঐ সময়ে জাপান ভারতের বাজারে বিপুল পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এবারকার যুদ্ধে জাপানও চীনের সহিত বহুদিন সংগ্রামের ফলে হতবল এবং এই সুযোগে ভারতের বাজার দখল করিতে অসমর্থ। কাজেই বর্ত্তমানে আমেরিকার যুক্তরাজ্যই একমাত্র দেশ যাহা ভারতের বাজারে তাহার বাণিজ্য বিস্তারে সমর্থ। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ প্রত্যেক বৎসর বিদেশ হইতে ১৮।১৯ কোটি টাকা মূল্যের কলকব্জা আমদানী করিত এবং উহার বেশীর ভাগই ইংলণ্ড সরবরাহ করিত। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর ভারতবর্ষে বহুবিধ নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার সুযোগ উপস্থিত হওয়াতে ভারতে কলকব্জার প্রয়োজন আরও বেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ড হইতে তাহা প্রয়োজনানুরূপভাবে সরবরাহ হইতেছে না। জার্ম্মানী হইতে ভারতবর্ষে যে কলকব্জা আমদানী হইত তাহাও বন্ধ হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে শিল্পের প্রসারের জন্য আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে ভারতবর্ষে কলকব্জার আমদানী এক প্রকার অপরিহার্য্য হইয়াছে। যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষে ইস্পাত নির্ম্মিত জিনিষ, মোটরযান, রাসায়নিক দ্রব্য, রং ও রঞ্জন দ্রব্য, ঔষধ, কাগজ প্রভৃতি অন্যান্য যে সব জিনিষ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে তাহারও বহুলাংশ আমেরিকার যুক্তরাজ্য সরবরাহ করিতে পারে। কিন্তু সেই তুলনায় আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষে পণ্যদ্রব্য কিছুই আমদানী হইতেছে না। উহার প্রধান কারণ এই যে ভারত সরকার ব্যাঙ্ক-সমূহ কর্ত্তৃক টাকার বিনিময়ে ডলার মুদ্রা প্রদানের উপর অনেক বিধিনিষেধ সৃষ্টি করিয়াছেন, অনেক জিনিষের আমদানী নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং যে সব জিনিষ আমদানী হইতেছে তাহাও প্রয়োজনানুরূপ ভাবে আসিতে দিতেছেন না।

ইংলণ্ডের স্বার্থের জন্যই যে আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে ভারতবর্ষে মালপত্র আমদানীতে এত বাধা দেওয়া হইতেছে তাহা ভারত সরকার অস্বীকার করেন না। অবশ্য তাঁহারা এইমাত্র বলেন যে যুক্তরাজ্যে মালপত্র রপ্তানী করিয়া উক্ত দেশের নিকট ডলারের হিসাবে ভারতবর্ষের যে পাওনা হইতেছে তাহা সংরক্ষণ করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহারা এইরূপ বিধি-নিষেধ সৃষ্টি করিয়াছেন। ভারতবর্ষের পাওনা ডলার যদি ভারতে শিল্পের প্রসারের জন্য কলকব্জা ও রাসায়নিক দ্রব্য ক্রয়ে ব্যয়িত হইত তাহা হইলে উহাতে ভারতবাসীর কোন আপত্তির কারণ ছিল না। কিন্তু ভারতের সম্পত্তিস্থানীয় এই ডলার বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের জন্য সমরসরঞ্জাম ক্রয়ে ব্যয়িত হইতেছে এবং ভারতবাসী উহার কোন সুবিধাই পাইতেছে না।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে আমেরিকা হইতে পণ্যদ্রব্য আমদানীতে যে বাধা দেওয়া হইতেছে তাহার ফলে ভারতে শিল্পের প্রসারই যে বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে এরূপ নহে। অন্য দিক দিয়াও উহার অনিষ্টকর প্রতিক্রিয়া দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আমেরিকার যুক্তরাজ্য ভারতীয় চটের সবচেয়ে বড় খরিদ্দার। পাটের বাজারের উপর আমেরিকা কর্ত্তৃক চট ক্রয়ের প্রভাব এত বেশী যে উক্ত দেশ হইতে নূতন অর্ডার আসিলে সঙ্গে সঙ্গে পাট ও চটের বাজার গরম হইয়া উঠে এবং আমেরিকা চট ক্রয়ের পরিমাণ কমাইয়া দিলে চট ও পাটের বাজারে মন্দা উপস্থিত হইয়া থাকে। এক্ষণে ভারত-বর্ষে আমেরিকা হইতে পণ্যদ্রব্যের আমদানীতে বাধা সৃষ্টি হওয়ার ফলে আমেরিকাতে ভারতীয় চটের বাজার মাটী হইবার উপক্রম হইয়াছে। কেন্দ্রীয় জুট কমিটির প্রচার পত্রে প্রকাশ যে ভারতবর্ষ আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে আশানুরূপভাবে মালপত্র ক্রয় করিতেছে না বলিয়া উক্ত দেশের তুলা উৎপাদনকারীর প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিগণ পাট ও চটের উপর একটা শুল্ক ধার্য্য করিবার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। এই আন্দোলন যদি সফল হয় এবং আমেরিকায় যদি পাট ও চটের উপর শুল্ক বসান হয় তাহা হইলে উক্ত দেশে পাট ও চটের কাটতি কমিবে এবং উহার ফলে এদেশে পাটের মূল্য আরও হ্রাস পাইবে। উহার ফলে বাঙ্গলা দেশের কৃষক সমাজই যে সমধিক ক্ষতিগ্রস্থ হইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

আমেরিকার সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য সম্বন্ধে বিধিব্যবস্থার জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে ভারত সরকার দুই জন জবরদস্ত সরকারী কর্ম্মচারীকে উক্ত দেশে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা এদেশে ফিরিয়া আসিয়া যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহার সারমর্ম্ম এই যে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সহিত ভারতের বাণিজ্য বৃদ্ধির তেমন সুযোগ নাই। কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের স্বার্থরক্ষা অপেক্ষা এদেশের কৃষি ও শিল্পের স্বার্থরক্ষা যদি কর্ত্তৃপক্ষের অভিপ্রায় হয় তাহা হইলে আমেরিকার সহিত বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের বাণিজ্যবৃদ্ধির সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে বলা যায়। ভারত সরকার কিছু দিন হইল একটি এক্সপোর্ট এডভাইসরী কাউন্সিল গঠন করিয়াছেন। আমেরিকার যুক্তরাজ্য ও ভারতবর্ষের বাণিজ্য সম্পর্কে উপরোক্ত কথাগুলি তাঁহারা অনুধাবন করিলে ভাল হয়।

বাঙ্গলার হোসিয়ারি শিল্প

ভারতবর্ষে বিভিন্ন শিল্পের অবস্থা সম্বন্ধে ভারত সরকার এবং কতিপয় বণিক সভা কর্ত্তৃক অনেক বিবরণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সব বিবরণ পূর্ণাবয়ব নহে তথাপি উহা হইতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন শিল্পের সমষ্টিগত অবস্থা এবং উহার গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করিয়া লওয়া যায়। কিন্তু এই সব বিবরণের মধ্যে বাঙ্গলা দেশ সম্বন্ধে যে সামান্য তথ্যতালিকা দেওয়া হয় তাহা হইতে বাঙ্গলার বিভিন্ন শিল্পের অবস্থা সম্বন্ধে প্রায় কিছুই উপলব্ধি করা যায় না। অথচ এক একটা শিল্পের উন্নতি বিধান করিতে হইলে উহার ক্রমিক পরিণতি এবং আভ্যন্তরীণ দোষ ত্রুটী সম্বন্ধে খুটিনাটী সমস্ত বিবরণ জানা অত্যাবশ্যক। সুখের বিষয় যে বাঙ্গলা সরকারের শিল্পবিভাগ ইদানীং এই বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে উক্ত বিভাগ হইতে মিঃ এম, গুপ্ত কর্ত্তৃক বাঙ্গলার বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে একটী তথ্যবহুল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল এবং উহাতে বাঙ্গলা দেশের কাপড়ের কলসমূহ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সমস্ত তথ্য ও বস্ত্রশিল্পের বিভিন্ন সমস্যা সন্নিবেশিত হইয়াছিল। সম্প্রতি মিঃ গুপ্ত বাঙ্গলার হোসিয়ারি শিল্প সম্বন্ধে অনুরূপ আর একখানা তথ্যবহুল পুস্তক (Hosiery Industry in Bengal —By Mukul Gupta, M.A., Personal Assistant to the Director of Industries, Bengal, Price annas eight.) প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গলা দেশেই সর্ব্বপ্রথম হোসিয়ারি শিল্পের প্রবর্ত্তন হয় এবং এই শিল্পে বর্ত্তমানে বাঙ্গলা দেশই সবচেয়ে বেশী অগ্রগণ্য। এরূপ অবস্থায় বাঙ্গলার এই শিল্প সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত করিয়া বাঙ্গলা সরকারের শিল্প বিভাগ এবং মিঃ গুপ্ত একটী প্রকৃত জনহিতকর কাজ করিয়াছেন। বাঙ্গলা দেশে বর্ত্তমানে যাহারা এই শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে যাহারা এই শিল্পে অবতীর্ণ হইতে চাহেন এই পুস্তকখানা পাঠ করিলে তাঁহারা উহার উন্নতি বিধানের অনেক সন্ধান পাইবেন এবং অযথা ক্ষতির হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবেন।

বাঙ্গলা দেশে বিগত ১৮৯৩ সালে স্বর্গীয় অন্নদা প্রসাদ মুখার্জ্জির উদ্যোগে ওরিয়েন্টাল হোসিয়ারি ম্যানুফেকচারিং কোং নামক একটী লিমিটেড কোম্পানীর মারফতে খিদিরপুরে সর্ব্বপ্রথম একটী গেঞ্জী মোজার কল স্থাপিত হয়। কিন্তু নানা প্রতিকূল অবস্থার দরুণ বিগত ১৯০৫ সালে উহা উঠিয়া যায়। এই বৎসরেই পাবনা শিল্প সঞ্জীবনী কোং লিঃর উদ্যোগে পাবনাতে আর একটি কল প্রতিষ্ঠিত হয়। উহার সাফল্য দেখিয়া এই শিল্পের প্রতি দেশের আরও বহু ব্যক্তির দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু সকলেই উপযুক্তরূপ অর্থসঙ্গতি ও অভিজ্ঞতা লইয়া কাজে অবতীর্ণ হন নাই। এজন্য আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় ৫৬টী গেঞ্জি মোজার কারখানা উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্বেও এখন বাঙ্গলা দেশে অত্যন্ত ক্ষুদ্র আকারের কারখানা বাদেই ১২৫টী গেঞ্জী মোজার কারখানা রহিয়াছে। এই সব কারখানায় কমপক্ষে ৩৪ লক্ষ টাকা মূলধন খাটিতেছে এবং উহার মারফতে সাড়ে চার হাজার ব্যক্তির কর্ম্মসংস্থান হইয়াছে। প্রত্যেক বৎসর এই সব কারখানাতে যে পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী প্রস্তুত হইতেছে তাহার মূল্য ৬০ লক্ষ টাকার কম নহে।

কিন্তু বাঙ্গলাদেশ এই শিল্পে যতদূর অগ্রসর হইলেও কতকগুলি অন্তর্নিহিত গলদের জন্য উহার অবস্থা বর্ত্তমানে তেমন সন্তোষজনক নহে। প্রথমতঃ গেঞ্জি, মোজা, সোয়েটার, মাফলার, গ্লাভ, জাম্পার পুলওভার, স্লিপওভার, জার্সি, সেমিজ, ক্যাপ, বেনিয়ান প্রভৃতি অগণিত জিনিষ হোসিয়ারি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হইলেও বাঙ্গলা দেশের দৃষ্টি এখন পর্য্যন্ত গেঞ্জি, মোজা প্রভৃতি স্বল্প সংখ্যক জিনিষের দিকেই নিবদ্ধ রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ কার্পাস, রেশম, পশম, কৃত্রিম রেশম প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর সুতা দ্বারা হোসিয়ারি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত জিনিষ প্রস্তুত হইলেও বাঙ্গলা দেশ এখন পর্য্যন্ত কার্পাসজাত হোসিয়ারি দ্রব্য প্রস্তুতের কাজেই প্রধানতঃ নিযুক্ত রহিয়াছে। তৃতীয়তঃ বাঙ্গলায় হোসিয়ারি দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য যে সূতা ব্যবহৃত হয় তাহা বাঙ্গলা দেশে এক প্রকার কিছুই প্রস্তুত হয় না বলিয়া বোম্বাই, মাদ্রাজ (মাদুরা) ও সংযুক্ত প্রদেশ হইতে উহা আমদানী করিতে হয়। চতুর্থতঃ—বাঙ্গলার হোসিয়ারি কারখানা সমূহ ক্ষুদ্রাবয়ব বলিয়া উহার পরিচালকগণ কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্য সামগ্রী নিজেরা বিক্রয় করিতে সমর্থ নহেন এবং অনেক সময়েই দালালগণ লাভের একটা মোটা অংশ আত্মসাৎ করিয়া থাকে। পঞ্চমতঃ—বাঙ্গলায় হোসিয়ারি কারখানা সমূহের মালিকদের মধ্যে কোন সঙ্ঘবদ্ধতা ও সহযোগিতা না থাকার দরুণ নিজেদের মধ্যে সব সময়েই একটা ক্ষতিজনক প্রতিযোগিতা বর্ত্তমান থাকে এবং এজন্য অনেক সময়ে হোসিয়ারি দ্রব্যের মূল্য পড়তা অপেক্ষাও নীচে নামিয়া যায়।

মিঃ গুপ্ত বাঙ্গলার হোসিয়ারী শিল্পের এই সমস্ত সমস্যা সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে শেষোক্ত সমস্যা অর্থাৎ হোসিয়ারি কারখানার মালিকদের পরস্পরের মধ্যে অনিষ্টকর প্রতিযোগিতাই এই শিল্পের সর্ব্বাপেক্ষা বড় বিপদ। উহার প্রতিকারকল্পে গত ১৯৩৮ সালের নবেম্বর মাসে হোসিয়ারী কারখানা-সমূহের মালিক ও কর্ম্মীদের একটী সম্মেলনের নির্দ্দেশক্রমে ইন্দো-ইউরোপা ট্রেডিং কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ বি এন দাশগুপ্ত বাঙ্গলা সরকারের শিল্প বিভাগের নিকট একটী কার্য্যক্রম উপস্থিত করেন। উহাতে এইরূপ প্রস্তাব ছিল যে বাঙ্গলা সরকার হোসিয়ারী শিল্পের জন্য একটী লাইসেন্সিং বোর্ড গঠন করিবেন এবং এই বোর্ড প্রত্যেক কারখানায় কি পরিমাণ হোসিয়ারী দ্রব্য উৎপন্ন হইবে এবং প্রত্যেক কারখানা হইতে কি পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় হইবে তাহা স্থির করিয়া দিবেন। তিনি আরও প্রস্তাব করেন যে এই শিল্পের বিভিন্ন সমস্যার সন্তোষজনকভাবে মীমাংসার জন্য একটী এসোসিয়েশন গঠিত হইবে এবং প্রত্যেক কারখানার মালিকের পক্ষে উহার সদস্য হওয়া ও এসোসিয়েশনের সিদ্ধান্ত মানিয়া চলা বাধ্যতামূলক হইবে। বাঙ্গলা সরকার এই প্রস্তাবে কোন সাড়া দিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তবে মিঃ গুপ্ত ব্যক্তিগত ভাবে এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে হোসিয়ারী শিল্পের পরিচালকগণ যদি তাঁহাদের স্বার্থরক্ষা করিতে চাহেন তাহা হইলে কালবিলম্ব ব্যতিরেকে হোসিয়ারী দ্রব্যের উৎপাদন ও বিক্রয় সম্বন্ধে তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে একটা বুঝাপড়া করিয়া কাজ করা উচিত। যদি তাঁহারা সমষ্টিগত ভাবে উৎপাদন ও বিক্রয় সম্বন্ধে একটা বুঝাপড়া না করিয়া নিজ নিজ ইচ্ছামত উৎপাদন ও বিক্রয়কার্য্য চালাইতে থাকেন তাহা হইলে বাঙ্গলার হোসিয়ারী শিল্প একটা মারাত্মক অবস্থায় উপনীত হইবে। হোসিয়ারী শিল্পের পরিচালকগণ নিজেদের স্বার্থের জন্য মিঃ গুপ্তের এই উপদেশ

(৮৯১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মিশ্র ব্যাঙ্ক ব্যবসায়

(কে, এন্ দালাল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ)

কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্যের প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করার জন্য ইউরোপের ছোট বড় প্রায় সকল দেশেই বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান আছে। শিল্প, বাণিজ্য কিংবা কৃষি কার্য্যের সমস্যা এক ধরণের নয়; কাজেই প্রয়োজন অনুসারে প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। কোন দেশের অর্থনীতিকে কতকগুলি সম্বন্ধহীন বিভাগে বিভক্ত করা যায় না সত্য, কিন্তু মানুষের অভিজ্ঞতা হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে এই সমস্ত বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়া বিধেয়।

সকল দেশেই কোন না কোন আকারে মিশ্র ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ইহাদের কার্য্য-প্রণালী সীমাবদ্ধ। এই সীমা অতিক্রান্ত হইলেই বিশিষ্ট শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ভারতবর্ষে কিন্তু যৌথ-ব্যাঙ্কিং-এর গোড়াপত্তন হইতে অদ্যাবধি মিশ্র ব্যাঙ্ক ব্যবসাই চলিয়া আসিতেছে। এক একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে একই শ্রেণীর ব্যাঙ্ক কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের চাহিদা পূরণ করিয়া আসিতেছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় মালমসল্লা আমদানীকার্য্যে অর্থবিনিয়োগ করিয়া কমার্শিয়েল ব্যাঙ্কসমূহ শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদেরও অর্থের প্রয়োজন, সম্পূর্ণ না হইলেও, আংশিকভাবে মিটাইয়া থাকে। ডিঃ পিঃ বিল মিটাইয়া এই সমস্ত ব্যাঙ্ক আমদানী-কৃত মাল নিজস্ব গুদামে মজুদ করিয়া রাখে এবং আমদানীকারক কিস্তি-বন্দীতে ব্যাঙ্কের প্রাপ্য আদায় করিতে থাকিলে তাহাকে আংশিকভাবে এই মাল ডেলিভারী দিয়া থাকে। ইহাতে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উপর এক সঙ্গে বহু নগদ টাকা প্রদানের যে গুরুভার পতিত হয় তাহা অনেকটা লঘু হইয়া থাকে। সন্তোষজনক ক্ষেত্রে কলকব্জা এবং ঘরবাড়ীর জামিনেও এই সমস্ত ব্যাঙ্ক শিল্পে অর্থসাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ হয় না। এইরূপে এযাবৎ এদেশের কমার্শিয়েল ব্যাঙ্কসমূহই আংশিকভাবে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্কের কাজ করিতেছে। কিন্তু ইহা মনে রাখা উচিত (এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটিও এই সম্পর্কে বিশেষ জোরের সহিত মত প্রকাশ করিয়াছেন) যে কমার্শিয়েল ব্যাঙ্কের পক্ষে কোন শিল্পের মূলধন সরবরাহ করা তখনই যুক্তিযুক্ত হইবে যখন উহা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া জনসাধারণের সমক্ষে সন্তোষজনক ব্যালান্সসীট উপস্থিত করিতে সক্ষম হয়। অন্যান্য দেশের ব্যাঙ্ক বিশেষজ্ঞগণ এই সম্পর্কে অধিকতর সাবধানতা অবলম্বনের পক্ষপাতী। তাঁহাদের মতে কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের স্থায়ী এবং স্বাভাবিক কার্য্যকরী মূলধনও প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক মূলধন হইতে সংগৃহীত হওয়া উচিত। ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক শিল্পে অর্থ-বিনিয়োগের পূর্ব্বে ইহারা দুইটি বিষয়ে বিশেষ বিবেচনার পক্ষপাতী। প্রথমতঃ উক্ত প্রতিষ্ঠান দীর্ঘকাল যাবত চালু আছে কিনা এবং দ্বিতীয়তঃ উহার আভ্যন্তরীণ অবস্থা গলদশূন্য কিনা। উপযুক্ত জামীনের পরিবর্ত্তে ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহ টাকা ধার দিতে প্রস্তুত; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে ব্যবসায়ীগণের যে পরিমাণ টাকার প্রয়োজন তদনুপাতে তাঁহাদের জামীনের মূল্য কম হইয়া থাকে। এই অবস্থার প্রতিকারকল্পে আমাদের দেশে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্কের প্রসার হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিল্পের উৎপন্ন মাল এবং সহজে নগদে পরিবর্ত্তনযোগ্য অন্যান্য শ্রেণীর সম্পত্তির জামীনে টাকা ধার দিতে ভারতের কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কসমূহ মোটেই দ্বিধা করে না। কিন্তু এই সমস্ত ব্যাঙ্ককে একাধারে শিল্প ও বাণিজ্য উভয়েরই আর্থিক চাহিদা মিটাইতে হয় বলিয়া শিল্প ও বাণিজ্যের চাহিদার মধ্যে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয় এবং এই প্রতিযোগিতায় শিল্পের দাবী অগ্রগণ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয় নাই।

এই কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক সমূহই, পরোক্ষে হইলেও কৃষিকার্যের জন্য অর্থ সরবরাহ করিয়া থাকে। কৃষিজাত পণ্যের জামীনে ঋণদান, ডিমাণ্ড ড্রাফট ক্রয় করিয়া উৎপন্ন কেন্দ্র হইতে বড় বড় গঞ্জ এবং সহরে কৃষিপণ্য আমদানী ব্যাপারে অর্থ নিয়োগ এবং ড্রাফট ও টেলি-গ্রাফিক ট্রান্সফার ক্রয় করিয়া এই সমস্ত পণ্য বিদেশে রপ্তানীর উদ্দেশ্যে বন্দরে আনয়ন করার জন্য ব্যবসায়ীগণের যে অর্থের প্রয়োজন হয় তাহা এই সমস্ত ব্যাঙ্কই যোগাইয়া থাকে। কৃষকগণকে নগদ টাকা ঋণদান এবং সমবায় ব্যাঙ্ক সমূহকে ওভারড্রাফটের সুবিধা দিয়া কৃষককুলকে সাহায্য করাও এই সমস্ত ব্যাঙ্কেরই কর্ম্মতালিকার অন্ত-র্ভুক্ত।

ভারতীয় কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কসমূহ কৃষিপণ্য বিক্রয়ের জন্য যে সমস্ত আর্থিক সুবিধা সুযোগ প্রদান করে কৃষকের প্রয়োজনের তুলনায় ইহা অতি সামান্য বলিয়া কেহ কেহ বলেন এবং বিদেশীয় কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের আদর্শ দেখাইয়া ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহকেও কৃষি এবং কৃষিপণ্যের ব্যবসায়ে অধিকতর অর্থ বিনিয়োগ করার সদুপদেশ দিয়া থাকেন। কৃষিঋণ সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য ১৯২৩ সালে ইংলণ্ডে যে কমিটী নিযুক্ত হইয়াছিল তাহার রিপোর্টে প্রকাশ ইংলণ্ড এবং ওয়েলসের বৃহদকার পাঁচটী ব্যাঙ্ক কৃষিকার্য্যের জন্য ঐ সময়ে মোট ৪ কোটী ৬০ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড ঋণদান করিয়াছিল। ইহার ২ কোটী পাউণ্ড কৃষিকার্য্যের ভূমি ক্রয় এবং ২ কোটী পাউণ্ড কৃষি-পণ্যের ব্যবসায়ে নিয়োজিত ছিল। কিন্তু ইংলণ্ডের কৃষিকার্য্যের এবং ভারতের কৃষির মধ্যে যথেষ্ট মূলগত পার্থক্য বর্ত্তমান। ভারত-বর্ষের কৃষিতে বিজ্ঞানের স্থান এখনও হয় নাই; মাথাপিছু এবং পরিবার পিছু কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণও অত্যন্ত কম। কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত ভূমি অকৃষকের নিকট হস্তান্তর বে-আইনী বলিয়া কয়েকটী প্রদেশে আইন হইয়াছে। ইহাতে কৃষকের পক্ষে জমীজমার জামীনে ঋণ পাওয়া অসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অধুনা প্রায় সকল প্রদেশেই ঋণসালিশী আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার ফলে ব্যাঙ্কসমূহ কৃষকের নিকট টাকা দাদন দিতে মোটেই উৎসাহ অনুভব করে না। কাজেই বর্ত্তমানে কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের পক্ষে কৃষিঋণ সরবরাহ করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। জমীবন্ধকী ব্যাঙ্ক সমূহই বর্ত্তমান ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী বলিতে হইবে। সাধারণ ব্যাঙ্ক ব্যবসা এবং কৃষিঋণে অর্থবিনিয়োগ এই দুইএর সমন্বয় সাধন করিতে গিয়াই বাঙ্গলার লোন আফিসগুলির আজ এই দুরবস্থা। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এই লোন আফিসগুলি প্রকৃতপক্ষে জমীবন্ধকী ব্যাঙ্কের কাজ করিয়াছে এবং অল্প মেয়াদের আমানতী অর্থের অধিকাংশই দীর্ঘকালের মেয়াদে ভূসম্পত্তিতে নিয়োগ করিয়া মহা ভুল করিয়াছিল। মিশ্র ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ত্রুটী ইহা হইতেই পরিলক্ষিত হয়।

বিভিন্ন ব্যবসায়ের মূলধন এবং চলতি ব্যয় মিটানোর জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হয় তাহা সরবরাহ করিবার জন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান এদেশে যাহাতে প্রবর্ত্তিত হয় এবং প্রসার লাভ করে তজ্জন্য একটী সুদৃঢ় নীতি অবলম্বন করাই বর্ত্তমানে প্রয়োজন। ফরাসী দেশে "ক্রেদিৎ এগ্রিকোল" কৃষিকার্য্যের প্রয়োজনীয় অর্থ এবং "ক্রেদিৎ ফোঁসিয়ার" শিল্প-ব্যবসায়ের অর্থের চাহিদা মিটাইয়া থাকে। জার্ম্মে-নীতেও কৃষিঋণের জন্য স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান থাকে। এদেশেও অনুরূপ নীতি অবলম্বিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

বাঙ্গলা দেশে সাবানের উৎপাদন

সম্প্রতি কলিকাতা চিত্তরঞ্জন এভিনিউস্থ গবর্ণমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল মিউজিয়ামে বাঙ্গলাদেশে প্রস্তুত সাবান ও প্রসাধন দ্রব্যের প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিতে উঠিয়া কলিকাতা কার্পোরেশনের মেয়র মিঃ এ, আর সিদ্দিকী বলেন যে, বাঙ্গলাদেশে ছোট বড় ১২০টী সাবানের কারখানা আছে এবং উহাতে কাপড় কাঁচা সাবান প্রস্তুতের জন্য ২ হাজার ৫ শত ৮১ জন এবং গায়ে মাখা সাবান প্রস্তুতের জন্য ১ হাজার ১ শত ১৩ জন শ্রমিক নিযুক্ত ছিল। এই প্রদেশে প্রতিবৎসর ৭২ লক্ষ ১৫ হাজার ৬ শত ৫০ টাকা মূল্যের ২৩ হাজার ৯ শত টন কাপড় কাচা সাবান এবং ৬৮ লক্ষ ৩৯ হাজার ২ শত ৫০ টাকা মূল্যের ৭ হাজার ৬ শত ৮৫ টন গায়ে মাখা সাবান প্রস্তুত হয়। এতদ্ব্যতীত ৪৬ হাজার ৬ শত ৯৫ টন কাপড় কাচা সাবান এবং ১ হাজার ৩ শত ৫৯ টন গায়ে মাখা সাবান বিদেশ হইতে আমদানী হয়।

হজযাত্রীদের অর্থ লওয়া সম্পর্কে ব্যবস্থা

ভারতরক্ষা আইন অনুসারে ভারতবর্ষ হইতে আরব যাত্রীদের অর্থ লওয়া সম্বন্ধে যে নিয়ন্ত্রণবিধি প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে হজযাত্রীদের সম্পর্কে তাহার সংশোধন করিয়া এই সকল প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের পক্ষে দুই হাজার টাকা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের পক্ষে দেড় হাজার টাকা সঙ্গে লওয়া অনুমোদন করা হইয়াছে। এতৎসম্পর্কে সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে প্রত্যেক স্থানে এই পরিমাণ স্বর্ণ মহরের বাজার দরের অনুপাতে ধার্য্য হইবে। তদনুসারে প্রত্যেক প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর হজযাত্রী যথাক্রমে ৪১ পাউণ্ড ও ২৬ পাউণ্ড এবং ডেকযাত্রী ১৪ পাউণ্ড সঙ্গে লইতে পারিবে।

(বাঙ্গলার হোসিয়ারী শিল্প)

শিরোধার্য্য করিয়া লইবেন উহাই আমরা আশা করিতেছি। যে শিল্পে বাঙ্গলা দেশ পথপ্রদর্শক এবং যাহার উন্নতির এখনও ব্যাপক ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চালাইয়া তাহাকে বিনষ্ট করিবার কোন হেতুই থাকিতে পারে না।

মিঃ গুপ্ত তাঁহার পুস্তকে জাপানে এই শিল্পের উদ্ভব ও প্রসার সম্বন্ধেও একটী চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিয়াছেন। উক্ত দেশে বর্ত্তমানে ৫ হাজার কারখানাতে বৎসরে প্রায় ১০ কোটী টাকা মূল্যের হোসিয়ারী দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে এবং এইসব কারখানাতে ৪০ হাজার কর্ম্মীর অন্নসংস্থান হইতেছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতিরেকে জাপানে এই শিল্পের এতদূর উন্নতি সম্ভবপর হয় নাই। জাপ গবর্ণমেণ্ট উক্ত দেশে হোসিয়ারী দ্রব্যের উৎপাদন ও বিক্রয় সম্বন্ধে একটী সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি গ্রহণ করিয়া উহা মানিয়া চলা প্রত্যেক কারখানার পরিচালকদের পক্ষে বাধ্যতামূলক করিয়াছেন। অধিকন্তু উক্ত দেশের গবর্ণমেণ্ট হোসিয়ারী শিল্পের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে দেশবাসীকে শিক্ষা দিবার জন্যও চূড়ান্তরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। উহার ফলে জাপানে কোন দিন এই শিল্পের জন্য সুশিক্ষিত কারিগরের কোন অভাব হইতেছে না। বাঙ্গলা সরকার হোসিয়ারী শিল্পের অন্ততঃ এই দিকটায় সাহায্য করিতে পারেন। বাঙ্গলায় হোসিয়ারী শিল্পের জন্য একটি ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটের বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। এজন্য গবর্ণমেণ্ট যদি কিছু অর্থ ব্যয় করেন তবে তাহা দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধির কাজে চতুর্গুন ফলপ্রদ হইবে।

মিক-গ্রিগরী রিপোর্ট

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের সম্ভাবনা সম্পর্কে মিক-গ্রিগরী রিপোর্ট আগামী ৮ই জানুয়ারী প্রকাশিত হইবে। উক্ত তারিখে কলিকাতায় এক্সপোর্ট এ্যাডভাইসরী বোর্ডের যে সভা হইবে তাহাতে উহা দাখিল করা হইবে বলিয়া জানা যায়।

আমেরিকায় ইংলণ্ডের ধন-সম্পদ

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারী ও পোষ্টস্ বিভাগ আমেরিকায় সঞ্চিত ইংলণ্ডের ধন-সম্পদের একটা প্রাথমিক হিসাব-নিকাস করিয়াছে বলিয়া জানা যায়। এই হিসাব হইতে নাকি এইরূপ অনুমিত হইয়াছে যে আমেরিকায় ইংলণ্ডের সঞ্চিত অর্থ যে পরিমাণ অবশিষ্ট আছে তাহা বিভিন্ন জিনিষ ক্রয়ে আগামী শরৎকালের প্রথম দিকেই নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। ওয়াকিবহাল মহলের সংবাদে প্রকাশ নগদ অর্থে আমেরিকায় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় সম্পর্কে ইংলণ্ডের অর্থ সামর্থ্য কিরূপ আছে তাহা নিরূপণ করিবার জন্যই এই হিসাব গ্রহণ করা হইতেছে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আয়

আমেরিকার বাজারে ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের সম্ভাবনা সম্পর্কে ডাঃ গ্রেগরী ও স্যার ডেভিড্ মীকের রিপোর্ট সম্পর্কে যে সরকারী ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে বর্ত্তমানে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আয়ের পরিমাণ বার্ষিক ৭ হাজার ৫ শত কোটী ডলারের কাছাকাছি দাঁড়াইয়াছে এবং যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুতের কার্য্য পুরাপুরিভাবে আরম্ভ হইলে উহা প্রায় ৮ হাজার কোটী ডলার দাঁড়াইবার সম্ভাবনা।

ভারতীয় পশম ব্যবসায়ীদের ক্ষতি

করাচীর পশম ব্যবসায়ীগণ ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট এক বিবৃতিপ্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন যে যুদ্ধের জন্য ভারতবর্ষ হইতে পশম রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ করিবার ফলে বিগত ১৫ মাসে ভারতীয় পশম উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীগণের ১ কোটি টাকার উপর ক্ষতি হইয়াছে। উহাতে আরও উল্লিখিত হইয়াছে যে, গত ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে ইংলণ্ডে ১ লক্ষ ৫০ হাজার ১৫৯ বেল পশম রপ্তানী হইয়াছে এবং সমস্ত খরচ বাদে ৪৭॥০ আনা হইতে ৮৭॥০ আনা পর্য্যন্ত দর পাওয়া গিয়াছে। অপর পক্ষে ঐ সময়েই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে পশমের মূল্যের হার উহা অপেক্ষা যথেষ্ট বেশী ছিল। এমতাবস্থায় পশমের মূল্য এবং রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ না করিলে আমেরিকার বাজারের উচ্চ মূল্যের সুবিধা গ্রহণ করা সম্ভব হইত এবং ভারতীয় পশম উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীগণ এরূপভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইত না।

ব্রহ্মদেশের ধান্য ফসল

এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদে প্রকাশ যে বর্ত্তমান বৎসর ব্রহ্মদেশে প্রায় ৮১ লক্ষ ৪৬ হাজার ৪ শত টন পরিমাণ ধান্য উৎপন্ন হইবে। গত বৎসরের উদ্বৃত্ত ধান্য খুব অল্পই অবশিষ্ট আছে বলিয়া জানা যায়। ইহা এবং যুদ্ধের জন্য যে অনিশ্চিত অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তজ্জন্য সেটেলমেণ্ট এবং ল্যাণ্ড রেকর্ডস বিভাগের কমিশনার অনুমান করিয়াছেন যে ১৯৪১ সালে সম্ভবতঃ ৩৩ লক্ষ টন পরিমাণ চাউল এবং চাউল-জাত জিনিস রপ্তানী করা যাইতে পারে। উহাতে প্রায় ৪৪ লক্ষ ৫৯ হাজার টন ধান্যের প্রয়োজন হইবে।

ইক্ষুর সর্ব্বনিম্ন মূল্য নির্দ্ধারণ

বিহার গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইয়াছে যে, ১৯৪০ সালের ২৩শে ডিসেম্বর হইতে ১৯৪০-৪১ সালের ইক্ষু নিস্পেষণের মরশুমের অবশিষ্ট সময় পর্য্যন্ত প্রতি মণ ইক্ষুর সর্ব্বনিম্ন মূল্য চারি আনা তিন পাই ধার্য্য হইল। পূর্ব্বে উহার নিম্নতম মূল্য চারি আনা ছয় পাই ছিল। অপরপক্ষে উক্ত তারিখ হইতে প্রতি মণ ইক্ষুর জন্য সেসের হার ৯ পাই হইতে এক আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

পৃথিবীর কৃষিজীবির সংখ্যা

লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিকস্-এর অধ্যাপক মিঃ হল জাতি সংঘের অর্থনৈতিক সমিতির নিকট জীবিকা নির্ব্বাহের উন্নততর ব্যবস্থার উপায় উদ্ভাবন সম্পর্কে একখানি স্মারকলিপি প্রেরন করিয়াছেন। মিঃ হল উক্ত স্মারকলিপিতে উল্লেখ করিয়াছেন যে বিভিন্ন দেশে যে আদমসুমারী গৃহীত হইয়াছে তাহার উপর ভিত্তি করিয়া এবং যে সকল দেশে উহা গৃহীত হয় নাই তাহার একটি আনুমানিক সংখ্যা বিবরণীর উপর নির্ভর করিয়া দেখা যায় যে, গত ১৯৩৮ সালে পৃথিবীর লোক সংখ্যা দুই শত কোটির ওপর ছিল। তন্মধ্যে ৯০ কোটি লোক লাভজনক কাজে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত এবং তন্মধ্যে কৃষিকার্য্যে আনুমানিক ৫৫ কোটি লোক নিযুক্ত ছিল। উহার অর্দ্ধেকের বেশী এসিয়া মহাদেশের। কেবল মাত্র ভারতবর্ষেই ২০ কোটির অধিক লোক কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে বলিয়া মিঃ হল কর্ত্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে।

ভারতীয় কাঠের রপ্তানী

মিশরে ভারতীয় কাঠের রপ্তানীর সম্ভাবনা সম্পর্কে আলেকজেন্দ্রিয়াস্থিত ভারত গবর্ণমেণ্টের ট্রেড কমিশনার প্রাথমিক খোজখবর লইতেছেন বলিয়া জানা যায়। যুদ্ধের পূর্ব্বেই এই দিকে চেষ্টা করা হয় কিন্তু সেই সময়ে মিশরের বাজারের প্রচলিত মূল্য ভারতবর্ষের পক্ষে প্রতিযোগিতামূলক বিবেচিত হয় না। তৎপর মূল্য বৃদ্ধি পায় বটে কিন্তু জাহাজের বর্দ্ধিত মাশুল, ক্রমবর্দ্ধমান আভ্যন্তরীণ চাহিদা ইত্যাদি কারণে ভারতীয় কাঠের রপ্তানী সম্ভব হয় নাই। সম্প্রতি সরকারী বনবিভাগ হইতে মিশরে যে সকল কাঠের নমুনা প্রেরিত হইয়াছে তন্মধ্যে মিশরীয় ব্যববসায়ীগণ নরম কাঠ সম্পর্কেই আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং এই প্রকার কাঠেরই বেশী চাহিদা হইবে বলিয়া মনে হয়। রুমানিয়া, সুইডেন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, যুগোশ্লাভিয়া, ফিনল্যাণ্ড এবং তুরস্ক হইতেই মিশরে অধিক পরিমাণ কাঠ আমদানী করা হইত।

সরকারী রেলপথের আয়

বিগত ১লা এপ্রিল হইতে ৩০শে নবেম্বর পর্য্যন্ত ৮ মাসে সরকারী রেলপথ সমূহের মোট আয়ের পারিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬৯ কোটী ৫৫লক্ষ টাকা। ইহা গত বৎসরেব উক্ত ৮ মাসের, প্রকৃত আয়ের তুলনায় ৭ কোটী ৭৪ লক্ষ টাকা, ১৯৩৮-৩৯ সালের প্রথম ৮ মাসের আয় অপেক্ষা ৮কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা বেশী। নিম্নে বিভিন্ন রেলপথ হিসাবে এই আয়ের তালিকা দেওয়া হইল।

	১৯৩৮ সালের নবেম্বর পর্য্যন্ত	১৯৩৯ সালের নবেম্বর পর্য্যন্ত	১৯৪০ সালের নবেম্বর পর্য্যন্ত
আসাম বেঙ্গল	১ কোটী ২৪ লক্ষ	১ কোটী ৩০ লক্ষ	১ কোটী ৩৭লক্ষ
বেঙ্গল নাগপুর	৬ কোটী ৪ লক্ষ	৬ কোটী ৮৭ লক্ষ	৭ কোটী ৬২লক্ষ
বোম্বে বরদা	৭ কোটি ৬০ লক্ষ	৭ কোটী ৬৪ লক্ষ	৮ কোটী ৬৩লক্ষ
ইষ্টার্ণ বেঙ্গল	৩ কোটী ৭৯ লক্ষ	৩ কোটী ৯২ লক্ষ	৪ কোটী ১৬লক্ষ
ইষ্ট ইণ্ডিয়া	১৩ কোটী ৭১ লক্ষ	১০ কোটি ৭৯ লক্ষ	১৫ কোটী ৫১লক্ষ
জি, আই, পি	৮ কোটী ২০ লক্ষ	৮ কোটী ২৯ লক্ষ	৯ কোটী ৭৯লক্ষ
এম্, এস্, এম্	৪ কেটী ৬৭ লক্ষ	৪ কোটী ৮১ লক্ষ	৫ কোটী ১৪লক্ষ
নর্থ ওয়েষ্টার্ণ	১০ কোটী ৫০ লক্ষ	১০ কোটী ১৬ লক্ষ	১১ কোটী ৬১লক্ষ
সাউথ ইণ্ডিয়াণ	৩ কোটী ৩৯ লক্ষ	৩ কোটী ৪৪ লক্ষ	৩ কোটি ৮৫লক্ষ
ত্রিহুত লক্ষ্ণৌ	১ কোটী ৩২ লক্ষ	১ কোটী ২৪ লক্ষ	১ কোটী ৫১লক্ষ
অন্যান্য	৩৩ কোটী	৩৫ কোটী	৩৬ কোটী
মোট	৬০ কোটী ৮৯ লক্ষ	৬১ কোটী ৮১ লক্ষ	৬৯ কোটি ৫৫ লক্ষ

১৯৪০-৪১ সালে ভারতীয় কৃষিপণ্যের পূর্ব্বাভাষ।

পাট, চীনাবাদাম, ইক্ষু, সরিষা, তুলা এবং ধান্য সম্পর্কে ১৯৪০-৪১সালের যে সমস্ত সরকারী পূর্ব্বাভাস সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে নিম্নে তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল :—

পাট—শেষ পূর্ব্বাভাষ।—এবৎসর বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং আসামে মোট ৪৩লক্ষ ৪৪হাজার একর জমীতে পাটের চাষ হইয়াছিল। গত বৎসর মোট ৩১লক্ষ ৬১হাজার একর জমীতে পাট চাষ হয় ; কাজেই গত বৎসরের তুলনায় এবারকার পাট চাষের জমীর পরিমাণ শতকরা ৩৭ ভাগ বেশী। বিগত বৎসর নেপালের উৎপন্ন পাট নিয়া মোট ৯৭লক্ষ ৫০হাজার বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছিল। এবারকার উৎপন্ন পাটের পরিমাণ অনুমানিক ১কোটী ২৫লক্ষ ৬২হাজার বেল এবং ইহা গত বৎসরের তুলনায় শতকরা ২৯ ভাগ বেশী।

ইক্ষু—(দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষ)—বিগত বৎসর ৩৬লক্ষ ১৮হাজার একর জমীতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছিল ; এবৎসর ইহা ৪২লক্ষ ৪৪হাজার একরে দাঁড়াইয়াছে। গত বৎসর ৩০লক্ষ ২হাজার টন ইক্ষু ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যে উৎপন্ন হইয়াছিল। দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাস মত এবারকার উৎপাদনের পরিমাণ এখনও নির্ণীত হয় নাই।

সরিষা—(দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাস) বিগত বৎসর ৪১লক্ষ একর জমিতে সরিষার চাষ হয়। এবারকার জমীর পরিমাণ ২৫লক্ষ ৬১হাজার একর।

তুলা—(শেষ পূর্ব্বাভাস) ১৯৩৯-৪০সালে সমগ্র ভারতে মোট ২কোটী ১৩লক্ষ ৫৬হাজার একর জমীতে তুলার চাষ হইয়াছিল। এবারকার জমীর পরিমাণ শতকরা ৭ভাগ বৃদ্ধি পাইয়া ২কোটী ১৯লক্ষ ৮২হাজার একর হইয়াছে। গত বৎসরের উৎপন্ন তুলার পরিমাণ ছিল মোট ৪৯লক্ষ ৪২হাজার বেল। এবারে ইহা শতকরা ২০ভাগ বৃদ্ধি পাইয়া ৫২লক্ষ ৬৪হাজার বেল হইবে অনুমাণ।

ধান্য—(দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষ) ১৯৩৯-৪০ সালে সমগ্র ভারতে মোট ৬কোটী ৯৬লক্ষ ৭৫হাজার একর জমীতে ধানের চাষ হইয়াছিল। এবারে ইহা শতকরা ২ভাগ হ্রাস পাইয়া ৬কোটি ৮৯লক্ষ ৩৬হাজারে দাঁড়াইয়াছে। এস্থলে বলা আবশ্যক যে পাঞ্জাব প্রদেশের ৯লক্ষ ৬৩হাজার একর ধানের জমী সম্পর্কে এ বৎসর সর্ব্বপ্রথম পূর্ব্বাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে।

আসাম পরিষদের বাজেট অধিবেশন

আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহ হইতে আসাম ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হইবে বলিয়া জানা যায়।

শ্রমিক ধর্ম্মঘটের হিসাব নিকাশ

১৯৪০ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে মোট ১০১টী শ্রমিক ধর্ম্মঘট সংঘটিত হইয়াছিল। ইহাতে ২লক্ষ ৬৮হাজার ৫শত ৮০জন শ্রমিক সংশ্লিষ্ট ছিল এবং মোট ২৪লক্ষ ৭৪হাজার ২শত ৬৩টী কাজের দিন নষ্ট হয়। উক্ত ১০১টি ধর্ম্মঘটের মধ্যে ৬২টীই ছিল মজুরী বৃদ্ধির দাবী সংক্রান্ত। এই সময়ে আসামে ২টি, বাঙ্গলায় ৩৫টি, বিহারে ৪টি, বোম্বাইয়ে ২৫টি, মধ্যপ্রদেশে ৭টি, মাদ্রাজে ১২টি, উড়িষ্যায় ১টি, পাঞ্জাবে ৯টি, সিন্ধুতে ২টী এবং সংযুক্ত প্রদেশে ৪টী ধর্ম্মঘট হয়। ধর্ম্মঘটের শ্রেণী বিভাগ করিলে দেখা যায় কাপড়ের কলে ৩৮টী, চটকলে ৮টী, ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় ৪টী, রেলপথ ও রেলওয়ে কারখানায় ২টী, খনিতে ৪টী, এবং বিভিন্ন শিল্পে বাকী ৪৫টী ধর্ম্মঘট হইয়াছিল।

উক্ত ১০১টী ধর্ম্মঘটের ২০টি ধর্ম্মঘটে শ্রমিকগণ সাফল্য লাভ করিতে সক্ষম হয়; ৮টীতে তাহাদের দাবীদাওয়া আংশিক মিটানো হইয়াছে এবং ১৭টী ধর্ম্মঘট ব্যর্থ হইয়াছে।

বিল্ডিং সোসাইটির উপযোগিতা

গত ২০ বৎসরে ইংলণ্ডের বিল্ডিং সোসাইটি সমূহ লণ্ডন সহরে ও দক্ষিণ ইংলণ্ডে গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ২০ কোটী পাউণ্ড সরবরাহ করিয়াছে।

বাঙ্গালোরে বিমান নির্ম্মাণের কারখানা

ভারত গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে বিমানপোত নির্ম্মাণের পরিকল্পনায় সম্মতি প্রদান করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। বাঙ্গালোরের সন্নিকটস্থ একটি স্থানে বিমানপোত নির্ম্মাণের সর্ব্বপ্রথম কারখানা স্থাপিত হইবে। এই পরিকল্পনার উদ্যোক্তা মিঃ বালচাঁদ হীরাচাঁদ ও মহীশূর দরবারের মধ্যে বিমানপোত নির্ম্মাণের কারখানা সংক্রান্ত চুক্তিপত্র প্রণয়ন করা হইতেছে। প্রকাশ এই চুক্তি অনুসারে মহীশূর দরবার ২০ লক্ষ টাকা মূলধন সরবরাহ করিবার এবং ডিরেক্টর বোর্ডে দুইজন ডিরেক্টর মনোনীত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। উদ্যোক্তাগণ ৪০ লক্ষ টাকা মূলধন সরবরাহ করিবেন এবং ডিরেক্টর বোর্ডে তিনজন ডিরেক্টর মনোনীত করিবার সুবিধা পাইবেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর ৫০খানা বিমানপোত ক্রয় করিবেন বলিয়া জানা যায়। উহার মূল্য প্রায় ৯৫ লক্ষ টাকা হইবে।

অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণের কারখানার প্রসার

মিডল ইষ্ট কম্যাণ্ড ও ফারইষ্ট কম্যাণ্ডের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণের কারখানা প্রসারের কর্ম্মতালিকা গ্রহণ করিবার ফলে বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ ক্রমশঃ বিদেশের অর্ডার সরবরাহে সমর্থ হইতেছে। ৭ কোটি টাকা ব্যয়ে অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণের কারখানা প্রসারের যে দ্বিতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় বর্ত্তমানে তদনুসারে কাজ আরম্ভ হইয়াছে। এই পরিকল্পনামত প্রত্যেক কারখানাতে আধুনিক ধরণের অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইতেছে।

পূর্ব্ব আফ্রিকায় রপ্তানীকৃত ভারতীয় বস্ত্র

মোম্বাসাস্থিত ভারত গবর্ণমেণ্টের ট্রেড কমিশনার এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে ভারতবর্ষ হইতে পূর্ব্ব আফ্রিকায় বস্ত্র রপ্তানীকারকগণ কাপড়ের মাপের যে দাগ দিয়া থাকেন তাহা সঠিক নহে। উহার প্যাকিং ইত্যাদিও সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হয় না। তাঁহার মতে এইভাবে কাপড় প্রেরণ করিলে পূর্ব্ব আফ্রিকায় ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যে ভীষণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তিনি এতৎসম্পর্কে ভারতীয় কাপড়ের ব্যবসায়ীগণকে ও রপ্তানীকারকগণকে সতর্ক হইতে উপদেশ দিয়াছেন।

সরকারী রেলওয়ে সমূহের আয়

গত ১০ই ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সরকারী রেলওয়ে সমূহের আয় ২ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। গত ১৯৩৯-৪০ সালের এই সময়ের আয় অপেক্ষা উহা ৬ লক্ষ টাকা অধিক। গত ১লা এপ্রিল হইতে ১০ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সরকারী রেলওয়ে সমূহের মোট আয় হইয়াছে ৭২ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা। গত বৎসরের এই সময়ের তুলনায় উহা ৮ কোটি ৪ লক্ষ টাকা অধিক।

ইংলণ্ডের আমদানী বাণিজ্য

অনাবশ্যকীয় জিনিষের আমদানী হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যে নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহার ফলে গত নবেম্বর মাসে পূর্ব্ববর্ত্তী সালের মাসের তুলনায় আমদানী বাণিজ্যের পরিমাণ ১ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড এবং বিগত বৎসরের নবেম্বর মাসের তুলনায় ১ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড হ্রাস পাইয়াছে। অপর পক্ষে আলোচ্য মাসে রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ গত অক্টোবর মাসের তুলনায় ১৭॥০ লক্ষ পাউণ্ড এবং গত বৎসরের নবেম্বর মাসের তুলনায় ১ কোটি ৫৫ লক্ষ পাউণ্ড হ্রাস পাইয়াছে।

ব্রহ্ম-ভারত বাণিজ্য চুক্তি

ব্রহ্ম-ভারত বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণাদেশের মেয়াদ আগামী ৩১শে মার্চ্চ শেষ হইবে নূতন বাণিজ্য-চুক্তি সম্পর্কে আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে দিল্লীতে পুনরালোচনা আরম্ভ হইবে। ভারত গবর্ণমেণ্ট এতৎসম্পর্কে পরামর্শের জন্য যে সকল বে-সরকারী উপদেষ্টা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা আগামী ২০শে জানুয়ারী নয়াদিল্লীতে ভারত গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য-সচিবের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

নূতন ধরণের আলু

মেদ বৃদ্ধির আশঙ্কায় কোন কোন ব্যক্তি আলু পরিত্যাগ করার পক্ষপাতী। সম্প্রতি আমেরিকার নিউইয়র্ক প্রদেশে কোন বাগানের মালিক শ্বেতসারবিহীন আলু উৎপাদন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইহার নাম "টপাটো (Topato)"। আলু এবং টমাটোর বীজের সমন্বয় করিয়া ইহা উৎপন্ন হয়। শ্বেতসার বিনষ্টকারী টমাটো আলুর শ্বেতসার নষ্ট করিয়া দেয় এবং এই শ্রেণীর আলু ভক্ষণে মেদ বৃদ্ধির ভয় নাই বলিয়া উক্ত বাগানের মালিক দাবী করিতেছেন। "টপাটো" আলুর ন্যায়ই উদ্ভিদ। মাটির নীচে টপাটো এবং মাটির উপরিভাগে টমাটো জন্মিয়া থাকে। প্রায় সাতটী রাসায়ণিক দ্রব্যের সাহায্যে এই নবআবিষ্কৃত আলু উৎপন্ন করা হয়।

ভারতে আমদানী নিয়ন্ত্রণের প্রসার

ডলার বিনিময় সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার কাগজ (সংবাদপত্রের কাগজ ব্যতীত) পেষ্ট বোর্ড, পটাসিয়াম এবং সোডিয়াম বাইক্রোমেট ও অন্যান্য কতিপয় ক্রোম কম্পাউণ্ডের আমদানী নিয়ন্ত্রণ করা মনস্থ করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে ইউরোপের অধিকাংশ দেশের সহিত বাণিজ্য বন্ধ হওয়ায় এই সমস্ত দ্রব্য বর্ত্তমানে উত্তর আমেরিকা প্রমুখ কয়েকটি দেশ হইতে আমদানী করা হইতেছে এবং ইহাতে ডলার বিনিময় সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যও ব্যাহত হইতেছে। ভারত সরকারের মতে ভারতের উৎপাদন এবং ইংলণ্ড হইতে আমদানী দ্বারাই বর্ত্তমানে এই সমস্ত পণ্যের চাহিদা মিটান যাইতে পারে।

নিউজিল্যাণ্ডের ভারতীয় ট্রেড কমিশনার

ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য প্রসার সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন তদনুসারে অষ্ট্রেলিয়ার জন্য যে নূতন ট্রেড কমিশনারের পদ সৃষ্ট হইয়াছে নিউজিল্যাণ্ডকেও উহার অন্তর্ভুক্ত করিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। মিঃ আর আর সাকসেনা উক্ত ট্রেড কমিশনারের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বিমান চালনা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা

বিমান চালনা শিক্ষাদান সম্পর্কে কতকগুলি বিমানের অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল। সম্প্রতি একখানি জাহাজে উহার সর্ব্বপ্রথম চালান আসিয়া পৌছিয়াছে। উহা ভারতের বিভিন্ন ফ্লাইং ক্লাবে বিতরণ করা হইবে। দ্বিতীয় চালানও শীঘ্র পৌছিবে বলিয়া জানা যায়।

বাঙ্গলায় ক্লোরোফর্ম্ম প্রস্তুত

বাঙ্গলার কোন একটী ভৈষজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রস্তুত ক্লোরোফর্ম্ম সরকারী ভাবে পরীক্ষিত হইয়া সন্তোষজনক প্রমাণিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এই প্রতিষ্ঠানের নিকট ক্লোরোফর্ম্ম ক্রয়ের অর্ডার প্রদানের পূর্ব্বে ইহা কয়েকটি সামরিক এবং বে-সামরিক হাঁসপাতালে আর একবার পরীক্ষা করাইবেন।

জিলাবোর্ড সমুহের কার্য্যবিবরণী

বাঙ্গলা দেশের জিলা ও লোক্যাল বোর্ডসমূহের গত ১৯৩৮-৩৯ সালের কার্য্যবিবরণী হইতে জানা যায় যে, আলোচ্য বৎসর বোর্ডসমূহের মোট ১ কোটি ৫৯ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা আয় হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় উহা ১৭ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা কম। জিলাবোর্ড সমূহের অন্তর্গত শিক্ষা বিভাগের আয় এবং ব্যয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ১১লক্ষ ৭৫হাজার হইতে ৯লক্ষ ৩৮হাজার টাকা এবং ২৯ লক্ষ ৮৭ হাজার হইতে ২৬ লক্ষ ১ হাজার টাকা পর্য্যন্ত হ্রাস পায়। ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং রাজসাহী বিভাগে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের পরিচালনাভার জিলা স্কুল বোর্ডের নিকট হস্তান্তরিত হইবার ফলেই এই খাতে আয় এবং ব্যয় হ্রাস পাইয়াছে। জনস্বাস্থ্য ও দাতব্য চিকিৎসা বিভাগের আয় এবং ব্যয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ১৯ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা এবং ৪২ লক্ষ ১১ হাজার টাকা দাঁড়ায়। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর উহার পরিমাণ ১৯ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা এবং ৪২ লক্ষ ৪৩ টাকা ছিল। জল সরবরাহের খাতে আলোচ্য বৎসর ৮ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা ব্যয় হয়।

ধান্যচাষের পূর্ব্বাভাষ

সম্প্রতি ১৯৪০-৪১ সালের সর্ব্বভারতীয় ধান্য চাষের যে পূর্ব্বাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, আলোচ্য বৎসর মোট ৬ কোটি ৮৯ লক্ষ ৩৬ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে। গত বৎসরের সংশোধিত পরিমাণ অপেক্ষা আলোচ্য বৎসর শতকরা ২ ভাগ কম জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বর্ত্তমান বৎসরে পাঞ্জাবে ৯ লক্ষ ৬৩ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। ইতিপূর্ব্বে পাঞ্জাবের ধান চাষ সম্পর্কে কোন পূর্ব্বাভাষ গৃহীত হইত না।

বোম্বাই হইতে স্বর্ণ রপ্তাণী

সম্প্রতি বোম্বাই হইতে দশ লক্ষাধিক পাউণ্ড মূল্যের ৪ লক্ষ তোলা সোণা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানী হইয়াছে।

বিক্রয়-কর বিলের প্রতি ব

সম্প্রতি কলিকাতার বিভিন্ন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের এক সভায় প্রস্তাবিত বিক্রয়-কর বিলের তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়। সভার মতে প্রস্তাবিত বিক্রয়-কর ধার্য্যের ফলে এই প্রদেশের ব্যবসা বাণিজ্যের মারাত্মক অনিষ্ট সাধিত হইবে।

শিল্প গবেষণার ফলাফল

আগামী ৯ই ও ১০ই জানুয়ারী ভারত গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য সচিব স্যার রামস্বামী মুদালিয়ারের সভাপতিত্বে সায়াণ্টিফিক ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল রিসার্চ্চ বোর্ডের এক অধিবেশন হইবে। উক্ত অধিবেশনে বোর্ডের পরিকল্পনানুসারে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারী লেবরেটরীসমূহ শিল্প গবেষণা সম্পর্কে কিরূপ অগ্রগতি সাধন করিয়াছে তাহার পর্য্যালোচনা করা হইবে।

বেকার সমস্যার গুরুত্ব

সম্প্রতি মাদ্রাজ জিলা বেকার সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে কংগ্রেসের অন্যতম ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মিঃ শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার বলেন যে, রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক প্রভৃতি যত প্রকার জাতীয় সমস্যা আছে তন্মধ্যে বর্ত্তমানে দারিদ্র্য এবং বেকার সমস্যাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি বলেন শিক্ষার প্রসারের জন্য বেকার সমস্যার উদ্ভব হয় নাই। শিল্প এবং জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়ের অভাবেই এই সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে শিল্প প্রসারে দেশবাসীর উদ্যমের অভাবই উহার জন্য বিশেষভাবে দায়ী। তাঁহার মতে বর্ত্তমান যুদ্ধের সময় শিক্ষিত যুবকদের কর্ম্মসংস্থাপনের সুবর্ণ সুযোগ দেখা দিয়াছে। নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য প্রভূত পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করা উচিত। এই সকল শিল্প প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে রাষ্ট্রের সাহায্য বা পরিচালনাভার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। নতুবা লাভের অর্থ জনসাধারণের মধ্যে সুচারুভাবে বণ্টন করা সম্ভব নহে। মিঃ আয়েঙ্গার বলেন, যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৫ শতের অধিক লোক নিযুক্ত আছে তাহার পরিচালনাভার গবর্ণমেণ্টের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

বেতার যন্ত্র নির্ম্মাণের পরিকল্পনা

আগামী ৯ই ও ১০ই জানুয়ারী কলিকাতায় বোর্ড অব সায়েণ্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল রিসার্চের যে অধিবেশন হইবে তাহাতে 'পিপল্‌স্ রেডিও সেট' নামক বেতার যন্ত্র প্রস্তুতের কতিপয় পরিকল্পনা সম্পর্কে বিবেচনা করা হইবে। এই শ্রেণীর বেতার যন্ত্রের মূল্য ৬০৲ টাকা পড়িবে বলিয়া জানা যায়।

ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি

ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটির জেনারেল সেক্রেটারী অধ্যাপক কে টি শা' সম্প্রতি দেরাদুন জেলে উক্ত কমিটির সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কমিটির পরবর্ত্তী অধিবেশন সম্পর্কে আলোচনা করেন। পণ্ডিত নেহেরু তাঁহার অনুপস্থিতির জন্য সমিতির কাজ বন্ধ করা কোন প্রকারেই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করেন না। তদনুসারে আগামী ইষ্টারের ছুটীর সময় কমিটির পরবর্ত্তী অধিবেশন হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে জানা যায়। অধ্যাপক কে টি শা' বিভিন্ন সাবকমিটির নিকট এতৎসম্পর্কে প্রচার-পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। ১৪টি সাব কমিটি চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। তন্মধ্যে ১২টি রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া দেখিবার পর প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। অপর দুইটী সাব কমিটির রিপোর্ট পরবর্ত্তী অধিবেশনে বিবেচিত হইবে। অবশিষ্ট দশটী সাব কমিটি চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করেন নাই। উহারা প্রাথমিক রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন মাত্র। পরবর্ত্তী অধিবেশনের সময় উহাদের চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিলের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

সোপ মেকার্স কনফারেন্সের প্রস্তাব

সম্প্রতি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে বোর্ড অব সায়েণ্টিফিক ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল রিসার্চের ডিরেক্টর ডাঃ এস, ভাটনগরের সভাপতিত্বে ইণ্ডিয়ান সোপ মেকার্স কনফারেন্সের ৮ম বার্ষিক অধিবেশনে সাবান এবং তজ্জাতীয় দ্রব্যাদির অর্ডার সম্বন্ধে যে সকল খোজ খবর আসিয়া থাকে তাহা অল্ ইণ্ডিয়া সোপ মেকার্স এসোসিয়শনের গোচরীভূত করিবার জন্য সরবরাহ বিভাগকে অনুরোধ করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। অপর, যুদ্ধের জন্য সাবান প্রস্তুত সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তৈলাদি ও রাসায়নিক দ্রব্যের আমদানী বন্ধ হইবার ফলে যে অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা দূরীকরণের জন্য ইম্পিরিয়েল এগ্রিকালচারেল রিসার্চকে সাহায্য করিবার অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়। সাবান শিল্পে প্রচুর পরিমাণে চর্ব্বি ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষে যে চর্ব্বি পাওয়া যায় উহা ভাল ধরণের নহে। এই চর্ব্বি যাহাতে সাবান শিল্পে ব্যবহৃত হইতে পারে তদনুরূপে উহা তৈয়ার করা সম্পর্কে সম্মেলন ভারত সরকারের কৃষি-পণ্য বিক্রয় বিভাগকে অবহিত হইতে অনুরোধ করেন।

ভারতে রেঙ্গুণের চাউল

ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট গত ১লা জানুয়ারী হইতে ভারতবর্ষে রপ্তানীকৃত চাউলের উপর মণ প্রতি দুই আনা তিন পাই শুল্ক ধার্য্য করিয়াছেন। বিদেশ হইতে ব্রহ্মদেশে আমদানীকৃত চাউলের উপরও বর্ত্তমানে উপরোক্ত হারে শুল্ক ধার্য্য আছে। ভারতবর্ষে রপ্তানীকৃত চাউলের উপর শুল্ক ধার্য্যের এই ব্যবস্থা ব্রহ্ম-ভারত বাণিজ্য নিয়ন্ত্রনাদেশের সর্ত্ত অনুসারে বলবৎ থাকিবে। প্রকাশ এই নূতন শুল্ক ধার্য্যের ফলে ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক প্রায় ৪৬ লক্ষ টাকা আয় হইবে।

নূতন টাকার প্রচলন

সম্প্রতি এক সরকারী ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে টাকার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং পল্লী অঞ্চলে এক টাকার নোটের প্রচলন অসুবিধাজনক বলিয়া প্রতীয়মান হওয়ায় অধিক পরিমাণে রৌপ্য মুদ্রা প্রস্তুতের প্রয়োজন হইয়াছে। বর্ত্তমানে যেরূপ রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন আছে উহার ১২ ভাগের ১১ ভাগ রূপা এবং ১ ভাগ খাদ। এইরূপ রৌপ্য মুদ্রা প্রস্তুত করা অত্যন্ত ক্ষতিজনক বিবেচনায় অর্দ্ধেক রূপা এবং অর্দ্ধেক খাদ দ্বারা নূতন টাকা প্রস্তুতের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির অধিবেশন

আগামী ৩১শে জানুয়ারী কলিকাতায় সরবরাহ বিভাগ সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় পরিষদের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির অধিবেশন হইবে বলিয়া প্রকাশ।

ভিক্ষুক সমস্যা সমাধানে মাদ্রাজ

আইনের সাহায্যে মাদ্রাজ সহরের ভিক্ষুক সমস্যা সমাধানের জন্য মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি একটা বিল প্রনয়ণ করিয়াছেন। ইহা আইনে পরিণত হইলে ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম মাদ্রাজেই একটি ভিক্ষুকশালা প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই আইনের বলে ম্যাজিষ্ট্রেট যে কোন ভিক্ষুককে উক্ত আশ্রমে ভর্ত্তি করিবার নির্দ্দেশ দিতে পারিবেন। কর্ম্মক্ষম ভিক্ষুকদের জন্য মাদ্রাজ কর্পোরেশন একটি আশ্রম খুলিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন। রুগ্ন এবং বয়স্ক ভিক্ষুকদের জন্যও কালক্রমে কর্পোরেশন আর একটি পৃথক আশ্রম প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা রাখেন। উক্ত বিলের মর্ম্ম এই যে ১৬ বৎসরের অধিক বয়স্ক কর্ম্মক্ষম ভিক্ষুকদের বিচার করিবেন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং উক্ত বিচারকই এই শ্রেণীর ভিক্ষুকদিগকে ভিক্ষুকশালায় ভর্ত্তির নির্দ্দেশ দিবেন। তিন বৎসরের অধিককাল কোন ভিক্ষুককে এই ওয়ার্ক হাউসে রাখা হইবে না এবং ভবিষ্যতে ভিক্ষা না করার প্রতিশ্রুতি দিলে কর্ম্মক্ষম ভিক্ষুকদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। বিলে ভিক্ষুকদের জন্য কর্ম্মসংস্থান এবং কর্ম্ম গ্রহণে অসম্মত হইলে ভিক্ষুককে শাস্তি দেওয়ারও বিধান আছে।

বঙ্গীয় সমবায় বিভাগের রেজিষ্ট্রার

মিঃ আজিজ আহমেদ আই-সি-এস, খান বাহাদুর আরশাদ আলীর স্থলে বাঙ্গলার সমবায় বিভাগের রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ আহমেদ গত ১লা জানুয়ারী কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। মিঃ আহমেদ গত ১৯৩৬ সালে সমবায় বিভাগের ডেপুটি রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। তৎপর ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর' মাসে তিনি উক্ত বিভাগের স্পেশাল অফিসারের পদে নিযুক্ত হন।

লৌহ ও ইস্পাতের আমদানী নিয়ন্ত্রণ

ভারত গবর্ণমেণ্ট সমুদ্রপথে বিভিন্ন প্রকার লৌহ ও ইস্পাতের আমদানী নিষেধ করিয়াছেন। তবে ১৯৪১ সালের ১লা জানুয়ারীর পূর্ব্বে এই শ্রেণীর যে সকল মাল ভারতবর্ষ হইয়া অন্য দেশে চালান দিবার জন্য বা ভারতের বাহিরে পুনঃ রপ্তানীর জন্য প্রেরিত হইবে তৎসম্পর্কে এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হইবে না। বিশেষ লাইসেন্স্ সহ যে সকল লৌহ ও ইস্পাত প্রেরিত হইবে তাহা উক্ত নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়িবে না বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই নিয়ন্ত্রণাদেশ বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে যে এই ব্যবস্থায় বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজে ইস্পাতের অভাব হইবে না। অতএব আমদানী বন্ধের অজুহাতে লৌহ ও ইস্পাত ব্যবসায়ীগণ যাহাতে অতিরিক্ত লাভ আদায় করিতে না পারে তৎসম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন। মিউনিসনস্ প্রডাকসন বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল স্যার গুথ্রী রাসেল ষ্টীল কণ্ট্রোলার নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য মিঃ ওয়াল্টন এবং মিঃ এস, এম, কে আলভী ডেপুটি কণ্ট্রোলার নিযুক্ত হইবেন।

সরকারী কুইনাইন নীতির প্রতিবাদ

সম্প্রতি ভিজাগাপট্টমে অল ইণ্ডিয়া মেডিক্যাল কনফারেন্সের সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশনে কুইনাইনের মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের নীতির তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। সম্মেলনের মতে কুইনাইনের মূল্য যুদ্ধের পূর্ব্বের মূল্য অপেক্ষা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং কুইনাইন প্রস্তুতের ব্যয়ের অনুপাতে বর্ত্তমান মূল্যের হার অত্যধিক বিবেচিত হয়। সম্মেলন গবর্ণমেণ্টকে অবিলম্বে কুইনাইনের মূল্য হ্রাস করিতে এবং ভারতবর্ষ যাহাতে কুইনাইন সম্পর্কে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে তজ্জন্য সিঙ্কোনা চাষের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার অনুরোধ করেন।

মত ও পথ

বৃটেনের সমর ব্যয়

বৃটেনের সমর ব্যয় সম্পর্কে বর্ত্তমান মাসের "প্রবাসী" লিখিতেছেন, "১০ই ডিসেম্বরের রয়টারের তারের খবরে দেখা গেল যে, সে দিন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বৃটেন প্রতিদিন ১,৬০,০০,০০০ পাউণ্ড খরচ করিয়াছে। এক পাউণ্ড বর্ত্তমান মুদ্রা বিনিময়ের হারে ১৩⅓ টাকার সমান। ভারতবর্ষের দৈনিক যুদ্ধ ব্যয় ২০ লক্ষ টাকা, কেন্দ্রীয় আইন সভার গত এক অধিবেশনে রাজস্ব সচিব বলিয়াছিলেন। তাহাও ভারতবর্ষ বহনে অসমর্থ। কিন্তু ভারতবর্ষের চেয়ে লোক সংখ্যায় ও আয়তনে অনেক গুণ ছোট বৃটেন প্রত্যহ ২১ কোটি টাকার উপর খরচ করিতেছে! কি প্রকারে? ভারতের ধন তাহার ঐশ্বর্য্যের ভিত্তি বলিয়া।

বৃটেনের লোকসংখ্যা পাঁচ কোটি, ভারতের পঁয়ত্রিশ কোটি; বৃটেনের আয়তন ৮৯০৪১ বর্গ মাইল, ভারতের ১৮০৮৬৭৯ বর্গ মাইল। বৃটেনের দৈনিক যুদ্ধ ব্যয় ২১⅓ কোটী টাকা, ভারতের কুড়ি লক্ষ টাকা। ভারতবর্ষের লোক সংখ্যার সপ্তমাংশ লোকের বসতি যে দ্বীপে এবং যাহার আয়তন ভারতবর্ষের কুড়ি ভাগের এক ভাগ, সেই দ্বীপটি যুদ্ধে প্রতিদিন ভারতবর্ষ অপেক্ষা ১১৬⅔ গুণ অধিক টাকা ব্যয় করিতে সমর্থ। বৃটেন ভারতবর্ষ অপেক্ষা কত অধিক ধনী, ইহা হইতে বুঝা যাইবে।

বৃটেন অধিক ধনী বলিয়াই যে এত বেশী খরচ করিতেছে ও করিতে পারিতেছে, তাহা নহে। সে বুঝিয়াছে, এই যুদ্ধে জয়ের উপর তাহার স্বাধীনতা এবং স্বতন্ত্র-অস্তিত্ব নির্ভর করে। এই জন্য সে প্রাণপণ ও সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছে।"

১৯৪১ সালে ভারতের অর্থনীতি

১৯৪১ সালে ভারতের ভাগ্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ভারতীয় অর্থনীতি সম্পর্কে ১লা জানুয়ারী তারিখের "কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী" (দিল্লী) লিখিতেছেন, "অর্থনীতি ক্ষেত্রে অনেক কিছু করিবার আছে। গবর্ণমেন্ট ও জনসাধারণ এই ব্যাপারে আলোচ্য বৎসরে অনেক কিছু করিবে। এ বৎসর নূতন অতিরিক্ত ট্যাক্স ধার্য্য হইবে এবং অর্থনীতিক্ষেত্রে নূতন নূতন নীতির পরীক্ষা হইবে। কোন অন্তরায় না ঘটিলে এবৎসর ভারতের প্রথম জাহাজ এবং প্রথম বিমানপোত নির্ম্মিত হইবে। ১৯৪০ সাল অপেক্ষা ১৯৪১ সালে দেশের শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষি যুদ্ধের প্রয়োজন সাধনে নিযুক্ত করা হইবে। আলোচ্য বৎসরের বিভিন্ন শ্রেণীর কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত করা হইবে; কিন্তু কৃষক কিংবা শ্রমিকের জীবনোপায়ের উপযোগী মজুরীর ব্যবস্থা হইবে না। যাই হউক আলোচ্য বৎসরে অর্থনীতিক্ষেত্রে অসন্তোষ না দেখা গেলেই বিভিন্ন নিয়মকানুন ও নীতি সম্পর্কে জনসাধারণের বিদ্বেষ জন্মিবেনা। কিন্তু স্বদেশ প্রেমিকের নিকট রাজনীতিক্ষেত্রে সন্তোষ সৃষ্টি না হইলে অর্থ-নৈতিক সন্তুষ্টির কোন মূল্য নাই।"

শিল্প মিউজিয়ামের আদর্শ

শিল্প মিউজিয়ামের প্রয়োজনীয়তা এবং গঠন প্রণালী উল্লেখ করিয়া ১৮ই ডিসেম্বরের মাদ্রাজের "হিন্দু" লিখিতেছেন, "ভারতবর্ষে প্রদর্শনী বা মিউজিয়ামের মারফত শিল্পদ্রব্য প্রচার করার ব্যবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নহে। দেশীয় কাঁচামাল, শিল্পপণ্য এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্যাদি পাওয়া যায় তাহা প্রয়োজনানুরূপ নহে এবং অনেকক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্য বলিয়াও প্রমাণিত হয় না। ডাঃ কলিন্স বলেন অতীতে দেশের ভিতর উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কোন্ জিনিষ উৎপন্ন হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে যে সমস্ত পণ্যাদি উৎপন্ন হইতেছে তাহা ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সম্মুখে আমাদের স্থাপন করা কর্ত্তব্য। ইহাতে তাহারা বিবেচনার সহিত ভবিষ্যৎ পন্থা নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হইবেন। ডাঃ কলিন্স ফিলাডেলফিয়ার মিউজিয়াম সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার মতে ফিলাডেলফিয়ার এই প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোত্তম; ইংলণ্ডেও ইহার সমকক্ষ প্রতিষ্ঠান নাই এবং এই কারণেই বহুবিধ বিলাতী পণ্যের কাটতি কম। এই মিউজিয়াম দুইটী বিভাগে বিভক্ত—বৈজ্ঞানিক বিভাগ এবং তথ্য সরবরাহ বিভাগ। বৈজ্ঞানিক বিভাগে সারা দুনিয়ার বিবিধ কাঁচামাল রক্ষিত হইয়া থাকে এবং এই সমস্ত পদার্থের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ব্যবস্থা আছে। বিভিন্ন দেশে যে সমস্ত শিল্পদ্রব্য বিক্রীত হয় এই বিভাগে তাহাদেরও নমুনা আছে। উদ্দেশ্য এই যে বৈদেশিক প্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পপতিগণ কি ভাবে কি করিতেছেন দেশবাসীকে তাহা বুঝাইয়া দেওয়া। প্রত্যেক শিল্পপণ্যের সহিত উহার মূল্যও লিখিয়া দেওয়া হয়; ইহাতে আমেরিকার ব্যবসায়ীগণ ইহা বিদেশের বাজারে বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবে কি না তাহা ধারণা করিতে পারে। শিল্পক্ষেত্রে কোন পরিবর্ত্তন হইলে তাহারও নমুনা ত্বরায় সহিত সংগৃহীত হইয়া থাকে। তথ্য সরবরাহ বিভাগে বহুসংখ্যক টেকনিক্যাল অভিধান, বৈদেশিক ক্যাটলগ. এবং একটী ভাষার অনুবাদ বিভাগ আছে। তথ্য বিভাগে প্রায় ৪ হাজার ৫ শত পুস্তক এবং ৭৯ হাজার ক্ষুদ্র পুস্তিকা-বিশিষ্ট প্রায় একশত দেশের শিল্পবাণিজ্য বিষয়ক তথ্যতালিকা পাওয়া যায়। এই মিউজিয়ামে দেশ এবং পণ্য হিসাবেও শ্রেণী বিভাগের ব্যবস্থা আছে। মেক্সিকো, ব্রেজিল, ভারতবর্ষ, দক্ষিণ আফ্রিকা, ও জাপান প্রভৃতি দেশের জন্য পৃথক পৃথক বিভাগ আছে। পণ্য হিসাবে যে শ্রেণীবিভাগ আছে তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে তুলার ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রেজিল, মিশর, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের তুলার নমুনা একস্থানে সমাবেশ করা হইয়াছে।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

দি ন্যাশনাল কটন মিল

প্রথম বার্ষিক কার্য্যবিবরণী

বিগত ২৩শে ডিসেম্বর চট্টগ্রামের ন্যাশনাল কটন মিলের প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভা কোম্পানীর চট্টগ্রাম সহরের ষ্টেশন রোডস্থিত হেড অফিসে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সভায় বহু অংশীদার উপস্থিত ছিলেন এবং ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় উপেন্দ্র লাল রায় বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত কোম্পানীর প্রথম বৎসরের কার্য্য বিবরণী হইতে দেখা যায় যে, উক্ত অল্প সময়ের মধ্যে ম্যানেজিং এজেন্টস মেসার্স চিটাগং কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ, বিশেষতঃ উহার ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে, কে, সেনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে মিলের কার্য্য দ্রুত-গতিতে অগ্রসর হইয়াছে। মিলের যাবতীয় যন্ত্রপাতি বিলাত হইতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং প্রধান মিল গৃহের নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই বাজারে কাপড় বাহির করা হইবে। ইতিমধ্যে অফিস গৃহ, ডাইয়িং হাউস, ষ্টোর হাউস, ট্রান্সফর্ম্মার হাউস, ও কর্ম্মচারীদের বাসস্থান ইত্যাদি প্রয়োজনীয় গৃহগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে। একটি নূতন ক্যালেণ্ডার মেসিনও বর্ত্তমান বাজার দরের এক তৃতীয়াংশ দামে ক্রয় করা হইয়াছে এবং মিলে আনা হইয়াছে। যথাসম্ভব ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া কোম্পানীর সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করা হইয়াছে এবং শীঘ্রই মিল চালু করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে কোম্পানী এযাবৎ প্রায় ছয় লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

দেশের বর্ত্তমান অনিশ্চিত পরিস্থিতির মধ্যে কোম্পানীর কার্য্য এরূপ দ্রুত অগ্রসর হওয়ায় সভার অংশীদারবৃন্দ সন্তোষ ও আনন্দ প্রকাশ করেন। লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী ও মিলের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা মিঃ কে, কে, সেন বক্তৃতা প্রসঙ্গে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বেকার যুবকদের অন্নবস্ত্র সমস্যার কথা উল্লেখ করেন এবং বাংলার আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরাইবার উদ্দেশ্যে বাংলার সর্ব্বত্র যে বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। অংশীদারগণের পক্ষ হইতে মিঃ সেনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও তাঁহার দীর্ঘায়ু কামনার পর সভার কার্য্য শেষ হয়। সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে অতঃপর চা পানে আপ্যায়িত করা হয়।

আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্সের নূতন গৃহ

১লা জানুয়ারী হইতে আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর হেড অফিস ১৫নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউস্থিত "আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স বিল্ডিং" নামক কোম্পানীর নূতন গৃহে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে কোম্পানীর পরিচালকগণের আমন্ত্রণক্রমে কলিকাতার বহু বিশিষ্ট, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ নববর্ষের প্রথমদিনে কোম্পানীর নূতন গৃহে এক চা-পান সভায় সমবেত হইয়াছিলেন। উপস্থিত নিমন্ত্রিতগণের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—আচার্য্য ডাঃ স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, খাঁ বাহাদুর আব্দুল মোমিন, মিঃ সুশীল সেন, মিঃ বি, এন রায় চৌধুরী (সন্তোষ), নশীপুরের রাজা বাহাদুর, অনারেবল স্যার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায়, অনারেবল মিঃ মুকুন্দ বিহারী মল্লিক, মিঃ এস, এস, আলী, মিঃ এস, এস, নাজির, মিঃ জে, সি, ঘোষ দস্তিদার, মিঃ এস, পি গুহ, মিঃ আই, বি সেন, শ্রীযুত মাখন লাল সেন, মিঃ শচীন বাগচী, মিঃ এইচ, কে সেন (একচুয়ারী), মিঃ এস, পি, বসু, মিঃ এস, এন রায় চৌধুরী, রায় বাহাদুর ডাঃ এম, সি, ঘোষ, ডাঃ ডি, আর, ভাণ্ডারকর, শ্রীযুত যতীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, রায় বাহাদুর এম এন, গুপ্ত, মিঃ পি, সি, চ্যাটার্জ্জি এবং মিঃ কে, সি ব্যানার্জ্জি।

কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার মিঃ এস, সি, রায় এবং সেক্রেটারী মিঃ পি, কে বসুর সৌজন্যে নিমন্ত্রিতগণ বিশেষ পরিতুষ্ট হন।

হিন্দুস্থান কটন মিলের উদ্বোধন

গত বুধবার ১লা জানুয়ারী ২৪ পরগণার অন্তর্গত বেলঘরিয়াতে হিন্দুস্থান কটন মিলের উদ্বোধন উৎসব বহু বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়ের উপস্থিতিতে সুসম্পন্ন হইয়াছে। কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুত এস, এম ভট্টাচার্য্য অভ্যাগতমণ্ডলীকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া বক্তৃতা প্রসঙ্গে দেশের বস্ত্র শিল্পের ইতিহাস আলোচনা করেন এবং হিন্দুস্থান মিলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করেন। বাংলাদেশ মসলিনের দেশ, তার বস্ত্র সমস্যা এই প্রদেশবাসীরই মীমাংসা করিতে হইবে—এই সঙ্কল্প লইয়া কোম্পানী খোলা হইয়াছে। যুদ্ধ ও আন্তর্জ্জাতিক নানা ঘটনা সংঘাতের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও মিলের সমস্ত

মেশিনারী বিদেশ হইতে আনা হইয়াছে এবং মিল চালাইবার মত সমস্ত মেশিনারী, যন্ত্রপাতি পাওয়া গিয়াছে। আরও মেশিনারী ও যন্ত্রপাতির অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। মিঃ ভট্টাচার্য্য বলেন যে তাঁহার বিশ্বাস হিন্দুস্থান মিলের উৎপন্ন বস্ত্রাদি ভারতীয় যে কোন মিলের বস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা যাইবে এবং হিন্দুস্থান এ প্রদেশের একটি বৃহত্তম মিলে পরিণত হইয়াছে, একথা দেশবাসীও একদিন স্বীকার করিবেন।

কামারহাটী মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীযুত বৈদ্যনাথ ঘোষাল বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিলের কর্ত্তৃপক্ষকে বেলঘরিয়াতে মিল স্থাপনের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করেন। এই অঞ্চলের বেকার সমস্যা সমাধানে এই মিল যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারিবে এই বিশ্বাস তিনি করেন। তিনি আশা করেন যে হিন্দুস্থান মিলের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আরও বহু মিল এ অঞ্চলে গড়িয়া উঠিবে।

মিলের ম্যানেজার ও টেক্সটাইল ইঞ্জিনীয়ার মিঃ আর, এন, রায় বি, এস, সি অভ্যাগতদিগকে উৎসবে যোগদানের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং আশা করেন যে দেশবাসীর সহানুভূতি ও সাহায্য তাঁহারা যথেষ্ট পরিমাণেই পাইবেন। জলযোগান্তে উৎসব সমাপ্ত হয়।

টিটাগড় পেপার মিলস্ কোং

সম্প্রতি টিটাগড় পেপার মিলস্ কোম্পানীর গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের কার্য্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য সময়ের প্রথম কোম্পাণীর হাতে ৫ লক্ষ ৫০ হাজার ৭১০ টাকা মূল্যের কাগজ মজুদ ছিল। এবৎসর কোম্পানী ৮৩ লক্ষ ৫৫ হাজার ৭৬২ টাকা মূল্যের কাগজ উৎপাদন করে। মোট ৮২ লক্ষ ১৫ হাজার ৯৫৮ টাকার কাগজ বিক্রয় হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত ৬লক্ষ ৯০ হাজার ৫৩১ টাকার কাগজ মজুদ থাকে। পূর্ব্ব বৎসর কোম্পানী মোট ৭৫ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকার কাগজ বিক্রয় করিয়াছিল। এবারকার আয় হইতে কোম্পানী কার্য্যপরিচালনা বাবদ ৫৩ লক্ষ ৪৪ হাজার ৪৭৬ টাকা, ব্যয় পূরণ বাবদ ৬লক্ষ ৮৮ হাজার ৬৭০ টাকা, ট্যাক্স বাবদ ১৩ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা নিয়োগ করেন। অন্যান্য ধরণের খরচপত্র বাদে কোম্পানীর হাতে ৫লক্ষ ৭২ হাজার টাকা থাকে। উহায় সহিত পূর্ব্বকার উদ্বৃত্ত ১ লক্ষ ৬ হাজায় ১৩৬ টাকা যোগ করিয়া মোট বণ্টণযোগ্য অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬ লক্ষ ৭৮ হাজার ৮১৮ টাকা। ঐ টাকা নিম্নরূপ ভাবে নিয়োগ করা স্থির হইয়াছে :—৪৬ হাজার টাকা দিয়া ১ম প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর শতকরা ৮ টাকা হারে লভ্যাংশ : ৩৭ হাজার ৫০০ টাকা দিয়া ২য় প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর শতকরা ৫ টাকা হারে লভ্যাংশ ; ২১ হাজার ৮৭৫ টাকা দিয়া প্রেফার্ড অর্ডিনারি শেয়ারের উপর শতকরা ১০ টাকা হারে লভ্যাংশ ; ৩ লক্ষ ৫০ হাজার ১৫০ টাকা দিয়া 'এ' ও 'বি' অর্ডিনারী শেয়ারের উপর প্রতি শেয়ারে আট আনা হারে লভ্যাংশ : ৮৭ হাজার ৫৬৭ টাকা দিয়া 'এ' ও ,বি' অর্ডিনারি শেয়ারের উপর দুই আনা হারে বোনাস প্রদান ; পরবর্ত্তী ছয় মাসর হিসাবে জের ১ লক্ষ ৩৫ হাজার ৮৩৬ টাকা।

লিষ্টার এণ্টিসেফটীক কোম্পানী

সম্প্রতি লিষ্টার এণ্টিসেপটিক্স এণ্ড ড্রেসিং কোম্পানীর গত ১৩ই এপ্রিল (১৯৪০) পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর এই কোম্পানী ৬ লক্ষ ১৪ হাজার ৫১২ টাকার মালপত্র বিক্রয় করিয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়িয়া ৭ লক্ষ ৬৩ হাজার ৬১২ টাকা দাঁড়াইয়াছে। এবারকার আয় হইতে আবশ্যকীয় খরচপত্র নির্ব্বাহ করিয়া কোম্পানীর ১৯ হাজার ৬০১ টাকা নিট লাভ দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর কোম্পানীর নিট লাভের পরিমাণ ছিল ৯ হাজার ৬৫০ টাকা। এবারকার নিট লাভের সহিত পূর্ব্ব বৎসরের জের যোগ করিয়া ২১ হাজার ২৬৩ টাকা দাঁড়ায়। উহা হইতে প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর শতকরা ৬ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।

হুকুমচাঁদ জুট মিলস্ লিমিটেড

হুকুমচাঁদ জুট মিলস্ লিমিটেডের ১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত সাম্মাসিক কার্য্য বিবরণী সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। কোম্পানীর পরিচালনা-ভার মেসার্স রামদত্ত রামকিষেনদাস কর্ত্তৃক গৃহীত হইবার পর ইহাই সর্ব্বপ্রথম কার্য্যবিবরণী। আলোচ্য ছয় মাসে (ট্যাক্স এবং মূল্যানকর্ষ বাবদ দেয় অর্থ বাদে) কোম্পানীর ৮ লক্ষ ২২ হাজার ৩ শত টাকা নীট লাভ হইয়াছে।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

এলবিয়ান জুট মিলস্ কোং লিঃ—গত ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৪ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসের হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল শতকরা ৬ টাকা। **বজবজ জুট মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩০শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ১৫ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসে লভ্যাংশে দেওয়া হইয়াছিল শতকরা ১৭॥০ আনা। **ন্যাশনেল কোং লিঃ**—গত ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা ৭॥০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসের হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা ১০ টাকা। **কানপুর টেক্স টাইল্ লিঃ**—গত ৩০মে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৬।০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসের লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা ৭॥০ আনা। **এলগিন মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৫ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসের হিসাবেও ঐ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **এমালগেমেটেড কোল ফিল্ডস্ লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৮৸০ আনা, পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় মাসের হিসাবেও ঐ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। **কলিকাতা ট্রামওয়েজ কোং লিঃ**—১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসয়ের হিসাবে প্রেফারেন্স শেয়ার সম্পর্কে শতকরা ২॥০ আনা। ১৯৪১ সালের ১লা জানুয়ারী বা উহার পর প্রদেয়।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৩রা জানুয়ারী ১৯৪১

বড়দিন এবং নববর্ষের ছুটির পর যে কয়দিন বাজার খোলা রহিয়াছে তন্মধ্যে টাকার বাজারে মোটেই উল্লেখযোগ্য চাহিদা দেখা যায় নাই। চট-কল সমিতির পাটক্রয়-নীতি ঘোষিত হইবার পর টাকার বাজারে একটা টান দেখা যাইবে আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ইহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। ঋণগ্রহীতা অপেক্ষা বর্ত্তমানেও ঋণ-দাতার সংখ্যা অধিক বলিয়া মনে হয়। ১৯৩৯ সালের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের মোট দাদনের পরিমাণ ছিল ১৩৩ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা। ১৯৪০ সালের ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে ইহা ৯৯ কোটি ৪২ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। টাকার বাজারের এই মন্দা ইম্পারিয়েল ব্যাঙ্কের দাদনের পরিমাণ তুলনা করিলেও বুঝা যায়। ১৯৩৯ সালের ২৯শে ডিসেম্বর ইম্পারিয়েল ব্যাঙ্কের দাদন ছিল ৪৬ কোটী ৫৮ লক্ষ টাকা। ১৯৪০ সালের শেষ ভাগে এক বৎসর পর ইহার পরিমাণ ছিল মাত্র ৩০ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা।

বর্ষশেষে হিসাব নিকাশের জন্য এ সপ্তাহে বিনিময় ব্যাঙ্কসমূহ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রেডি টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার বিক্রয় করিয়াছে। বিনিময় নিয়ন্ত্রণের দরুণ এই সমস্ত ট্রান্সফার কেবল ষ্টার্লিংএর হিসাবেই হইয়াছে। জাহাজের অভাব বশতঃ বাজারে রপ্তাণী বিলের সংখ্যা খুবই কম পরিলক্ষিত হয়।

এ সপ্তাহে কলিকাতায় কল টাকার (দাবী মাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণ) বার্ষিক সুদের হার ছিল শতকরা আট আনা। বোম্বাইর বাজার এই সুদের হার চারি আনার উপরে উঠে নাই। ১৯৪০ সালে কল টাকার সুদ শতকরা আট আনার উপরে যায় নাই এবং বৎসরের প্রায় অধিকাংশ সময়েই ঋণ-দাতার সংখ্যাধিক্য দেখা গিয়াছিল। ব্যাঙ্কসমূহের স্থায়ী আমানতের সুদও ক্রমাগতভাবে হ্রাস পাইয়া বর্ত্তমানে কল টাকার সুদ শতকরা আট আনা এবং পাঁচ মাসের মেয়াদী দাদনের সুদ শতকরা আট আনায় বর্ত্তমান আছে।

বিগত ২৩শে ও ৩০শে ডিসেম্বর তারিখ যে দুই দফায় ট্রেজারী-বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হয় তাহাতে প্রত্যেক দফায় মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল প্রায় ২ কোটী ৮লক্ষ টাকা। ২৩শে ডিসেম্বর আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৸৩ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমস্ত আবেদন এবং ৯৯৸০ আনা দরের শতকরা গড়ে ২৪ ভাগ আবেদন গৃহীত হয়। বাকী সমস্ত পরিত্যক্ত হয়। এ সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার ছিল ৸৶৩পাই। ৩০শে ডিসেম্বরের ট্রেজারী বিলের আবেদন সম্পর্কে ৯৯৸৬ পাই দরের সমস্ত এবং ৯৯৸৩ পাই দরের আবেদনগুলির শতকরা ৭৮ ভাগ গৃহীত হয়। এ সপ্তাহে সুদের হার ছিল শতকরা বার্ষিক ৸৶০ আনা। ১৯৪০ সালের প্রথম দিকে ট্রেজারী বিলের সুদের হার ছিল বার্ষিক শতকরা ১৸০ আনা। কিন্তু টাকার বাজারে চাহিদা হ্রাস বশতঃ ইহা ক্রমাগত কমিয়া গিয়া অক্টোবর মাসে সুদের হার মাত্র ।৵০ আনায় দাঁড়ায়। নবেম্বরের মধ্যভাগে ইহা এক টাকা দশ পাইয়ে উন্নীত হয় বটে; কিন্তু ডিসেম্বরের শেষে পুনরায় ৸৶০ আনায় নামিয়া আসিয়াছে।

আগামী কল্য ৭ই জানুয়ারীর জন্য ভারত সরকার কর্ত্তৃক ৩ মাসের মেয়াদী মোট এক কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১০ই জানুয়ারী শুক্রবার ঐ বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে। যে সমস্ত সহরে শুক্রবার ঈদের জন্য অফিসাদি বন্ধ থাকিবে তথায় ৮ই জানুয়ারী টাকা জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ২৭শে ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২২৮ কোটী ৫৮ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে ইহার পরিমাণ ছিল ২২৫ কোটী ৩৯ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহ গবর্ণমেণ্টকে ১২ লক্ষ টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছিল। এ সপ্তাহে ৯ লক্ষ টাকা ভারত সরকারকে সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ছিল ৫৫ কোটী ৯৭ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা; এ সপ্তাহে ইহার পরিমাণ ৫৭ কোটী ১৫ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও ভারত গবর্ণমেণ্টের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে মোট ৬০ কোটি ৪২ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা আমানত ছিল। এ সপ্তাহে এই আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মোট ৫৮ কোটী, ৫২ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা।

১৯৪০ সালে টাকা ও পাউণ্ডের বিনিময় হার সকল সময়েই স্থির ছিল। টাকার বিনিময় মূল্য গড়ে ১ শিলিং ৫$\frac{৩১}{৩২}$ পেনীতেই নির্দ্দিষ্ট ছিল বলা যায়।

অদ্য বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ আছেঃ—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫$\frac{৩১}{৩২}$ পে
ঐ দর্শনী	”	১ শি ৫$\frac{৩১}{৩২}$ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ টাকায়)	৩৩২৸০
ইয়েন	(প্রতি ১০০ টাকায়)	৮৭।০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৩রা জানুয়ারী ১৯৪০

বড়দিন এবং নববর্ষের ছুটির পর বিগত ২রা জানুয়ারী বৃহস্পতিবার কলিকাতার শেয়ার বাজার খুলিয়াছে। ছুটীর পর শেয়ার বাজারে কর্ম্ম-তৎপরতা বৃদ্ধি পাইবে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ারের মূল্যেও উন্নতি ঘটিবে আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সপ্তাহে শেয়ার বাজারের কাজকর্ম্মের পরিমাণ এবং বাজারের ভাবগতিক পর্য্যালোচনায় এই আশা শীঘ্র ফলবতী হওয়ার সম্ভাবনা নাই বলা যাইতে পারে। বাজার খোলার পর পূর্ব্ব উৎসাহের কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। রাষ্ট্রপতি আজাদের গ্রেপ্তারের সংবাদে শেয়ার বাজারে নিরুৎসাহভাব আরও বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য সপ্তাহে বিকিকিনির পরিমাণ খুবই কম হইয়াছে। কেহই নূতন করিয়া ঝুঁকি নিতে উৎসাহ বোধ করিতেছে না। মাত্র দুইদিনের কার্য্যাবলী বিবেচনা করিয়া উপরোক্ত মন্তব্য করা যাইতেছে। ভবিষ্যতে অনুকূল ঘটনার সমাবেশ হইলে হয়ত শেয়ার বাজারে পুনরায় কর্ম্মব্যস্ততা প্রত্যাগমন করিতে পারে।

কোম্পাীর কাগজ

কোম্পানীর কাগজে অবনতি দেখা যায় নাই। মূল্যের হার পূর্ব্বস্তরে বিদ্যমান আছে মোটামোটি বলা যায়। শতকরা ৩৷৷০ আনা সুদের কোম্পা-নীর কাগজ ৯৪৴০ আনা পর্য্যন্ত দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। শতকরা ৩৲ টাকা সুদের কাগজ ৮০৸০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে পরিশোধনীয় ঋণ সমূহের শতকরা ২৸০ আনা সুদের ১৯৪৮-৫২ ঋণ ৯৬৷৴০ আনা, ৩৷৷০ আনা সুদের ১৯৪৭-৫০ ঋণ ১০২৵০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ১৯৬৩-৬৫ ঋণ ৯৩৴০ আনা, ৪৲ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ ঋণ ১০৭৷৴০ আনা, এবং ৫৲ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ ঋণ ১১২৴০ আনায় কারবার হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্ক শেয়ারের মূল্যে কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই। এই বিভাগে ১০৪৷৷০ আনা দরে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শেয়ারের একটী মাত্র কারবার সংঘটিত হইয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লাখনির শেয়ারে আলোচ্য সপ্তাহে কতকগুলি অবনতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। বেঙ্গল কোল কম্পানীর ১৯৪০ সালের অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত যে সাম্মায়িক কার্য্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বাজারে উৎসাহ সৃষ্টি করে নাই। লভ্যাংশ এবং বোনাস শেয়ার প্রতি ১২৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে। উক্ত কোম্পানীর শেয়ারের মূল্যে অবশ্য বিশেষ অবনতি ঘটে নাই। ইহা ৩৭২৲ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। ভালগোরা ৫৲ টাকা, দেওলী ৯৷০ আনা, এবং সামলা ১৸৵০ আনায় হস্তান্তর হইয়াছে।

চটকল

চটকল বিভাগেও আলোচ্য সপ্তাহে কাজকর্ম্মের পরিমাণ মোটেই উল্লেখযোগ্য হয় নাই। আগড়পাড়া ২৫৷৴০ আনা, বেলভেডিয়ার ৩৭০৲ টাকা, হুকুমচাঁদ ৮৷০ আনা, হাওড়া ৫০৷৴০ আনা, কামারহাটী ৪৬৩৲ টাকা এবং নিউ সেণ্ট্রাল ২৯২৲ দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে মন্দার ভাব পরিস্ফুট ছিল। ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৩২৷০ আনা এবং ষ্টিল কর্পোরেশন ২০৷৵০ আনায় নামিয়া আসিয়াছে। বার্ণ এণ্ড কোং ৩৮০৲ টাকায় স্থির ছিল। হুকুমচাঁদ ইলেকট্রিক ১০৸৴০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান ষ্টাণ্ডার্ড ওয়াগণ ৬৩৷৷৬ আনায় উন্নীত হইতে দেখা গিয়াছে।

বিবিধ

বিবিধ কোম্পানী সমূহের মধ্যে আলোচ্য সপ্তাহে চিনির কলের শেয়ারের কোনরূপ চাহিদা ছিলনা। বলা চলে। চা-বাগান বিভাগে ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ সন্তোষজনক হইলেও মূল্যের দিক দিয়া মোটেই উন্নতি ঘটে নাই। বিশ্বনাথ ২৫৷৷০ আনা, হান্তাবাড়ী ৩২১৲ টাকা, হলদীবাড়ী ২১৷০ আনা রাজনগর ৭৲ টাকা এবং তেংপানি ১৬৷৷৵০ আনার উর্দ্ধে উঠে নাই।

কাগজের কলের শেয়ারের মূল্য স্থির ছিল। বেঙ্গল পেপার ১২২৷৷০ আনা, ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ১৪৫৷৷০ আনা এবং টিটাগর (অর্ডি) ১৮৲ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। মহীশূর পেপার মিলের বার্ষিক সাধারণ সভায় চেয়ারম্যানের উৎসাহজনক মন্তব্য প্রকাশিত হওয়ার ফলে ইহার শেয়ারের মূল্য ১৩৷৵০ আনায় উন্নীত হইয়াছে। ডালমিয়া সিমেণ্ট "অর্ডি" এবং ডেফার্ড" যথাক্রমে ৯২৸০ আনা এবং ৩৷০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

নিম্নে কলিকাতার শেয়ার বাজারের বিকিকিনির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া গেল :

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ—২রা জানুয়ারী ৮০৷৷৴০, ৮০৷৷০, ৮০৷৷৵০ ৮১৲, ৮০৸৴০, ৮০৸০।

২৸০ সুদের ঋণ (১৯৪৮-৫২) ২রা—৯৬৷৴০, ৯৬৷৴০।

৩৲ সুদের নূতন ঋণ (১৯৪১) ২রা—৯৩৴০

৩৷৷০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২রা—জানুয়ারী ৯৪৴০, ৯৪৵০, ৯৩৸৴০ ৯৩৲, ৯৪৴০, ৯৪৲ ; ৩রা—৯৪৴০, ৯৪৲।

৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ২রা—১০৭৷৴০, ১০৭৷৷০, ১০৭৷৵০, ১০৭৷৴০।

৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ২রা—১১২৷৵০, ১১২৵০।

৩৲ সুদের আসাম ঋণ (১৯৪২) ৯৪৷০।

৩৲ সুদের নূতন ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ৩রা—৯৩৴০।

৩৷৷০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৩রা—১০১৸৵০।

ব্যাঙ্ক

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক—২রা জানুয়ারী ১০৫৲, ১০৬৲, ১০৫৷৷০. ১০৪৸০, ১০৫৷৷০। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক—৩রা ৪০৷০। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক—৩রা (কণ্টি) ৩৯০৲।

কাপড়ের কল

বেঙ্গল নাগপুর—২রা জানুয়ারী ১১৸০ ; ডানবার—২রা ১৮০৲, ১৮৮৲ ১৮৭৲ ; ৩রা (অর্ডি) ১৮৮৲ ; এলগিন মিলস—২রা (অর্ডি) ১৬৸৶০ ১৭৷৷/০, ১৭৷০ ; কেশোরাম—২রা (অর্ডি) ৫৷৷০, ৫৸৵০, ৫৸/০. ৫৸৶০ ৬৶০, ৩রা—৬৲, ৬৷০, ৬৵০। নিউ ভিক্টোরিয়া—২রা (অর্ডি) ১৷৷৵০ ১৷৷/০, ১৷৷৶০, ১৸০।

কয়লার খনি

এ্যামালগামেটেড—২রা জানুয়ারী ২৭৷০ ; বেঙ্গল—২রা ৩৭৮৲, ৩৮০৲ ৩৭৩৲, ৩৭২৲ ; ভালগোরা—২রা ৪৸০, ৫৲ ; ভুলান বাড়ী—২রা ১২৸০ ১২৸৵০ ; সেণ্টাল কার্কেন্দ—২রা (প্রেফ) ১০৮৲ ; দেউলী—২রা ৯৲ ৯৷০ ; সুসিক ও মুগ্নিয়া—২রা ৪৷৷/, ৪৸/০ ; খোসকাজোরা—২রা ৮৸০ ৮৸৵০, ৯৲ ৯৵০ ; অণ্ডাল—২রা ১০৷৷/০, ১০৷৷৵০ ; পরাসিয়া—২রা ১৷/০ ১৵০ ; সামলা—২রা ১৸/০, ১৸৵০ ; নর্থ দামুদা—৩রা ৫৷৵০ ৫৷৷৵০।

পাটকল

আগরপাড়া—২রা জানুয়ারী ২৫৵০, ২৫৷৶০ (প্রেফ) ১৫৩৲, ১৫৪৲ বেঙ্গল জুট—২রা (প্রেফ) ১০৬৲, ১০৬৷৷০, ১০৭৷৷০ ; বালী—২রা [প্রেফ] ১৬০৲. ১৬১৲ ; বেলভেডিয়ার—২রা ৩৭০৲ ; বিরলা—২রা [প্রেফ] ১২৮৲, ১২৯৲। এম্পায়ার—২রা [প্রেফ] ১৫৫৲। গৌরীপুর—২রা [প্রেফ] ১৫২৷৷০। হাওড়া—২রা ৫০৶, ৫০৷৷৶০; ৫০৷০। হুকুমচাঁদ—২রা ৮৶০, ৮৷০, ৮৵০, [প্রেফ] ১০২৲, ১০৩৷৷০। কামারহাটি—২রা ৪৬২৲ ৪৬৩৲। ল্যান্সডাউন—২রা [প্রেফ] ১৩০৲, ১৩৩৷৷০, ১৩৪৲। নস্কর-পাড়া—২রা ১৬/০। নিউ সেণ্ট্রাল—২রা ২৯২৲। প্রেসিডেন্সী—২রা ৪৸৵০। ডালহৌসী—৩রা [প্রেফ] ১৬৭৲, ১৬৮৲।

খনি

বার্মা কর্পোরেশন—২রা জানুয়ারী ৫৷৷০ ৫৸০ ৫৷৶০। কনসোলিডেটেড টিন—২রা ২৸৶০। ইণ্ডিয়ান কপার ২রা—২৷/০ ২৷৶০ ২৷৵০ ২৷/০।

সিমেণ্ট

ডালমিয়া সিমেণ্ট—২রা জানুয়ারী (অর্ডি) ১২৷৵০ ১২৸০ ১২৷৷৶০ ১২৸৶০ ১২৸০ ১৩৲ ; (ডেফ) ৩৶০ ৩৷৶০ ৩৷০ (প্রেফ) ১০৯৲ ; ৩রা—(অর্ডি) ১২৷৷০।

কেমিক্যাল

আলকালি এণ্ড কেমিক্যাল—২রা জানুয়ারী ১৫৩৲ ১৫৪৷৷০ ১৫৫৷৷০।

ইলেকট্রিক ও টেলিফোন

বেনারেস ইলেকট্রিক—২রা জানুয়ারী ১৩৸০ ১৪৲। জব্বলপুর ইলেকট্রিক—২রা ১৪৷০ ১৪৷৷০। সাহাজানপুর ইলেকট্রিক—২রা ৫৷/০। আপার যমুনা ইলেকট্রিক—২রা ১০৸০।

ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী

বার্ণ এ্যাণ্ড কোং—২রা জানুয়ারী (অর্ডি) ৩৮২৲ ৩৮৭৲ ৩৮৩৲ ৩৮৫৲। হুকুমচাঁদ ষ্টীল—২রা (অর্ডি) ১০৷৷০ ১০৷৷/০ ১০৸/০ (ডেফ) ২৸/০ ২৸০। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল—২রা ৩২৷/০ ৩২৸০ ৩২৷৶০ ৩২৷/০ ৩২৸/০ ৩২৸০ ৩২৷৵। ইণ্ডিয়ান ম্যালিয়েবল কাষ্টিং—২রা (ডেফ) ২৷৶০ ২৷৷/০ ২৷৷০ ; ৩রা—(ডেফ) ২৷৷৵০। কুমারধুবি ইঞ্জিনিয়ারিং—২রা (প্রেফ) ১২৩৲ ১২৪৲। মার্শালস্—২রা ২/০ ২৶০ ২৲ ২৵০। ন্যাশনাল আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল—২রা ৬৷০। ষ্টীল কর্পোরেশন—২রা (অর্ডি) ২০৷৵০ ২০৷৷/০ ২০৷৶০ ২০৸০ ২০৷৷৵০ ২০৸৵০ ২০৸৶০ ২১৲ ২০৷৷০ (প্রেফ) ১১৮৲ ১১৬৲ ১১৭৲।

চিনির কল

কেরু এ্যাণ্ড কোং—২রা জানুয়ারী (অর্ডি) ৯৷৷০ ৯৸০ ; মুরীক্রয়ারী—৩রা—১২৸০। সাউথ বিহার সুগার—৩রা (অর্ডি) ১৫৲ ; (ডেফ) ৫৲।

চাবাগান

বেতেলী—২রা জানুয়ারী ৪৸০ ৪৸৵০ ; বেতজান—২রা ২৪৷৷০ ২৪৸০ ; বিশ্বনাথ—২রা জানুয়ারী ২৫৷০ ২৫৷৷০ ; দফলাগড়—২রা ১৪৲ ; গোহপুর—২রা ৭৷০ ৭৷৷০ ; হান্টাপাড়া—২রা ৩২০ ৩২১৲। হলদিবাড়ী—২রা ২১৷০ ২১৷৷০। জুটলী বাড়ী—২রা ১৫৵০ ১৫৷৵০। মহীমা—২রা ৮৷৵০ ৮৷৷৵০। মুরফুলানী—২রা ৩৷৷৶০ ৩৸/০ ৩৸৶০। ফাসকাওয়া—২রা ৯৯৲ ১০০৲। রাজনগর—২রা ৬৸০ ৭৲। সিয়াজুলী—২রা ২২৲ ২২৷৷০। টেঙ্গাপানী—২রা কিলকট—৩রা ৪৩৸০ ৪৪৲।

বিবিধ

বি, আই কর্পোরেশন—২রা জানুয়ারী (অর্ডি) ৪৸০ ৪৸৵০ ৪৸/০ ৪৸৶০ ৩রা—৪৸০ ৪৸৵০। ওয়ালফোর্ড ট্রানস্পোর্ট—৩রা ৸০। ক্যালকাটা আইস—২রা ৪৸৵০ ৪৸৶০ ; ৩রা—৫/০। ক্যালকাটা সেফ ডিপোজিট—২রা ৬৸৵০ ৭৵০। ন্যাশনাল সেফ ডিপজিট—২রা ৸৵০। পাব্লিসিটী সোসাইটি—২রা ৬৵০ ৬৷৵০। রোটাস ইণ্ডাষ্টীজ—২রা (প্রেফ) ১৪৩৲ ২৪৪৲। ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প—২রা ১৪৪৷৷০ ১৪৫৷৷০। মহীশূর পেপার—২রা ১২৸৶০ ১৩৶০ ১৩৷০ ১৩৵০ ১৩৷৵০ ; ৩রা—১২৸৶০ ১৩/০ ১৩৲ ১৩৷০। ওরিয়েণ্ট পেপার—২রা ৯৵০ ৯৷৵০ ; শ্রীগোপাল পেপার—২রা (প্রেফ) ৯৮৲ ৯৯৲ ; টীটাগড় পেপার (অর্ডি) ১৮৲ ; বরুয়া টীম্বার—২রা ১৫৲ ;

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৪ঠা ডিসেম্বর

আর্থিক জগতের পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যায় পাটের বাজারের বিবরণ প্রকাশিত হইবার পর দুই সপ্তাহকাল অতিবাহিত হইয়াছে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে বাজারের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। বাঙ্গলা সরকারের সহিত চটকল সমিতির যে চুক্তি হইয়াছে তদনুসারে আগামী ১৫ই জানুয়ারী তারিখের মধ্যে চটকলসমূহের মোটমাট ১৫লক্ষ বেল পাট ক্রয় করিবার কথা। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত চটকলসমূহ ৮ লক্ষ বেলের বেশী পাট ক্রয় করে নাই। বর্ত্তমান সময়ে বিদেশ হইতে পাট বা চটের কোন চাহিদাই দেখা যাইতেছে না। এদিকে বাজারে গুজব রটিয়াছিল যে গবর্ণমেণ্ট অনেক পরিমাণে চট ক্রয় করিবেন। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত এই আশা ফলবতী হয় নাই। এজন্য চটকলসমূহ পাট ক্রয়ে তেমন মনোযোগ দিতেছে না। কারণ থলে ও চটের উপযুক্তরূপ অর্ডার না পাইলে উহারা আর পাট ক্রয় করিয়া মজুদ পাটের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে প্রস্তুত নহে। বাঙ্গলা সরকার ইতিপূর্ব্বে তাঁহাদের বিবৃতিতে জানাইয়াছিলেন যে পাটকলসমূহ যদি চুক্তিমত নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পাট ক্রয় করিতে অসমর্থ হয় তাহা হইলে তাঁহারা নিজের দায়িত্বে পাট ক্রয় করিয়া চুক্তির সর্ত্ত পূরণ করিবেন। কিন্তু পাটকলসমূহ এখন পর্য্যন্ত উপযুক্তরূপ পাট ক্রয়ে আগ্রহ দেখাইতেছে না। এখন বাঙ্গলা সরকার কি করিবেন তাহা লইয়া বাজারে জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। ইতিমধ্যে বাঙ্গলা সরকার মফঃস্বলে পাটচাষীর মধ্যে এইরূপ প্রচারকার্য্য করিয়াছেন যে নির্দ্দিষ্টরূপ মূল্য না পাইলে পাটচাষীর পক্ষে পাট বিক্রয় করা উচিত হইবে না। উহার ফলে অনেক কৃষক পাট বিক্রয়ে তেমন আগ্রহ দেখাইতেছে না।

কিন্তু উহার শেষ পরিণতি কি দাঁড়াইবে এবং শেষ পর্য্যন্ত কৃষক তাহার হস্তস্থিত পাট নির্দ্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবে কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়।

বড়দিনের ছুটীর সময়ে বিদেশ হইতে পাট ক্রয়ের ব্যাপারে কোন সাড়াই পাওয়া যায় নাই। এজন্য ফাট্‌কা বাজারের দর কিছু কমিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তৈয়ারী মালের দরও হ্রাস পায়। এই সময়ে ফাটকা বাজারে বিভিন্ন তারিখের দর নিম্নে দেওয়া হইল :—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
২০শে ডিসেম্বর	৩৯৸০	৩৯৷৵০	৩৯৷৵০
২১শে ,,	৩৯৸৵০	৩৯৷৵০	৩৯৷০
২৩শে ,,	৪০৲	৩৯৷৵০	৩৯৸০
২৭শে ,,	৪০৷০	৩৯৷৶০	৪০৷০
২৯শে ,,	৪০৷৵০	৪০৷০	৪০৷৵০
৩০শে ,,	৪০৷৵০	৪০৲	৪০৲
২রা জানুয়ারী	৩৯৷৶০	৩৯৵০	৩৯৷৵০

এই সময়ে আলগা পাটের বাজারে খুব সামান্যই কাজ হইয়াছে। গত সপ্তাহে ইণ্ডিয়ান জাত মিডল এবং বটম শ্রেণীর পাট কিছু কিছু বিক্রয় হইয়াছে।

গত ২৩শে নবেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা ও উহার নিকটবর্ত্তী চটকলসমূহে মোট ২ লক্ষ ২৭ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছে। গত বৎসর এই সপ্তাহে ৪ লক্ষ ৬৩ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছিল।

থলে ও চট

কাঁচা পাটের বাজারে মন্দার দরুণ গত দুই সপ্তাহের মধ্যে থলে ও চটের দরেও কিছু মন্দা দেখা দিয়াছে; উক্ত সময়ের মাঝামাঝি সময়ে দর সামান্য কিছু চড়িবার লক্ষণ দেখা দিয়াছিল, কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় নাই। ৯ পোর্টার হেডি চট এখন ১২৸৵০ আনা এবং ১১ পোর্টার হেডি চট ১৬৷৶০ দরে বিক্রয় হইতেছে। গত ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে চটকল সমূহের হাতে মোট কি পরিমাণ থলে ও চট মজুদ ছিল তাহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। বাজারে ক্রেতা বিক্রেতা উভয়েই উহার সাপক্ষে বিকিকিনিতে তেমনভাবে অগ্রসর হইতেছে না।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ৩রা জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্কের চাহিদা থাকায় সোনার বাজারে একটু উন্নতি ঘটিয়াছে। প্রতি ভরির দর ৪১৸৵০ আনা হইতে ৪২৲ টাকায় উঠিয়াছিল। অদ্য বোম্বাইয়ের সকল বাজারই বন্ধ ছিল। অদ্যকার কলিকাতার দর ছিল প্রতি ভরি ৪১৸০ আনা। লণ্ডনের বাজারেও সোনার দর প্রতি আউন্স ১৬৮ শিলিংএ অপরিবর্ত্তিত আছে।

রূপা

নববর্ষ এবং বড়দিনের ছুটির পূর্ব্বে রূপার মূল্যে কতকটা অবনতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ইতিমধ্যে কলিকাতা হইতে প্রায় এক হাজার সংখ্যক রূপার বার স্থানান্তরিত হওয়ায় কলিকাতার বাজারে রৌপ্যের দাম বৃদ্ধি পায় এবং গত ১লা জানুয়ারী তারিখে প্রতি ১০০ ভরির মূল্য ৬২৸৵০ আনায় পৌঁছিয়াছিল। কলিকাতার মজুদ রৌপ্যের পরিমাণ বর্ত্তমানে প্রায় ২ হাজার বার। দৈনিক কাটতির পরিমাণ গড়ে ২০ বার।

আলোচ্য সপ্তাহে লণ্ডনের রূপার বাজারেও স্থিরতা বজায় ছিল। প্রতি আউন্স স্পট রূপার মূল্য ২রা জানুয়ারী তারিখে ২২২৷ পেন্সী হইতে ২৩৲৷ পেন্সীতে দাঁড়ায়। অদ্যকার লণ্ডনের দর ২৩৲ পেন্সী।

অদ্যকার কলিকাতার দর প্রতি ১০০ ভরি ৬২।৵০ আনা এবং ঐ খুচরা দর ৬২৷৵০।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৩রা জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ে তুলার বাজারে সম্পূর্ণ নিরুৎসাহের ভাব বলবৎ ছিল। বিদেশের তুলার বাজারের চড়া সংবাদও বোম্বাইয়ের তুলা ব্যবসায়ীগণের মধ্যে কোন উৎসাহ সঞ্চার করিতে সমর্থ হয় নাই। উল্লেখযোগ্য কারবারের অভাবে এবং ইতিমধ্যে দীর্ঘদিন ছুটী যাইবার জন্য বাজারের উন্নতি আরও ব্যাহত হইয়াছে। বর্ত্তমানে তুলার আমদানী বৃদ্ধি পাওয়াতে এবং পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় এবার তুলা ফসল অধিক উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনায় বাজারে উহা প্রতিক্রিয়া দেখা দিতেছে। জুলাই-আগষ্ট মাসের ডেলিভারী দিবার সর্ত্তে কারবার সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে। এই সকল কারবার সম্পর্কে যে দর দেওয়া হইতেছে তাহা এপ্রিল-মের দর অপেক্ষা ৬৲ টাকা অধিক বলিয়া জানা যায়। বর্ত্তমান সপ্তাহের একমাত্র উল্লেখযোগ্য সংবাদ এই যে, জাপানী রপ্তানীকারকগণ ওমরা শ্রেণীর তুলা খুব আগ্রহের সহিত ক্রয় করিতেছে। আলোচ্য সপ্তাহে বোরোচ এপ্রিল-মে ১৮১৷ আনায় বাজার বন্ধ হয়। ওমরা ডিসেম্বর-জানুয়ারী ১৫২ টাকায় এবং বেঙ্গল ডিসেম্বর-জানুয়ারী ১২৬৷০ আনায় বাজার বন্ধ হয়।

কাপড়

বড়দিন এবং নববর্ষের ছুটীর মধ্যে স্থানীয় কাপড়ের বাজার কম বেশী অপরিবর্ত্তিতই ছিল। বাজারে কারবারের পরিমাণও খুব অল্প বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কতিপয় দেশী কাপড়ের কল বর্দ্ধিত মূল্যে আশানুরূপ অগ্রিম কারবার সম্পন্ন করিতে সক্ষম হয়। বোম্বাই এবং আমেদাবাদের বাজার চড়া গিয়াছে। ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহ গবর্ণমেণ্টের অর্ডার লাভ করাতে উহাদের বাজারে কাপড় বিক্রয়ের প্রতি তেমন আগ্রহ নাই। বিদেশের বাজারে বিশেষভাবে আফ্রিকার বাজারে ভারতীয় কাপড়ের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। বাঙ্গলা দেশের কাপড়ের কল সমূহেও আশানুরূপ কাজ চলিতেছে। কাপড়ের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদার ফলে উহারা বর্ত্তমানে পূর্ব্বের মজুদ মাল কাটতি করিবার সমূহ সুযোগ লাভ করিয়াছে। গত দুই তিন মাস যাবত জাপানী কাপড়ের আমদানীর পরিমাণ খুব বেশী পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। প্রকাশ জাপানী রপ্তানীকারগণ যে দর দিতেছে তাহা কলিকাতায় প্রচলিত দরের সহিত ৫।৬ টাকা তারতম্য মূলক বলিয়া প্রতীয়মাণ হয়। কলিকাতার বাজারে জাপানী সৌখীন জিনিষের ক্রমবর্দ্ধমান অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। সম্প্রতি কোরা ধুতি সম্পর্কে অল্প পরিমাণ কারবার হইয়াছে মাত্র। সাদা এবং ছাপা কাপড়েরও সামান্য পরিমাণ কারবার হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ল্যাঙ্কাসায়ারের কাপড়ের বাজারের কোন প্রকার উল্লেখযোগ্য সংবাদ নাই।

ধান ও চাউলের বাজার

কলিকাতা, ৩রা জানুয়ারী

কলিকাতার বাজার—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় ধান ও চাউলের বাজার চড়া গিয়াছে। বিভিন্ন প্রকার প্রতি মণ ধান ও চাউলের নিম্নরূপ দর গিয়াছে।

ধান্য—গোসাবা ২৩ নং পাটনাই (নূতন) ৩৸০; রূপশাল (নূতন) ৩৸০-৩৸৬ পাই; দাদশাল ৩৷৵০-৩৸০ আনা; মাঝারি পাটনাই ৩৷৵০-৩৷৶০ আনা; পুরা পাটনাই ৩৵৬ পাই হইতে ৩।০ আনা; সাধারণ পাটনাই ৩৬ পাই হইতে ৩।৶ পাই।

চাউল—গোসাবা ২৩নং পাটনাই ৫।৶০; রূপশাল (কলছাঁটা) ৫৸৵০; কাটারীভোগ (ঢেঁকি) ৬৸০; জটাবাশফুল ৫৸৵০; দাদখানি ৫৸০; রূপশাল (ঢেঁকি) ৫।৶০।

১৯৪০ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ২৩শে নবেম্বর পর্য্যন্ত কলিকাতা বন্দরে জল ও স্থল পথে মোট ৩ লক্ষ ৬৯ হাজার ৩৭০ টন চাউল আমদানী হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর উহার পরিমাণ ৫ লক্ষ ৪৯ হাজার ১৮০ টন ছিল।

চিনির বাজার

কলিকাতা, ৪ঠা জানুয়ারী

আলোচ্য সময়ে স্থানীয় চিনির বাজারের উন্নতি সম্পূর্ণভাবে বজায় ছিল। চলতি বাজারে চিনির মূল্য মণ প্রতি ছয় আনা হইতে আট আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। স্থানীয় বাজারে চিনির মজুদ পরিমাণ অল্প বলিয়া প্রতীয়মান হওয়ায় চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। অতি শীঘ্র ডেলিভারীযোগ্য চিনি সম্পর্কেই এইরূপ চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া জানা যায়। যে সকল আড়তদারের মজুদ চিনি রহিয়াছে তাহাদের পক্ষে বর্ত্তমান বাজারের অবস্থা সম্পূর্ণ লাভজনক দাঁড়াইয়াছে।

৩য় বর্ষ, ২য় খণ্ড | কলিকাতা, ১৩ই জানুয়ারী, সোমবার ১৯৪১ | ৩৪শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

সত্যেন্দ্র নাথের পদত্যাগ

সুদীর্ঘ বিশ বৎসরকাল নিষ্ঠার সহিত আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকরূপে সেবা করার পর বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ঐ পত্রিকার সহিত সমস্ত সংশ্রব ছিন্ন করিলেন। আমরা আনন্দবাজারের সূত্রপাত হইতেই সত্যেন্দ্রনাথের সহকর্ম্মীরূপে উহাতে যোগদান করিয়াছিলাম এবং সুদীর্ঘ ১৭ বৎসরকাল ধরিয়া নিতান্ত নগণ্য অবস্থা হইতে কি ভাবে আনন্দবাজারের অভূতপূর্ব্ব উন্নতি হইল তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলাম। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা হইতে একথা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে আনন্দবাজারের বর্ত্তমান জনপ্রিয়তা ও সমৃদ্ধির জন্য সত্যেন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ লেখনী বহুলাংশে দায়ী। নিতান্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় যে—যে পত্রিকাকে সত্যেন্দ্রনাথ প্রাণ দিয়া সেবা করিয়া উহাকে উন্নতির পথে এতদূর অগ্রসর করিয়াছিলেন আজ বার্দ্ধক্যের সীমায় পৌছিয়া তিনি উহার সংশ্রব ছিন্ন করিতে বাধ্য হইলেন।

সত্যেন্দ্র নাথের অপরাধ এই যে তিনি শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসুর রাজনীতিক কার্য্যকলাপ অন্ধের ন্যায় সমর্থন করিতে পারেন নাই। আনন্দবাজারের পরিচালক শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র মজুমদার বর্ত্তমানে বসু ভ্রাতৃদ্বয়ের কুক্ষিগত। সত্যেন্দ্র নাথের দ্বারা কংগ্রেস দ্রোহিতা—তথা দেশদ্রোহিতা সমর্থন করাইবার জন্য ইনি চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ দেশদ্রোহিতার কাছে আত্মবিক্রয় করিতে রাজী হন নাই। এজন্য প্রতি পদে তাঁহাকে এমন ভাবে অপমানিত ও উপেক্ষিত করা হইতেছিল যে শেষ পর্য্যন্ত সত্যেন্দ্র নাথ আনন্দবাজার পরিত্যাগ করিয়া আত্মসম্মান অক্ষুন্ন রাখিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার পদত্যাগের দ্বারা কেবল যে সাংবাদিকের মর্য্যাদাই অক্ষুন্ন রাখিলেন এরূপ নহে—বাঙ্গলায় বর্ত্তমানে স্বার্থপর ও সুবিধাবাদী রাজনীতির যে তাণ্ডব চলিতেছে তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তাঁহার পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় জীবনে আনন্দবাজারের প্রভাব প্রতিপত্তির বিলোপ সাধনের পথও প্রশস্ত হইল। সুদীর্ঘ বিশ বৎসরকাল ধরিয়া আনন্দবাজারের মারফতে জাতির মর্ম্মবেদনার রূপ দিয়া তিনি দেশের যে সেবা করিয়াছেন আজ আত্মবিক্রীত আনন্দবাজারের সংশ্রব ত্যাগ করিয়া তিনি উহা অপেক্ষা বড়রকম দেশহিতৈষণার পরিচয় দিলেন। সত্যেন্দ্র নাথের জয় হউক।

বস্ত্র রপ্তানী ও বাঙ্গলা

ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহ এক সময়ে চীনের বাজারে কোটি কোটী টাকা মূল্যের সূতা সরবরাহ করিত। কিন্তু বস্ত্রশিল্পে জাপানের উদ্ভব এবং ভারত সরকার কর্ত্তৃক ভারতীয় টাকার বাট্টার হার ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের প্রতিকূলে নিয়ন্ত্রণ করার দরুণ চীনের বাজারে ভারতীয় সূতার রপ্তানী বন্ধ হইয়া যায়। বর্ত্তমানে যুদ্ধের ফলে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলি বিদেশে বস্ত্র ও সূতা রপ্তানীর বিশেষ সুযোগ পাইয়াছে। চলতি বৎসরের প্রথম আট মাসে গত বৎসরের এই আট মাসের তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে বস্ত্র ও সূতার রপ্তানী ৪ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। উহার মধ্যে সূতার রপ্তানী ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা এবং বস্ত্রের রপ্তানী ২ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে বর্ত্তমানে বিদেশে যে বস্ত্র ও সূতা রপ্তানী হয় ব্রহ্মদেশই তাহার সবচেয়ে বড় ক্রেতা।

গত ১৯৩৯-৪০ সালে এদেশ হইতে যে ৩ কোটি ৬৯ লক্ষ পাউণ্ড সূতা বিদেশে রপ্তানী হয় তাহার মধ্যে ব্রহ্মদেশেই ১ কোটি ৫২ লক্ষ পাউণ্ড সূতা রপ্তানী হইয়াছিল। এই বৎসরে ভারতবর্ষ হইতে মোট ৭ কোটি ৯৮ লক্ষ গজ কোরা কাপড় বিদেশে রপ্তানী হয় এবং তাহার মধ্যে ব্রহ্মদেশেই রপ্তানী হয় ৫ কোটি ২৯ লক্ষ গজ। রঙ্গীন ও ছাপা কাপড়ের দফায় মোট রপ্তানী ১২ কোটি ৮০লক্ষ গজের মধ্যে ব্রহ্মদেশ এই বৎসরে ৫ কোটি ৩৯ লক্ষ গজ কাপড় ক্রয় করে। সুতরাং ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানীকৃত বস্ত্র ও সূতার মধ্যে অর্দ্ধেক বস্ত্র ও সূতাই ব্রহ্মদেশে রপ্তানী হয়। দুঃখের বিষয় যে বাঙ্গলা দেশ ব্রহ্মদেশের সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইলেও বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলি এই সুযোগ বিন্দুমাত্র গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেছে না। বাঙ্গলা দেশে বর্ত্তমানে যে কাপড় ব্যবহৃত হয় তাহার মাত্র এক পঞ্চমাংশ বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলি সরবরাহ করে —একথা সত্য বটে। কিন্তু ব্রহ্মদেশে বস্ত্র ও সূতার রপ্তানী করিয়া যদি অধিকতর লাভ হয় তাহা হইলে বাঙ্গলার কাপড়ের কলের পরিচালকগণ কেবল দেশের অভ্যন্তরে চাহিদা মিটাইবার জন্যই ব্যগ্র থাকিবেন—উহার কোন অর্থ হয় না। ব্রহ্মদেশে বস্ত্র ও সূতার চাহিদার প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করিয়া এই চাহিদা মিটাইবার জন্য বাঙ্গলা দেশে কি কেহ এক বা একাধিক কাপড়ের কল স্থাপন করিতে পারেন না?

চিনির পরিস্থিতি ও বাঙ্গলা

বিহার ও সংযুক্তপ্রদেশে চিনি এবং ইক্ষুর নিম্নতম মূল্য সরকারী-ভাবে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি বন্দরসমূহে (Port markets) উক্ত দুই প্রদেশে উৎপন্ন চিনির বিক্রয়মূল্য সরকারী নির্দ্দেশের বহির্ভূত রাখা হইয়াছে। এই কারণে বাঙ্গলায় চিনির কলের মালিকগণ আশঙ্কা করিতেছেন যে বিহার ও সংযুক্তপ্রদেশের চিনির কলওয়ালাগণ কলিকাতার বাজারে অত্যন্ত কম মূল্যে চিনি বিক্রয় আরম্ভ করিবেন। তাঁহাদের এই আশঙ্কার আরও কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমতঃ ব্রহ্ম সরকারের আদেশক্রমে ব্রহ্মদেশে চিনির আমদানী নিষিদ্ধ হইয়াছে। বিহার ও সংযুক্তপ্রদেশ হইতে প্রতি বৎসর ব্রহ্মদেশে যে পরিমাণ চিনি রপ্তানী হইত তাহার একটা মোটা অংশ এবৎসর প্রধানতঃ কলিকাতার বাজারেই বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইবে। দ্বিতীয়তঃ গত বৎসরের মজুদ চিনি বিক্রয়ের সুবিধার জন্য ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ চিনি ও ইক্ষুর ন্যূনতম মূল্য সরকার নির্দ্ধারিত হার অপেক্ষা হ্রাস করিয়া দিবার যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন বিহার ও সংযুক্তপ্রদেশ সরকার তাহাতে সম্মত না হওয়ায় বিহার ও সংযুক্তপ্রদেশের মজুদ চিনি বিক্রয়ের সমস্যা আরও তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। ইহার ফলে কলিকাতা বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি বন্দরে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে চিনি বিক্রয় করার যে সুযোগ বিহার ও সংযুক্তপ্রদেশ সরকার প্রদান করিয়াছেন তাহা চিনির কলওয়ালাগণ পুরাপুরি সদ্ব্যবহার করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিবেন। এই সম্পর্কে বিগত ৯ই ডিসেম্বর তারিখে "অমৃতবাজার পত্রিকায়" মিঃ এম আর জয়পুরিয়া এক বিস্তৃত পত্রে বোম্বাই ও মাদ্রাজ বন্দরে মাত্র ৫।০ আনা মূল্যে চিনি বিক্রয় করিবার জন্য বিহার ও সংযুক্তপ্রদেশের চিনির কলওয়ালাগণকে উপদেশ দিয়াছেন। চিনির কলের মালিকগণ বর্ত্তমানে যে মতলব আঁটিতেছেন মিঃ জয়পুরিয়ার পত্রে তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

এই আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইলে বাঙ্গলাদেশে চিনি, গুড় এবং ইক্ষুর মূল্যও যে হ্রাস পাইবে তাহা একপ্রকার নিশ্চিত। মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে ৫।০ আনা বিক্রয়মূল্য হইলে বিহার ও সংযুক্তপ্রদেশ হইতে কলিকাতার অপেক্ষাকৃত কম দূরত্ব এবং রেলের মাশুল বিবেচনায় কলিকাতার বাজারে চিনির মূল্য যে আরও কম হইবে তাহা বলা বাহুল্য। ইহাতে বাঙ্গলার জনসাধারণ উপকৃত হইবে সন্দেহ নাই। বাঙ্গলায় যে কয়টি চিনির কল আছে তাহার অধিকাংশই অবাঙ্গালীর। এদিক দিয়াও বাঙ্গলার স্বার্থ বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আসল সমস্যা এই যে গুড় ও ইক্ষুর মূল্য হ্রাস পাইলে এই দুর্ব্বৎসরে বাঙ্গলার ইক্ষুচাষীর সমূহ বিপদ হইবে। পাট চাষ করিয়া কৃষক এবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ইক্ষুর মূল্যে উন্নতি না দেখিলে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনায় যে সমস্ত জমীতে পাটের পরিবর্ত্তে ইক্ষু চাষ হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহাও কার্য্যে পরিণত হইবেনা। বাঙ্গলায় বর্ত্তমান বৎসরে ইক্ষুর নিম্নতম মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত কিনা তদ্বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য কিছুকাল পূর্ব্বে বাঙ্গলা সরকার বঙ্গীয় শিল্পজরীপ কমিটীর উপর ভার দিয়াছিলেন এবং বিগত ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগে এই সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে শিল্পজরীপ কমিটী এবং বাঙ্গলা সরকারের নীরবতা দৃষ্টে মনে হয় নিম্নতম মূল্য নির্দ্ধারণের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হইয়াছে। আশাকরি বাঙ্গলা সরকার এবং শিল্পতদন্ত কমিটী উল্লিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

এই প্রসঙ্গে আমরা আর একটী বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। বিহার ও সংযুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেণ্ট বিভিন্ন বন্দরে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে চিনি বিক্রয়ের সম্মতি দিয়া ভারত শাসন আইনের ২৯৭ ধারার বিধান লঙ্ঘন করিয়াছেন মনে হয়। বাঙ্গলা সরকার এই বিষয়টি ভারত সরকারের গোচরীভূত করিতে পারেন।

আর্য্যস্থানের জয়যাত্রা

ইংরাজী নববর্ষের প্রারম্ভে আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স কোং কর্ত্তৃক চিত্তরঞ্জন এভেনিউস্থিত উহার নবগৃহে প্রবেশ বাঙ্গলার বীমা ব্যবসায়ে একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কিছুদিন পূর্ব্বে হিমালয় ইনসিওরেন্স কোম্পানীর সমস্ত চলতি বীমা এবং উহার দায় মিটাইবার পক্ষে উপযুক্ত পরিমাণ সম্পত্তি আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে স্থানান্তরিত হয়। উহার ফলে চিত্তরঞ্জন এভেনিউস্থিত হিমালয় ইনসিউরেন্স কোম্পানীর সুরম্য ভবনটী আর্য্যস্থানের সম্পত্তি হিসাবে আর্য্যস্থান বিল্ডিং নামে পরিবর্ত্তিত হইয়া উহার হেড অফিসে পরিণত হইয়াছে। হিমালয়ের সহিত যোগাযোগের ফলে বর্ত্তমানে প্রিমিয়াম বাবদ আর্য্যস্থানের বার্ষিক আয়ের পরিমাণ আড়াই লক্ষ টাকা, জীবনবীমা তহবিলের পরিমাণ আট লক্ষ টাকা এবং উহাতে চলতি বীমার পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকায় পরিণত হইল। চলতি বীমা, প্রিমিয়াম বাবদ আয় ইত্যাদির দিক হইতে আর্য্যস্থানকে এখন বাঙ্গালা পরিচালিত বীমা কোম্পানীর মধ্যে একটি বৃহদাকার বীমা কোম্পানী বলা যাইতে পারে।

আর্য্যস্থান মাত্র গত ১৯৩৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অল্প সময়ের মধ্যে উহা যে প্রকার উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহা বাস্তবিকই অত্যন্ত প্রশংসার কথা। এজন্য উহার সুযোগ্য ও সুপরিচিত ম্যানেজার মিঃ এস সি রায়ের কৃতিত্বই দায়ী। আমরা মিঃ রায়কে তাঁহার এই নূতনতম সাফল্যে অভিনন্দিত করিতেছি।

বোনাস্ বন্ধের প্রস্তাব

যুদ্ধের সময়ে যাহাতে কোন ভারতীয় বীমা কোম্পানীকে উহার লাভসহ পলিসিগ্রাহকগণকে বোনাস্ দিতে না হয় তদুদ্দেশ্যে আইন প্রণয়নের জন্য ইণ্ডিয়ান লাইফ অফিসেস্ এসোসিয়েশন যে তদ্বির তদারক করিতেছেন তৎসম্বন্ধে গত ১৬ই ডিসেম্বর তারিখের 'আর্থিক জগতে' আমাদের বক্তব্য উল্লেখ করিয়াছি। এই সম্বন্ধে বীমা বিষয়ক ইংরাজী সাপ্তাহিক 'ফিল্ডম্যান' উহার গত ১০ই জানুয়ারী তারিখের সংখ্যায় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। 'ফিল্ডম্যান' এই সম্বন্ধে কোন আইন প্রণয়নের প্রস্তাব সমর্থন না করিলেও এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে লাভসহ পলিসিগ্রাহক-

গণকে বোনাস্ প্রদান করার ব্যাপারে বীমা কোম্পানীসমূহের কোন আইনগত বাধ্য-বাধকতা নাই। এরূপ অবস্থায় বীমা কোম্পানীসমূহ নিজেরা মিলিয়া যদি একটী চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হন এবং যুদ্ধের সময়ে বোনাস্ প্রদান বন্ধ রাখেন তাহা হইলে লাইফ অফিসেস এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। দুঃখের বিষয় যে 'ফিল্ডম্যানের' এই প্রস্তাবের সহিত আমরা একমত হইতে পারিলাম না। লাভসহ পলিসি গ্রহণ করিয়া যে সমস্ত বীমাকারী অতিরিক্ত হারে প্রিমিয়াম দিয়া থাকেন তাহাদিগকে বোনাস্ দেওয়ার ব্যাপারে বীমা কোম্পানীসমূহের আইনগত কোন বাধ্য-বাধকতা নাই বটে—কিন্তু এই ব্যাপারে তাঁহাদের একটা নৈতিক দায়িত্ব রহিয়াছে। আমরা 'ফিল্ডম্যানের' সহিত একথা স্বীকার করি যে যুদ্ধের সময়ে বীমা কোম্পানীসমূহ যদি বোনাস দেওয়া বন্ধ করিয়া দেয় তাহা হইলে এই সময়ে বীমা কোম্পানীর মজুদ তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে এবং যুদ্ধের পরে বীমাকারীগণই উহার সুফল ভোগ করিবে। কিন্তু যুদ্ধাবসানে বীমা কোম্পানীর পরিচালকগণ যুদ্ধের সময়ে পলিসিগ্রাহকদের প্রাপ্য বোনাস যে পুরাপুরিভাবে প্রদান করিবেন তাহার নিশ্চয়তা কি? বিশেষতঃ যুদ্ধ বর্ত্তমান থাকা কালে যে সমস্ত পলিসিগ্রাহকের মৃত্যু অথবা বীমার মেয়াদ পূর্ণ হইবে নূতন ব্যবস্থায় তাহাদের কি ভাবে ক্ষতিপূরণ করা হইবে? এই সম্পর্কে 'ফিল্ডম্যান' পত্র যুদ্ধের সময়ে একটা মধ্যবর্ত্তী বোনাস ঘোষণা করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু যাহারা এই সময়ে বোনাস দেওয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দিবার কথা বলিতেছেন তাহারা যে মধ্যবর্ত্তী বোনাস দিতে রাজী হইবেন তাহার কি সম্ভাবনা আছে! মোটের উপর যুদ্ধের অজুহাতে বোনাস বন্ধের প্রস্তাব আমরা কিছুতেই সমর্থন করিতে পারিতেছি না। যুদ্ধের প্রতিকূল অবস্থার জন্য বীমাকারীগণ যদি কম হারে বোনাস পায় তাহাতে আপত্তির কোন কারণ নাই। বীমা কোম্পানীর ক্ষমতার অতিরিক্ত বোনাস পাওয়া পরিশেষে বীমাকারীর পক্ষেই অশেষ ক্ষতির কারণ হইয়া উঠে। কিন্তু যাহারা বরাবর বোনাসের আশায় অধিক হারে প্রিমিয়াম দিয়া আসিতেছে যুদ্ধের সময়ে তাহাদিগকে বা তাহাদের পোষ্যবর্গকে বোনাস হইতে বঞ্চিত করা নিতান্ত অবিচারমূলক কাজ হইবে।

ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের আট মাস

চলতি সরকারী বৎসরের এপ্রিল হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত ৫ মাস কাল ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের মাসিক রিপোর্ট প্রকাশ করিবার পর ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ উহার প্রকাশ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। সম্প্রতি উহারা সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নবেম্বর এই তিন মাসের রিপোর্ট একসঙ্গে প্রকাশ করিয়াছেন এবং উহার ফলে চলতি সরকারী বৎসরের প্রথম আট মাসে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের অবস্থা জানা গিয়াছে। উক্ত বিবরণ হইতে জানা গিয়াছে যে, গত সেপ্টেম্বর মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে ১২ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা, অক্টোবর মাসে ১২ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা এবং নবেম্বর মাসে ১২ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকার মালপত্র আমদানী হইয়াছে। পক্ষান্তরে এই তিন মাসে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে যথাক্রমে ১৬ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা, ১৫ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা এবং ১৬ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। গত জুলাই ও আগষ্ট মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে যথাক্রমে ১১ কোটি ৩৯ লক্ষ ও ১০ কোটি ১২ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র আমদানী হইয়াছিল এবং এবং দুই মাসে ভারতবর্ষ হইতে যথাক্রমে ১৪ কোটি ও ১৪ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। পরবর্ত্তী তিন মাসের হিসাব হইতে বুঝা যাইতেছে যে এই তিন মাসে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্যরূপ উন্নতি ঘটিয়াছে।

চলতি সরকারী বৎসরের প্রথম আট মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে মোট ১০৪ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকার মালপত্র আমদানী হইয়াছে এবং ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ১৩৪ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে। গত বৎসরের এই আট মাসের তুলনায় চলতি বৎসরে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানীর পরিমাণ ২৮ লক্ষ টাকা মাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে—কিন্তু রপ্তানীর পরিমাণ বাড়িয়াছে ৯ কোটি ২৪ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা। উহার মধ্যে তৈল, লৌহ ও ইস্পাত, কার্পাসবস্ত্র ও সুতা এবং পাটজাত থলে ও চটের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গত বৎসর আটমাসের তুলনায় চলতি বৎসরের আট মাসে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে তৈলের রপ্তানী ৮৩ লক্ষ টাকা, লৌহ ও ইস্পাতের রপ্তানী ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা, কার্পাস বস্ত্র ও সূতার রপ্তানী ৪ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা এবং পাটজাত থলে ও চটের রপ্তানী ৮ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বড়ই দুঃখের বিষয় যে বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানীর পরিমাণ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইলেও ভারতীয় কৃষক সমাজ উহাতে উপকৃত হইতেছে না। কারণ গত বৎসরের আট মাসের তুলনায় এবার আট মাসে কাঁচা চামড়ার রপ্তানী ৪৫ লক্ষ টাকা, খৈলের রপ্তানী ৮০ লক্ষ টাকা, বীজ শস্যের রপ্তানী ৪৪ লক্ষ টাকা, তুলার রপ্তানী ২ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা, পাটের রপ্তানী ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা এবং পশমের রপ্তানী ৯১ লক্ষ টাকা কমিয়া গিয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়ায় শিল্পের প্রসার

বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় নূতন সুযোগ সম্ভাবনা বুঝিয়া যে সব দেশ শিল্প প্রসারে বিশেষ অগ্রবর্ত্তী হইয়াছে অষ্ট্রেলিয়া তাহাদের অন্যতম। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত উক্তদেশে নূতন নূতন শিল্পের জন্য অগণিত কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং পূর্ব্বে এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে এ সম্বন্ধে আমরা উল্লেখ করিয়াছি। সম্প্রতি প্রকাশ ঐ শিল্পোন্নতির ধারা যাহাতে সুপরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হয় এবং দেশ যাহাতে উহাদ্বারা স্থায়ীভাবে উপকৃত হইতে পারে তজ্জন্য অষ্ট্রেলিয়ান টেরিফ বোর্ড অষ্ট্রেলিয়া সরকারকে একটি সুচিন্তিত কার্য্যনীতি অবলম্বনের পরামর্শ দিয়াছেন। উক্ত টেরিফ্ বোর্ড তাঁহাদের রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে দেশে একদিকে সামরিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য কতকগুলি বিশেষ শ্রেণীর শিল্প গড়িয়া তোলা আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অপরদিকে যুদ্ধের সুযোগে স্থায়ীভাবে দেশে কতকগুলি প্রয়োজনীয় নূতন শিল্প গড়িয়া তোলার সুবিধাও দেখা দিয়াছে। প্রথমোক্ত শ্রেণীর শিল্পগুলির মধ্যে এমন অনেক শিল্প রহিয়াছে যুদ্ধের পরে যাহা ব্যাপকভাবে পরিচালনার সুযোগ থাকিবে না এবং যাহা ভবিষ্যতে স্থায়ী করা বাঞ্ছনীয়ও হইবে না। এই ধরণের শিল্প সম্পর্কে কেবল বর্ত্তমান সময়ের জন্যই গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সহায়তা করা কর্ত্তব্য। যুদ্ধের সুযোগে স্থায়ীভাবে কতকগুলি প্রয়োজনীয় নূতন শিল্প গড়িয়া তোলার যে সুবিধা আসিয়াছে তৎসম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বর্ত্তমানে বিশেষভাবে অবহিত হওয়া উচিৎ। আর ভবিষ্যতে ঐসব শিল্প যাহাতে বিদেশীয় প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ সংরক্ষণ সুবিধা পায় তৎবিষয়েও গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এখনই একটা প্রতিশ্রুতি দেওয়া কর্ত্তব্য। অষ্ট্রেলিয়ান টেরিফ বোর্ডের ঐ প্রকার সুপারিশ ঐদেশের শিল্পোন্নতির দিক দিয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলা চলে। যুদ্ধের প্রথমাবস্থা হইতে অষ্ট্রেলিয়া সরকার দেশের শিল্পোন্নতি বিষয়ে সকলদিক দিয়া যেরূপ সহায়ক কার্য্যনীতি অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন তাহাতে টেরিফ বোর্ডের উক্ত নির্দ্দেশও যে তাঁহারা অবিলম্বেই কার্য্যতঃ অনুসরণ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। অষ্ট্রেলিয়ায় শিল্প প্রসারের ঐরূপ উৎসাহ ব্যঞ্জক কার্য্যধারা দেখিয়া ঐদেশের ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্বন্ধে সহজেই একটা ধারণা করা যায়। যুদ্ধের সময়ে প্রয়োজন ও সুযোগ সম্ভাবনা বুঝিয়া ভারতবর্ষেও শিল্পোন্নতি সাধনের বিশেষ আবশ্যকতা দেখা দিয়াছে। কিন্তু সেদিক দিয়া অষ্ট্রেলিয়ার সহিত এদেশের কি শোচনীয় পার্থক্যই না লক্ষিত হইতেছে! অষ্ট্রেলিয়া সরকার সকলদিক দিয়া দেশের শিল্পপ্রসারের সহায়তা করিতেছেন। কিন্তু ভারত সরকার এ পর্য্যন্ত তথাকথিত গবেষণা ও বিচার বিশ্লেষণের মধ্যেই নিজেদের কার্য্যধারাকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতেছেন। নূতন শিল্প স্থাপন বিষয়ে উৎসাহ দেওয়ার জন্য ভবিষ্যৎ সংরক্ষণ সম্বন্ধে ভরসা দিয়া একটি ঘোষণা প্রদানের নিমিত্ত দেশের লোকের পক্ষ হইতে আবেদন নিবেদন যথেষ্টই হইয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট মাত্র গ্যালভানাইজ করা পাইপ ও এলুমিনিয়াম শিল্প সম্পর্কে সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছাড়া এ পর্য্যন্ত আর কোন শিল্প সম্বন্ধেই সেরূপ ভরসা দেওয়া আবশ্যক বোধ করেন নাই। শিল্পোন্নতি বিষয়ে ঐরূপ অনুদার মনোভাব যে কোন সভ্য দেশের গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধেই লজ্জা ও পরিতাপের কথা।

পাটের নূতন পরিস্থিতি

বাঙ্গলা দেশে পাটচাষীর বর্ত্তমানে যে ক্ষতি হইতেছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাটের উৎপাদন তাহার প্রধান কারণ বটে। কিন্তু যুদ্ধের জন্য কতকগুলি প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হওয়াও পাটচাষীর ক্ষতির কম শক্তিশালী কারণ নহে। ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসরে বিদেশে যে কাঁচা পাট রপ্তানী হয় যুদ্ধের পূর্ব্বে তাহার সবচেয়ে বড় ক্রেতা ছিল ইংলণ্ড, আমেরিকার যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ইটালী, বেলজিয়াম ও জার্ম্মানী—এই কয়টী দেশ। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে (এই বৎসরকে স্বাভাবিক বৎসর বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, কারণ এই বৎসরে যুদ্ধ বা যুদ্ধের তেমন কোন আশঙ্কা বর্ত্তমান ছিল না) ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে মোট ৪১ লক্ষ ৮৫ হাজার বেল পাট রপ্তানী হইয়াছিল এবং উহার মধ্যে শেষোক্ত ৪টী দেশে—অর্থাৎ ফ্রান্স, ইটালী, বেলজিয়াম ও জার্ম্মানীতে ১৮ লক্ষ ৮১ হাজার বেল পাট রপ্তানী হয়। বর্ত্তমানে যুদ্ধের জন্য এই ৪টি দেশে পাট রপ্তানী সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হইয়াছে। এই কারণে গত বৎসর জুলাই হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত ৪ মাসে যে স্থলে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ৮ লক্ষ ৩ হাজার বেল পাট রপ্তানী হইয়াছিল সেই স্থলে এবার উক্ত ৪ মাসে ২ লক্ষ ৫৫ হাজার বেলের বেশী পাট রপ্তানী হয় নাই। মূল্যের দিক হইতে দেখা যায় যে গত বৎসর এপ্রিল হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে মোট ৮ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা মূল্যের পাট রপ্তানী হইয়াছিল—কিন্তু এবার এই আট মাসে ৫ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা অর্থাৎ গত বৎসরের তুলনায় ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা কম মূল্যের পাট রপ্তানী হইয়াছে। এই সব বিবরণ দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে কেবল অতিরিক্ত উৎপাদনই পাটের মূল্যহ্রাসের কারণ নহে—চাহিদার সঙ্কোচও উহার কারণ বটে।

কিন্তু বর্ত্তমানে যুগপৎ অতিরিক্ত উৎপাদন এবং চাহিদার সঙ্কোচ হেতু কাঁচা পাটের মূল্য অত্যধিক হ্রাস পাইলেও অন্য দিক হইতে পাট সম্পর্কে একটা অনুকূল অবস্থার সূচনা দেখা যাইতেছে। সকলেই জানেন যে থলে ও চটের চাহিদার উপর পাটের মূল্য অনেকটা নির্ভরশীল। অনেক সময়েই থলে ও চটের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাঁচা পাটের মূল্যও বৃদ্ধি পায়। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে বিদেশে থলে ও চটের চাহিদা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৯৩৮ সালের এপ্রিল হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত ৮ মাসে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ১৭ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা মূল্যের থলে ও চট রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯৩৯ সালের এই ৮ মাসে রপ্তানীর পরিমাণ দাঁড়ায় ২৫ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা। কিন্তু ১৯৪০ সালের এই ৮ মাসে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩৪ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা। ইদানীং বিদেশে থলে ও চটের চাহিদার দরুণ থলে ও চটের মূল্য যে কোঠায় পৌছিয়াছে তাহা যদি বজায় থাকে তাহা হইলে উহার ফলে কাঁচা পাটের দরেরও কিছুটা উন্নতি হইবে—উহা খুবই আশা করা যাইতে পারে।

সম্প্রতি এখন কতকগুলি লক্ষণ দেখা যাইতেছে তাহাতে মনে হয় যে থলে ও চটের মূল্য হ্রাস পাওয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নহে। আমাদের উক্ত সিদ্ধান্তের প্রথম কারণ এই হইতেছে যে এদেশে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ক্রীত থলে ও চটের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ জাহাজের অভাবেই হউক অথবা অন্য কারণেই হউক চটকলগুলির হাতে মজুদ পড়িয়া থাকিলেও গবর্ণমেণ্ট নূতন অর্ডার দিতে পশ্চাদপদ হইতেছেন না। গত সেপ্টেম্বর মাসের শেষে ভারতীয় চটকলগুলির নিকট বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ফরমায়েসী থলে প্রস্তুতের উপযোগী ২ কোটী ৪৬ লক্ষ ৩৩ হাজার গজ চট মজুদ ছিল। উহার পরিমাণ অক্টোবরের শেষে ৪ কোটী ২৯ লক্ষ ৪৭ হাজার গজ, নবেম্বরের শেষে ৫ কোটী ৫৯ লক্ষ ২১ হাজার গজ এবং ডিসেম্বরের শেষে ৬ কোটী ৪২ লক্ষ ৯৭ হাজার গজে দাঁড়াইয়াছে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এদেশে থলে প্রস্তুতের উপযোগী যে চট ক্রয় করিতেছেন তাহার সাকুল্য অংশ নিজেদের প্রয়োজনে নিয়োজিত করিতেছেন না —অথবা করিতে পারিতেছেন না। উহা সত্ত্বেও তাঁহারা সপ্তাহাধিক কাল পূর্ব্বে নূতন চটের অর্ডার দিয়াছেন। উহাতে মনে করা যাইতে পারে যে চটের বাজার যাহাতে পড়িয়া না যাইতে পারে তদুদ্দেশেই এই নূতন অর্ডার দেওয়া হইয়াছে।

এই ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্য্যনীতিও কতকটা কৌতূহলাবহ। সাধারণতঃ গবর্ণমেণ্টের ফরমায়েসী মালপত্র জাহাজে বোঝাই হইলেই উহার দলীলপত্রের জামীনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মাল সরবরাহকারীকে টাকা দিয়া থাকে। কিন্তু চটের ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গবর্ণমেণ্টের অর্ডারের জামীনেই চটকলওয়ালাদিগকে টাকা প্রদান করিতেছে। বাজারে গবর্ণমেণ্টের ফরমায়েসী চা প্রভৃতি আরও অনেক জিনিষ পড়িয়া রহিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই সব জিনিষের ক্ষেত্রে অর্ডারের জামীনে কোন টাকা দিতেছে না। অথচ চটের বেলায় উহার ব্যতিক্রম করিতেছে। উহাতে এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হয় যে চটের বাজার উচুস্তরে বজায় রাখিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট যে চেষ্টা করিতেছেন তাহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কও সহায়তা করিতেছে। এই প্রসঙ্গে চটকল সমূহের বর্ত্তমান কার্য্যনীতির কথাও উল্লেখ করা যাইতে পারে। যে সময়ে বাজারে প্রভূত পরিমাণে কাঁচা পাট মজুদ পড়িয়া রহিয়াছে এবং চট কলওয়ালারা ইচ্ছা করিলেই জলের দরে পাট ক্রয় করিতে পারে সেই সময়ে উহারা কাঁচা পাটের জন্য একটা সর্ব্বনিম্ন মূল্য দিতে স্বীকৃত হইয়াছে। চটের মূল্য একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকিবে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এরূপ প্রতিশ্রুতি না পাইলে উহারা কিছুতেই অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্য দিয়া পাট ক্রয় করিতে রাজী হইত না। মোটের উপর চটের মূল্য উচুস্তরে বজায় রাখিবার ব্যাপারে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও চটকলওয়ালা—এই সকলে একজোট হইয়া কাজ করিতেছেন বলিয়া মনে হইতেছে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে যে স্থলে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় চটের একজন বড় ক্রেতা সেই স্থলে কৃত্রিম উপায়ে উহার মূল্য চড়া রাখিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের লাভ কি? উহার জবাব এই যে বর্ত্তমানে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ডলারের দিক হইতেই তাঁহাদের কার্য্যনীতি নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। ভারতবর্ষ হইতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যে মালপত্র ক্রয় করিতেছেন তাহার মূল্য এক্ষণে তাঁহারা পাউণ্ড-নোট অথবা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ঋণপত্র দ্বারা অনায়াসে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে বুঝাইয়া দিতেছেন এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহার জামীনে টাকার নোট বাহির করিয়া তদ্দ্বারা পণ্যদ্রব্য বিক্রেতাদের পাওনা শোধ করিতেছে। এজন্য তাঁহাদের কোন অসুবিধাই নাই। কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে যে মালপত্র ও সমর সরঞ্জাম ক্রয় করিতেছেন তাহা তাঁহাদিগকে ডলারের হিসাবে শোধ করিতে হইতেছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের এক্ষণে এই ডলারের অভাব খুব বেশী। এই অবস্থায় ভারতবর্ষ আমেরিকার যুক্তরাজ্যে বর্ত্তমানে যত বেশী টাকা মূল্যের মালপত্র বিক্রয় করিবে ইংলণ্ডের পক্ষে ততই ডলার মুদ্রা সংগ্রহ করা সহজ হইবে। ভারতীয় চটের আমেরিকার যুক্তরাজ্যই সবচেয়ে বড় ক্রেতা। কাজেই এক্ষণে যদি চটের মূল্য উচ্চস্তরে বজায় রাখা যায় তাহা হইলে আমেরিকার নিকট ভারতবর্ষের পাওনার পরিমাণ অনেক বাড়িবে এবং সেই অনুপাতে ঐ পাওনার বদলে ডলার সংগ্রহ করিয়া তাহা দ্বারা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে উক্ত দেশ হইতে মালপত্র ক্রয় করা সহজ হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে নিজের প্রয়োজনে ভারতবর্ষ হইতে যদি কিছু অধিক মূল্য দিয়া চট ক্রয় করিতে হয় তাহা হইলেও তাঁহাদের উহা না করিয়া উপায় নাই।

বর্ত্তমান যুদ্ধে সমর সরঞ্জামের জন্য আমেরিকার যুক্তরাজ্যের উপর ইংলণ্ডের নির্ভরতা এবং ইংলণ্ডের হস্তস্থিত ডলার মুদ্রার প্রাচুর্য্যের অভাব হেতুই চটের বাজারে এই চিত্তাকর্ষক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। উহাতে চটকল সমূহেরই অধিক লাভ হইবে সন্দেহ নাই। তথাপি উহার ফলে কাঁচা পাটের বাজারেও সন্তোষজনক প্রতিক্রিয়া হইবার যে সম্ভাবনা ঘটিয়াছে তাহাতে আমরা আনন্দ অনুভব করিতেছি।

ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের অবস্থা

ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্য সম্বন্ধে প্রত্যেক মাসে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়া থাকে তাহা অবলম্বনে ইতিপূর্ব্বে আমরা গত ১৯৪০ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরে উহার অবস্থা আলোচনা করিয়াছি। সম্প্রতি ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ হইতে ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে বিস্তৃত সমালোচনা পুস্তক (Review of the Trade of India in 1939-40) প্রকাশিত হইয়াছে। উহা হইতে উক্ত বৎসরে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্য সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা জানা গিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষের রপ্তানীর আধিক্য—অর্থাৎ উক্ত বৎসরে পণ্যদ্রব্য ও স্বর্ণ-রৌপ্য মিলিয়া বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানীর তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে কত অধিক টাকা মূল্যের জিনিষ রপ্তানী হইয়াছে তাহার কথা উল্লেখ করা যাইতেছে। 'আর্থিক জগতের' পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে গত ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পরে জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে স্বর্ণ-রৌপ্যের আমদানী রপ্তানীর হিসাব প্রকাশ করিয়া ভারত সরকার উহার প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেন। এজন্য পণ্যদ্রব্য ও স্বর্ণ-রৌপ্য মিলিয়া ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষের রপ্তানীর আধিক্যের পরিমাণ কি দাঁড়াইয়াছিল তাহা এতদিন কাহারও জানা ছিল না। সম্প্রতি ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের যে বিস্তৃত সমালোচনা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ১৯৪০ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে স্বর্ণ-রৌপ্যের আমদানী রপ্তানীর হিসাব দেওয়া হইয়াছে। উহাতে দেখা যায় যে—যেস্থলে ভারতবর্ষ হইতে গত ১৯৩৬-৩৭ সালে ২৭ কোটী ৮৬ লক্ষ, ১৯৩৭-৩৮ সালে ১৬ কোটী ৩৪ লক্ষ এবং ১৯৩৮-৩৯ সালে ১৩ কোটী ৬ লক্ষ টাকার স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল, সেই স্থলে গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষ হইতে ৩৪ কোটী ৬৭ লক্ষ টাকার স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানী হইয়া গিয়াছে। উহার মধ্যে এপ্রিল হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় মাসে ৭ কোটী ১৩ লক্ষ টাকা মূল্যের এবং সেপ্টেম্বর হইতে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসে ২৭ কোটী ৫৪ লক্ষ টাকার স্বর্ণ রপ্তানী হয়। তবে ১৯৩৯-৪০ সালে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে ৪ কোটী ৭৪ লক্ষ টাকা মূল্যের রৌপ্য আমদানী হওয়ায় এবং ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ৩৪ লক্ষ টাকার নোট রপ্তানী হওয়াতে এই বৎসরে স্বর্ণ-রৌপ্য ও নোট মিলিয়া ভারতবর্ষের রপ্তানীর আধিক্য দাঁড়াইয়াছে ৩০ কোটী ২৭ লক্ষ টাকা। এই বৎসরে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে ১৬৪ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্য আমদানী হইয়াছে এবং ভারতবর্ষ হইতে ২১৩ কোটী ৮ লক্ষ টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। কাজেই এই বৎসরে পণ্যদ্রব্যের দফায় ভারতবর্ষের রপ্তানীর আধিক্য হইয়াছে ৪৮ কোটী ৩৩ লক্ষ টাকা। উহার সহিত স্বর্ণ-রৌপ্য ও নোটের দফায় রপ্তানীর আধিক্য ৩০ কোটী ২৭ লক্ষ টাকা লইয়া এই বৎসরে ভারতবর্ষের মোট রপ্তানীর আধিক্য হইয়াছে ৭৮ কোটী ৬০ লক্ষ টাকা। ১৯৩৭-৩৮ এবং ১৯৩৮-৩৯ সালে উহার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩০ কোটী ২৪ লক্ষ ও ২৯ কোটী ৩১ লক্ষ টাকা। সুতরাং একমাত্র রপ্তানীর আধিক্যের দিক হইতে বিবেচনা করিলে ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষের বহির্ব্বাণিজ্যের অবস্থার খুব সন্তোষজনক উন্নতি হইয়াছে বলা যায়।

ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ড, ব্রহ্মদেশ, জাপান এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্য—এই চারটী দেশেরই সবচেয়ে অধিক টাকা মূল্যের মালপত্রের আদান প্রদান হইয়া থাকে। ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে যে সমস্ত মালপত্র আমদানী হইয়াছিল তাহার শতকরা ৬৩'৯ ভাগই এই চারটী দেশ হইতে আমদানী হয় এবং এই বৎসরে ভারতবর্ষ হইতে যে মালপত্র বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল তাহার শতকরা ৬০'৯ ভাগ এই চারটী দেশ ক্রয় করে। এক্ষণে দেখা যাক যে যুদ্ধের জন্য ১৯৩৯-৪০ সালে উক্ত চারটী দেশের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যের কি প্রকার ইতর বিশেষ হইয়াছে। ভারতবর্ষের পণ্যদ্রব্যের সবচেয়ে বড় ক্রেতা ইংলণ্ড এবং ইংলণ্ড হইতেই ভারতবর্ষে সবচেয়ে অধিক টাকা মূল্যের মালপত্র আমদানী হইয়া থাকে। যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষের আমদানী বাণিজ্যে ইংলণ্ডের ভাগ কমিয়া গিয়াছে এবং রপ্তানী বাণিজ্যে উহা বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে যত টাকার মালপত্র আমদানী হয় তাহার শতকরা ৩০'৫ ভাগ ইংলণ্ড হইতে আমদানী হয়। ১৯৩৯-৪০ সালে এই ভাগ কমিয়া শতকরা ২৫'২ ভাগে পর্য্যবসিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানীকৃত মালের শতকরা ৩৪'১ ভাগ ইংলণ্ড ক্রয় করিয়াছিল। সেই স্থলে ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতের রপ্তানীকৃত মালের শতকরা ৩৫'৪ ভাগ ইংলণ্ড ক্রয় করিয়াছে। এই দুই বৎসরে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যে ব্রহ্মদেশ, আমেরিকার যুক্তরাজ্য ও জাপানের অবস্থার কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে নিম্নের তালিকা হইতে তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে—

আমদানী—ব্রহ্মদেশ হইতে ১৯৩৮-৩৯ সালে শতকরা ১৬ ভাগ, ১৯৩৯-৪০ সালে শতকরা ১৯ ভাগ; জাপান হইতে ১৯৩৮-৩৯ সালে শতকরা ১০'১ ভাগ, ১৯৩৯-৪০ সালে শতকরা ১১'৭ ভাগ; আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে ১৯৩৮-৩৯ সালে শতকরা ৬'৪ ভাগ, ১৯৩৯-৪০ সালে শতকরা ৯ ভাগ।

রপ্তানী—আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ১৯৩৮-৩৯ সালে শতকরা ৮'৫ ভাগ, ১৯৩৯-৪০ সালে শতকরা ১২ ভাগ, জাপানে ১৯৩৮-৩৯ সালে শতকরা ৯ ভাগ, ১৯৩৯-৪০ সালে শতকরা ৬'৯ ভাগ, ব্রহ্মদেশে ১৯৩৮-৩৯ সালে শতকরা ৬'২ ভাগ এবং ১৯৩৯-৪০ সালে শতকরা ৬ ভাগ।

এই তালিকা হইতে বুঝা যায় যে যুদ্ধের ফলে আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে ভারতবর্ষে আমদানীর পরিমাণ যে হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে তদনুপাতে উক্ত দেশে ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানীর হারও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধের সুযোগে ব্রহ্মদেশ ও জাপান ভারতবর্ষে আমদানীর পরিমাণ অনেক বাড়াইয়া দিলেও ভারতবর্ষ হইতে পূর্ব্বের তুলনায় অনেক কম হারে মালপত্র ক্রয়

(২১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভারতে শ্রমিক কল্যাণের ব্যবস্থা

ভারত সরকারের উদ্যোগে সম্প্রতি কলিকাতায় শ্রমিক কল্যাণ-মূলক কয়েকটি আইনের প্রস্তাব সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেন্ট, শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকবর্গ এবং শ্রমিক প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনার জন্য এক বৈঠক হইয়া গিয়াছে। ভারত সরকারের পক্ষ হইতে বাণিজ্য ও শ্রমসচিব স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার এবং শ্রমবিভাগের সেক্রেটারী মিঃ হায়দরী উক্ত বৈঠকে যোগদান করেন। মালিকবর্গের প্রতিনিধিত্ব করেন অল ইণ্ডিয়া অর্গেনাইজেসন অব ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল এমপ্লয়ার্স এবং এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ার কর্ম্মকর্ত্তাগণ। অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট সহ আরও কয়েকজন বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা উক্ত বৈঠকে শ্রমিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করিয়াছিলেন। বৈঠকের আলোচ্য বিষয়সমূহের মধ্যে ১৯২৯ সালের শ্রমিকবিরোধ আইনের সংশোধন, শ্রমিকদিগকে বেতনসহ ছুটি প্রদানের ব্যবস্থা, দোকান এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারীদের জন্য বেতন, ছুটী, কার্য্যকাল নিয়ন্ত্রণ, এবং কয়লাখনির নারী শ্রমিকদের জন্য প্রসূতি-কল্যাণের ব্যবস্থা—এই চারিটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলা যায়।

বৈঠকের আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত চারিটী প্রস্তাব সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট, মালিক সম্প্রদায় এবং শ্রমিক প্রতিনিধিগণ বর্ত্তমানে কিরূপ মনোভাব পোষণ করেন এবং ভারতে শ্রমিককল্যাণ আইন প্রসারের নীতি কিরূপ হওয়া উচিত তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখান'ই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বিগত মহাযুদ্ধের পর ভারতে শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নানা স্থানে শ্রমিক বিক্ষোভ দেখা দিতে আরম্ভ করে এবং অল্প সময় মধ্যে কয়েকটি শিল্পে ব্যাপক ধর্ম্মঘট সংঘটিত হয়। ইহার প্রতিকারকল্পে ১৯২৯ সালে ভারতীয় শ্রমিক-বিরোধ আইন পাশ হয়। এই আইনে শ্রমিক-বিক্ষোভ এবং ধর্ম্মঘটের কারণ অনুসন্ধানের জন্য কমিটী নিয়োগ এবং বিরোধ মীমাংসার জন্য বোর্ড গঠনের বিধান আছে; কিন্তু ধর্ম্মঘট নিবারণের কোন ব্যবস্থা নাই। এই কারণে উক্ত আইনের প্রয়োজনীয়তা এবং কার্য্যকারিতা অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে। এই ত্রুটি মোচনের উদ্দেশ্যে বোম্বাইয়ে ১৯৩৪ এবং ১৯৩৮ সালে পৃথক দুইটী প্রাদেশিক আইন প্রবর্ত্তিত হয়। মান্দ্রাজ, সংযুক্তপ্রদেশ এবং বাঙ্গলাদেশেও অনুরূপ আইন প্রণয়নের পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। ১৯২৯ সালের কেন্দ্রীয় আইনের ত্রুটী এবং শ্রমিক-বিরোধ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রদেশে আরও ব্যাপক আইন প্রণয়নের ঝোঁক লক্ষ্য করিয়াই ভারত সরকার বর্ত্তমান আইন সংশোধনের প্রস্তাব আনয়ন করিয়াছেন। এই প্রস্তাবে মালিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ মোটামুটি সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া কয়েকটা বিশেষ ব্যাপারে ভারত সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে কোন ধর্ম্মঘট আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে গোপনে শ্রমিকদের ভোট গ্রহণ করিতে হইবে, কনসিলিয়েসন অফিসার বা বিরোধ মীমাংসক কর্ম্মচারীর কার্য্যে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে এবং অন্যায় ধর্ম্মঘটের জন্য জরিমানার ব্যবস্থা ও ধর্ম্মঘটকালে কার্য্যে নিযুক্ত শ্রমিকদিগকে ভয় প্রদর্শন বা কার্য্য হইতে বিরত করার কোন প্রকার চেষ্টা বেআইনী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। চা, কফি প্রভৃতি শিল্পকে প্রস্তাবিত আইনের বহির্ভূত রাখাও ইহাদের অভিমত। শ্রমিক প্রতিনিধিগণ এই সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে যথাসম্ভব অল্প সময় মধ্যে ধর্ম্মঘট সম্পর্কীয় বিরোধ মীমাংসার ব্যবস্থা করিতে হইবে, শ্রমিকদের কার্য্যপ্রণালীর কোন রদবদল হইলে কর্ত্তৃপক্ষ তাহা গবর্ণমেণ্টের গোচরীভূত করিবেন, আইনানুগ ধর্ম্মঘটের পর ধর্ম্মঘটী শ্রমিকদের সম্পর্কে কোনপ্রকার দুর্ব্যবহার হইতে দেওয়া হইবে না এবং সম্ভব হইলে এই সংশোধিত আইন প্রথমে পাবলিক ইউটিলিটী বা জন-সাধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় শিল্পসমূহে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

ভারতীয় শ্রমিক সাধারণতঃ ছুটীর পর গৃহ হইতে প্রত্যাগমনের পর পূর্ব্বকর্ম্মে নিযুক্ত হয় না বলিয়া হুইট্‌লী কমিশন্ বেতনসহ ছুটীর প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালে গবর্ণমেণ্ট কিংবা মালিকগণ এই প্রস্তাবে সাড়া দেন নাই। তৎপর বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে আইন প্রণয়নের উদ্যম করেন। কানপুর এবং বিহার শ্রমিক অনুসন্ধান কমিটীও এই ব্যাপারে অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন। পাঞ্জাব, বাঙ্গলা এবং সিন্ধুপ্রদেশে যে দোকান কর্ম্মচারী আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতেও এই নীতি স্বীকার করা হইয়াছে। এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া ভারত সরকার শ্রমিকদের জন্য বেতনসহ বৎসরে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছুটীর দিন বাঁধিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ এই প্রস্তাবে প্রতিকূল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে বেতনসহ ছুটী দেওয়ার ব্যবস্থা আইনের মারফত কার্য্যকরী করা হইলে শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যয় বৃদ্ধি হইবে—কিন্তু শ্রমিকদের কোন উপকার হইবে না। ইহার পরিবর্ত্তে শ্রমিকদের জন্য রোগ বীমার ব্যবস্থা করাই তাঁহাদের সুস্পষ্ট অভিমত। শ্রমিকদের পক্ষ হইতে বেতনসহ বৎসরে ১৪ দিন ছুটী দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে। ছুটীর বেতনের জন্য মালিকদের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট হারে অর্থ আদায় করিয়া গবর্ণমেণ্ট একটী তহবিল সৃষ্টি করিবেন এবং গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং শ্রমিকদের মধ্যে ছুটীর বেতন বিভাগ করিয়া দিবেন—শ্রমিক প্রতিনিধিগণ এরূপ ব্যবস্থার পক্ষপাতী।

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, দোকান এবং রেঁস্তোরার কাজ সম্পর্কে আইন প্রণয়নের জন্য কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। বোম্বাই, পাঞ্জাব, বাঙ্গলা এবং সিন্ধুপ্রদেশে ইতিমধ্যে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারীদের বেতন, কার্য্যকাল, ছুটী ইত্যাদি সম্পর্কে আইন প্রণীত হইয়াছে। মান্দ্রাজ এবং সংযুক্তপ্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রীসভাও এই ব্যাপারে আইন প্রণয়নের উদ্যোগ করিয়াছিলেন। শ্রমমন্ত্রীসম্মেলনের প্রথম অধিবেশনেও এই সম্পর্কে অনুকূল মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে এবং ভারত সরকার বর্ত্তমানে একটী সর্ব্বভারতীয় ব্যাপক আইনের পরিকল্পনা করিয়াছেন। মালিকসম্প্রদায় এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রমিক প্রতিনিধিগণ এই সম্পর্কে দৈনন্দিন কার্য্যকাল নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করিয়াছেন এবং কর্ম্মচারীদের বেতন প্রদানে অনাবশ্যক কালবিলম্ব না ঘটে তাহার ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করিয়াছেন।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে উপরি উক্ত তিনটি প্রস্তাব বিভিন্ন শ্রমমন্ত্রীসম্মেলনে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে এবং এই সমস্ত প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন আছে। কিন্তু কয়লাখনিতে প্রসূতি-কল্যাণ সম্পর্কে ভারত সরকার যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ নূতন। প্রসূতি-কল্যাণ সম্পর্কে কয়েকটী প্রদেশে আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বটে—কিন্তু কয়লা খনিসমূহকে এই সমস্ত আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে কয়লা খনির অভ্যন্তরে (under ground) নারী শ্রমিকগণ কাজ করিতে পারিবেনা বলিয়া ভারত সরকার এক আইন কার্য্যকরী করিয়াছেন। বর্ত্তমানে নারী শ্রমিকগণ খনির উপরিভাগে কাজ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের মজুরীর হার হ্রাস পাইয়াছে। ইহাতে কয়লাখনিতে প্রত্যেক শ্রমিক পরিবারের আয়ও কমিয়া গিয়াছে। বিহার শ্রমিক অনুসন্ধান কমিটী কয়লাখনিতে প্রসূতি-কল্যাণ ব্যবস্থা করার বিশেষ সুপারিশ করেন। এই ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইলে কয়লাখনির শ্রমিকগণের কর্ম্মে আসক্তি জন্মিবে বলিয়া ভারত সরকারেরও ধারণা। মালিকদের প্রতিনিধি-গণ এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন এবং সকল প্রদেশে সমভাবে এই আইন প্রবর্ত্তিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করিয়াছেন। ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ অন্যান্য শিল্পেও আইনের সাহায্যে প্রসূতি-কল্যাণ ব্যবস্থা কার্য্যকরী করার অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন।

প্রস্তাবিত আইনের বিধানসমূহ সম্পর্কে মালিক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধিগণ যে সম্পূর্ণ একমত নহেন তাহা উপরের আলোচনা হইতে বুঝা যায়। ভারত সরকার শ্রমিকদের দাবী মানিয়া লইবেন কিংবা মালিক সম্প্রদায়ের অভিমতের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিবেন তাহা নির্দ্দিষ্টভাবে বলা শক্ত। তবে অবস্থা বিবেচনায় মনে হয় গবর্ণমেণ্ট শ্রমিক ও মালিক উভয়েরই মত কতকটা গ্রহণ করিয়া একটা মাঝা-মাঝি পথ বাছিয়া লইবেন এবং প্রস্তাবিত আইনসমূহের খসড়ায় উভয় পক্ষের দাবীই আংশিক স্বীকৃত হইবে। শ্রমিকদের প্রতি-নিধিগণ যে সমস্ত দাবী করিয়াছেন তাহা অতিরিক্ত এবং অন্যায় বলা যায় না। তবে এই সঙ্গে ভারতীয় শিল্পের অবস্থাটাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। শিল্পের প্রসার এবং উন্নতি হইলেই শ্রমিকের মজুরী ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করার সুযোগ হইয়া থাকে এবং তখন শ্রমিকদের নিজেদের মধ্য হইতে যে সমস্ত দাবী দাওয়া উপস্থিত করা হয় তাহা পূরণ করিতে গবর্ণমেণ্টও বাধ্য হইয়া থাকেন। ইউরোপ এবং আমেরিকায় শিল্পের অনুন্নত অবস্থায় শ্রমিকদের অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক ছিলনা। শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জনমতের চাপে এই সব দেশের গবর্ণমেণ্ট শ্রমিক-কল্যাণমূলক বহুবিধ আইন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন এবং এই সমস্ত দেশের শিল্প বর্ত্তমানে এই ভার বহন করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম হইয়া উঠিয়াছে। ভারতীয় শিল্পের এখনও শৈশব অবস্থা বলা চলে; পাশ্চাত্য দেশের সমকক্ষ হইতে আমাদের আরও বহু সময় অতিবাহিত করিতে হইবে। কাজেই শিল্পের অগ্রগতি ব্যাহত হয় এরূপ শ্রেণীর শ্রমিক আইন প্রবর্ত্তিত হওয়া দেশের—এমনকি শ্রমিকদের স্বার্থ বিবেচনায়ও বাঞ্ছনীয় নয়। জাপান ভারতবর্ষ অপেক্ষা শিল্পে বহুগুণ উন্নত—কিন্তু তবুও উক্ত দেশ আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিকসংঘের বহুবিধ নীতি মানিয়া নিতে পারে নাই। জাপান স্বাধীন দেশ এবং তথাকার গবর্ণমেণ্ট শ্রমিকদের স্বার্থের প্রতি উদাসীন এরূপ দোষ দেওয়াও চলেনা। জাপান জানে যে অগ্রে তাহাকে অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশ সমূহের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার মত শক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে। ভারতবর্ষেও এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কাজ করা আবশ্যক। শ্রমিক কল্যাণের উৎসাহে শিল্পের ভবিষ্যৎ যাহাতে নষ্ট না হয় তাহা দেখা যেমন কর্ত্তব্য তেমনি শিল্পোন্নতির নামে অবস্থানুরূপ ন্যায্য সুখসুবিধা হইতে শ্রমিক বঞ্চিত না হয় তাহার ব্যবস্থা হওয়াও বাঞ্ছনীয়। ভারতে শ্রমিক-কল্যাণ আইনের প্রসার সম্পর্কে আমরা এই দুইটি নীতির সমন্বয় দেখিতে চাই।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

বাঙ্গলার বস্ত্র শিল্পের সমস্যা

সম্প্রতি বেঙ্গল মিল ওনার্স এসোসিয়েসনের কার্য্যকরী সমিতি এক চা-পান সভায় ভারত গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য সচিব স্যার রামস্বামী মুদালিয়রের সহিত বাঙ্গলা দেশের বস্ত্রশিল্পের সম্মুখে যে সকল সমস্যা দেখা দিয়াছে তৎসম্পর্কে আলোচনা করেন। শ্রমিক সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন, ১৯২৯ সালের ট্রেড ডিসপিউট এ্যাক্টের প্রস্তাবিত সংশোধন, তুলার উপর আমদানী শুল্ক, আলকাতরাজাত রঞ্জন দ্রব্যের আমদানী নিয়ন্ত্রণ, কাপড়ের কলের প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল সংগ্রহের অসুবিধা ইত্যাদি আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল।

ঔষধ প্রেরণের রেলমাশুল

ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন বিভিন্ন প্রকার ভেষজ ও ঔষধের রেলমাশুল হ্রাসের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের রেল বিভাগের নিকট আবেদন করেন। তদুত্তরে গবর্ণমেণ্ট সাধারণভাবে শ্রেণী বিভাগমূলক মাশুল হ্রাসের অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়াছেন। তবে বিশেষ বিশেষ ভেষজদ্রব্য ও ঔষধের মাশুল অত্যধিক বিবেচিত হইলে উহার প্রতি রেল কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট আশা করেন রেল কর্ত্তৃপক্ষ এরূপ আবেদন সহানুভূতির সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং সঙ্গত বিবেচনা করিলে মাশুলের হার হ্রাস করিবেন।

(ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের অবস্থা)

করিতেছে। এই দুইটী দেশ ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যে যে সুযোগ গ্রহণ করিতেছে তাহাদের প্রতিকার হওয়া বাঞ্ছনীয়। আশা করা যায় যে ব্রহ্মদেশ ও জাপানের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ে আলোচনাকালে উহা বিশেষভাবে বিবেচিত হইবে।

১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষ হইতে প্রধান প্রধান যে সমস্ত জিনিষ রপ্তানী হইয়াছে এবং বিদেশ হইতে প্রধান প্রধান যে সমস্ত জিনিষ আমদানী হইয়াছে তাহাদের মোটামুটি বিবরণ আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি। তবে উপরোক্ত সমালোচনা পুস্তক হইতে একটি বিবরণ এখানে প্রকাশ করা যাইতেছে। ১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনায় ১৯৩৯-৪০ সালে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে সূতার আমদানী ২ কোটী ৯৩ লক্ষ টাকা হইতে ৩ কোটী ৫২ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে—কিন্তু কাপড়ের আমদানী ১০ কোটী ২৭ লক্ষ টাকা হইতে ৯ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকায় হ্রাস পাইয়াছে। ওজনের দিক হইতে ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষে আমদানীকৃত সূতার পরিমাণ ৪ কোটী ১১ লক্ষ ৩২ হাজার পাউণ্ড। উহার মধ্যে ৩ কোটী ৭৯ লক্ষ ৫৬ হাজার পাউণ্ড সূতাই জাপান ও চীন হইতে আমদানী হইয়াছে। এই বৎসরে ইংলণ্ড হইতে আমদানীকৃত সূতার পরিমাণ ছিল মাত্র ২৮ লক্ষ ২৯ হাজার পাউণ্ড এবং ১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনায় উহা ১৮ লক্ষ ৫২ হাজার পাউণ্ড কম। বস্ত্রের আমদানীর হিসাবে দেখা যায় যে ১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনায় ১৯৩৯-৪০ সালে ইংলণ্ড হইতে উহার আমদানী ৬ কোটী ৯ লক্ষ ৭৪ হাজার গজ কমিয়া ১৪ কোটী ৪৫ লক্ষ ৬২ হাজার গজে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু জাপান ও চীনের সমষ্টিগত আমদানী মাত্র ১ কোটী ১৪ লক্ষ ৬৫ হাজার গজ কমিয়া ৪১ কোটী ৩৩ লক্ষ ৫১ হাজার গজে পরিণত হইয়াছে। দেখা যাইতেছে যে যুদ্ধের সুযোগে জাপান ও চীন ভারতবর্ষের কাপড় ও সূতার বাজার হইতে ইংলণ্ডকে বিতাড়িত করিয়া দিতেছে।

কয়লাশিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ

বিহারের কয়লা শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণের উপায় সম্পর্কে পরামর্শদানের জন্য দুই বৎসর পূর্ব্বে বিহারের তদানীন্তন কংগ্রেস গবর্ণমেণ্ট একটী কয়লা শিল্প পুনর্গঠন সমিতি নিয়োগ করেন। সম্প্রতি উক্ত সমিতি এইরূপ সুপারিশ করিয়াছেন যে কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ এর ন্যায় গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কয়লা শিল্পের কর্ত্তৃত্ব ও পরিচালনা ভার গ্রহণ করা উচিত এবং উহার কার্য্য প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা, বিহার, এবং কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি লইয়া একটী জয়েণ্ট কোল কমিশন গঠন করা উচিত।

আমেরিকায় ইংলণ্ডের দাদন

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগ এরূপ অনুমান করিয়াছেন যে, আমেরিকায় ইংলণ্ড ও কানাডা এই উভয় দেশের দাদনের পরিমাণ বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রথম বৎসর ১০ কোটী ৪০ লক্ষ পাউণ্ড হ্রাস পাইয়াছে। গত ৩১শে আগষ্ট উভয় দেশের মোট দাদনের পরিমাণ ১২৩ কোটী ৮০ লক্ষ ষ্টার্লিং দাঁড়াইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ইংলণ্ড ও কানাডা কর্ত্তৃক এত অধিক পরিমাণ অর্থ উঠাইয়া লওয়া সত্ত্বেও আমেরিকায় অন্যান্য দেশের দাদনের পরিমাণ ১২ কোটি ৪০ লক্ষ ষ্টার্লিংএর অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। উপরোক্ত ৩১শে আগষ্ট এই দাদনের পরিমাণ মোট ২৩৯ কোটি ষ্টার্লিং ছিল।

পাটের থলের অর্ডার

ইণ্ডিয়ান জুট মিলস এসোসিয়েশন সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ২ কোটী ৬০ লক্ষ পাটের থলের অর্ডার লাভ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। আগামী ফেব্রুয়ারী মাস মধ্যে উহার ডেলিভারী দিতে হইবে।

নবেম্বর মাসে ভারতে কয়লা উৎপাদনের পরিমান

১৯৪০ সালের নবেম্বর মাসে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে কি পরিমাণ কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে এবং খনি হইতে কি পরিমাণে কয়লা রপ্তানী হইয়াছে নিম্নে তাহার প্রাথমিক হিসাব দেওয়া হইল :—

	উত্তোলনের পরিমাণ	রপ্তানীর পরিমাণ
	টন	টন
আসাম	১৬,২৯৪	১৫,২৪৭
বেলুচিস্থান	৪১৬	৩৮৭
বাংলা		
রাণীগঞ্জ	৭০০০,৬৩৩	৬০৩,৫৩৮
বিহার		
রাণীগঞ্জ	৬৯,৫০৫	৫৬,৫৪৯
ঝরিয়া	৯২০,৮৭৫	৭২৬,৮৩৭
বকারো	১৬৬,৩৪৮	১৬১,২২০
গিরিডি	৪৮,৫৬২	৪৫,১৫৭
জৈন্তী	৩,৬৪৯	৩,১৪৩
ডাল্টনগঞ্জ	২,২১৮	৬৯৬
করানপুরা	৪৬,৫৮৯	৪৫,৫১৪
বিহার মোট	১,২৫৬,৭৪৬	১,০৩৯,১১৬
উড়িষ্যা		
হিঙ্গির রামপুর	৫,৫৩৯	৫,৫৮৫
মধ্যপ্রদেশ		
পেঞ্চ ভেলী	১০৮,০৫২	৯৪,৯৮৪
চণ্ডা	২৩,৭২৬	২১,৭১০
ইয়াটোমল	২,৬০৮	২,১৬১
বেতুল	...	...
মধ্যপ্রদেশ মোট	১৩৪,৩৮৬	১১৮,৮৫৫
পাঞ্জাব	১৬,৮২৪	১৬.৯৪৯
সিন্ধু	...	...
মোট	২,১৩০,৮৩৮	১,৭৯৯,৬৭৭

সিমেণ্ট প্রতিযোগিতার অবসান

এসোসিয়েটেড সিমেণ্ট কোম্পানীসমূহ এবং ডালমিয়া সিমেণ্ট কোম্পানীর মধ্যে প্রতিযোগিতা হ্রাস করার জন্য একটী চুক্তির কথা-বার্ত্তা চলিতেছে বলিয়া "আর্থিক জগতে" পূর্ব্বেই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে মিঃ জি, ডি বিরলা, স্যার হোমি মোদী এবং স্যার পুরুষোত্তম-দাস ঠাকুরদাসের চেষ্টায় এই চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। এই চুক্তির বিধান অনুসারে একটী সম্মিলিত বিক্রয়-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবে। উক্ত প্রতিষ্ঠান সিমেণ্টের বিক্রয় মূল্যও নির্দ্ধারণ করিয়া দিবে। উভয় কোম্পানীর উৎপাদন ক্ষমতার অনুপাতে উক্ত প্রতিষ্ঠান দুইটী প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানীর মধ্যে সিমেণ্ট উৎপাদনের পরিমাণও নির্দ্ধারণ করিয়া দিবে। প্রকাশ এসোসিয়েটেড কোম্পানী শতকরা ৭৫ ভাগ এবং ডালমিয়া কোম্পানী শতকরা ২৫ ভাগ সিমেণ্ট উৎপাদন করিবার অধিকার পাইবে। এই চুক্তির সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শেয়ার বাজারে দুইটি কোম্পানীরই শেয়ারের মূল্যে প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়াছে। ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে এসোসিয়েটেড সিমেণ্ট শেয়ারের মূল্য ছিল ১২৯৶০ আনা। চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর ইহা ১৪২৲ টাকায় উন্নীত হইয়াছে। বিগত ৮ই নবেম্বর ডালমিয়া সিমেণ্ট শেয়ার ৮৲ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হয়। ইহার মূল্যও প্রতি শেয়ারে প্রায় ৩৲ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

রোডস্ কংগ্রেস

প্রতি বৎসর জানুয়ারী মাসে ভারতীয় রোডস্ কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া থাকে। ব্যয়সঙ্কোচের জন্য ১৯৪১ সালের অধিবেশন স্থগিত রাখা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। ইহার পরিবর্ত্তে ১৬ই জানুয়ারী হইতে ২৩শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত উক্ত কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির এক অধিবেশন হইবে।

বাঙ্গলায় প্রাথমিক শিক্ষা

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট এই প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারকল্পে বর্ত্তমান আয় ব্যতীত অতিরিক্ত ১ কোটী ৩৭ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। এতদুদ্দেশ্যে একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করা হইয়াছে। এই সময়ের পর নূতন নীতি অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে সরকারী ব্যয়ের পরিমান বার্ষিক ৪০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হইবে। ২৫টী জিলার শিক্ষাকর হইতে ১ কোটী ২০ লক্ষ টাকা, বর্ত্তমান সরকারী ব্যয় ৩০ লক্ষ টাকা এবং গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাপ্তব্য অতিরিক্ত আয় লইয়া প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের পরিকল্পনায় বার্ষিক প্রায় ৩ কোটী টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত হয়। বর্ত্তমান পরিকল্পনা অনুসারে বিদ্যালয়গমন যোগ্য প্রত্যেক বালকের বাড়ী হইতে এক মাইলের মধ্যে অথবা দুই সহস্রাধিক লোকের বসতি এমন গ্রামে একটী করিয়া স্কুল স্থাপিত হইবে। প্রতি ৩০ জন ছাত্রের জন্য একজন শিক্ষক নিযুক্ত করা হইবে এবং শিক্ষকগণের বেতন প্রতি মাসে ১৬৲, ১২৲ এবং ১০৲ হারে দেওয়া হইবে। এই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ আরম্ভ হইলে ছয় বৎসর হইতে ১০ বৎসর বয়স্ক বাঙ্গালী ছেলেদের স্কুলে ভর্ত্তি হওয়া বাধ্যতামূলক বলিয়া গণ্য হইবে। এতৎসম্পর্কে আরও জানা যায় যে এই সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকের প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে গুরুট্রেনিং পরিকল্পনার সমূহ উন্নতি বিধান করা হইয়াছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শ্রমিক ধর্ম্মঘট

ইণ্টারন্যাশানেল লেবার অফিসের ইয়ার বুক অব্ লেবার ষ্টাটিস্টিক্সে প্রকাশ ১৯৩৮ সালে কানাডায় মোট ১,৪৭টী ধর্ম্মঘট হইয়াছিল। উহাতে ২০,৩৯৫ জন শ্রমিক সংশ্লিষ্ট ছিল এবং ১৪৮,৬৭৮টী কাজের দিন নষ্ট হয়। উক্ত বৎসরে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ২৭৭২টী ধর্ম্মঘট হয়। ইহাতে মোট ৬৮৮,৩৭৬ জন শ্রমিক সংশ্লিষ্ট ছিল এবং ৯,১৪৮,২৭৩টী কাজের দিন পণ্ড হয়। একই বৎসরে ইংলণ্ডে ৮৭৫টী ধর্ম্মঘট হয় এবং এই সমস্ত ধর্ম্মঘটে ২৭৪০০০ জন শ্রমিক সংশ্লিষ্ট ছিল এবং ইহাতে ১,৩৩০,০০০ সংখ্যক কাজের দিন বিনষ্ট হয়। আলোচ্য বৎসরে ভারতবর্ষে ধর্ম্মঘটের সংখ্যা ছিল ৩৯৯, সংশ্লিষ্ট শ্রমিক সংখ্যা ৪০০,০৭৫ এবং উহাতে মোট ৯,১৯৮,৭০৮টি কাজের দিন বিনষ্ট হইয়াছিল।

আমেরিকায় বৃটীশ সাম্রাজ্যের ধনসম্পদ

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে ১৯৩৯ সালের ৩১শে আগষ্ট তারিখে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ইংলণ্ড এবং ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের কি পরিমাণ ধনসম্পদ শিল্পবাণিজ্য, সরকারী ঋণে নিয়োজিত এবং ব্যাঙ্কে মজুদ ছিল ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ডের হিসাব হইতে তাহার একটা তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

কোটী ডলার হিসাবে

	ইংলণ্ড	কানাডা	সাম্রাজ্যের অন্যান্য দেশ	মোট
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কসমূহের				
মজুদ স্বর্ণ	২০০	২১½	৫২½	২৭৪
ডলার ব্যালেন্স	৫৯½	৩৫½	...	৯৫
সরকারী ঋণ প্রভৃতি	৭৩½	৫০		১২৩½
	৩৩৩	১০৩	৫২½	৪৯২½
শিল্পবাণিজ্যের				
শেয়ার প্রভৃতিতে	৯০	৫৬		১৪৬

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতের হাই কমিশনার

১৯৪১ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে দক্ষিণ আফ্রিকাস্থিত ভারত সরকারের প্রতিনিধিকে হাই কমিশনার আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্ট ইহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। স্যার বি, রাম রাও বর্ত্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারত সরকারের প্রতিনিধি। আগামী মে মাসে তাঁহার কার্য্যকাল শেষ হইলে মিঃ রামচন্দ্র আই, সি, এস্ কে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় হাই কমিশনার নিযুক্ত করা হইবে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় ট্রেড্ কমিশনার

পূর্ব্ব আফ্রিকার মোম্বাসাতে ভারতসরকারের একজন ট্রেড কমিশনার আছেন। প্রকাশ, দক্ষিণ আফ্রিকাতেও একজন ট্রেড্ কমিশনার নিযুক্ত করার বিষয় সম্প্রতি ভারতসরকারের বিবেচনাধীন আছে।

আয়কর আপীল ট্রিবিউনেল

বিগত আগষ্ট মাসে আয়কর আপীল ট্রিবিউনেলের আইনজ্ঞ সদস্যরূপে মিঃ মোহাম্মদ মনির (চেয়ারম্যান), রায় বাহাদুর রামপ্রসাদ বর্ম্মা এবং মিঃ আর, সত্যমূর্ত্তি আয়ার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনজন একাউণ্টেণ্ট সদস্য নিযুক্ত করার পর ট্রিবিউনেলের গঠন কার্য্য শেষ হইল। মিঃ অমৃতলাল সাঘল মিঃ পি, এন্, স্বামীনাথন আয়ার এবং মিঃ পূরণচাঁদ মালহোত্রা একাউণ্টেণ্ট সদস্য নিযুক্ত হইলেন। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আয়কর প্রদানকারী প্রদেশ বাঙ্গলা এবং বোম্বাই হইতে উক্ত ট্রিবিউনেলে কোন সদস্য নিয়োগ করা হয় নাই।

বর্ত্তমান জানুয়ারী মাস হইতে টিবিউনেলের কাজ আরম্ভ হওয়ার কথা।

কলিকাতায় সাপ্লাই একাউণ্টসের শাখা অফিস

বর্ত্তমান মাসের ২রা জানুয়ারী হইতে কলিকাতা ১১।১নং মিশন রোডে একজন ডেপুটী কণ্ট্রোলার অব সাপ্লাই একাউণ্টসের অধীনে নয়াদিল্লীর কণ্ট্রোলার অব সাপ্লাই একাউণ্টসের একটী শাখা অফিস খোলা হইয়াছে। ভবিষ্যতে ইণ্ডিয়ান ষ্টোর্স ডিপার্টমেণ্টের অর্ডারে যে সমস্ত মালপত্র সরবরাহ করা হয় তাহার মূল্য উক্ত অফিস হইতে প্রদান করা হইবে। মিউনিসন্স প্রোডাক্সনের ডিরেক্টর জেনারেলের প্রয়োজনীয় মালপত্র সরবরাহের কণ্ট্রাক্টও উক্ত অফিসের মারফত গ্রহণ করিতে হইবে।

জার্ম্মানীর সমর ব্যয়

'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানের' বাণিজ্য সম্পাদক মিঃ টি, বেলগ জার্ম্মানীর সমরব্যয় পর্য্যালোচনা করিয়া অক্সফোর্ড ইনষ্টিটিউট অব ষ্টাটিসটিক্সের বুলেটিনে মত প্রকাশ করিয়াছেন যে জার্ম্মানী এবং ইংলণ্ডের বার্ষিক সমরব্যয়ের পরিমাণ বর্ত্তমানে যথাক্রমে ৪০০ কোটি এবং ৩০০ কোটি পাউণ্ড।

মাদ্রাজে ইক্ষুর সর্ব্বনিম্নমূল্য নির্দ্ধারণ

মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট কিছু দিন পূর্ব্বে হসপেট জেলায় ৭।০ আনা হইতে ১২০/৪ পাই হারে প্রতি টন ইক্ষুর সর্ব্বনিম্ন মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। হসপেটের অধিবাসীগণ সম্প্রতি ইক্ষুর নিম্নতম মূল্য ৭।০ আনা হইতে ৯।০ আনা বর্দ্ধিত করিবার জন্য মাদ্রাজ সরকারের নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

বেলা দুটোয় সে যেমন কর্ম্মক্ষম ছিলো

এখন আর তেমন নাই

এখন প্রায় চারটে বাজে—লোকটি যে এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বেলা দুটো থেকে ক্রমাগত দু'ঘণ্টা খেটে এখন আর সে আগের মতো তাড়াতাড়ি আর ভালোভাবে কাজ করতে পেরে উঠছে না। এই ক্লান্তি দূর করবার জন্য এখন এর দরকার এক পেয়ালা গরম চা—যা খাওয়া মাত্রই লোকটি আবার উৎসাহ ফিরে পাবে, আর বাকি কাজটা তার স্বাভাবিক উদ্যমের সঙ্গে সম্পূর্ণ করতে পারবে।

বেলা চারটের ক্লান্তি দূর করতে হ'লে

চা পান করুন

ইণ্ডিয়ান্ টী মার্কেট্ এক্স্প্যান্সান্ বোর্ড কর্ত্তৃক প্রচারিত

IK 141

তাঁতশিল্পের তত্ত্বানুসন্ধান

ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁতশিল্পের অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত যে প্রস্তাব করিয়াছেন তদনুসারে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিশাস্ত্রের অধ্যাপক ডাঃ পি, জে টমাসকে উক্ত কমিটির প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করা হইয়াছে। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় অনুসারে ৯ মাসের জন্য ডাঃ টমাসকে উক্ত কমিটীর সভাপতির কার্য্যগ্রহণে অনুমতি দিতে সম্মত হইয়াছেন। সভাপতি ব্যতীত কমিটিতে আরও দুইজন সদস্য থাকিবেন। ক্যালকাটা কাষ্টমস্ বিভাগের এ্যাসিষ্টাণ্ট কালেক্টর রায় বাহাদুর হৃষিকেশ মুখার্জি একজন সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন। অপর একজন সদস্য শীঘ্রই নিযুক্ত হইবে। আগামী ১৫ই জানুয়ারী হইতে কমিটির কার্য্যারম্ভ হইবে।

ব্রহ্মভারত বাণিজ্য চুক্তি

বর্ত্তমান মাসের তৃতীয় সপ্তাহে দিল্লীতে ব্রহ্ম-ভারত বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কে বিবেচনার জন্য প্রাথমিক সভার অধিবেশন হইবে। মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে শিল্প ও বাণিজ্যবিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এল, বি গ্রীন উক্ত সভায় যোগদান করিবেন।

মিঃ জে, এম, দত্ত

কলিকাতা ষ্টক এক্সচেঞ্জের কার্য্যকরী সমিতির এক সভায় মিঃ জে এম দত্ত চতুর্থবারের জন্য উক্ত এসোসিয়েশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধন বিল

বাঙ্গলার লাট ১৯৪০ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধন বিলে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন।

ইংলণ্ডে ভারতীয় তামাকের রপ্তানী

ভারতবর্ষে ভার্জ্জিনীয়া জাতীয় যে তামাক উৎপন্ন হইতেছে পৃথিবীর বাজারে তাহার ক্রমবর্দ্ধমান জনপ্রিয়তা এতদ্দেশ হইতে উহার রপ্তানীর পরিমাণ হইতেই প্রমাণিত হইবে। গত ১৯৩৪-৩৫ সালে ইংলণ্ডে এই শ্রেণীর তামাক মাত্র ৯৩ লক্ষ পাউণ্ড রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯৩৯ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৬ কোটী ৫০ লক্ষ পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছে।

বাঙ্গালায় সেচ কার্য্য

বাঙ্গলা সরকারের সেচ বিভাগের গত ১৯৩৮-৩৯ সালের কার্য্যবিবরণী হইতে জানা যায় যে, আলোচ্য বৎসর রাজস্বের খাতে ৩৪ লক্ষ ৪৩ হাজার ৪২০ টাকা ব্যয় হয়। পূর্ব্ববর্তী বৎসর উহার পরিমাণ ২৮ লক্ষ ২৯ হাজার ১৫১ টাকা ছিল। মোট ব্যয়ের মধ্যে ৬ লক্ষ ৫৫ হাজার ৩৫৪ টাকা সাধারণ সেচ কার্য্যের জন্য ব্যয়িত হয়। অবশিষ্টাংশ নদ-নদীর প্রসার, বাঁধ নির্ম্মাণ ও জল নিকাশের কাজে ব্যয়িত হয়। আলোচ্য বৎসর রাজস্বের খাতে মোট ১৭ লক্ষ ১৬ হাজার ৫৭৩ টাকা আয় হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর এই আয়ের পরিমাণ ছিল ১১ লক্ষ ৯৭ হাজার ৩৩৪ টাকা। দামোদর খাল অঞ্চলের বাকী টাকা আদায়ের ফলেই আলোচ্য বৎসর ৫ লক্ষ টাকা আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। দামোদর, ইডেন, মেদিনীপুর, শালবাঁধ, আমজোর খাল ও কাসিয়ানালা দ্বারা মোট ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৪০৫ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর উহার পরিমাণ ২লক্ষ ৩০৮ একর ছিল। মোট যে বাঁধের ব্যবস্থা আছে তাহার দৈর্ঘ্য ১ হাজার ২৬৩ মাইল ২ হাজার ৩৪৮ ফুট। এই সকল বাঁধ ৬ হাজার বর্গ মাইল পরিমিত স্থান রক্ষা করিতেছে।

শনের পরিবর্ত্তে কলার খোসা

ফরমোসা ডেভেলেপ্‌মেণ্ট কোম্পানী নামে একটি জাপানী প্রতিষ্ঠান কলার খোসা হইতে শনের ন্যায় গুণসম্পন্ন এক প্রকার তন্তু নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই তন্তু নির্ম্মাণের জন্যউক্ত কোম্পানী পাঁচ শত সংখ্যক যন্ত্র বসাইতেছে। ইহাতে কলার খোসা হইতে বার্ষিক ৪০ লক্ষ পাউণ্ড তন্তু প্রস্তুত হইবে।

দোকান কর্ম্মচারী আইন

১৯৪০ সালের দোকান কর্ম্মচারী আইন সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করিতে চাহেন সম্প্রতি কলিকাতা গেজেটে তাহার খসড়া প্রকাশিত হইয়াছে। উহা হইতে প্রকাশ যে দোকান কর্ম্মচারী আইন আগামী ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে বলবৎ হইবে না। গেজেটে প্রকাশিত নিয়মের খসড়া সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী অথবা তৎপর বিবেচনা করিবেন। প্রস্তাবিত নিয়মাবলী সম্বন্ধে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে তাহা ১০ই ফেব্রুয়ারীর পূর্ব্বে বাঙ্গলা সরকারের শ্রম ও বাণিজ্য বিভাগের জয়েণ্ট সেক্রেটারী মিঃ এম, কে কৃপালনীর নিকট জানাইতে হইবে। সর্ব্বপ্রথম আইনটি কলিকাতা ও সহরতলী এবং হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির এলাকায় কার্য্যকরী হইবে। গেজেটে প্রকাশিত নয়মাবলীতে নিম্নোক্ত হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান পর্ব্বোপলক্ষে আইনের প্রয়োগ স্থগিত রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে:—অক্ষয় তৃতীয়া, বকরইদ বাসন্তী পঞ্চমী, চৈত্র সংক্রান্তি, দীপালী, দুর্গাপূজা. ফতেহাদোয়াজ্জহাম, দোলযাত্রা, ১লা বৈশাখ, ইদলফেতর, জগদ্ধাত্রীপূজা, রাম নবমী, রথযাত্রা, বড়দিন ও ইংরাজী নববর্ষারম্ভ।

ভারতের চলচ্চিত্র পরামর্শদাতা

ভারতের নবনিযুক্ত চলচ্চিত্র পরামর্শদাতা মিঃ আলেকজান্দার শা সম্প্রতি ইংলণ্ড হইতে দিল্লীতে পোঁছিয়াছেন। বোম্বাইয়ে তাঁহার প্রধান আফিস স্থাপিত হইবে। ভারতের সকল চলচ্চিত্র শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ তাঁহার উপদেশ এবং সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিবে।

এলুমিনিয়ামের আমদানী নিয়ন্ত্রণ

সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্ট এক ইস্তাহারে জানাইয়াছেন যে বৃটিশ এবং মিত্রশক্তির সামরিক কার্য্যে এবং বিশেষভাবে বিমানপোত নির্ম্মাণের জন্য প্রভূত পরিমাণে এলুমিনিয়াম মজুদ রাখা বিশেষ প্রয়োজন। সুতরাং ভারতবর্ষের চাহিদার ফলে এলুমিনিয়ামের অভাবে উক্ত কাজ যাহাতে ব্যাহত না হইতে পারে তজ্জন্য ভারত সরকার বিদেশ হইতে, এমনকি ইংলণ্ড হইতেও ভারতবর্ষে এলুমিনিয়ামের আমদানী সম্পর্কে কঠোর নিয়ন্ত্রণ বিধি অবলম্বনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

বেতার যন্ত্রের আমদানী বৃদ্ধি

গত নবেম্বর পর্য্যন্ত ৮ মাসে বৃটিশ ভারতে বেতার যন্ত্রাদি আমদানী সম্পর্কে শুল্ক আয় ১২ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। উপরোক্ত সময়ে কোন বৎসর আয়ের পরিমাণ এত অধিক হয় নাই। কেবল মাত্র গত নবেম্বর মাসেই আমদানী শুল্কের পরিমাণ ১ লক্ষ ২২ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে।

১৯৩৮ সালে ভারতের বীমা ব্যবসায়

১৯৩৯ সালের ভারতীয় বীমা ব্যবসায় সম্পর্কিত বার্ষিক রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, গত ১৯৩৮ সালে ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানীসমূহ ২ লক্ষ ৯৬ হাজার পলিসিতে ৪৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে এবং উহাতে প্রিমিয়াম বাবদ ২ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। আলোচ্য বৎসর ভারতবর্ষে মোট নূতন বীমা কাজের পরিমান ৫১ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা এবং উহা হইতে প্রিমিয়াম বাবদ ২ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। মোট পলিসি ইস্যু হইয়াছে ৩ লক্ষ ২২ হাজার। ১৯৩৮ সালের শেষে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের চলতি বীমার পরিমান ছিল ২০৪ কোটি টাকা এবং প্রিমিয়াম বাবদ আয়ের পরিমান ছিল ১০ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা। এতৎসম্পর্কে ১২ লক্ষ ৪০ হাজার পলিসি বলবৎ ছিল। বিদেশী কোম্পানীসমূহের কাজ যোগ করিলে ১৯৩৮ সালের শেষে চলতি বীমার পরিমান ১৫ লক্ষ ১৬ হাজার পলিসিতে ২৯৮ কোটী টাকা দাঁড়ায় এবং উহার প্রিমিয়াম বাবদ আয়ের পরিমান ১৫ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা হয়।

বিগত দশ বৎসরে বীমাব্যবসায়ের উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ হইয়াছে। ১৯২৯ সালে ভারতীয় বীমা কোম্পাসীসমূহের কাজের পরিমাণ ছিল ৮২ কোটী টাকা এবং ১৯৩৮ সালের শেষে উহা ২১৯ কোটী টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রিমিয়াম বাবদ আয়ের পরিমাণও ১৯২৯ সালের ৪ কোটী ৯২ লক্ষ টাকার স্থলে ১৯৩৮ সালে উহা ১৪ কোটী ১৩ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। পুর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় উহা ২ কোটী ১১ লক্ষ টাকা অধিক। আলোচ্য বৎসরে ৩৬০টি কোম্পানী কাজ করিয়াছে। তন্মধ্যে ২১৭টী ভারতীয় কোম্পানী ও অবশিষ্ট বিদেশী কোম্পানী। আলোচ্য বৎসরে বিভিন্ন প্রদেশে কোম্পানীর সংখ্যা নিম্নরূপ ছিল:—বোম্বাইএ ৬৭টী, বাঙ্গলা দেশে ৫০টী, মান্দ্রাজে ৩৯টী, পাঞ্জাবে ২৫টী, দিল্লীতে ১২টী, যুক্ত প্রদেশে ১০টী, বিহারে ৪টী। অবশিষ্ট অন্যান্য প্রদেশে সংগঠিত ছিল।

১৯৩৮ সালে ভারতের বাহিরে ভারতীয় কোম্পানীসমূহের নূতন কাজের পরিমাণ ৩ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা এবং উহার প্রিমিয়াম বাবদ ১৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা আয় হয়।

এক্সপোর্ট এ্যাডভাইসরী কাউন্সিল

প্রকাশ ভারত গবর্ণমেণ্ট দেশীয় রাজ্যসমূহের পক্ষে বরোদা রাজ্যের দেওয়ান স্যার ভি, টি কৃষ্ণমাচারিয়া ও ময়ূরভঞ্জের পলিটিক্যাল এ্যাডভাইসর মিঃ কে সি নিয়োগীকে এক্সপোর্ট এ্যাডভাইসরী কাউন্সিলের সদস্য নিয়োগ করিয়াছেন।

ভারতীয় শিল্পপতিগণের সম্মেলন

বোম্বাইএর এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্রীজের প্রেসিডেণ্ট মিঃ সঙ্কলচাঁদ জি, শা এই মর্ম্মে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন যে উক্ত এসোসিয়েসনের কার্য্যকরী সমিতি বিশেষ বিবেচনার পর স্থির করিয়াছেন যে ছোট খাটো শিল্প এবং যে সকল শিল্পের সংগঠন কার্য্য সম্পূর্ণ হয় নাই, তাহাদের সম্মুখে বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে যে সকল সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহার প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবনের জন্য আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যভাগে বোম্বাইএ বিভিন্ন শিল্পসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের একটী সম্মেলন হইবে। মিঃ শা' এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য বিভিন্ন প্রদেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

পৃথিবীতে চিনির উৎপাদন

গত ১৯৩৯-৪০ সালে সমগ্র পৃথিবীতে ১ কোটি ৮৮ লক্ষ ৯৮ হাজার টন আঁখের চিনি এবং ১ কোটি ১১ লক্ষ ৭ হাজার টন বীট্ চিনি মিলাইয়া মোট ৩ কোটি ৫ হাজার টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর ১ কোটি ৮৪ লক্ষ ৫১ হাজার টন আখের চিনি এবং ১ কোটি ২ লক্ষ ১৬ হাজার টন বীট্ চিনি লইয়া মোট ২ কোটি ৮৬ লক্ষ ৬৭ হাজার টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল। গত ১৯৪০ সালে জাভাতে ১৪ লক্ষ ৫১ হাজার টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। গত ১৯৩৯ সালে উহার পরিমান ১৫ লক্ষ ৫০ হাজার টন ছিল।

পৃথিবীর তুলা ফসল

নিউইয়র্কে কটন এক্সচেঞ্জের রিপোর্টে প্রকাশ বর্ত্তমান মরশুমে পৃথিবীতে তুলা ফসলের উৎপাদন প্রায় ২০লক্ষ গাঁইট বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য মরশুমে তুলার উৎপাদন মোট ২ কোটি ৯২ লক্ষ ৭৬ হাজার গাঁইট দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। গত বৎসর উহার পরিমান মোট ২কোটী ৭৩লক্ষ ৬৭ হাজার গাঁইট ছিল। আলোচ্য বৎসরে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ১ কোটি ২৫ লক্ষ ৬৬ হাজার গাঁইট, ব্রেজিলে ২৩ লক্ষ গাঁইট, চীনে ১০ লক্ষ গাঁইট, মিশরে ১৮ লক্ষ ৫০হাজার গাঁইট, ভারতবর্ষে ৪৫লক্ষ ৫০ হাজার গাঁইট এবং রুশিয়াতে ৪০ লক্ষ গাঁইট তুলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হয়।

চটকলের কার্য্যকাল

ইণ্ডিয়ান জুট মিলস এসোসিয়েশনের কার্য্যকরী সমিতি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের কোন সপ্তাহে চটকলসমূহের কাজ বন্ধ থাকিবেনা। তবে ১৫ই মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইবে তাহাতে চটকল সমূহের কাজ বন্ধ থাকিবে।

অষ্ট্রেলিয়ার সমর ব্যয়

প্রকাশ, অষ্ট্রেলিয়ান-কমনওয়েলথের ট্রেজারার এরূপ অনুমাণ করিয়াছেন যে উক্ত দেশের সমর ব্যয় বার্ষিক ৩০ কোটী অষ্ট্রেলিয়ান পাউণ্ড পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে পারে

সেণ্ট্রাল জুট কমিটী

বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব্ কমার্সের পক্ষে ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহার স্থলে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল জুট কমিটির সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

আমেরিকার সামরিক বাজেট

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্ব্বাচিত পার্লামেণ্টে যে সামরিক বাজেট উত্থাপন করিয়াছেন তাহাতে আগামী তিন বৎসরের মধ্যে দেশরক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যে আড়াই হাজার কোটি ডলার ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে।

আফ্রিকায় ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্য

সম্প্রতি মোম্বাসায় ভারত গবর্ণমেণ্টের ট্রেড্ কমিশনার কলিকাতায় মাড়োয়ারী চেম্বার অব্ কমার্সএর প্রতিনিধিগণের এক সভায় বণিক এবং পণ্য উৎপাদনকারীগণকে বর্ত্তমান সুযোগে আফ্রিকায় তাহাদের রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করিবার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কোং লিঃ

সম্প্রতি চট্টগ্রামে চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর অংশিদারগণের বার্ষিক সাধারণ সভা হইয়া গিয়াছে। কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান সেখ রফিউদ্দিন সিদ্দিকী এম এল এ (কেন্দ্রীয়) ঐ সভার সভাপতিত্ব করেন।

সভায় কোম্পানীর গত ১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্য্যবিবরণী পেশ করা হয়। এই বিবরণী দৃষ্টে আলোচ্য বৎসরের হিসাবে কোম্পানীর অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায়। নারায়ণগঞ্জ রাজসাহী ও ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানে এই কোম্পানীর শাখা প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। এই কোম্পানীর ব্যবসায়ের ক্ষেত্র প্রসারের জন্য নূতন নূতন স্থানে বিদ্যুৎ সরবরাহের লাইসেন্স লইবার বন্দোবস্ত হইতেছে। ফরিদপুর শাখায় বিজলী সরবরাহ সুচারুরূপে সম্পাদন উদ্দেশ্যে এবার একটি তৃতীয় জেনারেটিং সেট আনয়ন করা হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে কাজ কারবার চালাইয়া কোম্পানীর মোট ৮০ হাজার ৮৪১ টাকা মুনাফা হয়। উহা হইতে রাজসাহী মহারাণী হেমন্ত কুমারী ওয়াটার ওয়ার্কসের ও ফরিদপুর লিটন ওয়াটার ওয়ার্কসের ৪৮৪ টাকা ঘাটতি বাদে এবৎসর ৮০ হাজার ৩৫৭ টাকা মুনাফা দাঁড়ায়। পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত ২৪ হাজার ৬১৬ টাকা যোগ করিয়া উহা ১ লক্ষ ৪ হাজার ৯৭৩ টাকা হয়। ঐ টাকা নিম্নরূপ ভাবে নিয়োগ করা স্থির হইয়াছে:—অংশিদারদিগকে শতকরা ৬ টাকা হারে লভ্যাংশ বাবদ মোট ৪৬ হাজার ৫৯১ টাকা, মজুত তহবিলে ২ হাজার টাকা, ম্যানেজিং এবং সুপারিন্টেণ্ডিং ডিরেক্টরের কমিশন ৪ হাজার ৭০১ টাকা, কর্ম্মচারীদের বোনাস ৩ হাজার ৭৫৪ টাকা, উদ্বৃত্ত (ইহা হইতে আলোচ্য বৎসরের আয়কর দেওয়া হইবে) ৪৭ হাজার ৯২৭ টাকা।

চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখাইয়া ব্যবসা ক্ষেত্রে চট্টগ্রামের গৌরব বর্দ্ধিত করিয়া ইহার এই কৃতকার্য্যতার মূলে এই কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে কে সেনের কর্ম্মকুশলতা নিহিত রহিয়াছে। আমরা এই কোম্পানীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

প্রবর্ত্তক ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

প্রবর্ত্তক ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর গত ১৯৩৯ সালের কার্য্য বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় এবৎসর কোম্পানী মোট ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকার নূতন বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিল। উহা হইতে এবং পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত প্রস্তাব হইতে এবার মোট ১ লক্ষ ৫ হাজার টাকার নূতন বীমা পত্র প্রদান করা হইয়াছে। এবৎসর প্রিমিয়াম বাবদ ২৯ হাজার ৩২৯ টাকা এবং দাদনী তহবিলের সুদ বাবদ ৭৪৬ টাকা আয় হয়। আলোচ্য সময় মৃত্যু বাবদ কোন দাবী হয় নাই। কার্য্য পরিচালনা বাবদ ১৫ হাজার ৩৭০ টাকা ও কমিশন বাবদ ৬২০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ২১ হাজার ২৬৩ টাকা। বৎসরের শেষে তাহা বাড়িয়া ৩২ হাজার ৯৩৮ টাকা দাড়াইয়াছে। গত ১৯৩৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর এই কোম্পানীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৩৪৯ টাকা। উহার মধ্যে ৭৭ হাজার ৫৩৬ টাকাই সিকিউরিটি আকারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট মজুত ছিল।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ

গত ১৯৪০ সালে কারবার চালাইয়া সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের মোট ৩৮ লক্ষ ৫৫ হাজার ৫০৭ টাকা (পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত সহ) নিট লাভ দাঁড়াইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ঐ টাকা নিম্নরূপভাবে নিয়োগ করা স্থির হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ:—১৯৪০ সালের হিসাবে শেয়ারের উপর শতকরা মোট ৭ টাকা হারে লভ্যাংশ প্রদান বাবদ মোট ১১ লক্ষ ৭৬ হাজার ৯২৪ টাকা, প্রতি শেয়ারের উপর আট আনা হারে বোনাস প্রদান বাবদ ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার ২৬৪ টাকা, আয়কর ও সুপার টাক্স বাবদ রক্ষিত ৩ লক্ষ টাকা, ক্ষতিপূরণ তহবিল নিয়োগ ৩ লক্ষ টাকা, মজুত তহবিলে নিয়োগ ৭ লক্ষ টাকা, কর্ম্মচারীদিগকে বোনাস ২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা, পরবর্ত্তী বৎসরের হিসাবে জের ৮ লক্ষ ১২ হাজার ৩১৯ টাকা।

ওয়ার্ডেন ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

সম্প্রতি ওয়ার্ডেন ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর গত ১৯৩৯ সালের কার্য্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। নূতন বীমা আইন অনুসারে এবৎসর ডিসেম্বর মাসে কার্য্য শেষ করিতে হওয়ায় এবারের কার্য্যবিবরণীতে মাত্র ৯ মাসের কার্য্যফল দেওয়া হইয়াছে। সুখের বিষয় এই অল্প সময় মধ্যে কোম্পানী উল্লেখযোগ্য পরিমাণ নূতন কাজ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছে। আলোচ্য সময়ে মোট ১১ লক্ষ ৬ হাজার টাকার নূতন বীমার জন্য কোম্পানী ৭৬২টি প্রস্তাব পাইয়াছিল। উহার মধ্যে ৭০৯টি প্রস্তাবে
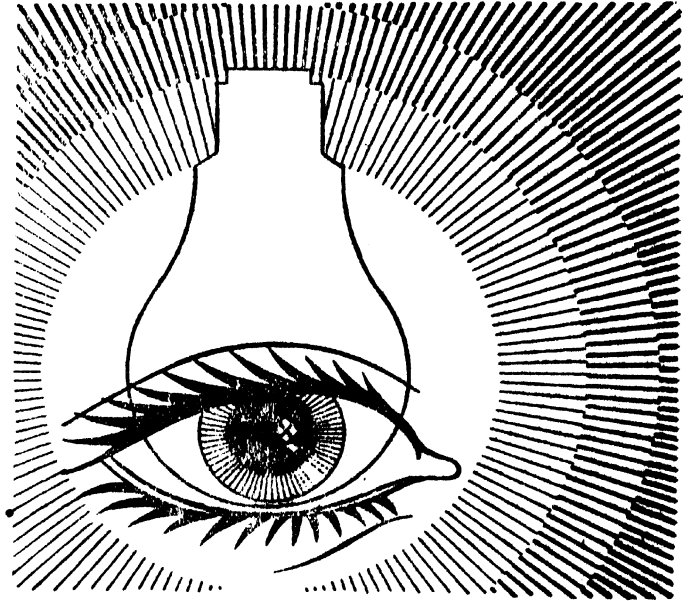
শেষ পর্য্যন্ত ১০ লক্ষ ৭ হাজার ৮০০ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করা হইয়াছে। এই নূতন বীমা লইয়া গত ১৯৩৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কোম্পানীর মোট চলতি বীমার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৯৭ লক্ষ ৪ হাজার টাকা।

আলোচ্য সময়ে প্রিমিয়াম বাবদ কোম্পানীর ৩ লক্ষ টাকার মত আয় দাঁড়ায়। ব্যয়ের দিকে এবার মৃত্যু বাবদ ২৪ হাজার ৪৭০ টাকা দাবী হয়। প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ দাবী হয় ৬ হাজার ৫০১ টাকা। কার্য্যপরিচালনা বাবদ কোম্পানী ১০ লক্ষ ৯৫ হাজার ৬৭৪ টাকা ব্যয় করে। এজেন্টদের কমিশন বাবদ ব্যয় হয় ৫৫ হাজার ৯৭৭ টাকা। অন্যান্য খরচ পত্র বাদে বাকী টাকা কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলে ন্যস্ত হয়। বৎসর শেষে ঐ তহবিল বাড়িয়া মোট ৪ লক্ষ ৩৯ হাজার ৪৩৯ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

প্রেমচাঁদ জুট মিলস্ লিঃ

সম্প্রতি প্রেমচাঁদ জুট মিলস্ লিমিটেডের গত ১৩ই অক্টোবর (১৯৪০) পর্য্যন্ত ছয় মাসের কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য সময়ে কোম্পানী মোট ২২লক্ষ ৪ হাজার ৫৬৩ টাকা থলে ও চট ইত্যাদি বিক্রয় করে। ক্ষয়পূরণ বাবদ ১ লক্ষ ৩ হাজার ৪৪১ টাকা নিয়োগ করা হয়। যাবতীয় ধরণের খরচপত্র বাদে কোম্পানীর নিট লাভ দাঁড়ায় ২ লক্ষ ৩৫ হাজার ৩৯৭ টাকা। পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় মাসের হিসাবে নিট লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৯৭ হাজার ৪৯২ টাকা। এবারকার নিট লাভ হইতে আলোচ্য ছয় মাসের হিসাবে অংশিদারদিগকে শতকরা ৩ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। ৩ হাজার ৯৭৯ টাকা পরবর্ত্তী ছয় মাসের হিসাবে জের টানা স্থির হইয়াছে।

পাঞ্জাব মিউচুয়াল হিন্দু ফ্যামিলি রিলিফ ফ্যাণ্ড লিঃ

সম্প্রতি উপরোক্ত কোম্পানীর সদস্যদের এক বিশেষ সভায় কোম্পানীর কার্য্য বন্ধ করিয়া দেওয়া সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কোম্পানীর পক্ষ হইতে কোম্পানীর পরিচালকদিগকে ঐ জন্য যথাবিহিতরূপ আবেদন পেশ করিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

বৃটানিয়া বিস্কুট কোং লিঃ

বৃটানিয়া বিস্কুট কোম্পানীর গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের যে কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য সময়ে কোম্পানী ১০ লক্ষ ৬৫ হাজার ৩৫৬ টাকার বিস্কুট, কেক্ ইত্যাদি বিক্রয় করিয়াছিল। উহা হইতে বিভিন্ন ধরণের খরচপত্র নির্ব্বাহ করিয়া কোম্পানীর নিট লাভ দাঁড়ায় ৩৫ হাজার ৯৯ টাকা। ঐ নিট লাভ হইতে প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর শতকরা ৪ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। ৮০ হাজার ৩৪ টাকা পরবর্ত্তী ছয় মাসের হিসাবে জের টানা হইয়াছে।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

কল্যাণ উইভিং মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ জি কে গিদওয়ানী। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—১৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

ভগবতী ট্রেডিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কে পি গোয়েঙ্কা। অনুমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৪ নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পোদ্দার ল্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট ট্রাষ্ট লিঃ—ডিরেক্টর কিসেনলাল পোদ্দার। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৫ নং ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

গ্যাঞ্জেস ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কে ডি জালান। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—১৪৪ নং ও ১৪৫ নং গুডুসুন্দরী রোড্, হাওড়া।

এম কে জৈন এণ্ড কোং লিঃ—অনুমোদিত মূলধন—৪ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৯ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কুশীরাম মুরারীলাল লিঃ—ডিরেক্টর কুশীরাম চারিয়া। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—২১ বি ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বেঙ্গল ইনগট কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ সি জে এইচ্ বোল্টন। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৫ নং হাইড রোড্, খিদিরপুর, কলিকাতা।

জয়চন্দ্র সরকার (টেক্সটাইলস) লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর কে সি সরকার। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৩/১ বি দুর্গাচরণ চাটার্জ্জি লেন, কলিকাতা।

জয়চন্দ্র সরকার (হার্ডওয়ার) লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ জে সি সরকার। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ৩/১ বি দুর্গাচরণ চাটার্জ্জি লেন—কলিকাতা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

বেঙ্গল কোল্ কোং লিঃ—গত ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ১২ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসের হিসাবেও ঐ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **বিস্‌রা ষ্টোন লাইম্ কোং লিঃ**—গত সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ২৭৷৷ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসেও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **এসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোম্পানীর লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা ৫ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরও ঐ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **বার্ম্মা কর্পোরেশন লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা ৪৴ আনা। পূর্ব্ব বৎসর লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল শতকরা ৬৷০ আনা। **ইণ্ডিয়ান কেবল কোং লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা ২৷৷০ আনা। পূর্ব্ব বৎসরের হিসাবে কোন লভ্যাংশ দেওয়া হয় নাই। **কানপুর সুগার ওয়ার্কস লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা ২৷৷০ আনা। পূর্ব্ব বৎসর ও ঐ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল।

মত ও পথ

যুদ্ধ ও জাতীয় দারিদ্র্য

বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে ইংলণ্ডে জাতীয় দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইবে না বলিয়া কিছুদিন পূর্ব্বে বিখ্যাত অর্থনীতিবিশারদ মিঃ কেন্‌স্ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিগত নবেম্বর মাসের লণ্ডন "ব্যাঙ্কার" মিঃ কেন্‌সের অভিমত সমর্থন করিয়া লিখিতেছেন, যুদ্ধের পর আমরা মোটেই দরিদ্র অবস্থায় পতিত হইব না বলিয়া কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে মিঃ কেন্‌স্ যে মত প্রকাশ করেন তাহা লণ্ডন সহরে বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছে। মিঃ কেনসের মত খণ্ডন করা সহজ নয়। জাতীয় মূলধন হ্রাস পাইলেই অর্থাৎ ঘরবাড়ী কলকারখানা ও জাহাজ বিনষ্ট এবং স্বর্ণ ও বৈদেশিক অর্থ নিঃশেষিত হইলে যুদ্ধে আমাদের প্রকৃত ক্ষতি হইবে। মানুষের প্রাণহানি এবং শক্তি হানির জন্যও ক্ষতির পরিমাণ কতকটা বৃদ্ধি পাইবে তর্কের খাতিরে বলা যায়। কিন্তু নিছক অর্থনৈতিক হিসাব নিকাশে মিঃ কেন্‌সের অভিমত সমর্থন না করিয়া উপায় নাই। যুদ্ধের অধিকাংশ ব্যয় বর্ত্তমানেই মিটাইতে হইবে। ইহার অর্থ এই যে সমর-সরঞ্জাম নির্ম্মাণের জন্য দেশবাসী পূর্ব্বের ন্যায় প্রয়োজনানুরূপ দ্রব্যাদি উপভোগ করিতে পারিতেছে না। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হইলে পুনরায় এই সমস্ত পণ্যাদি পূর্ণোদ্যমে প্রস্তুত করা আরম্ভ হইবে। মূলধনের খাতে যে ক্ষতি হইবে তাহাই যুদ্ধের দরুণ প্রকৃত ক্ষতি বলা যাইতে পারে। ১০ লক্ষ গৃহ ভূমিস্যাৎ হইলে—এই সমস্ত গৃহ পুনর্নির্ম্মিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের বাসগৃহ সমূহের অবস্থা শোচনীয় হইবে। ৫০ লক্ষ টনের জাহাজ নষ্ট হইলে যুদ্ধের শেষে মোটরগাড়ী প্রভৃতি নির্ম্মাণের পরিবর্ত্তে আমাদিগকে জাহাজ নির্ম্মাণ কার্য্যে লৌহ ও শ্রম নিযুক্ত করিতে হইবে। শিল্পপ্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হইলে সংস্কার না হওয়া পর্য্যন্ত শিল্পপণ্যের উৎপাদনও প্রয়োজনানুরূপ হইবে না। বৈদেশিক অর্থ নিঃশেষ হইলে আমাদিগকে হয় আমদানী হ্রাস করিতে হইবে নতুবা রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে। এই সমস্তই প্রকৃতপক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাদের মধ্যেও বৈদেশিক অর্থ হ্রাস ব্যতীত কোন শ্রেণীর ক্ষতিকেই স্থায়ী বলার হেতু নাই। কয়েক বৎসরের মধ্যেই পুনরায় গৃহাদি ও জাহাজ সমূহ নির্ম্মিত হইবে, শিল্পপ্রতিষ্ঠানে নূতন নূতন কলকব্জা স্থাপিত হইবে। অবশ্য যুদ্ধ না হইলে আমাদের ধনসম্পদ যে আরও বৃদ্ধি পাইত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যুদ্ধের দরুণ বাড়ীঘরের যে ক্ষতি হইবে তাহা সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা পূর্ব্বের ন্যায় ধনসম্পদের অধিকারী হইব।

বিগত মহাযুদ্ধের দশ বৎসর পর যুদ্ধমান দেশসমূহ পূর্ব্বের ন্যায় সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল প্রমাণিত হইয়াছে। জাতীয় দারিদ্র্য বিগত মহাযুদ্ধের কুফল বলিয়া প্রতিপন্ন হয় নাই। যুদ্ধের পরবর্ত্তী আর্থিক সমস্যা সমূহ সমাধানের মত বিচারশক্তির এবং সাহস যে রাজনীতিকগণ এবং শাসক-সম্প্রদায় হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন তাহাই ছিল গত মহাযুদ্ধের অভিশাপ।

সাহস এবং যুক্তিপূর্ণ কর্ম্মনীতির অভাবে যুদ্ধের পরও নানা বিষয়ে নানারূপ অসুবিধার সৃষ্টি হইতে পারে। বিগত যুদ্ধের পর ১৯১৪ সালের অবস্থায় প্রত্যাগমনের কল্পনা রাজনীতিকগণের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়। "স্বাভাবিক" অবস্থায় ফিরিয়া যাইবার জন্য চেষ্টার পর চেষ্টা চলিতে থাকে। যুদ্ধের পূর্ব্বেকার হারে স্বর্ণমান পুনঃ প্রবর্ত্তিত হয়। যুদ্ধের পূর্ব্বেকার অবস্থা বর্ত্তমান না থাকায় নীতিপরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা ভুলিয়া গিয়া আমরা সেই পুরাতন রপ্তানী বাণিজ্যের নীতি আঁকড়াইয়া রহিলাম। যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই আমেরিকা এবং জার্ম্মানীর নিকট ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক পরাজয়ের সূত্রপাত হয়। যুদ্ধের পর পুরাতন নীতি চালু করার প্রচেষ্টায় ইংলণ্ড আধুনিক জাতি-সমূহের আরও পেছনে পড়িতে আরম্ভ করে এবং এই গতি রোধ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।

বর্ত্তমান যুদ্ধেও ইহা ঘটিলে অনুরূপ ফল অবশ্যম্ভাবী। পরিবর্ত্তিত অর্থ-নৈতিক অবস্থায় যুদ্ধের পর দূরদৃষ্টির সহিত কার্য্য পরিচালিত হইলে যুদ্ধের ফলে যে ধনসম্পদ বিনষ্ট হইবে তাহা শীঘ্রই পরিপূরণ করা সম্ভব হইবে।

ইংলণ্ডের যুদ্ধে ভারতের সাহায্য

সমর ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য ভারতসরকারের আগামী বাজেটে ট্যাক্স বৃদ্ধির যে আশঙ্কা দেখা দিয়াছে তৎসম্পর্কে ৪ঠা জানুয়ারীর "ইণ্ডিয়ান ফিনান্স" 'ইৎসড়পার' লিখিতেছেন, "নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করা সম্পর্কে আমি মোটেই প্রতিবাদ করিনা। উপস্থিত আর্থিক প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্য না নিয়া জাতীয় স্বার্থবৃদ্ধির পরিকল্পনার অঙ্গরূপে যে কোন প্রকার অন্যায় এমন কি লবণকর স্থাপিত হইলেও তাহা সমর্থন করিতে আমি স্বীকৃত আছি। ইহা বলার কারণ এই যে যুদ্ধ ব্যপদেশে নূতন কর ধার্য্য হইলে জনসাধারণের মনে এরূপ ধারণা সৃষ্ট হইতে পারে যে ইংলণ্ডকে অতিরিক্ত এবং সীমার বাহিরে সাহায্য প্রদানের জন্য ভারতবর্ষকে বাধ্য করা হইতেছে। কিন্তু ন্যায্য সাহায্যের পরিমাণ কি ? আমার মনে হয় একদিকে ইংলণ্ডকে সাহায্য করার মত ভারতের ক্ষমতা এবং অন্যদিকে এই সাহায্যপ্রদানের ফলে ভারতের কি ক্ষতি এবং ইংলণ্ডের কি লাভ হয়—এই দুইটী বিষয় বিচার করিয়া ন্যায্য সাহায্যের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা সঙ্গত। সাহায্য প্রদানের ক্ষমতার তুলনায় ভারতের ক্ষতি এবং ইংলণ্ডের লাভ—এই দুইটার অনুপাত যদি খুব বেশী বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং যে সাহায্য উভয়দেশের শক্তিবৃদ্ধির উপযোগী নয় আমার মতে তাহা নিতান্ত অন্যায় সাহায্য।"

আগামী সেন্সাস

আগামী আদমসুমারী সম্পর্কে বর্ত্তমান মাসের প্রবাসী সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিতেছেন, "১৯৩১ সালের লোকসংখ্যা-গণনায় যে অনেক গলদ ছিল, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। যতগুলা ভুল দেখান হইয়াছে, তাহার মধ্যে কোন একটাও যে ভুল নয়, এ পর্য্যন্ত কেহ তাহা দেখাইতে পারে নাই। গলদ-গুলার মধ্যে কোন কোনটার মূলে যে বদ মতলব ছিল, এরূপ সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এই রকম দুরভিসন্ধি লোপ পায় নাই, আগামী সেন্সাসের বেলায়ও তাহা প্রবল ও কার্য্যকর থাকিবে; বোধ হয় প্রবলতর হইবে। অবশ্য, সকলকে সাবধান হইতে বলা হইতেছে। কিন্তু মিথ্যা কথা বলার যদি প্রতিযোগিতা হয়, তাহা হইলে তাহাতে কাহারও জয় আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নয়।

কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী বা কোন্ জাতের লোক তাহা লেখা বা না লেখার প্রশ্ন লইয়া খবরের কাগজে অনেক লেখালেখি হইয়াছে। তাহা অনাবশ্যক নহে। কিন্তু দেশে সম্পূর্ণ বেকার লোক কত আছে এবং বৎসরের অধিক মাস, বা ছয়মাস কতলোক বেকার থাকে, তাহারও গুন্তি হওয়া আবশ্যক।"
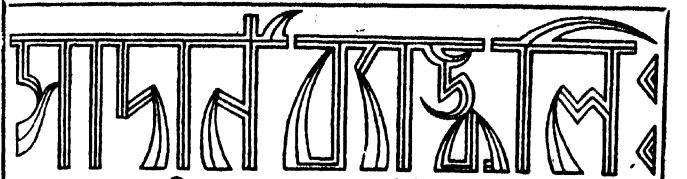
বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১০ই জানুয়ারী

কলিকাতার টাকার বাজারে এসপ্তাহেও পূর্ব্বাপর মন্দা লক্ষিত হইয়াছে। বাজারে কল টাকার (দাবী মাত্র পরিশধের সর্ত্তে ঋণ) বার্ষিক শতকরা সুদের হার ছিল আট আনা। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, কল টাকার সুদের হার ঐরূপ কম থাকা সত্ত্বেও বাজারে ঋণ গ্রহীতার তুলনার ঋণ প্রদাতার সংখ্যাই অধিক ছিল। অন্যান্যবার এই সময় টাকার বাজার স্বভাবতঃই কিছু চড়া থাকিত। কিন্তু এবার বাজারে দীর্ঘকাল যাবৎ ক্রমাগত ভাবে একটানা মন্দার ভাবই লক্ষিত হইতেছে। ট্রেজারী বিলের সুদের হার এখন পর্য্যন্ত প্রায় এক টাকাতেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। কল টাকার বার্ষিক শতকরা সুদের হারও আট আনার বেশী চড়িতেছে না। পাটকলওয়ালারা পাটক্রয় সম্বন্ধে তাহাদের কর্ম্মনীতি ঘোষনা করার পর এরূপ আশা করা গিয়াছিল যে পাটকল ওয়ালারা এখন হইতে বেশী টাকার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিবে। আর তৎসঙ্গে বাজারে টাকার কিছু টান দেখা যাইবে। কিন্তু সে আশা কার্য্যতঃ মোটেই ফলবতী হয় নাই।

গত ৭ই জানুয়ারী ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩ কোটি ১২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। এই আবেদনের মধ্যে ৯৯৮৬ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমস্ত এবং ৯৯৮৩ পাই দরের শতকরা ১৮ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছিল। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। গত সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার ছিল ৮৶০ আনা। এসপ্তাহে তাহা শতকরা ৯৵২ পাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

আগামী ১৪ই জানুয়ারীর জন্য ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার অহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের আবেদন গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১৭ই জানুয়ারী ঐ বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে।

এসপ্তাহে মধ্যপ্রদেশ সরকারের পক্ষ হইতে ৫০ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রয় করা হইয়াছে। মোট ৮৬ লক্ষ টাকার আবেদন পাওয়া গিয়াছে। গৃহীত টেণ্ডারের সুদের হার নির্দ্ধারিত হইয়াছে বার্ষিক শতকরা ১৶ পাই।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ৩রা জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২২৯ কোটি ৯৫ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহা ছিল ২২৮ কোটি ৫৮ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ৯ লক্ষ টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছে। এসপ্তাহে দেওয়া হয় ৯৪ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ছিল ৫৭ কোটি ১৫ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা। এসপ্তাহে তাহা দাঁড়াইয়াছে ৫৯ কোটি ৫৮ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তহবিলে ২৯ কোটি ৬৫ লক্ষ ৯০ হাজার রৌপ্য মুদ্রা মজুদ ছিল। এসপ্তাহে তাহা ২৯ কোটি ৮৪ লক্ষ ৮ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্টের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৪৭ কোটি ৯৩ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা ও ১৬ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা। এ সপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ৪৭ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা ও ১৭ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ দেখা গিয়াছে:—

ষ্টেলিং হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১শি ৫ ৩১/৩২ পে
ঐ দর্শনী	”	১শি ৫ ৩১/৩২ পে
ডি এ ৩ মাস	”	১শি ৬ ১/১৬ পে
ডি এ ৪ মাস	”	১শি ৬ ১/১৬ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ টাকায়)	৩৩২৸০
ইয়েণ	(প্রতি ১০০ টাকায়)	৮১।০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১০ই জানুয়ারী

ঈদের ছুটী উপলক্ষে এসপ্তাহে শেয়ার বাজার দুই দিন বন্ধ ছিল। সপ্তাহের প্রথম তিন দিনের কার্য্যাবলী আলোচনায় বাজারের অবস্থা গত সপ্তাহের তুলনায় অবনতির দিকে গিয়াছে বলিতে হইবে। শিল্পের উপর কর বৃদ্ধি করা হইবে বোম্বাই হইতে সম্প্রতি এরূপ গুজব রটিয়াছে এবং ইহার ফলে বিভিন্ন বিভাগে মন্দার সৃষ্টি হইয়াছে। এই গুজবের সত্যতা সম্পর্কে মন্তব্য করার মত যথেষ্ট উপাদান এখনও পাওয়া যাইতেছেনা। বিগত অতিরিক্ত বাজেটে আয়করের উপর শতকরা ২৫৲ টাকা সারচার্জ্জ ধার্য্য হইয়াছে; কাজেই ১৯৪০-৪১ সালের বাজেটে আয়করের হার বৃদ্ধি হইবে এরূপ আশঙ্কার বিশেষ কারণ দেখা যায় না। এই কারণেই মিউনিসিপ্যাল, পোর্ট ট্রাষ্ট প্রভৃতির ঋণ এবং বিশিষ্ট কোম্পানীর ডিবেঞ্চারের মূল্যে আলোচ্য সপ্তাহে মন্দগতি পরিলক্ষিত হয় নাই। অতিরিক্ত লাভের উপর শতকরা ৫০৲ টাকা কর ধার্য্য আছে। এই কর বৃদ্ধি হইবে বাজারে এরূপ আশঙ্কা হইয়াছে এবং ইহার ফলে বিশিষ্ট বিশিষ্ট কোম্পানীর শেয়ার মূল্য আলোচ্য সপ্তাহে উল্লেখযোগ্যরূপ হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু এসম্পর্কেও আমাদের অভিমত এই যে অতিরিক্ত লাভের উপর কর ধার্য্য করার কয়েক মাস মধ্যেই এত শীঘ্র গবর্ণমেণ্ট এই খাতে আয় বৃদ্ধি করিতে অগ্রসর হইবেন বলিয়া ধারণা করা কঠিন। ট্যাক্স বৃদ্ধি হইলেও শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয় বৃদ্ধি পাওয়ার সম্পুর্ণ সম্ভাবনা। এই অবস্থায় শেয়ার বাজারের এই মন্দগতি মোটেই প্রকৃত অবস্থার পরিচায়ক নহে। মোটের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের আগামী বাজেট প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত আশঙ্কা ও আশা, দ্বিধা ও ভরসার মধ্য দিয়াই শেয়ার বাজারের কাজকর্ম্ম চলিতে থাকিবে এবং ইতিমধ্যে অন্যান্য দিকে অনুকূল অবস্থার সমাবেশ ঘটিলেও শেয়ার বাজারের কর্ম্মতৎপরতা সবিশেষ বৃদ্ধি পাইবে আশা করা যায় না।

কোম্পানীর কাগজ

কোম্পানীর কাগজ বিভাগে আলোচ্য সপ্তাহে কোনরূপ মন্দার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। শতকরা ৩॥০ আনা সুদের কাগজ ৯৪।৶০ আনায় বিকিকিনি হইতেছে এবং বর্ত্তমানে ইহা গত কয়েক দিনের তুলনায় সন্তোষ-জনক মূল্যই বলিতে হইবে। ৩৲ সুদের কাগজ ৮০৸৶০ আনা, ৩॥০ আনা সুদের ১৯৪৭-৫০ ঋণপত্র ১০১৸৵০; ৩৲ টাকা সুদের ১৯৬৩-৬৫ ঋণ ৯৩।৵০, ৪৲ সুদের ১৯৬০-৭০ ঋণ ১০৭৸০ আনা এবং ৫৲ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ ঋণ ১১২॥০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লা খনির শেয়ারের মূল্য অল্পবিস্তর হ্রাস পাইয়াছে। বেঙ্গল ৩১০৲ টাকা, এমালগেমেটেড ২৭৲ টাকা, ইকুইটেবল ৩৭॥০ এবং ওয়েষ্টজামুরিয়া ৩০॥৵০ আনায় হস্তান্তর হইয়াছে।

চটকল

গত সপ্তাহে ২ কোটি ৬০ লক্ষ পাটের থলের অর্ডার প্রকাশিত হওয়ায় সপ্তাহের প্রথমভাগে চটকল বিভাগে উৎসাহ সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু শেষ-দিকে বাজারের ব্যাপক মন্দা এই বিভাগেও সংক্রামিত হয়। হাওড়া ৪৯॥০ আনা, এংলো ইণ্ডিয়া ৩০৮৲ টাকা, বালী ২২১॥০ আনা, কামারহাটি ৪৫০৲ এবং কাঁকনাড়া ৩৬০৲ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। সম্প্রতি ব্যবসায়ীমহল আরও থলের অর্ডার পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করিতেছেন। এই আশা ফলবতী হইলে চটকল বিভাগে পুনরায় উৎসাহ দেখা দিতে পারে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

শেয়ার বাজারের মন্দা হইতে আলোচ্য সপ্তাহে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগও পরিত্রাণ পায় নাই। কর বৃদ্ধির গুজবে ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৩১॥০ আনা এবং ষ্টিল করপোরেশন ১৯॥০ আনায় নামিয়া গিয়াছে। বার্ণ এণ্ড কোং অবশ্য ৩৮৫৲ টাকায় স্থির আছে।

চিনির কলের শেয়ার সম্পর্কে এ সপ্তাহে কোন চাহিদা পরিলক্ষিত হয় নাই।

সপ্তাহের প্রথম দিকে চা বাগানের শেয়ার সম্পর্কে বিশেষ চাহিদা দেখা গিয়াছিল, কিন্তু শেষের দিকে এই উৎসাহ হ্রাস পায়।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার ও কোম্পানীর কাগজের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের নূতন ঋণ (১৯৬৩-৬৬) ৩রা—৯৩৴০; ৭ই—৯৩৵০; ৮ই—৯৩।৵০।

৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৩রা—৯৪৴০, ৯৪৲; ৬ই—৯৪৶০ ৯৪৵০; ৭ই—৯৪।০; ৮ই—৯৪।৵০ ৯৪৷৴০ ৯৪।৶০।

৩॥০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৩রা—১০১৸৵০; ৬ই—১০১৸৶।

৪৲ সুদের ঋণ (১৯৪৩) ৩রা—১০৫৷৴০।

৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ৩রা—১১২।৵০; ৬ই—১১২৵০ ১১২।০;

৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ—৩রা জানুয়ারী ৮০৸৵০ ৮০৸৶০ ৭ই—৮০॥৵০; ৮ই—৮০৸৶০।

৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ৬ই ৯৩৵০, ৯৩।০; ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০ ৭০) ৬ই ১০৭॥০; ৭ই—১০৭॥৵০ ৮ই—১০৭৸০; ৪॥০ সুদের ঋণ (১৯৫৫-৬০) ১১২॥৵০

ব্যাঙ্ক

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ৩রা ৪০।০; ৮ই—৪০৸৵০; ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ৩রা (কণ্টি) ৩৯০৲; ৭ই—(স: আদায়ী) ১৫৭০৲ (কণ্টি) ৩৮৯৲ ৩৯১৲; রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৬ই—১০৩৸০ ১০৫৲ ১০৬৲ ১০৪॥০ ১০৫॥০ ১০৪৸০; ৭ই—১০৪৲ ১০৫৲ ১০৪॥০; ৮ই—১০৪৲ ১০৫॥০

রেলপথ

বারাসত—বসিরহাট রেলপথ ৬ই—৩৫৲ ৩৬৲।

কাপড়ের কল

কেশোরাম ৩রা (অর্ডি) ৬৲ ৬।০ ৬৵০; ৬ই ৬৲ ৬।০ ৫৸৴০; ৭ই ৫৸০; ৮ই—৫৸০ ৬৲; নিউভিক্টোরিয়া ৬ই ১৸০ ১৸৴০ ১॥৵০ (প্রেফ) ৫৵০ ৪৸৶; ৭ই ১॥৵০ ১৸০; ৮ই—১৸০; বাসন্তী ৭ই ৩৵০; ৮ই ৪।৵০; ৮ই ৪।৵০।

কয়লার খনি

নর্মদামুদা ৩রা—৫।৴০ ৫।৵০ ; এ্যামালগামেটেড ৬ই—২৬৸০ ; বেঙ্গল—৩৭১, ৩৭৫, ; ৭ই—৩৭০, ৩৭৬, ৩৬৮, ; ৮ই—৩৬৭ ৩৭০ ; ভুলানবাড়ী ৬ই—১৩, ১২৸৵০ ১৩৵০ ; ভালগোড়া ৬ই—৪৸৴০ ৫।০ ৫।০ ৫।৴ ; ৭ই—৪৸০ ৫।০ ; ৮ই—৫।৴০ ৫।৴০ ; বরাকর ৬ই—১৪॥৵০ ১৪৸০ ; ৭ই—১৪॥৵ ; ১৪৸০ ;৮ই—১৪।০ ১৪॥৵০ ; সেন্ট্রাল কার্কেন্দ ৬ই—১৪৸৵০ ১৫।০ ; ধেমো-মেইন ৮ই—১৫।৵০ ১৫৸০ ১৫॥৴০ ; চুরুলিয়া ৬ই—১৸৴০ ; ৭ই—১॥৵০ ১৸৴০ ; ইকুইটেবল ৬ই—৩৭, ৩৭।০ ৩৭॥০ ; ৭ই—৩৭।৵০ ; ৮ই—৩৭।৵ ; গোবিন্দপুর ৭ই—৩৵০ ৩।০ ; জয়ন্তীসেন্ট্রাল ৬ই—১৸৵০ ; কুয়ার্দি ৬ই—২॥৴০ ; লাকুর্কা ৬ই—১০, ১০।০ ১০।৴০ ; টালচর ৬ই—১॥৵০ ১॥০ ; ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৬ই—৩১, ৩১।০ ৩০৸৵০ ; ৮ই ৩০॥৵০

পাটকল

আদমজী ৬ই—(প্রেফ) ১৫২, ; আগরপাড়া ৭ই—২৫।০ ২৫।০ ২৫।৵০ এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ৬ই-৩১৮ ৩২০, ; ৭ই (প্রেফ) ১৬৯, ; বার্লী ৬ই (প্রেফ) ১৬১, ৭ই—২১৯॥০ ২২০, (প্রেফ) ১৬১, ; ৮ই (অর্ডি) ২২০, ২২১॥০ (প্রেফ) ১৬০॥০ ; বিরলা ৬ই—২৪।৴০ ২৪, ; বেঙ্গলজুট ৬ই—(অর্ডি) ১২।০(প্রেফ) ১০৮॥০ ১০৯॥০ ; ৭ই—(প্রেফ) ১০৬॥০ ১০৭, ; ৮ই (অর্ডি) ১২॥০ ১২৸০ বিরলা ৮ই (প্রেফ) ১৩১, ১৩২, সিভিয়ট ৬ই—(প্রেফ) ১৬৭॥০ ; হাওড়া ৬ই—৫০৵০ ৫০॥০ ৪৯৸০ ৫০, ; ৭ই ৪৯৸০ ৪৯॥৵০ ৪৯৸০ ; হুকুমচাঁদ ৬ই—(অর্ডি) ৮।৴০ ৮॥০ ৮৸০ ৮৴০ ; (প্রেফ) ১৩৬, ১৩৭, ; ৭ই—(অর্ডি) ৮।৴০ ৮।৵০ (প্রেফ) ১৩৬, ১৩৭, ১৩৭।০ ৮ই—৮।৴০ ৮।০ (প্রেফ) ১০৫, ১০৬, কামারহাটী ৬ই—৪৫৫, ৪৫৯, ৪৫৮॥০ ; ৭ই—৪৫১, ; ৮ই—৪৫০, । কাঁকনারা ৬ই—৩৬৬, ৩৬৫, ; ৭ই—৩৬০, ৩৬৩, ৮ই (অর্ডি) ৩৬৬, (প্রেফ) ১৬১, । মেঘনা ৬ই—৩৪।০ ৩৪॥০ ৩৩, ; ৭ই—৩৪, নস্করপাড়া ৬ই—১৬, ১৬।৴ । ন্যাশনাল ৬ই—২১৸৵০ ; ৭ই—২১৸০ । নদীয়া ৬ই—৫৪॥৵০ ; ৭ই—৫৪৸০ ৫৫। ৫৪, ; ৮ই—৫৫, ৫৪॥০ । প্রেসিডেন্সি ৬ই—৪॥৴০ ৪৸৴ ; ৭ই—৪৸ ৪॥৵ ।

খনি

বর্ম্মা কর্পোরেসন ৬ই—৫।৴ ৫॥৴ ৫৸ ; ৭ই—৫।৴ ৫॥৴ ৫।৵ ; ৮ই—৫।৵ ৫॥৴ ৫।৵ ; ইণ্ডিয়ান কপার ৬ই—২।৴০ ২।৴০ ২।০ ; ৭ই—২। ২।৴০ ২।০ ; ৮ই—২।০ ২।৴০ ২।০ রোডেসিয়া কপার ৭ই—৸০ ৸৴০ ; ৮ই ৸০

সিমেণ্ট ও কেমিক্যাল

ডালমিয়া সিমেণ্ট—৩রা (অর্ডি) ১২॥০ ; ৬ই—১২৸৵০, ১২॥০, ১২৸০, ১২।৵০ ; ৭ই—১২।৴০, ১২॥৵০ (প্রেফ), ১১০॥০ ; ৮ই—১২।৴০, ১২।৵০ (প্রেফ), ১০৮, ১১০, (ডেফ), ৩।০, ৩।৵০ ।

আলকালি এ্যণ্ড কেমিক্যাল—৬ই (প্রেফ), ১৫৫, ১৫৬, ; ৭ই—১৫৫, ১৫৫॥০ ; ৮ই—১৫৪॥০, ১৫৬, ।

ইলেক্‌ট্রিক ও টেলিফোন

বেঙ্গল টেলিফোন—৬ই (অর্ডি) ১৬, ; ৭ই—(অর্ডি) ১৬।০ ; ৮ই—(অর্ডি) ১৬।৴০ । পাটনা ইলেকট্রিক—৬ই ১৬॥০ ; ৮ই—১৬৸০, ১৭, ।

ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী

ইণ্ডিয়ান ম্যালিয়েবল কাষ্টিং—৬ই (অর্ডি) ৭৸০, ৮।০ ; ৭ই—(প্রেফ) ২।৴০, ২॥৵০ ; হুকুমচাঁদ ষ্টীল—৬ই (অর্ডি) ১০॥০, ১০৸০, ১০।৵ ; (ডেফ) ২৸৴০ ২৸০ ; ৮ই—(অর্ডি) ১০, ১০।৵০, ১০।৴০ । ইণ্ডিয়ান গ্যালভানাইজিং ৬ই—২৯, ২৯৴০ ; ৭ই—২৮॥০ ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ৬ই—৩২।৴০ ৩২॥০ ৩২৸০ ৩২॥৵০ ৩২৸৴০ ৩১॥৵০ ৩২।৴০ ৩১॥৴০ ৩১৸৴০ ; ৭ই—৩১॥৴০ ৩১৸৴০ ৩১॥৵০ ৩২, ৩২।৴০ ৩১৸৵০ ৩১॥৵০ ৩১॥৴০ ৩১৴০ ৩১॥০ ; ৮ই—৩১॥৵০ ৩১॥৴০ ৩১॥৴০ ৩১৸০ ৩২, ৩২৵০ ৩১।৵০ ৩১॥০ ৩১।৵০ ৩১।০ ৩১৴০ ৩১।০ ৩১॥০ ৩১।৵০ । কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং ৬ই (প্রেফ)—১২৬॥ ; ৭ই (অর্ডি) ৪।৵০ ৪।৴ ৪॥৵০ ; ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ৬ই ৬।৴০ ৬।৵০ ৬, ; ৭ই—৬৵০৬।৵০ ; ষ্টীলকর্পোরেশন ৬ই—২০॥০ ২০৸৴০ ২০॥৵০ ২০৸৵০ ২০৸০ ২০।০ ২০॥০ ২০।৴০ ; ৭ই—১৯॥০ ১৯॥৴০ ১৯॥০ ১৯৸০ ২০, ২০৵০ ১৯।৴০ ১৯॥৵০ ; (প্রেফ) ১১৫, ১১৬, ১১৪, ৮ই—১৯৸০ ২০৵০ ২০।০ ১৯৸৵০ ২০।০ ১৯৸৵০ ২০৵০ ২০।০ ২০৵০ ২০, ২০৵০ ।২০, ১৯॥৵০ ১৯।৴০ ১৯।৴০ ১৯॥০ (প্রেফ) ১১৪॥০ । সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং ৬ই—৫৸৵০ । ষ্টীল প্রডাক্টস ৬ই—৫, ৫৵০ ৫।০

চিনির কল

মুরীজয়ারী ৩রা—১২৸ ; ৮ই—১২॥৵ সাউথ বিহার সুগার (অর্ডি) ৩রা—১৫, ; ৬ই—১৫, রাজা ৭ই—১৫।০ ১৫॥০ পূর্ণিয়া ৮ই—৭, ।

চা বাগান

কিলকট ৫ই—৪৩৸০ ৪৪, বিশ্বনাথ ৬ই—২৪৸০ বেতেলী ৮ই ৫, ৫৵০ বেতজান ৭ই—২৫৸ ২৬, বেতেলী ৬ই—৫, ৫৵ ভুকভার ৭ই—১০॥ ইষ্টারণ-কাছার ৬ই—৭৸ তেজপুর ৭ই—৬৸ ৭, ; ৮ই—৭, ৭। হাসিমারা ৬ই—৪১। বড়পুকুরী ৮ই—১০, পাত্রকোলা ৬ই—৭৭৭। ৭৮১॥ মহীমা ৮ই—(প্রেফ) ১১৸ ১০॥৵ ১১৸৵ রাজনগর ৬ই—৭, ৭। ; ৮ই—৭, ৭। সিয়াজুলী ৬ই—২২॥ তিনআলী ৬ই—১৩৸ ১৪,

বিবিধ

বি আই কর্পোরেশন—৩রা (অর্ডি) ৪৸০, ৪৸৵০ ; ৬ই—৪৸৴০, ৪৸৵০ ; ৭ই—৪৸০, ৪৸৵০, ৪৸৴০ ; ৮ই—৪৸৴০, ৪৸৵০, ৪৸০, ৪৸৴০ . ক্যালকাটা আইস—৩রা ৫।৴০ ; নদার্ণ ইণ্ডিয়া অয়েল—৭ই (প্রেফ) ৯৮, ; ৮ই—৯৭, ; বেঙ্গল পেপার—৭ই (অর্ডি) ১২৩, ১২৫, ; মহীশূর পেপার—৩রা ১২৸৴০ ১৩৴০, ১৩।০ ; ৭ই—১৩, ; টাইড ওয়াটার অয়েল—৭ই ১৪॥০, ১৪ ; ক্যালকাটা সেফ ডিপজিট—৬ই ৭৴০ ; ইণ্ডিয়ান উড প্রডাক্টস—৬ই ২৭।০, ২৭।৵০ ; বৃটিশ বর্ম্মা পেট্রোলিয়াম—৬ই ৩॥০, ৩।৴০ ; টীটাগড় পেপার—৬ই ১৭৸০, ১৭।৴০, ১৭॥৴০, ১৭।৵০ ; ৭ই—(অর্ডি ১৭৵০, ১৭।৴০, ১৭, ১৭।০, ১৬৸৴০ ; ৮ই—১৭।৴০, ১৭।৴০, ১৭, ১৬৸৵০ ; মেদিনীপুর জমিদারী—৬ই ৭৩॥০ ; ৭ই—৭৩, ; আসাম সুগার—৮ই ৩৴০, ৩।০, ৩।৵০ ।

ডিবেঞ্চার

৩।০ সুদের (১৯৫১-৬৬) হাওড়া ব্রিজ ডিবেঃ ৭ই—৯৮।৵০ ; ৪॥০ সুদের (বেঙ্গল জুট ডিবেঃ (১৯৪০-৫০-৫৫) ; ৭ই—১০৩, ১০৩॥০ ; ৫, সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্টট্রাষ্ট ডিবেঃ ; ৭ই—১১২৸০ ।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১১ই জানুয়ারী

গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই। গত শনিবার ২ কোটী ৬০ লক্ষ থলের জন্য একটি নূতন অর্ডার আসে। এই অর্ডার সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতে বাজারে গুজব প্রচারিত হইয়াছিল। যে পরিমাণ থলের অর্ডার পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছিল শেষ পর্য্যন্ত সে তুলনায় খুব কম পরিমাণ থলের জন্য অর্ডার পাওয়া গিয়াছে। যাহা হউক নূতন অর্ডারের সঙ্গে বাজারে কিছু উৎসাহ প্রেরণা সঞ্চারিত হয়। ফলে ফাটকা বাজারে পাটের দরও কতকটা তেজী হইয়া উঠে। কিন্তু দুঃখের বিষয় পরে সেই

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৩য় বর্ষ, ২য় খণ্ড | কলিকাতা, ২০শে জানুয়ারী, সোমবার ১৯৪১ | ৩৫শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

আগামী বাজেট ও নূতন ট্যাক্সের সম্ভাবনা

আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারত সরকারের ১৯৪১-৪২ সালের বাজেট উপস্থিত করা হইবে। যুদ্ধের জন্য ভারত সরকারের আয় ব্যয়ের হিসাবে একটা দারুণ রকমের ওলট পালট হইয়াছে। সামরিক ব্যয়ের হার ক্রমেই অতিরিক্তরূপ বাড়িয়া যাইতেছে। দেশে ট্যাক্সের পরিমাণ যথেষ্ট পরিমানে বৃদ্ধি করিয়াও গবর্ণমেণ্ট ব্যয়ের সহিত আয়ের সামঞ্জস্য রাখিতে পারিতেছেন না। গত নভেম্বর মাসে অর্থসচিব স্যার জেরেমি রেইজ্‌ম্যান একটি অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দ পেশ করেন এবং ঐ সময়ে দেশবাসীর উপর কয়েক দফা নূতন ট্যাক্স বসান হয়। এক্ষণে আগামী ১৯৪১-৪২ সালের বাজেট উপস্থিত করার সময় যত নিকটবর্ত্তী হইতেছে আরও নূতন ট্যাক্স ধার্য্য হওয়ার আশঙ্কায় জনসাধারণ ততই বিচলিত হইয়া পড়িতেছে। সম্প্রতি নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত ভারত সরকারের চলতি আর্থিক বৎসরের প্রথম আট মাসের আয় ব্যয়ের একটা মোটামুটি বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণ হইতে জানা যায় আলোচ্য আট মাসে পূর্ব্ব বৎসরের ৮ মাসের তুলনায় শুল্ক বিভাগের আয় প্রায় ৫ কোটি টাকা অনুপাতে, কর্পোরেশন ট্যাক্স বাবদ আয় ২৪ লক্ষ টাকা অনুপাতে ও লবণ বিভাগের আয় ২ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা অনুপাতে হ্রাস পাইয়াছে। অপরদিকে উৎপাদন শুল্ক বাবদ ১ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা, আয়কর দফায় ৫১ লক্ষ টাকা ও অন্যান্য ট্যাক্সের দফায় ১৯ লক্ষ টাকা বেশী আয় হইয়াছে। গত ১৯৩৯-৪০ সালের প্রথম আট মাসে ভারত সরকারের মোট ব্যয় দাঁড়াইয়াছিল ৬৯ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা। চলতি বৎসরের আট মাসে তাহা বাড়িয়া ৭৭ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। কেবল সামরিক ব্যয়ের দিক দিয়াই এই বৃদ্ধির হার দাঁড়াইয়াছে ৮ কোটি টাকার উপর। ফলে গত নভেম্বর পর্য্যন্ত ৮ মাসের হিসাবে রাজস্বের খাতে ভারত সরকারের ঘাটতি হইয়াছে প্রায় ৩০ কোটি টাকা। এই সময় মধ্যে রেলবিভাগের নিকট হইতে প্রাপ্ত ২৫ কোটী ২৮ লক্ষ টাকা ও ডাক ও তার বিভাগের নিকট হইতে প্রাপ্ত ৬৬ লক্ষ টাকা ঐ হিসাবে ধরিলে ৮ মাসে ভারত সরকারের মোট ৫ কোটি টাকা ঘাটতি হইয়াছে বলা চলে। অর্থসচিব তাঁহার অতিরিক্ত বাজেট পেশ করিবার সময় চলতি বৎসরের শেষে ১৩ কোটি টাকা ঘাটতি পড়িবে বলিয়া বরাদ্দ করিয়াছিলেন। গত নভেম্বর পর্য্যন্ত ৮ মাসে যে হারে ঘাটতি দেখা গিয়াছে এবং আগামী ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত সরকারী খরচপত্র পূর্ব্বের তুলনায় অধিক হওয়ার যেরূপ নমুনা দেখা যাইতেছে তাহাতে ঘাটতির পরিমাণ অনুমিত বরাদ্দের তুলনায় বেশী না হইলেও তাহা উহার চেয়ে কম না হওয়ারই সম্ভাবনা আছে। অতিরিক্ত বাজেটে যে ৭ কোটি টাকার নূতন ট্যাক্স বসান হইয়াছে তাহা দ্বারা ঐ ঘাটতির কতকটা মিটান যাইবে। বাকী অংশের জন্য একটা নূতন ট্যাক্সের প্রস্তাব উপস্থাপিত হওয়া বিচিত্র নহে। যদি নূতন ট্যাক্স বসান হয় তবে তাহা কোন দিক দিয়া আত্মপ্রকাশ করিবে এখন তাহা নিয়া ব্যবসায়ীমহলে জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। এবিষয়ে 'কমার্স' পত্র গত ১১ই জানুয়ারী তারিখের সংখ্যায় যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এই পত্রের মতে আগামী বাজেটের সময় অতিরিক্ত লাভ করের হার শতকরা ৫০ টাকার স্থলে শতকরা ৭৫ টাকা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হওয়ায় একটা আশঙ্কা আছে। অর্থসচিব পূর্ব্বে এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, যে সব শিল্প যুদ্ধকালীন অবস্থায় লাভবান হইয়াছে নূতন ট্যাক্স বসাইবার সময় সেই সব শিল্পের কথাই সর্ব্বাগ্রে বিবেচনার যোগ্য। এই নীতিবাদ অনুযায়ী ভবিষ্যতে নূতন ট্যাক্স বসাইতে চেষ্টা করা ভারত সরকারের পক্ষে বিচিত্র নহে। তবে এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে দেশের শর্করা শিল্পের অবস্থা নানা কারণে যেরূপ শোচনীয় তাহাতে এই

শিল্পের উপর নূতন ট্যাক্স বসাইবার সুযোগ বাস্তবিকই কম। নূতন ট্যাক্স যদি বসানই স্থির হয় তবে অর্থসচিব হয়ত লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, পাট শিল্প ও বস্ত্রশিল্পের দিকে দৃষ্টি নিয়োগ করিতে পারেন। এইরূপ জল্পনা কল্পনা কতদূর সত্যে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহা এখনই বলা কঠিন। তবে নানাদিক দিয়া ইতিমধ্যে দেশবাসীর স্কন্ধে যে ট্যাক্সভার বসিয়াছে, বিশেষতঃ দেশের প্রধান শিল্পগুলির উপর পরোক্ষ ও অপরোক্ষভাবে ইতিমধ্যেই যে ট্যাক্সের চাপ পড়িয়াছে তাহাতে আগামী বাজেটে যেদিক দিয়াই নূতন ট্যাক্সের প্রস্তাব উপস্থিত করা হউক না কেন তাহা এই দরিদ্র দেশের পক্ষে খুবই আপত্তিকর হইবে সন্দেহ নাই। ভারত সরকার এই সত্য ভালরূপ উপলব্ধি করিয়া তাঁহাদের ভবিষ্যৎ কার্য্যনীতি নিয়ন্ত্রন করিবেন বলিয়াই আমরা আশা করি।

লাভহীন পলিসির উপযোগিতা

ভারতবর্ষ অত্যন্ত দরিদ্র দেশ বলিয়া উহার অধিবাসীদের মধ্যে খুব কম ব্যক্তিই জীবনবীমার সুযোগ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। জাতীয় জীবনে উহা একটা বড় রকম অনর্থ। কেননা বীমার সুযোগ গ্রহণে অসামর্থ্যের দরুণ দেশের অধিকাংশ ব্যক্তিই বৃদ্ধবয়সে অথবা উহাদের মৃত্যুর পর উহাদের পোষ্যবর্গ সমাজের অন্য দশজনের ভারবহ হইয়া উঠে। সুতরাং এদেশে যাহাতে জীবনবীমার প্রসার ঘটে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা সকলেরই কর্ত্তব্য। আর বীমার প্রিমিয়াম যদি যথা সম্ভব কম করিয়া ধার্য্য করা হয় তাহা হইলেই দেশে উল্লেখযোগ্য-ভাবে বীমার প্রসার হইতে পারে। দুঃখের বিষয় যে এদেশের বীমা কোম্পানীসমূহের পরিচালকগণ উক্ত বিষয়ে উপযুক্তরূপ সচেতন নহেন। ইদানীং অনেক বীমা কোম্পানী অপেক্ষাকৃত কম প্রিমিয়ামের লাভহীন পলিসি প্রদান করা বন্ধ করিয়া একমাত্র লাভসহ পলিসি প্রদানে মনোনিবেশ করিয়াছে বলিয়াই আমরা একথা বলিতেছি। বীমা কোম্পানীসমূহকে মৃত্যুহার, দাদনী তহবিলে প্রাপ্তব্য সুদ এবং অফিসের কার্য্যপরিচালনা বাবদ ব্যয়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া তদনুরূপ হারে প্রিমিয়ামের পরিমাণ ধার্য্য করিতেই হইবে। যাহারা অধিক হারে প্রিমিয়াম দিয়া নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে বোনাস হিসাবে পলিসিতে উল্লিখিত টাকার অপেক্ষা অতিরিক্ত টাকা পাইতে সমর্থ ও ইচ্ছুক তাহাদিগের নিকট বীমা কোম্পানী যদি লাভসহ পলিসি বিক্রয় করে তাহাতেও আপত্তির কারণ নাই। কিন্তু আদায়যোগ্য প্রিমিয়ামের পরিমাণ বাড়াইবার উদ্দেশ্য লইয়া বীমা কোম্পানীসমূহ যদি এদেশে লাভহীন পলিসি প্রদান করা বন্ধ করিয়া দেয় তাহা হইলে উহার দ্বারা দেশের বহু ব্যক্তিকে বীমার সুযোগ হইতে বঞ্চিতই করা হইবে। বীমা কোম্পানীর পরিচালকদের একথা মনে রাখা উচিত যে রোগ, অকর্ম্মণ্যতা, বার্দ্ধক্য ও মৃত্যুর দায়িত্ব লইয়া বীমাকারীকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই বীমাব্যবসার সৃষ্টি হইয়াছে। বীমার প্রিমিয়াম একটা দাদন নহে—উহা আকস্মিক বিপদের প্রতিকারের জন্য একটা সুনির্দ্দিষ্ট সঞ্চয় ব্যবস্থা। বীমাকারীর নিকট হইতে অধিক প্রিমিয়াম লইয়া বোনাস হিসাবে তাহাকে অতিরিক্ত প্রিমিয়ামের কতকাংশ ফিরাইয়া দেওয়া বীমা ব্যবসায়ের মূলনীতির বিরোধী। বীমা কোম্পানীসমূহ এক্ষণে যদি লাভহীন পলিসি বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেয় তাহা হইলে কেবল যে বহু ব্যক্তিকে বীমার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা হইবে এরূপ নহে—তাহা হইলে উহারা বীমা ব্যবসায়ের মূলনীতিকে পশ্চাতে ফেলিয়া দাদনী ব্যবসাকেই বড় করিয়া তুলিবে। ভারতবর্ষের যে সমস্ত বিশ্বাসভাজন বীমা কোম্পানী লাভহীন পলিসি প্রদান বন্ধ করিয়া দিয়াছে তাহার পরিচালকবর্গকে এই সব কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য আমরা অনুরোধ করিতেছি।

তাঁত শিল্পের সমস্যা

ভারতীয় তাঁত শিল্পের উন্নতিবিধানের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলির উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ট্যাক্স বসাইবার জন্য যে প্রস্তাব হইয়াছে ইতিপূর্ব্বে আমরা তাহার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছি। আমাদের বক্তব্য বিষয় এই ছিল যে, বিদেশীয় প্রতিযোগিতা, ভারত সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের অগণিত ট্যাক্স, শ্রমিক বিক্ষোভ ইত্যাদির ফলে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলির বর্ত্তমানে যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে তাহাতে তাঁত শিল্পের উন্নতির উদ্দেশ্যে উহাদের উপর নূতন ট্যাক্সভার বসানো উচিত হইবে না। এই সম্পর্কে সম্প্রতি আমরা অল ইণ্ডিয়া স্পিনার্স এসোসিয়েশনের বাঙ্গলা শাখার সম্পাদক শ্রীযুক্ত অন্নদা প্রসাদ চৌধুরীর একটা বিবৃতি পাইয়াছি। তাঁত শিল্পের উন্নতির জন্য কাপড়ের কলগুলিকে বিদেশীয় তুলনায় অধিকতর ট্যাক্সভারাক্রান্ত করা শ্রীযুক্ত চৌধুরীও সমর্থন করেন না। তাঁহার প্রস্তাব এই যে ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহে উৎপন্ন এবং বিদেশ হইতে আগত সমস্ত কাপড়ের উপর শতকরা ১২॥০ টাকা হারে একটা ট্যাক্স ধার্য্য করা হউক। শ্রীযুক্ত চৌধুরী বলেন যে উহার ফলে বিদেশী কাপড়ের সহিত দেশীয় কাপড়ের প্রতিযোগিতাক্ষমতা একরূপই থাকিয়া যাইবে—অথচ মিলের কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি হেতু উহার সহিত তাঁতের কাপড়ের প্রতিযোগিতা ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে। শ্রীযুক্ত চৌধুরীর এই সিদ্ধান্ত ঠিক বটে। কিন্তু এদেশে উৎপন্ন তাঁতের কাপড়ের প্রায় সাকুল্য অংশ অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল ব্যক্তিগণ ব্যবহার করে। দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে একমাত্র মিলের কাপড়ের উপর নির্ভর করিয়া কোনও-রূপে উলঙ্গ অবস্থা হইতে বাঁচিতে হয়। এক্ষণে দেশের অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক দরিদ্র তাঁতীর স্বার্থ রক্ষার জন্য উহাদের মতই দরিদ্র এবং বহুগুণ বেশী সংখ্যক ব্যক্তিকে যদি ট্যাক্সভারাক্রান্ত করা হয় (মিলের কাপড়ের উপর ট্যাক্স বসাইলে তাহা শেষ পর্য্যন্ত উহার ক্রেতাগণকেই বহন করিতে হইবে) তাহা হইলে উহা অত্যন্ত অবি-চারমূলক কাজ হইবে। মিলের কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি হইলে দেশে উহার ব্যবহার কমিয়া গিয়া ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিরও ক্ষতি হইবে। শ্রীযুক্ত চৌধুরীর উহাও অভিপ্রেত নহে। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া আমরা শ্রীযুক্ত চৌধুরীর উপরোক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিতে পারিলাম না। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে তাঁত শিল্পের যদি উন্নতি বিধান করিতে হয় তাহা হইলে তাঁতীগণ যাহাতে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে সূতা ও অন্যান্য সরঞ্জাম পাইতে পারে এবং উহারা যাহাতে ন্যায্য মূল্যে উৎপন্ন কাপড় বিক্রয় করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অধিকন্তু কাপড়ের নূতন নূতন ডিজাইন উদ্ভাবন এবং অপেক্ষাকৃত অল্প শ্রমসাধ্য যন্ত্রপাতি প্রচলনের ব্যাপারে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে হইবে। এজন্য ভারত সরকার এবং প্রাদেশিক সরকার সমূহের তহবিল হইতে যদি অর্থব্যয় করিতে হয় তাহা হইলে তাহাতেও আপত্তির কোন কারণ নাই। বর্ত্তমানেও আমরা এই সব কথাই পুনরাবৃত্তি করিতেছি। তাঁত শিল্পের উন্নতির জন্য কাপড়ের কলগুলিকে অধিকতর ট্যাক্সভারাক্রান্ত করা—অথবা কৃত্রিম উপায়ে কলের বস্ত্রের মূল্য আরও বাড়াইয়া দেওয়া—উহার কোনটাই সমীচীন নহে। ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিকে দুর্ব্বল করা নহে—তাঁত শিল্পকে সবল করাই বর্ত্তমান সমস্যা সমাধানের মূলনীতি বলিয়া গ্রাহ্য হওয়া উচিত।

কেরোসিনের মূল্য বৃদ্ধি

তৈল কোম্পানীসমূহের অনুরোধক্রমে ভারতসরকার বিগত ১৮ই জানুয়ারী হইতে কেরোসিনের মূল্য বৃদ্ধি করিতে সম্মতি দিয়াছেন। এই তারিখ হইতে অপরিস্কৃত কেরোসিনের প্রতি ৮ গ্যালনের টীন ৪॥৶৬ পাই এবং পরিস্কৃত কেরোসিনের টীন ৫।৶৬ পাই দরে বিক্রয় হইবে এবং আগামী ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এই মূল্যের হার বলবৎ থাকিবে। বর্ত্তমান যুদ্ধের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত প্রতি ছয় মাস অন্তর ভারতসরকারের সহিত আলোচনার পর তৈল কোম্পানীসমূহ কেরোসিন ও পেট্রোলের মূল্য পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট এবং কোম্পানীসমূহের মধ্যে এক চুক্তি হইয়াছিল। সম্প্রতি যে আলোচনার ফলে কেরোসিনের মূল্য বর্দ্ধিত করা হইল তাহাতে জুন মাস পর্য্যন্ত ছয় মাসের মধ্যে পেট্রোলের মূল্য অপরি-বর্ত্তিত রাখা হইবে সিদ্ধান্ত হইয়াছে। সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ

রেল, জাহাজ প্রভৃতির ভাড়া এবং বীমার ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় কেরোসিনের মূল্য বৃদ্ধির কারণ ঘটিয়াছে। কিন্তু পেট্রোলের ভাড়া এবং বীমার ব্যয়ও কি এই সঙ্গে বৃদ্ধি পায় নাই? যে সমস্ত তথ্য তালিকার উপর নির্ভর করিয়া গবর্ণমেণ্ট তৈল কোম্পানীসমূহের প্রর্থনা মঞ্জুর করিলেন তাহা দেশবাসীর সমক্ষে প্রকাশ করা ভারত-সরকারের কর্ত্তব্য। কেরোসিন দরিদ্র গৃহস্থের নিত্যব্যবহার্য্য অত্যাবশ্যক সামগ্রী। অতি সামান্য হারেও ইহার মূল্য বৃদ্ধি পাইলে কোটি কোটি লোকের কষ্টের কারণ হইয়া থাকে এবং অন্যদিকে ব্যয়-সঙ্কোচ করিতে হয়। বর্ত্তমান সময়ে চাল, ডাল, বস্ত্র এমন কি লবণের মূল্যও অল্পবিস্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু দরিদ্রের আয় বাড়ে নাই। এই অবস্থায় কেরোসিনের অপ্রত্যাশিত মূল্য বৃদ্ধি দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে খুবই ক্লেশকর হইবে সন্দেহ নাই।

কৃষি বিষয়ক গবেষণা

গত ১৯২৯ সালে ভারতে কৃষিবিষয়ক বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনার জন্য ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব্ এগ্রিকালচারেল রিসার্চ নামক প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ভারতের নানাস্থানে বর্ত্তমানে কতকগুলি গবেষণা কেন্দ্র ও কৃষি ফার্ম্ম গড়িয়া উঠিয়াছে। ঐ সমস্তের কর্ম্মতৎপরতার ফলে ইতিমধ্যে ইক্ষু, তুলা, গম ও ধান প্রভৃতি ফসলের জন্য উন্নত শ্রেণীর চারা ও বীজ এবং কৃষি-জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত ধরণের সার উদ্ভাবিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন উহার চেষ্টায় ফসলের পোকা নিবারণ ও ফল ফলারি সংরক্ষণ বিষয়ে এবং চাষাবাদের জন্য উন্নত যন্ত্রপাতির প্রচলন সম্পর্কেও কিছু কিছু সুফল পাওয়া গিয়াছে। এই কৃষিপ্রধান দেশের অগণিত জন-সাধারণের প্রকৃত কল্যাণের দিক হইতে এইরূপ প্রচেষ্টাকে বাস্তবিক পক্ষেই একটা শুভসূচনা বলা চলে। সম্প্রতি ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব্ এগ্রিকালচারেল রিসার্চের গত ১৯৩৯-৪০ সালের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী নানা দিক দিয়া এই প্রতিষ্ঠানের অভিনব কার্য্যধারার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কাউন্সিল ব্যাপকভাবে গবেষণা চালাইতেছেন। উড়িষ্যায় লবণাক্ত জমিতে যাহাতে রীতিমত ধান জন্মিতে পারে তজ্জন্য উপযুক্ত বীজ সম্পর্কে পরীক্ষা চালান হইতেছে। কাশ্মীরের ২ হাজার হইতে ৫ হাজার ফুট উঁচু জমিতে লাভজনক ধান্যচাষের চেষ্টা হইতেছে। আসামের হবিগঞ্জ কৃষিফার্ম্মে গবেষণার ফলে উন্নত শ্রেণীর বুরো ধানের বীজ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সাধারণ বীজের তুলনায় ঐ বীজ হইতে শতকরা ২৫ ভাগ বেশী ধান্য উৎপন্ন হয় বলিয়া প্রকাশ। উন্নত ধরণের পেপের চাষ বাড়াইবার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ছয় রকমের পেপের বীজ আনা হইয়াছে। ঐ সকল বীজ মাদ্রাজ ও বিহারের কয়েকটি কৃষিফার্ম্মে পরীক্ষামূলকভাবে রোপন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এদেশে সিগারেট তৈয়ারের উপযোগী তামাক পাতা উৎপাদনের জন্য কিছুকাল যাবৎ বিশেষভাবে চেষ্টা হইতেছে। আলোচ্য বৎসরে কাউন্সিল আমেরিকা হইতে "বোনাঞ্জা" নামক এক শ্রেণীর তামাক উৎপাদন ও তাহা হইতে সিগারেট উৎপাদন সম্ভবপর বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকা ও মেক্সিকোতে প্রেরিত অভিযানকারীদল তিন রকম আলুর নমুনা আনিয়াছেন। এই উন্নত শ্রেণীর আলু শীঘ্রই পরীক্ষামূলকভাবে চাষ করিবার ব্যবস্থা হইবে। বাঙ্গলা প্রদেশে কৃষ্ণনগর কৃষিফার্ম্মে উন্নত ধরণের আম, লিচু, আনারস, কলা, বিলাতী বেগুন প্রভৃতির চাষ সম্পর্কে গবেষণা হইতেছে। মাল্টা কমলা লেবু সম্বন্ধে এই স্থানের গবেষণার ফল আশাপ্রদ হইয়াছে। এ সমস্ত ছাড়া কাউন্সিল চাষের জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি সম্পর্কে ও এদেশের গৃহপালিত পশুর শ্রেণীগত উন্নতিসাধন সম্পর্কেও অনেক কেন্দ্রে পরীক্ষা ও গবেষণা চালাইতেছেন।

ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব্ এগ্রিকালচারেল রিসার্চের এই সকল কার্য্যধারা উৎসাহব্যঞ্জক সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বিরাট দেশের কৃষির উন্নতি তথা জনসাধারণের আর্থিক উন্নতিসাধনের কার্য্যে ভালরূপ সাহায্য করিতে হইলে কৃষিবিষয়ক গবেষণার কার্য্য আরও ব্যাপকভাবে অনুসৃত হওয়া প্রয়োজন। এদেশে কৃষি বিষয়ে পরীক্ষা ও গবেষণা চালাইয়া যে সুফল পাওয়া যায় তাহা সাধারণতঃ গবেষণা কেন্দ্রের সঙ্কীর্ণ আওতার ভিতর সীমাবদ্ধ থাকে বলিয়া দেশের সাধারণ কৃষকেরা তাহা দ্বারা বিশেষ উপকৃত হয় না। গবেষণা লব্ধ ফল যাহাতে কৃষির উন্নতির জন্য দেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত করার ব্যবস্থা হয় তদ্বিষয়ে কাউন্সিলের মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। এতদিন কাউন্সিলের সমক্ষে অর্থাভাবের অসুবিধা খুবই মারাত্মক ছিল। এক্ষণে এগ্রিকালচারেল প্রডিউস্ এ্যাক্ট (১৯৪০) অনুযায়ী কৃষিপণ্যের উপর সেস বসাইয়া ১৪ লক্ষ টাকা বার্ষিক আয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঐ আয় সমস্তটাই কাউন্সিলের প্রাপ্য হইবে। কাজেই কাউন্সিল চলতি বৎসর হইতে অধিকতর সন্তোষজনকভাবে কৃষি গবেষণার কাজ চালাইবেন—ইহাই আমরা আশা করিতেছি।

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় সর্ব্বত্র ভারতবর্ষে যে স্বদেশীর বন্যা বহিয়াছিল তাহার সুযোগ বোম্বাই প্রদেশই সবচেয়ে অধিকতরভাবে গ্রহণ করে। উহার ফলে আজ দেশের শিল্পবাণিজ্য ক্ষেত্রে বোম্বাই-য়ের স্থান সর্ব্বোচ্চে অবস্থিত। আজ ভারতবর্ষের সকল অঞ্চলেই বোম্বাইয়ের ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী এবং বিবিধ প্রকার শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান সগৌরবে উহার ব্যবসা বিস্তৃত করিয়াছে। বাঙ্গলা দেশ স্বদেশী আন্দোলনের জনক হইলেও আজ পর্য্যন্ত বীমা ব্যবসা এবং রসায়ন, বিস্কুট, গেঞ্জি, ওয়াটারপ্রুফ প্রভৃতি কতিপয় শিল্প ছাড়া আর কোন শিল্প বা ব্যবসার মারফতে বোম্বাই প্রদেশে কোন প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই। অত্যন্ত সুখের কথা এই যে বর্ত্তমানে বাঙ্গলা দেশ আরও নূতন নূতন ক্ষেত্রে বোম্বাইয়ে ব্যবসা বিস্তার করিতে অগ্রসর হইতেছে। বাঙ্গলা দেশে বোম্বাইয়ের অনেকগুলি ব্যাঙ্ক বিপুল পরিমাণে ব্যবসা চালাইতেছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় কোন বড় ব্যাঙ্ক বোম্বাইয়ে ব্যবসার ক্ষেত্র প্রসারিত করিতে অগ্রসর হয় নাই। এরূপ অবস্থায় আগামী ২৯শে জানুয়ারী তারিখে কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন বোম্বাইয়ে উহার একটী শাখা স্থাপন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন শুনিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন বাঙ্গালী পরিচালিত ৫টী বৃহদাকার ব্যাঙ্কের অন্যতম। উহার পর্য্যাপ্ত পরিমাণ অর্থসঙ্গতি, নিরাপদ দাদননীতি, নগদ টাকার স্বচ্ছলতা এবং বিজ্ঞানসম্মত পরিচালনার জন্য উহা বাঙ্গলা ও আশপাশের প্রদেশে আমানতকারী এবং শেয়ার ক্রেতাদের চূড়ান্তরূপ আস্থা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। সুতরাং ঐ ব্যাঙ্ক যে বোম্বাই অঞ্চলেও সাফল্য লাভ করিয়া ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব প্রমান করিবে তদ্বিষয়ে আমরা নিঃসঙ্কোচে ভবিষ্যদ্বানী করিতে পারি। কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের এই মহান পরিকল্পনার জন্য আমরা উহার কর্ণধার মিঃ এন সি, দত্তকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।"

শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্যোগপর্ব্ব

দেশীয় আন্দোলনের সময়ে বাঙ্গলা দেশের অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের একটা বিপুল উৎসাহ উদ্যমের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই উদ্যমের ফলে বাঙ্গলা দেশে বর্ত্তমানে বিভিন্ন শ্রেণীর অনেকগুলি শিল্পপ্রতিষ্ঠান সাফল্যের সহিত পরিচালিত হইতেছে। কতকটা এই সাফল্যের জন্য উৎসাহ বশতঃ এবং কতকটা বেকার সমস্যার তীব্রতার জন্য বর্ত্তমানে এই প্রদেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের উৎসাহ উদ্যম আরও প্রখরতা লাভ করিয়াছে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলায় কৃষক-খাতক আইন, প্রজাস্বত্ব আইন, মহাজনী আইন প্রভৃতি বলবৎ হওয়ার দরুণ দেশের জনসাধারণের সঞ্চিত অর্থ দাদনী কারবার ও জমিজমাতে নিয়োজিত করার পক্ষে যে প্রবল অন্তরায়ের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাও দেশের শিল্প-প্রচেষ্টাতে শক্তি সঞ্চার করিতেছে। ফলে আজ দেশের শত শত শিক্ষিত ব্যক্তি কোথায় কি প্রকার শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যায়, তদ্বিষয়ে চিন্তাভাবনা করিতেছেন। বাঙ্গলা দেশের পক্ষে উহা যে চূড়ান্ত রকম একটা শুভলক্ষণ তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পে উৎসাহ উদ্যমই সাফল্যের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। আধুনিক কালে যান-বাহন ও সংবাদ আদান প্রদানের সুবিধা হেতু প্রায় সকল প্রকার শিল্প ও বাণিজ্যেই একটা আন্তর্জ্জাতিক প্রতিযোগিতার উদ্ভব হইয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য বহু দেশ এই সব ক্ষেত্রে এত অধিক নিপুণতালাভ করিয়াছে এবং উহারা অর্থবলে এত অধিক বলীয়ান যে উহাদের পক্ষে অন্য সকলকে প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে হটাইয়া দেওয়া অত্যন্ত সহজ-সাধ্য ব্যাপার। মাত্র উৎসাহ-উদ্যম বা ভাবপ্রবণতার দ্বারা এই প্রতিযোগিতার মুখে টিকিয়া থাকা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। এই প্রতিযোগিতার মধ্যে শিল্পক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে শিল্প-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে এই সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার তথ্য সংগ্রহ করতঃ তদনুযায়ী অর্থসঙ্গতি লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যক। ভাব-বিলাসী বাঙ্গালী জাতি শিল্পসাধনার এই উদ্যোগপর্ব্ব সম্বন্ধে সচেতন নহে বলিয়াই বিগত ৩০।৩৫ বৎসর কালের মধ্যে শিল্পক্ষেত্রে বাঙ্গালীর নিয়োজিত মূলধন ও কর্ম্ম প্রচেষ্টার চৌদ্দ আনা বিনষ্ট হইয়াছে এবং বাকী দুই আনা মাত্র সাফল্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু এত ঠেকিয়া ও ঠকিয়াও বাঙ্গালী জাতি শিক্ষালাভ করে নাই। এজন্য এখনও এরূপ দেখা যাইতেছে যে, বহু ব্যক্তি উপযুক্তরূপ অভিজ্ঞতা ও অর্থসঙ্গতি না লইয়া শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনে অবতীর্ণ হইতেছেন এবং পরিশেষে উহাতে ব্যর্থকাম হইয়া নিজের ও অন্য দশজনের সমূহ ক্ষতিসাধন করিতেছেন।

এই অবস্থার প্রতিকার করিতে হইলে শিল্পোদ্যোগীগণকে একথা অনুধাবন করিতে হইবে যে, কিছু অর্থসঙ্গতি লইয়া কল-কারখানা স্থাপন করতঃ বাজারে শিল্পদ্রব্য বাহির করা একটা সহজ কাজ হইলেও শিল্পের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচন করিয়া বিদেশ বা অন্য প্রদেশ হইতে আগত অনুরূপ শিল্প-দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতামূলক দরে তাহা বিক্রয় করতঃ লাভজনকভাবে শিল্প-প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা একটা অসম্ভবরূপ দুরূহ ব্যাপার। শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে হইলে জমি, বাড়ী ও কলকব্জায় কিরূপ মূলধন নিয়োগ করা প্রয়োজন, প্রথম অবস্থায় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ক্ষতি বহন করিবার জন্য কি পরিমাণ অর্থের আবশ্যক, শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্বাবলম্বী হইলেও বাজারে মাল চালাইবার জন্য হাত হইতে কি পরিমাণ টাকা ব্যয় করা অপরিহার্য্য, উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য বিক্রয় করিবার পক্ষে শিল্পের জন্য নির্ব্বাচিত স্থান উপযুক্ত কিনা, কাঁচা মালের মূল্য ও উৎপাদন খরচা ধরিয়া উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যের পড়তা কিরূপ পড়িবে, বাজারে অনুরূপ শিল্পদ্রব্য কোথা হইতে আমদানী হয় ও উহার পড়তা কিরূপ ইত্যাদি সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্য্যালোচনা না করিয়া এবং তদনুরূপ অর্থসঙ্গতির ব্যবস্থা না করিয়া শিল্পপ্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইলে তাহাতে সাফল্য লাভ অপেক্ষা ক্ষতির সম্ভাবনাই অধিক হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয় যে, যাঁহারা শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনে অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এতগুলি সমস্যার কথা ভাবিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন না।

বর্ত্তমানে বাঙ্গলা দেশে যাঁহারা ছোট বা বড় কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠায় আগ্রহান্বিত রহিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমাদের প্রথম বক্তব্য বিষয় হইতেছে এই যে, যিনি যে শিল্পেই অবতীর্ণ হউন না কেন উহার সম্বন্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থাকা একান্ত আবশ্যক। অবশ্য সকলের পক্ষেই এক একটা শিল্পের সকল দিক সম্বন্ধে হাতে-কলমে পূরাপুরী অভিজ্ঞতা লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু যে কোন ব্যক্তি চেষ্টা করিলে যে কোন শিল্প সম্বন্ধে মোটামুটি অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন। এজন্য তাঁহাকে যদি বৎসর দুই বৎসরকাল পর্য্যন্ত শিক্ষানবিশী করিবার জন্য অপেক্ষা করিতে হয়, তাহাও করা উচিত। যাঁহার কোন বিষয়ে কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই তিনি যদি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া একমাত্র বেতনভুক্ কর্ম্মচারীর কথার উপর নির্ভর করিয়া চলিতে থাকেন, তাহা হইলে হয় তিনি যোগ্য কর্ম্মচারীদের কাজে অযথা বাধা উৎপাদন করিয়া ক্ষতিগ্রস্থ হইবেন—না হয় কর্ম্মচারিগণের হাতে প্রতারিত হইবেন।

অভিজ্ঞতার পরেই শিল্পে প্রয়োজনীয় মূলধন সম্বন্ধে একটা সঠিক ধারণা করিয়া নিজের শক্তি সামর্থ্য বিবেচনা করতঃ কাজ করা আবশ্যক। বাঙ্গলাদেশে অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, এক একজন লোক গায়ের রক্ত জল করিয়া একটি শিল্পকে উন্নতির পথে অনেক দূর অগ্রসর করিয়াছেন। কিন্তু পরে আর উহার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করিতে সমর্থ না হইয়া হয় কারবার উঠাইয়া দিয়াছেন না হয় সামান্য টাকার বিনিময়ে উহা অন্যের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভে অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজনীয় মূলধন সম্বন্ধে একটা ধারণা না থাকাই এই অনর্থের কারণ। এদেশে যাঁহারা শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই চিন্তা কার-খানা প্রতিষ্ঠা করিয়া উহার কাজ আরম্ভ করার সময় পর্য্যন্ত যে মূলধনের প্রয়োজন তাহার মধ্যে নিবদ্ধ থাকে। উহারা একথা ধরিয়া লন যে, বাজারে মাল বাহির হওয়া মাত্র উহা বিক্রয় হইয়া যাইবে এবং টাকার জন্য কোন অসুবিধা হইবে না। কিন্তু প্রথম অবস্থায় কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানই পুরাপুরি ভাবে কাজ করিতে পারে না এবং উহাতে উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যও আশানুরূপ হয় না। এজন্য প্রায় প্রত্যেক শিল্পপ্রতিষ্ঠানকেই কার্য্যারম্ভের পর কিছুদিন পর্য্যন্ত ক্ষতি দিয়া কাজ চালাইতে হয় এবং এই ক্ষতি মূলধন হইতে বহন করিতে হয়। উহাই শেষ নহে। এক একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানে উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য যখন বাজারে খুব জনপ্রিয় হয় এবং যে সময় উহা বাজারে অনুরূপ শিল্পদ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে বিক্রয় হইতে থাকে, সেই সময়েও শিল্প পরিচালকগণকে বহু টাকার মাল ধারে বিক্রয় করিতে হয়। এই টাকা আদায় হইয়া আসিতে অনেক বিলম্ব ঘটিয়া থাকে—অথচ শিল্প-পরিচালককে মাসে মাসে শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের জন্য কাঁচা মালের মূল্য, লোকজনের বেতন, বাড়ীভাড়া, বিদ্যুৎ শক্তি, রাহা খরচ ইত্যাদি অগণিত দফায় খরচ চালাইয়া যাইতে হয়। এই কারণেও অনেক টাকা মূলধনের প্রয়োজন হইয়া থাকে। যাঁহারা শিল্প প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইবেন, তাঁহাদের পক্ষে এই সমস্ত দফায় প্রয়োজনীয় মূলধন সম্বন্ধে একটা সঠিক বরাদ্দ করিয়া তৎপর নিজের শক্তিসামর্থ্যের বিষয় চিন্তা করতঃ কাজে অগ্রসর হইতে হইবে। সঠিক বলিতেছি এই জন্য যে, অনেক সময়ে কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় বাড়ী ও জমির মূল্য কম করিয়া ধরিয়া এবং অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যের নিকৃষ্টশ্রেণীর কলকব্জার মূল্য ভিত্তি করিয়া কারখানা স্থাপনে প্রয়োজনীয় মূলধনের বরাদ্দ কম করিয়া ধরা হইয়া থাকে। পরে যখন কারখানা স্থাপিত হয়

(১৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিক্রয়কর প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সরকার

গত ১৪ই জানুয়ারী তারিখে কলিকাতার পণ্যদ্রব্য বিক্রয়কারী, শিল্পপরিচালক ও পণ্যদ্রব্য ব্যবহারকারীদের একটি প্রতিনিধিমূলক সম্মেলনে সভাপতিত্বকালে প্রস্তাবিত বিক্রয়কর সম্পর্কে শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার যে সমস্ত যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া তৎপর এই করের ব্যাপারে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য বাঙ্গলা সরকারের বর্ত্তমান পরিচালকগণকে আমরা ঐকান্তিক অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীযুক্ত সরকার তাঁহার বক্তৃতায় একথা বলিয়াছেন যে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক বা দলগত আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া অথবা বাঙ্গলার বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলের কাজে বিরুদ্ধাচরণের একমাত্র উদ্দেশ্য লইয়া তিনি এই করের বিরুদ্ধে কিছু বলিতেছেন না। তাঁহার একথা বলার কোন প্রয়োজন ছিল বলিয়া মনে হয় না। শ্রীযুক্ত সরকার যে একজন দায়িত্বজ্ঞানহীন আন্দোলন কারী নহেন, তাহা তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা বড় শত্রুও স্বীকার করিবেন। বাঙ্গলা দেশের বাহিরেও সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে এমন বহু প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি রহিয়াছেন যাহারা বর্ত্তমান কালের বিবিধ সমস্যা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সরকারের সুচিন্তিত ও যুক্তিপূর্ণ অভিমত অতি শ্রদ্ধার সহিত বিচার করিয়া থাকেন। কাজেই একমাত্র বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলকে অপদস্থ করিবার উদ্দেশ্য লইয়া অথবা সাম্প্রদায়িক মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া কিছু বলা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। একজন দায়িত্বশীল জনসাধারণ এবং বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ হিসাবে প্রস্তাবিত বিক্রয়কর বিলটিকে তিনি নিছক যুক্তির দিক হইতেই বিচার করিয়াছেন। বাঙ্গলা সরকারের কর্ণধারগণ ভোটের জোরে তাঁহার পরামর্শ অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু যাহা সত্য তাহা গায়ের জোরে চিরদিন অবজ্ঞা করিয়া চলা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

আদর্শের দিক দিয়া বিক্রয়করের মত একটা কর সমর্থনযোগ্য নহে। কেননা এই শ্রেণীর করের ফলে দেশের শিল্পবাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে, ব্যবসা পরিচালনা ব্যয়বহুল হয় এবং উহার বোঝা প্রধানতঃ দরিদ্র ব্যক্তিদিগকেই বহন করিতে হয়। শ্রীযুক্ত সরকার বিক্রয়করের এই সমস্ত গলদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হইলেও বাঙ্গলায় প্রস্তাবিত বিক্রয়করের সম্পূর্ণভাবে বিরুদ্ধবাদী নহেন। উহার কারণ এই যে বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রে বিভিন্ন প্রদেশের ন্যায় বাঙ্গলারও আয়ের পথ এত সঙ্কুচিত করা হইয়াছে এবং নিমেয়ারী ব্যবস্থার রদবদল দ্বারা এই আয়ের পথ আরও যে ভাবে কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাতে এই নিরক্ষর, দরিদ্র ও রোগজীর্ণ দেশের অধিবাসীগণের উন্নতি বিধান করিতে হইলে প্রকৃত জাতিগঠনমূলক কাজে অবিলম্বে অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যক এবং গবর্ণমেণ্টের হাতে জনসাধারণ যদি প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করিতে অনিচ্ছুক হয় তাহা হইলে এই জাতিগঠনের কাজে হাত দেওয়া অসম্ভব ব্যাপার। গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বিবিধ প্রকার সাহায্য পাইব—অথচ এই সাহায্যের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ গবর্ণমেণ্টের হাতে প্রদান করিব না—এরূপ মনোভাব সমর্থনযোগ্য নহে উহাই শ্রীযুক্ত সরকারের অভিমত এবং এইদিক হইতেই তিনি বিক্রয়করের প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন।

কিন্তু দেশের প্রয়োজনের দিকে চাহিয়া প্রস্তাবিত বিক্রয়করের যৌক্তিকতা স্বীকার করিলেও বর্ত্তমানে যে ভাবে ও যে আকারে এই বিলটি দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত করা হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত সরকার প্রবল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম আপত্তি এই যে প্রস্তাবিত বিক্রয় করের মারফতে গবর্ণমেণ্ট যে টাকা পাইবেন তাহা কি প্রকার জনহিতকর কাজে ব্যয় করা হইবে এবং এজন্য কতদিনের মধ্যে কত টাকা ব্যয় করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট আজ পর্য্যন্ত জনসাধারণকে কিছু খুলিয়া বলেন নাই। যাহারা ট্যাক্স দিবে তাহারা উহা প্রদান করিবার পূর্ব্বে এই ট্যাক্সলব্ধ অর্থ কি ভাবে ব্যয় করা হইবে তৎসম্বন্ধে অবশ্যই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারে। পাট রপ্তানীশুল্ক ও আয়করের দরুণ প্রাপ্ত অর্থ এবং ভারত সরকারকে দেয় ঋণ মকুবের ফলে আর্থিক স্বচ্ছলতা আসা সত্ত্বেও যে গবর্ণমেণ্ট গত ৩৪ বৎসর কালের মধ্যে জাতিগঠনের নাম লইয়া জনসাধারণের অর্থের চূড়ান্তরূপ অপচয় করিয়াছেন এবং তাহাও নিরপেক্ষভাবে করিতে পারেন নাই তাহাদের সম্বন্ধে এই প্রশ্ন আরও জোরের সহিত জিজ্ঞাসিত হইতে পারে। বাঙ্গলা সরকার বিক্রয়করের মারফতে যে টাকা পাইবেন তাহা যে আগামী নির্ব্বাচনে ভোট লাভের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ব্যক্তি বা দলবিশেষের স্বার্থের জন্য—অথবা মন্ত্রীদের নিজের বা উঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের নামে কতকগুলি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বা হাসপাতাল স্থাপনের জন্য ব্যয়িত হইবে না তাহার নিশ্চয়তা কি? অবশ্য ব্যক্তি বিশেষের নামে কলেজ বা হাসপাতাল স্থাপিত হইলেই তাহা জাতিগঠনমূলক কাজ নহে—তাহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমাদের কথা এই যে—যে ট্যাক্স সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে গৃহীত হইবে তাহা জাতি বর্ণ বা সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধারণের জন্যই ব্যয়িত হওয়া উচিত। গবর্ণমেণ্ট যতদিন পর্য্যন্ত দেশবাসীর সমক্ষে জাতিগঠনের একটা সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা উপস্থিত না করেন ততদিন পর্য্যন্ত এই ট্যাক্সের প্রয়োজন আছে কিনা, থাকিলেও কতটা প্রয়োজন আছে এবং সকলে সমভাবে এই ট্যাক্সের সুফল ভোগ করিতে পারিবে কিনা তৎসম্বন্ধে দেশবাসীর মনে গভীর সন্দেহ থাকিবে।

শ্রীযুক্ত সরকার তাঁহার বক্তৃতায় বিক্রয়কর বিলের ফলে দেশের শিল্পবাণিজ্যের কিরূপ অনিষ্ট হইবে তৎসম্বন্ধেও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু সভ্যদেশমাত্রেই ট্যাক্স নির্দ্ধারণের মূলগত নীতি লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রে উহার প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করিবার জন্য এবং উহা যে নিরপেক্ষভাবে প্রকৃত জাতিগঠনমূলক কাজে ব্যয়িত হইবে তৎসম্বন্ধে দেশবাসীকে আশ্বস্ত করিবার জন্য তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট যে দাবী জানাইয়াছেন তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রণিধানযোগ্য বিষয়। গবর্ণমেণ্ট যদি জনসাধারণকে বিশ্বাস করিয়া সকল কথা খুলিয়া বলিতে রাজী হন এবং জনসাধারণ যদি উহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া এই ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতা করিতে অগ্রসর হয় তাহা হইলে বিক্রয়করের পরিমাণ ও প্রয়োগপদ্ধতি সম্বন্ধে একটা সন্তোষজনক মীমাংসা করা কঠিন কাজ নহে। এই ব্যাপারে শ্রীযুক্ত সরকার গবর্ণমেণ্টের সমক্ষে একটা সুনির্দ্দিষ্ট প্রস্তাবও উত্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার প্রস্তাব এই যে গবর্ণমেণ্ট জাতিগঠনমূলক কাজ সম্পর্কে দেশবাসীর সমক্ষে একটা সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়া বিক্রয়ের উপর শতকরা দুই টাকার পরিবর্ত্তে শতকরা আট আনা কর ধার্য্য করতঃ কাজ আরম্ভ করুন। তারপর নূতন পরিকল্পনার সাফল্য ও প্রয়োজন, ট্যাক্সলব্ধ অর্থের পরিমাণ এবং ব্যবসাবাণিজ্যের উপর উহার প্রতিক্রিয়া

(৯৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভারত সরকারের বীমা বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের অবস্থা সম্বন্ধে সম্প্রতি গত ১৯৩৯ সালের যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে ভারতবর্ষে বীমা ব্যবসায়ের গত ১৯৩৮ সালের সমষ্টিগত বিবরণ মাত্র দেওয়া হইয়াছে। কাজেই নূতন বীমা আইন এবং ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের ফলে ভারতীয় বীমা ব্যবসার সমষ্টিগত অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইতেছে তাহা উক্ত রিপোর্ট হইতে কিছু জানিবার উপায় নাই। তবে উহা হইতে ১৯৩৭ সালের তুলনায় ১৯৩৮ সালে বীমা ব্যবসায়ের কিরূপ উন্নতি ঘটিয়াছে তাহা জানা যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা উক্ত রিপোর্ট অবলম্বনে ১৯৩৮ সালে ভারতীয় জীবন বীমা ব্যবসায়ের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

১৯৩৮ সালে ভারতবর্ষে মোট ৩৬০টি বীমা কোম্পানী ব্যবসায়ে রত ছিল এবং উহার মধ্যে ভারতীয় কোম্পানীর সংখ্যা ২১৭ এবং বিদেশী কোম্পানীর সংখ্যা ১৪৩টী ছিল। এই বৎসরে ২১৭টী ভারতীয় বীমা কোম্পানীর মধ্যে ২০০টী কোম্পানী এবং ১৪৩টী অভারতীয় কোম্পানীর মধ্যে ২৬টী কোম্পানী জীবন বীমা ব্যবসায়ে রত ছিল। কাজেই এই বৎসরে দেশী বিদেশী মিলিয়া ভারতে জীবন বীমা কোম্পানীর সংখ্যা ছিল মোট ২২৬টী। এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে ভারতবর্ষে যে কতিপয় পেন্সন ফণ্ড রহিয়াছে এবং ভারত সরকারের অধীনে ইণ্ডিয়ান পোষ্ট অফিস ইনসিওরেন্স ফণ্ড নামক যে জীবন বীমা কোম্পানী রহিয়াছে তাহা এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নাই।

গত ১৯৩৭ সালে ভারতবর্ষস্থিত দেশী বিদেশী সমস্ত বীমা কোম্পানী মিলিয়া ভারতবর্ষে মোট ৪৮½ কোটী টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিল এবং উহার মধ্যে ভারতীয় কোম্পানীসমূহ ৩৯ কোটী টাকা ও অভারতীয় কোম্পানী সমূহ ৯½ কোটী টাকার বীমা-পত্র প্রদান করে। আলোচ্য ১৯৩৮ সালে ভারতবর্ষে প্রদত্ত বীমাপত্রের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৫১'৭ কোটী টাকা এবং উহার মধ্যে ভারতীয় কোম্পানীর মারফতে ৪৩'৩ কোটী এবং অভারতীয় কোম্পানীর মারফতে ৮'৪ কোটী টাকার বীমাপত্র প্রদত্ত হইয়াছে। উহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে এক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে প্রদত্ত বীমাপত্রের পরিমাণ ৩ কোটী টাকা অপেক্ষাও বেশী বৃদ্ধি পাইলেও বিদেশী বীমা কোম্পানীসমূহের কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া দূরে থাকুক—উহা আরও কমিয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের কাজের পরিমাণ এক বৎসরের মধ্যে প্রায় ৪।০ কোটী টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশবাসী যে জীবন বীমার ব্যাপারে দেশীয় কোম্পানীসমূহকে ক্রমেই অধিকতরভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছে উহা তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আলোচ্য ১৯৩৮ সালে ১৯৩৭ সালের তুলনায় ভারতবাসীর পরিচালিত বীমা কোম্পানীসমূহের আরও অনেক দিক দিয়া অগ্র-গতির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমতঃ—গত ১৯৩৭ সালের শেষে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহে মোট চলতি বীমার পরিমাণ ছিল ১৮৪ কোটী টাকা এবং এই বীমার প্রিমিয়াম বাবদ সমস্ত কোম্পানীর মোট আয় হইয়াছিল ৯ কোটি টাকা। ১৯৩৮ সালের শেষে ভারতীয় কোম্পানীসমূহে মোট চলতি বীমার পরিমাণ ২০৪ কোটী টাকা এবং এই সমস্ত কোম্পানীর প্রিমিয়াম দফায় আয়ের পরিমাণ ১০।০ কোটী টাকায় দাড়াইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ—ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের মধ্যে অনেক বীমা কোম্পানী ভারতবর্ষের বাহিরে ব্রহ্মদেশ, বৃটীশ পূর্ব্ব আফ্রিকা, সিংহল, মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশে জীবন বীমার কাজ করিয়া থাকে। উপরে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের কাজের যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে উহাদের বিদেশস্থ কাজের হিসাব অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। গত ১৯৩৭ সালে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহ এই সব দেশে মোট ২½ কোটী টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিল এবং বৎসরের শেষে ভারতীয় কোম্পানী সমূহে এই ধরণের চলতি বীমার পরিমাণ ছিল ১২½ কোটী টাকা। ১৯৩৮ সালে ভারতীয় কোম্পানীসমূহের বিদেশে জীবন বীমার কাজের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৩'৪ কোটী টাকা এবং এই বৎসরের শেষে এই শ্রেণীর চলতি বীমার পবিমাণ দাঁড়ায় ১৫'১ কোটী টাকা। বিদেশে কাজের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রিমিয়ামের দফায় ভারতীয় কোম্পানীসমূহের আয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইতেছে। গত ১৯৩৭ সালে বিদেশস্থ কাজের জন্য ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের মোট আয় হইয়াছিল ৬৩½ লক্ষ টাকা—১৯৩৮ সালে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮২ লক্ষ টাকা। নিম্নে গত ৫ বৎসরকালের মধ্যে ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের কাজ লইয়া ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীসমূহের সমষ্টিগত কাজ সম্বন্ধে একটী তালিকা উদ্ধৃত হইল। উহা হইতে ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানীসমূহের ব্যবসায়ে কি প্রকার দ্রুতগতিতে উন্নতি লাভ ঘটিতেছে তাহা উপলব্ধি করা যাইবে :—

বৎসর	নূতন কাজ (কোটী টাকা)	চলতি বীমা (কোটী টাকা)	আয় (কোটী টাকা)
১৯৩৪	২৮.৯২	১৩৭	৮.৩৪
১৯৩৫	৩২.৮১	১৫২	৯.৩৩
১৯৩৬	৩৭.৮০	১৭৫	১১.৩৫
১৯৩৭	৪১.৭৪	১৯৭	১২.০২
১৯৩৮	৪৬.৬৮	২১৯	১৪.১৩

ভারতীয় জীবন বীমা ব্যবসায়ের এই প্রকার উন্নতি মাত্র স্বদেশীর দোহাই দিয়া সম্ভবপর হয় নাই। ব্যষ্টি হিসাবে এখানে সেখানে ২।৪টী বীমা কোম্পানীর কার্য্যপ্রণালী সন্তোষজনক না হইলেও সমষ্টিগত বিচারে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের মিতব্যয়িতা এবং নিরাপদ উপায়ে তহবিল দাদনের ফলেই উহারা ভারতবাসীর এত অধিক পরিমাণে আস্থা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরের রিপোর্টে দেখা যায় যে ১৯৩৮ সালে প্রিমিয়াম, দাদনী তহবিলের সুদ ও অন্যান্য ছোটখাট আয় লইয়া ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের যে আয় হইয়াছে তাহার শতকরা ২৫.৮ ভাগ মাত্র আফিসের কার্য্য পরিচালনার জন্য ব্যয়িত হইয়াছে। বাকী আয় হইতে পলিসি গ্রাহকদের দাবী ও অংশীদারদের লভ্যাংশ মিটাইয়া এবং উহার কতকাংশ দাদনী তহবিলের ঘাটতি নিবারণ তহবিলে ন্যস্ত করিয়াও এই বৎসরে বীমা কোম্পানীসমূহ উহাদের

মোট আয়ের শতকরা ৩৮.৬ ভাগ জীবনবীমা তহবিলে ন্যস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে। ১৯৩৮ সালের শেষে ২০০টা ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীর হাতে জীবনবীমা তহবিল হিসাবে মোট কতটাকা সঞ্চিত ছিল তাহার হিসাব সরকারী রিপোর্ট হইতে জানা যায় নাই। তবে এই বৎসরের শেষে ভারতবর্ষের ১৮৬টী জীবনবীমা কোম্পানীর হাতে জীবনবীমা তহবিল হিসাবে মোট ৫০ কোটী ৫৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা সঞ্চিত ছিল। এতদ্ব্যতীত উক্ত বৎসরের শেষে আদায়ী মূলধন, বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সৃষ্ট তহবিল ইত্যাদিতেও এইসব কোম্পানীর হাতে ১১ কোটী ৬ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ছিল। উক্ত ৬১ কোটী ৬২ লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি উক্ত বৎসরের শেষে যেভাবে নিয়োজিত ছিল তাহার হিসাব এইরূপ :—

সম্পত্তি বন্ধকে	২ কোটী	৪ লক্ষ টাকা
প্রত্যর্পণ মূল্যের সীমার মধ্যে পলিসি বন্ধকে	৫ ...	৪৮ ...
শেয়ারের জামীনে	...	২১ ...
কোম্পানীর কাগজে	৩২ ...	১৯ ...
দেশীয় রাজ্যের ঋণপত্রে	...	৪০ ...
বৃটীশ, বৃটীশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশ ও বিদেশী গবর্ণমেণ্টের ঋণপত্রে	...	৬৮ ....
মিউনিসিপালিটী, পোর্টট্রাষ্ট ও ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের সিকিউরিটিতে	৫	৪৮ ....
ভারতীয় কোম্পানীর শেয়ারে	৪	৩৮ ....
বাড়ী ও জমিতে	৩	৯২ ....
এজেণ্টদের নিকট পাওনা, প্রাপ্য প্রিমিয়াম ও সুদ ইত্যাদিতে	২	৪৮ ....
আমানত ও নগদে	২ ...	৫০ ....
বিবিধ দফায়	১ ...	৫৪ ....
	মোট—৬১ কোটি	৬২ লক্ষ টাকা

এই তালিকা দৃষ্টে বুঝা যাইতেছে যে ভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহের মোট ৬১কোটি ৬২লক্ষ টাকার সম্পত্তির মধ্যে ৪২কোটি টাকা অর্থাৎ মোট সম্পত্তির শতকরা ৭০ ভাগই শেয়ার বাজারে বিক্রয়যোগ্য সিকিউরিটিতে দাদন করা রহিয়াছে। যদি কোন কারণে এই সব সম্পত্তির মূল্যাপকর্ষ ঘটে তাহা হইলে এই ক্ষতি নিবারণের জন্য ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহ পৃথকভাবে মূল্যাপকর্ষ তহবিলেও ৮৬ লক্ষ টাকা জমা রাখিয়াছে। উহা হইতে এই বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকে না যে বীমাকারীগণ ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহকে বিশ্বাস করিয়া যে টাকা দিতেছে উহারা তাহা সম্পূর্ণ নিরাপদভাবে দাদন করিয়া রাখিয়াছে। কেবল তাহাই নহে। বীমা কোম্পানী সমূহ এই প্রকার নিরাপদ দাদনেও সন্তোষজনকরূপ সুদ অর্জন করিতে সমর্থ হইতেছে। গত ১৯৩৬ সালে ভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহ উহাদের তহবিল দাদনে গড়পরতায় শতকরা ৪'৬৯ টাকা সুদ অর্জন করিয়াছিল। ১৯৩৭ সালে উহার পরিমাণ শতকরা ৪'৭৬ টাকা এবং ১৯৩৮ সালে শতকরা ৫'১৫ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। অবশ্য যুদ্ধ ও নূতন বীমা আইনে তহবিল বিনিয়োগে বিধিনিষেধের ফলে ১৯৩৯ ও ১৯৪০ সালে এই হার বজায় রহিয়াছে কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে।

যাহা হউক উপরোক্ত বিবরণ হইতে একথা প্রমাণিত হইতেছে যে ভারতবাসী ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের উপর যে আস্থা স্থাপন করিয়াছে বীমা কোম্পানীসমূহ মিতব্যয়িতার সহিত আফিসের কার্য্য পরিচালনা করিয়া এবং উহাদের সম্পত্তি নিরাপদ ও লাভজনকভাবে দাদন রাখিয়া এই আস্থার প্রতি পূর্ণ সম্মান প্রদর্শন করিতেছে। উহার পরেও কোন ভারতবাসী যদি ভারতীয় কোম্পানীতে বীমা না করিয়া বিদেশী কোম্পানীর শরণাপন্ন হয় তাহা হইলে তাহাকে নিতান্ত দেশদ্রোহী ও দুর্ভাগা বলিতে হইবে। বর্ত্তমানে ভারতীয় বীমা ব্যবসায় উন্নতির পথে যে প্রকার অগ্রসর হইয়াছে তাহাতে একজন ভারতবাসীরও জীবন বীমার জন্য বিদেশী জীবনবীমা কোম্পানীর শরণাপন্ন হওয়ার কোন প্রয়োজন নাই।

(বিক্রয়কর প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সরকার)

লক্ষ্য রাখিয়া প্রয়োজন হইলে ক্রমে ক্রমে তাঁহারা উহার পরিমাণ শতকরা দুই টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেণ্টকে প্রথম হইতেই শিল্পদ্রব্যের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা-মাল, জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য্য জিনিষপত্র, শিল্পের কলকজা এবং যে সমস্ত জিনিষের উপর বেশী হারে ট্যাক্স ধার্য্য রহিয়াছে সেই সব জিনিষকে এই করভার হইতে রেহাই দিতে হইবে। আমাদের মনে হয় যে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত সরকারের উপরোক্ত প্রস্তাব অপেক্ষা অধিকতর যুক্তিযুক্ত ও কার্য্যকরী প্রস্তাব আর কিছু হইতে পারে না। বাঙ্গলা সরকার যদি তাঁহার এই প্রস্তাবকেও উপেক্ষা করেন তাহা হইলে বলিতে হইবে যে ক্ষমতামত্ততায় তাঁহারা অন্ধ হইয়াছেন।

এই ব্যাপারে আমরা মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দকে একটা কথা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। বিক্রয়কর বিলটী যে ভাবে পরিকল্পিত হইয়াছে তাহাতে উহার ফলে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই সমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। বাঙ্গলার ছোট ও মাঝারী শিল্পগুলি প্রধানতঃ হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত হইলেও দেশের অন্তর্ব্বাণিজ্যে মুসলমানের প্রভাব খুব বেশী। বাঙ্গলা দেশে বৎসরে ২০ হাজার টাকার অধিক মূল্যের পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করেন এরূপ মুসলমান ব্যবসায়ীর সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা বেশী ছাড়া কম হইবে না। কাজেই এই ব্যাপারে মুসলমান সম্প্রদায়েরও খুব ক্ষতি হইবে। এতদিন মুসলমান সম্প্রদায়ের নির্ব্বিচার সমর্থনের ফলেই বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডল এরূপ অমিতব্যয়িতা প্রদর্শন করিতে সাহস পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের অমিতব্যয়িতার খোরাক জোগাইবার জন্য এখন তাঁহারা মুসলমান জনসাধারণেরও স্বার্থের সমূহ ক্ষতি করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এরূপ অবস্থায় বর্ত্তমানে যাহারা বিক্রয়করের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইতেছেন তাহাদের সহিত যোগদান করা মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দেরও অবশ্য কর্ত্তব্য হইবে। বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলকে যদি এখানে বাধা না দেওয়া হয় তাহা হইলে পরিশেষে উহারা হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে দেশের সকল শ্রেণীর লোককে দেউলিয়া দশায় উপনীত করিবেন—একথা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

মার্কিন—ভারত বাণিজ্য

গত ১৯৩৯-৪০ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যের পরিমান উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমান প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়া উহা পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের ১৪ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা স্থলে আলোচ্য বৎসর ২৭ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। অপর পক্ষে আমদানী বাণিজ্যের পরিমানও গত ১৯৩৮-৩৯ সালের ৯ কোটি ৭৮লক্ষ টাকা স্থলে আলোচ্য বৎসর ১৪কোটি ৮৮লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতবর্ষ আমেরিকার বাজারে প্রধানতঃ কাঁচা পাট, পাটজাত দ্রব্য, চামড়া, লাক্ষা ও কাঁচা পশম রপ্তানী করে। এই সকল জিনিষই মোট রপ্তানীকৃত মালের শতকরা ৭৩ ভাগ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। অপরপক্ষে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে যে সকল মালপত্র ভারতবর্ষে আমদানী হয় তন্মধ্যে কলকব্জা মোটর গাড়ী, খণিজ তৈল, যন্ত্রপাতি, তামাক ও কার্পাস জাত দ্রব্যাদিই প্রধান। এই সকল জিনিষ মোট আমদানী বাণিজ্যে শতকরা ৬৫ ভাগ বলিয়া গণ্য হয়।

ইণ্ডিয়ান মার্চ্চেণ্টস চেম্বার

বোম্বাইয়ের মিঃ এম সি ঘিয়া এম, এল এ এবং মিঃ ভি কে সি শীতলবাদ ১৯৪১ সালের জন্য যথাক্রমে ইণ্ডিয়ান মার্চ্চেণ্টস্ চেম্বারের প্রেসিডেণ্ট ও ভাইস প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

টাটা কোম্পানীর সিদ্ধান্ত

টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী এবং টাটা ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের মধ্যে যে আপোষ মিমাংসা হইয়াছে তাহার সর্ত্তানুসারে টাটা কোম্পানীতে নিযুক্ত যে সকল কর্ম্মচারিদের মাসিক বেতন ১২৫ টাকার নিম্নে তাহাদিগকে গত ১৯৪০ সালের ১লা আগষ্ট হইতে যুদ্ধজনিত মাগগী ভাতা মঞ্জুর করা হইবে। যে সকল কর্ম্মচারীর মাসিক বেতন ৫০৲ টাকার নিম্নে তাহাদিগকে নিম্নতম ২৷৷০ টাকা এবং যাহাদের মাসিক বেতন ১০০ হইতে ১২৫৲ টাকা তাহাদিগকে ৪৲ টাকা হিসাবে মাগগী ভাতা দেওয়া হইবে।

ভারতের খণিজ সম্পদ

সম্প্রতি বিজ্ঞান কংগ্রেসের ভূতত্ত্ব শাখার অধিবেশনে ভারতের খনিজ সম্পদ সম্পর্কে একটি সুপরিকল্পিত নীতি অবলম্বনের জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়। ভারত সরকারের পক্ষে ভূতত্ত্ব বিভাগের সহিত একটি সেণ্ট্রাল বুরো অব্ মিনারেল ইনফরমেশন বিভাগ স্থাপন করা উচিৎ বলিয়া সুপারিশ করা হইয়াছে।

আয়কর ট্রিবিউন্যাল

নয়াদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ, সম্প্রতি ছয়জন সদস্য লইয়া যে আয়কর ট্রিবিউন্যাল গঠিত হইয়াছে বর্ত্তমান মাসের শেষ দিকে উহার কার্য্যারম্ভ হইবে। এই ট্রিবিউন্যাল তিনভাগে বিভক্ত করা হইবে। এক একটী ট্রিবিউন্যালে একজন আইনজ্ঞ সদস্য ও একজন এ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট সদস্য থাকিবেন এবং উহারা দিল্লী, বোম্বাই এবং কলিকাতায় কার্য্য পরিচালনা করিবেন। প্রত্যেক টিবিউন্যাল স্ব স্ব এলাকাধীন স্থান পরিভ্রমণ করিবেন। ট্রিবিউন্যালে আপীলের সংখ্যা কিরূপ দাঁড়ায় তাহা দেখিবার পর প্রয়োজন হইলে উহার সদস্য সংখ্যা ১০ জন পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। আয় কর সংশোধন আইনে এরূপ বিধান আছে।

বরোদা রাজ্যে কাগজের কল

বরোদা রাজ্যের নবেশ্বরী জিলায় প্রচুর পরিমাণে কাগজ প্রস্তুতের উপযোগী কাঁচামাল পাওয়া যায়। এই সকল কাঁচামালের সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে রাজ্যের সরকারের পৃষ্টপোষকতায় ৩০ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া একটী কাগজের কল স্থাপনের আয়োজন উদ্যোগ চলিতেছে।

রঞ্জন দ্রব্যের সরবরাহ

বোম্বাইস্থিত কাষ্টোডিয়ান অব্ এনিমি প্রপার্টি বিভিন্ন প্রদেশে রঞ্জনদ্রব্য বণ্টনের যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার ফলে বাঙ্গলা দেশের তাঁতশিল্প প্রায় ১৭ হাজার পাউণ্ড রঞ্জনদ্রব্যের সরবরাহ লাভ করিতে সমর্থ হইবে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তাঁতশিল্পের জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা করা হইবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে মেসার্স কেমডিজ কোম্পানীই জার্ম্মানীতে প্রস্তুত রঞ্জনদ্রব্যের একমাত্র আমদানীকারক ছিল। এই কোম্পানী শত্রুপক্ষীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া গণ্য হওয়াতে ভারত গবর্ণমেণ্ট উহার পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন। কেমডিজ কোম্পানীর সরবরাহের অভাবে তাঁতশিল্পের বিশেষ অসুবিধা হয় এবং সম্প্রতি এতৎসম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষন করা হয়। ভারতগবর্ণমেণ্ট কেমডিজ কোম্পানীর মজুদ রঞ্জনদ্রব্য ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিমিটেডের নিকট বিক্রয় করিয়া দিবার পূর্ব্বে এই সর্ত্ত করিয়াছেন যে প্রত্যেক প্রদেশের সরকারী শিল্প বিভাগের ডিরেক্টরের মারফতে উক্ত রঞ্জনদ্রব্যের একটা অংশ প্রকৃত তাঁতিগণকে সরবরাহ করিবার জন্য নিয়োজিত হইবে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে বাঙ্গলা দেশের তাঁতিগণের প্রয়োজনের প্রায় অৰ্দ্ধেক রঞ্জনদ্রব্য পাওয়া যাইবে। উহার মূল্য প্রায় তিনলক্ষ টাকা। বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে কতিপয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নিকট উহা মজুদ রাখা হইয়াছে এবং ঐ প্রতিষ্ঠানসমূহ শিল্পবিভাগের ডিরেক্টরের নির্দ্দেশ অনুসারে তাঁতিগণের নিকট এই সকল রঞ্জনদ্রব্য বিক্রয় করিবে।

ডাক ও তার বিভাগের কার্য্যবিবরণী

ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগের গত ১৯৩৯-৪০ সালের কার্য্য বিবরণী হইতে জানা যায় যে আলোচ্য বৎসর উক্ত বিভাগের ৮৯ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। মোট আয়ের পরিমান পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের ১১ কোটী ৬৭ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা স্থলে ৮০ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা বৃদ্ধি পাইয়া আলোচ্য বৎসর উহা ১২ কোটী ১৮ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। পোষ্ট অফিস বিভাগে ১৯ লক্ষ টাকা, টেলিগ্রাফ বিভাগে ৪০ লক্ষ টাকা, টেলিফোন বিভাগে ২১ লক্ষ টাকা এবং রেডিও বিভাগে ১ লক্ষ টাকা আয় বৃদ্ধি পায়। উদ্বৃত্ত ৮৯ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকার মধ্যে পোষ্ট অফিস বিভাগে ৫৩ লক্ষ ৬৭ হাজার ৬১১ টাকা, ও টেলিফোন বিভাগে ৩৫ লক্ষ ২৮ হাজার ২৯২ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে বলিয়া দৃষ্ট হয়। টেলিগ্রাফ বিভাগে মাত্র ২ হাজার ২৮১ টাকা ঘাটতি হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর এই ঘাটতির পরিমান ৩৭ লক্ষ ৭৭ হাজার ৪৫৮ টাকা ছিল।

আলোচ্য বৎসর এই বিভাগে প্রায় ২৯৮ কোটী টাকার লেন দেন হয়। আলোচ্য বৎসরে এই বিভাগের মারফৎ ১২৫ কোটী ৫০ লক্ষ চিঠি পত্রাদি, ৩৯ কোটী ৩০ লক্ষ রেজিষ্টারীকৃত জিনিষ, ৭৭ কোটী ৩ লক্ষ টাকা মূল্যের ২৫ লক্ষ ইন্সিওর, ৭৫ কোটী ৮ লক্ষ টাকার ৪ কোটী ২০ লক্ষ মাণিঅর্ডার প্রেরিত হয়। এতদ্ব্যতীত ১ কোটী ৮৬ লক্ষ টেলিগ্রাম প্রেরিত হয়। কার্য্যকরী ট্রাঙ্ককলের সংখ্যা ২৯ লক্ষ প্রতিপন্ন হয়। গত ১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ্চ ডাক ও তার বিভাগে ১লক্ষ ১৮ হাজার ২০ জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল। ১৯৩৮ সালের শেষে উহাদের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ১৭ হাজার ১৫১।

পেট্রোলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ

কোন জরুরী অবস্থায় পেট্রোলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হইলে কিরূপ কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে তৎসম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনার জন্য আগামী ২০শে জানুয়ারী নয়াদিল্লীতে বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট, দেশীয় রাজ্য এবং অটোমোবাইল এসোসিয়েসনের প্রতিনিধিদের একটী সম্মেলন হইবে। যদিও এখন পর্য্যন্ত এইরূপ কোন ব্যবস্থার প্রয়োজন উপস্থিত হয় নাই তবুও পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত থাকিবার জন্যই এইরূপ পরিকল্পনার বিষয় আলোচনা করা হইবে। প্রধানতঃ এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে সকলে একমত হইলে উহার পরিচালনার ব্যবস্থাই বিবেচনার বিষয়বস্তু হইবে।

বীমা আইনের সংশোধন প্রস্তাব

এসোসিয়েটেড প্রেসের এক সংবাদে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় পরিষদের আগামী বাজেট অধিবেশনে বাণিজ্য সচিব বীমা আইনের সংশোধন সম্পর্কে একটী বিল উত্থাপন করিবেন। উক্ত অধিবেশনে বীমা আইনের প্রত্যেকটী ধারা সম্পর্কেই আলোচনা হইবার সম্ভাবনা আছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশন

আগামী ৩রা ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণ ৪-১৫ মিনিটের সময় বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হইবে। ১০ই ফেব্রুয়ারী বেলা ২-১৫ মিনিটের সময় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন আরম্ভ হইবে।

জার্ম্মানীতে শ্রমিকের অভাব

বেশী সংখ্যক লোক সামরিক কার্য্যে নিযুক্ত হওয়ায় জার্ম্মানীর শিল্প কারখানায় ক্রমেই শ্রমিকের অভাব দেখা যাইতেছে। যুদ্ধের প্রথমে জার্ম্মানীর শিল্প কারখানায় নিযুক্ত কর্ম্মী ও শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২ কোটী ৪৭ লক্ষ জন। উহার মধ্যে নারীর সংখ্যা ছিল ৮১ লক্ষ জন। এক্ষণে ক্রমেই বেশী সংখ্যক পুরুষকে সৈন্যদলে যোগদান করিতে হইতেছে বলিয়া শ্রমিকের সংখ্যাও হ্রাস পাইতেছে। কল কারখানায় শ্রমিকের অভাব পূরণের জন্য ক্রমশঃ অধিক সংখ্যায় নারী নিযুক্ত করা হইতেছে। অবিবাহিতা ও নিঃসন্তানা নারীদিগকে কারখানায় কার্য্য করিবার জন্য একরূপ বাধ্য করা হইতেছে। তাহাছাড়া জার্ম্মানীর অধিকৃত দেশসমূহ হইতে লোক আনাইয়া ও যুদ্ধের বন্দীদিগকে নিয়োগ করিয়া শ্রম শিল্পের কার্য্য করান হইতেছে।

হায়দরাবাদে সরকারী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা

হায়দরাবাদ রাজ্যের সরকার ঐ রাজ্যে একটী সরকারী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা স্থির করিয়াছেন। ঐ ব্যাঙ্ক হায়দরাবাদ রাজ্যের মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণ করিবে ও কৃষি, শিল্প প্রভৃতির দিক দিয়া ঐ রাজ্যের আর্থিক উন্নতি সাধনে প্রয়োজনীয়রূপ সহায়তা করিবে। সরকারী তদন্তে এরূপ প্রকাশ পাইয়াছে যে, হায়দরাবাদ রাজ্যে কৃষকদের ঋণের পরিমাণ প্রায় ১০০ কোটী টাকা দাঁড়াইয়াছে। সরকারী সাহায্যে দীর্ঘ মিয়াদী কর্জ্জ প্রদানের ব্যবস্থা না করা হইলে এই বিপুল কৃষিঋণ মোচনের কোন সুবিধা হওয়ার আশা নাই। প্রস্তাবিত সরকারী ব্যাঙ্কটী প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহা ঐ বিষয়ে উপযুক্ত কার্য্যনীতি অবলম্বন করিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। হায়দরাবাদ রাজ্যে শিল্পের প্রয়োজনে মূলধন সরবরাহ করা বিষয়ে এখন পর্য্যন্ত কোন সুব্যবস্থা হয় নাই। প্রস্তাবিত "ষ্টেট ব্যাঙ্কটি" স্থাপিত হইলে তাহা ঐ দিক দিয়া ভালরূপ সহায়তা করিবে।

সরবরাহ বিভাগের মারফৎ অর্ডার

গত ৭ই জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সরবরাহ বিভাগের নিকট যে সকল জিনিসের জন্য অর্ডার ও অনুসন্ধান আসিয়াছে তন্মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলাণ্ড, সিংহল ও পূর্ব্ব আফ্রিকার জন্য কাপড়ের, মিশর এবং দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য পাটের থলের এবং মিশরের জন্য কয়লার অর্ডার উল্লেখযোগ্য।

দেশরক্ষা বাবদ ঋণ

গত ৪ঠা জানুয়ারী পর্য্যন্ত সুদবিহীন ডিফেন্স বণ্ডে মোট ২ কোটি ২৬ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। উক্ত তারিখ পর্য্যন্ত ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড বিক্রয় দ্বারা সংগৃহীত ঋণের পরিমান দাঁড়াইয়াছে মোট ৩৫ কোটী ২৩ লক্ষ ২২ হাজার টাকা। তন্মধ্যে নগদ ২১ কোটী ৭৮ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা এবং পূর্ব্বেকার ঋণপত্র পরিবর্ত্তন দ্বারা ১৩ কোটী ৪৪ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। দশ বৎসরের মেয়াদী পোষ্ট অফিস ডিফেন্স সার্টিফিকেট বাবদ মোট ১ কোটী ৭৬ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা ঋণ সংগৃহীত হইয়াছে। গত ৪ঠা জানুয়ারী পর্য্যন্ত দেশরক্ষা বাবদ সংগৃহীত সর্ব্ব প্রকার ঋণের পরিমান মোট ৩৯ কোটী ২৬ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে।

ভারতীয় কয়লার চাহিদা বৃদ্ধি

ভূমধ্যসাগরে যুদ্ধ বিস্তৃতির ফলে মধ্যপ্রাচ্য এবং নিকট প্রাচ্যের দেশসমূহ বর্ত্তমানে উহাদের প্রয়োজনীয় কয়লা ভারতবর্ষ হইতে আমদানী করিবার প্রতি আগ্রহশীল হইয়াছে। সম্প্রতি কয়েক মাসের মধ্যে সুদান রেলওয়ের জন্য ১৬ হাজার টন এবং প্যালেষ্টাইনের জন্য ২০ হাজার টন কয়লার অর্ডার পাওয়া যায়। গ্রীস হইতে প্রতি মাসে ২৫ হাজার টন কয়লার চাহিদা দেখা দিয়াছে। হংকংএর জন্য ৫ হাজার টন এবং পোর্ট সৈয়দ, মাল্টা, এডেন ও মিশরের জন্য ৩০ হাজার টন কয়লা সরবরাহ সম্পর্কে লণ্ডনস্থ বৃটীশ সিপিং কণ্ট্রোলার ভারতীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের নিকট সরাসরিভাবে অর্ডার দিয়াছে।

ইংলণ্ডে গোল আলুর মূল্য নিয়ন্ত্রণ

বিগত ১লা নবেম্বর হইতে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট গোল আলুর পাইকারী ও খুচরা সর্ব্বোচ্চমূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। আগামী ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা বলবৎ থাকিবে। নবেম্বর মাসে ইংলণ্ডে কি পরিমাণ গোল আলু মজুদ ছিল গবর্ণমেণ্ট তাহারও একটা হিসাব প্রণয়ন করিয়াছেন। ১৯৩৮ সালে ইংলণ্ডে মোট ৪৪ লক্ষ ৪ হাজার টন গোল আলু উৎপন্ন হইয়াছিল।

বিহারে নূতন রেলপথ

'কমার্সে'র প্রকাশ ডিহ্‌রী হইতে সাসারাম পর্য্যন্ত একটি নূতন রেলওয়ে লাইন স্থাপনের জন্য কলিকাতার মার্টিন কোম্পানী বিহারের পাব্‌লিক ওয়ার্কস্‌ ডিপার্টমেণ্টের সহিত আলোচনা করিতেছেন। এই লাইন ধাউদান্দ এবং তারাচাঙ্গির মধ্য দিয়া যাইবে।

ইংলণ্ডে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি

১৯৩৯ সালের আগষ্ট হইতে ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ১৪ মাসে বোর্ড অব্‌ ট্রেডের হিসাবমত ইংলণ্ডের পাইকারী দ্রব্য মূল্য শতকরা ৪৪ ভাগ এবং শ্রমদপ্তরের হিসাবানুযায়ী জীবন যাত্রার ব্যয় শতকরা ২২ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পণ্য মূল্যের উর্দ্ধগতি সাময়িকভাবে ব্যাহত হইলেও অধুনা ক্রয়কর, জাহাজ ও রেলের ভারা এবং লৌহ ও কয়লার মূল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকায় পুনরায় পণ্য মূল্য এবং জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির সূচনা দেখা যাইতেছে।

কেরোসিনের মূল্য-বৃদ্ধি

সম্প্রতি ভারত সরকার ও তৈল ব্যবসায়ীদের মধ্যে কেরোসিন ও পেট্রোলের মূল্য প্রতি ছয় মাস অন্তর পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে ১৯৪১ সালের প্রথম ছয় মাসের মধ্যে পেট্রোলের মূল্য বৃদ্ধি হইবে না অপর পক্ষে নিকৃষ্ট শ্রেণীর কেরোসিন তৈলের প্রতি ৮ গ্যালন টীন ৪॥৵৬পাই মূল্যে এবং উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রতি ৮ গ্যালন টীন ৫।৵৬পাই মূল্যে বিভিন্ন আমদানী বন্দরে বিক্রয় করা যাইবে। বর্ত্তমান দর অপেক্ষা উক্ত মূল্যের হার প্রতি টীনে ছয় পয়সা বেশী পড়িবে। প্রতি গ্যালন পেট্রোলের মূল্য দেড় টাকাতেই স্থির থাকিবে।

শিক্ষকদের অবসর গ্রহণ সম্পর্কে প্রস্তাব

বাঙ্গলা দেশের সমস্ত সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের ৬০ বৎসর বয়সে অবসর গ্রহণ করিতে হইবে। এই প্রস্তাব সম্পর্কে বর্ত্তমানে বাঙ্গলা সরকার বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট উক্ত প্রস্তাব সম্পর্কে মতামত জ্ঞাপনের জন্য উহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

যুদ্ধজনিত ক্ষতি-পূরণ বীমা

মাল প্রেরণ সম্পর্কে যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ বীমা সম্বন্ধে ১৯৪০ সালে যে অর্ডিনান্স জারী হইয়াছে তাহার বিধানাবলী এড়াইবার চেষ্টা দমনের জন্য ভারত সরকার প্রত্যেক প্রদেশে একজন করিয়া ইন্সপেক্টর নিযুক্ত করা স্থির করিয়াছেন। কেবল মাত্র বিহার এবং উড়িষ্যা প্রদেশের জন্য এক জন ইন্সপেক্টর নিযুক্ত হইবে। বাঙ্গলা প্রদেশের জন্য রায় বাহাদুর এস, পি, ঘোষ ও আসামের জন্য শ্রীযুক্ত বেনুধর রাজখোয়া ইন্সপেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। জনসাধারণ এবং বণিক সমিতিসমূহ ও উহার সদস্যগণ যাহাতে উক্ত অর্ডিনান্সের বিধান অনুসারে স্ব স্ব অধিকার ও বাধ্যবাধকতার বিষয় অবহিত হইতে পারে তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট ইন্সপেক্টরগণকে বণিক সমিতিসমূহের সহিত আলোচনা করিতে ও উপদেশ দিবার নির্দ্দেশ দিবেন। গবর্ণমেণ্ট আশা করেন যে কোন বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে বণিক সমিতিসমূহও অবিলম্বে তাহা ইন্সপেক্টরগণকে জানাইবেন।

ভারতীয় অর্থনৈতিক সম্মেলন

আগামী ডিসেম্বর মাসে বোম্বাইয়ে ভারতীয় অর্থনৈতিক সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ জিতেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগী উহাতে সভাপতিত্ব করিবেন। ভারতীয় অর্থনৈতিক সম্মেলনের আগামী অধিবেশনটি হইবে ঐ সম্মেলনের রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠান। তাহাছাড়া স্বর্গীয় মিঃ এম জে রাণাড়ের শততম মৃত্যু-বার্ষিকও ঐ সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইবে।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

বিগত নবেম্বর মাসে বাঙ্গলায় মোট নূতন ২৭টি কোম্পানী যৌথ কোম্পানী আইন অনুসারে রেজেষ্টরী হইয়াছে। সম্মিলিতভাবে ইহাদের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৬৬ লক্ষ ৭৬ হাজার ৩ শত টাকা। নিম্ন তালিকায় বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইল :—

	সংখ্যা	অনুমোদিত মূলধন
ব্যাঙ্ক	১	১ লক্ষ টাকা
ইনভেষ্টমেণ্ট এবং ট্রাষ্ট	১	২ লক্ষ টাকা
বীমা কোম্পানী	১	১০ লক্ষ টাকা
প্রিণ্টিং, পাবলিশিং এবং ষ্টেশনারী	২	৯০ হাজার টাকা
রাসায়নিক এবং তজ্জাতীয় দ্রব্যের ব্যবসা	২	২ লক্ষ টাকা
লৌহ ও ইস্পাত এবং জাহাজ নির্ম্মাণ	৪	১১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা
বরফ ও সোডার কারবার	২	২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা
এজেন্সী	৩	৫ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা
অন্যান্য শ্রেণীর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান	৫	১৪ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা
কাপড়ের কল	১	১ লক্ষ টাকা
চা-বাগান	১	২৫ হাজার টাকা
ল্যাণ্ড এবং বিল্ডিং	২	১৫ লক্ষ টাকা
হোটেল, থিয়েটার	২	২ লক্ষ ২ হাজার টাকা
		মোট ৬৬ লক্ষ ৭৬ হাজার ৩ শত টাকা

বোম্বাইয়ে তুলার রাস্তা

কেন্দ্রীয় তুলা কমিটী এবং বোম্বাই মিউনিসিপালিটীর উদ্যোগে বোম্বাইয়ের দুইটী রাজপথের ২ হাজার ফুট দৈর্ঘ্য, তুলার তন্তুর সাহায্যে নির্ম্মাণ করার পরিকল্পনা হইয়াছে এবং রাস্তা নির্ম্মাণের প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক মালমসলা বাদ দিয়া ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত তুলা দ্বারা এই পরীক্ষামূলক পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হইবে। বোম্বাইয়ের একটী কাপড়ের কল প্রয়োজনীয় পরিমাণ তন্তু নির্ম্মাণ করিতে রাজী হইয়াছে। রাস্তা দুইটীর নাম ভাউ দাজী রোড এবং সিউরী ক্রস্ রোড।

(শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্যোগপর্ব্ব)

তখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, বরাদ্দকৃত টাকা অপেক্ষা অনেক বেশী টাকা লাগিয়া গিয়াছে—অথবা যে সব কলকব্জা আনা হইয়াছে তাহার দ্বারা অভীপ্সিত ধরণের উৎকর্ষতাসম্পন্ন শিল্প-দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে না। উহাতে কারখানার প্রতিষ্ঠাতা বিপদে পড়েন এবং তিনি যদি উপযুক্তরূপ কারখানা স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত মূলধন সংগ্রহ করিতে না পারেন, তবে উহা উঠিয়া যায়।

শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন, উহার প্রাথমিক ক্ষতিপূরণ এবং শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য সমষ্টিগতভাবে যে মূলধনের প্রয়োজন তৎসম্বন্ধে একটা সঠিক বরাদ্দ করিবার পরেই পরিকল্পিত কারখানায় উৎপন্ন শিল্প-দ্রব্যের পড়তা কিরূপ পড়িবে তৎসম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতার সহিত একটা বরাদ্দ স্থির করা আবশ্যক। একথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, বাজারে যে প্রকার উৎকর্ষতা সম্পন্ন যে জিনিষ এক টাকা মূল্যে বিক্রয় হইতেছে, নবপরিকল্পিত কারখানায় সেই জিনিষ উৎপন্ন করিতে যদি চৌদ্দআনা খরচ পড়ে, তাহা হইলে সেই কারখানার সাফল্য সম্বন্ধে কোন ভয়ের কারণ নাই। কিন্তু এই জিনিষের পড়তা যদি সতর আনা—এমন কি এক টাকাও হয় তাহা হইলে নূতন প্রতিষ্ঠানের পতন অনিবার্য্য। কাজেই এই জিনিষটি ঠিক ঠিক ভাবে স্থির করার উপর একটা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ একান্তভাবে নির্ভর করে। এই পড়তা স্থির করিবার সময়ে কাঁচা মালের মূল্য, লোকজনের বেতন, যন্ত্রপাতির মূল্যাপকর্ষ, ঋণের সুদ, রাহাখরচ, বিজ্ঞাপনখরচ বিভিন্ন শ্রেণীর ট্যাক্স ইত্যাদি সমস্ত বিষয় লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কালে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যের অপকৃষ্ট শ্রেণীর কলকব্জার ভিত্তিতে মূলধনের পরিমাণ কম করিয়া ধরিয়া শিল্পপ্রতিষ্ঠাতাগণ যে ভুল করিয়া থাকেন, প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত কর্ম্মচারীদের পারিশ্রমিকের পরিমাণ কম করিয়া ধরিয়া উহারা অনেক সময়ে উৎপন্ন শিল্প-দ্রব্যের পড়তা কম করিয়া ধরিয়াও সেইরূপ ভুল করিয়া থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অল্পবেতনের অনভিজ্ঞ কর্ম্মচারী রাখার দরুণ একদিকে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কিছু খরচা বাঁচিয়া যাইতেছে বটে—কিন্তু অন্যদিকে উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যের উৎকর্ষতা আশানুরূপ না হওয়ায় ও বিবিধ প্রকার অপব্যয়ের জন্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানের চতুর্গুণ ক্ষতি হইতেছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যের পড়তা নির্দ্ধারণের কালে এই ব্যাপারে বিশেষ সতর্ক হইয়া কাজ করা আবশ্যক।

মোটের উপর এক একটা শিল্পের সাফল্যের পক্ষে উক্ত শিল্প সম্বন্ধে শিল্পপ্রতিষ্ঠাতার অভিজ্ঞতা, শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের প্রাচুর্য্য এবং উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যের পড়তা বিবেচনা করিয়া অনুরূপ শিল্পদ্রব্যের সহিত উহার প্রতিযোগিতার ক্ষমতা—এই তিনটি জিনিষেরই বিশেষ প্রয়োজন। যাঁহার যে শিল্প সম্বন্ধে কিছুমাত্র জ্ঞান নাই তাঁহার পক্ষে সেরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে যাওয়া মূর্খতা মাত্র। যাঁহার অর্থসঙ্গতি এত কম যে, কোম্পানী রেজিষ্টারী করিবার খরচা ধার করিয়া চালাইতে হয় এবং নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি দ্বারা সারা বৎসরে শেয়ার বিক্রয় করিয়া দশ হাজার টাকাও সংগ্রহ করিতে বেগ পাইতে হয়, তাঁহার পক্ষে দশ বিশ বা পঞ্চাশ লক্ষ টাকার একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে যাওয়া পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনেরই সামিল। বিদেশ ও দেশের অন্যান্য স্থান হইতে আগত অনুরূপ শিল্পদ্রব্য বাজারে কি দরে বিক্রয় হইতেছে তাহা না জানিয়া এবং নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যের পড়তা কিরূপ পড়িবে তৎসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে একটা ধারণা না লইয়া, শিল্পপ্রতিষ্ঠানে অর্থবিনিয়োগ করা অন্ধকারে ঢিল ছোড়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই সব বিষয় চিন্তা না করার জন্যই বাঙ্গলা দেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের এত অধিক অকালমৃত্যু ঘটিয়া দেশের জনসাধারণের সঞ্চিত মূলধনের এত অপচয় ঘটে। যাহারা বর্ত্তমানে শিল্প প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইতেছেন তাঁহারা যদি এই সব বিষয় বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া তৎপর কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তাহা হইলেই তাঁহারা অভিপ্সিত উদ্দেশ্য সাধনে সফল-কাম হইবেন। অন্যথায় শ্রম ও অর্থের অপচয় অনিবার্য্য।*

* আর্থিক জগতের সম্পাদক কর্ত্তৃক লিখিত এই প্রবন্ধটী গত ১৬ই জানুয়ারী তারিখের যুগান্তর পত্রিকার শিল্প-বাণিজ্য সম্পর্কিত বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

সেণ্ট্রাল জুট কমিটি

পাট সম্বন্ধে উপযুক্ত গবেষণা কার্য্য পরিচালনার সুবিধার্থে সেণ্ট্রাল জুট কমিটি বিজ্ঞান গবেষণার অন্যান্য শাখার সহযোগিতায় উক্ত কাজ পরিচালনার উদ্দেশ্যে কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপককে রিসার্চ্চ সাব কমিটির সদস্য মনোনীত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তদনুসারে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণকে বিভিন্ন কমিটির সদস্য মনোনীত করা হইয়াছে :—ডাঃ মেঘনাথ সাহা, বিজ্ঞান কলেজের ফলিত রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক ডাঃ বি সি গুহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ এস এন বসু, মিঃ জে কে, চৌধুরী এবং মিঃ এইচ এ দে; কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মিঃ এস পি আগরকর এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের মিঃ জে, সি, সিংহ ও মিঃ পি সি মহিলানবীশ।

শিল্পগবেষণার সুবিধাগ্রহণের ব্যবস্থা

সম্প্রতি কলিকাতায় ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিবের সভাপতিত্বে বোর্ড অব্ সায়েণ্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল রিসার্চ্চের অধিবেশনে একটি ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল রিসার্চ্চ ইউটিলাইজেশন কমিটি গঠন সম্পর্কে ভারতগবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করা হয়। বাণিজ্য সচিব এই কমিটির চেয়ারম্যান হইবেন। অধিকাংশ সদস্য শিল্পপতিগণের ভিতর হইতে গ্রহণ করা হইবে। গবেষণার ফলে যে সকল জিনিষ ব্যবসাগত কাজে নিয়োজিত হইতে পারে বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। শিল্প প্রবর্ত্তকগণ যাহাতে তাহার সুবিধা গ্রহণ করিতে পারেন তৎসম্পর্কে উপযুক্ত নীতি অবলম্বনের জন্য উক্ত কমিটি গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দান করিবেন।

ভারত সরকারের আয় ব্যয়

সম্প্রতি সংশোধিত আকারে ভারত সরকারের আয়-ব্যয়ের যে মাসিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে গত নবেম্বর মাসের শেষে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় রাজস্বের আয় প্রায় ৫ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালের প্রথম ৮ মাসে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের এই সময়ের তুলনায় শুল্ক বিভাগের আয় ৫ কোটি টাকা, কর্পোরেশন ট্যাক্স বাবদ আয় ২৪ লক্ষ টাকা, ও লবণ শুল্কের আয় ২ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে। অপর দিকে কেন্দ্রীয় আবগারী বিভাগের আয় এবং আয়কর ও অন্যান্য ট্যাক্স বাবদ আয়ের পরিমান আলোচ্য সময়ে যথাক্রমে ১ কোটি ৮৪ লক্ষ, ৫১ লক্ষ এবং ১৯ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

গত নবেম্বর মাসের শেষে ভারত সরকারের মোট ব্যয়ের পরিমান ৭৭ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর ঐ সময় উহার পরিমান ৬৯ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা ছিল। দেশরক্ষা বিভাগের ব্যয়ের পরিমান ৩৬ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর এই সময়ে এই ব্যয়ের পরিমান ২৮ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা ছিল। বিবিধ রকম ব্যয়ের পরিমান ৭৩ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ১৫ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। আলোচ্য ৮ মাসে মোট রাজস্বের খাতে ৩০ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইয়াছে বলিয়া দৃষ্ট হয়। ইহার পরিবর্ত্তে রেল বিভাগ এবং ডাক ও তার বিভাগের নীট আয় যথাক্রমে ২৫ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা এবং ৬৬ লক্ষ টাকা হওয়াতে উক্ত ঘাটতির পরিমান হ্রাস পাইয়া ৫ কোটি টাকায় পরিণত হইয়াছে।

ত্রিবাঙ্কুর ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক

এরূপ জানা গিয়াছে যে ত্রিবঙ্কুর ন্যাসানাল এণ্ড কুইলণ ব্যাঙ্কের ত্রিবঙ্কুরস্থিত সম্পত্তি হইতে যে পরিমান অর্থ আদায় হইয়াছে তাহা ত্রিবাঙ্কুরের পাওনাদারদিগের ষোল আনা দাবী মিটাইয়া দিবার পরে যথেষ্ট বিবেচিত হয়। ত্রিবাঙ্কুর এবং ত্রিবাঙ্কুরের বাহিরের দাবী মিটান সম্পর্কে উক্ত ব্যাঙ্কের লিকুইডেটার টাকায় আটআনার উপর আরও কিছু প্রত্যর্পনের জন্য যে বিজ্ঞপ্তি দিয়াছিলেন তদনুসারে ব্যবস্থা স্থগিত রাখা হইয়াছে; কারণ লিকুইডেটার আশা করেন যে তিনি ঐ সকল দাবী সম্পর্কে একটি ঐক্যমূলক ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইবেন।

বিমান পোত নির্ম্মাণের কারখানা

মিঃ বালচাদ হীরাচাঁদ ও মহীশূর সরকারের উদ্যোগে বিমান পোত নির্ম্মাণের জন্য যে কোম্পানী গঠনের আয়োজন চলিতেছিল সম্প্রতি তাহা হিন্দুস্থান এয়ারক্র্যাপ্ট লিমিটেড নামে মহীশূর রাজ্যে রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছে।

বরোদা সরকারের শিল্পোৎসাহ

কাপড়ের কল, চটকল প্রভৃতির প্রয়োজনীয় যথাবিধ কাষ্ঠনির্ম্মিত দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য বরোদা রাজ্যের অন্তর্গত নবশ্রীতে একটি কারখানা আছে। এই কারখানা প্রসারের উদ্দেশ্যে বরোদা সরকার কারখানার মালিককে শতকরা ৪৲ টাকা সুদে ২৫ হাজার টাকা ধার দিয়াছেন।

ব্রহ্ম-ভারত বাণিজ্য চুক্তি

আগামী ২০শে জানুয়ারী নয়াদিল্লীতে ব্রহ্ম-ভারত বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কে বেসরকারী পরামর্শদাতাগণের এক বৈঠক হইবে। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার এবং বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের পক্ষে শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এ্যাডভানী উক্ত বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

বৃটিশ সাম্রাজ্যে আমেরিকার রপ্তানী বাণিজ্য

বর্ত্তমান বৎসরে বৃটিশ সাম্রাজ্যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ ৩৫০ কোটি ডলার দাঁড়াইতে পারে বলিয়া ফেডারেল রিজার্ভ বুলেটিনে প্রকাশ। গত ১৯৪০ সালে রপ্তানীর পরিমাণ ২১০ কোটি ডলার ছিল। উপরোক্ত বরাদ্দে বর্ত্তমান বৎসর যে সকল সমর সরঞ্জাম সরবরাহ করা হইবে তাহা ধরা আছে। তবে নূতন 'লিজ এণ্ড লেণ্ড' বিল অনুযায়ী সম্ভাবিত রপ্তানীযোগ্য দ্রব্য উহার অন্তর্ভুক্ত নহে।

হস্তচালিত তাঁতশিল্পের তথ্যানুসন্ধান

হস্তচালিত তাঁতশিল্প সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের নিমিত্ত ভারত সরকার যে কমিটি গঠন করিতেছেন তাহার দুই জন সদস্যের নাম গত সপ্তাহের 'আর্থিক জগতে' উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রকাশ, পুণার গোখেল ইন্‌ষ্টিটিউট অব্ পলিটিক্স এণ্ড ইকনমিক্সের ডিরেক্টর মিঃ গ্যাডগিল তৃতীয় সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই সঙ্গে কমিটির বিবেচ্য বিষয়সমূহেরও বিবরণ প্রকাশিত হইবে।

বর্ত্তমান মাসের শেষ ভাগে কমিটি নয়াদিল্লীতে সমবেত হইয়া প্রাথমিক আলোচনার পর বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য এবং প্রদেশসমূহে প্রচারার্থ একটি ব্যাপক প্রশ্নপত্র তৈয়ার করিবেন। প্রথম অবস্থাতেই কমিটী কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্র পরিভ্রমণ করিতে পারেন। প্রশ্নপত্র প্রচারিত হওয়ার পর একটী ব্যাপক ভ্রমণ-তালিকা প্রণীত হইবে। কমিটির যাবতীয় কার্য্য এমনকি রিপোর্টের খসড়া প্রস্তুতের কাজও আট হইতে নয় মাস কাল মধ্যে সমাপ্ত হইবে আশা করা যায়।

রেল কর্ম্মচারীদের মাগ্‌গী ভাতা

রেল কর্ম্মচারীদিগকে মাগ্‌গি ভাতা দেওয়ার বিচার বিবেচনার্থে স্যার বি এন রাউকে চেয়ারম্যান হিসাবে লইয়া একটি কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল। সম্প্রতি ঐ কমিটী তাহাদের রিপোর্ট ভারত গবর্ণমেণ্ট সমীপে পেশ করিয়াছিলেন। রেলওয়ে বোর্ড ও সরকারী শ্রমবিভাগ বর্ত্তমানে ঐ রিপোর্ট বিবেচনা করিতেছেন। উক্ত রিপোর্ট সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

চায়ের জন্য প্রচার কার্য্য

ইণ্ডিয়ান টি মার্কেট এক্সপানসন বোর্ড সহর অঞ্চলে চায়ের কাটতি বাড়াইবার জন্য দিয়াশলাই বাক্সে উপযুক্ত ধরণের বিজ্ঞাপন ছাপাইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পূর্ব্বে এই ধরণের পরীক্ষামূলক প্রচারকার্য্য দ্বারা উল্লেখযোগ্য সুফল পাওয়া গিয়াছে। এক্ষণে এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর, জব্বলপুর, ও ত্রিচিনপল্লীতে ব্যাপকভাবে ঐরূপ প্রচারকার্য্য সুরু করা হইবে। তাহা ছাড়া ইণ্ডিয়ান টি মার্কেট এক্সপানসন বোর্ড এখন হইতে বিদ্যালয়সমূহেও চায়ের প্রচারকার্য্য চালাইবার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন। তবে এইরূপ প্রচারকার্য্য ব্যাপকভাবে আরম্ভ করিতে কিছু বিলম্ব হইবে। আপাততঃ ঢাকার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়সমূহে ও ব্যাঙ্গালোর মিউনিসিপ্যালিটির প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে পরীক্ষামূলকভাবে এইরূপ প্রচারকার্য্য সুরু করিবার কথা হইয়াছে।

ইক্ষুর মূল্য নির্দ্ধারণ

বঙ্গীয় শিল্প তদন্ত কমিটীর সুগার সাব-কমিটী এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে বর্ত্তমান মরশুমে বাঙ্গলাদেশে উৎপন্ন ইক্ষুর মূল্য নির্দ্ধারণের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। তবে আরও অনুসন্ধান সাপেক্ষে কমিটী ভবিষ্যতে ইক্ষুর সর্ব্বনিম্ন মূল্য নির্দ্ধারণের প্রশ্ন স্থগিত রাখিয়াছেন। গত ১৯শে অক্টোবর যুক্তপ্রদেশ এবং বিহার গবর্ণমেণ্ট এক যুগ্ম বিজ্ঞপ্তিতে বিভিন্ন বন্দরে প্রেরণ সম্পর্কে চিনির মূল্যের যে ব্যতিক্রমের নির্দ্দেশ দিয়াছেন কমিটী তৎপ্রতি বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। কমিটীর মতে এই ব্যতিক্রমের ফলে বিহার ও যুক্তপ্রদেশের ফ্যাক্টরীগুলি কলিকাতা বন্দরে অত্যধিক পরিমাণে চিনি আমদানী করিয়া বাঙ্গলাদেশের চিনির বাজারে মন্দা ঘটাইতে পারে।

জাপানী মেসিনারীর আমদানী বৃদ্ধি

গত নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত ৮ মাসে ভারতে জাপানী রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ ১৩ কোটী টাকার অধিক দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ১১ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা ছিল। আলোচ্য সময়ে মেসিনারী, রঞ্জনদ্রব্য এবং এই প্রকার অন্যান্য জাপানী জিনিষের আমদানী বৃদ্ধিতে মনে হয় যে, বর্ত্তমান যুদ্ধের জন্য ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশ হইতে ভারতবর্ষে উপরোক্ত জিনিসপত্রের আমদানী বন্ধ হওয়াতে জাপান উহার সুযোগ গ্রহণে তৎপর হইয়াছে। অপরদিকে ঐ সময়ে জাপানে ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ ৫ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর উহার পরিমাণ ৮ কোটী ৫০ লক্ষ টাকারও উপর ছিল। ভারতবর্ষে কার্পাসজাত জাপানী দ্রব্যের আমদানীই অধিক ছিল; কিন্তু বর্ত্তমানে উহা হ্রাসের দিকে। অপরপক্ষে জাপানী মেসিনারী, রঞ্জনদ্রব্য ইত্যাদির আমদানী বৃদ্ধি পাইতেছে। যুদ্ধের জন্য প্রত্যেক জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এইরূপ জিনিষের আমদানীর ঊর্দ্ধগতিই পরিলক্ষিত হয়।

ইংলণ্ডে চলচ্চিত্র শিল্পের লাভের পরিমাণ

ইংলণ্ডের পাঁচটী বৃহৎ চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের ১৯৩৭-৩৮, ১৯৩৮-৩৯ এবং ১৯৩৯-৪০ সালে কি পরিমাণ লাভ হইয়াছে নিম্নে তাহার একটী তালিকা দেওয়া হইল। চিত্র উৎপাদন, পরিবেশণ এবং পরিদর্শনের খাতে কি লাভ হইয়াছে তাহার পৃথক কোন হিসাব নাই; কারণ নিম্নতালিকায় উল্লিখিত প্রথম দুইটী প্রতিষ্ঠান একসঙ্গে উৎপাদন, পরিবেশণ এবং পরিদর্শনের ব্যবসায় করিয়া থাকে।

	১৯৩৭-৩৮ পাউণ্ড	১৯৩৮-৩৯ পাউণ্ড	১৯৩৯-৪০ পাউণ্ড
১। এসোসিয়েটেড্ বৃটীশ পিক্‌চার	১,৩০২,৭৭৮	১,৩৪৭,০০১	১,২০৬,৮৫৬
২। গমণ্ট বৃটীশ	৬৩৩,৭০১	৬৮৩৩০৯৯	৫৪৬,২৫৬
৩। বৃটীশ লায়ন ফিল্ম	৯০,৯২৩	৮৫,৮৯১	৭৭,৩৭৩
৪। ইউনিয়ন সিনেমাস	১৪৫,৪৮৫	২০৩.৫২৪	১৯৫,৩৯৯
৫। ওডিয়ন থিয়েটার্স	৩৭১,৫৮৯	৫১৩,৩৮০	৪৭৬,৮৮২

বিগত বৎসর চলচ্চিত্রশিল্পের আয় বিশেষ হ্রাস পাওয়ায় অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই লভ্যাংশ প্রদানে সমর্থ হয় নাই।

সরকারী রেল বিভাগের সিদ্ধান্ত

যে সকল শ্রমিক সরকারী রেল বিভাগে ১৬ বৎসরের অধিককাল হইল নিযুক্ত আছে তাহাদিগকে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের সুবিধা দেওয়া হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

মুস্লীম লীগের পক্ষে দাবী

কেন্দ্রীয় পরিষদের আগামী বাজেট অধিবেশনে উত্থাপনের জন্য স্যার জিয়াউদ্দিন আহমেদ অবিলম্বে ফেডারেল রেলওয়ে অথারিটী গঠনের দাবী জ্ঞাপন করিয়া একটি প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন। মুস্লীম লীগের পক্ষে যে পাঁচটী প্রস্তাব পেশ করা হইয়াছে তাহার অধিক সংখ্যক প্রস্তাবই স্যার জিয়াউদ্দিন পেশ করিয়াছেন।

পুস্তক পরিচয়

মুক্তির সন্ধানে ভারত—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত। প্রকাশক—এস্, কে মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, ১২নং নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা; মূল্য ২৷৷০ টাকা।

"মুক্তির সন্ধানে ভারত" রাজনৈতিক ভারতের গত একশত বৎসরের ইতিহাসের একটী সুচিন্তিত কাঠামো। ভারতীয় রাজনীতির বর্ত্তমান পরিণতির ইতিহাস নানা সাময়িক প্রবন্ধ ও কয়েকজন বিখ্যাত মনীষির বক্তৃতা ও রচনার মধ্যে আবদ্ধ। যোগেশ বাবু এই সকল মালমসলাকে একস্থানে সংগৃহীত করিয়াছেন। যোগেশবাবু বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত। তাঁহার পূর্ব্ব প্রকাশিত পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকায় নানা প্রবন্ধের ভিতর দিয়া তাঁহার রচনা শক্তি এবং তথ্য আহরণে দক্ষতার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। বর্ত্তমান গ্রন্থেও তিনি এ বিষয়ে সাফল্য লাভ করিয়াছেন।

যে ব্যাপক রাজনৈতিক আন্দোলন বর্ত্তমান ভারতের শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতিকে মূল হইতে গড়িয়া তুলিয়াছে যোগেশবাবু তাঁহার গ্রন্থে তাহারই একটী সুসম্বদ্ধ পরিচয় দিয়াছেন। "মুক্তির সন্ধানে ভারত" এই সময়ের ভারতের সাহিত্য, সমাজ ও কৃষ্টির ইতিহাস। উহাতে হিন্দু কলেজের কথা, ডিরোজিওর কথা, রামমোহনের কথা, কেরী সাহেবের কথা, হিন্দুমেলা, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, সিপাহী বিদ্রোহ ও ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েন, প্রতিষ্ঠার ইতিহাস যোগেশবাবুর গ্রন্থে অতি সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

যোগেশবাবু তাহার গ্রন্থকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম ভাগে কংগ্রেস পূর্ব্বযুগ, দ্বিতীয় ভাগে কংগ্রেস যুগ। কংগ্রেস পূর্ব্বযুগে (১) মুক্তিকামী রামমোহন (২) ইংরেজী শিক্ষা ও বাঙ্গালীর রাষ্ট্রচেতনা (৩) নব্যদলের রাজনীতি (৪) সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন (প্রথমযুগ) (৫) সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন (দ্বিতীয় যুগ) (৬) সিপাহীযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া (৭) বাঙ্গালীর নবজাতীয়তা বোধ (৮) জাতীয়তা মন্ত্রে দীক্ষা, হিন্দুমেলা (৯) কর্ম্মের আহ্বান (১০) সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন (তৃতীয় যুগ) (১১) ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের কার্য্যকলাপ (১২) ভারতে নবজীবন—এই কয়েকটী অধ্যায়ে বিভক্ত। ভারতের জনমত কিভাবে জাতীয় মন্ত্রে দীক্ষিত হইল তাহারই ইতিহাস এই অংশে দেখি। ইহার পর কংগ্রেস যুগ। এইভাগে (১) ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা, (২) (বহির্মুখী প্রচেষ্টা (প্রথম পর্ব্ব) (৩) বহির্মুখী প্রচেষ্টা (দ্বিতীয় পর্ব্ব) (৪) স্বৈর শাসন ও কংগ্রেসের কার্য্যক্রম (৫) বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ও স্বদেশীব্রত উদ্‌যাপন (৬) স্বদেশী আন্দোলন ও কংগ্রেস (৭) আদর্শ সঙ্ঘাত ও শাসন নীতি (৮) আঁধারে আলো (৯) স্বায়ত্তশাসন প্রচেষ্টায় কংগ্রেস ও মোসলেম লীগ (১০) যুগসন্ধিক্ষণে মহাত্মা গান্ধী (১১) ভারতে জনজাগরণ (১২) স্বরাজ্য দলের কার্য্যক্রম (১৩) স্বরাজ্য বনাম পূর্ণ স্বাধীনতা (১৪) কংগ্রেস ও গোল টেবিল বৈঠক (১৫) সত্যাগ্রহ ও দ্বৈতনীতি (১৬) নূতন পথে—এই কয়েকটী অধ্যায়। ভারতের জাতীয়তা কি ভাবে পরিণতি লাভ করিল ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান কিভাবে অল্পদিনের মধ্যেই বিপুল শক্তি অর্জ্জন করিল, আবেদন নিবেদনের পথ ত্যাগ করিয়া স্বাধীনতার অধিকারে তাহার সুস্পষ্ট দাবী জানাইল, গ্রন্থের এই অংশ হইতে আমরা তাহাই জানিতে পারি। এই অংশে আরও দেখি নরমপন্থী, চরম পন্থী, মধ্য পন্থী প্রভৃতির বাদ—বিবাদ ও আলোচনার মধ্য দিয়া এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন যুগ অতিক্রম করিয়াছে; সুরেন্দ্রনাথ, দাদাভাই নৌরজী, গোখ্‌লে, বাল গঙ্গাধর তিলক প্রভৃতির জীবনের সঙ্গে জড়িত হইয়া নানা ভাবধারা এখানে প্রবেশ করিয়াছে।

নানা দিক দিয়া এই পুস্তকখানি সময়োপযোগী হইয়াছে। এই পুস্তক পাঠে জনসাধারণ নানা তথ্যের সন্ধান পাইবেন। পুস্তকের [illegible], ছাপা, বাঁধাই উত্তম। গ্রন্থকার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, রাজা রামমোহন, ডিরোজিও, রাজনারায়ণ বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষিগণের [illegible] চিত্র সংযুক্ত করিয়াছেন। আমরা এই পুস্তকটির বহুল প্রচার কামনা করি।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ ওয়ার্কস (১৯৪০) লিঃ

গত ১১ই জানুয়ারী পাণিহাটীতে (মহেশ ব্যানার্জ্জি রোডে) বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ্ ওয়ার্কস লিমিটেডের নূতন রবার কারখানার উদ্বোধনকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া কোম্পানীর সাফল্যের জন্য তাঁহার আশীর্ব্বাদ জানান। অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ও মহিলা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এদেশে যে সব রবারজাত দ্রব্যাদি আজও প্রস্তুত হয় নাই সেই সমস্ত বিচিত্র দ্রব্য প্রস্তুত করার জন্যই নূতন কারখানাটী খোলা হইয়াছে। বাজারে রবার দ্রব্যাদির জন্য বর্ত্তমানে যে বেশী পরিমাণ চাহিদা দেখা দিয়াছে তাহা পূরণের জন্যই কোম্পানী নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী কারখানা প্রসারণে অগ্রবর্ত্তী হইয়াছেন। বিভিন্ন প্রকারের রবারজাত দ্রব্য ও রবারজাত বস্ত্রাদি প্রস্তুত সম্পর্কে এই কোম্পানী ইতিমধ্যেই শিল্পজগতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে এবং এই কোম্পানীর প্রস্তুত দ্রব্যাদি উৎকৃষ্টতার জন্য ও সুলভ মূল্যের জন্য ভারতবর্ষে ও অন্যান্য প্রাচ্য দেশসমূহে সমাদর লাভ করিয়াছে। কোম্পানী নানাবিধ রবার প্রুফ বর্ষাতি, ওয়াটার প্রুফ, পাতিয়া রাখিবার চাদর,ত্রিপল, হোল্ডঅল, কিটব্যাগ ভ্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য ওয়াটারপ্রুফ দ্রব্য, রবারের আইসব্যাগ, গরম জলের ব্যাগ, বাতাস বদ্ধ রবার বালিশ, রবার বিছানা, বদ্ধ রবার কুশণ, রবার বুট প্রভৃতি দ্রব্যাদি ইউরোপীয় প্রথায় প্রস্তুত করিয়া আসিতেছেন। মিঃ এস এম বসু এই কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১৯২০ সালে ক্ষুদ্র আকারে বালীগঞ্জে এই ওয়াটারপ্রুফ কোম্পানীটি গড়িয়া তোলেন। প্রথমে কোম্পানীটী প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী আকারে কার্য্য সুরু করে। গত বৎসর উহা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত হয়। বর্ত্তমানে উহার কর্ম্মচারিদের সংখ্যা ৮ শত।

বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ্ ওয়ার্কসের নূতন কারখানার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করেন তাঁহাদের মধ্যে নিম্নোক্ত নামগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :— ডাঃ মেঘনাদ সাহা, ডাঃ বি এস গুহ, অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার, মিঃ বি এম সেন, ডাঃ কুদরত্-ই-খুদা, অধ্যাপক হীরা লাল রায়, অধ্যাপক বাগেশ্বর দাস, অধ্যাপক এল কে রায়, মিঃ পি এস রঙ্গস্বামী, মিঃ তুষার কান্তি ঘোষ, মিঃ সুরেশ চন্দ্র মজুমদার, মিঃ জানাঞ্জন নিয়োগী, মিঃ মাখন লাল সেন, ডাঃ এস এন গুপ্ত।

হিন্দুস্থান রবার ওয়ার্কস লিঃ

গত ১২ই জানুয়ারী রবিবার সন্ধ্যায় বালীগঞ্জে ২৪৩।১ কসবা রোডে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় হিন্দুস্থান রবার ওয়ার্কসের কারখানার উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এই উপলক্ষে যে সভা হয় তাহাতে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার সভাপতিত্ব করেন। সভার প্রারম্ভে মিঃ পি সি বসু বর্ত্তমান ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটীর প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির ইতিহাস বিবৃত করেন। কলেজ ষ্ট্রীটস্থ কমলালয় লিমিটেডের কর্ত্তৃপক্ষ নানা প্রকার রবার নির্ম্মিত দ্রব্য প্রস্তুতের কারবার আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কারখানাটী স্থাপন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ও ভারতের বাহিরে কতিপয় দেশে এই কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যাদি বিক্রয় হইতেছে। কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যাদির চাহিদা দিন দিন খুব বৃদ্ধি পাইতেছে। এই বর্দ্ধিত চাহিদা মিটাইবার জন্য বেশী পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ ও কারখানা প্রসারণ প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই প্রয়োজন মিটাইবার জন্য কমলালয় (রবার পোর্ট) লিঃ নামক প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীটিকে হিন্দুস্থান রবার ওয়ার্কস লিমিটেড নামক পাব্লিক লিমিটেড কোম্পানীতে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে। এই কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। উহা ১০ টাকা মূল্যের ৫০ হাজার শেয়ারে বিভক্ত। রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র সেন, শ্রীযুত প্রভাতচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত হরিদাস মজুমদার, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ ধর, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই কোম্পানীটীর ডিরেক্টর।

এই সভায় রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, মহিষাদলের কুমার, ডাঃ ডি এন মৈত্র, শ্রীযুক্ত নিশীথ নাথ কুণ্ডু ও অন্যান্য বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন। প্রতিষ্ঠানের তরফে মিঃ জে সি মুখার্জ্জি ও অন্যান্য ভদ্রমহোদয় সকলকে আদর আপ্যায়নে পরিতুষ্ট করেন।

ইণ্ডিয়ান স্পিসি ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১৩ই জানুয়ারী কলিকাতায় ডালহোসী স্কোয়ারস্থ নর্টন বিল্ডিংসে এ ইণ্ডিয়ান স্পিসি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত এই ব্যাঙ্কটি উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে যে সভা অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে শ্রীযুক্ত সতীন্দ্র নাথ লাহা সভাপতিত্ব করেন।

শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত বক্তৃতা দিতে উঠিয়া বাঙ্গলায় অর্থনৈতিক জীবনের এমন কি সংস্কৃতিগত জীবনের উন্নতির জন্য ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত দত্ত বলেন যে ইণ্ডিয়ান স্পিসি ব্যাঙ্কের প্রাইভেট লিমিটেডের রূপটার জন্য তিনি সন্তোষ বোধ করিতেছেন। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থ পাইবার আশার উপর বিশেষ নির্ভর না করিয়া ব্যক্তিগতভাবে কতকগুলি দল বা প্রতিষ্ঠান মিলিয়া ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠাই সমুচিত পন্থা। ১৯৩৬ সালের সংশোধিত ভারতীয় কোম্পানী আইনের বিভিন্ন সুব্যবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত দত্ত বলেন যে ইহার পর এই প্রদেশে মাত্র ৪টী ব্যাঙ্ক গঠিত হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান স্পিসি ব্যাঙ্ককে লইয়া এই সংখ্যা এখন ৫টীতে দাঁড়াইল ইহা সুখের বিষয়। অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী-বৃন্দ এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা শিল্প বাণিজ্য ও কৃষি সকল দিক দিয়াই ব্যাঙ্কিং এর কার্য্য চালাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত সতীন্দ্র নাথ লাহা তাঁহার বক্তৃতায় জানান যে আমেরিকায় প্রতি দুই হাজার লোক পিছু একটী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। সে স্থলে এদেশে প্রতি সাত লক্ষ লোক পিছু মাত্র একটি করিয়া ব্যাঙ্ক আছে। ইহার কারণ এই যে এদেশে টাকাকে অলঙ্কার ও সম্পত্তির আকারে গাঁথিয়া রাখিবার মনোভাব এখনও প্রবল। ফলে জাতির অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড শক্তি সঞ্চয় করিতে পারে নাই—সমগ্রভাবে দেশে এই অর্থের সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। ব্যক্তিগত অর্থ যাহাতে সমষ্টিগত কল্যাণে নিয়োজিত হইতে পারে সে জন্য ব্যাঙ্কের সহায়তা প্রয়োজন। আজ ইণ্ডিয়ান স্পিসি ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা

দিবসে এই আশা করা যায় যে, দেশবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতার ভিতর দিয়া এই প্রতিষ্ঠানটি সাফল্য অর্জন করিবে। ব্যাঙ্কের অন্যতম ডিরেক্টর মিঃ এম সেনগুপ্ত ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ টি আর বসু শ্রীযুক্ত লাহা ও দত্তকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে পর জলযোগান্তে সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

সাউথ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ

গত ৮ই জানুয়ারী সাউথ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের আকিয়াব শাখায় ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজারের আগমন উপলক্ষে এক প্রীতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আকিয়াবের অনেক বিশিষ্ট নাগরিক যোগদান করেন। মিঃ আর চৌধুরী, বার-এট-ল এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী সেন গুপ্ত এই ব্যাঙ্কটির উন্নতির ইতিহাস বিবৃত করিয়া একটি সময়োচিত বক্তৃতা করেন। মিঃ আর চৌধুরী তাঁহার বক্তৃতায় সকলকে এই ব্যাঙ্কের সহিত সহযোগিতা করিতে অনুরোধ করেন। ব্যাঙ্কের অফিসার-ইন-চার্জ্জ শ্রীযুক্ত মনোমোহন সেন ও অন্যান্য কর্ম্মচারীবৃন্দের অমায়িক ব্যবহারে সকলে পরিতুষ্ট হন। জলযোগান্তে সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

টেক্সটাইল মেসিনারী কর্পোরেশন লিঃ

সম্প্রতি বাঙ্গলা দেশে টেক্সটাইল মেসিনারী কর্পোরেশন লিমিটেড নামে একটি কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। এই কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা। উহা ১০০ টাকা মূল্যের ২৫ হাজার প্রেফারেন্স শেয়ার (বার্ষিক দেয় সুদের হার ৫॥০ আনা) এবং ১০৲ টাকা মূল্যের ৩ লক্ষ ৫০ হাজার অর্ডিনারি শেয়ারে বিভক্ত। মোট ১ লক্ষ ৫০ হাজার অর্ডিনারী শেয়ার ও ১০ হাজার প্রেফারেন্স শেয়ার বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইয়াছে। ৫ লক্ষ ৫৫ হাজার ৪৪০ টাকার শেয়ার বিক্রয় হইয়াছে। মোট আদায়ীকৃত মূলধন দাঁড়াইয়াছে ৫ লক্ষ ৫৫ হাজার ৪০ টাকা। মিঃ বি এম বিড়লা, মিঃ জগমোহন প্রসাদ গোয়েন্কা, মিঃ সি এইচ হিপি, মিঃ গগন বিহারীলাল মেটা ও মিঃ মুকুন্দরাম জয়পুরিয়াকে নিয়া এই কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ড গঠিত হইয়াছে। মেসার্স বিড়লা ব্রাদার্স লিমিটেড এই কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টস্ নিযুক্ত হইয়াছেন।

নানারূপ যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা বিশেষভাবে কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা নির্ম্মাণের উদ্দেশ্য নিয়া এই কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। ভারতের কাপড়ের কলসমূহের জন্য প্রতি বৎসরে বিদেশ হইতে আড়াই কোটি টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি আমদানী হইয়াছে। এই অবস্থায় যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়া যে বেশ লাভের সুবিধা হইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। যেরূপ অভিজ্ঞ ও প্রতিপত্তিশীল ব্যবসায়ীদের দ্বারা বর্ত্তমান কোম্পানীটি গঠিত হইয়াছে তাহাতে অল্প সময়ের মধ্যে উহার সমূহ অগ্রগতি আশা করা যাইতে পারে।

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিঃ

অদ্য ২০শে জানুয়ারী চন্দননগরে প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটী শাখা খোলা হইবে। এই উপলক্ষে যে সভা হইবে বঙ্গীয় শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এস সি মিত্র তাহাতে সভাপতিত্ব করিবেন।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

আর্য্যস্থান সল্ট ওয়ার্কস লিঃ:—ডিরেক্টর মিঃ অতুলচন্দ্র বিশ্বাস। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৫ ও ৬নং হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বরূপানন্দ ইণ্ডাষ্ট্রীজ এণ্ড আয়ুর্ব্বেদ লিঃ:—ডিরেক্টর মিঃ বি এন রায় চৌধুরী। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—ফেণী, জিলা নোয়াখালী।

সুবাসা এণ্ড কোং লিঃ:—ডিরেক্টর মিঃ এম টী সুবাসা। অনুমোদিত মূলধন ৩ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—১২নং জেকারিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড বিস্কুট কোং লিঃ:—ডিরেক্টর—মিঃ পি পি, চক্রবর্ত্তী, অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪৭৫ চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, সাউথ কলিকাতা।

এন্টিম ক্যামিকেল ওয়ার্কস লিঃ:—ডিরেক্টর মিঃ রবীন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

বিড়লা জুট ম্যানুফ্যাকচারিং লিঃ:—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে ১২॥০ আনা। পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় মাসের হিসাবেও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল।

ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প কোং লিঃ:—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৩॥০ আনা। পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় মাসের হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল শতকরা ৩ টাকা।

টাইড ওয়াটার অয়েল কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ:—গত ৩০শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৫ টাকা। পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় মাসের হিসাবেও ঐ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল।

এসোসিয়েটেড সিমেণ্ট কোম্পানীজ্ লিঃ:—গত ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা ৫ টাকা। পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় মাসের হিসাবেও ঐ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়।

নিউ বীরভূম কোল্ কোং লিঃ:—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৫ টাকা। পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় মাসের হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল শতকরা ৩৸০ আনা।

বিক্রয়-কর আইনের প্রতিক্রিয়া

বাঙ্গলা সরকারের প্রস্তাবিত বিক্রয়-কর আইন কার্য্যকরী হইলে কোন সম্প্রদায় এই কর বহন করিবে এবং ইহা দেশীয় শিল্পের উন্নতির পরিপন্থী হইবে কিনা তৎসম্পর্কে "কারেণ্ট থট্" এর জানুয়ারী-মার্চ্চ(১৯৪১) সংখ্যায় মিঃ বিমল ঘোষ লিখিতেছেন "মাননীয় মিঃ সুরাবর্দ্দী বলিতেছেন খরিদ্দার সম্প্রদায়কেই বিক্রয়-কর বহন করিতে হইবে। শিল্পপতিদের আশঙ্কা দূর করিবার উদ্দেশ্যেই সম্ভবতঃ এইরূপ বলা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বিক্রয়-করের প্রতিক্রিয়া এবম্বিধ নয়। যে সমস্ত ব্যবসায়ী প্রত্যক্ষভাবে বিক্রয়-করের প্রতিক্রিয়া অনুভব করিবে বিষয়টী বিশ্লেষণের জন্য তাহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় যথা—পাইকারী এবং খুচ্‌রা ব্যবসায়ী। পাইকারদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা না থাকিলে তাহারা খুচরা ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে এই কর আদায় করিয়া নিতে পারিবে। প্রতিযোগিতা বর্ত্তমান থাকিলে কিংবা লাভের পরিমাণ বেশী হইলে পাইকার নিজে এই কর বহন করিতে পারে বটে। কিন্তু খুচ্‌রা ব্যবসায়ীদের পক্ষে খরিদ্দারের নিকট হইতে এই কর আদায় করিয়া লওয়া প্রায় অসম্ভব। প্রথমতঃ খুচ্‌রা ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতা খুব তীব্র। দ্বিতীয়তঃ কোন কোন পণ্যের মূল্য এতই কম যে ইহাদের প্রত্যেকের মূল্যের উপর এই কর যোগ করিয়া দেওয়া এক প্রকার অসাধ্য ব্যাপার। কোন পণ্যের খুচরা মূল্য বহুকাল অপরিবর্ত্তিত থাকিলে সহসা তাহা বৃদ্ধি করা যায় না। মাদ্রাজের বিক্রয়করের অভিজ্ঞতা হইতে বলা যায় যে দীর্ঘকাল কোন দ্রব্যের মূল্য একই হারে বজায় থাকিলে এবং এই মূল্যের পরিমাণ খুব কম হইলে খরিদ্দারের উপর এই কর চাপাইয়া দেওয়া বিশেষ কষ্টসাধ্য। কাজেই পণ্যের উৎপাদক যদি এই কর এড়াইয়া চলিতে সক্ষম হয় তবে খরিদ্দারের পরিবর্ত্তে ব্যবসায়ী—বিশেষতঃ খুচরা দোকানদারকেই ইহা বহন করিতে হইবে। করের হার কম হইলে এই প্রতিক্রিয়া আরও বলবতী হইবে।

এই কর প্রবর্ত্তিত হইলে শিল্পোন্নতি ব্যাহত হইবে বলা হয়। ইহার ফলে শিল্পের কাচা মালের মূল্য এবং শ্রমিকের মজুরীর হার বৃদ্ধি পাইতে পারে বটে। কিন্তু বঙ্গীয় বিক্রয়-কর বিল হইতে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কাচা মাল বহির্ভূত রাখা হইয়াছে। পণ্যমূল্য বৃদ্ধি বশতঃ মজুরী বৃদ্ধির দাবী উঠিতে পারে তর্কের খাতিরে বলা যায়। কিন্তু ইহা অসম্ভব; কারণ দরিদ্র জনসাধারণের আবশ্যকীয় প্রধান প্রধান খাদ্যসামগ্রীসমূহ এই আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে না এবং কোন ক্ষেত্রে এই কর প্রদেয় হইলেও তাহা খরিদ্দারকে বহন করিতে বাধ্য করা ব্যবসায়ীর পক্ষে সম্ভব নাও হইতে পারে। কাজেই এই কর ধার্য্য হইলে শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে এরূপ সিদ্ধান্ত করার যথেষ্ট কারণ দেখা যায় না। মাদ্রাজের বিক্রয়-কর আইন আরও ব্যাপক এবং প্রস্তাবিত বঙ্গীয় আইনের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক পণ্যকে মাদ্রাজের আইনের বহির্ভূত রাখা হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও মিঃ নাইডু এবং মিঃ সিরুবেঙ্কডথন্ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে বিক্রয়-কর প্রবর্ত্তনের ফলে ভারতবর্ষ কিংবা মাদ্রাজ প্রদেশের শিল্পপ্রসার ব্যাহত হইবে বলিয়া যে অভিমত প্রকাশ করা হইয়া থাকে তাহার বিশেষ কোন মূল্য নাই।"

উদ্‌বৃত্ত কৃষিপণ্যের বিলিব্যবস্থা

যুদ্ধের দরুণ ভারতবর্ষ প্রমুখ কৃষি প্রধান দেশসমূহের উদ্‌বৃত্ত কৃষিপণ্য বিক্রয় করের যে অসুবিধা সৃষ্টি হইয়াছে তাহার প্রতিকার সম্পর্কে বিগত ৯ই নবেম্বর তারিখে লণ্ডন "ইকনমিষ্ট" লিখিয়াছেন, "যুদ্ধের ফলে ইউরোপের অধিকাংশ দেশের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় প্রধান প্রধান রপ্তানীকারক দেশসমূহের পক্ষে পণ্য বিক্রয়ের অসুবিধা ঘটিয়া এক গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়াছে। জাপানে পণ্যরপ্তানী করা ভবিষ্যতে নিষিদ্ধ হইলে এই সমস্যা তীব্রতর আকার ধারণ করিবে কারণ জাপান প্রভূত পরিমাণে তুলা, পশম, রবার, তৈল, বিভিন্ন ধাতু এবং বহুবিধ কৃষিজাত দ্রব্য আমদানী করিয়া থাকে। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উভয় কারণেই এই অবস্থার প্রতিকারে অগ্রসর হওয়া ইংলণ্ড এবং যুক্তরাজ্যের পক্ষে পারস্পরিক স্বার্থ বিবেচনায় প্রয়োজনীয়। যুদ্ধ বর্ত্তমান থাকায় কৃষিপণ্যের মূল্য হ্রাস হইলে ১৯২৯ সালের ন্যায় এবার অবশ্য পৃথিবী ব্যাপি মন্দা দেখা দিবে না। কিন্তু লণ্ডন কিংবা ওয়াশিংটনের রাজনীতিকগণ কেহই এই অবস্থায় সুখ অনুভব করিবেন না। এই সমস্ত রপ্তানীকারকদেশ মিত্র শক্তির স্বপক্ষীয় এবং ইহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে অর্থনীতি এবং সমাজ ব্যবস্থার যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে তাহা জার্ম্মানীর প্রচারকার্য্যের সহায়তা করিবে। শীঘ্র হওক বিলম্বে হওক ইংলণ্ড এবং আমেরিকাকে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেই হইবে।

উদ্‌বৃত্ত পণ্যাদি মজুদ রাখার জন্য ইংলণ্ড এবং আমেরিকা কর্ত্তৃক ঋণস্বরূপ অর্থ প্রদান করাই উক্ত সমস্যা সমাধানের সহজ উপায়। কিন্তু উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ না করিলে এই ঋণ দেওয়ার কোন সার্থকতা নাই। উদ্‌বৃত্ত কৃষিপণ্যের মূল্য মোটামুটি সন্তোষজনক হইলেই কৃষক উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দিতে উৎসাহ পাইবে। নিয়ন্ত্রণের জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় ঠিক্ তদনুপাতে অর্থসাহায্য করিতে অগ্রসর হওয়া ইংলণ্ড এবং আমেরিকার কর্ত্তব্য। এই সমস্যা সমাধানের দ্বিতীয় উপায় শত্রুপক্ষীয় দেশসমূহে প্রতি বৎসর যে পরিমাণ কৃষিপণ্য আমদানী হয় ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুক্তরাজ্যের পক্ষ হইতে তাহা ক্রয় করিয়া রাখা। এই দুইটীর মধ্যে যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হউক না কেন বিভিন্ন গবর্ণমেণ্টসমূহের মারফত তাহা কার্য্যকরী হওয়া উচিত।"

পাট, তুলা ও চিনির সমস্যা

ভারতবর্ষে পাট, তুলা ও চিনির অতি উৎপাদনের যে সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহার প্রতিকার পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের মিঃ পি, সি, জৈন এম, এস্, সি (লণ্ডন) ৮ই নবেম্বরের 'ক্যাপিটাল' পত্রে লিখিয়াছেন :—
"সমবায়নীতি অবলম্বন করিয়া পাট, তুলা ও চিনির উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা যাইতে পারে। পাট, তুলা এবং ইক্ষুর জন্য পৃথক পৃথক সমবায় সমিতি থাকিবে এবং প্রত্যেক কৃষককে এই সমিতির সদস্য হইতে বাধ্য করা হইবে। এই সমস্ত সমিতির একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান থাকিবে। এক একটী কৃষিপণ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য উক্ত কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত একটী করিয়া পণ্য নিয়ন্ত্রণ-বোর্ড যুক্ত থাকিবে। গবর্ণমেণ্ট, কৃষকসম্প্রদায় এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি নিয়া এই বোর্ড গঠিত হইবে। প্রত্যেক বোর্ডে একজন করিয়া বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করা যাইতে পারে। বোর্ডের কার্য্য হইবে দুইটী—প্রথমতঃ প্রত্যেক বৎসরে কি পরিমাণ ফসল উৎপন্ন করা হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করা এবং দ্বিতীয়তঃ উহার অধীন সমস্ত সমবায় সমিতির মধ্যে উৎপাদনের স্ব স্ব পরিমাণ বিভাগ করিয়া দেওয়া। পাট, তুলা ও ইক্ষুর জন্য তিনটী পৃথক বোর্ড গঠন করা সঙ্গত না হইলে এই তিনটী পণ্যের জন্য সম্মিলিতভাবে একটী বোর্ডও স্থাপন করা যায়; কিন্তু এই ব্যবস্থায় বোর্ডের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১৭ই জানুয়ারী

কলিকাতার বাজারে এসপ্তাহেও টাকার বেশী রকম স্বচ্ছলতা লক্ষিত হইয়াছিল। এসপ্তাহে ব্যাঙ্কগুলির ভিতর বার্ষিক শতকরা আট আনা সুদে কল টাকার আদান প্রদান হইয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে এখন পর্য্যন্ত কল টাকার সুদের হার এইরূপ কম থাকা সত্ত্বেও বাজারে ঋণ গ্রহীতার তুলনায় ঋণ প্রদাতার সংখ্যাই অধিক দেখা যাইতেছে। অন্যান্য বৎসর এই সময়ে বাজারে টাকার টান দেখা যাইত এবং কল টাকার সুদের হারও বৃদ্ধি পাইত। কিন্তু নানা কারণে এবার টাকা সেরূপ কোন টান দেখা যাইতেছে না। বর্ত্তমানে ভারত সরকার প্রতি সপ্তাহে মাত্র ১ কোটি টাকা করিয়া ট্রেজারী বিল ঋণ গ্রহণ করিতেছেন। ফলে ট্রেজারী বিলে তেমন কিছু টাকা নিয়োগ করা সম্ভবপর হইতেছেনা। প্রতি সপ্তাহে ১ কোটী টাকার নূতন ট্রেজারী বিল বিক্রয় হয়। অপরদিকে প্রতি সপ্তাহে পূর্ব্বক্রীত ট্রেজারী বিল বাবদ ১ কোটির চেয়ে বেশী টাকা পরিশোধ করা হয়। এই অবস্থায় ট্রেজারী বিল হেতু শেষ পর্য্যন্ত টাকার স্বচ্ছলতাই বর্দ্ধিত হইতেছে। দেশে বর্ত্তমানে চলতি মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকায় তাহাতেও দেশে টাকার স্বচ্ছলতা বাড়িতেছে। গত ৩রা জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২২৯ কোটি টাকা। গত ১০ই জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে চলতি নোটের পরিমাণ ২৩১ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অবস্থায় টাকার বাজারের স্বচ্ছলতা স্বাভাবতঃই কাটিতেছে না।

গত ১৪ই জানুয়ারী ৩ মাসের মেয়াদী মোট ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ২ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ৩ কোটি ১২ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছিল। এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৬৯ পাই দরের সমস্ত ও ৯৯৬৮ পাই দরের শতকরা ৮৯ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার ছিল ৳৮/২ পাই; এসপ্তাহে তাহা শতকরা ৳৮/১১ পাই হারে নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

আগামী ২১শে জানুয়ারীর জন্য ৩ মাসের মেয়াদী মোট ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ২৪শে জানুয়ারী ঐ বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ১০ই জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটে র ২৩১ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহা ২২৯ কোটি টাকা ছিল। পূর্ব্ব সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ৮৪ লক্ষ টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছিল। এসপ্তাহে দেওয়া হইয়াছে ৫৪ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ছিল ৫৯ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা। এসপ্তাহে তাহা কমিয়া ৫৪ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্টের আমানতীর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪৭ কোটী ৪৭ লক্ষ টাকা ও ১৭ কোটী ৮২ লক্ষ টাকা। এসপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ৪৫ কোটী ১৬ লক্ষ টাকা ও ১৬ কোটী ৫২ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

এসপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ আছে:—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়	১ শি ৫ ৩১/৩২ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫ ৩১/৩২ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১ শি ৬ ১/৩২ পে
ডি এ ৪ মাস	,,	১ শি ৬ ১/১৬ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ টাকায়)	৩৩২৸০
ইয়েন	(প্রতি ১০০ টাকায়)	৮১৷০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১৭ই জানুয়ারী

আগামী বাজেটে ট্যাক্স বৃদ্ধির আশঙ্কা শেয়ার বাজারের পক্ষে জুজু স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতা শেয়ার বাজারে পূর্ব্বাপেক্ষা মন্দার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ব্যাপক নিরুৎসাহের সৃষ্টি হওয়ায় সকল বিভাগেই শেয়ারের মূল্যে কম বেশী অবনতি ঘটিয়াছে। অন্ত শেষের দিকে বাজারের অবস্থা এতই শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায় যে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কর্পোরেশন যথাক্রমে ২৯৸৶০ আনা এবং ১৮৶০ আনায় নামিয়া যায়। বাজেট প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত শেয়ার বাজারে উন্নতি আশা করা বৃথা বলিয়াই মনে হয়।

শেয়ার বাজারে এই মন্দা এবং নিরুৎসাহজনক আবহাওয়ায় কোম্পানীর কাগজ বিভাগের দৃঢ়তা বাস্তবিকই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কোম্পানীর কাগজের মূল্যে এ সপ্তাহেও স্থিরতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। শতকরা ৩॥০ আনা সুদের কাগজের মূল্য গত সপ্তাহে ৯৪।৶০ আনা হইতে ৯৫/০ উন্নীত হইয়াছে। গত কয়েক মাস মধ্যে সাড়ে তিন টাকা সুদের কাগজে এরূপ উন্নতি ঘটে নাই। নির্দ্দিষ্ট কাল মধ্যে পরিশোধ্য ঋণপত্রের মূল্য বৃদ্ধি না হইলেও এই সম্পর্কে নিরাশার কোন কারণ প্রতীয়মাণ হইতেছে না। শতকরা ২৸০ আনা সুদের (১৯৪৮।৫২) ঋণপত্র ৯৬॥০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের (১৯৫১।৫৪) ঋণপত্র ৯৮॥৶০ আনা, ৩॥০ টাকা সুদের (১৯৪৭।৫০) ঋণপত্র ১০২৲ টাকা, ৩৲ সুদের (১৯৬৩।৬৫) ঋণপত্র ৯৩৸০ আনা, ৫॥০ আনা সুদের (১৯৫৫।৬০) ঋণপত্র ১১২৸০ আনা, এবং ৫৲ টাকা সুদের (১৯৪৫।৫৫) ঋণপত্র ১১২।০ আনা দরে হস্তান্তর হইতেছে।

ব্যাঙ্ক

কোম্পানীর কাগজের অনুগামী হিসাবে এ সপ্তাহে ব্যাঙ্ক শেয়ারের মূল্যেও অবনতি দেখা যায় নাই। ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত লভ্যাংশ সহ) ১৫৯৫৲ টাকা এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১০৬।০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

কাপড়ের কল

কাপড়ের কল বিভাগে সপ্তাহের মধ্যভাগে উল্লেখযোগ্য অবনতি পরিলক্ষিত হয়। কানপুর টেক্সটাইল ৫॥৶০ আনায় নামিয়া গিয়া পুনরায় অবশ্য ৬৲ টাকায় উন্নীত হইয়াছে। কেশোরাম ৬৲ টাকা, এল্‌গিন মিলস্‌ ১৭।/০ আনা এবং নিউ ভিক্টোরিয়া ১৸০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

কয়লাখনি

কয়লার খনি বিভাগে গত সপ্তাহের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। বেঙ্গল এ সপ্তাহে ৩৭০৲ টাকায় নামিয়া গিয়াছিল। পরে ৩৭৬৲ টাকায় উন্নীত হইয়াছে। বরাকর ১৪।/০ আনা, ইকুইটেবল ৩৬৸/০ আনা, পেঞ্চভেলী ৩৩৸০ আনা, নিউ বীরভূম ১৬।০ আনা, রাণীগঞ্জ ২৫॥০ আনা এবং ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৩০॥৶০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

চটকল

চটকল বিভাগেও আলোচ্য সপ্তাহে অবনতির পরিচয় মিলিয়াছে। এংলো ইণ্ডিয়ান ৩০৭৲ টাকা, বালী ২১৭৲ টাকা, গৌরীপুর ৬৬০৲ টাকা হাওড়া ৪৯॥০ আনা, ন্যাশনেল ২১৲ টাকা, নদীয়া ৫৩ টাকা এবং রিলায়েন্স ৫৩৲ টাকায় বিকিকিনি হইতেছে। হুকুমচাঁদ ৮৸/০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে এবং এই শেয়ার সম্পর্কে অল্প বিস্তর চাহিদা দেখা গিয়াছিল।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগেই আলোচ্য সপ্তাহের মন্দা উল্লেখযোগ্যরূপে প্রকটিত হইয়াছে। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উপর আগামী বাজেটে ট্যাক্সের হার বর্দ্ধিত করা হইবে গুজবে এই বিভাগে মন্দার সৃষ্টি হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল কর্পোরেশন এক সময়ে যথাক্রমে ২৯৸৶ এবং ১৮৶ আনায় নামিয়া যায়; পরে ইণ্ডিয়ান আয়রণ অবশ্য ৩০৸০ আনায় উন্নীত হইয়াছে।

চিনির কলের শেয়ার সম্পর্কে আলোচ্য সপ্তাহে চাহিদার পরিমাণ নগণ্য ছিল বলা যায়।

চা-বাগান বিভাগে ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ সন্তোষজনক হইয়াছে বটে; কিন্তু মূল্যের দিক দিয়া কোনরূপ উন্নতি ঘটে নাই।

বিবিধ কোম্পানীসমূহের মধ্যে ইণ্ডিয়ান কেবল্‌স্‌ সম্পর্কে চাহিদা থাকায় উহার মূল্য ২০৸০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। টিটাগড় (লভ্যাংশ বাদ) ১৭।০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

কোম্পানীর কাগজ

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার ও কোম্পানীর কাগজের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে:—

৩॥০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ—১৩ই জানুয়ারী ৯৪॥/০ ৯৪॥৴০ ৯৪৸০; ১৪ই—৯৪৸৶০ ৯৪৴০ ৯৫।/০ ৯৫/০ ৯৫৲; ১৫ই—৯৫৲ ৯৫/০ ৯৫৲; ১৬ই—৯৫/০ ৯৫৲। ৩॥০ সুদের ঋণ(১৯৪৭-৫০)—১৩ই ১০১৸৴০; ১৫ই—১০২/০ ১০২৲ ১০১৸৴০ ১০২৲। ৪৲ সুদের ঋণ(১৯৬০-৭০)—১৩ই ১০৭৸৴০; ১৪ই—১০৮৴০ ১০৮॥০ ১০৮৴০; ৫৲ সুদের ঋণ(১৯৪৫-৫৫) ১৩ই ১১২।০; ১৪ই—১১২৶০; ১৫ই—১১২।৶০ ১১২।০। ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ—১৩ই ৮১।০ ৮১।/০; ১৬ই—৮০৸৶০। ৩৲ সুদের ঋণ(১৯৫১-৫৪)—১৫ই ৯৮॥৴০; ১৬ই—৯৮॥৶০। ২৸০ সুদের ঋণ(১৯৪৮-৫২)—১৬ই ৯৬॥০।

ব্যাঙ্ক

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক—১৩ই ১০৪॥০ ১০৫৲; ১৪ই—১০৪॥০ ১০৫৲ ১০৫।০ ১৬ই—১০৫॥০ ১০৬॥০ ১০৫।০ ১০৬॥০। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক—১৫ই(কণ্টি) ৩৮৯৲; ১৬ই—(সঃ আদায়ী) ১৫৮৭৲ ১৫৯৫৲ (কণ্টি) ৩৯০৲।

কাপড়ের কল

কানপুর টেক্সটাইল—১৩ই ৫৸/ ৫৸৴০ ৫॥৴০ ৫॥৶০; ১৫ই—৫॥৴০ ৬৲ ৬।০ ৫৸৴০ ৬৴০ ৬৶০। কেশোরাম—১৩ই ৫৸৴০ ৬৲ (প্রেফ) ১২৯৲; ১৪ই—৬৲; ১৫ই—৬৲ ৬৶০ ৬।৶০; ১৬ই—৬৶০ ৬।৶০ ৬/০ ৬।/০; (প্রেফ) ১২৮॥০ ১২৯॥০। নিউ ভিক্টোরিয়া—১৩ই (অডি) ১॥৶০ ১৸/০ ১॥৶০ ১৸০ ১॥৴০ ১৸/০; (প্রেফ) ৫৲ ৬।০; ১৪ই—১॥৴০ ১৸/০ ১৸৶০ ১॥৴০; ১৫ই—১৸০ ১৸৶০ ১৸৴০ (প্রেফ) ৫।০।

কয়লার খনি

বেঙ্গল—১৫ই ৩৭০৲ ৩৭২৲ ৩৬৯৲ ৩৭৩৲ ৩৭৫৲; ১৬ই—৩৭৩৲ ৩৭৫৲ ৩৭৪৲ ৩৭৬৲। বরাকর—১৩ই ১৪৲ ১৪।০ ১৪॥/০; ১৫ই—১৪৲ ১৪।/০; ইষ্ট ইণ্ডিয়ান—১৪ই ১৭৶০ ১৬৸০; ১৬৸০ ১৭৶০। ইকুইটেবল—১৩ই ৩৭৲ ৩৭।০; ১৪ই—৩৬৸/০; ১৫ই—৩৬৸/০। লাকুর্কা—১৩ই ১০৲; ১৫ই—৯৸০; ১৬ই—১০৲ ১০।০। ভালগোরা—১৬ই ৪৸৴০; নর্থ দামুদা—১৩ই ৫।৴০ ৫॥০ ৫৸০। পরাসিয়া—১৩ই ১৸/০; ১৪ই—১/০ ১৴০; ১৫ই—১/০ ১৶০। অণ্ডাল—১৩ই ১০।৶০; টালচর—১৩ই ১॥৶০; ১৪ই—

১৭/১০। মেয়োমেইন—১৪ই ১৪৸০ ১৫৵০ ১৫।৵০ ; হজিকাটী—১৪ই ১৩৵০ ১৩।৵০। নিউ বীরভূম—১৪ই ১৫৸০ ১৬৲ ১৬।০। রাণীগঞ্জ—১৪ই ২৫।০। ১৫ই—২৫৲ ২৫।০। সামলা—১৪ই ১৸০ ১৷৵০ ; সাউথ কারাণপুরা—১৪ই ৪।০ ৪।৵০। সেন্ট্রভেলী—১৫ই ৩৩৸০। সুদিক ও ঝুরিয়া—ওয়েষ্ট জামুরিয়া—১৬ই ৩০।০।

পাটকল

আগরপারা—(অর্ডি) ২৫॥/০ ; বালী—১৩ই (প্রেফ) ১৬১৲ ; ১৪ই—(অর্ডি) ২১৭৲। বরানগর—১৪ই ৯৬॥০ ৯৭৲ ; (প্রেফ) ৫১৲ ; ১৫ই—৯৫৲। বেঙ্গল জুট—১৩ই (প্রেফ ১০৮॥০ ; ১৫ই—১০৮৸০ ১০৮॥০ ; ১৬ই—১০৮৲। বিরলা—১৩ই (প্রেফ) ১৩২৲ ; ১৫ই—(অর্ডি) ২৫।৵০ ২৫৸০ (প্রেফ) ১৩৫৲। বজবজ—১৩ই ৩৩০৲ ; ১৪ই—৩২৮৲ ৩৩৯৲ ৩২৮॥০ ; ১৫ই—৩৩৩॥০। এম্পায়ার—১৩ই (প্রেফ) ১৫৮৲ ; ১৪ই—১৫৯৲ ; ১৫ই—(অর্ডি) ২২।০। হাওড়া—১৩ই ৪৯।০ ; ১৪ই—৪৯॥০ ; ১৫ই—৪৯॥০ ; ১৬ই—৫০।০ ৪৯॥০। হুকুমচাঁদ—১৩ই ৮।৵০ ৮॥৵০ ৮।/০ ৮॥/০ ৮৸০ ৯৲ ৮।৴০ ৮॥৴০ ; ১৪ই—৮॥/০ ৮॥৵০ ৮৸৵০ ৮॥৵০ ; ১৫ই—৮॥৵০ ৮॥৵০ ৮৸০ ১৬ই—৮৸৴০ ৯৴০ ৮৸০ ৯৲ ৮৸৵০ ৮৸/০ (প্রেফ) ১১৩৲ ১১৫৲ ১১২॥০ ; কামারহাটী—১৩ই ৪৫১॥০ ; ১৫ই—(প্রেফ) ১৬১৲ ১৩২৲ ; ১৫ই—৪৪৭৲ ৪৪৯৲। কাঁকনারা—১৬ই ৩৬৪৲ (প্রেফ) ১৬২৲ ১৬৩৲। ল্যান্সডাউন—১৩ই (প্রেফ) ১৩৫৲ ১৩৬৲ ; ১৪ই—১৩৭৲। মেঘনা—১৫ই ৩২॥০ ৩৩॥০ নস্করপাড়া—১৩ই ১৬/০ ; ১৫ই—১৫৸৴০ ১৬৴০। ন্যাশনাল—১৩ই ২১৴০ ২১।৴০ ; নদীয়া—১৩ই ৫৩৲ ৫৩॥০ ৫৪৲ ; ১৪ই—৫২॥০ ৫৩৲ ; ১৫ই—৫৩৲ ; ১৬ই—৫২॥০ ৫৩॥০। প্রেসিডেন্সী—১৩ই ৪।৵০ ৪।/০ ; ১৪ই—৪॥/০ ৪।৵০ ; ১৬ই—৪।৵০ ৪॥০ ৪॥৵০। রিলায়ান্স—১৩ই (প্রেফ) ১৭৩৲ ১৭৪৲ ; ১৬ই—১৭৪॥০।

খনি

বর্ম্মাকর্পোরেসন ১৩ই—৫।/০ ৫॥/০ ৫।০ ; ১৪ই—৫।/০ ৫॥/০ ৫।/০ ; ১৬ই—৫॥৵০ ৫।/০ ; কনসোলিডেটেড্ টীন ১২ই—২৸০ ২৸৵০ ; ১৬ই—২৸০ ২৸৵০ ; ইণ্ডিয়ান কপার ১৩ই—২।০ ২।৵০ ২৴০ ২।০ ; ১৪ই—২।৵০ ২।০ ; ১৫ই—২।৵০ ২।০ ; ১৬ই—২।০ ২।৵০ ২।০।

সিমেণ্ট ও কেমিক্যাল

ডালমিয়া সিমেণ্ট ১৩ই—(অর্ডি) ১২।৴০ ১২॥০ ; ১৪ই ১২।০ (প্রেফ) ১০৭৲ ১১০॥০ ; ১৫ই—(প্রেফ) ১০৯৲ ; ১৬ই—১০৮৲ ১০৯৲

আলকালি এণ্ড কেমিক্যাল ১৩ই (প্রেফ) ১৫৪৲ ১৫৫৲ ; ১৪ই—১৫৬৲ ; ১৫ই—১৫৬৲

ইলেকট্রিক ও টেলিফোন

বেঙ্গল টেলিফোন ১৩ই—(অর্ডি) ১৬।০ ১৬॥০ ; ১৪ই—(প্রেফ) ১১৸৴০ ১২৴০ ; ১৬ই—(প্রেফ) ১২৲ ; ঢাকা ইলেকট্রিক ১৩ই (প্রেফ) ১৫।০ ; দিশেরগড় পাওয়ার ১৫ই—(প্রেফ) ১৩৭৲ ১৩৮৲।

ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী

হুকুমচাঁদ ষ্টীল ১৩ই—(অর্ডি) ৯৸৴০ ১০/০ ১০।/০ ; ১৪ই—৯৸৴০ ১০৲ ১০।০ ; ১৫ই—৯৸৴০ ; ১৬ই—৯৸৴০ ; ইণ্ডিয়ান গ্যালভানাইজিং ১৩ই—২৯৲ ২৯।০ ২৮৸৵০ ; ১৪ই—২৯৵০ ২৯।৵০ ; ইণ্ডিয়ান ম্যালিয়েবল কাষ্টিং ১৩ই—(প্রেফ) ২৴০ ২।/০ ; ১৪ই—২।৴০ ২॥০ ; ১৫ই—(অর্ডি) ৭৸৵০ (প্রেফ) ২।৴০ ২॥/০ ; ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১৬ই—৩২৸৴০ ৩১৲ ৩১৴০ ৩১৵০ ৩১॥৵০ ৩০॥০ ৩০।/০ ৩০।০ ৩০৸৵০ ৩০॥৵০ ৩০৸/ ; ১৪ই—৩০।৵০ ৩০॥/০ ৩০৸/০ ৩০॥০ ৩০৸০ ৩০॥৵০ ; ১৫ই—৩০॥/০ ৩০॥৵০ ৩০৸০ ৩০৸০ ৩১৸০ ৩০৸৴ ৩৫৴ ৩১।০ ৩০৸৵০ ; ১৬ই—৩০৸০ ৩১৲ ৩০৸/০ ৩১/০ ৩০॥/০ ৩১॥৴০—কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং—১৩ই (অর্ডি) ৪৵০ ; ১৪ই—(প্রেফ) ১২৬৲ ১২৫॥০ ; ১৫ই—(প্রেফ) ১২৬৲ ; ১৬ই—৪৸০। ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড ওয়্যার প্রডাক্টস ১৩ই—(অর্ডি) ৫৭॥০ ৫৮॥০ ; ১৪ই—(কণ্টি) ৭৲ ৭।০ ৭॥০ ; ১৫ই—(অর্ডি) ৫৮।০ ; ১৬ই—(অর্ডি) ৫৬৸৵০ ৫।৵০ ; মার্শালস—১৩ই—১৸৴০ ২/০ ২৵০ ; ১৪ই ১৸৴০ ২/০ ১৸৵০ ২৲ ; ন্যাসনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১৩ই—৬।০ ৬॥০ ৬৸০ ; ১৪ই—৬।০ ৬॥০ ৬।৵০ ৬৸৵০ ৬৸/০ ; ১৫ই—৬৸০ ৬৸৵০ ৭৵০ ; ১৬ই—[illegible] ষ্টীল প্রডাক্টস ১৫ই—৫৲ ; ১৬ই—৫৵০ ৫।০ ; ষ্টীল কর্পোরেশন ১৩ই—(অর্ডি) ১৯৵০ ১৯৴০ ১৯।৴০ ১৮৸৵০ ১৮৸০ ১৯৲ ১৮॥৴০ ১৮॥/০ ১৮॥০ ১৯৲ ১৯।০ ১৮৸৴০ ; ১৮৸৴০ ;—১৪ই—১৮৸০ ১৯৲ ১৮৸/০ ১৯৲ ১৯৴০ ১৮৸৵০ ১৮॥৴০ ১৮৸০ ১৮৸/০ ; (প্রেফ) ১১৫৲ ১১৬৲ ; ১৫ই—১৮৸/০ ১৯৲ ১৯।০ ১৮॥৵০ ১৮৸৴০ (প্রেফ) ১১৪৲ ১১৫৲ ; ১৬ই—(অর্ডি) ১৮৸৵০ ১৯৵০ ১৮৸/০ ১৯/০ ১৯৵০ ১৯।/০ ১৮৸/০।

চিনির কল

বুল্যাণ্ড ১৩ই—১৫৲ ১৫।০ কেরু এণ্ড কোং ১৩ই—৯।৵০ ১৯॥৵০ ; ১৪ই—৯৵০ ; ১৬ই—৯।০ ৯॥০ ৯৸০ ৯।৵০ ৯॥৵০ (প্রেফ) ১১২॥০ ; রাজা ১৩ই—১৫॥০ ; ১৪ই—১৫।০ ১৫॥০

চা বাগান

বেতেলী ১৩ই—৫৲ ৫৵০ ; ১৪ই—৫৲ ৫৵০ ; ১৫ই ৫৲ ৫।০ ; ১৬ই—৫।০ ; জুটলীবাড়ী ১৫ই—১৫৲ ১৫।০ ; পাত্রকোলা ১৩ই—(প্রেফ) ১৫০॥০ ১৫২ ; ১৬ই…(অর্ডি) ৬৮০৲ ৭৮৪৲ (প্রেফ) ১৫২৲ ; বাগমারী ১৪ই—৫৵০ ; ১৬ই—৫৲ ৫।০ ; মহীমা ১৪ই (প্রফ) ১১৸০ ১২৲ ; ১৬ই—১২॥০ তেজপুর ১৫ই—(অর্ডি) ৬৸৵০ ৭৲ ৭।০ ; তুকভার ১৬ই—১০॥০

বিবিধ

এসোসিয়েটেড্ হোটেল—১৬ই (অর্ডি) ২৸/০। বি আই কর্পোরেশন—১৩ই (অর্ডি) ৪৸/০ ৪৸৴০ ৪৸০ ৪৸৵০ ; ১৪ই—৪৸৵০ ; ১৫ই—৪৸/০ ৪৸৴০ ৪৸০ ৪৸৵০ ; ১৬ই—৪৸০ ৪৸৵০। ক্যালকাটা সেফ ডিপজিট—১৫ই ৬৸৴০ ৭৴০ ৬৸/০। ইণ্ডিয়ান কেবলস—১৩ই ১৯।৵০ ১৯॥০ ১৯৸০ ১৯।৴০ ১৯॥০ ২০৲ ১৯৸৵০ ২০।৵০ ২০॥০ ; ১৪ই—২০৲ ২০৵০ ২০।৵০ ২০৲ ২।৵০ ২০॥০, ১৬ই—১৯৸৵০ ২০৲ ২০।০ ২০৵০ ২।৵০ ২০।/০ ২০৴০ ২০।৴০। ইণ্ডিয়ান উড্ প্রেডাক্টস—২৭৵০ ২৭।৵০ ; ১৪ই—২৭৴০ ; ১৫ই—২৭৴০ ২৭।০ ২৭॥০ ; ১৬ই—২৭॥০ ২৭॥৵০। আসাম ম্যাচ—১৪ই ১৪॥০। বৃটিশ বর্ম্মা

[illegible]—১৩ই ৩।০ ৩৷৵০ ৩৸৶০। মহীশূর পেপার—১৩ই—[illegible] ১৪৲ ১৩৷০ [illegible]; ১৪ই—[illegible]; ১৫ই—[illegible] [illegible] ১৩৸০; ১৬ই—[illegible] ১৩৸৶০ ১৩৷৵০ ১৩৸০ ১৪৲। ওরিয়েন্ট পেপার—১৩ই ৯৷৵০ ৯৸০ ১০৲ ১০।০ ১০৵০; ১৪ই—১০৴০; ১৫ই—১০৵০ ১০৷০; ১৬ই—১০।৵০ ১০৸৶০ ১১৲ ১১।০ ১০৸৵০। টিটাগড় পেপার ১৩ই (অর্ডি) ১৬৸০ ১৭৲ ১৭৵০ ১৬৷৶০; ১৪ই—১৬৸৵০ ১৭৶০ ১৭।০ ১৬৸৶০ ১৫ই—১৭।০; ১৬ই—১৬৸৵০ ১৬৸০ ১৭৲ ১৭৵০ ১৭৶০। ষ্টার পেপার —১৬ই ৮৷৵০ (প্রেফ) ৯৭৲ ৯৮৲। মেদিনীপুর জমিদারী—১৩ই (প্রেফ) ১৪৯৲; ১৫ই—(অর্ডি) ৭৪৲; ১৬ই—৭৩৷০ ৭২৷০ ৭৩৲। বরুয়া টিম্বার—১৪ই—১৫৶০ আসাম সজ—১৫ই ৩।০ ৩৵০ ইণ্ডিয়ান জেনারেল নেভিগেশন—১৫ই (অর্ডি) ৭৬৲।

পাটের বাজার

কলিকাতা ১৭ই জানুয়ারী

এসপ্তাহে কলিকাতার বাজারে রপ্তানীকারকেরা বেশী মাত্রায় পাট ক্রয় করিয়াছে। গত কয়েকদিন পাটকলওয়ালারাও তাহাদের মফঃস্বল এজেন্টদের মারফতে বেশী পরিমাণ পাট খরিদ করিয়াছে। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এইরূপ বেশী কাজ কারবার হওয়া সত্ত্বেও পাটের ফটকা লাজারের অবস্থার কোন উন্নতি সাধিত হয় নাই। এসপ্তাহে ফটকা বাজারে পাটের বিকিকিনি খুব কম হইয়াছে। পাটের দরও মোটামুটী ভাবে ৩৯ টাকা ও ৪০ টাকার মধ্যে উঠানামা করিয়াছে। নিম্নে এ সপ্তাহের ফাটকা বাজারের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল :—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চদর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
১৩ই জানুয়ারী	৪০৲	৩৯৷০	৩৯৸৵০
১৪ই „	৪০৶	৩৯৷৶	৩৯৷৵০
১৫ই „	৩৯৸০	৩৯।৵০	৩৯।৵০
১৬ই „	৩৯।৵০	৩৯৲	৩৯।০
১৭ই „	৩৯৷০	৩৯৲	৩৯৷০

নূতন চুক্তি অনুসারে গত ১৫ই জানুয়ারী মধ্যে পাটকলওয়ালাদের মোট ১৫ লক্ষ বেল পাট ক্রয় করার কথা ছিল। বাজারে অনেকের ধারণা পাটকলওয়ালারা সেই পরিমান পাট ক্রয় করে নাই। পাটকল ওয়ালারা নির্দ্ধারিত সময়ে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পাট ক্রয় না করিলে বাঙ্গলা সরকার নিজ দায়িত্বে পাট ক্রয় করিয়া চুক্তির সর্ত্ত পুরণ করিবেন বলিয়া কথা আছে। যদি পাটকলওয়ালারা বস্তুতঃ পক্ষে কম পাট ক্রয় করিয়া থাকে তবে বাঙ্গলা সরকার তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার ব্যাপারে অগ্রবর্ত্তী হইবেন কিনা একণে তৎসম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। প্রকাশ, পাটকলওয়ালারা গত ১৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত কি পরিমাণ পাট ক্রয় করিয়াছে তৎসম্পর্কে তাহারা বাঙ্গলা সরকারের স্পেশ্যাল জুট অফিসরের নিকট একটা হিসাব পেশ করিবেন। বর্ত্তমান অবস্থায় সে রিপোর্ট না পাওয়া পর্য্যন্ত বাঙ্গলা সরকার পাটক্রয় সম্বন্ধে কোনরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন না এবং তাঁহাদের আগ্রহ বা অনাগ্রহও কিছু বুঝা যাইবে না। কাজেই বাঙ্গলা সরকার তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি মত কার্য্য করেন কিনা তাহা দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিয়াই থাকিতে হইবে। তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প—বাঙ্গলা সরকার যদি এইরূপ একটা ঘোষনাবাণী প্রদান করেন তবে পাটের বাজারের অহেতুক জল্পনা কল্পনা কতক পরিমাণে বন্ধ হইতে পারে।

পাকা বেল বিভাগে এসপ্তাহে পাটের ভালরূপ বিকিকিনি হইয়াছে। ভাণ্ডি হইতে জেইফী শ্রেণীর পাট অবিলম্বে ডেলিভারির সর্ত্তে প্রতি বেল ৩৭ টাকা দরে ক্রয় করা হইয়াছে। পাটকলওয়ারা প্রতি বেল ৪১ টাকা দরে কাট শ্রেণীর পাট ক্রয় করিয়াছে। আলগা পাটের বাজারে ও এসপ্তাহে উল্লেখ যোগ্য ব্যাপ্যতৎপরতা দেখা গিয়াছে। বাজারে সুপারভাইজড্ জাত শ্রেণীর পাট মিডল প্রতিমণ ৯ টাকা ও বটম প্রতি মণ ৬৸০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে। বাজারে ইণ্ডিয়ান জাত বটম পাটের দাম দাঁড়াইয়াছিল প্রতি মণ ৬।০ আনা।

থলে ও চট

উত্তর আমেরিকা হইতে চটের জন্য ভালরূপ দাবী দাওয়া হওয়ার এসপ্তাহে থলে ও চটের বাজার কিছু তেজী দেখা গিয়াছে। গত ১০ই জানুয়ারী বাজারে ৯ পোর্টার চটের দর ১২৷৴০ আনা ও ১১ পোর্টার চটের দর ১৬।৵০ আনা ছিল। গতকল্য বাজারে তাহা যথাক্রমে ১২৸৶৬ পাই ও ১৬৸৵০ আনা দাঁড়ায়।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ১৭ই জানুয়ারী

সোণা

গত সপ্তাহে বোম্বাইএর সোণার বাজারে স্বর্ণের মূল্যে ঘন ঘন উঠতি পড়্তি পরিলক্ষিত হইয়াছে। মূল্যের স্থিরতা না থাকিলেও হ্রাস বৃদ্ধির হার খুব বেশী হয় নাই। কারবারের পরিমাণও বিশেষ কম হইয়াছে। সপ্তাহের মধ্যভাগে অবনতির সূচনা দেখা দিলেও পরবর্ত্তীকালে মূল্যের দিক দিয়া সামান্য উন্নতি ঘটিয়াছে। রেডি স্বর্ণ প্রতি ভরি ৪২৲ টাকা ৬ পাই দরে বাজার বন্ধ হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে লণ্ডনের বাজারে স্বর্ণের মূল্য ১৬৮ শিলিংএ অপরিবর্ত্তিত ছিল। অদ্যকার কলিকাতার দর ৪১৸৵০ আনা।

রূপা

তূলার বাজারে উন্নতি দেখা দেওয়ায় এ সপ্তাহে বোম্বাইএর বাজারে রূপার মূল্যেও অনুকূল প্রতিক্রিয়া হইয়াছে। বোম্বাইএর বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে রেডি রূপার বিশেষ চাহিদা ছিল। বাজার বন্ধের দর বিশেষ সন্তোষজনক বলা যায়। রেডি রূপা প্রতি ১০০ ভরি ৬৩৵০ আনা দরে বাজার নামিয়া ৬৩৴০ আনায় বাজার বন্ধ হয়। রূপার বাজারের বর্ত্তমান অবস্থা স্থিরতা ব্যঞ্জক।

লণ্ডনের রূপার বাজারে এ সপ্তাহে অল্পবিস্তর চাঞ্চল্য এবং মূল্যের দিক দিয়া উঠ্তি পড়তি পরিলক্ষিত হইয়াছে। কারবারের পরিমাণ সামান্য হইয়াছে। প্রতি আউন্স খাঁট রূপার মূল্য ২৩$\frac{3}{16}$ পেনীতে নামিয়া আসিয়া ২৩$\frac{1}{4}$ পেনীতে উঠিয়াছে। সর্ব্বশেষ দরে বাজারে অল্পবিস্তর বেচাকেনা হইয়াছে।

প্রতি ১০০ ভরি রূপার কলিকাতার দর ৬৩।৴০ আনা এবং ঐ খুচরা দর ৬৩৷৴০ আনা।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ১৭ই জানুয়ারী

রপ্তানীযোগ্য—গত ১৩ই ও ১৪ই জানুয়ারী কলিকাতায় রপ্তানী যোগ্য চায়ের যে ২৭নং নীলাম সম্পন্ন হইয়াছে তাহাতে প্রতি পাউণ্ড

গড়পড়তা ৮৵৬ পাই দরে ২২ হাজার ২৯৮ পাউণ্ড চা বিক্রয় হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর এই সমসাময়িক ২৯নং নীলামে মোট ২২ হাজার ২৯৮ বাক্স চা গড়ে ৬৮ পাই দরে বিক্রয় হইয়াছিল। আলোচ্য নীলামে অন্যান্য নীলাম অপেক্ষা বেশী পরিমান চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হয়। মূল্যের কতকটা অনিশ্চয়তা পরিলক্ষিত হয়। মাঝারি অরেঞ্জ পিকোর মূল্য প্রতি পাউণ্ডে ৩ পাই পর্য্যন্ত হ্রাস পায়। অন্যান্য প্রকার চায়ের মূল্য চড়া ছিল। দার্জ্জিলিং এর চায়ের মূল্য স্থির ছিল।

ভারতে ব্যবহারোপযোগী—আলোচ্য নীলামে সবুজ চায়ের মূল্য এবং চাহিদা পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের হারে বজায় ছিল। গুড়া চায়ের চাহিদা অত্যধিক ছিল। মূল্যের হারও অধিক গিয়াছে। ব্রোকেন পিকো, অরেঞ্জ ফ্যানিংস এবং টী পি চা ব্যতীত অপরাপর চায়ের চাহিদা অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল এবং মূল্যের হারেরও কোন পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় না।

কোটা—আলোচ্য সপ্তাহে রপ্তানীর কোটা ||৴৯ পাই হইতে ||৶০ আনা পর্য্যন্ত বলবৎ ছিল। আভ্যন্তরীণ কোটা এক আনা ছয় পাই গিয়াছে।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১৭ই জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইএর তুলার বাজারে বিশেষ কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই। সপ্তাহের মধ্যভাগে জাপানী প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় মিলসমূহ অধিক পরিমানে তুলা ক্রয় করে বটে কিন্তু পরে বিদেশের বাজারের তুলার মূল্যের হার হ্রাস পাইয়াছে সংবাদে এইরূপ কারবারে বাধা জন্মায়। আলোচ্য সপ্তাহে বোরোচ এপ্রিল মে ১৮৩৷০ আনায় এবং জুলাই-আগষ্ট ১৮৯৷৷০ আনায় বাজার বন্ধ হয়। ওমরা এবং বেঙ্গল ডিসেম্বর জানুয়ারী যথাক্রমে ১৫৪৷০ আনায় এবং ১২৮ টাকায় বাজার বন্ধ হয়।

সপ্তাহের প্রথম দিকে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের বক্তৃতার ফলে নিউইয়র্কের বাজারে আশা আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয় এবং মার্চ্চের দর ১০.৫০ সেণ্ট পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। মের দর বাজার বন্ধের সময় ১০.৪৪ সেণ্ট দাঁড়ায়। লিভারপুলের বাজারে জানুয়ারীর দর ৮.২৬ পেনী এবং মার্চ্চের দর ৮.৩৩ পেনী দাঁড়ায়।

কাপড়

আলোচ্য সপ্তাহে তুলার বাজারের নিম্নগতি রুদ্ধ হইবার ফলে কাপড়ের মূল্যের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। মিলসমূহ গবর্ণমেণ্টের অর্ডার সরবরাহে ব্যস্ত থাকায় অধিক পরিমানে অগ্রিম কারবার সম্ভব হয় নাই। সপ্তাহের প্রথমদিকে এরূপ সংবাদ পাওয়া যায় যে, বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলসমূহ আরও ৭৫ লক্ষ টাকার অর্ডার পাইয়াছে। অল্পদিনের মধ্যে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে অগ্রিম কারবারে মিলসমূহ উৎসাহী নহে। চলতি বাজারে কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। জাপানী কাপড়ের বাজারে কারবার খুব নিয়ন্ত্রিত ছিল।

সূতা

আলোচ্য সপ্তাহে সূতার বাজারে সন্তোষজনক কারবার হইয়াছে। চীনে সূতার রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। স্থানীয় বাজারে মাঝারি এবং মোটা ধরণের সূতার চাহিদা দেখা গিয়াছে।

চিনির বাজার

কলিকাতা, ১৭ই জানুয়ারী

সুগার সিণ্ডিকেট চিনির বিক্রয় মূল্য হ্রাস করিবে সংবাদে আলোচ্য সপ্তাহের প্রারম্ভে কলিকাতার চিনির বাজারে অনিশ্চয়তার ভাব পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন আড়তদার তাঁহাদের মজুদ চিনি কাটতি করিবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়া পড়েন যে তাহার প্রতি মণে পাঁচ আনা হইতে ছয় আনা লোকসান দিয়াও উহা বিক্রয় করিতে চেষ্টা করেন। তৎপর চিনির বিক্রয় মূল্য হ্রাস করা হইবে না বলিয়া সিণ্ডিকেটের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইবার পর পুনরায় মূল্যের হার প্রতি মণে চারি আনা হইতে পাঁচ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। কলিকাতার আড়ত হইতে অবিলম্বে ডেলিভারীযোগ্য চিনির চাহিদা খুব নিয়ন্ত্রিত ছিল। চিনির কলসমূহের সহিত অগ্রিম কারবারের প্রতি ব্যবসায়ীগণ কোন আগ্রহ প্রকাশ করেন না। কলিকাতার আড়তের চিনির মূল্যের দর কলের দর অপেক্ষা প্রতি মণে চারি আনা বেশী গিয়াছে। অথচ বাঙ্গালা দেশের চিনির কলগুলি ৪।৫ দিনের মধ্যেই ডেলিভারী দিতে সক্ষম ছিল। মফঃস্বলের চাহিদা এখনও খুব কম। পূর্ব্ববঙ্গের কতিপয় চিনির কলে উৎপন্ন খান্দেশ্বরী চিনির মূল্যাল্পতা বর্ত্তমানে সস্তামূল্যে গুড় পাওয়া যাইতেছে জন্যই মফঃস্বলের চাহিদা বৃদ্ধি না পাইবার কারণ। কলিকাতার বাজারে ৩৫ হাজার বস্তা চিনি মজুদ আছে বলিয়া অনুমিত হয়। বিভিন্ন প্রকার প্রতি মণ চিনির মূল্য নিম্নরূপ ছিল; দর্শনা; ৯৷০গোপালপুর ৯||৴০; সিতাবগঞ্জ ৯|৷০; পলাশী ৯||৵৬; রিগা ৯৲।

খৈলের বাজার

কলিকাতা ১৭ই জানুয়ারী

রেড়ির খৈল—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার রেড়ির খৈলের বাজার স্থির ছিল। মিল সমূহ প্রতি মণ খৈলের মূল্য ২৷৷০ হইতে ২৷৷৵০ আনা দর দেয়; অপরপক্ষে আড়তদারগণ উহার প্রতি দুইমণী বস্তা (বস্তার মূল্য ৷০ আনা সহ) ৫৷৷০ আনা হইতে ৫৸০ আনা দরে বিক্রয় করেন।

সরিষার খৈল—আলোচ্য সপ্তাহের সরিষার খৈলের বাজারও স্থির ছিল। মিলসমূহ এই শ্রেণীর খৈল প্রতি মণ ১৷৵০ আনা হইতে ১৷৷০ আনা দরে বিক্রয় করে। আড়তদারগণ উহার দুইমণী বস্তা (বস্তার মূল্য ৷০ আনা সহ) ৩৷০ আনা হইতে ৩৷৷০ আনা দরে বিক্রয় করেন।

ধান ও চাউলের বাজার

কলিকাতা, ১৭ই জানুয়ারী

রেঙ্গুনের বাজার—আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুনের ধান ও চাউলের বাজারে মন্দাভাব পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন প্রকার প্রতি একশত ঝুড়ি (প্রতি ঝুড়ির ওজন ৭৫ পাঃ) ধান ও চাউলের মূল্য নিম্নরূপ ছিল :—

খানানটো—চলতি মূল্য ২৭৮৲; ফেব্রুয়ারী ২৭৬৲; মার্চ্চ ২৭৬৲; এপ্রিল ২৭০৲-২৭৫৲।

আতপ—মোটা ২৮৫৲-২৯০৲; সরু ২৯০৲-২৯৫৲; টেবিয়ান ৩২৫৲-৩৩০৲; সুগন্ধি ৩০৫৲-৩১০৲; কুলফি ৩৩৫৲-৩৪০৲; ভাঙ্গা ১৭০৲-১৮৫৲।

সিদ্ধ—লম্বা ৩০২৲-৩০৭৲; সঃ সিদ্ধ ২৭০৲-২৭৫৲; ভাঙ্গা ১৯০৲-২১০৲

ধান্য—নাসিন শ্রেণী ১১৪৲-১১৬৲; মাঝারি ১২৪৲-১২৬৲।

গত ১৯৪০ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ২৬শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশ হইতে মোট ১৩ লক্ষ ১৯ হাজার ৬৭ টন চাউল ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর ঐ সময় উহার পরিমাণ ১৯ লক্ষ ৫২ হাজার ৭৬০ টন ছিল।

কলিকাতার বাজার—কলিকাতার ধান ও চাউলের বাজার সমভাবেই চড়া যাইতেছে। বিভিন্ন প্রকার প্রতি মণ ধান ও চাউলের নিম্নরূপ দর গিয়াছে।

ধান্য—২৩ নং পাটনা (নূতন) ৩||৴০-৩||৴৬; রূপশাল (নূতন) ৩||৵০-৩||৵৬; দাদশাল ৩৸৵০ ৪৴০; মাঝারি পাটনাই ৩|৵৬-৩|৶০; পূবা পাটনাই ৩৵৬-৩|৬; সাধারণ পাটনাই ৩|৬-৩|৴৬ পাই।

চাউল—২৩ নং পাটনাই ৫|৶০ ৫৷৷০; রূপশাল (কলছাটি) ৫৸০ ৫৸৵০ কাটারীভোগ (ঢেঁকি) ৬৷৷০; রূপশাল (ঢেঁকি) ৫৷৷০।

গত ২৩শে নবেম্বর যে সপ্তাহে শেষ হইয়াছে তাহাতে জল ও স্থলপথে কলিকাতায় মোট ১ হাজার ৯১১ টন চাউল আমদানী হইয়াছে। গত বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ১ হাজার ১৪৪ টন ছিল। ১৯৪০ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে উক্ত তারিখ পর্য্যন্ত এইরূপ আমদানীর পরিমাণ ৩ লক্ষ ৬৯ হাজার ৩৭০ টন ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর ঐ সময়ে উহার পরিমাণ ছিল ৫ লক্ষ ৪৯ হাজার ১৮০ টন।

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৩য় বর্ষ, ২য় খণ্ড | কলিকাতা, ২৭শে জানুয়ারী, সোমবার ১৯৪১ | ৩৬শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের জন্ম-বার্ষিকী

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অশীতি বার্ষিক জন্মদিবস প্রতিপালনের জন্য তাঁহার ভক্ত ও অনুরক্তমণ্ডলী উদ্যোগী হইয়াছেন শুনিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। আচার্য্যদেব একজন ঋষিকল্প ব্যক্তি এবং রাসায়নিক হিসাবে তাঁহার জগদ্ব্যাপী খ্যাতি রহিয়াছে। কিন্তু ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে যখন বাঙ্গালী জাতি কাব্য, সাহিত্য ও রাজনীতি চর্চ্চায় মগ্ন ছিল সেই সময় হইতে বাঙ্গালী জাতিকে ব্যবসাভিমুখী করিবার জন্য তিনি যে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং যাহার ফলে বর্ত্তমানে জাতি ব্যবসাবাণিজ্য ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করিতেছে তজ্জন্য দেশ চিরদিন কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাকে স্মরণ করিবে। প্রকাশ যে আচার্য্যদেবের জন্ম-দিবসে রসায়ন শিল্পজাত দ্রব্যের একটী প্রদর্শনী খোলা হইবে। কিন্তু যদিও বাঙ্গলার রসায়ন শিল্পে আচার্য্যদেবের দান সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ তথাপি মাত্র এইদিক দিয়া আচার্য্যদেবের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হইলে তাঁহার দানের অমর্য্যাদাই করা হইবে। বাঙ্গালী জাতি আজ যতপ্রকার ব্যবসা ও শিল্পে আত্মনিয়োগ করিয়াছে তাহার সকলগুলিতেই আচার্য্যদেবের প্রেরণা শক্তিসঞ্চার করিয়াছে। সুতরাং তাঁহার জন্ম-দিবসে বাঙ্গলায় যতপ্রকার শিল্প রহিয়াছে তাহার সমস্ত মিলাইয়া একটী প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। এই উপলক্ষে বাঙ্গলার সকল শ্রেণীর ব্যবসায়ী ও শিল্পী মিলিয়া যদি তাঁহাকে একটী টাকার তোড়া প্রদান করেন তাহা হইলেও তাঁহার দানের কথঞ্চিৎ প্রতিদান দেওয়া হইবে। বাঙ্গলায় শিল্প বাণিজ্যের প্রসারের উদ্দেশ্যে আচার্য্যদেবের নামে এই উপলক্ষে যদি একটী তহবিল সৃষ্ট হয় তাহা হইলে উহা দ্বারা তাঁহার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা হইবে। আচার্য্যদেবের জন্ম-বার্ষিকী দিবস প্রতিপালনের জন্য উদ্যোগী ব্যক্তিগণ আমাদের এই সব কথা বিবেচনা করিয়া দেখিলে বিশেষ সুখী হইব।

মিঃ এমেরীর এক কথা

ভারতীয় রাজনীতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ভারত সচিব মিঃ এমেরী গত ২৩শে জানুয়ারী তারিখে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে তিনি তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের বিবৃতিরই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। অন্যান্য বিবৃতির ন্যায় এই বিবৃতিরও তাৎপর্য্য এই দাঁড়ায় যে কংগ্রেস যদি মুসলীম লীগ ও অন্যান্য দলের সহিত একটা আপোষ রফা না করে তাহা হইলে ভারতবাসীকে দেশশাসনে কোন অধিকার দেওয়া হইবে না। আর যদি এই ধরণের একটা মিটমাট হয় তাহা হইলেও সামরিক বিভাগ ও অর্থনীতিক বিলি ব্যবস্থার দায়িত্ব বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে। এই বিবৃতির উত্তরে এখন পর্য্যন্ত ভারতবাসীর তরফ হইতে যে সমস্ত জবাব দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে স্যার এন এন সরকারের মন্তব্যই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্যার নৃপেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিযাছেন যে ভারতবর্ষের সমস্ত ব্যাপারের চূড়ান্ত দায়িত্ব যখন বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের হস্তেই ন্যস্ত তখন ভারতবর্ষের সকল দলের মধ্যে একটা মীমাংসা করিয়া দিবার দায়িত্বও তাঁহারা গ্রহণ করেন না কেন? স্যার নৃপেন্দ্র একজন বৃটীশভক্ত প্রজা। নচেৎ তিনি একথা বলিতে পারিতেন যে ভারতবর্ষে সকল দলের মধ্যে একটা মীমাংসা হইয়া

গেলে দেশশাসনে ভারতবাসীকে অধিকার না দেওয়ার পক্ষে কোন অজুহাত থাকিবে না বলিয়াই বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট এই ব্যাপারে অগ্রণী হইতেছেন না। বাস্তবিক বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের পাণ্ডাগণ চিরদিন একথা শুনাইয়া আসিতেছেন যে ভগবান এদেশের ৪০ কোটি অধিবাসীর সুখ দুঃখের দায়িত্ব ইংরাজ জাতির উপরই অর্পণ করিয়াছেন এবং এই দায়িত্ব পরিত্যাগ করা তাঁহাদের বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় নহে। উঁহারা সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলিতেছেন যে ভারতবাসীকে দেশশাসনে অধিকার প্রদান করাই তাঁহাদের মনোগত অভিপ্রায়। কেবল দেশের বিভিন্ন দলের মধ্যে একটা মিটমাটের ব্যাপারেই তাঁহারা নিরপেক্ষ থাকিবেন। উহা আর যাহাই হউক সততা এবং অকপটতা নহে—একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

পাটের পরিবর্ত্তে অন্য ফসল

বাঙ্গলা সরকার তাঁহাদের ঘোষণামত আগামী বৎসরে যদি পাটের জমির পরিমাণ দুই তৃতীয়াংশ কমাইয়া দেন তাহা হইলে ঐ জমিতে অন্য কি ফসলের চাষ করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ে অনেকেই চিন্তা ভাবনা করিতেছেন। আমরা অন্যত্র একটি প্রবন্ধে বাঙ্গলায় আগামীতে যে খাদ্যাভাবের আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। পাটের চাষ কমাইলে যে জমি মুক্ত হইবে তাহাতে ধানের চাষ করাই বর্ত্তমান অবস্থায় সর্ব্বথা যুক্তিযুক্ত কাজ হইবে। কিন্তু বাঙ্গলায় এমন অনেক জমিতে পাট উৎপন্ন হয় যাহাতে ধানের চাষ করা সম্ভবপর নহে। এই ধরণের জমিতে চীনা বাদামের চাষের কথা অনেকে বলিতেছেন। কিন্তু বাঙ্গলার কৃষক চীনাবাদামের চাষে অভ্যস্ত নহে। বিশেষতঃ যুদ্ধের জন্য অনেক দেশে চীনাবাদামের রপ্তানী বন্ধ হইয়া যাওয়াতে উহার মূল্য অস্বাভাবিকরূপে কমিয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় চীনাবাদামের চাষে কৃষকের কোন লাভ হইবে বলিয়া মনে হয় না। এই সম্পর্কে হুগলী ব্যাঙ্কের কর্ণধার শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি ঢ্যাড়স চাষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ঢ্যাড়স খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইলেও এই ভাবে উহার চাহিদা খুব বেশী নহে। কিন্তু উহা হইতে একপ্রকার তন্তু পাওয়া যায় যাহা অনেকটা রেশমের মত। উহার দ্বারা কৃষকের অর্থাগম হইতে পারে কিনা তদ্বিষয়ে শ্রীযুক্ত মুখার্জ্জি আমাদের অভিমত জানিতে চাহিয়াছেন। এই সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া আমরা জানিতে পারিলাম যে ভারতবর্ষের কোথাও ঢ্যাড়সের তন্তু হইতে বস্ত্র বয়ন করিবার কোন কল নাই। এদেশ হইতে বিদেশেও ঢ্যাড়স-তন্তু রপ্তানী হয় না। তারপর এদেশের জমিতে ঢ্যাড়সের ফলন যে প্রকার তাহাতে উহার চাষ দ্বারাও কৃষক লাভবান হইবে কিনা তাহাতেও সন্দেহ আছে। সুতরাং এই প্রসঙ্গে আমরা আখের চাষের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে চাই। পাটের জমির যে অংশে আখ জন্মিতে পারে তাহাতে উহার চাষ হইতে পারে। ভারত সরকারের কৃষিগবেষণা সমিতির তরফ হইতে 'ইণ্ডিয়ান ফার্ম্মার' নামক যে মাসিক পত্র প্রকাশিত হয় তাহার জানুয়ারী মাসের সংখ্যায় বোম্বাই প্রদেশে আখের চাষ সম্বন্ধে মিঃ ভি ভি গ্যাডগিল কর্ত্তৃক লিখিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে দেখা যায় যে উক্ত প্রদেশের কোপেরগাও নামক স্থানের সরকারী কৃষিক্ষেত্রে কোয়েম্বাটুর ৪১৯ নামক এক শ্রেণীর আখ উৎপন্ন হইয়াছে যাহার ফলন প্রতি একর জমিতে ৭৭.৬ টন এবং যাহা হইতে ১৯৯২০ পাউণ্ড—অর্থাৎ প্রায় আড়াই শত মণ গুড় পাওয়া গিয়াছে। সাধারণ কৃষকের পক্ষে সরকারী কৃষিক্ষেত্রের ন্যায় উন্নত প্রণালীতে আখের চাষ করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু কোপেরগাও কৃষিক্ষেত্রে অনুসৃত চাষপ্রণালী আংশিকভাবে অনুকরণ করিয়া বাঙ্গলায় প্রতি একর জমিতে যদি উহার অর্দ্ধেক পরিমাণ আখও উৎপন্ন করা যায় এবং উহা হইতে যদি সোয়াশত মণ গুড় হয় তাহা হইলে পাটের চাষ অপেক্ষা আখের চাষ চতুর্গুণ অধিক লাভজনক হইবে। বাঙ্গলা সরকার যদি সত্য সত্যই পাটের জমির পরিমাণ এক-তৃতীয়াংশে পরিণত করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তাঁহারা কোপেরগাও কৃষিক্ষেত্রের সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য জানিয়া তাহা বাঙ্গলার কৃষকদের মধ্যে প্রচারিত করিতে পারেন।

বিদেশী তুলার উপর আমদানী শুল্ক

সম্প্রতি পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদে বিদেশাগত তুলার উপর অন্ততঃ তিন বৎসরের জন্য অত্যুচ্চ হারে আমদানী শুল্ক ধার্য্য করার জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া সকল দলের সমর্থনে এক প্রস্তাব পাশ হইয়াছে। পাঞ্জাবের অন্যতম মন্ত্রী স্যার ছটুরাম এই প্রস্তাবের সমর্থনে বলিয়াছেন—যুদ্ধের দরুণ বহুবিধ কৃষিপণ্যের মূল্য হ্রাস পাইয়াছে এবং বৈদেশিক তুলার আমদানী কমিয়া গেলে হয়ত উহার আংশিক প্রতিকার হইতে পারে। যুদ্ধের ফলে ভারতীয় তুলা রপ্তানী হ্রাস হওয়ায় পশ্চিম ভারতের কৃষক সম্প্রদায় যে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু আমেরিকা ও মিশরজাত তুলার উপর আমদানী শুল্ক স্থাপন করিলেই কি অবস্থার উন্নতি হইবে? ভারতবর্ষ হইতে যে তুলা বিদেশে রপ্তানী হয় তাহার প্রায় সমস্তই ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত। অপর পক্ষে বিদেশ হইতে যে তুলা ভারতে আমদানী হয় তাহার প্রায় পনর আনাই দীর্ঘ আঁশযুক্ত। প্রকৃত পক্ষে এই দুই শ্রেণীর তুলার মধ্যে কোন প্রতিযোগিতা নাই। বিদেশী তুলার আমদানী হ্রাসের ফলে ভারতবর্ষজাত ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত তুলার কাট্‌তি বিশেষ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়াও মনে করিবার হেতু নাই। ভারত সরকার এই প্রস্তাব মত বিদেশী তুলার উপর অত্যুচ্চ হারে শুল্ক ধার্য্য করিলে পাঞ্জাব এবং বেরার প্রমুখ স্থানের মুষ্টিমেয় কৃষকসম্প্রদায় (যাহারা দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা উৎপাদন করিয়া থাকে) উপকৃত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহাতে সমষ্টিগতভাবে ভারতের লক্ষ লক্ষ তুলাচাষীর কি কল্যাণ হইবে তাহা আমাদের ধারণার অতীত। আমদানী শুল্কের পরিবর্ত্তে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় তুলা রপ্তানীর জন্য সরকারী আর্থিক সাহায্যের (Export subsidy) প্রস্তাব করিলেও পাঞ্জাব পরিষদের সদস্যগণ জনমতের সমর্থন লাভ করিতেন।

বাঙ্গলা এবং আরও ২।১টী প্রদেশের কাপড়ের কলসমূহ প্রধানতঃ মিহি বস্ত্রাদি উৎপন্ন করিয়া থাকে এবং বর্ত্তমান অবস্থায় বিদেশী তুলার উপর উচ্চহারে আমদানী শুল্ক ধার্য্য হইলে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের পক্ষে রাতারাতি দেশীয় তুলা ব্যবহার করার প্রথা অবলম্বন করা সম্ভব নহে। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করার আর একটী ফল জাপানী এবং বিলাতী বস্ত্রের আমদানী বৃদ্ধি। পাঞ্জাব পরিষদের প্রস্তাব কার্য্যকরী হইলে দেশীয় মিলসমূহে স্বভাবতঃই মিহি বস্ত্রাদির উৎপাদন হ্রাস পাইবে এবং ইহার ফলে ইংলণ্ড—বিশেষতঃ জাপান হইতে এই শ্রেণীর বস্ত্রাদির আমদানী বৃদ্ধি পাইবে।

দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা উৎপাদনে যে লাভ আছে তাহা নিরক্ষর চাষীও বুঝিতে পারিয়াছে। এই ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়ার জন্য বিদেশী তুলার উপর আমদানীশুল্ক স্থাপন করা সন্তোষজনক পন্থা নয়। প্রচারকার্য্য, বীজ বিতরণ এবং গবেষণাই ইহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়।

বাঙ্গলায় সমবায় আন্দোলন

সম্প্রতি বাঙ্গলার সমবায় বিভাগের গত ১৯৩৮-৩৯ সালের বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। গত ১৯৩০ সালের মন্দার

সময় হইতে এ প্রদেশের সমবায় আন্দোলনের সমক্ষে একটা বিপর্য্যয়ের সূচনা দেখা যায়। একদিকে লোকের আর্থিক দুরবস্থা ও অপরদিকে সমবায় বিভাগ পরিচালনায় নানারূপ আভ্যন্তরীণ গলদ—এই দুই কারণে গত কতিপয় বৎসর দেশে নূতন সমবায় সমিতির সংখ্যা মোটেই কিছু বৃদ্ধি পায় নাই। নানারূপ ত্রুটী বিচ্যুতি প্রকাশ পাওয়ায় পুরাতন সমিতিগুলির মধ্যে কিছু সংখ্যক সমিতির কাজও একেবারেই বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছে। কিছুকাল যাবৎ সমবায় বিভাগের বার্ষিক রিপোর্টে আমরা সেই সকল নিরুৎ-সাহ-ব্যঞ্জক কাহিনীই পাঠ করিয়া আসিতেছিলাম। এতদিন পরে—১৯৩৮-৩৯ সালের রিপোর্টে সেদিক দিয়া কিছু উন্নতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে—তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে বাঙ্গলায় সর্ব্বশ্রেণীর সমবায় সমিতির মোট সংখ্যা ছিল ২৯ হাজার ২৫৬টি। আলোচ্য বৎসরে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া মোট ৩০ হাজার ৭০৭টি দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর সমবায় সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৮ লক্ষ ৬৮ হাজার ৫৪০ জন। এবৎসর সেই সংখ্যা ৯ লক্ষ ৮৭ হাজার ৪২০ জন পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। সমবায় সমিতিগুলির কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণও সামান্য পরিমাণে বাড়িয়াছে। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে মোট কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ ছিল ১৯ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা। ১৯৩৮-৩৯ সালে তাহা ২০ কোটি ২১ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। চাষাবাদের প্রয়োজনে টাকা কর্জ্জ গ্রহণের সুবিধা নষ্ট হওয়ায় কিছুকাল যাবৎ বাঙ্গলার কৃষকেরা বেশীরকম দুর্দ্দশা ভোগ করিয়া আসিতেছে। সেই দুর্দ্দশার প্রতি-কারের জন্য বাঙ্গলার সমবায়বিভাগ আলোচ্য বৎসরে একটু তৎপরতা দেখাইয়াছেন। ফসলের জামীনে কৃষকদিগকে সময়োচিত ঋণ প্রদানের জন্য এবৎসর ৬ হাজার ২৫১টি নূতন সমিতি গঠন করা হইয়াছে। সমবায় প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক ২০ লক্ষ টাকা কর্জ্জ দিয়া এই সমিতিগুলির কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন। ঐ টাকার মধ্যে ১৩॥০ লক্ষ টাকাই গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সাময়িক ঋণ স্বরূপে পাওয়া গিয়াছে। ফসলের জামীনে ঋণ প্রদানের জন্য ৬ হাজার ২৫১টি নূতন সমিতি গঠিত হওয়ার ফলেই এবার বাঙ্গলায় সমবায় সমিতির মোট সংখ্যা উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। নূতন সমিতি গঠন করিয়া সরকার প্রদত্ত ঋণের সাহায্যে যেভাবে কৃষকদিগকে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে দেশের মারাত্মক কৃষিঋণ সমস্যা সমাধানকল্পে গবর্ণমেণ্টের সাময়িক চেষ্টা যত্নের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু উহাকে সমবায় আন্দোলনের প্রকৃত উন্নতির নিদর্শন বলিয়া মনে করা কঠিন। দেশের সমবায় সমিতিগুলির সুপরি-চালনার ব্যবস্থা করিয়া উহাদের মারফতে দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করাই বর্ত্তমানে সমবায় আন্দোলনের একটা বড় লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। নতুবা কৃষকদের মনস্তুষ্টির জন্য সরকারী তহবিল হইতে অর্থ বিলাইয়া কৃষিঋণ সমস্যার স্থায়ী প্রতিকার কিংবা সমবায় আন্দোলনের স্থায়ী অগ্রগতি কোনটাই সাধিত হইবে বলিয়া মনে করা যায় না।

এলুমিনিয়াম শিল্পে বিদেশী

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন শিল্পের স্বার্থ সম্পর্কে ভারত সরকার যে প্রকার উদাসীনতা দেখাইতেছেন তাহাতে যুদ্ধের পরেও ভারতীয় এলুমিনিয়াম শিল্পকে সংরক্ষণ শুল্কের সুবিধা দেওয়া হইবে বলিয়া সংবাদ জানিতে পারিয়া আমাদের মনে একটু খটকা লাগিয়াছিল। আমাদের মনে হইয়াছিল যে এই ব্যাপারের পেছনে কোন ইউরোপীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে। সম্প্রতি এই বিষয়ে আমাদের সন্দেহ ভঞ্জন হইল। এক্ষণে জানা গিয়াছে যে একটী বিশিষ্ট বৃটীশ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান উত্তর ত্রিবাঙ্কুরের অলওয়ে নামক স্থানে ৫০ বিঘা জমির উপর একটী বৃহদাকার এলুমিনিয়াম কারখানা স্থাপন করিতেছেন। ত্রিবাঙ্কুর গবর্ণমেণ্টের বিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্র হইতে এই কারখানায় বিদ্যুৎ সরবরাহ হইবে এবং মধ্যভারত হইতে কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় বক্সাইট সরবরাহ হইবে।

ভারতবর্ষের নানাস্থানে এলুমিনিয়াম তৈয়ারের উপযোগী বক্সাইট নামক মিশ্রিত ধাতু প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এদেশে মজুরও সুলভ। বিদ্যুৎশক্তির সুবিধাও বহু স্থানে রহিয়াছে। উহা সত্ত্বেও ভারতবাসীর তরফ হইতে এলুমিনিয়াম প্রস্তুতের জন্য কোন আন্তরিক চেষ্টা হয় নাই। মাত্র গত ১৯৩৭ সালে সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান নির্ম্মল কুমার জৈন এণ্ড কোম্পানীর উদ্যোগে এলুমিনিয়াম কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ নামক একটি কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উহারা শেয়ার বিক্রয় করিয়া ১০ লক্ষ টাকার মত মূলধন সংগ্রহ করতঃ আসানসোলের নিকটে অনূপনগর নামক স্থানে একটী এলুমিনিয়ামের কারখানা স্থাপনের জন্যও তোড়জোড় আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই কারখানায় বৎসরে ৩ হাজার টন ওজনের এলুমিনিয়াম প্রস্তুত হইবে—এরূপও একটা সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু ইদানীং আর এই কারখানা সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য শুনা যাইতেছে না। প্রকাশ যে কারখানার পরিচালকগণ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও বিশেষজ্ঞ সংগ্রহ করিতে সমর্থ না হওয়াতে কারখানার কাজ আরম্ভ করিতে পারিতেছেন না।

বর্ত্তমানে এই শিল্পে বিদেশীগণ প্রবেশ লাভ করিল। উহার ফলে দেশের লোকের পক্ষে ভবিষ্যতে কোন দিন এই শিল্পে আত্মনিয়োগ করিয়া তাহাতে সাফল্যলাভ করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিল।

কলিকাতা পোর্টট্রাষ্টের চেয়ারম্যান্

ভারতবর্ষের পোর্টট্রাষ্ট বা বন্দরকমিটিসমূহে ইউরোপীয় বণিক্-সম্প্রদায়ের আধিপত্য সর্ব্বজনবিদিত। বর্ত্তমান গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রধান প্রধান পোর্টট্রাষ্টগুলিতে ইউরোপীয় সদস্যের সংখ্যা ভারতীয়দের তুলনায় অনেক বেশী। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, করাচী, ও চট্টগ্রাম এই পাঁচটি মেজর বা প্রথম শ্রেণীর পোর্টট্রাষ্টের মোট কমি-শনার বা সভ্যসংখ্যা ৮৩। তন্মধ্যে মাত্র ২৯ জন ভারতীয় এবং বাকী ৫৪ জনই ইউরোপীয়। পরিচালক কমিটিতে সংখ্যাধিক্য ব্যতীত পোর্টট্রাষ্টের সভাপতি, সেক্রেটারী, চীফ্ এঞ্জিনিয়ার, একাউণ্টেণ্ট এবং অন্যান্য মোটা মাহিনার পদগুলিও দীর্ঘকাল যাবৎ ইউরোপীয়গণ অলঙ্কৃত করিয়া আসিতেছেন। গঠন তন্ত্র পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক পোর্টট্রাষ্টে ভারতীয় সদস্যগণের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং চেয়ারম্যান্ ও অন্যান্য দায়িত্ব-পূর্ণ পদে ভারতীয় নিয়োগের জন্য দেশীয় সংবাদপত্র এবং বণিকসভা-সমূহ কিছুদিন যাবৎ আন্দোলন করিয়া আসিতেছেন এবং এই সম্পর্কে ভারতীয়দের ন্যায্য দাবীর প্রতি ভারতসরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। কিন্তু ভারতসরকার এ পর্য্যন্ত এই সমস্ত আবেদন নিবেদনে কর্ণপাত করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। আমরা সম্প্রতি অবগত হইলাম যে কলিকাতা পোর্টট্রাষ্টের বর্ত্তমান চেয়ারম্যান স্যার টমাস এলডার্টনের কার্য্যকাল শীঘ্রই শেষ হইবে। দীর্ঘকাল আন্দোলনের পর স্যার টমাস এলডার্টনের পরবর্ত্তী চেয়ারম্যানরূপে একজন ভারতীয় নিয়োগ করার জন্য দাবী করা যাইতে পারে। ভারতীয় বণিকসভাসমূহ এই সম্পর্কে যান বাহন বিভাগের ভার প্রাপ্ত সদস্যের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারেন। আশা করি কলিকাতা পোর্টট্রাষ্টের ইউরোপীয় সদস্যগণও আমাদের এই প্রস্তাবে সহানুভূতি প্রদর্শন করিবেন।

বাঙ্গলায় আসন্ন দুর্ভিক্ষ

বর্ত্তমান বৎসরে একদিকে পাট ও অন্যান্য কৃষিজাত পণ্যের মূল্য হ্রাস হেতু জনসাধারণের অর্থাভাব এবং অন্যদিকে চা'ল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে এবার বাঙ্গলায় এক মারাত্মক রকম দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যাভাব আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বব্যাপী মন্দার ফলে গত ১৯২৯ সাল হইতে বাঙ্গলায় যে অর্থাভাব উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে জনসাধারণ এত বিব্রত হয় নাই। উহার কারণ এই যে অর্থাভাবের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যও বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান বৎসরে পাটের ও অন্যান্য কৃষিজাত পণ্যদ্রব্যের মূল্যহ্রাস হেতু জনসাধারণের চূড়ান্তরূপ অর্থাভাব এবং যুদ্ধ, অজন্মা ইত্যাদি কারণে চা'ল, লবণ, কেরোসিন ইত্যাদি অপরিহার্য্য দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি—এই উভয়ই এক সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। যখন লোকের হাতে টাকার পরিমাণ কমিয়া যায় সেই সময়ে তাহাদিগকে যদি দেড় কি দুইগুণ মূল্য দিয়া জীবনধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ক্রয় করিতে হয় তাহা হইলে তাহাদের যে কি প্রকার দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

বাঙ্গলা দেশের প্রধান সম্পদ পাট এবং উহার মারফতেই এই প্রদেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ অর্থাগম হইয়া থাকে। কিন্তু এবার পাটের মারফতে বাঙ্গলা দেশের অধিবাসীদের হাতে গত বৎসরের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ অপেক্ষা বেশী টাকা আসে নাই। গত বৎসর বাঙ্গলায় ৮০ লক্ষ বেল—অর্থাৎ ৪ কোটী মণের মত পাট জন্মিয়াছিল এবং জুলাই মাসে পাট আমদানী হইবার পর ডিসেম্বর মাসের মধ্যে কৃষক এই পাটের প্রায় ষোলআনা গড়পড়তা আট টাকা মূল্যে বিক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সুতরাং পাটের মারফতে গত বৎসর এই সময়ের মধ্যে বাঙ্গলা দেশে ৩২ কোটী টাকার মত আমদানী হইয়াছিল। এবার বাঙ্গলায় ১ কোটী বেল—অর্থাৎ ৫ কোটী মণের মত পাট উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু এবার ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত এই পাটের মধ্যে ২॥০ কোটী মণের বেশী পাট বিক্রয় হয় নাই এবং এজন্য কৃষক গড়পড়তায় প্রতি মণে ৪ টাকার অধিক মূল্য পায় নাই। কাজেই গত বৎসর ৩২ কোটী টাকার পরিবর্ত্তে এবার পাটের মারফতে বাঙ্গলায় মাত্র ১০ কোটী টাকার অর্থাগম হইয়াছে। গত বৎসরের তুলনায় এবার সরিষা, তুলা, চামড়া প্রভৃতি জিনিষের মূল্যও কম এবং এই সব দফাতেও এবার বাঙ্গলায় অপেক্ষাকৃত কম টাকা আমদানী হইয়াছে। কাজেই এবার বাঙ্গলায় টাকার কি প্রকার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে এবং কৃষক ও কৃষকের উপর নির্ভরশীল ভূম্যধিকারী, মহাজন, ব্যবসায়ী, আইনজীবি, চিকিৎসক, কুটীর শিল্পী, মজুর, জেলে, গোয়ালা, সূত্রধর প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তির কি প্রকার বিপদ উপস্থিত হইয়াছে তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে টাকার অভাবের সঙ্গে সঙ্গে যদি পণ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাস পায় তাহা হইলে এই অভাব তত মারাত্মক হয় না। চা'লের মণ ৬ টাকা থাকার সময়ে যে পরিবারের মাসে অপরিহার্য্য হিসাবে ৫০ টাকা ব্যয় হয় চা'লের মণ কমিয়া ৩ টাকা হইলে সেই পরিবার মাসে ৩০ টাকায় ব্যয় সঙ্কুলান করিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে টাকার হিসাবে আয়ের পরিমাণ কমিয়া গেলেও তাহা তত মারাত্মক হয় না। কিন্তু একটা পরিবারের মাসিক আয় যদি ৫০ টাকা হইতে কমিয়া ২৫ টাকায় পরিণত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে উহাকে যদি জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য্য চা'ল, লবণ, কেরোসিন ইত্যাদি জিনিষ দেড় কি দুই গুণ অধিক মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয় তাহা হইলে উহার পক্ষে অনশনে মৃত্যু ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। বাঙ্গলা দেশে বর্ত্তমানে এই ধরণেরই একটা অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। এবার বাঙ্গলার সমষ্টিগত আয়ের পরিমাণ কমিয়া প্রায় একতৃতীয়াংশে পর্য্যবসিত হইয়াছে—অথচ বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য চা'লের মূল্য ইতিমধ্যেই অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে উহা আরও বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। গত বৎসরের তুলনায় এবার লবণ, কেরোসিন প্রভৃতি জিনিষের মূল্য যে প্রকার বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার কথা এখানে উল্লেখ নাই করিলাম।

এখানে চা'লের মূল্য বৃদ্ধির আশঙ্কা সম্বন্ধে একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতেছি। বাঙ্গলা দেশে যে চা'ল উৎপন্ন হয় তাহা দ্বারা বাঙ্গলার অধিবাসীদের সারা বৎসরের খোরাকী চলে না। এজন্য প্রত্যেক বৎসর ব্রহ্মদেশ হইতে বাঙ্গলা দেশকে বিস্তর পরিমাণ চা'ল আমদানী করিতে হয়। এবার বাঙ্গলা দেশে গত বৎসরের তুলনায় অনেক কম ধান্য উৎপন্ন হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মদেশ হইতে বাঙ্গলায় চা'ল আমদানীর পক্ষে নানাবিধ ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়াছে। সরকারী বরাদ্দ অনুসারে গত বৎসর বাঙ্গলায় ১৭ লক্ষ ৫৮ হাজার টন চা'ল প্রস্তুতের উপযোগী আউস ধান্য উৎপন্ন হইয়াছিল—কিন্তু এবার ১৫ লক্ষ ২৫ হাজার টন চা'ল উৎপাদনের উপযোগী আউস ধান্য উৎপন্ন হইয়াছে। আমন ধান্যের হিসাবে দেখা যায় যে গত বৎসর বাঙ্গলায় উৎপন্ন আমন ধান্য হইতে ৬৩ লক্ষ ৬২ হাজার টন চা'ল উৎপন্ন হইয়াছিল—কিন্তু এবার আমন ধান্য হইতে ৪৯লক্ষ ২৫হাজার টন মাত্র চা'ল উৎপন্ন হইবে। ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গলা, মাদ্রাজ ও বিহারেই সবচেয়ে অধিক জমিতে ধান্যের চাষ হইয়া থাকে। এবার বাঙ্গলার ন্যায় মাদ্রাজ ও বিহারেও কম পরিমাণ ধান্য উৎপন্ন হইয়াছে। অবশ্য এবার ব্রহ্মদেশ হইতে গত বৎসরের তুলনায় কিছু অধিক পরিমাণ চা'ল বিদেশে রপ্তানী হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষে কম পরিমাণ ধান্য উৎপন্ন হইয়াছে দেখিয়া ব্রহ্মদেশের গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান ইংরাজী বৎসরের প্রথম হইতে ব্রহ্মদেশ হইতে রপ্তানীকৃত চা'লের উপর একটা শুল্ক ধার্য্য করিয়াছেন। বর্ত্তমান বৎসরে যুদ্ধের জন্য মালয়, সিংহল, জাভা প্রভৃতি দেশে উৎপন্ন রবার ও অন্যান্য কতিপয় জিনিষের উল্লেখযোগ্যরূপ মূল্য বৃদ্ধি হেতু ঐ সব দেশের অধিবাসীগণ অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে চা'ল ব্যবহার করিবে—এরূপ মনে করা যাইতেছে। এদিকে জাপান ও ফরমোজা দ্বীপ চা'লের ব্যাপারে স্বাবলম্বী নহে বলিয়া এই দুই দেশ ব্রহ্মদেশ হইতে বেশী পরিমাণে চা'ল ক্রয় করিবে বলিয়া আশঙ্কা আছে। উহা অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে পূর্ব্ব এসিয়ায় বর্ত্তমানে যুদ্ধ বিস্তৃতির যে আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে এবং ইতিমধ্যেই শ্যামরাজ্য যে ভাবে যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িয়াছে তাহাতে পূর্ব্ব এশিয়ার সকল দেশই পর্য্যাপ্ত পরিমাণ চা'ল মজুদ করিবার জন্য ব্রহ্মদেশের চা'লের বাজারে প্রবল প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিবে। এই সব ব্যাপার হইতে মনে হইতেছে যে ব্রহ্মদেশ হইতে এবার বাঙ্গলায় চা'ল আমদানী খুবই বিঘ্নসঙ্কুল হইবে এবং যে চা'ল আমদানী হইবে তাহার মূল্যও দিন দিন চড়িবে। উহার প্রতিক্রিয়ায় বাঙ্গলায় চা'লের মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়া অনিবার্য্য।

আমরা গোড়াতে বলিয়াছি যে বর্ত্তমানে বাঙ্গলায় এক মারাত্মক রকম দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যাভাব আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। উপরোক্ত বিবরণ হইতে আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি হইবে। এবার যেরূপ অবস্থা দেখা যাইতেছে তাহাতে দিনমজুর, মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং কৃষকশ্রেণীর বহু ব্যক্তির পক্ষে দু'মুঠা অন্নের সংস্থান করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিবে। অবশ্য বাঙ্গলায় পাটের জমির পরিমাণ কমাইয়া যদি একতৃতীয়াংশে পরিণত করা হয় তাহা হইলে আগামীতে এই প্রদেশে ধানের জমির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যরূপে বর্দ্ধিত হইবে। কিন্তু আশু ধান্য গৃহস্থের হাতে আসিতে আরও অন্ততঃ ৫ মাস বাকী আছে। আমন ধান্য জন্মিতে আরও ১০ মাস সময় লাগিবে। এই সময়ের মধ্যে বাঙ্গলার অধিবাসীগণকে জীবনধারণ করিতে যে কি প্রকার বেগ পাইতে হইবে তাহা ভাবিয়া আমরা শিহরিয়া উঠিতেছি।

পল্লী সংগঠনের সমস্যা

বাঙ্গলা দেশে ৮৬ হাজার ৬১৮টী পল্লীগ্রাম রহিয়াছে এবং বাঙ্গলার ৫ কোটী ১ লক্ষ ১৪ হাজার অধিবাসীর মধ্যে ৪ কোটী ৬৪ লক্ষ ২৯ হাজার লোকই পল্লীগ্রামে বাস করিয়া থাকে। উহা ১৯৩১ সালের মাথা গুণতির হিসাব। ঐ সময়ের পরে দশ বৎসর-কাল অতিবাহিত হইয়াছে এবং উহার মধ্যে পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীর সংখ্যা নিশ্চয়ই আরও অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সমস্ত অধিবাসীর মধ্যে পণর আনা লোকই অজ্ঞ, নিরক্ষর, এবং চূড়ান্তরূপ দারিদ্র্য-ভারে ক্লিষ্ট। উহাদের মধ্যে অনেকেই সারা বৎসর দু'বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগে উহারা ইতর প্রাণীর মত বিনা চিকিৎসায় অকালে প্রাণত্যাগ করে। অধিকাংশ পল্লীই জঙ্গলাকীর্ণ এবং কচুরীপানা, মশা মাছি প্রভৃতিতে পূর্ণ দুর্গন্ধময় জলা ডোবা ও পুকুরে ভর্ত্তি। গ্রামে রাস্তা ঘাট নাই বলিলেই চলে। জনসাধারণ যে শ্রেণীর আবাসগৃহে দিন কাটায় তাহা গরু ঘোড়া রাখিবারও উপযুক্ত নয়। অনেক গ্রামে বিদ্যালয় রহিয়াছে বটে—কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তির পক্ষেই স্কুলের বেতন এবং পুস্তকের মূল্য দিবার সামর্থ্য নাই বলিয়া উহারা ছেলে-পিলেকে স্কুলে পাঠাইতে সমর্থ নহে। গ্রামে চোর গুণ্ডা প্রভৃতির উপদ্রব এত বেশী যে সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিবার পর অনেকের পক্ষেই রাত্রে নিদ্রা যাইবার উপায় নাই। অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও দারিদ্র্যের ফলস্বরূপ গ্রামে দলাদলী, পরচর্চ্চা, পরনিন্দা প্রভৃতির প্রাবল্যও খুব বেশী। জনসাধারণের সামান্য যে একটু অবসর থাকে তাহাতে চিত্তবিনোদনেরও কোন ব্যবস্থা নাই। মোটের উপর পল্লী অঞ্চল বর্ত্তমানে যে অবস্থায় পৌছিয়াছে তাহা মানুষের বাসের উপযুক্ত নয়।

৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গলার পল্লী অঞ্চলের এরূপ দুরবস্থা ছিল না। তখন গ্রামের জনসাধারণের এত অভাব অনটন ছিল না। যাহারা একটু সমৃদ্ধ ছিলেন তাঁহারা তখন গ্রামেই বাস করিতেন। উহাদের বাড়ীতে বারমাসে তের পার্ব্বন লাগিয়া থাকিত। পুত্র কন্যার বিবাহে উহারা বিবিধ প্রকার আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করিতেন। উহাদের এই সব কাজে বহু লোকের জীবিকা সংস্থানের উপায় হইত এবং গ্রামবাসী মধ্যে মধ্যে একটু আমোদ প্রমোদের সন্ধান পাইত। কিন্তু আজ আর সেই দিন নাই। ম্যালেরিয়া প্রভৃতির প্রাবল্য এব চোর ডাকাতের উপদ্রবের ফলে বর্ত্তমানে প্রায় প্রত্যেক গ্রামেরই সম্পন্ন ব্যক্তিগণ গ্রাম ছাড়িয়া সহরে পলায়ন করিয়াছেন। উহার ফলে উহাদের দ্বারা প্রতিপালিত বহু ব্যক্তিই যে জীবিকা সংস্থানের উপায় হইতে বঞ্চিত হইয়াছে এরূপ নহে— এজন্য গ্রামে সর্ব্বপ্রকার আনন্দ উৎসব বিলুপ্ত হইয়াছে এবং গ্রামবাসী উহাদের সাহচর্য্যে উচ্চতর চিন্তা ও উচ্চতর আদর্শ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গলার প্রতি-পল্লীতে গভীর রাত্র পর্য্যন্ত বাউল, জারী, কীর্ত্তন প্রভৃতি গানের আনন্দ উৎসব চলিত। কিন্তু এক্ষণে সন্ধ্যার পরে কোন গ্রামে প্রবেশ করিলে উহাতে কোন জনমানব আছে কিনা তাহার সাড়া পাওয়া যায় না। দারিদ্র্য, রোগ ও বিবিধ প্রকার অশান্তির নিষ্পেষণে বাঙ্গলার পৌণে পাচ কোটী অধিবাসী আজ জীবন্মৃত। অথচ কৃষি, কুটীর শিল্প, পশুপালন ইত্যাদির মারফতে বাঙ্গলার ধন সম্পদ উৎপাদনের গুরুদায়িত্ব উহাদের হস্তেই ন্যস্ত রহিয়াছে।

বাঙ্গলা দেশকে রক্ষা করিতে হইলে এই পল্লীবাসীদের রক্ষার জন্যই অগ্রে ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাঙ্গলা দেশে পল্লী সংগঠন ও পল্লী উন্নয়নের জন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। কিন্তু এই বিরাট ও ব্যয়বহুল কাজে হাত দেওয়া ব্যক্তিবিশেষ—তিনি যতই প্রভাব প্রতিপত্তিশালী হউন না কেন--তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। কাজেই এই ব্যাপারে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা ছাড়া তিনি আর কিছু করিয়া যাইতে পারেন নাই। উহা দেশের রাজশক্তির কাজ এবং রাজশক্তি ভিন্ন আর কেহ সাফল্যের সহিত এই কাজ পরিচালনা করিতে সমর্থ নহেন। কিন্তু বাঙ্গলা সরকার এই ব্যাপারে কি করিতেছেন? দুই বৎসরেরও অধিককাল পূর্ব্বে তাঁহারা পল্লী সংগঠনের জন্য একজন ডিরেক্টর নিয়োগ করিয়াছিলেন। দেশবাসী উহাতে মনে করিয়াছিলেন যে পল্লী অঞ্চলের প্রতিনিধি স্থানীয় বাঙ্গলা সরকার বুঝি তাঁহাদের একটী প্রধান কর্ত্তব্যে অবহিত হইলেন। কিন্তু এই দুই বৎসরের মধ্যে পল্লী উন্নয়ন ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের পরিকল্পনা কি, কতদিনের মধ্যে এই পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করা গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়, এই পরিকল্পনায় গবর্ণমেণ্টের মোটমাট কত টাকা ব্যয় হইবে এবং এজন্য বৎসরে কত টাকা করিয়া তাঁহারা ব্যয় করিতে চাহেন তাহা আজ পর্য্যন্ত দেশবাসী জানিতে পারে নাই। কয়েক দিন পূর্ব্বে বাঙ্গলা সরকারের পল্লী উন্নয়ন বিভাগের বর্ত্তমান ডিরেক্টর মিঃ ইশাক কলিকাতার সমস্ত বিশিষ্ট সাংবাদিককে তাঁহার আফিসে আহ্বান করিয়া এই ব্যাপারে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। এই সম্মেলনে আমরা তাঁহাকে একথা জানাই যে পল্লী উন্নয়নের মত মহান কাজে দলগত ও সম্প্রদায়গত সমস্ত ভেদ বিভেদ ভুলিয়া, গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিতে সমস্ত সংবাদপত্রই রাজী আছে। কিন্তু এই ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মপন্থা কি এবং এজন্য গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজনানুরূপ অর্থব্যয়ে সম্মত আছেন কিনা তাহা পূর্ব্বে জানা দরকার। একথা ঠিক যে পল্লীবাসীর আত্মশক্তিতে অনাস্থা এবং পরস্পরের মধ্যে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিবার অনিচ্ছাহেতু পল্লী সংস্কারের অনেক কাজে বাধা পড়িতেছে। সংবাদপত্রসমূহ ক্রমাগত প্রচারকার্য্য চালাইলে পল্লীবাসীর আত্মসম্বিৎ জাগিতে পারে এবং জঙ্গল ও জলাডোবা পরিষ্কার, রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ, চোর ডাকাতের উপদ্রব নিবারণ ইত্যাদি কাজের দায়িত্ব উহারা নিজেরাই গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু এই ব্যাপারে নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা চাই, বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ও উপদেশ চাই এবং প্রাথমিক মূলধন হিসাবে গবর্ণমেণ্টের অর্থানুকূল্য চাই। যাহারা দারিদ্র্য, রোগ ইত্যাদির ফলে মুমূর্ষু হইয়া পড়িয়াছে, আত্মশক্তিতে যাহাদের কিছুমাত্র আস্থা নাই এবং মাত্র সমবেত চেষ্টা ও পরিশ্রম দ্বারা যাহাদের বহুপ্রকার সমস্যার সমাধানের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নাই তাহাদিগকে কেবল আশার বাণী শুনাইলে এবং স্বাবলম্বী হইবার জন্য উপদেশ দিলে কি লাভ হইবে?

(৯৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভারতে বিদেশী বীমা কোম্পানীর প্রভাব

জীবন বীমার ব্যবসায়ে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহ কি প্রকার দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া বিদেশী বীমা কোম্পানীকে প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে হঠাইয়া দিতেছে তৎসম্বন্ধে গত সপ্তাহে আমরা আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু জীবনবীমা ব্যবসায়ে ভারতীয় কোম্পানীসমূহ সাফল্যের পথে বহুদূর অগ্রসর হইলেও ভারতীয় বীমাক্ষেত্রে বিদেশী বীমা কোম্পানীসমূহ এখনও বিপুল পরিমাণ ব্যবসা চালাইতেছে এবং এজন্য প্রত্যেক বৎসর ভারতবাসীর সঞ্চিত বহু অর্থ প্রিমিয়াম হিসাবে বিদেশী বীমা কোম্পানীর হস্তগত হইতেছে। গত ১৯৩৮ সালে ভারতবর্ষে দেশী বিদেশী সমস্ত বীমা কোম্পানীর মারফতে যে ৫১.৭ কোটী টাকার নূতন জীবনবীমার পলিসি প্রদত্ত হয় তাহার মধ্যে ৮.৪ কোটী টাকার পলিসি বিদেশী জীবনবীমা কোম্পানীর মারফতে প্রদত্ত হইয়াছিল এবং উহার বাবদ বিদেশী জীবন বীমা কোম্পানীসমূহের প্রিমিয়াম হিসাবে আয়ের পরিমাণ বৎসরে ৪৩ লক্ষ টাকা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সরকারী রিপোর্টে দেখা যায় যে ১৯৩৮ সালের শেষে ভারতবর্ষস্থিত বিদেশী জীবনবীমা কোম্পানীগুলিতে মোট চলতি বীমার পরিমাণ ছিল ৯৪ কোটী টাকা এবং উহার প্রিমিয়াম হিসাবে উক্ত বৎসরে বিদেশী বীমা কোম্পানীসমূহ ৫.১ কোটী টাকা পাইয়াছিল। অধিকন্তু এই বৎসরের শেষে ভারতবর্ষে জীবনবীমা ব্যবসায়ে রত বিদেশী বীমা কোম্পানীসমূহের হাতে ৪৪½ কোটী টাকা সঞ্চিত ছিল। এই টাকার অধিকাংশই যে জীবনবীমা ব্যবসায়ের জন্য বীমা তহবিল হিসাবে সঞ্চিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। উহা হইতে ভারতবর্ষের কি পরিমাণ টাকা জীবনবীমার মারফতে বিদেশীর হস্তগত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

জীবনবীমা ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর বীমা—যথা অগ্নিবীমা, জাহাজ বীমা, দুর্ঘটনা বীমা প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবসায়ে এখনও ভারতবর্ষে বিদেশী বীমা কোম্পানীসমূহের আধিপত্য রহিয়াছে। গত ১৯৩৮ সালের শেষে ভারতবর্ষে মোট ১৪৩টী বিদেশী বীমা কোম্পানী ব্যবসায়ে রত ছিল। উহার মধ্যে ১২টী কোম্পানী একমাত্র জীবনবীমা ব্যবসায়ে এবং ১৪টী কোম্পানী অন্যান্য শ্রেণীর বীমা ব্যবসায়ের সহিত জীবনবীমা ব্যবসায়ে এবং ১১৭টী কোম্পানী একমাত্র অগ্নিবীমা, জাহাজবীমা প্রভৃতি বিবিধ শ্রেণীর ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল। কাজেই ঐ বৎসরে ভারতবর্ষে জীবনবীমা ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর বীমা ব্যবসায়ে লিপ্ত বিদেশী কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ১৩১টী। পক্ষান্তরে ঐ বৎসরে জীবনবীমা ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর বীমা ব্যবসায়ে রত ভারতীয় বীমা কোম্পানীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৫টী। সরকারী রিপোর্টে দেখা যায় যে গত ১৯৩৮ সালে ভারতবর্ষে ব্যবসারত দেশী বিদেশী সমস্ত বীমা কোম্পানী অগ্নিবীমার প্রিমিয়াম বাবদ ১ কোটী ৩৮ লক্ষ টাকা, জাহাজবীমার প্রিমিয়াম বাবদ ৫২ লক্ষ টাকা এবং দুর্ঘটনা ও অন্যান্য শ্রেণীর বীমার প্রিমিয়াম বাবদ ৯২ লক্ষ টাকা—মোট ২ কোটী ৮২ লক্ষ টাকা পাইয়াছিল। উহার মধ্যে উক্ত তিন শ্রেণীর বীমার প্রিমিয়াম বাবদ ভারতীয় কোম্পানীসমূহের আয় হইয়াছিল যথাক্রমে ৪৩ লক্ষ, ১২ লক্ষ ও ৩৪ লক্ষ—মোট ৮৯ লক্ষ টাকা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে জীবনবীমা ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর বীমার ব্যবসায়ে ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর প্রিমিয়াম হিসাবে যে টাকা পাওয়া যাইতেছে তাহার দুই তৃতীয়াংশ অপেক্ষাও বেশী পরিমাণ টাকা এখনও বিদেশী বীমা কোম্পানীর হস্তগত হইতেছে এবং ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহকে এক তৃতীয়াংশ অপেক্ষাও কম টাকা পাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইতেছে। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে গত ১৯৩৮ সালে ভারতবর্ষস্থিত বিদেশী বীমা কোম্পানীসমূহ জীবনবীমা ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর বীমা ব্যবসায়ের প্রিমিয়াম হিসাবে যে ১ কোটী ৯২ লক্ষ টাকা আদায় করিয়াছিল তাহার মধ্যে ইংলণ্ডস্থিত বীমা কোম্পানীসমূহের ভাগেই পড়িয়াছিল ১ কোটী ৩৪ লক্ষ টাকা এবং বাকী টাকা কানাডা, হংকং, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, আমেরিকার যুক্তরাজ্য, জাপান, জাভা প্রভৃতি দেশের বীমা কোম্পানীসমূহ হস্তগত করিয়াছিল। এই হিসাব হইতে একথা বলা যাইতে পারে যে ভারতবর্ষে জীবনবীমা ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর বীমার ব্যবসায়ে বর্ত্তমানে বৃটীশ বীমা কোম্পানীসমূহই আধিপত্য করিতেছে।

ভারতবর্ষে জীবনবীমা ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণীর বীমা ব্যবসায়ে বিদেশী বীমা কোম্পানীসমূহের আধিপত্যের কতকগুলি কারণ রহিয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে জাহাজযোগে যে মালপত্র বিদেশে রপ্তানী হয় তাহার প্রায় ষোলআনা বিদেশী জাহাজসমূহ বহন করিয়া থাকে এবং উহার ফলে এই সব মালপত্র বিদেশী বীমা কোম্পানীতে বীমা করা হইয়া থাকে। দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন গুদামে যে মালপত্র মজুদ থাকে তাহার জন্য বিদেশী বীমা কোম্পানীসমূহে অগ্নিবীমা না করিলে বিদেশী ব্যাঙ্কসমূহ উহার জামীনে টাকা ধার দিতে রাজী হয় না। এজন্য বহু ভারতীয় অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাদের মালপত্রের জন্য বিদেশী বীমা কোম্পানীতে অগ্নিবীমা করিতে বাধ্য হয়। ভারতবর্ষে যে সমস্ত মোটরযান রহিয়াছে তাহার একটা উল্লেখযোগ্য অংশের মালিক বিদেশী বা বিদেশী কোম্পানী। উহারা কখনও উহাদের মোটরযান দেশী বীমা কোম্পানীতে বীমা করে না। কোন বিদেশী যদি ভারতীয় কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে মালপত্র ক্রয় করে তাহা হইলে প্রথমেই এরূপ সর্ত্ত দিয়া থাকে যে ঐ মালপত্র জাহাজে ভর্ত্তি করার পর উহার জন্য বিদেশী কোম্পানীতে বীমা করিতে হইবে। ভারতবর্ষের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, জাহাজী ব্যবসা ইত্যাদির একটা খুব মোটা অংশ বিদেশীর করতলগত বলিয়াই জীবনবীমা ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণীর ব্যবসায়ে বিদেশী বীমা কোম্পানীসমূহ আজ এরূপ আধিপত্য করিতে সমর্থ হইতেছে। যতদিন পর্য্যন্ত ভারতীয় জাহাজ ভারতবর্ষ হইতে দেশ বিদেশে মালপত্র লইয়া যাতায়াত করিতে সমর্থ না হইবে, ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহ ভারতবাসীর ব্যবসা বাণিজ্যে প্রয়োজনীয় সাকুল্য অর্থ সরবরাহ করিতে না পারিবে এবং ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যে ভারতবাসী উহার যথাযোগ্য স্থান দখল করিতে সমর্থ না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত অগ্নিবীমা, জাহাজ বীমা, দুর্ঘটনা বীমা ইত্যাদি বিবিধ শ্রেণীর বীমার ব্যবসায়ে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবার উপায় নাই।

কিন্তু এই ব্যাপারে ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ীদেরও একটা কর্ত্তব্য রহিয়াছে। এদেশের বীমা কোম্পানীসমূহ এখন পর্য্যন্ত জীবন-

বীমার ব্যবসায়েই উহাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছে। ভারতবর্ষে ভারতবাসীর পরিচালিত ২১৭টী বীমা কোম্পানীর মধ্যে মাত্র ৩৫টি বীমা কোম্পানী জীবনবীমা ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর বীমা ব্যবসায় পরিচালনা করিয়া থাকে। অথচ দেশের অভ্যন্তরে অগ্নিবীমা, মোটর বীমা, বিশ্বস্ততার জামীন বীমা ইত্যাদি বহু প্রকার বীমা ব্যবসায়ের প্রসারের বিপুল ও অনধিকৃত ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। এদেশে গোমড়ক বীমা, ফসলহানী বীমা, বেকার বীমা প্রভৃতি বহু-প্রকার বীমার আজ পর্য্যন্ত কোন সূত্রপাতই হয় নাই বলা চলে। ভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহ যদি একমাত্র জীবনবীমার ব্যবসায়ে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত না রাখিয়া অন্যান্য শ্রেণীর বীমা ব্যবসায়ে উহাদের চেষ্টা নিয়োজিত করে তাহা হইলে এই দিক দিয়াও অদূর ভবিষ্যতে একটা বড় রকম ব্যবসা জমিয়া উঠিতে পারে। এদেশে বর্ত্তমানে জীবন বীমা ছাড়া অন্যান্য বহুপ্রকার বীমার যে বিপুল ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে ভারতীয় কোম্পানীসমূহ সময় থাকিতে তাহা অধিকার করিবার জন্য যদি কোন চেষ্টা না করে তাহা হইলে ক্রমে উহা যে বিদেশীর করতলগত হইবে তাহা একপ্রকার নিশ্চিতভাবেই বলা যাইতে পারে।

অদ্য ২৭শে ও আগামীকল্য ২৮শে জানুয়ারী নয়াদিল্লীতে শ্রমিক সম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইবে। এই সম্মেলনে বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধিগণ যোগদান করিবেন। বাঙ্গলা গবর্ণমেন্টের পক্ষে শ্রম মন্ত্রী মিঃ এইচ, এস, সুরাবর্দ্দী, শ্রম বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ এস, কে কৃপালনী আই,সি, এস, লেবার কমিশনার মিঃ ডব্লিউ, এ এস, লিউইস, আই সি, এস, এবং পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী খাজা সাবুদ্দিন, এম, এল, এ, উক্ত সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

(পল্লী সংগঠনের সমস্যা)

মিঃ ইশাক অল্পদিন হইল তাঁহার এই নূতন কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই অল্পদিনের মধ্যে তিনি যে তাঁহার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব প্রতিপালনে আন্তরিক মনোভাব পোষণ করেন তাঁহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। রায় বাহাদুর দেবেন্দ্র চন্দ্র মিত্রের ন্যায় একজন সর্ব্বথা যোগ্যব্যক্তিকে সহকারী হিসাবে পাওয়াতে তাঁহার কাজের পক্ষে খুব সুবিধাও হইয়াছে। কাজেই বন্ধুভাবে তাঁহাকে আমরা ২।১টী কথা বলিতে চাই। বাঙ্গলার প্রায় ৮৭ হাজার পল্লীগ্রামের বর্ত্তমানে যে দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে তাহা মাত্র প্রচারকার্য্যের দ্বারা অথবা ১০।২০ হাজার টাকা অর্থব্যয়ের দ্বারা দূর করা সম্ভবপর নহে। এই সমস্যা অত্যন্ত ব্যাপক এবং ব্যাপক ও দীর্ঘকালব্যাপী কর্ম্মপন্থা দ্বারাই উহার মীমাংসা হওয়া সম্ভবপর। এজন্য বহু অর্থ-ব্যয় প্রয়োজন। বাঙ্গলা সরকার এত অর্থব্যয়ে সমর্থ নহেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যদি দেশের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদের সহিত পরামর্শ করিয়া এই সম্পর্কে একটী ১৫ বা ২০ বৎসর ব্যাপী ব্যাপক কর্ম্মপন্থা স্থির করেন এবং উহার জন্য অপরিহার্য্য হিসাবে বৎসর বৎসর যে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন তাহা প্রদান করিতে তিনি যদি গবর্ণমেণ্টকে রাজী করাইতে পারেন তাহা হইলে বাকী অর্থ দেশবাসী প্রদান করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিবে না। এই বিষয়ে সরকারী কার্য্যক্রম কি হওয়া উচিত তাহা এক কথায় বলা সম্ভবপর নহে। প্রয়োজন বোধ করিলে আমরা তাঁহার সমক্ষে একাধিক কার্য্যক্রম উপস্থিত করিতে পারি। কিন্তু এই সম্পর্কে সময় ও শ্রম ব্যয় করিবার এবং দেশবাসীকে উৎসাহান্বিত করিবার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট যে পল্লী উন্নয়নের ব্যাপারে আন্তরিকতাসম্পন্ন তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করা আবশ্যক। নচেৎ মাত্র প্রচারকার্য্য দ্বারা কোন সুফল হইবে না এবং পল্লী উন্নয়নের নামে বর্ত্তমানে যে অর্থব্যয় হইতেছে তাহাও জনসাধারণের কষ্টার্জ্জিত অর্থের অপচয় বলিয়া গণ্য হইবে। আশা করি আমরা যে প্রকার মনোভাব লইয়া এই সব কথা বলিলাম মিঃ ইশাক তাঁহার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

যুক্তরাষ্ট্রে চটের ব্যবহার

গত জানুয়ারী ও ডিসেম্বর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৬৫ কোটি ৩০ লক্ষ গজ চট ব্যবহৃত হইয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসর উপরোক্ত দুই মাসে চট ব্যবহৃত হইয়াছিল ৭১ কোটি ২০ লক্ষ গজ।

ভারতের চলচ্চিত্র সম্পর্কে পরামর্শদাতা বোর্ড

মিঃ আলেকজান্দার শ ভারতের চলচ্চিত্র শিল্প সম্পর্কে উপদেষ্টা নিযুক্ত হইয়াছেন—পূর্ব্বেই সে সংবাদ আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি চলচ্চিত্র প্রস্তুত, চিত্রের মূল্য নির্দ্ধারণ ও প্রচারকার্য্যের সহায়তা করা এবং ছায়াচিত্র সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দানের জন্য নিম্নলিখিত সদস্যগণকে নিয়া একটী বোর্ডও গঠিত হইয়াছে :—মিঃ জে, বি, ওয়াদিয়া (ওয়াদিয়া মুভিটোন, বোম্বাই) চেয়ারম্যান, মিঃ সি, বি, নিউবেরী (টুয়েণ্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফিল্ম কর্পোরেশন, বোম্বাই) ভাইস চেয়ারম্যান, মিঃ এইচ, ডব্লিউ, স্মিথ (টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া, বোম্বাই) সরকারী প্রতিনিধি, মিঃ এম, বি, বিলিমোরিয়া (এম, বি, বিলিমোরিয়া কোং, বোম্বাই); রায় বাহাদুর চুনীলাল (বোম্বে টকিজ, বোম্বাই), মিঃ হরিশচন্দ্র (মোসন্ পিকচার্স, দিল্লী), মিঃ বি, চিমনলাল দেশাই (ন্যাশানাল ষ্টুডিও, বোম্বাই), খান বাহাদুর জি, এ, দোসানী (দোসানী ফিল্ম, কলিকাতা), মিঃ এম্, এ ফজলভাই (ফটোফোন্ ইকুইপমেণ্ট, বোম্বাই), মিঃ কাপুরচাঁদ মেহতা (কাপুরচাঁদ লিঃ বোম্বাই), মিঃ জগৎনারায়ণ (জগৎ টকিজ, দিল্লী), মিঃ এল্ দালসুক পাঞ্চোলী (লাহোর), মিঃ বি, কে পাই (ফেমাস পিকচার্স বোম্বাই), মিঃ জি, এফ রিয়ারডন (বৃটিশ ডিষ্ট্রীবিউটার্স, কলিকাতা), মিঃ এ, বোল্যাণ্ড জোনস্ (মেট্রো, বোম্বাই), মিঃ এম, টি, রাজন (মাদ্রাজ), মিঃ ভি শান্তারাম (প্রভাত ফিল্ম, পুনা), মিঃ এ, এ, ওয়াল্টার (ওয়ার্ণার ব্রাদার্স) এবং ভারত সরকারের ফিল্ম উপদেষ্টা মিঃ আলেকজান্দার শ'। বোম্বাইয়ে এই নবগঠিত বোর্ডের প্রধান কার্য্যালয় স্থাপিত হইবে। প্রয়োজন হইলে বোর্ড আরও নূতন সদস্য গ্রহণ করিতে পারিবেন।

ভারতীয় কাগজ শিল্প

গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতীয় কাগজের কলসমূহে কাগজের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর এই উৎপাদনের পরিমাণ যে স্থলে ১০ লক্ষ ৭৬ হাজার হন্দর ছিল আলোচ্য বৎসর সে স্থলে উহা ১১ লক্ষ ৮৪ হাজার হন্দর দাঁড়াইয়াছে। নরোওয়ে ও সুইডেন প্রভৃতি দেশ হইতে কাগজের আমদানী ব্যাহত হইবার ফলে বর্ত্তমানে বিদেশী প্রতিযোগিতা হইতে ভারতীয় কাগজশিল্প অনেকটা রক্ষা পাইয়াছে। তবে কাগজের মূল্যের সহিত কাগজ প্রস্তুতের উপাদানসমূহেরও মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ভারতীয় কাগজ শিল্পের সম্মুখে বর্ত্তমানে যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে। আলোচ্য বৎসর ভারতবর্ষে মোট ১৩টি কাগজের কলে কাজ হয়। ঐ সকল কলসমূহে ব্যবহারের জন্য ২২ লক্ষ টাকা মূল্যের ২ লক্ষ ৩৪ হাজার হন্দর কাষ্ঠ মণ্ড আমদানী হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর উহার মূল্য এবং পরিমাণ যথাক্রমে ২৬ লক্ষ টাকা এবং ২ লক্ষ ৭৭ হাজার হন্দর ছিল। আলোচ্য বৎসর নরোওয়ে ও সুইডেন হইতে মোট ১ লক্ষ ৫২ হাজার হন্দর এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে ৭১ হাজার হন্দর কাষ্ঠ মণ্ড আমদানী হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর উক্ত দেশসমূহ হইতে যথাক্রমে ১ লক্ষ ৪০ হাজার হন্দর এবং ১ লক্ষ ২১ হাজার হন্দর মণ্ড আমদানী হইয়াছিল। অবশিষ্টাংশ ফিনল্যাণ্ড হইতে আমদানী হয়। আলোচ্য বৎসর কাগজ ও পেষ্ট বোর্ডের আমদানীর পরিমাণ পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের ৩১ লক্ষ হন্দর হইতে হ্রাস পাইয়া ২৭ লক্ষ ৯৯ হাজার হন্দর দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু কাগজের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়াতে উহার মূল্যের পরিমাণ ৩ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা হইতে ৩ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এলুমিনিয়াম শিল্প

এলুমিনিয়াম শিল্পের প্রধান উপাদান বক্সাইট। সমগ্র পৃথিবীতে প্রতি বৎসর যে পরিমাণ বক্সাইটের জোগান পাওয়া যায় তাহার মধ্যে শতকরা ১৭ ভাগ বক্সাইট ফ্রান্সে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফ্রান্স, জার্ম্মানী, ইটালী, হাঙ্গেরী ও জুগোশ্লোভিয়ায় পৃথিবীর মোট উৎপন্ন বক্সাইটের প্রায় অর্দ্ধেক পাওয়া যায়। বক্সাইটের প্রধান উৎপাদন ক্ষেত্র বর্ত্তমানে জার্ম্মানীর আয়ত্তাধীন হওয়ায় এই দেশের পক্ষে সমরোপকরণ নির্ম্মাণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। ব্রিটেন বিমানপোত ইত্যাদি নির্ম্মাণের জন্য ক্যানাডা হইতে এলুমিনিয়ামের জোগান পাইয়া থাকে। ভারতবর্ষের মধ্যভারতে কাটনীর নিকটে, বোম্বাই প্রদেশে বেলগ্রামের নিকটে, কোলাপুর রাজ্যে এবং বিহার প্রদেশে লোহারডাগার নিকট এলুমিনিয়মের প্রধান উপাদান বক্সাইটের উৎপাদন ক্ষেত্র অবস্থিত। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে বক্সাইটের ব্যবহার কম বলিয়া উহার প্রতি টন মাত্র ৪ টাকায় বিক্রয় হয়। ইংলণ্ডে বক্সাইটের দর প্রতিটন ৩০ টাকা। বিভিন্ন কারখানায় বক্সাইটের চাহিদা বেশী বলিয়া ইংলণ্ডে উহার দাম এত বেশী।

ভারতীয় কলে দেশীয় তুলার ব্যবহার

গত সেপ্টেম্বর হইতে গত নবেম্বর পর্য্যন্ত ৩ মাসে ভারতবর্ষের কাপড়ের কলসমূহে মোট ৮ লক্ষ ৩১ হাজার ৫১২ (৪০০ পাউণ্ডে বেল) বেল দেশীয় তুলা ব্যবহৃত হইয়াছে। গত ১৯৩৯ সালের উপরোক্ত ৩ মাসে ভারতবর্ষের কাপড়ের কলসমূহে মোট ৭ লক্ষ ৪৮ হাজার ২৯২ বেল পরিমাণ দেশীয় সূতা ব্যবহৃত হইয়াছিল।

ভারতে তুলার চাষ

গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে মোট ২ কোটি ৪ লক্ষ ৭৩ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত ৪৩ লক্ষ ৭৮ হাজার গাঁইট তূলা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। সম্প্রতি ১৯৪০-৪১ সালের তূলা চাষ সম্পর্কে যে তৃতীয় পূর্ব্বাভাস প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ঐ বৎসরে সমগ্র ভারতে মোট ২ কোটী ১৯ লক্ষ ৮২ হাজার একর জমিতে তূলার চাষ হইয়াছে এবং তাহার ফলে শেষ পর্য্যন্ত ৫২ লক্ষ ৬৪ হাজার গাঁইট তূলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালে কোন প্রদেশে ও কোন দেশীয়রাজ্যে কি পরিমাণ জমিতে তূলার চাষ হইয়াছে এবং শেষ পর্য্যন্ত কি পরিমাণ তূলা উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে তৎসম্পর্কিত বরাদ্দ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

প্রদেশ বা দেশীয়রাজ্য	আবাদী জমি (একর)	ফসলের পরিমাণ (গাঁইট)
বোম্বাই	৫৫,৫১,০০০	১০,৫৬,০০০
মধ্য প্রদেশ	২৪,৩৯,০০০	৭,৮৯,০০০
পাঞ্জাব	৩৩,৪৭,০০০	১৩,০৮,০০০
মাদ্রাজ	১৮,৭৪,০০০	৪,১০,০০০
সিন্ধু	৯,৩৫,০০০	৩,৭৫,০০০
যুক্তপ্রদেশ	৪,১১,০০০	১,৫০,০০০
বাঙ্গলা	১,০৮,০০০	৩৭,০০০
আসাম	৪০,০০০	১৬,০০০
বিহার	৪০,০০০	৮,০০০
আজমীড়	৩১,০০০	১১,০০০
উঃপঃ সীমান্ত	১৮,০০০	৪,০০০
উড়িষ্যা	৮,০০০	১,০০০
দিল্লী	১,০০০	৪০০
হায়দরাবাদ	৩২,৬৫,০০০	৫,৩৭,০০০
মধ্যভারত	১০,৭৫,০০০	১,৬৪,০০০
বরোদা	৮,১১,০০০	১,৯৯,০০০
গোলিয়র	৫,১৬,০০০	৮১,০০০
রাজপুতনা	৪,২৬,০০০	৯৮,০০০
মহীশূর	৮৬,০০০	১৩,০০০

বরোদা রাজ্যের শিল্পোন্নতি

বরোদা রাজ্যের গবর্ণমেণ্ট ঐ রাজ্যের শিল্পোন্নতি সম্বন্ধে বর্ত্তমানে উল্লেখযোগ্য কার্য্যতৎপরতা দেখাইতেছেন। সম্প্রতি ঐ রাজ্যে দুইটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট বিশেষভাবে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। মেসার্স নরীম্যান নাটওয়ারলাল এণ্ড কোং বরোদা এসবেসটস্ এণ্ড পেণ্ট ওয়ার্কস লিঃ নামে একটি কোম্পানী প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট ঐ কোম্পানীর শতকরা ২০ ভাগ শেয়ার ক্রয় করিবেন। মিঃ মহম্মদনবী কাম্পওয়ালা একটি বিস্কুটের কারখানা স্থাপনে ব্রতী হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এই কোম্পানীওর শতকরা ২০ ভাগ শেয়ার ক্রয় করিবেন। কোম্পানী দুইটী স্থাপিত হইলে গবর্ণমেণ্ট উহাদের পরিচালকবোর্ডে একজন পরিচালক নিয়োগ করিবেন।

পাঞ্জাবে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয় সম্পর্কে রিপোর্ট

শিয়ালকোট, লুধিয়ানা, রোটক, লাহোর এবং মুলতান পাঞ্জাবের এই পাঁচটী প্রধান সহরে ১৯৩৯ সালে যুদ্ধের ফলে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয় কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে তৎসম্পর্কে অনুসন্ধান পূর্ব্বক পাঞ্জাব প্রাদেশিক আর্থিক তদন্ত কমিটী সম্প্রতি এক রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত রিপোর্টে প্রকাশ যে ১৯৩৮ সালের তুলনায় ১৯৩৯ সালে উল্লিখিত পাঁচটী সহরে জীবনযাত্রার ব্যয় ৪ হইতে ১৬ ভাগ বৃদ্ধি হইয়াছে। জানুয়ারী হইতে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত ব্যয়ের মাণ ২ হইতে ১০ ভাগ উন্নীত হইয়াছে; কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৪ মাস মধ্যে ইহা ১৯৩৮ সালের তুলনায় ৯ হইতে ২৫ ভাগ পর্য্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে।

মালয়ে বাধ্যতামূলক স্বর্ণ বিক্রয়

স্বর্ণ এবং স্বর্ণমুদ্রা সরকার নির্দ্দিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয় করিয়া দিবার জন্য মালয় গবর্ণমেণ্ট এক আদেশ জারী করিয়াছেন। অর্থবিভাগের সেক্রেটারী স্বর্ণের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন। এই আদেশ পালন না করিলে দেশরক্ষা আইনের বিধান মত শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

বোম্বাইয়ে চেকের আদান প্রদান

১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে বোম্বাই সহরে বোম্বে ব্যাঙ্কার্স ক্লিয়ারিং হাউসের মারফত কত টাকার কত সংখ্যক চেক্ আদান-প্রদান হইয়াছে নিম্নে তাহার একটী তালিকা দেওয়া হইল :—

	চেকের সংখ্যা	মোট টাকার পরিমাণ	গড়পরতা প্রতিজনের টাকার পরিমাণ
১৯৩৯	৫২,৮৭,৯৬৪	৮৩৭,২২,১১,৯২৬৲	১৫৮৩৲
১৯৪০	৫৫,৭৯,৬০৯	৮২৮,৭০,৩৩,৫৪২	১৪৮৫

ইংলণ্ডের বাইসিকেল রপ্তানী

ইংলণ্ড হইতে ১৯৪১ সালে মোট ১২½ লক্ষ বাইসিকেল রপ্তানী হইবে বলিয়া বাইসিকেল শিল্পের রপ্তানীসঙ্ঘ এক পরিকল্পনা করিয়াছেন। ইংলণ্ডের প্রস্তুত বাইসিকেল জাপানে এবং জার্ম্মানীর বাইসিকেলের তুলনায় শতকরা ২৫ ভাগ হাল্কা।

ভারতে ধানের চাষ

গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে মোট ৬ কোটী ৯৬ লক্ষ ৭৫ হাজার একর (সংশোধিত) জমিতে ধানের চাষ হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। সম্প্রতি ১৯৪০-৪১ সালে ধানের চাষ সম্পর্কে যে দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাস প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে এবার মোট ৬ কোটী ৮৯ লক্ষ ০৬ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। এবার কোন প্রদেশে ও কোন দেশীয় রাজ্যে কি পরিমাণ জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে ও শেষ পর্য্যন্ত এবার কোথায় কি পরিমাণ ধান উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে তৎসম্পর্কিত বরাদ্দ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য	আবাদী জমি (একর)	উৎপন্ন ধান (টন)
বাঙ্গলা	২,০৩,১৩,০০০	৬৪,৫০,০০০
মাদ্রাজ	৮৯,২৮,০০০	(বরাদ্দ করা হয় নাই)
বিহার	৯২,৪৫,০০০	২১,৯১,০০০
মধ্যপ্রদেশ	৭৮,৪২,০০০	১৪,৮৬,০০০
যুক্তপ্রদেশ	৭৩,২২,০০০	(বরাদ্দ করা হয় নাই)
আসাম	৪৮,৮১,০০০	১৬,৪০,০০০
উড়িষ্যা	৪৮,৯৫,০০০	১৩,৩৫,০০০
বোম্বাই	২৩,২২,০০০	৯,৭২,০০০
সিন্ধু	১২,৬৬,০০০	৩,৮১,০০০
পাঞ্জাব	৯,৩,০০০	(বরাদ্দ করা হয় নাই)
হায়দরাবাদ	৭,৫৮,০০০	"
বরদা	১,৬৫,০০০	"
ভূপাল	৩৬,০০০	"

মহীশূরে আনারসের চাষ

মহীশূর রাজ্যে প্রতি বৎসর প্রায় ১১ হাজার টাকা মূল্যের পৌনে দুই লক্ষ টন ওজনের আনারস উৎপন্ন হইয়া থকে। বাঙ্গালোর সহরের চতুস্পার্শ্বে এবং মাজনাদ কফিক্ষেত্রের সন্নিকটে আনারসের চাষ হয়। আনারস এবং অন্যান্য ফলের উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিক্রয় সম্পর্কে গবেষণার জন্য মহীশূর সরকার একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন।

বোম্বাই প্রদেশের পশম সম্পদ

বোম্বাইয়ের পশুবিশেষজ্ঞের মতে উক্ত প্রদেশে ১৭ লক্ষ ভেড়া আছে এবং ইহাদের লোম হইতে বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা মূল্যের ১৫ লক্ষ পাউণ্ড পশম পাওয়া যায়।

ইংলণ্ডে মোটর গাড়ীর সংখ্যা হ্রাস

বেসামরিক প্রয়োজনে ইংলণ্ডে মোটরগাড়ী নির্ম্মাণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া বিগত ১৯শে অক্টোবর বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে ইংলণ্ডে ব্যক্তিগত মোটরগাড়ীর লাইসেন্সের সংখ্যা ছিল ২০ লক্ষ। ১৯৪০ সালের অক্টোবর মাসে ইহা হ্রাস পাইয়া মাত্র ১৪ লক্ষে দাড়াইয়াছিল।

যুদ্ধের ফলে ইংলণ্ডে ব্যক্তিগত মোটরগাড়ী রেজিষ্ট্রেসনের সংখ্যা কিরূপ হ্রাস পাইয়াছে নিম্নতালিকায় তাহার বিবরণ দেওয়া হইল :—

	নূতন রেজিষ্ট্রেসন ১৯৩৯	নূতন রেজিষ্ট্রেসন ১৯৪০
জানুয়ারী	২৭,৩২৬	৫,৬৫৭
ফেব্রুয়ারী	২৩,৫০৯	৩,৮৪৯
মার্চ্চ	৩৯,২৬৭	৫,৬১১
এপ্রিল	২৫,৬৪৫	৪,৬৬৮
মে	২৮,২৬৮	৩,৬০৩
জুন	২৬,৫০২	১,৮৯১
জুলাই	২৩,৯৬৭	৩,০৭৪
আগষ্ট	১৬,২৭৮	২০৭৪

ভারতীয় বস্ত্রের রপ্তানী সমস্যা

সম্প্রতি বোম্বাইএ ইণ্ডিয়ান সেণ্টাল কটন কমিটীর অধিবেশনে ভারতীয় বস্ত্রের রপ্তানী বাণিজ্য প্রসারের সহায়তার নিমিত্ত একটী প্রতিষ্ঠান গঠনকরার বিষয় বিবেচিত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, যুদ্ধের জন্য ইউরোপের বাজারে ভারতীয় তুলা ও কাপড়ের রপ্তানী বাণিজ্য বন্ধ হওয়াতে উক্ত কমিটী ইতিপূর্ব্বে ভারতীয় বস্ত্রের রপ্তানী বাণিজ্য প্রসার সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য একটী 'ওয়াইডার মার্কেটস্' সাব কমিটী গঠন করেন। এতৎসম্পর্কে উক্ত সাবকমিটী বিভিন্ন চেম্বারস্ অব্ কমার্স এবং অপরাপর ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মতামত চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল কটন কমিটীর এই অধিবেশনে উক্ত সাবকমিটীর রিপোর্ট বিবেচনার পর এই মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বস্ত্র উৎপাদনকারী এবং বস্ত্র ব্যবসায়ীদের সহযোগীতায় ভারতে উৎপন্ন কার্পাসজাত বস্ত্র, কার্পাস এবং পশমমিশ্রিত কার্পাস বস্ত্রাদির কাটতি বৃদ্ধিকল্পে এবং উহার রপ্তানী বাণিজ্যের প্রসারের উদ্দেশ্যে কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বন করা উচিত। এই প্রসঙ্গে (১) সরবরাহ বিভাগ ও ইণ্ডিয়ান ষ্টোরস বিভাগকে এইরূপ নির্দ্দেশ দিবার অনুরোধ করা হইয়াছে যে লম্বা আঁশযুক্ত তুলাদ্বারা প্রস্তুত বস্ত্রের আমদানী প্রয়োজন ব্যতিরেকে ভারতীয় তুলার কাটতি বৃদ্ধিতে সহায়তা করিতে পারে এরূপ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্ত্রের শ্রেণীবিভাগ করা কর্ত্তব্য এবং তদনুসারে সঙ্গত বিবেচনায় বর্ত্তমান ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করা উচিত। (২) সাম্রাজ্যগত বিভিন্ন ঔপনিবেশক গবর্ণমেণ্টের নিকট এরূপ অনুরোধ করিতে হইবে যে উক্ত দেশসমূহে ভারতীয় বস্ত্রাদি ইংলণ্ডে প্রস্তুত কার্পাস জাত দ্রব্যের আমদানী সম্পর্কে যে সকল সর্ত্ত বলবৎ আছে তদনুরূপ সর্ত্তে আমদানী হইতে পারিবে। (৩) ভারতবর্ষে কার্পাসজাত দ্রব্যাদি, কৃত্রিম রেশমী সূতা ও কৃত্রিম রেশমের বস্ত্রাদির আমদানী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। (৪) একটী কেন্দ্রীয় রপ্তানী প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া বস্ত্রাদি রপ্তানীর পূর্ব্বে উহা ভালভাবে পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা উচিত এবং অন্যান্য দেশে প্রচার কার্য্য চালাইবার নিমিত্ত এবং কার্পাস জাত দ্রব্যাদির রপ্তানী বানিজ্যের সম্ভাবনা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য প্রতিনিধিত্ব প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। (৫) যুদ্ধের প্রয়োজন ব্যতীত ভারতীয় তুলা বিশেষতঃ ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত তুলার রপ্তানী সম্পর্কে জাহাজের ব্যবস্থা করা উচিত। (৬) ভারতবর্ষে বিক্রয়ের জন্য গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বিদেশী তুলা আমদানী বন্ধ করা উচিত। (৭) স্বাভাবিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত তুলা মজুদ করার জন্য গুদামের ব্যবস্থা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের মিলসমূহ এবং ব্যবসায়ীগণকে আর্থিক সাহায্য করা কর্ত্তব্য।

বাঙ্গলায় সরকারী উদ্যান

গত ১৯৩৯-৪০ সালে শিবপুর রয়াল বোটানিকেল গার্ডেন হইতে ৩৫ হাজার ৫২৫টী উদ্ভিদ এবং ৪১৯ পাউণ্ড বীজ ভারতে ও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করা হইয়াছিল। ৪৪৪টী উদ্ভিদ ও ৬,২০০ প্যাকেট বীজ ভারত ও ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বাগানে আসিয়াছিল। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত ২,৮৪৩ প্রকার উদ্ভিদাদি পরীক্ষা করা হইয়াছিল। ফিলিপাইন ও যাভা দ্বীপ হইতে প্রায় কুড়ি প্রকার গুল্ম বাগানে আমদানী করা হইয়াছে। বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষের মিশ্রণে নূতন বৃক্ষ উৎপাদন ব্যাপারে অনেক অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে দার্জ্জিলিংস্থিত বোটানিকেল গার্ডেনটীর প্রসার সাধন করা হইয়াছে। হিমালয় অঞ্চলের অর্থকরী ঔষধি ও নানা জাতীয় উদ্ভিদাদির সমন্বয়ে একটী বাগান তৈয়ার করা হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে লয়েড গার্ডেনে ২৬৩টী নূতন গাছ লাগান হইয়াছে। এবং নূতন বাগানে ৫৬ প্রকার অর্থকরী উদ্ভিদের চারা রোপন করা হইয়াছে।

আয়কর সংশোধন আইন

গত ২৫শে জানুয়ারী হইতে ১৯৩৯ সালের আয়কর সংশোধন আইনের দ্বিতীয় অংশ বলবৎ হইয়াছে এবং ১৯২২ সালের আয়কর আইনের ৫(ক) ধারা অনুযায়ী গঠিত আপীল ট্রিবিউনালের কার্য্যও উপরোক্ত তারিখ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তদনুসারে আয়কর আইনের ৩২ ধারা এবং ৩৩ ধারা অনুসারে আপীলের শুনানী এবং হাইকোর্টে মামলা উত্থাপন সম্পর্কে কমিশনারগণের যে সকল ক্ষমতা ছিল তাহা উক্ত তারিখ হইতে রহিত করা হইয়াছে।

ইংলণ্ড হইতে মোজা রপ্তানী

১৯৩৮ সালে ইংলণ্ড হইতে ৮৩ হাজার ১ শত ১২ পাউণ্ড মূল্যের মোট ২ লক্ষ ৪৯ হাজার ৬ শত ১১ জোড়া রেশমী মোজা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। বিগত ১লা ডিসেম্বর হইতে বৃটীশ গবর্ণমেন্টের আদেশানুসারে ইংলণ্ডের অভ্যন্তরে রেশমী মোজা বিক্রয় নিষিদ্ধ হইয়াছে।

অতিরিক্ত লাভকর আইন

প্রকাশ, অতিরিক্ত লাভকর আইন অনুযায়ী ভারত গবর্ণমেণ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিম্নোক্ত এ্যাকাউণ্ট্যাণ্টগণকে সদস্য লইয়া বোর্ড অব্ রেফারিজ গঠন করিয়াছেন। স্যার এইচ, এইচ বার্ণ (ম্যাকলিয়ড এণ্ড কোং) মিঃ ডব্লিউ, টি, ইয়ডালি, সি-এ, (বর্ম্মা শেল), মিঃ ডাব্লিউ লেইডল সি, এ, (ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জি) মিঃ জি, বসু (জি, বসু এণ্ড কোং) কলিকাতা ; মিঃ ডি, ডি, ব্রুক, (এস, বি. বিল্লীমোরিয়া এণ্ড কোং) বোম্বাই ; মিঃ আর মেন্সিস সি, এ, (বৃটিশইণ্ডিয়া কর্পোরেসন) কানপুর ; মিঃ এইচ ক্রিকটন সি' এ (বেগ সোদারল্যাণ্ড এণ্ড কোং) বিহার ; মিঃ বি, আর পান্ডিয়া (মসন্ত রাম এণ্ড সন্স) মিঃ পি, এস শোধবন (পি, এস, শোধবনম্ এণ্ড কোং) মিঃ এল, জি, হিজম্যান এ, সি, ও, পাঞ্জাব।

শ্রমিক সংক্রান্ত বিল

কেন্দ্রীয় পরিষদের আগামী বাজেট অধিবেশনে শ্রমিকদের জন্য রোগ বীমা, বেতন সহ ছুটি, স্ত্রীশ্রমিকদের জন্য প্রসূতি কল্যাণমূলক আইনের প্রসার, ট্রেড ডিসপিউট এ্যাক্টের সংশোধন ইত্যাদি শ্রমিক সংক্রান্ত বিল উত্থাপনের যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল তাহা স্থগিত রাখা হইয়াছে। এতৎ সম্পর্কে উল্লিখিত হইয়াছে যে অদ্য ২৭শে জানুয়ারী নয়াদিল্লীতে শ্রম বিভাগের মন্ত্রীগণের সম্মেলন হইবে ; সুতরাং আগামী বাজেট অধিবেশনে উক্ত সম্মেলনের সুপারিশ অনুসারে কাজ করিবার পক্ষে গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত সময় পাইবেন না।

কলিকাতায় নলকূপ খননের প্রস্তাব

যদি কখনও বিমান আক্রমনের ফলে কলিকাতায় পরিশোধিত জল সরবরাহে বিঘ্ন ঘটে তাহার প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে বর্ত্তমানে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন। প্রকাশ, গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশক্রমে কলিকাতা কর্পোরেশন এতৎসম্পর্কে একটী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতেছেন। এই পরিকল্পনায় কলিকাতা সহরে ৩৫ হাজার নলকূপ খননের প্রস্তাব করা হইয়াছে। উহাতে প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় পড়িবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

আই, এ এবং আই, এস, সি পরীক্ষা

আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই এ ও আই এস সি পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। উক্ত পরীক্ষা দিবার জন্য প্রায় ১৩ হাজার ৮ শত পরীক্ষার্থী ফি দাখিল করিয়াছে। আগামী প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রায় ৩২ হাজার ছাত্র ছাত্রী পরীক্ষা দিবে।

কানাডায় বীমা ব্যবসায়ে উন্নতি

যুদ্ধের জন্য কানাডার বীমা ব্যবসায়ের উপর কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত হয় নাই বরং জীবন বীমা কোম্পানীসমূহের নূতন কাজের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে। কানাডিয়ান লাইফ ইন্সিওরেন্স অফিসেস এসোসিয়েশনের প্রকাশিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে গত ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪০ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরে কানাডার জীবন বীমাকোম্পানীগুলি মোট ৩৭ কোটি ৫১ লক্ষ ৭০ হাজার ডলারের নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর কোম্পানীসমূহের মোট নূতন কাজের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৩৬ কোটি ৮৭ লক্ষ ২৩ হাজার ডলার। কাজেই দেখা যায় এবার নূতন বীমার পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় প্রায় শতকরা ২ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বেতার যন্ত্রের গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি

গত ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষে মোট ১২ হাজার ৭৩২ সংখ্যক রেডিও লাইসেন্স ইস্যু করা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর এই মাসে উহার সংখ্যা ১০ হাজার ৮৭৩টি ছিল। আলোচ্য মাসে ৪ হাজার ৫১টি নূতন লাইসেন্স দেওয়া হয় এবং ৮ হাজার ৬৮১টি পুরাতন লাইসেন্স পরিবর্ত্তন করা হয়। গত ডিসেম্বর মাসের শেষে বৃটিশ ভারতে মোট ১ লক্ষ ১৯ হাজার ৪১৭টী লাইসেন্স বলবৎ ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর উহার সংখ্যা ছিল ৯২ হাজার ৭৭২টি।

জেলে প্রস্তুত শিল্প দ্রব্য

বাঙ্গলা সরকার বিভিন্ন জেলে প্রস্তুত শিল্প দ্রব্য সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য একটী কমিটি গঠন করেন। মিঃ এ, আর সিদ্দিকী এই কমিটীর চেয়ারম্যান এবং মিঃ জে, এন, সেনগুপ্ত উহার সেক্রেটারী। সম্প্রতি বিভিন্ন জেল পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে উক্ত কমিটী সফরে বাহির হইয়াছেন। কমিটী প্রথমে রাজসাহী জেল পরিদর্শন করিবেন। তৎপর কুমিল্লা, বরিশাল, ময়মনসিংহ এবং বাঁকুড়ার জিলা জেলসমূহ এবং ঢাকা ও মেদিনীপুরের সেণ্ট্রাল জেলসমূহ পরিদর্শন করিবেন। এতদ্ব্যতীত কমিটী বাঙ্গলা দেশের সংশোধনাগার সমূহও পরিদর্শন করিবেন।

উদ্ভিজ্জ রঞ্জনদ্রব্যের ভবিষ্যৎ

ভারতের উদ্ভিজ্জ রঞ্জনদ্রব্যসমূহ সম্পর্কে অনুসন্ধানপূর্ব্বক রিপোর্ট প্রদানের নিমিত্ত বোর্ড অব্ সায়েণ্টেফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল রিসার্চ্চের অধীনে একটি সাব কমিটি গঠিত হইয়াছিল। সম্প্রতি উক্ত কমিটির রিপোর্ট রিসার্চ্চ কমিটি সমীপে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। বৈদেশিক কৃত্রিম রঞ্জনদ্রব্যের পরিবর্ত্তে দেশজ উদ্ভিজ্জ রঞ্জনদ্রব্যাদি ব্যবহার করা যায় কিনা এবিষয়েও অনুসন্ধানের জন্য সাব কমিটির উপর ভারার্পণ করা হইয়াছিল। কৃত্রিম রঞ্জন দ্রব্যের অনুকল্প হিসাবে উদ্ভিজ্জ রঞ্জনদ্রব্য ব্যবহার না করিয়া সাব কমিটি যে সমস্ত শিল্পে অধিক মূল্য বিবেচনায় বৈদেশিক কৃত্রিম রঞ্জন দ্রব্যাদির ব্যবহার চলেনা সেই সমস্ত ক্ষেত্রে উদ্ভিজ্জ রঞ্জনদ্রব্য ব্যবহার করার সুপারিশ করিয়াছেন। এই ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইলে যুদ্ধের পরও দেশীয় উদ্ভিজ্জ রঞ্জনদ্রব্যের কাট্তি হ্রাস পাইবেনা বলিয়া সাব কমিটির অভিমত। পনীর, মিঠাই, চুলের তৈল, মুখে মাখার পাউডার, এবং বিভিন্ন খাদ্য, পানীয় ও প্রসাধন সামগ্রীর রঞ্জনকার্য্যে উদ্ভিজ্জ রঞ্জনদ্রব্য ব্যবহার করা লাভজনক হইতে পারে উক্ত সাব কমিটি এরূপ অভিমতও প্রকাশ করিয়াছেন।

ছোট ও নূতন বীমা প্রতিষ্ঠান

সম্প্রতি ভারত সরকারের এক অতিরিক্ত গেজেটে ভারতীয় বীমা আইন সংশোধন সম্পর্কিত দুইটি বিল প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি বিলে বর্ত্তমান বীমা আইনে গবর্ণমেণ্টের নিকট একটা নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ আমানত রাখিবার যে বিধান আছে মালিকী স্বত্ব বিশিষ্ট ছোট ও নূতন বীমা কোম্পানী সমূহ সম্পর্কে তাহার সংশোধন প্রস্তাব করা হইয়াছে।

এই বিলে উক্ত জীবন বীমা কোম্পানীসমূহের আমানতী কিস্তির টাকার পরিমাণ যুদ্ধাবস্থায় এবং যুদ্ধবিরতির এক বৎসর পর পর্য্যন্ত হ্রাস করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। তবে এই সুবিধা গ্রহণ করিয়া কোম্পানীসমূহ যাহাতে উহাদের পরিচালনা ব্যয় ও দায়ের পরিমান অযথা বৃদ্ধি করিতে না পারে তৎসম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এতৎসম্পর্কে উল্লিখিত হইয়াছে যে এই সকল বীমা কোম্পানীর কাজের পরিমান স্বভাবতঃই কম হইয়া থাকে। তাহার উপর বর্ত্তমানে যুদ্ধের জন্য উহাদের কাজের পরিমাণ হ্রাস পাওয়াতে এবং পলিসি বাতিল হইতে আরম্ভ হওয়াতে উক্ত বীমা কোম্পানীসমূহের পক্ষে নির্দ্দিষ্ট পরিমান আমানত দাখিল করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বাঙ্গলা সরকারের বাজেট

আগামী ৩রা ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হইবে এবং আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী বাঙ্গলা সরকারের আগামী ১৯৪১-৪২ সালের বাজেট বরাদ্দ উত্থাপিত হইবে। ১৯শে ফেব্রুয়ারী হইতে ৪ দিন যাবৎ বাজেটের সাধারণ আলোচনা চলিবে এবং ১০ই মার্চ্চ হইতে ১৫ দিন পর্য্যন্ত বাজেটের বিভিন্ন দফায় ব্যয়মঞ্জুর সম্পর্কে ভোট গ্রহণ করা হইবে। সর্ব্বসমেত প্রায় ৪০ দিন পরিষদের অধিবেশন হইবার সম্ভাবনা। তন্মধ্যে ৩ দিন বেসরকারী প্রস্তাবসমূহের আলোচনার জন্য নিয়োজিত হইবে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী হইতে আরম্ভ হইবে এবং উহা ২৭শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে। ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪১-৪২ সালের বাজেট পেশ করা হইবে এবং ২০শে ২১শে এবং ২৫শে ফেব্রুয়ারী তৎসম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা হইবে।

ইংলণ্ডের চাউল ক্রয় নীতি

আগামী ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে ইংলণ্ডের খাদ্য মন্ত্রী ইংলণ্ডে আমদানীকৃত চাউলের একমাত্র খরিদ্দার হইবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। উক্ত তারিখের পর বেসরকারী কোন ব্যবসায়ীর চাউল আমদানীর জন্য জাহাজ দেওয়া হইবে না। চাউল আমদানী সম্পর্কে জানুয়ারী মাসের জন্য যে সকল জাহাজের চুক্তি হইয়াছে কার্য্যতঃ তাহা ফেব্রুয়ারী মাসে বোঝাই হইতে পারিবে। আগামী ১লা এপ্রিল হইতে আমদানী সম্পর্কিত সমস্ত লাইসেন্স রহিত করা হইবে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাল উক্ত তারিখ পর্য্যন্তও সমুদ্রপথে থাকিলে তাহার আমদানী বিশেষ বিবেচনা সাপেক্ষ হইবে।

বিনা টিকিটে রেলভ্রমণ

বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণকারীদের (টিকেটলেস্ ট্রেভ্‌লার্স বিল) সম্পর্কে ও পণ্যের মার্কা সংক্রান্ত আইন সংশোধন সম্পর্কে গত নবেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে দুইটি বিল উত্থাপিত হয়। ব্যবস্থা পরিষদ ঐ বিল দুইটি সিলেক্ট কমিটি নিয়োগ করেন। আগামী ৪ঠা ও ৫ই ফেব্রুয়ারী নয়া দিল্লীতে উক্ত সিলেক্ট কমিটি দুইটির সভা হইবে।

জাপ গবর্ণমেণ্টের বাজেট

সম্প্রতি জাপানের অর্থসচিব পার্লামেণ্টে (Diet) যে বার্ষিক বাজেট উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে ৪০ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। বাজেট উত্থাপন প্রসঙ্গে অর্থসচিব বলেন যে গত ১৯৪০ সালে জাপানের রপ্তানী বানিজ্য শতকরা ১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু আমদানী বানিজ্য শতকরা ১৯ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে।

ইষ্টার্ণ গ্রুপ কাউন্সিল

প্রকাশ, বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট নৌবিভাগের স্থায়ী সেক্রেটারী স্যার আর্চিবোল্ড কেরাককে ইষ্টার্ণ গ্রুপ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মনোনীত করিয়াছেন।

দেশীয় শ্বেতসার শিল্প

যুদ্ধ বিরতির পর দেশীয় শ্বেতসার শিল্পে উপযুক্ত সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি-দানের অনুরোধ করিয়া ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। কমিটি উল্লেখ করিয়াছেন যে, বিভিন্ন জিনিষ প্রস্তুতে শ্বেতসার একটী অবশ্য প্রয়োজনীয় উপাদান। বস্ত্রশিল্প, কাগজ শিল্প, ঔষধ ও প্রসাধন সামগ্রী প্রস্তুত শিল্পে উহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কেক, বিস্কুট, এবং অন্যান্য মিষ্ট খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতেও উহার ব্যবহার অপরিহার্য্য। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে বিভিন্ন দেশ হইতে ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর ৩ লক্ষ ২০ হাজার হন্দর পরিমিত শ্বেতসার আমদানী হইত। কমিটির বিশ্বাস ভারতবর্ষে শ্বেতসার প্রস্তুতের যে সকল ফ্যাক্টরী আছে এবং বর্ত্তমানে এইরূপ ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠার যে সকল পরিকল্পনা আছে তাহাতে শ্বেতসার সম্পর্কে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে। শ্বেতসার প্রধানতঃ ভুট্টা হইতে প্রস্তুত হয়। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর ২০ লক্ষ টনের উপর ভুট্টা উৎপন্ন হয়। কাঁচা মালের উপযুক্ত সরবরাহ, প্রয়োজনানুরূপ শ্রমশক্তি এবং উৎপন্ন শ্বেতসার বিক্রয় ইত্যাদি কোন বিষয়েই অসুবিধার কোন হেতু নাই। এমতাবস্থায় কমিটির দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, ভারতবর্ষ এবং ব্রহ্মদেশের শ্বেতসার শিল্প উপযুক্তরূপ সরকারী উৎসাহ লাভে সমর্থ হইলে উহা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে এবং শ্বেতসারের চাহিদাও মিটাইতে সক্ষম হইবে।

আফগান সরকারের শিল্প প্রচেষ্টা

প্রকাশ, আফগান সরকার জাতীয় অর্থনীতি বিভাগের মন্ত্রীমণ্ডলীর পরিকল্পিত নূতন শিল্প প্রচেষ্টাসমূহ অনুমোদন করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে প্রায় ৫ বৎসরের মধ্যে আফগানিস্থান উহার প্রয়োজনীয় চিনির শতকরা ৮০ ভাগ এবং প্রয়োজনীয় বস্ত্রের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ সম্পর্কে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে। যুদ্ধের জন্য কলকব্জা আমদানীতে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও উক্ত সরকারের পূর্ব্বতন পরিকল্পনাসমূহের কার্য্য অব্যাহতরূপে চলিতেছে। নূতন পরিকল্পনানুসারে শর্করা ও বস্ত্র শিল্পে আগামী ৫ বৎসরের মধ্যে অধিকতর মূলধন নিয়োগের বিষয় বিবেচিত হইবে। নূতন পরিকল্পনানুসারে আফগানিস্থানে প্রতি বৎসর ১৮ হাজার টন চিনি উৎপন্ন হইবে অনুমান করা হইয়াছে।

জাপানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা

জাপানের মন্ত্রীমণ্ডলী এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে আগামী ১৯৬০ সালের মধ্যে জাপানের জনসংখ্যা ১০ কোটী পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করাই উঁহাদের লক্ষ্য হইবে। বর্ত্তমানে জাপানের জনসংখ্যা উপরোক্ত সংখ্যার তুলনায় ৩ কোটী কম। জনসংখ্যা বৃদ্ধি কল্পে জাপ-গবর্ণমেণ্ট বাল্য বিবাহে উৎসাহ প্রদান করিবেন এবং বৃহৎ পরিবারসমূহকে সরকারী সাহায্য দিবার ব্যবস্থা করিবেন। আগামী ১০ বৎসরে জাপানে বিবাহযোগ্য পুরুষ এবং নারীর বয়স যথাক্রমে ২৫ এবং ২১ বৎসর নির্দ্ধারিত হইবে। ৫টি পুত্রকন্যা আছে এইরূপ পরিবারই জাপানে আদর্শ পরিবার বলিয়া পরিগণিত হইবে। অবিবাহিত পুরুষদিগকে অতিরিক্ত ট্যাক্স দিতে হইবে।

সৈন্যদের জন্য খদ্দরের পোষাক

প্রকাশ, ভারতীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ যুদ্ধরত সৈন্যদের ব্যবহারের জন্য থারাপার জিলার খাদরোস্থ গান্ধী আশ্রম হইতে খাদি, পশমী কম্বল ও হাতে বোনা বস্ত্রাদি ক্রয়ের প্রস্তাব করিয়াছেন। করাচির কণ্ট্রোলার অব সাপ্লাই ও সিন্ধুর মার্কেটিং অফিসার উপরোক্ত জিনিষের গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য শীঘ্রই ঐ অঞ্চলে গমণ করিবেন।

ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট

ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশসমূহ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া তৎসম্পর্কে রিপোর্ট দিবার জন্য একজন স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত করা হইয়াছিল। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী বাজেট অধিবেশনে উক্ত স্পেশাল অফিসারের রিপোর্ট সম্পর্কে বিবেচনা করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত হইবে।

জাপ-ভারত বিমান ডাক

বর্ত্তমানে জাপান ও মাঞ্চুকুতে যে সকল পত্রাদি বিমানডাকে প্রেরিত হয় তাহা সিঙ্গাপুর হইয়া যায়। এবং তৎপর উহা স্থলপথে গন্তব্য স্থানে প্রেরণ করা হয়। ডাক বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, বর্ত্তমানে 'ইষ্ট বাউণ্ড' বৃটিশ ওভারসিজ এয়ারওয়েজ সার্ভিস মারফৎ উপরোক্ত দেশসমূহে প্রেরিত পত্রাদি ব্যাঙ্ককএ প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছে। ব্যাঙ্কক হইতে উহা থাইল্যাণ্ড—জাপান—মাঞ্চুকু বিমান ডাকযোগে সরাসরি গন্তব্যস্থলে প্রেরণ করা হইবে। ইহার ফলে ভারবর্ষ এবং জাপান অথবা মাঞ্চুকুর মধ্যে পত্র প্রেরণের সরাসরি ব্যবস্থা হইবে। এই ব্যবস্থার ফলে প্রায় এক সপ্তাহের মধ্যেই জাপানে পত্র পৌঁছিবে।

ইংলণ্ডের জন্য ভারতীয় চা ক্রয়

ইউনাইটেড প্রেসের সংবাদে প্রকাশ, ইংলণ্ডের খাদ্য বিভাগের মন্ত্রী বর্ত্তমান বৎসরে ভারতবর্ষ হইতে ২২ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড কালো চা ক্রয়ের প্রস্তাব করিয়াছেন। এতৎসম্পর্কে আরও উল্লিখিত হইয়াছে যে ইতিমধ্যেই উক্ত বিভাগ ইংলণ্ডে প্রেরণ এবং সরবরাহ করা সম্পর্কে টী কণ্ট্রোলারের মারফৎ ভারতবর্ষের বিভিন্ন চা বাগানের মালিকগণের নিকট হইতে টেণ্ডার আহ্বান করিয়াছেন।
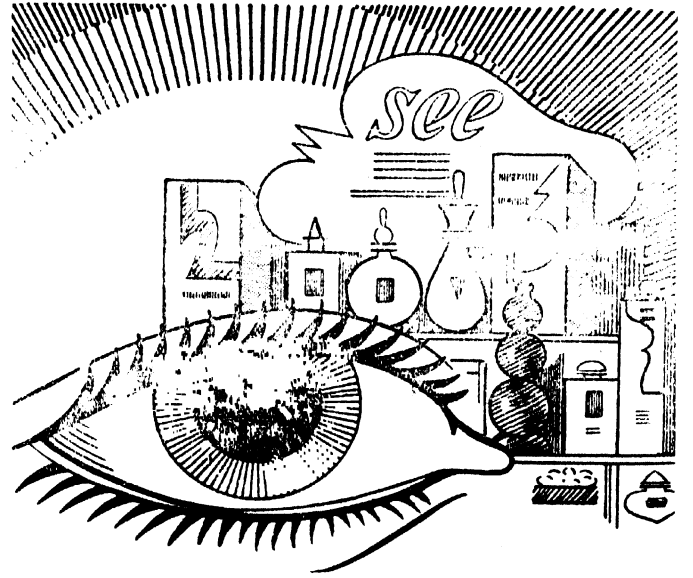
কোম্পানী প্রসঙ্গ

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিমিটেড

গত ২০শে জানুয়ারী চন্দননগরে মহাসমারোহে প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিমিটেডের শাখা উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ এই প্রথম চন্দননগরে একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর শাখা স্থাপনের অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। চন্দননগরের শাসনকর্ত্তা মোঁসিয়ে জে মাস্তুটিয়ার শাখা অফিসটির উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে যে সভা অনুষ্ঠিত হয় বঙ্গীয় শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এস সি মিত্র তাহাতে সভাপতিত্ব করেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কৃষ্ণধন চাটার্জ্জি বক্তৃতা দিতে উঠিয়া বলেন যে উপযুক্ত ব্যাঙ্কের অভাবে এতদিন চন্দননগরের ব্যবসায়ী ও জনসাধারণ বেশী রকম অসুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমানে ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে এখানে প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্কের একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করা হইল। এইরূপ প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে চন্দননগরের অনেক লুপ্ত শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার সুবিধা হইবে বলিয়া মিঃ চাটার্জ্জি আশা করেন। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়, বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্কের পক্ষে ঐরূপ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। তিনি বলেন হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র শিল্প-বাণিজ্যের উপর প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দিতে কখনও ত্রুটি করে নাই। জাতীয় অর্থসমৃদ্ধির বনিয়াদ দৃঢ় করিবার জন্যই প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ আজ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান স্থাপনে অগ্রবর্ত্তী হইয়াছে। মিঃ এস সি মিত্র বক্তৃতা দিতে উঠিয়া বলেন যে, সাধারণের মনে একটা ধারণা আছে যে মহাজনী কারবার পরিচালনাই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের সাধারণ উদ্দেশ্য। কিন্তু উহা আংশিক সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। কারণ শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিসাধনে সাহায্য করাই আধুনিক যুগে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের বড় কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকৃত এবং তাহাতেই উহার প্রকৃত সার্থকতা নির্ভর করিতেছে। সাধারণ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে শিল্পের প্রয়োজনে দীর্ঘ মিয়াদী ঋণ প্রদান করা সম্ভবপর হয় না কিন্তু উহা অল্পকালের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের অর্থ দাদন করিয়া শিল্পের উন্নতি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সহায়তা করিতে পারে। চন্দননগরে এতদিন কোন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান ছিলনা। বর্ত্তমানে এখানে প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্কের একটি শাখা স্থাপিত হওয়াতে এই স্থানের শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতির পক্ষে তাহা খুবই সহায়ক হইবে বলিয়া বক্তা মনে করেন। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সুপরিচালনায় প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্কটী উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন।

দিনাজপুর ব্যাঙ্ক লিঃ

সম্প্রতি দিনাজপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণ দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য ছয় মাসে এই ব্যাঙ্কের নিট লাভ দাঁড়ায় ১৮ হাজার ৮৯৮ টাকা। উহার সহিত পূর্ব্ব ছয় মাসের উদ্বৃত্ত ১৯ হাজার ৪২৭ টাকা যোগ করিয়া কোম্পানীর মোট নিট লাভের পরিমাণ ৩৮ হাজার ৩২৫ টাকা দাঁড়ায়। এই টাকার মধ্যে ৮৪ হাজার ১০৩ টাকা মজুত তহবিলে ন্যস্ত করা হইয়াছে। ১৪ হাজার ৬৬৫ টাকা নিয়োগ করিয়া কোম্পানীর অংশীদারদিগকে শতকরা ৩ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির হইয়াছে। বাকী ১৫ হাজার ৫৫৮ টাকা পরবর্ত্তী হিসাবে জের টানা হইয়াছে।

নববর্ষের দেওয়ালপঞ্জি

আমরা নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে নববর্ষের দেওয়াল পঞ্জী উপহার পাইয়াছি। মেসার্স অক্ষয় কুমার লাহা, বীকন প্রভিডেন্ট ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ, বৃটানিয়া ক্যামিকেল ওয়ার্কস লিঃ, প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিঃ, সাউথ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ, ক্যালকাটা ন্যাশনেল ব্যাঙ্ক লিঃ, প্রিমিয়ার সণ্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ।

বেঙ্গল ক্যামিকেল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ

গত ১৯শে জানুয়ারী চিত্তরঞ্জন এভেনিউস্থিত গবর্ণমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল মিউজিয়মে সাবান ও প্রসাধন দ্রব্যের প্রদর্শনী হলে বেঙ্গল ক্যামিকেল ও ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেডের কর্ত্তৃপক্ষ একটি চায়ের মজলিসে বহু-সংখ্যক নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে আপ্যায়িত করেন। প্রদর্শনী হলে ১৪টি বিভিন্ন ষ্টলে নানাবিধ সাবান, কেশ তৈল, মুখে লাগাইবার ক্রীম, পাউডার ও অন্যান্য প্রসাধন দ্রব্য রাখা হইয়াছে। প্রদর্শিত দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে 'বেঙ্গল ক্যামি-কেলের প্রস্তুত কেশ তৈল, গন্ধদ্রব্য, সাবান এবং ক্যাসকো ও 'হিমানী'র সাবানগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমবেত ব্যক্তিবৃন্দ "বেঙ্গল ক্যামিকেল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটীকেল কোম্পানীর" কর্ত্তৃপক্ষদের আদর আপ্যায়নে পরিতুষ্ট হন।

এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব্ ত্রিপুরা লিঃ

গত ১৩ই জানুয়ারী এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব্ ত্রিপুরার উত্তর লক্ষীমপুর শাখার শুভ উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে যে সভা অনুষ্ঠিত হয় লক্ষীমপুরের সাবডিভিশনাল অফিসার মিঃ এস এন মৈত্র আই সি এস উহাতে সভাপতিত্ব করেন। এই অনুষ্ঠানে অনেক স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও নাগরিক যোগদান করিয়াছিলেন।

ন্যাশনেল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

আমরা অবগত হইলাম ন্যাশনেল ইন্সিওরেন্স কোম্পানী গত ১৯৪০ সালের হিসাবে ১ কোটী ৫৬ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় নানা দিক দিয়া ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের সমক্ষে যে প্রতিকূল অবস্থার সূচনা হইয়াছে তাহতে ন্যাশনেলের এই নূতন কাজের পরিমাণ বেশ সন্তোষজনকই হইয়াছে বলা চলে।

বরোদা ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১৯৪০ সালে পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত ১ লক্ষ ৪০৬ টাকা লইয়া বরোদা ব্যাঙ্ক লিমিটেডের মোট লাভ দাঁড়াইয়াছে ৮ লক্ষ ৫৯ হাজার ৯৯২ টাকা। এই লাভের টাকা হইতে ব্যাঙ্কের পরিচালকবোর্ড এবার ব্যাঙ্কটীর অংশীদার-দিগকে শত করা ১০ টাকা হারে লভ্যাংশ প্রদান করিয়াছেন।

ক্যানারা মিউচুয়াল লাইফ্ এসিওরেন্স কোং লিঃ

বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক ডাঃ বি ঘোষ, পি এইচ ডি সম্প্রতি দক্ষিণ ভারতের ক্যানারা মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীর বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের চীফ্ এজেন্সী গ্রহণ করিয়াছেন।

এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ

সম্প্রতি ৬৬নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতায় এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের একটী নূতন শাখা অফিস স্থাপিত হইয়াছে। অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার এই শাখা আফিসটীর উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। অবসর প্রাপ্ত জজ, কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ পি সি গুহ বক্তৃতা দিতে উঠিয়া এদেশে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন এবং এই প্রসঙ্গে বর্ত্তমান ব্যাঙ্কটীর উন্নতির ইতিহাস বিবৃত করেন। তৎপর অধ্যাপক এম এম বসু, মিঃ কে সি রায় চৌধুরী, এম এল এ ও মিঃ পি সি রায় বক্তৃতা করেন। অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার একটী সময়োচিত বক্তৃতায় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এবং এই প্রসঙ্গে তিনি এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার উন্নত কার্য্যনীতির জন্য উক্ত ব্যাঙ্কের পরিচালকদের কর্ম্মকুশলতার প্রশংসা করেন। মিঃ এস বি দে, এডভোকেট সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বক্তৃতা করিলে পর সভার কার্য্য শেষ হয়।

মত ও পথ

ভারতের রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষার ভবিষ্যৎ

যুদ্ধশেষে বৃটেন ভারত সম্বন্ধে কি করিবে তৎসম্পর্কে বর্ত্তমান মাসের "প্রবাসীতে" সম্পাদকীয় মন্তব্যে লেখা হইয়াছে, বৃটেন ভারতবর্ষের উপর তাহার ক্ষমতা দিতে, এমনকি অল্পভাবী পরিমাণেও ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নহে। বর্ত্তমান যুদ্ধ ঘটিবার আগেও সে প্রস্তুত ছিলনা। এখনও প্রস্তুত না হইবার বা না থাকিবার আরও কারণ ঘটিয়াছে। খবরের কাগজের পাঠকেরা জানেন, বৃটেন যুদ্ধে প্রতিদিন অনেক কোটি টাকা খরচ করিতেছে। এত খরচ সে ধনশালীতার জোরে সে করিতে পারিতেছে তাহার বনিয়াদ ভারতবর্ষ। সে যত খরচ করিতেছে তাহার প্রভূত অংশ ধার করা। আমেরিকা হইতে যে কোটি কোটি টাকার জাহাজ, এরোপ্লেন যুদ্ধাস্ত্র প্রভৃতি লইতেছে, তাহাও ধারে। এই সকল ঋণ শোধ করিতে হইলে তাহাকে স্বদেশে ও বিদেশে বড় বড় কারখানায় রাশি রাশি পণ্য উৎপন্ন করিতে হইবে এবং নিজের জাহাজে করিয়া তাহা লইয়া গিয়া নানা দেশে বিক্রী করিতে হইবে। সেই সকল পণ্য উৎপন্ন করিবার নিমিত্ত কাঁচা মাল চাই। সেই সব কাঁচা মাল সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত এমন সব দেশ চাই যে সব দেশের লোকেরা তাহা হইতে যথেষ্ট পণ্য উৎপন্ন করিতে পারেনা বা করিবার যথেষ্ট সুবিধা ও সুযোগ পায় না। যুদ্ধশেষে বৃটেন স্বশাসনের পথে ভারতবর্ষকে বাস্তবিক অগ্রসর করিয়া দিবেনা, ওয়েষ্টমিনিষ্টার ষ্ট্যাটিউট অনুযায়ী ডোমিনিয়ন মর্য্যাদা ত দিবেইনা। যদি বলেন, বড় একটা কিছু করিবার যে প্রতিশ্রুতি ভারতসচিব ও বড়লাট দিয়াছেন, তদনুসারে কাজ কি হইবেনা? যদি না হয়, তাহা হইলে কি প্রকারে সেই না হওয়াটা ঘটিবে? বড়কর্ত্তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা কতকগুলি সর্ত্তসাপেক্ষ; যেমন ধরুন, তাঁহারা বলিয়াছেন কংগ্রেস ও মুসলীনলীগকে পরস্পরের সহিত বুঝাপড়া করিয়া একটা কিছু ঐক্যমতে খাড়া করিতে হইবে, সাম্প্রদায়িক বিরোধের পরিবর্ত্তে সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব স্থাপন করিতে হইবে; অথচ যে যে অবস্থার সমবায়ে এগুলি ঘটীতে পারে, বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট সেরূপ অবস্থা ঘটাইবার নিমিত্ত কিছু করিতেছেন না, করিবেনওনা; প্রত্যুত ঐ ঐ অবস্থা যাহাতে ঘটীতে না পারে, তদনুরূপ সরকারী আইন ও অন্যান্য ব্যবস্থার অসদ্ভাব নাই। সুতরাং যুদ্ধান্তে বৃটীশ কর্ত্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ সত্যবাদিতার সহিত বলিতে পারিবেন, "আমরা যেরূপ অবস্থায় ভারতবর্ষকে স্বশাসন পথের পথিক হইতে সাহায্য করিব বলিয়াছিলাম, সেরূপ অবস্থা ঘটে নাই; সুতরাং আমরা নাচার"। ইহা বলিয়াই তাঁহারা নিবৃত্ত হইবেন না। ভবিষ্যতে পূর্ণ স্বরাজ পাওয়া দূরে থাক, তাহার অনুকূলে প্রচেষ্টা চালাইবার পথে এমন সকল নূতন এবং 'আইনসঙ্গত' বাধা উদ্ভাবিত হইবে এবং কার্য্যতঃ প্রযুক্ত হইবে, যাহাতে ভারতবর্ষ অনির্দ্দিষ্ট দীর্ঘকালের মধ্যে মাথা তুলিতে না পারে। কেননা, অনির্দ্দিষ্ট দীর্ঘকালের জন্য বৃটেনের ধনশালীতা রক্ষা ও বৃদ্ধি আবশ্যক এবং ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত না রাখিলে তাহা সম্ভবপর নহে।"

ব্যয় সঙ্কোচের প্রয়োজনীয়তা

ভারত সরকারের আগামী বাজেটে ট্যাক্সবৃদ্ধি করা হইবে বলিয়া জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। সরকারী চাকুরী ও মাহিয়ানা সম্পর্কে তদন্ত করিয়া অনাবশ্যক পদসমূহ উঠাইয়া দিলে এবং প্রয়োজনমত ক্ষেত্র বিশেষে বেতনের হার হ্রাস করিয়া দিলে ব্যয়সঙ্কোচ হইবে এবং তদনুপাতে ট্যাক্সের চাপও কম হইবে। সরবরাহ বিভাগের অতিরিক্ত বেতন সম্পর্কে সম্প্রতি প্রতিকূল সমালোচনা হইয়াছে। ব্যয়সঙ্কোচের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করিয়া ১৮ই জানুয়ারীর "ইণ্ডিয়ান ফিনান্সে" উক্ত কাগজের দিল্লীস্থ সংবাদদাতা 'হিল্বার্ড' লিখিতেছেন "অনাবশ্যক পদসমূহ উঠাইয়া দিয়া এবং অতিরিক্ত বেতনের হার হ্রাস করিয়া দিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়সঙ্কোচ করা প্রয়োজন, পরিষদের বিগত অধিবেশনকালে সদস্যবৃন্দের মধ্যে এরূপ মনোভাব পরিব্যক্ত হইয়াছিল। এই সম্পর্কে সরকার পক্ষের বক্তব্য ছিল যে যুদ্ধের স্থিতিকালে ব্যয়সঙ্কোচের প্রয়োজনীয় সময় ও সুযোগ পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু সিংহল হইতে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহা সরকারী যুক্তির অনুকূল নহে। যুদ্ধ সত্ত্বেও সিংহলে একটি ব্যয়সঙ্কোচ কমিশন নিয়োগ করা হয় এবং উক্ত কমিশন অন্যূন ১৪০টী সরকারী বিভাগের কার্য্যাবলী তদন্ত করিয়া রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন। ৮১টী বিভাগ সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইয়াছে। বাকী ৫৭টী বিভাগেও কমিশনের অধিকসংখ্যক সুপারিশ কার্য্যকরী করা হইয়াছে। যে সমস্ত ব্যক্তির পদ কমিশন কর্ত্তৃক অনাবশ্যক বিবেচিত হইয়াছে তাহাদিগকে বরখাস্ত না করিয়া প্রয়োজনমত অন্যান্য বিভাগে নিযুক্ত করা হইবে। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের দপ্তরসমূহে ব্যয়সঙ্কোচ এবং অতিরিক্ত পদসমূহ উঠাইয়া দেওয়ার যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে। সিংহলে যাহা সম্ভব হইয়াছে ভারতবর্ষের বেলায় তাহা আরও সাফল্যের সহিত সম্পন্ন করা যাইতে পারে। ব্যয়সঙ্কোচের ফলে দেশরক্ষা বাবদ অধিক পরিমাণে অর্থব্যয় করা সম্ভব হইবে এবং ট্যাক্সদাতা জনসাধারণের উপরও করভার কম হইবে। বিষয়টীর এই গুরুত্ব বিবেচনায় ও ব্যয়সঙ্কোচের প্রণালী নির্দ্ধারণের জন্য সময়াভাবের যে ওজর দেখান হয় তাহা নিতান্ত বাজে এবং অসমীচিন বলিয়া মনে হয়।"

বৃটীশ আমলাতন্ত্র ও ভারতের শিল্পোন্নতি

ভারতবর্ষের শিল্পোন্নতি সম্পর্কে শাসকসম্প্রদায়ের মনোভাব বিশ্লেষণ করিয়া ২১শে জানুয়ারীর "ষ্টেটসম্যান" পত্রের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মন্তব্য করা হইয়াছে "কয়েক দিন পূর্ব্বে হায়দ্রাবাদে স্যার আলেকজেন্দার রোজার বলিয়াছেন 'দেশের শিল্পোন্নতির প্রতি মনোযোগ করুন, ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির চাবিকাঠি আপাদের হাতেই রহিয়াছে।' এদিকে সরকার পক্ষ বলিতেছেন নূতন শিল্প স্থাপন করা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। যুদ্ধের সময় দক্ষ কারিগর এবং যন্ত্রপাতি যোগাড় করা এক রকম অসাধ্য। আমলাতন্ত্রের এই যুক্তি সত্য সন্দেহ নাই; কিন্তু কারিগর এবং কলকব্জা সংগ্রহ করা যখন কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে নাই তখন সামরিক শিল্প স্থাপনে শাসকবর্গের উৎসাহ প্রদান দূরের কথা এই উৎসাহ প্রদানের সদিচ্ছার পরিচয়ও কোন সময়ে পাওয়া যায় নাই। যুদ্ধের সময়ও ইচ্ছা থাকিলে উপায় হইতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষে বিমানপোতের কারখানা স্থাপন না করিয়া ইংলণ্ড এবং আমেরিকা হইতে বিমানপোত ক্রয় করা সুবিধাজনক মন্তব্য করিয়া শাসকসম্প্রদায়ের মুখপাত্র প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে ভারতের শিল্পোন্নতিতে গবর্ণমেণ্টের কোনরূপ সহানুভূতি নাই। সংবাদপত্র এবং চলচ্চিত্রে আমরা ইংলণ্ডের কারখানা ধ্বংসের ছবি দেখিতেছি। যুদ্ধশিল্প সম্পর্কে আমলাতন্ত্র পূর্ব্বে যে নির্ব্বুদ্ধিতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অনুতাপের কারণ হইয়াছে। শিল্প প্রসার ব্যাপারে শাসকগণ বর্ত্তমানে যে অযৌক্তিক মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। অশেষ ক্ষমতার অধিকারী শাসকবর্গ দেশ শাসনেই নিমগ্ন ছিলেন—ভারতবর্ষকে শক্তিশালী করার কোন চিন্তা কখনও তাঁহাদের মনে উদয় হয় নাই এবং ইহাই বর্ত্তমান প্রগতির পথে বিরাট অন্তরায়স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২৪শে জানুয়ারী

এসপ্তাহেও কলিকাতার টাকার বাজারে পূর্ব্বাপর স্বচ্ছলতার ভাব বলবৎ ছিল। সাধারণতঃ জুলাই মাসে টাকার সুদের হার যেরূপ নিম্ন থাকে জানুয়ারী মাস শেষ হওয়ার উপক্রম হওয়া সত্ত্বেও এখনও বাজারে তাহাই বিরাজ করিতেছে। এসপ্তাহে কলিকাতার বাজারে কল টাকার বার্ষিক সুদের হার ছিল আট আনা। সুদের হার এইরূপ কম থাকা সত্ত্বেও বাজারে ঋণগ্রহীতার তুলনায় ঋণপ্রদাতার সংখ্যাই অধিক ছিল। বর্ত্তমানে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের সহিত তাল রাখিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট এদেশে টাকার বাজারের হার নিম্ন রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন। দেশে মুদ্রা প্রসারণ ঘটায়, লণ্ডনের বাজারে সুদের হার নিম্ন থাকায় এবং অনেক ক্ষেত্রে বিদেশে রপ্তানীর জন্ত জাহাজবন্দী মালপত্রের মূল্য গবর্ণমেণ্ট পরিশোধ করিতে আরম্ভ করায় বাজারে টাকার স্বচ্ছলতা খুবই প্রত্যক্ষ। এই সময়ে যদি ট্রেজারী বিল বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইত তবে ঐদিকে বেশী পরিমাণ টাকা খাটাইবার সুবিধা হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রতি সপ্তাহে মাত্র ১ কোটী টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রয় করা হইতেছে। পূর্ব্বক্রীত ট্রেজারী বিল বাবদ বর্ত্তমানে প্রতি সপ্তাহে যে পরিমাণ টাকা বাজারে ফিরিয়া আসিতেছে কার্য্যতঃ নূতন ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইতেছে সে তুলনায় অনেক কম। আগামী ২২শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত প্রতি সপ্তাহে পূর্ব্বক্রীত ট্রেজারী বিল বাবদ ৩ কোটী টাকা করিয়া পরিশোধ করা হইবে। এই সময়ে সপ্তাহে এক কোটি টাকার স্থলে অন্ততঃ ২ কোটী টাকার নূতন ট্রেজারী বিল বিক্রয় করার ব্যবস্থাই সঙ্গত। কিন্তু টাকার বাজার চড়িয়া উঠার ভয়ে কর্ত্তৃপক্ষ তাহা করিতেছেন না। এই অবস্থায় টাকার সুদের হার শীঘ্র বাড়িবার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না।

এসপ্তাহে ভারত গবর্ণমেণ্ট একটী নূতন ঋণের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। এই নূতন ঋণের উপর প্রদেয় সুদের হার বার্ষিক শতকরা ৩ টাকা। আগামী ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে এই ঋণপত্র বিক্রয় করা হইবে। এই ঋণ পরিশোধের সময় ১৯৪৯ সাল হইতে ১৯৫২ সাল। পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট ১৯৪৬ সালে পরিশোধের সর্ত্তে বার্ষিক শতকরা ৩ টাকা সুদের যে দেশ রক্ষা ঋণপত্র বাহির করিয়াছিলেন। আগামী কল্য ২৫শে জানুয়ারী হইতে তাহার বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। ৩ টাকা সুদের দেশ রক্ষা বাবদ ঋণপত্রের বদলেই গবর্ণমেণ্ট ৩ টাকা সুদের ১৯৪৯-৫২ সালের নূতন ঋণ ঘোষণা করিয়াছেন।

গত ২১ শে জানুয়ারী ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে আবেদনের পরিমাণ ৩ কোটী ৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৸০ আনা ও তদূর্দ্ধ দরের সমস্ত এবং ৯৯৸৬ পাই দরের শতকরা ২১ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। গত সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার ছিল ৸/১১ পাই। এ সপ্তাহে তাহা কমাইয়া ৸/৪ পাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

আগামী ২৮শে জানুয়ারীর জন্য ৩ মাসের মিয়াদী ১ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ৩১শে জানুয়ারী ঐ বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণ দৃষ্টে জানা যায় গত ১৭ই জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২৩০ কোটী ৩৩ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ২৩১ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা ছিল। পূর্ব্ব সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ৫৪ লক্ষ টাকা সাময়িক ঋণ দেওয়া হইয়াছিল। এসপ্তাহে দেওয়া হইয়াছে ১১ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ছিল ৫৪ কোটী ৬৬ লক্ষ টাকা। এ সপ্তাহে তাহা দাঁড়াইয়াছে ৫৭ কোটী ৬০ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্টের আমানতের পরিমাণ ছিল ৪৫ কোটী ১৬ লক্ষ টাকা ও ১৬ কোটী ৫২ লক্ষ টাকা। এসপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ৪১ কোটী ৮২ লক্ষ টাকা ও ১৯ কোটী ৩৪ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

অন্য বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ আছে :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১শি ৫৩১/৩২ পে
ঐ দর্শনী	”	১শি ৫৩১/৩২ পে
ডি এ ৩ মাস	”	১শি ৫৭/৮ পে
ডি এ ৪ মাস	”	১শি ৬১/১৬ পে

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২৪শে জানুয়ারী

গত সাত দিনের মধ্যে কলিকাতা শেয়ার বাজারের অবস্থায় কোনরূপ উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন হয় নাই। বাজারের কাজকর্ম্মে সম্পূর্ণ নিরুৎসাহ ভাবই পরিলক্ষিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় বাজেটে ট্যাক্স বৃদ্ধির আশঙ্কায় কেহই নূতন ঝুঁকি নিতে অগ্রসর হইতেছে না। এ সপ্তাহের কারবারের পরিমাণও অত্যন্ত কম হইয়াছে। শেয়ারের মূল্যে উঠ্‌তি পড়্‌তি ও কম হইয়াছে। সপ্তাহের শেষ দিকে বিভিন্ন শেয়ারের মূল্য এক হারেই স্থির ছিল বলা যায়।

কোম্পানীর কাগজ বিভাগে গতানুগতিক দৃঢ়তা বজায় ছিল। ইণ্ডিয়ান কেবলস্—২১৷৷০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়া আরও বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছে।

চটকল বিভাগে এ সপ্তাহে অধিকতর উৎসাহের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু শেয়ার বাজারে ব্যাপক মন্দা বর্ত্তমান থাকায় চটকলের শেয়ারের মূল্যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যায় নাই।

কোম্পানীর কাগজ

শতকরা ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৯।৫২ ঋণের ঘোষণা কোম্পানীর কাগজ বিভাগের অনুকূল হইবে বলিয়া বাজারের ধারণা। শতকরা ৩৷৷০ আনা সুদের কাগজ ৯৪৸৵০ এবং ৩৲ টাকা সুদের কাগজ ৮১।০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। ৩৲ টাকা সুদের ১৯৬৩।৬৫ ঋণপত্র ৯৩৷৷৵০ আনা, ২৸০ সুদের ১৯৪৮।৫২ ঋণপত্র ৯৬৷৷৵০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ১৯৫১।৫৪ ঋণপত্র ৯৮।০ আনা, ৩৷৷০ আনা সুদের ১৯৪৭।৫০ ঋণপত্র ১০২৴০ আনা, ৪৲ টাকা সুদের ১৯৬০।৭০ ঋণপত্রে ১০৭৸৵০ আনা, ৪৷৷০ আনা সুদের ১৯৫৫।৬০ ঋণপত্র ১১২৸৵০ আনা, এবং ৫৲ সুদের ১৯৪৫।৫৫ ঋণপত্র ১১২৶০ আনায় হস্তান্তর হইতেছে।

ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্ক শেয়ার সম্পর্কে আলোচ্য সপ্তাহে উল্লেখযোগ্য চাহিদার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সপ্তাহের প্রথম ভাগে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের শেয়ার ৪৫৸৶০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়া ৪৩।০ আনায় নামিয়া আসিয়াছে।

কাপড়রে কল

কাপড়ের কল বিভাগে বিশেষ কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই। এলগিন ১৭৷৷৵০ আনা পর্য্যন্ত উন্নীত হইয়াছিল। কেশোরাম ৬৲ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লা খনি বিভাগে আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় নাই। বেঙ্গল কোল কোম্পানীর ষান্মাসিক সভায় মিঃ রিচার্ডসন কয়লা শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন তাহাতে বাজারের উৎসাহ কতক পরিমাণে প্রশমিত হইতে বাধ্য হইয়াছে।

এমালগেমেটেড—২৭৶০ আনা, বেঙ্গল—৩৭৪৲ টাকা, বরাকর—১৮৷৷০ আনা, দেমো মেইন—১৫৲ টাকা, পেঞ্চভেলী—৩৮০ আনা এবং ওয়েষ্ট জামুরিয়া—৩০।০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

চটকল

মার্চমাসে ইণ্ডিয়ান জুটমিলস্ এসোসিয়েসনের অধীনস্থ চটকলসমূহ এক সপ্তাহ কাজ বন্ধ রাখিবে এই সংবাদে চটকল বিভাগে উৎসাহ দেখা দিয়াছে বটে; কিন্তু বাজারের বিভিন্ন বিভাগে ব্যাপক মন্দা থাকায় চটকলের শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি ঘটে নাই। বালী ২১৪৲ টাকা, এম্পায়ার ২৩৵০ আনা, রিলায়েন্স ৫২।০ আনা এবং নদীয়া ४६৲ টাকায় সামান্য উন্নতি লাভ করিয়াছে। হুকুমচাঁদ ৯৲ টাকায় উন্নীত হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ মোটেই উল্লেখযোগ্য হয় নাই। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল কর্পোরেশন সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে যথাক্রমে ৩০৲ টাকা ও ১৭৸৵০ আনা এবং উহার কাছাকাছি মূল্যে বিকিকিনি হইয়াছে।

চিনির কল বিভাগের অবস্থা অপরিবর্ত্তিত বলা চলে। চা-বাগান বিভাগেও ক্রয় বিক্রয়ের পরিমান বেশী হয় নাই।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার ও কোম্পানীর কাগজের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে।

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ১৭ই জানুয়ারী ৯৩৷৷৵০ ৯৩৸০ ; ২০শে ৯৩৸৴০ ; ২১শে—৯৩৷৷৶০ ৯৩৸৴০ ৯৩৸০ ৯৩৸৵০। ৩৷৷০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৭ই—৯৫৲ ৯৫।৴০ ৯৫৲ ৯৫৴৪ ৯৫৲ ; ২০শে—৯৫৲ ; ২১শে—৯৫৲ ৯৫৴০ ৯৪৸০ ৯৩৸৴০।৯৪৸৵০ ৯৫৲ ; ২২শে—৯৪।৶০ ৯৪৸৵০ ; ২৩শে—৯৪৸৵০ ৯৪৸৴০ ৯৪৸৵০ ; ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ২০শে—১১২৶০ ১১২৶৬ পাই ; ২১শে—১১২।৴০ ; ২২শে—১১২৵০ ; ২৩শে—১১২।৴০ ; ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪) ২১শে—৯৮।০ ; ২২শে—৯৮।৵০ ; ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২১শে—৮১।০ ৮১৷৷০ ; ২৩শে—৮১৷৷০ ; ২৸০ সুদের ঋণ (১৯৪৮-৫২) ২২শে—৯৬৷৷৶০ ; ২৩শে—৯৬৷৷৴০ ৯৬৷৷৵০ ; ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ২২শে—১০৮৴০ ১০৮৶০ ১০৭৸৴০ ১০৭৸০ ১০৭৸৵০ ; ২৩শে—১০৭৸৴০।

ব্যাঙ্ক

রিজার্ভব্যাঙ্ক ১৭ই জানুয়ারী—১০৫৷৷০ ১০৬৷৷০ ; ২০শে ১০৫৷৷০ ১০৬৷৷০ ১০৬৲ ; ২১শে—১০৫৷৷০ ; ২২শে—১০৬৸০ ১০৫৷৷০ ; ২৩শে—১০৫৲ ১০৫৷৷০ ; সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ২১শে ৪৪৷৷০।

কাপড়ের কল

বেনারস কটন এণ্ড সিল্ক ১৭ই জানুয়ারী—১৷৷৵০ ১৸০ ; ২১শে—১৸৵০ ২।০ ২।৶০ ২।০ ; ২২শে—২৴০ ; ২৩শে—২।০০ ১৷৷০ ; মোহিনী মিলস ১৭ই (অর্ডি) ১১।০ ; ২১শে ১১৵০ ১১।৵০ ; কানপুর টেক্সটাইল ২৩শে—৬।০ ৬৲ ৫৸৶০ ৫৸৵০ ; নিউ ভিক্টোরিয়া ১৭ই (অর্ডি) ১৸ ১৸৵০ ১৷৷৵০ (প্রেফ) ৫।০ ; ২০শে—১৷৷৶০ ১৸৴০ (প্রেফ) ৫।০ ৫।৴০ ; ২১শে ১৸০ ১৸৶০ ১৸৵০ ২৲ ১৸৴০ ; ২২শে—১৸৴০ ১৸৵০ ২৲ (প্রেফ) ৫।৵০ ; ২৩শে—১৸৵০ ২৲ ১৸৵০ ২৴০ (প্রেফ) ৫৵০ ৫৸০ ৫।৴০ ; এলগিন মিলস্ ২০শে—(অর্ডি) ১৭৵০ ১৭।৵০ ; ২১শে—১৭৵০ ১৭৷৷০ ; ২২শে—১৭।০ ১৭৷৷৴০ ; ২৩শে—১৭৵০ ১৭৷৷৵০ ; কেশোরাম ২১শে—৬৲ ; ২১শে (প্রেফ) ১২৮৲ ২৩শে—৬৲ ৬।০।

রেলপথ

দার্জ্জিলিং হিমালয় রেলওয়ে ২১শে জানুয়ারী (অর্ডি) ৬০॥০ ৬১॥০ ; ২২শে—৬০॥০ ; ২৩শে—৬১॥০ । বক্তিয়ারপুর-বিহার রেলওয়ে ২৩শে ৪৫৲ ।

কয়লারখনি

এমালগেমেটেড [illegible] শে জানুয়ারী—২৬৸০ ২৭৲ ২৭।৵০ । বেঙ্গল ১৭ই—৩৭৬৲ ৩৭৩॥০ ৩৭২৲ ; ২০শে—৩৭০৲ ৩৭১৲ ; ২১শে—৩৭৫৲ ; ২২শে—৩৭২॥০ ৩৭৫৲ । ভালগোরা ২১শে—৪৸/০ ৪৸৴০ ; ২৩শে—৪৸৵০ ৫৵০ সেন্ট্রাল কার্কেন্দ ১৭ই—(প্রেফ) ১১২ । ইকুইটেবল ১৭ই—৩৭৲ ৩৭।০ খাস কাজোরা ২১শে—৮৸০ ৯৲ । ঘুসিক ও মুশ্লিয়া ১৭ই—৪॥৵০ ৪৸/০ ; ২৩শে ৪॥৵০ । নর্থ দামুদা ১৭ই—৫॥০ ৫॥/০ ৫৸/০ ৫।৵০ ; ২২শে ৫॥/০ পরাসিয়া ১৭ই—১/০ ; ২২শে ৸৴০ ১৴০ ২৩শে—১৵০ । টালচর ২২শে—১।৵০ ১॥/০ । বরাকর ২১শে—১৩॥০ ১৩॥৵০ ১৩৸৵০ ; ২২শে—১৩॥৵০ ২৩শে—১৩॥০ ১৩॥৵০ ১৩।০ । হরিলাদী—২১শে—১৩৲ ১৩।০ ১৩৵০ ; রাণীগঞ্জ ২১শে—২৫৵০ ২৫॥৴০ । ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২১শে—৩০৪৲ , ২৩শে—৩১৪॥০ । খেমো মেইন ২১শে—১৪৸০ ১৫৲ ; ২৩শে—১৪৸৴০ ১৪৸৵০ ; লাকুর্কা ২২শে—৯৸৵০ ।

পাটকল

এলায়েন্স ১৭ই জানুয়ারী (অর্ডি) ২৩১৲ ; ২১শে—২৩৮॥০ ২৪০৲ ; ২২শে—২৩১৲ । এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ১৭ই (অর্ডি) ৩০৫৲ ৩০৮৲ ৩০৭৲ ; (প্রেফ) ১৬৯৲ ; ২০শে—৩০৫৲ ৩০৭৲ ৩০৯৲ ; ২১শে—৩০৭৲ ৩১০৲ ৩০২৲ বেঙ্গল জুট ২৩শে (প্রেফ) ১০৭॥০ ১০৮॥০ । বরানগর ১৭ই (অর্ডি) ৯৮৲ ; ২২শে—৯৭৲ ৯৮৲ ; ২৩শে—৯৮৲ । বঙ্গ বঙ্গ ১৭ই—৩৩৪৲ ; ২০শে—৩৩১৲ ৩৩২৲ ; ২১শে—৩৩২৲ ৩৩৪৲ ৩৩৬৲ । বালী ১৭ই—২১৩৲ ২১৪৲ ২১৬৲ ; ২১শে—২১৬॥০ ২১৮৲ ২১৭॥০ । বিরলা—১৭ই (প্রেফ) ১৩২৲ ; ২২শে—১২৪৸০ ; ২৩শে—(প্রেফ) ১২৭॥০ । ক্লাইভ—১৭ই ২০৸০ ; ২১শে—২০॥০ । চিত্তাভালসা—১৭ই ৯॥/০ ৯॥৵০ ৯৸৵০ । চাপদানী—২২শে ১৫১॥০ । এম্পায়ার—১৭ই ২৩।০ ২৩॥০ ; ২১শে—২৩।০ ২৩॥০ ২৩৲ ; ২৩শে—২২৸৵০ ২৩৵০ । গৌরীপুর—১৭ই ৬৫০৲ ৬৪৬৲ ; (প্রেফ) ১৫২৲ ; ২০শে—৬৪২৲ (প্রেফ) ১৫১৲ । হুগলী—২২শে (প্রেফ) ১৯।৵০ ; ২৩শে ১৯।/০ । হাওড়া—১৭ই ৪৯॥০ ; ২১শে—৪৯।০ ; ২২শে—৪৯।০ ; ২৩শে—৪৯।৵০ । হুকুমচাঁদ—১৭ই ৮৸৴০ ৯৲ ৯।০ ৯।৵০ ৯/০ ৯।/০ ; (প্রেফ) ১১১ ১১৩॥০ ; ২০শে—৮৸৵০ ৯৲ ; ২১শে—৯৴০ ৮৸৵০ ৮৸০ ৯৲ ; ২৩শে—৮৸৵০ ৮৸৴০ (প্রেফ) ১১১৲ । কামারহাটী—১৭ই ৪৫৪৲ ; ২১শে—৪৫২৲ ৪৪৯৲ । কিনিসন—১৭ই (প্রেফ) ১৭৫॥০ । ল্যান্সডাউন—১৭ই ১৩২৲ ১৩২৲ ; ২১শে—১৩৪৲ ১৩৫৲ । নদীয়া—১৭ই ৫৩৲ ৫৩।০ ; ২১শে—৫৩॥০ ; ২২শে—৫২৸০ ৫৩॥০ ; ২৩শে—৫৪৲ । প্রেসিডেন্সী—১৭ই ৪॥০ ৪॥/০ ৪।৵০ ৪।/০ ; ২৩শে—৪।/০ ৪।/০ ৪।/০ । মেঘনা—২২শে ৩৩।০ । ন্যাশনাল—২০শে ২০।৵০ ২০॥৵০ ২০৸৵০ ; ২১শে—২০।০ ; ২২শে—২০॥০ ২০৸০ ২১শে—২০॥০ ২০৸০ । নৈহাটী—২১শে ১৬৵০ । রিলায়েন্স—২২শে ৫১॥৵০ ৫২।০ ।

খনি

বর্ম্মা কর্পোরেশন—১৭ই জানুয়ারী ৫।৵০ ৫॥৵০ ৫।০ ; ২০শে—৫।/০ ২১শে—৫।০ ৫॥০ ৫৴০ ৫।০ ; ২২শে—৫।০ ৫॥০ ৫।০ ; ২৩শে—৫।০ ৫।৴০ ৫।০ । ইণ্ডিয়ান কপার—১৭ই ২।০ ২।৵০ ২৴০ ২।০ ২।৵০ ২।০ ; ২০শে—২।০ ; ২১শে—২।০ ২।/০ ২।০ ; ২২শে—২৴০ ২।/০ ২৴০ ; ২৩শে—২৴০ ২।/০ ২৴০ । কনসোলিডেটেড টীন—১৭ই ২৸০ ২৸৵০ । রোডেসিয়া কপার—২৩শে ॥৵০ ৸০ ॥৴০ ৸/০ ।

সিমেণ্ট ও কেমিক্যাল

ডালমিয়া সিমেণ্ট—১৭ই জানুয়ারী (অর্ডি) ১২৲ (প্রেফ) ১০৭৲ ; ২০শে—(প্রেফ) ১০৮৲ ১০৯৲ ১১০৲ ; ২১শে ১২৲ ১২৵০ ১২।৵০ ; ২২শে—১২৲ (প্রেফ) ১০৮৲ ১০৯৲ ১০৯॥০ ; ২৩শে—১২৲ ১২।/০ রিলায়েন্স ফায়ার ব্রিকস্—১৭ই ৭।/০ ৭।৴০ । বেঙ্গল কেমিক্যাল ২০শে (অর্ডি) ৩৬২৲ ; ২৩শে—৭॥০ ; ২২শে—(প্রেফ) ১৬॥০ ১৬॥৵০ ১৬৸৵০ ; আলকালি এণ্ড কেমিক্যাল—(প্রেফ) ১৫৩॥০ ১৫৬॥০ ।

ইলেকট্রীক ও টেলিফোন

বেঙ্গল টেলিফোন—১৭ই জানুয়ারী (অর্ডি) ১৬।৵০ ; ২১শে—১৬৸০ ১৭৲ (প্রেফ) ১২।০ ; ২৩শে—১৬৵০ ১৬।৵০ ১৬।/০ (প্রেফ) ১২॥৵০ ১২/০ ; ঢাকা ইলেকট্রীক—২২শে (প্রেফ) ১৫॥০ ; মির্জ্জাপুর ইলেট্রিক—২১শে ৩।৵০ পাটনা ইলেকট্রীক—২৩শে ১৬৸০ ১৭৲ ; সাহাজানপুর ইলেকট্রিক—২৩শে ৫।৵০ ৫।০ ।

ইঞ্জিনিয়ারিং

হুকুমচাঁদ ষ্টীল—১৭ই (অর্ডি) ৯৸/০ ৯৸৵০ ১০/০ ৯৸৵০ (প্রেফ) ২॥০ ২॥৵০ ২॥/০ ২৸০ ; ২০শে ৯৸০ ২১শে—৯॥৴০ ৯॥৵০ ; ২২শে—(প্রেফ) ২॥৵০ ২॥/০ । মার্শালস্—২০শে ১৸৴০ ২/০ ; ২২শে ২৲ ২৵০ । ইণ্ডিয়ান গ্যালভানাইজিং—১৭ই ২৯।০ ২৯॥০ ২৩শে—২৯৸০ । ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টিল—২১শে ৭।/০ ৭॥/০ ৭।০ ৭॥/০ ; ২২শে—৭।৵০ ৭॥৵০ ; ২৩শে—৭॥৴০ ৭৸০ ৭।/০ । ইণ্ডিয়ান ম্যালিয়েবল কাষ্টিং—১৭ই (প্রেফ) ২।০ ২।৴০ ; ২০শে—(প্রেফ) ২।০ ২।৵০ ; ২১শে—২।০ । ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল—১৭ই ৩০॥৵০ ৩০৸৴০ ৩০৸০ ৩১৲ ৩০।/০ ৩০৵০ ; ২০শে—২৯৸৵০ ২৯৸০ ৩০/০ ; ২১শে—৩০৲ ৩০।০ ৩০।৴০ ২৯॥০ ২৯।৴০ ২৯॥৴০ ; ২২শে—২৯॥৵০ ২৯৸৴০ ৩০।/০ ৩০৲ ; ২৩শে—৩০।০ ৩০।৴০ ২৯৸০ ৩০৵০ । কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং—১৭ই (অর্ডি) ৪॥৴০ ; ২০শে—৪।৵০ (প্রেফ) ১২৬৲ ১২৭৲ ২১শে—৪।৵০ ; ২৩শে—৪।৵০ (প্রেফ) ১২৬৲ ১২৭৲ ১২৭॥০ । ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড আয়রণ প্রডাক্টস্—(অর্ডি) ৫৬৸৵০ ৫৭।৵০ ৫৭৸ (প্রেফ) ৩৯৸০ ৪০৲ ; ২০শে—৫৭॥০ ; ২১শে—(কণ্টি) ৭৲ ৭।৴০ ; ২২শে—৫৬৸৵০ ৫৭॥০ (প্রেফ) ৩৯॥০ ৩৯।৵০ (কণ্টি) ৭৵০ ; ২৩শে—(প্রেফ) ৩৯৸০ ৩৯৸৵০ । সারদা ইঞ্জিনিয়ারিং—১৭ই ৫।/০ ৫।০ ; ২১শে—৫।০ ৫॥০ ; ২৩শে—৫।/০ ৫।০ ৫।৵০ ষ্টীল প্রডাক্টস্—২১শে ৫৲ ; ২২শে—৫।০ । ষ্টীল কর্পোরেশন—১৭ই (অর্ডি) ১৮৸৵০ ১৯৲ (প্রেফ) ১১৪৲ ১১৫৲ ; ২০শে—১৮/০ ১৮।৴০ ১৮।/০ (প্রেফ) ১১৪৲ ১১৫৲ ; ২১শে—১৮।/০ ১৮॥/০ ১৮॥০ ১৮॥৵০ ১৭৸৵০ ১৮৴০ ১৮৲ ; ২২শে—১৭৸৵০ ১৮৴০ ১৮।৵০ ১৭৸৴০ ১৮॥০ (প্রেফ) ১১৩॥০ ১১৫৲ ; ২৩শে—১৮।৵০ ১৮॥৵০ ১৮॥৴০ ১৮/০ ১৮।/০ (প্রেফ) ১১৩॥০ ১১৪॥০ ।

চিনির কল

কেরু এণ্ড কোং—১৭ই জানুয়ারী ৯।/০ ৯।৵০ ৯॥৵০ ৯॥৴০ ; ২১শে ৯৲ ; রামনগর কেইন এণ্ড সুগার ২০শে (প্রেফ)—১১৩৲ ১১৪৲ ; রাজা ২১শে—১৫৵০ ১১।৵০ ; ২২শে ১৫।০ ; বুলাণ্ড ২১শে—১৪৸৵ ; ২৩শে ১৫৵০ ।

চা বাগান

বাগমারী ১৭ই জানুয়ারী—৫৲ ৫।০ ; ২৩শে—৪৸৶ ৫।০ ; বেতেলী ২০শে ৫।০ ; ২২শে—৫৵০ ৫।৵০ ; বিশ্বনাথ ১৭ই—২৫।০ ২৫।৵০ ২৫॥৵০ ; ২০শে ২৫।০ ২৫॥৵০ ; দফলাগড় ১৭ই—১৩॥৵০, ১৩৸৵০ ১৩৸০ ১৪৲ ২৩শে ১৩॥০ ১৩৸০ ; গঙ্গারাম ১৭ই ৩৪৮৲ ; ২২শে—৩৫৪৲ ; হাসিমারা ১৭ই—৪১৲ ৪১।০ ; ২১শে—৪০৸০ ; ২২শে ৪০৸০ ; মহীমা ১৭ই ৮।০ ৮।৶০ ৮॥০ ; নাগেশ্বরী ১৭ই ৯০০৲ ৯০৫৲ ; ২১শে—৯০৫৲ ; নাম্বুর নদী—১৭ই ৬৲ ৬।০ ; পাত্রকোলা ২১শে—৭৯০৲ তেজপুর ২১শে (প্রেফ)—১৩।৵০ ১৩॥৵০ ২২শে ১৩॥০ ১৩৸০ ; ২৩শে ৭।০।

বিবিধ

বি আই কর্পোরেশন ১৭ই জানুয়ারী (অর্ডি)—৪৸৵০ ৪৸৶০ ; ২০শে ৪৸৶ ৪৸০, ৪৸৵০ ; ২২শে—৪৸০ ৪৸৵০ (প্রেফ) ১৭৫৲ ; ২৩শে (প্রেফ) ১৭৮॥০ ; ইণ্ডিয়ান কেবলস্—২১শে ২০৲ ২০।৵ ২০৸০ ২০॥৵০ ; ২২শে—২০।৵০ ২০৸৵০, ২১৲ ; ২৩শে ২০৸৵০ ২১।০ ২১॥০ ২১৶ ; ইণ্ডিয়ান উড্ প্রোডাক্টস ১৭ই—২৭॥০ ; ২৩শে ২৭৵০ ২৭॥৵ ; পাব্লিসিটি সোসাইটী ২০শে—৬।০ ৬॥০ ; ২১শে ৬॥/ ; ২৩শে ৬।৶ ৬॥৶ ৬।০ ৬॥০ ; নিউ ইণ্ডিয়া ইনভেষ্টমেণ্ট ১৭ই—৫৫৲ ৫৯৲ ; রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ ২০শে (প্রেফ) ১৪৩৲ ১৪৪॥০ ; ২১শে ১৪২৲ ; ২২শে—১৪২৲ ১৪৩॥০ ; ২৩শে (প্রেফ)—১৪৪॥০ বৃটিশ বর্ম্মা পেট্রোলিয়াম ১৭ই ৩।৶০ ৩॥০ ২৩শে ৩।৯ ৩।/, ৩।৵, ৩॥০ রাইন্ড্ ওয়াটার অয়েল ২১শে ১৪।০ ১৪॥ ; ২২শে ১৪।৵ ; বেঙ্গল পেপার—১৭ই (প্রেফ) ১৭৫৲ ; ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ১৭ই—১৪১॥০ ১৪৬৲ ; ২০শে—১১৫৲ ; ২১শে—১৪২৲ ; ২২শে—১৪৪৲ ওরিয়েণ্ট পেপার ১৭ই—১০॥৵০ ; ২১শে—(প্রেফ) ১১৯৲ ; ২৩শে ১০৵০ ১০॥০ ; মহীশূর পেপার ১৭ই—১৪/০ ১৪।০ ; টীটাগড় পেপার ১৭ই (অর্ডি) ১৭৲, ১৭।০ ; ২০শে—১৭৲ ১৭/০ ; ২১শে—১৬৸০ ১৭৲ ১৭৵০ ১৬॥৶ ১৭।০ ২২শে—১৬৸৵০ ১৭৵০, ১৬৸৶ ১৭৵০ ; মেদিনীপুর জমিদারী ১৭ই ৭২৲ ; ২১শে ৭১৲ ৭১॥০ ৭২॥০ ; ২৩শে—৭১৸০ ; আসাম সঙ্গ ১৭ই—৩৵০ ৩।০ ; ২০শে—৩৵০ ৩।০ ৩/০ ; বেঙ্গল টীম্বার ১৭ই (প্রেফ)—১৯০৲ ; বড়ুয়া টিম্বার ১৭ই—১৫।৵০ ১৫।০ ২৩শে—১৫॥০ ১৫।/০ ; আসাম ম্যাচ ২৩শে—১৬।০।

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৪১—৪৪) ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টিল ডিবেঃ ২১শে—১০১৲ ; ৪॥০ সুদের (১৯৩৭-৪৭-৫৭) বেঙ্গল পেপার ডিবেঃ ২১শে—১০৪॥০ ১০৫৲ ; ৪৲ সুদের (১৯৩৪-৫৩) কালীঘাট—পলতা রেলওয়ে ডিবেঃ ২১শে ১০২৵০ ১০২॥৵০ সুদের (১৯২৫-৫৫-৮৫) কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঃ—১২৫৲ ; ৩।০ সুদে (১৯৫৬-৬৬) হাওড়া ব্রিজ ডিবেঃ ২১শে—৯৮।০ ; ২২শে ৯৮॥০ ; ২৩শে—৯৮।০ ; ৩৲ সুদের (১৯৩৭-৬২) কলিকাতা ইমপ্রুভ্মেণ্ট ট্রাষ্ট ডিবেঃ ২১শে—৮৮॥০ ;

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২৫শে জানুয়ারী

এসপ্তাহে পাটের বাজারে অপেক্ষাকৃত মন্দা লক্ষিত হইয়াছে। গত ১৫ই জানুয়ারী মধ্যে পাটকলওয়ালাদের তরফ হইতে ১৫ লক্ষ বেল পাট ক্রয় করার কথা ছিল। পাটকলওয়ালা[illegible] সেই তারিখ পর্য্যন্ত আগ্রহ সহকারে পাট ক্রয় করিয়াছিল। কিন্তু তৎপর দিন হইতে তাহারা পাটক্রয়ের মাত্রা বিশেষভাবে কমাইয়া দিয়াছে। বর্ত্তমানে বিদেশ হইতে থলে ও চটের বিশেষ কিছুই দাবী দাওয়া হইতেছে না। পাটকলওয়ালাদের হাতে এখন মজুত পাটের পরিমাণও বেশী। এই অবস্থায় তাহারা পাটক্রয়ে স্বভাবতঃই কম আগ্রহ দেখাইতেছে। পাটকলওয়ালারা পাট বেশী খরিদ না করার ফলে ফাটকা বাজারে পাটের দাম এসপ্তাহে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে উঠা নামা করিয়াছে। নিম্নে ফাটকা বাজারের এসপ্তাহের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল :—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চদর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
২০শে জানুয়ারী	৩৯।৵০	৩৯৲	৩৯৵০
২১শে ,,	৩৯।৵০	৩৯৲	৩৯৵০
২২শে ,,	৩৯।৵০	৩৯৲	৩৯।৵০
২৩শে ,,	৩৯॥৵০	৩৯॥০	৩৯॥০
২৪শে ,,	৩৯৸৵০	৩৯॥০	৩৯৸০
২৫শে ,,	৪০/০	—	৩৯৸০

গত ১৫ই জানুয়ারী মধ্যে পাটকলওয়ালাদের তরফ হইতে ১৫ লক্ষ বেল পাট খরিদ করিবার কথা ছিল। আসলে ঐ তারিখ পর্য্যন্ত পাটকলওয়ালারা কি পরিমাণে পাট খরিদ করিয়াছেন তাহা এখনও জানা যায় নাই। তবে এইরূপ শুনা যাইতেছে যে পাটকলওয়ালারা মোট ১৩ লক্ষ ৪১ হাজার বেল পাট ক্রয় করিয়াছেন। যদি তাহাই সত্য হয় তবে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বাকী ১ লক্ষ ৫৯ হাজার বেল পাট ক্রয় করিবেন বলিয়া জনসাধারণ আশা করিতে পারে। তবে গবর্ণমেণ্ট এখনও সে সম্বন্ধে প্রকৃত মনোভাব কিছুই প্রকাশ করিতেছেন না তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। পাটকলওয়ালারা স্পেশ্যাল জুট অফিসারের নিকট পাট ক্রয়ের বিবরণ পেশ করিবেন। সেই বিবরণ পাইয়া গবর্ণমেণ্ট পাট ক্রয় সম্বন্ধে তাঁহাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন। পাটকলওয়ালারা যে বিবরণ পেশ করিবেন তাহাতে যদি পাট কম কিনা হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হয় তবে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সেই স্থলে বাকী অংশ ক্রয় করিয়া চুক্তির সর্ত্ত পূরণ করা বর্ত্তমান অবস্থায় খুবই সঙ্গত হইবে। যদি গবর্ণমেণ্ট এইভাবে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে অগ্রসর না হন তবে পাটের বাজারে নূতন করিয়া একটা অবসাদের ভাব সৃষ্ট হওয়া বিচিত্র নহে। গবর্ণমেণ্টের সহিত ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ এসোসিয়েশনের চুক্তি অনুসারে আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী মধ্যে দ্বিতীয় কিস্তিতে পাটকলওয়ালাদের মোট ১০ লক্ষ বেল পাট ক্রয় করিবার কথা আছে। ঐ সর্ত্ত পূরণ সম্বন্ধে পাটকলওয়ালারা ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের আগে বিশেষ কিছু তৎপর হইবে বলিয়া মনে হয় না।

পাকা বেল বিভাগে এ সপ্তাহে রপ্তানীকারকের বিশেষ কিছু পাট ক্রয় করে নাই। বাজারে দেশী ও তোসা শ্রেণীর পাটের দাম ছিল প্রতি বেল ৬।০ আনা। ফার্ষ্ট শ্রেণীর পাটের দাম ছিল প্রতি বেল ৪১ টাকা। আলগা পাটের বাজারে এ সপ্তাহে ইউরোপীয়ান জাত শ্রেণীর পাটের ক্রয়-বিক্রয় মন্দ হয় নাই। ইউরোপীয় জাত শ্রেণীর পাট মিডল প্রতি মণ ৯ টাকা ও বটম প্রতি মণ ৬৸০ আনা দাঁড়াইয়াছিল।

থলে ও চট

এ সপ্তাহে থলে ও চটের বাজার কিছু চড়া দেখা গিয়াছে। গত ১৬ই জানুয়ারী বাজারে ৯ পোর্টার চটের দাম ১২৸৶৬ পাই ও ১০ পোর্টার চটের দাম ১৬৸৶০ আনা ছিল। গতকল্য বাজারে তাহা যথাক্রমে ১৩॥০ আনা ও ১৭॥০ দাঁড়ায়।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ২৪শে জানুয়ারী।

সোণা
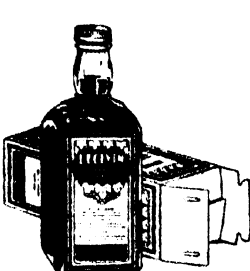
রূপার বাজারে চড়া ভাব থাকায় এ সপ্তাহে বোম্বাই সোণার বাজারেও তা দেখা গিয়াছিল। রপ্তানীর জন্য সোণার বাজারে ক্রয়বিক্রয় খুব ী হয় নাই বটে কিন্তু চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম থাকায় গত াহের তুলনায় সোণার দরে উন্নতি ঘটিয়াছে। বিগত সপ্তাহে রেডি ণা প্রতি ভরি ৪১৸৶৯ পাই দরে বাজার বন্ধ হয়। গতকল্য ৪২৵৩ ই এবং অদ্য ৪২৴৬ পাই দরে বাজার বন্ধ হইয়াছে।

রূপা

আগামী বাজেটে রূপার উপর আমদানী শুল্ক বৃদ্ধি করা হইবে এরূপ গুজবের ফলে আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই বাজারে রূপার দরের বিশেষ ি ঘটিয়াছে। সপ্তাহের প্রথমদিকে প্রতি ১০০ ভরির মূল্য ৬৩।৶৬ ই পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। অদ্যকার রেডি রূপার দর ৬২৸৶০। গুজবের ্যতা, আমদানী শুল্ক বৃদ্ধির আশঙ্কা সামান্য হ্রাস পাওয়ার জন্য শো ও রূপার বাজারে ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়াছে।

লণ্ডনের রূপার বাজারেও আলোচ্য সপ্তাহে কারবারের পরিমাণ । কম হইয়াছে। প্রতি আউন্স স্প রূপার বর্ত্তমান মূল্য ২৩ পেনী।

অদ্যকার কলিকাতার দর (প্রতি ১০০ ভরিতে) ৬২৸৵০ এবং ঐ ্রা দর ৬৩৵০ আনা।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২৪শে জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে বিদেশের বাজারের মন্দা সংবাদ, রপ্তানী বাণিজ্যের ভাব এবং অধিক আমদানীর ফলে বোম্বাইএর বাজারে তূলার মূল্য আরও স পাইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে দরের সামান্য উন্নতিতেও ব্যবসায়ীগণ লা বিক্রয় করিয়া দিতে প্রস্তুত ছিলেন। রপ্তানী বাণিজ্যের অনিশ্চয়তার লে অধিক পরিমাণে অগ্রিম কারবার করিতে কেহই আগ্রহ প্রকাশ করে । কাপড়ের কলসমূহের ক্রয়ের পরিমাণও খুব নিয়ন্ত্রিত ছিল। আলোচ্য প্তাহে বোরোচ এপ্রিল—মে ১১৭।০ আনায়, জুলাই—আগষ্ট—১৮১৷৷০ ানায় এবং ডিসেম্বর—জানুয়ারী ১২৫৷৷০ আনায় বাজার বন্ধ হয়। ওমরা ৭৭৲ টাকা দাঁড়ায়।

আলোচ্য সপ্তাহে নিউইয়র্কের বাজারে খুব নিয়ন্ত্রিত ভাবে কারবার ইবার ফলে মূল্য হ্রাস পায়। মার্চ্চের দর ১০·৩০ সেণ্ট এবং মের দর ০·৩৬ সেণ্ট গিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার দর যথাক্রমে ১০·৪৩ সেণ্ট ১০·৪৩ সেণ্ট ছিল। মের দর ছয় পয়েণ্ট অধিক গিয়াছে। লিভারপুলের াজারেও মন্দা গিয়াছে। জানুয়ারীর দর ৮·১৮ পেনী এবং মার্চ্চের দর ·২৬ পেনী পর্য্যন্ত হ্রাস পায়। ব্যবসাগত কারবার খুব কমই হইয়াছে।

কাপড়

কলিকাতা, ২৪শে জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় কাপড়ের বাজারে কোন উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় না। তূলার বাজারে মন্দা ঘটাতে এবং বর্ত্তমান সময়ে ব্যবসায়ীগণ কারবারের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ না করাতেই বাজারে ঐরূপ নিরুৎসাহের ভাব দেখা যায়। নূতন মাল আমদানী করিলে উহার পড়তা বাজার দর অপেক্ষা বেশী প্রতীয়মাণ হওয়াতে প্রকৃত পক্ষে কারবার খুব অল্পই হইয়াছে। আগামী মার্চ্চ মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে কতিপয় দেশী কাপড়ের কলের সহিত কিছু অগ্রিম কারবার সম্পন্ন হইয়াছে। বিশেষ ধরণের জাপানী কাপড়ের জন্যও কতিপয় অর্ডার দেওয়া হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। চলতি কাপড়ের বাজারের উন্নতি ঘটিলে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই কারবারও বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। গ্রীষ্মকালে ব্যবহারোপযোগী কাপড়ের চাহিদাও শীঘ্রই বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা।

সূতা

সূতার বাজারেও তেমন উল্লেখযোগ্য কারবার হয় নাই। অগ্রিম কারবার খুব নিয়ন্ত্রিত ছিল। সূতা কাটতি করিবার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ ভারতের কতিপয় কল বাজার দরেরও নিম্নে দর দিতেছে বলিয়া প্রকাশ।

চিনির বাজার

কলিকাতা, ২৩শে জানুয়ারী

সম্প্রতি যুক্তপ্রদেশ এবং বিহার গবর্ণমেণ্টের শর্করা নীতি সম্পর্কিত ইস্তাহার প্রকাশিত হওয়াতে এবং বঙ্গীয় শিল্প তদন্ত কমিটীর শর্করা তদন্ত সাব কমিটী কলিকাতা বন্দরে যুক্তপ্রদেশ এবং বিহার প্রদেশস্থ চিনির কলসমূহ যাহাতে কোন প্রকারেই অধিক পরিমাণে চিনি আমদানী করিয়া বাজারে মন্দা ঘটাইতে না পারে তজ্জন্য বাঙ্গলা সরকারকে উক্ত প্রদেশদ্বয়ের গবর্ণমেণ্টের সহিত উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার সুপারিশ জ্ঞাপন করিবার ফলে কলিকাতার চিনির বাজারে উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য সপ্তাহে চিনির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়াতে স্থানীয় বাজারে চিনির মূল্য প্রতি মণে দুই আনা হইতে তিন আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ফলে আড়তদারগণ তাহাদের মজুদ চিনি বিক্রয় করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। পূর্ব্বের ন্যায় ব্যবসায়ীগণ বাঙ্গলা দেশের ফ্যাক্টরীসমূহে উৎপন্ন চিনি ক্রয়ের দিকেই আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন; ফলে অদূর ভবিষ্যতে ডেলিভারীযোগ্য চিনির মূল্যাপেক্ষা চলতি বাজারের চিনির মূল্যের হার প্রতি মণে দুই হইতে তিন আনা পর্য্যন্ত বেশী যাইতেছে। মফঃস্বলের কেন্দ্র হইতে এখনও চাহিদার উন্নতি হয় নাই। অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যের খান্দেশরী চিনি এবং গুড়ের প্রচলনই উহার প্রধান কারণ বলিয়া বিবেচিত হয়। আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় বাজারে মজুদ দেশীয় চিনির পরিমাণ ৩৫ হাজার বস্তা ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। বিভিন্ন প্রকার প্রতিমণ চিনির নিম্নরূপ দর বলবৎ ছিল—দর্শনা ২৬ নং ড্রি ৯৷৷৵০; গোপালপুর ৯৷৷৵০; সিতাবগঞ্জ ৯৷৷৶৬ পাই; জাফা ৯৲; তামকোহি—৮৸৶৩ পাই; বেলডাঙ্গা—৯৷৶৬ পাই।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ২৪শে জানুয়ারী

রপ্তানীযোগ্য—গত ২০শে এবং ২১শে জানুয়ারী রপ্তানীযোগ্য চায়ের যে ২৮নং নীলাম সম্পন্ন হয় তাহাতে গড়ে প্রতি পাউণ্ড ১৲৩ পাই দরে ৯ হাজার ৩৬৭ বাক্স চা বিক্রয় হয়। গত বৎসর এই সমসাময়িক

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৩য় বর্ষ, ২য় খণ্ড

কলিকাতা, ৩রা ফেব্রুয়ারী, সোমবার ১৯৪১

৩৭শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

খাদি আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণ

হুগলীতে একটী জনসভায় ডাঃ মেঘনাদ সাহা 'পল্লীগ্রামে ফিরিয়া যাওয়ার আন্দোলন খারাপ এবং খাদি আন্দোলন ততোধিক খারাপ'—এই প্রকার একটী উক্তি করিয়াছেন দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম। ডাঃ সাহা একজন স্বনামখ্যাত বৈজ্ঞানিক এবং আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে যে নাগরিক জীবন ও বৃহদাকার শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার তিনি একজন পূর্ণ সমর্থক। কিন্তু এজন্য পল্লীসংগঠন বা খদ্দরের ন্যায় কুটীর শিল্পের নিন্দা করিবার কোন হেতু নাই। ভারতবর্ষের ন্যায় দরিদ্র দেশে দেশের জনসাধারণকে পরিচ্ছদের ব্যাপারে স্বাবলম্বী করিবার এবং উহাদের আয় কথঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিবার জন্যই মহাত্মা গান্ধী খদ্দর আন্দোলনের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। খদ্দরই একমাত্র কুটীর শিল্প যাহার মারফতে এদেশের কোটী কোটী ব্যক্তি পারিবারিক আবহাওয়া হইতে বিচ্যুত না হইয়া এবং সহরের ক্লেদাক্ত উপকণ্ঠে বাসা না লইয়া অবসর সময়ে কাজ করতঃ তাহাদের আয় অন্ততঃ দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিতে পারে। খদ্দরের আর একটা সুবিধা এই যে উহা হইতে প্রস্তুত দ্রব্যসামগ্রী কোনদিন অবিক্রীত অবস্থায় পড়িয়া থাকিবার আশঙ্কা নাই। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে যে কয়টী বৃহৎ শিল্পের উদ্ভব হইয়াছে তাহার অনেকগুলিতেই অতি-উৎপাদনের সমস্যা দেখা দিয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশে বৃহদাকার শিল্পের চূড়ান্তরূপ উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও ঐ সব দেশে বেকার সমস্যা দিন দিন জটিলাকার ধারণ করিতেছে। এজন্য আমেরিকার বহু বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়ার ও শিল্পপরিচালক উক্ত দেশে টেকনোক্রেসি নামক এক আন্দোলনের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। আমেরিকাতে যাহাতে আর কলকারখানার উদ্ভাবন না হয় এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কায়িক পরিশ্রমের পরিমাণ যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহাই এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। এই আন্দোলনের ভবিষ্যৎ যাহাই হউক না কেন পৃথিবীর সকল দেশেই বর্ত্তমানে বৃহদাকার কলকারখানার সাহায্যে যে ভাবে ক্রমেই স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তির সাহায্যে মানুষের প্রয়োজনীয় শিল্পদ্রব্যের অধিকতর উৎপাদন হইতেছে এবং উহার ফলে প্রত্যেক দেশে দিন দিন বেকার সমস্যা যে প্রকার তীব্র হইয়া উঠিতেছে তাহাতে ভবিষ্যতে উহার সমাধান ও ধনবণ্টনের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য সকল দেশকেই অল্পাধিক পরিমাণে কুটীর শিল্পের দিকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। আর কুটীর শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমানের এই সহরমুখী গতির মোড় ফিরিয়া পুনরায় উহা পল্লীর পথে প্রধাবিত হইবে। এই সময় আসিতে হয়তঃ বিলম্ব আছে। কিন্তু উহা যে একদিন আসিবেই তাহা যে কোন দূরদর্শী ব্যক্তি উপলব্ধি করিতে পারিবেন। মহাত্মা গান্ধী যখন পল্লীতে ফিরিয়া যাইবার কথা এবং খদ্দরের কথা বলেন তখন তিনি সেই অনাগত ভবিষ্যতের কথাই বলিয়া থাকেন। যাহারা বর্ত্তমান যুগের এই ধনতান্ত্রিকতা, শোষণ, নাগরিক জীবনের গ্লানি, মাৎস্য ন্যায় এবং তদানুষঙ্গিক যুদ্ধ বিগ্রহের মূলীভূত কারণ উপলব্ধি করিতে সমর্থ তাঁহারাই মহাত্মা গান্ধীর চিন্তাধারা সমর্থন করিবেন।

ডাঃ সাহা একজন বৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি যাহা বলেন তাহা সকলেই শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করে। কিন্তু অর্থনৈতিক ব্যাপারে তিনি যদি উপরোক্ত ধরণের মন্তব্য প্রকাশ করেন তাহা

হইলে তাঁহাকে সকলে একজন দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তি বলিয়াই মনে করিবে।

পাটক্রয় চুক্তির পরিণাম

গত ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে দিল্লীতে বাঙ্গলা সরকারের ও চটকলওয়ালা সমিতির মধ্যে যে চুক্তি হয় তাহাতে এরূপ সর্ত্ত ছিল যে চটকলসমূহ ১৫ই জানুয়ারী তারিখের মধ্যে ১৫ লক্ষ বেল, উহার পর ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে ১০ লক্ষ বেল, তৎপর ১৫ই মার্চ্চের মধ্যে ৭॥০ লক্ষ বেল এবং ১৫ই এপ্রিলের মধ্যে ৫ লক্ষ বেল —মোট ৩৭॥ লক্ষ বেল পাট ক্রয় করিবে। এই চুক্তির অব্যবহিত পরে বাঙ্গলা সরকার একটী বিবৃতিতে জানান যে চটকলসমূহ যদি উপরোক্তভাবে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পাট ক্রয় করিতে সমর্থ না হয় তাহা হইলে বাঙ্গলা সরকার বাকী পাট ক্রয় করিয়া এই সর্ত্ত পূরণ করিবেন। আমরা তখন একথা বলিয়াছিলাম যে চটকলসমূহ অথবা চটকল ও বাঙ্গলা সরকার মিলিয়া এই ভাবে ৩৭॥ লক্ষ পাট ক্রয় করিলেও কৃষকের হাতে ৫০ লক্ষ বেল পাট অবিক্রীত অবস্থায় থাকিয়া যাইবে। যাহা হউক বাঙ্গলা সরকার ও চটকল মিলিয়া যদি উপরোক্ত চুক্তির সর্ত্ত প্রতিপালন করিতেন তাহা হইলেও কৃষক পাটের জন্য ২।৪ আনা বেশী মূল্য পাইত। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে উপরোক্ত চুক্তিমতে কাজ হওয়ারও কোন আশা নাই। গত ১৫ই জানুয়ারী তারিখ পর্য্যন্ত চটকলসমূহ ১৫ লক্ষ বেলের পরিবর্ত্তে ১৩ লক্ষ ৫৮ হাজার ৭৪৫ বেল পাট খরিদ করিয়াছে—কিন্তু বাঙ্গলা সরকার বাকী ১ লক্ষ ৪১ হাজার ২৫৫ বেল পাট ক্রয় করিয়া ঐ তারিখের মধ্যে ১৫ লক্ষ বেল পূরণ করিয়া দেন নাই। আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখের মধ্যে চটকলসমূহ কর্ত্তৃক ১০ লক্ষ বেল পাট খরিদ করিবার কথা। কিন্তু চটকলগুলির যে প্রকার ভাব দেখা যাইতেছে তাহাতে ঐ তারিখের মধ্যে উহারা যে ১০ লক্ষ বেল পাট ক্রয় করিবে তাহা মনে হয় না। চটকলসমূহ কর্ত্তৃক কম পরিমাণে পাট ক্রয় এবং বাঙ্গলা সরকার কর্ত্তৃক তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি পালনে অনিচ্ছার ফলে বর্ত্তমানে কলিকাতায় পাট ও পাটজাত চটের মূল্য নিম্নাভিমুখী হইয়া চলিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত উহার জের কোথায় দাঁড়ায় তাহা অনুমান করা কঠিন। বাঙ্গলা সরকার ইতিপূর্ব্বে পাট সম্বন্ধে কৃষককে বহুবার বহুপ্রকার প্রতিশ্রুতি দিয়া তৎপর তাহাদিগকে নিরাশ্বাস করিয়াছেন। দিল্লী চুক্তি উহার সর্ব্বশেষ দৃষ্টান্ত কিনা তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। গবর্ণমেন্টের পক্ষে যখন পাট ক্রয় করিয়া উহার মূল্য বৃদ্ধি করার ইচ্ছা বা সামর্থ্য নাই তখন কৃষককে অযথা স্তোকবাক্য দিয়া বিভ্রান্ত করার কি হেতু থাকিতে পারে?

বাঙ্গলার বস্ত্রশিল্পের নূতন সমস্যা

সম্প্রতি বঙ্গীয় কলমালিক সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব কালে ঢাকেশ্বরী কটন মিলের মিঃ এস কে বসু বাঙ্গলার বস্ত্রশিল্পের সম্বন্ধে একটী নূতন সমস্যার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহে ব্যবহৃত রঞ্জনদ্রব্য জার্ম্মানী হইতে আমদানী হইত। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর এদেশে জার্ম্মানী হইতে আগত যে রঞ্জনদ্রব্য মজুদ ছিল তাহা দ্বারা কিছুদিন কাজ চলে। উহা নিঃশেষিত হইবার পর আমেরিকা হইতে ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহের প্রয়োজনীয় রঞ্জনদ্রব্য আমদানী হইতেছে। কিন্তু আমেরিকাতে ভারতবর্ষের পাওনা ডলার মুদ্রা ইংলণ্ডের সমর সরঞ্জাম ক্রয়ে নিয়োজিত করিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার সম্প্রতি স্থির করিয়াছেন যে উক্ত দেশ হইতে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের বেশী রঞ্জনদ্রব্য এদেশে আমদানী হইতে দেওয়া হইবে না এবং উহা গবর্ণমেন্ট স্বয়ং আমদানী করিয়া বিভিন্ন কাপড়ের কলের মধ্যে হারাহারিমত ভাগ করিয়া দিবেন। এই সম্পর্কে গত ১৫ই জানুয়ারী তারিখে দিল্লীতে যে বৈঠক হয় তাহাতে বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলির তরফ হইতে একথা জানান হয় যে এই প্রদেশে উৎপন্ন কাপড়ের মধ্যে শতকরা ৩ ভাগ মাত্র রঙ্গীন কাপড়। প্রধানতঃ ধুতি ও সাড়ীর পাড়ের জন্যই এই প্রদেশে রঞ্জনদ্রব্য ব্যবহৃত হয়। এই প্রদেশে সধবা মেয়েরা পাড়হীন কোন কাপড় ব্যবহার করে না। অত্রাবস্থায় বাঙ্গলায় বর্ত্তমানে কাপড়ের ও সাড়ীর পাড়ের জন্য যে সামান্য পরিমাণ রঞ্জনদ্রব্য ব্যবহৃত হয় তাহাও যদি কমাইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলির অত্যন্ত ক্ষতি হইবে। কাজেই এই প্রদেশে ব্যবহারযোগ্য রঞ্জনদ্রব্যের পরিমাণ যেন কমান না হয়।

ভারত সরকারের তরফ হইতে বাঙ্গলা দেশের কাপড়ের কলগুলির এই দাবীর কি জবাব দেওয়া হইয়াছে মিঃ বসুর বক্তৃতাতে তাহার কিছু উল্লেখ নাই। কিন্তু বাঙ্গলার তরফ হইতে যে দাবী করা হইয়াছে তাহা সর্ব্বথা যুক্তিসঙ্গত। যে প্রদেশে রঙ্গীন কাপড়, সাড়ী, ছিট, শালু ইত্যাদি প্রায় কিছুই প্রস্তুত হয় না এবং যে প্রদেশের কাপড়ের কলগুলি প্রধানতঃ পাড়দার ধুতি ও সাড়ী প্রস্তুত করিয়াই বাঁচিয়া আছে সেই প্রদেশে রঞ্জনদ্রব্যের ব্যবহার কমাইয়া দিলে বস্ত্রশিল্পের পক্ষে তাহা অতি মারাত্মক হইবে। বর্ত্তমানে সমগ্র ভারতবর্ষের কাপড়ের কলগুলিতে যে পরিমাণ রঞ্জনদ্রব্য ব্যবহৃত হইতেছে ভারত সরকার তাহা কি হারে কমাইয়া দিবেন তাহা এখনও জানা যায় নাই। তবে রঞ্জনদ্রব্যের ব্যবহার যে হারেই কমান হউক না কেন বাঙ্গলায় যদি উহার ব্যবহার পূর্ব্বতন হারেই বজায় রাখা হয় এবং বাকী রঞ্জনদ্রব্য যদি ভারতবর্ষের অন্য অঞ্চলে হারাহারিভাবে বণ্টন করা হয় তাহা হইলে ঐ সব অঞ্চলের নামমাত্র ক্ষতি হইবে বটে—কিন্তু উহার ফলে বাঙ্গলার বস্ত্রশিল্প বাঁচিয়া যাইবে। আশা করা যায় যে বাঙ্গলার এই দাবীতে অন্যান্য প্রদেশ কোন আপত্তি করিবে না এবং ভারত সরকার উহা বিশেষ সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিবেন।

বীমার এজেন্টদের উপর ট্যাক্স

কিছুদিন পূর্ব্বে একথা শুনা গিয়াছিল যে কলিকাতা কর্পোরেশন উহার ঘাটতি নিবারণের জন্য কলিকাতা সহরে যে সমস্ত বীমার এজেন্ট রহিয়াছেন তাঁহাদের উপর একটা লাইসেন্স ফি ধার্য্য করিবেন। পরে এরূপ শুনা যায় যে কর্পোরেশন বীমাকর্ম্মী এবং বীমা কোম্পানীর পরিচালকদের বক্তব্য শুনিয়া এই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি আমরা অবগত হইলাম যে কর্পোরেশন এই ফি আদায় করিবার জন্য তোড়জোড় আরম্ভ করিয়াছেন এবং চলতি সরকারী বৎসর হইতেই উহা আদায় করা হইবে। পরস্পর শুনা যাইতেছে যে ফি'র পরিমান বৎসরে ২৫ টাকা হইবে।

কলিকাতা সহরে বর্ত্তমানে কয়েক সহস্র বীমার এজেন্ট রহিয়াছেন। উহাদের মধ্যে শতকরা ৯০ জনই বৎসরে মাত্র ৫ হইতে ১০ হাজার টাকার মত বীমার কাজ সংগ্রহ করিয়া থাকেন। প্রতি হাজার টাকার বীমার প্রিমিয়ামের পরিমাণ ৪৫ টাকা এবং এজেন্টগণ উহার এক তৃতীয়াংশ কমিশন হিসাবে পাইয়া থাকেন—এরূপ ধরিলে এই সমস্ত এজেন্টের বার্ষিক আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৫ হইতে ১৫০ টাকা। উহার উপর এজেন্টদের কিছু খরচও রহিয়াছে। যাহা হউক উহাদের আয় বৎসরে ৭৫ হইতে ১৫০ টাকা ধরিলেও কর্পোরেশনের প্রস্তাবিত ট্যাক্সের হার দাঁড়ায় আয়ের শতকরা ১৬ হইতে ৩৩

ভাগ। পৃথিবীর কোন দেশে কোন ক্ষেত্রে এবম্বিধ নিম্ন আয়ের উপর এই হারে ট্যাক্স ধার্য্য করার আর কোন দৃষ্টান্ত আছে বলিয়া মনে হয় না। কর্পোরেশন যদি এজেন্টদের কাজের অনুপাতে ট্যাক্সের পরিমাণে ইতরবিশেষ করিতেন তাহা হইলেও উহার পক্ষে একটা যুক্তি থাকিত। কিন্তু প্রকাশ যে তাঁহারা উহাতেও সম্মত নহেন।

বীমার এজেন্টগণ ব্যবসায়ের নামে একটি চূড়ান্তরূপ জনহিতকর কাজে লিপ্ত আছেন। উহাদিগকে এই ভাবে ট্যাক্সভার দ্বারা উৎপীড়িত করিলে কেবল দেশের বীমা ব্যবসায়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না—বহু ব্যক্তি বীমার সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবে। আমাদের ধারণা ছিল যে দেশের জনসাধারণের প্রকৃত প্রতিনিধিগণই কলিকাতা কর্পোরেশন পরিচালনা করিতেছেন এবং উহার উপর এখনও কংগ্রেসের কিছু প্রভাব রহিয়াছে। কিন্তু উহারা যে ভাবে দেশের এক শ্রেণীর স্বল্প আয়বিশিষ্ট ব্যক্তির উপর নিতান্ত নির্ম্মমভাবে ট্যাক্স ধার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছেন তাহাতে মনে হয় না যে কর্পোরেশনের কর্ত্তাগণ দেশবাসীর সুখদুঃখের কোন খোঁজ খবর রাখেন। বীমা কর্ম্মীদের উপর অত্যুচ্চহারে ট্যাক্স বসাইয়া কর্পোরেশনের আয়বৃদ্ধির কল্পনা যাহাদের মস্তিষ্কে উদ্ভূত হইয়াছে তাহাদিগকে নিন্দা করিবার মত আমরা ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। এই কল্পনাকে কিছুতেই কার্য্যে পরিণত করিতে দেওয়া উচিত নহে।

সমবায় আন্দোলনের গলদ

ভারতবর্ষে এমন ব্যক্তি খুব কমই আছেন যিনি মাদ্রাজের মিঃ রামদাস পান্তলুর ন্যায় এদেশের সমবায় আন্দোলনের সম্বন্ধে এত অধিক চিন্তাভাবনা করিয়াছেন। মিঃ পান্তলু সম্প্রতি মাদ্রাজের সমবায়ীদের একটী সভায় সমবায় আন্দোলন সম্বন্ধে কতকগুলি সার-গর্ভ উক্তি করিয়াছেন। তিনি বলেন—ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সমবায় আন্দোলনে সরকারী প্রভাব অত্যন্ত বেশী। যে সমস্ত সরকারী কর্ম্মচারীর উপর দেশে সমবায় আন্দোলনের প্রসারের দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে তাহারা নিজেদের ফাইল ও কাগজপত্র লইয়া ব্যস্ত। উহারা জনসাধারণের সহিত মেলামিশা করে না এবং তাঁহাদের সুখ দুঃখের কোন খোঁজখবর রাখে না। পণ্যদ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় এবং শিল্প বাণিজ্য ও অর্থনীতি সম্পর্কে জগতের চিন্তাধারার কি প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, কি ভাবে সকল দেশেই সমবায়ের ব্যাপারে চিরন্তন সরকারী কর্ত্তৃত্বের অবসান ঘটিতেছে তৎসম্বন্ধেও এদেশের সরকারী কর্ম্মচারীগণ অজ্ঞ। যদি এই ভাবে চলে তাহা হইলে এদেশে সমবায় আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে পণ্ড হইবে।

মিঃ পান্তলু তাঁহার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা হইতে যাহা বলিয়াছেন তৎসম্বন্ধে সকলেই একমত হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি। বাঙ্গলা দেশে সমবায় আন্দোলন বরাবরই সরকারী আয়ত্তের মধ্যে রহিয়াছে। উহার ফলে দেশবাসী সমবায়ের কোন মূল্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় নাই এবং সমবায় আন্দোলন একটা দাদনী কারবারে পর্য্যবসিত হইয়াছে। দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি ও ধনসম্পদ সংরক্ষণ এবং জনসাধারণের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় ও সমবেত প্রচেষ্টার উন্মেষের ব্যাপারে আজ পর্য্যন্ত এই আন্দোলন কিছুই করিতে পারে নাই। কিন্তু বাঙ্গলার শাসক সম্প্রদায় উহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত নহেন। ইদানীং উহারা সমবায় সম্পর্কে একটী নূতন আইনের বলে সমবায় বিভাগের রেজিষ্ট্রারের উপর ডিক্টেটারি ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন। উহার ফলে বাঙ্গলায় সমবায় সমিতির সংখ্যা বাড়িয়া সরকারী ফাইলের কলেবর বর্দ্ধিত হইতে পারে—কিন্তু এই ব্যবস্থায় যে দেশের জনসাধারণ সমবায়ের মূল্য উপলব্ধি করিতে পারে না এবং দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি পাইবে না—একথা নিশ্চিত। দেশের জনসাধারণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধিই সমবায়ের মূলগত সমস্যা। দেশের দেউলিয়া দশাপন্ন জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি করিতে না পারিলে উহাদের দ্বারা গঠিত সমবায় সমিতিও সুনিশ্চিত-ভাবে দেউলিয়া হইবে। কিন্তু বর্ত্তমানের এই দল ও সম্প্রদায়গত ভেদবুদ্ধি প্রণোদিত গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বে দেশের সকল শ্রেণীর লোককে ধনসম্পদ বৃদ্ধির কাজে একত্রিত করা অসম্ভব। একমাত্র জনসাধারণের স্বতঃপ্রণোদিত কর্ম্মপ্রচেষ্টা দ্বারাই উহা সম্ভবপর। মিঃ পান্তলুর উপদেশ বাক্যে বাঙ্গলা সরকারের এই বিষয়ে যদি একটু চৈতন্য হয় তাহা হইলে আমরা সুখী হইব।

ভারতে শ্রমিক কল্যাণের ব্যবস্থা

ভারতে শ্রমিক কল্যাণমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন সম্পর্কে সম্প্রতি দিল্লীতে কেন্দ্রিয় সরকার, দেশীয় রাজ্য ও প্রাদেশিক সরকার সমূহের প্রতিনিধিদের একটি সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। এই সম্মেলনের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কেন্দ্রিয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী শারদীয় অধিবেশনে ছয়টি সরকারী বিল উপস্থিত করা স্থির হইয়াছে। প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্ট ১৯২৯ সালের ভারতীয় শ্রমিক বিরোধ (ইণ্ডিয়ান ট্রেড ডিসপুটস্ এ্যাক্ট) আইনটি সংশোধন করিয়া একটী বিল পেশ করিবেন। এই বিলে এরূপ প্রস্তাব করা হইবে যে কোন কারখানার শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট করা স্থির করিলে তাহাদিগকে ১৪ দিন পূর্ব্বে কারখানার মালিকদিগকে ও গবর্ণমেণ্টের লেবার কমিশনারকে তাহা জানাইতে হইবে। শ্রমিকদের সঙ্কল্প জ্ঞাত হইয়া গবর্ণমেণ্ট আসন্ন ধর্ম্মঘট সম্পর্কে একটা মিটমাটের চেষ্টা করিবেন। শ্রমিক ও মালিকদের উত্থাপিত অভিযোগাদি বিবেচনার জন্য গবর্ণমেণ্ট কোন সালিশী বোর্ড স্থাপন করিলে উক্ত বোর্ডের বিচার সাপেক্ষে শ্রমিকদিগকে দুই মাসকাল পর্য্যন্ত ধর্ম্মঘট বন্ধ রাখিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ শ্রমিকদিগকে বেতনসহ ছুটী দেওয়ার নির্দ্দেশ দিয়া একটি বিল পেশ করা হইবে। তৃতীয়তঃ দোকান ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্ম্মচারীরা যাহাতে সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন ছুটী পায় তজ্জন্য ব্যবস্থা করিয়া একটি বিল উত্থাপন করা হইবে। তাহা ছাড়া বর্ত্তমান কারখানা আইনের প্রয়োগক্ষেত্র প্রসারিত করিবার জন্য, শ্রমিকদের প্রতিনিধিমূলক ট্রেড ইউনিয়নকে স্বীকার করিয়া লওয়ার জন্য ও কয়লার খনির নারী শ্রমিকদের সম্পর্কে প্রসূতি-কল্যাণ ব্যবস্থার জন্য একটি করিয়া বিল উপস্থিত করা স্থির হইয়াছে। গত ১৯৩১ সালে ভারতীয় শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে ইণ্ডিয়ান লেবর কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর এদেশে শ্রমিককল্যাণমূলক আইনের প্রসার সাধনের জন্য দেশবাসীর দিক হইতে অনেকবার দাবী দাওয়া উত্থাপিত হইয়াছে। সেই সব দাবী দাওয়া সম্পর্কে বিবেচনার জন্য ভারত সরকারের উদ্যোগে অনেকবার অনেক বৈঠকাদীও হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এতদিন শ্রমিক কল্যাণ সাধনের কাজ বিশেষ অগ্রবর্ত্তী হয় নাই। বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে কয়েকটি সম্ভবপর বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়াসী হইয়াছেন ইহা সুখের বিষয়। শিল্পের প্রসার ও উন্নতি সাধন করিতে হইলে তাহার পিছনে কর্ম্মঠ শ্রমিক দলের উৎসাহপূর্ণ সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। বর্ত্তমানে দেশের কলকারখানাসমূহে শ্রমিকদের বেতন, ভাতা, ছুটী আবাসস্থান ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি সম্পর্কে অনেক স্থলেই সন্তোষজনক বিধিব্যবস্থার একান্ত অভাব বলিয়া শ্রমিকদের ভিতর একটা বিক্ষোভের ভাব জাগ্রত হইয়া রহিয়াছে। এই বিক্ষোভের ভাব দেশের শিল্পোন্নতির পরিপোষক নহে। এই বিক্ষোভের সুযোগ লইয়া অনেক সময় অনেক স্বার্থপর লোক শ্রমিকদিগকে ধর্ম্মঘট ইত্যাদিতে প্ররোচিত করে—আর তাহা দেশের শিল্প প্রচেষ্টার পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হইয়া থাকে। প্রস্তাবিত বিল সমূহের প্রথমটিতে ধর্ম্মঘট স্থগিত রাখিবার জন্য ও ধর্ম্মঘট সম্পর্কে সালিশী মীমাংসা করিবার জন্য যে প্রস্তাব হইয়াছে তাহাতে দেশে শ্রমিক সঙ্কটের তীব্রতা হ্রাস পাইবে। অন্যান্য বিলে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি সাধন কল্পে যে ব্যবস্থা পরিকল্পিত হইয়াছে তাহাতে এ সমস্ত যথারীতি পাশ করা হইলে উহাদের দ্বারা শ্রমিক অসন্তোষের একটা স্থায়ী প্রতিকার হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

কাগজ শিল্পে বাঙ্গলা

যুদ্ধের ফলে ভারতীয় কাগজ শিল্পের কি প্রকার উন্নতি ঘটিতেছে তৎসম্বন্ধে ভারত সরকারের তরফ হইতে সম্প্রতি একটী বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত বিবৃতিতে প্রকাশ যে যুদ্ধের জন্য ভারতবর্ষে জার্ম্মাণী, নরওয়ে, সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ড হইতে সংবাদ-পত্রের জন্য ব্যবহার্য্য কাগজের আমদানী বন্ধ হওয়ার ফলে এক্ষণে কানাডা ও আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে এই শ্রেণীর কাগজ আমদানী হইতেছে বটে। কিন্তু ভারতবর্ষের কাগজের কলগুলিতে বাঁশ, সাবাই ঘাস প্রভৃতি হইতে যে সমস্ত কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে তদনুরূপ কাগজ বিদেশ হইতে আমদানী করার পক্ষে অসুবিধার সৃষ্টি হওয়ার দরুণ ভারতীয় কাগজের কলগুলি খুব সুবিধা পাইয়াছে। এজন্য যুদ্ধের প্রথম বৎসরে ভারতীয় কলে উৎপন্ন কাগজের পরিমাণ শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে সমগ্র ভারতে মোট ৫৯২০০০ টন কাগজ উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই স্থলে ১৯৩৯-৪০ সালে ৭০৮০০০ টন কাগজ উৎপন্ন হইয়াছে। চলতি ১৯৪০-৪১ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত কাগজ উৎপাদনের হিসাব জানা গিয়াছে। এই হিসাবে দেখা যায় যে এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসে ভারতবর্ষে ৪ লক্ষ ১০ হাজার ৫৮০ টন কাগজ উৎপন্ন হইয়াছে—অথচ গত ১৯৩৯-৪০ সালের এই ছয় মাসে উহার উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ২১ হাজার ২৯০ টন।

ভারতীয় কাগজ শিল্পের এই উন্নতি খুবই সুখের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে বাঙ্গলা দেশ উহার কোন সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গলা দেশেই কাগজের সবচেয়ে অধিক কাটতি হইয়া থাকে এবং এই কাটতির পরিমাণ যে যুদ্ধ থামিয়া গেলেও বরাবর বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন হইলে আগামী দশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলায় কাগজের কাটতি চতুর্গুণ হওয়াও বিচিত্র নয়। বাঙ্গলায় কাগজমণ্ড প্রস্তুতের উপযোগী বাঁশ ও অন্যান্য অনেক প্রকার কাঁচা মালও পাওয়া যায়। উহা সত্ত্বেও আজ পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালী ব্যবসায়ী এই দিকে মনোনিবেশ করেন নাই। এই প্রদেশে বর্ত্তমানে ইউরোপীয়দের পরিচালিত ৩টী কাগজের কল রহিয়াছে। উহাদের লাভের পরিমাণ দিন দিন কি প্রকার ফাঁপিয়া উঠিতেছে তাহা টিটাগড় পেপার মিলের হিসাব হইতে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে সরকারী ট্যাক্স সমেত উহাদের লাভের পরিমাণ ছিল ১৫ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা। ১৯৩৯-৪০ সালে উহার পরিমাণ দাঁড়ায় ৩০ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। ১৯৪০-৪১ সালের প্রথম ছয় মাসের হিসাব মাত্র পাওয়া গিয়াছে। এই ছয় মাসেই উক্ত কোম্পানীর লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২৩ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা। ভারতবর্ষে এমন কোম্পানী খুব কমই রহিয়াছে যাহা ৪৮ লক্ষ টাকা মূলধন খাটাইয়া ম্যানেজিং এজেন্সির কমিশন ও অন্যবিধ মোটা পারিশ্রমিক বাদে ছয় মাসের মধ্যে ২৩॥ লক্ষ টাকা লাভ করিতে পারে। বাঙ্গলা দেশে ৪০।৫০ লক্ষ টাকা মূলধন সরবরাহ বা সংগ্রহ করিতে পারেন এরূপ ধনী ব্যক্তি অনেক আছেন। উহারা কোম্পানীর কাগজে শতকরা ৩ টাকা ৩॥ টাকা সুদে উহা খাটাইয়া বৎসরে এক কি দেড় লক্ষ টাকা পাইয়া সন্তুষ্ট রহিয়াছেন। অথচ বিদেশীগণ এই প্রদেশে বসিয়াই একটী কুবেরের ভাণ্ডার লুঠ করিতেছে। উহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে ?

আমরা একথা অস্বীকার করিনা যে একটী কাগজের কল স্থাপনের জন্য ২০, ৩০ কি ৫০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা সহজ কাজ এবং এই পরিমাণ টাকা সংগ্রহ হইলেই টীটাগড়ের মত একটী লাভজনক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে। এই ধরণের একটী প্রতিষ্ঠান গড়িতে বহুপ্রকার সরঞ্জাম ও সাধনা আবশ্যক। প্রথমতঃ একটী কাগজের কলের জন্য যে পরিমাণ বাঁশ বা সাবাই ঘাস জাতীয় কাঁচা মালের প্রয়োজন তাহা যাহাতে নিয়মিতভাবে পাওয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ কলের জন্য যে সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োজন তাহা যাহাতে প্রয়োজনমত পাওয়া যাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ কল পরিচালনার জন্য অভিজ্ঞ ও কার্য্যদক্ষ লোক সংগ্রহ করিতে হইবে। চতুর্থতঃ কলে উৎপন্ন কাগজ যাহাতে সহজে বিক্রয় হইতে পারে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কলের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। এই সব কথার মধ্যে কোন নূতনত্ব নাই এবং প্রত্যেক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাগণই প্রথমে এই সব বিষয় চিন্তা করিয়া তৎপর কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। আমাদের বক্তব্য বিষয় এই মাত্র যে বাঙ্গলায় কাগজের চাহিদার বিরাট ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ১৩ কোটী অধিবাসী প্রত্যেক বৎসর ১ কোটী ৬৯ লক্ষ টন কাগজ ব্যবহার করিয়া থাকে। সেইস্থলে ভারতবর্ষের ৪০ কোটী অধিবাসী সারা বৎসরে মাত্র ২ লক্ষ ১২ হাজার টন কাগজ ব্যবহার করে। এই হিসাবে বাঙ্গলায় বৎসরে যে কাগজ ব্যবহৃত হয় তাহার পরিমাণ খুব বেশী করিয়া ধরিলেও ৩৫ হাজার টনের বেশী হইবে না। তবে যদিও বাঙ্গলার অধিবাসী-গণের পক্ষে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের অধিবাসীদের সমান হারে কাগজ ব্যবহার করা কোন দিনই সম্ভব হইবে না তথাপি বাঙ্গলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিক্ষার প্রসার এবং জীবনযাত্রার আদর্শের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কাগজের ব্যবহার যে দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এতদিন পর্য্যন্ত কাগজ শিল্পের মধ্যে বাঙ্গলাদেশে যে একটী স্বর্ণখনি বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা কেহ অনুধাবন করিতে পারে নাই। কিন্তু টীটাগড়ের বিপুল ও ক্রমবর্দ্ধ-মান লাভের যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতেও এই দিকে বাঙ্গলার ধনী ও ব্যবসায়ীদের চক্ষু ফুটিবে না কি ? টীটাগড়ের মত না হউক—চলনসই একটী কাগজের কল স্থাপন করিতে ২০ লক্ষ টাকাই যথেষ্ট। টীটাগড়েও প্রথমে ২০ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়াই কার্য্যারম্ভ হইয়াছিল। বাঙ্গালী যে ২০।২৫ লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহ করিয়া তদ্দারা সাফল্যের সহিত ব্যবসা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিতে পারে, বাঙ্গলা দেশে তাহার অনেক নিদর্শন রহিয়াছে। কেবল কাগজের মত একটী লাভজনক শিল্পের দিকেই কি বাঙ্গালী অন্ধ হইয়া থাকিবে ?

কাগজ শিল্পের মারফতে প্রতি বৎসর বাঙ্গলা দেশের লক্ষ লক্ষ টাকা বিদেশীর হস্তগত হইতেছে। কিন্তু এই সম্পর্কে আরও একটি বিষয় ভাবিবার আছে। লৌহ শিল্প, বিদ্যুৎ শিল্প, রসায়ন শিল্প ইত্যাদিকে ইংরাজী ভাষায় 'কি ইণ্ডাষ্ট্রী' অর্থাৎ অন্য বিবিধ প্রকার শিল্পের চাবিকাঠিস্বরূপ শিল্প বলা হয়। কেননা লৌহ, বিদ্যুৎ, রাসায়নিকদ্রব্য ইত্যাদি না হইলে অন্য শিল্প চলে না। সেই হিসাবে কাগজ শিল্পকে দেশের শিক্ষা ও সভ্যতাবিস্তার এবং রাজ-নৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের একটি চাবিকাঠিস্বরূপ শিল্প বলা চলে। কেননা বর্ত্তমান যুগে প্রধানতঃ সংবাদপত্র, পুস্তক ইত্যাদির সাহায্যেই প্রচারকার্য্য চলিয়া থাকে। এই প্রচারকার্য্যের পক্ষে অপরিহার্য্য কাগজ শিল্প যদি বিদেশীর হস্তগত থাকে তাহা হইলে দেশের পক্ষে উহা একটা মারাত্মক কথা। বর্ত্তমানে বাঙ্গলা দেশে যে সমস্ত দৈনিক সংবাদপত্র ছাপা হয় তজ্জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ বিদেশ হইতে আমদানী হইয়া থাকে। কিন্তু কে বলিতে পারে যে অদূর ভবিষ্যতে বিদেশীগণ বাঙ্গলা দেশে সংবাদপত্র মুদ্রণের উপযোগী কাগজ প্রস্তুতের জন্যও কারখানা স্থাপন করিবে না ? এ প্রদেশে সংবাদপত্র মুদ্রণের উপযোগী কাগজ প্রস্তুতের দায়িত্ব যদি বিদেশীর হস্তে ন্যস্ত থাকে তাহা হইলে উহারা ইচ্ছা করিলেই দেশের সংবাদপত্রগুলির নীতি ও কর্ম্মপন্থা নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ হইবে। এই দিক দিয়াও বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গালীর উদ্যোগে কাগজ প্রস্তুতের জন্য এক বা একাধিক কল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। বাঙ্গলা দেশে যাহাদের হাতে টাকা আছে এবং ব্যবসায় ও শিল্প সম্বন্ধে যাহারা অভিজ্ঞ তাঁহারা কাগজ শিল্প সম্বন্ধে একটু চিন্তাভাবনা করিলে আমরা অত্যন্ত সুখী হইব।

বিদেশী জীবনবীমা কোম্পানীতে যুদ্ধের প্রভাব

ইতিপূর্ব্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে ভারতবর্ষে গত ১৯৩৮ সালে ১২টী বিদেশী বীমা কোম্পানী একমাত্র জীবনবীমা ব্যবসায়ে এবং ১৪টী বিদেশী বীমা কোম্পানী অন্যান্য শ্রেণীর বীমার ব্যবসায়ের সহিত জীবনবীমা ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল। ভারতবর্ষে ব্যবসারত এই ২৬টী বিদেশী জীবনবীমা কোম্পানীর মধ্যে বর্ত্তমানে শত্রুদেশীয় বীমা-কোম্পানী বলিয়া জার্ম্মাণীর এলিয়ানজ অ্যাণ্ড ষ্টাটগার্টার নামক জীবন-বীমা কোম্পানীর কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর সিঙ্গাপুরের গ্রেট ইষ্টার্ণ লাইফ এবং ইংলণ্ডের ষ্টাণ্ডার্ড ও ম্যানুফেকচারার্স ও অন্য একটী কোম্পানী স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া ভারতবর্ষে জীবনবীমার কাজ বন্ধ করিয়াছে। কাজেই বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে ২৬টী বিদেশী বীমা কোম্পানীর মধ্যে ২১টী কোম্পানীর কাজ চলিতেছে। উহার মধ্যে অধিকাংশ কোম্পানী ভারতবাসীর জীবন-বীমা গ্রহণে কোন চেষ্টা করে না। বর্ত্তমানে যে সমস্ত বিদেশী বীমা-কোম্পানী ভারতবর্ষে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ জীবনবীমার কাজ করিয়া থাকে তাহার মধ্যে ইংলণ্ডের নর্থবৃটীশ এণ্ড মার্কেণ্টাইল ও প্রুডেন্সিয়াল এবং কানাডার সান লাইফ—এই ৩টী কোম্পানীর কাজই বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

একটী বিষয় বর্ত্তমানে অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে ভারতবর্ষস্থিত এই সমস্ত বিদেশী বীমা কোম্পানী সংবাদপত্রের মারফতে ব্যাপক প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিয়া ভারতবর্ষে উহাদের ব্যবসায় বৃদ্ধির জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছে। আমরা গত সপ্তাহে একথা বলিয়াছি যে এখনও প্রতি বৎসর জীবনবীমার প্রিমিয়াম হিসাবে ভারতবাসীর ৫ কোটী অপেক্ষাও বেশী পরিমাণ টাকা বিদেশী বীমা কোম্পানীর হস্তগত হইতেছে এবং প্রত্যেক বৎসর উহার পরিমাণ প্রায় অর্দ্ধ কোটী টাকা করিয়া বর্দ্ধিত হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে বিদেশী জীবনবীমা কোম্পানীসমূহ ভারতবর্ষে যে প্রকার ব্যাপকভাবে প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিয়াছে তাহাতে উহার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় যে সমস্ত ভারতবাসী সুদৃঢ় আর্থিকভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত দেশী জীবনবীমা কোম্পানী থাকা সত্ত্বেও বিদেশী কোম্পানীর শরণাপন্ন হইতেছেন তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া আমরা কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি।

বর্ত্তমানে যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে তাহার ফলে বিদেশী জীবনবীমা কোম্পানীসমূহের কাজের পরিমাণ যে অস্বাভাবিকরূপে কমিয়া যাইবে এবং উহাদের লাভের হার হ্রাস পাইয়া উহাদের প্রদত্ত বোনাসের হার যে খুব কমিবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে বৃটীশ বীমা কোম্পানীসমূহের অবস্থা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। গত ১৯৩৮ সালে বৃটীশ জীবনবীমা কোম্পানীসমূহ মোটমাট ২৫ কোটী ৩০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিল। ১৯৩৯ সালের প্রথম আট মাসে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই। এই আট মাসে বৃটীশ জীবনবীমা কোম্পানীসমূহের নূতন কাজের পরিমাণ ১৯৩৮ সালের তুলনায় বেশীই ছিল। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে জীবনবীমা কোম্পানীসমূহের নূতন কাজের পরিমাণ অস্বাভাবিকরূপে কমিয়া যায় এবং উহার ফলে ১৯৩৯ সালে সমস্ত বৃটীশ জীবনবীমা কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র ১৯ কোটী ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৪০ সালে বৃটীশ জীবনবীমা কোম্পানীসমূহের মোট নূতন কাজের পরিমাণ কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহা এখনও জানা যায় নাই। তবে লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ 'ব্যাঙ্কার' পত্র উহার গত জুলাই মাসের সংখ্যায় এরূপ ঘোষণা করিয়াছিলেন যে ১৯৪০ সালে উহাদের নূতন কাজের পরিমাণ ১৯৩৯ সালের তুলনায় শতকরা ৩০—বড় জোর ৪০ ভাগের বেশী হইবে না। অর্থাৎ ১৯৩৮ সালে উহাদের মোটমাট নূতন কাজ যে পরিমাণ হইয়াছিল ১৯৪০ সালে তাহার পরিমাণ এক চতুর্থাংশে পর্য্যবসিত হইবে।

বৃটীশ বীমা কোম্পানীসমূহের যে কেবল নূতন কাজের দিক হইতেই চূড়ান্তরূপ অবনতি দেখা যাইতেছে এরূপ নহে। যুদ্ধের ফলে উহাদের পলিসিগ্রাহকদের মধ্যে মৃত্যুহার অনেক বাড়িয়া গিয়াছে এবং দাদনী তহবিলে প্রাপ্তব্য সুদের হারও অনেক কমিয়াছে। মৃত্যুহারের দিক দিয়া বৃটীশ বীমা কোম্পানীসমূহ কিরূপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে তাহার বিবরণ এখনও জানা যায় নাই। ১৯৪০ সালে উহাদের কাজের সমষ্টিগত হিসাবনিকাশ প্রকাশিত হইলে এই সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা যাইবে। কিন্তু দাদনী তহবিলে প্রাপ্তব্য সুদের হারের দিক হইতে উহাদের ক্ষতির পরিমাণ এখন হইতেই অনেকটা উপলব্ধি করা যাইতে পারে। দাদনী তহবিলের উপর প্রাপ্তব্য সুদের হার শতকরা বার্ষিক ৩ কি ৩।।০ টাকা বরাদ্দ করিয়াই অধিকাংশ বৃটীশ জীবনবীমা কোম্পানীর প্রিমিয়ামের হার নির্দ্ধারিত করা রহিয়াছে। উহার মধ্যে কোম্পানীর লাভেরও কিছু অংশ রহিয়াছে। যাহা হউক উহা সত্ত্বেও একথা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে বৃটীশ বীমা কোম্পানীসমূহকে যদি উহাদের দায় মিটাইতে হয় তাহা হইলে তহবিল খাটাইয়া উহাদের অন্ততঃ শতকরা বার্ষিক পৌনে তিন কি সোয়া তিন টাকা সুদ অর্জ্জন করা অত্যাবশ্যক। কিন্তু বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট যাহাতে অল্প সুদে সমরঋণ সংগ্রহ করিতে পারেন তজ্জন্য ইংলণ্ডে বর্ত্তমানে কৃত্রিম উপায়ে টাকার সুদ অত্যধিক কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এজন্য বৃটীশ বীমা কোম্পানীসমূহ এক্ষণে উহাদের তহবিল খাটাইয়া শতকরা বার্ষিক ৩ টাকার বেশী সুদ অর্জ্জন করিতে পারিতেছে না। কিন্তু সমস্যার এইখানেই শেষ হয় নাই। যুদ্ধের জন্য ইংলণ্ডের সমস্ত শ্রেণীর ব্যবসায়ের উপর অত্যধিক হারে ট্যাক্স বসিয়াছে এবং বীমা ব্যবসাও এই ট্যাক্স হইতে রেহাই পায় নাই। ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে জীবনবীমা কোম্পানীসমূহ এক্ষণে উহাদের তহবিল খাটাইয়া যে সুদ অর্জ্জন করিতেছে তাহা হইতে গবর্ণমেণ্টের ট্যাক্স জোগাইয়া উহাদের হাতে যাহা থাকিতেছে তদ্দ্বারা জীবনবীমা তহবিলের উপর শতকরা বার্ষিক দুই টাকার অধিক সুদ পোষাইতেছে না। অবশ্য বৃটীশ জীবনবীমা কোম্পানীসমূহের মধ্যে অনেক কোম্পানী প্রিমিয়ামের হার বাড়াইয়া এই সমস্যার কথঞ্চিৎ প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু যে দেশে দুই বৎসরকালের মধ্যে নূতন কাজের পরিমাণ কমিয়া এক চতুর্থাংশে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে সেই দেশে বীমার প্রিমিয়াম বৃদ্ধি করা যে কত অসুবিধাজনক ব্যাপার তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে।

বৃটীশ জীবনবীমা কোম্পানীসমূহ আফিসের কার্য্যপরিচালনা বাবদ ব্যয়ের দিক হইতেও যে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে তাহা অনুমান করা যায়।

(২৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাঙ্গলায় লবণ শিল্প

শ্রীনাথ ঘোষ, এম, এ, বি, এল

প্রতিবৎসর বাঙ্গলায় আমদানী লবণের পরিমাণ ১ কোটী ৪০ লক্ষ মণ। ইহার মধ্যে ৮০ লক্ষ মণ বাঙ্গলার নিজ প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়, বাকী ৬০ লক্ষ মণ আসাম, বিহার এবং যুক্তপ্রদেশের কতকাংশে প্রেরিত হয়।

বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম এবং যুক্তপ্রদেশের কিছু অংশ ব্যতীত ভারতের সর্ব্বত্রই দেশীয় লবণ ব্যবহার হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম অবস্থায় যে সমস্ত স্থানে বিদেশী লবণের আমদানী ও ব্যবহার হইত এখনও সেই সকল স্থান বিদেশী লবণ ব্যবহার করে। এডেন, করাচী, লিবারপুল, হ্যামবার্গ, পোর্ট সৈয়দ, জিবুতি এবং তুতিকোরিণ হইতে কলিকাতায় লবণের আমদানী হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে লিবারপুল এবং হ্যামবার্গ হইতে লবণের আমদানী বন্ধ হইয়া যাইতেছে। যদি বর্ত্তমান যুদ্ধ বেশীদিন স্থায়ী হয় তাহা হইলে এডেন, পোর্টসৈয়দ, জিবুতি প্রভৃতি স্থান হইতেও আমদানী লবণের পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস হইবার আশঙ্কা আছে এবং বাঙ্গলাদেশে লবণের অভাব দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী।

গত ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ হইতে বাঙ্গলাদেশে লবণ শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি কল্পে চেষ্টা ও আন্দোলন চলিতেছে এবং কয়েকটি বাঙ্গালী কোম্পানী এই উদ্দেশ্যে স্থাপিতও হইয়াছে; ঐ সকল কোম্পানী কিছু কিছু লবণ প্রস্তুত করিলেও বাঙ্গলাদেশের প্রয়োজনের অনুপাতে তাহার পরিমাণ অতি সামান্য। যাহারা লবণ শিল্প সম্বন্ধে বাঙ্গলার বর্ত্তমান অবস্থা জানিতে ইচ্ছুক এবং লবণ শিল্প স্থাপনের চেষ্টা করা প্রয়োজন মনে করেন আমি তাঁহাদিগকে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত—"সুন্দরবনে লবণ প্রস্তুতের সম্ভাবনা" সম্পর্কীয় রিপোর্ট একবার অনুগ্রহ পূর্ব্বক পড়িতে অনুরোধ করি। ১৯৩৯ সালের মার্চ্চ মাসে ঐ রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণ শেষ হইয়া গিয়াছে। জনসাধারণের পক্ষ হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কোন সদস্য ঐ রিপোর্ট পুনরায় প্রকাশিত করিবার আবেদন জানাইলে গবর্ণমেণ্ট তাহা পুনঃ প্রকাশিত করিবেন আশা করা যায়। আমি গত ৬।৭ বৎসর যাবৎ লবণ শিল্প সম্বন্ধে সামান্য অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি; আমার অভিজ্ঞতার ফলে বাঙ্গলাদেশে লবণ শিল্প স্থাপনের যে সমস্ত সুবিধা ও অসুবিধা আছে তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

সাধারণতঃ সূর্য্যের উত্তাপ ও অগ্নির জ্বাল—এই দুই প্রকারে লবণ প্রস্তুত হয়। মরুভূমির নিকটস্থ সমুদ্রোপকূলে সমুদ্রের লবণাক্ত জল সূর্য্যের উত্তাপে শুকাইয়া লবণ প্রস্তুত করা হয়। আফ্রিকার উত্তর প্রান্তস্থিত ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণস্থ ভূভাগে এবং লোহিত সাগরের উপকূলস্থ জিবুতি ও এডেন ইত্যাদি স্থানে এবং বোম্বে, করাচী, তুতিকোরিণ প্রভৃতি স্থানে সমুদ্রের লবণাক্ত জল সূর্য্যের উত্তাপে শুকাইয়া লবণ প্রস্তুত করা হয়। বাঙ্গলাদেশে বর্ত্তমানে যে লবণ ব্যবহৃত হয় তাহার অধিকাংশই সূর্য্যের উত্তাপের দ্বারা প্রস্তুত।

লিবারপুল, হ্যামবার্গ প্রভৃতি শীত এবং শীতোষ্ণ মণ্ডলস্থিত স্থানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সমুদ্রের লবণাক্ত জলকে প্রথমে ঘনীভূত করতঃ পরে জ্বাল দিয়া লবণ প্রস্তুত করা হয়। ব্রহ্মদেশে সমুদ্রের লবণাক্ত জলকে প্রথমে ঘনীভূত করার জন্য একপ্রকার condensing beds (ঘনীভূত করার জন্য স্থান) প্রস্তুত করিয়া তাহাতে পরিষ্কৃত লবণাক্ত জল সূর্য্যের উত্তাপে শুকাইবার জন্য রাখা হয়; তৎপর ঐ জল ক্রমশঃ শুকাইয়া যখন অত্যন্ত ঘনীভূত হয় তখন তাহাকে রাখিবার স্থানে (reservoirs) নেওয়া হয়। ঐ স্থান হইতে ঘনীভূত লবণাক্ত জলকে নিকটবর্ত্তী উনুনে (furnance) জ্বাল দিয়া লবণ তৈয়ার করা হয়।

বাঙ্গলাদেশে প্রধানতঃ সুন্দরবন এবং চট্টগ্রাম জিলার কক্স-বাজার অঞ্চলে প্রচুর জ্বালানী কাষ্ঠ পাওয়া যায়। গবর্ণমেণ্টের রক্ষিত বন হইতে গবর্ণমেণ্ট অল্প মূল্যে জ্বালানী কাষ্ঠ সরবরাহ করিতে স্বীকৃত আছেন। গবর্ণমেণ্টের রিপোর্ট হইতে দেখা যায় একমাত্র সুন্দরবন হইতে লবণ প্রস্তুত করার উপযোগী সমস্ত কাষ্ঠ পাওয়া যাইতে পারে।

আমি নোয়াখালী জেলার অধীন সন্দ্বীপে ৩ বৎসর যাবৎ বঙ্গোপ-সাগরের জল পরীক্ষা করিয়া শুধু সূর্য্যের উত্তাপে শুকাইয়া কিছু লবণ প্রস্তুত করিয়াছি। তাহা তোতিকোরিনে প্রস্তুত করকচ লবণের সমান এবং বেশ পরিষ্কার। প্রতিবৎসর মাঘ মাস হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত এইরূপ সূর্য্যের উত্তাপে শুকাইয়া লবণ প্রস্তুত করার সুবিধা মেদিনীপুর, সুন্দরবন, হাতিয়া ও সন্দ্বীপ এবং কক্সবাজার অঞ্চলে বর্ত্তমান আছে। ইষ্টক নির্ম্মিত পাকা শুকাইবার স্থান প্রস্তুতের অসুবিধা হইলে সুন্দরবনে কাষ্ঠনির্ম্মিত শুকাইবার স্থান প্রস্তুত করতঃ প্রতিবৎসর অন্ততঃ ২।৩ মাস একমাত্র সূর্য্যের উত্তাপে লবণ প্রস্তুত করিবার সুবিধা বাঙ্গলাদেশে আছে।

১২ ফুট দীর্ঘ এবং ১২ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট ৮টী condensing এবং drying beds (ঘনীভূত করা এবং শুকাইবার স্থান) বালি ও বিলাতি মাটী দ্বারা প্রস্তুত করতঃ তাহাতে চৈত্র মাসে ৩ ইঞ্চি গভীর লবণাক্ত জল রাখিয়া শুকাইয়া দেখিয়াছি যে এইরূপ ২টী bed (স্থান) হইতে ১০ সের হইতে ১৫ সের করকচ লবণ একবারে পাওয়া যায়। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে বাঙ্গলা দেশের সমুদ্রোপকূলের জলে প্রায় ৩ শতাংশ লবণ থাকে।

ব্রহ্মদেশে সাধারণতঃ নবেম্বর মাস হইতে কারখানার কার্য্য আরম্ভ হয় এবং ঘনীভূত করার জন্য স্থান (condensing beds) প্রস্তুত করিয়া তাহাতে সমুদ্রের লবণাক্ত জল রাখিয়া যে পর্য্যন্ত আকাশ পরিষ্কার থাকে সে পর্য্যন্ত ঘনীভূত জলকে সঞ্চয় স্থানে (storing tanks) ক্রমশঃ সঞ্চয় করা হয় এবং ক্রমাগত জ্বাল দিয়া লবণ প্রস্তুত করা হয়। ক্রমোন্নতিশীল কারখানাগুলিতে ১ মাস কাল সমুদ্রের লবণাক্ত জল সূর্য্যের উত্তাপে ঘনীভূত করিয়া সঞ্চয় করা হয়; তৎপর সমস্ত বৎসর ব্যাপিয়া জ্বাল দিয়া ঐ জল হইতে লবণ প্রস্তুত হয়। বাঙ্গলা দেশে যখন আকাশ মেঘমুক্ত থাকে তখন ঘনীভূত লবণাক্ত জলকে একসঙ্গে জ্বাল দিয়া এবং পাকা বা কাষ্ঠনির্ম্মিত স্থানে ঘনীভূত জলকে রৌদ্রে শুকাইয়া ২।৩ মাস লবণ তৈয়ারী করা যায়। পরে শুধু জ্বাল দিয়া বৃষ্টির সময়ও লবণ তৈয়ার করা সম্ভব।

লবণের কারখানার জন্য স্থান নির্ণয় কঠিন কাজ। শক্ত আটাল মাটীতে ঘনীভূত করার স্থান (condensing beds) তৈয়ার

করিতে হয়। বিশিষ্ট অভিজ্ঞ লোক দ্বারা কারখানার স্থান নির্ণয় করা দরকার। মাটিকে ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়। লবণাক্ত জলকে ঘন করিবার স্থান (condensing beds) ভাল না হইলে সব পরিশ্রম ও অর্থব্যয় বৃথা হইয়া যায়। ৩০ একর জমিতে একটী ছোট কারখানা প্রস্তুত করার খরচ সুন্দরবন অঞ্চলে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা; কিন্তু কার্য্যতঃ ১৫০০০ হাজার টাকা ব্যয় না করিলে সুন্দরবনে ৩০ একর জমিতে একটি কারখানা, একটী জলের পুষ্করিণী ও আফিস এবং শ্রমিক ইত্যাদির জন্য বাসস্থান নির্ম্মাণ করা সম্ভব হইবে না। লাভজনকভাবে ১০০ একর জমির উপর একটী কারখানা প্রস্তুত করিতে ৩ বৎসরে অন্ততঃ ৫০,০০০৲ টাকা ব্যয় করা আবশ্যক। প্রথম বৎসর ১৫০০০৲ টাকা নিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে ৩ বৎসরে একটী ১০০ একরের কারখানা নির্ম্মাণ করা সহজসাধ্য হইবে এবং ৩ বৎসরে ৫০,০০০৲ টাকা ব্যয় করিলে প্রতিবৎসর তাহাতে ৫০ হাজার হইতে ১ লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত করা সম্ভব হইবে। ক্রমশঃ লবণাক্ত জল রাখার দরুণ condensing beds (ঘন করার স্থান) গুলিতে লবণের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এজন্য তৃতীয় বৎসরে তাহাতে লবণের পরিমাণ বেশী পাওয়া যাইবে।

ব্রহ্মদেশে প্রতিমণ লবণের উৎপাদন খরচ চার আনার কিছু বেশী, বঙ্গদেশে প্রতিমণের উৎপাদন খরচ ছয় আনা হইতে আট আনার মধ্যে থাকিবে। যদি জ্বাল দেওয়ার সঙ্গে সূর্য্যের উত্তাপে সম্পূর্ণ শুকাইবার ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে প্রতিমণ লবণ প্রস্তুত করার খরচ চার আনার বেশী পড়িবে না।

এডেন ও করাচি হইতে বঙ্গদেশে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী লবণ আমদানী হয়। এই সকল স্থান হইতে কলিকাতায় লবণ আনিবার খরচ প্রতি ১০০ শত মনে ২৫৲ টাকা হইতে ৩৭৷৷০ আনা পর্য্যন্ত পড়ে। বর্ত্তমান যুদ্ধের দরুণ ১০০ মণ লবণ এডেন এবং করাচি হইতে আনিবার খরচ অনেক বেশী, পক্ষান্তরে সুন্দরবন হইতে কলিকাতা ১০০ মণ লবণ আনিতে ৫৲ টাকার অধিক খরচ হইবে না। সুতরাং জ্বাল দিয়া লবণ প্রস্তুত করিবার অপেক্ষাকৃত অধিক খরচ আনিবার অল্প খরচ দ্বারা যথেষ্টরূপে মিটিয়া যাইবে।

এস্থলে কয়েকটী অসুবিধার কথা বলা সঙ্গত। সমুদ্রের কূলে পানের জন্য ভাল মিষ্ট জল পাওয়া না ; এজন্য পূর্ব্ব হইতে কারখানার নিকটে পুকুর কাটাইয়া পানীয় জলের বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। কর্ম্মচারী ও শ্রমিকের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ঔষধাদির ব্যবস্থা এবং ডাক্তার নিয়োগ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ডাকযোগে সংবাদ প্রেরণের জন্য নিকটে পোষ্ট অফিস থাকাও দরকার। হিংস্র জন্তুর হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য বন্দুকাদির পাশ নেওয়ার প্রয়োজন আছে। এই সমস্ত বিষয়ে সরকারী সাহায্য অত্যাবশ্যক।

কৃষিকার্য্যের ন্যায় লবণশিল্প একটী অতি প্রয়োজনীয় জাতীয় ধনাগমের পন্থা। যখন দেশে কৃষিকার্য্য পৌষ মাঘ মাসে শেষ হইয়া যায় এবং কৃষকদের অন্য কোন কাজ থাকে না, তখন লবণ তৈয়ার করিবার সময় আরম্ভ হয়। বেকার সমস্যা যখন জটিল তখন লবণ শিল্প পুনরুদ্ধার করা বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের একটী প্রধান কার্য্য হওয়া উচিত। নুন ভাতই আমাদের বাঙ্গলা দেশের অধিকাংশ লোকের জীবনের আদর্শ। সমুদ্রের তীরে বাস করিয়া নিত্য প্রয়োজনীয় লবণের জন্য ভিন্ন দেশ এবং প্রদেশের উপর নির্ভর করিয়া থাকা বঙ্গদেশের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জাকর এবং অপমানের বিষয় বটে।

পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ করিবার খরচ যখন আগামী বৎসর বাজেটে বরাদ্দ করা হইবে তখন একটী পরীক্ষামূলক লবণের কারখানা স্থাপন করিয়া বাঙ্গালী যুবকগণকে লবণ তৈয়ার প্রণালী শিক্ষা দেওয়া এবং লবণশিল্প বিষয়ে দেশীয় ব্যবসায়ী ও ধনীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য বাজেটে ১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা আবশ্যক। আমি বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট এই আবেদন করি যে তাঁহারা যেন আগামী বৎসর বাজেটে অন্ততঃ ৫০০০০৲ টাকা একটী লবণের কারখানার জন্য বরাদ্দ করতঃ বাঙ্গলার ধনীগণের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করেন। শুধু রিপোর্ট প্রকাশে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য শেষ হয় নাই। রিপোর্ট অনুযায়ী কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি বাঙ্গালীর মধ্যে জাগ্রত করা পর্য্যন্ত তাহাদের কর্ত্তব্য শেষ হইবে না। বঙ্গদেশ ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অধিকতর শিক্ষিত এবং দেশহিতৈষী বলিয়া দাবী করে। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যুগে লবণশিল্প স্থাপন এবং তাহার উন্নতি সাধনে বাঙ্গালীর অর্থ ও বুদ্ধি নিয়োগের আশা কি করা যায় না ?

যে সমস্ত লবণ কোম্পানী বাঙ্গলায় স্থাপিত হইয়াছে তাহাদের অনেকেই আবশ্যকীয় মূলধনের অভাবে এখনও আশাপ্রদ ফল দেখাইতে পারে নাই। কোম্পানীর অংশ বিক্রয় করিয়া মূলধন যোগাড় করিতে অনেক সময় লাগে এবং ১০০ টাকা আদায় করিতে বাঙ্গলা দেশে প্রায় ৪০ টাকা ব্যয় হয়। তদুপরি আফিসের খরচ এবং কর্ম্মচারীর বেতন দিয়া অংশ বিক্রীর টাকা অর্দ্ধেক সঞ্চিত থাকে কিনা সন্দেহ। এমতাবস্থায় একটী নূতন শিল্প স্থাপন করা বড়ই সময় এবং কষ্টসাধ্য। বাঙ্গালী ধনী ও ব্যবসায়ী শ্রেণী টাকা মহাজনীতে খাটাইয়া অতীতে যেরূপ লাভবান হইতেছিলেন বর্ত্তমানে সে পথ বন্ধ হইয়াছে। লবণ শিল্পের প্রতি আমি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

আর্জ্জেন্টাইনের কৃষি

ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল জুট কমিটির আর্জ্জেন্টাইনস্থ সংবাদদাতার এক সংবাদে প্রকাশ, আর্জ্জেন্টাইনে উৎপন্ন নিকৃষ্ট ধরনের তুলার রপ্তানী বাণিজ্যের ক্রমবর্দ্ধমান অসুবিধা এবং ভারতবর্ষ হইতে পাট আমদানী করা সম্পর্কে নানারূপ বিঘ্ন উপস্থিত হওয়াতে উক্ত দেশের গবর্ণমেণ্ট অন্যান্য কাঁচামাল, বিশেষভাবে পাটের পরিবর্ত্তে তুলা ব্যবহারের সম্ভাবনা আছে কিনা তৎসম্পর্কে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য একটি কমিশন গঠন করিয়াছেন। বর্ত্তমান বৎসর উক্ত দেশে ভাল ফসল হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে; কিন্তু উহার রপ্তানী বাণিজ্যে নানারূপ অসুবিধা ঘটিবে। কার্য্যতঃ রপ্তানী বাণিজ্য বন্ধ হইলে দেশের আর্থিক অবস্থা আরও শোচনীয় হইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্টের ধারণা। এমতাবস্থায় গবর্ণমেণ্ট উদ্বৃত্ত শস্য ক্রয় করিয়া কৃষকগণকে সাহায্য করিবার জন্য এবং মূলধনের অভাবে যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাজ ব্যাহত হইতেছে উহাদিগকে ঋণদান সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতেছেন।

ভরতবর্ষে প্রেরিত ডাক বিনষ্ট

লণ্ডনের ডাক বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, গত ৬ই নবেম্বর এবং ১৪ই নবেম্বরের মধ্যে এডেন, ব্রহ্মদেশ এবং ভারতবর্ষে প্রেরিত চিঠিপত্র এবং পার্শ্বেলাদি শত্রুর আক্রমনে বিনষ্ট হইয়াছে।

(বিদেশী জীবন বীমা কোম্পানীতে যুদ্ধের প্রভাব)

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বৃটীশ ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান-সমূহ দুই ভাগে উহাদের হিসাব নিকাশ রাখিতে বাধ্য হইতেছে। উহার উদ্দেশ্য হইতেছে যে বিমান আক্রমণে কোম্পানীর এক আফিসে কাগজপত্র বিনষ্ট হইলে অন্য আফিসের কাগজপত্র দ্বারা কাজ চালান। বৃটীশ জীবনবীমা কোম্পানীসমূহ নিশ্চয়ই অনুরূপ পন্থা অবলম্বনে কাজ করিতেছে। উহার ফলে উহাদের খরচের হার যে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সব কোম্পানীর বাড়ী, আসবাবপত্র ইত্যাদিতে যে সমস্ত সম্পত্তি রহিয়াছে তাহারও নিরাপত্তা সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নাই। কাজেই এই দিক দিয়াও উহাদের ক্ষতি হওয়া অসম্ভব নহে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কি মৃত্যুহার, কি দাদনী তহবিলে প্রাপ্ত সুদ এবং কি আফিসের কার্য্যপরিচালনা ব্যয় সকল দিক হইতেই বৃটীশ জীবনবীমা কোম্পানীসমূহ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। উহার সমষ্টিগত ফল হিসাবে উহাদের লাভের পরিমাণ যে অত্যধিকভাবে সঙ্কুচিত হইবে এবং এজন্য উহাদের পলিসিগ্রাহক-দের প্রাপ্য বোনাসের হার যে খুবই কমিয়া যাইবে তাহা একপ্রকার নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। অনেক কোম্পানীর পক্ষে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ সাহায্য ব্যতিরেকে বীমাকারীদের দাবী পরিশোধ করা অসম্ভব হওয়াও বিচিত্র নয়।

বৃটিশ বীমা কোম্পানীসমূহের সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলা হইল—কানাডার বীমা কোম্পানীগুলি সম্বন্ধেও এই সব কথা অল্পবিস্তর প্রযোজ্য। কারণ বর্ত্তমানে কানাডাও একটী যুদ্ধরত দেশ এবং উক্ত দেশেও অনেক ব্যাপারে ইংলণ্ডের অনুরূপ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। এদেশে বর্ত্তমানে যাহারা বিদেশী বীমা কোম্পানীতে জীবনবীমা করিতেছেন তাঁহারা এই সব বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধান করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারেন।

বোম্বাই টাকশালে কর্ম্মব্যস্ততা

বোম্বাইস্থিত টাকশালের মাষ্টার লেঃ কর্ণেল র‍্যান্সফার্ডের বিবৃতিতে প্রকাশ, যুদ্ধাবস্থায় জনসাধারণের মধ্যে মুদ্রার যে চাহিদা দেখা দিয়াছে তাহা মিটাইবার জন্য বোম্বাইস্থিত টাকশালে বর্ত্তমানে দৈনিক ২০ ঘণ্টা কাজ চলিতেছে। মিঃ র‍্যান্সফোর্ড বলেন, গত ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে ৮০ লক্ষ সিকি দুয়ানী প্রস্তুত করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ৫২ লক্ষ সিকি দুয়ানী বাজারে প্রচলিত হয়। ১৯৪০ সালের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত প্রতি মাসে গড়ে বিভিন্ন প্রকারের আড়াই কোটি মুদ্রা প্রস্তুত হয় এবং উক্ত তারিখ পর্য্যন্ত কার্য্যতঃ ৩ কোটি ৯০ লক্ষ মুদ্রা বাজারে প্রচলনের জন্য বাহির করা হয়। তৎপর ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ৪ কোটি ৫৩ লক্ষ মুদ্রা প্রস্তুত হয়। বর্ত্তমানে এই টাকশালে "সিকিউরিটি এজ" যুক্ত নূতন টাকা প্রস্তুত হইতেছে এবং ইতিমধ্যেই এই ধরণের আড়াই কোটি মুদ্রা বাজারে বাহির হইয়াছে।

আমেরিকায় ইংলণ্ডের অর্থ

সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারী বিভাগের সেক্রেটারী এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের এক সভায় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ইংলণ্ডের বিক্রয়যোগ্য সিকিউরিটির দেনাপাওনা মিটান সম্পর্কে আলোচনা হয়। গত ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আমেরিকায় ইংলণ্ডের বিক্রয়যোগ্য সিকিউরিটির পরিমাণ ৬১ কোটি ৬০ লক্ষ ৬ হাজার ডলার ছিল বলিয়া যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারী বিভাগ কর্ত্তৃক অনুমিত হইয়াছে।

সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে মিঃ পান্তুলু

সম্প্রতি মাদ্রাজে অল্ ইণ্ডিয়া কো-অপারেটিভ ইনষ্টিটিউটের বার্ষিক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ ভি, রামদাস পান্তুলু ভারতবর্ষে সমবায় আন্দোলনের পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন যে, এদেশে সমবায় আন্দোলনের সকল ক্ষেত্রেই সরকারী কর্ত্তৃত্বের বেশী রকম প্রসার দৃষ্ট হইতেছে। বর্ত্তমান সমবায় আইন অনুসারে বিভিন্ন প্রদেশের সরকারী সমবায় বিভাগ সমবায় সমিতিসমূহের কার্য্যধারাকে নাগপাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। ফলে দেশের জনসাধারণ সমবায় নীতি অনুযায়ী কার্য্যপরিচালনার শিক্ষা বিশেষ কিছুই পাইতেছে না। আর তাহাতে সমবায় আন্দোলন এদেশের লোকের ভিতর ভালরূপ প্রসার লাভ করিতে পারিতেছে না। সমবায়ের মারফতে লোকের সামাজিক ও আর্থিক উন্নতি-সাধনও কঠিন হইয়া পড়িতেছে। ঐরূপ মর্ম্মন্তুদ ব্যর্থতা হইতে দেশের সমবায় আন্দোলনকে রক্ষা করিতে হইলে সমবায় সমিতিগুলি সম্পর্কে সরকারী কর্ত্তৃত্ব ধীরে ধীরে হ্রাস করিবার ব্যবস্থাই সঙ্গত বলিয়া মিঃ পান্তুলু মনে করেন।

ভারতে রাই ও সরিষার চাষ

গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে মোট ২৮ লক্ষ ১৪ হাজার একর জমিতে রাই ও সরিষার চাষ হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। চলতি ১৯৪০-৪১ সালে রাই ও সরিষার চাষ সম্বন্ধে যে প্রথম পূর্ব্বাভাস প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে এ পর্য্যন্ত ৩০ লক্ষ ৭০ হাজার একর জমিতে রাই ও সরিষার চাষ করা হইয়াছে বলিয়া বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। গতবারের তুলনায় এবার কোন প্রদেশে ও কোন দেশীয় রাজ্যে কি পরিমাণ জমিতে রাই ও সরিষার চাষ হইয়াছে নিম্নে তৎসম্পর্কিত বরাদ্দ দেওয়া হইল।

প্রদেশ	১৯৪০-৪১ (একর)	১৯৩৯-৪০ (একর)
যুক্তপ্রদেশ	২,৮৭,০০০	২,৭২,০০০
পাঞ্জাব	৭,৬০,০০০	৫,৭১,০০০
বাঙ্গলা	৭,৪৩,০০০	৭,৫১,০০০
বিহার	৪,৯৬,০০০	৫,০৩,০০০
আসাম	৪,৪৭,০০০	৪,৭৪,০০০
সিন্ধু	১,৬৪,০০০	১,৩৭,০০০
উঃ পঃ সীমান্ত	৪৮,০০০	৪০,০০০
উড়িষ্যা	২৬,০০০	২৬,০০০
বোম্বাই	১২,০০০	৮,০০০
দিল্লী	২,০০০	২,০০০
আলওয়ার	৪৭,০০০	২৪,০০০
বরোদা	৪,০০০	৩,০০০
হায়দারাবাদ	৪,০০০	৩,০০০

বিভিন্ন প্রদেশে বীমা কোম্পানীর সংখ্যা

গত ১৯৩৮ সালে ভারতবর্ষে মোট ৩৬০টি বীমা কোম্পানী ব্যবসায়ে রত ছিল। উহার মধ্যে ভারতীয় কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ২১৭টি এবং বিদেশীয় কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ১৪৩টি,। ২১৭টী ভারতীয় কোম্পানীর মধ্যে আলাদাভাবে বিভিন্ন প্রদেশের বীমা কোম্পানীর সংখ্যা (হেড আফিসের অবস্থান অনুসারে) নিম্নরূপ ছিল:—

বোম্বাই—৬৭টী, বাঙ্গলা—৫০টী, মাদ্রাজ—৩৯টী, পাঞ্জাব—২৫টী, দিল্লী—১২টী, যুক্তপ্রদেশ—১০টী, মধ্যপ্রদেশ—৫টী, বিহার—৪টী, আজমীর, মারওয়ার—২টী ও আসাম, সিন্ধু ও উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে প্রতি প্রদেশে ১টী করিয়া।

২১৭টি ভারতীয় বীমা কোম্পানীর মধ্যে ১৮২টী কেবল জীবন বীমার ব্যবসায় পরিচালনা করিয়াছিল। ১৮টী কোম্পানী অন্যান্য শ্রেণীর বীমা ব্যবসায়ের সঙ্গে জীবন বীমার ব্যবসা চালাইয়াছিল। ১৭টী বীমা কোম্পানী জীবন বীমা ছাড়া কেবল অন্যান্য শ্রেণীর বীমা ব্যবসায়েই একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল।

জাহাজ বিনষ্ট হওয়া হেতু ক্ষতি

বৃটিশ সরকারের প্রকাশিত বিবরণ হইতে ইংলণ্ড, মিত্রপক্ষীয় অন্য দেশসমূহ এবং নিরপেক্ষ দেশসমূহের বিনষ্ট জাহাজের নিম্নরূপ পরিমাণ জানা যায়:—১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪০ সালের মে পর্য্যন্ত ১৫ লক্ষ ৯৯ হাজার ৪৫ টন, ১৯৪০ সালের জুনমাস হইতে ১৯৪০ সালের ১লা সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ১১ লক্ষ ৭২ হাজার ২৪৪ টন, ১৯৪০ সালের ২রা সেপ্টেম্বর হইতে ২৪শে নভেম্বর পর্য্যন্ত ৯ লক্ষ ৭০ হাজার ৫৫০ টন, ১৯৪০ সালের ২৫শে নবেম্বর হইতে ১৯৪১ সালের ১২ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত ৩ লক্ষ ২০ হাজার ৬৬৪ টন। ১৯৪০ সালের ১লা জুন হইতে গত ১২ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত সময় মধ্যে মোট ২৪ লক্ষ ৬৩ হাজার ৫০২ টন জাহাজ বিনষ্ট হইয়াছে।

ভারতে তিষির চাষ

১৯৪০-৪১ সালে ভারতবর্ষে তিষির চাষ সম্পর্কে যে সরকারী প্রথম পূর্ব্বাভাস প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে এপর্য্যন্ত মোট ২৮ লক্ষ ২ হাজার একর জমিতে তিষির চাষ হইয়াছে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরও ঐরূপ পরিমাণ জমিতে তিষির চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। গত ১৯৩৯-৪০ সালে বাঙ্গলায় ১ লক্ষ ৫৭ হাজার একর জমিতে তিষির চাষ হইয়াছিল। চলতি ১৯৪০-৪১ সালে সেই স্থলে ১ লক্ষ ৫৬ হাজার একর জমিতে তিষির চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

হাতের তাঁত সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান

হস্ত চালিত তাঁত সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের জন্য অধ্যাপক ডাঃ পি, জে, টমাসের নেতৃত্বে যে কমিটী গঠিত হইয়াছে তাহাতে পুনার অধ্যাপক গ্যাড্‌গিল তৃতীয় সদস্য মনোনীত হইয়াছেন বলিয়া 'আর্থিক জগতে' সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্প্রতি জানা গিয়াছে অধ্যাপক গ্যাড্‌গিল এই পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করায় তৎস্থলে প্রফেসার বি, পি, এডারকার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। প্রফেসার এডারকার কমিটীর সেক্রেটারীর কাজও করিবেন। নয়াদিল্লীতে কমিটির প্রধান আফিস স্থাপিত হইয়াছে এবং বিগত ১৫ই জানুয়ারী হইতে কমিটীর কাজ আরম্ভ হইয়াছে। কমিটীর বিবেচ্য বিষয়সমূহ নিম্নরূপ :—

(১) দেশীয় রাজ্য এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের সহায়তায় প্রত্যেক প্রদেশে হস্তচালিত তাঁতশিল্পের অবস্থা, কোন প্রদেশে কোন শ্রেণীর দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয় এবং বিভিন্ন প্রদেশে তাঁত শিল্পে নিযুক্ত লোক সংখ্যার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা।

(২) তাঁত শিল্পের প্রয়োজনীয় সূতা ক্রয় এবং তাঁতের বস্ত্রাদি বিক্রয়ের বর্ত্তমান ব্যবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান।

(৩) কাপড়ের কল এবং হাতের তাঁতের মধ্যে প্রতিযোগিতার বিবরণ সংগ্রহ।

(৪) হাতের তাঁতে কোন শ্রেণীর সূতা ব্যবহৃত হয় এবং কোন শ্রেণীর বস্ত্র উৎপাদনে কি প্রকার সূতার প্রয়োজন হয় তৎসম্পর্কে অনুসন্ধান।

(৫) কাপড়ের কলসমূহের পক্ষে কম নম্বরের সূতা ব্যবহার করা আইনতঃ নিষিদ্ধ করা হইলে হাতের তাঁত শিল্পের উৎপাদন পরিমাণ বজায় থাকিবে কিনা তৎসম্পর্কে অনুসন্ধানপূর্ব্বক মতামত জ্ঞাপন।

বরোদা রাজ্যে ঘৃতের শ্রেণীবিভাগ

বরোদা রাজ্যে প্রতিবৎসর প্রায় ৮ লক্ষ ৮১ হাজার (স্থানীয়) মণ ঘৃত উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং ইহার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৯৭ লক্ষ টাকা। ৩৫ লক্ষ টাকা মূল্যের প্রায় ১ লক্ষ ৭২ হাজার মণ ঘৃত অন্যত্র রপ্তানী হইয়া থাকে। বরোদায় উৎপন্ন ঘৃত সম্পর্কে সরকারীভাবে অনুসন্ধানকালে প্রকাশ হয় যে, যে পরিমাণ ঘৃত খুচরা বিক্রীত হয় তাহার শতকরা ৬৫ ভাগই ভেজাল। ইহার প্রতিকারের জন্য সম্প্রতি ঘৃতের শ্রেণীবিভাগের উদ্দেশ্যে পাচটী কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা মূল্যের ৮ হাজার ৭ শত ৭০ মণ ঘৃত এবং ১৯৩৯-৪০ সালে ২ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা মূল্যের ১০ হাজার ২ শত ৮২ মণ ঘৃত বিভিন্ন কেন্দ্রে বিভক্ত হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে একটী নূতন কেন্দ্র খোলা হইয়াছে এবং শীঘ্রই আর একটী স্থাপিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

ভারতবর্ষ এবং বিদেশের মধ্যে মনি-অর্ডার

ডাক ও তার বিভাগের ১৯৩৯-৪০ সালের রিপোর্টে প্রকাশ যে উক্ত বৎসর ভারতবর্ষ হইতে অন্যান্য দেশে যত টাকার মনি অর্ডার হইয়াছে তদপেক্ষা ৫ কোটী ৬৬ লক্ষ টাকা অধিক মূল্যের মনি-অর্ডার বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছে। ব্রহ্মদেশ হইতে ৩ কোটী ৪৮ লক্ষ ২১ হাজার টাকা, মালয় হইতে ১ কোটী ২১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা এবং সিংহল হইতে ৬৯ লক্ষ ৩১ হাজার টাকার মনি-অর্ডার উক্ত বৎসর ভারতবর্ষে পৌঁছিয়াছে।

ভারতবর্ষ হইতে গ্রীসে বস্ত্র প্রেরণ

বড়লাটের যুদ্ধ তহবিল হইতে পাঁচলক্ষ টাকা মূল্যের বস্ত্র ক্রয় করিয়া সাহায্যস্বরূপ গ্রীসে প্রেরিত হইবে বলিয়া প্রকাশ। সমগ্র ভারতবর্ষের কাপড়ের কলসমূহে এই অর্ডার ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। দেড়লক্ষ টাকা মূল্যের অর্ডার বোম্বাই প্রদেশের কাপড়ের কলসমূহ পাইবে। এতদ্‌ব্যতীত আরও পাঁচ লক্ষ টাকার বস্ত্রাদি বিনামূল্যে গ্রীসকে সাহায্যস্বরূপ দেওয়ার জন্য বড়লাট কাপড়ের কলের মালিকদের নিকট অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়।

কাশ্মীরে নূতন রেলপথ

কাশ্মীর রাজ্যে, জম্মু ও আখনুরকে সংযুক্ত করিয়া ২০ মাইল ব্যাপী একটী নূতন রেলপথ নির্ম্মাণের বিষয় বিবেচিত হইতেছে।

বাঙ্গলায় 'ডিফেন্স বণ্ড' বিক্রয়

গত নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় মোট ১৪ কোটী ৯৩ লক্ষ ২ হাজার ৯০০ টাকার ৩ টাকা সুদের ডিফেন্স বণ্ড বিক্রয় হইয়াছে। উহার মধ্যে একমাত্র কলিকাতাতেই ১৪ কোটি ৮৯ লক্ষ ৮৯ হাজার ৬০০ টাকার বণ্ড বিক্রয় হইয়াছে। আলোচ্য সময়ে বাঙ্গলায় বিনা সুদের ডিফেন্স বণ্ড বিক্রয় হইয়াছে মোট ৩৪ লক্ষ ৩০ হাজার ৯৯০ টাকার।

মালয়ে ভারতীয়ের সংখ্যা

গত ১৯৩৯ সালের শেষে মালয়ে মোট ভারতীয়ের সংখ্যা ছিল ৭ লক্ষ ৪৫ হাজার। ঐ সংখ্যা মালয়ের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৩'৮ ভাগ। মালয়ে যে সব ভারতীয় বাস করিতেছে তাহার মধ্যে শতকরা ৮০ জনই চাকুরীয়া ও শ্রমিক।

বিহারে সুরাসার ব্যবহার সম্পর্কে আইন

সংযুক্তপ্রদেশের ন্যায় বিহারেও পেট্রোলের সহিত চিনির কলে উৎপন্ন সুরাসার মিশ্রণ বাধ্যকরী করিয়া একটী আইন প্রণীত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায়। প্রকাশ, বিহার সরকার ইতিমধ্যেই এই আইনের একটী খসড়া প্রস্তুত করিয়া পেট্রোল কোম্পানী এবং চিনির কলের মালিকদের বিবেচনার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। উক্ত আইনের অন্তর্গত নিয়মাবলী রচনার জন্য একজন আবগারী কর্ম্মচারীকে ভার দেওয়া হইয়াছে।

আসামে কয়লা আবিষ্কার

জিয়োলজিকেল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার অনুসন্ধানের ফলে আসামের খাসিয়া পাহাড়ে কয়লা খনির অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। এস্থলে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে আসামের কয়লায় গন্ধকের ভাব খুব বেশী।

অষ্ট্রেলিয়ায় গৃহ নির্ম্মাণ নিয়ন্ত্রণ

জাতীয় নিরাপত্তা আইনের বিধানানুযায়ী অষ্ট্রেলিয়ান গবর্ণমেণ্ট আদেশ জারী করিয়াছেন যে সরকারী অনুমতি ব্যতীত পাঁচ হাজার পাউণ্ডের অধিক ব্যয়ে কোন গৃহ নির্ম্মাণ করা যাইবে না। অনাবশ্যক গৃহ নির্ম্মাণে যে অর্থ ব্যয়িত হইত এই নিয়ন্ত্রণের ফলে তাহা যুদ্ধ প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হইতে পারিবে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট আশা করেন।

আসাম মহাজনী আইন

বিগত ১৪ই জানুয়ারী তারিখে আসাম ব্যবস্থাপক সভায় সংশোধিত মহাজনী আইন ব্যবস্থা পরিষদের সংশোধন সহ গৃহীত হইয়াছে। আসাম মহাজনী আইনে বঙ্গীয় মহাজনী আইনের ন্যায় তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক, বিজ্ঞাপিত ব্যাঙ্ক, সমবায় সমিতি এবং ব্যবসা সম্পর্কিত ঋণসমূহ বাদ দেওয়া হয় নাই।

ব্রহ্ম-ভারত বাণিজ্য চুক্তি

ব্রহ্ম-ভারত বাণিজ্য চুক্তির আলোচনায় ভারতগবর্ণমেণ্টের পক্ষে বাণিজ্য সচিব স্যার রামস্বামী মুদালিয়র এবং অর্থসচিব স্যার জেরিমী রেইজম্যান প্রতিনিধিত্ব করিবেন। তাঁহাদের সহকারী হিসাবে বাণিজ্য বিভাগের পক্ষে স্যার এলান লয়েড, এন, আর পিলাই আই সি এস এবং ডাঃ গ্রেগরী এবং কেন্দ্রীয় রাজস্ব বিভাগের পক্ষে মিঃ শ্লেড্ প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

পাঞ্জাবে বিক্রয়কর বিল

সম্প্রতি পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে প্রধান মন্ত্রী স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খাঁ পাঞ্জাব জেনারেল সেলস ট্যাক্স বিলের পঞ্চম ধারা সম্পর্কে একটি সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তদনুসারে গম, ছোলা ভূট্টা, বাজরা এবং ঐ সকল দ্রব্যের ময়দা ,এবং বীজপূর্ণ কিংবা বীজ ছাড়ান তুলার উপর বিক্রয় কর ধার্য্যের প্রস্তাব .প্রত্যাহার করা হয়। প্রধান মন্ত্রী বলেন কৃষিপণ্যের উপর কর ধার্য্য গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নহে; কারণ উহাদ্বারা কৃষিপণ্যের উৎপাদনকারী এবং ব্যবহারকারীদের উপর অযথা ব্যয়ভার আরোপিত হইতে পারে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের ব্যয়

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের গত ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাস হইতে ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত যে কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, গত ১৯৩৯-৪০ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য মোট ৯ লক্ষ ৫৪ হাজার ২০৭।৶৯ ব্যয় হইয়াছে। বিভিন্ন প্রকার ব্যয়ের মধ্যে সদস্যদের বেতন বাবদ ৪ লক্ষ ২১ হাজার ২৯২।/০, স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকারের বেতন বাবদ ২৭ হাজার ৫ শত টাকা, গেজেটেড্ অফিসারদের বেতন বাবদ ৩৪ হাজার ৬১৫ টাকা, যাতায়াত ব্যয়, মোটরগাড়ী ও দৈনিক ভাতা ইত্যাদি বাবদ ৩ লক্ষ ৭১ হাজার ৫১০॥৶০ ব্যয় হইয়াছে। বিগত তিন বৎসরে এই বিভাগে মোট যে ব্যয় হইয়াছে তাহার তুলনা করিয়া দেখিলে উহা প্রতি বৎসর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে। ১৯৩৭-৩৮ সালে এবং ১৯৩৮-৩৯ সালে মোট ব্যয়ের পরিমান যথাক্রমে ৭ লক্ষ ২৪ হাজার ৪৯৪ টাকা এবং ৮ লক্ষ ৪৩ হাজার ৯০৮ টাকা ছিল। আলোচ্য বৎসর উহা ৯ লক্ষ ৫৫ হাজার ২০৭॥৶৯ দাঁড়াইয়াছে।

বঙ্গীয় বাজার নিয়ন্ত্রণ বিল

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী বাজেট অধিবেশনে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট জনসাধারনের সুবিধার জন্য এবং ক্রেতা ও বিক্রেতা বিশেষভাবে, কৃষকগণ যাহাতে তাহাদের উৎপন্ন পণ্যদ্রব্য বিক্রয় সম্পর্কে অধুনা প্রচলিত অন্যায় দাবী ও কুপ্রথার হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে তজ্জন্য এই প্রদেশের বাজারসমূহে উন্নততর ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে একটি বিল উত্থাপন করিবেন। বিলটী বেঙ্গল মার্কেটস রেগুলেশন বিল নামে অভিহিত হইবে। এই বিলে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বাজারের সত্ত্বাধিকারী গণ কি কি প্রকার এবং কি হারে তোলা আদায় করিতে পারিবে তাহার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং ওজনের সমতা বিধানের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

স্যার ফিরোজ খান নুন

লণ্ডনে ভারতের হাই কমিশনার স্যার ফিরোজ খান নুনের কার্য্যকাল আগামী জুন মাসে শেষ হওয়ার কথা। তাহার কার্য্যকাল এক বৎসরের জন্য বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ভারত সরকারের বাজেট

আগামী ১৯শে ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রীয় পরিষদে রেলওয়ে বাজেট উত্থাপিত হইবে এবং ২৫শে ফেব্রুয়ারী হইতে তৎসম্পর্কে সাধারণ আলোচনা আরম্ভ হইবে। ভারত সরকারের ১৯৪১-৪২ সালের বাজেট আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারী উত্থাপিত হইবে এবং আগামী ৫ই মার্চ্চ হইতে তৎসম্পর্কে সাধারণ আলোচনা আরম্ভ হইবে।

বাঙ্গলার বস্ত্র শিল্প

সম্প্রতি বেঙ্গল মিল ওনার্স এসোসিয়েশনের বার্ষিক সভায় সভাপতি মিঃ এস, বসু তাঁহার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, বাঙ্গলার কাপড়ের কলের মালিকগণের পক্ষে বিদেশের বাজারে কাপড়ের কাট্‌তি বৃদ্ধি করিবার চেষ্টায় পরিবর্ত্তে নিজ দেশের কাপড়ের বাজারেই উহার কাটতি বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করা উচিত। বাঙ্গলার জনসাধারণ যে সকল ধরনের কাপড় ব্যবহার করিয়া থাকে বাংলার অধিকাংশ কপড়ের কলেই একমাত্র সেই ধরনের কাপড় প্রস্তুত হয় সুতরাং উহা সামরিক বিভাগ বা বিদেশের বাজারে বিক্রয়োপযোগী নহে। বাঙ্গলা দেশের বস্ত্র শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থায় নিজ দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। অধিকন্তু সৈন্য বিভাগের অর্ডার সরবরাহের জন্য এবং বিদেশের বাজারের অনিশ্চয়তার মধ্যে কাপড়ের কাট্‌তি বৃদ্ধি করিবার প্রচেষ্টায় প্রভূত পরিমান মূলধন এবং সংগঠনমূলক ব্যবস্থার প্রয়োজন। তুলার উপর আমদানী শুল্ক ধার্য্য করাতে বাঙ্গলার কাপড়ের কল সমূহের যে অসুবিধা হইয়াছে তৎপ্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া মিঃ বসু বলেন যে, বাংলা দেশের কাপড়ের কলের জন্য যে শ্রেণীর তুলা আমদানী করা হয় তদনুরূপ তুলা যখন এই প্রদেশে উৎপন্ন হয় না তখন উহার উপর আমদানী শুল্ক ধার্য্যকরা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। এরূপ অবস্থায় তিনি আগামী বাজেটে এই আমদানী শুল্ক উঠাইয়া দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন। রঞ্জন দ্রব্যের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য গবর্ণমেণ্ট যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তৎসম্পর্কে মিঃ বসু বলেন যে উহার ফলে বাঙ্গলা দেশের বস্ত্রশিল্পে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। বাঙ্গলা দেশের কলসমূহে রঙীন বস্ত্র প্রস্তুতের পরিমান মোট উৎপাদনের শতকরা তিন ভাগেরও কম। কেবলমাত্র ধুতি এবং সাড়ীর পাড়ের জন্যই বাঙ্গলার কাপড়ের কলসমূহের রঞ্জন দ্রব্যের প্রয়োজন। সুতরাং উহার সরবরাহ নিয়ন্ত্রন করিলে অধিকাংশ কাপড়ের কলের পক্ষেই কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়া ভিন্ন গত্যন্তর থাকিবে না।

জাহাজ শিল্পের প্রয়োজনীয়তা

সম্প্রতি মিঃ জি, এল, মেটা ডাফরিণ ওল্ড ক্যাডেটস্ এসোসিয়েশনের এক সভায় ভারতের জাতীয় অর্থনীতিক্ষেত্রে দেশীয় বাণিজ্য জাহাজের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে বলেন, বর্ত্তমানে কানাডায় জাহাজ নির্ম্মাণ সম্পর্কে যে কর্ম্মতালিকা গৃহীত হইয়াছে তাহার জন্য ৫ কোটী ডলার ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। কানাডার জাহাজ নির্ম্মাণস্থলীতে এবং উপরোক্ত কর্ম্ম-তালিকা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শিল্পে ১৪ হাজার লোক নিযুক্ত ছিল। যুদ্ধের জন্য নূতন পরিকল্পনায় উক্ত সংখ্যা তিনগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার গবর্ণমেণ্টও জাহাজ শিল্পের উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন এবং এই শিল্প ইংলণ্ডের মুখাপেক্ষী না হইয়া সর্ব্বতোভাবে আত্মনির্ভরশীল হইতে প্রয়াস পাইতেছে। ভারতবর্ষ পৃথিবীর শিল্প প্রধান ৮টী দেশের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হয়; অথচ সেখানে তাহার নিজস্ব একটীও জাহাজ নির্ম্মানের স্থলী নাই। মিঃ মেটা বলেন বর্ত্তমান যুদ্ধাবস্থাতেও বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে একটি জাহাজ নির্ম্মানের স্থলী প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা অনুমোদন করিতে সক্ষম হন নাই।

সমর ঋণের পরিমাণ

গত ১৮ই জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড বিক্রয়ের পরিমান ৫ কোটী ৫৮ লক্ষ ৭১ হাজার ৫শত টাকা দাঁড়াইয়াছে। গত ১৮ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত সুদবিহীন ডিফেন্স বণ্ড বিক্রয় বাবদ মোট ২ কোটি ২১ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা, ৩৲ টাকা সুদের ডিফেন্স বণ্ড বিক্রয় বাবদ ৪৩ কোটি ৭৪ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা, (নগদ ৩০ কোটি ৩০ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা এবং ঋণ পত্র পরিবর্ত্তন দ্বারা ১৩ কোটি ৪৪ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা) এবং দশ বৎসরের মেয়াদী পোষ্ট অফিস সার্টিফিকেট বাবদ ১ কোটি ৮৭ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। উপরোক্ত তারিখ পর্য্যন্ত সংগৃহীত সমর ঋণের পরিমাণ সর্ব্বমোট ৪৭ কোটি ৯০ হাজার ৪৬ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে।

এলুমিনামের জিনিষের আমদানী বন্ধ

সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে এলুমিনামের গুড়া এবং রং, চায়ের বাক্সে ব্যবহারযোগ্য এলুমিনামের আস্তর, এলুমিনামের তৈজষাদি, অস্ত্র শস্ত্র নির্ম্মানের জন্য বিভিন্ন প্রকার এলুমিনামের জিনিষ এবং ধূম্রপায়ীদের প্রয়োজনীয় এলুমিনামের দ্রব্যাদি আমদানী বন্ধ করিয়া এক আদেশ জারী করিয়াছেন।

ইংলণ্ড কর্ত্তৃক ভারতীয় চা ক্রয়ের সিদ্ধান্ত

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে যে, ইংলণ্ডের রসদ বিভাগের মন্ত্রী বর্ত্তমান বৎসরের মধ্যে ২৭ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড ভারতীয় চা ক্রয় করিবেন। তন্মধ্যে উত্তর ভারতের চা বাগানসমূহ হইতে ১০ লক্ষ পাউণ্ড গুড়া চা লইয়া ২২ কোটী ৫০ লক্ষ পাউণ্ড এবং অবশিষ্টাংশ দক্ষিণ ভারতের চা বাগানসমূহ হইতে ক্রয় করা হইবে।

জুতা প্রস্তুতে পাটের ব্যবহার

সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল জুট কমিটীর সেক্রেটারী মিঃ ডি, এল, মজুমদার আই, সি, এস বাটানগরস্থ বাটা সু কোম্পানীর কারখানা পরিদর্শন করেন। মিঃ মজুমদার উক্ত কারখানার কর্ত্তৃপক্ষীয়দের সহিত জুতা প্রস্তুতে পাটের ব্যবহারের সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে আর্জ্জেণ্টাইনে 'আলপারগাটা' নামক চটীজুতা প্রস্তুতে পাটের ব্যবহারের বিষয় উল্লেখ করেন। বাটা কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ বার্টোস এতৎসম্পর্কে উক্ত কারখানায় সম্প্রতি যে সকল সস্তা মূল্যের জুতা প্রস্তুত হইতেছে তাহার উল্লেখ করিয়া মিঃ মজুমদারের প্রস্তাবের সম্ভাবনার বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখিতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

চটকলসমূহের পাট ক্রয়ের পরিমাণ

গত ১৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত চটকলসমূহ মোট ৬৭ লক্ষ ৯৩ হাজার ৭২৫ মণ পাট ক্রয় করিয়াছে। দিল্লী সম্মেলনের প্রস্তাব অনুসারে চটকলসমূহের ৭৫ লক্ষ মণ পাট ক্রয় করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবার কথা ছিল। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট অবশিষ্ট পরিমাণ পাট ক্রয় করিবেন কিনা তৎসম্পর্কে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এপর্য্যন্ত জানা যায় নাই।

কলিকাতার লোক সংখ্যা

প্রকাশ, প্রাথমিক লোকগণনায় এরূপ অনুমিত হইয়াছে যে আগামী ১৯৪১ সালের আদম সুমারীতে কলিকাতার লোক এবং বাসগৃহের সংখ্যা অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। কলিকাতার বাসগৃহের সংখ্যা ৩ লক্ষের উপর এবং লোক সংখ্যা ১৭ লক্ষ দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমিত হয়। গত ১৯৩১ সালের আদমসুমারীতে উহার সংখ্যা যথাক্রমে ২ লক্ষ ২৩ হাজার ১৬২ এবং ১২ লক্ষ ৬০ হাজার ৭০৯ ছিল।

বেঙ্গল মিলওনার্স এসোসিয়েশন

গত ২৫শে জানুয়ারী মিঃ এস, কে বসুর সভাপতিত্বে বেঙ্গল মিল ওনার্স এসোসিয়েশনের সপ্তম বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। উক্ত অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া নূতন কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে:— প্রেসিডেণ্ট—রায় সাহেব এস, সি ঘোষ; ভাইস প্রেসিডেণ্ট—মিঃ ডি এন চৌধুরী ও মিঃ এম, এল, সাহ। সদস্য—ডাঃ এন, এন লাহা, মিঃ জি, পি চক্রবর্ত্তী, মিঃ বি এম বাগ্‌রী, মিঃ এস কে বসু, মিঃ ডি এন দত্ত এবং মিঃ আর এন দত্ত।

কলিকাতায় পেট্রোলের আমদানী

কলিকাতা কর্পোরেশনের এষ্টেটস এণ্ড জেনারেল পারপাসেস ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটী এইরূপ সুপারিশ করিয়াছেন যে অন্যত্র বিক্রয়ের জন্য যে পেট্রোল কলিকাতায় আমদানী করা হয় তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। এইরূপ পেট্রোলের আমদানী বন্ধ করা সম্পর্কে কমিটি কলিকাতায় আমদানীকৃত সর্ব্বপ্রকার পেট্রোলের উপর প্রতি দশ গ্যালনে চারি আনা হিসাবে ট্যাক্স ধার্য্যের প্রস্তাব করিয়াছেন।

পাটের পরিবর্ত্তে তূলার ব্যবহার

আর্জ্জেণ্টাইনে নিকৃষ্ট ধরনের তুলার রপ্তানী বাণিজ্যে ও ভারতীয় পাটের আমদানী সম্পর্কে ক্রমবর্দ্ধমান যে সকল অসুবিধা দেখা দিয়াছে তাহার প্রতিকারকল্পে পাটের পরিবর্ত্তে তূলা ব্যবহারের সম্ভাবনা আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য উক্ত দেশের গবর্ণমেণ্ট একটী কমিশন গঠন করিয়াছেন।

চীন যুদ্ধে জাপানের ব্যয়

জাপ সরকারের অতিরিক্ত সামরিক ব্যয় নির্ব্বাহক বিভাগের মন্ত্রী সম্প্রতি বাজেট কমিটির নিকট উল্লেখ করিয়াছেন যে বিগত ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে চীন যুদ্ধে লিপ্ত হইবার পর এপর্য্যন্ত ঐযুদ্ধে জাপানের আনুমানিক ১৭৫০ কোটি ইয়েন ব্যয় হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৫৪০ কোটি ইয়েন সমর ঋণ হিসাবে সংগৃহীত হইয়াছে।

ইষ্টার্ণ গ্রুপ কাউন্সিল

মিঃ এস. এ, হায়দারী সি, আই, ই; আই, সি, এস, ভারতগবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ইষ্টার্ণ গ্রুপ সাপ্লাই কাউন্সিলের প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন। ইংলণ্ডের প্রতিনিধি স্যার আর্চ্চিবোল্ড কার্টার উক্ত কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছেন। গত অক্টোবর মাসে ইষ্টার্ণ গ্রুপ কনফারেন্সের দিল্লী অধিবেশনে ভারতবর্ষে এইরূপ একটি কাউন্সিল গঠনের সুপারিশ করা হয়।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ন্যাশন্যাল সিটি ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

প্রথম ৪॥ মাসের কার্য্যবিবরণী

১৩৫ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতাস্থ ন্যাশন্যাল সিটি ইনসিওরেন্স কোম্পানী গত আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি সময় হইতে কাজ আরম্ভ করে। সম্প্রতি আমরা উক্ত কোম্পানীর গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত ৪॥ মাসের কার্য্যবিবরণী জানিতে পারিয়াছি। এই অত্যল্পকালের মধ্যে উক্ত কোম্পানী ১০লক্ষ টাকার অধিক টাকার বীমার প্রস্তাব পাইয়া উহার মধ্যে ৮লক্ষ টাকার উপর বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। যুদ্ধের এই অনিশ্চয়তা ও আতঙ্কের মধ্যে একটী নূতন বীমা কোম্পানীর পক্ষে মাত্র ৪॥ মাস কাল সময়ের মধ্যে ৮লক্ষ টাকার বীমাপত্র প্রদান করা বাস্তবিকই উহার পরিচালকগণের অসামান্য কার্য্যকুশলতার পরিচায়ক।

আলোচ্য সময়ে বীমার প্রিমিয়াম বাবদ ন্যাশন্যাল সিটির ২২ হাজার ৪৪৪ টাকা এবং দাদনী তহবিলের সুদ বাবদ ৬০৯ টাকা আয় হইয়াছে। অন্যান্য ২।১টী ছোটখাট আয় লইয়া এই সময়ে কোম্পানীর মোট আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২৩ হাজার ১৩৩ টাকা। উহা হইতে কোম্পানীর কার্য্য-পরিচালনা বাবদ অর্দ্ধেক পরিমাণ টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং বাকী অর্দ্ধেক টাকা দ্বারা একটী জীবনবীমা তহবিল গঠিত হইয়াছে। সাধারণতঃ প্রত্যেক বীমা কোম্পানীকে প্রথম বৎসরে প্রিমিয়ামের দফায় প্রাপ্ত টাকার দেড় হইতে দুইগুণ পরিমিত টাকা আফিসের কার্য্যপরিচালনা বাবদ ব্যয় করিতে হয় এবং এজন্য প্রায় কোন কোম্পানীর পক্ষেই প্রথম বৎসরে কোন জীবনবীমা তহবিল সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না। কিন্তু ন্যাশন্যাল সিটির পরিচালকবর্গ প্রথম ৪॥ মাসে প্রাপ্ত প্রিমিয়ামের অর্দ্ধেক দ্বারা আফিসের কার্য্য-পরিচালনা ব্যয় চালাইয়া বাকী অর্দ্ধেক জীবনবীমা তহবিলে ন্যস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ভারতীয় জীবনবীমার ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত আর কখনও দেখা যায় নাই। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে আলোচ্য ৪॥ মাসের ভিতর কোম্পানীর উপর কোন মৃত্যুদাবী উপস্থিত হয় নাই। উহাতে মনে হয় যে কোম্পানী খুব সতর্কতার সহিত বীমাপত্র প্রদান করিতেছে।

আলোচ্য ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৪॥ মাসে কোম্পানীর পরিচালকবর্গ ১ লক্ষ ১২ হাজার ৮৫০ টাকার শেয়ার বিক্রয় করিয়া ঐ বাবদ ৬৪ হাজার ৩৯৩ টাকা আদায় করিয়াছেন। উহার সহিত জীবনবীমা তহবিল হিসাবে সংরক্ষিত টাকা এবং অন্যান্য দায় যোগ হইয়া উক্ত তারিখে কোম্পানীর মোট দায়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮৫ হাজার টাকার মত। উহার বদলে উক্ত তারিখে কোম্পানীর হাতে যে সমস্ত সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ—কোম্পানীর কাগজ ৫৩ হাজার টাকা, কোম্পানীর কাগজ ক্রয়ের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট ন্যস্ত ১২ হাজার টাকা, নগদ ও ব্যাঙ্কে আমানত ১০ হাজার ৩২৩ টাকা, আসবাবপত্র ২৪০২ টাকা, প্রিন্টিং ও ষ্টেশনারি ২৫০০ টাকা। উহা হইতে বুঝা যায় যে কোম্পানীর সম্পত্তি সম্পূর্ণ নিরাপদভাবে সংরক্ষিত রাখা হইতেছে।

নূতন বীমা আইন প্রবর্ত্তিত হইবার পরে বাঙ্গলা দেশে ন্যাশন্যাল সিটিই বাঙ্গালী পরিচালিত সর্ব্বপ্রথম বীমা কোম্পানী। অত্যল্পকালের মধ্যেই এই কোম্পানীটি যে প্রকার অসামান্য সাফল্য প্রদর্শন করিয়াছে তাহাতে উহার ভবিষ্যৎ যে অতি উজ্জ্বল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বীমাকারীগণ নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে উহাতে বীমা করিতে পারেন।

নাথ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে এন দালাল ন্যাশন্যাল সিটিরও কর্ণধার হইয়াছেন। অত্যল্পকালের মধ্যে ন্যাশন্যাল সিটির এই সাফল্যের জন্য আমরা তাঁহাকে এবং কোম্পানীর ম্যানেজার মিঃ কে, পি, দালালকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

ইন্সিওরেন্স অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম ইন্সিওরেন্স অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড গত ১৯৪০ সালের হিসাবে সাড়ে দশ লক্ষ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। পূর্ব্ববৎসর এই কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১০ লক্ষ টাকা। নানাদিক দিয়া কতকগুলি প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্ট হওয়ায় বর্ত্তমানে অনেক কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে। ইন্সিওরেন্স অব্ ইণ্ডিয়া এই অবস্থায়ও ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪০ সালে বেশী টাকার বীমাপত্র বিক্রয়ে সমর্থ হইয়াছে ইহা আমরা ঐ কোম্পানীর পরিচালকদের কর্ম্মকুশলতার পরিচায়ক বলিয়াই মনে করি।

মেট্রোপলিটন ক্যামিকেল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ

এ যাবৎ যে সমস্ত ঔষধ প্রস্তুতের কারখানা হইয়াছে তাহাতে বৃটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ার নির্দ্দেশানুযায়ী কতকগুলি টিংচার ও দেশীয় ভৈষজাবলীর নির্য্যাস প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। এতদ্ব্যতীত বৃটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ার অন্যান্য রসায়নদ্রব্যাদি ও ঔষধাবলীর প্রতি মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয় নাই। এই শেষোক্ত ঔষধাদি বরাবর বিদেশ হইতেই আমদানী করা হইত। বর্ত্তমানে পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের ফলে ঐ সমস্ত ঔষধ ও রসায়ন দ্রব্যাদির আমদানী প্রায় নাই বলিলেই হয়। ফলে এগুলি দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে এবং যাহার যাহা সঞ্চিত আছে তাহাও চড়াদরে বিক্রীত হইতেছে। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে ৩৬নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের মেসার্স মেট্রোপলিটন কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিমিটেড ঐসব ঔষধাদি প্রস্তুতের জন্য ৫৬ নং ক্রিষ্টোফার রোডে একটি নূতন কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। গত ২০শে জানুয়ারী যশস্বী রাসায়নিক অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস ঐ কারখানাটির উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। উদ্বোধন দিবসে বহু জন সমাগম হইয়াছিল। অধ্যাপক দাস এই কোম্পানীর সহিত ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। তাঁহার নিজ তত্ত্বাবধানেই ঔষধ ও রসায়ন দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইবে। বেসিক্ এবং ফাইন কেমিক্যাল লইয়া একান্তভাবে কার্য্য চালান সম্পর্কে অধ্যাপক দাস বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে এদেশে এই দুই শ্রেণীর কেমিক্যালের অভাব বরাবরই আছে। বর্ত্তমান সঙ্কট সময়েত ইহার অভাবের গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। সুতরাং ইহাদের চাহিদা প্রচুরই হইবে আশা করা যায়। ওয়ার্ড কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার দত্ত মহাশয় অধ্যাপক দাসের সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করেন। তিনি এই কোম্পানীর উন্নতিকল্পে তাঁহার যথাশক্তি ও সাহায্য বিনিয়োগ করিবেন বলিয়া আশ্বাস দেন।

জেনিথ লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ

জেনিথ লাইফ্ এসিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতা শাখার পক্ষ হইতে ঃ প্রতাপ চন্দ্র গুহরায় গত ২৮শে জানুয়ারী ঐ কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা ও য়্যারম্যান স্যার হোমী মেটাকে এক চাপান সভায় আপ্যায়িত করেন। লিকাতার অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ঐ সভায় আমন্ত্রিত হইয়া যোগদান করেন। ঃ গুহ রায় বক্তৃতা দিতে উঠিয়া একজন প্রতিথযশা ব্যবসায়ী হিসাবে ার হোমী মেটার কৃতকার্য্যতা বর্ণনা করেন। কর্পোরেশনের চীফ এক্সি-ক্উটিভ অফিসার মিঃ জে সি মুখার্জ্জিও এক বক্তৃতায় স্যার হোমী মেটার ্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। স্যার হোমী মেটা এ সমস্তের একটি ময়োচিত বক্তৃতা করার পর সভার কার্য্য সম্পন্ন হয়।

ক্যালকাটা ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্

সম্প্রতি কলিকাতায় ৪৮ নং ট্যাংরা রোডে ক্যালকাটা ফার্ম্মাসিউটিক্যাল য়ার্কসের আফিস ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন উৎসব সম্পন্ন হয়। ই উপলক্ষে যে সভা অনুষ্ঠিত হয় ডাঃ নলিনী রঞ্জন সেনগুপ্ত তাহাতে ভাপতিত্ব করেন। সভায় শ্রীযুক্ত অমল চন্দ্র ঘটক এম এ কোম্পানীর তিহাস বিবৃত করিয়া বক্তৃতা করেন। খাঁন বাহাদুর আব্দুল মোমিন এবং অধ্যাপক এম এস বসুও সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। নবাবজাদা আব্দুল ালী, কুমার শরৎ কুমার রায়, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র চৌধুরী ও ডাঃ ারালাল রায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। কোম্পানীর পক্ষে মিঃ মজুমদার ও মিঃ নরেশ চন্দ্র চৌধুরী সকলকে আদর আপ্যায়নে পরিতুষ্ট করেন।

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিমিটেড

গত ২০শে জানুয়ারী চন্দননগরে প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটী শাখা আফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই শাখা আফিস প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় ব্যাঙ্কটীর ইতিহাস বিবৃত করিয়া যে বক্তৃতা প্রদান করেন নিম্নে আমরা তাহার কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি। "প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক ধনিকের মনোবৃত্তি লইয়া গঠিত নহে—প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের জাতিগঠন সাধনারই ইহা অন্যতম অঙ্গ। জাতিগঠনের প্রেরণা লইয়া সঙ্ঘের উদ্যোগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্থপ্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করিয়া তাহাদের সম্প্রসারণের প্রয়োজন অনুভূত হইলে তাহার উপযোগী অর্থসাহায্য দেশের ধনী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলির নিকট হইতে পাওয়া যখন সম্ভব হইল না, তখনই এই ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান চেয়ারম্যান শ্রীমতিলাল রায় মহাশয় ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কতিপয় সুহৃদদের সাহায্যে এই ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করেন। ১ হাজার অংশে বিভক্ত ১ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া ব্যাঙ্কটি আরম্ভ করা হয়। ১৯৩৫ সালে ব্যাঙ্কটী অংশিদারদিগকে শতকরা ৩ টাকা হারে লভ্যাংশ দিতে সমর্থ হয়। ১৯২৯ সাল হইতে ১৯৩৫ সাল পর্য্যন্ত যে পরিমান মোট টাকা আমানত পড়িয়াছিল ১৯৩৬ সালে এক বৎসরের মধ্যে উক্ত পরিমাণ টাকা আমানত পাওয়া যায়। ১৯৩৬ হইতে ১৯৪০ সাল পুর্য্যন্ত গড়ে প্রতি বৎসর প্রায় ১ লক্ষ টাকা করিয়া আমানত পাওয়া গিয়াছে—ইহাতে জনসাধারণের এই ব্যাঙ্কের উপর গভীর ও আন্তরিক আস্থাই পরিলক্ষিত হয়। ব্যাঙ্কের সূচনা কালে আমাদের একান্ত ইচ্ছা ছিল—ব্যাঙ্কটিকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীরূপে পরিচালনা করা। এতদিন উক্ত ভাবেই ব্যাঙ্কের কার্য্য চলিয়া আসিয়াছে। যুগ প্রয়োজনে গত বৎসর ব্যাঙ্কটীকে ৫ লক্ষ টাকা মূলধন সহ পাব্লিক লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত করা হইয়াছে। এই মূলধনের মধ্যে ১০০ টাকা করিয়া ১০০০টি ও ২৫ টাকা করিয়া ৮০০০টি অর্ডিনারি শেয়ার, শতকরা ৬ টাকা সুদের ১০০ টাকা করিয়া ২০০০টি প্রেফারেন্স শেয়ার বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইয়াছে। গত জুলাই মাস হইতে শেয়ার বিক্রয় করিবার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। পাব্লিক লিমিটেড কোম্পানী হওয়ায় ব্যাঙ্কের দায়িত্ব ও সাফল্যের ক্ষেত্রও গুণান্বিত হইয়াছে। ব্যাঙ্কটিকে সিডিউলভুক্ত করার দিকেও অতঃপর চেষ্টা চলিবে। শ্রীভগবানের করুণা ও সকলের শুভেচ্ছা, সহযোগিতা ও পৃষ্টপোষকতা আমাদের যাত্রাকালে চিরদিন শক্তি ও উৎসাহ দান করুক, এই প্রার্থনা।"

বীমা কোম্পানীর ডিরেক্টরের সত্যাগ্রহ

দি ইণ্ডিয়া জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীপ্রকাশ ও সান লাইট অব ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর লালা ভীম সেন সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান করিয়া ধৃত হইয়াছেন।

ফ্রি ইণ্ডিয়া জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম ফ্রি ইণ্ডিয়া জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোম্পানী গত ১৯৪০ সালের হিসাবে মোট ১৪ লক্ষ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে।

নববর্ষের দেওয়াল পঞ্জী

আমরা নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে নববর্ষের দেওয়ালপঞ্জী উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি:—হাওরা মোটর কোং লিঃ—পি-৬, মিশন রো এক্সটেনসন; ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ—ক্লাইভ রো; এ, আর মুখার্জ্জি, ওভারল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ, ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ ১০২।১ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মিসেলেনি, 'মীরা', মিলান এণ্ড কোং ১৪ ডি, এল, রায় ষ্ট্রীট, জি, এস্, এম্পোরিয়াম, ৪৭,এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ—কলিকাতা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

ডেল্টা জুট মিলস্ কোং লিঃ—গত ৩০শে নবেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ১৫ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ১৭।৷০ আনা। **লোথিয়ান জুট মিলস কোং লিঃ**—গত ৩০শে নবেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৬ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসের হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা ১০ টাকা। **ওরিয়েন্ট জুট মিলস্ কোং লিঃ**— গত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৬ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসের হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল ।৷০ আনা। **বেঙ্গল আসাম ষ্টীমশিপ কোং লিঃ**—গত ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ১০ বৎসরের হিসাবে শতকরা ১২।৷০ আনা। পূর্ব্ব বৎসরের হিসাবেও ঐ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। **ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প কোং লিঃ**—গত ৩১শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ২৲ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসের হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল ৩ টাকা।

মত ও পথ

ভারতে জনস্বাস্থ্যের সমস্যা

'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকার বিগত জানুয়ারী সংখ্যায় 'কংগ্রেসের সমাজ-হিতমূলক কার্য্যনীতি' শীর্ষক প্রবন্ধে ডাঃ শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায় ভারতের শোচনীয় জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে লিখিয়াছেন, "ভারত সরকারের জন-স্বাস্থ্য কমিশনারের মতে ১৯৩৫ সালে বৃটীশ ভারতের ২৭ কোটী ৮০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ৬½ কোটী লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই হিসাবে বার্ষিক মৃত্যু হার দাঁড়ায় প্রতি হাজারে ২৩·৬। ইংলণ্ড এবং হল্যাণ্ডে বার্ষিক হাজারকরা মৃত্যুহার যথাক্রমে ১২ এবং ৮·৭। এই অনুপাতে একজনের মৃত্যুতে ভারতে ৩ জনের মৃত্যু হইয়া থাকে এবং ইংলণ্ডে প্রতি একজনের মৃত্যু হইলে ২ জন ভারতীয় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ভারতবাসীর গড়পরতা আয়ু ২৩½ হইতে ২৪ বৎসরের অধিক নহে। অপর পক্ষে আমেরিকা এবং ইংলণ্ডে, আয়ুর পরিমাণ ৫৫½ হইতে ৫৭ বৎসর। একজন জার্ম্মান কিংবা ফরাসীও স্বভাবত: ৪৯½ হইতে ৫১ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিবার আশা রাখে। অন্যান্য দেশে কিছুকাল যাবত মাথাপিছু গড়পরতা আয়ু বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু আমাদের দেশে তাহা হ্রাস পাইতেছে। ১৮৮১ সালের আদমসুমারীতে ভারতবাসীর স্বাভাবিক আয়ু ছিল ৩০ বৎসর। ১৯৩১ সালের গণনায় তাহা ২৪ বৎসরে দাঁড়াইয়াছে।

এক বৎসর বয়স্ক প্রতি এক হাজার শিশুর মধ্যে ভারতবর্ষে ১৬৪ জন. ইংলণ্ডে ৬০ জন এবং নিউজিল্যাণ্ডে ৩২ জনের মৃত্যু হইয়া থাকে। নিউ জিল্যাণ্ড এবং ইংলণ্ডের তুলনায় ভারতে শিশুমৃত্যু যথাক্রমে পাঁচ গুণ এবং আড়াই গুণ বেশী।

এদেশে বার্ষিক মোট মৃত্যুসংখ্যার শতকরা ৪৪টীর কারণ ম্যালেরিয়া। অথচ ম্যালেরিয়া প্রতিষেধ্য রোগ। মৃত্যুব্যতীত ম্যালেরিয়ার দরুণ মোট জনসমষ্টির এক তৃতীয়াংশ শারিরীক শক্তিহীন। জনস্বাস্থ্য কমিশনারের মতে ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর ১২ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড কুইনাইনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এদেশে ২ লক্ষ পাউণ্ডের বেশী কুইনাইন ব্যয়িত হয় না। উত্তর বঙ্গের সিঙ্কোনা চাষ বাঙ্গলা সরকার লাভের উদ্দেশ্যেই পরিচালনা করিয়া থাকেন। প্রতি পাউণ্ড কুইনাইনের উৎপাদন ব্যয় প্রায় ৬।/৯ পাই অথচ ইহার বিক্রয় মূল্য ১৮৲ টাকা। ১৯৩৬-৩৭ বাঙ্গলা সরকার কুইনাইন উৎপদান করিয়া ৬½ লক্ষ টাকা লাভ করিয়াছেন। কুইনাই-নের মূল্য হ্রাস পাইলে জনসাধারণ বেশী পরিমাণে কুইনাইন ব্যবহার করিবে কিন্তু মূল্যহ্রাস করার মত দেশহিতৈষণা কি আমাদের মধ্যে আছে?

বৃটীশ ভারতে ৬ হাজার ৭ শত হাঁসপাতাল আছে। ইহার অর্থ এই যে প্রতি ১৬৩ বর্গমাইল স্থান এবং ৪০১৮৫ জন অধিবাসীর জন্য মাত্র একটী হাঁসপাতাল আছে। ১৯৩৫ সালে সমগ্র ভারতে ৫½ কোটী টাকা জনস্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হইয়াছে। পক্ষান্তরে একই বৎসরে এই বাবত ইংলণ্ডে ব্যয়িত হইয়াছে ২৮ কোটী ৬০ লক্ষ টাকা। জনস্বাস্থ্যের জন্য ইংলণ্ডে প্রতি বৎসর মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাণ ৬৲ টাকা। কিন্তু ভারতবর্ষে ইহা তিন আনার অধিক নহে। এই হিসাবে, জনস্বাস্থ্যের জন্য ভারতবর্ষের তুলনায় ইংলণ্ডের মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাণ ৩২ গুণ বেশী।"

হাতের তাঁতশিল্পের পুনর্জ্জীবন

হাতের তাঁত-শিল্পের সমস্যা সম্পর্কে ২০শে জানুয়ারীর "রাষ্ট্রবাণী" লিখিতেছেন "ভারত গবর্ণমেণ্ট হাতে-চালিত তাঁত-শিল্পের ধ্বংস নিবারণ করার প্রতি মনোযোগী হইয়াছেন। এই মরণোন্মুখ শিল্পটাকে জুবিলি তহবিলের উদ্বৃত্ত টাকা হইতে কিছু সাহায্য করা হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি হাতে চালিত তাঁত শিল্পের অবস্থা জানিবার জন্য একটী অনুসন্ধান কমিটীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এই কথাটা ভুলিয়া যান যে, অবস্থা যাহাই হউক এবং অনুসন্ধানের ফলে যে তথ্যই উদ্‌ঘাটিত হউক, কুটীর তাঁত-শিল্পকে সাহায্য করিতে হইলে মিল ও ক্রেতার অসুবিধা ঘটাইয়াই তাহা করিতে হইবে। আসল প্রশ্ন ইহাই। কুটীর, তাঁত-শিল্পের উন্নতি-কল্পে কিছু করিতে গেলেই মিলের স্বার্থ ও ক্রেতার অব্যবহিত স্বার্থ তাহার বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়। কারণ কুটীর-শিল্পের জন্য যাহা কিছুই করা হউক না কেন মিল ও ক্রেতাকে কিছু লোকসান সহ্য করিতেই হইবে, ক্রেতার অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত লোকসান নাই। কিন্তু সদ্য প্রতিক্রিয়াটাকেই বড় করিয়া দেখা হয়। যদি বিশেষ কতক নম্বরের সূতা ও বিশেষ কয়েক প্রকার বস্ত্র শুধু হাতের তাঁতের জন্য পৃথক করিয়া রাখা হয় তবে মিলের প্রতিযোগিতা না থাকায় ঐসব দ্রব্যের মূল্য চড়িয়া যাইবে। কারণ হাতের তাঁতে প্রস্তুত বস্ত্রে তাঁতী যে লাভ করিতে পারে না মিলের প্রতিযোগিতাই তাহার কারণ। কুটীর তাঁতী-মিলের প্রতিযোগিতার ফলে তাহারা বস্ত্র অল্পমূল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু যদি এই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে তবে কুটীর তাঁতের বস্ত্রের দাম চড়িয়া যাইবে যেহেতু মিলে ঐ সব বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারিবে না। সুতরাং বেশী দাম দিতে হইবে বলিয়া ক্রেতাকে ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। মিলকেও ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে, কেননা যে নির্দ্দিষ্ট বস্ত্রগুলি কুটীর-তাঁতে বোনা হইবে মিল ততগুলি বস্ত্র প্রস্তুত করা হইতে বঞ্চিত হইবে। হাতের তাঁতশিল্প মিল ও ক্রেতার অসুবিধা ঘটাইয়াই শুধু সমৃদ্ধ হইতে পারে। এই তথ্যটা নির্ণয় করিতে তথ্য-নির্ণায়ক কমিটি বসাইবার আবশ্যকতা দেখা যায়না।

ভারতবর্ষে অগণিত হাতের তাঁত আছে। সেগুলির কতক পূরা কাজ করে, কতক অর্দ্ধেক কাজ করে, আর কতক বা নিষ্ক্রিয় হইয়া আছে। যদি সবগুলিকেই কাজে লাগান যায়, যদি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়, তবে কোনো কোনো হিসাব অনুসারে দেখা যায় যে ভারতের জন্য বস্ত্র আর মিলে প্রস্তুত করিবার কিছুমাত্র আবশ্যক হয়না। বিষয়টী গভীর চিন্তনীয়। গবর্ণমেণ্ট ও মিল মালিকগণ এই অবস্থার সম্মুখীন হইতে ইচ্ছুক আছেন কিনা—প্রথমে এই প্রশ্নটীর উত্তর পাইবার চেষ্টা করাই এই তথ্য-নির্ণায়ক কমিটীর উচিত ছিল।

যুদ্ধের জন্য সরকারী ঋণের সুদ

যুদ্ধ পরিচালনার জন্য গবর্ণমেণ্ট দেশবাসীর নিকট হইতে ঋণস্বরূপ যে অর্থ গ্রহণ করেন তজ্জন্য সুদ দেওয়ার বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে ২৫শে জানুয়ারীর "কমার্সে" কোন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির পত্র হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করা হইল:—"যুদ্ধ গবর্ণমেণ্টের লাভের জন্য নহে; মহাজনের স্বার্থ রক্ষা ও যুদ্ধ বিগ্রহের অন্যতম উদ্দেশ্য। কাজেই নীতির দিক দিয়া সমর ঋণ বাবদ সুদ দিতে কোন দেশের গবর্ণমেণ্ট বাধ্য—একথা বলা যায় না। জাতীয় ঋণের পরিমাণ বেশী রকম বৃদ্ধি পাইলে যুদ্ধের শেষে পুনর্গঠনের কাজ অত্যন্ত বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় আশঙ্কা আছে। ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে সুদ বাবদ সরকারকে প্রতি বৎসর বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। ইহার ফলে গবর্ণমেণ্টের জনহিতমূলক বিবিধ কার্য্যাবলীও হ্রাস পাওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও দুঃখের সহিত বলিতে হয় যে জনমতের প্রতিনিধিস্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সুদ দেওয়ার সর্ত্তে ঋণ গ্রহণ করিবেনই; কারণ করধার্য্য অথবা করবৃদ্ধি না করিয়া সমরব্যয় সঙ্কুলানের জন্য ঋণ গ্রহণে মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া একটা বিশেষ সুবিধা বর্ত্তমান আছে।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৩০শে জানুয়ারী

এ সপ্তাহে বোম্বাইয়ের টাকার বাজারে কোন কোন দিক দিয়া অবস্থার সামান্য উন্নতি লক্ষিত হইলেও কলিকাতার বাজারে পুর্ব্বেকার মত টাকার বেশীরকম স্বচ্ছলতাই বলবৎ দেখা গিয়াছিল। এ সপ্তাহে ব্যাঙ্কগুলির ভিতর বার্ষিক শতকরা আট আনা সুদে সামান্য পরিমাণে কল টাকার (দাবী মাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণ) আদান প্রদান হইয়াছে। অন্যান্য বৎসর এই সময় টাকার বাজার স্বভাবতঃই কিছু চড়া থাকিত। কিন্তু এবার বাজারে দীর্ঘকাল যাবৎ একটানা মন্দার ভাবই লক্ষিত হইতেছে। ট্রেজারী বিলের সুদের হার চড়িবার বদলে পুর্ব্বের তুলনায় নামিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। কল টাকার সুদের হার আট আনার বেশী বাড়িতেছে না। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে টাকা খাটাইবার সুবিধা বর্ত্তমানে বিশেষ কিছুই নাই। ট্রেজারী বিলে অর্থনিয়োগের সুযোগও একেবারেই কম। বর্ত্তমানে প্রতি সপ্তাহে ১ কোটী টাকার নূতন ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইতেছে। অপর দিকে প্রতি সপ্তাহে পূর্ব্বক্রীত ট্রেজারী বিল বাবদ ৩ কোটী টাকা বাজারে ফিরিয়া আসিতেছে। এই অবস্থায় টাকার স্বচ্ছলতা কাটিবার বদলে তাহা বরং বৃদ্ধিই পাইতেছে।

গত ২৮শে জানুয়ারী ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩ কোটী ৮৯ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ৩ কোটী ৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ছিল। এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৮/৩ পাই দরের সমস্ত এবং ৯৯৮/০ আনার শতকরা ৯৯ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার ছিল ৮/৪ পাই। এসপ্তাহে তাহা শতকরা ৷৷৶৬ পাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

আগামী ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর জন্য ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে তাহাদিগকে আগামী ৬ই ফেব্রুয়ারী ঐ বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণ দৃষ্টে জানা যায় গত ২৪শে জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২২৮ কোটি ৮৯ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহা ছিল ২৩০ কোটী ৩৩ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ১১ লক্ষ টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছিল। এ সপ্তাহে দেওয়া হইয়াছে ১ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ছিল ৫৭ কোটি ৬০ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা। এ সপ্তাহে তাহা দাঁড়াইয়াছে ৫৮ কোটী ৪০ লক্ষ ১ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্টের আমানতের পরিমাণ ছিল ৪১ কোটী ৮২ লক্ষ টাকা ও ১৯ কোটী ৩৪ লক্ষ টাকা। এ সপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ৪৪ কোটী ৫৯ লক্ষ টাকা এবং ২৩ কোটী ২ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

বিনিময় বাজারে এ সপ্তাহে নিম্নরূপ হার বলবৎ দেখা গিয়াছে :—

টেলি: হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১শি ৫৩২ পে
ঐ দর্শনী	”	১শি ৫৩২ পে
ডি এ ৩ মাস	”	১শি ৬৩ পে
ডি এ ৪ মাস	”	১শি ৬১৬ পে

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৩০শে জানুয়ারী

গত সপ্তাহের শেষ দিকে কলিকাতার শেয়ার বাজারের বিভিন্ন বিভাগে উন্নতির সূচনা হয় এবং বর্ত্তমান সপ্তাহেও বাজারের কাজকর্ম্মে ইহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় ডিফেন্স ঋণের সুদ এবং পরিশোধের সময় সম্পর্কে যে ঘোষণা করা হইয়াছে তাহা শেয়ার বাজারে অনুকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছে। শতকরা ৩॥০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৫॥৵০ আনা এবং ৩৲ সুদের ডিফেন্স ঋণ ১০০৸৴০ আনায় উন্নীত হইয়াছে। অল্প সময় মধ্যে পরিশোধ্য ঋণেরও সন্তোষজনক চাহিদা দেখা গিয়াছিল।

গত সপ্তাহের শেষভাগে বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ারের মূল্যও বৃদ্ধি পায় এবং আলোচ্য সপ্তাহের কয়েক দিনে এই উন্নতি অব্যাহত থাকে। ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর শেয়ার সম্পর্কেই উল্লেখযোগ্য চাহিদা পরিদৃষ্ট হয়।

কোম্পানীর কাগজ বিভাগের দৃঢ়তা এবং আরও কয়েকটী অনুকূল ঘটনার সমাবেশ বিবেচনায় শেয়ার বাজারের ভবিষ্যৎ মোটামুটি শুভ বলিয়াই ধারণা হয়। কেন্দ্রীয় বাজেট হতাশার কারণ না হইলে মার্চ্চ মাসের প্রথম ভাগ হইতেই শেয়ার বাজারে পূর্ব্বের ন্যায় কর্ম্মব্যস্ততা ফিরিয়া আসিবে আশা করা যায়।

কোম্পানীর কাগজ

নূতন ডিফেনস্ ঋণের সর্ত্তসমূহ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কোম্পানীর কাগজ বিভাগে দৃঢ়তার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে। শতকরা ৩॥০ আনা সুদের ও ৩৲ টাকা সুদের কোম্পানী কাগজ যথাক্রমে ৯৫॥৵০ আনা এবং ৮২ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। ২৸০ আনা সুদের ১৯৪৮।৫২ ঋণ ৯৭৲ ; ৩৲ সুদের ১৯৬৩।৬৫ ঋণ ৯৪।০আনা, ৩৲ টাকা সুদের ১৯৫১।৫৪ ঋণ ৯৯৵০ আনা, ৩॥০ আনা সুদের ১৯৪৭।৫০ ১০২॥৴০ আনা, ৩॥০ আনা সুদের ১৯৫৫।৬০ ঋণ ১১৩৵০ আনা, ৪৲ টাকা সুদের ১৯৬০।৭০ ঋণ ১০৮৵০ আনা এবং ৫ টাকা সুদের ১৯৪৫।৫৫ ঋণ ১১২॥০ আনায় হস্তান্তর হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্ক শেয়ারের মূল্যেও যথেষ্ট দৃঢ়তা বজায় ছিল। ইম্পিরিয়েল (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) লভ্যাংশ বাদে ১৫৭৮৲ টাকা এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১০৬৲ টাকায় বিকিকিনি হইয়াছে।

কাপড়র কল

কাপড়ের কল বিভাগেও আলোচ্য সপ্তাহে সন্তোষজনক মূল্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে কাণপুর মিলসমূহের অবস্থাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মুইর মিলস্ ২৭১॥০ আনা হইতে দ্রুততার সহিত ৩০৪৲ টাকায় উপনীত হয়। নিউ ভিক্টোরিয়ার শেয়ার সম্পর্কে চাহিদা থাকায় ২৵০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। কেশোরাম ৬।৵০ আনা এবং ডানবার ১৯৭৲ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

কয়লার খনি

এ সপ্তাহে কয়লার খনি বিভাগে তেমন চাহিদা দেখা যায় নাই। বেঙ্গল (লভ্যাংশ বাদে) ৩৬৩৲ টাকায় নামিয়া আসিয়াছে। এমালগেমেটেড্ ২৭৵০ আনা, বরাকর ১৩। আনা, ইকুইটেবল ৩৬৸৵০, রাণীগঞ্জ ২৫॥০ আনা এবং ওয়েষ্ট জামুরীয়া ৩০॥০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

চটকল

চটকল বিভাগের অবস্থা মোটামুটী দৃঢ়তাব্যাঞ্জক এবং প্রায় সকল শেয়ারের মূল্যেই অল্পবিস্তর উন্নতি ঘটিয়াছে। এংলো ইণ্ডিয়া ৩১৭৲ টাকা, বালী ২২০॥০ আনা; বেলভেডিয়ার ৩৭৯৲ টাকা, চাঁপদানী ১৬৩৲ টাকা, হুকুমচাঁদ ৮৸৶০ আনা, ন্যাশানেল ২১৲ টাকা, প্রেসিডেন্সী ৪।৵০ আনা এবং রিলায়েন্স ৫৩॥০ আনায় ক্রয়বিক্রয় চলিয়াছিল।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে বিগত সপ্তাহের শেষভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কর্পোরেশনের মূল্যে অপ্রত্যাশিত উন্নতি ঘটিয়াছিল। এ সপ্তাহে এই দুই শেয়ারের আরও উন্নতির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ অণ্ড ৩০॥৵০ আনা এবং ষ্টিল কর্পোরেশন ১৯।৴০ দরে বিক্রয় হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান গ্যাল্‌ভেনাইজিং এবং আর্থার বাটলার যথাক্রমে ৩১॥০ এবং ১৬।০ আনায় দ্রুত গতিতে উন্নীত হইয়াছে।

চিনির কল বিভাগে মূল্যের দিক দিয়া স্থিরতা বজায় ছিল।

চা-বাগান বিভাগে বৰ্দ্ধিত মূল্যে অধিক সংখ্যক কারবার হইয়াছে। বিশনাথ ২৬৲ টাকা, পাত্রকোলা ৮৩৪॥০ আনা এবং তেজপুর ৭॥০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার ও কোম্পানীর কাগজের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে।

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৪শে জানুয়ারী ৮১॥০ ; ২৫শে ৮১॥০ ৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৪শে ৯৪৸৵০ ৯৪৸৶০ ৯৫৲ ৯৫৵০ ৯৫৲ ; ২৭শে—৯৫৶০ ৯৫।৵০ ৯৫।৶০ ৯৫।৵০ ; ২৮শে—৯৫॥৵০ ৯৫।৴০ ৯৫।৵০ ; ২৯শে—৯৫॥৴০ ৯৫॥৵০ ৯৫॥০ ৯৫।৵০ ; ৩০শে—৯৫॥৴০ ৯৫॥০ ৯৫॥৵০ ; ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৪১) ২৯শে—১০১৴০ ; ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ২৪শে—১১২।৶০ ; ২৮শে—১১২॥০ ; ৩০শে ১১২॥০ ১১২॥৶০ ; ২৸০ সুদের ঋণ (১৯৪৮-৫২) ২৭শে—৯৬॥৴০ ৯৬॥৶০ ; ৩০শে ৯৭৲ ৯৭৵০ ৩৲ সুদের বণ্ড (১৯৪৬) ২৯শে—১০০৸০ ১০০৸৵০ ; ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ২৭শে—৯৩৸০ ; ২৮শে—৯৪৵০ ৯৪।০ ; ৩০শে—৯৪।৴০ ; ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৪৩) ১৩৪৸০ ; ৩৲ সুদের নূতন ঋণ (১৯৫১-৫৪) ২৮শে ১০০॥০ ১০০॥৵০ ১০০৸০ ; ২৯শে—৯৯৵০ ; ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ২৮শে ১০৮৶০।

ব্যাঙ্ক

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ২৪শে জানুয়ারী—৪২৸৴০ ৪৩।০ ; এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক ২০শে (প্রেফ) ১৬১৲ ১৬২৲ ; ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ২৪শে—(সঃ আদায়ী) ১৫৬৮৲ ১৫৭৬৲ ;) কণ্টি) ৩৮৩৲ ; ২৭শে (সঃ আদায়ী) ১৫৭২ ১৫৮০৲ (কণ্টি) ৩৮৪৲ ৩৮৩॥০ ৩৮৫॥০ ; রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২৭শে—১০৬৲ ১০৫॥০ ১০৫৸০ ; ২৮শে ১০৫॥০ ১০৬॥০ ১০৬৲ ; ২৯শে—১০৫৲ ১০৬৲ ১০৫॥০ ১০৬॥০ ; ৩০শে ১০৫॥০ ১০৬॥০ ১০৫৲।

কাপড়ের কল

এলগিন মিলস ২৪শে জানুয়ারী—(অর্ডি) ১৭।০ ১৭।৴০ ১৭।৶০ ১৭॥৶০ ১৭৸০ ; ২৭শে—১৭৸৫ ১৭৸৵০ ; ২৮শে—১৮৶০ ১৮।৶০ ১৮॥০ ; ২৯শে—১৮।০ ১৮॥০ ; ৩০শে—১৮।০ ১৮॥০। কেশোরাম ২৪শে—৬৵০ ৬।৵০ ৬।৴০ ৫৸৶০ ৬৲ ৬৴০ ; ২৭শে—৬।০ ৬॥০ ৬৶০ ; ২৮শে—৬।৴০ ৬॥৴০ ৬॥৵০ ৩০শে—৬।৴০। নিউ ভিক্টোরিয়া ২৪শে—(অর্ডি) ১৸৴০ ১৸৶০ ১৸৵০ ২৴০ (প্রেফ) ৫৵০ ৫।৶০ ; ২৭শে—১৸৵০ ২৵০ ২৲ ১৸৶০ ২৴০ ; (প্রেফ) ৫।০

৫।/০ ৫॥০ ৫॥/০ ; ২৯শে—(অর্ডি) ২৲ ২৵০ ; (প্রেফ) ৫॥০ ৫৸০ ; ৩০শে ৫॥৶০ ৫॥৶০ ৫॥০ ৫৸০। মোহিনী মিলস ২৪শে—(অর্ডি) ১১।৵০ ১১॥৵০ ; ২৮শে—১১।০

কয়লারখনি

এম্যালগামেটেড—২৪শে জানুয়ারী ২৭।/০ ২৬৸৵০ ২৭৵০। বেঙ্গল—২৪শে ৩৬০৲ ৩৬২৲ ; ২৭শে—৩৬০৲ ; ২৮শে—৩৬১৲ ৩৬২॥০ ৩৬৩৲ ; ২৯শে—৩৬৩৲ ; ৩০শে—৩৬২৲। ভুলানবাড়ী—২৪শে ১২৲ ১২।০ ; ৩০শে—১২৸০। বরাকর—২৭শে (প্রেফ) ১৬১৲। বোকারো ও রামগড়—২৪শে ১৪৸০ ১৫৲। ভালগোরা—৩০শে ৫/০। ধেমোমেইন—২৪শে ১৫৲ ১৪॥/০ ১৪॥৵০ ১৪॥০ ; ২৭শে—১৪।৶০ ; ২৮শে—১৪।৵০ ; ৩০শে—১৪॥৶০ ১৪৸৶০। ইকুইটেবল—২৪শে ৩৬৸৵০ ; ২৮শে—৩৭৲ ৩৭৸৵০। খাস কাজোরা—২৮শে (প্রেফ) ১২/০ ১১৸০ ; ৩০শে—(প্রেফ) ১২৲ ১২।০। হরিলাদী—২৪শে ১৩৵০ ; ২৯শে—১৩।০ ১৩॥/০ ১৩।০। পরাসিয়া—২৪শে—১৵০ ; ২৯শে—১/০। পেঞ্চভেলী—২৮শে ৩৩।৵০ ৩৩॥৵০। রাণীগঞ্জ—২৪শে ২৫।০ ২৫।৵০ ২৫॥৵০ ; ২৮শে—২৫।০ ২৫।৵০ ২৫॥০ ; ২৯শে—২৫॥০ ২৫৸০ ২৬৲ ২৬।৵০ ; ৩০শে—২৬।০ ২৬।৵ ; সামলা—২৪শে ১৸০ ; ২৭শে—১৸০ ১৸৵০ ; ৩০শে—১॥৶০। টালচর—২৪শে ১।৵০ ১।৵০ ১॥/০ ২৭শে—১।৶০ ১॥/০। ওয়েষ্ট জামুরীয়া—২৮শে ৩০৲ ৩০৵০ ; ৩০শে—৩০।০ ৩০॥০।

পাটকল

এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান—২৪শে জানুয়ারী ৩০৬৲ ৩০৫৲ ৩০৭৲ ৩১২৲ ; ২৮শে—৩১২৲ ৩১৬৲ ; ২৯শে—৩১৪৲ ; ৩০শে—৩১২৲ ৩১৫৲। রেঙ্গুন জুট—২৭শে (প্রেফ) ১০৭॥০ ১০৮॥০। বালী—২৪শে ২১৫॥০ ২১৯॥০ ; ২৮শে—২১৮॥০ ২১৯৲ ২২১৲ ; ২৯শে—২১৮ ২২০॥০। বজবজ—২৪শে ৩৩০৲ ৩৩২৲ ৩৩৪৲ ; ২৭শে—৩৪০৲ ; ২৯শে—৩৩৮৲। বিরলা—২৪শে (প্রেফ) ১২৪৲ ; ৩০শে—২৩৸০। চাঁদপানী—২৯শে ১৬১৲ ১৬৩৲। ডেল্টা—২৪শে ৩৮৮৲ ৩৯০৲ ৩৯২৲। এম্পায়ার—২৮শে—২৩।০ ২৩॥০ ; ২৯শে—২৩৶০ ২৩।৶০ ৩০শে—২৩॥০ ২৩৸০। হাওড়া—২৪শে ৪৯॥০ ৪৯৸০ ৪৯৸৶০ ৪৯৶০ ; ২৭শে—৪৯৸৵০ ৪৯॥৵০ ৪৯৸০ ; ২৮শে—৪৯৸/০ ৫০/০ ৫০॥/০ ৫০৲ ; ২৯শে—৫০৵০ ৫০॥৵০ ৪৯৸৵০ ; ৩০শে—৫০৲ ৪৯৸৵০। হুকুমচাঁদ—২৪শে (অর্ডি) ৮৸৶০ ৮৸৵০ ৯৲ ৯।০ (প্রেফ) ১১৩।০ ১১৪।০ ১১২।০ ১১৩৲ ১১৪॥০ ; ২৭শে—৮৸৶০ ৮৸৵০ (প্রেফ) ১১৪৲ ১১৫৲ ১৪॥০ ; ২৮শে—৯৵০ (প্রেফ) ১১৪॥০ ১১৮॥০ ১১৯৲ ; ২৯শে—৮৸৶০ (প্রেফ) ১১৭৲ ১১৮৲ ৩০শে—৮৸৶০ (প্রেফ) ১১৭৲ ১১৮৲।

খনি

বর্ম্মা কর্পোরেশন—২৪শে ৫।০ ৫॥০ ৫॥/০ ৫।০ ; ৫।/০ : ২৭শে—৫।/০ ২৮শে—৫।০ ৫॥০ ৫॥০ ; ২৯শে—৫।০ ৫॥০ ৫।০ ; ৩০শে—৫।০ ৫॥০ ৫।০। ইণ্ডিয়ান কপার—২৪শে ২৶০ ২।/০ ২৶০ ; ২৭শে—২৵০ ২৶০ ২।/০ ২।০ ২৶০ ; ২৮শে—২।০ ২।/০ ২৶০ ; ২৯শে—২৶০ ; ৩০শে—২৶০। রোডেসিয়া কপার—২৪শে ৸/০ ; ২৭শে—৸৵০ ৸০ ৸৵০ ; ৩০শে—৸০ কনসোলিডেটড টীন—২৯শে ২৸৵০।

ইলেকট্রিক ও টেলিফান

বেঙ্গল টেলিফোন—২৪শে (অর্ডি) ১৬॥০ ১৬৸০ ; ২৭শে—(অর্ডি) ১৬॥/০ ২৮শে—(প্রেফ) ১১॥৵০ ১১৸৵০ ১২৵০ ; ২৯শে—(অর্ডি) ১৬৸০ ১৭৲ (প্রেফ) ১১৸৵০ ১২৵০। ঢাকা ইলেকট্রিক—২৭শে ১৫।৵০ ১॥৵০ ;

ইঞ্জিনিয়ারিং

বার্ণ এণ্ড কোং—২৪শে জানুয়ারী (অর্ডি) ৩৭৫৲ ; ২৭শে—৩৭৫৲ ৩৭৬৲ ৩৭৭৲ ; ২৮শে—৩৮০৲ ৩৮২৲ ৩৮১৲ ২৯শে—৩৭৮৲ ৩৮২৲ : ৩০শে—৩৭৯৲ ৩৮৩৲। ইণ্ডিয়ান ম্যালয়েবল কাষ্টিং—২৪শে (প্রেফ) ২।/০। ইণ্ডিয়ান গ্যালভানাইজিং—২৯শে ২৯৸০ ৩১॥/০ ৩১॥০। হুকুমচাঁদ ষ্টীল—২৪শে (অর্ডি) ৯৸৵০ ; (প্রেফ) ২॥৵০ ২৸০ ২॥/০ ২॥৶০ ২৸৵০ ; ২৭শে—(প্রেফ) ২৸০ ; ২৮শে—১০৵০ ১০।০ (প্রেফ) ২৸/০ ২৸৵০ ৩৲ ; ২৯শে—(অর্ডি) ১০।০ ১॥৵০ ১০॥০ (প্রেফ) ২৸৵০ ৩/০ ২৸/০ ; ৩০শে—১০।৶০ ১০॥০ (প্রেফ) ২৸৵০ ৩৲। কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং—২৮শে (প্রেফ) ১২৬৲ ১২৮৲ ১২৮৲ ; ২৯শে—অর্ডি ৪৸৵০ ; ৩০শে—৪॥৶০ ৪৸০। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টিল—২৪শে ২৯৸৶০ ৩০৲ ৩০৶০ ৩০।৶০ ৩০॥৵০ ৩০৸০ ৩১৲ ৩১/০ ৩০॥৵০ ; ২৭শে—৩০॥৶০ ৩০॥/০ ৩০৸৵০ ৩০৸৶০ ; ২৮শে—৩০৸৶০ ৩১৵০ ৩০৸৵০ ৩১৸০ ৩১/০ ; ২৯শে—৩০৸৵০ ৩১।০ ৩১৲। ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল—২৪শে ৭।৶০ ৭॥০ ২৭শে—৭॥৶০ ৭॥৵০ ; ২৮শে—৭৸০ ৭৸৵০ ৮।০ ৮।/০ ; ২৯শে—৮।০ ৮।৵০ ; ৩০শে—৮।০ ৮॥/০। সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং—২৪শে ৫।৵০ ৩০শে—৫॥/০ ৬৲ ৫॥৵০। ষ্টীল কর্পোরেশন—২৪শে (অর্ডি) ১৮৶০ ১৮৵০ ১৮।০ ১৮॥০ ১৮৸০ ১৯৲ ১৮॥৶০ ১৮॥৵০ ; ২৭শে—১৮৸০ ১৯৲ ১৮৸/০ ১৯/০ ১৮৸৶০ ১৮৵০ ১৮৸৶০ (প্রেফ) ১১৪॥০ ১১৫৲ ১১৬৲ ; ২৮শে—১৮৸৶০ ১৯।০ ১৯॥০ ১৯/০ ১৯৲ ; ২৯শে—১৮৸০ ১৯/০ ১৯৵০ ১৯৲ ; ৩০শে—১৮৸৵০ ১৯॥৵০ ১৯।০। মার্শালস—২৭শে—২/০ ২৶০ ; ২৮শে—২৶০ ২।/০ ২।৵০ ; ২৯শে—২৶০ ২।৵০ ; ৩০শে—২৶০ ২।৵০। ষ্টীল প্রডাক্টস—২৮শে ৫॥০ ৫॥৵০ ৫॥/০।

চিনির কল

বুল্যাণ্ড—২৪শে জানুয়ারী ১৫॥০ ১৫৸০ ; কেরু এণ্ড কোং—২৪শে ৯৶০ ; ২৮শে ৯/০ ; ২৯শে ৯॥০ ; কানপুর—২৯শে ১৭৸০ ১৮৲ ; ৩০শে ১৮৵০ ১৮৲ ; পূর্ণিয়া—২৪শে ৭৲ ; ২৯শে ৬৸/০ : চম্পারণ—২৯শে ১৩॥০ ; ৩০শে ১৩৸০ ১৪৲ ; রাজা—২৪শে ১৫॥০ ১৫৸ ; ২৮শে ১৫।০ ১৫।৵০

চা বাগান

বিশ্বনাথ ২২শে—২৫৸০ ; ২৫শে—২৪।০ ; ২৮শে—২৬৲ ৩০শে ২৬৲ ; ইষ্টইণ্ডিয়া ২৪শে—৯৵০ ; হান্টাপাড়া ২৪শে—৩৪২৲ ৩৪৪৲ ; ২৮শে ৩৪৩৲ ৩৪৬৲ ; হলদিবাড়ী ২৪শে—২১॥০ ; ২৮শে ২১৸০ ২২৲ ; হাঁসিমারা ২৮শে—৪১।৵০ ৪১॥৵০ ; ৩০শে—৪১॥৵০ ; হাতীখীরা ২৪শে—১৭৸ ; ২৭শে—১৮॥০ ১৮৶০ ; পাত্রকোলা ২৮শে—৮২০৲ ৮২৪॥০ ; ২৯শে—৮৩০৲ ; জয়বীরপাড়া ২৪শে—২০॥০ ; তেজপুর ২৭শে—(অর্ডি) ৭৵০ ৭।৵০ ; ২৮শে ৭।০ ৭।৶০ ৭৵০ ; ২৯শে—৭৶০ ৭॥০ (প্রেফ) ১৩৸০ ১৪৲ ; ৩০শে—৭॥০ ৭৸৵০ ; তুকভার ২৭শে—১০।৵০ ১০॥৵০ ; ২৯শে—১০॥৵০ ১০৸৵০ ১০॥০ ; ৩০শে—১১৲।

বিবিধ

বি আই কর্পোরেশন ২৪শে (অর্ডি)—৪৸০ ৪৸৵০ ; ২৭শে ৪৸৵ ; ২৮শে ৪৸/০ ৪৸৵০ ৫৲ ৪৸৶০ ; ২৯শে ৪৸/০ ৪৸৵০ ; ৩০শে ১৭৮॥০ ; কলিকাতা ট্রাম ৩০শে (অর্ডি)—১৩৸০ ; ইণ্ডিয়ান উড্ প্রডাক্টস ২৫শে—২৭।৵০ ২৭॥৵০ ; ২৭শে ২৭।০ ২৭॥০ ; ২৮শে ২৭॥৵০ ; ২৯শে ২৭॥০ ; ইণ্ডিয়ান কেবলস্ ২৪শে—২১।০ ২১৶০ ২১৸০ ২২৲ ২১৸৵০ ২২৵০ ২১॥০ ২১।৶০ ; ২৮শে ২২৲ ২২৵০ ; ৩০শে ২১।৶০ ২১॥৵০ ; রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ ২৪শে (প্রেফ)—১৪৪॥ ; (অর্ডি) ২০॥০ ; টিটাগড় পেপার ২৪শে (অর্ডি)—১৭৲ ১৬৸৵০ ১৭৵০ ; (৫৲ সুদের প্রেফ)—১১৩॥০ ; ২৭শে—১৬৸/০ ১৬৸৵০ ১৭৵০ ১৬৸৶০ ১৭৶০ ; ২৮শে—১৭৲ ১৭।/০ (প্রেফ)—১১৩॥০ ; ২৯শে ১৭/০ ১৭।/০ ১৬৸৵০ ১৭৲ ১৭।০ ; ৩০শে—১৭৲ ১৭।০ ; আসাম সজ ২৪শে—৩।০ ৩।/ ৩/০ ; ২৯শে—৩৶০ ৩/০ ; ৩০শে—৩৵০ ৩/০ ; বেঙ্গল টিম্বার ৩০শে (প্রেফ)—১২৬৲ ১২৭৲ ; মেদিনীপুর জমিদারী ২৮শে—৭২৲ ; ইণ্ডিয়ান জেনারেল নেভিগেশন ২৮শে—৭৯৲ ৮০৲।

পাটের বাজার

কলিকাতা ৩০শে জানুয়ারী

গবর্ণমেণ্টের সহিত পাটকলওয়ালাদের চুক্তি অনুসারে গত ৫ই জানুয়ারীর মধ্যে পাটকল ওয়ালাদের তরফ হইতে প্রথম কিস্তিতে ১৫ লক্ষ বেল পাট ক্রয় করার কথা ছিল। সেই কিস্তির তারিখ শেষ হওয়ার পর হইতে পাটকল-ওয়ালারা আর পাট ক্রয় বিষয়ে বিশেষ কিছু আগ্রহ দেখাইতেছেন না। আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত দ্বিতীয় কিস্তি অনুযায়ী তাঁহাদের ১০ লক্ষ বেল পাট ক্রয় করিবার কথা আছে। কিন্তু পাটকলওয়ালারা সেজন্য এখনও কোন তৎপরতা দেখাইতেছেন না। যেরূপ সামান্য মাত্রায় তাহারা পাট ক্রয় করিতেছেন সেভাবে কাজ চলিতে থাকিলে দ্বিতীয় কিস্তির নির্দ্ধারিত পরিমাণও প্রথম কিস্তির মতই অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। কিন্তু চুক্তিতে সমস্ত

বিষয়ই পাটকলওয়াদের অভিরুচির উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। পাট-ক্রয়ের জন্য চুক্তির সর্ত্ত অনুযায়ী তাঁহাদের উপর একটা দাবী করা চলে বটে কিন্তু আসলে তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পাট ক্রয় করিতে কোন মতেই বাধ্য নহেন। গবর্ণমেণ্টের অনুরোধ অনুযায়ী পাটের বাজারে উৎসাহ সঞ্চারের জন্য তাঁহারা ১৫ই জানুয়ারী মধ্যে কিছু বেশী পাট ক্রয় করিয়াছেন বটে। কিন্তু প্রথম কিস্তির সর্ত্ত তাঁহারা সম্পূর্ণ পূরণ করেন নাই। কেননা যে পরিমাণ পাট ক্রয় করিবার কথা ছিল তাঁহারা পাট কিনিয়াছেন সে তুলনায় দেড় লক্ষ বেল কম। চটের চাহিদা কম বলিয়া এবং চটকলগুলিতে ইতিমধ্যেই মজুত পাটের পরিমাণ অত্যধিক মাত্রায় বাড়িয়া যাওয়ার অজুহাতে পাটকলওয়ালারা বর্ত্তমানে পাট ক্রয়ের মাত্রা যেরূপ হ্রাস করিয়াছেন তাহাতে দ্বিতীয় কিস্তিতে ঘাটতির পরিমাণ আরও বাড়িয়া যাইবে বলিয়া মনে হইতেছে। এইরূপ অবস্থায় স্বভাবতঃই পাটের বাজারে অপেক্ষাকৃত মন্দার ভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ফাটকা বাজারে পাটের দর গত সপ্তাহের তুলনায় আরও কিছু নামিয়া গিয়াছে। নিম্নে ফাটকা বাজারের এসপ্তাহের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল

তারিখ	সর্ব্বোচ্চদর	সর্ব্বনিম্নদর	বাজার বন্ধের দর
২৭শে জানুয়ারী	৪০৲	৩৯॥০	৩৯॥০
২৮শে জানুয়ারী	৩৯॥৵	৩৯৶০	৩৯৶০
২৯শে জানুয়ারী	৩৯।০	৩৮৸৶০	৩৯৶০
৩০শে জানুয়ারী	৩৯৲	৩৮॥৶০	৩৯৲
৩১শে জানুয়ারী			

পাটকলওয়ালারা যদি চুক্তির সর্ত্ত অনুযায়ী নির্দ্ধারিত পরিমাণ পাট ক্রয় না করেন তবে গবর্ণমেণ্ট অবস্থা বুঝিয়া নিজেরা পাট ক্রয় করিয়া সেই সর্ত্ত পূরণ করিবেন বলিয়া কথা ছিল। কিন্তু প্রথম কিস্তিতে যদিও পাটকলওয়ালারা দেড় লক্ষ বেল কম পাট ক্রয় করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। তথাপি এপর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট সেই কমতি পূরণে কোনরূপ আগ্রহ দেখাইতেছেন না। ১৫ই তারিখের কিস্তি শেষ হওয়ার পর এক পক্ষকাল সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি পূরণে অগ্রসর হইবেন কিনা ইতিমধ্যে সে সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা তাঁহাদের পক্ষে সঙ্গত ছিল। গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত জানা গেলে পাটকলওয়ালাদের সহিত তাঁহাদের চুক্তির ভবিষ্যৎ তথা পাটের বাজারের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা ধারণা করার সুবিধা হইত।

পাকা বেল বিভাগে এসপ্তাহে রপ্তানীকারকদের পক্ষ হইতে পাট ক্রয় বিষয়ে কোন আগ্রহ তৎপরতা লক্ষিত হয় নাই। ফার্ষ্ট ও লাইটনিংস শ্রেণীর প্রতি বেল পাটের দাম ছিল যথাক্রমে ৪১ টাকা ও ৩৬ টাকা।

আলগা পাটের বাজারে এ সপ্তাহে মাত্র ইউরোপীয় জাত ও ডিষ্ট্রিক্ট শ্রেণীর পাটের কিছু কাজ কারবার হইয়াছে। এই দুই শ্রেণীর পাটের দর মিডল ৯।০ আনা ও ৭ টাকা এবং বটম ৯ টাকা ও ৭ টাকা দাঁড়াইয়াছিল

থলে চট

এসপ্তাহে থলে ও চটের বাজারের অবস্থা অনেকটা গত সপ্তাহেরই অনুরূপ ছিল। গত ২৪শে জানুয়ারী বাজারে ৯ পোর্টার চটের দরে ১৩॥ ও ১১ পোর্টার চটের দর ১৭॥ আনা ছিল। অদ্য বাজারে তাহা যথাক্রমে ১৩।৴ আনা ও ১৭॥০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ৩০শে জানুয়ারী

সোণার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। গত সপ্তাহের শেষভাগে স্বর্ণের যে দর ছিল এ সপ্তাহেও তাহা একই স্তরে বর্ত্তমান রহিয়াছে বলা যায়। সাময়িক উঠ্‌তি পড়তি এক আনার বেশী হয় নাই। বোম্বাই এবং কলিকাতার বাজারে মজুদ স্বর্ণের পরিমাণও অপরিবর্ত্তিত আছে। অদ্য বোম্বাইয়ে রেডি স্বর্ণ ৪২৲ টাকা ৬ পাই দরে বাজার খুলিয়া ৪২৴০ আনায় বাজার বন্ধ হয়। অদ্যকার কলিকাতার দর ৪২।০ আনা। লণ্ডনেও প্রতি আউন্‌স স্বর্ণের মূল্য ১৬৮ শিলিংএ অপরিবর্ত্তিত ছিল।

রূপার বাজারে এ সপ্তাহে দৃঢ়তা পরিলক্ষিত হইয়াছে। বাজারে রৌপ্য আমদানী বৃদ্ধির গুজবে ব্যবসায়ীগণ মজুদ রেডি রৌপ্য ছাড়িতেছেন। এদিকে মজুদ রূপার পরিমাণও হ্রাস পাইয়াছে। এই অবস্থায় রূপার দরে পূর্ব্ব সপ্তাহে যে উন্নতি ঘটিয়াছিল এ সপ্তাহেও তাহা অব্যাহত আছে। অদ্য বোম্বাই বাজারে ৬৩৶০ আনা দরে রেডি রূপার (প্রতি ১০০ ভরি) বাজার খোলে এবং ৬৩।৴০ আনায় বাজার বন্ধ হয়। অদ্যকার কলিকাতার দর ৬৩৵ এবং ঐ খুচরাদর ৬৩।৴০ আনা ছিল।

লণ্ডণেও আলোচ্য সপ্তাহে রূপার মূল্যে উঠ্‌তি পড়্‌তি খুব কম হইয়াছে। প্রতি আউন্‌স স্বর্ণ রূপার মূল্য ২৩½ পেনীতে স্থির ছিল মোটামুটী এরূপ বলা যায়।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৩০শে জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে শেয়ার বাজারের উন্নতির ফলে বোম্বাইএর তুলার বাজারেও উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। বর্ত্তমানে বোম্বাইএ অন্যান্য প্রদেশ হইতে তুলার আমদানী বৃদ্ধি পাইতেছে; তবে দেশীয় তুলার মূল্যের হার এত নিম্ন পর্য্যায়ে দাঁড়াইয়াছে যে, কারবার বৃদ্ধির সঙ্গে উচ্চশ্রেণীর তুলার উপরেও উহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। আলোচ্য সপ্তাহের শেষের দিকে রপ্তানী কারকগণ তুলা ক্রয়ের দিকে আগ্রহ প্রকাশ করে। বোরোচ এপ্রিল—মে ১৮৭৲ টাকা এবং জুলাই—আগষ্ট ১৯১॥ টাকায় বাজার বন্ধ হইয়াছে। বেঙ্গল মার্চ্চের দর ১২৭।০ দাঁড়ায়। ওমরা মার্চ্চের দর ১৫২।০ আনায় বাজার বন্ধ হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহা যথাক্রমে ১৭৭।০, ১৮১॥ ১২৫॥ ছিল।

বিদেশের তুলার বাজারে অনিশ্চয়তার ভাব দেখা গিয়াছে। নিউ ইয়র্কের বাজারে মার্চ্চ ও মের দর যথাক্রমে ১০.৪০ ও ১০.৪৩ সেণ্ট ছিল। লিভারপুলের বাজারে মন্দা গিয়াছে। আমেরিকান জানুয়ারী ৮'২১ পেনী এবং মার্চ্চের দর ৮'২৬ পেনী ছিল।

কাপড়

সম্প্রতি তুলার বাজারে যে সামান্য উন্নতি দেখা গিয়াছে তাহার ফলে কাপড়ের বাজারেও উন্নতি দেখা দিবার সম্ভাবনা। বাজারে চলতি দর এবং অগ্রিম কারবার সম্পর্কিত দরের মধ্যে বিশেষ তারতম্যের ফলে অগ্রিম কারবারের প্রতি ব্যবসায়ীগণ কোন উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন না। আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে দেশী কাপড়ের কলসমূহ সামান্য কিছু কারবার সম্পন্ন করে। জাপানী কাপড়ের বাজার খুব নিয়ন্ত্রিত ছিল। গ্রীষ্মকালে ব্যবহারোপযোগী বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে উহার মূল্য বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা আছে।

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৩য় বর্ষ, ২য় খণ্ড | কলিকাতা, ১০ই ফেব্রুয়ারী, সোমবার ১৯৪১ | ৩৮শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

ডিসেম্বরে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্য

ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ হইতে সম্প্রতি গত ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্টে দেখা যায় যে গত নবেম্বর মাসের তুলনায় ডিসেম্বর মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানীর পরিমাণ ১ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা কমিয়া ১১ কোটী ৩ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। পক্ষান্তরে এই মাসে রপ্তানীর পরিমান ৩৬ লক্ষ টাকা বাড়িয়া ১৭ কোটী টাকায় দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমান সরকারী বৎসরের প্রথম হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ৯ মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে মোট ১১৫ কোটী ৯৯ লক্ষ টাকার মালপত্র আমদানী হইয়াছে এবং ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ১৫১ কোটী ২৬ লক্ষ টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে। কাজেই এই বৎসরের প্রথম ৯ মাসে মালপত্রের মারফতে ভারতবর্ষের রপ্তানীর আধিক্যের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩৫ কোটী ২৭ লক্ষ টাকা। গত বৎসর এই ৯ মাসে উহার পরিমাণ ছিল ২৭ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার কয়েক মাস পর হইতে ভারত-সরকার বিদেশের সহিত ভারতবর্ষের স্বর্ণ ও রৌপ্যের আদান প্রদানের হিসাব প্রকাশ করা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। কাজেই এবার স্বর্ণ রৌপ্যের মারফতে গত বৎসরের তুলনায় ভারতবর্ষের রপ্তানীর আধিক্যের পরিমাণ কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহা জানার উপায় নাই। তবে গত বৎসরের তুলনায় এবার ভারতবর্ষ হইতে বেশী পরিমাণে স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে এবং এই দফাতেও ভারতবর্ষের রপ্তানীর আধিক্য বাড়িয়াছে—এরূপ অনুমান করা যায়।

ভারতবর্ষের আমদানী এবং রপ্তানী বাণিজ্য সম্বন্ধে একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর বিদেশ হইতে ভারতে আমদানীর পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া গত বৎসর এপ্রিল মাসে উহার পরিমাণ ১৩ কোটী ৮৯ লক্ষ টাকা হইতে ১৭ কোটী ৩২ লক্ষ টাকায় পরিণত হয়। তৎপর উহা ক্রমশঃ কমিয়া গত আগষ্ট মাসে ১০ কোটী ১২ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। উহার পরবর্ত্তী দুই মাসে পুনরায় আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া অক্টোবর মাসে উহা ১২ কোটী ৮১ লক্ষ টাকায় পর্য্যবসিত হয়। নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে উহা পুনরায় নিম্নাভিমুখী হইয়া চলিয়াছে। রপ্তানীর হিসাবে দেখা যায় যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী আগষ্ট মাসে উহার পরিমাণ ছিল ১৬ কোটী ৩৯ লক্ষ টাকা। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানীর পরিমাণ কমিতে থাকে এবং অক্টোবর মাসে ১৪ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকার মালপত্র রপ্তানী হয়। তৎপর উহার পরিমাণ ক্রমে বাড়িতে থাকে এবং জানুয়ারী মাসে উহার পরিমাণ দাঁড়ায় ২৪ কোটী ৪১ লক্ষ টাকা। উহার পর উহা ক্রমশঃ কমিয়া গত জুলাই মাসে রপ্তানীর পরিমাণ হয় ১৪ কোটী টাকা। বর্ত্তমানে পুনরায় রপ্তানীর পরিমান বৃদ্ধি পাইতেছে এবং গত ডিসেম্বর মাসে ১৭ কোটী টাকা মূল্যের মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে। তবে এস্থলে একথা স্বরণ রাখা আবশ্যক যে বর্ত্তমানে যুদ্ধের জন্য আমদানী ও রপ্তানীকৃত অনেক মালের মূল্যই বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাজেই টাকার হিসাবে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের পরিমান ইদানীং খুব বৃদ্ধি পাইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে—

অর্থাৎ ওজনের হিসাবে বিদেশের সহিত ভারতবর্ষের বেশী পরিমাণ মালপত্রের আদান প্রদান হইতেছে কিনা সন্দেহ।

জেল শিল্পের তদন্ত

কথায় বলে যে কোন কাজ না থাকিলে লোক 'খুড়ার গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করিয়া থাকে।' বাঙ্গলা সরকারেরও সেই দশা ঘটিয়াছে। দেশের রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বর্ত্তমানে অগণিত সমস্যা দেখা দিয়াছে। সেই সব বিষয় সম্বন্ধে মাথা না ঘামাইয়া বাঙ্গলা সরকার বর্ত্তমানে জেলশিল্প লইয়া একটা তদন্ত আরম্ভ করিয়াছেন। বাঙ্গলা দেশের কারাগারসমূহে যে সমস্ত সশ্রম কয়েদী রহিয়াছে তাহাদের অনেকের দ্বারা জেলসংলগ্ন কৃষিক্ষেত্রে চাষাবাদ করান হইয়া থাকে—তাহা সকলেই দেখিয়াছেন। উহা ছাড়া অনেক কয়েদী দ্বারা জেলের ভিতরে সতরঞ্চি, নারিকেলের ছোবড়ার বিবিধ জিনিষ, কাঠের জিনিষ ইত্যাদি অনেক প্রকার শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করান হয়। কোন কয়েদী যদি জেলে গুরুতর কোন অপরাধ করে তবে শাস্তি হিসাবে তাহাকে ঘানিতে সরিষার তৈল প্রস্তুত কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। এই সব কয়েদীর প্রস্তুত শিল্পদ্রব্য বাঙ্গলা সরকার জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয় করিয়া থাকেন। কিন্তু সারা বৎসরে বাঙ্গলার জেলসমূহে যে পরিমাণ শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হয় তাহার পরিমাণ ৩ লক্ষ টাকার বেশী নহে। এই সব শিল্পদ্রব্যের সহিত বাহিরের অনুরূপ দ্রব্যের কোন প্রতিযোগিতা নাই। কারণ প্রায় ৫০ রকম জিনিষ মিলিয়া জেলে এই পরিমাণ টাকার শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। জেলে যে সমস্ত শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হয় তাহার প্রসারেরও কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না। কারণ জেল কর্ত্তৃপক্ষকে শ্রমিকদের জন্য কোন মজুরী দিতে হয় না। বাড়ীভাড়া ইত্যাদি দফাতেও উহাদের কোন খরচ নাই। এরূপ অবস্থায় উহারা যদি জেল শিল্পের বিস্তৃতি সাধন করেন তাহা হইলে বাহিরের শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতকারীদের সহিত একটা অবৈধ প্রতিযোগিতা আরম্ভ করা হইবে। সুতরাং জেল শিল্পের মধ্যে কি সমস্যা নিহিত রহিয়াছে তাহা আমরা অনুধাবন করিতে সমর্থ হইতেছি না। অবশ্য জেল শিল্পের তদন্তের নামে যদি ব্যক্তি বিশেষকে সরকারী খরচায় বাঙ্গলা দেশ সফরের সুযোগ দেওয়া উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে উহাতে কিছু বলিবার নাই।

পাটের ফলন বৃদ্ধি

পাটচাষীর স্বার্থের দিক হইতে কেন্দ্রীয় জুট কমিটী আজ পর্য্যন্ত কিছু করিতে সমর্থ হন নাই। তবে সম্প্রতি এই কমিটী কৃষকের স্বার্থের দিক হইতে একটী উল্লেখযোগ্য চেষ্টায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। বর্ত্তমানে কৃষকগণ পাটের উপযুক্তরূপ মূল্য পাইতেছে না—অথচ উহাদিগকে উপযুক্তরূপ মূল্য দিতে গেলে তুলা, শণ, কাগজ ও বিবিধ প্রকার তন্তু পাটের প্রতিযোগী হইয়া দাঁড়াইবার আশঙ্কা আছে। একমাত্র পাটের ফলন বৃদ্ধি দ্বারাই এই উভয় সমস্যার যুগপৎ সমাধান হইতে পারে। বর্ত্তমানে প্রতি একর জমিতে সাধারণতঃ ১৫ মণের বেশী পাট উৎপন্ন হয় না এবং এই পাটের জন্য কৃষক যদি প্রতি মণে অন্ততঃ ৬ টাকা মূল্য না পায় তাহা হইতে তাহার চাষের খরচই পোষায় না। এইক্ষেত্রে পাটের ফলন বাড়াইয়া যদি প্রতি একর জমিতে ৩০ মণ পাট উৎপন্ন করার ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে কৃষক প্রতি মণ পাটের জন্য ৪ টাকা মূল্য পাইলেও তাহার ক্ষতি হইবার কোন আশঙ্কা থাকে না। অধিকন্তু যে জমি পাটের চাষ হইতে মুক্ত হইবে তাহাতে অন্য ফসলের চাষ করিয়া সে অতিরিক্ত কিছু আয় করিতে পারে। কেন্দ্রীয় জুট কমিটী বর্ত্তমানে এই ব্যাপার লইয়া গবেষণায় ব্রতী হইয়াছেন। প্রকাশ যে উহারা ইতিমধ্যেই কাকিয়া বোম্বাই ও ডি ১৫৪ নামক দুই শ্রেণীর পাটের আবিষ্কার করিয়াছেন যাহার ফলন অন্যান্য শ্রেণীর পাটের তুলনায় বেশী। উহাদের এই গবেষণা চূড়ান্তরূপ সাফল্যলাভ করিলে তাহা দ্বারা বাঙ্গলার পাটচাষী যে খুব উপকৃত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে আধুনিককালে বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা গম, শণ, গোল আলু, ইক্ষু, তামাক প্রভৃতি বহু প্রকার কৃষিজাত দ্রব্যের ফলন কোনটা দ্বিগুণ, কোনটা তিনগুণ পরিমাণ বাড়াইয়া দেওয়া সম্ভব হইয়াছে। পাটের ব্যাপারে এই ধরণের গবেষণায় সুফল না হইবার কোন কারণ নাই।

ব্রহ্মদেশে জমি খাসের প্রস্তাব

বাঙ্গলা দেশে জমিদারদের মালিকী স্বত্ব ক্রয় করিয়া লইবার জন্য ফ্লাউড কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন। কিন্তু ফ্লাউড কমিশন যে হারে মূল্য দিয়া এই স্বত্ব ক্রয় করিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন তাহা ভূম্যধিকারীদের দিক হইতে অত্যন্ত ক্ষতিজনক। এই সুপারিশ সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা এখনও জানা যায় নাই। তবে উহাদের সিদ্ধান্ত যে ভূম্যধিকারীদের পক্ষে অনুকূল হইবে না তাহা বলাই বাহুল্য। এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মদেশের আবাদী জমি খাস করা সম্বন্ধে উক্ত দেশের গবর্ণমেণ্ট যে প্রকার কার্য্যনীতি অবলম্বন করিতেছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্মদেশে মাদ্রাজের চেট্টি সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ বহুদিন যাবত দাদনী কারবার চালাইয়াছে। উহার ফলে ব্রহ্মদেশের বহু আবাদী জমি উহাদের হস্তগত হইয়াছে এবং ব্রহ্মদেশের কৃষকগণ দিন-মজুরে পরিণত হইয়াছে। এই সমস্যার সমাধানের জন্য ব্রহ্ম-সরকার একটী আইন প্রণয়ন করিতেছেন। আইনের বিধান এই যে ব্রহ্ম-সরকার চেট্টি ও ব্রহ্মদেশীয় সমস্ত জমিদারের নিকট হইতে জমির মালিকী স্বত্ব ক্রয় করিয়া লইবেন এবং তৎপর ঐ জমি কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়া তাহাদের নিকট হইতে সহজ কিস্তিতে ঐ মূল্য আদায় করিয়া লইবেন। জমির মূল্য সম্পর্কে সম্প্রতি ব্রহ্মদেশের প্রধান মন্ত্রী এরূপ ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভূম্যধিকারীগণকে বাজার মূল্য অনুযায়ী জমির যে মূল্য হয় তাহাই প্রদান করা হইবে এবং জমি খাস করিবার সময়ে উহার মালিককে এক সঙ্গে পূরা মূল্য প্রদান করা হইবে। ব্রহ্মদেশের প্রধান মন্ত্রীর এই ন্যায়বিচারমূলক উক্তি শুনিয়া সকলেই সুখী হইবেন সন্দেহ নাই। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট যদি এই প্রদেশের জমিদারী স্বত্ব খাস করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাহা হইলে বাঙ্গলা দেশের ভূম্যধিকারীগণ কি তাঁহাদের কাছেও এইরূপ ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করিতে পারেন না ?

ভারতীয় তাঁত শিল্পের সমস্যা

ভারতীয় তাঁত শিল্পের উন্নতির সুবিধার্থ ভারতীয় কাপড়ের কল সমূহের উপর নানাদিক দিয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ট্যাক্স বসাইবার যে সব প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছে আমরা ইতিপূর্ব্বে তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছি। আমাদের বক্তব্য বিষয় এই যে এদেশের তাঁতশিল্প যে আজ এমন ভাবে বিপর্য্যস্ত হইয়াছে তাহার মূলে তাঁত-শিল্পের মূলগত গলদ ও অব্যবস্থাই নিহিত রহিয়াছে। কাজেই দেশীয় কলের বর্ত্তমান দুরবস্থায় কোনদিক দিয়া উহাদের উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপাইতে না গিয়া তাঁত শিল্পের উন্নতির জন্য উহার মূলগত গলদগুলি দূর করিবার দিকেই সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

বর্ত্তমানে আমরা দেখিয়া বিশেষ সুখী হইলাম যে, মাদ্রাজের প্রাদেশিক তন্তুবায় সমিতি কর্ত্তৃক নিয়োজিত তাঁত শিল্প তদন্ত কমিটি

সম্প্রতি তাঁহাদের রিপোর্টে এই ধরণেরই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ কমিটির মতে দেশীয় তাঁত শিল্পের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার মূলে উপযুক্ত মূলধনের অভাব, উপযুক্ত মূল্যে সূতা ও অন্য আবশ্যকীয় সাজসরঞ্জাম পাওয়ার অসুবিধা এবং তাঁতে উৎপন্ন বস্ত্রাদি ন্যায্য দামে বিক্রয়ের সুবন্দোবস্তের অভাব প্রভৃতি কারণই নিহিত রহিয়াছে। এই সব গলদ দূর করিবার উদ্দেশ্যে দেশের গবর্ণমেন্টের পক্ষে অবিলম্বে যথাবিহিত চেষ্টা যত্ন নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। বেশী সংখ্যায় সমবায় তন্তুবায় সমিতি গঠন করিয়া দেশের তাঁতীদের কার্য্যকরী মূলধন বৃদ্ধি, কম মূল্যে সূতা ও সাজসরঞ্জাম সরবরাহ এবং তাঁত বস্ত্র বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত সম্পর্কে সমবেত প্রচেষ্টা সুরু করাও একান্ত প্রয়োজন। মাদ্রাজ তাঁত শিল্প তদন্ত কমিটির এই সব সুচিন্তিত সুপারিশের প্রতি আমরা তাঁত শিল্পের উন্নতিকামী ব্যক্তিমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

দিন মজুরের সহিত কোটীপতির প্রতিযোগিতা

ভারতবর্ষে যে লক্ষ লক্ষ চর্ম্মকার রহিয়াছে তাহার মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি চামড়া বিক্রয় ও জুতা মেরামত কার্য্যের মারফতে জীবিকানির্ব্বাহ করিলেও জুতা প্রস্তুত করিয়া জীবিকানির্ব্বাহকারী চর্ম্মকারের সংখ্যাও এদেশে কম ছিল না। কিন্তু চীনা চর্ম্মকার, বিবিধ ট্যানারি এবং সর্ব্বশেষে বাটা কোম্পানীর প্রতিযোগিতার ফলে উহাদের অনেকের অন্ন মারা গিয়াছে। বর্ত্তমানে চামড়া বিক্রয় ও জুতা মেরামতই চর্ম্মকারদের একমাত্র উপজীবিকার পন্থা। কিন্তু উহাদের এই সামান্যরূপ উপজীবিকার পন্থাও বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। ইদানীং বাটা কোম্পানী পুরাতন জুতা মেরামতের কাজও স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। এই কোম্পানীর কোটীপতি মালিকগণ যদি আধুনিকতম যন্ত্রপাতির সাহায্যে দরিদ্র চর্ম্মকারদের সহিত প্রতিযোগিতা আরম্ভ করেন তাহা হইলে উহার মধ্যে আত্মরক্ষা করা কাহারও সাধ্যায়ত্ব নহে।

ভারতবর্ষে বহু বিদেশী কোটী কোটী টাকা মূলধন লইয়া শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। উহার মধ্যে লেভার ব্রাদার্স, ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল, ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো, ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া ম্যাচ ম্যানুফেকচারিং কোম্পানী, ডানলপ, লালিমলি ইত্যাদি বহু প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু এই সব শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ দেশের বৃহৎ ও মাঝারি ধরণের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির সহিত প্রতিযোগিতা করিলেও দেশের দরিদ্রতম দিনমজুরের অন্ন মারিবার জন্য কেহ কোন চেষ্টায় অবতীর্ণ হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। বাটা কোম্পানী বর্ত্তমানে জুতা প্রস্তুতের কাজের সঙ্গে জুতা মেরামতের কাজে অবতীর্ণ হইয়া যে ব্যবসানীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহা যদি বিদেশী অন্যান্য শিল্পপরিচালকগণ অনুসরণ করেন তাহা হইলে উহাদের প্রতিযোগিতায় দেশের সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র ব্যক্তিগণও জীবিকা সংস্থানের উপায় হইতে বঞ্চিত হইবে। যাহারা ভারতবর্ষে ও ভারতের বাহিরে জুতা বিক্রয় করিয়া কোটী কোটী টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন তাঁহারা দরিদ্র চর্ম্মকারের দুই চা'র আনা আয়ের উপর লুব্ধ দৃষ্টি না দিলেই শোভন হইত ?

জাপ-ভারত বাণিজ্য

জাপান হইতে ইদানীং ভারতবর্ষে আমদানীর পরিমাণ অত্যধিক বাড়িয়া যাওয়াতে এবং সেই তুলনায় জাপান ভারতবর্ষ হইতে মালপত্র ক্রয় না করাতে উহার প্রতিকারের জন্য ভারত সরকার এদেশে জাপানী মালের আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিয়া দিবেন বলিয়া বোম্বাইয়ের 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া' পত্রে একটী সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। গত বৎসর এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৯ মাসে জাপান হইতে ভারতবর্ষে ১৩ কোটী ৪০ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র আমদানী হয় এবং ভারতবর্ষ হইতে জাপানে ৯ কোটী ৬১ লক্ষ টাকার মালপত্র রপ্তানী হয়। কাজেই গত বৎসর জাপান এদেশে যত টাকার মালপত্র বিক্রয় করিয়াছিল তাহা অপেক্ষা ৩ কোটী ৭৯ লক্ষ টাকার কম মালপত্র ভারতবর্ষ হইতে ক্রয় করে। এবার এই ৯ মাসে জাপান হইতে ভারতে আমদানীর পরিমাণ ১৫ কোটী টাকা এবং ভারতবর্ষ হইতে জাপানে রপ্তানীর পরিমাণ ৬ কোটী ৭৭ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। কাজেই এবার জাপান ভারতবর্ষে যত টাকার মালপত্র বেচিয়াছে তাহার তুলনায় ৮ কোটী ২৩ লক্ষ টাকার কম মালপত্র ক্রয় করিয়াছে। এরূপ অবস্থায় শুল্ক বৃদ্ধিই হউক বা মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করিয়াই হউক জাপান হইতে ভারতবর্ষে আমদানীর পরিমাণ সঙ্কুচিত করা আবশ্যক। উহার ফলে আর যাহাই হউক ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ জাপানের প্রতিযোগিতা হইতে অনেকটা রেহাই পাইবে।

আয়কর বিভাগের রিপোর্ট

ভারত সরকার কর্ত্তৃক সম্প্রতি আয়কর বিভাগের গত ১৯৩৮-৩৯ সালের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত বৎসরে এই বিভাগের আয়ব্যয় সম্বন্ধে সমস্ত বিবরণ বহু পূর্ব্বেই জানা গিয়াছে। কাজেই উহা নূতন করিয়া বলিবার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। তবে এই রিপোর্ট পাঠ করিলে ভারতবর্ষ যে কত দরিদ্র দেশ তাহাই বারম্বার মনে হয়। ১৯৩৮-৩৯ সালে যাহাদের আয় বৎসরে দুই হাজার টাকা বা মাসে ১৬৭ টাকার উৰ্দ্ধে ছিল তাহাদিগকেই আয়কর দিতে হইত। কিন্তু ঐ বৎসরে বৃটীশ ভারতের ৩০ কোটী অধিবাসীর মধ্যে আয়কর প্রদানকারী ব্যক্তি, পরিবার ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল মাত্র ২ লক্ষ ৮৫ হাজার ৯৪০। উহার মধ্যে ব্যবসায়ী, সরকারী কর্ম্মচারী ইত্যাদি হিসাবে বহু সংখ্যক বিদেশীও রহিয়াছেন। ঐ বৎসরে সুপার ট্যাক্স প্রদানকারী ব্যক্তি, পরিবার ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল মাত্র ৪ হাজার ২১০। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে বর্ত্তমানে প্রচলিত আয়কর আইন বলবৎ হয় নাই। ঐ বৎসরে ৩০ হাজার টাকার নিম্ন আয় বিশিষ্ট কাহাকেও সুপার ট্যাক্স দিতে হইত না এবং রেজেষ্টারীকৃত কোম্পানীর বেলায় সুপারট্যাক্স ধার্য্যযোগ্য আয়ের সর্ব্বনিম্ন পরিমাণ ছিল ৫০ হাজার টাকা। বর্ত্তমান আইনে এই বিধিনিষেধ উঠাইয়া দিয়া কোম্পানীর লাভের পরিমাণ যাহাই হউক না কেন তাহার উপর সুপারট্যাক্স ধার্য্য করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। উহার ফলে এদেশে সুপারট্যাক্স প্রদানকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়িবে বটে। কিন্তু উহা দ্বারা দেশবাসীর আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি সূচিত হইবে না। যাহা হউক ভারতবর্ষের মত একটা মহাদেশে সুপারট্যাক্স প্রদানকারীর সংখ্যা বাড়িয়া যদি ২১৩ গুণও হয় তাহা হইলেও উহা একটা ধর্ত্তব্যের বিষয় হয় না। আয়করের ন্যায় সুপারট্যাক্স সম্পর্কেও এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে এদেশে সুপারট্যাক্স প্রদানকারীদের মধ্যে বিদেশীদের সংখ্যা খুব বেশী।

বিভিন্ন প্রকার আয়ের উপর আয়কর প্রদানকারীর সংখ্যা বিশ্লেষণ করিলে এদেশের দারিদ্র্য যে আরও কিরূপ শোচনীয় তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষে যে ২ লক্ষ ৮৫ হাজার ৯৪০জন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর আয়কর ধার্য্য হয় তাহার মধ্যে ২ লক্ষ ৩৬ হাজার ৭৭২ জন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানেরই আয় ছিল বৎসরে ১০ হাজার টাকার কম। ঐ বৎসরে ৫০ হাজার টাকার উৰ্দ্ধস্থিত আয়ের উপর আয়কর প্রদানকারীর সংখ্যা ছিল মাত্র ১৫২৭ জন। উক্ত বৎসরে ভারতবর্ষে ১ লক্ষ টাকার অধিক আয়ের উপর মাত্র ৪৩৬ জন আয়কর প্রদান করিয়াছিল।

এই সব বিবরণ হইতে অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষ যে কত দরিদ্র এবং এদেশের নগণ্য পরিমান ধন-সম্পদও কি প্রকার সামঞ্জস্যহীনভাবে বণ্টিত রহিয়াছে তাহা বুঝা যাইতেছে।

বাঙ্গলা সরকারের আর্থিক অবস্থা

অর্থসচিব মিঃ সুরাবর্দ্দী সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দ উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে বাঙ্গলা সরকারের শোচনীয় আর্থিক দুর্দ্দশার চিত্রই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে অর্থসচিব যখন ১৯৪০-৪১ সালের অর্থাৎ চলতি বৎসরের বাজেট পেশ করেন তখন তিনি এবার বাঙ্গলা সরকারের ১৩ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা আয় ও ১৪ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে তিনি জানাইয়াছেন যে চলতি বৎসরে বাঙ্গলা সরকারের আয় পূর্ব্বেকার বরাদ্দ হইতে ১৯ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা কম হইবে। অপর দিকে বাজেটে নানাদিক দিয়া যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হইয়াছিল প্রকৃত ব্যয়ের পরিমাণ সে তুলনায় অনেক ক্ষেত্রেই বাড়িয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া এক্ষণে এমন কতকগুলি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের ব্যয়বহুল কার্য্যে গবর্ণমেণ্টকে আত্মনিয়োগ করিতে হইতেছে যাহার জন্য বাজেটে পূর্ব্বে কোন সংস্থান করা হয় নাই। এই অবস্থায় অর্থসচিবের অনুমান যে, চলতি বৎসরে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ প্রাথমিক বরাদ্দের তুলনায় ১ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকার মত বেশী হইবে। এই অতিরিক্ত টাকা মঞ্জুরের জন্য অর্থসচিব বর্ত্তমানে ব্যবস্থা পরিষদে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন।

প্রত্যেক বৎসরের প্রাক্কালে গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে ঐ বৎসরের ব্যয়ের বরাদ্দ মঞ্জুর করাইয়া লওয়া হয়। কিন্তু বৎসরের মধ্যে এরূপ অবস্থার উদ্ভব হওয়া বিচিত্র নয় যাহার ফলে বরাদ্দকৃত ব্যয়ের অতিরিক্ত আরও ব্যয় করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিতে পারে। সেই হিসাবে অতিরিক্ত বাজেট উত্থাপিত হওয়াই নিন্দনীয় নহে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে যে কাজের জন্য অতিরিক্ত আরও ১ কোটি ৬৭ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা ব্যয় মঞ্জুর করাইয়া লওয়া হইতেছে তাহা লক্ষ্য করিলে এই বাজেটের বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলা চলে। বর্ত্তমান বাজেটে কৃষি বিভাগের দফায় নূতন করিয়া ৬০ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকার দাবী উপস্থিত করা হইয়াছে। উহার মধ্যে কৃষি বিষয়ক প্রচারকার্য্য বাবদ ৭০ হাজার টাকা, পাটের জমির রেকর্ড প্রস্তুতের জন্য ১১ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা, পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ কার্য্যের জন্য ১৩ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা, পাট ক্রয় বাবদ ২৯ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা এবং পাটের পরিবর্ত্তে অন্যান্য ফসল চাষের জন্য বীজ সরবরাহ কার্য্য বাবদ ৫ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে। এই সকল ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে কৃষি বিষয়ক প্রচারকার্য্য, পাটের জমির রেকর্ড প্রস্তুত, ফসলের বীজ সরবরাহ ও পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত ব্যয় সম্বন্ধে আমাদের আপত্তির কারণ নাই। কেননা ঠিক ঠিক ভাবে ব্যয়িত হইলে ঐ শ্রেণীর ব্যয় দ্বারা দেশের লোক—বিশেষভাবে দেশের কৃষকেরা উপকৃত হইবে বলিয়াই আমাদের ধারণা। কিন্তু বাঙ্গলা সরকার তাঁহাদের খেয়ালমত পূর্ব্বে ২৯ লক্ষ টাকার পাট ক্রয় করিয়া এক্ষণে ঐ ব্যয় মঞ্জুরের জন্য যে দাবী পেশ করিয়াছেন তাহার কোন সার্থকতা বা যুক্তিযুক্ততাই আমরা দেখিতেছি না। তাঁহারা পাটের দর চড়াইবার সহজ কৌশল হিসাবে ৫০ হাজার বেল পাট ক্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু এই স্বল্প পরিমাণ পাট ক্রয়ের ফলে বাজারে পাটের দরের কোন উন্নতিই পরিলক্ষিত হয় নাই। তাহা ছাড়া বাঙ্গলা সরকার যে মূল্য দিয়া পাট ক্রয় করিয়াছিলেন পাটের ভবিষ্যৎ বিবেচনায় সেরূপ মূল্য দিতে যাওয়া তাঁহাদের পক্ষে সর্ব্বথা অসমীচীন হইয়াছে। বর্ত্তমানে পাটের দর যেরূপ নিম্ন এবং ভবিষ্যতে অন্ততঃ বৎসরকাল পাটের দর যেরূপ নিম্ন থাকিবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে তাহাতে বাঙ্গলা সরকার যে ২৯ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা মূল্যে ক্রীত ৫০ হাজার বেল মজুদ পাট কখনও ২০ লক্ষ টাকার বেশী মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিবেন তাহার আশা কম। উপযুক্ত অর্থের অভাবে যে স্থলে দেশে জাতি গঠনমূলক কার্য্যের অগ্রগতি সম্ভবপর হইতেছে না সেস্থলে খামখেয়ালীভাবে ১০ লক্ষ টাকা নষ্ট করার মত অবিবেচনা কোনদিক দিয়াই ক্ষমার্হ নহে।

কৃষি সম্পর্কিত উল্লিখিত ব্যয় বরাদ্দ ব্যতীত অর্থসচিব সুরাবর্দ্দী সাহেব শিক্ষা বাবদ ৬ লক্ষ হাজার টাকা, পুলিশ বিভাগ বাবদ ২ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা, জেল বিভাগ বাবদ ২ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা ও কৃষকদিগকে ঋণ প্রদান বাবদ ৬০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুরের দাবী পেশ করিয়াছেন। শিক্ষাবিভাগের জন্য এবং জেল বিভাগের জন্য কোনদিক দিয়া নূতন দাবীদাওয়ার কি কারণ দেখা দিয়াছে তাহা আমরা ভালরূপ জানিতে না পারায় ঐ বিষয়ে কোন সমালোচনা করিতে চাই না। পূর্ব্বের অভিজ্ঞতা হইতে ঐসব অর্থ প্রকৃত উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইবে কিনা তৎসম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ রহিয়াছে। তবে পুলিশ বিভাগের জন্য ও কৃষকদিগকে ঋণ প্রদানের নামে যে টাকা দাবী করা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আমাদের বিশেষ আপত্তি করিবার হেতু আছে। বর্ত্তমানে দেশে কোন বিপ্লবাত্মক কার্য্যধারার সন্ধান পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু বাঙ্গলা সরকার অস্থায়ীভাবে পুলিশ ও গোয়েন্দার দল বৃদ্ধি করিয়া ২ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা অতিরিক্ত ব্যয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। উহার কোন হেতুই আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। কৃষকদিগকে ঋণ প্রদানের জন্য ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে। ঐ শ্রেণীর ব্যয়ের নমুনা আমরা গত কয়েক বৎসর হইতেই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। দেশের লোকদের আর্থিক দুরবস্থায় তাহাদিগকে সাহায্য দান এবং কৃষির প্রয়োজনে কৃষকদিগকে সাময়িক ধার প্রদানের ব্যবস্থা এই দুইটীই আবশ্যকীয় কাজ বটে। কিন্তু সরকারী তহবিল হইতে সাহায্য ও ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া কোন জাতিকে ক্রমিক ধ্বংস ও মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করা যায় না। নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইবার পর কৃষকদিগকে ঋণ দিয়া সাহায্য করার নামে এ পর্য্যন্ত ২।৩ কোটি টাকা খরচ করা হইয়াছে। এইরূপ সাহায্যের মূলে জনপ্রিয়তা অর্জ্জনের ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সাধনের কোন চাল রহিয়াছে কিনা জানি না। তবে ঐরূপ সাহায্যের ফলে বাঙ্গলার কৃষক কোনদিক দিয়া স্থায়ীভাবে উপকৃত হইয়াছে কিনা সন্দেহের বিষয়। অথচ এই টাকা যদি দেশের আবাদী জমির ফলন বৃদ্ধি ও কৃষিজাত পণ্য ন্যায্য মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যয়িত হইত তাহা হইলে কৃষকের আয় বহুগুণ বর্দ্ধিত হইয়া তাহাদের আর্থিক কল্যাণের ভিত্তি সুদৃঢ় হইত!

এই অবস্থায় বর্ত্তমান অতিরিক্ত বাজেটে নানাদিক দিয়া নূতন যেসব ব্যয় বরাদ্দ উপস্থিত করা হইয়াছে তাহার অনেকগুলিই আমরা অযৌক্তিক ও অসঙ্গত বলিয়া মনে করি। এই সব দাবী দাওয়ার

(২৯৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিক্রয়কর বিলের গতি

সিলেক্ট কমিটী কর্ত্তৃক বিবেচিত হওয়ার পর বঙ্গীয় বিক্রয়কর বিলটী বিগত ৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে ব্যবস্থা পরিষদের সমক্ষে পুনরালোচনার জন্য উপস্থিত করা হইয়াছে। কংগ্রেস দলের মিঃ পি ব্যানার্জ্জি বিলটী সিলেক্ট কমিটির পুনর্বিবেচনার জন্য প্রেরণের প্রস্তাব করিলে কোয়ালিশনী এবং ইউরোপীয় সদস্যদের ভোটের জোরে এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। বিক্রয়কর বিল নিয়া কোয়ালিশনী দলে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া সম্প্রতি গুজব রটিয়াছিল। দলের চাঁইদের চেষ্টায় কোয়ালিশন পার্টি শেষ পর্য্যন্ত একটা মীমাংসায় পৌছিতে পারিয়াছেন এবং সিলেক্ট কমিটী কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত আকারে অথবা সামান্য রদবদল হইয়া বিলটী যে পরিষদে গৃহীত হইবে তাহাতে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নাই। আমরা দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য যে এই বিল সম্পর্কে আইন সভা এবং আইন সভার বাহিরে যেরূপ যুক্তিপূর্ণ জোর প্রতিবাদের আশা করা গিয়াছিল এপর্য্যন্ত কার্য্যতঃ তাহা হয় নাই। বিরুদ্ধবাদীগণের অনেকের প্রতিবাদ শেষ পর্য্যন্ত বিলের উদ্দেশ্য এবং মূলনীতির সমর্থনের সামিল হইয়া একমাত্র করের হার হ্রাস করার প্রস্তাবে সীমাবদ্ধ হইয়াছিল বলা যায়। আশা করি দফাওয়ারী আলোচনা কালে জনসাধারণ আইন সভায় এবং সংবাদপত্রাদিতে এই বিল সম্পর্কে যথোচিত সমালোচনা দেখিতে পাইবেন।

মূল বিলটী সিলেক্ট কমিটী কর্ত্তৃক স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত হইলেও তাহা জনমতের সমর্থন লাভ করিবে না বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। মূল বিলে বিক্রয়করের হার শতকরা দুই টাকা এবং পরে বৃদ্ধি করিয়া তিন টাকা পর্য্যন্ত করা হইবে প্রস্তাব ছিল। সিলেক্ট কমিটী ইহা হ্রাস করিয়া টাকা প্রতি এক পয়সা অর্থাৎ শতকরা ১৷৷৵ আনা ধার্য্য করার সুপারিশ করিয়াছেন। দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা বিবেচনায় শতকরা ১৷৷৵ আনা বিক্রয়করও আমাদের মতে নিতান্ত অবিচারমূলক। সম্প্রতি পাঞ্জাবেও একটা বিক্রয়কর আইন বিধিবদ্ধ হইতেছে। উক্ত প্রদেশে যে সমস্ত ব্যবসায়ীর বার্ষিক বিক্রয়ের পরিমাণ বিশ হাজার টাকা তাঁহারাও শতকরা সোয়া তিন আনার বেশী বিক্রয়কর দিবেন না। অথচ বাঙ্গলায় যে সমস্ত ব্যবসায়ী বৎসরে দশ হাজার টাকার পণ্য বিক্রয় করিবেন তাঁহাদিগকে শতকরা দেড় টাকার উপর ট্যাক্স দিতে হইবে। পাঞ্জাবের ব্যবসা বাণিজ্য বাঙ্গলার তুলনায় বিস্তৃত নহে, লোকসংখ্যাও কম। এই হিসাবে নীতির দিক দিয়া পাঞ্জাবের বিক্রয়করের হার অপেক্ষা বাঙ্গলায় বিক্রয়করের হার কম হইলেও বাঙ্গলা সরকারের আয় হ্রাস পাওয়ার কোন আশঙ্কা ছিল না। ট্যাক্স ধার্য্যযোগ্য বিক্রয়ের পরিমাণ সম্পর্কেও সিলেক্ট কমিটী পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়াছেন। যে সমস্ত ব্যবসায়ী বার্ষিক বিশ হাজার টাকা বা ততোধিক মূল্যের পণ্য বিক্রয় করিবেন তাঁহাদের উপর মূলবিলে ট্যাক্স ধার্য্য করার প্রস্তাব ছিল। সিলেক্ট কমিটী প্রস্তাব করিয়াছেন যে কোন ব্যবসায়ী বাহির হইতে আমদানী করিয়া কিংবা নিজে উৎপাদন করিয়া পণ্য বিক্রয় করিলে এবং তাঁহার বার্ষিক বিক্রয়ের পরিমাণ দশ হাজার টাকা হইলে ট্যাক্স ধার্য্যযোগ্য হইবেন। অন্যান্য শ্রেণীর ব্যবসায়ীর বিক্রয় পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার টাকা হইলেই তাঁহাদিগকে বিক্রয়কর প্রদান করিতে হইবে। উৎপাদক ও খুচরা বিক্রেতা একই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হইলে তাহার প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার কি কারণ থাকিতে পারে? বাঙ্গলা দেশে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলকারখানা এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে এবং এরূপ অনেক প্রতিষ্ঠান নিজেরাই জনসাধারণের নিকট পণ্য বিক্রয় করিয়া থাকে। বার্ষিক বিক্রয় পরিমাণ দশ হাজার টাকা হইলেই বিক্রয় কর দিতে হইলে এরূপ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে টিকিয়া থাকা অসাধ্য হইয়া দাঁড়াইবে। দেশের শিল্পোন্নতির পক্ষে অন্তরায় হইবে বলিয়া সিলেক্ট কমিটীর এই প্রস্তাব আমরা একেবারেই সমর্থনযোগ্য নহে বলিয়া মনে করি।

মূলবিলে যে সমস্ত পণ্য বিক্রয়কর বিলের বহির্ভূত রাখা হইয়াছিল সিলেক্ট কমিটী তদুপরি আরও কয়েকটী পণ্য এই করের বহির্ভূত রাখার প্রস্তাব করিয়াছেন। এই সম্পর্কে কমিটীর বিস্তৃত প্রস্তাব সাধারণ্যে প্রকাশিত না হওয়ায় ইহার দোষ ত্রুটী বিচার করার অবকাশ নাই। তবে, অর্থসচিবের বক্তৃতা হইতে বুঝা যায় যে কতিপয় কৃষিপণ্য এবং সাধারণের খাদ্যসামগ্রী ব্যতীত সিলেক্ট কমিটী উপযুক্ত সংখ্যক অত্যাবশ্যক পণ্যসমূহকে বাদ দেওয়ার সুপারিশ করেন নাই। বিক্রয়করবিল হইতে পাট বাদ দেওয়ায় আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। আমরা যতদূর অবগত আছি কমিটী পাটকে এই আইনের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেন নাই। বলাবাহুল্য ইহাতে চটকলওয়ালাদের স্বার্থই বড় করিয়া দেখা হইয়াছে।

সিলেক্ট কমিটীর রিপোর্ট উপস্থিত করিয়া অর্থসচিব বিলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাও বিস্ময়ের কারণ হইয়াছে। অতিরিক্ত বাজেটে সম্প্রতি দেখান হইয়াছে যে চলতি বৎসরে এক কোটী সাত লক্ষ টাকা ঘাট্‌তি হইবে। অর্থসচিবের বক্তৃতায় প্রকাশ প্রাদেশিক সরকারের মজুদ তহবিল হইতে এই ঘাট্‌তি পূরণ করা হইবে এবং আগামী বৎসরের বাজেটে যে ঘাট্‌তি হইবে তাহা পূরণ করিয়া মজুদ তহবিল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই বিক্রয়কর আইন প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। আগামী বৎসরের ঘাট্‌তি পূরণের ব্যবস্থা আগামী বাজেটেই করা উচিত ছিল। সরকারী আয়ব্যয় নীতির ইহা মূলসূত্র। আগামী বৎসর কি আয়ব্যয় হইবে তৎসম্পর্কে অবহিত না হইয়া ছয়মাস পূর্ব্বে এরূপ একটী ব্যাপক ট্যাক্স ধার্য্য করার প্রস্তাব জনসাধারণ সন্দেহের চক্ষেই দেখিবে। অতিরিক্ত বাজেট আলোচনায় দেখা যায় চলতি বৎসরে নীট ঘাট্‌তি ৫৩ লক্ষ টাকার বেশী হইবে না। পাট ক্রয় এবং আরও দুই একটী কারণে যে ঘাট্‌তি দেখা যায় তাহা প্রকৃতপক্ষে ঘাট্‌তি নহে। এই অবস্থায় মাত্র ৫৩লক্ষ টাকা ঘাট্‌তির ফলে বিক্রয়করের ন্যায় ব্যাপক ট্যাক্স প্রবর্ত্তনের কি যুক্তি থাকিতে পারে? অনেকের আশঙ্কা আগামী বাজেটেও নূতন ট্যাক্স ধরা হইবে এবং উক্ত বাজেটে ট্যাক্সের সংখ্যা যাহাতে বেশী হইয়া দেখা না দেয় তজ্জন্যই অর্থসচিব পূর্ব্বাহ্নে বিক্রয়কর আইন পাশ করাইয়া নিলেন। কোয়ালিশন দলের সভায় প্রধান মন্ত্রী আশ্বাস দিয়াছিলেন যে বিক্রয়করলব্ধ অর্থের একটা অংশ জাতিগঠনমূলক কার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা হইবে। অর্থসচিবের বক্তৃতায় এরূপ আভাষ পাওয়া যায় নাই। অবশ্য জাতিগঠনের নামে অনেক কিছুই অপকার্য্য সাধন করা বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলের পক্ষে সম্ভবপর।

পরিশেষে, ইউরোপীয়দল বিক্রয়করবিল সম্পর্কে যে ডিগ্‌বাজী খাইয়াছেন তাহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিক্রয়করবিল উত্থাপন সময়ে ইউরোপীয়দলের পক্ষ হইতে মিঃ আর, এম, সেস্থন উহার প্রতিবাদে মন্ত্রীমণ্ডলের স্বেচ্ছাচার এবং অমিতব্যয়িতা সম্পর্কে খুব কয়েকটী কড়া কথা শুনাইয়া ইউরোপীয় দল প্রয়োজন হইলে বিলের বিরোধিতা করিবেন বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই বিল সমর্থন ব্যাপারে ইউরোপীয়দের সর্ত্ত ছিল যে ট্যাক্স ধার্য্য করার যথেষ্ট প্রয়োজন উপস্থিত করিতে হইবে, ষ্ট্যাণ্ডিং ফিনান্স কমিটী এবং আইন সভার অনুমতি ব্যতীত গবর্ণমেণ্ট এই অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন না, সরকারী পাট ক্রয়ের জন্য এই অর্থ বিনিয়োগ করা যাইবে না এবং আরও অত্যাবশ্যক জাতি গঠনমূলক কার্য্য ব্যতীত অন্য কোনরূপ ব্যয়ের জন্য এই ট্যাক্সের প্রস্তাব তাঁহারা সমর্থন করিবেন না। কিন্তু বিগত সপ্তাহে বিক্রয়কর বিলের আলোচনাকালে ইউরোপীয় দলের মুখপাত্র মিঃ ওয়াকার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া মন্ত্রীমণ্ডলের প্রস্তাব দ্বিধাহীনভাবে সমর্থন করিয়াছেন। ইউরোপীয় দলের এই ডিগবাজী অন্যবিধ কোন উদ্দেশ্য সাধনের মূল্য বলিয়া আমরা ধরিয়া নিতে পারি।

বাঙ্গলায় বেকার সমস্যা কেন?

জ্যোতিশ সেন

চারিদিকে রব উঠিয়াছে, বাঙ্গালী মরিতে বসিয়াছে—বাঙ্গালীর কোন ভবিষ্যৎ নাই—ঘরে ঘরে বেকারের দল। প্রত্যেকটী পরিবারে উপার্জ্জনকারী ও উপার্জ্জনের পরিমানের চাইতে পোষ্যের সংখ্যা বেশী। প্রতিদিন এই সমস্যা উৎকটভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, ইহার মীমাংসা কোথায়? যাহারা প্রাচুর্য্যের মধ্যে নিশ্চিন্তুতার আবরণে বসিয়া আছেন তাঁহাদের অনেকেই বিজ্ঞের ন্যায় মত প্রকাশ করিয়া থাকেন "বাঙ্গালীর মত আলসে জাত কি কিছু করিতে পারে? তাহারা জানে চাকুরী করিতে চাকুরীর সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ানটাই জীবন সংগ্রামের একমাত্র ধারা।" যারা একটু বেশী উৎসাহী তাহারা কিছু বেশী বলেন "পরিশ্রম কর মাথা খেলাও, একটা পথ হইবেই, ব্যবসা বাণিজ্য কর," কোন্ কোন্ জাত কেমন উন্নতি করিয়াছে তাহার একটা লম্বা ফিরিস্তি দিতেও উহারা ক্রটী করেন না।

কিন্তু সত্যিকার পথ ও মীমাংসা নির্দ্ধারণ করিয়া যদি কেহ ইহাদের নিকট উপস্থিত হয় "এই পন্থা কার্য্যকরী করে তুলিতে চাই," তাহা হইলে ইহারা নির্ব্বিকার ভাবে সোজা পথ এড়াইয়া ঐ এক মামুলী উত্তর দিয়াই কর্ত্তব্য সমাধান করেন। অথচ এ মীমাংসা সকলেই সহজভাবে প্রয়োজন মত উপলব্ধি করিতে সমর্থ।

বাঙ্গলা দেশের যুবকরা শ্রম বিমুখ—ইহা সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধেয় কথা। অবশ্য এ কথা স্বীকার করিতে বাধা নাই যে বাংলা দেশে সত্যই একটা যুগ গিয়াছে যখন বাঙ্গালী যুবকেরা কায়িক শ্রমকে অশ্রদ্ধা করিত। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালী যুবককে শ্রমের মর্য্যাদা সম্বন্ধে Sermon দিতে যাওয়া সম্পূর্ণ উপহাসের মত। বাঙ্গালী যুবকের সম্মুখে যে সমস্যা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে উহার মীমাংসায় কাহারও আন্তরিকতা থাকিলে তাহাকে দৃষ্টি ভঙ্গী বদলাইতে হইবে।

জাতির আর্থিক জীবনে যে কয়টা স্তর আছে উহার মধ্যে একমাত্র উচ্চশ্রেণী ব্যতীত মধ্য ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যেই বেকারের দল—ইহার বিশ্লেষণ অনাবশ্যক। সাধারণভাবে বর্ত্তমান সমাজের সংগঠন অনুযায়ী সকল দেশেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সকলেই চাকুরী এবং নিম্নশ্রেণীর সকলেই মজুরী করিবে, এবং ইহাই তাহাদের একমাত্র জীবিকা। তবে ২।৪ জন ব্যতিক্রম হিসাবে আর, এন মুখার্জ্জি হইতে পারেন, কিন্তু সকলে নয়। যদি সকলেই আকস্মিক ভাবে আর, এন, মুখার্জ্জির স্তরে পৌঁছাইয়া যায় তাহা হইলে উহাই সমাজের নিম্নতম স্তর হইবে। সুতরাং বর্ত্তমান সমাজের কাঠামোর মধ্যে বাস করিয়া চাকুরী খোঁজাটাই একটা মারাত্মক অপরাধ নয়। মোটের উপর এই পর্য্যন্ত বলা যায় যাহার হাতে উপযুক্ত মূলধন আছে তাহার পক্ষে চাকুরীর সন্ধান অযৌক্তিক। কিন্তু যাহাদের উপযুক্ত মূলধনের সংস্থান নাই তাহারা কি করিবে—ইহাই আসল প্রশ্ন, এবং সত্যিকারের বেকারের দল তাহারাই।

সাধারণতঃ পুঁজিবাদী দেশ সমূহে সামাজিক অবস্থা হেতু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় চাকুরী জীবী। মূলধনের অভাব বশতঃ ইহারা স্থিতি ও নিরাপত্তার জন্য রাষ্ট্রীয় কার্য্য ও উহার অভাবে শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের উপর সবচাইতে বেশী নির্ভর করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চাহিদা অনুযায়ী সকল দেশেই চাহিদা পূরণের নিমিত্ত বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী নব সৃষ্ঠ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিজেদের কায়িক শ্রমদ্বারা সমৃদ্ধ করিবার এবং জীবিকা নির্ব্বাহের ক্ষেত্ররূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। সুতরাং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বেকার সংখ্যা বৃদ্ধির মূল কারণ তাহাদের শ্রমবিমুখতা নয়, বরঞ্চ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার প্রতি মূলধনীগণের উপেক্ষা।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পটভূমি হইতে এই উপেক্ষার কারণ বিশ্লেষণ করিলে বৃটীশ সাম্রাজ্যের ঔপনিবেশিক নীতি ও সামন্ত-তান্ত্রিক অর্থনীতির প্রভাবকে সম্পূর্ণ দায়ী করা যাইতে পারে। এই প্রভাব বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে শিল্পের প্রসারে তারতম্য দেখা যায়। এই প্রদেশীয় অনেক বিশেষজ্ঞ এই তারতম্য যথাযথভাবে উপলব্ধি করেণ বটে—কিন্তু ইহার অন্তর্নিহিত কারণ অনুসন্ধান না করিয়াই আমাদের জাতীয় চরিত্রের উপর দোষারোপ করিয়া থাকেন। বাঙ্গলা, বিহারের মত বহু নিন্দিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অন্যান্য প্রদেশে থাকিলে এই তারতম্য প্রকাশের পথ রুদ্ধ হইয়া যাইত। এই প্রদেশের জমিদার ও মধ্যস্বত্বোপ-ভোগীগণ অনুকূল ভূমি ব্যবস্থাহেতু কৃষি সম্পদের অংশকে নিজেদের জীবিকার সর্ব্বোত্তম পন্থা সাব্যস্ত করিয়া যে বিপুল অর্থ নিজেদের অধিকার কায়েমী করিবার জন্য নিয়োগ করিয়াছেন, উহার কিঞ্চিৎ অংশও শিল্প ও ব্যবসায়ে নিয়োগ করিলে আমাদের আর্থিক আকৃতি কি হইতে পারিত, উপদেষ্টাগণ চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি?

পৃথিবীর সমস্ত বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্র রাষ্ট্রের মূলধনীগণের 'অপরের শ্রমজাত সম্পদ' (un-earned-income) ভোগ করিবার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে। কিন্তু তজ্জন্য তাহাদিগকে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার নিমিত্ত অন্ততঃ প্রথম অবস্থায় কিঞ্চিৎ পরিশ্রম করিতে হয়। কিন্তু এই প্রদেশের মূলধনীরা কল্পনার অতীত অনুকূল ভূমি ব্যবস্থায় 'অপরের শ্রমজাত সম্পদ' ভোগ করিবার জন্য ততটা পরিশ্রম করাও লোকসান বিবেচনা করেন। এই কারণেই বাণিজ্য ও বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মুনাফার হার অনেকগুন বেশী থাকা সত্ত্বেও এই প্রদেশের মূলধনীগণ ভূমিতে অর্থ বিনিয়োগ করাটাই নিরাপদ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লাভজনক পন্থা বিবেচনা করেন।

এই হেতু আমাদের জাতীয় জীবনে দুইটী অবস্থা প্রবলভাবে বিদ্যমান (১) একটী প্রত্যক্ষভাবে জাতীয় চরিত্রকে অপরটী (২) পরোক্ষভাবে আর্থিক জীবনকে প্রভাবিত করিতেছে। প্রথমতঃ বাংলার মূলধনীরা কৃষিজাত সম্পদের সাহায্য ব্যতিরেকে অন্য কোন পন্থা থাকিতে উহা ভুলিয়া গিয়া পরগাছা জাতীয় জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ অনেক সহজ বিবেচনা করেন। দ্বিতীয়তঃ জাতীয় মূলধন এত সঙ্কুচিত (Sly) হইয়া পড়িয়াছে যে সম্পদ সঞ্চিত (Hoard) করিয়া রাখিতে পারাটাই চরম সাফল্য মনে করেন। ইহাই বাঙ্গলাকে অন্য প্রদেশের তুলনায় শিল্পবিমুখ করিয়া তুলিয়াছে। বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে অনুকূল ভূমি ব্যবস্থার অভাবে মূলধনীরা মূলধন ভূমিতে নিয়োগে লাভজনক নয় দেখিয়া শিল্প প্রতিষ্ঠায় আগ্রহশীল। সেই জন্যই ঐসব প্রদেশে বাংলাদেশের মত মূলধনীর দুর্ভিক্ষ (scarcity) এত বেশী নয়।

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগেও সামান্য মূলধনের সাহায্যে ছোট খাট ব্যবসায় করিয়া অনেকেই জীবনে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। শুধু দোকান অথবা আড়ৎদারী জাতীয় ব্যবসায়ে দেশের অভ্যন্তর ভাগে ন্যস্ত সম্পদ হাত বদল হয় মাত্র। এই হাত বদলের সাহায্যেই ভিন্ন প্রদেশীয়গণ সম্পদশালী হইয়াছেন কিন্তু

সম্পদ সৃষ্টি করিয়া নয়। গত শতাব্দী ও বর্ত্তমান শতাব্দীর অনেকটা কাল পর্য্যন্ত যে সময় আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সস্তা ও অনায়াসলভ্য চাকুরীর উপর নির্ভর করিয়া ভবিষ্যৎ জীবন কাটাইয়া দিবার আশায় দিন গুনিতেছিলেন সেই অবকাশে অন্য প্রদেশীয়গণ বিনা প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের উৎপাদনকেন্দ্র এবং যাবতীয় চাহিদার উপর একচেটীয়া প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছে। গত যুগে এই জাতীয় ব্যবসায় সামান্য মাত্র মূলধনে আরম্ভ করার যে সুযোগ ছিল বর্ত্তমানে সেই সুযোগ নাই। আমাদের Sermon দাতারা একটু অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারিবেন অতীতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যেমন বিনা দ্বিধায় পথ হইতে সড়িয়া দাড়াইয়াছিলেন আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের সেইরূপ সাধু ইচ্ছা নাই। সুতরাং বর্ত্তমানে যখন বঙ্গ সন্তান অনুরূপ উপায় অবলম্বন করে তখনই তাহাদিগকে ভয়াবহ প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয়। ইহা ব্যতীত সমগ্র জাতি কৃষির প্রতি নির্ভরশীল হওয়াতে, কৃষি হইতে আহৃত সম্পদ অত্যন্ত নিম্ন হারে বণ্টিত হওয়ায় জাতির ক্রয়ক্ষমতাও কমিয়া গিয়াছে এবং যাইতেছে। কাজে কাজেই দোকানদারী ইত্যাদিতে গতযুগের লোভনীয় লাভের মাত্রা প্রতিযোগিতার ফলে শূন্যের কোঠায় পড়িতেছে। অন্য প্রদেশীয়গণ গতযুগের সঞ্চিত মূলধনের সাহায্যে বর্ত্তমান যুগের ব্যবসায়ে কার্য্যকরী মুলধনের যেরূপ দ্রুত চলাচল সম্ভব করেন আমাদের পক্ষে ঐরূপ দ্রুত চলাচল সম্ভব হইয়া উঠে না। এই কারণেই উহাদের যে পরিমাণ মুনাফা টেঁকে আমাদের সেই পরিমান মুনাফা টেঁকে না।

শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধেও একই অবস্থা। অতীত যুগে কি ভাবে আমাদের জাতীয় শিল্প নষ্ট হইয়াছে উহার বিশদ ব্যাখ্যা করিতে চাই না। সমাজের বর্ত্তমান কাঠামোর মধ্যে আমাদিগকে দৈনন্দিন-জীবন-সংগ্রামে যতদূর সম্ভব মেরুদণ্ড সোজা রাখিয়া চলিতে হইলে বহুল পরিমানে শিল্প প্রতিষ্ঠাই একমাত্র মুক্তিদূত। ইহাতে প্রথমতঃ দেশের যে পরিমাণ অর্থ বিদেশে যাইতেছে উহা প্রতিরুদ্ধ হইয়া দেশের আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধি পাইবে। দ্বিতীয়তঃ বেকার দলের কিছুটা অংশ হ্রাস পাইবে এবং দেশের বহুল পরিমানে বর্দ্ধিত ক্রয় ক্ষমতা জাতীয় শিল্পগুলিকে সঞ্জীবিত করিতে সমর্থ হইবে ইহা বলাই বাহুল্য।

বর্ত্তমান যুগে এই সব প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও বাঙ্গলা দেশে যে সব শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে উহার উদ্যোক্তারা সেই সব মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই লোক যাহারা ভবিষ্যৎ জীবনে উপযুক্ত চাকুরী অথবা যথেষ্ট পরিমাণে কৃষিজাত আয়ের সম্ভাবনা কম দেখিয়া জীবন সংগ্রামের ধারা ব্যবসায়ের খাতে প্রবাহিত করিতেছেন। ইহা শুধু ভাববিলাসীদের abstract sermon এর প্রভাব হইতে নয়, পরন্তু চাহিদার খাতিরে। অতীতকালে অর্থাৎ ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে (যতদিন Employment এর কোন সমস্যা ছিল না) বাঙ্গালী যুবক শিল্প ও ব্যবসায়ের দিকে উপেক্ষা করিলেও বর্ত্তমানে তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গীর বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের class origin মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হওয়ায় ইহারা মূলধন অভাবে পঙ্গু অথচ যাহারা মূলধনী তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গীর কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই। সেই জন্যই বাঙ্গালীর শিল্প ও বাণিজ্য গড়িয়া উঠে না এবং মধ্যবিত্ত বেকার সমস্যাও মিটে না।

বাঙ্গালী যুবকের ব্যবসায় ও শিল্পজগতে প্রবেশ করিবার পক্ষে সব চাইতে বড় বাধা মূলধন সমস্যা। যাহারা সত্যই বাঙ্গালী যুবকদের ভবিষ্যৎ লইয়া চিন্তা করেন, যদি তাহারা বাঙ্গালী যুবকদের শ্রমের মর্য্যাদা বুঝাইবার শ্রম পরিত্যাগ করিয়া আগ্রহশীল যুবকদের মূলধন সমস্যা মীমাংসায় সাহায্য করিতে সচেষ্ট হয়েন তাহা হইলে উহাই সত্যিকারের চিন্তাবীরের কার্য্য হইবে। সত্যকথা বলিতে গেলে জাতীয় শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের মূলধন জোগান দিতেছে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, অথচ তথাকথিত মূলধনীরাই উচ্চরবে বাঙ্গলার মঙ্গল কামনায় উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিবেন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে যাহারা এই সমস্যার নিরসন কল্পে বাস্তব উপায়ে চিন্তা করিতেছেন, তৎস্থলে সহযোগীতা করিতে পরাঙ্মুখ। উহাতে বাঙ্গলার বেকার সমস্যার মীমাংসা কিরূপে হইবে?

(বাঙ্গলা সরকারের আর্থিক অবস্থা)

পিছনে মন্ত্রীমণ্ডলীর প্রকৃত কর্ম্মবুদ্ধি বা সুবিবেচনার পরিচয় একেবারেই নাই। কোন বিষয়ে কোন সুসঙ্গত পরিকল্পনা বা স্কীম অনুসরণ না করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের খেয়ালমতই বে-হিসাবী খরচপত্র করিয়া চলিয়াছেন। আর যখনই প্রয়োজন হইতেছে দলগত প্রাধান্যের বলে ব্যবস্থা পরিষদ দ্বারা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ সমস্তই মঞ্জুর করিয়া লইতেছেন। নূতন প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর নানাদিক দিয়া বাঙ্গলা সরকারের আয় প্রায় তিন কোটি টাকার মত বাড়িয়াছে। কিন্তু ঐরূপ আয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও মন্ত্রীমণ্ডলী এ প্রদেশে জাতিগঠনমূলক কার্য্য বিষয়ে বিশেষ কোন উন্নতি দেখাইতে পারেন নাই। অথচ সমস্ত অতিরিক্ত আয় উবিয়া গিয়া সরকারী বাজেটে ইতিমধ্যেই বিপুল পরিমান ঘাটতি দেখা দিয়াছে। শাসনকার্য্য পরিচালনায় এরূপ নির্লজ্জ অক্ষমতার দৃষ্টান্ত বাস্তবিকই বিরল।

বাঙ্গলা সরকারের বাজেটে যে বিপুল ঘাটতি দেখা দিয়াছে তাহা পূরণ করিবার জন্য বাঙ্গলা সরকার কি পন্থা অবলম্বন করিবেন তাহা এখনও পরিস্কার করিয়া জানা যায় নাই। তবে অর্থসচিব মহোদয় ব্যবস্থা পরিষদে বিক্রয় কর বিল পেশ করিবার সময় যে ভণিতা করিয়া রাখিয়াছেন তাহাতে নূতন ট্যাক্স বৃদ্ধির দিকেই যে তাহার শ্যেন দৃষ্টি নিয়োজিত রহিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। কিন্তু ঐরূপ ট্যাক্স বৃদ্ধির পূর্ব্বে অর্থসচিব মহোদয় নানাদিক দিয়া সম্ভবপর ব্যয়সঙ্কোচের দিকে একবার মনোযোগ করিবেন ইহা আমরা আশা করিতে পারি না কি? মন্ত্রীবর্গ ও উচ্চ চাকুরীয়াদের অত্যধিক বেতন এবং ভাতা, পুলিশ বিভাগের নানারূপ অবান্তর ব্যয় বহর প্রভৃতি দিক দিয়া সরকারী খরচপত্র হ্রাস করিবার যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে। কাজেই ব্যয়বৃদ্ধি জনিত অতিরিক্ত ঘাটতি পূরণের নিমিত্ত দরিদ্র দেশবাসীর স্কন্ধে নূতন ট্যাক্স বসাইবার পূর্ব্বে মন্ত্রীমণ্ডলীর পক্ষে একবার ব্যয় সঙ্কোচের কথাটাও ভাল করিয়া বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু দেশবাসীর ন্যায্য দাবী উপেক্ষা করিয়া যাঁহারা সর্ব্বদা স্বেচ্ছাচারীভাবে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন তাঁহাদের নিকট সেরূপ সুবিবেচনা আশা করা যায় কি?

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

ইংলণ্ডের বৈদেশিক বাণিজ্য

গত ১৯৪০ সালে ইংলণ্ডের আমদানী বাণিজ্যের পরিমাণ মোট ১০৯ কোটী ৯৮ লক্ষ ৬৮ হাজার ৮৭৭ পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছে। বিগত দশ বৎসরাধিক কালের মধ্যে ইংলণ্ডের আমদানী বাণিজ্যের পরিমাণ এত অধিক হয় নাই। এই সময়ের মধ্যে গত ১৯৩৭ সালে আমদানী বাণিজ্যের পরিমাণ সর্ব্বাধিক বলিয়া ধরিলে আলোচ্য বৎসরে উহার পরিমাণ তদপেক্ষা ৭০ কোটী পাউণ্ড অধিক দাঁড়াইয়াছিল। গত ডিসেম্বর মাসে আমদানী বাণিজ্যের পরিমাণ ৭ কোটী ৩৪ লক্ষ ৭৪ হাজার ৯৮৫ পাউণ্ড দাঁড়ায়। গত নবেম্বর মাসে উহার পরিমাণ ৭ কোটী ২৯ লক্ষ ৩০ হাজার ৪৩৬ পাউণ্ড এবং গত ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে উহার পরিমাণ ৮ কোটী ৬৫ লক্ষ ৮৪ হাজার ৮৫৯ পাউণ্ড ছিল। গত ডিসেম্বর মাসে ইংলণ্ডের রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ ২ কোটী ৪৩ লক্ষ ৯৭ হাজার ৫৮ পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছে। গত নবেম্বর মাসে উহার পরিমাণ ২ কোটী ১৬ লক্ষ ৬৬ হাজার ১৮১ পাউণ্ড এবং ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে উহার পরিমাণ ৪ কোটী ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৬২৮ পাউণ্ড ছিল। পুনঃ রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ গত নবেম্বর মাসের ৭ লক্ষ ২৩ হাজার ২৪১ পাউণ্ড এবং গত ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসের ২৫ লক্ষ ১ হাজার ৫৭৭ পাউণ্ডের তুলনায় আলোচ্য মাসে উহা ৬ লক্ষ ৫৩ হাজার ১৬৮ পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছে।

গমের পূর্ব্বাভাস

১৯৪০-৪১ সালের গম চাষ সম্পর্কে সম্প্রতি যে সর্ব্ব-ভারতীয় প্রথম পূর্ব্বাভাস প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় আলোচ্য বৎসরে মোট ৩ কোটী ২৮ লক্ষ ৯ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালে ৩ কোটী ২৫ লক্ষ ২৬ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছিল। এবৎসর গমের জমির পরিমাণ শতকরা এক ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কৃত্রিম রেশমের ব্যবহার

বোম্বাইয়ের আর্ট সিল্ক মিল্স্ এসোসিয়েসনের মতে ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে ১০৫টী কাপড়ের কলে প্রধানতঃ কৃত্রিম রেশম কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাপড়ের কল ব্যতীত বহুসংখ্যক তাঁতশিল্প প্রতিষ্ঠানেও বিভিন্ন শ্রেণীর বস্ত্র উৎপাদনের জন্য কৃত্রিম রেশমের সূতা ব্যবহার করা হয়। বর্ত্তমানে ৬ হাজার হইতে ৭ হাজার তাঁতে কৃত্রিম রেশমের সূতা হইতে বস্ত্র উৎপন্ন হয় এবং কৃত্রিম রেশমের বস্ত্র উৎপাদনে সমগ্র ভারতবর্ষে মূলধন হিসাবে এক হইতে দেড় কোটী টাকা নিয়োজিত আছে।

দোকান কর্ম্মচারী আইন

কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গীয় দোকান কর্ম্মচারী আইনের বিধানসমূহের খসড়া জনমত সংগ্রহের জন্য প্রচারিত হয়। তৎসম্পর্কে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে ১০ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে বাঙ্গলা সরকারের শ্রম ও বাণিজ্য বিভাগের জয়েণ্ট সেক্রেটারীর নিকট উহা জানাইবার জন্য বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট এই আইনের কার্য্য পরিচালনার জন্য লোক নিয়োগ সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন। আগামী মার্চ্চ মাসের পূর্ব্বে এই আইন প্রবর্ত্তন করা সম্ভব হইবে না বলিয়া বিশ্বাস।

ভারতে মোটর গাড়ীর ব্যবসায়

১৯৪০ সালে ভারতে মোটর গাড়ী বিক্রেতাদের ব্যবসায় বিশেষ সন্তোষ-জনক হয় নাই। ১৯৩৮ এবং ১৯৩৯ সালের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে দেশের অভ্যন্তরে মোটর গাড়ী বিক্রয়ের পরিমাণ যথাক্রমে শত করা ২০ ভাগ এবং ৪০ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। যুদ্ধের ফলে জার্ম্মাণী এবং ইতালী হইতে মোটর গাড়ীর আমদানী বন্ধ হইয়াছে এবং ইহাতে ইংলণ্ড, আমেরিকা এবং কানাডা ভারতে মোট রপ্তানীর ব্যবসায় ভাগাভাগি করিয়া নিয়াছে। এই তিন দেশের মধ্যে ইংলণ্ড হইতেই অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক মোটর গাড়ী আমদানী করা হইতেছে।

মাদ্রাজে বীমা কোম্পানীর উপর ট্যাক্স

মাদ্রাজ সহরে বীমার কাজ করিয়া থাকে অথচ হেড্ অফিস মাদ্রাজ সহরের বাহিরে এরূপ বীমা কোম্পানীসমূহের উপর মাদ্রাজ কর্পোরেশন একটী ট্যাক্স ধার্য্য করার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। মাদ্রাজ সহরে কোম্পানীর যে মোট আয় (Gross income) হয় তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই উক্ত কর ধার্য্য হইবে। মোট আয় ৫ হাজার টাকার অনধিক হইলে ট্যাক্সের পরিমাণ ষান্মাসিক ২৫৲ টাকা, আয় ৫ হাজার টাকার উপর অথচ ১০ হাজার টাকার কম হইলে ষান্মাসিক ট্যাক্স ৫০৲ টাকা, ১০ হাজার টাকার বেশী অথচ ২০ হাজার টাকার অনধিক আয় হইলে ষান্মাসিক ট্যাক্স ১০০৲ টাকা, ২০ হাজার টাকার বেশী কোন কোম্পানীর আয় হইলে পূর্ব্বোক্ত ১০০৲ টাকা ষান্মাসিক ট্যাক্স ব্যতীত উক্ত কোম্পানীকে প্রতি ছয় মাস অন্তর ২০ হাজার টাকার উপর প্রতি ৫ হাজার টাকায় আরও ২৫৲ হিসাবে অতিরিক্ত ট্যাক্স দিতে হইবে। ষান্মাসিক ট্যাক্সের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ ১০০০৲ টাকা।

সরকারী গুদাম প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা

মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট গুদাম স্থাপনের যে কর্ম্মপদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা সরকারের বোর্ড অব্ ইকনমিক ইন্কোয়ারী সম্প্রতি একটী কমিটী নিয়োগ করিয়াছেন। বোর্ডের সেক্রেটারী মিঃ নিহারচন্দ্র চক্রবর্ত্তি, বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার মিঃ এ, আর মল্লিক এবং মিঃ আব্দুল করিম এম, এল, এ, কে লইয়া এই কমিটী গঠিত হইয়াছে।

ইংলণ্ডে বিক্রয়যোগ্য মোটর গাড়ীর সংখ্যাল্পতা

এরূপ প্রকাশ যে বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে বেসরকারী ক্রেতাগণের নিকট বিক্রয় যোগ্য নূতন মোটর গাড়ীর সংখ্যা মাত্র ৪ শত দাঁড়াইয়াছে। উহার অর্দ্ধেক সংখ্যক বিদেশে নির্ম্মিত। যান বাহন বিভাগের মন্ত্রী এরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে গুরুত্বপূর্ণ দেশহিতকর কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিরাই একটী করিয়া মোটর ক্রয়ের লাইসেন্স পাইবেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে ইংলণ্ডে প্রতিবৎসর ২ লক্ষ ৭৫ হাজারটী গাড়ী নূতন রেজেষ্ট্রী হইত। সুতরাং তখনকার প্রতি ৬৮৮টীর অনুপাতে বর্ত্তমানে মাত্র ১টী গাড়ী রেজেষ্ট্রী হইতে পারে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গত ১৯৪০ সালের ১লা মার্চ্চ পর্য্যন্ত একমাত্র বৃটীশ ভারতেই ৮৯ হাজার ৮৭২টী মোটর গাড়ী রেজেষ্ট্রী হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত রেজেষ্ট্রীকৃত ট্যাক্সির সংখ্যা ছিল ৫ হাজার ৫১২টী। মোটর লরী, মোটর সাইকেল ইত্যাদি সহ মোট রেজেষ্ট্রীকৃত মোটর যানের সংখ্যা ১ লক্ষ ৪২ হাজার ৪১২টী ছিল। দেশীয় রাজ্যসমূহে মোট ১ লক্ষ ৭৪ হাজার ৭০১টী বিভিন্ন প্রকার মোটর যান রেজিষ্ট্রীকৃত হয়। তন্মধ্যে ১ হাজার ১৩০টী প্রাইভেট কার। ব্রহ্মদেশে ১১ হাজার ৮৫টী প্রাইভেট কার লইয়া মোট ১৮ হাজার ৮০৬ খানি মোটর যান রেজেষ্ট্রী হয়। ইহা ছাড়া একমাত্র ব্রহ্মদেশেই রেজেষ্ট্রী হয় নাই এরূপ দুই সহস্রাধিক মোটর গাড়ী মজুদ আছে বলিয়া অনুমিত হয়।

ফেডারেশন অব্ ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স

আগামী ৩রা মার্চ্চ নয়াদিল্লীতে ফেডারেশন অব্ ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স এণ্ড কমার্স এর কার্য্যকরী সমিতির এক অধিবেশন হইবে। এই অধিবেশনে ভারত সরকারের বাজেট সম্পর্কে এবং ফেডারেশনের আগামী চতুর্দ্দশ অধিবেশনের কতিপয় জরুরী বিষয়ের আলোচনা হইবে।

পাঞ্জাবে শিল্পোন্নতি

গত ১৯৪০ সালের মার্চ্চ মাসে যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে পাঞ্জাবে ৯১৭টী কারখানা রেজেষ্ট্রী হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে উহার সংখ্যা ৮৮৭ ছিল। এই সকল কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যা পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ৭২ হাজার ২৬৮ স্থানে আলোচ্য বৎসর ৭৮ হাজার ৩০২ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। একমাত্র অমৃতসরে ২৬টী নূতন কারখানা স্থাপিত হইয়াছে; তন্মধ্যে ৭টী কাপড়ের কল। লাহোরে একটী দিয়াশলাইএর কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং ঝেলাম জিলার অন্তর্গত ডাণ্ডটেতে একটী সিমেণ্টের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্দ

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার কার্য্য পরিচালনার জন্য আগামী ১৯৪১-৪২ সালের বাজেটে ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ, প্রয়োজন সাপেক্ষে পাটক্রয় এবং উহার বিক্রয় ব্যবস্থার জন্য একটা মোটা অঙ্ক ধরা হইয়াছে।

জাপানে বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ

বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় জাপানের বৈদেশিক বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ নীতির পুনর্গঠন সম্পর্কে জাপ-পার্লামেণ্টে শীঘ্রই একটি বিল উত্থাপনের সম্ভাবনা আছে। প্রকাশ, বর্ত্তমানে মন্ত্রীমণ্ডলী এতদ্বিষয়ে বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। ইউরোপে যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে যে সকল দ্রুত পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে তাহাতে এবং বিশেষভাবে ত্রিশক্তি চুক্তির পর যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে জাপানের বর্ত্তমান বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ নীতি সম্পূর্ণ সময়োপযোগী নহে বলিয়া গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাস।

ভারতে অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মানের কারখানা

ভারত গবর্ণমেণ্ট ৭ কোটী টাকা ব্যয়ে অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণের কারখানাসমূহের প্রসার সাধনের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন বর্ত্তমানে তদনুসারে কাজ আরম্ভ হইয়াছে। এই প্রসারকার্য্য সমাপ্ত হইলে ভারতবর্ষে আধুনিক ধরণের বন্দুক, বিমান ধ্বংসী কামান এবং উহার গুলী বারুদও নির্ম্মিত হইবে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতের অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণের বিভিন্ন কারখানায় ১৬ হাজার ৫ শত লোক নিযুক্ত ছিল। বর্ত্তমানে উহার সংখ্যা ৩৬ হাজারের অধিক দাঁড়াইয়াছে। সম্প্রসারিত কারখানাসমূহে নিয়োগের জন্য বর্ত্তমানে বহু লোককে কারিগরী শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

যুদ্ধ ও শিল্পোন্নতি

যুদ্ধের জন্য ভারতবর্ষের পুরাতন শিল্প কারখানাগুলির অধিকাংশতেই বেশী মাত্রায় কাজ চলিতেছে। অধিকন্তু বিভিন্ন জিনিষের অত্যধিক চাহিদা মিটাইবার জন্য দেশে নূতন শিল্প কারখানাও অনেক গড়িয়া উঠিতেছে। সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ গত ১৯৩৯ সালে এদেশে বড় বড় শিল্প কারখানার সংখ্যা ছিল যে স্থলে ৬২০টী, ১৯৪০ সালে ঐরূপ কারখানার সংখ্যা সেস্থলে ৬২৯টী পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। বড় বড় শিল্প কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদের প্রতিদিনের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার। বড় শিল্প কারখানার সঙ্গে দেশে ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুবই উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়িয়া চলিয়াছে। নূতন দরজীর কারখানা, ছুতারের কারখানা চামড়ার জিনিষ নির্ম্মাণের কারখানা প্রভৃতি প্রায়শঃ স্থাপিত হইতেছে। দেশের বিভিন্ন কুটীর শিল্প বিশেষ করিয়া তাঁতশিল্প যুদ্ধকালীন অবস্থায় নানাভাবে উৎসাহিত হইয়াছে।

ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট

ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশসমূহ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য একজন স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত করা হইয়াছিল। আগামী ৩রা, ৪ঠা, ৫ই এবং ৬ই মার্চ্চ বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে উক্ত স্পেশাল অফিসারের রিপোর্টের আলোচনা হইবে।

ইংলণ্ডে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির লাভ

গত ১৯৩৯ সালের তুলনায় গত ১৯৪০ সালে ইংলণ্ডের শিল্প কোম্পানীগুলি অধিক লাভ দেখাইতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের জন্য শিল্প কোম্পানীগুলির উপর অত্যধিক হারে ট্যাক্স নির্দ্ধারিত হওয়ায় উহাদের লাভের অর্দ্ধেক পরিমাণ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টই গ্রহণ করিয়াছেন। শিল্প কোম্পানীগুলির অত্যধিক লাভ দ্বারা উহাদের অংশিদারগণ তত উপকৃত হন নাই। লণ্ডনের সুবিখ্যাত 'ইকনমিষ্ট' পত্রের বরাদ্দ দৃষ্টে জানা যায় গত ১৯৩৯ সালে যে স্থলে ইংলণ্ডের শিল্প কোম্পানীসমূহের মোট লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৩৭ কোটি ৬১ লক্ষ ৪৭ হাজার পাউণ্ড, সে স্থলে গত ১৯৪০ সালে উহাদের মোট লাভের পরিমাণ ৪১ কোটি ৪ লক্ষ ১০ হাজার পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছে। ১৯৩৯ সালে শিল্প কোম্পানীর অংশিদারগণ লভ্যাংশ বাবদ ২১ কোটি ৬৭ লক্ষ ১৭ হাজার পাউণ্ড পাইয়াছিল। কিন্তু আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীসমূহের মোট লাভ হইতে ২০ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড ট্যাক্স বাবদ গবর্ণমেণ্টকে দিতে হইয়াছে। এইরূপ অত্যধিক ট্যাক্সভারের জন্য কোম্পানীগুলি এবার বেশী লাভ করা সত্ত্বেও অংশিদারদিগকে ২০ কোটি ৮২ লক্ষ পাউণ্ডের বেশী লভ্যাংশ দিতে পারে নাই।

বোম্বাইয়ে নূতন ট্যাক্সের পরিকল্পনা

বোম্বাই কর্পোরেশনের বিবেচনার জন্য বর্ত্তমানে নূতন ট্যাক্সের একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছে। এই প্রস্তাবে বোম্বাই সহরের বিভিন্ন কোম্পানীর উপর ও উকীল, ডাক্তার, নার্স ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর অর্থ উপার্জ্জনকারী ব্যক্তিদের উপর ট্যাক্স বসাইবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কোম্পানীগুলি যে বাড়ী ভাড়া দেয় তাহার উপর ভিত্তি করিয়া এবং উকীল, ডাক্তার, নার্স ও ব্যবসায়ীদের আয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ১০ টাকা হইতে ৫০ টাকা হারে ট্যাক্স বসাইতে বলা হইয়াছে।

ভারতীয় চায়ের প্রচার কার্য্য

ভারতীয় চায়ের কাটতি বাড়াইবার জন্য ইণ্ডিয়ান টি মার্কেট এক্সপানসন্ বোর্ড স্থানে স্থানে চায়ের ষ্টল ও বিপনি স্থাপন করিয়া প্রচারকার্য্য চালাইতেছেন। বোম্বাই, কলিকাতা ও কোয়েম্বাটুরের মিল অঞ্চলে ঐরূপ ষ্টল ও বিপনি স্থাপন করিয়া মিলের শ্রমিকদের ভিতর চায়ের কাটতি বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হইয়াছে। কলিকাতা, বোম্বাই ও কোয়েম্বাটুরের মিল অঞ্চলে মোট ৩৫ টি চায়ের ষ্টল স্থাপন করা হইয়াছিল। চলতি কারবার হিসাবে এসমস্তই বর্ত্তমানে মিল কর্ত্তৃপক্ষদের নিকট হস্তান্তরিত করা হইয়াছে। আরও ২৬ টি মিলের শ্রমিকদের ভিতর চায়ের কাটতি বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে ষ্টল স্থাপন ও পরিচালনার জন্য উপযুক্ত কর্ম্মীদল নিয়োগ করা হইয়াছে।

স্যার প্রফুল্লচন্দ্রের জন্মবার্ষিকী তহবিল

আগামী ৭ই আগষ্ট আচার্য্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্রের অশীতিতম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইবে। এই সময়ে দেশবাসীর পক্ষ হইতে আচার্য্যদেবকে একটি টাকার তোড়া উপহার দেওয়া স্থির হইয়াছে। বিজ্ঞান ও শিল্পোন্নতি বিষয়ক গবেষণায় ঐ টাকা নিয়োগ করা হইবে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ স্যার প্রফুল্লচন্দ্রের জন্মবার্ষিকী তহবিলে চাঁদা প্রদানের জন্য দেশবাসীর নিকট আবেদন উপস্থিত করিয়াছেন :—

মিঃ জি ডি বিড়লা, স্যার এস এস ভাটনগর, মিঃ জে কে বিড়লা, মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু, মিঃ প্রমথনাথ ব্যানার্জ্জি, মিঃ এস এন ব্যানার্জ্জি, মিঃ জে এন বসু, মিঃ পি সি বসু, মিঃ চারুচন্দ্র বিশ্বাস, মিঃ শরৎচন্দ্র বসু, স্যার ইউ এন ব্রহ্মচারী, মিঃ সি ভি চন্দ্রশেখরম, মিঃ রামানন্দ চ্যাটার্জ্জি, স্যার সমুখম চেট্টি, স্যার আর এন চোপরা, স্যার এ আর দালাল, ডাঃ জি ভি দেশমুখ, মিঃ এন আর ধর, মিঃ জে এম দত্ত, মিঃ আশুতোষ গাঙ্গুলী, মিঃ জে জে ঘাণ্ডী, মিঃ জে সি ঘোষ, স্যার বদ্রিদাস গোয়েঙ্কা, স্যার মরিস গয়ার, স্যার আজিজুল হক, মিঃ আফজাল হুসেন, মিঃ এ কে ফজলুল হক, স্যার আকবর হায়দারী, স্যার মীর্জ্জা ইসমাইল, পণ্ডিত অমরনাথ ঝা, মিঃ ডি পি খৈতান, মিঃ কস্তুরীভাই লালাভাই, ডাঃ এস সি লাহা, বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ, মিঃ সুরেশচন্দ্র মজুমদার, মিঃ আর সি মজুমদার, মিঃ আর পি মাসানি, মিঃ জীবরাজ এন মেটা, মিঃ গগন বিহারীলাল মেটা, মিঃ বীরেন মুখার্জ্জি, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি, স্যার মন্মথনাথ মুখার্জ্জি, মিঃ পি এন মল্লিক, মিঃ জে এ নাটসন, মিঃ জে পি, নিয়োগী, ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, স্যার এস রাধাকিষণ, লালা স্যার শ্রীরাম, স্যার সি পি রামস্বামী আয়ার, মিঃ এন এস সুব্বা রাও, মিঃ সি আর রেড্ডি, স্যার অশোক কুমার রায়, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, মিঃ যদুনাথ রায়, মিঃ বিড়বল সাহনী, মিঃ কচিরাম, স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু, মিঃ আম্বালাল সরাভাই, মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার, মিঃ শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, মিঃ আবদুর রহমান সিদ্দিকী, ডাঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ, স্যার নীলরতন সরকার, মিঃ এইচ এস সুরাবর্দ্দী, স্যার এন এম সুলেমান, ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্যার এন এন সরকার (প্রেসিডেণ্ট) ডাঃ এম এন সাহা, মিঃ বি সি গুহ (সেক্রেটারী), ডাঃ এন এন লাহা (কোষাধ্যক্ষ), মিঃ পি কে বসু, মিঃ পি সি মিত্র ও মিঃ জে এন মুখার্জ্জি।

মহীশূরে স্বর্ণের উৎপাদন

স্বর্ণ উত্তোলন ব্যাপারে মহীশূর রাজ্যে ১৯৩৯ সালে মোট ২৬ হাজার ৪ শত ৪৯ জন লোক নিযুক্ত ছিল। এই বৎসর মহীশূর রাজ্যে মোট ২৪ লক্ষ ৩৭ হাজার ৩৯৫ পাউণ্ড মূল্যের ৩১ কোটী ৪৫ লক্ষ ১ হাজার ৩১৩ আউন্স স্বর্ণ উত্তোলিত হইয়াছিল।

ডিসেম্বর মাসে কয়লার উৎপাদন

১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কি পরিমাণ কয়লা উৎপন্ন হইয়াছে এবং উৎপাদন কেন্দ্রসমূহ হইতে কি পরিমাণ রপ্তানী হইয়াছে তাহার প্রাথমিক তথ্য এবং ঐ দুই বিষয়ে নবেম্বর মাস সম্পর্কীয় চূড়ান্ত তথ্যের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

ডিসেম্বর, ১৯৪০

	উৎপাদনের পরিমাণ (টন)	রপ্তানীর পরিমাণ (টন)
আসাম	১৮,৮১১	১৮,৪৫২
বেলুচিস্থান	১,০১১	৯৬৮
বাঙ্গলা	৭৪৪,০৭৪	৫৭১,৪৯৪
বিহার	১,৩৪৪,৪৬৩	১,০৭২,৫৩৫
উড়িষ্যা	৬,৭২৩	৪,৭৬৬
মধ্যপ্রদেশ	১৫৪,৬৯২	১৪৩,০২৩
পাঞ্জাব	২৩,৫০১	১৯,২৩২
সিন্ধু	১১	—
মোট	২,২৯৩,২৮৬ টন	১,৮৩০,৭৭০ টন

নবেম্বর, ১৯৪০

	উৎপাদনের পরিমাণ (টন)	রপ্তানীর পরিমাণ (টন)
আসাম	১৬,২৯৪	১৫,২৪৭
বেলুচিস্থান	৪১৬	৩৮৭
বাঙ্গলা	৭০৭,২৯৮	৬০৯,১৪৫
বিহার	১,২৫৯,৮০৩	১,০৩৯,৯১৩
উড়িষ্যা	৫,৫৩৯	৫,৫৮৫
মধ্যপ্রদেশ	১৩৪,৫১২	১১৮,৮৯৯
পাঞ্জাব	১৬,৮০৯	১৬,৯৫০
সিন্ধু	৩	
	২,১৪০,৬৭৪	১,৮০৬,১২৬

১৯৪০ সালে আমেরিকায় চটের ব্যবহার

১৯৪০ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মোট ৬৫ কোটী ৩০ লক্ষ গজ চট ব্যবহৃত হইয়াছে। ১৯৩৯ সালে ইহার পরিমাণ ছিল ৭১ কোটী ২০ লক্ষ গজ। ১৯৩৯ সালের মে, জুন, জুলাই এবং আগষ্ট মাসের তুলনায় ১৯৪০ সালের ঐ সমস্ত মাসে অধিক পরিমাণ চট ব্যবহৃত হইয়াছে। উভয় বৎসরেরই ডিসেম্বর মাসে সমপরিমাণ চটের কাটতি হইয়াছে। প্রতি মাসে ব্যবহৃত চটের পরিমাণ সম্পর্কে নিম্নে একটী তুলনামূলক তালিকা দেওয়া হইল :—

(গজ হিসাবে)

	১৯৪০	১৯৩৯
জানুয়ারী	৫ কোটী	৬ কোটী ১০ লক্ষ
ফেব্রুয়ারী	৫ কোটী ২০ লক্ষ	৫ কোটী ৩০ লক্ষ
মার্চ্চ	৫ কোটী	৬ কোটী ৬০ লক্ষ
এপ্রিল	৪ কোটী ৪০ লক্ষ	৫ কোটী ৪০ লক্ষ
মে	৫ কোটী ৩০ লক্ষ	৫ কোটী
জুন	৪ কোটী ৯০ লক্ষ	৪ কোটী ৭০ লক্ষ
জুলাই	৫ কোটী ৪০ লক্ষ	৪ কোটী ৮০ লক্ষ
আগষ্ট	৫½ কোটী	৫ কোটী ৪০ লক্ষ
সেপ্টেম্বর	৬ কোটী	৯ কোটী ১০ লক্ষ
অক্টোবর	৭ কোটী ১০ লক্ষ	৭ কোটী ৩০ লক্ষ
নবেম্বর	৫ কোটী ৭০ লক্ষ	৬ কোটী ৩০ লক্ষ
ডিসেম্বর	৫ কোটী ৩০ লক্ষ	৫ কোটী ৩০ লক্ষ

গৃহপালিত পশু প্রদর্শনী

আগামী ১৭ই ফেব্রুয়ারী হইতে ২২শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত দিল্লীতে নিখিল ভারত গৃহপালিত পশু প্রদর্শনী হইবে। এবারকার প্রদর্শনীর বিশেষত্ব এবার বিভিন্ন শ্রেণীর গবাদি পশুর সঙ্গে হাঁস মুরগী প্রভৃতিরও প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত হইয়াছে।

কৃত্রিম রেশমের কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা

"কমার্স" পত্রে প্রকাশ কৃত্রিম রেশমের সূতা প্রস্তুতের উপযোগী একটী কারখানা স্থাপনের জন্য বোম্বাইয়ের কতিপয় ব্যবসায়ী উদ্যোগী হইয়াছেন। উক্ত পরিকল্পনার এখনও প্রাথমিক অবস্থা উত্তীর্ণ হয় নাই। কারখানার স্থান নির্ব্বাচন সম্পর্কে মহীশূরের নাম উল্লিখিত হইতেছে।

বোম্বাইয়ে সমর-সরঞ্জামের অর্ডার

বোম্বাইয়ের কণ্ট্রোলার অব্ সাপ্লাইজ মিঃ জি, ই, বেনেট সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন যে ১৯৪০ সালের নবেম্বর মাসে যুদ্ধ-সরঞ্জামের জন্য বোম্বাইয়ের কারখানাসমূহে দেড় কোটি টাকা মূল্যের অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল। ভবিষ্যতে মাসিক অর্ডার এই পরিমাণ না হইলেও মূল্যের দিক দিয়া গড়ে এক কোটী টাকার উপর থাকিবে এরূপ আশা করা যায়।

ভারতে প্রভিডেণ্ট বীমা কোম্পানীর সংখ্যা

১৯৩৮ সালের নূতন বীমা আইন বলবৎ হওয়ার সময় ভারতে প্রভিডেণ্ট বীমা কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ৫০৫ টি (১৯১২ সালের প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স সোসাইটিস এ্যাক্ট অনুযায়ী রেজিষ্ট্রীকৃত)। ৫০৫ টি প্রভিডেণ্ট বীমা কোম্পানীর মধ্যে (হেড আফিসের অবস্থান অনুসারে) ২৯৫টি বাঙ্গলায়, ৩৪ টি বোম্বাই প্রদেশে, ৫৭ টি মাদ্রাজ প্রদেশে, ৪৭ টি পাঞ্জাবে, ৬৭ টি সিন্ধু প্রদেশে এবং বাকী কোম্পানীগুলি অন্যান্য প্রদেশে অবস্থিত ছিল।

সরকারী রেলওয়েসমূহের আয়

গত ১৯৪০ সালের ১লা এপ্রিল হইতে গত ২০শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত সরকারী রেলওয়েসমূহের অনুমানিক আয় মোট ৮৬ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের এই সময়ের প্রকৃত আয়ের তুলনায় উহা ৯ কোটী ২৮ লক্ষ টাকা অধিক। গত ১লা জানুয়ারী হইতে ২০শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত মোট ৩ কোটী ২৭ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। উহা গত বৎসরের এই সময়ের প্রকৃত আয়ের তুলনায় ৪৮ লক্ষ টাকা ১৯৩৯-৪০ সালের আয়ের তুলনায় ৪৬ লক্ষ টাকা এবং ১৯৩৮-৩৯ সালের এই সময়ের আয়ের তুলনায় ৫৫ লক্ষ টাকা অধিক।

ডাক ও তার বিভাগের কার্য্য-বিবরণী

ভারত গভর্ণমেণ্টের ডাক ও তার বিভাগের গত ১৯৩৯-৪০ সালের কার্য্য-বিবরণীতে প্রকাশ, আলোচ্য বৎসরে বিভিন্ন প্রকারের যানবাহনে ভারতবর্ষে মোট ১ লক্ষ ৫৮ হাজার মাইলব্যাপী ডাক চলাচল হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে উহার পরিমাণ ১ লক্ষ ৫৭ হাজার মাইল ছিল। বিমান ডাক চলাচল উহার মধ্যে ধরা হয় নাই। আলোচ্য বৎসর মোট ৭ কোটি ২২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা মূল্যের পোষ্টেজ ষ্ট্যাম্প বিক্রয় হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় উহা ৩২ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা অধিক। সার্ভিস ষ্ট্যাম্প বিক্রয়ের পরিমাণ পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর অপেক্ষা ৮ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা বৃদ্ধি পাইয়া আলোচ্য বৎসরে উহা ১ কোটি ১৩ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। গত ১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত সহর ও পল্লী অঞ্চলে মোট ২৪ হাজার ৭৪১টী পোষ্ট আফিস ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ঐ সময়ে উহার সংখ্যা ছিল ২৪ হাজার ৩০৫টী। সহর ও পল্লী অঞ্চলে চিঠির বাক্সের সংখ্যা ৫৪ হাজার ৫৭৫টী ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে উহার সংখ্যা ছিল ৫২ হাজার ৮৫১।

গত ১৯৩৯ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ১১১৬টী পোষ্টাফিস পরিক্ষামূলক ভাবে পরিচালিত হইতেছিল। ১৯৩৯ সালে আরও ৪১৯টী নূতন পোষ্টাফিস খোলা হয়। এই ১৫৩৫টি নূতন পোষ্টাফিসের মধ্যে সহর অঞ্চলে ২০টি এবং পল্লী অঞ্চলে ৪৭২টি স্থায়ী পোষ্টাফিস বলিয়া গণ্য হয়। ৭৯টি অফিস বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং ৯৬৪টি পরীক্ষামূলকভাবেই বজায় রাখা হয়।

আলোচ্য বৎসরে ৬০ লক্ষ ১৪ হাজার চিঠিপত্রাদি ডেড্ লেটার অফিসে প্রেরিত হয়। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে উহার সংখ্যা ৫৭ লক্ষ ৩৩ হাজার ছিল।

গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পাট ক্রয়ের পরিমাণ

সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে প্রশ্নোত্তরের সময়ে অর্থসচিব মিঃ সুরাবর্দ্দী বলেন যে কয়েক মাস পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট ২৮ লক্ষ ৯৬ হাজার ৮৭২ টাকা মূল্যে ৫০ হাজার গাইট পাট ক্রয় করিয়াছেন। বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্টের এই পাট বিক্রয় করিবার অভিপ্রায় নাই। অপর একটি প্রশ্নের উত্তরে অর্থসচিব মিঃ সুরাবর্দ্দী বলেন যে পাট চাস নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা সম্পর্কে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট পাট ক্রয়ের নিমিত্ত ১৫ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন।

বীমা এজেণ্টদের উপর ট্যাক্স

কলিকাতা কর্পোরেশনের এলাকায় যে সকল বীমার এজেণ্ট বীমার কাজ করেন তাঁহাদিগকে বীমা আইন অনুসারে লাইসেন্স ফি ব্যতীত প্রতি বৎসরে ২৫ টাকা করিয়া মিউনিসিপাল ট্যাক্স দিতে হইবে। কলিকাতা মিউনিসিপাল আইনের ক্ষমতানুসারে চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার এক মাসের মধ্যে বর্ত্তমান বৎসরের লাইসেন্স ফি প্রদানের জন্য বিভিন্ন বীমা কোম্পানীর এজেণ্টগণকে নোটিশ দিয়াছেন। উক্ত সময়ের মধ্যে ফি অনাদায়ে কর্পোরেশন উহা আদায়ের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। প্রকাশ, উপযুক্ত ক্ষেত্রে কর্পোরেশন এই ট্যাক্সের পরিমাণ সর্ব্বনিম্নে ৪৲ টাকা পর্য্যন্ত হ্রাস করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

বাঙ্গলায় আদমসুমারী

আগামী ১৯শে ফেব্রুয়ারী হইতে ৪ঠা মার্চ্চ পর্য্যন্ত কলিকাতায় এবং বাঙ্গলা দেশের অন্যান্য জিলায় লোক গণনাকার্য্য পরিচালনা করা হইবে। এই সময়ের মধ্যে দুইবার লোক গণনা হইবে। ১৯শে ফেব্রুয়ারী হইতে ১লা মার্চ্চ পর্য্যন্ত প্রথম গণনা হইবে এবং তৎপর তিন দিন যাবৎ প্রথম গণনা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে।

ভারতে গমের চাষ

গত ১৯৩৯-৪০ সালে সমগ্র ভারতে ৩ কোটি ২৫ লক্ষ ২৬ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছিল। সম্প্রতি ১৯৪০-৪১ সালের যে প্রথম পূর্ব্বাভাস প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে আলোচ্য বৎসরে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে মোট ৩ কোটি ২৮ লক্ষ ৯ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

বঙ্গীয় মহাজনী আইন

বাঙ্গলা সরকারের প্রচার বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ আগামী ১লা মার্চ্চ হইতে বিনা লাইসেন্সে কেহ মহাজনী কারবার করিতে পারিবেন না। বঙ্গীয় মহাজনী আইন অনুসারে নিযুক্ত সাব্‌রেজিষ্ট্রারগণ উক্ত লাইসেন্স মঞ্জুর করিবেন। প্রত্যেক জিলায় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটগণ এইরূপ সাব রেজে-ষ্ট্রার নিযুক্ত হইয়াছেন। কালেক্টর অব্ ষ্ট্যাম্প রেভিনিউ অফিসের সাব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী বজলুর রহমান কলিকাতার সাব রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইয়াছেন। মহাজনগণকে নির্দ্দিষ্ট ফরমে লাইসেন্সের জন্য আবেদন করিতে হইবে। লাইসেন্স্ ৩ বৎসর কাল বলবৎ থাকিবে। উহার ফি ১৫৲ টাকা ধার্য্য হইয়াছে।

তাঁত শিল্পের তথ্যানুসন্ধান

তাঁতশিল্পতদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান মিঃ পি, জে, টমাস ও সেক্রেটারী মিঃ বি, পদারকার সম্প্রতি দুই মাসের জন্য বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শনে বাহির হইয়াছেন। তাঁহারা আগামীকল্য কলিকাতা পৌঁছিবেন। এবং তৎপর কমিটির অন্যতম সদস্য রায় বাহাদুর এইচ্ মুখার্জ্জির সহিত মিলিত হইয়া মাদুরা, ত্রিচিনপল্লী, কোয়েম্বাটুর, মাঙ্গালোর, মহীশূর, বাঙ্গালোর, বেলগাও, বরোদা, আমেদাবাদ প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিয়া আগামী ৩রা এপ্রিল দিল্লী প্রত্যাগমন করিবেন। প্রকাশ কমিটি বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণের জন্য তাঁতশিল্প সম্বন্ধে একটা সাধারণ প্রশ্নাবলী প্রস্তুত করিয়াছেন। কমিটি তাঁহাদের এই প্রাথমিক সফরে সাধারণভাবে তাঁতশিল্পের অবস্থা নির্ণয় করিবেন এবং পরবর্ত্তী সফরে শেষ তদন্ত কার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

গবর্ণমেণ্ট টেলিফোনস্ বোর্ড

সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বোম্বাই কলিকাতা এবং মাদ্রাজের টেলি-ফোন কোম্পানীসমূহের শেয়ার ক্রয় সম্পর্কে প্রাথমিক ব্যবস্থা স্থির করিবার জন্য নয়াদিল্লীতে ভারত গবর্ণমেণ্ট এবং উক্ত কোম্পানীসমূহের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন হয়। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গঠিত একটি কোম্পানীর মারফৎ উক্ত শেয়ারসমূহ ক্রয়ের প্রস্তাব করা হয়। এইরূপ একটি কোম্পানী ইতিপূর্ব্বে রেজিষ্ট্রী হইয়াছে। আগামী ১৯৪৩ সালের পূর্ব্বে টেলিফোন কোম্পানী সমূহ ক্রয়ে যে সকল আইনগত বিঘ্ন আছে তাহা অতিক্রম করিবার উদ্দেশ্যেই এই পন্থা উদ্ভাবন করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের এই প্রস্তাব সম্পর্কে সকলে একমত হইয়াছেন। এখন এই প্রস্তাব উপরোক্ত কোম্পানীসমূহের অংশীদারদের নিকট প্রেরণ করা হইবে। উহাদের শতকরা ৭৫ জন প্রস্তাবটি গ্রহণ করিলে গবর্ণমেণ্ট কোম্পানীসমূহের কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। ডাক ও তার বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল নবগঠিত সরকারী কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। এই কোম্পানী "গবর্ণমেণ্ট টেলিফোন্স বোর্ড" নামে অভিহিত হইবে।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

নিউ ইন্সিওরেন্স লিঃ

সম্প্রতি আমরা নিউ ইন্সিওরেন্স লিমিটেডের গত ১৯৩৯ সালের একখণ্ড কার্য্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। নূতন বীমা আইনের বিধান অনুসারে এবার কোম্পানীকে ডিসেম্বর মাসে কার্য্য শেষ করিতে হইয়াছে। ফলে বর্ত্তমান রিপোর্টটিতে ১৯৩৯ সালের মে হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মাত্র ৮ মাসের কার্য্যফল লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। সুখের বিষয় এই অল্প সময় মধ্যেই এই নূতন কোম্পানীটি ভালরূপ কাজ দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে। আলোচ্য সময়ে কোম্পানী ১৭ লক্ষ ২৮ হাজার ৬২৫ টাকার নূতন বীমার জন্য মোট ৮২৬টী প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত এবার ৪৯৪টি প্রস্তাবে মোট ৯ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে।

এবার প্রিমিয়াম বাবদ ১ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা, দাদনী তহবিলের সুদ বাবদ ৪ হাজার ৯৬১ টাকা ও অন্যান্য ধরণের আয় লইয়া কোম্পানীর মোট আয় দাঁড়াইয়াছে ১ লক্ষ ২৩ হাজার ৭৩৪ টাকা। আলোচ্য সময়ে পলিসি গ্রাহকদের মৃত্যু বাবদ ৩৯ হাজার ৮২০ টাকা ও প্রত্যার্পন মূল্য বাবদ ২ হাজার ৪২টাকা দাবী হয়। কার্য্য পরিচালনা বাবদ (কমিশন ব্যয় সহ) কোম্পানী ৪৮ হাজার ৫৮৯ টাকা ব্যয় করে। অন্যান্য খরচপত্র বাদে বাকী টাকা কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলে ন্যস্ত করা হয়। গত ১৯৩৯ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে ঐ তহবিলের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৯০ হাজার ৯৪০ টাকা। ঐ বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে তাহা দাঁড়ায় ১ লক্ষ ৯১ হাজার ৬৩৭ টাকা।

বর্ত্তমান কার্য্যবিবরণীতে ১৯৩৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর মাসে আদায়ীকৃত মূলধন বাবদ ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা, বিভিন্ন মজুত তহবিল বাবদ ৩১ হাজার ৭৬৭ টাকা ও জীবন বীমা তহবিল বাবদ ১ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা ও অন্যান্য শ্রেণীর দায় লইয়া কোম্পানীর মোট দায়ের পরিমাণ দেখান হইয়াছে ৪ লক্ষ ৬৬ হাজার ৫৫ টাকা। ঐরূপ দায়ের বদলে উপরোক্ত তারিখে নানা দিক দিয়া কোম্পানীর যে সম্পত্তি দেখান হইয়াছে তাহার প্রধান দফাগুলি এইরূপ :—জমি, বাড়ী, বন্ধকে দাদন ৩ হাজার টাকা, বিভিন্ন প্রকারের পলিসি বন্ধকে দাদন ৬২ হাজার ৬১৫ টাকা, হাউসিং স্কীম অনুসারে প্রদত্ত ঋণ ৯ হাজার ৬৪৫ টাকা, ভারত সরকারের সিকিউরিটী ২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৪২০ টাকা, আদায়যোগ্য প্রিমিয়াম ১১ হাজার ৭২৪ টাকা, এজেণ্টদের নিকট প্রাপ্য ৪৮ হাজার ৪৯০ টাকা, আসবাবপত্র ৯ হাজার ৭৩ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ৪৪ হাজার ২০৩ টাকা। এই সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে কোম্পানীর তহবিল ভাল ভাবে নিয়োজিত রহিয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। কোম্পানী সম্পত্তির মূল্যাপকর্ষ পূরণের জন্য ১৮ হাজার ৫৭ টাকার একটি ও আকস্মিক বিপদাপদের জন্য ১২ হাজার টাকার একটী মজুত তহবিল গঠন করিয়াছেন। উহাতে কোম্পানীর দাদনী টাকার নিরাপত্তা সম্বন্ধে পলিসি গ্রাহকেরা বেশী পরিমাণে আশ্বস্ত হইতে পারিবেন সন্দেহ নাই। আমরা এই সুপরিচালিত নূতন বীমা কোম্পানীটীর উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

দিনাজপুর ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ২৯শে জানুয়ারী রাজসাহী জিলার ঘোড়ামারায় দিনাজপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দিঘাপতিয়ার রাজা প্রতিভা নাথ রায় বাহাদুর অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। এই অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রায় সাহেব যতীন্দ্র মোহন সেন এম এল সি ব্যাঙ্কটির উন্নতির ইতিহাস বর্ণনা করিয়া বক্তৃতা করেন এবং এতৎপ্রসঙ্গে বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রে ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে যে সকল প্রশংসাজনক মন্তব্য বাহির হইয়াছে তাহাও তিনি উল্লেখ করেন। রাজা প্রতিভা নাথ রায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে ১৯১৪ সালে আঞ্জুমান ট্রেডিং এণ্ড ব্যাঙ্কিং কোম্পানী নামে এই প্রতিষ্ঠানটি কাজ আরম্ভ করে। ১৯৩৬ সালে নূতন কোম্পানী আইন অনুসারে কোম্পানীটীকে খাটি ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয় এবং দিনাজপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেড নাম দেওয়া হয়। এই প্রতিষ্ঠানটী অংশীদারদিগকে ভালরূপ লভ্যাংশ প্রদান করিয়া আসিতেছে। উত্তর বঙ্গের উহাই একমাত্র সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক।

জগবন্ধু কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ লিঃ

জে বি দত্ত কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা পরলোকগত জগবন্ধু দত্ত মহাশয়ের বিধবা পত্নীদ্বয় শ্রীমতি লক্ষ্মীমণি দত্ত ও ক্ষীরোদা সুন্দরী দত্ত সম্প্রতি জগবন্ধু কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ লিমিটেড নামে একটি নূতন কোম্পানী গঠন করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত কোম্পানীর সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায় উপোক্ত মহিলাদ্বয় ব্যবসায় ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। আমরা এই বাঙ্গালী মহিলাদ্বয়ের সাধু প্রচেষ্টার উন্নতি ও সাফল্য কামনা করি।

জুবিলী ওভারসীজ্ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া এণ্ড বার্ম্মা লিঃ

সম্প্রতি আসাম প্রদেশের তিনসুকিয়াতে জুবিলী ওভারসীজ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া এণ্ড বার্ম্মা লিমিটেডের একটি শাখা আফিস খোলা হইয়াছে।

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

গত ২৯শে জানুয়ারী বোম্বাইয়ের ফিরোজ শা মেটা রোড্ স্থিত অমর বিল্ডিংয়ে কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেডের একটি শাখা অফিস খোলা হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন। ব্যাঙ্কের স্থানীয় এজেণ্ট শ্রীযুক্ত এন ভট্টাচার্য্য সকলকে আদর আপ্যায়নে পরিতৃপ্ত করেন।

পাবলিসিটি ফোরাম

পি ৬, মিশন রো এক্সটেন্সন কলিকাতাস্থ মেসার্স পাবলিসিটি ফোরাম অল্পকাল পূর্ব্বে কার্য্যারম্ভ করিয়াও ব্যবসায়ী মহলে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানটি কতিপয় সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়া নানাপ্রকার ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। যে সততা, সাধনা ও ব্যবসাবুদ্ধি থাকিলে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা যায় এই প্রতিষ্ঠানটির পরিচালকগণের তাহার কোনটারই অভাব নাই। আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে সম্প্রতি ইহারা ইষ্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির তালিকাভুক্ত এজেন্ট হইয়াছেন। আমরা প্রতিষ্ঠানটির আরও উন্নতি কামনা করি।

নববর্ষের দেওয়াল পঞ্জী

আমরা নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হইতে নববর্ষের সুদৃশ্য দেওয়াল পঞ্জী উপহার পাইয়াছি:—দাশ ব্যাঙ্ক লিঃ, দাশনগর হাওড়া; এলায়েড ব্যাঙ্ক লিঃ পাটুয়াটুলি, ঢাকা; জুয়েল অব ইণ্ডিয়া, কলিকাতা।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

সম্প্রতি ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের গত ১৯৪০ সালের জুলাই হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের কার্য্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য ছয় মাসে কারবার চালাইয়া ব্যাঙ্কের ৩৩ লক্ষ ৩৩ হাজার ৮৩১ টাকা নিট লাভ হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় মাসের জের ৩৯ লক্ষ ৬২ হাজার ৫৬৬ টাকা যোগ করিয়া উহা মোট ৭২ লক্ষ ৯৬ হাজার ৪০৩ টাকা দাঁড়ায়। ঐ টাকা হইতে ৩৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা নিয়োগ করিয়া অংশিদারদিগকে শতকরা ১২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইবে। ৬০ হাজার ৮০০ টাকা পেন্সন তহবিলে নিয়োগ করা হইবে। ৩৮ লক্ষ ৬০ হাজার ৬০৩ টাকা পরবর্ত্তী ছয় মাসের হিসাবে জের টানা স্থির হইয়াছে।

ইউনিয়ান লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ

সম্প্রতি ১২ নং ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতায় বোম্বাইয়ের ইউনিয়ন লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীর একটি শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে। এই আফিসের কার্য্যধারা বাঙ্গলা বিহার ও আসাম প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে। মিঃ এম এল ধর এই শাখার সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

ইণ্ডিয়া মিউচুয়াল প্রভিডেণ্ট সোসাইটি লিঃ

আমরা অবগত হইলাম গত ১৯৪০ সালে ইণ্ডিয়া মিউচুয়াল প্রভিডেণ্ট সোসাইটী লিঃ মোট ৫ লক্ষ ৬২ হাজার ৩৭৫ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। গত ১৯৩৯ সালে এই কোম্পানীর প্রিমিয়াম আয়ের পরিমাণ ছিল ৪৭ হাজার ১৭৬ টাকা। ১৯৪০ সালে তাহা বাড়িয়া ৬৪ হাজার ১৫০ টাকা দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ৪০ হাজার ২২৬ টাকা আলোচ্য বৎসরের শেষে তাহা ৬০ হাজার ১১৯ টাকা দাঁড়াইয়াছে। এইরূপ অগ্রগতির জন্য আমরা এই কোম্পানীর পরিচালকদের কর্ম্মকুশলতার প্রশংসা করিতেছি।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

মার্চ্চেণ্টস্ এণ্ড ট্রেডার্স লিঃ—ডিরেক্টর, মিঃ দুর্গা দত্ত বাজারিয়া। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৩২ নং আর্ম্মানিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কণ্টিনেণ্টাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ কোং লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ নীরোদ কুমার মজুমদার। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ৬৩ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভারত বেটারী ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ জে এন বসু। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস পি ১এ রাসবিহারী এভেনিউ কলিকাতা।

স্বস্তিকা প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স—ডিরেক্টর—মিঃ বামনদাস পাল। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ১৪।২ নং ওল্ড চীনা বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীহনুমান ইনভেষ্টমেণ্ট কোং লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ রামেশ্বর নোপানী অনুমোদিত মূলধন ১৫ লক্ষ টাকা; রেজিষ্টার্ড আফিস ১৭৮ নং হ্যারিসন রোড কলিকাতা।

দি গনেশজী লিঃ—ম্যানেজিং এজেণ্টস্—বেঙ্গল পাঞ্জাব সিণ্ডিকেট। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—১০ নং আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড কলিকাতা।

ইউনাইটেড সাহা ট্রেডার্স লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ ফণীভূষণ দাস। অনুমোদিত মূলধন ২০হাজার টাকা। রেজীষ্টার্ড আফিস—ফেণী, নোয়াখালি।

অরোরা এণ্ড কোং লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ পি ডি বর্ম্মণ। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৭ এ ক্লাইভ রো কলিকাতা।

কিয়ান গোয়ান কোং (কলিকাতা) লিঃ—ডিরেক্টর—এ গোয়ান। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৪নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

আমেদাবাদ ইলেকট্রিসিটি কোং লিঃ—গত ১৯৪০ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা ৭৸০ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরও ঐ হারে লভ্যাংশে দেওয়া হয়। **খাটাজ ঝরিয়া কোল কোং লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ১০ টাকা। পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় মাসের হিসাবেও পূর্ব্বোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা ১১ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের হিসাবেও ঐ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। **ব্যাঙ্ক অব মাইশোর (মহীশূর)**—১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা ১২ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা ১৪ টাকা। **এসোসিয়েটেড পাওয়ার কোং লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা ৫ টাকা। **বিশ্বনাথ টি কোং লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা ৫ টাকা। **নাগ্রি ফার্ম্ম টি কোং লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা ৫টাকা। **ডিমাকোশি টি কোং লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা ৫ টাকা।

মত ও পথ

আগামী রেলওয়ে বাজেট

আগামী রেলওয়ে বাজেটে যাত্রী এবং মালের ভাড়া বৃদ্ধির আশঙ্কা নাই বলিয়া ৩১শে জানুয়ারীর "ইণ্ডিয়ান ফিনান্সে" উক্ত পত্রের দিল্লীর সংবাদদাতা লিখিতেছেন, "রেলওয়ে ষ্টাণ্ডিং ফাইনান্স কমিটির সদস্যদের নিকট অবগত হইলাম বর্ত্তমান বৎসরে রেলপথসমূহের আয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় অনেক বেশী হইবে। ১৯৪০-৪১ সালের সংশোধিত বরাদ্দে প্রায় নয় কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় দেখা যাইবে এরূপ বিশ্বাস। গত জানুয়ারী মাসে রেলপথসমূহের আয় সম্পর্কে রেলওয়ে বোর্ড যে হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিবেচনা করিলে সমগ্র বৎসরে প্রকৃত অতিরিক্ত আয়ের পরিমাণ আরও বেশী হইবে মনে করার হেতু আছে। ব্যয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি না পাওয়ায় রেলওয়ে সদস্যের পক্ষে বাজেট পেশ করা এবং ইহা পাশ করাইয়া নেওয়া খুবই সহজ হইবে। রেলের আয় বৃদ্ধি হইলে সাধারণতঃ প্রদেশসমূহও ইহার অংশ পাইয়া থাকে। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার অব্যবহিত পরেই অর্ডার-ইন্-কাউন্সিলের দ্বারা নিয়োয়ারী ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হওয়ায় রেলের অতিরিক্ত আয় কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিলে জমা হইবে। যাহা হউক, আগামী বাজেটে যাত্রী এবং মালের ভাড়া বৃদ্ধি করা রেলওয়ে সদস্যের প্রয়োজন হইবে না। আমরা নির্ব্বিচারে ইহা ধরিয়া লইতে পারি। অধিকন্তু, বিগত বাজেটে ভাড়া বৃদ্ধির যে ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহা আগামী বাজেটে পুনর্ব্বিবেচনা করিয়া হ্রাস করার স্বপক্ষেও অনেক কিছু বলিবার আছে।"

তাঁতশিল্পের তথ্যনির্ণায়ক কমিটীর বিবেচ্য বিষয়

তাঁতশিল্প সম্পর্কে ডাঃ পি, জে, টমাসের সভাপতিত্বে সম্প্রতি যে তথ্যনির্ণায়ক কমিটি গঠিত হইয়াছে তাহার বিবেচ্য বিষয়সমূহ সম্পর্কে বিগত ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখের বোম্বাইএর "কমার্স" পত্র নিম্নরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, "কমিটির বিবেচনার জন্য যে সমস্ত বিষয় গবর্ণমেণ্ট নির্দ্ধারণ করিয়াছেন আমাদের মতে তৎসমুদয় নিতান্ত ত্রুটিপূর্ণ। আমূল পরিবর্ত্তন ব্যতীত এই সমস্ত বিবেচ্য বিষয় বস্ত্রশিল্পের গ্রহণযোগ্য হইতে পারেনা। কমিটির তৃতীয় সংখ্যক বিবেচ্য বিষয়টীতে হস্তচালিত তাঁত এবং কাপড়ের কলের মধ্যে প্রতিযোগিতা বর্ত্তমান আছে এরূপ ধরিয়া নেওয়া হইয়াছে এবং এই সম্পর্কে প্রতিযোগিতার স্বরূপ নির্দ্ধারণের জন্যই কমিটিকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অপরপক্ষে এই দুইয়ের মধ্যে কোনরূপ প্রতিযোগিতা আছে কিনা এবং প্রতিযোগিতার অস্তিত্ব প্রমাণিত হইলে ইহা কিরূপ কমিটিকে তাহা বিবেচনার করার নির্দ্দেশ দেওয়াই যুক্তি সঙ্গত ছিল, দ্বিতীয়তঃ, তাঁতশিল্প এবং কাপড়ের কলের মধ্যে প্রতিযোগিতা আছে ধরিয়া নিলেও এই সমস্যা সমাধানের উপায় বিবেচনার জন্য কমিটীকে ক্ষমতা দেওয়া উচিৎ ছিল; কিন্তু পঞ্চম সংখ্যক বিবেচ্য বিষয়ে কমিটী কাজ "কম নম্বরের সূতা ব্যবহার করা কাপড়ের কলের পক্ষে আইনতঃ নিষিদ্ধ হইলে তাঁতশিল্পের উৎপাদন বজায় থাকিবে কিনা"—মাত্র এই প্রশ্নে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। উল্লিখিত ব্যবস্থা কমিটীর মনঃপূত না হইলে কমিটীর পক্ষে এই ব্যাপারে আর কোনরূপ সুপারিশ করার উপায় নাই।

রাস্তাঘাটের সমস্যা প্রসঙ্গে যানবাহন সচিব

ভারতীয় রোডস্ কংগ্রেসের বিগত অধিবেশনে কংগ্রেসের উদ্বোধন প্রসঙ্গে ভারতে রাস্তাঘাট নির্ম্মাণের সমস্যা সম্পর্কে যানবাহন সচিব স্যার এণ্ড্রু ক্লো বলিয়াছেন "জনসাধারণের হিতের জন্য এদেশের অধিবাসীদের অর্থ প্রদান করার ক্ষমতা খুবই অল্প। কিন্তু লক্ষ লক্ষ অধিবাসী স্ব স্ব শ্রম বিনিয়োগ করিয়া দেশ ও দশের কৃতজ্ঞতাভাজন হইতে পারে। ভারতে বহু লোক অধিকাংশ সময় কর্ম্মহীন থাকে বলা হয়; এই সমস্ত লোক রাস্তাঘাট নির্ম্মাণে শ্রম দিতে স্বীকৃত হইলে চরকা অপেক্ষা দ্রুত গতিতে দেশের কল্যাণ সাধনে সমর্থ হইতে পারে। এই শ্রম দেওয়া কতকটা বাধ্যতামূলক না করিলে বিশেষ লাভ নাই এবং জনসাধারণ বর্ত্তমান অবস্থায় বাধ্যতামূলক শ্রম পছন্দ করে না বলা হইয়া থাকে। আমি ইহা সত্য বলিয়া স্বীকার করি। কিন্তু দেশের হিতার্থে ধনী, নির্ধন সকলেই বৎসরে নির্দ্দিষ্ট কয়েকটা দিন বিনা পারিশ্রমিকে কি কাজ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইতে পারে না? আমি কোন ভবিষ্যৎ সরকারী নীতি সমর্থন করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছি না, কারণ আমি জানি আমার এই কল্পনার সহিত বাস্তব রাজনীতির কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু ভবিষ্যতে এই শ্রেণীর প্রশ্ন জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত হওয়া বিচিত্র নয় এবং বর্ত্তমানে এই সম্পর্কে সময় সময় চিন্তা ভাবনা করা লাভজনক।"

নারীর জীবন বীমা

কেরলা লাইফ ইন্সিওরেন্স এজেণ্টস এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী মিঃ এ পুনন 'ইন্সিওরেন্স ওয়ার্লড' নামক মাসিক পত্রের গত জানুয়ারী মাসের সংখ্যায় একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—পুরুষদের মত নারীদেরও জীবন বীমা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু এদেশে এমন অনেক জীবন বীমা কোম্পানী রহিয়াছে যাহারা নারীর বীমা গ্রহণ করে না। যে অল্প সংখ্যক কোম্পানীতে নারীর জীবন বীমা করিবার সুবিধা আছে তাহারাও নানারূপ কঠিন সর্ত্তাধীনেই ঐরূপ পলিসি প্রদান করিয়া থাকে। অনেক স্থলে প্রতি হাজার টাকা বীমায় বাৎসরিক ৩ টাকা হইতে ৫ টাকা পর্য্যন্ত অতিরিক্ত প্রিমিয়াম আদায় করা হয়। কিন্তু অন্যান্য দেশে নারীর জীবন বীমা সম্বন্ধে এরূপ কঠিন ব্যবস্থা বড় দেখা যায় না। ইংলণ্ডের নারীদের ভিতর পলিসি বিক্রয় বিষয়ে আলাদা বিধিনিষেধ বিশেষ নাই। ইংলণ্ডের ৭৩টি জীবন বীমা কোম্পানীর কার্য্য-ধারা আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে তাহাদের মধ্যে ৪৪টি কোম্পানী নারীদের সম্পর্কে অতিরিক্ত কোন প্রিমিয়াম দাবী করে না। বাকী কোম্পানী-সমূহে সাধারণতঃ এককালীনভাবে ২০ শিলিং ও প্রতি ১০০ পাউণ্ড বীমায় বার্ষিক ৫ শিলিং হারে অতিরিক্ত দাবী করিয়া থাকে। আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রে জীবন বীমা কোম্পানীর পলিসি গ্রাহকদের ভিতর নারীর সংখ্যা ১ কোটি ৭০ লক্ষ। গত ১৯৩৯ সালে ঐ দেশে যে পরিমাণ জীবন বীমা পলিসি বিতরিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে নারীর জীবন বীমা পলিসি ছিল শতকরা ১০ ভাগ। অন্যান্য দেশের ঐ সব দৃষ্টান্ত আলোচনা করিয়া সে তুলনায় আমাদের দেশের অবস্থা খুবই পশ্চাদপদ বলিয়াই মনে হয়। নারীদের জীবন বীমা সম্বন্ধে এদেশে যেসব বাধাবিঘ্ন রহিয়াছে তৎসম্পর্কে একটা তদন্ত হওয়া উচিত।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা ৭ই ফেব্রুয়ারী

এসপ্তাহেও কলিকাতার বাজারে টাকার বেশী রকম স্বচ্ছলতা লক্ষিত হইয়াছিল। বাজারে কল টাকার (দাবী মাত্র পরিশোধের ঋণ) বার্ষিক শতকরা সুদের হার ছিল আট আনা। কিন্তু সুদের হার এইরূপ কম থাকা সত্ত্বেও বাজারে ঋণ গ্রহীতার তুলনায় ঋণ প্রদাতার সংখ্যাই অধিক ছিল। বর্ত্তমানে লাভজনকভাবে টাকা নিয়োগের সুবিধা কম থাকায় ব্যাঙ্কগুলিতে অত্যধিক পরিমাণ টাকা নিস্ক্রিয় অবস্থায় থাকিয়া যাইতেছে অন্যান্যবার এই সময়ে ট্রেজারী বিলে টাকা নিয়োজিত করিবার বিশেষ সুবিধা হইত। কিন্তু এবার যে কেবল ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার কম তাহা নহে—এবার ট্রেজারী বিল বিক্রয় করাও হইতেছে কম। বর্ত্তমানে পূর্ব্বক্রীত ট্রেজারী বিল বাবদ প্রতি সপ্তাহে প্রায় তিন কোটী টাকার মত বাজারে ফিরিয়া আসিতেছে। কিন্তু প্রতি সপ্তাহে নূতন ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইতেছে মাত্র ১ কোটি টাকার। ফলে ট্রেজারী বিলে বেশী টাকা নিয়োগ করা দূরের কথা, যে পরিমাণ টাকা বাজারে ফিরিয়া আসিতেছে তাহা পুনরায় ট্রেজারী বিলে নিয়োগ করারও সুবিধা নাই। যেরূপ অবস্থা দেখা যাইতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে গবর্ণমেণ্ট ট্রেজারী বিল বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবেন বলিয়া মনে হয় না। গত ১০ই জানুয়ারী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট ভারত গবর্ণমেণ্টের ১০ কোটী ৫৬ লক্ষ টাকা আমানত ছিল। তাহা ক্রমে বাড়িয়া গত ৩১শে জানুয়ারী তারিখে ২০ কোটী ২৬ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। এত বেশী নগদ টাকা যে স্থলে মজুত রহিয়াছে সে স্থলে গবর্ণমেণ্ট যে ট্রেজারী বিল বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়াইতে আগ্রহশীল হইবেন না তাহা স্বাভাবিক। কাজেই শীঘ্র টাকার বাজারের বর্ত্তমান স্বচ্ছলতা হ্রাস পাওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছেনা।

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ ৩ কোটী ৭৫লক্ষ টাকা দাঁড়ায়। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ৩ কোটী ৮৯ লক্ষ টাকা ছিল। এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৮/৩ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমস্ত এবং ৯৯৮/০ আনা দরের শতকরা ৮ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার ছিল ৷৶৬ পাই। এসপ্তাহে তাহা ৷৶০ আনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

আগামী ১১ই ফেব্রুয়ারীর জন্য ৩ মাসের মিয়াদি মোট ১ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারী ঐ বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণ দৃষ্টে জানা যায় গত ৩১শে জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ছিল ২২৯ কোটী ৮১ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ২২৮ কোটী ৮৯ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা ছিল। পূর্ব্ব সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ছিল ৫৮ কোটী ৪০ লক্ষ টাকা। এসপ্তাহে তাহা বাড়িয়া ৬৭ কোটী টাকা দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তহবিলে ৩০ কোটী ৬৬ লক্ষ রৌপ্য মুদ্রা মজুদ ছিল। এসপ্তাহে তাহা কিছু বাড়িয়া ৩১ কোটি ১ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্টের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৪৪ কোটী ৫৯ লক্ষ টাকা ও ১৯ কোটী ৩৪ লক্ষ টাকা। এসপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ৪৬ কোটী ৮৭ লক্ষ টাকাও ২৯ কোটী ৯ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

অদ্য বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ আছেঃ—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১শি ৫৩১/৩২ পে
ঐ দর্শনী	"	১শি ৫৩১/৩২ পে
ডি এ ৩ মাস	"	১শি ৬১/৩২ পে

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৭ই ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই এবং কলিকাতার শেয়ার বাজারে উল্লেখযোগ্য দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কলিকাতায় স্থানীয় কোন অনুকূল ঘটনা ঘটে নাই যাহাতে শেয়ারের বাজারের উপর কোনরূপ প্রতিক্রিয়া হইতে পারে। বোম্বাইয়ে এসপ্তাহে উৎসাহজনক স্থিরত্ব দেখা গিয়াছিল। কলিকাতার বাজারে তাহারই প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। বৃহস্পতিবার প্রথম দিকে কতকটা নিরুৎসাহ সৃষ্টি হইলেও বাজারের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির গতিতে এই মন্দা ভাব অল্পকাল মধ্যেই কাটিয়া যায়। অবস্থা বিবেচনায় মনে হয় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ব্যবসায়ীমহলে পূর্ব্বের তুলনায় একটু উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। আগামী বাজেটে ট্যাক্সবৃদ্ধির আশঙ্কা একেবারে দূরীভূত হয় নাই, তবে বাজেট সম্পর্কে শেয়ার বাজারে বর্ত্তমানে যেন আর ততটা গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে না। ইহার অবশ্য সুস্পষ্ট কারণও দেখা যাইতেছে। আয় কর এবং সুপার ট্যাক্স বৃদ্ধি হইবেনা বলিয়া ব্যবসায়ী মহলে আশা করিতেছেন। চলতি বৎসরের অতিরিক্ত বাজেটে আয়ের উপর শতকরা ২৫৲ অতিরিক্ত কর ধার্য্য হইয়াছে। ইহার পর এত শীঘ্র আরকর বৃদ্ধি অনেকেরই কল্পনাতীত। অতিরিক্ত লাভ কর সম্পর্কেও আশঙ্কা অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে। নূতন নূতন ট্যাক্স প্রবর্ত্তিত হওয়ার আশঙ্কা আছে বটে। এবং এই সম্বন্ধে বর্ত্তমান উৎপাদনশুল্কসমূহও বৃদ্ধি পাইতে পারে। কিন্তু যুদ্ধের দরুণ যে শিল্প লাভবান হইতেছে তৎসমুদয়ই এই শ্রেণীর ট্যাক্স বহন করিবে। এই সম্পর্কে দৃঢ়তার সহিত এখনও কোন আভাস দেওয়ার সময় উপস্থিত হয় নাই বটে; তবে শেয়ার বাজারের বর্ত্তমান মূল্য এই সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়াই যেন পুনরায় উন্নতির পথে পা দিয়াছে।

কোম্পানীর কাগজ

কোম্পানীর কাগজ বিভাগে মূল্যের দিক্ দিয়া দৃঢ়তা দেখা গেলেও বাজারে কেনা বেচার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম হইয়াছে। টাকার বাজার সস্তা থাকায় এবং নূতন সরকারী ঋণের সাফল্যের আশায় কোম্পানীর কাগজের মূল্যে আরও উন্নতি ঘটিবে আশা করার হেতু আছে। শতকরা ৩৷৷০ আনা সুদের কাগজ ৯৫৷৷০ আনা এবং ৩৲ টাকা সুদের কাগজ ৮২৲ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হইতেছে। শতকরা ৩৲ টাকা সুদের ১৯৬৩।৬৫ ঋণপত্র ৯৪।০, ৩৲ টাকা সুদের ১৯৫১।৫৪ ঋণ ৯৯৶০ আনা, ৩৷৷০ আনা সুদের ১৯৪৭।৫০ ঋণ ১০২।৵০ আনা, ৪৲ টাকা সুদের ১৯৬০।৭০ ঋণপত্র ১০৮।০ আনা এবং ৪৷৷০ আনা সুদের ১৯৫৫।৬০ ঋণ ১১৩।০ আনা দরে বিকিকিনি হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ১৫৮৩৲ টাকা, রিজার্ভব্যাঙ্ক ১০৫৸০ আনা এবং সেণ্ট্রালব্যাঙ্ক ৪৪৲ টাকা দরে বেচাকেনা হইয়াছে।

কাপড়ের কল

কাপড়ের কল বিভাগেও এ সপ্তাহে অপেক্ষাকৃত দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। মুইর মিলস্ গত সপ্তাহের তুলনায় বেশীদরে (৩০৪৲ টাকা) ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। কানপুর টেক্সটাইলস্ও ৬৸০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়া ৬।৶০ আনায় কমিয়া আসিয়াছে। কেশোরাম ৭৷৷৶০ আনা দরে হস্তান্তর হইয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লারখনি বিভাগে আলোচ্য সপ্তাহে চাহিদার অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। এমালগেমেটেড ২৭৶০ আনা, বেঙ্গল ৩৬৫৲ (লভ্যাংশ বাদে), ধেমো মেইন ১৫৶০ আনা, ইকুইটেবল ১৬৸৶০ আনা এবং ওয়েষ্টজামুরিয়া ৩০৶০ আনার উপরে যায় নাই।

চটকল

চটকল বিভাগে সপ্তাহের প্রথমদিকে বেশ উন্নতির সূচনা হয়; কিন্তু শেষভাগে অল্পবিস্তর মন্দা দেখা দেয়। ইহা সত্ত্বেও চটকলের শেয়ারের মূল্য সন্তোষজনক আছে বলিতে হইবে। এংলো ইণ্ডিয়া ৩১৭৲ টাকা, বালী ২১৭৲ টাকা, হাওড়া ৪৯৸০ আনা, এবং হুকুমচাঁদ ৯।০ আনায় ক্রয় বিক্রয় চলিয়াছিল।

ইঞ্জিনিয়ারিং

এসপ্তাহে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগেই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতি পরিদৃষ্ট হইয়াছে। প্রায় সকল কোম্পানীর শেয়ার মূল্যই অল্পবিস্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৩২৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়া বর্ত্তমানে ৩১।৵০ আনায় স্থির আছে। ষ্টিল-কর্পোরেশনও ১৯৷৷৶০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। আর্থার বাট্‌লার সম্পর্কে চাহিদা হ্রাস পাওয়ায় উহার মূল্য ১০৲ টাকায় নামিয়া গিয়াছে এবং এ সপ্তাহে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ইহাই একমাত্র অবনতির পরিচায়ক।

চা-বাগানের শেয়ার

চা বাগানের শেয়ার সম্পর্কে এ সপ্তাহে উল্লেখযোগ্য চাহিদা বজায় ছিল। চিনির কল বিভাগেও দৃঢ়তা পরিলক্ষিত হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার ও কোম্পানীর কাগজের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে।

কোম্পানীর কাগজ

৩৷৷০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৩রা ফেব্রুয়ারী ৯৫।/০ ৯৫।৶০ ; ৪ঠা—৯৫।৶০ ৯৫।/০ ৯৫।৶০ ; ৫ই—৯৫।০ ৯৫।/০ ৯৫।০ ; ৬ই—৯৫।৵০ ৯৫৷৷/০ ৯৫।৵০। ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ—৩রা ৮২/০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০)—৩রা ১০৮৵৬ ; ৪ঠা—১০৮৲ ১০৮/০ ; ৫ই—১০৮৵০ ১০৮।/০ ৬ই—১০৮।০। ৩৷৷০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০)—৪ঠা ১০২৷৷০ ; ৫ই—১০২৷৷৶০ ৬ই—১০২৸০। ৪৷৷০ সুদের ঋণ (১৯৫৫-৬০)—৪ঠা ১১৩।৶০ ; ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫)—৪ঠা ১১২৷৷০ ১১২৷৷৶০ ; ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ—৫ই ৮২৶০ ; ৩৲ সুদের নূতন ঋণ (১৯৪৬)—৫ই ১০০৸০ ১০০৸/০ ১০০৸৵০ ৬ই—১০০৸৶০ ১০১৲। ৩৲ সুদের ঋণ(১৯৪১)—৬ই ১০১৵০।

ব্যাঙ্ক

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক—৩রা ফেব্রুয়ারী ১০৫৷৷০ ১০৫৲ ১০৬৲ ১০৬৸০ ; ৪ঠা—১০৫৷৷০ ; ১০৫৸০ ১০৫৲ ; ৬ই—১০৫৸০। ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া—৪ঠা ১৪১৲ ১৪২৲। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক—৫ই ৪৪৲। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক—৬ই ১৫৮৩৲।

কাপড়ের কল

বেনারস কটন এণ্ড সিল্ক—৩রা ফেব্রুয়ারী ২৷৷/০ ২৷৷৵০ ২৷৷৶০ ২৸০ ; ৫ই—২৷৷/০ ২৷৷৵০ ২৷৷৶০ ২৸০। এলগিন মিলস—৬ই (অর্ডি) ১৮৷৷০ ১৮৸০। বেঙ্গল নাগপুর—৩রা ১৩৸৶০ ১৩৷৷০ ১৩৸০ ; ৪ঠা—১৩৸০ ১৪৲ ১৩৸/০ ১৪/০ ১৩৸৶০ ১৪৶০ ; ৫ই—১৪/০ ১৪৷৷০ ; ৬ই—১৪৲। কেশোরাম—৩রা ৬।৵০ ৬।৶০ ৬৷৷০ ৬।/০ ; ৪ঠা—৬৷৷/০ ৬৸/০ ৬৷৷০ ৬৸০ ; ৫ই—৬৷৷৶০ ৬৸৶০ ; ৬ই—৬৷৷/০ ৬৸/০ ৬৷৷০। নিউ ভিক্টোরিয়া—৩রা (অর্ডি) ২/০ ২৶০ ১৸৵০ (প্রেফ) ৫৸০ ; ৪ঠা—১৸৵০ ২৶০ (প্রেফ) ৫।৵০ ৫৷৷৵০ ; ৫ই—২৲ ২৶০ ১৸৵০ ২৶০ (প্রেফ) ৫৷৷/০। কানপুর টেক্সটাইল—৫ই ৬।৶০ ৬৸০ ৬।৶০ ; ৬ই—৬।৵০ ৬৷৷৵০। মোহিনী মিলস—৫ই ১১৷৷০ ১১৸০, ৬ই—১১৸০ ১২৲ ঢাকেশ্বরী—৬ই ১৩৷৷০ ১৩৸০।

রেলপথ

হাওড়া—আমতা রেলওয়ে—৪ঠা ৯৯৲ ১০০৲। বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে—৫ই ৸৶০ ১৲ ;

কয়লার খনি

বেঙ্গল—৬ই ৩৬০৲ ৩৬১৲। ভুলানবাড়ী—৫ই ১২।০। বরাকর—৩রা ১৩॥০ ; ৫ই—১৩॥০ ১৩৸০ ; ৬ই—১৩৸০ ১৪৲। বড় ধেমো—৪ঠা ১৪৸৵০ ১৫৵০। ধেমো মেইন—৩রা ১৪৸৶০। ঘুসিক ও মুশ্লিয়া—৩রা ৪॥৴০। খাস কাজোরা—৩রা ১২৸০ ; ৫ই—১৩৷৵০ ; ৬ই—(প্রেফ) ১৩৷০। মুগুল-পুর—৩রা ১০৷০ ; ৪ঠা—৯৸৵০ ১০৴০ ১০৷৴০। ইকুইটেবল—৬ই ৩৭৲ ৩৬৸৵০। অণ্ডাল—৩রা ১০॥০। হরিলাদী—৪ঠা ১৩৵০ ১৩৷৵০ ; ৫ই—১৩৷০। রাণীগঞ্জ—২৬৲ ২৬৷০ ; ৫ই—২৬৲ ২৬॥০ ২৬৷৵০ ; ৬ই—২৬৸০ সেণ্ট্রা—৫ই ১২॥০ ১২॥৵০। শিবপুর—৫ই ২৪৷০। সামলা—৬ই ১৸৶০ ২৶০।

পাটকল

এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান—৩রা ৩১৩৲ ৩১৪৲ ৩১৫৲ ; ৫ঠা—৩১২৲ ৩১৬৲ ; ৫ই—৩১৭৲ ; ৬ই—৩১৪৲ ৩১৭৲। আগরপাড়া—৫ই ২৫৴০ ২৫৸০। আদমজী—৩রা (প্রেফ) ১৫৪৲ ১৫৫৲ ; ৪ঠা—(অর্ডি) ২০৲ ; ৫ই—২০৵০ ; ৬ই—২০৵০ ২০॥০। বালী—৩রা (প্রেফ) ১৫৯৲ ১৫৫৲ ; ৫ই—(অর্ডি) ২২০॥০ ; ৬ই—২১৭৲। বরানগর—৩রা ৯৮॥০ (প্রেফ) ৫২৲ ৫২॥০। বেঙ্গল জুট—৩রা (প্রেফ) ১০৯৲। বিরলা—৩রা ২৩॥০ ২৩৸৵০ ২৪৲ ২৪৷০ (প্রেফ) ১২৭৲ ১২৮৲ ; ৪ঠা—২৪৵০ ; ৫ই—২৪৸৵০ ২৫॥০ ২৫॥৵০ ; ৬ই—২৫॥০ ২৬৲। বজবজ—৩রা ৩৪০৲ ৩৪৩৲ ; ৪ঠা—৩৪১৲ ৩৪৩৲ ৩৪০৲ ৩৪২৲ ; ৫ই—৩৪২৲ ৩৪৪৲। ক্লাইভ—৩রা (প্রেফ) ১৪৮॥০। ক্যালকাটা জুট—৫ই ১৪॥০ ; ৬ই—১৫৲। হাওড়া—৩রা ৫০৲ ; ৪ঠা—৪৯৸০ ; ৫ই—৪৯৸০ ৬ই—৪৯৸০। হুগলী—৩রা (প্রেফ) ১৯॥০ ; ৫ই—(অর্ডি) ৫৪৲ ; । হুকুমচাঁদ—৩রা (অর্ডি) ৮৸৵০ ৮৸৴০ ৯৲ ৯৶০ (প্রেফ) ১১৬৲ ১১৭৲ ; ৪ঠা—৮৸৵০ ৮৸৶০ ৯৶০ ; ৫ই—৮৸৵০ ৯৶০ (প্রেফ) ১১৭৲ ; ৬ই—৯৲ ৯৷০ (প্রেফ) ১১৭৲। কামারহাটি—৪ঠা—৪৫৫৲ ৫ই—৪৬১৲। ইণ্ডিয়া—৩রা ২৮৪৲ ২৮৫॥০ ; ৬ই—২৮৭॥০। কাকনারা—৩রা ৩৬৮৲ ; ৫ই—৩৭০৲ ; ৬ই—৩৬৮৲ (প্রেফ) ১৬৪৲। ইণ্ডিয়া—৪ঠা ২৮৬৲। মেঘনা—৩রা ৩৫॥০ ৩৬॥০ ; ৫ই—৩৬৸০। নৈহাটি—৩রা ২৮১॥০৲ ৪ঠা—(প্রেফ) ১৬৫৲। নস্করপাড়া—৪ঠা ১৬৵০ ; ৫ই—১৬৲ ১৬৷৴০ ১৭৷০ ৬ই—১৭॥৵০ ১৭৸৵০ ১৮৶০। নিউ সেণ্ট্রাল—৩রা (অর্ডি) ২৯৩॥০ ২৯৫৲ ২৯৬॥০ (প্রেফ) ১৭৩৲ ১৭৪৲। নদীয়া—৩রা ৫৪॥০ ৫৫৷০ ৫৫৲ ৫৪৸০ ; ৪ঠা—৫৫৲ ৫৬৲ ৫৫৸০ ; ৫ই—৫৫॥০ ; ৬ই—৫৫॥০। ন্যাশনাল—৪ঠা ২১৷৵০ ২১৲ ; ৫ই—২১৷৴০ ; ৬ই—২২৵০। ওরিয়েণ্ট—৩রা ১৮১৲ ১৮৩৲ ৪ঠা—১৮৪৲। প্রেসিডেন্সী—৩রা ৪৷৶০ ৪॥৴০ ; ৪ঠা—৪৷৶০ ৪॥৴০ ৪৷৵০ ; ৫ই—৪৷৶০ ৪॥৴০ ৪৷৵০ ; ৬ই—৪৷৵০ ৪॥৵০। রিলায়েনস্—৩রা ৫৩৷০ ৫৩৸০ ; ৪ঠা—৫৩৸০ ; ৫ই—৫৩॥০। ইউনিয়ন—৬ই (প্রেফ) ১৭৩৲।

খনি

বর্ম্মা কর্পোরেশন—৪রা ৫৷০ ৫॥৴০ ৫৷০ ; ৪ঠা—৫৷০ ৫॥০ ৫৶০ ৫৷০ ; ৫ই—৫৷০ ৫৶০ ৫৷০ ; ৬ই—৫৶০ ৫৷০। ইণ্ডিয়ান কপার—৩রা ২৶০ ২৷০ ২৶০ ; ৪ঠা—২৵০ ২৷৴০ ২৶০ ২৵০। রোডেসিয়া কপার—৩রা ৸০ ৸৴০ ৸৵০ ; ৫ই—৸৵০ ৸০। কনসোলিডেটেড টীন—৬ই ১॥৴০।

সিমেণ্ট

ডালমিয়া সিমেণ্ট ৩রা—(অর্ডি) ১১৸৵০ ১২৵০ ১২৷০ ১১৸৵০ ১১৸৴ ১১৸৵০ ; (ডেফ) ৩৵০ ২৸৵ ; ৪ঠা—১১॥৵০ ১১॥৶০ ১১৸০ (ডেফ) ২৸০ (প্রেফ) ১০৮৲ ১০৮॥০ ৬ই—(ডেফ) ২৸৴০।

কেমিক্যাল

আলকালি এণ্ড কেমিক্যাল ৩রা—(অর্ডি) ১৮৸০ ১৮৸৵০ ১৯৷০ ১৯॥০ (প্রেফ) ১২১৴ ১২২৲ ; ৫ই—১৮৷৶০ ১৮॥৵ ১৮৸৵০ ; ৬ই—১৮৲ ১৮৷০ ১৮৶০ ১৮৷৶০। বেঙ্গল কেমিক্যাল ৩রা—(প্রেফ) ১৮৸০ ১৯৲।

ইলেকট্রিক ও টেলিফোন

বেঙ্গল টেলিফোন ৩রা—(প্রেফ) ১২৷০ ; ৪ঠা—১৭৸০ ১৮৲ ১৮৷০ ; ৬ই—১৭৸০ ১৭৸৵০ ১৮৲ ১৮৷০ ; ভাগলপুর ইলেকট্রিক ৬ই—১০৷০ ১০৷৵০ ; মজঃফরপুর ইলেকট্রিক ৬ই—১২৸০।

ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী

বার্ণ এণ্ড কোং ৩রা—(অর্ডি) ৩৮০৲ ২৮২৲ ; হুকুমচাঁদ ষ্টীল ৩রা—(অর্ডি) ১০৸০ ১০৸৵০ ১১৵০ ; (ডেফ) ২৸৶০ ৩৲ ২৸৵০ ৩৵০ ; ৪ঠা—১০৸৵০ ১১৵০ ১০৸০ ; (ডেফ) ৩৲ ৩৴০ ; ৫ই—১০৸৶০ ১১৵০ ; ৬ই—(অর্ডি) ১০॥৵ ১০৸৵০ ; ইণ্ডিয়ান গ্যালভানাইজিং ৩রা—৩০॥৵ ৩০৲ ; ৪ঠা—২৯৸৴ ৩০৲ ; ইণ্ডিয়ান ম্যালিয়েবল কাষ্টিং ৩রা—(ডেফ) ২৷০ ; ৫ই—৭৸৴ ; ৬ই—(অর্ডি) ৮৲ ৮৷০ ; ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ৩রা—৩১॥০ ৩১৸০ ৩১৷৵০ ৩১॥৵০ ৩১॥৴০ ৩১৸৵০ ৩১৷৴০ ৩১॥৴০ ; ৪ঠা—৩১॥০ ৩১৷৶০ ৩১॥৵০ ৩১৸৴০ ৩১৷৶ ; ৫ই—৩১৷০ ৩১॥০ ৩১॥৴০ ৩১৸৴০ ৩১॥৵০ ৩১৸৵০ ৩১৷৵০ ৩১৷৶০ ; কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং ৩রা—৪৸০ ৪৸৵০ ৪৸৴০ ৪৸৶০ ৪॥৶০ ; ৪ঠা—৪৸০ ; ৫ই—৪॥৵০ ৪৸৵০ ; মার্শালস ৩রা—২৶০ ২৷৵ ; ৫ই—২৶০ ২৷৴০ ; ৬ই—২৶০ ২৷৴০। ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ৩রা—৮৶০ ৮৷৶০ ; ৪ঠা—৮৷৵০ ৮৷৴০ ৮৴০ ৮৲ ; ৫ই—৮৷০ ; ৬ই—৮৲ ; সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং ৩রা—৬৴০ ৬৷৵০ ; ৬ই—৫৸৶০ ; ষ্টীল কর্পোরেশন ৩রা—(অর্ডি) ১৯৷০ ১৯॥০ ১৯॥৴০ ১৯৶০ ১৯॥৶০ ২০৴৭ ১৯৸৶০ ১৯॥৴০ ; (প্রেফ) ১১৬॥০ ; ৪ঠা—১৯॥০ ১৯৸৴০ ১৯॥৴০ ; ৫ই—১৯৷৵০ ১৯॥৵০ ১৯৸৵০ ১৯॥০ ; (প্রেফ)—১১৪৲ ; ৬ই—১৯॥৵০ ১৯॥৶০ ১৯৸৵০ ১৯৸০ ১৯৸৴০ ১৯৸৵০ ১৯॥০ ১৯৷৵০ (প্রেফ) ১১৫॥০ ১১৬৲।

চিনির কল

কেরু এণ্ড কোং ৩রা—(অর্ডি) ৯॥০ ; ৪ঠা—(প্রেফ) ১১২৲ ; ৫ই—৯৷৵০ ৯৸৵০ ৯৸০ ১০৲ ১০৷৵০ ; ৬ই—১০৶০ ১০৷০ ১০৷৵০ ১০৷৶০, নিউ সাভন ৩রা—৬॥৵০ ৬৸৵০ ; ৪ঠা ৬॥০ ৬৸৵০ ৭৵০ ৭৷০ ; বুল্যান্ড ৬ই—১৫৸০ ; রাজা ৩রা—১৫৷৵০ ; ৪ঠা—১৫॥৴০ ; ৫ই—১৫৸০ ; চম্পারণ ৫ই—১৪৷০ ১৪৸০ ১৫৲ ; ৬ই—১৫৵০ ; রামনগর কেইন এণ্ড সুগার ৫ই—(প্রেফ) ১১৩৲ ১১৪৲ ১১৪॥০ ; ৬ই—(প্রেফ) ১১৩॥০ ১১৪॥০ সমস্তিপুর ৬ই—৭৷৵০ ৭॥৵০ ৭৸৵০।

চা বাগান

বাগমারী ৩রা—৬৲ ; ৫ই—৬৵০ ৬৷৵০ ; বিশ্বনাথ ৩রা—২৫৸০ ; ইষ্ট ইণ্ডিয়া ৩রা—৯॥০ ৯৸০ ; হাসিমারা ৩রা—৪২৸০ ৪৩৷০ ; ৪ঠা—৪৩৷০ ; ৫ই—৪৩॥০ ; জয়বীরপাড়া ৩রা—১৮৸০ ১৯৲ ; ৬ই—১৯৲ ১৯৸৵০ ; তেজপুর ৩রা—৮৵০ ৮॥০ ; ৪ঠা—৮৷০ ৮॥০ ৮৷৵০ ৮॥৵০ ৮৷৴০ (প্রেফ) ১৪৷৴০ ১৪৸৴০ ; ৫ই—৮৷৵০ ৮॥৵০ (প্রেফ) ১৪॥৵০ ১৫৵০ ; ৬ই—৮॥০ ; আমলকি ৪ঠা—৭৪৲ ৭৫৲ ৭৬৲ ; বেতেলী ৪ঠা—৫৷৵০ ৫॥৵০ ৫॥০ ; ৬ই—৫॥৶০ বেলগাছী ৪ঠা—১২৷০ ; বাগমারী ৪ঠা—৬৲ ৬॥০ ৬॥৵০ ; ৫ই—৬৵০ ৬৷৵০ ; ইষ্ট ইণ্ডিয়া ৪ঠা—৯৸৵০ ; ৬ই—১০৷০ ; ইষ্টার্ণ কাছাড় ৪ঠা—৮৲ ৮॥০ ; হাণ্টাপাড়া ৪ঠা—৩৪৫৲ ৩৪৭৲ ; জুটলীবাড়ী ৪ঠা—১৫৷০ ; নাগ্রাকাটা ৪ঠা—৬৷০ ৬॥৶০ ; নিউ তেরাই ৪ঠা—৯৸০ ; উদলাবাড়ী ৪ঠা—২৩৲ ; রাজগড় ৪ঠা—১০৷০ ; সারুগা ৪ঠা—৮॥০ ; তুকভার ৪ঠা—১১৷০ ; ৫ই—১১৷০ ; সাপয় ৪ঠা—১০॥০ ১০৸০ ১০৸০ ১১৲ ; বীরপাড়া ৫ই—২৭৫॥০ ;

বড়পুকুরি ৫ই—১০৵০ ১০৷৵০ ; ৬ই—১০॥০ ; দৌড়াচেড়া ৫ই—৮৸৵০ ৯৵০ ; সাঙ্গু ভেলী ৫ই—৩৸০ ; গঙ্গারাম ৫ই—৩৫৮৲ ৩৬০৲ ; হাতী কীরা ৫ই—১৮॥০ ১৯৸০ ; ৬ই—১৯৵০।

বিবিধ

বি, আই, কর্পোরেসন ৩রা—৪৸০ ৪॥৵০ (প্রেফ) ১৭৮৲ ; ৪ঠা—৪৸০ ৪৸৵০ ; ৫ই— ৪৸৶০ ; ৬ই—৪৸৶০ ; ইণ্ডিয়ান কেবলস্ ৩রা—২১৷৵০ ২১৷০ ; ৪ঠা—২১॥০ ২১৸৵০ ২১॥/০ ; ৫ই—২১৸/০ ২১॥০ ৬ই—২১॥০ ২১৸৵০। ইণ্ডিয়ান রবার ম্যানুফ্যাকচারিং ৩রা—২৭॥০ ২৭৸০ ; টাইড্ ওয়াটার অয়েল ৫ই—১৫৷০ ; ৬ই—১৫৵০ ১৫৷৵০ ১৫৷০ ; বৃটীশ বার্ম্মা পেট্রোলিয়াম ৩রা—৩/০ ; ৪ঠা—৩/০ ৩॥০ ; ৫ই—৩৷৶০ ৩॥০ ; ৩॥/০ ৩॥৵০ ; নদার্ণ ইণ্ডিয়ান অয়েল ৩রা (ছেফ) ৯৭৲ ; ৪ঠা ৯৫॥০ ; ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প ৩রা—১৪৬৲ ১৪৭৲ ; ৪ঠা—১৪৫৲ ; ৬ই ১৪৭৲ ; ওরিয়েণ্ট পেপার ৩রা—১০॥৵০ ১০৸৵০ ; ৫ই—১০৸/০ ; ৬ই—১০৷/০ ১০॥৶০ ; ষ্টার পেপার ৩রা (প্রেফ) ১০০ ; ৫ই—১০০॥০ ; শ্রীগোপাল পেপার ৩রা—১০৲ ১০৷০ ১০৷৵০ (প্রেফ) ১০৬॥০ ১০৭॥০ ; ৪ঠা—১০৷০ ; ৫ই (প্রেফ) ১০৮৲ ১০৯৲ ১০৬॥০ ১০৮॥০ ; ৬ই—৯৸৶০ ১০৷০ ১০৷/০ ; টিটাগড় পেপার ৩রা—(অর্ডি) ১৭৲ ১৭৷/০ (প্রেফ) ১৯৯॥০ (২য় প্রেফ) ১১২॥০ ১১৩॥০ ; ৪ঠা—১৭৷০ ১৭৷/০ ১৭/০ ১৭৷/০ ; ৫ই ১৭৲ ১৭৵০ ১৭৷৵০ ; ৬ই—১৭৷৵০ ১৭/০ ; মেদিনীপুর জমিদারী ৫ই—৭৪॥০ ; আসাম সজ ৩রা—৩॥/০ ৩॥৶০ ৩৸০ ৩৸/০ ; ৪ঠা—৩॥৵০ ৩৸০ ৩৸/০ ৩৸৵০ ; ৫ই—৩॥/০ ৩৸/০ ৩॥৵০ ; ৬ই—৩॥/০ ৩॥৶০ ; বরুয়া টিম্বার ৫ই—১৫৸০ ; বেঙ্গল আসাম ষ্টীমসিপ ৩রা (অর্ডি) ২৫০৲ ৫ই—২৫০৲ ; ইণ্ডিয়ান জেনারেল নেভিগেশন ৪ঠা (অর্ডি ৭৮॥০ ৭৯॥০

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৭ই ফেব্রুয়ারী

পাটের বাজারে একটা ক্রমিক মন্দার ভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। দিল্লী সম্মেলনের পর গবর্ণমেণ্ট ও পাটকলওয়ালাদের ভিতর পাটক্রয় সম্বন্ধে একটা রফা হওয়ায় পাটের দর কিছু তেজী হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পাট ক্রয়ের প্রথম কিস্তির মিয়াদ শেষ হওয়ার পর হইতে বাজারে পুনরায় একটা অবসাদ সূচিত হইয়াছে। চুক্তি অনুসারে গত ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে পাটকলওয়ালাদের ৭৫ লক্ষ মণ পাট খরিদ করিবার কথা ছিল। কিন্তু পাটকলওয়ালারা ঐ সময় মধ্যে পাট কিনিয়াছেন মাত্র ৬৭ লক্ষ ৯৩ হাজার ৭২৫ মণ। দ্বিতীয় কিস্তিতে পাটকলওয়ালাদের ৫০ লক্ষ মণ পাট ক্রয় করিবার কথা আছে। কিন্তু পাটকলওয়ালারা ঐ সর্ত্ত পূরণেরও বিশেষ কোন আগ্রহ দেখাইতেছেন না। যতদূর জানা যায় পাটকলওয়ালারা গত ১৫ই জানুয়ারীর পর এপর্য্যন্ত মাত্র ২৫ লক্ষ মণ পাট ক্রয় করিয়াছেন। উহাতে পাটের বাজারে স্বভাবতঃই একটা নিরাশার ভাব জাগ্রত হইয়াছে। ফাটকা বাজারে পাটের দর নামিয়া যাইতেছে। নিম্নে ফাটকা বাজারে এসপ্তাহের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল—

	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
৩রা ফেব্রুয়ারী	৩৯৵০	৩৮॥৵০	৩৮॥৵০
৪ঠা ,,	৩৮৷৵০	৩৭৸৵০	৩৭৸৵০
৫ই ,,	৩৭৸৵০	৩৭৷৵০	৩৭॥০
৬ই ,,	৩৮৵০	৩৭৷০	৩৮৲

পাটকলওয়ালারা পাট ক্রয়ের মাত্রা কমাইয়া দেওয়ায় গবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহাদের চুক্তির ব্যর্থতাই প্রমাণিত হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট পাটকলওয়ালাদের নিকট হইতে একটা সর্ত্ত আদায় করিয়াই পাটের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। পাটচাষীদিগকেও নিশ্চিন্ত হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু সে সমস্তই বর্ত্তমানে ভুয়া বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। পাটকলওয়ালারা নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পাট ক্রয় করিতে রাজী হইয়াছিলেন। কিন্তু সে সর্ত্ত কার্য্যতঃ না মানিয়া চলিলে তাঁহাদিগকে সে সম্বন্ধে বাধ্য করিবার মত কোন ধারা চুক্তিতে বিধিবদ্ধ হয় নাই। কাজেই পাটকলওয়ালারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে যে নিষ্ক্রিয় নীতি অনুসরণ করিতেছেন তাহার বিরুদ্ধে কোন প্রতিকার পন্থা অবলম্বন করিতে গবর্ণমেণ্ট অক্ষম। চুক্তিতে এরূপ একটা কথা ছিল যে পাটকলওয়ালারা তাঁহাদের সর্ত্ত অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পাট ক্রয় না করিলে গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজনমত পাট ক্রয় করিয়া সে সর্ত্ত পূরণ করিবেন। কিন্তু তাহাও এপর্য্যন্ত ভুয়া বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়াছে। প্রথম কিস্তিতে পাটকলওয়ালারা ৭ লক্ষ মণ পরিমাণ কম পাট খরিদ করিয়াছে। কয়েক সপ্তাহ অতিক্রান্ত হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্ট বাকী পাট ক্রয় করা সম্বন্ধে কোন আগ্রহ দেখাইতেছেন না। তাঁহাদের নীরবতায় ইহাই মনে হইতেছে যে পাটকলওয়ালারা পাট ক্রয় করুক বা না করুক গবর্ণমেণ্ট নিজেরা আর পাটক্রয় করিতে যাইবেন না। একবার ৫০ হাজার বেল পাট ক্রয় করিয়া তাঁহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। দ্বিতীয়বার সেপথে চলিবার মত আর্থিক সঙ্গতি-ত তাহাদের নাই-ই, গরজও বোধ হয় শেষ হইয়াছে। এই অবস্থায় পাটের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বাজারে স্বভাবতঃই একটা নিরাশার ভাব সৃষ্ট হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে এই নিরাশা কাটিয়া উঠিবার মত অবস্থা আসিবে বলিয়া মনে হয় না।

আলগা পাটের বাজারে বিক্রেতার অভাব না থাকিলেও পাটের ক্রেতা খুবই কম দেখা গিয়াছে। এসপ্তাহে বাজারে ইণ্ডিয়ান ডিষ্ট্রিক্ট তোষা শ্রেণীর পাট মিডল প্রতিমণ ৭৸০ আনা ও বটম প্রতিমণ ৬ টাকা ছিল।

পাকা বেল বিভাগে এসপ্তাহে রপ্তানীকারকেরা পাট বিশেষ কিছুই খরিদ করে নাই। বাজারে ফার্ষ্ট শ্রেণীর প্রতি বেল পাটের দর ছিল ৩৬ টাকা।

থলে ও চট

পাটের বাজারের সঙ্গে এসপ্তাহে থলে ও চটের বাজারেও একটা মন্দা লক্ষিত হইয়াছে। গত ৩০শে জানুয়ারী বাজারে ৯ পোর্টার চটের দর ১৩৷৶০ ও ১১ পোর্টার চটের দর ১৭॥০ আনা ছিল। গতকল্য বাজারে তাহা যথাক্রমে ১৩৷/০ ও ১৭৷৶০ দাঁড়ায়।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা ৬ই ফেব্রুয়ারী

সোনা

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইএর সোণার বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য বলা চলেনা। প্রতি ভরি রেডি সোণা ৪২/০ আনা দরে বাজার বন্ধ হয়।

লণ্ডনের বাজারে সোণার দর এ সপ্তাহে প্রতি আউন্স ১৬৮ শিলিংএ অপরিবর্ত্তিত ছিল।

অদ্যকার কলিকাতায় দর ছিল প্রতি ভরি ৪২৷০ আনা।

রূপা

আগামী বাজেটে রৌপ্য আমদানী শুল্ক বৃদ্ধি হইবে বলিয়া যে আশঙ্কা দেখা গিয়াছিল তাহা ক্রমশঃ ব্যবসায়ী মহলের মন হইতে দূরীভূত হইতেছে

এবং ইহাতে রূপার বাজারে উৎসাহ সঞ্চার হইয়া রূপার মূল্য বৃদ্ধির সহায়তা করিতেছে। বিগত দুই দিনে দ্বিতীয় সেটেলমেণ্ট রূপার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় বাজারের মন্দা যে কাটিয়া যাইতেছে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে স্পট রূপা সম্পর্কেও ছয় আনা মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। তুলার বাজারে সামান্য মন্দা দেখা দেওয়ায় সপ্তাহের মধ্যভাগে রূপার মূল্যেও সামান্য প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় কিন্তু ইহা স্থায়ী হয় নাই। বোম্বাই বাজারে অদ্য প্রতি একশত ভরি রূপা ৬৩/০ দরে বাজার বন্ধ হইয়াছে।

লণ্ডনের বাজারে কারবারের পরিমাণ কম হইলেও বাজারের অবস্থা দৃঢ়তাপূর্ণ ছিল। স্পট এবং ফরওয়ার্ড রূপার মূল্য ছিল প্রতি আউন্স ২৩$\frac{৫}{১৬}$ পেনী অদ্য কলিকাতার বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ছিল ৬৩।০ আনা এবং ঐ খুচ্‌রা দর ছিল ৬৩॥০ আনা।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৭ই ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে বোম্বাইএর তুলার বাজারে চড়াভাব আত্মপ্রকাশ করে কিন্তু সপ্তাহের মধ্য ভাগে আবার মন্দা দেখা দেয়। তবে বাজার বন্ধের দিকে পুনরায় কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। জাপানী রপ্তানীকারকগণ এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীগণ তূলা ক্রয়ের প্রতি আগ্রহশীল হইবার ফলেই প্রথম দিকে মূল্যের উন্নতি দেখা দেয়। বিদেশের বাজারে তুলার মূল্যের অবনতি ঘটিতেছে; তাহা সত্ত্বেও বোম্বাইএর তুলার বাজারে চড়াভাব দেখা দেওয়াতে মনে হয় যে অনুমিত পরিমাণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণ তূলা ইতিপূর্ব্বে কাট্‌তি হইয়া গিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে বাজার বন্ধের সময় বোরোচ এপ্রিল মে দর ১৮৯।০ এবং জুলাই আগষ্ট ১৯২৸০ দাঁড়ায়। বেঙ্গল মার্চ্চ ১২৬।০ এবং ওমরা মার্চ্চ ১৫৩৸০ আনায় বাজার বন্ধ হয়। গত শনিবার সপ্তাহের সর্ব্বোচ্চ দর ছিল যথাক্রমে ১৯৪।০, ১৯৭৲, ১৩১।০ এবং ১৫৮।০।

আলোচ্য সপ্তাহে বিদেশের তূলার বাজার অত্যধিক মন্দা গিয়াছে। তবে অগ্রিম কারবার সম্পন্ন হইয়াছে বেশী। নিউ ইয়র্কের বাজারে মার্চ্চের দর ১০·৪০ সেণ্ট এবং মের দর ১০.৩০ সেণ্ট দাঁড়ায়। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহা যথাক্রমে ১০·৪০ এবং ১০·৪৩ সেণ্ট ছিল। লিভারপুলের বাজারে মার্চ্চ এবং মের দর যথাক্রমে ৮·২৯ পেনী এবং ৮·৩২ দাঁড়ায়।

কাপড়

কলিকাতা, ৭ই ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে সমূহ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। তুলার বাজারের চড়াভাব এবং যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি দেশের চাহিদা বৃদ্ধিই উহার কারণ বলিয়া মনে হয়। এতদ্ব্যতীত বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর কাপড়ের অর্ডার ও ডেলিভারী সম্পর্কে নানারূপ অসুবিধা দেখা দিয়াছে। মিলসমূহের অর্ডার লাভের প্রতি তেমন আগ্রহ নাই; অপর দিকে গ্রীষ্মকালীন কাপড়ের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবারও যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় অগ্রিম কারবারের পরিমাণ স্বতঃই বৃদ্ধি পাইবে। জাপানী কাপড়ের বাজারে কতিপয় জনপ্রিয় ধরণের কাপড়ের মজুদ পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে জন্য ব্যবসায়ীগণ এই শ্রেণীর কাপড়ের কারবার সম্পন্ন করিতে আগ্রহশীল হইয়াছেন। ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের কোন কারবার হয় নাই বলিলেই চলে।

সূতা

সূতার বাজারে যথেষ্ট উৎসাহের ভাব দেখা যায়। তূলার বাজারের চড়তিভাব এবং মফঃস্বলের কেন্দ্রসমূহের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবার ফলে মোটা এবং মঝারি ধরণের সূতার সন্তোষজনক কারবার হইয়াছে। সূতার মূল্য বৃদ্ধি পাইবার ফলে দক্ষিণ ভারতের সূতার কলসমূহ আগামী সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত ডেলিভারী দিবার সর্ত্তে ভাল অগ্রিম কারবার করিতে সক্ষম হইয়াছে।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ৭ই ফেব্রুয়ারী

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ৮ নং মিশন রো কলিকাতায় ভারতে ব্যবহারোপযোগী চায়ের ৩০নং নীলাম হয়। আলোচ্য নীলামে মোট ১২হাজার ৪৪ বাক্স চা বিক্রয় হয়। উহা প্রতি পাউণ্ড গড়ে ।/৩ পাই দরে বিক্রয় হইয়াছে। গত বৎসর ইহার সমসাময়িক ৩২নং নীলামে ৫ হাজার ৮১৬ বাক্স চা গড়ে ।৪পাই দরে বিক্রয় হইয়াছিল। আলোচ্য নীলামে উৎকৃষ্ট ধরণের চায়ের যথেষ্ট চাহিদা ছিল এবং উহার মূল্যও প্রতি পাউণ্ডে ৩ পাই চড়া গিয়াছে। সাধারণ ধরণের চায়ের বিশেষ কোন চাহিদা ছিল না। আগামী সপ্তাহের পরে সামান্য পরিমাণ গুড়া চা ব্যতীত অন্যান্য প্রকারের চা পাওয়ার সম্ভাবনা নাই বলিয়া মনে হয়। আলোচ্য নীলামে কালো পাতা চায়ের উল্লেখযোগ্য চাহিদা দেখা যায়। এই ধরণের ১৫ হাজার ৭৮০ বাক্স চা গড়ে প্রতি পাউণ্ড ।০ আনা দরে বিক্রয় হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার ২১ হাজার ৫২৪ বাক্স গড়ে প্রতি পাউণ্ড ৵১পাই দরে বিক্রয় হইয়াছিল।

আলোচ্য সপ্তাহে রপ্তানীযোগ্য চায়ের নীলাম হয় নাই। রপ্তানীর কোটা প্রতি পাউণ্ডে ৷৷৴০ আনায় স্থির আছে। আভ্যন্তরীণ কোটার সমূহ চাহিদা দেখা গিয়াছে এবং উহার হার প্রতি পাউণ্ডে ৸৴০ আনা ছিল।

চিনির বাজার

কলিকাতা, ৭ই ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার চিনির বাজারে কারবারের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পায়। আড়তদারগণ এবং চিনিরকলসমূহ অধিক পরিমাণে চিনি বিক্রয় করিতে সক্ষম হয়। কাট্‌তির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও মূল্যের হার মণ প্রতি দুই আনা হইতে তিন আনার বেশী হ্রাস পায় নাই। সুগার সিণ্ডিকেট চিনি বিক্রয়ের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া দিবার পর কতিপয় চিনির কল উহাদের নির্দ্ধারিত কোটার সমস্ত চিনি সিণ্ডিকেট কর্ত্তৃক ধার্য্য মূল্য অপেক্ষাও এক হইতে দুই আনা অধিক দরে বিক্রয় করিতে সক্ষম হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে কারবারের বিশেষত্ব এই ছিল যে বাজারে কেবল মাত্র উৎকৃষ্ট এবং অল্প মূল্যের অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট ধরণের চিনির চাহিদাই অধিক ছিল। মফঃস্বলের বাজারসমূহের কোন চাহিদা পরিলক্ষিত হয় নাই। অদূরভবিষ্যতেও এই সকল বাজারের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়াও মনে হয় না। পূর্ব্ববঙ্গ এবং আসামের বাজার সমূহে গুড় ১৸৵০ আনা হইতে ২॥০ আনা দরে এবং খান্দেশ্বরী চিনি ৫৲ হইতে ৬৲ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে। বর্ত্তমানে এরূপ আশা করা যাইতেছে যে, বাঙ্গলার চিনির কল সমূহ যদি মূল্য হ্রাস করিয়া চিনি বিক্রয় করিতে চেষ্টা করে তাহা হইলে বিহার এবং যুক্তপ্রদেশের চিনি সিণ্ডিকেটের ধার্য্য মূল্যে এই প্রদেশের বাজারে কাট্‌তি হইবার সম্ভাবনা নাই। স্থানীয় বাজারে ৪৫ হাজার বস্তা চিনি মজুদ আছে বলিয়া অনুমিত হয়।

মিলের বাহিরে বিভিন্ন প্রকার প্রতি মণ চিনির মূল্য নিম্নরূপ ছিল:— দর্শনা ডি ডি ৯৸০ ; দর্শনা ডি ৯॥/৯ ; দর্শনা সরু ৯॥/০ ; দর্শনা ২৭ ডি ৯॥০ ; গোপালপুর এ এ ৯৷৵৬ ; ঐ ফেব্রুয়ারী ৯॥/০ ঐ মার্চ্চ ৯।৬ ; বেলডাঙ্গা ৯॥০ ঐ ফেব্রুয়ারী ৯।৵০ ; ঐ মার্চ্চ ৯৵৬ , সিতাবগঞ্জ ৯॥৵০ , ঐ ফেব্রুয়ারী ৯॥৬,

ঐ মার্চ ৯।০ ; চম্পারণ ৯।/০৩ ; লোহাট ৯৶০ শক্রী ৯৶৩ ; নার্কোটীয়া ৮॥৶৬ পাই।

কলিকাতার বাহিরের দর নিম্নরূপ ছিল। চম্পারণ ১০/৬; মাড়হোড়া ১০/৩ দর্শনা ডি ডি ১০৲৩ পাই ; গোপালপুর ৯৸৵০ ; বেলডাঙ্গা ৯॥৶০ ; হাতোয়া ৯॥/০ ; শীতলপুর ৯॥/৩ সাভন ৯॥৬ পাই।

চামড়ার বাজার

কলিকাতা, ৭ই ফেব্রুয়ারী

গত সপ্তাহে স্থানীয় ছাগলের চামড়ার বাজারে শুষ্ক লবণাক্ত চামড়ার কারবার সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু মূল্যের বিশেষ কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই। গরুর চামড়ার বাজারে কারবার খুব নিয়ন্ত্রিত ভাবে পরিচালিত হয়। বিভিন্ন প্রকার চামড়ার নিম্নরূপ কারবার হয়।

ছাগলের চামড়া—পাটনা ১ লক্ষ ৯১ হাজার ৫ শত টুকরা ৪৮৲—৫৫৲ হিঃ ঢাকা দিনাজপুর ৫৫ হাজার ৪ শত টুকরা ৭০৲—১০৫৲ টাকা হিঃ আদ্র লবণাক্ত ৫৭ হাজার ৬ শত টুকরা ৭০৲—১১২॥০ হিঃ। এতদ্ব্যতীত পাটনা ৪ লক্ষ ৫০ হাজার, ঢাকা দিনাজপুর ১ লক্ষ ৮২ হাজার এবং আদ্র লবণাক্ত ২৯ হাজার ৪ শত টুকরা ছাগলের চামড়া মজুদ ছিল।

গরুর চামড়া—আগ্রা-আর্সেনিক ৪ হাজার টুকরা ৮॥০ হিঃ রাঁচি নাগপুর এবং দার্জ্জিলিং আর্সেনিক ১ হাজার ৮৫০ টুকরা ১২।০—১৪৲ হিঃ আদ্র লবণাক্ত ১ হাজার ৩৫০ টুকরা ৶৯—।৬ পাই হিঃ কসাইখানার আদ্র লবণাক্ত চামড়া ৩ হাজার ৬৮০ টুকরা ১১০৲—১৪০৲ হিঃ দার্জ্জিলিং-আসাম লবণাক্ত ৭৭০ টুকরা ৭॥০ হিঃ। এতদ্ব্যতীত ঢাকা দিনাজপুর ১ হাজার, আগ্রা আর্সেনিক ১২ শত, দ্বারভাঙ্গা রাঁচি আর্সেনিক ২ হাজার ৫ শত, দ্বারভাঙ্গা পুর্ণিয়া সাধারণ ২৬ হাজার ৯ শত, রাচি-গয়া সাধারণ ৪ হাজার ৫ শত, গোরক্ষপুর-বেনারস সাধারণ ২ হাজার ৩ শত এবং আদ্র লবণাক্ত ৩১ হাজার ৪ শত টুকরা গরুর চামড়া মজুদ ছিল। ৮ হাজার ৩ শত টুকরা মহিষের চামড়া মজুদ ছিল।

খৈলের বাজার

কলিকাতা, ৭ই ফেব্রুয়ারী

রেড়ির খৈল—আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় রেড়ির খৈলের বাজার স্থির ছিল। মিলসমূহ প্রতি মণ খৈলের জন্য ২॥০ হইতে ২॥৵০ দর দিয়াছে। অপর পক্ষে আড়তদারগণ উহার প্রতি দুই মণী বস্তা (বস্তার মূল্য ।০ সহ) ৫॥০ হইতে ৫৸০ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছে। চাহিদার কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই।

সরিষার খৈল—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার সরিষার খৈলের বাজার চড়া গিয়াছে। মিল সমূহ প্রতি মণ খৈলের জন্য ১।৵০ হইতে ১॥/০ আনা দর দেয়। অপরপক্ষে আড়তদারগণ উহার প্রতি দুইমণী বস্তা (বস্তার মূল্য ।০ আনা সহ) ৩।৵০ হইতে ৩॥৵০ আনা দরে বিক্রয় করে। স্থানীয় ক্রেতাগণের মধ্যে এই শ্রেণীর খৈলের প্রতি তেমন আগ্রহ দেখা যায় না। সরিষার খৈলের রপ্তানী বাণিজ্য হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই।

ধান ও চাউলের বাজার

কলিকাতা, ৭ই ফেব্রুয়ারী

রেঙ্গুনের বাজার—আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুনের বাজারে ধান ও চাউলের মূল্য চড়া গিয়াছে। বিভিন্ন প্রকার প্রতি একশত ঝুড়ি (প্রতি ঝুড়ির ওজন ৭৫পাউণ্ড) ধান ও চাউলের নিম্নরূপ দর বলবৎ ছিল।

থানানটো—চলতি দর ২৭৫৲ ফেব্রুয়ারী ২৭৬৲ ; মার্চ্চ ২৭৭৲ এপ্রিল ২৭০৲-২৮৭৲

আতপ—মোটা ২৮২৲-২৮৭৲ ; সরু ২৮৭৲-২৯২৲ ; টেবিয়ান ৩৪০৲-৩৪২৲ ; সুগন্ধি ৩১০৲-৩১৫৲-কুলফি ৩১৫৲-৩২৫৲ ; ভাঙ্গা ১৬০৲-১৮০৲।

সিদ্ধ—লম্বা ৩০২৲-৩০৭৲ ; ২নং মিলচর ২৮০৲-২৯৫৲ ; সঃ সিদ্ধ ২৬৫৲ ২৭৫৲ ; ভাঙ্গা ১৮৫৲-২০০।

ধান্য—নাসিন শ্রেণী ১০৭৲-১০৯৲ ; মাঝারি ১১০৲-১১২৲

কলিকাতার বাজার—কলিকাতার ধান ও চাউলের বাজার সমভাবে চড়া যাইতেছে। বিভিন্ন প্রকার প্রতি মণ ধান ও চাউলের নিম্নরূপ দর গিয়াছে।

ধান্য—দেউলী পাটনাই ৩৶০-৩৶৩ ; কাটারী ভোগ ৪৲-৪/০ ; সাধারণ পাটনাই ৩।০-৩।/০ ; মাঝারি পাটনাই ৩।৵০-৩।৶৬ ; রূপশাল (নূতন) ৩॥৶০-৩॥৵০ ; গোসাবা ২৩নং পাটনাই ৩॥৬-৩॥/০ ; পূবা পাটনাই ৩/০-৩৶০ ; দাদশাল ২।০-২৸৶৬ ; দেউলী মোটা ২॥৵০।

চাউল—রূপশাল (কলছাঁটি) ৫৸০-৫॥০ ; পাটনাই ৫।৶০-৫॥০ ; কাটারী ভোগ ৬৸০। ২৩ নং গোসাব (পুরাতন) পাটনাই ৫।৶০ ৫॥০ ; কামিনী আতপ (নূতন) ৬।০

মসল্লার বাজার

কলিকাতা, ৭ই ফেব্রুয়ারী

হরিদ্রা	৮॥০ ৯॥০ ১২৲
জিরা	২৩॥০ ২৪॥০ ২৭৲
মরিজ	১১॥০ ॥০ ১৩৲
ধনে	৪॥০ ৫॥০
লঙ্কা	৯॥০ ১০॥০ ১১৲
সরিষা	৫॥০ ৬৲ ৬॥০
মেথী	৫॥ ৬৲
কাঃ জিরা	৮৸০ ১০॥০
পোস্তদানা	৯৸০ ১০৸০ ১১॥০
দেশী সুপারী	১০৲ ১১৲ ১৩৲
জাঃ কাঃ সুপারী	১১৲ ১১॥০
ঐ গোঃ সুপারী	৮॥৵০ ৯৲ ৯॥০
পিনাং কেশুয়া	১০।০ ১০॥০
পার্ল কেশুয়া	১০॥০ ১০৸০
জাভা কেশুয়া	১২।০ ১২॥০
কেশুয়া ফ্লাওয়ার	৮৲ ৯৸০ ১০।০
ছোঃ এলাচ	৪।০ ৫৲ ৬৲সের
বড় এলাচ	৩২৲ ৩৪৲
লবঙ্গ	৫০৲ ৫৩৲
দারুচিনি	৩৫৲ ৩৬৲
মৌরি	১০॥০ ১২৲ ১৬৲
গুটী খদির	১৪৲ ১৭৲ ১৮৲
জ্যেষ্ঠমধু	১১৲ ১২৲
কিসমিস	১৫॥০ ১৬৲
হিং	২৲ ৩৲ ৫৲
কর্পূর	৭৲ সের
স্যাজ্জিকেল অয়েল	১৵০

লৌহের বাজার

কলিকাতা, ৭ই ফেব্রুয়ারী

টাটা মার্কা জয়েণ্ট লোহা	১৯৲ ২৪৲
ঐ বে মার্কা (হাল্কা ওজন)	১৮৲ ২২৲
বরগা (টী আয়রণ)	১৬৸০ ১৮॥০
এাঙ্গ্যেল আয়রণ (কোণা)	১৬॥০ ২০৲
পাটী লোহা	১৬৲ ১৮৲
বোটু লোহা (গোল)	১৬৲ ১৭৲
গরাদে লোহা (চৌকা)	১৬৲ ১৭৲
গোলরড্ লোহা (কংক্রীটের জন্য)	১৬॥০ ২৫৲
প্লেট্ লোহা ১/৮’—৩/৮’	২০৲ ৩০৲
চাদর লোহা	২০॥০ ২২॥
তারকাটা (পেরেক) ১-৬’	২৪৲ ২৬৲
গ্যাঃ ঢেউতোলা টীন (টাটার তৈয়ারী)	
২২ গেজ	১৬৸০ ১৮
২৪ গেজ	১৬৸৵০ ১৭
২৬ গেজ	১৬৸৵০ ১৯
গ্যাঃ পাত টীন (টাটার তৈয়ারী)	
২৪ গেজ	১৭॥০ ১৮
২৬ গেজ	১৯।০ ১৯
রেণ ওয়াটার পাইপ্ ৩’ ও ৪’	।১৫, ও ।৵১৫ ?
প্লেট কাটিং (ছিটকাটা)	৮৲ হইতে ?
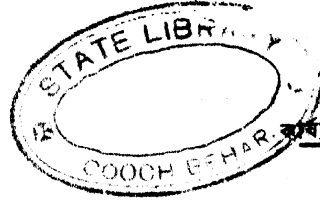
ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৩য় বর্ষ, ২য় খণ্ড | কলিকাতা, ১৭ই ফেব্রুয়ারী, সোমবার ১৯৪১ | ৩৯শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

পরলোকে শচীন্দ্র প্রসাদ বসু

আমাদের পরম বন্ধু প্রবীণ সাংবাদিক শচীন্দ্র প্রসাদ বসু মহাশয় গত ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তাঁহার কলিকাতাস্থ বাস ভবনে ৬০বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বসু তাঁহার প্রথম জীবনে রাজনৈতিক কর্ম্মী ও নেতারূপে এবং পরবর্ত্তী জীবনে সাংবাদিক ও সমাজসেবীরূপে দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন। কাজেই তাঁহার এই মৃত্যুতে দেশবাসী মাত্রেই মর্ম্মবেদনা অনুভব করিবেন সন্দেহ নাই। শচীন্দ্র প্রসাদ তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও কর্ম্মশক্তির ফলে ছাত্রাবস্থাতেই দেশের যুবক সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। গত স্বদেশী আন্দোলনের যুগে তাঁহার বাগ্মিতা ও উৎসাহশীল কার্য্যধারায় আকৃষ্ট হইয়া দেশনেতা সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যাপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে অন্যতম সহকর্ম্মী হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎকালীন এন্টিসার্কুলার সোসাইটির তিনি প্রাণস্বরূপ ছিলেন। দেশ সেবার অপরাধে ১৮১৮ সালের তিন আইন অনুসারে স্বর্গীয় কৃষ্ণকুমার মিত্র, অশ্বিনীকুমার দত্ত, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা প্রমুখ ব্যক্তিদের সঙ্গে তিনি বাঙ্গলা দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হন। মুক্তিলাভের পর তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। এ সময় হইতে স্বর্গীয় কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের সাহচর্য্য তাঁহার জীবনের উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। পরবর্ত্তী জীবনে শচীন্দ্র প্রসাদ রাজনীতির সহিত অনেকটা সম্পর্কশূন্য হইয়া পড়েন সত্য। কিন্তু তাঁহার দেশসেবার আকুলতা নানাদিক দিয়া সমভাবেই আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। প্রথমতঃ দেশের আর্থিক কল্যাণ সাধনার কাজে সাহায্য করিবার জন্য তিনি 'ব্যবসা ও বাণিজ্য' নামক একখানা মাসিকপত্র পরিচালনা করিতে আরম্ভ করেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি নারী-রক্ষা সমিতি ও অন্যবিধ সমাজ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি ভারতীয় সাংবাদিক সঙ্ঘের অন্যতম সহ-সভাপতি ছিলেন। তাঁহার মত কৃতী ব্যক্তির এই অকাল মৃত্যু নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। আমরা তাঁহার পত্নী স্বনাম-খ্যাতা শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু ও অন্যান্য আত্মীয় পরিজনকে এই শোকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

ধাপ্পাবাজীর চরম

পাট ক্রয় সম্বন্ধে দিল্লীতে বাঙ্গলা সরকারের ও চটকল সমিতির যে চুক্তি হয় তাহা যে পাটচাষীর সহিত একটা চূড়ান্ত রকম ধাপ্পাবাজী তাহা দিন দিন স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। উক্ত চুক্তির সর্ত্ত ছিল যে গত ১৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত এক মাসে চটকলসমূহ ১৫ লক্ষ বেল এবং উহার পর ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত এক মাসে ১০ লক্ষ বেল পাট ক্রয় করিবে। তবে চটকলসমূহ যদি এই পরিমাণ পাট ক্রয় করিতে অপারগ হয় তাহা হইলে বাঙ্গলা সরকার প্রয়োজনানুরূপ পাট ক্রয় করিয়া কৃষকের পক্ষে উপরোক্তরূপ পরিমাণ পাট বিক্রয়ের সুযোগ করিয়া দিবেন। উক্ত চুক্তির সর্ত্ত অনুযায়ী চটকলসমূহ গত ১৫ই জানুয়ারী তারিখ পর্য্যন্ত ১৫ লক্ষ বেলের পরিবর্ত্তে ১৩ লক্ষ ৫৮ হাজার ৭৪৫ বেল পাট ক্রয় করে। কিন্তু বাঙ্গলা সরকার ঐ তারিখের মধ্যে বাকী ১ লক্ষ ৪১ হাজার ২৫৫ বেল পাট ক্রয় করিয়া ১৫ লক্ষ বেল পূরণ করিয়া দেন নাই। উহার পরবর্ত্তী একমাস শেষ হইল। আমরা যতদূর অবগত হইলাম তাহাতে এই এক মাসে অর্থাৎ গত

১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখ পর্য্যন্ত চটকলসমূহ ১০ লক্ষ বেলের পরিবর্ত্তে মাত্র ৫।৬ লক্ষ বেলের বেশী পাট ক্রয় করে নাই। কাজেই চুক্তির সর্ত্ত অনুযায়ী এই সময়ে বাঙ্গলা সরকারের ৪।৫ লক্ষ বেল পাট ক্রয় করা কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু প্রথম মাসের ন্যায় দ্বিতীয় মাসেও বাঙ্গলা সরকার এক তোলা পাটও খরিদ করেন নাই। বাঙ্গলা সরকারের যখন পাট ক্রয় করিবার ইচ্ছা বা সামর্থ্য নাই তখন দিল্লীতে এই ধরণের একটা চুক্তি করিয়া কৃষককে স্তোকবাক্য দিবার কি প্রয়োজন ছিল? এই চুক্তি সম্পাদিত হইবার পরে দায়িত্বশীল মন্ত্রীগণ মফঃস্বলে কৃষকগণকে অল্পমূল্যে পাট বিক্রয় না করিতে উপদেশ দিয়া বেড়াইয়াছেন। কিন্তু চটকল ও গবর্ণমেণ্ট কেহই চুক্তিমত পাট ক্রয় না করার দরুণ গত কয়েক দিনের মধ্যে ফাটকা বাজারে পাটের দর প্রতি বেলে ৫ টাকা কমিয়া গিয়াছে এবং মফঃস্বলেও উহার প্রতিক্রিয়া দেখা যাইতেছে। মন্ত্রীদের কথায় পাট না বেচিয়া কৃষক যে এতটা ক্ষতিগ্রস্ত হইল তাহা পূরণ করিবে কে?

বীমা আইনের সংশোধন

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারত সরকারের গেজেটের একটী অতিরিক্ত সংখ্যায় ভারতীয় বীমা আইনের সংশোধনের জন্য পরিকল্পিত একটী বিলের খসড়া প্রকাশিত হইয়াছে এবং ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে বর্ত্তমানে এই বিল লইয়া আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। বিলের একটী ধারা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছেন। নূতন বীমা আইনে এরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল যে প্রত্যেক বীমা কোম্পানীকে বীমার কাজ করিবার জন্য ভারত সরকারের বীমা বিভাগ হইতে একটী সার্টিফিকেট লইতে হইবে। তদনুসারে সমস্ত বীমা কোম্পানীই সার্টিফিকেট গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে নূতন বিলে বলা হইতেছে যে প্রত্যেক বীমা কোম্পানীকে প্রত্যেক বৎসর একটা নির্দ্দিষ্ট ফি দিয়া সার্টিফিকেট গ্রহণ করিতে হইবে এবং ব্যবসায়ের পরিমাণ ভেদে ফি'র পরিমাণ প্রত্যেক শ্রেণীর বীমার কাজের জন্য অনূর্দ্ধ এক হাজার টাকা হইবে। ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের উপর সার্টিফিকেটের নামে এই ধরণের একটা বার্ষিক ট্যাক্স বসাইবার কোন হেতুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বিলটীর ভাষা এরূপ কৌশলক্রমে রচিত হইয়াছে যাহাতে দেশের ক্ষুদ্রাকার বীমা কোম্পানীগুলিকে সার্টিফিকেট বাবদ বৎসরে কত টাকা দিতে হইবে তাহা বুঝা যায় না। তবে এই বিলে প্রভিডেণ্ট কোম্পানীর রেজিষ্ট্রেশন ফি বৎসরে ২ শত টাকা এবং নূতন বীমা কোম্পানীর প্রথম বৎসরের ফি ৫ শত টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কাজেই যে সব বীমা কোম্পানী বর্ত্তমানে ব্যবসা চালাইতেছে তাহাদের ফি'র পরিমাণ যে বৎসরে ৫ শত টাকা অপেক্ষা বেশী হইবে তাহা খুবই মনে করা যায়। তাহাও আবার প্রত্যেক শ্রেণীর বীমা ব্যবসায়ের জন্য। নূতন বিল পাশ হইলে দেশের যে সমস্ত বীমা কোম্পানী বৎসরে ৮।১০ লক্ষ টাকার বীমার কাজ করিয়া থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে মোটর বা অন্য শ্রেণীর কিছু কিছু বীমার কাজ করে তাহাদিগকেও রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেটের জন্য বৎসরে এক হাজার কি ততোধিক পরিমাণ টাকা দিতে হইবে।

কেবল বীমা কোম্পানী নহে। নূতন সংশোধন আইনে এজেণ্টদের উপরও অতিরিক্ত করভার চাপাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। এতদিন পর্য্যন্ত এজেণ্টদের লাইসেন্স ফি'র পরিমাণ এক টাকা নির্দ্ধারিত ছিল। সংশোধন আইনে উহার পরিমাণ তিন টাকা করিয়া নির্দ্ধারিত করা হইতেছে এবং কোন এজেণ্ট নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁহার লাইসেন্স পুনঃপ্রবর্ত্তন না করিলে তাঁহাকে এক টাকা জরিমানা করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কোম্পানীর উপর রেজিষ্ট্রেশন ফি'র ন্যায় উহাও যে একটা উৎপীড়নমূলক ব্যবস্থা তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

চা'লের মূল্য বৃদ্ধির আশঙ্কা

ভারত সরকার একটী বিজ্ঞপ্তিপত্রে জানাইয়াছেন যে প্রাচ্য দেশসমূহে যুদ্ধের পরিস্থিতি যে প্রকার দাঁড়াইয়াছে তাহাতে গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনে সমস্ত জাহাজ নিয়োজিত করা আবশ্যক হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতবর্ষে চা'ল আমদানীর পক্ষে অন্তরায় উপস্থিত হওয়ার দরুণ চা'লের মূল্য বৃদ্ধি হওয়া খুবই সম্ভবপর। তবে এই অবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না এবং কিছুকাল মধ্যে ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতে চা'ল আমদানীর জন্য জাহাজের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হইবে। কাজেই চা'লের সাময়িক অভাব দেখিয়া ব্যবসায়ীগণ যেন উহার মূল্য অত্যধিক চড়াইয়া না দেয়।

চা'লের মূল্য আরও বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কা দেখিয়া ভারত সরকার যে বিচলিত হইয়াছেন এজন্য তাঁহাদের নিকট আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। কিন্তু তাঁহারা যে আশ্বাসবাক্য দিয়াছেন এবং ব্যবসায়ীগণকে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা হইতে কেহই সান্ত্বনালাভ করিবে না। গবর্ণমেণ্ট বোধহয় আরব, তুরস্ক, মিশর প্রভৃতি দেশে যুদ্ধ বিস্তৃতির আশঙ্কার কথা মনে করিয়াই চা'ল আমদানীর পক্ষে জাহাজের অভাবকে একটা সাময়িক ব্যাপার বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু গত এক সপ্তাহের মধ্যে যে সমস্ত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, মালয় প্রভৃতি অঞ্চলেও যুদ্ধ বিস্তৃত হইয়া পড়িবে বলিয়া প্রবল আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। এই আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইলে ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতবর্ষে চা'লের আমদানী বহুদিন পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিতে পারে। এরূপক্ষেত্রে ব্যবসায়ীগণ যে চা'লের মূল্য অত্যধিক চড়াইয়া দিবে তাহা বলাই বাহুল্য। চা'লের ব্যাপারে বাঙ্গলা দেশ নিঃসন্দেহে দিন দিন একটা সঙ্গীন অবস্থার সম্মুখীন হইতেছে। অবিলম্বে উহার প্রতিকার হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাঙ্গলা সরকার পণ্যদ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য একজন অফিসার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি এই ব্যাপারে কি করিতেছেন?

শিল্পপ্রচেষ্টা ও মূলধন সমস্যা

সম্প্রতি ময়মনসিংহ সহরে কতিপয় বিশিষ্ট জমিদার ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের এক সভায় নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে, এন, দালাল বাঙ্গালীর শিল্পপ্রচেষ্টা ও মূলধন সমস্যা সম্পর্কে একটি সুচিন্তিত বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা এই বক্তৃতাটি বিশেষ সময়োচিত ও প্রণিধানযোগ্য বলিয়া মনে করি। বাঙ্গলা দেশের ভিতরে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের উপযোগী কাঁচামাল, শিল্পজাতদ্রব্যের চাহিদা, শিল্পকারখানায় কাজ করিবার উপযোগী শ্রমিক দল—কোনকিছুরই অভাব নাই। এই সব স্বাভাবিক সুযোগ সুবিধা সত্ত্বেও যে এপ্রদেশে শিল্পের বিশেষ প্রসার সাধিত হইতেছে না বর্ত্তমানে তাহার প্রধান কারণ মূলধন সংগ্রহের সমস্যা। যাঁহাদের হাতে টাকাকড়ি আছে তাঁহারা শিল্পব্যবসায়ে তাহা বড় একটা খাটাইতে চাহেন না। ফলে টাকার অভাবে এদেশে নূতন শিল্পব্যবসা গড়িয়া তোলা বিশেষ সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে না। যে সব শিল্প কারখানা দেশে স্থাপিত আছে নূতন মূলধন সংগ্রহের সুবিধা না থাকাতে উহাদেরও প্রয়োজনানুরূপ বিস্তৃতি সাধন করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শিল্পের মূলধন সরবরাহ বিষয়ে এই মারাত্মক অসুবিধা দূর করিবার জন্য মিঃ দালাল তাঁহার বক্তৃতায় দেশে উপযুক্ত সংখ্যক ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করিয়াছেন। দেশের অর্থ বিনিয়োগকারী ও শিল্পোদ্যোগীদের ভিতর প্রয়োজনীয় যোগাযোগ স্থাপন করিবার পক্ষে এইরূপ ব্যাঙ্কের সার্থকতা খুবই বেশী। কিন্তু এদেশে বর্ত্তমানে উপযুক্ত সংখ্যক

কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক গড়িয়া উঠিলেও ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক খুব কমই স্থাপিত হইয়াছে। কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলি শিল্প ব্যবসায়ের প্রয়োজনে সাময়িক-ভাবে উহার কার্য্যকরী মূলধন যোগাইতে পারে। কিন্তু শিল্প কারখানার জমি, বাড়ী, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য বেশীদিনের মিয়াদে অর্থ দাদন করা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের পক্ষে সহজও নহে—সঙ্গতও নহে। কেননা, উহাদের গচ্ছিত টাকার বেশীর ভাগই স্বল্প মিয়াদী আমানত। এই অবস্থায় শিল্পব্যবসায়ের পক্ষে প্রয়োজনীয় দীর্ঘ মিয়াদী অর্থ দাদনের জন্য মিঃ দালাল দেশে উপযুক্ত সংখ্যক ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক স্থাপনের পরামর্শ দিয়াছেন। এই শ্রেণীর ব্যাঙ্ক দেশের লোকের নিকট হইতে দীর্ঘদিনের মিয়াদে টাকা আমানত গ্রহণ করিয়া তাহা দীর্ঘদিনের জন্য শিল্প ব্যবসায়ে নিয়োগ করিবে। আর তাহাতে দেশের শিল্পোন্নতি সম্ভবপর হইয়া উঠিবে। মিঃ দালাল দেশে একজন কৃতি ব্যবসায়ী বলিয়া সুপরিচিত। শিল্প ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে তিনি অনেকবার অনেক বক্তৃতায় শিল্পের মূলধন সরবরাহ বিষয়ে একটা সুব্যবস্থা করা সম্পর্কে দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার এইরূপ চেষ্টার ফলে দেশের বিত্তশালী ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর দৃষ্টি যদি এই অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে নিয়োজিত হয় তবে তাহাতে দেশের মহোপকার সাধিত হইবে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের বাজেট

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা কর্পোরেশনের ১৯৪১-৪২ সালের যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করা হইয়াছে তাহাতে চলতি বৎসরের মত আগামী বৎসরের জন্যও বেশী রকম ঘাটতি অনুমিত হইয়াছে। আগামী বৎসরে কর্পোরেশনের আয় ২ কোটী ৫৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ও ব্যয় ২ কোটী ৫৯ লক্ষ টাকা ধরিয়া শেষ পর্য্যন্ত ৭৬ হাজার টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। ১৯৪১-৪২ সালের প্রথমে মোট ৪০ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা নগদ তহবিল নিয়া কার্য্য সুরু করা হইবে। উহা হইতে অনুমিত ঘাটতি পূরণ করিয়া আগামী বৎসরের শেষে কর্পোরেশনের এই নগদ তহবিলের পরিমাণ দাঁড়াইবে ৩৯ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা।

উপরোক্ত বাজেট বরাদ্দ কলিকাতা কর্পোরেশনের ক্রমিক আর্থিক দুর্দ্দশার পরিচায়ক। গত ১৯৩৪-৩৫ সাল হইতে প্রতি বৎসরই কলিকাতা কর্পোরেশনের আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হইতেছে। আর পূর্ব্বেকার উদ্বৃত্ত তহবিল দ্বারা এইরূপ ঘাটতি পূরণ করা হইতেছে। ১৯৩০-৩১ সালে কলিকাতা কর্পোরেশনের হাতে ১ কোটী টাকার মত নগদ তহবিল ছিল। এই তহবিল কমিয়া গিয়া ১৯৪১-৪২ সালের শেষ পর্য্যন্ত মাত্র ৩৯ লক্ষ টাকায় পর্য্যবসিত হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। কর্পোরেশনের এইরূপ আর্থিক দুরবস্থা খুব শোচনীয় হইলেও কর্পোরেশনের কর্ত্তৃপক্ষ এই দুরবস্থা কাটাইয়া উঠিবার জন্য কোন সুসঙ্গত চেষ্টাযত্ন নিয়োগ করিতেছেন না তাহা দুঃখের বিষয়। আয়ের সহিত ব্যয়ের সামঞ্জস্য না থাকাতেই কর্পোরেশনের বর্ত্তমান দুরবস্থা দেখা দিয়াছে। সে হিসাবে অবিলম্বে ব্যয় হ্রাসের একটা কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন করা কর্পোরেশনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। কিন্তু এই ব্যয় হ্রাসের ব্যাপারে একটা বিষয় বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, নাগরিক জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধায়ক কর্ম্মধারার উপর কর্পোরেশনের সার্থকতা নির্ভর করিতেছে। আর সেজন্য ঐ সব দিকের প্রয়োজনীয় ব্যয় বরাদ্দ কমাইয়া দিয়া কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থা উন্নত করিতে যাওয়া কাহারও অভিপ্রেত নহে। কর্পোরেশনের উচ্চ কর্ম্মচারীদের অতিরিক্ত বেতন ও ভাতা ইত্যাদি সম্পর্কে দীর্ঘকাল যাবৎ সাধারণের একটা বিক্ষোভ লক্ষ্য করা যাইতেছে। কংগ্রেস ভারতে সর্ব্বোচ্চ মাহিয়ানার হার স্থির করিয়া দিয়াছেন মাসিক ৫০০ টাকা। কিন্তু মাহিয়ানা ও ভাতা লইয়া মাসিক কয়েক সহস্র টাকা পাইতেছেন এরূপ অফিসারও কর্পোরেশনে রহিয়াছেন। গত কয়েক বৎসর যাবৎ ক্রমাগতই যখন বাজেটে ঘাটতি পড়িতেছে তখন কর্পোরেশনের পক্ষে উচ্চ কর্ম্মচারীদের মাহিয়ানা হ্রাস করিয়া ব্যয় সঙ্কোচের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা খুবই কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু তাহা না করিয়া ব্যয় সঙ্কোচের নামে কর্পোরেশন কর্ত্তৃপক্ষ নাগরিক জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় কতকগুলি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সাহায্য হ্রাস করিবার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা কোনদিক দিয়াই সুবিবেচনার পরিচায়ক নহে। চলতি বৎসরের তুলনায় আগামী বৎসরে প্রাথমিক শিক্ষা বাবদ ব্যয় ২লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা পরিমাণে, হাঁসপাতাল প্রভৃতিতে সাহায্য ৮ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা পরিমাণে ও সহরের লাইব্রেরীগুলিতে সাহায্যের পরিমাণ ৫৩ হাজার টাকা পরিমাণে হ্রাস করা হইয়াছে। এই ধরণের ব্যয় সঙ্কোচের বদলে উচ্চ কর্ম্মচারীদের বেতন হ্রাস ও অন্যান্য ধরণের অবান্তর ব্যয় বাহুল্য হ্রাসের দিকে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি নিয়োজিত হইতে দেখিলে আমরা সুখী হইতাম।

রপ্তানী বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় জাপান

জাপানী মালপত্রের আমদানী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বোম্বাইয়ের 'টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়া' পত্রে সম্প্রতি যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে গত সপ্তাহের 'আর্থিক জগতে' তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে। ভারতে জাপানী পণ্যের আমদানী কিরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে বিগত সরকারী বৎসরের প্রথম নয় মাস এবং বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম নয় মাসে উভয় দেশের আমদানী রপ্তানীর পরিমাণ আলোচনা করিয়া তাহা এই প্রসঙ্গে দেখান হইয়াছে। জাপান হইতে ভারতবর্ষে রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য জাপান গবর্ণমেণ্টও যে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন তৎসম্পর্কে ইতিমধ্যে আরও তথ্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতের বাজারসমূহে জাপানী পণ্যের কাট্‌তি বৃদ্ধির জন্য কিছুকাল পূর্ব্বে করাচীতে একটী অতিরিক্ত জাপানী কনসুলার আফিস খোলা হইয়াছে। রপ্তানী বাণিজ্য প্রসারের উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি যে কয়েকটী বিশেষ আইন প্রণয়ণ করিয়াছেন তাহাও উল্লেখযোগ্য। বৈদেশিক মুদ্রাবিনিময় বা বাট্টার হার সম্পর্কে যে আইন এতদিন বলবৎ ছিল রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য তাহা সংশোধন করা হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে বিদেশে পণ্য রপ্তানী করিয়া কোন বণিক ক্ষতিগ্রস্ত হইলে সরকারী তহবিল হইতে এই ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিয়া অপর একটী আইন পাশ হইয়াছে এবং পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহা কার্য্যকরী করা হইয়াছে।

বর্ত্তমানে জাপান হইতে যে সমস্ত পণ্য অধিক পরিমাণে আমদানী হইতেছে তন্মধ্যে কলকব্জা, রাসায়নিক ও রঞ্জনদ্রব্য, এবং কৃত্রিম রেশমই উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বেশীর ভাগের জন্য ভারতবর্ষ বিদেশের মুখাপেক্ষী। জাপানী পণ্যের আমদানী নিয়ন্ত্রণ করা বিবেচিত হইলে উল্লিখিত পণ্যক্রয়ের পক্ষে বিশেষ অসুবিধা না হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা সরকারের কর্ত্তব্য। জাপান হইতে এই সমস্ত পণ্যের আমদানী হ্রাস পাইলে আমেরিকা হইতে তাহা ক্রয় করার সুযোগ অন্বেষণ করা উচিত হইবে।

বাঙ্গলা সরকারের বাজেট

গত শনিবার অর্থসচিব মিঃ সুরাবর্দ্দী বাঙ্গলা সরকারের আগামী ১৯৪১-৪২ সালের যে বাজেট উপস্থিত করিয়াছেন তাহার মধ্যে নূতনত্ব কিছুই নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ববারের মত এবারও আয়ের তুলনায় ব্যয়ের পরিমাণ অনেক বেশী করিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে এবং এই ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য দেশবাসীর উপর নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করিবার দাবী জানান হইয়াছে।

অর্থসচিব গত বৎসর যখন বাজেট উপস্থিত করেন সেই সময়ে ১৯৩৯-৪০ সালের রাজস্বের খাতে আয়ব্যয়ের হিসাবে ১৪ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত বৎসরের শেষের দিকে আয়ের পরিমাণ অপ্রত্যাশিতভাবে ২৯ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং ব্যয় ৪৫ লক্ষ টাকা হ্রাস করাতে এই বৎসরে ১৪ লক্ষ টাকা ঘাটতির পরিবর্ত্তে ৬০ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হয় এবং বৎসরের শেষে গবর্ণমেণ্টের হাতে ঐ খাতে ৬০ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। কিন্তু উহার মধ্যে হিসাবের পদ্ধতি পরিবর্ত্তনের জন্য ৪২ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে এবং ১০ লক্ষ টাকা জেলাবোর্ড ইত্যাদি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের হিসাবে জমা রহিয়াছে। কাজেই এই বৎসরে বাঙ্গলা সরকারের আয় হইতে সমস্ত ব্যয় সঙ্কুলান হইয়া মাত্র ৮ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছিল বলা যায়।

চলতি ১৯৪০-৪১ সালে রাজস্বের হিসাবে আয়ের তুলনায় ৫৬ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা এবং মূলধন বিনিয়োগ খাতে আয়ের তুলনায় ২৫ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা অধিক ব্যয় হইবে বলিয়া গত বৎসর বাজেট উপস্থিত করিবার সময় বরাদ্দ করা হইয়াছিল। কিন্তু ৯।১০ মাসের হিসাব দৃষ্টে গত শনিবার অর্থসচিব এরূপ জানাইয়াছেন যে চলতি বৎসরে রাজস্বের হিসাবে ১ কোটী ৩ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে। তবে মূলধন খাতে এই বৎসরে ঘাটতির পরিবর্ত্তে ৭৯ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে। যদিও উহার মধ্যে ৭৫ লক্ষ টাকাই ঋণ গ্রহণ করিয়া উদ্বৃত্ত দেখান হইয়াছে। যাহা হউক চলতি বৎসরে রাজস্বের খাতে ঘাটতি এবং মূলধন বিনিয়োগ খাতে উদ্বৃত্ত—এই উভয় মিলিয়া গবর্ণমেণ্টের তহবিলে ২৪ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইয়াছে। চলতি বৎসরের প্রথমে গবর্ণমেণ্টের হাতে রাজস্ব ও মূলধন বিনিয়োগ—এই উভয় খাতে উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ২ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা। কাজেই বৎসরের শেষে অর্থাৎ আগামী বৎসরের প্রথমে উহার পরিমাণ দাঁড়াইবে ১ কোটী ৯২ লক্ষ টাকা।

আগামী বৎসরে বাঙ্গলা সরকারের রাজস্বের অবস্থা আরও শোচনীয় হইবে। ঐ বৎসরে রাজস্বের খাতে গবর্ণমেণ্টের মোট আয় ১৪ কোটী ৩ লক্ষ টাকা এবং মোট ব্যয় ১৫ কোটী ৩৭ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। কাজেই এই দফায় আগামী বৎসরে ১ কোটী ৩৪ লক্ষ টাকা ঘাটতি দাঁড়াইবে। মূলধন বিনিয়োগ খাতে আগামী বৎসরে আয়ের পরিমাণ ১৭ কোটী ৯৭ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়ের পরিমাণ ১৮ কোটী ২২ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। সুতরাং এই দফাতেও ২৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে এবং রাজস্ব ও মূলধন বিনিয়োগ—এই উভয় দফায় মোট ঘাটতির পরিমাণ হইবে ১ কোটী ৫৯ লক্ষ টাকা। উপরে বলা হইয়াছে যে বৎসরের প্রথমে গবর্ণমেণ্টের হাতে মজুদ তহবিলের পরিমাণ দাঁড়াইবে ১ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা। উহা হইতে যদি ঘাটতি বাবদ ১ কোটী ৫৯ লক্ষ টাকা চলিয়া যায় তাহা হইলে আগামী বৎসরের শেষে গবর্ণমেণ্টের হাতে মাত্র ২৪ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে। যাহাদিগকে বৎসরে রাজস্ব ও মূলধন বিনিয়োগ—এই উভয় খাতে সাড়ে তেত্রিশ কোটী টাকার মত ব্যয় করিতে হয় তাহাদের পক্ষে হাতে মাত্র ২৪ লক্ষ টাকা লইয়া কাজ করা যে কত অসম্ভব তাহা বলাই বাহুল্য।

অর্থসচিব এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিকারকল্পে প্রস্তাবিত বিক্রয়-করের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই বিলটী কি ভাবে পাশ হইবে এবং উহার বাবদ গবর্ণমেণ্টের কত টাকা আয় হইবে তাহা এখনও বুঝা যাইতেছে না। তবে তাঁহার আশা এই যে বিলটী এমন-ভাবে পাশ হইবে যাহার ফলে কেবল আগামী বৎসরের ঘাটতি পূরণ হইবে না—এই নূতন করের ফলে জাতিগঠনমূলক কাজের জন্য গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অধিকতর পরিমাণে অর্থব্যয় করা সম্ভব হইবে। এই প্রসঙ্গে অর্থসচিব আরও জানাইয়াছেন যে বিক্রয়করই দেশের উপর সর্ব্বশেষ ট্যাক্স নহে। জাতিগঠনমূলক কাজের জন্য তাঁহাদিগকে উহার পরেও আরও নূতন নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করিতে হইবে এবং উহা অবিলম্বেই করা হইবে (We have to explore still further means of increasing our revenue at no distant date.)

জাতিগঠনমূলক কাজের জন্য অর্থ বিনিয়োগ করা গবর্ণমেণ্টের একটা অত্যাবশ্যকীয় কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই। আর ঠিক ঠিক জাতিগঠন-মূলক কাজে যদি অর্থ বিনিয়োগ করা হয় তাহা হইলে দেশবাসীর পক্ষে এই উদ্দেশ্যে সাধ্যমত ট্যাক্স প্রদান করাও কর্ত্তব্য। কিন্তু বাঙ্গলা সরকার জাতিগঠনের নাম লইয়া যে ভাবে অর্থ ব্যয় করিতে-ছেন এবং এজন্য যে ভাবে দেশের উপর একের পর আর একটী করিয়া ট্যাক্স বসাইতেছেন তাহা দেশের লোক কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারে না। বাঙ্গলা দেশে যখন নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয় সেই সময়ে রাজস্ব বাবদ বাঙ্গলা সরকারের বার্ষিক আয়ের পরিমাণ ছিল ১১॥ কোটী টাকা। ঐ সময়ে বাঙ্গলা সরকারকে ঋণের সুদ বাবদ বৎসরে ৩২ লক্ষ টাকার মত দিতে হইত। নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের ঋণ মকুব হয় এবং পাট-রপ্তানী শুল্ক, আয়কর ইত্যাদির দফায় উহাদের আয় উল্লেখযোগ্য-ভাবে বৃদ্ধি পায়। ইহার উপর গবর্ণমেণ্ট দেশের উপর বৃত্তিকর নামক একটী নূতন কর বসান। উহার ফলে বর্ত্তমানে রাজস্বের খাতে গবর্ণমেণ্টের আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে বৎসরে ১৪ কোটী টাকা। মোটের উপর গত ৫ বৎসরে ঋণের সুদ বাবদ গবর্ণমেণ্টের খরচা ১॥ কোটী টাকা কমিয়াছে এবং আয় অন্ততঃ ১০ কোটী টাকা বেশী হইয়াছে। এই ভাবে অতিরিক্ত প্রায় ১২ কোটী টাকা পাওয়া সত্ত্বেও আজ পর্য্যন্ত জাতিগঠনমূলক উল্লেখযোগ্য কোন কাজে তাঁহারা অবতীর্ণ হন নাই। অথচ উহারা বরাবর অর্থাভাবের অজুহাত দেখাইয়া জাতিগঠনমূলক কাজের জন্য আরও অর্থ প্রদান করিবার জন্য আর্ত্তনাদ করিতে কোন কসুর করিতেছেন না।

বাঙ্গলা সরকারের জাতিগঠনমূলক কাজের নমুনা কিরূপ তাহা দেশবাসী পূর্ব্বে দেখিয়াছেন। বর্ত্তমান বৎসরেও উহার অনেক নমুনা পাওয়া গিয়াছে। চলতি বৎসরের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত

(১০২৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভারত সরকারের আগামী বাজেট

বর্ত্তমান মাসের শেষভাগে ভারত সরকারের ১৯৪১-৪২ সালের াজেট কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থিত করা হইবে। বাজেট ম্পর্কে প্রায় মাসাধিককাল যাবত নানারূপ জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ ইয়াছে এবং ইতিমধ্যে ট্যাক্সবৃদ্ধির গুজবে বিভিন্ন শেয়ার বাজারেও াতিক্রিয়া দেখা গিয়াছিল। ট্যাক্স বৃদ্ধির আশঙ্কা ব্যবসায়ী মহলের ন হইতে সম্পূর্ণ তিরোহিত না হইলেও সম্প্রতি এই গুজবের প্রতি-ক্রিয়া কতকটা হ্রাস পাইয়াছে এবং শেয়ার বাজারেও পুনরায় ৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আগামী বাজেটে ট্যাক্স দ্ধি হইবে না—কিংবা নূতন ট্যাক্স ধার্য্য হইবে না এরূপ কল্পনা করার ানরূপ অবকাশ নাই। কোন্ ট্যাক্স বৃদ্ধি হইবে এবং দেশবাসীর পর নূতন করিয়া কোন্ ট্যাক্স বসান হইবে তাহা নির্দ্দেশ করা ঠিন। তবে সরকারী আয়-ব্যয়ের গতি আলোচনা করিয়া আগামী াজেট সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা জন্মিয়াছে বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাই ালোচনা করা যাইতেছে।

ব্যয়ের দিক দিয়া সামরিক ব্যয়-সঙ্কুলানের সমস্যাই বর্ত্তমানে ারত সরকারের সর্ব্বাপেক্ষা বড় সমস্যা এবং একমাত্র সমস্যা বলা লে। যুদ্ধ শেষ না হইলে আগামী বৎসরে বর্ত্তমান বৎসরের তুলনায় া সমর-ব্যয় আরও বৃদ্ধি পাইবে তাহাও ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। বগত বৎসরের বাজেটে সামরিক বিভাগের ব্যয় বাবদ ৫২॥ কোটি াকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। সম্প্রতি স্যার জেরেমী রেইস্‌ম্যান প্রকাশ রিয়াছেন যে, ভারত সরকারের দৈনিক গড়পরতা সমর-ব্যয় প্রায় ২০ াক্ষ টাকা। এই হিসাবে সারা বৎসরে সামরিক বিভাগের ব্যয় দাঁড়ায় ৩ কোটি টাকা এবং ইহা মূল বরাদ্দ অপেক্ষা প্রায় ২০ কোটি টাকা বশী। চল্‌তি বৎসরে যে সমস্ত ট্যাক্সবৃদ্ধি করা হইয়াছে তাহা ইতে এবং বিবিধ সমর-ঋণলব্ধ অর্থ দ্বারা এই অতিরিক্ত ব্যয় মিটান াম্ভব হইতে পারে। কিন্তু আগামী বৎসরের বর্দ্ধিত ব্যয় সঙ্কুলানের ন্য ভারত সরকারকে ঋণ করিয়াই হউক কিংবা ট্যাক্সবৃদ্ধি করিয়াই উক এই দাবী পূরণ করিতে হইবে। ঋণ এবং ট্যাক্সবৃদ্ধি হওয়ার মার একটি কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের শুল্ক বিভাগে আয় হ্রাস। শুল্কের দফায় আয় গত কয়েক মাস যাবত উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পাইতেছে এবং আগামী বৎসরে এই ক্ষতিপূরণের জন্য ট্যাক্স ধার্য্য কিংবা ঋণ গ্রহণ করিয়া একটা মোটা টাকার যে ব্যবস্থা করিতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। চল্‌তি সরকারী বৎসরের প্রথম আট মাসে বিগত বৎসরের এই সময়ের তুলনায় আমদানী ও রপ্তানী শুল্কের দফায় ৫ কোটি টাকা কম আয় হইয়াছে। কিন্তু এই সময় মধ্যে উৎপাদন শুল্ক বাবদ ২ কোটি টাকা বেশী আয় হইয়াছে। যুদ্ধের দরুণ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্য্য বৃদ্ধি পাইবে সম্ভাবনায় উৎপাদন শুল্কের দফায় আগামী বৎসরে আরও আয়বৃদ্ধির আশা করা যায়। কিন্তু উহাতে শুল্ক বিভাগের সমষ্টিগত আয় কমই থাকিয়া যাইবে। আয়কর কেন্দ্রীয় রাজস্বের আর একটী প্রধান স্তম্ভ। নূতন আয়কর আইন বলবৎ হওয়ায় সকল শ্রেণীর কোম্পানীকেই সুপারট্যাক্স দিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ সম্প্রতি আয়করের উপর একটি সারচার্জ্জ ধার্য্য হইয়াছে। কাজেই আয়কর বাবদ আগামী বৎসর একটা মোটা আয়ের সম্ভাবনা দেখা যায়। শিল্প ব্যবসায়ে উন্নতির দরুণও আয়কর বাবদ আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার সুযোগ রহিয়াছে।

অতিরিক্ত ব্যয় সঙ্কুলানের নিমিত্ত ভারত সরকার যে সমস্ত ট্যাক্সের শরণাপন্ন হইবেন বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে তন্মধ্যে অতিরিক্ত লাভের উপর ট্যাক্স অন্যতম। বর্ত্তমানে শতকরা ৫০৲ টাকা হারে এই ট্যাক্স ধার্য্য আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে গুজব রটিয়াছিল যে ভারত সরকার ইংলণ্ডের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া এই ট্যাক্সের হার শতকরা ১০০৲ টাকায় উন্নীত করিবেন। অতিরিক্ত লাভের উপর ট্যাক্স এদেশে সম্পূর্ণ নূতন। বর্ত্তমান অবস্থায় বিভিন্ন দিক দিয়া এই ট্যাক্সের দফায় আয়ব্যয়ের সম্যক বিবরণও সংগৃহীত হয় নাই। এই অবস্থায় এই করের হার আগামী বাজেটে শতকরা ১০০৲ টাকা করা হইবে বলিয়া আমরা ধারণা করিতে পারিনা। ইহা বৃদ্ধিকরা নেহাৎ প্রয়োজনীয় হইলেও শতকরা ৭৫৲ টাকার বেশী হইবে না, এরূপ আশা করা অন্যায় নয়। ঘাট্‌তি নিবারণ এবং আয় বৃদ্ধির জন্য গত কয়েক বৎসর যাবত উৎপাদন শুল্ক গবর্ণমেণ্টের একটি প্রধান উপায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আগামী বাজেটে গবর্ণমেণ্ট পুনরায় এই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উৎপাদন শুল্ক বৃদ্ধি এবং নূতন নূতন দুই একটী উৎপাদন শুল্ক ধার্য্য করিতে পারেন। এযাবত প্রতিবৎসর উৎপাদন শুল্ক বাবদ শর্করা শিল্প বহু অর্থ সরকারী তহবিলে প্রদান করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু শর্করা শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট উহার উপর উৎপাদন শুল্ক বৃদ্ধি করিতে সাহসী হইবেন বলিয়া মনে হয় না। দিয়াশলাই, লবণ এবং বস্ত্রশিল্পের উপর উৎপাদনশুল্ক ধার্য্য হইবে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। যুদ্ধের সুযোগে যে সমস্ত শিল্প লাভবান হইতেছে আগামী বাজেটে উৎপাদনশুল্ক ধার্য্য ব্যাপারে ইহাদের প্রতিও অর্থসচিব বিশেষ দৃষ্টিপাত করিলে আমরা বিস্মিত হইব না। আয়কর ধার্য্যযোগ্য নিম্নতম আয়ের পরিমাণ দুই হাজার টাকা হইতে এক হাজার টাকা করার সম্ভাবনাও কেহ কেহ উল্লেখ করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির দিনে এই ব্যবস্থায় দেশবাসী যে মোটেই সম্মত হইবে না তাহা বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করাই হয়ত সমীচীন মনে করিবেন। ইহার আর একটী কারণও আছে। আয়কর বাবদ আয় বৃদ্ধি হইলে নিমেয়ারী ব্যবস্থার ফলে প্রদেশসমূহও তাহার অংশ গ্রহণ করিবে। ইহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের লাভের অঙ্ক হ্রাস হওয়া অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য যুদ্ধের অজুহাতে শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া আয়করের সাকুল্য টাকাটাই ভারত সরকার সাময়িকভাবে স্বীয় তহবিলের অন্তর্গত করিয়া নিতে পারেন।

উপরে যে সমস্ত ট্যাক্সের কথা আলোচিত হইল তাহার অধিকাংশই প্রদান করিবে শিল্প এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ। কিন্তু শিল্পের উপর ট্যাক্সের বোঝা চাপাইবারও যে একটা সীমা আছে তাহা অর্থসচিবের পক্ষে ভুলিয়া গেলে চলে না। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর ভারতীয় শিল্পের উপর বার্ষিক ১৮ কোটি টাকার অতিরিক্ত ট্যাক্স ধার্য্য করা হইয়াছে। আগামী বাজেটে শিল্পের লাভক্ষতির প্রশ্ন বিচার না করিয়া, করের উপর কর ধার্য্য করিলে এবং বর্ত্তমান করসমূহের হার বৃদ্ধি করিলে ভারতীয় শিল্পের ভিত্তি নিশ্চয়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। ইহার ফল হইবে এই যে উৎসাহী ব্যক্তিগণ আর শিল্প প্রসারে অগ্রসর হইবেন না এবং পরিণতিস্বরূপ শিল্প হইতে বিভিন্ন করের

(১০১৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভারতীয় বিদেশী ঋণ পরিশোধ

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগ একথা ঘোষণা করিয়াছেন যে ভারতবাসীর তরফ হইতে ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন সময়ে নির্দ্দিষ্ট মেয়াদ অন্তে পরিশোধের সর্ত্তে ইংলণ্ডে পাউণ্ড মুদ্রার হিসাবে যে সমস্ত ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহার মধ্যে ৯ কোটী পাউণ্ড (১২০ কোটী টাকা) পরিমিত ঋণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত পাউণ্ডের হিসাবে ন্যস্ত সম্পত্তির দ্বারা শোধ করিয়া দেওয়া হইবে। এই সংবাদ প্রকাশিত হইবার পর উহা লইয়া সংবাদপত্রে বিভিন্ন প্রকার জল্পনাকল্পনা চলিতেছে এবং উক্ত ব্যবস্থায় ভারতীয় অর্থনীতি কি ভাবে প্রভাবিত হইবে তৎসম্বন্ধে অনেকের মনে একটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। এজন্য বিষয়টী একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা আমরা আবশ্যক বোধ করিতেছি।

একথা সকলেই জানেন যে ভারতবর্ষ ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী দেশ সমূহে যুদ্ধ বিগ্রহের ব্যয়, সরকারী তহবিলের ঘাটতি পূরণ, রেলপথ বিস্তার, সেচকার্য্যের প্রসার ইত্যাদি বহুবিধ কারণ দেখাইয়া ভারত সরকার ভারতবাসীর তরফ হইতে বহুল পরিমাণ টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এই ঋণের সাকুল্য অংশ ভারতবর্ষে টাকার হিসাবে গ্রহণ করা হয় নাই। উক্ত ঋণের অনেকাংশ ইংলণ্ডে পাউণ্ড মুদ্রার হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। গত ১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে ভারত সরকারের মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ১১৯৫ কোটী ২৬ লক্ষ টাকা। উহার মধ্যে ভারতবর্ষে টাকার হিসাবে গৃহীত ঋণের পরিমাণ ৭৩২ কোটী ৪৬ লক্ষ টাকা এবং ইংলণ্ডে পাউণ্ডের হিসাবে গৃহীত ঋণের পরিমাণ ৪৬২ কোটী ৮০ লক্ষ টাকা ছিল।

ভারতবাসীর তরফ হইতে যে ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতবাসীর স্বার্থের জন্য গৃহীত হয় নাই। এই বিষয়ে কংগ্রেসের অভিমত যে উক্ত ঋণ বৃটীশ সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্যই গৃহীত হইয়াছে এবং ভারতবাসী উহা পরিশোধ করিতে ন্যায়তঃ বাধ্য নহে। এই প্রশ্ন এখানে বিচার করিয়া লাভ নাই। তবে যাহারা ঋণের দায়িত্ব অস্বীকার করেন না তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে ভারতবাসীর তরফ হইতে পাউণ্ডের হিসাবে ইংলণ্ডে গৃহীত ঋণের বিরোধী। উহার কারণ এই যে ইংলণ্ডে ভারতবাসীর তরফে বহু কোটী টাকা ঋণ গ্রহণ করার ফলে ভারতবর্ষের শাসন ব্যাপারে ভারতবাসীর হাতে কিছু ক্ষমতা দিবার প্রশ্ন উঠিলেই উক্ত ঋণদাতাদের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিগণ উহাতে প্রবল আপত্তি উত্থাপন করেন। কারণ উঁহাদের ভয় যে ভারতবাসী দেশশাসন ব্যাপারে ক্ষমতা হাতে পাইলেই ইংলণ্ডের অধিবাসীদের প্রদত্ত ঋণের টাকা পরিশোধ করিতে অস্বীকার করিবে। ইংলণ্ডে গৃহীত ঋণের বিরুদ্ধে ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গের আর এক আপত্তির কারণ হইতেছে এই যে উক্ত ঋণের সুদ হিসাবে বৎসর বৎসর ভারতবর্ষ হইতে বহু টাকা ইংলণ্ডে চলিয়া যাইতেছে। উক্ত ঋণের সুদ বাবদ বর্ত্তমানে প্রত্যেক বৎসর ভারতবর্ষকে ইংলণ্ডে সাড়ে ষোল কোটী টাকার মত প্রেরণ করিতে হইতেছে। ভারত সরকারের সাকুল্য ঋণ যদি ভারতবর্ষে গৃহীত হইত তাহা হইলে এই সুদের টাকাটা ভারতবর্ষেই থাকিয়া যাইবে বলিয়া উঁহাদের ধারণা।

এই সব কারণে সরকারী রাজস্ব হইতে টাকা বাঁচাইয়া না হউক অন্ততঃ ভারতবর্ষে টাকার হিসাবে ঋণ গ্রহণ করিয়া তাহা দ্বারা ইংলণ্ডের পাওনাদারদের টাকা যাহাতে শোধ করিয়া দেওয়া হয় তজ্জন্য বহুদিন ধরিয়া ভারতবাসী দাবী জানাইয়া আসিতেছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট প্রথম প্রথম উহাতে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। বরং ইংলণ্ডে অপেক্ষাকৃত কম সুদে টাকা ধার পাওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা তথায় বেশী সুদে টাকা ধার করিবার দিকে ঝোঁক দেখাইয়াছেন। কিন্তু ইদানীং নানা কারণে ইংলণ্ডের অধিবাসীদের মনে এরূপ একটা ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া মনে হয় যে ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডের দাদনী কারবার তুলিয়া লওয়া উচিত। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া বহু ইংরাজ ভারতবর্ষের কলকারখানা, ব্যাঙ্ক ইত্যাদিতে তাঁহাদের যে শেয়ার ছিল তাহা বেচিয়া দিতেছেন। ঠিক এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই কিনা জানি না ভারত সরকারও গত ১৯৩৭ সাল হইতে ইংলণ্ডে পাউণ্ডের হিসাবে গৃহীত ঋণ শোধ করিয়া দেওয়ার নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। এই নীতি অনুযায়ী ১৯৩৭-৩৮ ও ১৯৩৮-৩৯ সালে ১২ কোটী ৬৭ লক্ষ টাকা, ১৯৩৯-৪০ সালে ১২ কোটী ৪৫ লক্ষ টাকা এবং উহার পরবর্ত্তী সময়ে ১০ কোটী ৩৪ লক্ষ টাকার সমপরিমাণ ঋণ শোধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমানে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগ হইতে যে ঘোষণা করা হইয়াছে তাহার ফলে ইংলণ্ডে পাউণ্ডের হিসাবে গৃহীত ঋণের মধ্যে আরও ১২০ কোটী টাকার সমপরিমাণ ঋণ পরিশোধ হইবে এবং এজন্য ভারতবর্ষ কর্ত্তৃক ইংলণ্ডে প্রেরিত সুদের পরিমাণ বৎসরে ৫ কোটী টাকার মত হ্রাস পাইবে।

কেহ কেহ মনে করিতেছেন যে ইংলণ্ডে প্রেরিতব্য সুদের পরিমাণ ৫ কোটী টাকা হ্রাস হওয়ার ফলে ভারত সরকারের ব্যয়ও এই পরিমাণ কমিয়া গেল। এই চিন্তা ভ্রান্তধারণা প্রসূত। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত পাউণ্ড মুদ্রার হিসাবে সংরক্ষিত যে সম্পত্তির সাহায্যে ইংলণ্ডে ৯ কোটী পাউণ্ডের ঋণ শোধ করিয়া দেওয়া হইতেছে তাহা ভারত সরকারের সম্পত্তি নহে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কও ইচ্ছা মত এই টাকা ভারত সরকারকে দিয়া দিতে পারে না। কারণ ভারতবর্ষে যে ২৬০ কোটী টাকার নোট চলতি আছে তাহার অন্যতম জামীন হিসাবেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হস্তে উপরোক্ত সম্পত্তি সঞ্চিত রাখা হইয়াছিল। এক্ষণে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাত হইতে ৯ কোটী পাউণ্ডের সম্পত্তি যদি ভারত সরকারের পাউণ্ডের হিসাবে গৃহীত ঋণ পরিশোধে চলিয়া যায় তাহা হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে তদনুপাতে প্রচলিত নোটের পরিমাণ হ্রাস, স্বর্ণ বা টাকার হিসাবে গৃহীত ঋণপত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং নোটের জামীন হিসাবে সংরক্ষিত মোট সম্পত্তির পরিমাণ হ্রাস—এই তিনটীর একটী পন্থা গ্রহণ করিতে হইবে। বর্ত্তমানে যুদ্ধের জন্য দেশে প্রচলিত নোটেরপরিমাণ হ্রাস করা সম্ভবপর নহে। এক্ষণে স্বর্ণের মূল্য যে প্রকার চড়া যাইতেছে এবং বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের কাজে ভারতবর্ষে প্রাপ্ত সমস্ত স্বর্ণ নিয়োজিত করিবার যে প্রকার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষে নোট ভাঙ্গাইবার জামীন হিসাবে নূতন স্বর্ণ সংগ্রহ করাও সম্ভব নহে। আর তাহা সম্ভব হইলেও স্বর্ণ ক্রয় করার জন্য টাকার ব্যবস্থা করার সমস্যা থাকিয়াই যায়। অবশ্য এক উপায়ে গবর্ণমেণ্ট স্বর্ণের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে নোট ভাঙ্গাইবার জামীন হিসাবে বর্ত্তমানে ৪৪ কোটী ৪১ লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণ মজুদ আছে। কিন্তু স্বর্ণের মূল্য প্রতি ভরি

২১ টাকার কাছাকাছি দরে হিসাব করিয়াই এই মূল্য স্থিরীকৃত করা হইয়াছে। এক্ষণে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যদি বাজার মূল্য অনুযায়ী উহার হস্তস্থিত স্বর্ণের মুল্য নির্দ্ধারণ করে তাহা হইলে এক কলমের খোচায় উপরোক্ত ১২০ কোটী টাকার মধ্যে ৪০।৪২ কোটী টাকা পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গবর্ণর স্যার জেমস টেইলার এরূপ জানাইয়াছে যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত স্বর্ণের মূল্য বর্ত্তমানে বাজারমূল্য অনুযায়ী নির্দ্ধারিত করা তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে। আরও এক উপায়ে এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। এদেশে প্রথম প্রথম নোটের উপর লোকের তেমন বিশ্বাস ছিল না বলিয়াই এই নোট ভাঙ্গাইবার জামীন হিসাবে গবর্ণমেন্ট এবং পরে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিভিন্ন ভাবে এত অধিক পরিমাণ সম্পত্তি মজুদ রাখার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু এক্ষণে নোটের উপর লোকের আস্থা অনেক বাড়িয়াছে এবং কেহ নোট ভাঙ্গাইতে গেলে গবর্ণমেণ্টও রৌপ্যমুদ্রার বদলে এক টাকার নোট দিয়া তাহাকে প্রবোধ দিতেছেন। অধিকন্তু গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে দেশবাসীকে যে রৌপ্যমুদ্রা দিতেছেন তাহাতে রূপার ভাগও কমাইয়া অর্দ্ধেক করা হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় এক্ষণে নোট ভাঙ্গাইবার জামীন হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে এত অধিক পরিমাণে সম্পত্তি মজুদ রাখার আবশ্যকতা নাই। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ৩১শে জানুয়ারী তারিখের হিসাবে দেখা যায় যে ঐ তারিখে ২৬০ কোটী টাকার নোট ভাঙ্গাইবার জামীন হিসাবে ব্যাঙ্কের হাতে ৪৪ কোটী ৪১ লক্ষ টাকার স্বর্ণ, ১৩৫ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের পাউণ্ডের হিসাবে গৃহীত ঋণপত্র, ৩১ কোটী রৌপ্যমুদ্রা ও ৪৯ কোটী ৬০ লক্ষ টাকা মূল্যের টাকার হিসাবে গৃহীত ঋণপত্র মজুদ ছিল। এক্ষণে যদি পাউণ্ডের হিসাবে গৃহীত ঋণপত্রের পরিমাণ ১২০ কোটী টাকা কমিয়া যায় তাহা হইলেও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষে প্রয়োজন মত নোটের বদলে রৌপ্যমুদ্রা প্রদান করিতে বেগ পাইতে হইবে না। বিশেষতঃ ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত ৪৪ কোটী ৪১ লক্ষ টাকার স্বর্ণের বর্ত্তমান বাজার মূল্য যখন প্রায় উহার দ্বিগুণ তখন এই ব্যাপারে ভাবনা করিবার কোন কারণই নাই। কিন্তু হস্তস্থিত স্বর্ণের বাজার মূল্য নির্দ্ধারণ বা নোট ভাঙ্গাইবার জামীন হিসাবে রক্ষিত সম্পত্তির পরিমাণ হ্রাস—ইহার কোনটাই বর্ত্তমানে কর্ত্তৃপক্ষের অভিপ্রেত নহে। সম্ভবতঃ অদূরভবিষ্যতে নূতন প্রয়োজন উপস্থিত হইলে গবর্ণমেণ্ট যাহাতে এই দুইটী পন্থার কোনটীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অর্থের সংস্থান করিতে পারেন তদুদ্দেশেই এক্ষণে এই সব ব্যাপারে হাত দেওয়া হইতেছে না। বর্ত্তমানক্ষেত্রে ভারত সরকার তাঁহাদের বিবৃতিতে একথা স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন যে পাউণ্ডের হিসাবে গৃহীত ঋণ পরিশোধের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত সম্পত্তির যে ১২০কোটী টাকা কমতি পড়িবে তাহা ভারতবর্ষ হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া পূরণ করিয়া দেওয়া হইবে। কাজেই নূতন ব্যবস্থায় ভারত সরকারের দেয় সুদের পরিমাণ এক পয়সাও কমিবে না—তবে গবর্ণমেণ্ট এতদিন সুদ হিসাবে যে ৫ কোটী টাকা ইংলণ্ডে পাঠাইতেন তাহা এখন আর ইংলণ্ডে পাঠাইতে হইবে না। উহা এদেশে যাহারা গবর্ণমেণ্টের ঋণপত্র ক্রয় করিবেন তাঁহাদের মধ্যে সুদ হিসাবে বণ্টিত হইবে।

যাহারা এই ব্যবস্থার কথা শুনিয়া ভারত সরকারের ব্যয় ৫ কোটী টাকা কমিয়া গেল এবং এই কারণে দেশের উপর নূতন ট্যাক্সভারের পরিমাণ হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা ঘটিল বলিয়া পুলকিত হইয়াছিলেন তাঁহারা এই কথায় নিশ্চয়ই নিরাশ হইবেন। নূতন ব্যবস্থায় ভারত সরকারের রাজস্বের অবস্থা যথাপূর্ব্বং তথা পরং রহিয়া গেল। আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে যখন ভারত সরকারের বাজেট উপস্থিত করা হইবে সেই সময়ে উপরোক্ত ব্যাপার সম্বন্ধে আরও অনেক কথা শুনা যাইবে আশা করা যায়।

(ভারত সরকারের আগামী বাজেট)

মারফত গবর্ণমেণ্টের যে আয় হইয়া থাকে তাহাও হ্রাস পাইবে। ইহা বিবেচনায় অতিরিক্ত ব্যয় সঙ্কুলানের উপায় স্বরূপ ঋণগ্রহণের কথাই আমাদের বিশেষভাবে মনে পড়ে। ট্যাক্স বৃদ্ধির হার এবং নূতন ট্যাক্স সীমার মধ্যে রাখিয়া ভারত সরকার হয়ত আগামী বৎসরও দেশের অভ্যন্তরে ঋণগ্রহণের ব্যবস্থা করিতে পারেন এবং আমাদের মতে ইহাই সর্ব্বোত্তম পন্থা। প্রথম সমরঋণ বাবদ নগদেই ৩০ কোটি টাকা পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি যে দ্বিতীয় সমরঋণ বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইয়াছে তাহা হইতেও প্রয়োজনীয় টাকা পাওয়া যাইতে পারে। ভারত সরকারের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা খুবই সন্তোষজনক; টাকার বাজারও সস্তা। শিল্পব্যবসায়ের উন্নতির ফলে জনসাধারণের সমগ্রভাবে না হইলেও কয়েকটী বিশেষ শ্রেণীর আয় বাড়িয়াছে এবং ইহারা উৎসাহের সহিত সমরঋণে অর্থবিনিয়োগ করিবে। টাকার হিসাবে বর্ত্তমানে ভারত সরকারের স্থায়ী ঋণের পরিমাণ সাড়ে চারি শত কোটি টাকার বেশী নহে। ইহার উপর যুদ্ধের প্রয়োজনে আরও ৫০ হইতে ১০০ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করিলেও জাতীয় ঋণের পরিমাণ অতিরিক্ত এবং ক্ষমতার বাহিরে যাইবে বলা যায় না। তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে সম্প্রতি ১২০ কোটি টাকা মূল্যের ষ্টার্লিং ঋণ পরিবর্ত্তন করিয়া উহা টাকার হিসাবে ঋণে রূপান্তরিত করিবার যে পরিকল্পনা ভারত সরকার গ্রহণ করিয়াছেন তাহা সমরঋণ সংগ্রহের সাফল্যের পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি করিতে পারে বলিয়া কেহ কেহ বলিতেছেন। যাহা হউক ভারত সরকারের মুদ্রানীতি বর্ত্তমানে যে ভাবে পরিচালিত হইতেছে তাহাতে রাজনীতিক্ষেত্রে কোন অঘটন না ঘটিলে টাকার বাজার সস্তা থাকিবেই আশা করা যায় এবং টাকার বাজার সস্তা থাকিলে ঋণ সংগ্রহ করা বিশেষ কষ্টকর বলিয়া মনে করার হেতু নাই।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

কলিকাতা কর্পোরেশনের বাজেট

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার মিঃ জে সি মুখার্জ্জি কলিকাতা কর্পোরেশনের আগামী ১৯৪১-৪২ সালের বাজেট বরাদ্দ পেশ করেন। উহাতে আগামী বৎসরে কর্পোরেশনের ২ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা আয় ও ২ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয় অনুমিত হইয়াছে। চলতি ১৯৪০-৪১ সালের শেষে কর্পোরেশনের যে ৪০ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকার নগদ তহবিল থাকিবে তাহা হইতে ১৯৪১-৪২ সালের ঘাটতি পূরণ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত কর্পোরেশনের ৩৯ লক্ষ ৭০ হাজার টাক নগদ তহবিল থাকিবে বলিয়া চিফ্ এক্সিকিউটিভ অফিসার মনে করেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের গৃহাদির ভ্যালুয়েশনের উপর ধার্য্য ট্যাক্স বাবদ আয়ের পরিমাণ সর্ব্বাধিক। এই খাতে ১ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা আয় ধরা হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরের প্রাথমিক বরাদ্দে এই আয় ১ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা এবং সংশোধিত বরাদ্দে উহা ১ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা ধরা হয়। অন্যান্য আয়ের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য এবং বৃত্তিকর বাবদ ১৩ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা, মোটরযানের লাইসেন্স সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণ বাবদ ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, ধোবিখানা, কসাইখানা, ও বাজারসমূহের জন্য ১৪ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা এবং জমি এবং জমির উৎপাদন হইতে ২ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা আয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। ব্যয়ের দিকে কর্পোরেশনের কার্য্যনির্ব্বাহ বাবদ ৭১ লক্ষ ২০ হাজার ৪১০ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরের জন্য এই ব্যয়ের পরিমাণ প্রাথমিক বরাদ্দে ৭০ লক্ষ ৮৯ হাজার ৫৪০ টাকা এবং সংশোধিত বরাদ্দে ৬৮ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা ধরা হইয়াছিল। প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের পরিচালনার ব্যয় ৯ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা উক্ত ব্যয় বরাদ্দের অন্তর্ভুক্ত নহে। অন্যান্য খাতে নিম্নরূপ ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে :—ঋণের সুদ বাবদ ৩৯ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা, ঋণ পরিশোধ বাবদ ১৬ লক্ষ ৫৩ হাজার ২ শত টাকা, প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ ও টেকনিক্যাল ইনিষ্টিটিউশনসমূহের সাহায্য বাবদ ২ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি বিধান কল্পে ১২ লক্ষ ৪২ হাজার ১ শত টাকা, হাঁসপাতাল সমূহের সাহায্য বাবদ ৫ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা, কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের তহবিলে ২০ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা এবং নূতন কাজের জন্য ৯ লক্ষ ৭৭ হাজার ২ শত টাকা। কর্পোরেশন এই বাজেটের বিভিন্ন দফার ব্যয় বরাদ্দ সম্পর্কে বিবেচনার জন্য একটি স্পেশাল কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন।

ইংলণ্ডের সামরিক ব্যয়

সম্প্রতি কমন্স সভায় ইংলণ্ডের চান্সেলার স্যার কিংসলী উড্ আগামী এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ১৬০ কোটি পাউণ্ড অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী উত্থাপন করেন। বর্ত্তমানে সমস্ত প্রকার জাতীয় ব্যয় লইয়া ইংলণ্ডের দৈনন্দিন ব্যয়ের পরিমাণ গড়ে ১ কোটি ২২ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছে। উহা বিগত মহাযুদ্ধের সর্ব্বাধিক দৈনন্দিন ব্যয়ের হারকে অতিক্রম করিয়াছে এবং উহার পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্ত্তমানে যে ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহা হইতে ৬০ কোটি পাউণ্ড ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য নিয়োজিত হইবে। বাকী ১০০ শত কোটি পাউণ্ড লইয়া আগামী ১লা এপ্রিল হইতে নূতন সরকারী বৎসরের কাজ আরম্ভ করা হইবে। উপরোক্ত ৬০ কোটি পাউণ্ড লইয়া সাধারণ ব্যয় বাদে আগামী ৩১শে মার্চ্চ যে বৎসর শেষ হইবে তাহাতে ইংলণ্ডের মোট সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ ৩৩০ কোটি পর্য্যন্ত দাঁড়াইবে।

বরোদারাজ্যে শিল্পের প্রসার

১৯২৭ সালে বরোদারাজ্যের কারখানাসমূহে ২৭ হাজার শ্রমিক নিযুক্ত ছিল। ১৯৩৮-৩৯ সালে কারখানা শ্রমিকের সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়া ৩৪ হাজারে দাঁড়াইয়াছে।

বাঙ্গলায় শিল্পের উন্নতি

ময়মনসিংহ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান মহারাজ কুমার সুধাংশুকান্ত আচার্য্যচৌধুরী, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান খান সাহেব নুরুল আমিন এবং ভূতপূর্ব্ব এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরীর উদ্যোগে গত ৬ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণ ৫-৩০ ঘটিকায় ময়মনসিংহের মহারাজার আলেকজাণ্ডার ক্যাসেলে নাথ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত কে, এন, দালাল এক প্রীতি সম্মেলণীতে আপ্যায়িত হন। স্থানীয় সুধীমণ্ডলী এবং জেলার সম্ভ্রান্ত জনসাধারণ ও জমিদারবর্গ সহ প্রায় ৩৫০ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। মিঃ দালাল একটী সুচিন্তিত বক্তৃতায় প্রথমে এদেশের বর্ত্তমান আর্থিক দুর্দ্দশার কথা আলোচনা করেন। অতঃপর তিনি বলেন "এদেশের বর্ত্তমান আর্থিক দারিদ্র্য ও দুঃখ দুর্দ্দশার প্রতিকার করিতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্ব প্রযত্নে শিল্প প্রতিষ্ঠার সুযোগ সম্ভাবনা দেখিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে কাগজ শিল্পের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে বাঙ্গলায়ই সবচেয়ে অধিক পরিমাণে কাগজ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাঙ্গলা দেশে বর্ত্তমানে ইউরোপীয় পরিচালনায় তিনটী কাগজের কল চলিতেছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে টিটাগড় পেপার মিল ১৫ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা লাভ করিয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে এই কোম্পানীর লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩০ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। গত ছয় মাসে লাভের পরিমাণ ২৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। ময়মনসিংহের জনসাধারণ বিশেষ করিয়া এই জেলার ধনিক শ্রেণীর দৃষ্টি এই ধরণের শিল্পের দিকে আকর্ষণ করা যাইতে পারে। বাঙ্গলায় কাপড়ের কলের সামান্য লাভেরও যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। কেননা বাঙ্গলার বর্ত্তমান মিলসমূহ এই প্রদেশের প্রয়োজনের এক তৃতীয়াংশই মাত্র মিটাইতে পারে। এই সব শিল্প স্থাপনের সঙ্গে মৌলিক শিল্প প্রতিষ্ঠার দিকে সকলের দৃষ্টি নিয়োজিত হওয়া প্রয়োজন।" উপসংহারে শ্রীযুক্ত দালাল বলেন "এদেশে শিল্পোন্নতি গড়িয়া তুলিতে হইলে শিল্পে উপযুক্ত মূলধন নিয়োগের সুব্যবস্থা করিতে হইবে। মূলধনের অভাবে দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কসমূহের শরণাপন্ন হইতে হয়। কিন্তু অধিকাংশ আমানতী জমার স্বল্প মিয়াদ বলিয়া শিল্পের প্রয়োজনে দীর্ঘ মিয়াদী ঋণ প্রদান করা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে সম্ভবপর হয় না। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে দীর্ঘ দিনের মেয়াদে টাকা ধার দেওয়ার জন্য দেশে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা একান্ত আবশ্যক। দেশে উপযুক্ত সংখ্যক ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইলে তাহারা দীর্ঘ মেয়াদী জমা গ্রহণ করিয়া দীর্ঘ দিনের জন্য তাহা শিল্প প্রতিষ্ঠানে দাদন করিতে পারিবে।"
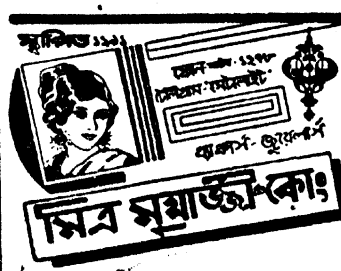
ভারতে তিলের চাষ

গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতে মোট ৩৮ লক্ষ ৯৯ হাজার একর জমিতে তিলের চাষ হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে অর্থাৎ চল্‌তি বৎসরে ৩৮ লক্ষ ৮৫ হাজার একর জমিতে তিলের চাষ হইয়াছে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে (সর্ব্বশেষ পূর্ব্বাভাস)। গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতে মোট ৩ লক্ষ ৯৪ হাজার টন তিল উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে সেই স্থলে ৪ লক্ষ ১ হাজার টন তিল উৎপন্ন হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। নিম্নে এবারের তিল চাষ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য সম্পর্কিত বিবরণ দেওয়া হইল :—

প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্য	আবাদী জমি (একর)	অনুমিত পরিমাণ (টন)
যুক্তপ্রদেশ	১২,৮৩,০০০	১,২২,০০০
মাদ্রাজ	৫,৫৮,০০০	৭১,০০০
বোম্বাই	৫,৩১,০০০	৬০,০০০
মধ্যপ্রদেশ	৪,৭৭,০০০	৩৮,০০০
বাঙ্গলা	১,৭৩,০০০	৩৫,০০০
উড়িষ্যা	৯৯,০০০	১২,০০০
বিহার	১,১৭,০০০	১৩,০০০
পাঞ্জাব	৮০,০০০	৭,০০০
সিন্ধু	৪,০০০	৩০০
আজমীড়	১১,০০০	৩৮০
হায়দরাবাদ	৪,০৬,০০০	৩৩,০০০
ভুপাল	৫৩,০০০	৫,০০০
বরোদা	৪২,০০০	৩,০০০
কোয়েট	৫১,০০০	৪,০০০
	৩৮,৮৫,০০০	৪,০১,০০০

বঙ্গীয় আর্থিক তদন্ত বোর্ড

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের রেভেনিউ বোর্ডের সদস্যকে চেয়ারম্যান করিয়া এবং নিম্নলিখিত সরকারী এবং বেসরকারী সদস্যগণকে লইয়া বঙ্গীয় আর্থিক তদন্ত বোর্ডের পুনর্গঠন হইয়াছে :—মিঃ এ পি বেন্থল (বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স) মিঃ বি সি ঘোষ (বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স), মিঃ মোহনলাল লালচাঁদ (ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স), মিঃ এফ এস আফজাল (মুশ্লীম চেম্বার অব কমার্স), বাবু হরিকৃষ্ণ ঝাঝারিয়া (মাড়োয়ারী এসোসিয়েশন), মিঃ অশ্বিনী কুমার ঘোষ (বঙ্গীয় মহাজন সভা), ডাঃ জে, পি, নিয়োগী (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক এইচ এল দে (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), খান বাহাদুর সৈয়দ মোয়াজ্জেম উদ্দিন হোসেন, এম এল সি এবং মিঃ বিরাট চন্দ্র মণ্ডল, এম এল এ (কৃষক প্রতিনিধি), ডাঃ এ এম মল্লিক (শ্রমিক) মিঃ উপেন্দ্রনাথ এবদার, এম এল এ এবং মিঃ আব্দুল করিম, এম এল এ, অধ্যাপক পি সি মহলানবীশ, এবং মিঃ এইচ এস এম ইশাক, আই সি এস ; শ্রম বিভাগের কমিশনার, ল্যাণ্ড রেকর্ডস এণ্ড সার্ভে বিভাগের ডিরেক্টার, কৃষি বিভাগের ডিরেক্টার, শিল্প বিভাগের ডিরেক্টার, সমবায় বিভাগের রেজিষ্ট্রার, প্রেসিডেন্সি কলেজের অর্থনীতিশাস্ত্রের সিনিয়র প্রফেসার এবং সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার। মিঃ নিহার চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বোর্ডের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

কুইনাইনের মূল্য নিয়ন্ত্রণ

বাঙ্গলা সরকার ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশনকে জানাইয়াছেন যে, বাঙ্গলা দেশে যে পরিমাণ কুইনাইন ব্যবহৃত হয় তাহার এক তৃতীয়াংশেরও কম গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক উৎপাদিত হইয়া থাকে। এমতাবস্থায় গবর্ণমেণ্ট কুইনাইনের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম নহেন। কুইনাইনের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ করিয়া গত অক্টোবর মাসে উক্ত এসোসিয়েশনের এক সভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল তদুত্তরেই গবর্ণমেণ্ট ইহা জানাইয়াছেন।

মিলের কাপড় বিক্রয়ের ব্যবস্থা

বাঙ্গলা দেশের ছোট এবং অল্পমূলধন বিশিষ্ট কাপড়ের কলগুলিকে গবর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগ কি ভাবে সাহায্য করিতে পারে তৎসম্পর্কে বঙ্গীয় মিল মালিক সমিতি উক্ত বিভাগের ডিরেক্টারের নিকট এক স্মারকলিপি প্রেরণ করিয়াছেন। বাঙ্গলা দেশের কাপড়ের কলগুলির প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে যাহাতে মূলধন নিয়োগকারীগণ অবহিত হইতে পারে তজ্জন্য মিলসমূহের কাজ কারবার এবং নূতন মিলের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সময়ে সময়ে রিপোর্ট প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ছোট ছোট মিলসমূহের উৎপন্ন বস্ত্র বিক্রয়ের জন্য একটা কেন্দ্রিয় বিক্রয় প্রতিষ্ঠান গঠন করা উচিত। নতুবা পাইকারী ব্যবসায়ীগণের অন্যায় দাবীর হাত হইতে এই সকল মিল রক্ষা পাইতে পারে না। অতঃপর মিলে রকমারী বস্ত্র প্রস্তুত বিষয়ে প্রচারকার্য্য করিবার জন্য সুপারিশ করা হয়। সমিতির মতে নূতন মিলসমূহের পক্ষে পোষাক প্রস্তুতোপযোগী কাপড়, মশারি, তোয়ালে, লুঙ্গি প্রভৃতি যে সকল জিনিষ এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা দেশে প্রস্তুতের ব্যবস্থা হয় নাই তাহাই প্রস্তুতের চেষ্টা করা উচিত। অল্প মূলধন লইয়া কাপড়ের কল স্থাপনের চেষ্টার ব্যর্থতা সম্পর্কেও জনসাধারণকে অবহিত করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেট

আগামী ২২শে ফেব্রুয়ারী লক্ষ্ণৌ সহরে ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেটের পরিচালক বোর্ডের বার্ষিক সভা হইবে।

মহীশূরে মেসিন টুল নির্ম্মানের ব্যবস্থা

মহীশূর রাজ্যে মেসিন টুল নির্ম্মাণের একটি কারখানা স্থাপনের জন্য আয়োজন উদ্যোগ চলিতেছে। একটী যৌথ কোম্পানী দ্বারা ঐ কারখানা পরিচালিত হইবে। যৌথ কোম্পানীটি শীঘ্রই রেজেষ্টীকৃত হইবে। উহার অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ হইবে ১০লক্ষ টাকা। আপাততঃ ৫লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইবে। মেসার্স কিরলোসকার ব্রাদার্স কোম্পানীটির ম্যানেজিং এজেণ্টস নিযুক্ত হইবেন। মহীশূর গবর্ণমেণ্ট মেসিন টুল নির্ম্মাণের জন্য কোম্পানী গঠন ও কারখানা স্থাপনের উক্ত পরিকল্পনাটি অনুমোদন করিয়াছেন। কারখানার জন্য কোম্পানীকে ১০০ একর জমি ইজারা দেওয়া হইবে। কোম্পানী বিনা মূল্যে তুঙ্গভদ্রা নদীর জল ব্যবহার করিতে পারিবে। কোম্পানীর কারখানায় সুবিধাজনক সর্ত্তে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করার ব্যবস্থা হইবে। কোম্পানীর কারখানায় মেসিন টুল নির্ম্মিত হইলে গবর্ণমেণ্ট উহাদের গুণ ও মূল্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিভিন্ন সরকারী বিভাগের প্রয়োজন মত তাহা ক্রয় করিবেন।

যুদ্ধের দরুণ অতিরিক্ত ট্যাক্সের বোঝা

বোম্বাইর ইণ্ডিয়ান মার্চেণ্টস চেম্বারের বিগত বৎসরের সভাপতি মিঃ চুনীলাল বি, মেটা চেম্বারের বার্ষিক অধিবেশনে অভিভাষণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে যুদ্ধের দরুণ এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের উপর বার্ষিক ১৮ কোটী টাকার অতিরিক্ত ট্যাক্সের বোঝা চাপান হইয়াছে। অতিরিক্ত লাভের উপর ট্যাক্স বাবদ ৩ কোটি টাকা, শর্করা উৎপাদনশুল্ক বৃদ্ধির দরুণ ১ কোটী ৯০ লক্ষ টাকা, মোটর স্পিরিট কর বৃদ্ধির জন্য ১ কোটী ৪০ লক্ষ টাকা, আয়কর এবং সুপার ট্যাক্সের উপর সারচার্জ্জ ধার্য্য করায় ৫ কোটী টাকা, ডাক ও তার বিভাগের মাশুলাদি এবং রেলের যাত্রী ও মালের ভাড়া বৃদ্ধির দরুণ যথাক্রমে আরও ১ কোটী এবং ৫ কোটি ২০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত কর ধার্য্য হইয়াছে বলিয়া মিঃ মেটা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন।

মহীশূরে বেকারসমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা

শিক্ষিত বেকার যুবকগণকে কৃষিকার্য্যে উৎসাহী করার পরিকল্পনা নিয়া মহীশূর সরকার কিছুকাল পূর্ব্বে আরুইন খালের সন্নিকটে একটী কৃষিকলোনী স্থাপনের প্রয়োজনায় অর্থ মঞ্জুর করেন। এই সম্পর্কে সম্প্রতি যে কয়জন শিক্ষিত বেকার যুবককে নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেককে ২৫ একর (১৫ একর সেচ প্রাপ্ত এবং ১০ একর "শুষ্ক") জমী, বাসগৃহের জন্য ১০০০৲ টাকা, সাজসরঞ্জামের জন্য ৫০০৲ টাকা এবং কৃষিকার্য্যের ব্যয় বাবদ ৫০০৲ টাকা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উক্ত যুবকগণ প্রথমে সিগারেটের জন্য তামাক উৎপাদনে মনোনিবেশ করিবেন পরে অন্যবিধ ফসল উৎপাদনের প্রচেষ্টা হইবে।

বোম্বাইয় শিল্পে সম্মেলন

বোম্বায়ের এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্রীজ বিগত পাঁচ বৎসর যাবত ক্ষুদ্র এবং মাঝারী শিল্পের উন্নতির জন্য আন্দোলন করিয়া আসিতেছে। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বর্ত্তমান মাসের শেষভাগে বোম্বাই সহরে স্যার বিশ্বেশ্বরায়ার সভাপতিত্বে একটী সর্ব্বভারতীয় শিল্প সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়সমূহের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

(১) শিল্পের—বিশেষতঃ ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পের মূলধন সমস্যা। (২) শ্রমিক আইন, শুল্ক নীতি এবং সরকারী পণ্যক্রয় নীতি। (৩) গবেষণা এবং শিল্পের বিশেষ বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে সরকারী সাহায্য। (৪) নূতন শিল্পের প্রবর্ত্তন এবং তৎসম্পর্কে তথ্য প্রচার। (৫) যে সমস্ত শিল্প দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহাদের সমস্যা। (৬) বৈদেশিক প্রতিযোগীতা এবং ভারতের অভ্যন্তরে বিদেশী মূলধনে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিযোগিতা। (৭) কাঁচামাল সংগ্রহের সমস্যা। (৮) রাস্তাঘাট, পণ্যবিক্রয় এবং আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যের বাধাবিঘ্নের প্রশ্ন। (৯) দেশের বিভিন্ন স্থানে শিল্পসম্পর্কিত এলাকা কমিটী স্থাপন।

যুদ্ধ বিরতির পর ইংলণ্ডের কর্ম্মপন্থা

যুদ্ধ বিরতির পর ইংলণ্ডে অবশ্যম্ভাবী যে সকল পুনর্গঠন কার্য্য আরম্ভ হইবে তাহাতে শিল্প নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কতকগুলি কর্ম্মপন্থা অবলম্বনের বিষয় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। প্রস্তাবটী এইরূপ যে, অতিরিক্ত লাভকর লব্ধ অর্থের অর্দ্ধেক সামরিক ব্যয়ে নিয়োজিত না করিয়া উহা যুদ্ধ বিরতির পর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিলে বিভিন্ন প্রকার শিল্পকে সাহায্য দানের জন্য রাখা হইবে। ইংলণ্ডের শিল্পপতিগণ সম্প্রতি এইরূপ অভিযোগ করেন যে বর্ত্তমানে শতকরা একশত পাউণ্ড হিসাবে যে অতিরিক্ত কর আদায় করা হইতেছে তাহার ফলে যুদ্ধবিরতির পর শিল্পোন্নতির সম্পর্কে তাঁহাদের কোন আর্থিক সামর্থ্য থাকিবে না। এই আপত্তির জন্যই উপরোক্ত প্রস্তাব করা হইয়াছে।

বাঙ্গলায় গমের চাষ

গত ১৯৩৯-৪০ সালে বাঙ্গলায় ১ লক্ষ ৭৫ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে সেইস্থলে ১ লক্ষ ৭৩ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে।

সরকারী রেলওয়েসমূহের আয়

গত ১লা এপ্রিল হইতে গত ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত সরকারী রেলওয়ে সমূহের মোট ৯০ কোটি ৮ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের এই সময়ে প্রকৃত আয় অপেক্ষা উহা ১ কোটি টাকা এবং ১৯৩৮-৩৯ সালের প্রকৃত আয় অপেক্ষা উহা ১ কোটি ২ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা অধিক।

ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য

বর্ত্তমান সরকারী বৎসরের প্রথম নয় মাসে সাম্রাজ্যগত দেশসমূহ ভারতবর্ষ হইতে স্বাভাবিক অপেক্ষা ১৪ কোটি টাকার অধিক মূল্যের জিনিষপত্র ক্রয় করিবার ফলে ভারতের অনুকূল বাণিজ্যের পরিমাণ ২৮ কোটি টাকা দাঁড়াইয়াছে। ইংলণ্ডেই সর্ব্বাধিক পরিমাণ মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে। উহার মূল্য ৫৩ কোটি টাকা। এতদ্ব্যতীত সিংহলে ৫ কোটি টাকা, ষ্ট্রেইট সেটেলমেণ্টসএ ২ কোটি টাকা, ইউনিয়ন অব্ সাউথ অফ্রিকায় ২ কোটি টাকা, কেনিয়াতে ১ কোটি টাকা, অষ্ট্রেলিয়ায় ৬ কোটি টাকা এবং নিউজিল্যাণ্ডে ১ কোটি টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে। ইরান ও মিশরেও ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। জাপানে ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ ৬॥ কোটী টাকার অধিক হ্রাস পাইয়াছে। অপর পক্ষে ভারতবর্ষে জাপানের রপ্তানী বাণিজ্য ২ কোটী টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইউরোপের বাজার হইতে রঞ্জন দ্রব্য, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির আমদানী বন্ধ হইবার ফলেই ভারতবর্ষে এই সকল জাপানী জিনিষের কাট্‌তি বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ইহাই ভারতে জাপানের রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইবার কারণ। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ আফ্রিকায় অধিক পরিমাণে ভারতীয় জিনিষপত্র কাট্‌তি হইয়াছে। উহার মূল্য যথাক্রমে ১৯ কোটী টাকা এবং ৫ কোটী টাকা।

ভারত গবর্ণমেণ্টের ইলেক্‌ট্রিক কমিশনার

সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্ট ইলেক্‌ট্রিক কমিশনারের একটি নূতন পদ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং মিঃ এইচ এম মেথুজকে উক্ত পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। ৬ নং এসপ্লানেড ইষ্টে অবস্থিত ডিরেক্টার জেনারেল অব মিউনিসনস প্রডাকশনের অফিসে উল্লিখিত কমিশনারের অফিসের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এতৎসম্পর্কে এই মর্ম্মে এক সরকারী বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে যে, যুদ্ধ পরিচালনায় যথোপযুক্ত বৈদ্যুতিক শক্তির সরবরাহ প্রয়োজন এবং তজ্জন্য সমর সরঞ্জাম সরবরাহ বিভাগ ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট এই সুপারিশ করিয়াছেন যে, যুদ্ধের সময় যাহাতে অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণের কারখানাগুলির প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ অক্ষুন্ন থাকে তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য একজন ইলেক্‌ট্রিক কমিশনার নিযুক্ত করা প্রয়োজন। তদনুসারেই ভারত গবর্ণমেণ্ট উপরোক্ত পদ সৃষ্টি করিয়া মিঃ মেথুজকে নিযুক্ত করিয়াছেন।

দোকান কর্ম্মচারী আইন

বাঙ্গলা সরকারের প্রচার বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ১৯৪০ সালের বঙ্গীয় দোকান কর্ম্মচারী আইনের বিধানসমূহের খসড়া ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে এবং তৎসম্পর্কে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে উহা গত ১০ই ফেব্রুয়ারী কিংবা তৎপরবর্ত্তী কোন তারিখে বিবেচনা করিয়া দেখা হইবে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল। এই আইন অনুযায়ী কার্য্য পরিচালনা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কর্ম্মচারী নিয়োগ বিষয়েও বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন। সুতরাং এরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছে যে কর্ম্মচারী নিয়োগ এবং আইনের বিধানগুলি সম্পর্কে চূড়ান্ত মীমাংসার পর আইনটী বলবৎ করা হইবে। আগামী মার্চ্চ মাসের মধ্যেই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার সম্ভাবনা। আইন বলবৎ হইবার তারিখ যথাসময়ে বিজ্ঞাপিত হইবে।

বিক্রয় কর বিল ও তাঁত শিল্প

সম্প্রতি কলিকাতায় তন্তুবায় সম্প্রদায়ের এবং মহাজনদের প্রতিনিধিবর্গের এক সভা হয়। উক্ত সভায় তাঁতে প্রস্তুত বস্ত্রাদিকে প্রস্তাবিত বিক্রয় কর হইতে সম্পূর্ণ ভাবে রেহাই দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের বিবেচনার জন্য প্রেরিত হইয়াছে।

১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষ হইতে স্বর্ণ রপ্তানী

১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষ হইতে মোট ৩৪ কোটী ৬৭ লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ এবং ১৯৩৭-৩৮ সালে যথাক্রমে ১৩ কোটী ৬ লক্ষ এবং ১৬ কোটী ৩৪ লক্ষ টাকার স্বর্ণ ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী হইয়াছিল।

বৃটেনের কলকারখানার শ্রমিকের সংখ্যা

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময় বৃটেনের শ্রমিক সংখ্যা ২ কোটি ৩০ লক্ষ হইতে ২ কোটি ৩৫ লক্ষের মধ্যে ছিল বলিয়া হিসাব করা হইয়াছিল। সম্প্রতি ইহাদের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। বহু সংখ্যক নারী শ্রমিকের যোগদানই এই সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ। পূর্ব্বে যে সকল স্ত্রীলোকেরা গৃহকর্ম্ম ছাড়া আর কিছু করিত না, তাহাদের মধ্যে অনেকেই বর্ত্তমানে কারখানায় এবং অফিসে কাজ করিতেছে। এই প্রকারে বৃটেনে শ্রমিকের মোট সংখ্যা ২ কোটি ৬০ লক্ষে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই সংখ্যা যদি আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হয়, তবে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ শ্রমশিল্পগুলি হইতে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় শিল্পগুলিতে শ্রমিক নিযুক্ত করিবার এক বিস্তৃত পরিকল্পনাও গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন। যে সকল লোক কোনও কাজকর্ম্ম করেনা, ঐ সঙ্গে তাহাদের কাজে যোগদান আবশ্যিক করা হইবে। বয়স অনুসারে শ্রমিকদিগকে আট ভাগে ভাগ করিয়া তাহাদের রেজিষ্ট্রেশনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সৈন্যদল ও জাতীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য ১ কোটী ১০ লক্ষ হইতে ১ কোটী ২০ লক্ষ লোকের প্রয়োজন। বয়স হিসাবে এইরূপ রেজিষ্ট্রেশন হইলে লোক নির্ব্বাচনে বিশেষ সুবিধা হইবে।

কলিকাতায় নলকূপ খনন

সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকারের দপ্তরখানায় অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে গবর্ণমেণ্ট ও কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রতিনিধিবর্গ সহরের বিভিন্ন স্থানে ২১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রায় তিন হাজার নলকূপ খননের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শত্রু পক্ষ কর্ত্তৃক সম্ভাবিত বিমান আক্রমণের সময় যাহাতে সহরে জল সরবরাহ অব্যাহত থাকে সেই উদ্দেশ্যে সম্প্রতি কর্পোরেশন যে একটি পরিকল্পনা দাখিল করিয়াছিলেন তৎসম্পর্কে দীর্ঘকাল ব্যাপী আলোচনার পর উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। পরিকল্পনা সম্পর্কে অর্থ ব্যয়ের প্রশ্নের কোন মীমাংসা হয় নাই। কর্পোরেশন এইরূপ অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্ট যদি অর্থ সংগ্রহের জন্য আবশ্যকানুযায়ী আইন প্রবর্ত্তন না করেন, তবে কর্পোরেশনের পক্ষে উক্ত পরিকল্পনা কার্য্যকরীকরা সম্ভবপর হইবে না; কারণ তাঁহাদের জরুরী কর ধার্য্যের কোনও ক্ষমতা নাই।

গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রেলওয়ে ক্রয়

ভারত গবর্ণমেণ্ট আগামী ১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ্চ তাপ্তি ভ্যালি রেলওয়ে ক্রয় করিয়া লইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তদনুসারে উক্ত রেল কোম্পানীকে নোটিশ দেওয়া হইয়াছে।

বিহারে সমবায় আন্দোলন

বিহারে সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে ১৯৩৯ সালের সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ উক্ত বৎসর পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় সমবায় ব্যাঙ্ক সমূহের শেয়ার মূলধন এবং কার্য্যকরী মূলধন হ্রাস পাইয়াছে। আমানতের পরিমাণও কমিয়া গিয়াছে। সুদ এবং আসল টাকা আদায়ের হারও অপেক্ষাকৃত হ্রাস পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে সমবায় সমিতির সংখ্যা ৭২৪৬ হইতে ৭৭৬২তে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তন্মধ্যে ইক্ষুচাষীদের সমিতিই ৪৬৯ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বিহারে সমবায় সমিতি সমূহের সংস্কারের যে প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে তাহার পরিণতি না দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট নূতন করিয়া ঋণদান সমিতি বৃদ্ধির উৎসাহ দিবেন না বলিয়া রিপোর্টে প্রকাশ। গুণাগুণ বিবেচনায় রিপোর্টে নিম্নলিখিত ভাবে সমিতি সমূহের শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে:—"আদর্শ" (Model)—শতকরা ৯টি; সন্তোষজনক (Good)—শতকরা ৬.৪টি; "মাঝামাঝি" (Average)—শতকরা ৬৬.৪টি; "মন্দ" (Bad)—শতকরা ২১.৪টি এবং নৈরাশ্যজনক (Hopeless) ৪.৯টি।

সিংহলে ইস্পাতের কারখানা

সিংহলে একটি ষ্টিল রোলিং কারখানা স্থাপনের জন্য সিংহলে ষ্টেট কাউন্সিল সরকারী ঋণদান তহবিল হইতে ২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

সিন্ধু গবর্ণমেণ্টের বাজেট

আগামী ২৩শে ফেব্রুয়ারী সিন্ধু ব্যবস্থা পরিষদে সিন্ধু গবর্ণমেণ্টের আগামী ১৯৪১-৪২ সালের বাজেট দাখিল করা হইবে।

ব্রহ্ম-ভারত বাণিজ্য চুক্তি

ব্রহ্ম-ভারত বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কে ব্রহ্ম দেশের মূল প্রস্তাবসমূহ সম্বন্ধে অভিমত এবং পাল্টা দাবী জ্ঞাপন করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট ব্রহ্মদেশীয় প্রতি-নিধিবর্গের নিকট যে পত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন প্রকাশ, ব্রহ্মের প্রতিনিধিগণ তাহার উত্তর প্রদান করিয়াছেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার পর উভয় পক্ষের প্রতিনিধিদের মধ্যে ব্রহ্ম-ভারত বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা আরম্ভ হইবে।

বিভিন্ন প্রদেশের তুলা আমদানী রপ্তানী

বিভিন্ন প্রদেশের তুলা আমদানী রপ্তানী সম্পর্কে ১৯৩৯-৪০ সালের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় ১৯৩৮-৩৯ সাল অপেক্ষা ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশসমূহের মধ্যে ৭৮০, ৭৪৫ মণ বেশী তুলা আমদানী রপ্তানী হইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে আন্তঃপ্রাদেশিক তুলা ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ১ কোটী ২৩ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫৫২ মণ। ১৯৩৯-৪০ সালে ইহা ১ কোটী ৩১ লক্ষ ২৭ হাজার ২৯৭ মণে দাঁড়াইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে বাঙ্গলার কাপড়ের কল সমূহে প্রদেশের অভ্যন্তর এবং অন্যান্য প্রদেশ হইতে মোট ৬১৯, ২৬৭ মণ তুলা আমদানী হয়। তন্মধ্যে ১৭৩, ১৯৯ মণ বাঙ্গলাপ্রদেশজাত। ১৯৩৮-৩৯ সালে বাঙ্গলায় মোট তুলা আমদানীর পরিমাণ ছিল ৬০০, ১২০ মণ; তন্মধ্যে ২৪০, ২৮৯ মণ তুলা বাঙ্গলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। বাকী অংশ আসাম, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, সংযুক্তপ্রদেশ, সিন্ধু, বৃটিশ বেলুচিস্থান এবং মাদ্রাজ হইতে আমদানী করা হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে পাঞ্জাব হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ তুলা বাঙ্গলায় আমদানী হয়। আলোচ্য বর্ষে বাঙ্গলা হইতে বোম্বাইয়ে মাত্র ১৯৩ মণ তুলা রপ্তানী হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ইহার পরিমাণ ছিল ২৬৮ মণ।

কলিকাতায় নূতন টাকশাল

প্রকাশ, আলীপুরে শীঘ্রই একটি টাকশাল নির্ম্মিত হইবে। যুদ্ধের জন্য দেশে মুদ্রার চাহিদা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইবার জন্য বর্ত্তমানে বোম্বাই ও কলিকাতায় টাকশালে তাহাদের কাজের চাপ বৃদ্ধি পাইবার ফলেই টাকশাল সম্প্রসারণের এই ব্যবস্থা হইতেছে। নূতন টাকশালটীর নির্ম্মান কার্য্যে ৬২ লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় হইবে। প্রথমে এই নূতন টাকশালে কেবল মাত্র রৌপ্য মুদ্রাই প্রস্তুতের ব্যবস্থা করা হইবে। উহাতে স্বাভাবিক ভাবে কাজ চলিলে দৈনিক ৬ লক্ষ করিয়া মুদ্রা প্রস্তুত হইতে পারিবে এবং পূর্ণোদ্যমে অতিরিক্ত সময় কাজ চালাইলে দৈনিক প্রায় ১২ লক্ষ মুদ্রা প্রস্তুত করা চলিবে। স্বাভাবিক অবস্থা দেখা দিলেই কলিকাতা ষ্ট্র্যাণ্ড রোডস্থ টাকশালটী বন্ধ করিয়া আলীপুরে সম্প্রসারিত আকারে নূতন টাকশাল খোলা হইবে উহাতে নিকেলের ও ব্রঞ্জের মুদ্রাও প্রস্তুতের ব্যবস্থা থাকিবে। গবর্ণমেণ্ট অনুমান করিতেছেন যে বর্ত্তমানে ষ্ট্র্যাণ্ড রোডে যে পরিমান জমির উপর টাকশালটী অবস্থিত আছে উহা বিক্রয় দ্বারাই ৫০ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে।

বাঙ্গলা সরকারের বাজেট

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী শনিবার বাঙ্গলা সরকারের অর্থ সচিব মিঃ সুরাবর্দি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাঙ্গলা সরকারের আগামী ১৯৪১-৪২ সালের বাজেট পেশ করেন। ১৯৪০-৪১ সালের প্রাথমিক বরাদ্দে ধরা হইয়াছিল যে ঐ বৎসরের শেষে মোট ৭২ লক্ষ ২২ হাজার টাকা হাতে থাকিবে; কিন্তু একণে সংশোধিত হিসাবে ১ কোটি ৯২ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা হাতে থাকিবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। এই ১ কোটি ৯২ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা নগদ তহবিল লইয়া আগামী ১৯৪১-৪২ সালের হিসাব আরম্ভ হইবে। আগামী বৎসরের আয় ধরা হইয়াছে ১৪ কোটি ৩ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা। অপর দিকে ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে ১৫ কোটি ৩৭ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা। কাজেই আগামী সালে অনুমিত আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশী হইয়া রাজস্বের খাতে মোট ১ কোটী ৩৪ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা ঘাটতি দাঁড়াইবে।

আয়

	১৯৩৯-৪০ (প্রকৃত)	১৯৪০-৪১ (সংশোধিত)	১৯৪১-৪২ (প্রাথমিক)
		(সহস্রের সমষ্টিতে)	
নগদ তহবিল	৯১,০১	২,১৬,৬৭	১,৯২,৫৮
রাজস্বের হিসাবে	১৪,৩১,৬৬	১৩,৮২,১০	১৪,০৩,১৪
মূলধনের খাতে ঋণ, ডিপজিট ইত্যাদির হিসাবে	১৫,৭৫,০২	১৯,০১,৩২	১৭,৯৬,৬৯
মোট	৩০,৯৭,৬৯	৩৫,০০,০৯	৩৩,৯২,৪১

ব্যয়

	১৯৩৯-৪০	১৯৪০-৪১	১৯৪১-৪২
রাজস্বের খাতে	১৩,৭১,২৪	১৪,৮৫,৪০	১৫,৩৭,৩৮
মূলধনের হিসাবে	—৩,০৩	—২,৮৯	—২,৭১
ঋণ, ডিপজিট ইত্যাদিতে	১৫,১২,৮১	১৮,২৫,০০	১৮,২৪,৮৩
বৎসরান্তে তহবিল*	২,১৬,৬৭	১,৯২,৫৮	৩২,৯১
মোট	৩০,৯৭,৬৯	৩৫,০০,০৯	৩৩,৯২,৪১

স্থিতি (উদ্বৃত্ত + ; ঘাটতি —)

	১৯৩৯-৪০	১৯৪০-৪১	১৯৪১-৪২
রাজস্বের হিসাবে	+৬০,৪২	—১,০৩,৩০	—১,৩৪,২৪
ঐ হিসাবের বহির্ভূত	+৬৫,২৪	+৭৯,২১	—২৫,৪৩
মোট (নগদ তহবিল ব্যতীত)	১,২৫,৬৬	—২৪,০৯	—১,৫৯,৬৭

* এই হিসাবের মধ্যে ১৯৪০-৪১ সালে পরিশোধনীয় ট্রেজারী বিলের ৩০ লক্ষ টাকা ঋণ ধরা হইয়াছে; কিন্তু ৪৬ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা মূল্যের সিকিউরিটি অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই।

কৃষিজাত পণ্যের নূতন ব্যবহার

বিদেশের বাজারে রপ্তানী বাণিজ্য হ্রাস পাওয়ায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে উহা একেবারে লোপ পাইবার ফলে আমেরিকাস্থ ফোর্ড কারখানার গবেষকগণ কৃষিজাত পণ্যকে নানাবিধ কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিতেছেন। ফোর্ড কোম্পানীর রাসায়নিকগণ সূর্য্যমুখী ফুল, কফি, গম, গাজর, পেঁয়াজ এবং সোয়াবিন হইতে নিষ্কাশিত তৈল এবং সোয়াবিনের ছোবরা ফোর্ড কল কারখানায় খুব বেশী পরিমানে ব্যবহার করিতেছেন। ফোর্ডের এক গবেষনাগারে সোয়াবিন হইতে বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে।

ক্যানাডা হইতে মোটর যান আমদানী

জগতের যে কয়েকটি দেশ হইতে ভারতবর্ষে বেশী পরিমাণে মোটরযান আমদানী হইয়া থাকে ক্যানাডা তাহাদের মধ্যে অন্যতম। ১৯৩৮-৩৯ সালে ক্যানাডা হইতে ভারতবর্ষে ৯৭২টি মোটর গাড়ী ও ১ হাজার ৯২৮টী বাস শ্রেণীর যাত্রীবাহী মোটর যান আমদানী হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে তাহা যথাক্রমে ৯৬৩টি ও ৩ হাজার ৫০১টি দাঁড়াইয়াছে।

(বাঙ্গলা সরকারের বাজেট)

রাজস্বের হিসাবে বাঙ্গলা সরকারের যে অর্থ ব্যয় হইবে বলিয়া মনে হইতেছে তাহার তুলনায় আগামী বৎসরে আরও ৮০ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয়ের বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। অর্থসচিবের মতে এই ব্যয়বৃদ্ধির অধিকাংশের জন্যই জাতিগঠনমূলক কাজ দায়ী। কিন্তু আগামী বৎসরে যে অতিরিক্ত ব্যয়ের বরাদ্দ ধরা হইয়াছে তাহার মধ্যে নোয়াখালী সহর স্থানান্তরের জন্য ৫ লক্ষ টাকা, হাইকোর্টের সম্মুখস্থ জমিক্রয়ের জন্য ৮ লক্ষ টাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর একটী মুসলিম হল স্থাপনের জন্য ১॥ লক্ষ টাকা, পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিদের শিক্ষার জন্য ৭৯ হাজার টাকা, চাকহারে ফজলুল হক কলেজের জন্য ৬৭ হাজার টাকা, ব্রেবোর্ণ কলেজের জন্য ৭১ হাজার টাকা, আইন সভার সদস্যদের রাহাখরচ বাবদ ১ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা, পেন্সন বাবদ ১২ লক্ষ টাকা, সেটেলমেণ্ট কাজের জন্য ২½ লক্ষ টাকা, পুলিশ বিভাগের জন্য ২ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই সব ব্যয়ের কতকগুলি প্রয়োজনীয় হইলেও উহাকে জাতিগঠনমূলক কাজের ব্যয় বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে পূর্ণ বয়স্কদের শিক্ষার জন্য ৭৯ হাজার টাকা অপব্যয় না করিলেও চলিত। এই সব ব্যয়ের মধ্যে কতকগুলি ব্যয় দেশের সমষ্টিগত স্বার্থ অপেক্ষা সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্বমূলক ব্যয় বলিয়াই গণ্য হইবে। এই শ্রেণীর ব্যয়বৃদ্ধির জন্য দেশের লোক নূতন ট্যাক্স প্রদানে রাজী হইতে পারে না।

আমরা জানি যে এই সব কথা বলিয়া কোন লাভ নাই। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট সাম্প্রদায়িক মনোভাবে উদ্বুদ্ধ। মন্ত্রীসভার প্রধান প্রধান সদস্যগণ একটী সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পরিচালিত। আইন সভার অধিকাংশ সদস্য সাম্প্রদায়িক ভোট দ্বারা নির্ব্বাচিত। উহারা কেহই নিজ সম্প্রদায় ভিন্ন অন্য কোন সম্প্রদায়ের মনোভাবের প্রতি কোন সম্মান প্রদর্শন করিতে নারাজ। কাজেই দেশের সকল শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে যে ট্যাক্স আদায় করা হইতেছে তাহা দ্বারা যে দেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোক সমভাবে উপকৃত হইবে না তাহার মধ্যে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু নাই। সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার ফলে বাঙ্গলা দেশের অধিবাসীদের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক লোক বাকী অর্দ্ধেক লোকের পদানত হইয়াছে। শাসনতন্ত্রগত উপায়ে উহার প্রতিকারের কোন আশাই নাই। বাজেটের নীতি ও কর্ম্মপন্থা দেখিয়া বারম্বার আমাদের এই সব কথাই মনে হইতেছে।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

কানাড়া মিউচুয়াল এসিওরেন্স কোং লিঃ

আমরা দক্ষিণ ভারতের কানাড়া মিউচুয়াল এসিওরেন্স কোং লিঃর গত ১৯৪০ সালের মুদ্রিত কার্য্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। এই কোম্পানীটি গত ১৯৩৫ সালে স্থাপিত হয়। কিন্তু অনধিক ছয় বৎসর কালের মধ্যে উহা একটি শক্তিশালী বীমা কোম্পানীতে পরিণত হইয়াছে। আলোচ্য ১৯৪০ সালে কোম্পানী মোট ৮ লক্ষ ৪ হাজার টাকার নূতন বীমা পত্র প্রদান করিয়াছে। একটি নূতন বীমা কোম্পানীর পক্ষে যুদ্ধের এই অনিশ্চয়তার মধ্যে এই পরিমাণ টাকার বীমা পত্র প্রদান করা কম কৃতিত্বের কথা নহে।

আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ ১ লক্ষ ৭৪ হাজার ১২৭ টাকা, দাদনী তহবিলে সুদ বাবদ ৮ হাজার ৭২০ টাকা এবং সিকিউরিটী বিক্রয়ের লাভ বাবদ ১ হাজার ৮৬০ টাকা আয় লইয়া কোম্পানীর মোট ১ লক্ষ ৮৪ হাজার ৭৭০ টাকা আয় হইয়াছে। উহা হইতে মৃত্যু দাবী বাবদ ৩১ হাজার ৯৩১ টাকা, প্রত্যর্পন মূল্য বাবদ ৪ হাজার ৪২৮ টাকা, কমিশন বাবদ ১৫ হাজার ৭১৩ টাকা এবং কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনা বাবদ ৪৪ হাজার ৫০১ টাকা ব্যয় ধরিয়া উক্ত বৎসরে কোম্পানীর মোট ব্যয় হইয়াছে ১ লক্ষ ১ হাজার ৬৩৭ টাকা। আয় হইতে বাকী টাকা জীবন বীমা তহবিলে ন্যস্ত করা হইয়াছে। বৎসরের প্রথমে উহার পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৯০ হাজার ৪২১ টাকা—বৎসরের শেষে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২ লক্ষ ৭৩ হাজার ৫৫৪ টাকা। দেখা যাইতেছে যে আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী উহার প্রিমিয়াম দফায় আয়ের শতকরা ৩৪'৫৮ ভাগ দ্বারা কমিশন ও আফিসের কার্য্য পরিচালনা ব্যয় সমাধান করিয়াছে। একটি নূতন ও ক্ষুদ্রাকার কোম্পানীর পক্ষে এরূপ কম ব্যয়ে কার্য্য পরিচালনা খুব প্রশংসার কথা। এই প্রকার মিতব্যয়িতার ফলেই অল্প সময়ের মধ্যে কোম্পানী এত অধিক পরিমাণ টাকা জীবন বীমা তহবিলে ন্যস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে।

কোম্পানীর দাদন নীতি খুব প্রশংসার্হ। ১৯৪০ সালের শেষ তারিখে জীবন বীমা তহবিল, দাদনী তহবিলের ঘাটতি পূরণার্থ মজুদ তহবিলে ন্যস্ত ১২ হাজার ১০ টাকা ও বিবিধ ব্যয় লইয়া কোম্পানীর মোট বায়ের পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ ৯৬ হাজার ৭৮১ টাকা। উহার মধ্যে সম্পত্তি বন্ধকে ৮ হাজার টাকা, প্রত্যর্পন মূল্যের সীমার মধ্যে পলিসি বন্ধকে ১১ হাজার ২৯৬ টাকা, কোম্পানীর কাগজে ২ লক্ষ ৬ হাজার ৬৫৫ টাকা, বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ারের ২১ হাজার ১৩০ টাকা; জমি ও বাড়ীতে ১১ হাজার ৭৭৮ টাকা এবং নগদ হিসাবে ১০ হাজার ৬৩০ টাকা ন্যস্ত ছিল। কোম্পানীর তহবিল যে নিরাপদ ও লাভজনক উপায়ে দাদন করা হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

গত ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ৪বৎসর কালের জন্য এই কোম্পানীর যে ভেলুয়েশন হয় তাহাতে দাদনী তহবিলের উপর প্রাপ্তব্য সুদের হার মাত্র ৩৷৷০ টাকা করিয়া ধরা হয়। উহা সত্ত্বেও কোম্পানী এই ভেলুয়েশনে উদ্বৃত্ত তহবিল হইতে উহার পলিসিগ্রাহকগণকে বিভিন্ন তালিকার পলিসির তারতম্য ভেদে হাজার করা বার্ষিক ১০ হইতে ১৫ টাকা করিয়া বোনাস দিয়াছে। বর্তমানে কোম্পানীর কাজ যে প্রকার মিতব্যয়িতার সহিত পরিচালিত হইতেছে তাহাতে আগামী ভেলুয়েশনে বোনাসের এই হার বৃদ্ধি পাইবে আশা করা যায়।

মোটের উপর মিতব্যয়িতার সহিত কার্য্য পরিচালনা, নিরাপদ ও লাভজনক উপায়ে তহবিল দাদন, কড়াকড়ি ভিত্তিতে ভেলুয়েশন ইত্যাদির গুণে কানাড়া মিউচুয়াল এসিওরেন্স কোম্পানীকে একটী আদর্শ বীমা প্রতিষ্ঠান বলা যাইতে পারে। বীমাকারীগণ উহাতে নির্ভয়ে বীমা করিতে পারেন। এই কোম্পানী উহার ৬নং প্রিমিয়ামের তালিকাতে ফ্যামিলি সিকিউরিটী এসিওরেন্স নামে যে নূতন ধরণের বীমা পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়াছে তৎপ্রতি আমরা বীমাকারীদের বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি।

বাঙ্গলা দেশে অধ্যাপক ডাঃ বি বি ঘোষ এই কোম্পানীর চীফ এজেন্সী গ্রহণ করিয়াছেন। ডাঃ ঘোষ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অর্থনীতিশাস্ত্রে ডক্টরেট উপাধি লইয়া দেশে প্রত্যাগমনান্তর ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ প্রুডেন্সিয়াল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীতে কয়েক বৎসর দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বর্তমানে তিনি বাঙ্গলা দেশে কানাড়া মিউচুয়াল এসিওরেন্স কোম্পানীর কার্য্য ক্ষেত্র প্রসারের ভার গ্রহণ করিবেন। তাঁহার ন্যায় বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং বীমা বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তির চেষ্টা যে পূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইবে তাহা আমরা খুবই আশা করিতেছি। ২নং চার্চ্চ লেন, কলিকাতায় তাঁহার এজেন্সী আফিস অবস্থিত।

ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

সম্প্রতি ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের গত ১৯৪০ সালের কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১ কোটি টাকা, বিভিন্ন শ্রেণীর আমানতের পরিমাণ ২২ কোটি ২৭ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা এবং মজুত তহবিলের পরিমাণ ১ কোটি ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ছিল। ঐ সমস্ত দায়ের সহিত অন্যান্য শ্রেণীর দায় যোগ করিয়া উপরোক্ত তারিখে কোম্পানীর মোট দায়ের পরিমাণ দেখানো হইয়াছে ২৪ কোটি ৬৫ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। ঐ দায়ের বদলে ব্যাঙ্কের হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দাফাগুলি এইরূপ :—ক্যাশ ক্রেডিট, ঋণ ও বিল ইত্যাদি ৭ কোটি ৫২ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা, সরকারী সিকিউরিটিতে দাদন ৪ কোটি ৪৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট পোর্ট ট্রাষ্ট এবং মিউনিসিপ্যাল বণ্ড ৭৬ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা, যৌথ কোম্পানীর শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ইত্যাদিতে দাদন ১৬ লক্ষ ১১ হাজার টাকা, ট্রেজারী বিল ৫ কোটি ৩৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ৬ কোটি ১৪ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা। এই সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে ব্যাঙ্কের তহবিল যে নানাদিক দিয়া সুসংরক্ষিত রহিয়াছে ও ব্যাঙ্ক যে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ নগদে ও সহজে নগদে পরিবর্তনযোগ্য অবস্থায় রাখিয়া কারবার চালাইতেছে তাহা বুঝা যায়।

বর্তমান কার্য্যবিবরণী হইতে জানা যায় আলোচ্য বৎসরে কারবার চালাইয়া বিভিন্ন দফায় ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার মোট ৩৮ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা আয় হইয়াছে। ঐ আয় হইতে আবশ্যকীয় খরচপত্র নির্বাহ করিয়া ব্যাঙ্কের ১৯ লক্ষ ৫৮ হাজার ৯৪৭ টাকা নিট লাভ দাঁড়ায়। পূর্ব্ব বৎসরের

উদ্বৃত্ত ৮ লক্ষ ৮৬ হাজার ৩৩৬ টাকা যোগ করিয়া কোম্পানীর হাতে মোট নিট লাভের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৮ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা। ঐ টাকা হইতে ১১ লক্ষ টাকা দিয়া অংশীদারদিগকে শতকরা ১১ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। বাকী টাকা হইতে আয়কর ও সুপার ট্যাক্স বাবদ ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, কর্ম্মচারীদের বোনাস বাবদ ৯৬ হাজার ৫০০ টাকা, ব্যাঙ্কের মজুত তহবিলে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ও ব্যাঙ্কের সম্পত্তির হিসাবে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা নিয়োগ করা হইয়াছে। ৮ লক্ষ ৯৮ হাজার ৭৮৪ টাকা আগামী বৎসরের হিসাবে জের টানা হইবে। আমরা এই সুপরিচালিত বৃহদাকার ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানটির উত্তোরত্তর উন্নতি কামনা করি।

বিস্কুট ব্যবসায়ী সম্বর্দ্ধিত

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী, সোমবার শান্তিনিকেতনে বিশিষ্ট বিস্কুট ব্যবসায়ী মেসার্স মোধারাম এণ্ড কোং'র ম্যানেজার মিঃ কিষেনচাঁদকে এক চা-পান সভায় সম্বর্দ্ধিত করা হয়। মিঃ কিষেনচাঁদকে সম্বর্দ্ধনা জানাইয়া বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ এস সি রায় চৌধুরী বলেন যে মেসার্স মোধারাম এণ্ড কোং গত ৩৩ বৎসর যাবৎ বিশেষ সুনামের সহিত উচ্চ শ্রেণীর বিস্কুট ও বিবিধ মিষ্ট দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতেছেন। এই কোম্পানীর প্রস্তুত দ্রব্যাদি বিদেশী এই শ্রেণীর দ্রব্যের সহিত সমভাবে প্রতিযোগীতা করিয়া আসিতেছে। বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ কিষেনচাঁদ ভারতীয় দ্রব্যের প্রতি সকলের অনুরাগ যাহাতে বৃদ্ধি পায় তৎপ্রতি সকলকে অবহিত হইতে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁহার কোম্পানীর ক্রমোন্নতির ইতিহাস বর্ণনা করিলে পর সভার কার্য্য শেষ হয়।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

গত ১৯৪০ সালে কারবার চালাইয়া বোম্বাইয়ের ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের মোট ৫ লক্ষ ১৩ হাজার ৩৩৩ টাকা (পূর্ব্বেকার উদ্বৃত্ত ১ লক্ষ ২ হাজার ৯৩৪ টাকা সহ) নিট লাভ হইয়াছে। উহার মধ্যে ৫০ হাজার টাকা আয়কর বাবদ, ১২ হাজার টাকা কর্ম্মচারীদের বোনাস বাবদ এবং ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা মজুত তহবিলে নিয়োগ করা হইয়াছে। ২লক্ষ ২৪ হাজার ৪৩৭ টাকা দিয়া অংশীদারদিগকে শতকরা ৫ টাকা হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হইয়াছে।

রুবি জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

আমরা অবগত হইলাম রুবি জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর জীবন বীমা বিভাগে হিসাবে গত ১৯৪০ সালের ৩০ লক্ষ টাকার উপর নূতন বীমা পত্র প্রদান করিয়াছে। এই কোম্পানীর ঐরূপ কৃতকার্য্যতার মূলে উহার জেনারেল ম্যানেজার মিঃ জে, পি, কানোরিয়ার কর্ম্মকুশলতাই নিহিত রহিয়াছে। আমরা মিঃ কানোরিয়ার পরিচালনায় সকল দিক দিয়াই কোম্পানীটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

গ্রেট অশোক এসিওরেন্স কোং লিঃ

পাটনার গ্রেট অশোক এসিওরেন্স কোম্পানীর কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়ার জন্য সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অব ইন্সিওরেন্সের পক্ষে সহকারী সরকারী এডভোকেট মিঃ বি পি সিংহ সম্প্রতি পাটনা হাইকোর্টে একটি দরখাস্ত পেশ করিয়াছেন।

জুপিটার জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

জুপিটার জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর পরিচালক বোর্ড উক্ত কোম্পানীর সেক্রেটারী মিঃ এন এম চোকশীকে ম্যানেজার পদ অর্পন করিয়াছেন। মিঃ চোকশীর পরিচালনায় জুপিটার জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর সকল বিভাগেই উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা গিয়াছে।

সাউথ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রাম লামাবাজারে সাউথ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের একটি শাখা স্থাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে যে সভা অনুষ্ঠিত হয় মিঃ নলিনীকান্ত দাস এম এ তাহাতে সভাপতিত্ব করেন। স্থানীয় অনেক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সেনগুপ্ত মহাশয় এক বক্তৃতায় ব্যাঙ্কটির উন্নতির ইতিহাস বিবৃত করেন। সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা প্রসঙ্গে সকলকে এই ব্যাঙ্কের সহিত সহযোগিতা করিতে বলেন। খোলার তারিখেই ব্যাঙ্কের শাখা আফিসে কয়েক সহস্র টাকা আমানত পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

পুলিশ কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

সম্প্রতি ৫১ নং বেনীনন্দন ষ্ট্রীটে পুলিশ কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটির প্রতিষ্ঠা উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। মিঃ এ ডি গর্ডন সি আই ই আই জি পি কোম্পানীর আফিসের দ্বারোদঘাটন কার্য্য সম্পন্ন করেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে ১৫ বৎসর পূর্ব্বে বেঙ্গল পুলিশ কো-অপারেটিভ বেনিফিট ফাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছিল। কালক্রমে ঐ তহবিলে আজ ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার মত সঞ্চিত হইয়াছে। ঐ তহবিল নিয়াই বর্ত্তমানে পুলিশ কোঅপারিটিভ সোসাইটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সকল দিক দিয়া সুপরিচালিত হইয়া এই কোম্পানীটি একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে বলিয়া মিঃ গর্ডন আশা করেন।

ইণ্ডিয়া ওরিয়েল এসিওরেন্স কোং লিঃ

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার অন্যতম ডিরেক্টর মিঃ উইলিয়াম রবার্টসন টেইলর ইণ্ডিয়া ওরিয়েল এসিওরেন্স কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান মনোনীত হইয়াছেন।

মাদ্রাজ লাইফ এস্যিওরেন্স কোং লিঃ

সম্প্রতি ইন্দো-বার্ম্মা ইন্সিওরেন্স কোং লিমিটেডের নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া মাদ্রাজ লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী করা হইয়াছে।

ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোং লিঃ

পুনার ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোম্পানী গত ১৯৪০ সালের হিসাবে ৫ লক্ষ ৮৩ হাজার ১৮২ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। ১৯৩৯ সালে এই কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ ছিল ৪ লক্ষ ৭ হাজার ৫২০ টাকা।

নিউ এসিয়াটিক লাইফ ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

আমরা অবগত হইলাম নিউ এসিয়াটিক লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানী গত ১৯৪০ সালের হিসাবে ৬০ লক্ষ টাকার উপর নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। গত ১৯৩৯ সালে এই কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ কিঞ্চিদধিক ৫০ লক্ষ টাকা ছিল।

মত ও পথ

ভারতের তাঁত শিল্প

ভারতের তাঁতশিল্পের সমস্যা সম্পর্কে বর্ত্তমান মাসের "মহীশূর ইকনমিক জার্ণেলে" ডাঃ এস্, গনপতি রাও এম্, এ, ডি, লিট্, (ইকন) লিখিতেছেন :—

"প্রায়ই অনুযোগ করা হইয়া থাকে যে তাঁত শিল্প এবং কাপড়ের কলের স্বার্থ পরস্পরবিরোধী। তাঁত শিল্পের সমর্থকগণ ইহাও বলিয়া থাকেন যে রক্ষণশুল্কের সুযোগে কাপড়ের কলসমূহ প্রসারলাভ করিয়া তাঁত শিল্পের ধ্বংসের কারণ হইয়াছে। উভয়ের স্বার্থ এক নহে ইহা সত্য কথা। কিন্তু এই পার্থক্যকে বড় করিয়া দেখান মোটেই যুক্তিসঙ্গত নহে। দেশের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরেই বস্ত্র শিল্পে সংরক্ষণ দেওয়া হইয়াছিল। তাঁত শিল্পের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইলেও ইহা কাপড়ের কলের প্রবল প্রতিদ্বন্দী হইতে সক্ষম হইবেনা। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় সূতার উপর আমদানীশুল্ক উঠাইয়া দিলেও তাঁত শিল্প কাপড়ের কলের পক্ষে মরাত্মক প্রতিযোগী হইতে পারেনা; কারণ ইহার ফলে এই সস্তা আমদানীকৃত সূতা ব্যবহার করিয়া কাপড়ের কলসমূহেরও প্রতিযোগীতার ক্ষমতা বাড়িয়া যাইবে। মিলের উপর উৎপাদনশুল্ক ধার্য্য করিলেও তাঁত শিল্পের উন্নতির আশা কম; কারণ এই ব্যবস্থা দ্বারা তাঁত শিল্পের সমস্যা সমাধান করিতে হইলে উৎপাদনশুল্কের হার এত বেশী করিয়া নির্দ্ধারণ করিতে হইবে যে তাহা দেশের বৃহত্তর স্বার্থ বিবেচনায় সমর্থন করার উপায় নাই। তাঁত শিল্পের বর্ত্তমান সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় উহার নিজের গণ্ডী নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া।

রক্ষণশুল্কের ফলাফল বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে ইহা তাঁত শিল্পের পক্ষে, যেরূপ বলা হইয়া থাকে, তদ্রূপ ক্ষতিকর হয় নাই। তাঁত শিল্প ও কাপড়ের কলের উৎপাদন সম্পর্কে বিগত দশ পনর বৎসরের তথ্য আলোচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে যে বস্ত্র শিল্পে সংরক্ষণ দেওয়ার পর তাঁত শিল্প ও কাপড়ের কলের উন্নতি অবনতি প্রায় একই সময়ে ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে তাঁত শিল্প ক্রমোন্নতির পথে চালিত হইতেছে এবং ইহার মারফতে আজকাল দেশের প্রয়োজনীয় বস্ত্রের এক চতুর্থাংশ সরবরাহ হইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিতও তাঁত শিল্পের উৎপাদন সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে সমর্থ হইয়াছে। কাজেই তাঁত শিল্প ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছে এরূপ অভিমত প্রকাশ করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না।

বস্ত্রবয়ন ব্যাপারে তাঁত শিল্প এবং কাপড়ের কলের বিশেষ স্বার্থসংঘাত নাই। সূতার বেলাতেই উভয়ের যা কিছু বিরোধ। সূতার উপর আমদানীশুল্ক থাকায় তাঁতির ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং লাভের অঙ্কও হ্রাস পাইয়া থাকে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য ভারতীয় সূতা সম্পর্কে সরকারীভাবে অর্থসাহায্যের প্রস্তাব করা হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার ফলে সরকারী রাজস্ব যে হ্রাস পাইবে তাহাও বিচার্য্য বিষয় এবং এই কারণেই ভারত সরকার ১৯২৭ সালের টেরিফ বোর্ডের সুপারিশ কার্য্যকরী করেন নাই। পক্ষান্তরে যে সমস্ত কলে সূতা কাটা হয় তাহারা তাঁতশিল্পের অস্তিত্ব ও উন্নতির স্মারক। ভারতে কাপড়ের কলসমূহে সূতাকাটা হয় বলিয়াই তাঁতশিল্পের উন্নতি সম্ভব হইয়াছে এরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয়না। মিহি বস্ত্র উৎপাদনে তাঁতশিল্প যথেষ্ট উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছে এবং এই ব্যাপারে কাপড়ের কলের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া আসিতেছে। কিন্তু স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে উৎকৃষ্ট বস্ত্রের চাহিদা অপেক্ষাকৃত কম—কাজেই এদিকে তাঁতশিল্পের প্রসারের পথ সুপ্রশস্ত নহে। মোটা বস্ত্র উৎপাদন তাঁতশিল্পের উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য্য এবং এই ক্ষেত্রেই কাপড়ের কলের সহিত তাঁতশিল্পের যথার্থ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান রহিয়াছে। একেবারে নিকৃষ্ট শ্রেণীর বস্ত্র উৎপাদন তাঁতশিল্পের একচেটীয়া ছিল। রুচি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহার চাহিদাও হ্রাস পাইতেছে। যা ক্ষারী রকম মোটা বস্ত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রেই উভয়ের প্রকৃত প্রতিযোগীতা।"

প্রচারকার্য্য ও কৃষির উন্নতি

প্রচারকার্য্যের সাহায্যে কৃষির উন্নতি সম্পর্কে ইম্পিরিয়েল কাউন্সিল অব্ এগ্রিকাল্চারেল রিসার্চ্চের পরিচালিত "ইণ্ডিয়ান ফার্মিং" কাগজের ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় অধ্যাপক মিঃ এস্, সিংহ লিখিতেছেন, "সুপরিচালিত প্রচারকার্য্যদ্বারা ভারতীয় কৃষির বিশেষ উন্নতিসাধন করা যাইতে পারে। প্রচারকার্য্যকারীদের ব্যক্তিত্বের উপরেই প্রচারকার্য্যের সাফল্য নির্ভর করে। নিম্নলিখিত উপায়ে কৃষিসম্পর্কিত প্রচারকার্য্য পরিচালনা করা উচিত :—

সরকারী কৃষিক্ষেত্রে উন্নত প্রণালী অবলম্বন করিয়া যে সমস্ত মাল পাওয়া যায় তাহা সরকারী রিপোর্টসমূহেই নিবদ্ধ থাকে। কৃষকসম্প্রদায়কে এই সমস্ত ব্যাপারে উৎসাহী করিয়া তোলার জন্য শিক্ষিত প্রচার কর্ম্মচারীদ্বারা নকসা ম্যাজিক লণ্ঠন এবং পল্লীঅঞ্চলে বক্তৃতার সাহায্যে পরীক্ষামূলক কৃষির ফলাফল প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। বিশেষতঃ বিভাগীয় কর্ম্মচারীগণ প্রত্যেক পল্লীতে একজন কৃষকের জমীতে উন্নতশ্রেণীর বীজ বপন করিয়া ফসল ঘরে না আনা পর্য্যন্ত কৃষককে হাতে কলমে উপদেশ দিবেন। ইহাতে কোন আর্থিক ক্ষতি হইলে সরকারী তহবিল হইতে তাহা পূরণ করা হইবে। কিন্তু লাভ হইলে কৃষক বিশেষ উৎসাহিত হইবে এবং অন্যান্য কৃষকও এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে অনুপ্রাণীত হইবে। গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক কৃষি-গবেষণা ক্ষেত্রে কৃষকদের বার্ষিক প্রমোদভ্রমণের ব্যবস্থা করিতে পারেন। রেল কোম্পানীসমূহের সহিত বিশেষ চুক্তি করিয়া কৃষক এবং তাহার পরিবারবর্গকে বিনা খরচে এই সমস্ত প্রমোদভ্রমণের সুযোগ দেওয়া যায়। কয়েকজন বিভাগীয় কর্ম্মচারীদ্বারা পার্ক, বাজার, রেলষ্টেশন এবং চলন্তগাড়ীতে উন্নত প্রথায় চাষবাস সম্পর্কে বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থা করাও কর্ত্তব্য।

ভারতীয় কৃষক মোটেই রক্ষণশীল নয়। লাভের আশা থাকিলে কৃষি সম্পর্কে যে কোন উপায় অবলম্বন করিতে সে পরাঙ্মুখ হয় না। কিন্তু এই আশা সম্পর্কে কৃষকের উৎসাহ জাগ্রত করার ব্যবস্থা নির্দ্ধারণই মূলসমস্যা। প্রচারকার্য্য ঠিকপথে পরিচালিত হইলে আশাতীত ফল পাওয়া যাইবে।"

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১৪ই ফেব্রুয়ারী

এসপ্তাহে বোম্বাইয়ে বার্ষিক শতকরা চারি আনা সুদে ও কলিকাতায় শতকরা আট আনা সুদে ব্যাঙ্কসমূহের ভিতর কল টাকার আদান প্রদান হইয়াছে। কল টাকার সুদের হার এইরূপ কম থাকা সত্ত্বেও বাজারে ঋণ গ্রহীতার তুলনায় ঋণ প্রদাতার সংখ্যাই অধিক ছিল। দীর্ঘকাল যাবৎ টাকার বাজারের এইরূপ স্বচ্ছলতা বিরাজ করিতেছে। এখনও উহা কাটিবার কোন নমুনা দেখা যাইতেছে না ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্ট এরূপ ঘোষণা করিয়াছেন যে ভারতবাসীর তরফ হইতে ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন সময়ে ইংলণ্ডে পাউণ্ড মুদ্রার হিসাবে যে ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহার মধ্যে ৯ কোটী পাউণ্ড পরিমিত ঋণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত পাউণ্ডের হিসাবে স্বত্ত সম্পত্তির দ্বারা শোধ করিয়া দেওয়া হইবে। পাউণ্ডের হিসাবে গৃহীত ঋণ পরিশোধের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত সম্পত্তির যে ৯ কোটী পাউণ্ড অর্থাৎ ১২০ কোটী টাকা কমতি পড়িবে তাহা ভারতবর্ষ হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া পূরণ করিয়া দেওয়া হইবে। ৯ কোটী পাউণ্ড ঋণের জন্য বৎসরে ভারত সরকারকে ৫ কোটী টাকা দিতে হইত। বর্ত্তমানে ভারত সরকার যে ব্যবস্থা করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন তাহাতে ঐ পরিমাণ টাকা ইংলণ্ডে পাঠান বন্ধ হইবে ইহা একটা সন্তোষের কথা সন্দেহ নাই।

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩ কোটী ১৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহা দাঁড়াইয়াছিল ৩ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা। এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৸৩ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমস্ত এবং ৯৯৸০ আনা দরের শতকরা ৩ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার ছিল ॥৵০ আনা। এসপ্তাহেও তাহা ঐ হারেই নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

আগামী ১৮ই ফেব্রুয়ারীর জন্য ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারী ঐ বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ৭ই ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২৩৫ কোটী ১৩ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহা ২২৯ কোটী ৮১ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা ছিল। পূর্ব্ব সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে কোন সাময়িক ধার দেওয়া হয় নাই। এসপ্তাহে দেওয়া হইয়াছে ৩১ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রক্ষিত ও অর্থের পরিমাণ ছিল ৬৭ কোটী ৮০ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে তাহা দাঁড়াইয়াছে ৬৩ কোটী ৮৪ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্টের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৪৬ কোটী ৮৭ লক্ষ টাকা ও ২৯ কোটী ৯ লক্ষ টাকা। এসপ্তাহে তাহা দাঁড়াইয়াছে ৪৬ কোটী ৯০ লক্ষ টাকা ও ২৩ কোটী ৪০ লক্ষ টাকা।

অদ্য বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ আছে

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১শি ৫ ৩১/৩২ পে
ঐ দর্শনী	"	১শি ৫ ৩১/৩২ পে
ডি এ ৩ মাস	"	১শি ৬ ১/৩২ পে

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১৪ই ফেব্রুয়ারী
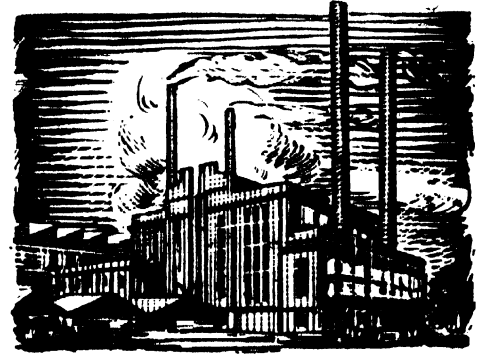
আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমভাগে কলিকাতার শেয়ার বাজারে দৃঢ়তাপূর্ণ অবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। অন্যান্য শেয়ার বাজারেও এই সময়ে উৎসাহের পরিচয় পাওয়া যায়। ডানলপ্ রাবার ৪১॥০ আনায় এবং মাদ্রাজ শেয়ার বাজারে মহীশূর সুগার ৪৯॥০ আনায় উন্নীত হইয়াছিল। কিন্তু সুদূর প্রাচ্যের রাজনৈতিক অবস্থা এবং জাপানের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা সম্পর্কে নানারূপ গুজব রটিবার ফলে সপ্তাহের শেষদিকে শেয়ার বাজারসমূহেও ইহার প্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত হয় এবং নিরুৎসাহভাব সৃষ্ট হয়। মনে হয় কলিকাতার বাজারেই এই আশঙ্কা অপেক্ষাকৃত বেশী রকম আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল কর্পোরেশন যথাক্রমে ৩০।৶০ আনা এবং ১৯॥০ আনায় নামিয়া আসে। জাপানের মতিগতি এবং প্রাচ্যের অবস্থা আশঙ্কার কারণ হইলেও শেয়ারবাজার এই সম্পর্কে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। যাই হউক, এই সম্পর্কে প্রকৃত আশঙ্কার কতটুকু কারণ আছে বর্ত্তমান সপ্তাহেই সম্ভবতঃ তাহা নির্নীত হইবে।

কোম্পানীর কাগজ

জাপান সম্পর্কে আশঙ্কাজনক সংবাদের ফলেও কোম্পানীর কাগজবিভাগে সম্পূর্ণ দৃঢ়তা বজায় ছিল। পরন্তু ৯ কোটী পাউণ্ড ষ্টার্লিং ঋণ টাকার হিসাবে রূপান্তরিত করিবার যে সরকারী পরিকল্পনা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা কোম্পানীর কাগজের মূল্যে অনুকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে আশা করা যায়। ভারতবর্ষ কর্ত্তৃক প্রতিবৎসর ইংলণ্ডে প্রদেয় সুদ এবং অর্থ প্রেরণের পরিমাণ এই কারণে হ্রাস পাইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্টের আর্থিক অবস্থা অধিকতর নির্ভরযোগ্য হইবে মোটামুটি বলা যায় এবং ইহা পরোক্ষভাবে কোম্পানীর কাগজের মূল্য বৃদ্ধির সহায়ক হইবে আশা করা অন্যায় নয়। শতকরা ৩½ পাউণ্ড সুদের ষ্টার্লিং ঋণপত্রের মূল্য ৯৮½ পাউণ্ডে উন্নীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ৩॥০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজের মূল্যও বৃদ্ধি পাইয়া ৯৫৸০ আনায় উঠিয়াছে। ৩৲ টাকা সুদের ১৯৫১।৫৪ ঋণপত্র ৯৯।৶০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ১৯৬৩।৬৫ ঋণপত্র ৯৪॥০ আনা, ৩॥০ আনা সুদের ১৯৪৭।৫০ ঋণপত্র ১০২॥৵০ এবং ৪৲ টাকা সুদের ১৯৬০।৭০ ঋণপত্র ১০৮॥০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইতেছে।

কাপড়ের কল

কাপড়ের কল বিভাগে অপেক্ষাকৃত স্থিরতা দেখা গিয়াছে। কানপুর টেক্সটাইলস্ এবং কেশোরাম ৬॥০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লাখনি বিভাগে আলোচ্য সপ্তাহে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। বেঙ্গল ৩৬৫৲ টাকা, ধেমো মেইন ১৪।৵০ আনা, ইকুইটেবল ৩৭৲ টাকা, ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৩০৲ টাকায় হস্তান্তর হইয়াছে। নিউ বীরভূম ১৬৲ টাকায় নামিয়া আসিয়াছে।

চটকল

চটকল বিভাগে এ সপ্তাহে উৎসাহের পরিচয় মিলে নাই। বিভিন্ন শেয়ারের মূল্যও অপরিবর্ত্তিত আছে মোটামুটি বলা চলে। এংলো ইণ্ডিয়া ৩১৭৲ টাকা, বালী ২১৲ টাকা, বিরলা ২৫৸০ আনা, গৌরীপুর ৬৪৮॥০ আনা, হাওড়া ৪৯।০ আনা, হুকুমচাঁদ ৮৸৵০ আনা, কামারহাটী ৪৫৩৲ টাকা এবং কাকনাড়া ৩৭০৲ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

সপ্তাহের এই প্রথম বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণের মূল্য ৩২৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ৩০।৶০ আনায় নামিয়া আসে। ষ্টীল কর্পোরেশনও বর্ত্তমানে ১৮৸০ আনায় ক্রয় বিক্রয় চলিতেছে।

চিনিরকল

চিনিরকল বিভাগের অবস্থা অপেক্ষাকৃত সন্তোষজনক ছিল। চিনির মূল্য বৃদ্ধি এবং আফগানিস্থানে ১০ হাজার মণ ভারতীয় চিনি রপ্তানীর সুযোগ দেখা দেওয়ায় চিনির কলের শেয়ার সম্পর্কে চাহিদা দেখা যায়। কানপুর ১৯॥০ আনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

চা-বাগান

চা-বাগানের শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হইলেও মূল্যের দিক দিয়া বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। সপ্তাহের শেষভাগে হাসিমারার মূল্য সামান্য হ্রাস পাইয়া ৪২।০ আনা হয়। তেজপুর ৮৸০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

বিবিধ

বিবিধ কোম্পানীসমূহের মধ্যে বার্ম্মা কর্পোরেশনের প্রাথমিক লভ্যাংশ ঘোষণা শেয়ার বাজারে কোনরূপ অবস্থান্তর আনয়ন করে নাই। বার্ম্মা কর্পোরেশন সামান্য হ্রাস পাইয়া ৫৵০ আনায় বিকিকিনি হইতেছে।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্নপ্রকার শেয়ার ও কোম্পানীর কাগজের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে।

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১০ই ফেব্রুয়ারী ৯৫॥০ ৯৫॥/০ ৯৫॥৵০ ৯৫৸৵০ ৯৫৸/০ ৯৫৸৵০ ৯৫৸/০; ১১ই—৯৬৲ ৯৬/০ ৯৫৸৶০ ৯৫৸৵০ ৯৬৲; ১২ই—৯৬৲ ৯৬/০ ৯৫৸/০ ৯৫৸৵০; ১৩ই—৯৫৸৵০ ৯৫৸৶০। ২৸০ সুদের ঋণ (১৯৪৮-৫২) ১৩ই—৯৭৵০ ৯৭।০ ৩॥০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ১০ই ১০২৸০; ১১ই—১০৩৲; ১২ই—১০২৸০ ১০২৸৶০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ১০ই—১০৮।/০; ১১ই—১০৮॥/০ ১০৮॥৵০ ১০৮৸০ ১০৮॥০; ১২ই—১০৮।০; ১৩ই—১০৮॥৶০ ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ১০ই—১১২॥৵০; ১১ই—১১২॥৶০ ১১২৸০; ১২ই—১১২॥৵০ ৩৲; সুদের আসাম ঋণ (১৯৫২) ১০ই—৯৫।০ ৯৫।/০; ১২ই—৯৫।৶০ ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১০ই—৮২৶০; ১২ই—৮২৶০ ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪) ১৩ই—৯৯॥০ ৯৯॥৵০ ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ১৩ই—৯৪॥৵০

কাপড়ের কল

কানপুর টেক্সটাইল—১০ই—৬।/০ ৬॥/০; ১১ই—৬।৵০; ১২ই—৬।৵০; ১৩ই—৬।৵০ বাসন্তী কটন—১১ই—(প্রেফ) ৪৲ ৪।০; কেশোরাম—১০ই—৬।/০ ৬॥/০ ৬।৵০; ১১ই—৬।৵০ ১৩ই—৬।/০ বেঙ্গল কানপুর—১২ই—১৪।০ মোহিনী মিলস—১০ই—১১৸০; ১২ই—১১৸০ নিউভিক্টোরিয়া—১০ই—১৸৶০ ২৵০ ১৸৶০ (প্রেফ) ৫॥৵০ ৫।/০ ১১ই—২/০ ১৸৵০ ২৵০; (প্রেফ) ৫।০ ৫॥৵০; ১২ই—১৸৶০ ২/০ (প্রেফ) ৫।৵০ ৫॥৶০; ১৩ই (অর্ডি) ১৸৵০ ২/০

ব্যাঙ্ক

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১০ই ফেব্রুয়ারী—১০৫৸০ ১০৬৲ ১১ই—১০৫৸০ ১০৫॥০ ১০৬৲ ১০৭৲; ১২ই—১০৬৲ ১৩ই—১০৫৲ ১০৬৲ ১০৭৲ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (অঃ আদায়ী) ১০ই—ফেব্রুয়ারী ১৫৮০৲ ১৫৮১৲ ১৫৭৮৲; ১৩ই—(কণ্টি) ৩৯১৲ ৩৯৪৲ ৩৮৯৲

রেলপথ

বাঁকুড়া-দামোদর রেলওয়ে—১১ই—৯১৲ ৯২৲ ; ১৩ই—৯৩৲ ৯৪৲ বৰ্দ্ধমান—কাটোয়া রেলওয়ে ১১ই ৯১৲ ৯২৲ ; চাঁপারমুখ শিলঘাট ১১ই—৮৪৲ ।

পাটকল

এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান—১০ই ৩১৫৲ ৩১৩৲ ; ১২ই—৩১৭৲ ; ১৩ই—৩১৫৲ বরানগর—১০ই ৯৭৲ ; ১২ই—৯৮৲ । বিরলা—১১ই ২৪৸০ ২৫৲ ২৫।৵০ ১২ই—(প্রেফ) ১২৮৲ ১২৯৲ । বেঙ্গল জুট—১০ই (প্রেফ) ১০৮॥০ ১০৯॥০ । বিরলা—১৩ই ২১৸০ । বজবজ—১০ই ৩৪০৲ ৩৪৩৲ । বালী—১১ই (অর্ডি) ২১৫৲ ২১৮৲ । ক্লাইভ—১০ই ২১৵০ । চাঁপদানী—১১ই ১৬১৲ ১৬২৲ । এম্পায়ার—১০ই ২৩৶০ (প্রেফ) ১৫৯৲ ; ১২ই—২৩৵০ ২৩॥৵০ । গৌরীপুর—১০ই ৬৪৫৲ ৬৪৮॥০ (প্রেফ) ১৫২ ; ১১ই—(প্রেফ) ১৫৪৲ ; ১২ই—(প্রেফ) ১৫৪॥০ ; ১৩ই—৬৪৫৲ ৬৪৮॥০ । হাওড়া—১০ই ৪৯৸/০ ৪৯৵০ ৪৯॥৵০ ৪৯৸০ ৪৯।০ ৪৯।৵০ ; ১১ই—৪৯৸০ ৫০৲ ৪৯৸০ ; ১২ই—৪৯॥০ ; ১৩ই—৪৯।৶০ ৪৯।/০ ৪৯।০ । হুগলী—১১ই ৫২৸৵০ ৫৪॥০ । হুকুমচাঁদ—১০ই ৮৸৶০ ৮৸৵০ ; ১১ই—(প্রেফ) ১১৭॥০ ; ১৩ই—৮৵০ ৮৸/০ ৯/০ ৮৸৵০ (প্রেফ) ১১৭৲ । কামারহাটি—১০ই—৪৫৫॥০ ৪৫০৲ ৪৫২৲ ; ১১ই—৪৫৩৲ ; ১২ই ৪৫৬৲ ৪৫৪৲ ; ১৩ই—৪৫৩৲ । কাঁকনারা—১০ই ৩৬৬৲ ৩৬৪৲ । খড়দহ—১০ই (প্রেফ) ১৫২৲ । মেঘনা—১০ই ৩৬/০ ৩৬।৵০ ; ১১ই—৩৬৲ ৩৬।০ ; ১৩ই—৩৬৲ ৩৬।০ । নৈহাটি—১০ই ২৭৭৲ ২৮০৲ ; ১১ই—২৮১৲ ২৮২॥০ ; ১৩ই—২৭৫৲ । নস্করপাড়া—১০ই ১৮৵০ ১৭॥০ ; ১১ই—১৭৵০ ১৮৸৵০ ১৮।০ ; ১২ই—১৮৲ ১৮।/০ ১৭৸৵০ ; ১৩ই—১৭৸০ । ন্যাশনাল—১০ই ২০৸৵০ ২১৵০ ২১৲ ২১।০ ; ১১ই—২১৲ ২০৸৶০ ; ১২ই—২০৸৵০ ২১।০ ; ১৩ই—২১।৵০ ২১।০ । নদীয়া—১০ই ৫৫॥০ ; ১১ই—৫৪৸০ । প্রেসিডেন্সী —১১ই ৪।৵০ ; ১৩ই—৪।৵০ ৪॥০ । রিলায়েন্স—১১ই ৫৩।০ ৫২॥৵০ ৫৩৵০ ; ১২ই—৫২৸০ ৫৩।০ ; ১৩ই—৫৩।০ ৫৩॥০ ।

খনি

বর্ম্মা কর্পোরেশন—১০ই ৫।০ ৫॥০ ৫৶০ ৫।০ ; ১১ই—৫।০ ৫॥০ ৫।০ ; ১১ই—৫।০ ৫॥০ ৫।০ ; ১২ই—৫৶০ ৫॥০ ৫৶০ ; ১৩ই—৫৵০ ৫॥০ ৫৶০ । কনসোলিডেটেড টীন—১০ই ২॥৵০ ২৸০ ; ১৩ই—২॥৵০ । ইণ্ডিয়ান কপার—১০ই ২৵০ ২।০ ২৵০ ; ১১ই—২৵০ ২।০ ২৵০ ; ১২ই—২৵০ ২/০ ; ১৩ই —২/০ ২।০ ২/০ । রোডেসিয়া কপার—১০ই ৸০ ; ১১ই—৸০ ৸৵০ ; ১২ই—৸০ ৸৵০ ।

সিমেণ্ট

ডালমিয়া সিমেণ্ট ১০ই—(অর্ডি) ১১॥৶০ ১১৸০ ১২৲ (প্রেফ) ১১০৲ ; ১১ই—১১।৵০ (প্রেফ) ১১০॥০ ; ১২ই—(অর্ডি)১১।৵০ (প্রেফ) ১২০৲ ; ১৩ই—১১॥০ (প্রেফ) ১০৮৲ ১০৯॥০ ১১০৲ ১১১৲ ।

কেমিক্যাল

আলকালি এণ্ড কেমিক্যাল ১০ই—(অর্ডি) ১৭৸০ ১৮।০ ১৮॥০ ১৮৵০ (প্রেফ) ১২২৲ ১২২॥০ ; ১১ই—১৮।০ ১৭॥০ ; ১২ই—(অর্ডি) ১৭॥০ ১৭৸০ ; ১৩ই—১৭॥/০ ১৭৸/০ ১৮৵০ । বেঙ্গল কেমিক্যাল ১৩ই—৩৫৫৲ ৩৫৭৲ ৩৬৭৲ ।

ইলেকট্রিক ও টেলিফোন

বেঙ্গল টেলিফোন ১০ই—(অর্ডি) ১৮৲ ১৮।০ (প্রেফ) ১১৸৵০ । ১১ই—১৮।০ ১৮॥০ ১৮॥৵০ ১৮।/০ ১৮॥/০ ; (প্রেফ) ১১৸৵০ ১২৵০ । ১২ই—১৮৵০ ১৩ই—১৮।০ ।

ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী

বার্ণ এণ্ড কোং ১১ই—৩৭৭৲ ১৩ই—৩৮০৲ । বৃটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং—১০ই ১০৸০ ১১৲ ১১॥০ ১১॥৵০ ; ১১ই—১১।০ ১১॥০ ; ১২ই—১১/০ ১১।৵০ ১১৲ । হুকুমচাঁদ ষ্টীল ১০ই—(অর্ডি) ১০৸/০ ১০॥/০ ১০॥৵০ ১০৸৵০ ১০।৶০ ১০॥০ ১০৸০ (ডেফ) ৩৲ ; ১১ই—১০৸০ (ডেফ) ৩৲ ; ১২ই—(অর্ডি) ১০।৶০ ১০।৵ ; ১৩ই—১০॥০ ১০।৵ । ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১০ই—৩১।৵০ ৩১॥৵০ ৩১/০ ৩১৲ ৩১।৵০ ৩১৶০ ; ১১ই—৩১৶০ ৩১৸০ ৩২৲ ৩২৵০ ৩১॥৶ ; ১২ই—৩১॥০ ৩১॥৵০ ৩১৸৵০ ৩১॥০ ৩১৵০ ৩১।০ ; ১৩ই—৩১।৵০ ৩১।৶০ ৩১॥৶০ ৩১।০ ৩১৶০ । কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং ১০ই—৪॥৵০ ৪৸০ ; ১১ই—৪॥/০ ৪॥৶০ ৪৸/০ ; ১২ই—(প্রেফ) ১২৭৲ । মার্শালস ১০ই—২৵০ ২।/০ । ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১০ই—৭৸৶০ ৮৲ ৮।০ ; ১১ই—৭৸০ ৮।০ ; ১২ই—৮।/০ ৮৵০ ৮।৵০ । সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং ১০ই—৬৵০ ৬।০ ; ১১ই—৬।৵০ ৬৲ ; ষ্টীল কর্পোরেশন ১০ই—(অর্ডি) ১৯।৵০ ১৯॥৵০ ১৯।/০ ১৯৲ ১৯।৵০ ১৯৶০ ১৯।৶০ ১৯৶০ ; ১১ই—১৯।০ ১৯।৵০ ১৯॥৵০ (প্রেফ) ১১৬৲ ; ১২ই—১৯।৶০ ১৯৸০ ১৯৶০ ; (প্রেফ)—১১৬৲ ১১৭৲ ১১৫৲ ; ১৩ই—১৯।০ ১৯।/০ ১৯৶০ ১৯৲ ১৯৵০ (প্রেফ) ১১৬॥০ ১১৭৲ ১১৬৲ ।

চিনির কল

বুল্যান্দ ১০ই—১৫৸৵০ ১৬৲ ; ১২ই—১৬৲ ১৬।০ ; ১৩ই—১৫৸০ ১৬৵০ । কেরু এণ্ড কোং —১০ই (প্রেফ) ১১৫৲ ১১৬৲ ; ১৩ই—৯॥০ (প্রেফ) ১১৬৲ । রাজা ১২ই—১৬।৵০ । চম্পারণ ১০ই—১৪৸৵০ ১৫৵০ । সমস্তিপুর ১০ই ৭॥০ ৭৸০ । কানপুর ১১ই— ১৯॥০ ১৯॥৵০ ; ১৩ই— ১৯।০ । রামনগর কেইন এণ্ড সুগার ১১ই—(প্রেফ) ১১৪৲ । নিউ সাভন ১৩ই—৭৶ ৭।৶০ ।

চা বাগান

আমলকি ১০ই—৭৭৲ ৭৮৲ ; ১১ই—(প্রেফ) ১৬৫৲ ১৬৬৲ ; ১২ই—১৩ই— ৮০৲ । বেতেলী ১১ই— ৫।৶০ ৫॥৶ ; ১২ই—৫॥০ ৫॥৵০ ; ১৩ই—৫৸০ । দফলাগড় ১০ই— ১৪৵০ । দাঁতমারা ১০ই— ৬৲ । দোড়াচেরা ১১ই— ৯।০ ৯॥০ । দার্জ্জিলিং টিজ এণ্ড সিন্‌কোনা ১০ই—১৪০৲ ১৪১৲ । জুটলীবাড়ী ১১ই—১৫।০ ১৫॥৵০ । হান্টাপাড়া ১০ই—৩৪০৲ ; হাতীক্ষীরা ১২ই—৬।০ ৬॥০ । জয়বীরপাড়া ১০ই—২০৲ ১৯॥৵০ ; নাম্বুরনদী ১২ই—৬।০ ৬॥০ । নিউ তেরাই ১০ই—৯৸০ ; ১২ই—৯॥০ । সাপয় ১০ই—১০॥৵০ ১০৸৵০ ; সারুগা ১০ই—৮।/০ ৮॥৵০ ৮৸০ ; ১৩ই—৭৸/০ ৮/০ । তেজপুর ১০ই—৮৸০ ; তুকভার ১১ই—১১৲ ১১।০ ; ১২ই—১১।০ ।

কয়লার খনি

এ্যামালগামেটেড—১১ই ২৬৸০ ; ১২ই ২৭।০ । বেঙ্গল—১০ই ৩৬৩৲ ; ১১ই ৩৬৩৲ ; ১২ই ৩৬৩৲ ; ১৩ই ৩৬০৲ ৩৬৩৲ । ভালগোরা—১০ই ৪৸৵০ ৫৲ ; ১২ই—৫৲ ৫।০ ; ১৩ই—৪৸৵০ ৫৵০ ৫৲ । বড়ধেমো—১০ই ৪।০ ৪।৵০ , ১২ই ৪৶০ ৪।০ । বরাকর—১০ই ১৩॥০ ১১ই—(প্রেফ) ১৫৮৲ । দেমো মেইন—১৩ই ১৪৸৵০ ১৫৵০ ১৫৸০ । সেন্ট্রাল কার্কেন্দ—১০ই ১৪।/০ ১৪॥৵০ (প্রেফ) ১১১৲ ১১২৲ । খাস ঝাজোরা—১৩ই(প্রেফ) ১৩।৵০ ১৩॥৵০ । ইকুইটেবল—১০ই ৩৬৸০ ৩৭৵০ ; ১২ই ৩৬৸০ ; ১৩ই ৩৬৸০ । নিউ বীরভূম ১০ই ১৬৲ । রাণীগঞ্জ—১০ই ২৬।/০ ; ১১ই ২৬৲ । মুকুন্দপুর—১৩ই ১০৲ । সামলা—১০ই ২৲ ২৵০ ; ১১ই—২৵০ ১৸৶০ ২৶০ ; ১২ই—২৵০ ২৶০ ; ২/০ ২।০ । সেন্ট্রাল—১০ই ১১৸০ ১৩৲ ১২৸৵০ । সাউথ কারাণপুরা—১০ই ৪॥০ । টালচর—১০ই ১।০/০ ; ১১ই ১॥০ ; ১২ই ১॥০ । ওয়েষ্ট জামুরিয়া—১০ই ৩০।৵০ ; ১১ই ৩০৵০ ৩০।৵০ ; ১৩ই ৩০॥/০ ৩০৲ ।

বিবিধ

আসাম ম্যাচ ১২ই—১৮।০ ; কলিকাতা ট্রাম ১০ই—১৪।০ ; বি, আই কর্পোরেসন ১১ই—(অর্ডি) ৪৸০ ৪৸৵০ ৪॥৴০ ৪৸৵০ ; ইণ্ডিয়ান কেবলস্ ১০ই—২১॥০ ২১৸৴০ ; ১১ই—২১৸৵০ ; ১২ই—২২৲ ২১৸৵০ ২২৵০ ২১৸০ ; ১৩ই—২১৸৵০ ২২৴০ ; রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ ১০ই—(অর্ডি) ২০॥০ ২১৸৴০ ; (প্রেফ) ১৪২৲ ; ১২ই—১৪৩৲ ১৪৪৲ ; ১৩ই—২০॥৵০ ; বৃটীশ বার্ম্মা পেট্রোলিয়াম ১০ই—৩।৵০ ; ১১ই—৩।৵০ ; ১২ই—৩।৴০ ৩॥/০ ; টাইড্ ওয়াটার অয়েল ১৩ই—১৫।০ ; বেঙ্গল পেপার ১০ই—১২৪৲ ; ১২ই—১২৪॥০ মহীশূর পেপার ১০ই—১৪।০ ১১ই—১৪।০ ১৪॥০ ; ১২ই—১৪॥৵০ ; ওরিয়েণ্ট পেপার ১০ —১০॥৴০ ১০॥/০ ; ১১ই—১০।/০ (প্রেফ) ১০৮৲ ; ১২ই—১০।/০ ১০॥৴০ ; ১৩ই—১০৸৵০ ১০৸/০ ; ষ্টার পেপার ১০ই—(প্রেফ) ১০১৲ ; ১১ই—১০৲ ১০।০ ; ১৩ই—৯৸৵০ ১০৵০ ; শ্রীগোপাল পেপার ১০ই—৯৸৴০ ১০৴০ ; ১১ই—১০৲ ১০।০ (প্রেফ) ১০৮৲ ১০৯৲ ; ১২ই—১০৵০ ১০।৴ (প্রেফ) ১০৬॥০ ১০৮৲ ; ১৩ই—১০৵০ ১০॥০ ; টিটাগড় পেপার ১০ই—১৭/০ ১৭।/০ ; ১১ই—১৭।০ ১৭॥০ ১৭।৵০ ; ১২ই—১৭৵০ ১৭/৭ ; ১৩ই—১৭৵০ ১৭৲ ১৭।৵০ ; আসাম সজ ১০ই—৩॥০ ৩॥৵০ ৩॥৴ ; ১১ই—৩॥০ ৩॥৵০ ; ১২ই—৩।৴০ ৩॥৵০ ; ১৩ই—৩॥৵০ ; বরুয়া টিম্বার ১২ই ১৫।৵০ ; ১৩ই—১৫৵০ ; বেঙ্গল আসাম ষ্টীম সিপ ১০ই—২৬০৲ ২৬১॥০ ; মেদিনীপুর জমিদারী ১১ই—৭২৲ ; ১৩ই—৭২॥০।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১৫ই ফেব্রুয়ারী

কলিকাতার পাটের বাজারে এসপ্তাহে বেশীরকম মন্দা লক্ষিত হইয়াছে। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী আমরা যখন পাটের বাজারের সমালোচনা করিয়াছিলাম তখন ঐ তারিখে ফাটকা বাজারে পাটের দর সর্ব্বাধিক ৩৮৵০ আনা ও ৩৭।০ আনা ছিল। ১০ই ফেব্রুয়ারী পাটের দর ৩৬৸৴০ আনার বেশী হয় নাই এবং অপর দিকে তাহা ৩৬।৵০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছিল। তারপর পাটের দর ক্রমে আরও নামিয়া গত ১৪ই তারিখ সর্ব্বোচ্চে ৩৫॥০ আনা ও সর্ব্বনিম্নে ৩৪।৵০ আনা হয়। অদ্য পাটের দর উচ্চে মাত্র ৩৩৸/০ আনা ও নিম্নে ৩২৸৵০ আনা দরে বাজার বন্ধ হইয়াছে। নিম্নে ফাটকা বাজারে এসপ্তাহের বিস্তারিত দরদেওয়া হইল :—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
১০ই ফেব্রুয়ারী	৩৬৸৵০	৩৬।৵০	৩৬।৵০
১১ " "	৩৬॥৵০	৩৬।৵০	৩৬॥০
১২ " "	৩৬॥০	৩৬৲	৩৬।০
১৩ " "	৩৬৵০	৩৫॥৵০	৩৫৸০
১৪ " "	৩৫॥০	৩৪।৵০	৩৪॥০
১৫ " "	৩৩৸/০	৩২৸৵০	৩৩৸/০

পাটের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানাদিক দিয়া যে নিরাশ্যের ভাব জাগ্রত হইয়াছে পাটের বাজারের বর্ত্তমান অবনতির তাহাই মূল কারণ। এবৎসর বেশী পরিমাণ পাট উৎপন্ন হইয়াছে। স্বাভাবিক চাহিদা যেরূপ কম তাহাতে তত বেশী পাট এবার বিক্রয় হওয়ার আশা নাই। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট আগামী বৎসরে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ করিবার সঙ্কল্প ঘোষণা করিয়া এবং কিছু বেশী পাট ক্রয় করা সম্বন্ধে পাটকলওয়ালাদের সহিত রফা করিয়া পাটের দর কিছু চড়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে সে সমস্তই ব্যর্থ হওয়ার উপক্রম হইয়াছে। বিদেশের বাজারে বেশী পরিমাণ থলে ও চট প্রভৃতি পাঠাইবার সুবিধা নাই বলিয়া পাটকলওয়ালাদের ক্রীত পাটের কতকাংশ অব্যবহৃত থাকিয়া যাইতেছে। ফলে তাঁহারা এখন আর পাট ক্রয়ে মোটেই আগ্রহ দেখাইতেছেন না। গবর্ণমেণ্টের সহিত পাটকলওয়ালাদের যে চুক্তি হইয়াছে সে অনুসারে ১৫ই জানুয়ারী মধ্যে প্রথম কিস্তিতে ৭৫ লক্ষ মণ পাট কিনিবার কথা ছিল। কিন্তু পাটকলওয়ালারা ঐ সময় মধ্যে পাট ক্রয় করিয়াছেন মাত্র ৬৮ লক্ষ মণ। দ্বিতীয় কিস্তি অনুসারে ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে ৫০ লক্ষ মণ পাট ক্রয় করার কথা আছে। কিন্তু দ্বিতীয় কিস্তির মিয়াদ উত্তির্ণ হওয়ার সময় আশা সত্ত্বেও পাটকলওয়ালারা উপযুক্ত পরিমাণ পাট ক্রয় করিয়া চুক্তির সর্ত্ত পুরণে কোন আগ্রহ দেখাইতেছেন না। যেরূপ বুঝা যাইতেছে তাহাতে দ্বিতীয় কিস্তির সর্ত্ত বেশী পরিমাণে অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। আগামী বৎসরে পাটের চাষ এক তৃতীয়াংশ পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করার কথা আছে। কিন্তু সম্প্রতি বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের বিবৃতিতে প্রকাশ বিহার ও আসাম প্রদেশ পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে বাঙ্গলা সরকারের সহিত ভবিষ্যতে সহযোগিতা করিতে রাজী হইলেও ১৯৪১ সালে তাঁহারা নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করিতে পারিবেন না বলিয়া জানাইয়াছেন। এই অবস্থায় পাটের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সকল দিক দিয়াই একটা নিরাশার ভাব জাগ্রত হইয়াছে। আর তাহাতে পাটের দামও দ্রুত নামিয়া যাইতেছে।

পাকা বেল বিভাগে এসপ্তাহে বিকিকিনি বিশেষ কিছুই হয় নাই। আলগা পাটের বাজারে পাট বিক্রেতারা বেশী পরিমাণে পাট বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু কার্য্যতঃ পাট বিক্রয় হইয়াছে অতি সামান্য। ইউরোপীয়ান মিডল প্রতি মণের দর ৮ টাকা, ইউরোপীয় বটম ৬৸০ আনা ও ইণ্ডিয়ান ডিষ্ট্রিক্ট তোষা বটম পাট প্রতি মণ ৬ টাকা দর দাঁড়াইয়াছিল।

থলে ও চট

থলে ও চটের বাজারে এসপ্তাহে গত সপ্তাহের মতই মন্দা লক্ষিত হইয়াছিল। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী বাজারে ৯ পোর্টার চটের দর ১৩/০ আনা ও ১১ পোর্টার চটের দর ১৭।৴০ আনা ছিল। গতকল্য বাজারে তাহা যথাক্রমে ১৩/৬ পাই ও ১৭।০ আনা দাঁড়ায়।

সোণা ও রূপা

সোনা

কলিকাতা, ১৪ই ফেব্রুয়ারী

এ সপ্তাহে কলিকাতা সোণার বাজারে কারবারের পরিমাণ বেশী না হইলেও মূল্যের দিক দিয়া যথেষ্ট দৃঢ়তা পরিলক্ষিত হইয়াছে। সপ্তাহের প্রথম দিকে প্রতি ভরি সোণার মূল্য কলিকাতায় ৪২।০ আনা এবং বোম্বাইয়ে ৪২৵০ আনায় উন্নীত হইয়াছিল। অদ্য কলিকাতায় ৪২৵৬ পাই এবং বোম্বাইয়ে ৪২/৯ পাই দরে বাজার বন্ধ হইয়াছে। কলিকাতার বাজারে মজুদ সোণার পরিমাণ এবং আমদানী রপ্তানীর হার অপরিবর্ত্তিত আছে।

লণ্ডনের বাজারেও প্রতি আউন্স সোণার মূল্য সরকারীভাবে নির্দ্ধারিত ১৬৮ শিলিংএ স্থির ছিল।

রূপা

রৌপ্যের বাজারেও আলোচ্য সপ্তাহে বিকিকিনির পরিমাণ বেশী না হইলেও মূল্যের দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিদৃষ্ট হইয়াছে। সপ্তাহের প্রথমভাগে কলিকাতার বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার মূল্য ছিল ৬৩/০ আনা। তিন দিন মধ্যে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া প্রথম সেটেলমেণ্ট ৬৩।৴০ আনা এবং স্পট ৬৩॥/০ আনায় দাঁড়ায়। অদ্য প্রতি ১০০ ভরির দর ৬৩॥০ আনা এবং ঐ খুচ্‌রা দর গিয়াছে ৬৩৸০ আনা। বোম্বাই বাজারে অদ্য ৬৩৴০ আনা দরে খুলিয়া ৬৩।০ আনায় বাজার বন্ধ হয়। বোম্বাই ও কলিকাতার বাজারে মজুদ রৌপ্যের বর্ত্তমান আনুমানিক পরিমাণ যথাক্রমে ৫ হাজার বার্ এবং ২ হাজার বার্।

লণ্ডনের বাজারেও রৌপ্যের দর সপ্তাহের প্রথমভাগে ২৩¼ পেনী হইতে ২৩⁵⁄₁₆ পেনীতে বৃদ্ধি পায়। অদ্য পুনরায় প্রতি আউন্স স্পট ও ফরোওয়ার্ড (২ মাসের) রূপার মূল্য ২৩¼ পেনীতে নামিয়া আসিয়াছে। লণ্ডনের বাজারের বর্ত্তমান অবস্থা অল্পবিস্তর নিরুৎসাহজনক।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১৪ই ফেব্রুয়ারী

বিগত কয়েকদিন হইল বোম্বাইএর তুলার বাজারে অনিশ্চয়তারভাব বিরাজ করিতেছে। প্রথমদিকে বাজারে সামান্য উন্নতি সাধিত হইবার ফলে বোরোচ এপ্রিল-মের দর ১৯৩৷৹ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। বিগত দুই দিন হইল সুদূর প্রাচ্যের জটিলতার জন্য মূল্যের হার পুনরায় হ্রাস পায়। ইংলণ্ডে ও জাপানে ভারতীয় তুলার রপ্তানী বাণিজ্যের অনিশ্চয়তা ও আমদানীর আধিক্য এই উভয় কারণে তুলার মূল্য হ্রাস অপ্রত্যাশিত নহে। তবে লম্বা আঁশযুক্ত তুলার মূল্য স্থির আছে জন্য আমদানী হ্রাস পাইলেই দরের সমতা আসিবে। আলোচ্য সপ্তাহে বাজার বন্ধের সময় বোরোচ এপ্রিল-মের দর ১৮৮৲ এবং জুলাই-আগষ্ট ১৯১৷০ দাঁড়ায়। বেঙ্গল ও ওমরা মার্চ্চের দর যথাক্রমে ১২১৷৶০ এবং ১৪৯৶০ আনায় বাজার বন্ধ হয়।

কাপড়

কলিকাতা, ১৪ই ফেব্রুয়ারী

স্থানীয় কাপড়ের বাজারে চড়াভাব বজায় ছিল। বাজারে মজুদ কাপড়ের পরিমাণ হ্রাস পাইবার ফলে এবং মিলসমূহেও পর্য্যাপ্ত পরিমাণ বিক্রয়যোগ্য কাপড়ের অল্পতা হেতু কাপড়ের মূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধির দিকে যাইতেছে। জাপানী কাপড়ের তেমন চাহিদা ছিল না। দেশী কাপড়ের কলসমূহের সহিত সামান্য অগ্রিম কারবার হইয়াছে।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ১৪ই ফেব্রুয়ারী

গত ১০ই ও ১১ই ফেব্রুয়ারী ৮নং মিশন রো, কলিকাতায় চায়ের যে ৩১নং নীলাম হয় তাহাতে রপ্তানীযোগ্য চায়ের শেষ চালান হিসাবে অতি অল্প পরিমাণ চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হয়। এই নীলামে ক্রয় শক্তির অভাবে প্রত্যেক শ্রেণীর চায়ের মূল্য প্রতি পাউণ্ডে এক আনা হইতে দেড় আনা পর্য্যন্ত কম গিয়াছে। কেবলমাত্র আসাম অরেঞ্জ পিকোর বেলায় ব্যতিক্রম দেখা যায় এবং উহা পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের দর অপেক্ষা চড়া হারে বিক্রয় হয়। আলোচ্য নীলামে রপ্তানীযোগ্য ৪ হাজার ৩২৯ বাক্স চা গড়ে ৸৶৪ পাই দরে বিক্রয় হয়। গত বৎসর এই সমসাময়িক ৩৩ নং নীলামে ৪ হাজার ৪৭৩ বাক্স চা গড়ে প্রতি পাউণ্ড ৷৶৬ পাই মূল্যে বিক্রয় হইয়াছিল।

ভারতে ব্যবহারোপযোগী সবুজ চায়ের আমদানীর পরিমাণও অল্প ছিল। খারাপ ধরণের গুড়া চায়ের আমদানী হয় অধিক। পরিষ্কার পাতা চায়ের মূল্য চড়া গিয়াছে। আগামী সপ্তাহে গুড়া চায়ের নীলাম হইবে না। আলোচ্য নীলামে ৮ হাজার ৭৪৩ বাক্স গুড়া চা প্রতি পাউণ্ড গড়ে ।/২ পাই দরে বিক্রয় হয়। গত বৎসর এই সমসাময়িক ৩৩নং নীলামে এই শ্রেণীর চা ৫ হাজার ৬৯৩ বাক্স প্রতি পাউণ্ড গড়ে ।৪ পাই দরে বিক্রয় হইয়াছিল। ভাল ফ্যানিংস চায়ের চাহিদা ভাল গিয়াছে। উহার মূল্যের হারও চড়া ছিল। এই শ্রেণীর ১৮ হাজার ৬৩৩ বাক্স চা প্রতি পাউণ্ড ।১ পাই দরে বিক্রয় হয়। গত বৎসর উহার পরিমাণ এবং মূল্যের হার যথাক্রমে ২১ হাজার ১৮৮ বাক্স এবং ৵৬ পাই ছিল।

চিনির বাজার

কলিকাতা, ১৪ই ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমদিকে স্থানীয় চিনির বাজারের কাজ কারবার সামান্য বৃদ্ধি পায় এবং তাহার ফলে কিছু পরিমাণ চিনি বিক্রয় হয়। ব্যবসায়ী-গণ বর্ত্তমান প্রয়োজনের জন্য চিনি ক্রয়ের প্রতি আগ্রহশীল ছিল। অদূর-ভবিষ্যতে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তে মফঃস্বলের বাজারসমূহে চিনির চাহিদা দেখা দিতেছে। ভারত সরকারের আগামী বাজেটে চিনির উৎপাদনশুল্ক বৃদ্ধি পাইতে পারে গুজবে অগ্রিম কারবার খুব নিয়ন্ত্রিত আছে। সপ্তাহের শেষের দিকে কাজকারবার হ্রাস পায় এবং যে সকল আড়তদার চিনি মজুদ রাখিতে অসমর্থ তাহারা চিনি কাটতি করিবার চেষ্টা করে। বাঙ্গলার কতিপয় চিনির কল মূল্যের হার হ্রাস করিয়া ক্রেতা আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও আশানুরূপ কারবার সম্ভব হয় না। বর্ত্তমানে প্রভূত পরিমাণ চিনি স্থানীয় ব্যবসায়ীদের নিকট মজুদ পড়িয়াছে। উহা কাটতি না হওয়া পর্য্যন্ত চিনির বাজারের উন্নতি আশা করা যায় না। স্থানীয় বাজারে ৪০ হাজার বস্তা দেশী চিনি মজুদ আছে বলিয়া অনুমিত হয়। মিলের বাহিরে বিভিন্ন প্রকার প্রতি মণ চিনির মূল্য নিম্নরূপ বলবৎ ছিল :— দর্শনা ডি ডি ৯৷৶০; দর্শনা ডি ৯৷৶০; দর্শনা সরু ৯৷০; পলাশী ৯৷৵০; বেলডাঙ্গা ৯।/০ গোপালপুর ৯।/৬; গোপালপুর মার্চ্চ ৯৲; সিতাবগঞ্জ ৯।৶০; সিতাবগঞ্জ মার্চ্চ ৯।০; চম্পারণ ৯৷৩, লোহাট ৯৶০; সক্রী ৯৶৩; সগৌলী ২নং লাট ৮৷৶৩।

খৈলের বাজার

কলিকাতা, ১৪ই ফেব্রুয়ারী

রেড়ির খৈল—আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় রেড়ির খৈলের বাজার চড়া গিয়াছে। মিলসমূহ প্রতি মণ রেড়ির খৈল ২৷৶০হইতে ২৷৶০দরে বিক্রয় করে। অপর পক্ষে আড়তদারগণ উহার প্রতি দুই মণী বস্তা (বস্তার মূল্য ।০ সহ) ৫৷৵০ হইতে ৫৸৵০ আনা দরে বিক্রয় করে। আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় ক্রেতাদের মধ্যে চাহিদা পরিলক্ষিত হয়।

সরিষার খৈল—সরিষার খৈলের বাজারও চড়া গিয়াছে। মিলসমূহ প্রতি মণ ১৷০ হইতে ১৷৵০ দরে বিক্রয় করে। আড়তদারগণ উহার প্রতি দুই মণী বস্তা (বস্তার মূল্য ।০ আনা সহ) ৩৷০ হইতে ৩৷৵০ দরে বিক্রয় করে। স্থানীয় ক্রেতাগণের মধ্যে সরিষার খৈলের কাটতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক
সাপ্তাহিক পত্রিকা
সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৩য় বর্ষ, ২য় খণ্ড | কলিকাতা, ৩রা মার্চ্চ, সোমবার ১৯৪১ | ৪১শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

পরলোকে রাজা জানকীনাথ রায়

ভাগ্যকুলের রাজা জানকীনাথ রায় সম্প্রতি ৯৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। রাজা জানকীনাথ কেবল একজন ধনী জমিদার হিসাবে পরিচিত ছিলেন না। বাঙ্গলায় শিল্প বাণিজ্যের একজন পথপ্রদর্শক হিসাবেই তিনি বেশী খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। শ্রমকাতর ও ব্যবসাবিমুখ বলিয়া বাঙ্গালীর একটা দুর্ণাম আছে। রাজা জানকীনাথ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা শ্রীনাথ রায় ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা রায় বাহাদুর সীতানাথ রায় সহ এবিষয়ে দেশবাসীর সম্মুখে একটী নূতন আদর্শ স্থাপন করেন। ব্যবসায়ক্ষেত্রে বাঙ্গলার পশ্চাদপদ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া প্রথম হইতেই তিনি শিল্প বাণিজ্যের দিকে তাঁহার মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। তাঁহার উদ্যোগশীল কর্ম্মতৎপরতায় রায় পরিবারের লবণ ও চাউলের কারবার যথেষ্ট পরিমাণে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে এবং পাট ব্যবসায়ে তাঁহাদের প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। পরে তিনি তাঁহার ভ্রাতৃগণের সহযোগিতায় ইষ্ট বেঙ্গল রিভার ষ্টিম সার্ভিস লিমিটেড নামক কোম্পানী স্থাপন করেন। তাঁহার চেষ্টায় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালীর প্রথম চটকল প্রেমচাঁদ জুট মিলস্ প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা জানকীনাথ অধুনা লুপ্ত বেঙ্গল ন্যাশনেল ব্যাঙ্কেরও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ব্যবসাবাণিজ্যক্ষেত্রে স্বদেশীয়দের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করার দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। একবার তাঁহার নেতৃত্বে নারায়ণগঞ্জের ভারতীয় পাট ব্যবসায়ীগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীদের সহিত ব্যবসা করিতে অস্বীকৃত হন। ফলে শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীগণ শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত আপোষ করিতে বাধ্য হন। কলিকাতায় ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষার জন্য বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্স নামক প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে দেখিয়া তিনি দেশীয় ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষার্থ একটি আলাদা বণিক সংসদ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। আর তাহার ফলে বর্ত্তমান বেঙ্গল ন্যাশনেল চেম্বার অব্ কমার্স গড়িয়া উঠে। রাজা জানকীনাথের সর্ব্বশেষ অবদান ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক। এহেন কৃতী পুরুষের তিরোধানে আজ বাঙ্গলার যে ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে। রাজা জানকীনাথের ব্যবসায়ী জীবনের পূত আদর্শ বাঙ্গালীকে শিল্প বাণিজ্যের দিকে অনুপ্রাণিত করুক—ইহাই আমাদের কামনা।

চায়ের ভবিষ্যৎ

যুদ্ধের জন্য চা সম্পর্কে উপযুক্তরূপ তথ্যতালিকা প্রকাশিত হইতেছে না বলিয়া চায়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা অনিশ্চিত অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। প্রত্যেক বৎসর এপ্রিল মাস হইতে চায়ের বৎসর গণনা করা হইয়া থাকে। ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম তারিখে পূর্ব্ব বৎসরের রপ্তানীযোগ্য চায়ের মধ্যে ১ কোটী ৬৩ হাজার ৪৭৮ পাউণ্ড চা অবিক্রীত ছিল। ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে উহার পরিমাণ দাঁড়ায় ১ কোটী ৩৫ লক্ষ ৯৯ হাজার ৮২৫ পাউণ্ড। এই সময়ে সিংহল ও জাভাতেও মজুদ চায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। রপ্তানী-যোগ্য মজুদ চায়ের পরিমাণ এই ভাবে বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও আন্তর্জ্জাতিক চা কমিটি চলতি ১৯৪০-৪১ সালে রপ্তানীযোগ্য চায়ের পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় শতকরা ২॥ ভাগ বৃদ্ধি করিয়া উহা শতকরা ৯৫ ভাগে পরিণত করেন। কিন্তু যুদ্ধ বিস্তৃতির জন্য নূতন নূতন দেশে চায়ের

রপ্তানী বন্ধ হওয়াতে এবং ইংলণ্ডে সরকারী নির্দ্দেশক্রমে চায়ের ব্যবহার সঙ্কুচিত হওয়াতে আন্তর্জ্জাতিক চা কমিটি গত জুলাই মাসে তাঁহাদের প্রথম সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তন করিয়া চলতি বৎসরে রপ্তানীযোগ্য চায়ের পরিমাণ স্বাভাবিক বৎসরের তুলনায় শতকরা ৯০ ভাগ হইবে বলিয়া নির্দ্দেশ দেন। উহার ফলে চায়ের বাজারে একটা আশার ভাব সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু এই সিদ্ধান্তও পুনরায় পরিবর্ত্তন করিয়া ইদানীং নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে চলতি বৎসরে স্বাভাবিক বৎসরের তুলনায় শতকরা ৯২॥ ভাগ চা বিদেশে রপ্তানী হইতে পারিবে। উহার ফলে ভারতবর্ষ হইতে চলতি বৎসরে গত বৎসরের উদ্বৃত্ত ১ কোটী ৩৬ লক্ষ পাউণ্ড চা বাদেই রপ্তানীযোগ্য চায়ের পরিমাণ দাঁড়াইল ৩৫কোটী ৪৪ লক্ষ ৯৯ হাজার ৬৯৭ পাউণ্ড।

বর্ত্তমান অবস্থায় আগামী ১লা এপ্রিল হইতে যে নূতন সরকারী বৎসর আরম্ভ হইবে তাহাতে চায়ের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইতে পারে তৎসম্বন্ধে অনেক জল্পনাকল্পনা আরম্ভ হইয়াছে। সম্প্রতি রয়টারের মারফতে একথা ঘোষিত হইয়াছে যে আগামী বৎসরে স্বাভাবিক বৎসরের তুলনায় শতকরা ৯০ ভাগ চা বিদেশে রপ্তানী হইবে। উহার ফলে চলতি বৎসরের জের ছাড়াই ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানীযোগ্য চায়ের পরিমাণ দাঁড়াইবে ৩৪ কোটী ৪৯ লক্ষ ১৮ হাজার ৬২৪ পাউণ্ড। চলতি বৎসরের শেষে ভারতবর্ষে রপ্তানীযোগ্য চা কি পরিমাণ উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহা এখনও বুঝা যাইতেছে না। কারণ চা রপ্তানীর পরিমাণ সম্বন্ধে ভারত সরকার কোন সংবাদ প্রকাশ করিতেছেন না। তবে সিংহল ও জাভাতে মজুদ চা সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে গত বৎসরের তুলনায় এবার মজুদ চায়ের পরিমাণ কম হইবে না। কাজেই চলতি বৎসরের উদ্বৃত্ত ও আগামী বৎসরের রপ্তানীযোগ্য চা মিলিয়া আগামী বৎসরে ভারতবর্ষ হইতে মোট রপ্তানীযোগ্য চায়ের পরিমাণ পৌনে ছয়ত্রিশ কোটী পাউণ্ডের কাছাকাছি হইবে। সম্প্রতি একথা ঘোষণা করা হইয়াছে যে ১৯৪১ সালে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষ হইতে ২৭ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড চা ক্রয় করিবেন। ১৯৪১-৪২ সালে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষ হইতে ১৯৪১ সালের সমপরিমাণ চা ক্রয় করিবেন একথা যদি ধরিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে এই বৎসরে রপ্তানীযোগ্য মোট পৌনে ছয়ত্রিশ কোটী পাউণ্ড চায়ের মধ্যে ইংলণ্ডে সোয়া সাতাশ কোটী পাউণ্ডের মত চা রপ্তানী হইবে বলা চলে। কাজেই আন্তর্জ্জাতিক চা কমিটী যদি রপ্তানীযোগ্য চায়ের পরিমাণ হ্রাস করিয়া না দেন তাহা হইলে ১৯৪১-৪২ সালের শেষে ভারতে মজুদ রপ্তানীযোগ্য চায়ের পরিমাণ বর্ত্তমান ১৯৪০-৪১ সালের শেষের তুলনায় বেশী হইবে। সেই হিসাবে চায়ের ভবিষ্যৎ শুভ নহে বলিয়াই মনে হইতেছে। তবে ইংলণ্ডে যদি চায়ের ব্যবহার বাড়াইয়া দেওয়া হয় এবং বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট যদি এদেশ হইতে বেশী পরিমাণে চা ক্রয় করেন তাহা হইলে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে পারে।

নিখিল ভারত শিল্প সম্মেলন

বোম্বাইয়ে গত ১লা ও ২রা মার্চ্চ তারিখে যে নিখিল ভারত শিল্প সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গেল তাহার বিস্তৃত সংবাদ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। তবে এই ধরণের সম্মেলন ভারতবর্ষে পূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই। মহীশূর রাজ্যের স্বনামধন্য সার এম বিশ্বেশ্বরায়া এই সম্মেলনের পৌরহিত্য করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ হইতে শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিবর্গ উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে ছোট ও মাঝারি শিল্পগুলির বিভিন্ন সমস্যা—যথা শিল্পে মূলধন সরবরাহ, শ্রমিক সম্পর্কিত আইন, ভারত সরকারের শুল্কনীতি ও প্রয়োজনীয় মালপত্র ক্রয়ের নীতি, শিল্পে অভিজ্ঞ কারিগরের সাহায্য, নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে গবেষণা, নূতন শিল্পের সংরক্ষণ, ভারতীয় শিল্পের সহিত বিদেশী শিল্পের প্রতিযোগিতা, ভারতীয় শিল্পের সহিত ভারতবর্ষস্থিত বিদেশী পরিচালিত শিল্পের প্রতিযোগিতা, প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ, যানবাহনের সমস্যা, শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে বাণিজ্যে বিধিনিষেধ ইত্যাদি সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচিত হইবে। আরও প্রকাশ যে উক্ত সম্মেলন শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় শিল্পসমিতি (Association of Indian Industries) নামে একটী প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবে এবং এই প্রতিষ্ঠান দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শাখা সমিতি গঠন করিয়া শিল্প সম্বন্ধে তথ্যতালিকা সংগ্রহ, শিল্পের অসুবিধা নির্ণয়, বিশেষজ্ঞ দ্বারা শিল্পের সাহায্য, শিল্প সম্বন্ধে গবেষণা, শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে উপদেশ দান, শিল্পে মূলধন সরবরাহ, কোন অঞ্চলে কি প্রকার শিল্পের প্রসারের ও কোন ধরণের নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার সুযোগ রহিয়াছে তাহা স্থিরীকরণ, বিদেশী ও ভারতবর্ষস্থিত বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠানের অবৈধ প্রতিযোগিতা দূরীকরণ, শিল্পদ্রব্য বিক্রয়, বিভিন্ন সরকারী ও আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানে শিল্পপরিচালকদের প্রতিনিধি প্রেরণ, শিল্প প্রতিষ্ঠানে নির্দ্দিষ্ট ধরণের উৎকর্ষতা সম্পন্ন শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত এবং সংশ্লিষ্ট সকল শ্রেণীর ব্যক্তিকে তথ্য সরবরাহ ইত্যাদি কাজে আত্মনিয়োগ করিবেন।

নূতন শিল্প সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় এবং কর্ম্মপন্থা যে খুবই ব্যাপক এবং বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইবার পর কংগ্রেসের উদ্যোগে যে ন্যাশন্যাল প্লানিং কমিটী বসে তাহারও আলোচ্য বিষয় এবং কর্ম্মপদ্ধতি এইরূপ ছিল। কিন্তু বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীগণ পদত্যাগ করাতে এবং কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ কারারুদ্ধ হওয়াতে এই কমিটীর কাজ আপাততঃ স্থগিত আছে। এরূপ অবস্থায় অকংগ্রেসী মহল হইতে কংগ্রেসের অভীপ্সিত কর্ম্মপন্থা সফল করিবার জন্য যে উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে দেশের সকল শ্রেণীর ব্যক্তিই সহানুভূতিসম্পন্ন হইবেন আশা করা যায়। বর্ত্তমানে যুদ্ধের জন্য ভারতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের সমক্ষে বহু সমস্যা দেখা দিয়াছে। এদিকে দেশে অনেক নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠারও সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট অত্যধিক ট্যাক্স বৃদ্ধি, আমদানী রপ্তানীতে বিধিনিষেধ, বাট্টানীতি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি দ্বারা দেশে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন যাহার ফলে দেশে কি প্রচলিত শিল্পের প্রসার, কি নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা—কোন দিক দিয়াই উল্লেখযোগ্য কোন কাজ হইতেছে না। অথচ এই যুদ্ধের সুযোগে বৃটীশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ শিল্পের ব্যাপারে অভূতপূর্ব্ব উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় দেশের শিল্পোদ্যোগী ব্যক্তিগণ যে সঙ্ঘবদ্ধভাবে শিল্পোন্নতির জন্য চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন—উহা খুবই সুখের বিষয়। আমরা ভবিষ্যতে এই নূতন প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে আরও অনেক কথা পাঠকবর্গের গোচরে আনিতে পারিব বলিয়া আশা করিতেছি।

তাঁত শিল্পে বিক্রয়কর

বাঙ্গলা সরকার বর্ত্তমানে পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের উপর যে কর বসাইতে উদ্যত হইয়াছেন তাহা হইতে তাঁতশিল্পজাত বস্ত্রকে অব্যাহতি দেওয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সিলেক্ট কমিটি প্রয়োজন বোধ করেন নাই। এই সম্পর্কে সম্প্রতি অল ইণ্ডিয়া স্পিনার্স এসোসিয়েশনের বাঙ্গলা

শাখার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। শ্রীযুক্ত চৌধুরী বলেন যে ভারতবর্ষে কৃষির পরেই তাঁতশিল্পের মারফতে সবচেয়ে অধিক সংখ্যক ব্যক্তি জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে। কিন্তু ইদানীং মিলের প্রতিযোগিতা ও অন্যান্য কারণে তাঁতশিল্পের অবনতি ঘটিতেছে। বাঙ্গলা দেশে গত ১৯১১ সালে এই শিল্পের মারফতে ২ লক্ষ ৯ হাজার ৪৫ জন লোক জীবিকার্জ্জন করিত—সেইস্থলে ১৯৩১ সালে উহাদের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১ লক্ষ ৯২ হাজার ৪৪০ জন। ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের অবস্থাও এইরূপ। বোম্বাইয়ের 'কমার্স' পত্রে প্রকাশিত বিবরণে দেখা যায় যে গত ১৯৩৮-৩৯ সালে সমগ্র ভারতে তাঁত শিল্পের মারফতে ১৯২ কোটী গজ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল—কিন্তু ১৯৩৯-৪০ সালে ১৮১ কোটী গজ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁত শিল্পের ক্রমাবনতি দেখিয়া ভারত সরকার গত ৭ বৎসর কাল যাবত উহার উন্নতি বিধান উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহকে প্রতি বৎসর ৫ লক্ষ টাকা করিয়া সাহায্য করিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট-সমূহও বৎসরে উহার দ্বিগুণ পরিমিত অর্থ ব্যয় করিতেছেন। অধিকন্তু তাঁত শিল্প সম্বন্ধে একটা ব্যাপক তদন্ত করিয়া উহার উন্নতি বিধানের জন্য পরামর্শ দিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার সম্প্রতি একটী কমিটি গঠন করিয়াছেন।

অত্রাবস্থায় বাঙ্গলা সরকার কেন যে এই শিল্পকে বিক্রয়কর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন তাহা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। বোম্বাই ও মাদ্রাজের বিক্রয়কর আইনে তাঁত শিল্পজাত বস্ত্রকে কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইবে স্থির হইয়াছে। বাঙ্গলায় উহার ব্যতিক্রম হইবার হেতু কি? বাঙ্গলা সরকারের শিল্প বিভাগের মতে বাঙ্গলা দেশের তাঁতসমূহে বৎসরে ৫ কোটী ১১ লক্ষ টাকা মূল্যের বস্ত্র উৎপন্ন হয় এবং উহার শতকরা ৭৫ ভাগই মহাজনদের মারফতে বিক্রয় হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত চৌধুরীর মতে বাঙ্গলায় উৎপন্ন তাঁতবস্ত্রের শতকরা ৫০ ভাগই বিক্রয়করের আমলে পড়িবে এবং মহাজনগণ তাহাদের লাভের অঙ্ক ঠিক রাখিবার জন্য এই করের বোঝা দরিদ্র তাঁতীদের উপর চাপাইয়া দিবে। অধিকন্তু যে সমস্ত ব্যবসায়ী তাঁতীদের প্রয়োজনীয় সূতা সরবরাহ করে তাহারাও করের বোঝা তাঁতীদের উপর ফেলিবে বলিয়া তাঁত বস্ত্রের মূল্য অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পাইবে। এই সব যুক্তি হইতে শ্রীযুক্ত চৌধুরী এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে বিক্রয়-করের জন্য বাঙ্গলার তাঁতশিল্প সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। তিনি আরও বলেন যে তাঁতবস্ত্রের উপর কর বাবদ বাঙ্গলা সরকারের বৎসরে মাত্র পৌনে চার লক্ষ টাকা আয় হইবে। এই সামান্য আয়ের জন্য তাঁত-শিল্পের মত একটী শিল্প—যাহা দেশের প্রায় দুই লক্ষ দরিদ্র তাঁতীর অন্নসংস্থান করিতেছে—তাহার ক্ষতিসাধন করা উচিত নহে। শ্রীযুক্ত চৌধুরীর এই দাবী সর্ব্বথা যুক্তিসঙ্গত। যে শিল্পকে ভারত সরকার ও সমস্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ নানাভাবে সাহায্য করা প্রয়োজন বোধ করিতেছেন সেই শিল্পকে করভারাক্রান্ত করিয়া বাঙ্গলা সরকার তাহার যদি অনিষ্টসাধন করেন তাহা হইলে তাঁহারা জনসমক্ষে দেশের অহিতকারী বলিয়াই প্রতিভাত হইবেন।

বস্ত্রশিল্পে ব্যাঙ্কের সাহায্য

বাঙ্গলা দেশে বস্ত্রশিল্পের প্রসারের পক্ষে চূড়ান্তরূপ সুযোগ থাকা সত্বেও এই প্রদেশে উল্লেখযোগ্য ভাবে নূতন কাপড়ের কল স্থাপিত এবং প্রচলিত কলগুলির প্রসার হইতেছে না। মূলধনের অভাবই উহার কারণ। বাঙ্গলার ব্যাঙ্কসমূহ এই মূলধন সংগ্রহ ও সরবরাহে বিশেষ-ভাবে সাহায্য করিতে পারে। কিন্তু এই প্রদেশে এক শ্রেণীর লোক আছেন যাহারা কাপড়ের কলে কোন ব্যাঙ্ক অর্থবিনিয়োগ করিলেই উক্ত ব্যাঙ্কের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া শিহরিয়া উঠেন। কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের পক্ষে কাপড়ের কলের জমি, বাড়ী ও কলকব্জার জামীনে অধিক অর্থ আবদ্ধ রাখা সঙ্গত নহে বটে। কিন্তু নিজ নিজ অর্থসঙ্গতি অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যাঙ্কই কিছু না কিছু অর্থ বস্ত্রশিল্পে নিয়োজিত করিতে পারে। এই ব্যাপারে বোম্বাইয়ের ব্যাঙ্কসমূহের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়। ইনভেষ্টমেণ্ট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃর মিঃ মালকী সম্প্রতি যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে বোম্বাইয়ের ৬৪টী কাপড়ের কলে ২৪ কোটী ৮৩ লক্ষ টাকা মূলধন নিয়োজিত আছে। উহার মধ্যে ২ কোটী ২৬ লক্ষ টাকা ব্যাঙ্ক হইতে কর্জ্জ করিয়া এবং ২ কোটী ৩৮ লক্ষ টাকা ডিবেঞ্চার দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে। মিঃ মালকীর মতে আহম্মদাবাদের ৫৬টী কাপড়ের কলে নিয়োজিত ১১ কোটী ৬০ লক্ষ টাকা মূলধনের মধ্যে ব্যাঙ্ক হইতে ৪২ লক্ষ টাকা এবং ডিবেঞ্চার দ্বারা ৮ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। ডিবেঞ্চারের অনেক টাকাও যে ব্যাঙ্ক হইতে সরবরাহ করা হইয়াছে তাহা অনুমান করা যায়। মোটের উপর বোম্বাই ও আহম্মদাবাদের কাপড়ের কলসমূহে ঐ অঞ্চলের কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কসমূহ কর্ত্তৃক প্রদত্ত মূলধনের পরিমাণ ৩ কোটী টাকার কম হইবে বলিয়া মনে হয় না। সেই স্থলে বাঙ্গলার বস্ত্রশিল্পের উন্নতির জন্য এই প্রদেশের কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কসমূহ কর্ত্তৃক প্রদত্ত মূলধনের পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকাও হইবে কিনা সন্দেহ। অবশ্য একথা স্বীকার্য্য যে বাঙ্গলার ব্যাঙ্কসমূহের অর্থসঙ্গতি বোম্বাইয়ের ব্যাঙ্কসমূহের তুলনায় অনেক কম। কিন্তু উহা সত্বেও বোম্বাইয়ের ব্যাঙ্কগুলির তুলনায় বাঙ্গলার ব্যাঙ্কসমূহ যে বস্ত্রশিল্পে কম সাহায্য করিতেছে তাহা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয় না।

হিন্দুস্থানের অগ্রগতি

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম যে গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত এক বৎসরে হিন্দুস্থান কো-অপারেটীভ ইনসিওরেন্স সোসাইটী লিঃ কিঞ্চিদধিক পৌনে তিন কোটী টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছে। বর্ত্তমানে যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষের ছোট বড় প্রায় সমস্ত বীমা কোম্পানীরই নূতন কাজের পরিমাণ কমিয়া যাইতেছে। এরূপ অবস্থায় হিন্দুস্থান যে পৌনে তিন কোটী টাকারও অধিক পরিমাণ বীমাপত্র প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহা উহার পরিচালকগণের বিশেষ কার্য্যকুশলতার পরিচায়ক।

ভারতবর্ষের বীমা কোম্পানীসমূহের মধ্যে একমাত্র বোম্বাইয়ের ওরিয়েণ্টাল লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীকে বাদ দিলে বর্ত্তমানে হিন্দুস্থানের মত বৃহদাকার বীমা কোম্পানী আর একটীও নাই। কেবল ভারতবর্ষে নহে—এই বীমা কোম্পানী পূর্ব্ব আফ্রিকা, ইরাক, ব্রহ্মদেশ, মালয় প্রভৃতি অঞ্চলেও উহার ব্যবসা বিস্তৃত করিয়াছে। অল্পব্যয়ে ব্যবসা পরিচালনা, নিরাপদ দাদননীতি, সতর্কতামূলক ভেলুয়েশন, তৎপরতার সহিত দাবী পরিশোধ ইত্যাদি কারণেই হিন্দুস্থান আজ এত সাফল্য অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। ব্যবসা-ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর সাফল্যের উহা অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই কোম্পানীর এতদূর সাফল্যের জন্য বাঙ্গালী মাত্রেই যে গৌরব অনুভব করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারত সরকারের বাজেট

পৃথিবীর স্বাধীন দেশসমূহে দেশের জনসাধারণের প্রতিনিধি-স্থানীয় ব্যক্তিদের সম্মতি লইয়া দেশবাসীর উপর ট্যাক্স ধার্য্য করা হয় এবং তাঁহাদেরই নির্দ্দেশ অনুসারে ট্যাক্সলব্ধ অর্থ ব্যয়িত হয়। ভারতবর্ষ স্বাধীন নহে। এদেশে ট্যাক্স নির্দ্ধারণ এবং ট্যাক্সলব্ধ অর্থব্যয়ে দেশবাসীর প্রতিনিধিদের মতামতের কোন মূল্য নাই। এদেশে রাজশক্তি অনুগ্রহ পরবশ হইয়া ট্যাক্স ও ট্যাক্সলব্ধ অর্থ-ব্যয়ের প্রস্তাব উহাদের সম্মুখে উপস্থিত করেন বটে। প্রতিনিধি-গণ যদি উহাতে সম্মতি দেন ভাল—আর যদি সম্মতি না দেন তাহা হইলে রাজশক্তি উহাতে গ্রাহ্য না করিয়া নিজেদের ইচ্ছামত কাজ করিয়া থাকেন। কাজেই এদেশে জনসাধারণের স্বার্থরক্ষায় আগ্রহশীল সংবাদপত্রসমূহ বাজেটের যে সমালোচনা করিয়া থাকে তাহা সময় ও শ্রমের অপব্যয় মাত্র। যে গবর্ণমেন্ট এই ব্যাপারে দেশবাসীর নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের মতামতে ভ্রূক্ষেপ করেন না তাঁহারা সংবাদপত্রের সমালোচনা দেখিয়া নিজেদের কার্য্যনীতি পরিবর্ত্তন করিবেন—উহা আশা করা দুরাশা ভিন্ন কিছুই নহে। বাজেট আলোচনাকালে সতত আমাদের এই অসহায় অবস্থার কথাই মনে হইয়া থাকে।

উহা সত্ত্বেও বাজেট লইয়া আলোচনা করিতে হয়। গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারত সরকারের অর্থসচিব আগামী ১৯৪১-৪২ সালের যে বাজেট উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে দেখা যাইতেছে যে ১৯৩৯-৪০ সালে ভারত সরকারের আয় হইতে সমস্ত ব্যয় সঙ্কুলান হইয়া ৭ কোটী ৭৭ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। গত ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যখন এই বৎসরের বাজেট উপস্থিত করা হয় সেই সময়ে আয়ের পরিমাণ ৮২ কোটী ১৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়ের পরিমাণ ৮২ কোটী ৬৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করিয়া ৫০ লক্ষ টাকার ঘাটতি নিবারণের জন্য ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে আমদানী তূলার উপর শুল্ক দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করা হয় এবং বলা হয় যে উহার ফলে উক্ত বৎসরে গবর্ণমেন্টের তহবিলে ৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে। কিন্তু এখন জানান হইতেছে যে উক্ত বৎসরে ৭ কোটী ৭৭ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। অর্থসচিব যদি উক্ত বৎসরের আয়ব্যয়ের বরাদ্দ আর একটু সতর্কতার সহিত নির্দ্ধারিত করিতেন তাহা হইলে ঐ বৎসরে তূলার উপর শুল্ক দ্বিগুণ করিবার তো কোন প্রয়োজন হইত-ই না বরং ঐ বৎসরে দেশের উপর ট্যাক্সভার কমাইয়া দেওয়া—অথবা জাতিগঠনমূলক কাজে ৪।৫ কোটী টাকা ব্যয় করা সম্ভবপর হইত। কিন্তু বাজেটে বরাবরই এই ভাবে চালাকী করিয়া দেশের উপর প্রয়োজনাতিরিক্তভাবে ট্যাক্স বসান হইতেছে।

চলতি ১৯৪০-৪১ সালের বাজেটেও এই কৌশলেরই পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে। গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে যখন চলতি বৎসরের বাজেট উপস্থিত করা হয় তখন আয় ৮৫ কোটী ৪৩ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ৯২ কোটী ৫৯ লক্ষ টাকা ধরিয়া ৭ কোটী ১৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া স্থির করা হয়। উহার মধ্যে ৯১ লক্ষ টাকা রাজস্বের হিসাবে মজুদ তহবিল হইতে গ্রহণ করা হইবে বলিয়া জানান হয় এবং বাকী ৬ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা পূরণের জন্য অতিরিক্ত লাভের উপর শতকরা ৫০ টাকা হারে ট্যাক্স ধার্য্য হয় এবং ভারতীয় কারখানাসমূহে উৎপন্ন চিনির উপর উৎপাদনশুল্ক প্রতি হন্দরে ২ টাকা হইতে ৩ টাকায় ও পেট্রলের উপর শুল্ক প্রতি গ্যালনে ১০ আনা হইতে ১২ আনায় বর্দ্ধিত করা হয়। অর্থসচিব তখন বলিয়াছিলেন যে এই সব নূতন ট্যাক্সের ফলে চলতি বৎসরে গবর্ণমেন্টের সাকুল্য ঘাটতি পূরণ হইয়াও ৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে। কিন্তু চলতি বৎসরের ৮ মাস অতিবাহিত হইবার পর গত নবেম্বর মাসে অর্থসচিব একটী অতিরিক্ত বাজেট পেশ করিয়া জানান যে চলতি বৎসরে সামরিক ব্যয়ই বরাদ্দকৃত ব্যয়ের তুলনায় ১৪॥ কোটী টাকা বাড়িয়া গিয়াছে। ফলে ৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হওয়া দূরে থাকুক গবর্ণমেন্টের ২০ কোটী টাকা ঘাটতি হইবে এবং উহার মধ্যে ১৯৩৯।৪০ সালের উদ্বৃত্ত হইতে ৭ কোটী টাকা পাওয়া যাইবে। বাকী ১৩ কোটী টাকা ঘাটতি পূরণের জন্য তিনি আয়কর ও সুপার-ট্যাক্স এবং চিঠি ও টেলিগ্রামের মাশুল বৃদ্ধি করেন এবং জানান যে এইভাবে ট্যাক্সবৃদ্ধি সত্ত্বেও গবর্ণমেন্টের তহবিলে ছয় কোটী টাকা ঘাটতি থাকিয়া যাইবে। কিন্তু এখন বলা হইতেছে যে চলতি বৎসরে সামরিক বিভাগের ব্যয় প্রথমে বরাদ্দকৃত টাকার তুলনায় ১৪॥ কোটী টাকা নহে—১৭৷৷ কোটী টাকা ও অসামরিক বিভাগগুলির ব্যয় ১ কোটী ৪ লক্ষ টাকা বেশী হইবে এবং চলতি বৎসরে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইবে ৮ কোটী ৪২ লক্ষ টাকা। তবে চলতি বৎসরের খরচের হিসাবে ঋণ পরিশোধের জন্য ৩ কোটী টাকা খরচ ধরা হইয়াছে। কাজেই এই বৎসরে প্রকৃত প্রস্তাবে ঘাটতি হইতেছে ৩ কোটী ৪২ লক্ষ টাকা। দেশবাসীর পক্ষে এই সম্পর্কে প্রণিধান করিবার বিষয় হইতেছে যে চলতি বৎসরে প্রথমে অনুমিত ব্যয়ের তুলনায় মোটমাট পৌনে উনিশ কোটী টাকা অধিক ব্যয় হইলেও এবং এজন্য অতিরিক্ত বাজেটে ট্যাক্স বৃদ্ধি দ্বারা মাত্র ৭ কোটী টাকা উঠাইবার ব্যবস্থা হইলেও ঘাটতির পরিমাণ হইবে ৩ কোটী ৪২ লক্ষ টাকা। উহা হইতে একথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে কর্ত্তৃপক্ষ চলতি বৎসরের বাজেট উপস্থিত করার কালে আয়ের পরিমাণ অযথা কম করিয়া বরাদ্দ করিয়াছিলেন। উহাই শেষ নহে—আগামী বৎসরে যখন চলতি বৎসরের চূড়ান্ত হিসাব প্রকাশ করা হইবে তখন হয়তঃ জানা যাইবে যে চলতি বৎসরে কোন ঘাটতিই হয় নাই। আমরা ইতিপূর্ব্বে একাধিকবার একথা বলিয়াছি যে ভারত সরকারের বাজেট উপস্থিত করিবার কালে দেশবাসীকে নূতন ট্যাক্সের অপরিহার্য্যতা উপলব্ধি করাইবার জন্য আয়ের পরিমাণ অত্যধিক কম করিয়া ধরা হইয়া থাকে। গত বৎসর ও চলতি বৎসরের হিসাব পর্য্যালোচনা করিলে আমাদের এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়।

আগামী ১৯৪১-৪২ সালে ভারত সরকারের আয়ের পরিমাণ ১০৬ কোটী ৩৯ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়ের পরিমাণ ১২৬ কোটী ৮৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। কাজেই আগামী বৎসরে ২০ কোটী ৪৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে। এই ঘাটতি পূরণের জন্য আয়কর ও সুপার-ট্যাক্সের উপর সারচার্জ্জের পরিমাণ শতকরা ২৫ হইতে ৩৩⅓ টাকায়, অতিরিক্ত লাভের উপর করের পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ হইতে ৬৬⅔ ভাগে, দেশলাইয়ের উপর উৎপাদন শুল্কের পরিমাণ দ্বিগুণ এবং কৃত্রিম রেশমের আমদানীশুল্ক প্রতি পাউণ্ডে তিন আনা হইতে পাঁচ আনায় বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এদেশে উৎপন্ন রবার টায়ার ও টিউবের উপর শতকরা ১০ টাকা হারে উৎপাদনশুল্ক ধার্য্য করা হইবে

(১০৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সংরক্ষণ নীতির পরিবর্ত্তন

ভারতবর্ষে শিল্পের প্রসারের পক্ষে সংরক্ষণ নীতির অত্যাবশ্যকতা নূতন করিয়া বলিবার কোন প্রয়োজন নাই। ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, জাপান, আমেরিকার যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশের তুলনায় ভারতবর্ষ অনেক পরে শিল্পসাধনায় অগ্রসর হইয়াছে। ঐ সব দেশের গবর্ণমেণ্ট শিল্প সম্বন্ধে গবেষণা, শিল্প বিষয়ে শিক্ষাদান, শিল্পের জন্য মূলধন সরবরাহ, শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা ইত্যাদি ব্যাপারে নিজ নিজ দেশের অধিবাসীগণকে এত অধিক পরিমাণে সাহায্য করিয়াছেন যাহার ফলে বর্ত্তমান সময়ে এই সব দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি অর্থ-বলে অসীম বলশালী হইয়াছে এবং উহাদের সহিত সমান প্রতিযোগিতায় আত্মরক্ষা করা ভারতবর্ষের মত দুর্ব্বল দেশের পক্ষে অসম্ভব। এই বিষয় চিন্তা করিয়াই ভারতবর্ষে গত ১৯২৪ সাল হইতে সংরক্ষণনীতি প্রবর্ত্তিত হয়। এই নীতির সুফল টাটা কোম্পানীর দৃষ্টান্ত হইতে বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যাইতে পারে। ১৯২৪ সালের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে টাটা কোম্পানীতে উৎপন্ন ইস্পাত ও ইস্পাতজাত দ্রব্য ইংলণ্ড, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশে উৎপন্ন দ্রব্যের সহিত সমান সমান প্রতিযোগিতায় বিক্রয় করিতে হইত। কিন্তু ঐ সময়ে বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশের ইস্পাত ভারতের বাজারে এত কম মূল্যে বিক্রয় হইত যে টাটা কোম্পানীর পক্ষে পড়তা মূল্যেও তাঁহাদের উৎপন্ন দ্রব্যজাত বিক্রয় করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। ফলে টাটা কোম্পানী লিকুইডেশনে যাইবার উপক্রম হয়। ১৯২৪ সাল হইতে সংরক্ষণশুল্কের সুবিধা পাইয়া টাটা কোম্পানী এই বিপদ কাটাইয়া উঠে। বর্ত্তমানে উহা এত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে যে পৃথিবীর যে কোন দেশের সহিত উহা সমানে সমানে প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম। বর্ত্তমানে টাটা কোম্পানীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ৮৫ হাজার লোক চাকুরীতে নিযুক্ত থাকিয়া বৎসরে বেতন হিসাবে ৪কোটী টাকা উপার্জ্জন করিতেছে এবং উহাতে নিয়োজিত ৬২ কোটী টাকা মূলধনের উপর অংশীদারগণ বৎসরে ৪ কোটী টাকা অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে লভ্যাংশ পাইতেছে। অধিকন্তু টাটা হইতে ভারত সরকার, ভারত সরকারের রেল বিভাগ এবং অন্যান্য সরকারী ও আধা সরকারী প্রতিষ্ঠান ট্যাক্স হিসাবে বৎসরে ৫ কোটী টাকার মত পাইতেছেন। টাটা কোম্পানী যে মালপত্র প্রস্তুত করিতেছে তাহা দ্বারা ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর ২০ কোটী টাকার অর্থসম্পদ সংরক্ষিত হইতেছে। সংরক্ষণশুল্কের সুবিধা না পাইলে উহা কিছুতেই সম্ভবপর হইত না।

কিন্তু সংরক্ষণনীতির ফলে ভারতবর্ষে ইস্পাতশিল্প, বস্ত্রশিল্প, শর্করাশিল্প,—ও অন্যান্য অনেক শিল্পের উন্নতি সাধিত হইলেও এই নীতির যথাযথভাবে প্রয়োগ না হওয়ার জন্য শিল্পের ব্যাপারে ভারতবর্ষ আশানুরূপ উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হইতেছে না। ভারতবর্ষে গত ১৯২১ সালে ফিস্‌ক্যাল কমিশন নামে যে কমিশন বসে তাহার নির্দ্দেশ মতই এদেশে সংরক্ষণনীতি বলবৎ হয়। উক্ত কমিশন ভারতীয় কোন শিল্পকে সংরক্ষণনীতির সুবিধাদানকালে তিনটী সর্ত্ত নির্দ্দেশ করিয়া দেন—(১) উক্ত শিল্পের উন্নতির পক্ষে দেশের ভিতরে প্রচুর পরিমাণে কাঁচামাল, প্রয়োজনীয় বাষ্প বা বিদ্যুৎশক্তি, শ্রমিক এবং দেশের ভিতরে উক্ত শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়ের সুবিধা থাকা চাই (২) কোন শিল্পের যদি এরূপ অবস্থা ঘটে যে সংরক্ষণশিল্পের সুবিধা না পাইলে উহা বাঁচিতে পারে না—অথবা আশানুরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারে না তবেই উহাকে সংরক্ষণশুল্কের সুবিধা দেওয়া হইবে (৩) সংরক্ষণশুল্কের সুবিধা পাইয়া এই শিল্পকে শেষ পর্য্যন্ত পৃথিবীর অন্য দেশের অনুরূপ শিল্পের সহিত সমানে সমানে প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইতে হইবে। ফিস্‌ক্যাল কমিশনের এই তিনটী সর্ত্ত আপাতঃদৃষ্টিতে নির্দ্দোষ বলিয়াই মনে হইয়াছিল। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে গবর্ণমেণ্ট এই তিনটী সর্ত্ত পূরণের নামে ভারতবর্ষে শিল্পের প্রসারে নানারূপ বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছেন। ফিস্‌ক্যাল কমিশনের নির্দ্দেশের মধ্যে এরূপ কোন কথা নাই যে—যে সব শিল্প ভারতবর্ষে এখনও স্থাপিত হয় নাই সেই সব শিল্পের সংরক্ষণ সম্বন্ধে ভারত সরকার পূর্ব্ব হইতে কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন না। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট আজ পর্য্যন্ত প্রচলিত শিল্পগুলিকেই সংরক্ষণশুল্কের সুবিধা দিয়া আসিতেছেন এবং দেশে যে সব শিল্পের এখনও প্রতিষ্ঠা হয় নাই সেই সব শিল্পের মধ্যে এলুমিনিয়াম ও ইস্পাতের পাইপ প্রস্তুতের শিল্প ব্যতীত অন্য কোন শিল্প সম্বন্ধে কোন প্রতিশ্রুতি দিতে রাজী হইতেছেন না। উহার ফলে যুদ্ধের সুযোগে এদেশে অগণিত প্রকার নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠার সুযোগ উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও দেশের পুঁজিওয়ালা ব্যক্তিগণ কোন নূতন শিল্পের জন্য অর্থব্যয় করিতে সাহস পাইতেছেন না। কারণ উহাদের মনে এই ভয় হইতেছে যে যুদ্ধ থামিবার পর যখন এই সব শিল্প পৃথিবীর অন্য সমস্ত দেশের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইবে তখন গবর্ণমেণ্ট যদি উহাদিগকে অন্ততঃ কিছুদিন পর্য্যন্ত সংরক্ষণশুল্কের সুবিধা দিতে রাজী না হন তাহা হইলে উহা টিকিয়া থাকিতে সমর্থ হইবে না এবং ফলে উহাতে নিয়োজিত মূলধন বিনষ্ট হইবে।

ভারতবর্ষে শিল্পের প্রসারের ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের এই সঙ্কীর্ণ নীতির বিরুদ্ধে ইতিপূর্ব্বে অনেকে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি ডাঃ সার জন মাথাইয়ের ন্যায় ব্যক্তিও এই ব্যাপারে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ডাঃ মাথাই কিছুদিন পূর্ব্বেও ভারত সরকারের কমার্সিয়াল ইনটেলিজেন্স এণ্ড ষ্টাটিষ্টিক্স বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেলের মত দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি একাধিকবার ভারত সরকার কর্ত্তৃক নিয়োজিত ট্যারিফ বোর্ডসমূহের সভাপতি ও সদস্য হিসাবেও কাজ করিয়াছেন। ভারতীয় সংরক্ষণ-নীতির প্রয়োগ ও কর্ম্মনীতি সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান অপরিসীম এবং এই ব্যাপার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকার দরুণ তিনি ভিতরের খবর যত বেশী জানেন এরূপ আর কেহ জানেন না। কাজেই ডাঃ মাথাইয়ের মন্তব্য যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

ডাঃ মাথাই ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে যে ভাবে সংরক্ষণনীতির প্রয়োগ হইতেছে তাহার নানাদিক দিয়াই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে ভারতবর্ষে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ কাঁচামাল না থাকিলে কোন শিল্পকে সংরক্ষণশুল্কের সুবিধা দেওয়া হইবে না বলিয়া ভারত সরকার যে ঝোঁক দেখাইতেছেন তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। তাঁহার মতে ফিস্‌ক্যাল কমিশনও বিষয়টী এই প্রকার সঙ্কীর্ণভাবে বিবেচনা করেন

(১০৬৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা

(কে, এন, দালাল—ম্যানেজিং ডিরেক্টর, নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ)

বৈজ্ঞানিক শিল্প প্রচেষ্টাকে ভিত্তি করিয়া বর্ত্তমান যুগের সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। শিল্প ব্যবসায় ক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখাইয়া জগতের অনেক দেশ আজ জাতীয় উৎকর্ষ ও সমৃদ্ধি লাভে সমর্থ হইয়াছে। আধুনিক যুগে বিভিন্ন দেশের এই অগ্রগতির সহিত তাল রাখিয়া চলিতে হইলে ভারতবর্ষের পক্ষেও অবিলম্বে ব্যাপক শিল্প প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করা প্রয়োজন। ভারতবর্ষের শতকরা ৯০ ভাগ লোক কৃষির উপর নির্ভর করিয়া আছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে কৃষির উপর এই নির্ভরশীলতা ক্রমেই আরও বাড়িতেছে। কিন্তু এত বেশী সংখ্যক লোকের মনুষ্যোচিত জীবন ধারণ কৃষির দ্বারা সম্ভবপর নহে। কাজেই দেশের জাতীয় সমৃদ্ধি ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিতে হইলে কৃষির উন্নতি সাধন করার সঙ্গে প্রকৃত সুযোগ সম্ভাবনা অনুযায়ী শিল্প প্রসারের চেষ্টা করাও আজ খুবই সঙ্গত।

তবে দেশে নূতন শিল্প সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে শিল্প কারখানার স্থান নির্ব্বাচন সম্পর্কে আমাদিগকে পূর্ব্বের চেয়ে অধিকতর মনোযোগী হইতে হইবে। ভারতবর্ষে এ পর্য্যন্ত যেসব বড় শিল্প কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার অধিকাংশই কলিকাতা, বোম্বাই ও অন্য প্রধান প্রধান সহরের আওতায়ই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। দেশের অভ্যন্তরে শিল্পের সুযোগ সম্ভাবনা বুঝিয়া কল কারখানা বিশেষ কিছুই স্থাপিত হয় নাই। মফঃস্বলের দাবীকে অগ্রাহ্য করিয়া কেবল সহরাঞ্চলে শিল্প প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করার ফলে দেশে ধনবণ্টনের অসামাঞ্জস্যজনিত গলদ যথেষ্ট পরিমাণ বাড়িয়া যাইতেছে। টাকার চলাচল মুখ্যতঃ সহর কেন্দ্রে আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। মফঃস্বলে টাকা পয়সার প্রচলন কমিয়া গিয়া জটিল অবস্থার সৃষ্টি হইতেছে। বোম্বাই ও কলিকাতায় বার্ষিক শতকরা আট আনা এমন কি চারি আনা সুদে টাকা কর্জ্জ পাওয়া (কল মনি) যায়। কিন্তু মফঃস্বলে অনেকগুণ বেশী সুদ দিয়াও টাকা সংগ্রহ করা যায় না। এই সব ধরণের গলদ দূর করিতে হইলে উপযুক্তরূপ জরীপ ও তদন্ত করিয়া সহর কেন্দ্রের বদলে মফঃস্বলে অধিক সংখ্যায় শিল্প স্থাপনের ব্যবস্থা করা সঙ্গত।

এখন আমরা শিল্পের মূলধনের সমস্যা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব। এদেশে উপযুক্ত মূলধন সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য বলিয়া শিল্প প্রগতি সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে না। কাজেই শিল্পের দিক দিয়া দেশকে উন্নত করিতে হইলে এই মূলধন সমস্যা সমাধানের সময়োচিত বিধি ব্যবস্থা একান্ত আবশ্যক। শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর মূলধন দরকার হয়—সাময়িক ধরণের কার্য্যকরী মূলধন ও কারখানার জমিবাড়ী, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রাদিতে নিয়োজিত স্থায়ী ধরণের মূলধন (Block Capital). শিল্প কারখানার দৈনন্দিন কার্য্য পরিচালনার জন্য প্রথম শ্রেণীর মূলধন প্রয়োজন। অপর দিকে শিল্প কারখানার প্রতিষ্ঠা ও উহার পরবর্ত্তী বিস্তৃতির জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর মূলধন একান্ত আবশ্যক।

শিল্প ব্যবসায়ের শ্রেণী ও ধরণ অনুযায়ী উপরোক্ত দুই রকম মূলধনের পরিমাণের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটির হিসাব অনুসারে একটি ছোটখাট চা বাগিচা স্থাপন করিতে হইলে ৭॥ লক্ষ টাকা প্রাথমিক মূলধন আবশ্যক। চা বাগিচা স্থাপন করিবার পর প্রথমে বিক্রয় যোগ্য চা উৎপাদন করিতে ৫।৬ বৎসর সময় লাগে। এই ৫।৬ বৎসর কোন লাভের আশা নাই। কিন্তু এই সময়ে জমি খরিদ, বাড়ী ঘর নির্ম্মাণ ও যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ক্রয়ে প্রভূত মূলধন নিয়োগ করিতে হয়। চা বাগিচা সম্বন্ধে যাহা বলা হইল কয়লার খনি সম্বন্ধেও তাহাই প্রযোজ্য। ভারতবর্ষে বার্ষিক ৬০ হাজার টন সিমেণ্ট উৎপাদনের উপযোগী একটি কারখানা স্থাপন করিতে হইলে উহার যন্ত্রপাতি ও জমি বাড়ী ইত্যাদির জন্য ৪৮ লক্ষ টাকা নিয়োগ করা আবশ্যক। তাহা ছাড়া ১০ লক্ষ টাকার মত কার্য্যকরী মূলধনও প্রয়োজন। টেরিফ বোর্ডের বরাদ্দ হইতে জানা যায় একটি মাঝারি ধরণের চিনির কল স্থাপন করিতে ১৩॥ লক্ষ টাকার মূলধন দরকার। একটি দিয়াশলাইয়ের কারখানার জন্য ৩০ লক্ষ টাকার মূলধন আবশ্যক। ২৩ লক্ষ টাকা যন্ত্রপাতি ও কারখানার সাজ সরঞ্জামের জন্য এবং ৭ লক্ষ টাকা কার্য্যকরী মূলধন হিসাবে ব্যবহারের জন্য। পাটকল, ইস্পাত শিল্প প্রভৃতির ক্ষেত্রে প্রভূত পরিমাণ মূলধন আবশ্যক হইয়া থাকে। এই মূলধনের বেশীর ভাগই আবার যন্ত্রপাতি বাড়ীঘর ও বিভিন্ন সাজসরঞ্জাম ইত্যাদিতে ব্যয় করিতে হয়। এই ধরণের 'ব্লক ক্যাপিটেল' দীর্ঘকালের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সম্পত্তিতে আবদ্ধ থাকে। এই ধরণের মূলধন ছাড়া দেশে বড় শিল্প কারখানা গড়িয়া উঠিতে পারে না।

কিন্তু বর্ত্তমানে এদেশে এই ধরণের মূলধন সংগ্রহ করা নানা কারণে খুবই কষ্টকর। এদেশে লোকের হাতে যে টাকাকড়ি বিশেষ কিছুই নাই তাহা নহে। লোকে বিশ্বাস করিয়া শিল্প ব্যবসায়ে উপযুক্ত পরিমাণ টাকা নিয়োগ করিতে চায় না। ইহাই প্রধান অসুবিধা। আর সেজন্য দেশে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান বিশেষ গড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না। যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান এপর্য্যন্ত স্থাপিত হইয়াছে মূলধনের অভাবে তাহাদেরও বিস্তৃতি সম্ভবপর হইতেছে না। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটির রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, একটি চা বাগিচা স্থাপন ও পরিচালনা করিতে ১৫ লক্ষ টাকা মূলধন দরকার। কিন্তু অনেক ভারতীয় চা বাগিচার মালিকই ১০ লক্ষ টাকার বেশী মূলধন যোগাড় করিতে পারেন না। ফলে উচ্চ সুদে টাকা কর্জ্জ করিয়া তাঁহাদিগকে মূলধনের অভাব পূরণ করিতে হয়। অধুনা স্থাপিত দিয়াশলাইয়ের কারখানা, সাবানের কারখানা ও বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলিতে মূলধনের এই অপ্রাচুর্য্য ও তাহার ফলে উচ্চ সুদে কর্জ্জ গ্রহণের মারাত্মক গলদ খুবই লক্ষিত হইতেছে।

ভারতবর্ষে শিল্পের প্রয়োজনে দীর্ঘমেয়াদী মূলধন সংগ্রহ বিষয়ে এইরূপ অসুবিধা লক্ষ্য করিয়া ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কমিশন বহুদিন পূর্ব্বে এদেশে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক স্থাপনের সুযোগ সম্ভাবনা বিবেচনার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু সেই পরামর্শ অনুযায়ী কোন কার্য্যই হয় নাই। তৎপর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটিও তাঁহাদের রিপোর্টে এদেশে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক স্থাপন বিষয়ে জোর সুপারিশ করিয়াছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট সেই সব সুপারিশ অনুযায়ী আজ পর্য্যন্ত কোন কার্য্যনীতি অবলম্বন করেন নাই। এদেশে শিল্পোন্নতি সাধনের জন্য লোকের দিক হইতে দাবী দাওয়া হইতেছে—কিন্তু শিল্পের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী মূলধনের নির্দ্দিষ্ট

উপযুক্ত সংখ্যক ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক স্থাপনের ব্যবস্থা আজও হইতেছেনা ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়।

জগতের প্রায় সকল উন্নতিশীল দেশেই শিল্পের প্রয়োজনে দীর্ঘ মেয়াদী মূলধন সরবরাহের জন্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। ইংলণ্ডে যৌথ ব্যাঙ্কসমূহ শিল্পের মূলধন সরবরাহ বিষয়ে বিশেষ যত্ন নেয় না বলিয়া ১৯৩৪ সালে ইংলণ্ডে "ক্রেডিট ফর ইণ্ডাষ্ট্রি লিমিটেড" নামে কোম্পানী গঠিত হয়। এই কোম্পানী শিল্প কারখানার প্রয়োজনে ২ বৎসর হইতে ২০ বৎসরের মেয়াদে মূলধন সরবরাহের কার্য্যভার গ্রহণ করে। ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড এই কোম্পানীর কিছু শেয়ার ক্রয় করিয়াছে এবং কিছু পরিমাণে এই কোম্পানীটির পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছে। জাপানে ১৯০২ সালেই ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছিল। ফিনল্যাণ্ডে ১৯৩৪ সালে ৫ কোটি ফিন্ দেশীয় মার্ক মূলধন লইয়া ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল মর্টগেজ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। অনুরূপভাবে হাঙ্গারীতে ন্যাশনেল হাঙ্গারিয়ান ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল মর্টগেজ ইনষ্টিটিউট লিঃ; পোল্যাণ্ডে ন্যাশনেল ইকনমিক ব্যাঙ্ক অব পোল্যাণ্ড প্রভৃতি গড়িয়া উঠে। জার্ম্মাণীতেই সর্ব্বপ্রথম ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের প্রচলন হয়। পরে ইউরোপের অন্যান্য দেশ তাহারই অনুকরণে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক গড়িয়া তুলে।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশের অনুকরণে আজ ভারতবর্ষেও উপযুক্ত সংখ্যক ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটি বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারকে একটি করিয়া ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কর্পোরেশন স্থাপনের পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু নানা কারণে প্রাদেশিক সরকারসমূহ সেদিক দিয়া কোন কার্য্যতৎপরতা দেখাইতে পারেন নাই। এই অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের চেষ্টা ও সাহায্যের জন্য অপেক্ষা না করিয়া দেশে অনতিবিলম্বে উপযুক্ত সংখ্যক শিল্প কারখানা গড়িয়া তোলার বিশেষ আবশ্যকতা দেখা দিয়াছে। আর দেশের ধনী ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি সেবিষয়ে অবিলম্বে নিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। এদেশে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া শিল্প কারখানা পরিচালনা সম্ভবপর হইয়াছে। অনুরূপভাবে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক স্থাপনও কঠিন নহে বলিয়া আমাদের ধারণা।

বাজারে শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্কের মূলধন সংগ্রহ করা যাইতে পারে। দেশের যৌথ ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী ও দেশের লোক এই শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ক্রয় করিতে পারিবে। সাধারণের নিকট হইতে দীর্ঘ মেয়াদী আমানত গ্রহণ করিয়াও উহার মূলধন বাড়ান যাইবে। উপযুক্ত ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী ও শিল্প ব্যবসায়ীদের দ্বারা এই ব্যাঙ্কের পরিচালক বোর্ড গঠিত হইবে। বিভিন্ন শিল্প বিষয়ে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী ব্যক্তিরা ঐ বোর্ডকে সাহায্য করিবেন। এই ব্যাঙ্ক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে দীর্ঘদিনের মেয়াদে অর্থ দাদন করিবে। আর সেই অর্থের নিরাপত্তার জন্য ব্যাঙ্ক ঐ সকল কোম্পানীর পরিচালক বোর্ডে উপযুক্ত প্রতিনিধি নিয়োগ করিবে। দেশে উপযুক্ত সংখ্যক ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইলেই উহারা দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনেক রকমে সহায়তা করিতে পারিবে। প্রথমতঃ উহারা শিল্পের মূলধন সরবরাহ করিতে পারিবে। দ্বিতীয়তঃ উহারা যে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ডিবেঞ্চার সাধারণের নিকট বিক্রয়ের ভার লইতে পারিবে। তৃতীয়তঃ উহারা শিল্প কোম্পানী সমূহকে বিভিন্ন বিষয়ে সময়োচিত পরামর্শ দিতে পারিবে। উপরোক্ত নীতিতে কার্য্য চালাইবার ব্যবস্থা হওয়ায় জার্ম্মাণীতে ব্যাঙ্ক ও শিল্প ব্যবসায়ের ভিতর একটা ঘনিষ্ট যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে। আর তাহার ফলে ঐ দেশে শিল্প ব্যবসায়ে মূলধন সরবরাহ সমস্যারও একটা সমুচিত প্রতিকার হইয়াছে। আমাদের দেশে উপযুক্ত সংখ্যক ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক গড়িয়া তুলিয়া শিল্পের মূলধন সম্পর্কে ঐরূপ একটা সুব্যবস্থা করা আজ একান্ত প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

(সংরক্ষণ নীতির পরিবর্ত্তন)

নাই। ভারত সরকারও পূর্ব্বে দেশলাই শিল্পকে সংরক্ষণশুল্কের সুবিধা দিয়া কাঁচামালের সর্ত্ত যে অপরিহার্য্য নহে তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। অথচ কিছুদিন পূর্ব্বে উহারা ভারতবর্ষে সাজীমাটী পাওয়া যায় না—এই অজুহাতে ভারতীয় কাঁচ শিল্পকে সংরক্ষণশুল্কের সুবিধা দিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। ডাঃ মাথাই বলেন যে কাঁচামালের অভাবই যদি কোন শিল্পকে সাহায্য না করিবার পক্ষে একমাত্র যুক্তি হইত তাহা হইলে ইংলণ্ডের বস্ত্রশিল্প অথবা আমেরিকার যুক্তরাজ্যের রবার শিল্প ঐ ঐ দেশের গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এত সাহায্য পাইত না।

ফিস্ক্যাল কমিশনের তৃতীয় সর্ত্ত অর্থাৎ—কিছুদিন রক্ষণশুল্কের সুবিধা পাইবার পর প্রত্যেক শিল্পকে বাহিরের অনুরূপ শিল্পজাত দ্রব্যের সহিত সমানে সমানে প্রতিযোগিতার ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে হইবে বলিয়া কমিশন যে সর্ত্ত দিয়াছেন ডাঃ মাথাই তাঁহারও প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে কোন শিল্প কতদিনে এই অবস্থায় উপনীত হইতে পারিবে তাহা পূর্ব্ব হইতে স্থির করা সম্ভব নহে। কাজেই গবর্ণমেণ্ট যদি পূর্ব্ব হইতেই ৫, ১০ বা ১৫ বৎসরের বেশী সময় পর্য্যন্ত সংরক্ষণশুল্কের সুবিধা দেওয়া হইবে না বলিয়া ঘোষণা করিয়া বসেন তাহা হইলে শিল্প প্রতিষ্ঠাতাগণ একটা অনিশ্চিত অবস্থা সম্মুখে লইয়া কাজ করিতে বাধ্য হইবেন এবং উহার ফলে দেশে শিল্পের প্রতিষ্ঠা বাধাপ্রাপ্ত হইবে।

ডাঃ মাথাইয়ের ন্যায় অভিজ্ঞ ও দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির এই সব যুক্তি যে অকাট্য তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। তাঁহার এই সব কথার পরেও ভারত সরকার ভারতীয় সংরক্ষণনীতির প্রয়োগপন্থার পরিবর্ত্তন করিয়া ভারতে শিল্পোন্নতির পক্ষে যদি সাহায্য না করেন তাহা হইলে একথা নিঃসন্দেহায়িতভাবে প্রমাণিত হইবে যে উহারা ভারতের শিল্পোন্নতি ইচ্ছা করেন না।
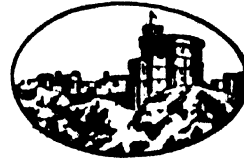
বীমা প্রসঙ্গ

প্রকাশ বীমা সংশোধন-বিল আলোচনা করিবার জন্য যে সিলেক্ট কমিটি গঠিত হইয়াছে আগামী ৭ই মার্চ তারিখে দিল্লীতে তাহার অধিবেশন হইবে। শোনা যাইতেছে যে বাঙ্গলা হইতে শ্রীযুক্ত অখিল চন্দ্র দত্ত ও পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র এই কমিটিতে আছেন।

* * *

গত সপ্তাহে আমরা সার্টিফিকেট ফি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম ও নূতন ব্যবসায়ের পরিমাণে ফি ধার্য্য করিবার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিলাম। আমাদের মনে হয় যে এই বিষয়ে শুদ্ধমাত্র বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করাই যথেষ্ট নহে; পরন্তু ইহার পরিবর্ত্তে কোন্ পন্থা সুসঙ্গত ও সমীচীন হইবে তাহাও আলোচনা করা উচিত। আমরা বীমা-বিশেষজ্ঞগণের সহিত আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে ভ্যালুয়েশনের উদ্বৃত্তের উপর নির্ভর করিয়া এই ফিএর হার স্থির করা উচিত। অর্থাৎ, যে কোম্পানীর ঐরূপ উদ্বৃত্ত বেশী তাহার সেই অনুযায়ী বেশী ফি দিতে হইবে এবং যাহার কম তাহার ফিও সেই হিসাবে কম হইবে। যাহাদের কোন উদ্বৃত্ত হইবে না, তাহাদের এই ফি দিতে হইবে না। ঠিক যে ভাবে বোনাস্ নির্দ্ধারণ করা হয়, সেই ভাবে এই ফি-ও ধার্য্য করা হইবে; অবশ্য, ফি-এর হার গবর্ণমেণ্ট বাঁধিয়া দিবেন। কথা উঠিবে, যাহাদের ভ্যালুয়েশন এই বৎসরে হইবেনা অথবা কয়েক বৎসর পরে হইবে, তাহাদের উপর কি ভাবে ফি বসান হইবে? আমরা মনে করি যে সেই সকল ক্ষেত্রে গত ভ্যালুয়েশনের উদ্বৃত্ত অনুযায়ী ফি বসান যাইতে পারে; অথবা সেই সকল কোম্পানীর নিকট হইতে নিম্নহারে সমান ফি চাওয়া যাইতে পারে।

আমাদের এই পরিকল্পনার পক্ষে দুইটী গুরুতর যুক্তি আছে। প্রথম, ইহাতে যোগ্যতা অনুযায়ী ফি চাওয়া হইবে; ইংরাজীতে যাহাকে বলা যাইতে পারে equitable incidence of fee; দ্বিতীয়তঃ, যদি ভ্যালুয়েশনের উদ্বৃত্তের উপর ফি ধার্য্য করা হয় তাহা হইলে সকল কোম্পানীই, বিশেষ করিয়া নূতন কোম্পানীগুলি, ভ্যালুয়েশন আরও কড়াকড়ি করিয়া করিবেন। ইহাদ্বারা জীবনবীমা ব্যবসায়ের অশেষ মঙ্গল হইবে।

কিন্তু আমাদের মনে হয়, গবর্ণমেণ্ট আমাদের এই যুক্তিতে বিশেষ প্রভাবান্বিত হইবেন না। তাহার প্রধান কারণ হিসাবে একজন অ্যাক্চুয়ারী আমাদের বলিলেন যে গবর্ণমেণ্ট যদি এই নীতি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে অনেক স্থলেই তাঁহাদের কোন ফি প্রাপ্য নাও থাকিতে পারে; অর্থাৎ বহু কোম্পানীরই ভ্যালুয়েশনে উদ্বৃত্ত না থাকা সম্ভবপর। অবশ্য গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয় মানিয়া লইবেন যে, যে সমস্ত কোম্পানীর ভ্যালুয়েশনে উদ্বৃত্ত নাই, তাহাদের নিকট হইতে ফি দাবী করা অসঙ্গত; কিন্তু যদি তাঁহারা এই পন্থা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে এই সকল কোম্পানীর নিকট হইতে আরও নিম্ন এক ফি চাওয়া যাইতে পারে।

* * *

বীমাআইন-সংশোধন বিলের খসড়ার ১৪নং প্যারাতে বর্ত্তমান আইনের ২১নং ধারার ২ উপধারার পর কয়েকটি লাইন নূতন যোগ করিয়া দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এই উপধারায় আদালতকে কোন কোম্পানীর ভ্যালুয়েশনের বিরুদ্ধে বীমা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আদেশ নাকচ করিয়া দিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল—অবশ্য যদি অভিযোগকারী কোম্পানী আদালতে প্রমাণ করিতে পারে যে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আদেশ অন্যায়। বীমা কোম্পানীর আদালতে আপত্তি জানাইয়া দরখাস্ত করিবার কোন সময় নির্দ্ধারণ করা ছিলনা এবং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টেরও কোন ভ্যালুয়েশন রিপোর্টকে অগ্রাহ্য করিবার জন্য সময় নির্দ্ধারিত ছিলনা। কিন্তু এই খসড়া অনুযায়ী যে কয়টী লাইন যোগ করা হইতেছে, তদ্দ্বারা বীমা কোম্পানীর আপত্তি জানাইবার সময় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের রায়দানের পর তিন মাসের মধ্যে নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইতেছে। ইহার অর্থ এই যে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যখন ইচ্ছা যে কোন ভ্যালুয়েশন লইয়া প্রশ্ন তুলিতে পারিবেন অথবা নাকচ করিয়া দিতে পারিবেন। কিন্তু কোম্পানী যদি তাহার পর হইতে তিন মাসের মধ্যে আদালতে দরখাস্ত না করেন, তাহা হইলে তাহার আপত্তি করিবার পথ চিরকালের জন্য বন্ধ হইয়া যাইবে। এইরূপ নিয়ম গঠন করা যে অত্যন্তই অন্যায় তাহা প্রথম দৃষ্টিতেই বোঝা যায়। যদি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একটী ভ্যালুয়েশনের চারি বৎসর পর আপত্তি তোলেন, তাহা হইলে কোম্পানীর পক্ষে তাহার যথাযথ উত্তর দেওয়া খুবই কঠিন হইবে; অন্যথায় ব্যয়াধিক্য হইবে। যদি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আপত্তি করিবার জন্য সময় না বাঁধিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে বোনাস্ দিবার অপরিসীম অসুবিধা হইবে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট হইতে কোন জবাব আসিতে অত্যন্ত বিলম্ব হয়। এমনও দেখা গিয়াছে ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট পাঠাইবার ছয় মাস কাটিয়া যাইবার পর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট হইতে তাহার উত্তর আসে। সুতরাং বর্ত্তমান আইনের ৪৯ নং ধারা অনুযায়ী যদি ইতিমধ্যে কোন বোনাস্ ঘোষিত হয়, এবং তাহার পরে যদি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সেই ভ্যালুয়েশন সম্বন্ধে আপত্তি জানান, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানীর বীমা-পত্র-গ্রাহকদের যে খুবই অসুবিধা হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সকল দিক বিচার করিয়া দেখিলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আপত্তি জানাইবার জন্য সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া খুবই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

* * *

বীমা আইনকে সংশোধন করিয়া ত্রুটিহীন করার যখন চেষ্টা হইতেছে, তখন বর্ত্তমান আইনের ২৭নং এবং ২৯নং ধারা সম্বন্ধে উপযুক্ত পরিবর্ত্তন না করা উচিত হয় নাই। অনুমোদিত সিকিউরিটীর মধ্যে হেড্ অফিস বিল্ডিং অন্তর্গত হওয়া খুবই যুক্তিসঙ্গত ছিল এবং এতদ্ভিন্ন আরও কিছু কিছু সিকিউরিটী ইহার মধ্যে গ্রহণ করিলে লাভ ব্যতীত ক্ষতির সম্ভাবনা ছিলনা। শতকরা ৫৫ ভাগের উপর সুদ উপার্জ্জনের সম্ভাবনা ঐ রূপ কমাইয়া দিলে কোম্পানী বাধ্য হইয়া বাকী ৪৫ ভাগকে বেশী সুদ উপার্জ্জনের জন্য নিযুক্ত করিবে এবং ইহার ফলে এই অংশের মূলধনের নিরাপত্তা কিয়দংশে কমিয়া যাইতে পারে। গবর্ণমেণ্টের ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল যে সমস্ত মূলধনের নিরাপত্তা বজায় রাখিয়া আরও কিছু বেশী সুদ উপার্জ্জন করিবার সুযোগ কোম্পানীগুলিকে দিলে ব্যবসায়ের ক্ষতি হইবে না। শতকরা ৪৫ ভাগকে বিপদের মধ্যে ফেলিয়া রাখিলে এই ব্যবসায়ের লাভ হইবে।

তাহার পর, পলিসি-দায়িত্বের শতকরা ৫৫ ভাগ নির্দ্ধারণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট যে নিয়ম প্রয়োগ করিতেছেন, সে সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা হইলে ভাল হইত। সমগ্র পলিসি-দায়িত্বের পরিমাণ হইতে মোট জমা ও পলিসি-ঋণ বাদ দিয়া বাকী টাকার ৫৫ ভাগ লগ্নী করা হইবে, অথবা দায়িত্বের মোট পরিমাণের ৫৫ ভাগ হিসাব করিয়া লইয়া তাহা হইতে জমা ও পলিসি-ঋণ বাদ দিয়া বাকী টাকা লগ্নী করা হইবে, এ প্রশ্নের উত্তর নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত।

এই খসড়া সম্বন্ধে আলোচনা করিবার আরও কয়েকটি বিষয় আছে; কিন্তু তাহা অন্যগুলির সহিত তুলনায় অত্যন্তই অকিঞ্চিৎকর হওয়াতে তাহা লইয়া বিচার করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছিনা। বর্ত্তমান আইন ও খসড়া পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়িলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে গবর্ণমেণ্ট দেশবাসীর প্রতি এবং বিশেষ করিয়া বীমা ব্যবসায়ীদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছেন; নচেৎ সকল উপায়ে শৃঙ্খলের উপর শৃঙ্খল পরাইবার ব্যবস্থা করিবার এ চেষ্টা হইত না। গবর্ণমেণ্টের বোঝা উচিত ছিল যে ইহার ফলে শেষ অবধি জনসাধারণের এবং বীমা-পত্র গ্রাহকগণের

(১০৭০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

১৯৪০ সালে ইংলণ্ডের বহির্ব্বাণিজ্য

১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪০ সালে ইংলণ্ডে ২১ কোটী ৪৪ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের বেশী মালপত্র আমদানী হইয়াছে। ১৯৩৯ সালে মূল্যের দিক দিয়া আমদানী বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৮৮ কোটী ৫৫ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৪০ সালে ইহা শতকরা প্রায় ২৫ পাউণ্ড বৃদ্ধি পাইয়া ১০৯ কোটী ৯৯ লক্ষ পাউণ্ড হইয়াছে। এই সময় মধ্যে ইংলণ্ডের রপ্তানী বাণিজ্য শতকরা ৬ পাউণ্ড হিসাবে হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৩৯ সালে ইংলণ্ড হইতে মোট ৪৩ কোটি ৯৫ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের পণ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হয়। আলোচ্য বৎসরে ইহা হ্রাস পাইয়া ৪১ কোটী ৩০ লক্ষ পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে। এ স্থলে উল্লেখযোগ্য যে বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর ইংলণ্ডের বহির্ব্বাণিজ্য সম্পর্কিত সরকারী তথ্যে পণ্যাদির আমদানী রপ্তানীর পরিমাণ না দিয়া মাত্র উহাদের মূল্যের বিবরণ দেওয়া হইয়া থাকে।

ভারতে জাপানী বস্ত্রের আমদানী

১৯৩৯-৪০ সালের দ্বিতীয়ার্দ্ধ অর্থাৎ ১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসে জাপান হইতে ভারতবর্ষে নির্দ্দিষ্ট সর্ব্বোচ্চ পরিমাণের অতিরিক্ত ২১ লক্ষ ১৫ হাজার ১০ গজ বস্ত্র বেশী আমদানী হইয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালের প্রথমার্দ্ধের জন্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ হইতে ইহা বাদ দেওয়া হইবে।

কৃষিপণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি কল্পে ফোর্ড কোম্পানী

যুদ্ধের ফলে আমেরিকা হইতেও কৃষিপণ্যের রপ্তানী উল্লেখযোগ্যরূপে হ্রাস পাইয়াছে এবং কোন কোন পণ্যের রপ্তানী একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই সমস্ত কৃষিপণ্য কিরূপে শিল্পে ব্যবহার করা যায় তজ্জন্য ফোর্ড কোম্পানীর গবেষকগণ বহু পূর্ব্ব হইতেই বিশেষ অনুসন্ধানে রত হইয়াছেন। মিঃ ফোর্ড স্বয়ং এই সমস্ত গবেষণা তত্ত্বাবধান করিতেছেন এবং কয়েকটী গবেষণা সফল হইরাছে বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইতিমধ্যে সোয়াবিন্ হইতে তৈল এবং বস্ত্রের উপযোগী তন্তু প্রস্তত হইয়াছে এবং এই তন্তুনির্ম্মিত একটী পোষাক মিঃ ফোর্ড বিশেষ গর্ব্বের সহিত ব্যবহার করিতেছেন। বিভিন্ন কৃষিপণ্য কৃত্রিম উপায়ে সেলুলয়েডের অনুরূপ নমনীয় পদার্থে পরিণত করিয়া তাহা দ্বারা মোটর গাড়ীর বহিরাবরণ প্রস্তুতের কার্য্যও কতকটা অগ্রসর হইতেছে। ইহা সফল হইলে খুব হাল্কা মোটর গাড়ী পাওয়া যাইবে।

বিহার সুরাসার আইন

আগামী ১লা মার্চ্চ হইতে বিহার গবর্ণমেণ্ট পাওয়ার এলকোহল বা সুরাসার আইন কার্য্যকরী করিবেন বলিয়া অনুমিত হয়। এই আইনে মোটর গাড়ী চালনের পেট্রোলের সহিত চিনির কলে প্রস্তুত সুরাসার মিশ্রণ কার্য্যকরী করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে পশ্চিম বিহারের ছয়টী জেলাতে উক্ত আইন কার্য্যকরী করা হইবে।

ভারতে বেতার-গ্রাহক যন্ত্র

বিগত জানুয়ারী মাসে বৃটীশ ভারতে মোট ১ লক্ষ ২১ হাজার ৫৩৪টী বেতারগ্রাহক যন্ত্রের লাইসেন্স চলতি ছিল। ১৯৪০ সালে বৃটীশ ভারতে এই লাইসেন্সের সংখ্যা ২৮,১০৭টী বৃদ্ধি পাইয়াছে। জানুয়ারী মাসে ৪ হাজার ৪০৭টী নূতন লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে।

মাদ্রাজে চীনাবাদাম চাষ নিয়ন্ত্রণ

মাদ্রাজে চীনাবাদাম চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কৃষকগণকে চীনাবাদামের চাষ হ্রাস করার অনুরোধ করিয়া মাদ্রাজ সরকার এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন। চীনাবাদামের পরিবর্ত্তে অন্য কোন্ কোন্ ফসল উৎপাদন করা যাইতে পারে তৎসম্পর্কে কৃষকগণকে উপদেশ দানের জন্য গবর্ণমেণ্ট কৃষিবিভাগকে নির্দ্দেশও দিয়াছেন।

নূতন ধরণের লাঙ্গল

ভূপাল রাজ্যের কৃষিবিভাগের ডিরেক্টর গম এবং অন্যান্য রবিশস্য উৎপাদনের জন্য একটী নূতন ধরণের কলের লাঙ্গল প্রস্তুত করিয়াছেন। ইঁহাতে একটী বসিবার স্থান এবং সঙ্গে সঙ্গে বীজ বপন করারও একটী ছিদ্রযুক্ত যন্ত্র আছে। এই লাঙ্গলের সাহায্যে অপেক্ষাকৃত অল্প সময় মধ্যে কর্ষণ ও বপনকার্য্য সমাধা করা যায় এবং ইহাতে কৃষিকার্য্যের ব্যয়ও প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস হইয়া থাকে বলিয়া যন্ত্রের উদ্ভাবক দাবী করিতেছেন। ইহার মূল্যও খুব বেশী নহে; অধিকাংশ কৃষকই ইহা ক্রয় করিতে সক্ষম হইবে। দিল্লীর ইম্পিরিয়েল এগ্রিকালচারেল ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টর এই লাঙ্গল দেখিয়া খুব প্রশংসা করিয়াছেন। ভূপাল রাজ্যে এই লাঙ্গলের সাহায্যে গম চাষ করিয়া পূর্ব্বের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ ফসল পাওয়া গিয়াছে।

ডিফেন্স এ্যাক্ট অনুযায়ী ধৃত ব্যক্তির সংখ্যা

সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মিঃ রণজিৎ পাল চৌধুরীর এক প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র সচিব স্যার নাজীমুদ্দীন জানাইয়াছেন যে গত ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট অনুযায়ী ৯৩৩ জন লোক ধৃত হইয়াছে।

ইক্ষুচাষীর বিপদ

বিহার ও সংযুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বর্ত্তমান মরশুমে যে পরিমাণ চিনি উৎপন্ন করা হইবে তাহা অল্পহারে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়ায় বহুপরিমাণ ইক্ষু অব্যবহৃত থাকিবে এবং ইহাতে কৃষকের গুরুতর আর্থিক ক্ষতি হইবে। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে শর্করাশিল্প সম্পর্কে সরকারী নীতি ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের নির্দ্দেশক্রমে পরিচালিত হইতেছে। ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক চিনির কলের মালিকদিগকে টাকা ধার দিয়া থাকে। সরকার যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে গবর্ণমেণ্ট, ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক কিংবা চিনিরকলের মালিক সকলেরই লাভ বজায় থাকিবে; একমাত্র ইক্ষুচাষীই ইহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

ইংলণ্ডে ট্রেড ইউনিয়নের প্রসার

ইংলণ্ডে ট্রেড্ ইউনিয়নের প্রসার সম্পর্কে বৃটীশ মিনিষ্ট্রি অব লেবার গেজেটে ১৯২৯ সাল হইতে ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত ১১ বৎসরের নিম্নরূপ তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে :—

	ইউনিয়নের সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা		
		পুরুষ ('০০০)	স্ত্রীলোক ('০০০)	মোট ('০০০)
১৯২৯	১১৩৩	৪০৫৬	৮০২	৪৮৫৮
১৯৩০	১১২১	৪০৪৯	৭৯৩	৪৮৪২
১৯৩১	১১০৮	৩৮৫৯	৭৬৫	৪৬২৪ *
১৯৩২	১০৮১	৩৬৯৮	৭৪৬	৪৪৪৪
১৯৩৩	১০৮১	৩৬৬১	৭৩১	৪৩৯২
১৯৩৪	১০৬৩	৩৮৫৪	৭৩৬	৪৫৯০
১৯৩৫	১০৪৯	৪১০৬	৭৬১	৪৮৬৭
১৯৩৬	১০৩৫	৪৪৯৫	৮০০	৫২৯৫
১৯৩৭	১০৩১	৪৯৪৭	৮৯৫	৫৮৪২
১৯৩৮	১০২৩	৫১২৭	৯২৫	৬০৫২
১৯৩৯	১০০৭	৫২৫৮	৯৭৬	৬২৩৪

আসামের জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক

আসামের সমবায় সমিতি সমূহের রেজিষ্ট্রারের রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায় গত ১৯৩৭-৩৮ সালে ঐ প্রদেশে মোট ৫টি জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক ছিল। উহাদের মোট কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ ছিল ৪ লক্ষ ৭৯ হাজার ৩৮১ টাকা। শেয়ার বিক্রয় করিয়া, সাধারণের নিকট হইতে ৩ বৎসর হইতে ৫ বৎসরের মিয়াদী স্থায়ী আমানত গ্রহণ করিয়া ও গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কর্জ্জ লইয়া ঐ কার্য্যকরী মূলধন সংগৃহীত হইয়াছিল। ব্যাঙ্ক সমূহ ঐ কার্য্যকরী মূলধন হইতে সম্পত্তি বন্ধকে কৃষকদিগকে ঋণ দিয়াছিল। আর্থিক মন্দার জন্য নিয়োজিত অর্থ অনাদায়ী হইয়া পড়ায় বর্ত্তমানে আসামের জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলির বিশেষ দুরবস্থা দেখা দিয়াছে।

সোভিয়েট রাশিয়ার সামরিক ব্যয়

সোভিয়েট পার্লেমেণ্টের সুপ্রীম কাউন্সিলে সম্প্রতি দেশরক্ষা বাবদ ব্যয় বৃদ্ধির কথা ঘোষিত হইয়াছে। দেশরক্ষা বাবদ এবার ৭,০৯০ কোটি রুবল (এক রুবল প্রায় ২।৵০ আনার সমান) ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। গত বৎসর এজন্য ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছিল ৫,৭০০ কোটী রুবল। ১৯৩৯ সালে দেশরক্ষা বাবদ ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছিল প্রায় ৪,১০০ কোটী রুবল।

যুক্ত প্রদেশের কাঁচ শিল্প

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে কাঁচ শিল্পের দিক দিয়া যুক্তপ্রদেশই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। ঐ প্রদেশের ফিরোজাবাদ কেন্দ্র বিচিত্রধরণের কাঁচের চুড়ি তৈয়ার করিয়া যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে। ঐ কেন্দ্রে বর্ত্তমানে কাঁচের চুড়ি নির্ম্মাণের ৩১ টি কারখানা রহিয়াছে। তাহাছাড়া যুক্তপ্রদেশে কাঁচের বোতল ও কাঁচের শিশি প্রস্তুতের দুইটি কারখানা চলিতেছে। এইরূপ ধরণের আরও দুইটি নূতন কারখানা বর্ত্তমানে নির্ম্মিত হইতেছে।

মোরাদাবাদের বাজয় নামক স্থানে কাঁচ ফলক নির্ম্মাণের যে কারখানা আছে সেরূপ কারখানা এসিয়া মহাদেশে আর নাই। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে যুক্তপ্রদেশের কাঁচশিল্প বিশেষ সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়াছে। বিশেষতঃ কাঁচফলক নির্ম্মাণের কারখানাটির খুবই উন্নতি সাধিত হইয়াছে। গত ১৯৩৯ সালে ঐ কারখানার তৈয়ারী ৪ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকার কাঁচ-ফলক বিক্রীত হইয়াছিল। ১৯৪০ সালে কাঁচফলক বিক্রয়ের পরিমাণ ৫ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে।

চীন—ভারত বাণিজ্য

গত ১৯৩৯-৪০ সালের চীন-ভারত বাণিজ্য সংক্রান্ত বিবরণ দৃষ্টে জানা যায় যে ঐ বৎসর ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় বেশী তূলা এবং পাটের থলে প্রভৃতি চালান হইয়াছিল। ১৯৩৮-৩৯ সালে চীন দেশে ১ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা মূল্যের ৩৪ হাজার টন তূলা প্রেরিত হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে ৬ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা মূল্যের ১ লক্ষ ২২ হাজার টন তূলা প্রেরিত হইয়াছে। এবার চীন দেশে পাটের থলে এবং চট রপ্তানীর পরিমাণও যথাক্রমে ১৮ লক্ষ টাকা ও ৫ লক্ষ টাকা পরিমাণে অধিক হইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশে মোট রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা। ১৯৩৯-৪০ সালে তাহা বাড়িয়া ৮ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। তবে ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশে মাল আমদানীর পরিমাণ রপ্তানীর মত তত বৃদ্ধি পায় নাই। ১৯৩৮-৩৯ সালে চীনদেশ ভারতবর্ষ হইতে ১ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকার মাল আমদানী করিয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে সেস্থলে ২ কোটি ৬১ লক্ষ টাকার মাল আমদানী করিয়াছে। কার্পাস বস্ত্র, রেশমী বস্ত্র ও কার্পাস সূতার দিক দিয়াই আমদানী কিছু বাড়িয়াছে।

লণ্ডনে বিমান আক্রমণ ও ভূগর্ভস্থ আশ্রয়কারীর সংখ্যা

'ইকনমিষ্টে'র মতে বিমান আক্রমণ কালে লণ্ডন সহরের মাত্র শতকরা ১৫ জন অধিবাসী জনসাধারণের জন্য নির্ম্মিত ভূগর্ভস্থ আশ্রয়ে গমণ করিয়া থাকে।

বিভিন্ন প্রদেশে কয়লার উৎপাদন

গত ১৯৩৮ সালের তুলনায় ১৯৩৯ সালে বিভিন্ন প্রদেশের খনিসমূহে কি পরিমাণ কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে নিম্নে তাহার বিবরণ উদ্ধৃত করা হইল :—

প্রদেশ	১৯৩৯	১৯৩৮
আসাম	২,৭৪,৫২৮ টন	২,৬৭,৩০০ টন
বেলুচিস্থান	১৬,২১৩ „	১৪,৩৮৮ „
বাঙ্গলা	৭৫,৯১,৪৯৫ „	৭৭,৪৫,৩৭২ „
বিহার	১,৪৭,৮৪,৯৪৬ „	১,৫৩,৬২;৬০৪ „
মধ্যপ্রদেশ	১৭,৪২,৮৩১ „	১৬,৫৮,৬২৬ „
উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ	৮ „	———
উড়িষ্যা	৫৮,৬৮৭ „	৪৪,৪২৫ „
পাঞ্জাব	১,৯৪,০৮০ „	১,৮৪,০২৮ „
মোট	২,৪৬,৬২,৭৮৮ টন	২,৫২,৭৬,৭৪৩ টন

তাঁতশিল্প সম্পর্কে তথ্য নির্ণয়

তাঁতশিল্পের তথ্য নির্ণায়ক কমিটী প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের নিকট এক একটী প্রশ্নপত্র প্রেরণ করিয়াছেন। হস্তচালিত তাঁত ও তাঁতীর সংখ্যা এবং উৎপন্ন দ্রব্যের মোট পরিমাণ সম্পর্কেই প্রধানতঃ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে।

চা রপ্তানীর অনুমোদিত হার

১৯৪১ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত একবৎসর মধ্যে চা-রপ্তানীর হার আন্তর্জ্জাতিক চা কমিটী শতকরা ৯২½ ভাগ হইতে ৯০ ভাগে হ্রাস করিয়া দিয়াছেন।

অষ্ট্রেলিয়ায় জাহাজ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা

অষ্ট্রেলিয়ায় জাহাজ নির্ম্মাণের সুব্যবস্থার জন্য অষ্ট্রেলিয়ার সরকার একটী কমিশন গঠন করা স্থির করিয়াছেন। ঐ কমিশন দেশের জাহাজ নির্ম্মাণ কারখানা ও সাজসরঞ্জাম সম্পর্কে তদন্ত করিবে। সামরিক কার্য্যে ব্যবহারোপযোগী জাহাজ নির্ম্মাণেই অদূর ভবিষ্যতে বেশী রকম জোর দেওয়া হইবে। তবে ঐ সঙ্গে বাণিজ্য জাহাজ নির্ম্মাণও চলিবে। আগামী ৪ মাসের মধ্যেই ১০ হাজার টন বাণিজ্য জাহাজ নির্ম্মাণের কার্য্য কার্য্যতঃ সুরু করা হইবে। ঐ জন্য আপাততঃ ৬০ লক্ষ পাউণ্ড মঞ্জুর করা হইয়াছে।

জাহাজডুবিতে মৃতের সংখ্যা

বর্ত্তমানে যুদ্ধের প্রথম বৎসরে জার্ম্মানী কর্ত্তৃক বৃটীশ এবং অন্যান্য জাতির যে সমস্ত জাহাজডুবি হইয়াছে তাহাতে সর্ব্বসমেত মোট ৩৩২৭ জন লোক প্রাণ হারাইয়াছে।

বাঙ্গলার তাঁত শিল্প

বিশ্বভারতীর অর্থনৈতিক গবেষণা বিভাগের সম্পাদক ডাঃ সুধীর সেন সম্প্রতি কলিকাতা কমার্শিয়াল মিউজিয়ামের এক সভায় বাঙ্গলার তাঁত শিল্প সম্পর্কে একটী সুচিন্তিত বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, দেশের কুটীর শিল্পসমূহের নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রকে অব্যাহত রাখিয়াই যান্ত্রিক শিল্পের প্রতিষ্ঠা করা উচিৎ। কিন্তু এতদিন এদেশে যে রীতিতে কলকারখানা গড়িবার চেষ্টা হইয়াছে তাহাতে ঐ সুসঙ্গত নীতি রক্ষা করা হয় নাই। যে সব শিল্প আজও গ্রামের লোকদের ভিতর প্রচলিত রহিয়াছে এবং কুটীর শিল্প হিসাবে যে সব শিল্প পরিচালনা করিয়া গ্রামের লোকেরা এখনও অর্থ উপার্জ্জন করিবার চেষ্টা করিতেছে আমরা দেশে সেই সব শিল্পের জন্য কারখানা স্থাপনের উপর জোর দিতেছি। অপর দিকে যে শিল্প দেশে বিশেষ প্রচলিত নাই এবং যে শিল্প নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠা করা দরকার সেই সব শিল্পের কলকারখানা গড়িয়া তুলিতে আমাদের চেষ্টা ও আগ্রহের অভাব লক্ষিত হইতেছে। ভারতবর্ষের কুটীর শিল্পগুলির মধ্যে তাঁত শিল্পই সর্ব্বপ্রধান। কিন্তু নানারূপ প্রতিকূল অবস্থার সূচনা হেতু এই শিল্পে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। বাঙ্গলা দেশে গত ১৯০১ সালে তন্তুবায়ের সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ৬৩ হাজার জন। ১৯৩১ সালে তাহা কমিয়া ১ লক্ষ ৭২ হাজার জন দাঁড়ায়। এদেশের তাঁতিরা বর্ত্তমানে যে সব বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতেছে তাহার মধ্যে সূতা ও রংয়ের দুর্ম্মূল্যতা সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। আজ দেশে যদি কম মূল্যে সূতা উৎপাদনের সুব্যবস্থা হয় এবং রং যদি সুপ্রাপ্য করিয়া তোলা যায় তবে দেশের তাঁতিদের উপযুক্ত লাভের পথ প্রশস্ত হইতে পারে। কাজেই সূতা নির্ম্মাণের জন্য ভাল শ্রেণীর কল গড়িয়া তোলা দরকার এবং ঐরূপ কল যাহাতে ব্যাপকভাবে সূতা রঙ্গাইয়া তাহা তাঁতিদিগকে সরবরাহ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা প্রয়োজন। তবে গবর্ণমেণ্টের উৎসাহ ও প্রেরণা না পাইলে তাঁতিদের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্য লইয়া ঐরূপ কল গড়িয়া উঠার আশা কোথায় ?

ভারতে বিভিন্ন রোগে মৃত্যুর সংখ্যা

ভারত সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগের কমিশনারের গত ১৯৩৮ সালের রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায় ঐ বৎসর বৃটিশ ভারতে মোট ৬৬ লক্ষ ৮৫ হাজার ১২০ জনের মৃত্যু ঘটিয়াছে। কয়েকটী প্রধান প্রধান রোগে ঐ বৎসরে কি সংখ্যক লোক মারা গিয়াছে নিম্নে তাহার বিবরণ সঙ্কলিত হইল :—

রোগের নাম	১৯৩৭ সালে মৃত্যুসংখ্যা	১৯৩৮ সালে মৃত্যুসংখ্যা
কলেরা	৯৯,০৫৪	২,৩৬,১৪৩
প্রেগ	২৮,১৬৯	১৭,৩৭১
বসন্ত	৫৪,৮১০	৩৯,৮৪৪
ম্যালেরিয়া	—	১৫,৭৭,৮৬৫
আমাশয় ও উদরাময়	—	২,৯২,৪৭২
ক্ষয়রোগ ও শ্বাসরোগ	৪,৮৭,৩১৯	৫,৩৬,৬৪৯

মক্তবে অধ্যয়নার্থী হিন্দুছাত্রের সংখ্যা

বাঙ্গলা প্রদেশে গত ১৯৩৮ সালের পর হইতে মক্তবে অধ্যয়নার্থী হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯২৮ সালে ৩২ হাজার ১৪৯ জন হিন্দু ছাত্র মক্তবে পাঠ গ্রহণ করিত; ১৯৪০ সালে এই সংখ্যা বাড়িয়া ৭৪ হাজার ৫০৬ জন হইয়াছে। রংপুর জেলায় ১৯৩৮ সালে মক্তবে অধ্যয়নরত হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৯৬০ জন। ১৯৪০ সালে ঐ সংখ্যা বাড়িয়া ১৫ হাজার ৬৯০ জন হইয়াছে। বলা বাহুল্য অন্য স্কুলের ব্যবস্থা নাই বলিয়াই অনেক হিন্দু ছাত্র মক্তবে অধ্যয়ন করিতে বাধ্য হইতেছে।

বাঙ্গলায় শিশুমৃত্যু

গত ১৯৩৮ সালে বাঙ্গলায় মোট ২ লক্ষ ৮০ হাজার ৯২৩টী শিশু জন্মিবার পর মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। উহার মধ্যে ১ লক্ষ ৫৪ হাজার ৪৭৪ জন জন্মিবার ১ মাস কাল মধ্যে, ৮১ হাজার ৬৪০ জন জন্মিবার ৬ মাস মধ্যে ও ৪৪ হাজার ৮০৯ জন ছয় মাস হইতে ১ বৎসরের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ১৯৩৭ সালে হাজার করা ১৭৬·২ জন শিশু ঐ ভাবে জন্মিবার পর প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। ১৯৩৮ সালে মৃত্যুসংখ্যা বাড়িয়া হাজার করা ১৮৪·৭ জন দাঁড়াইয়াছে।

বৃটেনের সমর ব্যয়

যুদ্ধের জন্য বর্ত্তমানে বৃটেনের দৈনিক ব্যয় ১ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ডের অধিক। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর প্রথম প্রথম যত খরচ করা হইত ইহা তাহার প্রায় দ্বিগুণ। দ্রুত জয়লাভ করিবার জন্য বৃটেনবাসীরা বাৎসরিক অনেক বেশী ব্যয়ের জন্যও প্রস্তুত আছে বলিয়া মনে হয়। পার্লামেণ্টের অনেক সদস্য প্রতি পাউণ্ডে ১০ শিলিং করিয়া আয়কর ধার্য্য করার পক্ষপাতী। বর্ত্তমানে প্রতি পাউণ্ড বাবদ ৮ শিলিং ৬ পেনি আয়কর আদায় করা হয়। ইতিপূর্ব্বে আর কখনও এত উচ্চহারে আয়কর আদায় করা হয় নাই।

বোম্বাইয়ে ঋণসালিশী আইন

১৯৩৯ সালে বোম্বাই প্রদেশে কৃষিঋণ সালিশী আইন পাশ হয়। গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এই আইন কার্য্যকরী করার মনস্থ করিয়াছেন। ইতিমধ্যে মহাজন সম্প্রদায়ের একটী প্রতিনিধিদল গবর্ণরের উপদেষ্টার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই আইন স্থগিত রাখার অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। প্রতিনিধিগণ এই আইন স্থগিত রাখার যে সমস্ত কারণ উল্লেখ করিয়াছেন তন্মধ্যে একটী উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের মতে পল্লী অঞ্চলের মহাজন নিজেও কৃষক এবং ঋণগ্রহীতা। প্রস্তাবিত আইনে কৃষকদের ঋণের পরিমাণ হ্রাস হইবে; কিন্তু সহরের অধিবাসীদের নিকট এই সমস্ত পল্লী মহাজনদের ঋণ হ্রাস করার কোনরূপ প্রস্তাব নাই।

কলিকাতায় গ্যাসমুখোস নির্ম্মাণ

গত কয়েকমাস যাবত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক লক্ষ লক্ষ গ্যাসমুখোস এবং শ্বাসজালি ক্রয় করা হইতেছে। কলিকাতার দুইটী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান আংশিকভাবে এই সমস্ত সরবরাহ করিতেছে এবং একটী সরকারী কারখানায় এই সমস্ত মুখোস ও শ্বাসযন্ত্রের নির্ম্মাণকার্য্য সমাধা হইতেছে।

আসামে সমবায় ব্যাঙ্কের কার্য্যনিয়ন্ত্রণ

আসাম গবর্ণমেণ্ট যৌথ প্রণালীতে পরিচালিত কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ও পল্লীঋণদান সমিতি সমূহের নিয়মাবলীর সংশোধন করিয়া উক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহকে উহাদের গৃহীত ঋণ এবং আমানতের একটা আনুপাতিক অংশ নগদ কিংবা সহজে নগদে পরিবর্ত্তনযোগ্য সম্পত্তিতে নিয়োজিত রাখিতে হইবে বলিয়া প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রস্তাবিত বিধানগুলি এইরূপ :— (১) ছয় মাসের মধ্যে পরিশোধণীয় মোট স্থায়ী আমানত বা ঋণের শতকরা ২৫ ভাগ। লিখিত ভাবে যে সকল আমানত ও ঋণের সময় বৃদ্ধি করা হইবে তাহা ধরা হইবে না। (২) মোট সেভিংস আমানতের শতকরা ৩৩ ভাগ এবং (৩) চলতি হিসাবে রক্ষিত আমানতের শতকরা ৬০ ভাগ এরূপ ভাবে নিয়োজিত রাখিতে হইবে যে উহা অবিলম্বে নগদে পরিবর্ত্তন করা সম্ভব হয়। নিম্নরূপ যে কোন ভাবে উহা নিয়োজিত রাখা যাইতে পারে। (ক) নগদে অথবা ব্যাঙ্কে, বা সমবায় বিভাগের রেজিষ্ট্রারের অনুমোদিত মহাজনদের নিকট, (খ) পোষ্ট অফিস ক্যাস সার্টিফিকেটে কিংবা সরকারী ঋণ পত্রে, (গ) পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কে।

শাসন কার্য্যে ব্যয় সঙ্কোচ

সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মিঃ নূর আমেদের এক প্রশ্নের উত্তরে অর্থসচিব মিঃ এইচ এস সুরাবর্দ্দী জানাইয়াছেন যে গত ১৯৩৭ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া গত ১৯৪০ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত বাঙ্গলা সরকার শাসন কার্য্যের নানা দিকে ৪ লক্ষ ২ হাজার ৩৬৬ টাকা পরিমাণ ব্যয়-সঙ্কোচ করিয়াছেন।

ইংলণ্ডে মাখনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ

আগামী ১০ই মার্চ্চ হইতে ইংলণ্ডে মাখন নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি আরও বৃদ্ধি করা হইবে। বর্ত্তমানে প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতি সপ্তাহে ৮ আউন্সের অধিক মাখন ব্যবহার করিতে পারেনা। ১০ই মার্চ্চ হইতে ইহার পরিমাণ ৪ আউন্স হইবে।
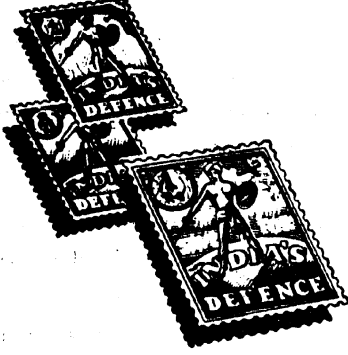
বিক্রয়কর সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের অনুসন্ধান

'ইউনাইটেড প্রেসের' সংবাদে প্রকাশ যে বিভিন্ন জেলায় কত সংখ্যক ব্যবসায়ী ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিকের বিক্রয়কর ধার্য্যযোগ্য সর্ব্বনিম্ন আয় আছে তৎসম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার অনুসন্ধানপূর্ব্বক তথ্যতালিকা সংগ্রহ করিতেছেন। অর্থবিভাগের স্পেশাল অফিসার মিঃ ই, ডব্লিউ হল্যাণ্ড ইতি-মধ্যে হাওড়াহাট পরিদর্শন করিয়া তাঁতের কাপড়ের ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। মিঃ হল্যাণ্ড শীঘ্রই এই সম্পর্কে যশোহর পরিভ্রমণ করিবেন।

বৃত্তিকরের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ নির্দ্ধারণ

ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশেই ব্যবসাবাণিজ্য ও পেশার উপর প্রাদেশিক সরকার বৃত্তিকর (কেন্দ্রীয় আয়করের অতিরিক্ত হিসাবে) আদায় করিয়া থাকেন। এই বৃত্তিকরের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ সকল প্রদেশেই ৫০৲ টাকায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে মাদ্রাজের মিঃ এফ্ ই জেমস্ কেন্দ্রীয় পরিষদে একটী প্রস্তাব উত্থাপনের নোটীশ দিয়াছিলেন। বড়লাট এই বিল উত্থাপন করিতে সম্মতি দিয়াছেন।

ইংলণ্ডে রেলপথসমূহের আয়

১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান রেলপথ সমূহের আয় সরকারী আদেশক্রমে একটী নির্দ্দিষ্ট তহবিলে জমা করা হইতেছে। ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ঐ তহবিলের হিসাবে প্রকাশ যে এই বাবত সমগ্র বৎসরে মোট ২৪৭,৯৯২,০০০ পাউণ্ড আয়, ২০৩,৪০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় এবং ৪৪,৫১২,০০০ পাউণ্ড নীট লাভ হইয়াছে।

পাঞ্জাবে জমি হস্তান্তর আইন

কৃষকের জমি যাহাতে অকৃষকের হাতে না যাইতে পারে এবং অকৃষক বেনামীতেও কৃষকের জমি যাহাতে দখল না করিতে পারে এই উদ্দেশ্যে কিছুকাল পূর্ব্বে পাঞ্জাবে পাঞ্জাব জমি হস্তান্তর নামে এক আইন পাশ হয়। অকৃষক কর্ত্তৃক বেনামীতে কৃষকের জমি ক্রয় বেআইনী করিয়া এই আইনের সংশোধন হয়। সম্প্রতি পাঞ্জাব হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চ্ এই বেনামী সম্পর্কিত ধারা প্রাদেশিক আইনসভার ক্ষমতাবহির্ভূত বলিয়া রায় দিয়াছেন।

আই, সি, এস্ কর্ম্মচারীর সংখ্যা

সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় পরিষদে প্রশ্নোত্তর কালে প্রকাশ পায় যে বিগত ১লা জানুয়ারী তারিখে আই, সি, এস কর্ম্মচারীদের সংখ্যা ছিল ১২০৫। তন্মধ্যে ৫৮৫ জন ইউরোপীয় এবং ৬১৭ জন ভারতীয়। ভারতীয় আই, সি, এসগণের মধ্যে "লিষ্টেড্ পোষ্ট" এবং অন্যান্য শ্রেণীর কর্ম্মচারী সংখ্যাও অন্তর্ভুক্ত আছে।

জামাইকা হইতে ইংলণ্ডে কারিগর প্রেরণ

ইংলণ্ডের শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য উপনিবেশসমূহ হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর কারিগর সংগ্রহ করা হইতেছে। জামাইকা হইতে ইতিমধ্যেই ৪৯ জন কারিগর ইংলণ্ডে পৌছিয়াছে।

ভারত সরকারের বাজেট

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে অর্থসচিব স্যার জেরিমী রেইজম্যান ভারত সরকারের আগামী ১৯৪১-৪২ সালের যে বাজেট উপস্থিত করিয়াছেন নিম্নে উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল।

১৯৪০-৪১ সালের সংশোধিত বাজেট :—আয়—১০৩ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা; ব্যয়—১১২ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা; ঘাটতি ৮ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা।

১৯৪১-৪২ সালের প্রাথমিক বাজেট :—আয়—১০৬ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা; ব্যয় ১২৬ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা; ঘাটতি ২০ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা।

পাঞ্জাব সরকারের বাজেট

বিগত ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদে পাঞ্জাব সরকারের ১৯৪১-৪২ সালের বাজেট উপস্থাপিত করা হইয়াছে। আলোচ্য বৎসর ১২ কোটী ৬০ লক্ষ টাকা আয়, ১২ কোটী ৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয় এবং ৪ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ব্যয়ের খাতে চলতি বৎসরের তুলনায় ১৭ লক্ষ টাকা বেশী বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে যে সমস্ত নূতন ব্যয়ের বরাদ্দ করা হইয়াছে তন্মধ্যে পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব স্থাপনের জন্য এক লক্ষ টাকার ব্যবস্থা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কলিকাতা ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের বাজেট

কলিকাতা ইম্‌প্রুভ্‌মেণ্ট ট্রাষ্টের বিগত অধিবেশনে ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান্‌ ১৯৪১-৪২ সালে আয়ব্যয়ের যে আনুমানিক বরাদ্দ উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ, আলোচ্য বৎসরে মূলধন এবং সাধারণ আয় (ট্যাক্স ইত্যাদি) বাবত যথাক্রমে ৫৪ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা এবং ৪৭ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা আদায় হইবে। এ বৎসর জমি খাস বাবত আনুমানিক ব্যয় ৫৫ লক্ষ টাকা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের জন্য ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। আলোচ্য বৎসরের প্রথমে মজুদ তহবিলের পরিমাণ থাকিবে ৭৫ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা। চলতি বৎসরের প্রথমে ইহার পরিমাণ ছিল ৬৮ লক্ষ টাকা।

করাচী পোর্ট ট্রাষ্টের বাজেট

করাচী পোর্ট ট্রাষ্টের ১৯৪১-৪২ সালের বাজেটে মাত্র ১৯৯৲ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। চলতি বৎসরে সংশোধিত হিসাব মত ১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৩৪৯৲ টাকা ঘাটতি হইবে। আলোচ্য বৎসরের আয় এবং ব্যয় ধরা হইয়াছে যথাক্রমে ৬৬ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা এবং ৬৬ লক্ষ ৬৭ হাজার।

সিন্ধু সরকারের বাজেট

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী অর্থ-সচিব খাঁন বাহাদুর আল্লাবক্স সিন্ধু ব্যবস্থা পরিষদে সিন্ধু সরকারের আগামী ১৯৪১-৪২ সালের বাজেট বরাদ্দ পেশ করেন। উহাতে আগামী বৎসরের হিসাবে ৪ কোটী ৩৫ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা আয় ও ৪ কোটী ৩৪ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা ব্যয় ধরিয়া শেষ পর্য্যন্ত ১ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। আগামী বৎসরে ৯ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকার নগদ তহবিল লইয়া কার্য্য সুরু করা হইবে।

সীমান্ত প্রদেশের বাজেট

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সরকার ১৯৪১-৪২ সালের যে বাজেট প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাতে আগামী বৎসরে ১ কোটি ৯১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা আয় এবং ১ কোটি ৯০ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। সেচ কার্য্যের জন্য আগামী বৎসরের হিসাবে ৩ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে।

পরলোকে রাজা জানকীনাথ রায়

প্রেমচাদ জুট মিলের প্রতিষ্ঠাতা ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ভাগ্যকুলের রাজা জানকীনাথ রায় গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী তাঁহার কলিকাতাস্থ শোভাবাজার ভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ১২৫৫ সনের ২২শে পৌষ জন্মগ্রহণ করেন। স্বর্গীয় প্রেমচাঁদ রায় তাঁহার পিতা ছিলেন। রাজা শ্রীনাথ রায় তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন এবং রায় বাহাদুর সীতানাথ রায় তাহার কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন। লবণ ও চাউলের কারবার করিয়া রায় পরিবার প্রথমতঃ প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। পূর্ব্বে তাঁহাদের লবণের ব্যবসায় একচেটিয়া কারবার ছিল। কলিকাতায় নীলামে লবণ খরিদ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন গঞ্জে প্রেরণ করা হইত এবং সেই সকল স্থান হইতে চাউল ক্রয় করিয়া কলিকাতায় প্রেরণ করা হইত। রাজা জানকীনাথ ব্যবসাক্ষেত্রে স্বাধীনচেতা ও তীক্ষ্ণধী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে স্বদেশীয়দের আত্ম-প্রতিষ্ঠা তাঁহার বিশেষ কাম্য ছিল। ১৮৮৫ সালে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় মহাসভা প্রতিষ্ঠিত হইলে জানকীনাথ ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সীতানাথ বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স স্থাপনে উদ্যোগী হন। তিনি ইষ্ট বেঙ্গল রিভার ষ্টিম সার্ভিস লিমিটেডের প্রতিষ্ঠা করেন এবং অধুনালুপ্ত বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক গঠনের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করেন। পুত্রগণ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রগণের সহায়তায় তিনি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রেমচাঁদ জুট মিল প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠিত প্রথম পাট কল।

(বীমা প্রসঙ্গ)

ক্ষতিই হইবে; কারণ যাঁহারা প্রতারণা করিতে চাহিবেন, তাঁহাদের আইন করিয়া সাধু সাজানও চলিবে না—অথবা তাঁহাদের প্রতারণা করিবার পথও বন্ধ করা যাইতে পারে না। এই সকল নিয়ম কানুনের ফলে প্রিমিয়াম-হার অচিরেই বাড়িয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ফলে জনসাধারণের লাভ হইবে, না, লোকসান হইবে—ইহা বিবেচ্য। ইহারই মধ্যে বিনা-লাভ-পলিসি প্রায়শঃই বিরল হইয়া গিয়াছে কারণ এইরূপ পলিসির যে প্রিমিয়াম আজকাল হইবে তাহাতে উহার বিক্রয় বিশেষ হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। গবর্ণমেণ্ট যদি জীবন বীমা ব্যবসায়ের প্রসার চাহেন, যদি সাধারণের মধ্যে সঞ্চয়-ইচ্ছা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলে ইহাই কামনা করেন, তাহা হইলে শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া না চলিয়া যাহাতে কোম্পানীগুলির মঙ্গল হয়, তাহাদের আয় বর্দ্ধিত হয়, তাহারই উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করুন। প্রথম যখন ১৯৩৬-৩৭ সালে বীমা আইন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে আলোচিত হয় এবং ম্যানেজিং এজেন্সী রহিত করিয়া দেওয়া হয় ও কমিশনের হার বাঁধিয়া দেওয়া হয়, তখন বলা হইয়াছিল যে ইহা দ্বারা বীমা কোম্পানীগুলির খরচ কমিবে এবং সেই হেতু লভ্যাংশ বাড়িবে। কিন্তু বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতে সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। কোম্পানীর প্রয়োজনীয় কোন সংবাদ অথবা সাহায্য গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পাওয়া যাইতেছে না বলিয়াই শোনা যাইতেছে; অথচ কোম্পানীদের অসুবিধাজনক নিয়ম একটার পর একটা প্রস্তুত হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট বীমা-ব্যবসায় পরিচালকদিগকে বিশ্বাস করুন এবং বীমা-ব্যবসায়ের যথার্থই কল্যাণকর পন্থা গ্রহণ করুন, ইহাই আমরা প্রার্থনা করি।

বেঙ্গল টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউট

বেঙ্গল টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউটের পুনর্গঠন সম্পর্কে সম্প্রতি শিল্প বিভাগের ডিরেক্টার মিঃ এস্ সি মিত্র এবং বঙ্গীয় কলমালিক সমিতির কমিটীর মধ্যে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। সমিতির সদস্যগণপরিচালিত কাপড়ের কলের চাকুরী সম্পর্কে ইনষ্টিটিউটের ছাত্রদিগের দাবী অগ্রগণ্য হইবে এই সর্ত্তে ইনষ্টিটিউটের পরিচালকবোর্ড, নির্ব্বাচন এবং পরীক্ষা বোর্ডে কলমালিকসমিতির উপযুক্তসংখ্যক প্রতিনিধি গ্রহণ করা হইবে এরূপ প্রস্তাব হইয়াছে। কলমালিকসমিতি ইনষ্টিটিউটের গবেষণা এবং রঞ্জনবিভাগেরও সহায়তা লাভ করিবেন। প্রকাশ, সমিতির সদস্যগণ উপরোক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের চা-ক্রয়ের পরিকল্পনা

বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ১৯৪১ সালে ৪৭ কোটী ৭০ লক্ষ পাউণ্ড চা-ক্রয় করিবেন বলিয়া সম্প্রতি ঘোষণা করা হইয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে ২৭ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড, সিংহল হইতে ১৩ কোটী ৮০ লক্ষ পাউণ্ড, ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিজ হইতে ৪ কোটী ৮০ লক্ষ পাউণ্ড, বৃটীশ পূর্ব্ব আফ্রিকা হইতে ২ কোটী ৭০ লক্ষ পাউণ্ড এবং অন্যান্য দেশ হইতে বাকী চা ক্রয় করা হইবে।

ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স ইনষ্টিটিউট

কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা সম্প্রতি বীমার দালালদের উপর লাইসেন্স ফি ধার্য্য করিয়া নোটীশ প্রদান করিয়াছেন। তৎসম্পর্কে ইণ্ডিয়ান ইনসিওরেন্স ইনষ্টিটিউট মেয়রের নিকট একখানি স্মারকলিপি প্রেরণ করিয়াছেন। ইনষ্টিটিউটের বক্তব্য এই যে কলিকাতা সহরে বীমার দালালদের জনপ্রতি গড়পড়তা আয় বার্ষিক ৮৭৲ টাকার বেশী নহে। এই আয়ের উপর বার্ষিক ২৫৲ টাকা লাইসেন্স ফি দিতে হইলে বীমার দালালগণের উপর সম্পূর্ণ অবিচার করা হইবে এবং ইহার ফলে অনেকেই বীমার দালালী ব্যবসা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। বীমার দালালগণের উপর যাহাতে অবিচার না হয় তজ্জন্য ইনষ্টিটিউট এই প্রসঙ্গে মেয়রকে অনুরোধ করিয়াছেন যে তিনি যেন এই সম্পর্কে মিউনিসিপাল আইন সংশোধনের জন্য বাঙ্গলা সরকারের নিকট প্রস্তাব উপস্থিত করেন।

ইষ্টার্ণ গ্রুপ কন্‌ফারেন্সের ব্যয়

কেন্দ্রীয় পরিষদে স্যার জিয়াউদ্দিন আহম্মদের প্রশ্নের উত্তরে স্যার জাফরুল্লা খাঁ জানাইয়াছেন যে ইষ্টার্ণ গ্রুপ কন্‌ফারেন্স বাবত মোট ২ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যয়ভার বহন করিবেন।

ষ্টোর্স ডিপার্টমেণ্টের অর্ডার

১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪১ সালের ১৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত ইণ্ডিয়ান ষ্টোর্স ডিপার্টমেণ্ট এবং কন্‌ট্রাক্টস্ ডিরেক্টরেট কর্ত্তৃক মোট ৮১ কোটী টাকা মূল্যের মালপত্রের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সরবরাহ বিভাগের টিম্বার ডিরেক্টরেট কর্ত্তৃকও এই সময় মধ্যে ২ কোটী টাকা মূল্যের ভারতবর্ষ জাত কাঠের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে।

জাপ-সোভিয়েট অর্থনৈতিক চুক্তি

সাইগণ রেডিয়োতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে সম্প্রতি মস্কো সহরে জাপান এবং সোভিয়েট রুশিয়ার মধ্যে একটী অর্থনৈতিক চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে।

কয়লাশিল্প সম্বন্ধে তদন্ত

ভারতীয় কয়লাশিল্পে মন্দার কারণ সম্পর্কে তদন্ত করিয়া কি উপায়ে এই মন্দা দূরীভূত এবং কয়লাশিল্পের অন্যান্য সমস্যার সমাধান হইতে পারে তদুদ্দেশ্যে একটী অনুসন্ধান কমিটী নিয়োগ করার জন্য ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশন ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগকে অনুরোধ করিয়া একটী স্মারকলিপি প্রেরণ করিয়াছেন।

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের আয়

বিগত ১০ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সময় মধ্যে ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের আয় পূর্ব্ববৎসরের এই সময়ের তুলনায় ৪৩ লক্ষ ৩ হাজার টাকা অর্থাৎ শতকরা ৭.৯৬ ভাগ বেশী হইয়াছে।

ভারতে ইক্ষুর চাষ

গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষে ৩৬ লক্ষ ৪০ হাজার একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালের শেষ সরকারী বরাদ্দে এবার সে স্থলে ৫৫ লক্ষ ৪৯ হাজার একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে বলিয়া (শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি) ধরা হইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালে ইক্ষু হইতে সম্ভবপর গুড়ের উৎপাদন ৪৬ লক্ষ ৬২ হাজার টন অনুমিত হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে ৫৭ লক্ষ ২০ হাজার টন গুড় উৎপন্ন হইবে বলিয়া (শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি) অনুমিত হইয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যে কি পরিমাণ জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে এবং শেষ পর্য্যন্ত কি পরিমাণ গুড় উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে নিম্নে তৎসম্পর্কিত বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

প্রদেশ	আবাদী জমি (একর)	গুড়ের পরিমাণ (টন)
যুক্তপ্রদেশ	২৫,৩৯,০০০	২৮,৬৪,০০০
পাঞ্জাব	৫,৪৭,০০০	৪,৬৭,০০০
বিহার	৫,০৮,০০০	৫,১৭,০০০
বাঙ্গলা	৩,৩১,০০০	৫,৩২,০০০
বোম্বাই	১,৫০,০০০	৩,৭৫,০০০
মাদ্রাজ	১,৬২,০০০	৪,৮২,০০০
উঃ পঃ সীমান্ত	৯৬,০০০	১,০৭,০০০
আসাম	৪১,০০০	৪৬,০০০
উড়িষ্যা	৩৫,০০০	৬৮,০০০
সিন্ধু	৯,০০০	১৮,০০০
মধ্যপ্রদেশ	৩১,০০০	৪৭,০০০
দিল্লী	৩,০০০	১,০০০
হায়দরাবাদ	৪৫,০০০	১,০৩,০০০
মহীশূর	৫১,০০০	৭৫,০০০
ভুপাল	৮,০০০	৮,০০০
বরোদা	৩,০০০	১০,০০০
মোট	৪৫,৫৯,০০০	৫৭,২০,০০০
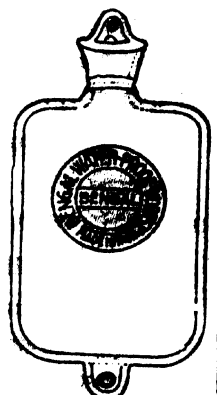
কোম্পানী প্রসঙ্গ

ইণ্ডিয়া মিউচুয়াল প্রভিডেণ্ট সোসাইটি লিঃ

সম্প্রতি ইণ্ডিয়া মিউচুয়াল প্রভিডেণ্ট সোসাইটি লিমিটেডের গত ১৯৪০ সালের কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় এ বৎসর কোম্পানী ১ হাজার ৩১৩টি পলিসিতে মোট ৫ লক্ষ ৬২ হাজার ৩৭৫৲ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এবার কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধের জন্য দেশের বীমা ব্যবসায়ের সম্মুখে বর্ত্তমানে একটা প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্ট হইয়াছে। এই অবস্থাতেও এই কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ এবার উল্লেখযোগ্যরূপ বাড়িয়াছে ইহা আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই।

গত ১৯৪০ সালে প্রিমিয়াম বাবদ ৬৪ হাজার ১৫১৲ টাকা, দাদনী তহবিলের সুদ বাবদ ২ হাজার ২৭৲ টাকা অন্যান্য ও ধরণের আয় লইয়া কোম্পানীর মোট আয় হয় ৬৭ হাজার ৮৯৭৲টাকা। এবার মৃত্যুদাবী বাবদ ৪ হাজার ৬৫২৲ টাকা ও প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ ৫২৭৲ টাকা দাবী হয়। কার্য্য-পরিচালনা বাবদ ব্যয় করা হয় ৪৬ হাজার ৭৫০৲ টাকা। অন্যান্য খরচ বাদে বাকী টাকা কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিলে ন্যস্ত করা হয়। বৎসরের প্রথমে ঐ তহবিলের পরিমাণ ছিল ৪৫ হাজার টাকা। বৎসরের শেষে তাহা বাড়িয়া ৬০ হাজার ১১৯৲ টাকায় দাঁড়ায়।

বর্ত্তমান কার্য্য-বিবরণী দৃষ্টে গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ইণ্ডিয়া মিউ-চুয়াল প্রভিডেণ্ট সোসাইটীর মোট দায়ের পরিমাণ দেখান হইয়াছে ৬৩ হাজার ৩৫৯৲ টাকা। ঐ দায়ের বদলে উপরোক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :—কোম্পানীর পলিসি বন্ধকে দাদন ২ হাজার ৯৯৪৲ টাকা, সরকারী সিকিউরিটী ২৬ হাজার টাকা, হাওড়া পুল ডিবেঞ্চার ৩ হাজার টাকা, সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সিলভার জুবিলী বণ্ড ২ হাজার ৪৮০৲ টাকা। হাতে ও ব্যাঙ্কে ৪ হাজার ১৪৭৲ টাকা, আসবাব পত্র ১০ হাজার ৬৩৫৲ টাকা। এই সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে কোম্পানীর তহবিল ভালভাবে নিয়োজিত রহিয়াছে বলিয়াই বুঝা যায়। আমরা এই কোম্পানীটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

আমরা অবগত হইলাম মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স কোম্পানী গত ১৯৪০ সালের হিসাবে ৭১ লক্ষ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। বর্ত্তমানে যুদ্ধের জন্য একটা প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হওয়ায় এদেশের বীমা ব্যবসায় ক্ষেত্রে একটা মন্দার সূচনা দেখা যাইতেছে। এই অবস্থায়ও যে মেট্রোপলি-টন কোম্পানী এবার এত বেশী টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে তাহা ঐ কোম্পানীর পরিচালকদের কর্ম্ম কুশলতার পরিচায়ক।

ফেডারেল ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোং লিঃ

ফেডারেল ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোম্পানীর অফিস ২নং ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট (ত্রিতলে) স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

ইউনিয়ন প্রভিডেণ্ট সোসাইটি লিঃ

বোম্বাইয়ের ইউনিয়ন প্রভিডেণ্ট সোসাইটি লিমিটেড গত ১৯৪০ সালের হিসাবে ১ লক্ষ ২ হাজার টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। আলোচ্য বৎসরে এই কোম্পানীর প্রিমিয়াম বাবদ ৫ হাজার ৫০০৲ টাকা আয় হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল লিঃ

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল লিঃর হেড অফিস ৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতায় অবস্থিত। গত সপ্তাহের আর্থিক জগতে এই কোম্পানীর হেড অফিসের ঠিকানা মুদ্রাকর প্রমাদবশতঃ ৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

মহালক্ষ্মী কটন মিলস্ লিঃ

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী পলতায় মহালক্ষ্মী কটন মিলস্ লিমিটেডের স্পোর্টস ক্লাবের দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। জাপান প্রবাসী ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত শিশির কুমার মজুমদার অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া পারিতোষিক বিতরণ করেন। মহালক্ষ্মী কটন মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র নাথ দত্ত কর্ম্মীদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। মিলের বিভিন্ন বিভাগের কর্ম্মী প্রতিযোগিতায় যোগদান করায় অনুষ্ঠানটি বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয়। মহালক্ষ্মী কটন মিলের স্পোর্টস ক্লাবের সম্পাদক মিঃ ডি গোস্বামীর একটি সময়োচিত বক্তৃতায় সমাগত অতিথিবর্গকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

আসাম স মিলস্ এণ্ড টিম্বার কোং লিঃ—গত ১৯৪০ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ২৫ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল ১২৷৷০ আনা। **ডানবার মিলস্ লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৬ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসে লভ্যাংশ দেওয়া হয় ২৷৷০ আনা। **কহীনুর মিলস লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা ১৮ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা ১৬ টাকা। **দেশাই এণ্ড পার্ব্বতীয়া টি কোং লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা ১৪ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা ১৬ টাকা। **হাওড়া-আমতা লাইট রেলওয়ে কোং লিঃ**:—গত ১৯৪০ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ২ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরেও ঐ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **কামারহাটী কোং লিং**:— গত ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৩৲ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসেও ঐ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। **মুইর মিলস্ লিঃ**:—গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা ২৫৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল শতকরা ২৩৲ টাকা। **কাঁকনাড়া কোং লিঃ**:—গত ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ১২৷৷০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসেও ঐ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। **আরা-সসারাম লাইট রেলওয়ে কোং লিং**:—গত ১৯৩৯ সালের হিসাবে শতকরা ২ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরও ঐ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। **সাহদারা-সাহারাণপুর লাইট রেলওয়ে কোং লিঃ**:—গত ১৯৪০ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৫ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল শতকরা ৫ টাকা।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা ২৮শে ফেব্রুয়ারী

এসপ্তাহেও কলিকাতার টাকার বাজারে বিশেষ স্বচ্ছলতা লক্ষিত হইয়াছিল। বাজারে কল টাকার (দাবী মাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণ) বার্ষিক শতকরা সুদের হার ছিল আট আনা। সুদের হার ঐরূপ কম থাকা সত্ত্বেও বাজারে ঋণ গ্রহীতার তুলনায় ঋণ প্রদাতার সংখ্যাই অধিক ছিল।

অদ্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে অর্থসচিব স্যার জেরেমী রেইসম্যান ভারত সরকারের ১৯৪১-৪২ সালের বাজেট পেশ করিয়াছেন। উহাতে আগামী বৎসর ভারত সরকারের ১০৬ কোটী ৩৯ লক্ষ টাকা আয় ও ১২৬ কোটী ৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরিয়া শেষ পর্য্যন্ত ২০ কোটী ৪৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে বরাদ্দ করা হইয়াছে। উক্ত ঘাটতি পূরণের জন্য অর্থসচিব কয়েক দফা নূতন ট্যাক্সের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। অতিরিক্ত মুনাফা করের হার শতকরা ৬৬২/৩ ভাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করার, আয়কর ও সুপার ট্যাক্সের উপর কেন্দ্রিয় সার চার্জ্জের হার শতকরা ৩৩১/৩ পর্য্যন্ত বাড়াইবার, দিয়াশলাইয়ের উৎপাদন শুল্ক দ্বিগুণ করিবার, কৃত্রিম রেশম ও তদুৎপন্ন সুতার আমদানী শুল্ক বাড়াইবার ও নিউম্যাটীক টায়ার ও টীউবের উপর উৎপাদন শুল্ক ধার্য্য করার প্রস্তাব হইয়াছে।

এসপ্তাহে ট্রেজারী বিলের আবেদনের পরিমাণ পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় হ্রাস পাইয়াছে। অপরদিকে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের পরিমাণ কিছু বাড়িয়াছে। গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে আবেদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ২ কোটী ৭৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ৩ কোটী ১৬ লক্ষ টাকা ছিল। এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৸/৩ পাই দরের সমস্ত এবং ৯৯৸০ আনা দরের শতকরা ১৬ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার ছিল ॥৴১ পাই। এসপ্তাহে তাহা বাড়িয়া ॥৴৪ পাই দাঁড়াইয়াছে।

আগামী ৪ঠা মার্চ্চের জন্য ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটী টাকা ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে ৭ই মার্চ্চ ঐ বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে।

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী হইতে ২৪শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত মোট ২ কোটী ৩৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ইন্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইয়াছে। গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী হইতে শতকরা ৯৯৸৬ পাই দরে ইন্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইতেছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ২১শে ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২৩২ কোটী ৬৩ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহা ২৩৫ কোটী ১৯ লক্ষ টাকা ছিল। পূর্ব্ব সপ্তাহে ভারত সরকারকে ৪১ লক্ষ টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছিল। এসপ্তাহে দেওয়া হইয়াছে ৩৬ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ছিল ৬৫ কোটী ৮৫ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা। এসপ্তাহে তাহা ৬৬ কোটী ২৭ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্টের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৪৪ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা ও ২৬ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা। এ সপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ৪৬ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ও ২৮ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারের অবস্থা গত সপ্তাহের তুলনায় অপরিবর্ত্তিত ছিল। মাল চালান দেওয়ার জাহাজের অভাবে রপ্তানী বাণিজ্য বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। ফলে বাজারে রপ্তানী বিলও বিশেষ কিছু উপস্থাপিত হইতেছে না। এ সপ্তাহে সামান্য মাত্রায় কেবল পাট ও পাটজাত জিনিষের রপ্তানী বিল বিক্রয় হইয়াছে। তবে বিভিন্ন দিক দিয়া বিনিময় হার মোটামুটি স্থির ছিল। অদ্যকার বিনিময় হার নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

টেলি: হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫৩১/৩২ পে
ঐ দর্শনী	„	১ শি ৫৩১/৩২ পে
ডি এ ৩ মাস	„	১ শি ৬১/৩২ পে
ডি এ ৪ মাস	„	১ শি ৬১/১৬ পে

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১লা মার্চ্চ

এ সপ্তাহের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ভারত সরকারের বাজেট। বিগত শুক্রবার বাজেট প্রকাশিত হয়। সপ্তাহের প্রথম দিকে শেয়ার বাজারে মন্দার পরিচয় পাওয়া যায়। বিকিকিনির পরিমাণও হ্রাস পায়। বাজেট প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত ক্রেতা এবং বিক্রেতাগণ নূতন ঝুঁকি না নিয়া ধৈর্য্যসহকারে অপেক্ষা করাই সমীচীন বিবেচনা করেন এবং ইহাতেই শেয়ার বাজারে নিরুৎসাহভাব পরিলক্ষিত হয়। সপ্তাহের শেষ ভাগে বোম্বাইয়ে জোর গুজব হয় যে বাজেটে অতিরিক্ত লাভের উপর ট্যাক্স এবং আয় করের হার বৃদ্ধি হইবে না। ইহার ফলে বোম্বাই এবং কলিকাতার শেয়ার-বাজারে বিশেষ উৎসাহ দেখা দেয়। ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৩১৸৵০ আনায় উপনীত হয়। এরূপ গুজবের অবশ্য যথেষ্ট কারণ ছিল। রেল বাজেট প্রকাশিত হওয়ার পর দেখা যায় যে রেলপথসমূহ হইতে ভারত সরকারের তহবিলে ১০ কোটী টাকা জমা হইবে। ইহাতে আশা জন্মিয়াছিল যে হয়ত অর্থসচিব উল্লেখযোগ্য কোন নূতন কর ধার্য্যের প্রস্তাব করিবেন না। কিন্তু বাজেট দেখিয়া ব্যবসায়ীমহল এক প্রকার হতাশ হইয়াছেন। অতিরিক্ত লাভের উপর কর এবং আয় করের উপর কেন্দ্রীয় সার চার্জ্জের হার বৃদ্ধি হওয়ায় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের মূল্য হ্রাস পাইতে বাধ্য। টায়ার ও টিউবের উপর উৎপাদন শুল্ক ক্রেতার নিকট হইতে আদায় হইবে এরূপ ভরসায় ডানলপ্ প্রভৃতির শেয়ারের মূল্যে বিশেষ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে আশা করা যায় না।

বাজেট প্রকাশিত হওয়ার পর মাত্র শনিবার শেয়ার-বাজারের কাজকর্ম্ম হইয়াছে। এই সময় মধ্যে বিভিন্ন শেয়ার সম্পর্কে বাজেটের প্রতিক্রিয়া আলোচনার বিশেষ সুযোগ হয় নাই। বর্ত্তমান সপ্তাহের প্রথম ভাগেই ইহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। এই দিনে ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ সন্তোষজনক হইয়াছে বলিতে হইবে। বাজারে কোম্পানীর কাগজ বিভাগে মন্দা বর্ত্তমান ছিল। কয়লা খনি, কাপড়ের কল, চটকল, চা-বাগান এবং বিবিধ কোম্পানীর শেয়ার সম্পর্কে মোটামুটি চাহিদা ও উৎসাহের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে মূল্য কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলেও নিম্নগতি রুদ্ধ হইয়াছে বলা যায়।

কোম্পানীর কাগজ

সুদূর প্রাচ্য এবং বল্কান দেশসমূহে যে অনিশ্চিত এবং আশঙ্কাজনক রাজনৈতিক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহার ফলে সারা সপ্তাহ ধরিয়াই কোম্পানীর কাগজ বিভাগে মন্দার ভাব প্রতীয়মান হয়। শতকরা ৩৷৷ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৪৸৶০ আনায় বাজার বন্ধ হয়। মেয়াদি ঋণপত্র সমূহের মূল্যও প্রায় অপরিবর্ত্তিত আছে।

কয়লার খনি

বেঙ্গল ৩৫৬৲ টাকা, ইকুইটেবল ৩৬৸০ আনা, পেঞ্চভেলী ৩৲৸০ আনা এবং ষ্টাণ্ডার্ড ২০৲ টাকায় এ সপ্তাহের বাজার বন্ধ হয়।

চটকল

চটকল বিভাগে সপ্তাহের প্রথমদিকে বিশেষ উৎসাহ দেখা গিয়াছিল। কিন্তু বাজেট প্রকাশিত হওয়ার পর বিভিন্ন শেয়ারের মূল্য অল্পবিস্তর হ্রাস পাইয়াছে। এংলো ইণ্ডিয়া ৩১৫৲ হইতে ৩০৮৲, কামারহাটী ৪৫৫৲ টাকা, ৪৪২৲ টাকা, কাকনাড়া ৩৭০৲ টাকা হইতে ৩৫৬৷৷০ (লভ্যাংশ বাদে) আনায় নামিয়া যায়।

ইঞ্জিনিয়ারিং

করবৃদ্ধি হইবেনা বিশ্বাসে সপ্তাহের প্রথমভাগে ইঞ্জিনায়ারিং শেয়ারের মূল্যে উন্নতির সূচনা পরিলক্ষিত হয়। ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৩১৸৵০ আনায় উন্নীত হয়। কিন্তু বাজেট প্রকাশিত হওয়ার পর এই বিভাগে ব্যাপক মন্দা দেখা দেয়। ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৩০৷৷০ আনায় নামিয়া যায়। ষ্টীল কর্পোরেশনও ১৯৵০ আনা হইতে শনিবার ১৮।০ আনা পর্য্যন্ত মূল্যে বিকিকিনি হয় এবং ১৮৸৶০ আনায় বাজার বন্ধ হয়।

বিবিধ

ডানলপ্ রাবার শুক্রবার ৩৯৷৷০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হয়। বাজেট প্রকাশিত হওয়ার পর ইহার মূল্য ৩৯৲ টাকায় নামিয়া যায়। পরে ক্রেতা সম্প্রদায় এই কর বহন করিবে এরূপ প্রত্যয় জন্মিবার ফলে ডানলপের মূল্য পুনরায় বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ৪০।৵০ আনায় বাজার বন্ধ হয়।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার ও কোম্পানীর কাগজের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের ঋণ (১৯৪১) ২১শে ফেব্রুয়ারী ১০১৲; ২৬শে ১০০৸৵০ ১০১৲; ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ২১শে ৯৪।০ ৯৪।৬; ২৫শে ৯৪।০ ৯৪।৶০; ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ২১শে ১০০৸০; ২৫শে ১০০ ১০১৲; ২৬শে ১০০৸০ ১০০৸৵০ ১০০৸/০; ৩৷৷০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২১শে ৯৪৸৶০; ২৫শে ৯৪৸/০ ৯৫৶০ ৯৪৸/০; ২৬শে ৯৪৸০ ৯৪৸৵০ ৯৪৷৷৵০; ২৭শে ৯৪৷৷/০ ৯৪৷৷৵০ ৯৪৸০ ৯৪৸/০ ৯৪৸০; ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ২১শে ১০৮৵০ ১০৮।০ ১০৭৸/০; ৫৲ সুদের (১৯৪৫-৫৫) ২১শে—১১২৲ ১১২৵০ ১১২।০; ২৬শে—১১১৸৵০ ১১২৲; ২৭শে—১১১৸০; ৩৲ সুদের আসাম ঋণ (১৯৫২) ২১শে—৯৫৶০ ৯৫৶৬; ২৸০ সুদের ঋণ (১৯৪০-৫২) ২৫শে—৯৬৸/০ ৯৬৸০, ২৬শে—৯৬৸৶০; ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৬শে—৮১৷৷/০।

ব্যাঙ্ক

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২১শে—১০৫৲ ১০৬৲; ২৫শে—১০৪৷৷০; ২৭শে—১০৪৷৷০ ১০৪।০; সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ২৭শে—৪৩৷৷০; ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ২৭শে (কন্টি) ৩৮৮৷৷০।

রেলপথ

দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে ২১শে—(প্রেফ) ১০১৲; সারা-সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে ২৫শে—১০৩৲; বাঁকুড়া-দামোদর রেলওয়ে ২৬শে—৯৩৷৷০ ৯৪৷৷০।

কাপড়ের কল

বেনারস কটন ২১শে—২৵০ ২।০ ২।৵০; ২৭শে—২৷৷০; কানপুর টেক্সটাইল ২১শে—৬।৵০; ২৫শে—৬।৵০ ৬৷৷৵০ ৬৶০; ডানবার ২১শে—২০৭৲ ২০৯৲ ২০৬৲; কেশোরাম ২১শে—৬।/০ ৬৷৷/০; ২৫শে—৬।০ ৬৷৷/০ ৬৶০; (প্রেফ) ১২৯৷৷০; ২৭শে—৬৶০; নিউ ভিক্টোরিয়া ২১শে—(অর্ডি) ১৸৵০; (প্রেফ) ৫।৵০ ৫৷৷৵০; ২৫শে—১৸৵ ২৲; (প্রেফ) ৫।০ ৫৷৷/০; ২৬শে—১৸৵০ ২৲; ২৭শে—১৸৵০ ২৲; বাসন্তী কটন ২৫শে—৩৵০।

কয়লার খনি

এ্যামালগামেটেড ২৫শে—২৬।০; ২৫শে—২৭৲; বেঙ্গল ২১শে—৩৫৭৲; ২৫শে—৩৫৮৲ ৩৬০৲; ২৬শে—৩৫৭৲ ৩৫৫৷৷০; ভালগোরা ২১শে—৪৸৵০ ৫৲; ২৫শে—৫৲; বোকারো ও রামগড় ২১শে—১৪৲ ১৪৷৷৵০; ২৫শে—১৪৷৷০; বরাকর ২১শে—১৩।৵০; ইকুইটেবল ২৬শে—৩৬৷৷০; ২৭শে—৩৬৷৷৵০; বড় ধেমো ২১শে—৪৵০ ৪।/০; ২৫শে—৪৵০ ৪/০; সেণ্ট্রাল কার্কেন্দ ২৫শে—১৪৷৷০; পুরুলিয়া ২১শে—১৷৷/০ ১৷৷৵০; ধেমো মেইন ২৫শে—১৪৷৷০ ১৪৸০; ঘুসিক ও মুস্লিয়া ২১শে—৪৷৷০; হরিলাদী ২৫শে—১২৸০ কুয়ার্দ্ধি ২১শে—২৸০ ৩৲ ২৸৶০ ৩৵০; ২৭শে—২৸/০; মুগুলপুর ২৫শে—৯৸৵০ ১০৲; নাজিরা ২১শে—৮৷৷০ ৮৸০; জয়ন্তী সেণ্ট্রাল ২৬শে—১৷৷৵০; নর্থ ওয়েষ্ট ২১শে—২১৸০; রাণীগঞ্জ ২৬শে—২৫।৵০; সামলা ২১শে—২৵০

২/০ ; ২৭শে—১৸৵০ ; সেণ্ট্রা ২১শে—১২৸০ ১২৸৶০ ১২॥০ ; ২৬শে—১২।৵০ ২৭শে—১২।০ ; সাউথ কারাণপুরা ২১শে—৪।৶০ ; ২৬শে—৪॥০ ; ২৬শে—৪॥০ ; টালচর ২১শে—১।৶০ ; পেঞ্চভেলী ২৫শে—৩৪৲ ; ষ্ট্যাণ্ডার্ড ২৫শে—২০৲ ২০।০ ; ২৬শে—২০৲ ২০।৶০ ; ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২৫শে—৩০॥৵০ ৩০৸০ ; ২৬শে—৩০।৵০ ।

পাটকল

এ্যাংলো ইণ্ডিয়া—২১শে ৩১২॥০ ; আগড়পাড়া—২৬শে ২৪॥/০ বালী—২১শে ২২০৲ ; ২৫শে—(প্রেফ) ১৫৯৲ ; বরানগর—২৬শে ৯৮॥০ ৯৯॥০ বিরলা—২১শে ২৫৵০ ২৫।০ ২৫॥০ ; ২৫শে—২৫৲ ২৫।০ ২৫॥০ ২৬শে—২৫।/০ ২৫॥/০ ; বজবজ—২১শে ৩৪৫৲ ৩৪৬৲ ; ২৫শে—৩৪৮৲ ; ২৬শে—৩৪৪৲ ; ২৭শে—১৪৬৲ ; ক্যালেডোনিয়ান—২১শে ৩৬২৲ ; চাঁপদানি—২১শে ১৬৫৲ ; ক্লাইভ—(প্রেফ) ২১শে ১৪৮৲ ১৪৯৲ ; ২৬শে—২১॥০ ; সিভিয়ট—২১শে ১৮০৲ ১৮১৲ ; ডালহৌসী—২১শে (প্রেফ) ১৭৩৲ ; ২৩শে—১৭৪৲ ; এম্পায়ার—২১শে ২৩।০ ২৩॥০ ; ২৫শে—২৩॥০ ২৩৸০ ; ২৬শে—২৩॥০ ; গৌরীপুর—২১শে ৬৫০৲ ; ২৫শে—৬৫৪৲ ৬৫৭॥০ ৬৫৫৲ ; ২৬শে—৬৬০৲ ; হাওড়া—২১শে ৪৯॥৵০ ৪৯৸৵০ ; (এ প্রেফ) ১৫৮॥০ ; ২৫শে—৫০॥৵০ ৫১।৵০ ৫০।০ ; ('এ' প্রেফ) ১৬১৲ ১৬২৲ ; ২৬শে—৫০৵০ ; ২৭শে—৫০॥৵০ ৫০॥০ ; হুগলী—২১শে ৫৩॥০ ৫৪॥০ ; হুকুমচাঁদ—২১শে ৮৸৶ ; ২৭শে—৮৸/০ ; (প্রেফ) ১১৭৲ ; ইণ্ডিয়া—২১শে ২৮৫৲ ২৮৮৲ ; ২৬শে—২৮৮৲ ২৮৬॥০ ; ২৭শে—২৮৯॥০ ; কামারহাটী—২১শে ৪৬০৲ ; ২৫শে—৪৬২॥০ ৪৬০৲ ২৬শে—৪৫৫৲ ; ২৭শে—৪৬০৲ ; কাঁকনারা—২১শে ৩৭০৲ ; ২৭শে—৩৭০৲ ; লোথিয়ান—২১শে ২৩৫॥০ ২৩৬॥০ ; ২৭শে—২৩১৲ ; মেঘনা—২১শে ৩৭॥০ ৩৯৲ ; ২৫শে—৩৮॥০ ৩৯।০ ; ২৬শে—৩৯/০ ৩৯।/০ ; ২৭শে—৩৯৲ ৩৯॥০ ৪০৲ ; নস্করপাড়া—২১শে ১৭৸০ ১৮।০ ; ২৬শে—১৮৲ ১৮।০ ; ২৭শে—১৮৲ ১৮।০ ; ন্যাশনাল—২১শে ২১॥০ ; ২৫শে—২১॥/০ ২১॥০ ; ২৬শে—২১৵০ ২১।৵০ ; ২৭শে—২১/০ ২১।৵০ ; নৈহাটী—২৬শে ২৮৪৲ ; নদীয়া—২১শে ৫৫॥০ ৫৬।৵০ ; ২৫শে—৫৬।০ ৫৫॥০ ২৭শে—৫৫॥০ ; প্রেসিডেন্সি—২১শে ৪।৵০ ৪॥০ ৪।/০ ; ২৫শে—৪॥/০ ৪।৵০ ৪॥০ ; ২৬শে—৪।৶ ৪॥/০ ; ২৭শে—৪।/০ ; রিলায়ান্স—২১শে ৫৪॥৵০ ৫৪॥০ ; ২৫শে—৫৩৸৵০ ৫৪॥০ ; ষ্টাণ্ডার্ড—২১শে ২৬৫৲ ; ২৫শে—২৬৮॥০ ; ২৭শে—২৭১॥০ ।

খনি

বর্ম্মা কর্পোরেশান—২১শে ৫৵০ ৫।৶০ ৫৶০ ৫৵০ ; ২৫শে—৫৵০ ; ২৬শে—৫৵০ ; ২৭শে—৫৵০ ৫॥০ ; ইণ্ডিয়ান কপার—২১শে ২/০ ২৵০ ২/০ ; ২৫শে—২/০ ; ২৬শে—২/০ ; ২৭শে—২/০ ; কনসোলিডেটেড টীন—২৫শে ২॥/০ ২॥০ ; ২৭শে—২॥০ ; কারাণপুর ডেভেলপমেণ্ট—২১শে ৮।০ ৮॥০ ; টেভয় টীন—২৬শে ১৵০ ।

সিমেণ্ট

ডালমিয়া সিমেণ্ট—২১শে (অর্ডি) ১১॥০ (প্রেফ) ১১০৲ ১১১৲ ; ২৫শে—১১॥৵০ ১১৸০ ১১॥৶০ (প্রেফ) ২॥৵০ ; ২৬শে—১১।৶ ; ২৭শে—(প্রেফ) ১১০৲ ; বেঙ্গল পটারিজ—২৫শে ৮৵০ ।

ইলেকট্রিক ও টেলিফোন

বেঙ্গল টেলিফোন—২১শে (অর্ডি) ১৮৵০ (প্রেফ) ১১৸/০ ১২/০ ১১৸০ ; ২৫শে—(অর্ডি) ১৮।০ ১৮॥০ ১৮।৵০ ১৮॥৵০ ; (প্রেফ) ১১৸০ ২৬শে—১৮॥৵০ ১৮৸৶ ১৮৸/০ ১৮॥৶০ ১৮৸৶০ ১৯৲ ; ২৭শে—(অর্ডি) ১৮৸৶০ ; ঢাকা ইলেট্রিক—২৭শে (অর্ডি) ১৬॥৵০ ১৬৸৵০ ।

ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী

বৃটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং—২১শে ১০॥৵০ ১০৸৵০ ২৬শে—১০।৵০ ১০৸৵০ ; বার্ণ এণ্ড কোং—২১শে ৩৭৩৲ ; ২৫শে—(অর্ডি) ৩৭৯৲ ৩৮১৲ ; ২৬শে—৩৭৮৲ ৩৮০৲ ; ইণ্ডিয়ান গ্যালভানাইজিং—২১শে ২৯৸০ ৩০৲ ; ২৫শে—২৯৸০ ৩০৲ ; ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল—২১শে ৩০৸৵০ ৩১৲ ৩১৵০ ২৫শে—৩০৸৵০ ৩১।০ ৩১।/০ ৩০৸/০ ; ২৬শে—৩০৸/০ ৩০৸০ ৩০॥০ ৩০৸৵০ ৩০॥৵০ ৩০॥/০ ; ২৭শে—৩০॥/০ ৩০৸/০ ৩০॥৵০ ৩০।৵০ ৩১৲ ৩১।৶০ ৩১॥০ ৩১।৵০ ; ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড আয়রণ প্রডাক্টস—২১শে (প্রেফ) ৫৫।০ ৫৫৸০ ; মার্শালস্—২১শে ২/০ ২৵০ ; ন্যাশনাল আয়রন এণ্ড ষ্টীল—২১শে—৮।/০ ৮৲ ৮।/০ ৭৸৵০ ; ২৭শে—৮৲ ৮।০ ; ষ্টীল কর্পোরেশণ—২১শে ১৮৸৵০ ১৮৸৵০ ১৯/০ (প্রেফ) ১১৫৲ ১১৬ ; ২৫শে—১৮৸৵০ ১৯।০ ১৮৸০ (প্রেফ) ১১৫৲ ; ২৬শে—১৮৸০ ১৯৲ ১৮॥৵০ (প্রেফ) ১১৫৲ ; ২৭শে—১৮॥৵০ ১৯।০ (প্রেফ) ১১৫৲ ; কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং—২৫শে (অর্ডি) ৪৸০ ; সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং—২৫শে ৫৸৶ ; ২৬শে—৫৸৵০ ৬৵০ ৫৸৶ ৬৶০ ; ২৭শে—৬।৵০ ; হুকুমচাঁদ ষ্টীল—২৫শে ২৸৶০ ৩৵০ ; ২৬শে—(অর্ডি) ১০৵০ ১০॥০ (প্রেফ) ৩৲ ২৸৵০ ; ২৭শে—১০৲ ১০॥৵০ (প্রেফ) ৩৲ ষ্টীল প্রডাক্টস্ ২৬শে—৫৲ ৫/০ ৫।/০ ।

চিনির কল

মুরী ব্রুয়ারী—২১শে ১৩।০ ১৩॥০ ১৩৶০ ; ২৬শে—১৩।০ ১৩॥০ ; ২৬শে—১৩৵০ ১৩॥০ ; পূর্ণিয়া—২৫শে ৬৸৵০ ; বলরামপুর—২৫শে ৭।০ ; ২৬শে—৭।০ ; রামনগর কেইন এণ্ড সুগার—২১শে (অর্ডি) ৭৸/০ ৮৲ ; (প্রেফ) ১১৮৲ ১১৯৲ ; ২৫শে—৮৲ ৭৸৵০ ; ২৬শে—৭৸০ ৮৲ ৮।০ ; ২৭শে—৮৲ ৮॥০ ৮।০ (প্রেফ) ১২০

চা বাগান

বেতেলী—২১শে ৫।৵০ ৫॥০ ; ২৫শে—৫।/০ ৫॥০ ; ২৭শে—৫।০ ৫॥০ ; বিশ্বনাথ—২১শে ২৫।০ ২৫॥০ ২৫৶০ ; ২০শে—২৫।০ ২৫॥০ ; চণ্ডীপুর—২১শে ৬৮৲ ৬৯৲ ; হাঁসিমারা—২১শে ৪২৲ ; ইষ্টার্ণ কাছাড়—২১শে ৮৵০ ৮।৶ ; এলেনবাড়ী—২১শে ২৭০ ; ২৫শে—২৬১॥০ হাঁসকুয়া—২১শে ৯৸০ ১০৲ ; সাপয়—২৭শে ১০।০ ; কর্ণফুলি—২১শে ১১।৵০ ১১॥৵০ ; নাগাছিল—২১শে ১৩।০, ১৩॥০ ; ২৫শে ১৩৲ । রাজনগড়—২১শে ৭৵০, ৬।৵০ । সিঙ্গেল—২১শে ৬৭৲ । তিন আলী—২১শে ৪৸০ । তেজপুর—২১শে ৭৸০, ৮৲, ৮৵০ ; (প্রেফ) ১৪॥৵০, ১৪৸০ ; ২৫শে—৭৸৶০, ৮৵০ ; ২৬শে—১৪৸০ ; ২৭শে ৭৸৵০, ৮৲, ৮৵০ ; বাঁশফুলিয়া—২৫শে ১০৲ ; চেনাখাত—২৫শে ২১॥০ ; দফলাগড়—২৫শে ১৩॥০, ১৩৸০ । ২৬শে—১৩৸০ । ইষ্ট ইণ্ডিয়া—২৫শে ৯॥০, ৯৸০ ; ২৬শে—৯৸০ ; হণ্টাপাড়া—২৫2শ ৩৪৪৲ ; নিউ তেরাই—২৫শে ৯॥৵০, ৯৸৵০ ; সাকুগাঁ—২৫শে ৮৵০, ৮।৵০ ।

বিবিধ

বি. আই কর্পোরেশন—২৮শে (অর্ডি) ৪।৶০ ৪॥/০ ৪॥৵০ ; ২৫শে—৪।৶০ ৪॥৵০ ৪॥/০ ; ২৬শে—৪।৶০ ৪॥/০ (প্রেফ) ১৮০ ; ২৭শে—৪।৶০ ৪॥/০ ৪॥০, ডানলপ রবার ২১শে—(অর্ডি) ৩৯৸০ ; (২য় প্রেফ) ১১৫৲ ১১৬৲ ; ২৫শে—৩৯৸৵০ ৪০৵০ ৪০৲ ; ২৬শে—৩৯৸০ ৪০৲ (২য় প্রেফ) ১১৫৲ ; ১৭শে—৩৯৸০ ৪০৲ ৪০।০ ; ইণ্ডিয়ান কেবলস্ ২১শে—২১॥৵০ ২১৸০ ; ১৫শে—২১।/০ ২১॥/০ ; ২৬শে—২১॥৵০ ২১॥৶০ ; ২৭শে—২১।৵০ ২১॥৵০ ২১৸০ ; ইন্দো-বর্ম্মা পেট্রোলিয়াম ২১শে—১০৪৲ ; টাইড ওয়াটার অয়েল ২৫শে—১৫৵০ ; বৃটিশ বর্ম্মা পেট্রোলিয়াম ২৭শে—৩।০ ৩।৵০ ৩/০ ৩।৶০ ; ইণ্ডিয়া পেপার ২১শে—১৪২॥০ ; ২৬শে—১৪২৲ ; ২৭শে—১৪১৲ ; লোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ ২৬শে—(অর্ডি) ২০॥৵০ ২০৸৵০ ; মহীশূর পেপার ২১শে—১৪॥০ ১৪৸০ ; ২৭শে—১৪॥৵০ ; বেঙ্গল পেপার ২৬শে—১২৪৲ ; ১৭শে—(৭৲ সুদের প্রেফ) ৮৭৲ ; ওরিয়েণ্ট পেপার ২১শে—১০।/০ ১০॥৵০ ; ২৭শে ১০॥/০ ; শ্রীগোপাল পেপার ২১শে ৯৸৵০ ১০।৶০ টীটাগড় পেপার ২৬শে—৯৸৵০ ১।৶০ । টীটাগড় পেপার ২১শে—১৬৸৵০, ১৭৵০, ১৬৸৵০, ১৭৲, ১৭।০ ; ২৫শে ১৭৲, ১৭৵০ ; ২৬শে—১৬৸/০, ১৭/০, ১৬৸০, ১৬৸৵০, ১৭৵০ ; ২৭শে—১৬৸৵০, ১৭৵০, ১৬৸/০ (১ম প্রেফ) ২০৩৲, ২০৪৲ ; মেদিনীপুর জমিদারী ২১শে—৭২৲ ; ২৫শে—৭০৲ ; ২৬শে—৭০॥০ ; আসাম সজ ২৫শেশ—৩॥/০, ৩॥০ ; ২৬শে—৩॥৵০ ; ২৭শে—৩।৵০, ৩॥০, ৩॥৵০ ; বেঙ্গল আসাম ষ্টীম সিপ ২৫শে—(অর্ডি) ২৪৮৲, (প্রেফ) ১০৩৲ ; ২৬শে—২৪৭৸০ ; ২৭শে—(অর্ডি) ২৪৯॥০ ; বরুয়া টিম্বার ২৭শে—১৫৵০, ১৫।৵০ ; ক্যালকাটা ল্যাণ্ডিং এণ্ড সিপিং ২৬শে—১৬৲ ।

ডিবেঞ্চার

৪৲ সুদের (১৯৪৫) কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল ডিবে :—২১শে ১০৫।০, ৪॥০ সুদের (১৯৩৬—৪১—৪৬) টীটাগড় পেপার মিলস ডিবেঃ—২১শে ১০৩৲, ৫৲ সুদের (১৯৩৬—৪৬) কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঃ—২৫শে—১০৭॥০ ; ৬৲ সুদের (১৯৩৬—৪১) ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ২৫শে—১০১॥০, ১০১৸০ ; ৪৲ সুদের (১৯৩৬—৪৬—৫৬) দার্জ্জিলিং-হিমালয়ান রেলওয়ে এক্সটেনসন ডিবেঃ—১০২৲ ।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১লা মার্চ্চ

চটকলওয়ালারা পাটক্রয়ের ব্যাপারে কোনরূপ আগ্রহ প্রদর্শন না করায় এবং বিদেশে পাট রপ্তানীর পরিমাণ হ্রাস পাইতে থাকায় এসপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারে বেশী রকম মন্দা লক্ষিত হইয়াছে। গত ২১শে ফেব্রুয়ারী আমরা যখন পাটের বাজারের সমালোচনা করিয়াছিলাম তখন ঐ তারিখে বাজারে পাটের দর সর্ব্বোচ্চে ৩৪৸ আনা ও সর্ব্বনিম্নে ৩৪৶ আনা ছিল। গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী তাহা যথাক্রমে ৩৩৷৶ আনা ও ৩২৷৶ আনা দাঁড়ায়। তৎপরে দাম ঐ তুলনায় কিছু বৃদ্ধি পায় সত্য কিন্তু কোন দিনই তাহা ৩৪ টাকার উর্দ্ধে উঠে নাই। নিম্নে ফাটকা বাজারের এসপ্তাহের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল :—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
২৫শে ফেব্রুয়ারী	৩৪৲	৩৩৲	৩৩৲
২৬ „ „	৩৩৷৶০	৩২৷৶০	৩৩৷০
২৭ „ „	৩৩৸০	৩৩।০	৩৩৷৶০
২৮ „ „	৩৪৲	৩৩।৶০	৩৪৲
২৯ „ „	৩৪৲	৩৩৸০	৩৩৸০

পাট ক্রয় সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট ও চটকলওয়ালাদের ভিতর যে চুক্তি হইয়াছিল তাহার পরিণতি লক্ষ্য করিয়া পাট বিক্রেতাদের ভিতর একটা নিরাশার ভাব সৃষ্ট হইয়াছে। সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ এসোসিয়েসনের বার্ষিক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে উক্ত এসোসিয়েসনের প্রেসিডেণ্ট ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা আশা ভরসার ভাব জাগ্রত করিয়া তোলার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সে চেষ্টার ফলে বাজারের নিরুৎসাহ ভাব কাটে নাই। ১ম ও ২য় কিস্তিতে মোট ২৫ লক্ষ বেল পাট ক্রয় করার কথা ছিল। কিন্তু চটকলওয়ালারা সেস্থলে পাট কিনিয়াছেন মাত্র ২১ লক্ষ ৯৮ হাজার বেল। উহাতে আর যাহাই প্রকাশ পায় না কেন চটকলওয়ালাদের উপর হইতে প্রতিশ্রুতি রক্ষার আগ্রহ প্রকাশ পায় নাই। বাঙ্গলার মন্ত্রীমণ্ডল তাঁহাদের মুখরক্ষার জন্য পাটের দাম চড়া রাখিবার একটা গরজ বোধ করিয়াছিলেন। আর সে জন্য তাঁহারা চটকলওয়ালাদের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে আগামী ১৫ই এপ্রিল মধ্যে ৩৭৷০ লক্ষ বেল পাট কেনার একটা ভুয়া প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়াছিলেন। চুক্তি করিবার সময় গবর্ণমেণ্ট ইহাও ঘোষণা করিয়াছিলেন যে যদি চটকলওয়ালারা বিভিন্ন কিস্তির সর্ত্তানুযায়ী পাট খরিদ না করে তবে তাঁহারা বাকী পাট খরিদ করিয়া কিস্তির সর্ত্ত পূরণ করিবেন। চুক্তির প্রথম দুই কিস্তির মিয়াদ গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী শেষ হইয়াছে। এই সময়ে চটকলওয়ালারা ৩ লক্ষ বেলের মত কম পাট খরিদ করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত ঐ কমতি পূরণ সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য করিতেছেন না। ফলে দিল্লী চুক্তির সমস্ত ব্যাপারটাই অনেকটা ধাপ্পাবাজি বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এ অবস্থায় পাটের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা ভরসার কিছু দেখা যাইতেছে না।

এ সপ্তাহে আলগা পাটের বাজারে বিকিকিনি বিশেষ হয় নাই। মাত্র ইণ্ডিয়ান ডিষ্ট্রিক্ট তোষা বটম শ্রেণীর পাটের কিছু কাজ কারবার হইয়াছে। পাকা বেল বিভাগে পাটের বিকিকিনি একরূপ হয়ই নাই বলা চলে। দুই বিভাগেই পাটের দর গত সপ্তাহের হারে বলবৎ ছিল।

থলে ও চট

থলে ও চটের বাজারে এ সপ্তাহে কোন উৎসাহ তৎপরতা লক্ষিত হয় নাই। ৯ পোর্টার ও ১১ পোর্টার এই উভয় শ্রেণীর চটের দরই একটা ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর উঠানামা করিয়াছে। গত ২১শে ফেব্রুয়ারী বাজারে ৯ পোর্টার চটের দর ১৪৶৬ পাই ও ১১ পোর্টার চটের দর ১৮/০ আনা ছিল। অদ্য বাজারে তাহা যথাক্রমে ১৪/০ আনা ও ১৮৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

সোণা ও রূপা

সোণা

কলিকাতা, ২৮শে ফেব্রুয়ারী

সুদূর প্রাচ্যে এবং বল্কান দেশসমূহে আশঙ্কাজনক রাজনৈতিক অবস্থার দরুণ এসপ্তাহে সোণার বাজারে যথেষ্ট চাহিদা দেখা দিয়াছিল। বর্ত্তমানে চাহিদার তুলনায় বাজারে স্বর্ণের আমদানী কম; যে সব ব্যবসায়ীর নিকট স্বর্ণ মজুদ আছে তাঁহারাও উহা বিক্রয় করিতে রাজী হইতেছেন না। ইহার ফলে আলোচ্য সপ্তাহে সোণার দাম বিশেষ চড়িয়া গিয়াছে। গত সপ্তাহে কলিকাতা প্রতি ভরি রেডি স্বর্ণের মূল্য ছিল ৪২।৶৩ পাই। অদ্য ইহা ৪৪৶০ আনায় উঠিয়াছে।

রূপা

স্বর্ণের বাজারে বিস্ময়জনক পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও রূপার বাজারে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। কলিকাতার রূপার বাজারে এ সপ্তাহে ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ খুবই কম হইয়াছে প্রতি ১০০ ভরি রেডি রূপার বর্ত্তমান মূল্য ৬২৸৶০ আনার বেশী নহে।

সপ্তাহের প্রথমদিকে লণ্ডণের রূপার বাজারে মোটেই কর্ম্মব্যস্ততার পরিচয় মিলে নাই। কিন্তু শেষ দিকে বাজার চাঙ্গা হইয়াছে। প্রতি আউন্স স্পট রূপার মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া ২৩১/১৬ পেণীতে দাঁড়াইয়াছে।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২৮শে ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইএর তূলার বাজারে অপেক্ষাকৃত চড়া ভাব দেখা গিয়াছে। সপ্তাহের মধ্যভাগে তূলা ফসল সম্পর্কিত সরকারী পূর্ব্বভাস প্রকাশিত হওয়াতে সাময়িকভাবে কিছু মন্দারভাব দেখা দিয়াছিল বটে। কিন্তু মিলসমূহ আশানুরূপ পরিমাণ তূলা ক্রয় হওয়াতে এবং বিদেশের বাজার সমূহের চড়া সংবাদে মূল্যের উন্নতি ঘটে। সুদূর প্রাচ্যে নূতন জটিলতা দেখা দেওয়া সত্ত্বেও চলতি বাজারের কারবার বৃদ্ধি পাওয়াতে এবং লম্বা আঁশযুক্ত তূলার বাজারে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা না দিবার ফলে বাজারের উন্নতির ভাব বজায় ছিল। বরোচ এপ্রিল-মে ১৬৮৷০; জুলাই-আগষ্ট ১৮৯৷০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হয়। ওমরা মার্চ্চ এবং মের দর যথাক্রমে ১৪৬৸০ এবং ১৪৯৲ টাকা দাঁড়ায়। বেঙ্গল মার্চ্চ এবং মের দর যথাক্রমে ১২০৲ এবং ১২১।০ আনায় উন্নীত হয়। গত সপ্তাহে বাজার বন্ধের সময় উপরোক্ত বিভিন্ন প্রকার তূলার মূল্য যথাক্রমে ১৮২৷০, ১৮৫৲, ১৪৩৲, ১৪০৲, ১১৮৲ এবং ১১৯৲ টাকা ছিল।

নিউইয়র্কের বাজারে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। আমেরিকার সরকারী কৃষি নীতির কোন পরিবর্ত্তন হইবে না ঘোষিত হওয়ায় বাজারে আশা আশঙ্কার সৃষ্টি হয়। ফলে মার্চ্চের দর পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের ১০·৪৩ সেণ্ট দাঁড়ায়। লিভারপুলের বাজারেও মূল্যের উন্নতি ঘটিয়াছে। মার্চ্চের দর ৮·২৯ পেণী এবং মের দর ৮·৩০ পেণী পর্য্যন্ত ওঠে। পূর্ব্ব সপ্তাহে উহা যথক্রেমে ৮·২৯ পেণী এবং ৮·২৪ পেণী ছিল। নিম্ন তূলা ফসলের সর্ব্বভারতীয় শেষ পূর্ব্বাভাস দেওয়া গেল।

	একর	গাঁইট
ভারতে মোট তূলার চাষ ও উৎপাদনের পরিমাণ :—	২২, ৭৭৫, ০০০	৫, ৬৩৮, ০০০
বিভিন্ন প্রকার তূলার চাষ ও উৎপাদনের পরিমাণ :—		
বেঙ্গলস	২,৮০৭,০০০	১,১২৭,০০০
আমেরিকানস	২,৪৯৬,০০০	১,০৭৯,০০০
ওমরা	৬,৫৯৫,০০০	১,৪১০,০০০
বোরোচ	৮৮৯,০০০	২৪৫,০০০
সুর্ত্তি	৬৫৪,০০০	১৬৬,০০০
ধল্লেরা	২,০০৭,০০০	৩২১,০০০
অন্যান্য	৭,২৮৭,০০০	১,২৯০,০০০

বর্ত্তমান বৎসর গত বৎসরের তুলনায় তূলার চাষ ও উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা ৯ ভাগ এবং ১৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কাপড়

কলিকাতা, ২৮শে ফেব্রুয়ারী

সুদূর প্রাচ্যের রাজনৈতিক জটিলতা দেখা দিবার ফলে জাপানী কাপড়ের বাজারে একটা নিরুৎসাহের ভাব স্পষ্ট হয়। তবে সাধারণভাবে বাজারের চড়াভাব বজায় ছিল। দেশী কাপড়ের কারবার সম্পর্কে ব্যবসায়ীগণ আগ্রহান্বিত ছিল কিন্তু মিলসমূহ যুদ্ধজনিত অর্ডার সরবরাহে কর্ম্মব্যস্ত থাকাতে খুব অধিক পরিমাণে অগ্রিম কারবার সম্ভব হয় নাই। বাজারে কাপড়ের মূল্যের সামান্য অগ্রগতি দেখা দেয় বটে কিন্তু যুক্তপ্রদেশ বিহার প্রভৃতি প্রদেশের চাহিদার অভাবে উহা বজায় থাকে না।

সুতা

সুতার বাজারও চড়া গিয়াছে কিন্তু মিলসমূহ সুতা বিক্রয় সম্বন্ধে আদৌ আগ্রহ দেখায় নাই। আগামী কয়েক মাসের জন্য মিলসমূহ পুরাপুরি অর্ডার পাইয়াছে। এই জন্যই উহাদের এই ঔদাসিন্যের ভাব দেখা যায়। মিলসমূহ সুতা বিক্রয় না করায় সুতার মূল্য বৃদ্ধি পায়।

চিনির বাজার

কলিকাতা, ২৮শে ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চিনির বাজারে কোনরূপ পরিবর্ত্তন দেখা যায় যায় নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের মন্দাভাব সমভাবে বলবৎ ছিল। যে সকল আড়তদার চিনি মজুত রাখিতে সমর্থ নহে তাহারা প্রতি মণে দুই আনা হইতে তিন আনা পর্য্যন্ত মূল্য হ্রাস করিয়াও চিনি বিক্রয় করিতে চেষ্টা করে। চিনির মূল্যের হার আরও হ্রাস পাইবে আশায় ব্যবসায়ীগণ চিনি ক্রয় করিতে প্রস্তুত নহে। বাঙ্গলা দেশের ফ্যাক্টরীসমূহে কোন উল্লেখযোগ্য কারবার সম্পন্ন হয় নাই। কলিকাতার বাজারে আনুমানিক ৬০ হাজার বস্তা চিনি মজুত আছে।

বিভিন্ন প্রকার প্রতি মণ চিনির নিম্নরূপ দর বলবৎ ছিল :—দর্শনা—৯৸৴০ ; গোপালপুর—৯৶০ ; সিতাবগঞ্জ—৯৷৶. পলাশী—৯৸৶০, জাফা—১৲ রিগা—৯৲, বেলডাঙ্গা—৯৷৶।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ২৮শে ফেব্রুয়ারী

রপ্তানীযোগ্য—গত ২৪শে ও ২৫শে ফেব্রুয়ারী রপ্তানীযোগ্য চায়ের ৩৩নং নীলাম সম্পন্ন হয়। উহাতে ১ হাজার ৬৩৭ বাক্স চা গড়ে প্রতি পাউণ্ড ৸৴৪ পাই মূল্যে বিক্রয় হয়।

ভারতে ব্যবহারোপযোগী—আলোচ্য নীলামে খুব সীমাবদ্ধ পরিমাণে সবুজ চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হয়। উহার মূল্যের হারও অনিশ্চিত ছিল। গুড়া চায়ের এই সরকারী শেষ নীলাম। অন্যান্য শ্রেণীর চায়ের তেমন চাহিদা ছিল না এবং উহাদের মূল্যের হার প্রতি পাউণ্ডে এক পাই হইতে তিন পাই পর্য্যন্ত কম গিয়াছে।

কোটা—রপ্তানীর কোটা প্রতি পাউণ্ডে ।৯ পাই গিয়াছে। ১৯৪১-৪২ সালের কোটা প্রতি পাউণ্ডে ।৶০ আনা দাবী করা হয়। অভ্যন্তরীণ কোটায় কোন ক্রেতা দেখা যায় না। বিক্রেতাগণ প্রতি পাউণ্ডে ⁄৩ পাই দাবী করেন।

বর্ত্তমান মাসের শেষ পর্য্যন্ত নীলাম বিক্রয় শেষ হইবে বলিয়া মনে হয়। আগামী ১৯৪১-৪২ সালের রপ্তানী কোটা শতকরা ৯২½ ভাগ হইতে হ্রাস করিয়া ৯০ ভাগ পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

চামড়ার বাজার

জাহাজ চলাচলের অসুবিধার জন্য আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চামড়ার বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন প্রকার চামড়ার নিম্নরূপ কারবার হইয়াছে।

ছাগলের চামড়া—পাটনা—৯ হাজার ৫ শত টুকরা ৪৫৲-৫০৲ হিঃ ঢাকা-দিনাজপুর ৩২ হাজার ৩ শত টুকরা—৬০৲-১০০৲ হিঃ ; আদ্র লবণাক্ত ৪৯ হাজার ২ শত টুকরা—৫৫৲-১০০৲ হিঃ।

গরুর চামড়া—আগ্রা-আর্সেনিক ৪ হাজার ৪ শত টুকরা ১২৸০-১৫৲ হিঃ ; রাঁচি-গয়া—দ্বারভাঙ্গা আর্সেনিক ২ হাজার ১৭০ টুকরা ৯৸০-১৪৲ হিঃ ; নেপাল দার্জ্জিলিং ৩ হাজার টুকরা ৫৸০ ; আদ্র-লবণাক্ত ২ হাজার ৭ শত টুকরা ৶৯ পাই হইতে ৶৬ পাই হিঃ ; কসাইখানার চামড়া আদ্র লবণাক্ত ১২ শত টুকরা ১১০৲-১৪০৲ (প্রতি কুড়ি) ; ঢাকা দিনাজপুর লবণাক্ত ৩ শত টুকরা ৬৸০ হিঃ ; এতদ্ব্যতীত ঢাকা-দিনাজপুর লবণাক্ত ১৬ শত আগ্রা-আর্সেনিক ৫ শত, দ্বারভাঙ্গা রাঁচি আর্সেনিক ২১ শত, দ্বারভাঙ্গা পূর্ণিয়া সাধারণ ৩২ হাজার, নেপাল দার্জ্জিলিং সাধারণ ২ হাজার ৭ শত, রাঁচি-গয়া সাধারণ ৫ হাজার ৫ শত, গোরক্ষপুর-বেনারস সাধারণ ৩ হাজার, আসাম দার্জ্জিলিং লবণাক্ত ১ শত এবং আদ্র-লবণাক্ত ২৩ হাজার ৫ শত টুকরা গরুর চামড়া মজুদ ছিল।

এতদ্ব্যতীত পাটনা ৩ লক্ষ ৭২ হাজার টুকরা ; ঢাকা—দিনাজপুর ১ লক্ষ ৮৪ হাজার টুকরা এবং আদ্র-লবণাক্ত ৪৩ হাজার ৫ শত টুকরা ছাগলের চামড়া মজুদ ছিল।

খৈলের বাজার

কলিকাতা, ২৮শে ফেব্রুয়ারী

রেড়ির খৈল—আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় রেড়ির খৈলের বাজার স্থির ছিল। মিলসমূহ প্রতি মণ রেড়ির খৈলের জন্য ২।০ হইতে ২।৶০ দর দিয়াছে। আড়তদারগণ উহার প্রতি দুই মণী বস্তা (বস্তার মূল্য ।০ আনা সহ) ৫৶০ হইতে ৫।৶০ দরে বিক্রয় করিয়াছে। স্থানীয় খরিদ্দারগণ অল্প পরিমাণ রেড়ির খৈল ক্রয় করিয়াছে।

সরিষার খৈল—সরিষার খৈলের বাজারও স্থির ছিল। মিলসমূহ প্রতি-মণ খৈলের জন্য ১৷৵৯ হইতে ১৷৵০ দর দিতেছে। অপর পক্ষে আড়তদার-গণ উহার প্রতি দুই মণী বস্তা (বস্তার মূল্য ।০ আনা সহ) ৩৷৵০ হইতে ৩৷৵০ দর দিতেছে। স্থানীয় খরিদ্দারগণ খুব সীমাবদ্ধ পরিমাণ খৈল ক্রয় করে। সরিষার খৈলের কোন রপ্তানী বাণিজ্য হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই।

ধান ও চাউলের বাজার

কলিকাতা, ২৮শে ফেব্রুয়ারী

রেঙ্গুনের বাজার:—আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুনের ধান ও চাউলের বাজার চড়া গিয়াছে। বিভিন্ন প্রকার প্রতি একশত ঝুড়ি (প্রতি ঝুড়ির ওজন ৭৫ পা:) ধান ও চাউলের নিম্নরূপ দর গিয়াছে।

খানানটো—চলতি বাজার দর ২৯৭॥০ ; মার্চ্চ—২৯৩॥০, এপ্রিল—২৯৭৲, মে—২৮০৲-২৮২৲।

আতপ—মোটা—২৯৭৲-৩০০৲, সরু—৩০৭৲-৩১০৲ ; টেবিয়ান—৩৪০৲ ৩৫০৲ সুগন্ধি—৩১৭৲-৩২২৲, কুলফি—৩৩৫৲-৩৪০৲ ; ভাঙ্গা—১৬৫৲-২০০৲।

সিদ্ধ—লম্বা—২৮৭৲-৩০০৲ ; ২নং মিলচর—২৭০৲-২৭৭৲, সঃ সিদ্ধ—১৯০৲-২১০৲।

ধান্য—নাসিন শ্রেণী—১১১৲-১১৬৲ ; মাঝারি—১১৮৲-১২০৲।

কলিকাতার বাজার—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান ও চাউলের বাজার চড়া গিয়াছে। বিভিন্ন প্রকার প্রতি টন ধান ও চাউলের নিম্নরূপ দর গিয়াছে। পাটনাই ধান ও চাউলের চাহিদা অধিক ছিল।

ধান্য—গোসাবা ২৩নং পাটনাই (নূতন) ৩॥/০-৩॥/৬ ; রূপসাল (নূতন) ৩॥/০-৩॥৵০, দাদশাল ৩৸৶০-৪৲, মাঝারি পাটনাই ৩।/০-৩।৵০ ; পুবা পাটনাই ৩/৬-৩৵৬ ; সাধারণ পাটনাই ৩৶০-৩।০ ; দেউলী পাটনাই ৩৵৬, ওড়াশাল—২৸/০-২৸/৬, সাদা মোটা—২৸৬-২৸/৬, হামাই—৩৵৬-৩।৬, হোগলা—২৸৵০-২৸৶০ ; কাটারীভোগ—৪/৬-৪৵৬ ; যশোয়া—৩।০-৩।৵০, দেউলী মোটা—২॥৬।

চাউল—পুরাতন গোসাবা—২৩নং পাটনাই ৫॥৵০, নূতন—৫॥৶০ রূপসাল (কলছাটি)—৬/০, কাটারীভোগ (ঢেঁকি)—৬৸৵০ ; কামিনী আতপ—৬।৵০।

লৌহের বাজার

কলিকাতা, ২৮শে ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় লৌহ ও ঢেউটীনের বাজারে প্রতি হন্দর বিভিন্ন প্রকার লৌহজাত জিনিস এবং ঢেউটীনের নিম্নরূপ দর দিয়াছে।

টাটা মার্কা জয়েন্ট লোহা	১৮॥০—২৫৲
ঐ বে মার্কা (হালকা ওজন)	১৮৲—২০॥০
বরগা (টী আয়রণ)	১৮॥০—১৯।০
এঙ্গেল আয়রণ (কোণা)	১৮৲—২০৲
পাটী লোহা	১৭॥০—২১৲
বোল্টু লোহা (গোল)	১৭॥০—১৮॥০
গরাদে লোহা (চৌকা)	১৭॥০—১৮৲
গোল রড্ লোহা [illegible]″ × [illegible]″ (কংক্রীটের জন্য)	২০৲—২৯৲
প্লেট লোহা	২৩৲—৩২৲
চাদর লোহা	২১॥০—২৫৲
তার কাঁটা (পেরেক) ১″—৬″	২৫।০—২৮৲
গ্যালভ্যানাইজকরা ঢেউটীন (টাটা)	
২২ গেজ	১৭।০—১৮৲
২৪ গেজ	১৮৲—১৮।০
২৬ গেজ	২১৲—২২৲
গ্যালভ্যানাইজকরা পাতটীন (টাটা)	
২৪ গেজ	১৯॥০—২০৲
২৬ গেজ	২২৲—২২॥০

(ভারত সরকারের বাজেট)

স্থির হইয়াছে। এই সব দফার মধ্যে প্রথম দফায় গবর্ণমেন্টের ১ কোটী ৯০ লক্ষ টাকা, দ্বিতীয় দফায় আড়াই কোটী টাকা, তৃতীয় দফায় দেড় কোটী টাকা, চতুর্থ দফায় ৩৬ লক্ষ টাকা এবং পঞ্চম দফায় ৩৫ লক্ষ টাকা—একুনে ৬ কোটী ৬১ লক্ষ টাকা আয় হইবে বলিয়া অর্থসচিব অনুমান করিয়াছেন। আগামী বৎসরের অনুমিত ঘাটতি ২০ কোটী ৪৬ লক্ষ টাকা হইতে উক্ত ৬ কোটী ৬১ লক্ষ টাকা বাদে যে ১৩ কোটী ৮৫ লক্ষ টাকা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা ঋণ করিয়া সংগ্রহ করা হইবে। তবে অর্থসচিব এরূপ জানাইয়াছেন যে সামরিক বিভাগের ব্যয় আরও বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা আছে। কাজেই আগামী বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বেই যদি এক বা একাধিক অতিরিক্ত বাজেট উপস্থিত করিয়া দেশের উপর আরও ট্যাক্স বসান হয় তাহা হইলে তাহাতে বিস্ময়ের কিছু থাকিবে না।

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর অতিরিক্ত লাভকর, চিনির উপর উৎপাদনশুল্ক বৃদ্ধি, পেট্রলের উপর শুল্কবৃদ্ধি, আয়কর ও সুপার ট্যাক্সের পরিমাণ বৃদ্ধি, ডাক মাশুল বৃদ্ধি, দেশলাই ও কৃত্রিম রেশমের উপর শুল্কবৃদ্ধি এবং রবারের টায়ার ও টিউবের উৎপাদনশুল্ক ধার্য্য করিয়া এই পর্য্যন্ত দেশবাসীর উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৮ রকমের ট্যাক্স ধার্য্য হইল এবং অদূর ভবিষ্যতে আরও নূতন নূতন ট্যাক্স ধার্য্য হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইল। এতদ্ব্যতীত দেশবাসীর উপর শতাধিক কোটী টাকার ঋণের বোঝা পতিত হইল। চলতি বৎসর ও আগামী বৎসরে সমষ্টিগতভাবে সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ স্বাভাবিক বৎসরের তুলনায় প্রায় ৮৩ কোটী টাকা বৃদ্ধি পাওয়াতেই দেশবাসীর ঘাড়ে ট্যাক্স ও ঋণের মারফতে এরূপ বিরাট বোঝা পড়িয়াছে। সামরিক প্রয়োজনে এত অধিক অর্থ ব্যয় করা বা না করার ক্ষমতা ভারতবাসীর হাতে নহে। কাজেই উহার সমর্থন বা প্রতিবাদের কোন হেতুই হয় না। ভারতবাসীর অর্থে এই যে রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে ভারতবাসী দর্শক ভিন্ন আর কিছু নহে।

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT
ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক
সাপ্তাহিক পত্রিকা
সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৩য় বর্ষ, ২য় খণ্ড | কলিকাতা, ১৭ই মার্চ্চ, সোমবার ১৯৪১ | ৪৫শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

আবার কুইনাইনের মূল্য বৃদ্ধি

পোষ্টাফিসের মারফতে যে কুইনাইন বিক্রয় হয় তাহার প্রতি প্যাকেটের মূল্য ছিল চার আনা। কয়েক মাস পূর্ব্বে বাঙ্গলা সরকার উহার মূল্য বৃদ্ধি করিয়া ছয় আনায় পরিণত করেন। সম্প্রতি এরূপ ঘোষণা করা হইয়াছে যে, আগামী ১লা এপ্রিল হইতে ২০ বড়ির প্রতি প্যাকেট কুইনাইনের মূল্য হইবে সাড়ে ছয় আনা। বাঙ্গলা সরকারের এই সিদ্ধান্তে আমরা বিস্মিত হইলাম। সকলেই জানেন যে, ইদানীং ৩৷৪ বৎসর ধরিয়া পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গের জেলাগুলির ন্যায় পূর্ব্ববঙ্গের জেলাসমূহেও ম্যালেরিয়ার অত্যধিক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এই রোগের প্রকোপে গত ৩৷৪ বৎসরের মধ্যে একমাত্র ময়মনসিংহ জেলাতেই ৬০৷৭০ হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। দেশের জনসাধারণ এত দরিদ্র যে, উহাদের পক্ষে চার আনা পয়সা দিয়া এক প্যাকেট কুইনাইন ক্রয় করাই কষ্টকর ছিল। কুইনাইনের মূল্য, ছয় আনায় বর্দ্ধিত হওয়ার ফলে বহু ব্যক্তির পক্ষে উহা ব্যবহার করা আরও অসম্ভব হইয়া উঠে এবং ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুসংখ্যা আরও বাড়িয়া যায়। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট উহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া এক্ষণে উহার মূল্য আরও চড়াইয়া দিয়াছেন। উহারা হয়ত একথা মনে করিতেছেন যে, ছয় আনা ও সাড়ে ছয় আনার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। কিন্তু দরিদ্রের পক্ষে প্রত্যেক প্যাকেট কুইনাইনের জন্য দুই পয়সা অধিক মূল্য দেওয়া যে কত কষ্টকর, তাহা তিন হাজারী বা পাঁচ হাজারী মন্ত্রিগণ কি প্রকারে অনুধাবন করিবেন? কিছুদিন পূর্ব্বে বাঙ্গলা সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগের ডিরেক্টর এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, পূর্ব্ববঙ্গের জেলাগুলিতে বর্ত্তমানে ম্যালেরিয়ার যে প্রকার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তাহাতে অবিলম্বে উহার প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে এই সব জেলাও পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গের বহু জেলার মত জনশূন্য শ্মশানে পরিণত হইবে। এই সাবধানবাণী শুনিয়াও বাঙ্গলা সরকারের চৈতন্য হইতেছে না। গত ১৯৩৯-৪০ সালে কুইনাইন বিক্রয় করিয়া বাঙ্গলা সরকারের ৯ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা লাভ হইয়াছিল। চলতি বৎসরে কুইনাইনের মূল্য বৃদ্ধি করিয়া উহারা লাভের পরিমাণ ১৩ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকায় বর্দ্ধিত করিয়াছেন। আগামী বৎসরের বাজেটে কুইনাইনের দফায় ১৩ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা লাভ হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। উহা সত্ত্বেও কুইনাইনের মূল্য দ্বিতীয়বারের জন্য বৃদ্ধি করা হইল। যে দেশে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি ২৷৪ প্যাকেট কুইনাইন ক্রয়ের অসামর্থ্যহেতু অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে এবং ততোধিক সংখ্যক লোক চিরজীবনের মত অকর্ম্মণ্য হইতেছে, সেই দেশে কুইনাইন বিক্রয় করিয়া লাভবান হওয়া এবং এই লাভের মাত্রা আরও বর্দ্ধিত করিবার জন্য উহার মূল্য বৃদ্ধি করা যে কত বড় অপরাধ, তাহা কি বাঙ্গলার মন্ত্রিমণ্ডল একটু ভাবিয়া দেখিবেন?

ই বি রেলের নূতন উদ্যম

ই, বি, রেল কর্ত্তৃপক্ষ সম্প্রতি তৃতীয় শ্রেণীর ভ্রমণকারীদের সুবিধার্থে এক প্রকার নূতন ধরণের টিকেট প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। এই টিকেট দ্বারা ই বি, ই আই এবং বি বি এণ্ড সি আই রেলের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করা চলিবে। শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারের ব্যাপারে দেশ-

ভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা নূতন করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই। পৃথিবীর স্বাধীন দেশসমূহের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ছাত্রগণকে কেবল স্বদেশের বিভিন্ন স্থান নহে—বিদেশেরও দর্শনীয় স্থানগুলি দেখাইয়া আনা একটী অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করিয়া থাকেন। এদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থ সঙ্গতি এত কম যে, উহাদের পক্ষে এই ধরণের কাজে হস্তক্ষেপ করা সম্ভবপর নহে। দেশের অধিকাংশ ব্যক্তি এত দরিদ্র যে, তাহাদের পক্ষে স্বয়ং দেশ ভ্রমণের ব্যয় বহন করাও কঠিন। যাহা হউক ই বি রেল কর্ত্তৃপক্ষ বর্ত্তমানে যে নূতন ধরণের টীকেটের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন তাহার ফলে অনেকের পক্ষে ভারতবর্ষের অন্ততঃ তিনটী রেলপথের নিকটস্থ দর্শনীয় স্থানগুলি বেড়াইয়া আসা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইবে। ই বি রেলের এই উদ্যম সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। ভারতবর্ষের রেল পথসমূহের অধিকাংশই এখন সরকারী সম্পত্তি হিসাবে রেলওয়ে বোর্ড কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। রেলওয়ে বোর্ড ইচ্ছা করিলে দেশের সমস্ত রেলপথে এবং দেশীয় রাজ্যের পরিচালিত রেল-পথসমূহে ভ্রমণের সুবিধার জন্য অনুরূপ ধরণের টীকেট প্রবর্ত্তন করিতে পারেন। তাহা হইলে এক টীকেটে এবং অপেক্ষাকৃত অনেক কম ব্যয়ে সকলের পক্ষে সমগ্র ভারতবর্ষের দর্শনীয় স্থানগুলি বেড়াইয়া আসা সম্ভবপর হইবে। উহাতে দেশে শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তার হইবে এবং রেল কোম্পানী-গুলির আয়ও বাড়িবে। মোটের উপর ই বি রেল কর্ত্তৃপক্ষের এই উদ্যম সমষ্টিগতভাবে দেশের সমস্ত রেলপথ কর্ত্তৃক অনুসৃত হওয়া খুবই প্রয়োজনীয় বলিয়া আমরা মনে করি।

ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে যে মাথাগুণতি হইয়া গেল, তাহার ফলাফল রিপোর্ট আকারে প্রকাশিত হইতে এখনও অনেক দেরী আছে। কিন্তু ইতিমধ্যে দিল্লী হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, বর্ত্তমান মাথাগুণতি অনুসারে ভারতের জনসংখ্যা ৪০ কোটীর কম হইবে না। গত ১৯৩১ সালে ভারতে যে মাথাগুণতি হয়, তাহাতে এদেশের অধিবাসীর সংখ্যা ৩৫ কোটীর কিছু বেশী বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। দিল্লীর সংবাদ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে দশ বৎসরের মধ্যে দেশের জন-সংখ্যা ৫ কোটী বর্দ্ধিত হইয়াছে। এক এক জন লোকের খাইখোরাকী বাবদ ব্যয় যদি মাসে ৫ টাকা এবং বৎসরে ৬০ টাকা করিয়াও ধরা হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষের নূতন ৫ কোটী অধিবাসীর খাইখোরাকীর জন্য এদেশের বার্ষিক ব্যয়ের পরিমাণ ৩০০ কোটী টাকা বাড়িয়া গেল বলা চলে। কিন্তু গত দশ বৎসরে ভারতবর্ষের জাতীয় আয় ৩০০ কোটী টাকা কিছুতেই বর্দ্ধিত হয় নাই। কাজেই এই নূতন ৫ কোটী অধিবাসীর ভরণ-পোষণ ব্যয়ের বহুলাংশ বাকী ৩৫ কোটী লোকের ভরণ-পোষণের ব্যয় হইতে সংস্থান করিতে হইবে এবং এজন্য ভারতবাসীর জীবনযাত্রার আদর্শ আরও খর্ব্ব হইবে। যে দেশের অধিকাংশ অধিবাসী ইতর প্রাণীর ন্যায় আহার করিয়া এবং উহাদের মতই বাসগৃহে অবস্থান করিয়া কোনরূপে বাঁচিয়া আছে,—তাহাদের আহার্য্য, পরিচ্ছদ ও বাসস্থানের পরিমাণ যদি আরও কমিয়া যায়, তাহা হইলে উহা অত্যন্ত মারাত্মক কথা। জাপানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেক বেশী; কিন্তু জাপ গবর্ণমেণ্ট এই হার আরও বাড়াইবার জন্য পাঁচ ও ততোধিক সংখ্যক সন্তানের জনককে সরকারী তহবিল হইতে অর্থ সাহায্য করিতেছেন এবং অবিবাহিতদের উপর ট্যাক্স বসাইয়া তাহাদিগকে বিবাহ করিতে বাধ্য করিতেছেন। উহার কারণ এই যে, জাপানের জাতীয় আয় দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং জাপ গবর্ণমেণ্ট দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে দেশের সম্পদবৃদ্ধি বলিয়া মনে করিতেছেন। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষে জনসংখ্যা বৃদ্ধি একটা অনর্থ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। স্বাধীন ও পরাধীন দেশের উহাও একটী মর্ম্মান্তিক পার্থক্য।

লবণ শিল্প ও বাঙ্গলা সরকার

বাঙ্গলায় লবণ শিল্পের প্রসারের সম্ভাবনা সম্বন্ধে ভারত সরকার ও বাঙ্গলা সরকারের এত অধিক সংখ্যক 'বিশেষজ্ঞ' ব্যক্তি তদন্ত করিয়াছেন যে, ইহার পরেও নূতন একজন 'বিশেষজ্ঞের' প্রয়োজন রহিয়াছে তাহা আমরা ভাবিতে পারি নাই। এক সময়ে বাঙ্গলা দেশ লবণ শিল্পে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল এবং বাঙ্গলায় প্রস্তুত লবণ কেবল বাঙ্গলার নহে—ভারতের অন্যান্য অনেক প্রদেশের চাহিদা মিটাইত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্বার্থপরতামূলক নীতি এবং বাঙ্গলার বাজারে লিভারপুলের লবণ যাহাতে কাটতি হয় তজ্জন্য আগ্রহের ফলে বাঙ্গলার লবণ শিল্প বিনষ্ট হয়। বর্ত্তমানে বাঙ্গলার উপকূলবর্ত্তী সমুদ্রের জলে যদি লবণের ভাগ কমিয়া গিয়া না থাকে, তাহা হইলে বাঙ্গলায় পুনরায় এই শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইতে বাধা নাই। আর বাঙ্গলা সরকারের কোন কোন বিশেষজ্ঞ উহা স্বীকারও করিয়াছেন যে, বাঙ্গলায় লাভজনক পন্থায় লবণ শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইতে পারে। কিন্তু এই প্রদেশে লবণ শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য গত ৪ বৎসরকালের মধ্যে বাঙ্গলা সরকার কার্য্যকরীভাবে কিছুই করেন নাই। এতদিন পরে কৃষি ও শিল্পমন্ত্রী মিঃ তমিজুদ্দিন খান ব্যবস্থা পরিষদে ঘোষণা করিয়াছেন যে, বাঙ্গলার লবণের কারখানাগুলিতে যাহাতে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে লবণ প্রস্তুত হইতে পারে তজ্জন্য উপদেশ দিবার জন্য একজন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করিবার বিষয়ে বাঙ্গলা সরকার চিন্তা করিতেছেন। আমরা যতদূর জানি তাহাতে বাঙ্গলার লবণের কারখানাগুলিতে বিশেষজ্ঞের কোন অভাব নাই। লবণ কোম্পানীসমূহের পরিচালকগণ প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন না এবং জ্বালানী কাষ্ঠ সংগ্রহ, লবণ চালান দেওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যথোপযুক্ত সাহায্য পাইতেছেন না বলিয়াই উহারা লবণ প্রস্তুতে তেমন কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এই সব ব্যাপারে বহু তদ্বির তদারক করিয়াও বাঙ্গলা সরকারের নিকট হইতে কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। গত বৎসর বাঙ্গলা সরকার এরূপ ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা সুন্দরবন অঞ্চলে পরীক্ষামূলকভাবে একটী লবণের কারখানা স্থাপন করিবেন। কিন্তু এই বিষয়েও কোন উচ্চবাচ্য শুনা যায় নাই। অত্রাবস্থায় বাঙ্গলার লবণ কোম্পানীগুলিকে উপদেশ দিবার জন্য বাঙ্গলা সরকার একজন 'বিশেষজ্ঞ' নিয়োগ করা বিষয়ে 'চিন্তা করিতেছেন' শুনিয়া কেহই সান্ত্বনা লাভ করিবে না। বরং উহাকে সকলে লবণ শিল্পের ব্যাপারে বাঙ্গলা সরকারের দায়িত্ব এড়াইবার একটা ফন্দী বলিয়াই মনে করিবে। বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডল লবণ শিল্পের উন্নতির জন্য ভারত সরকারের নিকট হইতে ১৯৩৭-৩৮ ও ১৯৩৮-৩৯ সালে ৭০হাজার টাকা পাইয়া তাহা অভীপ্সিত উদ্দেশ্যে ব্যয় না করিয়া বেমালুম হজম করিয়াছেন। কৃষি ও শিল্প মন্ত্রীর উপরোক্ত ফাঁকা আশ্বাসবাণীতে এই অপবাদ খণ্ডন হইবে কি?

বাঙ্গলায় গোল আলুর চাষ

অন্যত্র ভারতবর্ষে গোলআলুর চাষ এবং আমদানী রপ্তানী সম্পর্কে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, অর্থকরী ফসল হিসাবে বাঙ্গলা দেশে গোল আলুর চাষের প্রসার করা হইলে কৃষকের আর্থিক সমস্যার কতকটা সমাধান হইতে পারে। সমগ্র ভারতে সারা বৎসরে প্রায় ৫ কোটী মণ গোল আলু ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং ইহার মূল্যও প্রায় ১০ কোটী টাকার মত। বাঙ্গলার অধিবাসীদের জীবন-যাপন প্রণালী উঁচু বলিয়া অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গলায়

অধিকাংশ পণ্যদ্রব্যেরই কাট্‌তি বেশী হইয়া থাকে। সমগ্র ভারতে কোন পণ্যের যে পরিমাণ চাহিদা আছে, তাহার প্রায় এক পঞ্চমাংশ বাঙ্গলার চাহিদা—মোটামুটি এরূপ হিসাব ধরা হয়। এই হিসাবে বাঙ্গলা দেশে সারা বৎসরে প্রায় ২ কোটী টাকা মূল্যের ১ কোটী মণ গোল আলু ব্যবহৃত হয় এরূপ ধরিয়া নেওয়া যায়। কিন্তু বাঙ্গলায় প্রতি বৎসর ৬৮ লক্ষ ৬৫ হাজার মণের বেশী গোল আলু উৎপন্ন হয় না। বাকী ৩০।৩৫ লক্ষ মণ বিদেশ এবং সংযুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও আসামের পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে আমদানী হইয়া থাকে। বহির্ভারত হইতেই বাঙ্গলায় প্রায় ১৮ লক্ষ টাকার গোল আলু আমদানী হয়। আমদানীকৃত গোল আলুর জন্য প্রতি বৎসর যে ৬০।৭০লক্ষ টাকা বাহিরে চলিয়া যায় গবর্ণমেণ্ট এবং উৎসাহী জনসাধারণের চেষ্টাতে তাহা এই প্রদেশের ভিতরই থাকিয়া যাইতে পারে। গোল আলু চাষের জন্য বাঙ্গলায় যে পরিমাণ জমি নিযুক্ত আছে, তাহা সংযুক্তপ্রদেশের তো কথাই নাই, এমন কি, বিহারের তুলনায়ও কম। বর্ত্তমানে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের ফলে এই প্রদেশে প্রায় ২০ লক্ষ একর জমিতে অন্য ফসল উৎপাদনের প্রশ্ন দেখা দিয়াছে। ইহার সামান্য অংশেও গোল আলুর চাষ করা সমষ্টিগতভাবে কৃষকদের পক্ষে লাভজনক হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। অবশ্য বাঙ্গলার সকল জেলাতেই এবং সকল প্রকার জমিতে যে গোল আলুর চাষ সম্ভব তাহা আমাদের বক্তব্য নয়। বাঙ্গলা সরকারের কৃষিবিভাগ এই সম্পর্কে তথ্যাদি অনুসন্ধান করিয়া কোন্ কোন্ জেলায় গোল আলুর চাষ লাভজনক হইতে পারে, তদ্বিষয়ে জনসাধারণকে অবহিত করিতে পারেন। আমাদের যতদূর জানা আছে বর্ত্তমানে হাওড়া, হুগলী, প্রভৃতি কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহেই উল্লেখযোগ্য পরিমাণে গোল আলু জন্মিয়া থাকে। পূর্ব্ব এবং উত্তর বঙ্গেও গোল আলুর চাষ হয় এবং এই সমস্ত স্থানের গোল আলু বিশেষ সুস্বাদু, কিন্তু তাহা বেশী দিন ঘরে রাখিলে নষ্ট হইয়া যায়। গোল আলু সম্পর্কে আর একটী সমস্যা এই যে, বাঙ্গলায় একর প্রতি ফলন খুবই কম। সংযুক্তপ্রদেশে প্রতি একর জমিতে ১৪৫ মণ এবং বিহারে ১০৫ মণ আলু উৎপন্ন হয়। কিন্তু বাঙ্গলা দেশে প্রতি একরে ৮৯ মণের বেশী আলু পাওয়া যায় না। চাষের পদ্ধতি এবং ভূমির গুণাগুণই সম্ভবতঃ ইহার জন্য দায়ী। সরকারী কৃষিবিভাগ এই ব্যাপারে মনোযোগ দিলে সুফল হইবে আশা করা যায়।

পোর্টট্রাষ্টে ইউরোপীয় প্রাধান্য

কলিকাতা পোর্টট্রাষ্টে ইউরোপীয়দের প্রাধান্য থাকায় ব্যবসা বাণিজ্যক্ষেত্রে ভারতীয়দের স্বার্থ অনেক দিক দিয়াই ক্ষুণ্ণ হইতেছে। এই কারণে কলিকাতা পোর্টট্রাষ্ট কমিটিতে যাহাতে অধিক সংখ্যায় ভারতীয় প্রতিনিধি লওয়া হয় এবং এই কমিটির কার্য্যধারা যাহাতে এদেশীয়দের ব্যবসা বাণিজ্যের পরিপোষক হয় তজ্জন্য কিছুকাল যাবৎ দাবী দাওয়া হইতেছে। আমরাও সে বিষয়ে কয়েকবার কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় কর্ত্তৃপক্ষ সেরূপ পরিবর্ত্তন সাধনের কোন ব্যবস্থাই করিতেছেন না। বর্ত্তমান নিয়ম অনুসারে ১৯ জন সদস্য লইয়া কলিকাতা পোর্টট্রাষ্ট কমিটি গঠিত হয়। তাঁহাদের মধ্যে মাত্র ৪ জন ভারতীয়। আর বাকী ১৫ জনই ইউরোপীয়। অথচ কলিকাতার বন্দর দিয়া যে বাণিজ্য হইয়া থাকে, তাহাতে ইউরোপীয়দের অংশ এমন কিছু নহে যাহাতে তাঁহারা ঐরূপভাবে এত বেশী সদস্যপদ দাবী করিতে পারেন। সম্প্রতি স্যার আবদুল হালিম গজনবী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক বক্তৃতায় দেখাইয়াছেন যে, কলিকাতা বন্দর দিয়া প্রতি বৎসর গড়ে ১২০ কোটী টাকার বাণিজ্য হইয়া থাকে। উহার মধ্যে দেশীয় বণিকদের অংশ হইতেছে ৬৪ কোটী টাকা। বাকী অংশ ইউরোপীয় ব্যবসায়ী ফার্ম্মসমূহের নামেই ধরা হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা কাহারও অবিদিত নহে যে, ইংলণ্ডের অনেক ব্যবসায়ী সরাসরী ভারতীয়দের সহিত কাজ কারবার করিতে চাহেন না বলিয়াই প্রতি বৎসর ইউরোপীয় ফার্ম্মগুলির নামে অনেক কারবার হইয়া থাকে। আসলে ভারতীয় ব্যবসায়ীরাই এইভাবে আমদানীকৃত ও রপ্তানীকৃত মালের প্রধান ক্রেতা ও বিক্রেতা। কাজেই কলিকাতা বন্দরের মোট বাণিজ্যে দেশীয় ব্যবসায়ীদের অংশ বিবেচনা করিলে পোর্টট্রাষ্টে তাঁহাদের সদস্য সংখ্যা যে বর্ত্তমানের তুলনায় অনেক বেশী হওয়া উচিৎ তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্ট পোর্টট্রাষ্ট কমিটির গঠনরীতি সেভাবে পরিবর্ত্তন করিতেছেন না, ইহা পরিতাপের বিষয়।

কলিকাতা পোর্টট্রাষ্টে ইউরোপীয়দের বর্ত্তমান প্রাধান্যের ফলে বাণিজ্যের দিক দিয়া নহে—অন্য দিক দিয়াও এ প্রদেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী কলিকাতায় একটি জাহাজ নির্ম্মাণ কারখানা স্থাপনে অভিলাষী হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এই প্রস্তাব পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহারা ভিজগাপট্টমেই জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। কলিকাতায় কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হওয়ায় আমরা তখন সন্দেহ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছিলাম যে, কলিকাতা পোর্টট্রাষ্ট সুবিধাজনক সর্ত্তে স্থান দিতে রাজী না হওয়াতেই সিন্ধিয়া কোম্পানীকে এখানে কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব বাতিল করিতে হইয়াছে। আমাদের সেই উক্তি যে সত্য তাহা সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদের আলোচনায় প্রমাণিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় পরিষদে স্যার এনড্রু ক্লো বলিয়াছেন যে, কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্টের কর্ত্তৃপক্ষ জমি ইজারা লওয়ার জন্য প্রথম ৫ বৎসর প্রতি মাসে প্রতি কাঠায় ৯ টাকা এবং তৎপরবর্ত্তী ১০ বৎসরে প্রতি মাসে ১১।০ আনা ভাড়া দাবী করিয়াছিলেন। ইহার পরেও প্রতি দশ বৎসরে শতকরা ২৫ টাকার উপরে ভাড়া বৃদ্ধির দাবী করা হইয়াছিল। এইরূপ চড়া ভাড়ার জন্যই সিন্ধিয়া কোম্পানী শেষ পর্য্যন্ত কলিকাতায় কারখানা স্থাপনের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কলিকাতায় কারখানা স্থাপিত হইলে এ প্রদেশে একটি বৃহৎ ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইত এবং উহাতে বহু লোকের কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ হইত। কিন্তু সেই সব সুবিধার দিকে না চাহিয়া কলিকাতা পোর্টট্রাষ্ট কমিটি একদর্শীভাবে একটি দেশীয় কোম্পানীর প্রচেষ্টায় বাধা সৃষ্টি করিয়াছেন। পোর্টট্রাষ্টে ইউরোপীয়দের প্রাধান্য বিলোপ না করিতে পারিলে ঐ শ্রেণীর অনাচার দূর করা সম্ভবপর নহে। কাজেই অচিরে সে বিষয়ে দেশবাসীর পক্ষে বিশেষভাবে অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য।

যুদ্ধকালে কৃষিপণ্যের মূল্য

বর্ত্তমান যুদ্ধে বিভিন্ন দেশে কৃষিপণ্যের মূল্যে কিরূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে, তৎসম্পর্কে লীগ্ অব্ নেশনের অর্থনৈতিক তথ্য সরবরাহ বিভাগ কর্ত্তৃক প্রকাশিত মাসিক বুলেটীনে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। উক্ত বুলেটীনের সাহায্যে 'ক্যাপিটাল' সম্প্রতি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, যুদ্ধের প্রথম তের মাস সময় মধ্যে সমগ্র পৃথিবীতে ভারতীয় কৃষিপণ্যের মূল্যই সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। উক্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আমাদের কোন বক্তব্য নাই; কারণ গণিতের মারপ্যাচে ছোটকে বড় এবং বড়কেও ছোট করিয়া দেখান যায়। কিন্তু আমাদের আশঙ্কা এই যে, উক্ত অভিমত দ্বারা ভারতীয় কৃষক সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে। যুদ্ধের ফলে ভারতীয় কৃষক লাভ করিয়া বড়লোক হইয়া গিয়াছে—বৃটীশ শাসনের স্তাবক এবং প্রচারকগণ কর্ত্তৃক এরূপ বক্তৃতা দিয়া বেড়ানও অসম্ভব নয়। যুদ্ধের ফলে কৃষিপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে বটে; কিন্তু ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই তিন মাস সময় মধ্যেই মূল্যবৃদ্ধির গতি অব্যাহত থাকিতে দেখা যায়। ১৯৪০ সালের প্রারম্ভ হইতেই কৃষিপণ্যের মূল্যে অবনতি আরম্ভ হইয়াছে এবং বিগত কয়েকমাস যাবত তূলা, পাট, ইক্ষু, চীনাবাদাম প্রভৃতিতে মন্দা উপস্থিত হইয়াছে বলিলেই সঙ্গত হইবে। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময় যে মূল্য বৃদ্ধি হয়, ভারতীয় কৃষক তাহাতে মোটেই উপকৃত হয় নাই। স্পেকুলেটার শ্রেণীর ব্যবসায়ীগণই এই সুযোগ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিয়াছে বলা যায়। দ্বিতীয়তঃ, যে সমস্ত কৃষিপণ্য সাধারণতঃ যুদ্ধের প্রয়োজনে এবং অত্যাবশ্যক বিবেচনায় ইংলণ্ড ও সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশে রপ্তানী হইয়াছে, সেই সমস্ত পণ্যের মূল্যই উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি পাইতে দেখা গিয়াছিল। কৃষিপণ্যের মূল্যের সমষ্টিগত হিসাবে এই শ্রেণীর পণ্যের উচ্চমূল্য উল্লিখিত হওয়ায় পণ্যমূল্যের সাধারণ মানও বেশী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের পর এক বৎসর কাল মধ্যে প্রত্যেক কৃষিপণ্যের মূল্য স্বতন্ত্রভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, খুব কম সংখ্যক পণ্যের উৎপাদকই যুদ্ধের সুযোগে উপকৃত হইয়াছে।

সাম্প্রদায়িক সমস্যায় গবর্ণর

বাঙ্গলা দেশে ক্রমবর্দ্ধমান সাম্প্রদায়িক বিরোধের প্রতিকারকল্পে বাঙ্গলার গবর্ণর সার জন হারবার্ট বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিগণকে লইয়া যে বৈঠক আহ্বান করিয়াছেন, নূতন শাসনতন্ত্রের আমলে তাহা একটী অভিনব ব্যাপার। কেননা এই শাসনতন্ত্রের আমলে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে সংখ্যালঘু দলের স্বার্থরক্ষার জন্য লাটসাহেবকে তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য পুনঃ পুনঃ দাবী উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্য্যন্ত কোন প্রদেশের গবর্ণর এই ধরণের কোন বৈঠক আহ্বান করা প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

বাঙ্গলার গবর্ণর যে এতদিন পরে তাঁহার কর্ত্তব্যে অবহিত হইয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। কিন্তু আমাদিগকে একথা দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, গত ৪ বৎসর কালের মধ্যে বাঙ্গলার সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বার্থের ব্যাপারে লাট সাহেবের হস্তক্ষেপ-যোগ্য বহু ঘটনার উদ্ভব হওয়া সত্ত্বেও তিনি উহাতে নিশ্চেষ্ট রহিয়াছেন এবং এই জন্যই বর্ত্তমানে সাম্প্রদায়িক সমস্যা এত জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রে প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদসমূহে সদস্য নির্ব্বাচনের দায়িত্ব সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচকমণ্ডলীর উপর অর্পণ করা হইয়াছে। উহার ফলে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের প্রায় অর্দ্ধেক সদস্য একমাত্র মুসলমান ভোটারদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ভারতবর্ষ তথা বাঙ্গলা দেশে হিন্দুগণই এতদিন দেশশাসন ব্যাপারে ইংরাজদের হাত হইতে ক্ষমতা কাড়িয়া লইবার জন্য অধিকতর আন্দোলন করিয়াছে এবং দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পে হিন্দুগণই ইংরাজদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। এই কারণে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের মুসলমান সদস্যদের সহিত ইংরাজ সদস্যগণ জোট পাকাইয়াছেন এবং উহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে দেশশাসন ব্যাপারে একচেটিয়া অধিকার দখল করিয়াছেন। হিন্দুদের স্বার্থরক্ষা, হিন্দুদের জীবন ও সম্পত্তি নিরাপদ রাখা অথবা হিন্দু মনোভাবের প্রতি কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন করার উহাদের কোন দায়িত্বই নাই। ফলে গত ৪ বৎসরের মধ্যে হিন্দুর পক্ষে অনিষ্টকর বহু আইন পাশ হইয়াছে ও হইবার তোড়জোড় হইতেছে, চাকুরীর ব্যাপারে হিন্দুদের উপর চূড়ান্তরূপ অবিচার হইতেছে এবং যে সমস্ত মুসলমান হিন্দুদের উপর অত্যাচার করিতেছে তাহাদের যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা হইতেছে না। ব্যবস্থা পরিষদের এংলো-মুসলীম দলের প্রতিনিধি হিসাবে যিনি এদেশে প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়াছেন তিনি বহু ব্যাপারে হিন্দু-বিদ্বেষের পরিচয় দিয়া এই সমস্যাকে আরও জটীল করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি একথা পর্য্যন্ত বলিতে দ্বিধা করেন নাই যে, অন্য প্রদেশে মুসলমানদের উপর কোন অবিচার হইলে বাঙ্গলার হিন্দুদের উপর অবিচার করিয়া তিনি তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন। বাঙ্গলার পূর্ব্বতন ও বর্ত্তমান লাট এই সব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা কোন প্রয়োজন বোধ করেন নাই। অথচ নূতন শাসনাতন্ত্রে সংখ্যালঘু দলগুলির স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব লাটসাহেবের উপরই অর্পিত রহিয়াছে এবং তিনি এই দায়িত্ব পালন না করিলে সংখ্যালঘু দলগুলির পক্ষে শাসনতন্ত্রগত উপায়ে নিজেদের অভাব অভিযোগের প্রতিকার করার অন্য কোন উপায় নাই। যাহা হউক বিলম্বে হইলেও লাট সাহেব এতদিন পরে যে তাঁহার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছেন, তাহাকে মন্দের ভাল বলিতে হইবে। তিনি যে বৈঠক আহ্বান করিয়াছেন তাহার ফলাফল সমগ্র দেশবাসী বিশেষ আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিতেছে। লাটসাহেব যদি বর্ত্তমানে সাম্প্রদায়িকভাবাপন্ন মন্ত্রিবর্গকে বুঝাইয়াই হউক, অথবা নিজের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের সম্ভাবনা দেখাইয়াই হউক বাঙ্গলা দেশে সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে দেশবাসী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইবে।

আমরা একথা স্বীকার করি যে, বাঙ্গলায় বর্ত্তমানে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার জন্য ম্যাকডোনাল্ডী বাটোয়ারাই দায়ী এবং এই বাটোয়ারার রীতি ও পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করা লাটসাহেবের ক্ষমতার বহির্ভূত। কিন্তু ম্যাকডোনাল্ডী বাটোয়ারা পরিবর্ত্তন না করিয়াও লাটসাহেব দেশে সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব স্থাপন না হউক—অন্ততঃ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের উপশম করিতে পারেন। গত ৪ বৎসরের বহু ঘটনা পরম্পরার ফলে বাঙ্গলার হিন্দু সম্প্রদায়ের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, বর্ত্তমানের ন্যায় মনোভাবাপন্ন গবর্ণমেণ্টের অধীনে তাহাদের স্বার্থ একেবারেই নিরাপদ নহে। বাঙ্গলায় মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং গণতান্ত্রিক আদর্শের একনিষ্ঠ সমর্থক হিসাবে বাঙ্গলার হিন্দু চিন্তানায়কগণ কখনও এদেশে মুসলমান প্রভাবিত শাসন-ব্যবস্থার বিরোধী নহেন। কিন্তু উহার অর্থ এই নহে যে, বাঙ্গলার মুসলমানদের সুবিধার জন্য প্রতি পদে হিন্দুদের স্বার্থ পদদলিত করা হইবে। বাঙ্গলার হিন্দু চাহে যে, এদেশে এমন একটী গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত হউক, যাহা নিরপেক্ষভাবে সকল সম্প্রদায়ের উপর ন্যায়বিচার করিবে এবং এক সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি অন্য সম্প্রদায়ের কাহারও উপর উৎপীড়ন করিলে তাহা কঠোর হস্তে দমন করিবে। এই গবর্ণমেণ্ট মুসলমান, খৃষ্টান, পার্শী, শিখ যাহার দ্বারাই গঠিত হউক না কেন, তাহাতে হিন্দুদের কোন আপত্তি নাই। বাঙ্গলার বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট প্রধানতঃ মুসলমান-দের দ্বারা পরিচালিত বলিয়া বাঙ্গালী হিন্দুর কোন আপত্তি নাই। উহা নিরপেক্ষ নহে এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষায় অবহিত নহে বলিয়াই হিন্দুগণ উহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছে। বাঙ্গলার ক্রমবর্দ্ধমান সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের উহাই মূল কারণ।

বাঙ্গলার লাটসাহেব তাঁহার উপর ন্যস্ত ক্ষমতার কোনরূপ অপব্যবহার না করিয়া এবং ব্যবস্থা পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের শাসন ক্ষমতায় কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করিয়াও বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের নিকট 'নিরপেক্ষ শাসননীতির দাবী করিতে পারেন। উঁহারা যদি এই দাবী মানিয়া না লন, তাহা হইলে তাঁহারা নিজেরাই নিজেদের অপরাধ স্বীকার করিয়া লইবেন এবং উঁহারা শাসনকার্য্যের অযোগ্য বলিয়া প্রমাণিত হইবেন। এরূপক্ষেত্রে লাটসাহেব যদি ভারতের কংগ্রেসী প্রদেশগুলির ন্যায় বাঙ্গলার শাসনভারও মন্ত্রীদের হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া তাহা স্বহস্তে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাহা বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের বিরোধী কোন কাজ হইবে না। লাটসাহেব যদি সত্য সত্যই বাঙ্গলাদেশের সাম্প্রদায়িক বিরোধের অবসান কামনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে উপরোক্ত মনোভাব অবলম্বন করা ছাড়া অন্য কোন পথ নাই।

(১১১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কৃত্রিম রেশম শিল্প

ভারতবর্ষে কৃত্রিম রেশম হইতে প্রস্তুত বস্ত্রাদি ক্রমেই অধিকতর জনপ্রিয় হইতেছে। এদেশের অধিবাসী এত দরিদ্র যে শতকরা ৯৫ জনের পক্ষেই খাটী রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করা সম্ভবপর হয় না। কৃত্রিম রেশমের বস্ত্রাদি রেশমী বস্ত্র অপেক্ষাও অধিকতর চাকচিক্যসম্পন্ন এবং রেশমের তুলনায় উহার মূল্য অনেক কম। এই জন্য উহা কেবল দরিদ্র ব্যক্তিদের নিকট নহে—অনেকক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল ব্যক্তিদের নিকটও আদৃত হইতেছে। উহার ফলে দেশের রেশম শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে এবং প্রত্যেক বৎসর দেশ হইতে বিপুল পরিমাণ অর্থ বাহির হইয়া যাইতেছে। গত ১৯৩৫-৩৬ সালে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে ৩ কোটী ১৫ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা মূল্যের কৃত্রিম রেশমের বস্ত্র ও সূতা আমদানী হইয়াছিল। ১৯৩৬-৩৭ সালে ৩ কোটী ৮৫ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ও ১৯৩৭-৩৮ সালে ৪ কোটী ৮৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মূল্যের কৃত্রিম রেশমের বস্ত্র ও সূতা আমদানী হয়। ১৯৩৮-৩৯ সালে উহার পরিমাণ কমিয়া ২ কোটী ২৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকায় পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৩৯-৪০ সালে উহা আবার বাড়িয়া ৪ কোটী ৫৮ লক্ষ ৭০ হাজার টাকায় দাঁড়ায়। চলতি সরকারী বৎসরের জানুয়ারী পর্য্যন্ত প্রথম দশ মাসেই ৪ কোটী ৭ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা মূল্যের কৃত্রিম রেশমের বস্ত্র ও সূতা আমদানী হইয়াছে।

ভারতবর্ষে কৃত্রিম রেশমের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্য্যন্ত এদেশে কৃত্রিম রেশম প্রস্তুতের জন্য কোন চেষ্টা হয় নাই। অবশ্য বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে কৃত্রিম রেশম হইতে বস্ত্রাদি প্রস্তুতের জন্য ১০৫টী কল রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত বহু তাঁতী বর্ত্তমানে কৃত্রিম রেশমের সূতা হইতে বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতেছে। উহা ছাড়া অনেক কাপড়ের কলেও কার্পাস বস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে কৃত্রিম রেশমের বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইতেছে। মোটের উপর বর্ত্তমানে এদেশে ৬ হইতে ৭ হাজার তাঁতে কৃত্রিম রেশমের সূতা হইতে কাপড় বুনা হইতেছে এবং উক্ত শিল্পে এক হইতে দেড় কোটী টাকা মূলধন খাটিতেছে। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে আজ পর্য্যন্ত এদেশে বিদেশ হইতে আমদানী কৃত্রিম রেশমের সূতা হইতে বস্ত্র প্রস্তুত ছাড়া দেশের ভিতরে কৃত্রিম রেশম ও উহা হইতে সূতা প্রস্তুতের কোন চেষ্টাই হয় নাই।

কৃত্রিম রেশম নরম ধরণের কাঠ, তুলা, ঘাস ইত্যাদি হইতে বিবিধ রাসায়নিক দ্রব্যের সহযোগে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে কৃত্রিম রেশম প্রস্তুতের উপাদানের কোন অভাব নাই। ভারত সরকারের দেরাদুনস্থ ফরেষ্ট রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের ইউটিলাইজেসন অফিসার মিঃ এইচ ট্রটারের মতে এদেশে কাগজ ও কৃত্রিম রেশম উৎপাদনের উপযোগী সেলুলজ জাতীয় এত অধিক উপাদান রহিয়াছে যাহা ব্যবহার করিতে পারিলে এই দুইটী জিনিষের ব্যাপারে ভারতবর্ষ কেবল স্বাবলম্বী হইবে না—ভারতবর্ষ নিজের প্রয়োজন মিটাইয়াও উহা প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী করিতে সমর্থ হইবে। ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা বোর্ডও সম্প্রতি এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে এদেশে কৃত্রিম রেশম উৎপাদন করিবার বিশেষ সুবিধা সুযোগ রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় তূলা কমিটীও অপকৃষ্ট ধরণের তূলা ও তূলার ছাট হইতে কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত হইতে পারে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং এই বিষয়ে গবেষণার জন্য উহারা ইতিমধ্যেই বিদেশে যন্ত্রপাতির অর্ডার দিয়াছেন। আশা করা যায় যে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে কমিটীর গবেষণাগারে কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত হইবে।

কিন্তু ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় এই শ্রেণীর একটী বিরাট শিল্প কোন সরকারী বা আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানের মারফতে গড়িয়া উঠা সম্ভবপর নহে। একমাত্র বেসরকারী প্রচেষ্টায়ই উহা সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে। কিন্তু এদেশে প্রত্যেক বৎসর দেশী ও বিদেশী মিলিয়া ৫।৬ কোটী টাকা মূল্যের কৃত্রিম রেশমের বস্ত্র বিক্রীত হইলেও এবং দিন দিন উহার চাহিদা বাড়িয়া গেলেও আজ পর্য্যন্ত কেহই দেশের ভিতরে কৃত্রিম রেশম প্রস্তুতের জন্য কোন কারখানা স্থাপনের জন্য যত্নচেষ্টা করেন নাই। অত্রাবস্থায় সম্প্রতি বোম্বাইয়ের কতিপয় ব্যবসায়ী এদেশে একটী কৃত্রিম রেশমের কারখানা স্থাপন করিবার জন্য তোড়জোড় করিতেছেন শুনিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। প্রকাশ যে মহীশূর রাজ্যে উহার জন্য একটী কারখানা প্রতিষ্ঠার বিষয় বিবেচিত হইতেছে। উক্ত রাজ্যে কৃত্রিম রেশম প্রস্তুতের উপযোগী নরম কাঠ ও ঘাসের অফুরন্ত ভাণ্ডার রহিয়াছে। এই শিল্পে খুব বেশী পরিমাণ জলের প্রয়োজন হয়। মহীশূর রাজ্যের নদীসমূহ হইতে উহার অনায়াসে জোগান দেওয়া যাইবে। তৃতীয়তঃ উক্ত রাজ্যে সস্তায় বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যাইবে। চতুর্থতঃ উক্ত রাজ্যে ইতিমধ্যেই ২।১টী রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানা স্থাপিত হওয়ার ফলে কৃত্রিম রেশমের কারখানার জন্য রাসায়নিক দ্রব্যের অভাব হইবে না। পঞ্চমতঃ উদ্যোক্তাগণ আশা করেন যে মহীশূরে উক্ত শিল্প স্থাপিত হইলে মহীশূর সরকার উহাকে নানাভাবে সাহায্য করিবেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে মহীশূর রাজ্যে সরকারী অর্থ সাহায্য ও অন্যবিধ পৃষ্ঠপোষকতায় অনেকগুলি শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পরেও উক্ত রাজ্যে মেসিন টুলের একটী কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং উহাতে এরোপ্লান ও মোটরগাড়ীর কারখানা স্থাপনের তোড়জোড় চলিতেছে। অত্রাবস্থায় আশা করা যায় যে উক্ত রাজ্যে অদূরভবিষ্যতে কৃত্রিম রেশমের শিল্পও গড়িয়া উঠিবে। এই শিল্প যদি সাফল্যের সহিত পরিচালিত হয় তাহা হইলে উহা যে প্রত্যেক বৎসর দেশে ৫।৬ কোটী টাকার অর্থসম্পদ সংরক্ষণ করিবে এরূপ নহে। উহার মারফতে দেশের সর্ব্বত্র লক্ষ লক্ষ নূতন তাঁতীর অন্নসংস্থানের পথও সুগম হইবে। অবশ্য যুদ্ধের পরে এই শিল্প যখন জাপানের মারাত্মক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইবে সেই সময়ে ভারত সরকার উহাকে সংরক্ষণশুল্কের কিরূপ সুবিধা দিবেন তাহার উপর উহার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। তবে দেশে কৃত্রিম রেশম প্রস্তুতের জন্য যদি এক বা একাধিক কারখানা গড়িয়া উঠে তাহা হইলে ভারত সরকার উহার সংরক্ষণের দাবী অগ্রাহ্য করিতে সমর্থ হইবেন না বলিয়াই মনে হয়।

ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে যে সমস্ত জিনিষ আমদানী হয় এবং এদেশের কলকারখানায় যে সব জিনিষ প্রস্তুত হয় তাহার মধ্যে প্রায় সকল জিনিষেরই বাঙ্গলা দেশে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কাটতি হইয়া থাকে। এদেশে প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে আমদানী ও দেশে প্রস্তুত বস্ত্র মিলিয়া যে ছয় কোটী টাকা মূল্যের কৃত্রিম রেশমের বস্ত্র বিক্রয়

(১১০৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভারতে শিল্পোন্নতির সমস্যা

সম্প্রতি বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত শিল্প সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়া যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন তাহা নানাদিক দিয়া বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এদেশে শিল্প প্রসারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা ও আলোচনা যথেষ্টই হইতেছে। কিন্তু এই সব বক্তৃতা ও আলোচনায় শিল্পোন্নতির আসল সমস্যা সমাধান সম্পর্কে বিচারবুদ্ধিসম্মত কার্য্যকরী ইঙ্গিত অনেক সময়ই বিশেষ পাওয়া যায় না। স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়া যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন তাহা ঐরূপ গতানুগতিক ধরণের নহে। বর্ত্তমান অভিভাষণে এই অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ার ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ শিল্পের দিক দিয়া ভারতবর্ষের অভাব ও অসুবিধাগুলি উপযুক্ত তথ্যতালিকা সহযোগে অতীব নিপুণতার সহিত বিশ্লেষণ করিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি ঐসব অভাব ও অসুবিধা দূর করিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় কি ভাবে এদেশে শিল্পোন্নতি সাধন করা যায় তদ্বিষয়ে কতকগুলি কার্য্যকরী নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়ার প্রদত্ত বিবরণ ও নির্দ্দেশসমূহ হইতে ভারতে শিল্পোন্নতির প্রয়োজনীয়তা ও সুযোগ সম্ভাবনা বিষয়ে নূতন করিয়া আলোচনার প্রয়াস পাইব।

শিল্প ব্যবসায়কে উপেক্ষা করিয়া ভারতবর্ষের লোক অত্যধিক মাত্রায় কৃষির উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়ার মতে উহাই এদেশের বর্ত্তমান অবনতি ও দারিদ্র্যের প্রধান কারণ। ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে কৃষিকার্য্য চালাইবার স্বাভাবিক সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে। ফলে প্রাচীনকাল হইতে এদেশের অর্থনৈতিক জীবনধারায় কৃষি বিশেষ অগ্রগণ্য স্থান অধিকার করিয়া আছে। কিন্তু ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ হইলেও বিজ্ঞানসম্মত উন্নতিমূলক বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত না হওয়ার দরুণ এদেশের জমিতে ফসল উৎপন্ন হয় কম। উৎপন্ন ফসল লাভজনক ভাবে বিক্রয়ের সুবন্দোবস্তও এদেশে আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। ফলে এদেশের কৃষি কোনদিক দিয়াই তেমন লাভজনক হইয়া দাঁড়াইতেছে না। ইংলণ্ডে কৃষি হইতে লোকের মাথাপিছু আয় ৬৮ টাকা। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে তাহা ২১৯ টাকা। কিন্তু ভারতবর্ষে কৃষি হইতে লোকের মাথাপিছু আয় মাত্র ৫৮ টাকা।

জগতের উন্নতিশীল দেশসমূহের অধিবাসীগণ শিল্পের দিকে বেশী পরিমাণ চেষ্টা যত্ন নিয়োগ করিয়া জাতীয় সমৃদ্ধি বাড়াইয়া চলিয়াছে। কিন্তু এদেশের কৃষি কম লাভজনক হওয়া সত্ত্বেও এদেশের লোক বেশী মাত্রায় কেবল কৃষির উপরই জোর দিতেছে। এদেশে নানারূপ শিল্প কারখানা চালাইবার উপযোগী মালমসল্লা প্রচুর মাত্রায়ই রহিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত মনোযোগ ও সুব্যবস্থার অভাবে শিল্পের প্রসার বিশেষ কিছু সাধিত হইতেছে না। বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭৩·১ ভাগ ও ৫২·০ ভাগ শিল্প ব্যবসায়ে নিয়োজিত রহিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে শিল্প বাণিজ্যে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার মাত্র শতকরা ১৬·৯ ভাগ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিল্প কারখানায় লোকের মাথাপিছু ১ হাজার ৮০০ টাকা ও ইংলণ্ডে মাথাপিছু ১ হাজার ৬০০ টাকা নিয়োজিত রহিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে শিল্প কারখানায় নিয়োজিত মাথাপিছু অর্থের পরিমাণ মাত্র ২৫ টাকা। শিল্প ব্যবসায়ে বিশেষ যত্ন চেষ্টা নিয়োজিত না হওয়ায় এবং উন্নত প্রণালীতে শিল্প পরিচালনার ব্যবস্থা না হওয়ায় ভারতবর্ষে শিল্প হইতে লোকের মাথাপিছু আয় হইয়া থাকে মাত্র ১২ টাকা—অথচ ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় শিল্প হইতে লোকের মাথাপিছু বার্ষিক আয় হইয়া থাকে যথাক্রমে ৪৬৩ টাকা ও ৮৩০ টাকা। জগতের অন্যান্য উন্নতিশীল দেশের লোকদের তুলনায় ভারতবর্ষের লোকেরা যে বর্ত্তমানে বিশেষ নিম্নস্তরের জীবন যাপন করিতেছে আয়ের উপরোক্ত তারতম্যই তাহার প্রধান কারণ।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান দারিদ্র্যের প্রতিকার করিয়া লোকের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি—তথা জীবন যাত্রার উন্নতি সাধন করিতে হইলে স্যার বিশ্বেশ্বরায়ের মতে ব্যাপক শিল্প প্রসারের দিকে অবিলম্বে আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। তাহাছাড়া সুচিন্তিত ধরণের পরিকল্পনা স্থির করিয়া দেশের গবর্ণমেণ্ট ও দেশের লোকদের পক্ষে একযোগে কার্য্যে অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যক। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় শিল্পোন্নতির জন্য প্রধানতঃ কি ধরণের কার্য্যধারা অবলম্বন করা সঙ্গত স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়া তাঁহার অভিভাষণে তদ্বিষয়ে অনেকগুলি কার্য্যকরী ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, এদেশে ব্যাপক শিল্প প্রসারের কাজে হাত দিতে হইলে প্রথমতঃ শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সুযোগ সম্ভাবনা সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ ও তথ্যতালিকা সংগ্রহ করিতে হইবে। সেজন্য সমগ্র ভারতবর্ষে শিল্প ও শিল্পের কাঁচামাল সম্পর্কে একটী জরীপ কার্য্য সমাধা করা দরকার। দ্বিতীয়তঃ এদেশে উপযুক্ত পরিমাণ মূলধন নিয়োজিত না হওয়ায় ও ব্যাঙ্কের ভিতর দিয়া শিল্প প্রতিষ্ঠানের সময়োচিত আর্থিক সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা না থাকায় নূতন শিল্প কারখানা গড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না। পুরাতন কারখানাসমূহের প্রয়োজনারূপ বিস্তৃতিও কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থায় দেশে ভাল শ্রেণীর উপযুক্ত সংখ্যক ব্যাঙ্ক স্থাপন করা ও ব্যাঙ্কিং কার্য্যকে শিল্প ব্যবসায়ের পক্ষে সহায়ক করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ শিল্পের সংরক্ষণ সম্বন্ধেও একটা সুব্যবস্থা আবশ্যক। ভারত গবর্ণমেণ্ট শিল্প সংরক্ষণের জন্য রক্ষণশুল্ক প্রবর্ত্তনের কার্য্যনীতি বহু পূর্ব্বেই গ্রহণ করিয়াছেন সত্য—কিন্তু ঐ বিষয়ে এদেশের জাতীয় স্বার্থ অনুযায়ী সুসঙ্গত ব্যবস্থা এখনও অনেকক্ষেত্রেই অবলম্বিত হইতেছে না। কোন শিল্প ভালরূপ প্রতিষ্ঠিত না হইলে উহার সংরক্ষণের দাবী বিশেষ গ্রাহ্য হয় না। তাহা ছাড়া দেশে কোন শিল্পের কাঁচামাল সম্পর্কে কিছু অনটন থাকিলেই কর্তৃপক্ষ অনেক সময় ঐরূপ শিল্পকে সংরক্ষণ সুবিধা দিতে অস্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু ঐরূপ কার্য্যনীতির সমীচীনতা খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। আজ এদেশকে শিল্পোন্নতির সুযোগ দিতে হইলে সংরক্ষণ নীতির একটা সময়োচিত পরিবর্ত্তন সাধন করিতেই হইবে। বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় বিদেশী প্রতিযোগিতা হ্রাস পাওয়ায় এদেশে অনেক নূতন শিল্প গড়িয়া তোলার সুযোগ আসিয়াছে। কিন্তু যুদ্ধের পরবর্ত্তীকালে শিল্পের সংরক্ষণ বিষয়ে কি ব্যবস্থা হইবে তৎসম্বন্ধে আশ্বস্ত হইতে না পারিয়া অনেক শিল্পোদ্যোগীই কার্য্যে অবতীর্ণ হইতে পারিতেছেন না। আজ গবর্ণমেণ্ট যদি নূতন নূতন শিল্পের ভবিষ্যৎ সংরক্ষণ সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দেন তবে শিল্পের

দিক দিয়া ভারতবর্ষ সহজেই কয়েক ধাপ অগ্রসর হইতে পারে।

ব্যাপক শিল্প প্রসারের কার্য্যনীতি অবলম্বন করিলে প্রথমতঃ কি সব শিল্পের দিকে আমাদের মনোযোগ আবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়া তাঁহার বক্তৃতায় সে বিষয়েও সময়োচিত নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—প্রথমে কতকগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় ধরণের মৌলিক শিল্প (অর্থাৎ যে সব শিল্প দ্বারা অন্য দশটা শিল্প প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা বিষয়ে সাহায্য হয়) গড়িয়া তুলিতে হইবে। এইরূপ শিল্পের দৃষ্টান্ত হিসাবে ইঞ্জিন নির্ম্মাণের শিল্প, যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা নির্ম্মাণের শিল্প, জাহাজ শিল্প ও মোটর শিল্প প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য এদেশে যে সব প্রয়োজনীয় নূতন শিল্প গড়িয়া তোলার সুযোগ আসিয়াছে তাহার মধ্যে রাসায়নিক শিল্প, রঞ্জন শিল্প ও কৃত্রিম রেশম শিল্পের কথাও বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। ঐ সব নির্দ্দেশগুলি সকলদিক দিয়াই যে বিবেচনার যোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষে শিল্পোন্নতির জন্য একটা সুচিন্তিত পরিকল্পনা গঠন করিয়া তদনুযায়ী কার্য্যে অবতীর্ণ হইতে হইলে তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকরী সাহায্য ও সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়া তাঁহার অভিভাষণে সে বিষয়েও সময়োচিত দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ক্রটী করেন নাই। গবর্ণমেণ্টের মুদ্রানীতি, সংরক্ষণ নীতি, ট্যাক্সনীতি ও যান বাহন নীতির উপর শিল্পের উন্নতি ও ভবিষ্যৎ অনেক পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া সাক্ষাৎ ভাবে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্য না পাইলে অনেক বৃহৎ শিল্পই গড়িয়া তোলা যায় না। কাজেই শিল্পোন্নতির জন্য এখন হইতে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সর্ব্ববিষয়ে একটা অনুকূল কার্য্যনীতি অবলম্বন করা প্রয়োজন। আমরা স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়ার ঐসব যুক্তি ও নির্দ্দেশ সর্ব্বথা সুচিন্তিত ও সঙ্গত বলিয়াই মনে করি। এদেশে শিল্পোন্নতি সাধনের বর্ত্তমান আন্দোলন ও তোড়জোড় যাহাতে প্রকৃতই ফলবতী হইয়া উঠিতে পারে তজ্জন্য অসার জল্পনা কল্পনার বদলে উপরোক্ত নীতিতে একযোগে কার্য্যে অবতীর্ণ হওয়া দেশের গবর্ণমেণ্ট ও দেশের লোকের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য।

(কৃত্রিম রেশম শিল্প)

হয় তাহার মধ্যে অন্ততঃ দেড় কোটী টাকা মূল্যের বস্ত্র বাঙ্গলা দেশে বিক্রয় হয় বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। অদূরভবিষ্যতে এই প্রদেশে কৃত্রিম রেশমের বস্ত্রের কাটতি যে দিন দিন বাড়িবে তাহাতেও সন্দেহ নাই। অত্রাবস্থায় বাঙ্গলায় এই শিল্পের প্রতিষ্ঠার পক্ষে বিশেষ সুযোগ রহিয়াছে। বাঙ্গলা দেশের মধ্যে চট্টগ্রাম এই শিল্পের প্রতিষ্ঠার পক্ষে একটী আদর্শ স্থান বলিয়া মনে হয়। কলিকাতার উপকণ্ঠে বাহির হইতে কাঁচামাল আমদানী করিয়া যে প্রকার লাভজনকভাবে তিনটি কাগজের কল চলিতেছে তাহাতে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন অঞ্চলেও এই শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। আমরা অনুসন্ধানে যতদূর অবগত হইলাম তাহাতে ২৫ লক্ষ টাকা মূলধন হইলে কৃত্রিম রেশম প্রস্তুতের জন্য একটি মাঝারি ধরণের কারখানা লাভজনকভাবে পরিচালিত হইতে পারে। এই দিকে বাঙ্গলার শিল্পোদ্যোগী ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি।

বীমা প্রসঙ্গ

এসোসিয়েটেড্ প্রেস্ সংবাদ দিতেছেন যে গত ৬ই মার্চ্চ তারিখে কেন্দ্রীয় পরিষদে স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার বীমা সংশোধন বিল সম্পর্কে সিলেক্ট কমিটির প্রস্তাবসমূহ পেশ করিয়াছেন। সিলেক্ট কমিটির যে মতামত সংবাদপত্রের মারফৎ জানা গিয়াছে তাহা এইরূপ :—

(১) প্রিমিয়াম আয় অনুসারে বাৎসরিক চাঁদা ধার্য্য করা হইবে। যে সকল কোম্পানীর আয় ১ লক্ষ টাকা, তাহাদের দেয় হইবে ১০০৲, ২ লক্ষ টাকার অনধিক আয়ে ২০০৲, ৪ লক্ষ টাকার অনধিক আয়ে ৩০০৲, ৬ লক্ষ টাকার অনধিক আয়ে ৫০০৲, ১০ লক্ষ টাকার অনধিক আয়ে ৭৫০৲ এবং ১০ লক্ষের উপর আয় হইলে ১০০০৲ চাঁদা দিতে হইবে। জীবনবীমা ভিন্ন অন্য শ্রেণীর বীমা সম্পর্কে এমনভাবে চাঁদার হার ধার্য্য করা হইয়াছে যে মোট চাঁদা ১৫০০৲ টাকার উপর হইবে না।

(২) কোন জীবন বীমার এজেন্ট যথার্থই এজেন্ট কিনা, অর্থাৎ তাঁহার bonafide নির্দ্ধারণ করিবার জন্য, অন্ততঃ ছয়জন বিভিন্ন ব্যক্তিকে (নিজের জীবন সমেত) বীমাপত্র বিক্রয় করিতে হইবে, এই মর্ম্মে আইন করিতে হইবে।

সিলেক্ট কমিটির রিপোর্টে স্যার কাওয়াস্জি জাহাঙ্গীর, হাজি এসাক্ এবং মিঃ গিয়াসুদ্দিন এই মর্ম্মে একটি স্বতন্ত্র লিপি দিয়াছেন যে বীমা-বিভাগের ব্যয় সঙ্কুলানার্থে গবর্ণমেন্টের দান দেড় লক্ষ টাকার বেশী হইবে না বলিয়া যাহা শুনা গিয়াছে, তাহার স্থলে স্থিরীকৃত হওয়া উচিৎ যে গবর্ণমেন্টের দান ইহার কম হইবে না এবং প্রয়োজন হইলে ইহার অপেক্ষাও বেশী টাকা গবর্ণমেন্টকে দিতে হইবে।

* * * *

সিলেক্ট কমিটির যে মতামত এখন পর্য্যন্তও সাধারণকে জানান হইয়াছে, তাহা অত্যন্তই নৈরাশ্যজনক। প্রথমতঃ, বাৎসরিক চাঁদা বৈজ্ঞানিক নীতি অনুযায়ী ধার্য্য করা হয় নাই এবং এসম্পর্কে কোনরূপ আলোচনা করা হইয়াছিল কিনা তাহাও আমরা জানি না। দ্বিতীয়তঃ, বীমা কর্ম্মীদের সম্পর্কে লাইসেন্স ফি বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, বীমা কর্ম্মীদের নিজেদের জীবনে বীমা-পত্র লইলে তাহার উপর কমিশন দাবী করিবার পূর্ব্বে আরও কয়েকটি সর্ত্ত পালন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে এবং যে সকল সর্ত্ত অনুমোদিত হইয়াছে তাহার ফল ভাল হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না।

এ কথা সকলেই মানিয়া লইবেন যে বীমাকর্ম্মীর চেষ্টার ফল সকল সময়েই হাতে হাতে পাওয়া যায় না। সুতরাং নিজেকে বাদ দিয়া ৫ জন বিভিন্ন ব্যক্তিকে বীমা না করাইতে পারা পর্য্যন্ত নিজের বীমার উপর কমিশন পাওয়া যাইবে না—এই নিয়ম প্রবর্ত্তন করিলে বহু কর্ম্মীর উপরেই অন্যায় বোঝা চাপান হইবে। এতদ্ভিন্ন নীতির দিক দিয়াও ইহা সমর্থনীয় নহে। যখনই কোন এক বীমাকর্ম্মীর নিয়োগ পাকা করা হইল, তখনই তাহাকে উপযুক্ত কর্ম্মী বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে এবং তখন তাহার যাহা কিছু আইন-সঙ্গত অধিকার থাকিবে তাহা সকলই দিতে হইবে। যদি গভর্ণমেণ্ট এই নিয়ম করেন যে ৬ জন বিভিন্ন ব্যক্তিকে বীমা না করান পর্য্যন্ত কোন বীমাকর্ম্মীরই নিয়োগ অনুমোদন করা হইবে না, তাহা হইলেই এই নূতন প্রস্তাবের সম্যক অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয়; নচেৎ শুধুমাত্র নিজের বীমার সম্পর্কেই এই বিধি মানিতে হইবে এ কথা বলিলে অন্যায় করা হয় না কি?

আমরা বুঝিতে পারিতেছি না যে কেন নানাভাবে বীমা কর্ম্মীদের সম্পর্কে এইরূপ কড়া নিয়ম কানুন প্রবর্ত্তিত হইতেছে। ইহা সত্য যে "own case agents" অর্থাৎ শুধুমাত্র নিজের বীমা করিবার জন্য যাঁহারা এজেন্ট হন, তাঁহাদের অপসারিত করা উচিত; কিন্তু তাহার জন্য কি উপরোক্ত নিয়ম সঙ্গত পন্থা হইবে? আমাদের মত এই যে যখনই কাহাকেও পাকাভাবে এজেন্ট নিযুক্ত করা হইবে তখনই তাহাকে সকল ন্যায়সঙ্গত অধিকার দেওয়া উচিত।

* * * * *

গত ১১ই মার্চ্চ তারিখে ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানী সমিতির বাৎসরিক অধিবেশনে মিঃ বায়রামজি হরম্পসজী সমিতির সভাপতি ও মিঃ জি, সি, মজুমদার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মিঃ এন্, দত্ত সহ-সভাপতি হইয়াছেন। ইঁহাদের সাফল্যে আমরা আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছি। বীমা ব্যবসায় ক্ষেত্রে ইঁহারা সকলেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ; আশা করা যায় যে ইঁহারা বর্ত্তমান সঙ্কটময় দিনে ভারতীয় জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানকে উন্নতির পথে লইয়া যাইবেন।

সভাপতি মিঃ জে, এম, কর্ডিরো তাঁহার বক্তৃতায় যুদ্ধের ফলে ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের অশেষ সম্ভাবনার উল্লেখ করেন এবং ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানীগুলি যাহাতে সমবেতভাবে প্রচার কার্য্য চালাইতে পারেন তাহার জন্য আবেদন করেন। বীমা কর্ম্মীদের শিক্ষা সম্বন্ধে ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ যাহাতে জীবনবীমা পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করেন, তাহার জন্যও তিনি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

* * * * *

অধুনা প্রকাশিত সরকারী বীমা বার্ষিকী হইতে দেখা যায় যে প্রিমিয়াম বাবদ বৎসরে ১০ লক্ষ টাকার অধিক আয় হয় এরূপ মাত্র ১৫টি ভারতীয় কোম্পানী আছে। এই সম্পর্কে নিম্নের তালিকাটী উল্লেখ যোগ্য :—

প্রিমিয়াম বাবদ আয়	ভারতীয় বীমা কোম্পানীর সংখ্যা
১ লক্ষ টাকার অনধিক	১১৯
২ ,, ,, ,,	২৬
৩ ,, ,, ,,	১০
৪ ,, ,, ,,	১০
৫ ,, ,, ,,	৪
৬ ,, ,, ,,	৩
৭ ,, ,, ,,	৩
৮ ,, ,, ,,	৩
৯ ,, ,, ,,	×
১০ ,, ,, ,,	১১
	২০৪

সিলেক্ট কমিটির বর্ত্তমান প্রস্তাব অনুযায়ী এই হিসাবে বীমা কোম্পানী সমূহের নিকট হইতে গবর্ণমেন্টের মোট প্রাপ্তব্য হইবে ৫৪,৩৫০৲।

(১১১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

কানাডায় মোটর নির্ম্মাণ শিল্প

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে মোটর নির্ম্মাণ শিল্পের যে পরিকল্পনা চলিতেছে তৎপ্রসঙ্গে কানাডায় এই শিল্পের অগ্রগতির বিবরণ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। গত ১৯৩৯ সালে উক্ত দেশের মোটরের কারখানাগুলি বেতন ও মজুরী বাবদ ২ কোটি ৫ লক্ষ ৭৩ হাজার ৭১৪ ডলার ব্যয় করে। মোটর গাড়ীর বিভিন্ন অংশ ও প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম নির্ম্মাণকারী প্রতিষ্ঠানগুলি এই বাবদ ২ কোটি ৭ লক্ষ ১৫ হাজার ১০৯ ডলার ব্যয় করে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ২২৬টী। অপরদিকে মোটর ব্যবসায়ীগণ বেতন ও মজুরী বাবদ ২ কোটি ৪০ লক্ষ ৪২ হাজার ৩৬৯ ডলার ব্যয় করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে এই শিল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ীগণ কর্ম্মচারী ও শ্রমিকদের বেতন এবং মজুরী বাবদ সাড়ে ছয় কোটি ডলারের উপর ব্যয় করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত আলোচ্য বৎসর রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠানসমূহ মাশুল বাবদ ৪৭ লক্ষ ৪২ হাজার ৫ শত ডলার লাভ করে। এই শিল্পের মারফৎ বিভিন্ন প্রকার শুল্ক, আয়কর ইত্যাদি বাবদ ৪৬ লক্ষ ৪১ হাজার ৫৩১ ডলার আদায় হয়।

জেল শিল্প তদন্ত কমিটি

বাঙ্গলা সরকার কর্ত্তৃক গঠিত জেল শিল্প তদন্ত কমিটি সম্প্রতি বিভিন্ন বণিক সমিতি, জনপ্রতিষ্ঠান এবং সরকারী বিভাগগুলির নিকট এক প্রশ্নপত্র প্রেরণ করিয়াছেন। এই শিল্পে কর্ম্মনিযুক্ত লোক সংখ্যা, শ্রমিকের বেতন, উহাদের শিল্প শিক্ষাদানের ব্যবস্থা, কাঁচা মাল ক্রয় ব্যবস্থা, উৎপাদন, বিক্রয়, বাহিরের প্রতিযোগিতা, মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদীদের জীবিকা অর্জ্জনের উপায়, জেলে প্রস্তুত শিল্প দ্রব্যের উন্নতি ইত্যাদি উক্ত প্রশ্নপত্রের জিজ্ঞাস্য বিষয়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

সিঙ্কোনার চাষ

ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন কুইনাইন প্রস্তুতের জন্য সিঙ্কোনা চাষ প্রসারের প্রয়োজনীয়তা এবং তদুদ্দেশ্যে যে সকল বেসরকারী প্রতিষ্ঠান আত্মনিয়োগ করিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে সরকারী সাহায্য দান সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্ট এবং বাঙ্গলা ও মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট এক স্মারকলিপি প্রেরণ করিয়াছেন।

ছায়াচিত্র প্রস্তুত শিক্ষা

আগামী ২৬শে মার্চ্চ মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের বার্ষিক সভা হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক চলচ্চিত্র প্রস্তুত সম্পর্কে শিক্ষাদান এবং ডিপ্লোমা প্রদানের জন্য জনৈক সিনেট সদস্যের এক প্রস্তাব উক্ত সভার আলোচ্য বিষয়সমূহের অন্তর্গত করা হইয়াছে।

রপ্তানীযোগ্য ভারতীয় চায়ের পরিমাণ

আগামী ১৯৪১-৪২ সালে রপ্তানীযোগ্য ভারতীয় চায়ের পরিমাণ ৩৪ কোটি ৪৯ লক্ষ ১৮ হাজার ৬২৪ পাউণ্ড ধার্য্য হইয়াছে। এই পরিমাণ স্বাভাবিক রপ্তানীযোগ্য পরিমাণের শতকরা ৯০ ভাগ।

সরকারী রেলওয়ে সমূহের আয়

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী যে দশ দিন শেষ হইয়াছে তাহাতে সরকারী রেলওয়েসমূহের মোট আয়ের পরিমাণ আনুমানিক ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। উহা পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের আনুমানিক আয় অপেক্ষা ৮২ লক্ষ টাকা এবং প্রকৃত আয় অপেক্ষা ৭৪ লক্ষ টাকা অধিক। গত ১লা এপ্রিল হইতে ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত মোট আয়ের পরিমাণ আনুমানিক ৯৭ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে প্রকৃত আয় অপেক্ষা উহা ১১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা অধিক।

ম্যালেরিয়া প্রতিরোধকল্পে সরকারী সাহায্য

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট ম্যালেরিয়া রোগ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে মিউনিসিপালিটি সমূহকে অর্থ সাহায্য করিবার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তদনুযায়ী সম্প্রতি দশটী মিউনিসিপালিটির জন্য ১১ হাজার ৭০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। উহা নিম্নরূপ বণ্টিত হইবে। চন্দ্রকোনা—৬০০৲; কুমিল্লা—১৫০০৲; কুষ্টিয়া—১০০০৲; আরামবাগ—২০০০৲; বর্দ্ধমান সিভিল ষ্টেশন ১০০০৲; গোবরডাঙ্গা—৭০০৲; নাটোর ১১২০৲; ভাটপাড়া—১০০০৲; শান্তিপুর—১০০০৲; শ্রীরামপুর—১১৫০৲।

সামুদ্রিক ঘাস হইতে কৃত্রিম রেশম

ইংলণ্ডে শান্তিকালীন অবস্থায় একমাত্র হেব্রাইডস অঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর যে পরিমাণ সামুদ্রিক ঘাস আহরণ করা হইয়াছে তদ্বারা মোজা, আণ্ডার

অয়ার প্রভৃতি জিনিষ প্রস্তুতোপযোগী প্রয়োজনানুরূপ কৃত্রিম রেশম পাওয়া যাইবে। লিড্‌স বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্র্যাড্‌ফোর্ড সোসাইটী অব্‌ ডায়ার্স এণ্ড কালারিষ্টসএর এক সভায় অধ্যাপক জে, বি, স্পীকম্যান এই ঘাসের কার্য্যকারিতা বিশ্লেষণ করেন। এই ঘাস হইতে প্রস্তুত কৃত্রিম রেশমের বিশেষত্ব এই যে উহা দাহ্য নহে।

এলুমিনিয়ামের ব্যবহার নিয়ন্ত্রন

গত জানুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে ভারত গবর্ণমেণ্ট এলুমিনিয়ামের আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিয়া এক আদেশ জারী করেন। বর্ত্তমানে বিভিন্ন আকারে প্রাপ্তব্য যে পরিমাণ এলুমিনিয়াম মজুদ আছে তাহা সুবিধামত ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্যে ভারত গবর্ণমেণ্ট উহার বিক্রয় ও বিভিন্ন কার্য্যে উহার ব্যবহার নিয়ন্ত্রনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। দেশরক্ষা আইন অনুযায়ী এতৎ সম্পর্কে আদেশ জারী করা হইয়াছে এবং যাহাদের নিকট এলুমিনিয়াম মজুদ আছে তাহাদিগকে আগামী ৩১শে মার্চ্চের মধ্যে উহার হিসাব দাখিল করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর প্রতি মাসে মাসের শেষ দিনে মজুদ এলুমিনিয়ামের হিসাব দিতে হইবে।

ট্রাঙ্ক টেলিফোনের প্রসার

ভাতিন্দা হইয়া দিল্লী ও লাহোরের মধ্যে একটী এবং ঢাকা ও কলিকাতার মধ্যে একটী ট্রাঙ্ক টেলিফোন লাইন স্থাপিত হইবে বলিয়া ইতিপূর্ব্বে আর্থিক জগতে এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি ষ্ট্যাডিং ফিনান্স কমিটি প্রথমোক্ত লাইন স্থাপন সম্পর্কে এককালীন ১৬ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা এবং প্রতি বৎসরের জন্য ২৮৷৷০ হাজার টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। দ্বিতীয় লাইন সম্পর্কে এককালীন ২ লক্ষ ১৪ হাজার ২ শত টাকা এবং প্রতি বৎসরের জন্য ১৮ হাজার ৪ শত টাকা ব্যয় মঞ্জুর করা হইয়াছে।

কানাডায় ভারতীয় ট্রেড কমিশনার

ইউরোপের বাজারে ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্য বন্ধ হইবার ফলে যে সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহার সমাধানকল্পে ষ্ট্যাডিং ফিনান্স কমিটি কানাডা এবং দক্ষিণ আমেরিকার জন্য ট্রেড্‌কমিশনার নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

বাঙ্গলার লবণ শিল্প

ব্যবসা বাণিজ্যের ভিত্তিতে বাঙ্গলা দেশে লবণ প্রস্তুত সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সুবিধা দানের জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে ব্যবস্থাপক সভায় একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। সম্প্রতি কৃষিমন্ত্রী মিঃ তমিজুদ্দিন খান উক্ত সভায় এক বিবৃতি দান প্রসঙ্গে বলেন, বাঙ্গলা দেশের লবণ শিল্পের উন্নতি বিধানের সম্ভাবনা সম্পর্কে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য একজন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ বিষয়ে বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন। উক্ত বিশেষজ্ঞ বর্ত্তমানে যে সকল প্রতিষ্ঠান লবণ প্রস্তুত করিতেছে উহারা যাহাতে উপযুক্ত প্রণালীতে লবণ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হয় তদ্বিষয় পরামর্শ দান করিবেন। অল্প ব্যয়ে লবণ প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে তিনি কারখানার স্থান নির্ব্বাচনে সহায়তা করিবেন এবং লবণ প্রস্তুতের বর্ত্তমান প্রণালীতে গলদ দেখিলে তিনি উহার প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন করিবেন।

কুইনাইনের মূল্য বৃদ্ধি

বাঙ্গলা সরকারে এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, আগামী ১লা এপ্রিল হইতে কুইনাইনের মূল্য বৃদ্ধি করা হইবে। বর্ত্তমানে পোষ্টাফিসে ২০ বটী পূর্ণ যে সকল টিউব ছয় আনা করিয়া বিক্রয় হয় উহার মূল্য সাড়ে ছয় আনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী আদেশ না দেওয়া পর্য্যন্ত মূল্যের এই বর্দ্ধিত হার বজায় থাকিবে।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে মিঃ অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষিবিভাগের সেক্রেটারী মিঃ জে, ডি. টাইসন বলিয়াছেন যে ভারতসরকারের মজুদ কুনাইনের পরিমাণ হ্রাস পাইয়া ৯০ হাজার পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছিল। ইদানীং গবর্ণমেণ্ট আরও ৬০ হাজার পাউণ্ড ক্রয় করিয়া মজুদ কুনাইনের পরিমাণ ১ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ডে পরিণত করিয়াছেন।

ভারতের বেসামরিক বিমানবহর

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে স্যার রেজা আলী সম্প্রতি ভারতের বেসামরিক বিমান বিভাগ সম্পর্কে এক নৈরাশ্যপূর্ণ বর্ণনা দিয়াছেন। ১৯৩৯ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতে মাত্র ৭৬টী বেসামরিক বিমান ছিল এবং ইহাদের সবগুলিই পুরাতন। মিউনিক, হামবুর্গ এবং মার্সেলিস প্রমুখ এক একটী বিমানঘাটিতে আরও অধিক সংখ্যক বিমান উঠা নামা করিয়া থাকে।

১৯৪১ সালের আদমসুমারী

১৯৪১ সালের লোক গণনা সম্পর্কে "ষ্টেটস্‌ম্যান" পত্রের নয়াদিল্লীর বিশেষ সংবাদদাতা একটা মোটামুটি বিবরণ দিয়াছেন। উক্ত সংবাদদাতার মতে সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যা বর্ত্তমানে ৪০ কোটিতে পরিণত হইয়াছে এবং এবারকার লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ১৫ ভাগ। ১৯২১ সালের আদমসুমারীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ১০ হইতে ১১ ভাগ। দক্ষিণ-ভারত অপেক্ষা এবারকার লোকগণনায় উত্তর ভারতে জনসংখ্যা সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে অনুমান হয়। পাঞ্জাব, ভাওয়ালপুর সিন্ধু, সংযুক্ত প্রদেশ এবং পূর্ব্ববঙ্গে বহুপরিমাণ পতিত জমীজমা ব্যবহারে আনীত হওয়াতে এই সমস্ত অঞ্চলেই জনসংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেন্সাস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ইয়েটস্ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে এবারকার আদমসুমারী যথাসম্ভব নির্ভুল হওয়ায় উহাকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোত্তম লোকগণনা বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

গোল আলুর কথা

সম্প্রতি ভারত সরকারের এগ্রিকালচারেল মার্কেটিং এডভাইসর কর্ত্তৃক ভারতবর্ষে গোল আলুর বিক্রয় সম্বন্ধে যে পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে গোল আলু সম্বন্ধে নিম্নলিখিত চিত্তাকর্ষক তথ্যসমূহ জানা গিয়াছে।

বর্ত্তমানে সমগ্র পৃথিবীতে প্রতি বৎসর ৩৫৩ কোটী ৪০ লক্ষ মণ গম ও ২৪১ কোটী ১০ লক্ষ মণ চাল উৎপন্ন হয় কিন্তু গোল আলু উৎপন্ন হয় বৎসরে ৬০১ কোটি মণ।

সমগ্র পৃথিবীতে ৫ কোটী ৬ লক্ষ ২১ হাজার একর জমিতে গোল আলুর চাষ হইয়া থাকে। উহার শতকরা ২৬.৭ ভাগ জমি রুশিয়ায়, ২০.৯ ভাগ জমি জার্ম্মাণীতে, ১৫ ভাগ জমি পোল্যাণ্ডে, ৬.৯ ভাগ জমি ফ্রান্সে, ৪.৩ ভাগ জমি আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ও ৪.৫ ভাগ জমি চেকোস্লোভাকিয়াতে অবস্থিত। সমগ্র পৃথিবীতে যত জমিতে গোল আলুর চাষ হয় তাহার মধ্যে .৮ ভাগ (শতকরা ১ ভাগেরও কম) জমি ভারতবর্ষে অবস্থিত। আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় যে পৃথিবীতে উৎপন্ন গোল আলুর মধ্যে .৬ ভাগ মাত্র বিদেশে চালান হয়—বাকী ৯৯.৪ ভাগই উৎপাদনকারী দেশসমূহের অধিবাসীগণ খাদ্য ও বীজ হিসাবে ব্যবহার করে। প্রধানতঃ হল্যাণ্ড, ইটালী, ফ্রান্স, কানাডা ও লাক্সেমবার্গ বিদেশে আলু রপ্তানী করে। আমদানীকারক দেশের মধ্যে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, ইটালী, আর্জ্জেন্টিনা ও লাক্সেমবার্গ এই কয়টী দেশ প্রধান। ভারতবর্ষও একটী আমদানীকারক দেশ।

একশত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবাসীর কাছে গোল আলু অপরিচিত ছিল। ঐ সময়ে মেজর ইয়ং নামক একজন ইংরাজ দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ হইতে গোল আলুর বীজ আনাইয়া উহা দেরাদুনে চাষ করেন। উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ উহা প্রথমে ব্যবহার করিত না। এক্ষণে সমগ্র ভারতে গোল আলুর চাষ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে উহা খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে।

ভারতবর্ষে গোল আলুর চাষ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। গত ১৯৩০-৩১ সালে সমগ্র ভারতে ৪ লক্ষ ১৯ হাজার ৩ শত একর জমিতে গোল আলুর চাষ হইয়াছিল—১৯৩৮-৩৯ সালে ৪ লক্ষ ৬৮ হাজার ৭ শত একর জমিতে উহার চাষ হয়। ভারতবর্ষে এক্ষণে প্রতি বৎসর ৪ কোটী ৯১ লক্ষ ৩ হাজার মণ করিয়া গোল আলু উৎপন্ন হইতেছে। উহার মূল্য ৯ কোটী ৫১ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা। উহার মধ্যে ১ কোটী ৩২ লক্ষ ৭৭ হাজার মণ আলু উৎপাদনকারী ও তাহার প্রতিবেশীগণ কর্ত্তৃক খাদ্য ও বীজ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বাকী ৩ কোটী ৫৮ লক্ষ ২৬ হাজার মণ আলু বাজারে বিক্রয় হয়। উহার মূল্য অন্যূন ৬ কোটী ৭৯ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা। আলু সংরক্ষণের পদ্ধতি না জানা এবং আলু রপ্তানীর জন্য যানবাহনের অভাব হেতু ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর দেড় কোটী টাকা মূল্যের ৮৫ লক্ষ ৫৩ হাজার মণ আলু পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়।

ভারতবর্ষে যে ৪ লক্ষ ৪৮ হাজার ৭ শত একর জমিতে আলুর চাষ হয় তাহার মধ্যে সংযুক্ত প্রদেশে ১ লক্ষ ৬১ হাজার ৮ শত, বিহারে ৯০ হাজার ও বাঙ্গলায় ৮৮ হাজার একর জমি অবস্থিত। সংযুক্ত প্রদেশে প্রতি একর জমিতে গড়ে ১৪০ মণ ও বিহারে ১০৫ মণ আলু হয়—কিন্তু বাঙ্গলায় প্রতি একরে ৮৯ মণের বেশী আলু জন্মে না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মধ্যে বেলজিয়ামে প্রতি একরে ২২৪ মণ, ইংলণ্ডে ১৮৩ মণ, জার্ম্মাণীতে ১৭৮ মণ অষ্ট্রিয়ায় ১৪৫ মণ আলু জন্মে। বাঙ্গলায় উৎপন্ন আলুর পরিমাণ প্রতি বৎসরে ৬৮ লক্ষ ৬৫ হাজার ৮ শত মণ। উহাতে বাঙ্গলার চাহিদা মিটে না বলিয়া প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে গড়ে যে ৩৩ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা মূল্যে ১১ লক্ষ ৫৫ হাজার মণ আলু আমদানী হয় তাহার মধ্যে বাঙ্গলা দেশেই ১৭ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা মূল্যে ৮ লক্ষ ১৯ হাজার মণ আলু আমদানী হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়, কুমায়ুন, সিমলা ও নীলগিরি পাহাড় হইতেও বাঙ্গলা দেশে প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে আলু আমদানী হইয়া থাকে।

উপাধি প্রাপ্ত ছাত্রের সংখ্যা

গত ৮ই মার্চ্চ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্ত্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এ বৎসর মোট ৫ হাজার ৩৩৪ জন ছাত্র পদক ও উপাধি পাইয়াছেন। উপাধি প্রাপ্তদের মধ্যে ১৫৭ জন মহিলা আছেন। এ বৎসর ২ হাজার ৭৩৬ জন বি-এ, ৭১৮ জন বি-এস-সি, ২৯৯ জন বি-কম, ৫৪৯ জন এম-এ, ১১১ জন এম-এস-সি, ২৭৬ জন বি-টি, ৩৫৪ জন বি-এল, ২০২ জন এম-বি, ৪৫ জন বি-ই, ৩২ জন ডি পি এইচ উপাধি পাইয়াছেন।

তাঁতশিল্প ও মিঃ দালাল

সম্প্রতি চৌরঙ্গীতে এক জনসভায় তাঁতশিল্পের পুনর্গঠন সম্পর্কে নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে এন দালালের পরিকল্পনার আলোচনা হয়। মিঃ দালাল তাঁহার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, সহরাঞ্চলের ধনসম্পদ বৃদ্ধি এবং গ্রামাঞ্চলের ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র্য দেশের অর্থনৈতিক বৈষম্যেরই পরিচায়ক। এই অবস্থার অন্তর্নিহিত কারণ এই যে এক মাত্র প্রধান প্রধান সহরগুলিতেই বিভিন্ন শিল্প কেন্দ্রীভূত হইতেছে। অপর পক্ষে যথেষ্ট সম্ভবনা থাকা সত্ত্বেও গ্রামাঞ্চলে উহার সুযোগ গ্রহণ করা হইতেছে না। দেশের আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠা এবং এই অবস্থার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে মিঃ দালাল বর্ত্তমানে তাঁত শিল্পের পুনর্গঠনের প্রস্তাব করেন। মিঃ দালাল বলেন অতীতে নোয়াখালী জিলার তাঁত শিল্প সমৃদ্ধ ছিল কিন্তু বর্ত্তমানে মূলধন এবং সংঘ শক্তির অভাবেই উহা লোপ পাইতে বসিয়াছে। অথচ উল্লেখযোগ্য যে ভারতের শতকরা ২৭ ভাগ বস্ত্রের চাহিদা এই শিল্পটী মিটাইয়া থাকে। বাঙ্গালীর বিভিন্ন কাপড়ের কলে যে পরিমাণ বস্ত্র উৎপন্ন হয় তাহার তুলনায় শতকরা ৭৬ ভাগ কাপড় তাঁতে প্রস্তুত হইয়া হইয়া থাকে। উন্নত ধরণের বয়ন পদ্ধতি এবং নূতন নূতন নমুনা প্রবর্ত্তন করিলে এবং উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের মারফৎ উহার বিক্রয় ব্যবস্থার চেষ্টা করিলে তাঁতে প্রস্তুত বস্ত্রের কাটতি বৃদ্ধি ও সমাদর হইতে পারে। এই শিল্পটীর সুপরিচালনার ফলে ধনী, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত সকলেই সমভাবে লাভবান হইবে। তাঁত শিল্পের মারফৎ গ্রামাঞ্চলে অর্থের চলাচল বৃদ্ধি পাইবে এবং উহা জনসাধারণের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনেও সহায়তা করিবে। পরিশেষে তিনি তাঁহার প্রস্তাবিত পরিকল্পনা বিশ্লেষণ করিয়া বলেন, এমন একটী কোম্পানী গঠন করিতে হইবে যাহারা তাঁতিদিগেকে সুতা সরবরাহ করিবে এবং উচিত মূল্যে তাহাদের নিকট হইতে কাপড় ক্রয় করিয়া বাজারে বিক্রয় করিবে।

ভারতে ধানের চাষ

গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষে মোট ৭ কোটি ৪২ লক্ষ ৫৫ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে সেইস্থলে ৭ কোটি ২২ লক্ষ ১৬ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে বলিয়া শেষ সরকারী বরাদ্দে অনুমিত হইয়াছে।

বাঙ্গলার মিউনিসিপ্যালিটি

সম্প্রতি বাঙ্গলার মিউনিসিপ্যালিটিগুলির ১৯৩৮-৩৯ সালের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য বৎসরে বাঙ্গলায় মোট ১১৮টি মিউনিসিপ্যালিটি ছিল। মিউনিসিপ্যালিটিগুলির এলাকায় মোট অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ২৩ লক্ষ ৫১ হাজার ৪০৭ জন। বাঙ্গলার মোট জনসংখ্যার উহা শতকরা ৪·৭ ভাগ। উপরোক্ত ২৩ লক্ষ ৫১ হাজার ৪০৭ জন অধিবাসীর মধ্যে ৩ লক্ষ ৮৭ হাজার ৭০০ জন মিউনিসিপ্যালিটির করদাতা। গড়ে প্রতি অধিবাসীর হিসাবে মিউনিসিপ্যালিটি-সমূহের আয় হয় ৪।০ আনা (কলিকাতা সহরে তাহা ২০।৶ আনা)। অপর দিকে গড়ে প্রতি জনের হিসাবে মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের ট্যাক্স নির্দ্ধারিত আছে ৩।৶০১১ পাই। মিউনিসিপ্যালিটি সমূহ তাহাদের আয়ের শতকরা ৫·৬ ভাগ প্রাথমিক শিক্ষা বাবদ ব্যয় করিয়া থাকে। মিউনিসিপ্যাল এলাকার প্রত্যেক বিদ্যালয়গামী (প্রাথমিক বিদ্যালয়) শিশুর জন্য মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের গড়ে ২/১ পাই খরচ হইয়া থাকে।

কানাডায় বিমানপোত উৎপাদনের পরিমাণ

গত ১৯৩৮ সালে কানাডায় ৬৯ লক্ষ ২৭ হাজার ১০৫ ডলার মূল্যের বিমানপোত নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১৯৩৯ সালে ১ কোটি ২৬ লক্ষ ৩৮ হাজার ৪৭০ ডলার মূল্যের বিমানপোত নির্ম্মিত হইয়াছে।

গত ১৯৩৯ সালে কানাডায় ৯২ লক্ষ ৮১ হাজার ৯২১ টন কয়লা উত্তোলিত হইয়াছিল। ১৯৪০ সালে সেইস্থলে ১ কোটি ৮ লক্ষ ৯২ হাজার ৯৩১ টন কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে।

মজুদ তূলার পরিমাণ

গত ১৯৪০ সালের ৩১ শে আগষ্ট ভারতে মোট ১৯ লক্ষ ৭১ হাজার বেল পরিমিত দেশীয় তুলা মজুদ ছিল। উহার মধ্যে ৯ লক্ষ ৩৪ হাজার বেল তুলা কাপড়ের কলসমূহে ও ১০ লক্ষ ৩৭ হাজার বেল ব্যবসায়ীদের হাতে মজুদ ছিল। গত ১৯৩৯ সালের ৩১শে আগষ্ট তারিখে মজুত দেশীয় তুলার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১০ লক্ষ ৩ হাজার বেল ও ৮ লক্ষ ৩ হাজার বেল।

শিল্প হইতে মাথাপিছু আয়

নিখিল ভারত শিল্প সম্মেলনের সভাপতি স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়া তাঁহার অভিভাষণে বলেন যে, ভারতে বিভিন্ন শিল্প প্রচেষ্টা বাবদ লোকের মাথাপিছু আয় মাত্র ১২৲ টাকা। ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে তাহা যথাক্রমে ৪৬৩৲ টাকা ও ৮৩০৲ টাকা।

পৃথিবীতে মোটর যানের ব্যবহার

গত ১৯৩৯ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মোট ৪কোটী ৫৪ লক্ষ ২২ হাজার ৪১১টি মোটরযান রেজিষ্টীকৃত হয়। উহার মধ্যে কেবল যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাষ্ট্রের অধিকৃত দেশসমূহে রেজিষ্টীকৃত মোটরযানের সংখ্যাই ছিল

৩ কোটি ১১ লক্ষ ৪ হাজার ১১৮টি অর্থাৎ শতকরা ৬৮·৫ ভাগ। ১৯১৬ সালের পৃথিবীর মোট রেজিষ্ট্রীকৃত মোটর যানের মধ্যে আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রে মোটর যানের পরিমাণ ছিল শতকরা ৮৩ ভাগ। এই পরিমাণ ক্রমে হ্রাস পাইয়া ১৯৩৮ সালে শতকরা ৬৮·৩ ভাগ দাঁড়ায়।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের (অধীনস্থ দেশ বাদে) ১৯৩৯ সালে মোট ৩ কোটি ১০ লক্ষ ৯ হাজার ৮৭০টি মোটর যান রেজিষ্ট্রীকৃত হইয়াছিল। উহাতে ঐ দেশের প্রতি ৪·৩ জন লোকে একটি করিয়া মোটর যান রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছিল বলা যায়।

পাঞ্জাবে দোকান-কর্ম্মচারী আইন

পাঞ্জাবে দোকান কর্ম্মচারী-আইন বা পাঞ্জাব ট্রেড্ এমপ্লয়িজ এ্যাক্ট আগামী ১লা এপ্রিল হইতে কার্য্যকরী করা হইবে। আইনটী প্রথমে লাহোর, অমৃতসর, শিয়ালকোট, ফিরোজপুর, রাওয়ালপিণ্ডি, মুলতান, লুধিয়ানা, লয়ালপুর, জরানওয়ালা, গুজরানওয়ালা, সিমলা এবং ওকারা সহরে প্রযোজ্য হইবে। দোকান, সওদাগরী আফিস, থিয়েটার, সিনেমা এবং অন্যান্য প্রমোদ বিপণীসমূহের কর্ম্মচারীদের বেতন, ছুটী ও কাজের সময় ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করাই উক্ত আইনের উদ্দেশ্য। শিল্পবিভাগের ডিরেক্টার একজন প্রধান ইন্‌স্পেক্টার এবং বারজন ইন্‌স্পেক্টারের সাহায্যে এই আইন কার্য্যকরী করিবেন। উক্ত আইনে বিশ্রাম এবং আহারের সময় ব্যতীত দৈনিক কার্য্যকাল দশঘণ্টা এবং সাপ্তাহিক কার্য্যকাল ৫৪ ঘণ্টা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ১৪ বৎসরের অনধিকবয়স্ক বালক বালিকাগণকে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত করা বেআইনী হইবে। ছুটীর দিনে সমস্ত দোকান এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকিবে। টাকায় এক পয়সার বেশী জরিমানা ধার্য্য করা যাইবে না। এক মাসের নোটীশ কিংবা এক মাসের বেতন দিয়া কোন কর্ম্মচারীকে বরখাস্ত করিতে হইবে। এক বৎসর চাকুরী হইলে বেতন সহ ১৪ দিনের ছুটী এবং ছয় মাস কাজের পর বেতন সহ এক সপ্তাহ ছুটী দিতে হইবে।

বিভিন্ন দেশে তুলার ব্যবহার

১৯৩৯-৪০ সালে সমগ্র পৃথিবীতে মোট ২ কোটী ৮৪ লক্ষ ৬১ হাজার বেল তুলা ব্যবহৃত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ইহার পরিমাণ ছিল ২ কোটী ৮৫ লক্ষ ৭ হাজার বেল। ১৯৩৯-৪০ সালে ১৬ লক্ষ ২৭ হাজার বেল অধিক আমেরিকাজাত তূলা বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত হইয়াছে। পরন্ত অন্যান্য দেশজাত এই পরিমাণ তূলা কম ব্যবহৃত হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে জার্ম্মাণী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে পূর্ব্ববৎসরের তুলনায় কম পরিমাণ আমেরিকায় তূলা ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য দেশের তূলা ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী, ফ্রান্স এবং প্রাচ্য দেশসমূহেও এবৎসর কম পরিমাণে কাটিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের কাটুনীগণ আলোচ্য বৎসরে ১৫ লক্ষ ৬৪ হাজার বেল বিভিন্ন দেশজাত তূলা ব্যবহার করিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ইহার পরিমাণ ছিল ১৬ লক্ষ ৮৪ হাজার বেল। ১৯৩৯-৪০ সালে ১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনায় ভারতবর্ষে কাপড়ের কলসমূহেও অপেক্ষাকৃত কম তূলা ব্যবহৃত হইয়াছে। পক্ষান্তরে জাপান আলোচ্য বৎসরে প্রায় ১৯৩৮-৩৯ সালের সমপরিমাণ তূলা ব্যবহার করিয়াছে।

চলতি বৎসর অর্থাৎ ১৯৪০-৪১ সালে সমগ্র পৃথিবীর উৎপন্ন তুলার পরিমাণ ৫ কোটী বেল অনুমান করা হইয়াছে। তন্মধ্যে আমেরিকাজাত তূলার পরিমাণই প্রায় ২॥ কোটী বেল হইবে।

সুগার সিণ্ডিকেটের প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া

সর্ব্ব ভারতীয় ভিত্তিতে শর্করাশিল্প নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেট সম্প্রতি ভারত সরকারের নিকট যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন, তদুত্তরে দাক্ষিণাত্যের চিনির কলসমূহের পক্ষ হইতে ডেকান সুগার ফ্যাক্টরীজ্ এসোসিয়েশন ভারত সরকারের নিকট তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন

আফগানিস্থানে চিনির কল

আফগানিস্থানের বাঘলান নামক স্থানে সম্প্রতি একটী চিনির কল স্থাপিত হইয়াছে। আফগানিস্থানে প্রতি বৎসর যে পরিমাণ চিনির প্রয়োজন হয়, একমাত্র এই প্রতিষ্ঠান হইতেই তাহার অর্দ্ধেক সরবরাহ করা সম্ভব হইবে বলিয়া প্রকাশ। ইক্ষু উৎপাদনে উৎসাহদানের জন্য আফগান সরকার বাঘলান চিনির কলের সন্নিকটে কৃষকদিগের মধ্যে ইক্ষু চাষের জমি বিতরণ করিতেছেন এবং অর্থ সাহায্য দিতেছেন। এতদ্ব্যতীত কৃষকদিগকে বীট্ উৎপাদনের জন্যও নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

কর্পোরেশনের আলো সরবরাহের ব্যয়

গত ৩রা মার্চ্চ কলিকাতায় সারারাত্রি নিষ্প্রদীপের মহড়ার ফলে কলিকাতা কর্পোরেশনের রাস্তাঘাটের আলো সরবরাহ সম্পর্কে দেড় সহস্রাধিক টাকা খরচ বাঁচিয়াছে। কর্পোরেশন আলো সরবরাহের জন্য বার্ষিক ৫ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা ব্যয় করে। তন্মধ্যে বৈদ্যুতিক আলোর জন্য ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা এবং গ্যাসের আলোর জন্য ৪ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ব্যয় হয়। কলিকাতার রাস্তায় প্রায় ৬ হাজার ৫৭১টী বৈদ্যুতিক আলোর থাম ও ১৯ হাজার ১৪৯টী গ্যাসের আলোর থাম আছে। উক্ত আলোগুলি যথাক্রমে বার্ষিক ৪ হাজার এবং ৩ হাজার ৯৬৩ ঘণ্টা জ্বলে।
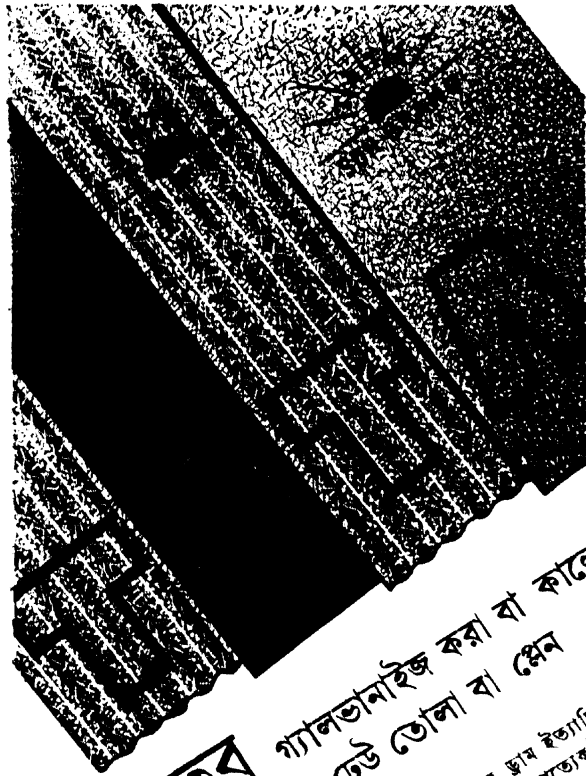
টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ কর্ত্তৃক প্রচারিত

পুস্তক পরিচয়

Sens' Insurance Manual, 1940 :—ইংরাজী ভাষায় লিখিত বীমা বার্ষিকী। দাম—দেড় টাকা। প্রাপ্তিস্থান—সেন এণ্ড কোং, ১০ নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

ভারতবর্ষে বীমা ব্যবসায়ের ব্যাপক সম্প্রসারণের সঙ্গে বিভিন্ন বীমা কোম্পানী সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য ও খুঁটিনাটি জানিবার জন্য এদেশবাসীদের আগ্রহ বাড়িয়াছে। সেই প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া মেসার্স সেন এণ্ড কোম্পানী গত কতিপয় বৎসর যাবৎ "সেনস্ ইন্সিওরেন্স ম্যানুয়েল" নামক পুস্তকখানা প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। এ দেশের সর্ব্বশ্রেণীর বীমা ব্যবসায়ী, বীমাকারী, বীমাকোম্পানী, এজেন্ট ও বিভিন্ন স্তরের অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদের মধ্যে ইতিমধ্যে ইহার যথেষ্ট সমাদরও দেখা গিয়াছে। এ বৎসর ঐ বার্ষিক পুস্তকটিকে অধিকতর তথ্যবহুল করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। উহাতে ভারতের দেশী ও বিদেশী বীমা কোম্পানীসমূহের তালিকা, কোম্পানীসমূহের নূতন কাজের পরিমাণ, হিসাব নিকাশ ও ভ্যালুয়েসন, বিভিন্ন শ্রেণীর বীমার জন্য বিভিন্ন কোম্পানীর নির্দ্ধারিত চাঁদা ও বোনাস হার প্রভৃতি বিষয় এবং প্রভিডেন্ট বীমা কোম্পানীসমূহ সম্পর্কিত যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে ১৯৩৮ সালের নূতন বীমা আইনের বিধানসমূহ বর্ণনা করা হইয়াছে। বীমা কোম্পানীসমূহের পরিচয় দিতে গিয়া প্রত্যেক কোম্পানীর সম্পর্কে নূতন ও সর্ব্বশেষ তথ্য-বিবরণ সংযোজিত করা হইয়াছে। ফলে ঐ পুস্তকটি সকল দিক দিয়াই উপাদেয় ও নির্ভরযোগ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশে দিন দিনই এইরূপ পুস্তকের অধিক সমাদর হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

(বীমা প্রসঙ্গ)

সম্প্রতি পাটনা সহরে বীমাকর্ম্মীদের মধ্যে অধিকতর সহযোগিতা ও সখ্যভাব বর্দ্ধন করার উদ্দেশ্যে একটি ইন্সিওরেন্স ক্লাব স্থাপিত হইয়াছে। পূর্ব্বেও এইরূপ চেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু তাহা নানা কারণে সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। আশা করা যায় যে, বর্ত্তমান প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হইবে। এই ক্লাবের সহিত সংলগ্ন একটি পাঠাগার স্থাপিত হইবে এবং নানারূপ আলাপ আলোচনা ও বক্তৃতার আয়োজন করা হইবে। স্থাপিত হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই ক্লাবের ৫ বার অধিবেশন হইয়াছে এবং স্থানীয় বীমাকর্ম্মীদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ সৃষ্টি হইয়াছে। বিহার ইউনাইটেড ইন্সিওরেন্স লিঃ এর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত জ্ঞান সাহা এম-এ, ক্লাবের সভাপতি হিসাবে কাজ করিতেছেন এবং শ্রীযুক্ত ননীগোপাল সমাদ্দার বি, এ, (স্কটীশ ইউনিয়ন) ও শ্রীযুক্ত ভগবৎ সহায় (বোম্বে মিউচুয়াল) যথাক্রমে সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সভ্যদের মাসিক ১৲ করিয়া চাঁদা ধার্য্য হইয়াছে। ক্লাব সম্বন্ধে কিছু জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিলে জানা যাইবে :— সম্পাদক, ইন্সিওরেন্স ক্লাব, পাটুলিপুত্র, পোঃ কদমকুয়া, পাটনা।

* * *

সম্প্রতি "ফিল্ডম্যান" পত্রে শ্রীযুক্ত সুবোধ মিত্র, এম্, এ, বীমাকর্ম্মীর সম্ভাবিত আয়ের যে তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে ২২ বৎসর বয়সে যদি কোন যুবক এজেন্সি ব্যবসায় আরম্ভ করে, তাহা হইলে ৮ বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ৩০ বৎসর বয়সে তাহার আয় মাসিক ১০০৲ টাকার উপর হইবে। এই অঙ্কের হিসাব করিতে শ্রীযুক্ত মিত্র বাতিল-বীমার জন্য যে ক্ষতি হয় তাহাও পরিমাপ করিয়াছেন। তাঁহার হিসাব অনুসারে দেখা যাইতেছে যে, ৪০ বৎসর বয়সে একজন বীমাকর্ম্মীর আয় দাঁড়াইবে বাৎসরিক সাড়ে তিন হাজার টাকার উপর এবং ৫০ বৎসরে তাঁহার আয় প্রায় ৫০০০৲ এর কোঠায় পৌছিবে। অথচ এই অর্থ উপার্জ্জন করিতে তাঁহার কোন মূলধন নিয়োগ করিবার প্রয়োজন হইবে না। শ্রমশীলতা ও যোগ্যতা থাকিলেই হইল। সুতরাং ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, বর্ত্তমান সমস্যাবহুল দিনে জীবনবীমা বিক্রয়ের ব্যবসায় অর্থোপার্জ্জনের দিক দিয়া খুবই প্রশস্ত। সৌভাগ্যবশতঃ এখন জীবন-বীমার প্রয়োজনীয়তাও খুব দ্রুতই সকলে বুঝিতেছেন। অনেকেই হয়ত জানেন না যে, সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পাঠের মধ্যে যে, "সংসার-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান" (Domestic Science) অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, তাহাতে জীবন-বীমা সম্বন্ধে যথেষ্ট পাঠ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং এখন আশা করা যাইতে পারে যে, অভিভাবকবৃন্দ জীবনবীমা সম্বন্ধে আরও বেশী জানিবেন এবং সেইজন্য বীমার এজেন্টগণের কার্য্যেরও পরিধি অধিকতর বিস্তৃত হইবে।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

জি এস্ এম্পোরিয়াম লিঃ

জি এস্ এম্পোরিয়াম নামক কোম্পানীটি গত দোল পূর্ণিমার দিনে নবমবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। এই উপলক্ষে গত ১৩ই মার্চ্চ একটি পূজা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রকৃত কর্ম্মশক্তি নিয়োগ করিতে পারিলে বাঙ্গালী যুবকদের পক্ষেও যে বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা কঠিন নহে, বর্ত্তমান জি এস্ এম্পোরিয়াম লিমিটেড তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আট বৎসর পূর্ব্বে অসহযোগ আন্দোলনের যুগে তিনজন বাঙ্গালী যুবক—শ্রীতারাপদ চক্রবর্ত্তী, শ্রীপ্রেম নিহার নন্দী ও শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার কুচবিহারের মত ছোট সহরে মাত্র ৪৫৲ টাকার মূলধন লইয়া স্বদেশী জিনিষ বিক্রয় ও প্রচারের উদ্দেশ্যে একটি ছোট দোকান প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে এই প্রতিষ্ঠানটী দিন দিনই শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে থাকে। ক্রমে এই প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের প্রধান কার্য্যক্ষেত্র কলিকাতায় স্থানান্তরিত করেন এবং বাঙ্গলা, বিহার, সংযুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং আসামের অনেক স্থানে ব্যবসায় পরিচালনের সুব্যবস্থা করেন। ১৯৩৭ সালে তাঁহারা বেঙ্গল প্রেস নামক একটি আধুনিক যন্ত্রপাতিসমন্বিত প্রেস খোলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের তদানীন্তন একজন অংশীদারের বিশ্বাসঘাতকতায় প্রেসটি দুই বৎসর পরেই বন্ধ হইয়া যায়। ইহার পরে ১৯৩৮ সালে তাঁহারা ৪৭-এ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ সাউথ এই ঠিকানায় জেনারেল রেডিও এণ্ড মিউজিক্যাল এম্পোরিয়াম নাম দিয়া একটী রেডিও ও বাদ্যযন্ত্রের শো-রুম উদ্বোধন করেন। আমেরিকা হইতে রেডিও এবং ইলেট্রিক যন্ত্রপাতি আমদানীকারক হিসাবে ইঁহারা বর্ত্তমানে জনপ্রিয় হইয়াছেন। ১৯৩৯ সালে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাগণ উহাকে জি এস এম্পোরিয়াম নাম দিয়া যৌথ কোম্পানী হিসাবে রেজেষ্ট্রী করেন। ১৯৪০ সালে জলপাইগুড়ি সহরে এই কোম্পানীর একটি শাখা আফিস স্থাপন করিয়া চা বাগানসমূহে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। এই কোম্পানীর উদ্যোক্তাগণ সম্প্রতি ষ্ট্যাণ্ডার্ড বিস্কুট কোম্পানী লিমিটেড নামক একটি কোম্পানী রেজেষ্ট্রী করিয়াছেন। উহার অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। প্রকাশ, দমদমে এই কোম্পানীর কারখানার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। জি এস এম্পোরিয়াম ঐ নূতন কোম্পানীটির ম্যানেজিং এজেণ্টস্ হইয়াছেন। ইহা ছাড়া জি এস এম্পোরিয়াম অনেকগুলি কোম্পানীর সোল এজেন্সি লইয়া ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন। গত বৎসর এই কোম্পানীর কার্য্যকরী মূলধন ছিল মাত্র ৩৫ হাজার টাকা। এবৎসর কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া এক লক্ষ টাকার মত দাঁড়াইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। আমরা এই প্রতিষ্ঠানটির উত্তোরত্তর উন্নতি কামনা করি।

বেঙ্গল শ্লেট ওয়ার্কস লিঃ

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মিঃ বিরাট চন্দ্র মণ্ডলের উদ্যোগে বিগত ৫ই মার্চ্চ তারিখে একটি শ্লেটের কারখানা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বেঙ্গল শ্লেট ওয়ার্কস্ লিঃ নামে একটি কোম্পানী রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছে। প্রকাশ শ্লেট কারখানা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হাওড়াস্থিত শ্লেট কারখানার মালিক মিঃ এস কে দাস এই নূতন কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্সীর অংশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মৌলভী আব্দুল হামিদ শাহ্ সাহেব এই কোম্পানীর পরিচালনাভার গ্রহণ করিয়াছেন।

দাশনগর কটন মিলস্ লিঃ

বাঙ্গলা দেশে এপর্য্যন্ত উপযুক্ত সংখ্যায় কাপড়ের কল গড়িয়া উঠে নাই। যে সমস্ত কল স্থাপিত হইয়াছে নানাকারণে তাহাদের উৎপাদন ক্ষমতাও কম। ফলে বাঙ্গলা দেশে ব্যবহার্য্য মিল বস্ত্রের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগের জন্যই বাঙ্গলার লোককে অন্য প্রদেশ ও বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। এই মারাত্মক গলদ দূর করিয়া বস্ত্রের দিক দিয়া দেশকে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে হইলে এপ্রদেশে উন্নত ধরণের নূতন নূতন কাপড়ের কল গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। সেই হিসাবে ইণ্ডিয়া মেশিনারী কোম্পানী লিঃ ভারত জুট মিলস্ লিঃ ও দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা কর্ম্মবীর আলামোহন দাশের উদ্যোগে দাশনগর কটন মিলস্ লিমিটেড নামে একটি কোম্পানী গঠিত হইয়াছে জানিয়া আমরা সুখী হইলাম। এই কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা। উহা ১০ টাকা মূল্যের ২ লক্ষ ৫০ হাজার সাধারণ শেয়ারে বিভক্ত। বর্ত্তমানে সমস্ত শেয়ারই বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইয়াছে এবং বিক্রয় হইতেছে। মিঃ আলামোহন দাশ, মিঃ মহেন্দ্রলাল কুণ্ডু, মিঃ চন্দ্রলাল মল্লিক, মিঃ নরসিংহ পাল ও শিশির কুমার দাসকে নিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ড গঠিত হইয়াছে। মেসার্স দাস ব্রাদার্স কোম্পানীর

ম্যানেজিং এজেন্টস্ নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ আলামোহন দাশ এই ফার্ম্মের স্বত্বাধিকারী। ম্যানেজিং এজেন্ট কোম্পানীর নিট লাভের শতকরা দশ ভাগ পারিশ্রমিক হিসাবে গ্রহণ করিবেন। ৩০নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড—কলিকাতায় কোম্পানীর হেড অফিস অবস্থিত।

যেরূপ উদ্যোগ ও উৎসাহ নিয়া বর্ত্তমান কোম্পানীটি গড়িয়া তোলা হইয়াছে এবং যেরূপ কৃতী ব্যবসায়ীদের উপর বর্ত্তমান কোম্পানীর পরিচালনা-ভার ন্যস্ত হইয়াছে, তাহাতে এই কোম্পানীর ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল বলিয়াই মনে হয়। কোম্পানী ইতিমধ্যে জমি সংগ্রহ করিয়া কারখানা তৈয়ারের কার্য্যে হাত দিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। আমরা এই কোম্পানীর দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

সিকিউরিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

নোয়াখালিতে সিকিউরিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের শাখা অফিসের জন্য একটি নূতন ভবন নির্ম্মিত হইয়াছে। সম্প্রতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে এই অফিস ভবনটীর উদ্বোধনক্রিয়া সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত রমণী কান্ত আইচ ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন।

কমলালয় ষ্টোর্স লিঃ

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার কমলালয় ষ্টোর্স লিমিটেডের ১৫৬ নং ধর্ম্মতলাস্থ বিভাগীয় বিপণি পরিদর্শন করেন। কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ খগেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী ও অন্যতম ডিরেক্টর মিঃ পি সি বসু শ্রীযুক্ত সরকারকে সমস্ত বিভাগ দেখাইয়াছেন। এত অল্প সময়ের ভিতর ঐরূপ বৃহদাকার একটি বিভাগীয় বিপণি গড়িয়া তোলা হইয়াছে দেখিয়া শ্রীযুক্ত সরকার বিশেষ প্রীত হন। কিভাবে উহা পরিচালনা করিলে এবং কি সব শ্রেণীর নূতন দ্রব্য সামগ্রী স্থাপন করিলে ঐ বিভাগীয় বিপণিটির উন্নতি সাধিত হইতে পারে শ্রীযুক্ত সরকার তদ্বিষয়ে সময়োচিত পরামর্শ প্রদান করেন।

ক্যালকাটা এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ

সম্প্রতি শিলংয়ে ক্যালকাটা এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটি শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে। আসাম সরকারের অর্থসচিব খাঁন বাহাদুর এস্ রহমান এই শাখা আফিসটির উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

কোম্পানীর ডিরেক্টর মিঃ এস্ আর রাহা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিয়া একটি সময়োচিত বক্তৃতা করেন।

নূতন যৌথ কোম্পানী

হিন্দুস্থান ফিসারিজ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ধীরেন্দ্র নাথ বসু। অনুমোদিত মূলধন ২৫ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৯৩এ, রাসবিহারী এভেনিউ—কলিকাতা।

স্পোর্টস্ ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এস এল খন্না। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৬৩ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

ক্যালকাটা মাইনিং এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীজ্ লিঃ—ডিরেক্টর—মিঃ এস সি মিত্র। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—১৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

কন্টিনেন্টাল এজেন্সীজ্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ সি সি মুখার্জ্জি। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—২নং রাজা উডমণ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এইচ্ রহমান এণ্ড সন্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এইচ্ রহমান। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৫।২৩ নং গ্রাণ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নটসিন (ইণ্ডিয়া) লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ শিওনাথ সিংহ। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—১৫নং চৌরঙ্গী, কলিকাতা।

প্রভাত কেমিক্যালস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এন কে গোভিলস্। অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—১০২ বি ক্লাইভ ষ্ট্রীট—কলিকাতা

ক্লারিট (ইণ্ডিয়া) লিঃ—ডিরেক্টরসি কে ঘোষ। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৩৩ নং টালীগঞ্জ সার্কুলার রোড্—কলিকাতা।

পাইওনীয়ার আয়রণ ওয়ার্কস্ লিঃ—ডিরেক্টর রাধিকা মুখার্জ্জি। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৬৬ নং লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা।

রেল-কোম্পানীর লভ্যাংশ

আরা-সসারাম লাইট রেলওয়ে কোং লিঃ—গত ১৯৪০ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা দুই টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসের হিসাবেও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। **বারাসত বসিরহাট লাইট রেলওয়ে কোং লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে কোন লভ্যাংশ দেওয়া হয় নাই। **চাঁপারমুখ-শিলঘাট রেলওয়ে কোং লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ১৮০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসেও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। **ফতওয়া ইস্‌লামপুর লাইট রেলওয়ে কোং লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ১৮০ আনা। **হাওড়া—আমতা লাইট রেলওয়ে কোং লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ২ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসের হিসাবেও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। **হাওড়া সেরাখলা লাইট রেলওয়ে কোং লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ১।০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসের হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল শতকরা ২ টাকা। **সাদরা (দিল্লী) সাহারাণপুর লাইট রেলওয়ে কোং লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৪ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসের হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল শতকরা ৫ টাকা।

(সাম্প্রদায়িক সমস্যায় গবর্ণর)

বাঙ্গলার বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডল যদি জাতি ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে দেশে নিরপেক্ষ শাসন নীতি মানিয়া লন, তাহা হইলে উহাকে কার্য্যক্ষেত্রে সফল করা কোন কঠিন কাজ হইবে না। এই ব্যাপারে আমরা লাটসাহেবের সমক্ষে একটী কার্য্যক্রম উপস্থিত করিতেছি। বর্ত্তমান মন্ত্রিসভায় হিন্দু মন্ত্রী রহিয়াছেন বটে; কিন্তু উঁহারা হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নহেন। বাঙ্গলার হিন্দুদের উপর গত ৪ বৎসরে যে অত্যাচার অবিচার হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে উহারা একটী অঙ্গুলী হেলন করাও আবশ্যক বোধ করেন নাই। প্রধান মন্ত্রীর বহু অসঙ্গত উক্তির বিরুদ্ধে উহারা একটী কথাও বলেন নাই। উহাদের পক্ষে কিছু করাও কঠিন। কেননা উহাদের মন্ত্রিত্ব-পদ ব্যবস্থা পরিষদের হিন্দু সদস্যদের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল নহে। এ্যংলো-মুস্লীম সদস্যদের অনুগ্রহের উপরই উহাদের মন্ত্রিত্ব নির্ভর করিতেছে। কাজেই মন্ত্রিসভার মুসলমান সদস্যগণ নিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দিবার পর হিন্দুদের স্বার্থ সম্বন্ধে খবরদারী করিবার ভার যদি এই সব হিন্দু মন্ত্রীর উপর ন্যস্ত হয়, তাহা হইলে সমস্যার বিন্দুমাত্রও সমাধান হইবে না। এই জন্য লাট সাহেবকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য সমান সংখ্যক নিরপেক্ষ ও প্রতিনিধি স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমানগণকে লইয়া একটী উপদেষ্টা কমিটী গঠিত করিতে হইবে এবং লাটসাহেব স্বয়ং উহার সভাপতি পদ গ্রহণ করিবেন। নূতন আইন প্রণয়ন, চাকুরীতে লোক নিয়োগ, চাকুরীর প্রমোশন, সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও দাঙ্গাহাঙ্গামা ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারে এই কমিটী সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন এবং প্রয়োজন হইলে সরজমিনে সমস্ত ব্যাপারের তদন্ত করিয়া উক্ত কমিটী অবিচার-পীড়িত সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার জন্য লাটসাহেবকে পরামর্শ দিবেন। অবশ্য কমিটীর মতামত গ্রহণ করা না করা—অথবা উহা কি ভাবে গ্রহণ করা হইবে, তাহা নির্দ্ধারণের চূড়ান্ত দায়িত্ব লাট সাহেবের উপরই ন্যস্ত থাকিবে। এই কমিটী যদি নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করে এবং লাট সাহেব যদি নিরপেক্ষ ভাবে কমিটীর সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করেন, তাহা হইলে ম্যাকডোনাল্ডী বাটোয়ারা, পৃথক নির্ব্বাচন ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও দেশের সাম্প্রদায়িক বিরোধের বহুল পরিমাণ উপশম হইবে।

আমরা আশা করি, বাঙ্গলার লাটসাহেব আমাদের এই সব কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। প্রয়োজন বোধ করিলে আমরা তাঁহার সমক্ষে একটী বিস্তৃততর কার্য্যক্রম উপস্থিত করিতে পারি।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১৪ই মার্চ্চ

এসপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে পূর্ব্বাপর স্বচ্ছলতার ভাব বলবৎ ছিল। কল টাকার (দাবী মাত্র পরিশোধের সর্ত্তে ঋণ) বার্ষিক শতকরা সুদের হার ছিল আট আনা। সুদের হার এইরূপ কম থাকা সত্ত্বেও বাজারে ঋণ-গ্রহীতার তুলনায় ঋণ প্রদাতার সংখ্যাই অধিক ছিল। অন্যান্য বৎসর এই সময়ে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে টাকার দাবী দাওয়া কিছু বৃদ্ধি পাইত। আর তাহার ফলে বাজারে সুদের হারও চড়িয়া যাইত। এবার ব্যবসা বাণিজ্যের দিক দিয়া তেমন কোন কর্ম্মোদ্যম লক্ষিত হইতেছে না। টাকার চাহিদাও সে কারণে কম। কাজেই এবার বাজারে সকলদিক দিয়াই টাকার একটা নিষ্ক্রিয় স্বচ্ছলতা বলবৎ দেখা যাইতেছে।

গত সপ্তাহের তুলনায় এসপ্তাহে ট্রেজারী বিল বাবদ আবেদন পাওয়া গিয়াছে কম। গত ৪ঠা মার্চ্চ ট্রেজারী বিল বাবদ মোট ৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকার আবেদন পাওয়া গিয়াছিল। গত ১১ই মার্চ্চ ৩ মাসের মেয়াদি মোট ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহবান করা হয়। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ২ কোটি ৫৯ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৮/৩ পাই দরের সমস্ত এবং ৯৯৸০ আনা দরের শতকরা ২৪ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার ছিল ॥৶১ পাই। এসপ্তাহে তাহা ॥৶৬ পাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

আগামী ১৮ই মার্চ্চের জন্য ৩ মাসের মেয়াদি মোট ১ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে, তাহাদিগকে আগামী ২১শে মার্চ্চ ঐ বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে।

গত ৫ই মার্চ্চ হইতে ১০ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত মোট ২ কোটী ৭৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইয়াছে। বর্ত্তমানেও ৯৯৮/৩ পাই দরে ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইতেছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণ দৃষ্টে জানা যায়, গত ৭ই মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২৩৭ কোটি ৯৯ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ২৩২ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা ছিল। পূর্ব্ব সপ্তাহের কিংবা এসপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে কোন সাময়িক ধার দেওয়া হয় নাই। পূর্ব্ব সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে ৩২ কোটি ৪৩ লক্ষ ১৭ হাজার রৌপ্য মুদ্রা মজুত ছিল। এসপ্তাহে তাহা দাঁড়াইয়াছে ৩১ কোটি ৯৭ লক্ষ ২৫ হাজার টাকায়। পূর্ব্ব সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্টের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৪৫ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা ও ৩২ কোটি ২ লক্ষ টাকা। এসপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ৪২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা ও ৩৭ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। এসপ্তাহেও বিনিময় বাজারে মন্দার ভাব লক্ষিত হইয়াছে। মাল প্রেরণের জাহাজের অভাবে রপ্তানি বাণিজ্যের অসুবিধা ঘটায় বাজারে এতদিন রপ্তানি বিল উপস্থাপিত হইয়াছে কম। তবে এই অসুবিধা শীঘ্রই কিছু পরিমাণে বিদূরিত হইবে বলিয়া বাজারে বর্ত্তমানে একটা আশা ভরসা সৃষ্ট হইয়াছে। ফলে বহুদিন পরে এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে কিছু উৎসাহের ভাব সঞ্চারিত হইয়াছে। তবে বিনিময় হার সম্পর্কে এখনও কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই।

অদ্য বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ আছে :—

টেলিঃ	হুণ্ডিঃ	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫[illegible] পঃ
ঐ	দর্শনী	,,	১ শি ৫[illegible] পঃ
ডি এ	৩ মাস	,,	১ শি ৬[illegible] পঃ

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১৪ই মার্চ্চ।

দোলযাত্রার ছুটীর দরুণ আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিশেষ কাজকর্ম্ম হয় নাই। বোম্বাই বাজারে উন্নতির সূচনা দেখা দেওয়ায় এ সপ্তাহে কলিকাতায় শেয়ার বাজারেও তাহার অনুকূল প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ হইয়াছে। ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ বেশী না হইলেও বিভিন্ন শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্ত্তমান সপ্তাহ হইতে পুনরায় শেয়ার বাজারে কাজকর্ম্মের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে আশা করা যায়।

কোম্পানীর কাগজ

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে 'ইজারা এবং ঋণদান' বিল পাশ হওয়ার সংবাদে এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ বিভাগে পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী উৎসাহের কারণ ঘটিয়াছে। শতকরা ৩॥০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজের মূল্য ৯৫॥৵০ আনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। মেয়াদি ঋণসমূহের মধ্যে ৩॥০ আনা সুদের ১৯৪৭।৫০ ঋণপত্র ১০২।০ আনা, ৪৲ টাকা সুদের ১৯৬০/৭০ ঋণপত্র ১০৮।০ আনা, ৪॥০ আনা সুদের ১৯৫৫/৬০ ঋণপত্র ১১৩।০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ১৯৬৩/৬৫ ঋণপত্র ৯৪॥৵০ আনা, ৫৲ টাকা সুদের ১৯৪৫/৫৫ ঋণপত্র ১১১৸৵০ আনা, এবং ২৸০ আনা সুদের ১৯৪৮/৫২ ঋণপত্র ৯৭৲ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হইতেছে।

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়েল (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ১৫৩৫৲ টাকা, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১০৫৲ টাকা এবং সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ৪২৸৴০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

কাপড়ের কল

কাপড়ের কল বিভাগে স্থিরভাভাব বজায় ছিল। কানপুর টেক্সটাইল ৬।৵০ আনায় উন্নীত হইয়াছে। কেশোরাম ৬।০ আনা দরে বিকিকিনি হয়।

কয়লার খনি

কয়লাখনির শেয়ারে আলোচ্য সপ্তাহে উৎসাহের বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। মূল্যের দিক দিয়াও অবনতি ঘটিয়াছে। এমালগেমেটেড ২৬।০ আনা, বেঙ্গল ৩৫৲ টাকা, বরাকর ১৩॥০ আনা, নিউ বীরভূম ১৫॥০ আনা, রাণীগঞ্জ ২৪৸০ আনা ষ্ট্যাণ্ডার্ড ২০৲ টাকা এবং ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২৯৸০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হয়।

চটকল

চটকল বিভাগে মোটামুটি দৃঢ়তা পরিলক্ষিত হইলেও কোন কোন কোম্পানীর শেয়ারের মূল্যে অল্পবিস্তর অবনতি ঘটিয়াছে। হাওড়া ৫০৵০ আনায় স্থির আছে। বালী ২১৪৲ টাকা, কামারহাটী (লভ্যাংশবাদ) ৪৪৭৲ টাকা, হুকুমচাঁদ ৮॥৶০ আনা এবং লক্ষরপাড়া ১৮৲ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগেও আলোচ্য সপ্তাহে উল্লেখযোগ্য বিকিকিনি হয় নাই। বোম্বাই বাজারের উৎসাহজনক সংবাদে সপ্তাহের শেষ দিকে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টিল কর্পোরেশন দৃঢ়তাব্যঞ্জক অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৩১৵০ আনা, ষ্টিল কর্পোরেশন ১৯৵০ আনা, বার্ণ ৩৭৪৲ টাকা, এবং ব্রেথওয়েট ৯।০ আনায় হস্তান্তর হইয়াছে।

চিনির কল বিভাগে বিশেষ চাহিদা ছিল না। কানপুর ১৮।০ আনা, কেরু ১৮।০ আনা এবং রাজা ১৫৸০ আনায় বিকিকিনি হয়।

চা বাগান বিভাগেও আলোচ্য সপ্তাহে চাহিদা এবং উৎসাহের অভাব দেখা গিয়াছে। হাসিমারা ৪২৲ টাকা এবং বিশ্বনাথ ২৫৲ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হয়।

বিবিধ কোম্পানীর শেয়ারসমূহের মধ্যে ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ২/০ আনা এবং টিটাগড় পেপার ('এ' এবং 'বি') অর্ডিনারী ১৭৲ টাকায় হস্তান্তর হয়। শেষোক্ত কোম্পানীর শেয়ার সম্পর্কে বিশেষ চাহিদা ছিল না। মেদিনীপুর জমীদারীর শেয়ার ৭০॥০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার ও কোম্পানীর কাগজের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে।

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩—৬৫) ৭ই মার্চ্চ ৯৪॥/০ ; ১০ই মার্চ্চ ৯৪॥০ ; ১১ই—৯৪॥৵ ৯০৵০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ৭ই মার্চ্চ ১০১৲ ১০০৸৵০ ১০০৸৶০ ১০০৸০ ; ১০ই—১০০৸০ ১১ই—১০০৸৵০ ১০০৸৶০ ১০১।০ ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ১০ই—১১১৸৵০ ৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৭ই মার্চ্চ—৯৪৸৵০ ৯৪৸৶০ ৯৪৸৵০ ৯৪৸/০ ; ১০ই—৯৫৲ ৯৫/০ ৯৫৵০ ; ১১ই—৯৫৶০ ৯৫।৵০ ৯৫॥০ ৩॥০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৭ই মার্চ্চ—১০২৲ ১০২/০ ; ১০ই—১০২৲ ১০২৵০ ১০২।০ ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ৭ই মার্চ্চ ১০৮৲ ; ১০ই—১০৮।০ ; ১১ই—১০৮।০ ১০৮।৵ ১০৮॥০ ১০৮॥৵০ ১০৮৸০ ; ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১০ই মার্চ্চ—৮১।৶০ ১১ই—৮১৸০ ৪॥০ সুদের ঋণ (১৯৫৫-৬০) ১১ই ১১৩।০ ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৫২) ১১ই—৯৫।৵০।

ব্যাঙ্ক

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক—৭ই মার্চ্চ (প্রেফ) ১৬০৲ ১৬১৲ ; রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১০ই মার্চ্চ—১০৪৲ ১০৫৲ ১০৩৸০ ; ১১ই—১০৩৸০ ১০৪৸০ ; সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ১১ই—৪২॥৵০।

রেলপথ

দার্জ্জিলিং-হিমালয়ান রেলওয়ে ৭ই মার্চ্চ (প্রেফ) ১০০৲ ; ১০ই (প্রেফ) ১০১৲ ; ১১ই—১০২৲ ময়মনসিংহ-ভৈরববাজার রেলওয়ে ৭ই মার্চ্চ (গ্যাঃ) ১০৯৲ ; সারা-সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে ৭ই মার্চ্চ ১০৪৲ ; কাটাখাল-লালবাজার রেলওয়ে ১১ই—৯১৲।

কাপড়ের কল

কানপুর টেক্সটাইল ৭ই মার্চ্চ—৫৸৵০ ; ১১ই—৬/০ ৬।/০ ৬।৵০ কেশোরাম ৭ই মার্চ্চ ৫৸৶০ ৬৲ ৬।০ নিউ ভিক্টোরিয়া ৭ই মার্চ্চ (অর্ডি) ১৸৵০ ; ১০ই (প্রেফ) ৫।০ ৫॥০ ; ১১ই—১৸৵০ (প্রেফ) ৫৶০।

কয়লার খনি

বেঙ্গল ৭ই মার্চ্চ—৩৫৪৲ ; ১০ই—৩৫১৲ ৩৫৩ ; ১১ই—৩৫২৲ ৩৫১॥০ বড় ধেমো—১০ই—৪৲ ভুলানবাড়ী—৭ই ১১৸৵০ ১২৵০ ১২।০ ; বরাকর—১০ই—১৩।০ ১৩॥০ বোকারো ও রামগড় ৭ই—১৪৲ ৪৪।০ ; ১১ই ১৪॥৵০ ভালগোরা ১১ই—৪৸০ ঘুসিক ও মুশ্লিয়া—৭ই ৪৶০ ৪।৵০ ৪।০ ; ১১ই ৩৸৶০ ঝরিয়া—১১ই—১৪৸০ ; লাকুর্কা ৭ই—৯৶০ ৯।০ ; ১০ই—৯/০ ; মুগুলপুর ১০ই—৯৸৵০ ; নাজিরা ৭ই—৭৸৵০ ; নর্থ দামুদা ৭ই—৫।৵০ ৫॥৵০ ; ১০ই ৫॥০ ৫৸০ ; সামলা ৭ই ২৲ ; ১১ই—২৲ ১৸৵০ ; ষ্টাণ্ডার্ড—১১ই—২০৲ টালচের ৭ই—১।৵০ ; ১০ই ১।/০ ১॥০ ; নিউবীরভূম—১০ই ৩৪॥০ ৩৪৸০ ; ওয়েষ্ট জামুরিয়া ১০ই—২৯৸০।

পাট কল

আগড়পাড়া, ৭ই মার্চ—(প্রেফ) ১৫৪৲ ; ১০ই—২৪৲ ; এলায়ান্স ৭ই—(প্রেফ) ১২৮ ; ১১ই—১২৮৲ ; ক্যালকাটা জুট ১০ই—(প্রেফ) ১০৩৲ ; এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ৭ই—৩০৩৲ ; ১০ই—৩০২৲ ; বিরলা ১০ই—২৫।০ ২৫॥০ ; ১১ই—২৫।০ ২৫॥০ ; বালী ৭ই—(প্রেফ) ১৫৮৲ ; চিতাভালসা—৭ই ৯।০ ; ১১ই—(প্রেফ) ১১১৲ ; হেষ্টিংস ৭ই—(প্রেফ) ১৩৬॥০ ১৩৭॥০ ; ১০ই—(প্রেফ) ১৩৬॥০ ; গৌরীপুর ৭ই—৬৩৭৲ ; হুগলী ১১ই—১৯৲ ; হাওড়া ৭ই—৪৯।৵০ ৪৯॥০ ; ১০ই—৪৯॥৵০ ৪৯৸৵০ ৪৯৸৴০ ৪৯৸৴০ (ঐ প্রেফ) ১৬২৲ ; ১১ই—৪৯৸৵০ ৫০॥০ ৫৯॥৵০ ৫০৵০ ; হুকুমচাঁদ ৭ই—(অর্ডি) ৮॥৵০ ; ১০ই—৮॥৴০ (প্রেফ) ১১৬৲ ; ১১ই—৮॥৵০ ৮॥৴০ ; কামারহাটী ৭ই—৪৪০৲ ; ১১ই—৪৪৭৲ ; কাঁকনারা—১০ই—৩৪৬৲ ; কিনিসন ৭ই—(প্রেফ) ১৭৪॥০ ১৭৫॥০ ; মেঘনা ৭ই—৩৮॥০ ; ল্যান্সডাউন ৭ই—(প্রেফ) ১৩৫৸০ ; ১০ই—১৩৫॥০ ; ন্যাশনাল ৭ই—২০৸৵০ ২১৵০ ; নস্করপাড়া ৭ই—১৭॥০ ১৭৸০ ; ১০ই—১৭॥৵০ ১৭৸৵০ ; ১১ই— ১৭॥৴০ ১৭৸৴০ ১৮৲ ; প্রেসিডেন্সি ৭ই—৪।০ ৪৴০ ; ১০ই—৪৵০ ৪।০ ১১ই—৪।৴০ ; ষ্ট্যাণ্ডার্ড ৭ই—২৬২৲ ; ইউনিয়ন—১০ই—৩৬৫৲ ৩৬৮॥০ ৩৭১৲ ।

খনি

বর্ম্মা কর্পোরেশন ৭ই—৪৸৵০ ; ১০ই—৪৸৵০ ৫৲ ৪৸৴০ ; ১১ই—৪৸৴০ ৫৴০ । ইণ্ডিয়ান কপার ৭ই—২৴০ ২৵০ ২৴০ ; ১০ই—২৴০ ২৴০ ২৲ ২৴০ ; ১১ই—২৴০ । রোডেসিয়া কপার ৭ই—॥৴০ ৸০ ৸৵০ ; কানারপুরা ডেভলপমেণ্ট ১০ই—৮।০ ৮॥০ টেভয়টীন ১১ই—১৲ ।

সিমেণ্ট

ডালমিয়া সিমেণ্ট ৭ই—(অর্ডি) ১১।৴০ ১১॥৴০ ১১॥৴০ ; (প্রেফ) ১১২॥০ ১১১৲ ১১২৲ ১১৩৲ ; ১০ই—(প্রেফ) ২॥৴০ ২৸৴০ ২৸৵০ ১১—ই ১১॥৵০ (প্রেফ) ১১২৲ ১১৩৲ ।

কেমিক্যাল

আলকালি এণ্ড কেমিক্যাল ৭ই—(অর্ডি) ১৮৵০ (প্রেফ) ১২৩৲ ; ১১ই—(অর্ডি) ১৮।০ । বেঙ্গল কেমিক্যাল ১১ই—(প্রেফ) ১৮।০ ।

ইলেকট্রিক ও টেলিফোন

বেঙ্গল টেলিফোন ৭ই—(প্রেফ) ১১॥৵০ ১১৸৵০ ; ১০ই—১১৸৵০ । বেনারেস ইলেট্রিক ১১ই—১৪।৴০ ; সাহাজানপুর ইলেট্রিক ১১ই—৬৴০ ।

ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী

ইণ্ডিয়ান গ্যালভানাইজিং ৭ই—২৯।৵০ ২৯॥০ ১০ই—২৯৲ ; ১১ই—২৯।০ । বৃটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ১১ই—১০॥০ ১০৸০ ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ৭ই—৩০।০ ৩০।৴০ ৩০॥৵০ ৩০।৴০ ৩০॥৴০ ৩০।৴০ ; ১০ই—৩০॥০ ৩০।৵০ ৩০॥৴০ ৩০॥৵০ ; ১১ই—৩১।০ ৩১।৴০ ৩১৴০ । হুকুমচাঁদ ষ্টীল ১১ই—(প্রেফ) ৩৲ ষ্টিল কর্পোরেশন ৭ই—(অর্ডি) ১৮॥০ ১৮।৴০ ১৮॥০ ১৮॥৴০ ১৮৸৴০ ১৮॥৴০ ; ১০ই—১৮॥৴০ ১৮৸৴০ ১৯৴০ ১৮৸০ (প্রেফ) ১১৫॥০ ১১৬৲ ; ১১ই—১৯।০ ১৯৲ ১৯।০ ১৯॥০ ১৯৵০ (প্রেফ) ১১৭৲ ।

চিনির কল

কেরু এণ্ড কোং ৭ই মার্চ (প্রেফ) ১১৬৲ ১১৭৲ ; ১০ই—৯।০ ৯॥০ কানপুর ৭ই—(প্রেফ) ১৭২৲ ১৭৩৲ ১৭৪৲ ; ১১ই—(অর্ডি) ১৮।০ বুল্যাণ্ড ১১ই—১৫।০ রাজা ৭ই—১৫৸০ ; ১১ই—১৬৵০ রামনগর কেইন এণ্ড সুগার ১০ই—(অর্ডি) ৮৵০ ৮।৵০ ।

চা বাগান

গঙ্গারাম ৭ই—৩৬০৲ ; বেন্তেলী ১১ই—৫।০ ৫॥০ ; হাসিমারা ৭ই—৪১৸০ ৪২৲ ; বিশ্বনাথ ১১ই—২৫৲ ; হাতীকিরা ১১ই—১৬॥০ ; গিরেলে ১০ই—৯॥০ ৯৸০ ; নাগাছিলস্ ১০ই-১৩৲ ১৩।০ ; মিণ্ট ১০ই—১৫০৲ ; রায়ডাক ১০ই—৫৮॥০ ; দার্জ্জিলিং টি এণ্ড সিঙ্কোনা ১১ই—১৪৩৲ ১৪৪৲ ।

বিবিধ

বি, আই কর্পোরেশন ৭ই মার্চ (অর্ডি) ৪।৵০ ৪॥০ ; ১০ই—৪।৴০ ৪॥৴০ ৪॥০ ৪॥৵০ ; ১১ই—৪।৴০ ৪॥৵০ ৪॥৴০ ; ইণ্ডিয়ান উড্ প্রডাক্টস ৭ই—২৭।৵০ ; বৃটীশ বর্ম্মা পেট্রোলিয়ম ১১ই—৩৵০ ৩।০ ; ষ্টোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ ৭ই—(অর্ডি) ২০॥৵০ ; ইন্দো বর্ম্মা পেট্রোলিয়াম ৭ই—(প্রেফ) ১২৬৲ ১২৮৲ ; ১০ই—(প্রেফ) ১২৭॥০ ; টাইড্ ওয়াটার অয়েল ১১ই—১৪৸০ ১৫৲ ; টিটাগড় পেপার ৭ই—(অর্ডি) ১৬৸৵০ ১৭৵০ ; ১০ই—(প্রেফার্ড অর্ডি) ৫৴০ ৫।৴০ (অর্ডি) ১৬৸০ ; ১১ই—১৬৸৵০ ১৫৵০ ১৭।০ ১৬৸৵০ ; মেদিনীপুর জমিদারী ৭ই—৭০৲ ; আসাম টি ৭ই—৩।৵০ ; বেঙ্গল আসাম ষ্টিম সিপ ৭ই—২৫০৲ ; ১০ই—২৪৭৲ ২৪৮৲ ।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১৪ই মার্চ

এসপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারে দরের উল্লেখযোগ্যরূপ চড়তি লক্ষিত হইয়াছে। গত ৮ই মার্চ আমরা যখন পাটের বাজারের সমালোচনা করিয়াছিলাম তখন ঐ তারিখে বাজারে পাটের সর্ব্বোচ্চ দর ছিল ৩৩৸৵০ আনা। গত ১০ই তারিখ তাহা ৩৪॥০ আনা হয়। ১১ই মার্চ তাহা ৩৬৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠে। অদ্য ১৫ই মার্চ বাজারে পাটের দর সর্ব্বোচ্চ ৩৮॥০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়া শেষ পর্য্যন্ত ৩৮।৵০ আনা দরে বাজার বন্ধ হইয়াছে। নিম্নে ফাটকা বাজারের এসপ্তাহের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল :—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
১০ই মার্চ	৩৪॥০	৩৪।০	৩৪॥০
১১ই ,,	৩৬৲	৩৪॥৵০	৩৬৲
১৫ই ,,	৩৮॥০		৩৮।৵০

(অন্যান্য দিন বাজার বন্ধ ছিল)

চট ও থলের জন্য নূতন অর্ডার আসায় এবং অদূর ভবিষ্যতে আরও অর্ডার পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাওয়ায় এ সপ্তাহে পাটের বাজারে একটা উৎসাহের ভাব সঞ্চারিত হইয়াছে। ফলে পাটের দরও চড়িয়া উঠিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে ৪৫ লক্ষ গজ চটের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে একটি অর্ডার পাওয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি ১ কোটি ১২ লক্ষ গজ চটের জন্য একটি নূতন অর্ডার আসিয়াছে। তাহা ছাড়া ভারত গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই আরও ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ পাটের থলের জন্য অর্ডার দিবেন বলিয়া পাটকলওয়ালাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। এই প্রকার অর্ডারের সম্ভাবনা দেখিয়া ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ এসোসিয়েসন এপ্রিল মাসে পূরাদমে পাটকলের কাজ চালাইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। চট ও থলের অর্ডার পাওয়ার সম্ভাবনা ছাড়া এসপ্তাহে আমেরিকা হইতেও বাজারে কিছু বেশী পরিমাণে পাটের দাবী দাওয়া হইয়াছে। এই সমস্তের ফলে স্বভাবতঃই এসপ্তাহে পাটের দর কিছু তেজী হইয়া উঠিয়াছে।

মেসার্স সিন্‌ক্লেয়ার মারে কোম্পানী গত ৮ই মার্চ তারিখে যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দৃষ্টে বিভিন্ন অঞ্চলে এপর্য্যন্ত কি পরিমাণ পাটের চাষ হইয়াছে তাহার একটা মোটামুটি বিবরণ অবগত হওয়া যায়।

এই রিপোর্টে প্রকাশ, গত বৎসর ঐ সময়ে নারায়ণগঞ্জে যে স্থলে পাঁচ আনা জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল এবার সেস্থলে অর্দ্ধ আনা পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। চাঁদপুরে পাঁচ আনার স্থলে অর্দ্ধ আনা, হাজীগঞ্জে আড়াই আনা স্থলে অর্দ্ধ আনা, এলাসিনে তিন আনা স্থলে এক আনা, ময়মনসিংহে এক আনা স্থলে অর্দ্ধ আনা পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। আশুগঞ্জ ও সরিষাবাড়ী অঞ্চলে পাটের চাষ এখনও সুরু হয় নাই। সিরাজগঞ্জ ও তাড়ুরায় এপর্য্যন্ত যে পাটের চাষ হইয়াছে তাহা নগণ্য।

আলগা পাটের বাজারে ইউরোপীয় মিডল্ ও বটম্ শ্রেণীর পাট যথাক্রমে প্রতিমণ ৮৷৷০ আনা ও ৬৸০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে। পাটকল-ওয়ালারা, 'সুপারভাইজড্' ডিষ্ট্রিক্ট বটম শ্রেণীর পাট প্রতিমণ ৬৲ টাকা দরে ক্রয় করিয়াছিল।

এসপ্তাহে পাকাবেল বিভাগে রপ্তানিকারকদের দিক হইতে পাটক্রয়ের আগ্রহ লক্ষিত হইয়াছিল। ডাণ্ডির জন্য এসপ্তাহে প্রতিবেল ৬৭৲ টাকা দরে লাইটনিং পাট ক্রয় করা হইয়াছে।

থলে ও চট

এসপ্তাহে থলে ও চটের বাজার বেশ চড়া দেখা গিয়াছে। গত ৭ই মার্চ্চ বাজারে ৯ পোর্টার চটের দর ১৪৶৬ পাই ও ১১ পোর্টার চটের দর ১৮৷৷০ আনা ছিল। গতকল্য বাজারে তাহা যথাক্রমে ১৫৷৷০ আনা ও ২১৲ টাকা দাঁড়ায়।

সোণা ও রূপা

সোণা

কলিকাতা, ১৪ই মার্চ্চ

আলোচ্য সপ্তাহে সোণার বাজারে কাজকর্ম্মের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হয় নাই। বোম্বাই বাজারেই নিষ্ক্রিয়তা বিশেষ পরিলক্ষিত হইয়াছে। সপ্তাহের প্রথমভাগে বাজারে পড়্‌তিভাব দেখা দিয়াছিল; কিন্তু শেষভাগে এই অবস্থার অনেকটা পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। অদ্য বোম্বাই বাজারে রেডি সোণা ৪৩৷৶০ আনায় বাজার খুলিয়া ৪৩৸৬ পাইয়ে বাজার বন্ধ হয়।

রূপা

সপ্তাহের প্রথমভাগে রূপার বাজারেও বিশেষ নিষ্ক্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ মোটেই উল্লেখযোগ্য হয় নাই। শেষ দিকে তুলার বাজার এবং সোণার বাজারে উৎসাহ দেখা দেওয়ায় রূপার বাজারেও কাজকর্ম্মের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া মন্দার ভাব কাটিয়া গিয়াছে এবং মূল্যের দিক দিয়াও অল্পবিস্তর উন্নতি হইয়াছে। মিণ্ট রূপা ৬৩৷৴০ আনা পর্য্যন্ত দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। অদ্য বোম্বাই বাজারে রেডি রূপা ৬৩৶০ আনা দরে বাজার খুলিয়া ৬৩৶০ আনায় বাজার বন্ধ হইয়াছে।

এ সপ্তাহে লণ্ডনের রূপার বাজারেও নিরুৎসাহের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। প্রতি আউন্স স্পট রূপার মূল্য ২৩½ পেনী। চাহিদাও কম—বিক্রেতাদের মধ্যেও আগ্রহাতিশয্য দেখা যায় না।

তূলা ও কাপড়

তূলা

কলিকাতা, ১৪ই মার্চ্চ

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইএর তূলার বাজার অত্যধিক চড়া গিয়াছে। সুদূর প্রাচ্যের রাজনীতিক জটিলতা কতকটা তিরোহিত হওয়ায়, শ্যামরাজ্য ও ইন্দোচীনের মধ্যে যুদ্ধবিরতির ফলে, জাহাজ চলাচল কতকটা সুগম হওয়াতে এবং মিলসমূহ আশানুরূপ পরিমাণ তূলা ক্রয় করিতে আরম্ভ করাতেই এই উন্নতি দেখা দিয়াছে। বাজারের ধারণা এই যে, লম্বা আঁশযুক্ত তূলার অভাব হইবে। নিউইয়র্কের বাজারের সংবাদও উৎসাহ-ব্যঞ্জক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আলোচ্য সপ্তাহে বরোচ এপ্রিল-মে ১৯৭৷৷০ আনা, জুলাই-আগষ্ট ২০০৷৷০ আনা, ওমরা মার্চ্চ ১৫৮৸০, মে ১৬০৲, জুলাই ১৬২৸০, এবং বেঙ্গল মার্চ্চ ১২৫৸৶০ এবং মে ১২৫৸০ আনার কারবার হয়।

নিউইয়র্কের বাজারেও আশানুরূপ কারবার সম্পন্ন হইয়াছে এবং কৃষিঋণদান সম্পর্কে সরকারী নীতি অনুকূল বলিয়া প্রতীয়মান হওয়াতে তূলার মূল্যেরও উন্নতি হয়। আলোচ্য সপ্তাহে বাজার বন্ধের সময় মার্চ্চের দর ১০.৭৮ সেণ্ট দাঁড়ায়। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহা ১০.৪৩ সেণ্ট ছিল। মের দর ১০.৭৭ সেণ্ট দাঁড়ায়। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহা ১০.৩৯ সেণ্ট ছিল। লিভারপুলের বাজারেও চড়্‌তাভাব দেখা যায়। মার্চ্চ এবং মে-র দর যথাক্রমে ৮.৪৭ পেনী এবং ৮.৪৮ পেনী দাঁড়ায়। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহা যথাক্রমে ৮.৩১ পেনী এবং ৮.৩২ পেনী ছিল। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তূলা মজুদ করিবার নীতি গ্রহণ করাতে এবং তূলা আমদানীতে বিশেষ বিঘ্ন সৃষ্টি হইবার ফলে লিভারপুলের তূলার বাজার শীঘ্রই বন্ধ হইয়া যাইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে।

সূতা

সূতার বাজারে বিশেষ কর্ম্মোৎসাহ দেখা যায়। মোটা এবং মাঝারি ধরণের সূতার উল্লেখযোগ্য কারবার হয়।

কাপড়

কলিকাতা, ১৪ই মার্চ্চ

স্থানীয় কাপড়ের বাজার সমভাবে চড়া গিয়াছে। জাপানী কাপড় কাটুতির দিকে ব্যবসায়িগণ আগ্রহ প্রদর্শন না করাতে মূল্যের হার দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। শীঘ্র ডেলিভারী দিবার সামর্থ নাই বলিয়া দেশী মিল সমূহের কারবার খুব নিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালিত হয়। বিদেশের সহিত কাপড়ের কারবার সম্পর্কে কথাবার্ত্তা চলিতেছে। স্থানীয় মিলসমূহ মোটা কাপড়ের কিছু পরিমাণ অর্ডার পাইয়াছে।

চিনির বাজার

কলিকাতা, ১৪ই মার্চ্চ

বিহার ও যুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট চিনির উৎপাদন শুল্ক বৃদ্ধি করিবেন না ঘোষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আলোচ্য সপ্তাহে চিনির মূল্য মণ প্রতি তিন আনা হইতে চার আনা হ্রাস পায়। স্থানীয় বাজারে এবং নিকটবর্ত্তী বাজারসমূহে চিনির চাহিদা স্বাভাবিক চাহিদা অপেক্ষা কম বলিয়া পরিলক্ষিত হয়। বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন স্থানে খান্দেশ্বরী এবং গুড়ের মূল্য সস্তা জন্য কলের চিনির চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে না। চিনির মূল্য আরও হ্রাস পাইবার আশঙ্কায় ব্যবসায়িগণ বাজারের ভবিষ্যত গতি লক্ষ্য করিতেছেন। বাঙ্গলাতে যে সকল চিনির কলে চিনি মজুদ আছে তাহারা চিনির মূল্যের হার হ্রাস না করাতে বাজারে একটা আশা আকাঙ্ক্ষার ভাব জাগ্রত হইয়াছে। মোটা দানার চিনির চাহিদা ভাল আছে এবং উহা অন্যান্য ধরণের চিনি অপেক্ষা প্রতি মণে ছয় আনা হইতে আট আনা অধিক মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। বাজারের ধারণা এইযে বর্ত্তমান অবস্থা বেশী দিন স্থায়ী হইবে না; দুই এক সপ্তাহের মধ্যেই কারবার বৃদ্ধি পাইবে। কলিকাতার বাজারে ৯৫ হাজার বস্তা চিনি মজুদ আছে বলিয়া অনুমিত হয়। বিভিন্ন প্রকার চিনির নিম্নরূপ দর বলবৎ ছিল। দর্শনা—৯৬০; গোপালপুর—৯৵১০; সিতাবগঞ্জ—৯৶১৫; পলাশী—৯॥১০; রিগা—৯৲; হাসানপুর—৯৵০; সেমাপুর—৯৶৩; তামকোহি—৯৴১০; বেলডাঙ্গা—৯৶১০; বিহিটা—৯৵৩; লোহাট—৯৵০ (প্রতি মণ)।

চামড়ার বাজার

কলিকাতা, ১৪ই মার্চ্চ

আলোচ্য সপ্তাহে ছাগলের চামড়ার মূল্য আরও হ্রাস পায়। গরুর চামড়ার বাজারেও কোন উন্নতি দেখা যায় নাই। বাজারে বিভিন্ন প্রকার চামড়ার নিম্নরূপ কারবার হয়।

ছাগলের চামড়া—পাটনা—৫ হাজার ৬ শত টুকরা ৪২-৫০৲। ঢাকা-দিনাজপুর—৪৮ হাজার ২ শত টুকরা ৬০৲-৭৫৲ হিঃ। আর্দ্র-লবণাক্ত—৩৩ হাজার ৪ শত টুকরা ৫০৲-৭৫৲ হিঃ; ইহা ছাড়া বাজারে পাটনা ৪ লক্ষ ১৫ হাজার, ঢাকা-দিনাজপুর ১ লক্ষ ৫৯ হাজার এবং আর্দ্র-লবণাক্ত ৩৫ হাজার ১ শত টুকরা ছাগলের চামড়া মজুদ ছিল।

গরুর চামড়া—আগ্রা আর্সেনিক ১ শত টুকরা ১৬৲ হিঃ; রাঁচি-গয়া-দ্বারভাঙ্গা আর্সেনিক ২ হাজার ৬৮০ টুকরা ৯৸০-১৩।০ হিঃ; নেপাল-দার্জ্জিলিং সাধারণ ১ হাজার টুকরা ৫॥০ হিঃ; আর্দ্র-লবণাক্ত ৩ হাজার ৬ শত টুকরা ৵৯ পাই হইতে ৶০ আনা পর্য্যন্ত। কসাইখানার আর্দ্র-লবণাক্ত চামড়া ১ হাজার ২০ টুকরা ১১৫৲-১৪০৲ (প্রতি কুড়ি); ঢাকা-দিনাজপুর ৩ হাজার ২৭০ টুকরা ৫।০-৬৲ হিঃ; নেপাল—সাধারণ মহিষের চামড়া ১ শত টুকরা ৪।০ হিঃ। এতদ্ব্যতীত ঢাকা-দিনাজপুর লবণাক্ত ৯ হাজার ২ শত, আগ্রা-আর্সেনিক ৮ হাজার, দ্বারভাঙ্গা-রাঁচি আর্সেনিক ২ হাজার, দ্বারভাঙ্গা পূর্ণিয়া সাধারণ ৪১ হাজার ১ শত; নেপাল-দার্জ্জিলিং সাধারণ ২ হাজার ৩ শত, রাঁচি-গয়া সাধারণ ৪ হাজার ৫ শত, গোরক্ষপুর-বেনারস সাধারণ ২ হাজার ৫ শত, আসাম-দার্জ্জিলিং লবণাক্ত ১ শত এবং আর্দ্র-লবনাক্ত ১৭ হাজার ৮ শত টুকরা গরুর চামড়া মজুদ ছিল। ৭ হাজারটুকরা মহিষের চমড়া মজুদ ছিল।

অভ্রের বাজার

কলিকাতা, ১৪ই মার্চ্চ

সম্প্রতি অভ্রের বাজারে অত্যধিক পরিমাণে চাহিদা দেখা দিয়াছে। উপযুক্ত শ্রমিকের অভাবে খনিসমূহ এই চাহিদা তৎপরতার সহিত মিটাইতে সক্ষম হইতেছে না। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে অভ্রের রপ্তানি যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ফলে জাহাজ পাওয়া দুর্লভ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমেরিকার বাজারে প্রেরিত অভ্র জাহাজের অভাবে খিদিরপুর ডকে পড়িয়া আছে এবং তজ্জন্য বৃথা গুদাম ভাড়া বৃদ্ধি পাইতেছে। মহীশূরে বিমানপোত নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপনের ফলে দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদাও বৃদ্ধি পাইবার সমূহ সম্ভাবনা রহিয়াছে। অভ্রের বাজার সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বৈদ্যুতিক কাজে অভ্র ব্যবহার সম্পর্কে সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে গবেষণা কার্য্য চলিতেছে। উহা সফল হইলে অভ্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যত আশা করা যায়। আলোচ্য সপ্তাহে অভ্রের মূল্য কম বেশী অপরিবর্ত্তিত ছিল।

খৈলের বাজার

কলিকাতা, ১৪ই মার্চ্চ

রেড়ির খৈল—আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় রেড়ির খৈলের বাজার স্থির ছিল। মিলসমূহ প্রতি মণ খৈলের জন্য ২।০ আনা হইতে ২।৵০ আনা দর দিতেছে। অপর পক্ষে আড়তদারগণ উহার প্রতি দুই মণী বস্তা (বস্তার মূল্য ।০ আনা সহ) ৫৲ টাকা হইতে ৫।০ আনা দর দিতেছে। স্থানীয় খরিদ্দারগণ খুব সামান্য পরিমাণে রেড়ির খৈল ক্রয় করিতেছেন।

সরিষার খৈল—আলোচ্য সপ্তাহে সরিষার খৈলের বাজারও স্থির ছিল। মিলসমূহ প্রতি মণ খৈলের জন্য ১৵০ হইতে ১।০ আনা দর দিতেছে। অপর পক্ষে আড়তদারগণ উহার প্রতি দুই মণী বস্তা (বস্তার মূল্য ।০ আনা সহ) ৩।০ আনা হইতে ৩॥০ আনা দর দিতেছে। স্থানীয়

খরিদ্দারগণ কারবারের দিকে বিশেষ মনোযোগ না দিয়া বাজারের গতি লক্ষ্য করিতেছে। সরিষার খৈলের কোন রপ্তানি বাণিজ্য হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই।

ধান ও চাউলের বাজার

কলিকাতা, ১৫ই মার্চ

কলিকাতার বাজার—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান ও চাউলের বাজার সমভাবে চড়া গিয়াছে। পাটনাই শ্রেণীর ধানের চাহিদা পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন প্রকার প্রতিমণ ধান ও চাউলের নিম্নরূপ দর বলবৎ ছিল।

ধান—গোসাবা পাটনাই (নূতন)-৩৷/০-৩৷/৬ ; রূপশাল-(নূতন)৩৷/৬-৩৷৶৬ ; দাদশাল—৩৸৵০-৪৲। মাঝারি পাটনাই—৩৷৬ ৩৶৬, পুবাপাটনাই—৩/০—৩৶০ ; সাধারণ পাটনাই—৩৵৬—৩৷৬, দেউলী পাটনাই—৩৶০—৩৶৩, গুড়াশাল—২৸/০—২৸৶৬, সাদামোটা—২৸০—২৸/০, হামাই—৩৶৬—৩৷/০ ; হোগলা—২৸৶০—২৸৵৬, কাটারীভোগ ৪নং—৪৶৬, যশোরা—৩৷৵০—৩৷০, দেউলী মোটা—২৷৵৬ পাই।

চাউল—পুরাতন গোসাবা ২৩নং পাটনাই—৫৷৶০, ঐ (নূতন) ৫৷৵০ রূপশাল (কলছাটি)—৬/০, কাটারীভোগ—(ঢেকি)৬৸৶০, কামিনী আতব—৬৷৶০

রেঙ্গুনের বাজার—আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুনের ধান ও চাউলের বাজারের কোন বিস্তৃত সংবাদ হস্তগত হয় নাই।

সম্প্রতি ব্রহ্মদেশীয় প্রতিনিধি সভায় জনৈকা মহিলা সদস্য ধান ও চাউলের রপ্তানি বাণিজ্যে সরকারী নিয়ন্ত্রন নীতি প্রবর্ত্তনের দাবী করিয়া এক প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। গবর্ণমেন্টের পক্ষে প্রধান মন্ত্রী এই বিষয়টী বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া বলেন, ধান ও চাউলের বর্ত্তমান মূল্যের হার বিবেচনায় যদি নিয়ন্ত্রন নীতি যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হয় এবং অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন সম্পর্কে ধান ও চাউল যথেষ্ট নহে বিবেচিত হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেন্ট রপ্তানি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিবেন। রপ্তানি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের এই আশ্বাসবাণী এবং আলোচ্য প্রস্তাবে ধান ও চাউলের বাজারে যে সমূহ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

লৌহের বাজার

কলিকাতা, ১৪ই মার্চ

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার লৌহের বাজারে প্রতি হন্দর বিভিন্ন প্রকার লৌহজাত দ্রব্য ও টীনের নিম্নরূপ দর বলবৎ ছিল।

টাটা মার্কা জয়েন্ট লোহা	১৯৲—২৫৷০
ঐ বে মার্কা (হালকা ওজন)	১৮৷৹—২১৲
বরগা (টী আয়রণ)	১৯৲—২০৲
এঙ্গেল আয়রণ (কোণা)	১৮৷০—২১৷০
পাটী লোহা	১৮৲—২১৷০
বোল্ট্ লোহা (গোল)	১৮৲—১৯৲
গরাদে লোহা (চৌকা)	১৮৲—১৮৷০
গোল রড্ লোহা ১¼" × ১⅛" (কংক্রীটের জন্য)	২০৷০—২৯৷০
প্লেট লোহা	২৩৷০—৩২৷০
চাদর লোহা	২২৲—২৫৷০
তার কাঁটা (পেরেক) ১"—৬"	২৫৸০—২৮৷০
গ্যালভ্যানাইজ করা ঢেউটীন (টাটা)	
২২ গেজ	১৭৷০—১৮।০
২৪ গেজ	১৮৷০—১৮৸০
২৬ গেজ	২১৷০—২২৷০
গ্যালভ্যানাইজ করা পাতটীন (টাটা)	
২৪ গেজ	২০৲—২০৷০
২৬ গেজ	২২৷০—২৩৲
রেণ ওয়াটার পাইপ ৩ ৪'	।১৫ ।৶১০ (প্রতিফুট)
প্লেট কাটিং (ছিট কাটা)	৭৸০ ৮৷০

মশল্লার বাজার

কলিকাতা ১৪ই মার্চ

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় মসল্লার বাজারে প্রতি মণ বিভিন্ন প্রকার জিনিষের নিম্নরূপ দর বলবৎ ছিল :—

হরিদ্রা	৮৷০ ৯৷০ ১২৲
জিরা	২২৷০ ২৪৷০ ২৬৲
মরিচ	১১৷০ ১২৲ ১২৷০
ধনে	৪৷০ ৫৷০
লঙ্কা	৯৷০ ১০৲
সরিষা	৫৷০ ৬৷০
মেথী	৫৷০ ৬৲
কা: জিরা	৮৸০ ৯৲ ১০৲
পোস্তদানা	৯৸০ ১০৷০ ১১৷০
দেশী সুপারি	১০৲ ১২৷০ ১৩৷০
জা: কা: সুপারি	১১।০ ১১৷০
ঐ গো: সুপারি	৮৷০ ৯৷০
পিনাং কেশুয়া	১০৸০ ১১৲
জাভা কেশুয়া	১২।০ ১২৷০
কেশুয়া ফ্লাওয়ার	৮৷০ ৯৷০ ১০৷০
ছোট এলাচ	৪।০ ৫৲ সের
বড় এলাচ	৩৩৲ ৩৪৲
লবঙ্গ	৫২৲ ৫৫৲
দারুচিনি	৩৫৲ ৩৬৲
মৌরি	১০৷০ ১২৲ ১৩৲
গুটী খদির	১৪৲ ১৭৲ ১৮৲
জ্যেষ্ঠ মধু	১১৲ ১২৲
কিসমিস	১৫৷০ ১৬৲
হিং	২৲ ৩৲ ৫৲ সের
কর্পূর	৭৲ সের
সার্জ্জিকেল অয়েল	১৶০ ডজন
মধু	১২৲
ধুনা	৯৸০ ১০৷০

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৩য় বর্ষ, ২য় খণ্ড | কলিকাতা, ২৪শে মার্চ্চ, সোমবার ১৯৪১ | ৪৪শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

পাটচাষীর দুর্ভাগ্য

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কলিকাতার চটকলসমূহ থলে ও চটের জন্য নূতন অর্ডার পাওয়াতে ফাটকা বাজারে পাটের দর উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বাজারে বিক্রয়যোগ্য পাট থলে, চট প্রভৃতির দরও চড়িয়াছে। কিন্তু উহার ফলে পাটচাষীর কোন উপকার হইতেছে না। চটকলসমূহ ইতিপূর্ব্বে এত অধিক পাট কিনিয়া তাহা মজুদ রাখিয়াছে, যাহাতে এই নূতন অর্ডারের জন্য উহাদিগকে পাটক্রয়ের জন্য মফঃস্বলের শরণাপন্ন হইতে হইবে না। নিতান্ত দুঃখ ও ক্ষোভের কথা এই যে, বাঙ্গলার কৃষক গলদঘর্ম্ম হইয়া এবং সাপ ও কুমীরের সহিত যুদ্ধ করিয়া যে পাট উৎপাদন করিতেছে, মুষ্টিমেয় চটকলওয়ালা তাহার ফলভোগ করিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতার বাজারে ৯ পোর্টার চটের প্রতি ১০০ গজ ১৬ টাকার কাছাকাছি দরে বিক্রয় হইতেছে। ৯ পোর্টার চট মিডল ও বটম অর্থাৎ দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর পাটের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে, এবং ১০০ গজ চট তৈয়ার করিতে ২৫ সেরের অধিক পাটের প্রয়োজন হয় না। প্রতি একশত গজ চট তৈয়ার করিতে খরচার পরিমাণ যদি দুই টাকা এবং চটকলসমূহের ন্যায্য লাভের পরিমাণ যদি টাকায় চার আনাও ধরা হয়, তাহা হইলেও চটের বর্ত্তমান দর অনুযায়ী প্রতি মণ পাটের অন্ততঃ ১৭।॰ টাকা মূল্য হওয়া উচিত। কিন্তু বর্ত্তমানে কলিকাতার বাজারে মিডল শ্রেণীর পাট ৮৸৹ এবং বটম শ্রেণীর পাট ৬৸৹ আনা দরে বিক্রয় হইতেছে। মফঃস্বলে একপ্রকার কোন বিকিকিনিই নাই। সেখানে ক্রেতাগণ অনুগ্রহ পরবশ হইয়া কৃষককে যাহা প্রদান করিতেছে কৃষক তাহাই গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছে এবং এজন্য কৃষক পাটের ন্যায্য মূল্য হইতে প্রতি মণে অন্ততঃ পক্ষে ১০ টাকা করিয়া বঞ্চিত হইতেছে। বাঙ্গলা সরকারের কর্ণধারগণ উহা দেখিয়াও তাহার কোন প্রতিকার করিতে সমর্থ হইতেছেন না। দেশের দরিদ্র জনসাধারণকে মুষ্টিমেয় কলওয়ালা কর্ত্তৃক এইভাবে শোষণের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আর কোন স্থানে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। দেশবাসীর ন্যায়সঙ্গত স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের এই প্রকার উদাসীনতা ও অকর্ম্মণ্যতার দৃষ্টান্তও পৃথিবীর আর কোন দেশে আছে কি না সন্দেহ। বাঙ্গলা দেশ বলিয়াই বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডল এরূপ অকর্ম্মণ্যতা সত্ত্বেও এখনও টিকিয়া আছেন। অন্য দেশ হইলে উহারা বহু পূর্ব্বেই বিতাড়িত হইতেন।

সমস্যার জটিলতা

বাঙ্গলা সরকার গত বৎসর হঠাৎ বাধ্যতামূলকভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব পরিত্যাগ করিয়া যে নির্ব্বুদ্ধিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার ফলেই আজ কৃষক এরূপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। পাটচাষীকে এই ব্যাপারে স্বাধীনতা দেওয়ার ফলে গত বৎসর ১ কোটী ২৫ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হয়। এই পাটের মধ্যে গত ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত চটকলওয়ালারা ছয়ত্রিশ লক্ষ বেল পাট দ্বারা কলে চট ইত্যাদি তৈয়ার করিয়াছে। কিন্তু এই সময় পর্য্যন্ত কলিকাতায় মফঃস্বল হইতে ৬৬॥ লক্ষ বেল পাট আমদানী হইয়াছে। এবার কলিকাতা বন্দর দিয়া বিদেশে খুব কম পরিমাণ পাট রপ্তানি হইতেছে। কাজেই উহার মধ্যে অন্ততঃ ৬০ লক্ষ বেল পাটই চটকলসমূহ খরিদ করিয়াছে

বলা চলে। সুতরাং এবারের কেনাবেচার হিসাবেই চটকলগুলির হাতে ২৪ লক্ষ বেলের মত পাট মজুদ আছে। এতদ্ব্যতীত বৎসরের প্রথমে উহারা ২০ লক্ষ বেল মজুদ পাট লইয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছিল। এরূপ অবস্থায় বর্ত্তমানে চটকলগুলির হাতে ৪৪ লক্ষ বেল—অর্থাৎ ৮।৯ মাসের খরচের উপযুক্ত পাট মজুদ হইয়াছে বলা চলে। উহা ছাড়া গত বৎসরের উৎপন্ন পাটের মধ্যে ৬০ লক্ষ বেল (১২৬ লক্ষ বেল—৬৬ লক্ষ বেল) পাট এবং গত পূর্ব্ব বৎসরের জের হিসাবে মজুদ ১০ লক্ষ বেল পাট—মোট ৭০ লক্ষ বেল পাট অবিক্রীত অবস্থায় বাজারে পড়িয়া রহিয়াছে। যেখানে চটকলগুলির হাতে ৮।৯ মাসের খরচের উপযুক্ত পাট মজুদ হইয়াছে এবং বাজারে উহার প্রায় দ্বিগুণ পাট খরিদ্দার খুঁজিতেছে সেখানে যদি কেহ মনে করে যে কোনরূপ চুক্তি বা প্রচারকার্য্য দ্বারা পাটের মূল্য চড়ান যাইবে, তাহা হইলে তাহার মত মূর্খ আর কেহ নাই। গত বৎসর বাঙ্গলা সরকার যখন বাধ্যতামূলকভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণনীতি পরিত্যাগ করেন তখন আমরা বলিয়াছিলাম যে, উহার ফলে ২।৩ বৎসর পর্য্যন্ত পাটের উপযুক্তরূপ মূল্য হইবে না। আমাদের এই কথা বর্ণে বর্ণে সত্য হইতে চলিয়াছে। এবার চটকলগুলির হাতে ও বাজারে যে পাট মজুদ থাকিয়া যাইবে তাহাতে চলতি বৎসরে গত বৎসরের তুলনায় একতৃতীয়াংশ জমিতে পাটের চাষ হইলেও আগামী বৎসরে যে পাটের উপযুক্তরূপ মূল্য হইবে না, তাহা একপ্রকার সুনিশ্চিতভাবে বলা চলে।

ট্যাক্স বনাম ঋণ

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাজেট সম্পর্কে আলোচনাকালে যুদ্ধের জন্য ভারত সরকারের যে অতিরিক্ত সামরিক ব্যয় হইতেছে, তাহা দেশবাসীর উপর ট্যাক্স বসাইয়া সংগ্রহ না করিয়া উহার অধিকাংশ ঋণ গ্রহণ দ্বারা সংগ্রহ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত অখিল চন্দ্র দত্ত, সার জিয়াউদ্দীন প্রমুখ ব্যক্তিগণ দাবী উপস্থিত করিয়াছেন। গত জুলাই মাসে যখন এরূপ গুজব রটে যে, ভারত সরকারের সামরিক ব্যয় অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে এবং এজন্য নবেম্বর মাসে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে একটী অতিরিক্ত বাজেট পেশ করিয়া দেশবাসীর উপর নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করা হইবে—সেই সময়ে গত ৮ই জুলাই তারিখের "আর্থিক জগতে" 'ভারতে সমর ব্যয় সঙ্কুলানের সমস্যা' শীর্ষক একটী প্রবন্ধে আমরা নিম্নলিখিত মন্তব্য করি—"সামরিক প্রয়োজনে যে অর্থব্যয় অপরিহার্য্য হইয়াছে, তাহা সংগ্রহ করিতেই হইবে। উহা ট্যাক্স বৃদ্ধি না করিয়া ঋণ করিয়াই সংগ্রহ করা উচিত। এইভাবে সমর-ব্যয় যোগাইলে তাহা দেশের উপর নূতন ট্যাক্সের ন্যায় ভারবহ হইবে না।" ব্যবস্থা পরিষদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এতদিন পরে আমাদের অনুরূপ দাবী উপস্থিত করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম।

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে এই পর্য্যন্ত ভারত সরকার সামরিক বিভাগের জন্য অতিরিক্ত হিসাবে ২৯ কোটী টাকা ব্যয় করিয়াছেন এবং আগামী ১লা এপ্রিল হইতে যে নূতন সরকারী বৎসর আরম্ভ হইবে, তাহাতে অতিরিক্ত হিসাবে ৩৮ কোটী টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অর্থসচিব বাজেট উপস্থিত করা কালে ঘোষণা করিয়াছেন। এই অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য নূতন ট্যাক্স বসাইয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ১৫ কোটী টাকার মত আদায় করা হইয়াছে এবং আগামী বৎসরে আরও ১৫ কোটী টাকা আদায় করিবার মত ব্যবস্থা হইয়াছে। এই ৩০ কোটী টাকা প্রধানতঃ দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকেই বহন করিতে হইবে। যে দেশে শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ পর্য্যাপ্ত পরিমাণ মূলধনের অভাব, বিদেশীর অবৈধ প্রতিযোগিতা, অত্যধিক ট্যাক্সভার ইত্যাদির ফলে জীবন্মৃত হইয়া আছে, সেই দেশে দুই বৎসর কালের মধ্যে উহাদিগকে যদি অতিরিক্ত ট্যাক্স হিসাবে ৩০ কোটী টাকার মত জোগাইতে হয়, তাহা হইলে কলকারখানার সম্প্রসারণ এবং নূতন কলকারখানা স্থাপনের জন্য উহাদের হাতে যে মূলধন হিসাবে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না তাহা বলাই বাহুল্য। ভারত সরকার ট্যাক্স বসাইয়া এই ৩০ কোটী টাকা আদায় না করিয়া উহা যদি ঋণ গ্রহণ করিয়া সংগ্রহ করিতেন, তাহা হইলে এজন্য দেশবাসীকে বৎসরে সুদ হিসাবে এক কোটী টাকার মত দিতে হইত এবং দেশের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের উপর আসল হিসাবে অতিরিক্ত ৩০ কোটী টাকা পরিশোধের দায়িত্ব পড়িত বটে। কিন্তু দেশবাসীর নিকট মূলধন হিসাবে ৩০ কোটী টাকা সঞ্চিত থাকিলে উহা দেশে ধনসম্পদ বৃদ্ধিমূলক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির ব্যাপারে এরূপভাবে সাহায্য করিত যাহার ফলে দেশবাসীর সমষ্টিগত আয় বৎসরে এক কোটী টাকা অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি পাইত। বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট এই সব বিষয় চিন্তা করিয়াই ইংলণ্ডের অধিবাসীদের উপর ট্যাক্স বৃদ্ধি অপেক্ষা ঋণ গ্রহণ দ্বারা সমরব্যয় সঙ্কুলানের দিকে অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছেন। উক্ত দেশে বর্ত্তমানে প্রতি বৎসর সমর ব্যয় হিসাবে ৫ হাজার কোটী টাকা ব্যয়িত হইতেছে—কিন্তু এই ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য দেশবাসীর নিকট হইতে ট্যাক্সের মারফতে সোয়া দুইশত কোটী টাকার বেশী আদায় করা হইতেছে না। কেননা বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করিয়া রাখা যুদ্ধ জয় অপেক্ষা কম প্রয়োজনীয় বিষয় বলিয়া মনে করেন না। কিন্তু ইংলণ্ডে যাহা চূড়ান্তরূপ জনহিতকর নীতি বলিয়া গ্রাহ্য হইয়া থাকে, এদেশে তাহা অনর্থকর বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। উহার কারণ এই যে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ও ইংলণ্ডের অধিবাসীদের স্বার্থ এক ও অভিন্ন—পক্ষান্তরে এদেশে রাজশক্তি ও জনসাধারণের স্বার্থ পরস্পরবিরোধী। এই জন্যই সমর-ব্যয় সংগ্রহের ব্যাপারে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে বিপরীতমুখী নীতি অবলম্বনে কাজ হইতেছে। শ্রীযুক্ত দত্ত বা সার জিয়াউদ্দীনের প্রতিবাদে উহার কোন প্রতিকার হইবে বলিয়া আশা করা বৃথা।

বেকার সমস্যা সম্বন্ধে তদন্ত

বাঙ্গলায় নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইবার অব্যবহিত পরে বাঙ্গলা সরকার শ্রীযুক্ত নবগোপাল দাস আই, সি, এস'কে এমপ্লয়মেণ্ট এডভাইসার হিসাবে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত দাস অর্থনীতি সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি এবং অর্থনীতি সম্পর্কিত তাঁহার একাধিক পুস্তক বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে। তাঁহার ন্যায় একজন যোগ্য ব্যক্তিকে এমপ্লয়মেণ্ট এডভাইসার হিসাবে নিযুক্ত করাতে অনেকের মনে ধারণা হইয়াছিল যে, বাঙ্গলার মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে মর্ম্মান্তিক বেকার সমস্যার সমাধানকল্পে বাঙ্গলা সরকার আন্তরিকভাবে আগ্রহান্বিত হইয়াছেন। কিন্তু এই ভদ্রলোকটীকে দুই বৎসর কালের মধ্যে বেকার সমস্যা সমাধানকল্পে কার্য্যকরী নির্দ্দেশ দিবার জন্য কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। বাঙ্গলা সরকারও তাঁহার নির্দ্দেশমত কোন কর্ম্মপন্থা অবলম্বনে আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। অবশেষে তাঁহাকে অন্য কাজে বদলী করা হইয়াছে এবং তাঁহার স্থানে একজন অখ্যাত ব্যক্তিকে এমপ্লয়মেণ্ট এডভাইসার হিসাবে নিযুক্ত করা হইয়াছে। গত প্রায় এক বৎসর কালের মধ্যে নবনিযুক্ত এমপ্লয়মেণ্ট এডভাইসার কি কাজ করিয়াছেন, দেশবাসী তাহা কিছুই অবগত নহে। সম্প্রতি প্রকাশ যে, বাঙ্গলা সরকারের আর্থিক তদন্ত বোর্ড বাঙ্গলার মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে বেকার সমস্যা সম্বন্ধে তদন্ত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারকে এই তদন্ত কমিটির সভাপতিপদ গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সরকার যদি এই পদ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে দেশের বেকার সমস্যা দূরীকরণে তিনি যে কার্য্যকরী নির্দ্দেশ দিতে সমর্থ হইবেন তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু এই নির্দ্দেশ পালন করিবে কে? শ্রীযুক্ত সরকার ইতিপূর্ব্বে বহু সভাসমিতিতে বেকার সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে বহুপ্রকার সুচিন্তিত পরিকল্পনা গবর্ণমেণ্টের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন এবং এই সমস্ত পরিকল্পনা অনেকদিন পূর্ব্বে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের যদি কোন কাজ করা অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে তাঁহারা ইতিমধ্যে উপরোক্ত পরিকল্পনা সমূহের মধ্যে এক বা একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেন এবং উহার ফলে দেশের বেকার সমস্যার কথঞ্চিৎ প্রতিকার হইত। কিন্তু উহারা এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট রহিয়াছেন। অত্রাবস্থায় আর্থিক তদন্ত বোর্ডের নূতন তদন্তে দেশবাসীর প্রদত্ত টাকার অপব্যয় ছাড়া আর কিছু ফল হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। যেখানে কাজ করিবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নাই সেখানে তদন্তকার্য্য দ্বারা সময় ও অর্থের অপব্যয় ছাড়া আর কি হইতে পারে?

গরুর গাড়ীর উপর ট্যাক্স

ইণ্ডিয়ান রোডস এণ্ড ট্রান্সপোর্ট ডিভেলপমেণ্ট এসোসিয়েসনের বার্ষিক সভায় সভাপতিত্বকালে উহার কলিকাতা শাখার সভাপতি মিঃ হেনড্রি গোমহিষাদির গাড়ী সম্বন্ধে যে সমস্ত মন্তব্য করিয়াছেন, তাহাতে অনেকেই আপত্তি করিবেন বলিয়া মনে হয়। মিঃ হেনড্রি বলেন যে, দেশে রাস্তার প্রসার ও সংস্কারের জন্য মোটর যানের উপর নানাভাবে ট্যাক্স বসান হইতেছে—কিন্তু গরু ও মহিষের গাড়ীসমূহ এই সমস্ত রাস্তার অশেষ ক্ষতিসাধন করিলেও উহার মালিকগণের উপর কোন ট্যাক্স ধার্য্য হইতেছে না। কাজেই মোটর গাড়ীর ন্যায় এই সব গাড়ীর মালিকদের উপরও উহাদের ক্ষমতা অনুযায়ী ট্যাক্স ধরা আবশ্যক। মিঃ হেনড্রির এই প্রস্তাব আপাতঃদৃষ্টিতে যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু ট্যাক্স নির্দ্ধারণের ব্যাপারে সকল সময়েই ট্যাক্সধার্য্য যোগ্য আয়ের সর্ব্বনিম্ন পরিমাণের কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। ভারতবর্ষে মোটর গাড়ী, মোটর বাস, মোটর লরী ইত্যাদির প্রচলনের ফলে যাহারা পূর্ব্বে গরু ও মহিষের গাড়ী চালাইয়া জীবিকার্জ্জন করিত তাহাদের অনেকেই বেকার হইয়াছে। উহা সত্ত্বেও বর্ত্তমানে এই ব্যবসা অবলম্বন করিয়া দেশের লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি জীবিকার্জ্জন করিতেছে। কিন্তু উহাদের আয় এত কম যে, এক্ষণে যদি উহাদের উপর ট্যাক্স ধার্য্য করা হয় তাহা হইলে অনেককে বাধ্য হইয়া এই ব্যবসা পরিত্যাগ করিতে হইবে। উহার ফলে দেশের অভ্যন্তরে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে কৃষিজাত পণ্য চালান দেওয়া অধিকতর ব্যয়বহুল হইবে এবং এজন্য মোটর লরীর ব্যবসাও কম ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। গো মহিষাদির গাড়ীর জন্য বর্ত্তমানে রাস্তার যে ক্ষতি হইতেছে, ইস্পাতমণ্ডিত চাকার পরিবর্ত্তে রবারযুক্ত চাকা ব্যবহৃত হইলে তাহার অনেকাংশে প্রতিকার হইতে পারে। কিন্তু বাঙ্গলার রাস্তাঘাট বৎসরের মধ্যে ৫।৬ মাস কাল যে প্রকার কর্দ্দমাক্ত থাকে, তাহাতে এই প্রদেশে রবারের চাকা কোনদিন প্রচলিত করা যাইবে কি না সন্দেহ। এই ধরণের চাকা ব্যবহার করিতে যে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন দরিদ্র গাড়োয়ানগণ তাহাও বহন করিতে সমর্থ হইবে না। মোটের উপর গো মহিষাদির গাড়ীর উপর ট্যাক্স বসাইবার জন্য মিঃ হেনড্রি যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা, আমরা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করি না। এই সব গাড়ী চলাচলের ফলে রাস্তার যে ক্ষতি হয়, তাহা নিবারণের জন্য অধিকতর মজবুত ও সস্তা ধরণের কোন চাকা প্রবর্ত্তন করা যায় কিনা তাহাই বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।

সার আলেকজাণ্ডারের আশ্বাসবাণী

ভারতবর্ষ হইতে যাহাতে অধিক পরিমাণে ইংলণ্ডের প্রয়োজনীয় সমর সরঞ্জাম রপ্তানি হইতে পারে তদুদ্দেশ্যে গত অক্টোবর মাসের শেষভাগে দিল্লীতে ইষ্টার্ণ গ্রুপ কনফারেন্স নামে একটী সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে বৃটীশ সাম্রাজ্যভুক্ত অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ব্রহ্মদেশ, প্যালেষ্টাইন, দক্ষিণ আফ্রিকা, পূর্ব্ব আফ্রিকা, মালয় প্রভৃতি সকল দেশ হইতেই প্রতিনিধিবর্গ যোগদান করেন এবং ইংলণ্ডের সমর সরঞ্জাম সরবরাহ বিভাগের প্রতিনিধি হিসাবে সার আলেকজাণ্ডার রোজারের নেতৃত্বে ২২ জন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ভারতবর্ষে আসিয়া উহাদিগকে সাহায্য করেন। উক্ত সম্মেলনের অধিবেশনকালে একথা খুব ঘটা করিয়া প্রচার করা হইয়াছিল যে, উহার ফলে ভারতবর্ষের শিল্পজগতে একটা নবযুগের সূত্রপাত হইবে। কিন্তু সম্মেলনে কি সিদ্ধান্ত হইল, ভারতবর্ষে কোন্ কোন্ নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইবে, এই সব শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মূলধন কিভাবে সংগৃহীত হইবে, যুদ্ধের শেষে এই সব শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনাভার ভারতবাসীর উপর অর্পিত হইবে কি না ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত দেশবাসী কিছুই অবগত নহে। এই সম্মেলনে কতিপয় বিশিষ্ট ভারতবাসীকে দর্শক হিসাবে আহ্বান করা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদিগকেও সম্মেলনের ভিতরের কোন সংবাদ জানিতে দেওয়া হয় নাই। এই সব ব্যাপার হইতে দেশের লোকের মনে এরূপ আশঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছে যে, যুদ্ধের অজুহাতে এদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য বিদেশী মূলধন ও বিদেশী পরিচালকগণকে ডাকিয়াআনা হইবে এবং উহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ভারতীয় শিল্পের ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই বেশী হইবে। যাহা হউক, এতদিন পরে বৃটীশ প্রতিনিধিদলের নায়ক সার আলেকজাণ্ডার রোজার এই বিষয়ে ভারতবাসীর সন্দেহ নিরসনের প্রয়াস করিয়াছেন। গত ২০শে মার্চ্চ তারিখে বোম্বাইয়ে এসোসিয়েটেড প্রেসের একজন প্রতিনিধির নিকট তিনি এরূপ বলিয়াছেন যে, অদূরভবিষ্যতে ভারতবর্ষে যে বহুসংখ্যক নূতন কলকারখানা স্থাপিত হইবে, যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহ করাই উহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে বটে। কিন্তু এইসব কারখানায় অনেক প্রকার নূতন ধরণের কলকব্জার সাহায্যে কাজ চলিবে এবং উহাতে বহুসংখ্যক ব্যক্তি হাতে কলমে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে। কাজেই যুদ্ধের পরে এই সব কারখানার মারফতে ভারতবর্ষে শিল্প প্রসারের বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইবে। সার আলেকজাণ্ডার রোজার এই প্রসঙ্গে আরও বলিয়াছেন যে, তিনি এবং তাঁহার সহকর্ম্মিগণ যে নিঃস্বার্থভাবে ভারতবর্ষে শিল্পের প্রসারের জন্য বিলিব্যবস্থা করিতেছেন তাহা আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই ভারতবাসী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে।

সার আলেকজাণ্ডারের এই আশ্বাস বাক্যে এদেশে অনেকেই যে পুলকিত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু "নিঃস্বার্থভাবে ভারতবর্ষে শিল্পের প্রসারের" প্রকৃত তাৎপর্য্য কি তাহা বুঝা আবশ্যক। ভারতবর্ষে বিদেশী মূলধনে এবং বিদেশীদের পরিচালনায় যুদ্ধ সরঞ্জাম প্রস্তুতের জন্য কারখানা স্থাপিত হইবে না এবং এই ব্যাপারে একমাত্র ভারতীয় মূলধন ও যতদূর সম্ভব ভারতীয় পরিচালনার সাহায্য গ্রহণ করা হইবে--সার আলেকজাণ্ডার যতদিন পর্য্যন্ত একথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা না করেন ততদিন পর্য্যন্ত এই বিষয়ে দেশবাসীর আশঙ্কা দূরীভূত হইবে না।

মেট্রোপলিটান ব্যাঙ্কিং এসোসিয়েশন

কলিকাতার বিভিন্ন ব্যাঙ্কের উপর চেক আদান প্রদানের বিলিব্যবস্থার জন্য কলিকাতা ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কস এসোসিয়েশন নামক যে প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে, তাহা বাঙ্গলার মাঝারি ও ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে কোন প্রকার মর্য্যাদা দিতে চাহে না বলিয়া এই সব ব্যাঙ্কের কাজে অনেক ব্যাঘাত সৃষ্টি হইতেছিল। উক্ত অসুবিধার প্রতিকারের জন্য প্রায় দুই বৎসরকাল যাবত এই সমস্ত ব্যাঙ্ক মিলিয়া মেট্রোপলিটান ব্যাঙ্কিং এসোসিয়েশন নামক একটী প্রতিষ্ঠান গঠন করতঃ উহার মারফতে নিজেদের উপর চেকের আদান প্রদানের ব্যবস্থা করিতেছে। অল্প সময়ের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানটী বেশ জনপ্রিয় হইয়াছে এবং উহার মারফতে চেকের আদান প্রদানের পরিমাণ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, সম্প্রতি মেট্রোপলিটান ব্যাঙ্কিং এসোসিয়েশনের কার্য্যকরী সমিতি হুগলী ব্যাঙ্কের পরিচালক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখার্জ্জি এম এল এ কে উহার সভাপতি পদে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মুখার্জ্জির পরিচালনাধীনে হুগলী ব্যাঙ্ক যে প্রকার দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং তিনি আমানতকারীদের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ রাখিয়া যেভাবে উহাকে পরিচালিত করিতেছেন, তাহাতে তাঁহার ন্যায় যোগ্য ব্যক্তিকে সভাপতি পদে নির্ব্বাচিত করিয়া মেট্রোপলিটান ব্যাঙ্কিং এসোসিয়েশন আরও অধিকতর শক্তিশালী হইল—উহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। আমরা আশা করিতেছি যে, শ্রীযুক্ত মুখার্জ্জির পরিচালনায় কেবল এই প্রতিষ্ঠানটীরই উন্নতি হইবে না—তাঁহার পরিচালনায় বাঙ্গলার মাঝারি ও ছোট ব্যাঙ্কগুলিও দেশের প্রকৃত জনহিতকর কাজে উদ্বুদ্ধ হইবে এবং আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষায় অধিকতর অবহিত হইবে।

ভারত সরকারের শিল্প নীতি

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক বক্তৃতায় ভারতসরকারের বাণিজ্য সচিব স্যার রামস্বামী মুদালিয়র এদেশের শিল্পোন্নতি সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর ভারতবর্ষে নানাদিক দিয়া নূতন শিল্প প্রসারের একটা সুযোগ আসিয়াছে। অনেক পুরাতন শিল্পকে গলদ মুক্ত করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার সুবিধাও দেখা দিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারত গবর্ণমেণ্ট শিল্পোন্নতি বিষয়ে দেশের লোককে সাময়িক হিতোপদেশ দেওয়া ও সময় সময় দুই একটি কমিটি গঠনের সঙ্কল্প ঘোষণা করা ছাড়া ঐ সুযোগ সুবিধা কার্য্যে লাগাইবার কোন সুব্যবস্থাই এ পর্য্যন্ত করেন নাই। বাণিজ্য সচিবের বর্ত্তমান বক্তৃতায় পূর্ব্বেকার মতই অনেক অবান্তর হিতোপদেশ বর্ষণ করার চেষ্টা হইয়াছে। সে হিসাবে ঐ বক্তৃতাও কতকাংশে গতানুগতিক বলা যাইতে পারে। তবে উহাতে তিনি এদেশীয় শিল্প প্রচেষ্টার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এমন কতকগুলি তথ্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করিয়াছেন এবং ভবিষ্যৎ সরকারী কার্য্যনীতি সম্বন্ধে এমন কতকগুলি ঘোষণা করিয়াছেন, যাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

বাণিজ্য সচিব তাঁহার বক্তৃতায় প্রথমতঃ শর্করা শিল্প নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি কেন্দ্রীয় পরামর্শ সমিতি গঠন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি যুদ্ধকালীন অবস্থায় যে সব শিল্প স্থাপিত হইবে যুদ্ধের পরে অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহা যাহাতে অচল না হয় তদ্বিষয়ে ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণের জন্য একটি কমিটি স্থাপন করার কথা বলিয়াছেন। তৃতীয়তঃ দেশের যে সব শিল্প সংরক্ষণ শুল্কের সুবিধা পাইয়াছে ও পাইবে তাহাদের অবস্থা সম্পর্কে লক্ষ্য রাখিয়া সংরক্ষণ শুল্কের হার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনের সুপারিশ প্রদানের জন্য একটি স্থায়ী বোর্ড বা সমিতি গঠন করিবার ও তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন।

এদেশের শর্করা শিল্প নিয়ন্ত্রণের জন্য বণিজ্য সচিব যে কেন্দ্রীয় পরামর্শ সমিতি গঠন করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় খুবই সমর্থনযোগ্য বলা চলে। ১৯৩১ সালে বিদেশী চিনির উপর রক্ষণশুল্ক ধার্য্য হওয়ার পর হইতে ভারতবর্ষে শর্করা শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি দেখা গিয়াছে সত্য; কিন্তু নানা আভ্যন্তরীণ গলদের জন্য সেই উন্নতির ভিত্তি আজও মোটেই সুদৃঢ় হইতে পারে নাই। দেশে চিনির কল স্থাপন ও পরিচালনার কাজ কল্যাণকরভাবে নিয়ন্ত্রিত না হওয়ায় প্রায় প্রতিবৎসরই দেশে চাহিদাতিরিক্ত চিনি উৎপাদিত হইতেছে। আর তাহার ফলে দেশের চিনির কলগুলি বর্ত্তমানে এক বিশেষ সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে। বর্ত্তমানে সমগ্র ভারতে প্রায় দেড়শতের মত চিনির কল চলিতেছে। উহার মধ্যে শতকরা ৮৫ ভাগ কলই সংযুক্ত প্রদেশে ও বিহারে কেন্দ্রীভূত হইয়া রহিয়াছে। বাঙ্গলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে চিনির কল পরিচালনার স্বাভাবিক সুযোগ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ঐ সব প্রদেশে আজও উপযুক্ত সংখ্যায় কল গড়িয়া উঠে নাই। বিভিন্ন প্রদেশে উপযুক্ত সংখ্যায় কল গড়িয়া উঠিলে ঐ সব প্রদেশে চিনির স্থানীয় চাহিদা বাড়িত; ফলে অধিক পরিমাণে চিনি উৎপন্ন হইলেও তাহা বিক্রয়ের সুবিধা হইত। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা সম্ভবপর হইতেছে না। তাহা ছাড়া দেশের চিনির কলসমূহ পরিচালান সম্পর্কে সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অনুসৃত না হওয়াতেও শর্করা শিল্পের বিশেষ সঙ্কট দেখা দিয়াছে। দেশের বিভিন্ন স্থানের কল-সমূহের ভিতর বর্ত্তমানে কোন কার্য্যকরী যোগসূত্র বিশেষ নাই বলিয়া বেশী চিনি উৎপন্ন করিয়া অপরিমিত লাভ করিবার মারাত্মক প্রতিযোগিতার ভাব দেশে খুবই বেশী। অপরদিকে কল পরিচালনার জন্য সুপরিকল্পিত ভাবে ইক্ষুর চাষ ও ইক্ষুর জোগানের ব্যবস্থা করিয়া চিনি উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস করিবার কোন চেষ্টা নাই। এই অবস্থায় শর্করা শিল্পের কল্যাণ দেখিতে হইলে সকল দিক দিয়া তাহা সুনিয়ন্ত্রিত করিবার ব্যবস্থা দরকার এবং সে হিসাবে গবর্ণমেণ্টের উদ্যোগে সমগ্র ভারতের জন্য একটি কেন্দ্রীয় পরামর্শ সমিতি গঠনের প্রস্তাব আমরা সমর্থন করি। ঐ কমিটি শর্করা শিল্পকে দুই একটা প্রদেশে সীমাবদ্ধ থাকিতে না দিয়া যদি বিভিন্ন প্রদেশের সুযোগ সম্ভাবনা অনুযায়ী চিনির কল গড়িয়া তোলার সুযোগ দেন এবং চিনির কলসমূহকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়া সুপরিকল্পিত ভাবে যদি উহাদিগকে পরিচালিত করিবার ব্যবস্থা করেন, তবে দেশে শর্করা শিল্পের প্রকৃত উন্নতি সম্ভবপর হইতে পারে।

বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় এদেশে যে সমস্ত নূতন শিল্প স্থাপিত হইতেছে তাহার ভবিষ্যৎ নিয়া দেশে এক্ষণে খুব আলোচনা চলিয়াছে। বাণিজ্য সচিব তাঁহার বক্তৃতায় ঐরূপ শিল্পের ভবিষ্যৎ সঙ্কট সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোকপাত করিয়াছেন এবং সেই সঙ্কট দূর করার জন্য হিতোপদেশ প্রদান ও উপায় প্রদর্শনের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, যুদ্ধকালীন অবস্থার সুযোগ নিয়া বর্ত্তমানে যে সব শিল্প গড়িয়া তোলা হইতেছে যুদ্ধের পরে নূতন অবস্থার সঙ্গে তাল রাখিয়া এই সব শিল্পের অস্তিত্ব বজায় রাখা অনেক ক্ষেত্রেই কঠিন হইতে পারে। ইহা খুবই সম্ভবপর যে, যুদ্ধের সময় নানা ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া জগতের বিভিন্ন দেশ যুদ্ধের পরে নবীন উদ্যমে পুনরায় শিল্প সাধনায় প্রবৃত্ত হইবে। আর উহাদের সস্তা মালের প্রতিযোগিতা এদেশের বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সহজেই বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিবে। এদেশের কৃষির পক্ষে ভবিষ্যৎ কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই। কেননা নূতন উদ্যমে শিল্প প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিতে হইলে অন্যান্য দেশকে ভারত হইতে বেশী পরিমাণে কৃষিজাত কাঁচা মাল খরিদ করিতে হইবে। কিন্তু বিভিন্ন দেশের ঐরূপ শিল্প প্রচেষ্টা এদেশের নূতন শিল্পগুলির অস্তিত্ব বজায় রাখিবার পক্ষে খুবই হানিকর হইবে। বাণিজ্য সচিবের মতে এই ভবিষ্যৎ সঙ্কট সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রত্যেক শিল্পোদ্যোগীরই কর্ত্তব্য এবং ভবিষ্যতে এই ধরণের বিপদ উপস্থিত হইলে শিল্পোদ্যোগীরা যাহাতে উহা সামলাইতে পারেন, সে জন্য বাণিজ্য সচিব তাঁহাদিগকে এখন হইতে শক্তি সঞ্চয়ের উপদেশ দিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি ঐ ভবিষ্যৎ বিপদ হইতে দেশের শিল্পগুলিকে রক্ষা করা সম্বন্ধে কি উপায় হইতে পারে তৎসম্বন্ধে ইতিকর্ত্তব্যতা বিধানের জন্য সরকারী ভাবে একটি কমিটি নিয়োগের প্রস্তাবও করিয়াছেন।

(১১৩৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মৃত্তিকার গুণাগুণ সম্বন্ধে জরিপ

ভারত সরকারের কৃষি-গবেষণা সমিতি (ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারেল রিসার্চ) সম্প্রতি দেশের জনসাধারণের স্বার্থ সম্পর্কিত একটী অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করার বিষয়ে সঙ্কল্প করিয়াছেন। প্রকাশ যে, উক্ত সমিতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের মৃত্তিকা সম্বন্ধে দুই বৎসর কালব্যাপী একটী প্রাথমিক তদন্ত করিবেন এবং তৎপর এই তদন্তের ফলাফলের উপর নির্ভর করিয়া সমগ্র ভারতে মৃত্তিকার গুণাগুণ সম্বন্ধে একটী ব্যাপক জরিপ কার্য্য চালাইবেন। সমিতির মত এই যে, বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া দেশের জনসাধারণ উপযুক্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে পারিতেছে না। সমিতির মত এই যে, দেশের বিভিন্ন স্থানের জমির গুণাগুণ সম্বন্ধে একটী জরিপ করাইয়া যে জমি যে ফসলের বিশেষভাবে উপযোগী তাহাতে যদি সেই ফসলের চাষের ব্যবস্থা করা হয় এবং জমির উর্ব্বরতা শক্তি হ্রাস, জলপ্লাবন ইত্যাদির প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়, তাহা হইলে দেশের খাদ্যাভাব সমস্যা বিদূরিত হইবে।

কৃষি-গবেষণা সমিতির এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কোন মতভেদের অবসর নাই। ভারতবর্ষের কৃষিক্ষেত্রসমূহ হইতে বর্ত্তমানে বৎসরে মাত্র ২ হাজার কোটী টাকা মূল্যের ফসল (১৯২৪ হইতে ১৯৩১ সালের মধ্যবর্ত্তী সময়ের মূল্য অনুযায়ী) উৎপন্ন হইতেছে। উহার কারণ এই যে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় এদেশের জমিতে অনেক কম ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইংলণ্ডে প্রতি একর জমিতে ৩৫'৬ বুসেল (এক বুসেল প্রায় ৩০ সেরের সমান) এবং জার্ম্মানীতে প্রতি একরে ৩৩ বুসেল গম উৎপন্ন হয়—কিন্তু ভারতবর্ষে প্রতি একরে মাত্র ১০'৫ বুসেল গম জন্মিয়া থাকে। ভারতবর্ষে প্রতি একর জমি হইতে ৭৬২ পাউণ্ড চাউল পাওয়া যায়—কিন্তু প্রতি একরে জাপানে ২৬৯১ পাউণ্ড, ইংলণ্ডে ১৩৯১ পাউণ্ড ও কোরিয়াতে ১৬০০ পাউণ্ড চাউল উৎপন্ন হইয়া থাকে। গোল আলুর প্রতি একরে উৎপাদন বেলজিয়ামে ২২৪ মণ, ইংলণ্ডে ১৮৩ মণ, জার্ম্মানীতে ১৭৮ মণ ও অষ্ট্রিয়ায় ১৪৫ মণ—কিন্তু ভারতবর্ষে উহার উৎপাদন গড়পড়তায় ১০০ মণের কাছাকাছি। জাপানে প্রতি একরে ১৬৩৬ পাউণ্ড, হাঙ্গেরীতে ১৩১৮ পাউণ্ড এবং ইটালীতে ১২১৩ পাউণ্ড তামাক উৎপন্ন হয়—কিন্তু ভারতবর্ষে প্রতি একরে ১০০০ পাউণ্ডের বেশী তামাক উৎপন্ন হয় না। তুলার উৎপাদনের পরিমাণ মিশরে প্রতি একরে ৫২৫ পাউণ্ড, মেক্সিকোতে ২২০ পাউণ্ড, রুশিয়ায় ২৬৯ পাউণ্ড, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৭ পাউণ্ড কিন্তু ভারতবর্ষে প্রতি একরে মাত্র ১০০ পাউণ্ড। এই সব বিবরণ হইতে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষে জমির উৎপাদিকা শক্তি কত কম এবং উহা বৃদ্ধি করিবার পক্ষে কত অধিক সুযোগ রহিয়াছে।

এদেশে জমির উৎপাদিকা শক্তি এত কম হওয়ার পক্ষে যে সমস্ত কারণ রহিয়াছে, তাহার মধ্যে জমির গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া তদুপযোগী ফসল নির্ব্বাচনের এবং জমির উর্ব্বরতা শক্তি হ্রাসের প্রতিকারের ব্যবস্থার অভাব অন্যতম প্রধান কারণ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। কৃষি-গবেষণা সমিতি এই দুইটী সমস্যার বিষয় চিন্তা করিয়াই উপরোক্ত তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। এই দুইটী সমস্যার মধ্যে প্রথম সমস্যাটী একটী সহজবোধ্য ব্যাপার। সব জমির উপাদান সমান নহে এবং সকল ফসলের পক্ষে সকল উপাদান প্রয়োজনীয় নহে। এদেশে কোন্ জমি কি কি উপাদানে গঠিত তাহা জানা না থাকার দরুণ কৃষক অনেক সময়েই তাহার চিরাচরিত অভ্যাস মত একই জমিতে বৎসরের পর বৎসর একই প্রকার ফসলের চাষ করিতে থাকে। এজন্য ফসলের উৎপাদন হ্রাস পাইয়া থাকে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মৃত্তিকার গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া কৃষি-গবেষণা সমিতি যদি কৃষকগণকে কোন্ জমি কিরূপ ফসলের উপযুক্ত তদ্বিষয়ে যথাযথ নির্দ্দেশ দিতে পারেন, তাহা হইলে দেশের জমিতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ যে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

জমির উর্ব্বরতা শক্তি হ্রাস—ইংরাজী ভাষায় যাহাকে ইরোজন (erosion) বলা হইয়া থাকে তাহা আরও জটীল। আধুনিক কালে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে এরূপ প্রমাণিত হইয়াছে যে, মনুষ্যদেহের ন্যায় মৃত্তিকারও রোগ হইয়া থাকে এবং মনুষ্যদেহে রোগ জন্মিলে উহার যেরূপ চিকিৎসার দরকার সেইরূপ রোগগ্রস্ত মৃত্তিকাকে ফসল উৎপাদনের উপযোগী করিতে হইলে তজ্জন্যও চিকিৎসা করা প্রয়োজন। এই চিকিৎসা অধিকতর জটীল এই জন্য যে, মৃত্তিকার বহু বিস্তৃত অংশ এক সঙ্গে রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে এবং এই রোগ দূরীভূত করিতে হইলে রোগাক্রান্ত ভূখণ্ডের কোন এক অংশের চিকিৎসা পর্য্যাপ্ত নহে। যখন ক্রমাগত ফসল উৎপাদনের ফলে জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরতাশক্তি বিনষ্ট হয় সেই সময়ে উহার অনুপরমাণুসমূহ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং জল ও বাতাসের ক্রিয়ায় এই রোগাক্রান্ত মৃত্তিকা উহার পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলকে অনুর্ব্বর ভূমিতে পরিণত করে। আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকাতে এই ভাবে লক্ষ লক্ষ একর পরিমিত জমি কৃষিকার্য্যের অনুপযোগী হইয়া দেশের কোটী কোটী অধিবাসীর সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতবর্ষেও উহার ব্যতিক্রম নাই। এদেশে জমির অভাব যে প্রকার বেশী এবং দেশের জনসংখ্যা যে প্রকার দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে এই সমস্যার অবিলম্বে প্রতিকার হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ভারত সরকারের কৃষিগবেষণা সমিতি বর্ত্তমানে দেশের জমির গুণাগুণ পরীক্ষায় যে প্রশংসনীয় উদ্যমে ব্রতী হইয়াছেন, তাহার ফলে উক্ত সমস্যার প্রতিকার সম্বন্ধে কার্য্যকরী নির্দ্দেশ পাওয়া যাইতে পারে। এই ব্যাপারে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে যে সমস্ত বিলি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কোন অঞ্চলের ভূভাগ যখন রোগাক্রান্ত ও অনুর্ব্বর হইয়া উঠে তখন উহা সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় বিস্তারলাভ করিয়া থাকে এবং ব্যক্তিগত চেষ্টায় উহার প্রতিকার করা সম্ভবপর হয় না। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের গবর্ণমেণ্ট এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া উপরোক্ত সমস্যার সমষ্টিগত প্রতিকারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই জন্য উক্ত দেশের বিভিন্ন অনুর্ব্বর অঞ্চলকে কতকগুলি সয়েল কনজারভেশন ডিষ্ট্রীক্টএ (মৃত্তিকা সংরক্ষণ অঞ্চল) ভাগ করা হইয়াছে। এই সব অঞ্চলে জমির উর্ব্বরতা শক্তি

(১১২৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাংলায় কুটীর শিল্পের উন্নতির উপায়

বাঙ্গলা দেশে এক সময়ে বহু প্রকার কুটীর শিল্প বর্ত্তমান ছিল এবং এই সব শিল্পের মারফতে দেশের লক্ষ লক্ষ লোক জীবিকা-নির্ব্বাহের সুযোগ পাইত। বাঙ্গলা সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত বাঙ্গলায় কুটীর শিল্পের জরিপ (Survey of Cottage Industries in Bengal) শীর্ষক পুস্তকখানা পাঠ করিলে বাঙ্গলায় যে এখনও কত অগণিত প্রকার কুটীর শিল্প বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা জানিয়া অনেকেই বিস্মিত হইবেন। কিন্তু এই সব কুটীর শিল্পের মধ্যে অধিকাংশ শিল্পই এক্ষণে জীবন্মৃত এবং যাহারা এই সব শিল্পের মারফতে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সহিত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত, তাহাদের মধ্যে অনেকেই এক্ষণে কৃষিকার্য্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মাত্র অবসর সময়ে এই সব শিল্পের জন্য কিছু কাজ করিয়া থাকে। দেশী ও বিদেশী কলকারখানাজাত শিল্পদ্রব্যের প্রতিযোগিতা, দেশবাসীর রুচির পরিবর্ত্তন, শিল্পিগণের পক্ষে আধুনিক প্রণালীতে ও আধুনিক রুচি অনুযায়ী শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের অসামর্থ্য, মূলধনের অভাব, শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের অব্যবস্থা ইত্যাদির ফলেই বর্ত্তমানে বাঙ্গলাদেশের কুটীর শিল্পগুলির এরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে।

বাঙ্গলাদেশে কুটীর শিল্পের এই প্রকার দুর্দ্দশা দূরীকরণের জন্য সরকারীভাবে যে কিছু চেষ্টা হয় নাই, তাহা বলা চলে না। বাঙ্গলা সরকারের শিল্পবিভাগ বিভিন্ন প্রকার কুটীর শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার জন্য অনেকগুলি ভ্রাম্যমান স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। দেশের সরকারী ও আধাসরকারী বহু টেকনিক্যাল বিদ্যালয়েও কুটীর শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গলায় কুটীর শিল্পের মারফতে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয় এবং এই সব শিল্পের জন্য মূলধন সরবরাহের জন্য বহু সংখ্যক সমবায় সমিতি রহিয়াছে। কিন্তু এই সব প্রচেষ্টা তেমন ফলপ্রদ হইতেছে না। বাঙ্গলা সরকার বিভিন্ন শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন বটে; কিন্তু সরকারী ও আধাসরকারী বিদ্যালয়ে কোন শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষালাভের পর একটী শিল্পকেন্দ্র খুলিয়া তাহাতে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত এবং উহা বিক্রয়ের জন্য যে মূলধনের প্রয়োজন, শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কেহই তাহা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইতেছে না। এই উদ্দেশ্যে বাঙ্গলায় প্রথমে শিল্পে সরকারী সাহায্য আইন (State aid of Industries Act) পাশ হয় এবং তৎপর ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ক্রেডিট সিণ্ডিকেট নামক একটী আধাসরকারী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। কিন্তু মূলধন সরবরাহের ব্যাপারে কি শিল্পে সরকারী সাহায্য আইন, কি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ক্রেডিট সেণ্ডিকেট কোনটাই দেশবাসীর কোন সাহায্যে আসে নাই। সমবায় সমিতিগুলির অবস্থাও তদনুরূপ। সমবায় বিভাগে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবের ফলে বাঙ্গলায় সমবায় সমিতিগুলিতে কোন দিন মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিবার ভাব পরিস্ফুট হয় নাই। ফলে এই সব সমিতি শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত, শিল্পদ্রব্য বিক্রয় অথবা শিল্প প্রতিষ্ঠানে মূলধন সরবরাহ—কোন দিক দিয়াই কিছু কাজ করিতে সমর্থ হয় নাই। হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, জার্ম্মানী, জাপান প্রভৃতি দেশে সমবায় সমিতিগুলির মারফতে প্রত্যেক বৎসর যে ভাবে কোটী কোটী টাকা মূল্যের শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয় হইতেছে এবং সমবায় সমিতিসমূহ শিল্পকেন্দ্র স্থাপন, শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষা দান, শিল্পদ্রব্য বিক্রয় ইত্যাদির জন্য প্রতি বৎসর যে ভাবে কোটী কোটী টাকা মূলধন সরবরাহ করিতেছে এদেশে তাহার সহস্র ভাগের এক ভাগও কাজ হইতেছে কি না সন্দেহ।

বাঙ্গলায় কুটীর শিল্পের সংরক্ষণ ও উন্নতি বিধানের ব্যাপারে সরকারী ও আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির এই শোচনীয় ব্যর্থতার ফলে বর্ত্তমানে বেসরকারী চেষ্টা দ্বারা কি ভাবে দেশের কুটীর শিল্পগুলির উন্নতি বিধান করা যায়, তৎসম্বন্ধে দেশের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে তাঁত শিল্পের উন্নতি বিধানের জন্য নাথ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে এন দালাল সম্প্রতি নোয়াখালী জেলার চৌমুহিনীতে যে একটী পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। মিঃ দালাল বলেন যে, চৌমুহিনীতে ৮ হাজার তাঁতে কাজ চলিয়া থাকে এবং প্রত্যেক তাঁতের জন্য মাসে মাত্র ১০ টাকার সূতা আবশ্যক হয়। কিন্তু তাঁতিগণকে এই সূতা অত্যধিক উচ্চ মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে উহারা আধুনিক ডিজাইন ও রুচিমত বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে সমর্থ হয় না। অধিকন্তু তাঁতিগণ যে বস্ত্র উৎপাদন করে তাহাও তাহারা উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করিতে সমর্থ হয় না। ফলে চৌমুহিনীর তাঁতীদের বুনা মশারির থান এবং জাম শাড়ী অত্যন্ত জনপ্রিয় থাকা সত্ত্বেও তাঁতীদের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে এবং দিন দিন এই শিল্প অবনতির পথে ধাবিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত দালাল বলেন যে, এমন যদি একটী যৌথ-কোম্পানী গঠিত হয়, যাহা তাঁতিগণকে যথাসম্ভব কম লাভে সূতা সরবরাহ করিবে, তাহাদিগকে নূতন নূতন ডিজাইন সম্বন্ধে উপদেশ দিবে এবং তাহাদের প্রস্তুত বস্ত্র বিক্রয়ের ভার গ্রহণ করিবে, তাহা হইলে ঐ অঞ্চলের তাঁত শিল্প পুনরুজ্জীবীত হইতে বেশী দেরী হইবে না। মিঃ দালালের এই প্রস্তাব যে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত তাহাতে সন্দেহের কোন অবসর নাই। বাঙ্গলা দেশে কাপড়ের কল, চট কল, রাসায়নিক কারখানা, ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী ইত্যাদি বৃহদাকার পরিকল্পনা লইয়া বহু সংখ্যক যৌথ-কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে এবং উহার মধ্যে অনেক কোম্পানী কার্য্যক্ষেত্রে সাফল্যও অর্জ্জন করিয়াছে। কিন্তু কুটীর শিল্প প্রতিষ্ঠা, কুটীর শিল্পে সাহায্য, পণ্যদ্রব্য ক্রয় বিক্রয়, কৃষিকার্য্য, সেচকার্য্য ইত্যাদি ছোট-খাট কাজের দিকে আজ পর্য্যন্ত যৌথ-কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতাদের কোন দৃষ্টি পড়ে নাই বলিলেই চলে। অথচ এই ধরণের কোম্পানী সাফল্যের সহিত পরিচালনা করা অনেক কম মূলধন ও পরিশ্রম সাপেক্ষ। মিঃ দালালের ন্যায় এক জন অভিজ্ঞ ও কৃতী ব্যবসায়ী দেশে কুটীর শিল্পের উন্নতির উপায় সম্বন্ধে এই প্রকার একটী কার্য্যকরী প্রস্তাব দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত করিয়া সত্য সত্যই দেশের একটি বড় সমস্যার সমাধানের পথ প্রশস্ত করিলেন।

আমরা অবগত হইলাম যে, মিঃ দালালের উদ্যোগে উপরোক্ত উদ্দেশ্যে শীঘ্রই একটী যৌথ কোম্পানী রেজেষ্ট্রীকৃত হইতেছে। এই কোম্পানীর জন্য ৩০।৪০ হাজার টাকা মূলধন সংগ্রহ করা হইবে এবং যথাসম্ভব কম পারিশ্রমিকে কাজ করিতে প্রস্তুত এরূপ একজনের উপর কোম্পানীর পরিচালনাভার অর্পিত হইবে। শেয়ার বিক্রয় করিয়া কোম্পানীর যে অর্থ সংগৃহীত হইবে, তাহা দ্বারা তাঁতিগণকে

উন্নততর ধরণের তাঁত সরবরাহ, যথাসম্ভব কম মূল্যে সূতা প্রদান, নূতন নূতন ডিজাইন সম্বন্ধে উপদেশদান এবং কোম্পানীর পরিচালনা ব্যয় নির্ব্বাহ করা হইবে। কোম্পানীর পরিচালকগণই তাঁতীদের প্রস্তুত বস্ত্র বিক্রয়ের ভার গ্রহণ করিবেন। উঁহারা তাঁতীদের নিকট হইতে বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় অথবা অন্য কোন সুবিধাজনক স্থানে তাহা পাইকারী কি খুচরা হিসাবে বিক্রয় করিবেন। এজন্য যে মূলধন আবশ্যক হইবে, তাহা ব্যাঙ্ক হইতে সংগৃহীত হইতে পারিবে। কেননা গুদামজাত বস্ত্রের জামীনে উহার মূল্যের শতকরা ৭০।৭৫ টাকা অগ্রিম হিসাবে প্রদান করিতে কোন ব্যাঙ্কই ইতস্ততঃ করিবে না। এই ভাবে তাঁতিগণকে প্রথমেই তাহাদের উৎপন্ন বস্ত্রের মূল্যের শতকরা ৭০।৭৫ ভাগ প্রদান করা সম্ভবপর হইবে এবং বাকী ২৫।৩০ ভাগও মাস দুই মাসের মধ্যে পরিশোধ করা হইবে। কোম্পানীর পরিচালকগণ সূতা সরবরাহ ও কাপড় বিক্রয়ের জন্য যে লাভ করিবেন, তাহা হইতে কোম্পানীর পরিচালনা ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে এবং উহা হইতেই উহার অংশীদারগণকে লভ্যাংশ দেওয়া হইবে। কোম্পানীর আদর্শ হইবে—যথা সম্ভব কম পারিশ্রমিকে উহার কার্য্য পরিচালনা, অংশীদারগণকে ন্যায্যমত লভ্যাংশ প্রদান এবং তাঁতিগণকে তাহাদের প্রস্তুত বস্ত্রের জন্য যতদূর সম্ভব অধিক মূল্য দেওয়া।

আমরা মিঃ দালালের এই পরিকল্পনাকে খুব নিখুঁত বলিয়া মনে করি। তাঁহার ন্যায় একজন শক্তিশালী ব্যবসায়ী নবপরিকল্পিত কোম্পানীর পৃষ্ঠপোষক থাকায় উহা যে কার্য্যক্ষেত্রে সাফল্য অর্জ্জন করিবে, তাহাও আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। তাঁহার এই মহান চেষ্টা জয়যুক্ত হউক উহাই আমরা প্রার্থনা করিতেছি। কারণ চৌমুহিনীতে তাঁতশিল্পের আশ্রয়ে যদি একটী লাভজনক যৌথ কোম্পানী গড়িয়া উঠে, তাহা হইলে উহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বাঙ্গলার সর্ব্বত্র কুটীর শিল্পের উন্নতির জন্য শত শত যৌথ-কোম্পানী স্থাপিত হইবে এবং নিঃসন্দেহে উহা বাঙলার কুটীর শিল্পে নবযুগ আনয়ন করিবে।

(মৃত্তিকার গুণাগুণ সম্বন্ধে জরিপ)

ফিরাইয়া আনিবার জন্য কি প্রকার বিলিব্যবস্থা করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগ নির্দ্দেশ দিয়া থাকেন এবং এই নির্দ্দেশ পালন করিয়া চলা প্রত্যেক কৃষকের পক্ষে বাধ্যতামূলক। অনেক সময়ে মৃত্তিকার উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য এরূপ খালকর্ত্তন, বাঁধনির্ম্মাণ ইত্যাদির আবশ্যক হইয়া থাকে, যাহা ব্যয়বহুল এবং ব্যক্তিগতভাবে কোন কৃষকের সামর্থ্যের অতীত। এরূপ ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্ট প্রথমে অর্থসাহায্য করিয়া তৎপর উহা কৃষকের নিকট হইতে আদায় করিয়া থাকেন। অনেক সময়ে এই উদ্দেশ্যে ক্রমাগত কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত জমি পতিত রাখিতে হয়—অথবা উহাতে এমন ফসলের চাষ করিতে হয়, যাহা হইতে কোন অর্থাগম হয় না। এরূপ ক্ষেত্রেও গবর্ণমেণ্ট কৃষকগণকে সাময়িকভাবে অর্থসাহায্য করিয়া থাকেন। আমেরিকাতে এইভাবে সমবেতভাবে সরকারী ও বেসরকারী চেষ্টার ফলে বর্ত্তমানে দেশের লক্ষ লক্ষ একর পরিমিত অকেজো জমি শস্যসম্পদশালী হইয়াছে এবং এজন্য দেশের জাতীয় আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভারতবর্ষে ৪ বৎসর পূর্ব্বে কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন সম্পর্কে ভারতীয় কৃষিগবেষণা সমিতির কার্য্যাবলী সম্বন্ধে তদন্তের জন্য ইংলণ্ডের কৃষি বিশেষজ্ঞ স্যার জন রাশেলের দ্বারা যে তদন্ত কার্য্য করান হয়, সেই সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে যত প্রকার সমস্যা রহিয়াছে তাহার মধ্যে জমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধির সমস্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। দেশবাসী তাঁহার এই অভিমত বিশেষভাবে সমর্থন করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার এই প্রস্তাব কার্য্যকরী করিবার জন্য গত ৪ বৎসরের মধ্যে কোন আন্তরিক চেষ্টা হয় নাই। এত দিন পরে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে দুইটী জরুরী বিষয় সম্বন্ধে কৃষিগবেষণার দৃষ্টি পড়িয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। উহাদের এই তদন্তকার্য্য সমাপ্ত হইলে এদেশে জমির উৎপাদিকাশক্তি কথঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিবার পক্ষে অনেক সুবিধা হইবে বলিয়াই আমরা আশা করিতেছি।

বীমা প্রসঙ্গ

সম্প্রতি রয়াল এণ্ড লিভারপুল এণ্ড লণ্ডন এণ্ড গ্লোব ইন্সিওর্যান্স কোং এর অন্যতম জেনারাল ম্যানেজার মিঃ জে, ডায়ার সিম্পসন্ লিভারপুল ইন্সিওর্যান্স ইনিষ্টিট্যুটের এক বক্তৃতায় যুদ্ধ-কালীন ইংলণ্ডে বীমা ব্যবসায় সম্পর্কে খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, সাধারণ জীবন বীমাপত্রের সর্ত্তানুযায়ী যুদ্ধ-বিপদ-দাবীর (war-risk-claim) পরিমাণ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার আগে প্রায় সকল বীমা কোম্পানীই যুদ্ধের দরুণ কোন দুর্ঘটনা অথবা মৃত্যু বাবদ অতিরিক্ত কোন প্রিমিয়াম চাহিত না। এখন সেই সব বীমাপত্রের সর্ত্ত অনুযায়ী অতিরিক্ত দাবী মিটাইতে হইতেছে। এতদ্ভিন্ন আগামী শীতকালে রোগের মড়ক ও রাস্তার দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু হেতু আরও বেশী দাবী দিতে হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। মিঃ সিম্পসন্, যাহারা মজুরী করিয়া উপার্জ্জন করে অর্থাৎ wage earners, তাহাদের সম্বন্ধে জীবনবীমা বাধ্যতামূলক করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। বক্তার মতে এইভাবে যে পরিমাণ সঞ্চিত মূলধন পাওয়া যাইবে, তাহা বহু প্রকারে গবর্ণমেণ্টকে ও সমাজকে উন্নতিশালী করিতে পারিবে। মোটর বীমা সম্পর্কে মিঃ সিম্পসন্ বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে পেট্রোল সরবরাহের কড়াকড়ি হওয়াতে এবং ব্ল্যাক-আউট ইত্যাদির জন্য অধিকতর দুর্ঘটনার ভয়ে ব্যবহৃত প্রাইভেট মোটরের সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে।

*　　　*　　　*

বীমা কোম্পানী ও বীমাকর্ম্মির স্কন্ধে নূতন ট্যাক্সের ভার চাপাইবার বন্দোবস্ত এখন আর মাত্র কলিকাতা কর্পোরেশন নহে পরন্তু প্রায় সকল প্রাদেশিক কর্পোরেশনই করিতেছেন। সম্প্রতি বোম্বাই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে বোম্বাইএ বীমামহলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

মাদ্রাজ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনও কিছু দিন হইল বীমা কোম্পানী-গুলিতে ট্যাক্স ধরিবার জন্য যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা ইতিমধ্যেই সংবাদ-পত্রে আলোচনার সৃষ্টি করিয়াছে। পাঠকদের সুবিধার জন্য আমরা এইখানে এই কর্পোরেশনের সিদ্ধান্তের মোটামুটি বিবরণ প্রকাশ করিতেছি।

মাদ্রাজের বাহিরে যাহাদের হেড অফিস কিন্তু মাদ্রাজে কাজ করিতেছে এইরূপ কোম্পানীর উপর এই ট্যাক্স বসান হইবে। মাদ্রাজ সহর হইতে অথবা সহরের মধ্যে যে মোট আয় হইবে, তাহার উপর নিম্নলিখিত হারে ট্যাক্স ধার্য্য হইবে।

প্রতি অর্দ্ধ বৎসরে ৫০০০৲ আয় পর্য্যন্ত ২৫৲
" " " ১০০০০৲ " " ৫০৲
" " " ২০০০০৲ " " ১০০৲

এবং ইহার উপরে প্রতি ৫০০০৲এ ২৫৲ করিয়া ট্যাক্স দিতে হইবে। স্থির হইয়াছে, এইরূপে ট্যাক্সের পরিমাণ ১০০০৲ উপর যাইবে না।

*　　　*　　　*

সম্প্রতি ভারতীয় জীবনবীমা কর্ম্মিসমিতি ও জীবনবীমা কর্ম্মিসঙ্ঘ পৃথক ভাবে কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়রের নিকট কলিকাতাস্থ এজেণ্টগণের উপর ট্যাক্স সম্বন্ধে চিঠি লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত সমিতি বলিতেছেন যে, বীমাকর্ম্মিগণের সাধারণতঃ উপার্জ্জন অত্যন্তই অল্প। একটি বৃহৎ বীমা প্রতিষ্ঠানের সংবাদ অনুযায়ী কলিকাতার একজন কর্ম্মীর গড়পড়তা কমিশন আয় হয় বৎসরে ৮৭৲ আন্দাজ। আরও প্রকাশ যে, এই বীমা কোম্পানীর কলিকাতার ৩৭০ জন কর্ম্মীর মধ্যে ২০০ জনের আয় ১০০৲ মধ্যে। সমিতি বলিতেছেন যে, এইরূপ স্থলে সরকারী লাইসেন্স ফি দিয়া আরও ২৫৲ করিয়া কর্পোরেশনের ট্যাক্স দেওয়ার প্রস্তাব খুবই অযৌক্তিক। তাহার উপর, এই স্বল্প আয় হইতে যদি হাতখরচ বাবদ কিছু বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে সাধারণ বীমাকর্ম্মীর রোজগার নাই বলিলেই চলে। এই সকল বিবেচনা করিয়া সমিতি এই মত প্রকাশ করিতেছেন যে, যাহাদের আয় ৩০০৲ টাকার অনধিক তাহাদের ট্যাক্স হইতে অব্যাহতি দেওয়া হউক এবং যাহাদের আয় তদূর্দ্ধে তাহাদের উপর ১৲ হইতে ১২৲ মধ্যে ট্যাক্স বসান হউক। যদি বর্ত্তমান আইন অনুযায়ী কাহাকেও অব্যাহতি দেওয়া সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে এই আইন যথোপযুক্ত পরিবর্ত্তিত না হওয়া অবধি এই ট্যাক্সের প্রস্তাব মুলতুবী থাকুক।

জীবন বীমা কর্ম্মিসঙ্ঘ ট্যাক্সের বিরুদ্ধে একাধিক আইনের যুক্তি তুলিয়াছেন। প্রথমতঃ তাঁহারা বলিতেছেন যে, একজন বীমা কর্ম্মী ব্যবসায়ীর পর্য্যায়ে নিম্নলিখিত কারণে অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না।

(১) তাহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যস্থান নাই ;

(২) লাভ করিবার উদ্দেশ্যে কোন দ্রব্য কেনাবেচা করে না ;

(৩) জীবন বীমা কর্ম্মী ব্যবসায়ী না হইয়া কর্ম্মচারী বলিয়া পরিগণিত হইবে, কারণ সে নির্দ্দিষ্ট আয়ে বিশেষ একটা কোম্পানীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে।

এই সঙ্ঘ আরও বলিয়াছেন যে, যাহারা নূতন বীমা বিক্রয় করিতেছে না ; মাত্র পুরাতন কার্য্যের কমিশন পাইবার জন্য এজেন্সী লইয়াছে, তাহাদের ক্ষেত্রে এই ট্যাক্স দাবী করা আইন বহির্ভূত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন ১০০০৲ বাৎসরিক আয় পর্য্যন্ত কর্ম্মিবৃন্দকে এই ট্যাক্স হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য আবেদন করা হইয়াছে।

সঙ্ঘের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে আমরা এক আইনজ্ঞের মতামত গ্রহণ করিয়াছিলাম। তিনি বলেন যে, কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন জীবন বীমা কর্ম্মীকে এজেণ্ট বলিয়া ট্যাক্সের জন্য দায়ী করিয়াছে। এজেণ্ট ব্যবসায়ী কি কর্ম্মচারী, তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মস্থল আছে কি না—এ সকলই তাঁহার মতে অপ্রাসঙ্গিক। তাহাছাড়া, তিনি বলিলেন উকীল অথবা ডাক্তার কোন দ্রব্য লইয়া লাভের জন্য কার্য্য করেন না—কিন্তু তথাপি তাঁহাদিগকে ট্যাক্স দিতে হয়। সর্ব্বোপরি, একজন বীমা কর্ম্মীর আয় নির্দ্দিষ্ট নহে অথবা তাহাকে একই কোম্পানীতে আটকা থাকিতে হইবে, আইনতঃ এইরূপ বাধাবাধি নাই।

(১১৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

ইংলণ্ড ও আমেরিকায় সামরিক ব্যয়

গত ১৯৩৫ সালের পর হইতে জগতের প্রধান প্রধান দেশগুলির সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ যথেষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইংলণ্ড সম্পর্কে যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে প্রকাশ, গত ১৯৩৫ সালে ইংলণ্ডের সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১২ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড, ১৯৩৬ সালে তাহা ১৭ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড, ১৯৩৭ সালে তাহা ২৫ কোটী ১০ লক্ষ পাউণ্ড ও ১৯৩৮ সালে তাহা ৩৯ কোটী ১০ লক্ষ পাউণ্ড হয়। গত ১৯৩৯ সালে তাহা ৭৩ কোটী ৬০ লক্ষ পাউণ্ডে পরিণত হইয়াছে। ১৯৩৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৮০ কোটী ৬০ লক্ষ ডলার। ১৯৩৬, ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালে তাহা বাড়িয়া যথাক্রমে ৯৩ কোটী ৩০ লক্ষ ডলার, ১০৩ কোটী ৩০ লক্ষ ডলার ও ১১৩ কোটী ১০ লক্ষ ডলারে দাঁড়ায়। ১৯৩৯ সালে তাহা ১৫৮ কোটী ৭০ লক্ষ ডলারে পরিণত হইয়াছে।

সমবায় ইক্ষু উৎপাদক সমিতি

ইক্ষু চাষের উন্নতির জন্য বিহার সরকার ১৯৩৫ সালে সমবায় ইক্ষু উৎপাদক সমিতি স্থাপনের একটি পরিকল্পনা স্থির করেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী গবর্ণমেণ্ট সংগঠনকারী ও পরিদর্শক প্রভৃতি নিয়োগ করেন। প্রত্যেক চিনির কলের এলাকায় উপযুক্ত ধরণের সমিতি গঠন করাই উপরোক্ত পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল। সরকারী চেষ্টায় ও উৎসাহ প্রেরণার ফলে ১৯৩৬-৩৭ সালে ১০৩টি সমবায় ইক্ষু উৎপাদক সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতিগুলি ঐ বৎসর বিহারের চিনির কলগুলিকে মোট ৯ লক্ষ মণ ইক্ষু সরবরাহ করে। ১৯৩৭-৩৮ সালে সমিতির সংখ্যা ২১৫টি হয় এবং তাহা কলসমূহে ১৬ লক্ষ ২৭ হাজার ৫৫২ মণ ইক্ষু সরবরাহ করে। ১৯৩৯-৪০ সাল পর্য্যন্ত চিনির কলগুলির এলাকায় মোট সমবায় ইক্ষু উৎপাদক সমিতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১ হাজার ৯৭টি দাঁড়ায়। ঐ সকল সমিতি আলোচ্য বৎসরে চিনির কলগুলিতে ৬৬ লক্ষ ৭৫ হাজার ৫৭৬ মণ ইক্ষু সরবরাহ করে।

সমবায় ইক্ষু উৎপাদন সমিতিগুলির চেষ্টায় উন্নত প্রণালীতে ইক্ষু চাষের ব্যবস্থা হইতেছে। প্রত্যেক সভ্যকে সার সংগ্রহ ও সার ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষিত করা হইতেছে। বর্ত্তমানে এই সব সমিতির কাজে উন্নত ধরণের লাঙ্গল, রিজিং লাঙ্গল এবং ফলাযুক্ত নিড়ানী যন্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে।

যুদ্ধশেষে শিল্পের পুনর্গঠন

বর্ত্তমান যুদ্ধ শেষ হইলে ইংলণ্ডের বিভিন্ন শিল্প কি উপায়ে পুনর্গঠিত করা যাইতে পারে তৎসম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের জন্য বাণিজ্যবোর্ডের প্রেসিডেণ্ট স্যার চার্লস্ ইনস্কে নিযুক্ত করিয়াছেন। স্যার চার্লস্ ইতিপূর্ব্বে ভারত সরকারের বাণিজ্যসচিব এবং ব্রহ্মদেশের গবর্ণর ছিলেন।

কৃত্রিম জিনিষের উৎপাদন ও প্রচলন

স্বাভাবিক ধরণের রবার, পেট্রোল ও রেশম প্রভৃতির বদলে কৃত্রিমভাবে ঐরূপ জিনিষ উৎপাদন ও তাহা ব্যবহারের রীতি দিন দিনই বিশেষ প্রচলিত হইতেছে। ১৯৩৯ সালে সারা দুনিয়ায় ১০ লক্ষ ২০ হাজার টন সাধারণ রবার উৎপন্ন হইয়াছিল। অপরদিকে ঐ সালে এক জার্ম্মানীতেই কৃত্রিম রবার উৎপন্ন হইয়াছিল ২০ হাজার টন হইতে ২৫ হাজার টন। বেঞ্জল ও সুরাসার প্রভৃতি অনেক দেশেই পেট্রোলের স্থান অধিকার করিতেছে। পৃথিবীতে স্বাভাবিক ধরণের রেশমের উৎপাদন ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। কিন্তু কৃত্রিম রেশমের উৎপাদন দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। গত ১৯৩৯ সালে কৃত্রিম রেশমের উৎপাদন গত ১৯৩০ সালের তুলনায় দ্বিগুণ দাঁড়াইয়াছে।

ভারতে চিনির উৎপাদন

গত ১৯৪০-৪১ সালে ভারতে কি সংখ্যক চিনির কল চলতি আছে এবং তাহাতে মোট কি পরিমাণ চিনি উৎপাদিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে তৎসম্পর্কে কানপুরস্থ 'ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউট অব সুগার টেক্নোলজি'র ডিরেক্টর সম্প্রতি একটি প্রাথমিক পূর্ব্বাভাস প্রকাশ করিয়াছেন। এই পূর্ব্বাভাস দৃষ্টে আমরা গত ১৯৩৯-৪০ সালের তুলনায় ১৯৪০-৪১ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে কি সংখ্যক চিনির কল চালু আছে এবং কোথায় কি পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হইয়াছে তাহার বরাদ্দ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

প্রদেশ ও	চলতি কলের সংখ্যা		উৎপন্ন চিনি	
দেশীয় রাজ্য	১৯৩৯-৪০	১৯৪০-৪১	১৯৩৯-৪০	১৯৪০-৪১
যুক্তপ্রদেশ	৭০	৭১	৬,৫৯,৫০০	৪,৮২,৮০০
বিহার	৩২	৩২	৩,২২,১০০	২,৩২,১০০
পাঞ্জাব ও সিন্ধু	৩	৪	১৪,৭০০	১৬,৬০০
মাদ্রাজ	১০	১০	৩১,৩০০	৩৮,৭০০
বোম্বাই	৮	৮	৬৯,৩০০	৮৯,৭০০
বাঙ্গলা ও আসাম	৯	৯	৩৯,৭০০	৪০,২০০
উড়িষ্যা	২	২	২,৩০০	২,৮০০
দেশীয় রাজ্যসমূহ	১১	১২	১,০২,৮০০	১,১০,৪০০
	১৪৫	১৪৮	১২,৪১,৭০০	১০,১৩,৩০০

বাঙ্গলায় যুদ্ধকালীন শিল্প প্রচেষ্টা

সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক ছাটাই প্রস্তাবের আলোচনা প্রসঙ্গে বাঙ্গলা সরকারের মন্ত্রী মিঃ তমিজুদ্দীন খাঁন জানান যে, গবর্ণমেন্ট বাঙ্গলা দেশ হইতে ৪০ হাজার টাকার কম্বল সরবরাহের জন্য কেন্দ্রিয় সরকারের একটি ফরমাইস আদায় করিয়াছেন। মশারীর কাপড়ের জন্য টেণ্ডার দেওয়া হইয়াছে। ইহা গৃহীত হইলে আরও ২৫ হাজার গজ মশারীর কাপড়ও সরবরাহের ফরমাইস পাওয়া যাইবে। তাহা ছাড়া বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলি শীঘ্রই ৫৮ লক্ষ গজ মশারীর কাপড়ের একটা বড় অর্ডার পাইবে এরূপ আশা আছে। মিঃ তমিজুদ্দীন খাঁন আরও বলেন যে, মুর্শিদাবাদের রেশম দিয়া প্যারাসুট তৈয়ার হইতেছে। ঐগুলি মধ্য প্রাচ্যে প্রেরিত হইবে। যদি এই প্যারাসুটগুলি কার্য্যকরী বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে আরও যথেষ্ট টাকার ফরমাইস পাইবার সম্ভাবনা আছে।

আবর্জ্জনার মূল্য

আধুনিক যুগে আবর্জ্জনা হইতেও অর্থাগমের ব্যবস্থা হইয়াছে। বর্ত্তমানে বিভিন্ন উন্নতিশীল দেশে সহরের আবর্জ্জনা হইতে শিশি-বোতলগুলি পৃথক করিয়া ধুইয়া বিক্রয় করার ব্যবস্থা আছে। ভাঙ্গা কাচের টুকরা একত্র করিয়া ধুইয়া কাচের কারখানায় প্রেরিত হয়। ইহা হইতে কাচের শিশি-বোতল ও নূতন জিনিষ তৈয়ারী হয়। ছেঁড়া কাপড় খুলিয়া ঝাড়িয়া ধুইয়া শুকাইয়া ও রোগের বীজাণু নষ্ট করিয়া, তুলার ন্যাকড়াগুলি কাগজের কলে পাঠান হয় ও সেইগুলি হইতে কাগজ প্রস্তুত হয়। ছেঁড়া কাগজ হইতে পিজবোর্ড তৈয়ার হয়। লোহার ভাঙ্গা জিনিষপত্র হইতে বিশুদ্ধ লৌহ পাওয়া যায়। সালফিউরিক এসিড সহযোগে এইগুলি হইতে হীরাকসও তৈয়ারী হয়। ইহা কালীর অন্যতম প্রধান উপাদান। টিনের টুকরা হইতে ক্লোরিণ সংযোগে যে পদার্থ পাওয়া যায়, তাহা দিয়া প্রকৃতিজাত রেশম ওজনে ভারী করা হইয়া থাকে। আবর্জ্জনার দাহ্য পদার্থগুলিতে অগ্নি সংযোগে বাষ্প পাওয়া যায়। সেই বাষ্পে ডায়নামো চালাইয়া সহজে ও সস্তায় বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাইতে পারে। আবর্জ্জনার যে ধূলি উড়িয়া যায়, তাহা লম্বা চিমনির সাহায্যে ধরিয়া কসাইখানায় অব্যবহার্য্য অন্য দ্রব্যগুলির সহিত মিশাইয়া জমির উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত হয়। যে ছাই পড়িয়া থাকে নানাভাবে তাহা দিয়া কংক্রীট তৈয়ার করিয়া গৃহ নির্ম্মাণের কাজে ব্যবহার করা যায়। ঐরূপভাবে আবর্জ্জনা হইতে বার্মিংহামের কর্পোরেশনের গড়ে বৎসরে ৫৩ হাজার পাউণ্ড এবং গ্লাসগো কর্পোরেশনের গড়ে বৎসরে ৪ লক্ষ পাউণ্ড আয় হইতেছে।

(বীমা প্রসঙ্গ)

সম্প্রতি জানান হইয়াছে যে, যুদ্ধকালীন বীমা-জমা হ্রাস করিবার জন্য যে আইনের খসড়া কিছুদিন পূর্ব্বে পাশ হইয়াছিল, তাহাতে বড়লাট সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। বীমা কোম্পানীর বর্ত্তমান দুরবস্থার সময়ে এই আইন কিয়ৎপরিমাণে উহাদের ভার লাঘব করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

* * *

গত ১০ই মার্চ্চ তারিখে ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানী সমিতির বাৎসরিক অধিবেশনে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবৃন্দ ১৯৪১ সালের পরিচালক সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন:—পণ্ডিত কে, সান্তনম্ (লক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স) মিঃ এইচ, ই, জোন্স্ (ওরিয়েণ্টাল) মিঃ কে, এম্, নায়েক (ন্যাশনাল), মিঃ এস্, বি, কার্ডমাষ্টার (নিউ ইণ্ডিয়া) মিঃ কে, সি, দেশাই (ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এণ্ড প্রুডেন্সিয়াল), মিঃ ভীমসেন সাচার (সান্‌লাইট), মিঃ ওয়াই, ব্যাঙ্গেয়ার (অন্ধ্র) ও মিঃ আর, কে জৈন (ভারত)।

আমরা ভরসা করি যে, ইঁহাদের পরিচালনাধীনে ভারতীয় বীমা ব্যবসায় উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইবে।

* * *

সম্প্রতি চট্টগ্রাম হইতে এক চাঞ্চল্যকর বীমা প্রতারণার মামলার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। মামলা এখন বিচারাধীন। এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া এবং হিন্দুস্থান কো-অপারিটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটী ইহার সহিত সংযুক্ত আছে। সংক্ষেপে মামলার বিবরণ এইরূপ:—

কয়েকজন ব্যক্তি পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ করিয়া হিন্দুস্থান ও এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া হইতে ২০০০৲ করিয়া দুইটী পলিসি অপর এক ব্যক্তির নামে গ্রহণ করে। দুই ক্ষেত্রেই বীমার আবেদন (Proposal) আকিয়াব (বর্ম্মা) হইতে করা হয়। বীমাপত্র দুইটী গৃহীত হইবার পর তাহাদিগকেই ষড়যন্ত্রকারীদিগের অন্যতম এক ব্যক্তির স্ত্রীর নামে লেখাইয়া (Assign) লওয়া হয়। প্রকাশ যে, যাহার নামে বীমাপত্র দেওয়া হইয়াছিল তাহার স্থলে অন্য একজনকে ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষিত করা হইয়াছিল। যে বৎসরে হিন্দুস্থান কোঅপারেটিভ্ বীমাপত্র দান করেন, সেই বৎসরেই কয়েক মাসের মধ্যেই উক্ত বীমাপত্র বাবদ মৃত্যুজনিত দাবী ঐ সোসাইটীর নিকট উপস্থিত হয় এবং হিন্দুস্থান যথাসময়ে ঐ দাবী পূরণ করেন। কিন্তু এই ব্যাপারে এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়ার সন্দেহ হয় এবং উক্ত কোম্পানীর চট্টগ্রামস্থিত ইনস্পেক্টর মিঃ এইচ কে দত্ত রায় ঐ সম্পর্কে বিশেষ অনুসন্ধান করেন। তাহার ফলে জালিয়াতি ইত্যাদি নানাবিধ অপকর্ম্মের সন্ধান পাওয়াতে স্থানীয় পুলিসের নিকট সংবাদ দেওয়া হয়। পুলিস অনুসন্ধান করিয়া তিনজন ব্যক্তিকে চালান দেয়। হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্‌ও ঐ সম্পর্কে অভিযোগ করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত করুণা কুমার নন্দী সোসাইটীর পক্ষে উহা দায়ের করেন।

এক্ষণে মামলার বিচার চলিতেছে। যদি অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় তবে বীমাকর্ম্মীদের পক্ষে ইহা খুবই পরিতাপের বিষয়। বীমাকর্ম্মী এবং বীমা, সংশ্লিষ্ট সকলেরই প্রতারণার উর্দ্ধে থাকার চেষ্টা করা উচিত।

* * *

প্রকাশ যে, ১৯৪০ সালে আমেরিকায় ১২,০০০,০০,০০০ ডলারেরও অধিক জীবন বীমা বিক্রয় হইয়াছে এবং ঐ বৎসরের শেষে চলতি বীমার মোট পরিমাণ হইয়াছে ১১৭,৫০০,০০০,০০০ ডলার। ঐ এক বৎসরে বীমা কোম্পানীর সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৩০,৭৭৫,০০০,০০০ ডলারে দাঁড়াইয়াছে এবং প্রায় ২,৭০০,০০০,০০০ ডলার দাবী বাবদ দেওয়া হইয়াছে।

প্রকাশ যে, বোম্বায়ের ফরওয়ার্ড এসিওর‍্যান্স কোং নয়া দিল্লীর ফেডারেল ইণ্ডিয়া এসিওর‍্যান্স কোংর সহিত মিলিত হইবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছে। প্রভাত ইন্সিওর‍্যান্স কোং ও মডার্ণ ইন্সিওরেন্স কোং ইতিপূর্ব্বেই ফরওয়ার্ড এসিওর‍্যান্স কোম্পানীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

* * *

পৃথিবীতে রৌপ্যের উৎপাদন

দেশ	১৯৪০ (আউন্স)	১৯৪১ (আউন্স)
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	৬,৬০,০০,০০০	৫,৭৮,০০,০০০
মেক্সিকো	৮,৪৫,০০,০০০	৮,১৫,০০,০০০
ক্যানাডা	২,৫০,০০,০০০	২,৪২,০০,০০০
দক্ষিণ আমেরিকা	৩,২৫,০০,০০০	৩,০৯,০০,০০০
অন্যান্য দেশ	৭,০০,০০,০০০	৬,৯৮,০০,০০০
মোট	২৭,৮০,০০,০০০	২৬,৪২,০০,০০০

সামরিক কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদের চাকুরী সংরক্ষণ

ভারত সরকারের এক ইস্তাহারে এরূপ ঘোষিত হইয়াছে যে, যে সকল ব্যক্তি সামরিক কার্য্যে নিযুক্ত হইবে ভবিষ্যতে তাহাদের কর্ম্মসংস্থানের সর্ব্বপ্রকার বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের জরুরী প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। এতদুদ্দেশ্যে ভারত সচিবের অনুমতিক্রমে ভারত গবর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যুদ্ধ বিরতির পর বর্ত্তমানে যুদ্ধে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে উপযুক্ত প্রার্থীদের জন্য ভারতীয় সিভিল সার্ভিস ও পুলিশ সার্ভিসের বার্ষিক শূন্য পদের শতকরা ৫০টী সংরক্ষিত হইবে। ভারতীয় এবং ইউরোপীয় প্রার্থী—উভয়ের সম্পর্কেই এই সিদ্ধান্ত সমভাবে প্রযোজ্য হইবে। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের সম্পর্কেও বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর চাকুরীর রকমভেদে প্রয়োজনীয় সংশোধন সাধন করিয়া উপরোক্ত সংরক্ষণ নীতি অবলম্বনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহও তাঁহাদের অধীনস্থ চাকুরী সম্পর্কে এই বিষয়ে একটা বিবৃতি দিবেন বলিয়া আশা করা যায়। এই ব্যবস্থা অনুসারে যে সকল পদ সংরক্ষিত হইবে যুদ্ধ বিরতির পর অনতিবিলম্বে তাহাতে সামরিক বিভাগের অনুমোদিত প্রার্থীদের ভিতর হইতে লোক নিয়োগ করা হইবে। এই প্রকার বিভিন্ন পদে কাজ করিবার মত নিম্নতম যে শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজন তাহার মাপকাঠি স্থির করিয়া দেওয়া হইবে। প্রার্থীদের মধ্যে এইরূপ শিক্ষা-দীক্ষার অভাব দৃষ্ট হইলে মনোনয়ন দ্বারা লোক নিয়োগ করা হইবে; তবে পদপ্রার্থিগণের স্ব স্ব কম্যাণ্ডারের প্রশংসাপত্র বিশেষভাবে বিবেচিত হইবে।

বঙ্গীয় দোকান কর্ম্মচারী আইন

বাঙ্গলা সরকারের প্রচার বিভাগের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, আগামী ১লা এপ্রিল হইতে বঙ্গীয় দোকান কর্ম্মচারী আইন বলবৎ হইবে। আগামী ২৭শে মার্চ্চ তারিখের কলিকাতা গেজেটে এই মর্ম্মে নোটীশ প্রকাশিত হইবে।

ভারতে নূতন যৌথ কোম্পানী

গত ১৯৪০ সালের আগষ্ট মাসে বৃটিশ ভারতে মোট ৬১টি নূতন যৌথ কোম্পানী রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছে। উহাদের সমষ্টিকৃত অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা। ১৯৪০ সালের জুলাই মাসে ৮ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা অনুমোদিত মূলধন বিশিষ্ট মোট ৭৪টি কোম্পানী রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছিল। আগষ্ট মাসে যে ৬১টি কোম্পানী রেজেষ্ট্রীকৃত হয় তাহার মধ্যে বাঙ্গলার ন্যাশনেল ফ্লোটিলা কোম্পানী, বোম্বাইয়ের ন্যাশনেল রেডিও এণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী ও কোকন ইণ্ডাষ্ট্রীজ কোম্পানী ও দিল্লীর হাউজিং এণ্ড জেনারেল ফিনান্স কোম্পানীগুলিই প্রধান। উহাদের প্রত্যেকের অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা।

১৯৪০ সালের আগষ্ট মাসে বৃটিশ ভারতে ৫০ লক্ষ টাকা অনুমোদিত মূলধন বিশিষ্ট মোট ২৬টি কোম্পানীর কাজ বন্ধ হয়।

ভারতে গমের চাষ

গত ১৯৩৯-৪০ সালে সমগ্র ভারতে ৩ কোটী ৩৩ লক্ষ ৩৮ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছিল। সম্প্রতি ১৯৪০-৪১ সালের যে দ্বিতীয় সরকারী পূর্ব্বাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে এ বৎসর মোট ৩ কোটী ৩৩ লক্ষ ৬৮ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

মাদ্রাজে 'আগমার্ক'যুক্ত ডিমের ব্যবহার

মাদ্রাজের সরকারী হাসপাতালসমূহে এখন হইতে একমাত্র 'আগমার্কযুক্ত' ডিমই ব্যবহৃত হইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সরকারী মার্কেটিং বিভাগের চেষ্টার ফলেই এই ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রতি বৎসর এই প্রদেশের সরকারী হাসপাতালসমূহে প্রায় ৬ লক্ষ ডিম ব্যবহৃত হয়। গবর্ণমেণ্টের এই সিদ্ধান্তে ডিমের ব্যবসায়ে বিশেষ উৎসাহ সঞ্চার হইয়াছে এবং মাদ্রাজ প্রদেশের ডিম ব্যবসায়িগণ সরকারী গ্রেডিং এবং মার্কিং অর্থাৎ পণ্যদ্রব্যের শ্রেণীবিভাগ ব্যবস্থায় যোগদান করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

ভেজাল ঘৃতের প্রচলন হ্রাস

ভেজাল ঘৃতের প্রচলন হ্রাস করার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে ইম্পিরিয়েল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারেল রিসার্চের উদ্যোগে ঘি প্যাকারদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন নিম্নরূপ সুপারিশ করিয়াছেন :—

(১) ভেজাল খাদ্যপণ্য সম্পর্কিত আইন একমাত্র মিউনিসিপ্যালিটী এবং সহরসমূহে নিবদ্ধ না রাখিয়া সমগ্র প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যসমূহেও প্রযোজ্য করা হউক।

(২) উক্ত আইনের বিধানমতে মার্কেটিং বিভাগের কর্ম্মচারীদিগকে পরিদর্শন করার ক্ষমতা দিতে হইবে এবং (৩) শীল করা লেবেলযুক্ত কৌটায় 'বনস্পতি' বিক্রয় করা হইবে।

ভবিষ্যতে সামরিক বিভাগের জন্য যাহাতে 'আগমার্ক'যুক্ত ঘৃত ক্রয় করা হয়, এই উদ্দেশ্যে ফেডারেশন অব 'আগমার্ক' ঘি প্যাকার্স সরবরাহ বিভাগের নিকট আবেদন করার বিষয় বিবেচনা করিতে পারেন, সম্মেলনে এইরূপ একটি সিদ্ধান্তও গৃহীত হইয়াছে।

ডাক বিভাগের মারফত সমরঋণ সংগ্রহ

আগামী ১লা এপ্রিল হইতে ডাক বিভাগের মারফত সমরঋণ সংগ্রহের এক নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করা হইবে। পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কের অনুকরণে ইহার নাম হইবে ইণ্ডিয়ান পোষ্ট অফিস ডিফেন্স সেভিংস ব্যাঙ্ক। অপেক্ষাকৃত অল্পআয়বিশিষ্ট জনসাধারণকে সমরঋণে অর্থবিনিয়োগ করার জন্য সুযোগ দানের উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা পরিকল্পিত হইয়াছে।

পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কের কাজ যে ভাবে হইয়া থাকে; এই ব্যবস্থায়ও আমানতকারীর তদপেক্ষা বেশী কোন হাঙ্গামা করিতে হইবে না। আমানত কারীর মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোন কারণে যুদ্ধ শেষ হইলে এক বৎসর মধ্যে এই আমানতী অর্থ ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না। ইচ্ছামত টাকা উঠান যাইবে না বলিয়া সুদের

হার পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান সুদের হার অপেক্ষা শতকরা এক টাকা বেশী করিয়া শতকরা বার্ষিক ২॥০ আনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। দশ হাজার টাকার বেশী কোন এক ব্যক্তির হিসাবে আমানত গ্রহণ করা হইবে না। প্রাথমিক আমানত ২৲ টাকা।০ আনা এবং পাই জমা দেওয়া যাইবে না। এই হিসাব সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে এই আমানত গ্রহণযোগ্য হইবে না।

বিহারে কাষ্ঠ সংরক্ষণ প্রতিষ্ঠান

গৃহ এবং আসবাবপত্র নির্ম্মাণে যে কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়, তাহা অল্প সময় মধ্যে শুষ্ক করা এবং দোষমুক্ত করার জন্য বিহার সরকার চাইবাসাতে একটী টিম্বার কিউরিং প্রতিষ্ঠান স্থাপন কয়িয়াছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিসমূহও ক্রয় করা হইয়াছে। পূর্ব্বে কাষ্ঠ শুষ্ক এবং দোষমুক্ত করার জন্য প্রায় এক বৎসর সময় কাটিয়া যাইত। বর্ত্তমান পদ্ধতিতে ৩০ হইতে ৪০ ঘণ্টার বেশী সময় লাগিবে না। বন সম্পর্কিত প্রাদেশিক উপদেষ্টা বোর্ডের সুপারিশক্রমেই উক্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। বনজ সম্পদের অধিকতর লাভজনক ব্যবহার সম্পর্কেও উপদেষ্টা বোর্ড বিশেষ অনুসন্ধানে নিযুক্ত আছেন বলিয়া প্রকাশ।

গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক লৌহ ও ইস্পাত ক্রয়

ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাতের বিদেশী চাহিদা বৃদ্ধি পাইতে পারে আশঙ্কায় সরবরাহ বিভাগ শীঘ্রই বহু টাকা মূল্যের লৌহ ও ইস্পাত ক্রয় করিয়া রাখিবেন বলিয়া সিভিল এণ্ড মিলিটারী গেজেটের নয়াদিল্লীর সংবাদদাতা জানাইয়াছেন। সরবরাহ বিভাগের অতিরিক্ত সেক্রেটারী মিঃ গোলাম মহম্মদ এই উদ্দেশ্যে সম্প্রতি বোম্বাই গমন করিয়া টাটা কোম্পানীর সহিত আলোচনা করিতেছেন এরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

আমেদাবাদে মাগ্‌গী ভাতার দাবী

আমেদাবাদে কাপড়ের কলের শ্রমিক সঙ্ঘ পুনরায় মাগ্‌গী ভাতার দাবী করিয়াছে। ১৯৪০ সালে সরকার নিযুক্ত ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল কোর্ট পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির অজুহাতে মজুরী বৃদ্ধি করিয়া দেন। আমেদাবাদে শিল্পপ্রতিষ্ঠান-সমূহের লাভের পরিমাণ হ্রাস কিংবা বৃদ্ধি পাইলে মালিক এবং শ্রমিকগণ মজুরীর হার পরিবর্ত্তনের দাবী করিতে পারিবেন কোর্টের সিদ্ধান্তে এরূপ একটী বিধান ছিল। শ্রমিক-সঙ্ঘের বর্ত্তমান দাবী এই যে তুলার দাম হ্রাস পাইয়াছে অথচ বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। এদিকে বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি হইতেছে এবং বহু সংখ্যক কাপড়ের কলে রাত্রেও কাজ চলিতেছে। এই সমস্ত অবস্থা বিবেচনায় শ্রমিকগণ মজুরীর হার বৃদ্ধির দাবী উপস্থিত করিয়াছে।

বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভারতীয় চা ক্রয়

১৯৪১ সালে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ২৭ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড ভারতীয় চা ক্রয় করিবেন বলিয়া বিগত ৩রা ফেব্রুয়ারীর 'আর্থিক জগতে' সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্প্রতি জানা গিয়াছে, বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট এই সিদ্ধান্ত পবিবর্ত্তন করিয়া অতিরিক্ত আরও ৫০ লক্ষ পাউণ্ড ভারতীয় চা ক্রয় করিবেন। ইহার ফলে ১৯৪১-৪২ সালে রপ্তানিযোগ্য ভারতীয় চায়ের পরিমাণ মোট ৩৪৪,৯১৮,৬২৪ পাউণ্ডে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। ইহা ভারতের স্বাভাবিক রপ্তানি পরিমাণের শতকরা ৯০ ভাগ।

দিয়াশলাইএর মূল্য নিয়ন্ত্রণ

গত ১লা মার্চ্চ দিয়াশলাইএর মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে সরকারী বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় তাহার সামান্য রদ বদল করিয়া সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকারের চীফ কণ্ট্রোলার অব প্রাইসেস এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞপ্তি দিয়াছেন যে, ৪০ কাঠি দিয়াশলাই বাক্সের প্রতি গ্রোসের মূল্য ৩৶০ এবং খুচরা প্রতি বাক্সের মূল্য দেড় পয়সা নির্দ্দিষ্ট হইল। ৮০ কাঠি দিয়াসলাই বাক্সের পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত মূল্য প্রতি বাক্স তিন পয়সায় অপরিবর্ত্তিত রহিল।

সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান ম্যাচ ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোশিয়েসন ভারত সরকারের অর্থ সচিবের নিকট এই মর্ম্মে এক স্মারকলিপি প্রেরণ করিয়াছেন যে, দিয়াশলাই এর উৎপাদন শুল্ক দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিবার ফলে যে সকল ভারতীয় কোম্পানী অল্প মূলধনে কারখানা চালাইতেছে, তাহাদের সমূহ অসুবিধা হইবে এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে কারখানা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। এতদ্‌প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে যে, যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মালের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। পর্য্যাপ্ত মূলধনের অভাবে অনেক কারখানাই অধিক পরিমাণ কাঁচামাল মজুদ রাখিতে পারে না; সুতরাং তাহাদের পক্ষে বর্ত্তমান উচ্চ মূল্যে উহা ক্রয় করিয়া কারখানা পরিচালনা করাই অসম্ভব। অপর পক্ষে উৎপাদন শুল্ক বৃদ্ধি করিবার জন্য দিয়াশলাই-এর মূল্য স্বভাবতঃই বৃদ্ধি পাইয়াছে। উহার ফলে খুচরা দোকানদারগণের লাভের পরিমাণ যথেষ্ট হ্রাস পাইবে। এমতাবস্থায় বিদেশীয়গণ কর্ত্তৃক পরিচালিত কারখানাগুলি এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া লাভবান হইতে সক্ষম হইবে, কারণ তাহাদের উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম। এসোশিয়েসন প্রথমতঃ যে উৎপাদন শুল্ক বলবৎ ছিল তাহার ১¼ অংশ বৃদ্ধি করিবার সুপারীশ করেন।

বাঙ্গলায় ধানের চাষ

বর্ত্তমান ১৯৪০-৪১ সালে বাঙ্গলা দেশের আমন ধান্যের যে সর্ব্বশেষ সরকারী পূর্ব্বাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে ১ কোটি ৪৯ লক্ষ ১৬ হাজার ৭ শত একর জমিতে আমন ধান্যের চাষ হইয়াছিল। গত বৎসর ১ কোটি ৬০ লক্ষ ৯৫ হাজার ৯ শত একর জমিতে আমন ধান্যের চাষ হইয়াছিল। দশটী জিলায় স্বাভাবিক পরিমাণের তুলনায় শতকরা ৭২ হইতে ৯৫ ভাগ এবং বাকী জিলাগুলিতে শতকরা ৭০ ভাগ জমিতে ধান্যের চাষ হয়। উৎপাদনের পরিমাণ স্বাবাভিক পরিমণের তুলনায় আলোচ্য বৎসর শতকরা ৬৩ ভাগ দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমিত হয়। গত বৎসর উহার পরিমাণ শতকরা ৮৮ ভাগ ছিল। স্বাভাবিক বৎসরে প্রতি একরে ১২॥০ মন ধান্য উৎপন্ন হয়; এই ভিত্তিতে আলোচ্য বৎসরে উক্ত ৬৩ ভাগ জমিতে ৪৩ লক্ষ ১৫ হাজার ২ শত টন ধান উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। গত বৎসর উহার পরিমাণ ৬৫ লক্ষ ৪ হাজার ১ শত টন ছিল।

লবণের মূল্য নিয়ন্ত্রণ

বাঙ্গলা সরকারের চিফ কণ্ট্রোলার অব্ প্রাইসেস-এর এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, গত ১৪ই মার্চ হইতে পোর্ট সৈয়দ ও সুদান হইতে আমদানীকৃত সর্ব্বপ্রকার লবণের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে। অধুনা প্রচলিত মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিধি উক্ত লবণ সম্পর্কেও প্রযুক্ত হইবে।

রেলওয়ে বিভাগ কর্ত্তৃক ভারতীয় জিনিষ ক্রয়

ভারতীয় রেলওয়ে বোর্ডের গত ১৯৩৯-৪০ সালের রিপোর্টে প্রকাশ, সরকারী রেলওয়েসমূহ আলোচ্য বৎসর ৬ কোটি ৮১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা মূল্যের ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয় করে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে উহার পরিমাণ ৫ কোটি ৯৫ লক্ষ ৬ হাজার টাকা ছিল। অপর পক্ষে কোম্পানী পরিকল্পিত রেলওয়েসমূহের এই প্রকার জিনিষের অর্ডারের পরিমাণ ৪ কোটি ৪২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা দাঁড়ায়। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর উহার পরিমাণ ৪ কোটি ৩৩ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা ছিল। দেশীয় রাজ্যের অন্তর্গত রেলওয়েসমূহ ব্যতীত প্রথম শ্রেণীর রেলওয়েসমূহ মোট ১৭ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকার ভারতীয় শিল্পদ্রব্য ক্রয় করে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর উহার পরিমাণ ১৬ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা ছিল। আলোচ্য বৎসরে রেলওয়েসমূহ মোট ১১ কোটী ২৪ লক্ষ ১০হাজার টাকা মূল্যের ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয় করে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর উহার মোট পরিমাণ ১০ কোটী ২৮ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা ছিল।

বিহারে শিল্প বিদ্যালয়

বিহার প্রদেশে বৃত্তি শিক্ষাদানমূলক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। বিগত কয়েক মাসের মধ্যে নূতন ৫টী শিল্প-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং উহারা সরকারী সাহায্য লাভ করিয়াছে। দ্বারভাঙ্গা জিলার অন্তর্গত দিঘয়ায় এবং রঘুনাথপুর, মানভূম, গয়া, বনরিয়া এবং ধানবাদে উক্ত বিদ্যালয় সকল খোলা হইয়াছে। উহাতে বয়নের কাজ এবং সূত্রধর, কর্ম্মকার এবং দর্জ্জির কাজ প্রভৃতি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

ভারতীয় তাঁত শিল্প

ভারত গবর্ণমেণ্ট হস্ত চালিত তাঁত শিল্প ও বস্ত্র শিল্পের তথ্যানুসন্ধানের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। উক্ত কমিটি সম্প্রতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কাপড়ের কলের মালিকগণের নিকট সূতা প্রস্তুত, বয়ন ও হস্ত চালিত তাঁত শিল্প সম্পর্কে ১৯টী প্রশ্ন সম্বলিত একটী প্রশ্নপত্র প্রেরণ করিয়াছেন। ইহার পর কমিটি বিস্তৃত প্রশ্নপত্র প্রেরণ করিবেন। সূতা প্রস্তুত সম্পর্কে গত তিন বৎসরে প্রত্যেক মাসে সূতার যে মূল্যের হার বলবৎ ছিল তাহা উল্লেখ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া সূতার বিক্রয় ব্যবস্থা, কলে প্রস্তুত দেশী ও বিদেশী সূতার কি পরিমাণ প্রতিযোগিতা রহিয়াছে তৎসম্পর্কেও প্রশ্ন করা হইয়াছে। হস্তচালিত তাঁত শিল্প সম্পর্কে কমিটি অন্যান্য প্রশ্নের মধ্যে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলি উত্থাপন করিয়াছেন। (১) বিভিন্ন প্রকার দেশী ও বিদেশী কাপড়ের কলের এবং ছোট বড় যন্ত্রচালিত তাঁতের প্রতিযোগিতায় হস্তচালিত তাঁত শিল্প কতদূর ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। (২) বর্ত্তমানে কি কি কারণে হস্ত চালিত তাঁতশিল্পে অনুকূল বা প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। (৩) ভারতীয় অর্থনীতিতে হস্তচালিত তাঁত শিল্পের কি ভবিষ্যত অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। (৪) জাতীয় অর্থনীতিক্ষেত্রে তাঁত শিল্পের একটী সুনির্দ্দিষ্ট স্থান আছে বলিয়া বিবেচিত হইলে যন্ত্র চালিত তাঁত ও কাপড়ের কলের তুলনায় উহাতে হস্ত চালিত তাঁত শিল্পের কি পরিমাণ অংশ আছে। (৫) ভারতবর্ষে তাঁতীর সংখ্যা ৫০ লক্ষ বলিয়া বিশ্বাস। এমতাবস্থায় হস্ত চালিত তাঁত-শিল্পকে সহায়তা করা উচিত কিনা? উচিত বলিয়া বিবেচিত হইলে তাঁতিদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি বিধানের উদ্দেশ্যে কি প্রকার কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করা সম্ভব।

ভারতে সমুদ্রগামী নৌকা নির্ম্মাণ

প্রকাশ, ভারতবর্ষে সমুদ্রগামী খোলা নৌকা নির্ম্মাণের সম্ভাবনা আছে কি না তৎসম্পর্কে অনুসন্ধান করা হইতেছে। এই সকল নৌকা নির্ম্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় মালমসল্লা সংগ্রহে কি পরিমাণ সময় লাগিবে তৎসম্বন্ধে ইতিমধ্যেই খোঁজখবর লওয়া হইতেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই সকল নৌকা জাহাজ হইতে মাল উঠান ও নামান কার্য্যেই বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়।

চট ও থলের অর্ডার

ভারত গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান জুট মিলস এসোসিয়েশনের নিকট প্রতি একশত থলের মূল্য ১০।।০ হিসাবে ৩ কোটি ৭০ লক্ষ থলের অর্ডার দিয়াছেন। তিন মাসের মধ্যে তিন কিস্তিতে উহার ডেলিভারী দিতে হইবে। কণ্ট্রোলার অব জুট, ইণ্ডিয়ান জুট মিলস এসোসিয়েশনকে ৪২ লক্ষ গজ চট সরবরাহের অর্ডার দিয়াছেন।

শুল্ক বিভাগের আয়

গত ফেব্রুয়ারী মাসে বর্ত্তমান সরকারী বৎসরের যে ১১ মাস শেষ হইয়াছে, তাহাতে ভারত সরকারের সামুদ্রিক শুল্ক ও কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্ক বাবদ ৪৬ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। গত বৎসর এই সময়ে উহার পরিমাণ ৫২ কোটি ৬ লক্ষ টাকা ছিল। আলোচ্য বৎসরের ১১ মাসের আয়ের মধ্যে আমদানী-শুল্ক বাবদ ৩৪ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা, রপ্তানী শুল্ক বাবদ ৩ কোটি ১২ লক্ষ টাকা, স্থল শুল্ক ও বিবিধ শুল্ক বাবদ ৪২ লক্ষ টাকা এবং কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্ক বাবদ ৮ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে।

বঙ্গীয় আর্থিক তদন্ত বোর্ড

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গঠিত বঙ্গীয় আর্থিক তদন্ত বোর্ড প্রদেশের পল্লী ও সহর অঞ্চলের অধিবাসীদের ব্যয় বহনের ক্ষমতা সম্পর্কে অনুসন্ধান কার্য্যে রত আছেন। অধুনা বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের কি পরিমাণ ট্যাক্স দিতে হয় তৎসম্পর্কে প্রথমতঃ বর্দ্ধমান, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা ও ২৪ পরগণায় অনুসন্ধান কার্য্য চলিতেছে। উহা নিরূপিত হইলে উহার উপর ভিত্তি করিয়া ট্যাক্স ধার্য্যের সমতামূলক বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের সুবিধা হইবে। বৎসরের কোন্ কোন্ সময়ে কৃষক ও অন্যান্য শ্রেণীর লোকের কাজের অভাব ঘটে তৎসম্পর্কেও বোর্ড তথ্যানুসন্ধান করিতেছেন। বোর্ড আশা করেন যে, উহার ফলে বাঙ্গলা দেশে কি পরিমাণ শ্রমশক্তির অপব্যবহার হয় তৎসম্পর্কে এবং কুটীরশিল্পের প্রসার দ্বারা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে উহা নিয়োজিত করা সম্ভব কি না তদ্বিষয় অবহিত হওয়া যাইবে। কৃষক, কৃষিকার্য্যে রত শ্রমিক, মধ্যবিত্ত ও অন্যান্য শ্রেণীর লোকের তুলনামূলক অবস্থা সম্পর্কেও বোর্ড একটি তথ্যতালিকা প্রণয়ন করিবেন। কৃষিকার্য্যের ব্যয় এবং প্রধান প্রধান কৃষিজাত শস্যের ডপড়তা উৎপাদনের পরিমাণ নির্দ্ধারণের উদ্দেশ্যে জরিপ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। প্রথমতঃ বিভিন্ন তিনটী অঞ্চলে ক্ষুদ্রাকারে এই জরিপকার্য্য আরম্ভ হইবে এবং পরে বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন জিলার নির্দ্দিষ্ট কতিপয় স্থানে উহা সম্প্রসারিত করা হইবে। এই জরিপ কার্য্যে ১০ হাজার টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে এবং উহা সম্পূর্ণ হইতে ১৫ মাস সময় লাগিবে।

ভারতীয় চায়ের রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ

ইণ্ডিয়ান টি লাইসেন্সিং কমিটির সহিত পরামর্শ করিয়া ভারতসরকার আগামী ১৯৪১-৪২ সালে ভারত হইতে ৩৪ কোটী ৪৯ লক্ষ ১৮ হাজার ৬২৪ পাউণ্ড চা রপ্তানি করা যাইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ভারত হইতে সাধারণতঃ বৎসরে যে পরিমাণ চা রপ্তানি হয় উহা তাহার শতকরা ৯০ ভাগ।

বোম্বাই সরকারের বাজেট

বোম্বাই সরকারের আগামী ১৯৪১-৪২ সালের বাজেটে রাজস্বের খাতে ১৩ কোটি ৫৬ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা আয় এবং ১৩ কোটি ৫৬ লক্ষ ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। চলতি ১৯৪০-৪১ সালের প্রথম ৮ মাসের আয় ব্যয়ের উপর ভিত্তি করিয়া যে সংশোধিত বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহাতে ১৩ কোটি ৮১ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা আয় এবং ১৩ কোটি ৭৮ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা ব্যয় ধরিয়া বৎসরের শেষে ৩ লক্ষ ১১ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। যুদ্ধ বিরতির পর কোন জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে তাহা প্রতিরোধকল্পে ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের ধারণা এই যে, যুদ্ধ বিরতির পর বিশেষভাবে শিল্প পরিচালনাতেই বিঘ্ন দেখা দিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। আগামী ১৯৪১-৪২ সালের বাজেটের বিশেষত্ব এই যে, ট্যাক্সের পরিমাণ ২৬ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হইয়াছে এবং বিভিন্ন জনহিতকর কার্য্যে ব্যয়ের পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত উন্নয়ন কার্য্য সম্পর্কে আগামী তিন বৎসরের জন্য একটী সুপরিকল্পিত কর্ম্মতালিকা গৃহীত হইয়াছে এবং উহা সাফল্যমণ্ডিত করিবার পক্ষে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আগামী বৎসরে ঋণ গ্রহণের কোন প্রস্তাব করা হয় নাই; বরং প্রায় ১ কোটি টাকা মজুদ তহবিল থাকিয়া যাইবে। শিক্ষার খাতে ২ কোটী ৯ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা, হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য বিভাগের জন্য ১ কোটী ৬ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা এবং কৃষি, পশু চিকিৎসা, সমবায় ও পল্লীউন্নয়ন বিভাগের জন্য ৫০ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ব্যয়-বরাদ্দ হইয়াছে। পল্লী অঞ্চলের স্থাবর সম্পত্তির উপর ধার্য্য ট্যাক্সের পরিমাণ শতকরা ১০ টাকা হইতে ৮ টাকা পর্য্যন্ত হ্রাস করা হইয়াছে। উহার ফলে ট্যাক্সের পরিমাণ ২৪ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইবে।

বিহার সরকারের বাজেট

বিহার গবর্ণমেণ্টের এক স্মারকলিপিতে প্রকাশ, আগামী ১৯৪১-৪২ সালের বাজেটে ৩১ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত হইবে। বাজেটে ৬ কোটি ১১ লক্ষ ৮ হাজার টাকা আয় এবং ৫ কোটি ৭৯ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছে। বাজেটে সমবায় বিভাগের পুনর্গঠন, ইক্ষুর অতি উৎপাদন সম্পর্কে কৃষকগণকে ক্ষতিপূরণের জন্য কোন ব্যবস্থা নাই। অল্প বেতনভুক কর্ম্মচারীদের জন্য যুদ্ধজনিত কোন মাগ্গী ভাতা দিবারও ব্যবস্থা করা হয় নাই। অপর দিকে বাজেটে কোন নূতন ট্যাক্স ধার্য্যেরও প্রস্তাব করা হয় নাই।

মাদ্রাজ সরকারের বাজেট

মাদ্রাজ সরকারের ১৯৪১-৪২ সালের যে বাজেট বরাদ্দ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আগামী বৎসরে ১৮ কোটি ২১ লক্ষ টাকা আয় ও ১৮ কোটী ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরিয়া শেষ পর্য্যন্ত ১২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। আগামী বৎসরের জন্য কোন নূতন ট্যাক্স নির্দ্ধারিত হয় নাই। তবে বর্ত্তমানে যে সব ট্যাক্স নির্দ্ধারিত আছে, তাহা আগামী বৎসরও বলবৎ থাকিবে। আগামী বৎসর দরিদ্র জনসাধারণের সুবিধার্থে ৭৫ লক্ষ টাকা পরিমাণ রাজস্ব মকুব করা স্থির হইয়াছে।

যুক্তপ্রদেশ সরকারের বাজেট

সম্প্রতি যুক্তপ্রদেশ সরকারের ১৯৪১-৪২ সালের যে বাজেট বরাদ্দ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ঐ বৎসরে আয় হইতে ব্যয় বাদ দিয়া শেষ পর্য্যন্ত ৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। চলতি ১৯৪০-৪১ সালের যে সংশোধিত বরাদ্দ ধরা হইয়াছে, তাহাতে উদ্বৃত্ত ধরা হইয়াছে ৯ লক্ষ টাকা। আগামী বৎসরের জন্য কোন নূতন ট্যাক্স নির্দ্ধারিত হয় নাই। কোন ঋণ গ্রহণের প্রস্তাবও করা হয় নাই। আগামী বৎসরের জন্য পল্লীউন্নয়ন বাবদ ২৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। এ বৎসর পুলিস বিভাগের জন্য যে ব্যয় ধরা হইয়াছে, যুক্তপ্রদেশ সরকার আর কখনও পুলিস বাবদ সেরূপ বেশী ব্যয় করেন নাই।
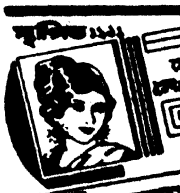
কোম্পানী প্রসঙ্গ

বেঙ্গল পেপার মিল কোং লিঃ

সম্প্রতি বেঙ্গল পেপার মিল কোম্পানীর গত ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, কোম্পানী এবার মোট ৩৩ লক্ষ ৬০ হাজার ৮০৪ টাকার কাগজ বিক্রয় করিয়াছে। পূর্ব্ব ছয় মাসে কোম্পানী মোট ৩১ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকার কাগজ বিক্রয় করিয়াছিল। এবারের আয় হইতে বিভিন্ন দিকে ২৮ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া ও মূল্যাপকর্ষ তহবিলে অর্থ নিয়োগ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত কোম্পানীর নিট লাভ দাঁড়াইয়াছে ৩ লক্ষ ৫৮ হাজার ৩৯৩ টাকা। উহা হইতে কোম্পানী সাধারণ শেয়ারের শতকরা ১৬৷৷ আনা হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির করিয়াছেন। ১ লক্ষ ৬৪ হাজার ৮৪৫ টাকা মজুত তহবিলে ন্যস্ত হইয়াছে। ৮০ হাজার ৬২৬ টাকা পরবর্ত্তী ছয় মাসের হিসাবে জের টানা হইয়াছে। মেসার্স বামার লরী এণ্ড কোং বেঙ্গল পেপার মিল কোং লিমিটেডের ম্যানেজিং এজেন্টস্।

বার্ম্মা কর্পোরেশন লিঃ

বার্ম্মা কর্পোরেশন লিমিটেডের পরিচালক বোর্ড আগামী ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে কোম্পানীর অংশীদারদিগকে প্রতি শেয়ারে তিন আনা হারে মধ্যবর্ত্তী লভ্যাংশ দেওয়া স্থির করিয়াছেন। পূর্ব্ব বৎসরের হিসাবে কোম্পানী প্রতি শেয়ারে লভ্যাংশ দিয়াছিল সাড়ে তিন আনা।

কেশোরাম কটন মিলস্ লিঃ

সম্প্রতি কেশোরাম কটন মিলস্ লিমিটেডের গত ১৯৪০ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের যে কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দৃষ্টে জানা যায়, এ বৎসর কোম্পানী ৫৬ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকার বস্ত্র উৎপন্ন করিয়াছিল। উহা হইতে আবশ্যকীয় খরচপত্র বাদ দিয়া বৎসর শেষে কোম্পানীর নিট লাভ দাঁড়ায় ৯৪ হাজার ৯১৭ টাকা।

মেট্রোপলিটন ব্যাঙ্কিং এসোসিয়েশন

গত ১৮ই মার্চ্চ মেট্রোপলিটন ব্যাঙ্কিং এসোসিয়েশনের বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় আগামী বৎসরের জন্য এসোসিয়েশনের নিম্নরূপ কার্য্যনির্ব্বাহকমণ্ডলী গঠিত হইয়াছে :—প্রেসিডেণ্ট মিঃ ধীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায় ; ভাইস প্রেসিডেণ্ট—মিঃ নন্দলাল চ্যাটার্জ্জি ; সদস্য—মিঃ বি সি দাস, মিঃ এইচ সি পাল, মিঃ আর এম মিত্র, মিঃ কে এম ব্যানার্জ্জি, মিঃ বি গাঙ্গুলী, মিঃ এস এম রায়, মিঃ এইচ এম্ ভট্টাচার্য্য, সৈয়দ আমজাদ আলি ও মিঃ ইউ এম দাস।

বেঙ্গল কমার্শিয়াল এণ্ড এগ্রিকালচারেল ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১৯৩৬ সালে কিশোরগঞ্জে বেঙ্গল কমার্শিয়াল এণ্ড এগ্রিকালচারেল ব্যাঙ্কটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমানে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গৌরীপুর ও ঈশ্বরগঞ্জে এই ব্যাঙ্কের শাখা অফিস স্থাপিত হইয়াছে। এই ব্যাঙ্কের হেড আফিস শীঘ্রই কিশোরগঞ্জ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হইবে বলিয়া প্রকাশ।

সানসাইন ইন্সিওরেন্স লিঃ

সানসাইন ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতাস্থ শাখা আফিস সম্প্রতি ১৯১-১ ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট হইতে ৯এ ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্টে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

বিভিন্ন কোম্পানীর নূতন বীমার পরিমাণ

ভারত ইন্সিওরেন্স কোম্পানী—গত ১৯৪০ সালের হিসাবে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার অধিক নূতন বীমা প্রদান করিয়াছে। **কমন ওয়েলথ এসিওরেন্স কোম্পানী**—গত ১৯৪০ সালের হিসাবে ৪৬ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকার অধিক নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। **বোম্বে কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স কোম্পানী**—গত ১৯৪০ সালের হিসাবে ৪০ লক্ষ ৪২ হাজার টাকার অধিক নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। **জেনারেল এসিওরেন্স সোসাইটি লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের হিসাবে ৬৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার অধিক বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে।

গিরিশ ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১৬ই মার্চ্চ শ্রীযুক্ত বরদা প্রসন্ন পাইন গিরিশ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের বেলঘরিয়া শাখার উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। শ্রীযুক্ত পাইন তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইলে লোকের মিতব্যয়িতা বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে যে টাকা ব্যাঙ্কে খাটান হয় তদ্দারা স্থানীয় অধিবাসীদের সাধারণ অবস্থা উন্নত হইয়া থাকে। বেলঘরিয়াতে অদূর ভবিষ্যতে যে সকল ছোট ছোট শিল্প গড়িয়া উঠিবে তাহা এই ব্যাঙ্কের নিকট আর্থিক সাহায্য লাভ করিবে ; ফলে জাতীয় এবং অর্থনৈতিক জীবন পুনর্গঠিত হইবে। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং চুঁচুড়ার পাবলিক প্রসিকিউটার রায় বাহাদুর জে এন মুখার্জ্জি ব্যাঙ্কের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করিয়া বক্তৃতা করেন। গিরিশ ব্যাঙ্ক ১৯৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঙ্গলায় ১৩টি স্থানে ইহার শাখা আছে।

নিউ এসিয়াটিক লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিঃ

নিউ এসিয়াটিক লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানী গত ১৯৪০ সালের হিসাবে মোট ৬০ লক্ষ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় কোম্পানীর নূতন লাভের পরিমাণ এবার শতকরা ২০ ভাগ বেশী হইয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় যে স্থলে দেশে অধিক কোম্পানীরই কাজ হ্রাস
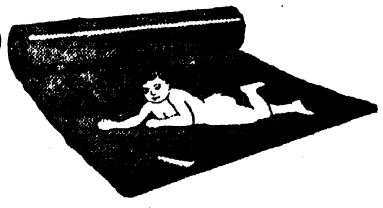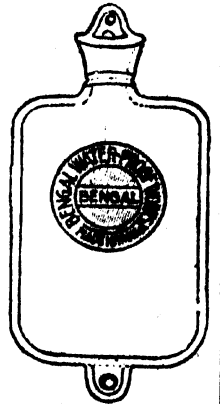
পাইতেছে সে স্থলে নিউ এসিয়াটিক লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী নূতন কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি কোম্পানীর পরিচালকদের বিশেষ কৃতকার্য্যতার পরিচায়ক।

এলেম্বিক ক্যামিকাল ওয়ার্কস্

১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাস হইতে পাঁচ বৎসরের মধ্যে বরোদা সরকার এলেম্বিক ক্যামিকাল ওয়ার্কস্ কর্ত্তৃক আমদানীকৃত কলকব্জা এবং কাঁচা মালের উপর শুল্ক (Terminal Tax) ধার্য্য করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ইহার জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠান বরোদা সরকারকে বার্ষিক মাত্র এক হাজার টাকা প্রদান করিবেন।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

আসাম মিলস্ টিম্বার এণ্ড কোং লিঃ—গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা ২৫৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা ১২॥০ আনা। **ওয়াল ফোর্ড ট্রান্সপোর্ট লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা ৬৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা ৭॥০ আনা। **বাঙ্গালোর উলেন, কটন এণ্ড সিল্ক মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৫৲ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসের হিসাবেও ঐ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। **ইউনাইটেড প্রভিন্সেস্ ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কোং লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৪ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসের হিসাবেও ঐ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল।

কেলভিন জুট কোং লিঃ—গত ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ১৫৲ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসের হিসাবেও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **প্রেসিডেন্সী জুট মিলস কোং লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ১।০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসের হিসাবে কোন লভ্যাংশ দেওয়া হয় নাই। **ইণ্ডিয়ান উড্ প্রোডাক্টস্ লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা ১৭॥০ আনা। পূর্ব্ব বৎসর লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল শতকরা ১৬৲ টাকা। **ইরিংমারা টি কোং লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের হিসাবে কোন লভ্যাংশ দেওয়া হয় নাই। **ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা চারি টাকা। **সাটনা ষ্টোন এণ্ড লাইম কোং লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে প্রতি শেয়ারে ২।০ আনা লভ্যাংশ প্রদান করিয়াছে।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

ইণ্ডাষ্ট্রী বিল্ডার্স লিঃ—ডিরেক্টার মিঃ এস মজুমদার। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস, ১ নং বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বেঙ্গল শ্লেট ওয়ার্কস লিঃ—ডিরেক্টার মিঃ এস কে দাস। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস, ২৩ নং সাউথ রোড, ইটালী, কলিকাতা।

মাজুল্লাবাদ ফার্ম্মিং সোসাইটি লিঃ—ডিরেক্টার মিঃ বি এন বসু। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা।

ওয়েষ্টার্ণ বেঙ্গল মিনারেলস লিঃ—ডিরেক্টার মিঃ ডি চক্রবর্ত্তী। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস ১ বি, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বেঙ্গল ইউনিয়ন প্রেস লিঃ—ডিরেক্টার মিঃ এস শীল। অনুমোদিত মূলধন ১০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড অফিস, ৩৩ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(ভারত সরকারের শিল্পনীতি)

বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় যে সব শিল্প স্থাপিত হইতেছে তাহাদের ভবিষ্যৎ সঙ্কটের প্রতিবিধান কল্পে বাণিজ্য সচিব যে কমিটি গঠনের কথা বলিয়াছেন, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তির কারণ নাই। কিন্তু ভবিষ্যৎ বিপদের বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়া বাণিজ্য সচিব এদেশের শিল্পোদ্যোগীদিগকে এখন হইতে শক্তি সঞ্চয়ের যে হিতোপদেশ দিয়াছেন, তাহা অনেকটা উপহাসের মতই শুনাইয়াছে। যুদ্ধের প্রথম অবস্থা হইতে এদেশের শিল্পোদ্যোগীরা নূতন শিল্প গড়িয়া তোলার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কার্য্যকরী উৎসাহ ও সাহায্য চাহিয়া আসিতেছেন। বিশেষ করিয়া নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইলে যুদ্ধের পরে যাহাতে তাহা বিদেশীর প্রতিযোগিতায় বিপর্য্যস্ত না হয়, সে জন্য এখনই গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে তাঁহারা ভবিষ্যৎ সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দাবী করিয়াছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট আজ পর্য্যন্ত এলুমিনিয়াম শিল্প ও ইস্পাতের পাইপ শিল্প ব্যতীত কোন শিল্প সম্বন্ধে সেরূপ প্রতিশ্রুতি দেন নাই। ভবিষ্যৎ সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিয়া দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠানকে তাঁহারা উৎসাহিত করেন নাই—বরং নূতন নূতন কর নির্দ্ধারণ করিয়া তাঁহারা দেশের বড় ও মাঝারি সকল শিল্পকে অহেতুকভাবে ভারাক্রান্ত করিয়াছেন। ফলে কেবল ভবিষ্যতের জন্য নহে বর্ত্তমানেও উহাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হইতে চলিয়াছে। একদিক দিয়া দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া অপরদিক দিয়া উহাদিগকে ভবিষ্যতের জন্য শক্তি সঞ্চয়ের উপদেশ দেওয়া পরিহাস ভিন্ন আর কি হইতে পারে ?

বাণিজ্য সচিব তাঁহার তৃতীয় প্রস্তাবে বলিয়াছেন যে, এদেশে যেসব শিল্পকে সংরক্ষণশুল্কের সুবিধা দেওয়া হয়, তাহাদের পরবর্ত্তী অবস্থা সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখিবার জন্য একটি স্থায়ী বোর্ড বা কমিটি গঠন করা দরকার। ঐ কমিটি বিভিন্ন শিল্পের পরিচালনা, শিল্পজাত মালের বাজার দর ও অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে শিল্পের অনুকূল বা প্রতিকূল গতি প্রভৃতি সম্বন্ধে সর্ব্বদা সজাগ থাকিবেন এবং যখনই প্রয়োজন উপস্থিত হইবে তখনই গবর্ণমেণ্টকে শিল্পের অবস্থা অনুযায়ী রক্ষণশুল্ক নিয়ন্ত্রণ করিতে সুপারিশ দিবেন। এইরূপ ধরণের একটি কমিটি নিয়োগের প্রস্তাব সকল দিক দিয়াই বিশেষ সঙ্গত। শিল্পোন্নতির প্রয়োজনে সংরক্ষণ সুবিধা প্রদানের আমরা যেরূপ পক্ষপাতী তেমনই ঐরূপ সুবিধার যাহাতে অপব্যবহার না হয় তাহাও আমরা চাই। এদেশে বিদেশী প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ দেওয়ার জন্য কোন শিল্পকে সংরক্ষণ সুবিধা দেওয়া হইলে সেই শিল্পের উদ্যোক্তাদের পক্ষে অপরিমিত লাভের দিকে নজর দিয়া কম সময়ের মধ্যে প্রকৃত উন্নতির চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তাহা ছাড়া যত শীঘ্র সম্ভব তাঁহারা যাহাতে রক্ষণশুল্ক ছাড়া বিদেশীয় প্রতিযোগিতার সমক্ষে দণ্ডায়মান হইতে পারেন, সে ধরণের প্রচেষ্টাও বিশেষ সঙ্গত। নতুবা রক্ষণশুল্ক স্থায়ীভাবে বলবৎ রাখার ফলে জনসাধারণকে অধিক মূল্যে মালপত্র কিনিয়া অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। বর্ত্তমানে দেশের লোককে এইভাবে অনেক দিক দিয়া ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে। কাজেই উপরোক্ত ধরণের একটি কমিটি নিয়োগ করিয়া রক্ষণশুল্কের ফলাফল সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখিবার ব্যবস্থা আমরা সমর্থন করি। তবে আমরা একথা বলিতে চাই যে, কেবল নানারূপ কমিটি গঠনের কথাতেই আসল কাজ বিশেষ অগ্রবর্ত্তী হইবে না। কমিটিগুলিকে যথাযথ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার ও পরে তাঁহাদের সুনির্দ্দেশ অনুযায়ী সুপরিকল্পিত ভাবে কার্য্যে অগ্রসর হওয়ার সঙ্কল্প গবর্ণমেণ্টের থাকা প্রয়োজন। কিন্তু শিল্পের দিক দিয়া এদেশীয়দের স্বার্থ রক্ষার জন্য এদেশের গবর্ণমেণ্টের সেরূপ সঙ্কল্প গ্রহণের আন্তরিকতা কোথায় ?

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২১শে মার্চ্চ

কলিকাতার টাকার বাজারে এ সপ্তাহেও কল টাকার বার্ষিক শতকরা সুদের হার আট আনা হারে বলবৎ ছিল। কিন্তু কল টাকার সুদের হার এখনও এইরূপ নিম্নস্তরে বলবৎ থাকিলেও বাজারে টাকার দাবীদাওয়া বৃদ্ধির একটা লক্ষণ বর্ত্তমানে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ব্যাঙ্কসমূহ দীর্ঘ মিয়াদী আমানত গ্রহণে প্রস্তুত থাকিলেও এতদিন স্বল্প মিয়াদী আমানত গ্রহণে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এ সপ্তাহে ব্যাঙ্কসমূহ স্বল্প মিয়াদী আমানত সম্বন্ধেও কিছু আগ্রহ দেখাইয়াছে। পক্ষকাল পূর্ব্বে ব্যাঙ্কসমূহকে এক মাসের মিয়াদী স্থায়ী আমানত গ্রহণে রাজী করা খুবই কঠিন ছিল। কিন্তু এ সপ্তাহে অনেক ব্যাঙ্ক শতকরা আট আনা সুদে ঐ শ্রেণীর আমানতও গ্রহণ করিয়াছে, অচিরে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে টাকার দাবীদাওয়া বৃদ্ধি পাইবে মনে করিয়াই যে ব্যাঙ্কগুলি স্বল্প মিয়াদী আমানত গ্রহণে আগ্রহ দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই বৎসর এ পর্য্যন্ত পাটের বিকিকিনি বিশেষ কিছুই হয় নাই। বর্ত্তমানে কাঁচা পাট বা চট ও থলের চাহিদা কিছু বাড়িয়া যাওয়ায় ঐ বাবদ অদূর ভবিষ্যতে বেশী পরিমাণে অর্থ নিয়োজিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

ট্রেজারী বিল বাবদ আবেদনের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার ফলে ট্রেজারী বিলের সুদের হার কিছু বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। গত ১৬ই মার্চ্চ ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহা ২ কোটী ৫৯ লক্ষ টাকা ও তৎপূর্ব্ব সপ্তাহে তাহা ৩ কোটী ২০ লক্ষ টাকা ছিল। এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৸৵০ আনা ও তদূর্দ্ধ দরের সমস্ত এবং ৯৯৸৯ পাই দরের শতকরা ২৫ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদন পরিত্যক্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার ছিল ৷৵৬ পাই। এসপ্তাহে তাহা ৸৫ পাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

আগামী ২৪শে মার্চ্চের জন্য ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ২৮শে মার্চ্চ ঐ বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে।

গত ১২ই মার্চ্চ হইতে ১৭ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত মোট ১ কোটী ৭৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইয়াছে। বর্ত্তমানে ৯৯৸৴৩ পাই দরে ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় করা হইতেছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণ দৃষ্টে জানা যায় গত ১৪ই মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২৩৮ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ছিল ২৩৭ কোটি টাকা। এসপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে কোন সাময়িক ধার দেওয়া হয় নাই। পূর্ব্ব সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ছিল ৭৫ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা। এসপ্তাহে তাহা ৭৬ কোটি ৯২ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্টের আমানতের পরিমাণ ছিল ৪২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা ও ৩৭ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা। এসপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ৩৯ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা ও ৩৫ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

স্বস্থ বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ দেখা গিয়াছে :—

টেলিঃ	হুণ্ডিঃ	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫৩২ পেঃ
ঐ	দর্শনী	,,	১ শি ৫৩২ পেঃ
ডি এ	৩ মাস	,,	১ শি ৬৩২ পেঃ
ডলার		(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩২৸০ ,,

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২১শে মার্চ্চ

এ সপ্তাহের প্রথম দিকে সকল শেয়ার বাজারসমূহেই অল্পবিস্তর কর্ম্মব্যস্ততা দেখা দেয়। বোম্বাই তুলার বাজারে উৎসাহ এবং চটকলসমূহ পাট ও থলের নূতন অর্ডার পাওয়ায় শেয়ার বাজারেও অনুকূল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল। বোম্বাইয়ে টাটা ডেফার্ড ২০৮০৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়া পড়ে। বোম্বাইয়ের তুলনায় কলিকাতা শেয়ার বাজারে উৎসাহ তদ্রূপ না হইলেও বিভিন্ন শেয়ারের মূল্য সামান্য বৃদ্ধি পায় এবং ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৩৩।৵০ আনায় উপনীত হয়। সপ্তাহের মধ্যভাগে থলে ও চটের বাজারে পুনরায় নিরুৎসাহভাব দেখা দেয়। অবস্থা বিবেচনায় উৎসাহ এবং কর্ম্মব্যস্ততার মাত্রা বেশী হইয়া গিয়াছে ব্যবসায়ী মহলের মনে এরূপ ধারণা জন্মে। ফলে চট ও থলের বাজারে খরিদ্দারের সংখ্যা হ্রাস পাইতে থাকে। প্রায় সকল বিভাগেই এই মন্দা বিস্তৃতি লাভ করিতে আরম্ভ করে এবং অন্ত তাহার পরিণতির পরিচয় পাওয়া যায়। ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৩২৲ টাকায় নামিয়া আসিয়াছে। কলিকাতার শেয়ার বাজারে বর্ত্তমানে আবনতির কোন সুস্পষ্ট কারণ নাই। এদিকে বোম্বাই শেয়ার বাজারে উৎসাহের সহিত কাজকর্ম্ম চলিতেছে। কাজেই কলিকাতার এই মন্দা সম্পূর্ণ সাময়িক ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে। বোম্বাই বাজারের উৎসাহ অব্যাহত থাকিলে এবং রাজনৈতিক অবস্থার কোনরূপ প্রতিকূল পরিবর্ত্তন না হইলে কলিকাতার শেয়ার বাজার সম্পর্কেও অদূর ভবিষ্যতে পুনরায় উন্নতির আশা করা যায়।

কোম্পানীর কাগজ

কোম্পানীর কাগজ বিভাগে দৃঢ়তাব্যঞ্জক উন্নতির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। মেয়াদী এবং স্থায়ী উভয় শ্রেণীর সম্পর্কেই মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। শতকরা ৩॥০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৬৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইহা ৯৫৸৵০ আনায় নামিয়া আসিয়াছে। মেয়াদী ঋণসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ১৯৬৩।৬৫ ঋণপত্র ৯৫৶০ আনা, ৪৲ টাকা সুদের ১৯৬০।৭০ ঋণপত্র ১০৮৸৵০ আনা এবং ৫৲ টাকা সুদের ১৯৪৫।৫৫ ঋণপত্র ১১১৸৵০ আনায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। শতকরা ৩৲ টাকা সুদের ডিফেন্স বণ্ডের মূল্যও ১০১।০ আনায় উন্নীত হইয়াছে।

কাপড়ের কল

আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের কল বিভাগের অবস্থা প্রায় অপরিবর্ত্তিত আছে।

কয়লার খনি

কয়লা খনি শেয়ার সম্পর্কেও কেনাবেচার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং মূল্যের দিক দিয়াও অল্প বিস্তর উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। এমালগেমেটেড ২৮৲ টাকা, বেঙ্গল ৪৫৭৲ টাকা, বরাকর ১৩৸৵০ আনা, ইকুইটেবল ৩৮৲ টাকা, নিউ বীরভূম ১৫॥০ আনা, রাণীগঞ্জ ২৪৸০ আনা, এবং ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৩০৲ টাকায় বিকিকিনি হয়।

চটকল

থলে ও চটের নূতন অর্ডার প্রাপ্তির ফলে চট কলের শেয়ার সম্পর্কেও সপ্তাহের প্রথমদিকে বিশেষ উৎসাহ দেখা দিয়াছিল। শেষ দিকে এই উৎসাহ অল্পবিস্তর হ্রাস পাওয়ায় শেয়ারের মূল্যে সামান্য অবনতি ঘটিয়াছে। হাওড়া ৫২॥০ আনা, এংলো ইণ্ডিয়া ৩১৭৲ টাকা, বালী ২১৬॥০ আনা, আদমজী ২১॥৵০ আনা, ক্লাইভ ২১॥৵০ আনা, হুকুমচাঁদ ৯।০ আনা এবং কামারহাটী ৪৬৫৲ টাকায় বিকিকিনি হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল কর্পোরেশন সপ্তাহের প্রথম দিকে যথাক্রমে ৩৩।০ আনা এবং ২০।০ আনা পর্য্যন্ত উন্নীত হইয়াছিল। পরে ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৩২৲ টাকা এবং ষ্টীল কর্পোরেশন ১৯।৵০ আনায় নামিয়া আসিয়াছে। ইণ্ডিয়ান আয়রণের পরিচালক বোর্ড ১৯৪০-৪১ সালের জন্য একটী প্রাথমিক লভ্যাংশ ঘোষণা করিবেন বলিয়া বাজারে গুজব।

চিনির কল বিভাগে আলোচ্য সপ্তাহে বিকিকিনির পরিমাণ বেশী হয় নাই।

চা-বাগান বিভাগের কাজকর্ম্মও উল্লেখযোগ্য হয় নাই।

বিবিধ কোম্পানীর শেয়ারসমূহের মধ্যে ডান্‌লপ রবার ৩৮।০ আনা, বেঙ্গল পেপার ১২৫৲ টাকা এবং টিটাগড় পেপার ৭।৶০ আনায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার ও কোম্পানীর কাগজের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ১৭ই—মার্চ্চ ৯৫৵০ ৯৫।০ ; ১৯শে—৯৫।০ ; ২০শে—৯৫৶০ ; ৩৲ সুদের নূতন ঋণ (১৯৪৯-৫২) ১৮ই— ৯৯৸০ ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ১৭ই—মার্চ্চ ১০১৶০ ; ১৮ই—১০১৲ ; ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪) ১৮ই—৯৯৵০ ; ৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৭ই মার্চ্চ—৯৬৲ ৯৫৸৶০ ; ১৮ই—৯৫৸৶০ ৯৫৸০ ৯৫৸৵০ ; ১৯শে—৯৬৲ ৯৫৸/০ ৯৫৸৵০ ৯৬৲ ; ২০শে—৯৫৸৵০ ৯৬৲ ৯৫৸৵০ ; ৩॥০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ১৮ই—১০২।০ ; ১৯শে—১০৫।/০ ; ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৪৩) ১৭ই—১০৪॥৶০ ; ৪৲ সুদের ঋণ(১৯৬০-৭০) ১৭ই—১০৮৸০ ; ১৮ই—১০৮৸০ ২০শে—১০৮৸৵০ ; ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ১৭ই মার্চ্চ—১১২৲ ; ২০শে—১১১৸৵৬ ; ৪॥০ সুদের ঋণ (১৯৫৫-৬০) ১৮ই—১১৩॥০ ১১৩।০ ২০শে—১১৩।৵০ ৩৲ সুদের আসাম ঋণ (১৯৫২) ১৯শে—৯৫॥৵০ ।

ব্যাঙ্ক

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ১৭ই মার্চ্চ—৪২৸০ ; ১৮ই—৪১৸০ ; ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ১৭ই (কণ্টি) ৩৮৫৲ ; ১৮ই—(সঃ আদায়ী) ১৫৪৫৲, ১৫৫৩৲ (কণ্টি) ৩৮৪৲ ১৯শে—(সঃ আদায়ী) ১৫৪৯৲ ১৫৪০৲ ১৫৪৮৲ (কণ্টি) ৩৮৩৲ ; ২০শে—(সঃ আদায়ী) ১৫৩৫৲ ১৫৪০৲ ; রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৭ই মার্চ্চ ১০৩।০ ১০৩॥০ ১০৪॥০ ; ১৮ই—১০৪৲ ১০৩॥০ ; ১৯শে—১০৪৲ ১০৪॥০ ১০৫॥০ ; ২০শে—১০৪॥০ ১০৬॥০ ১০৪৲ ১০৬৲ ।

রেলপথ

দার্জ্জিলিং-হিমালয়ান রেলওয়ে ১৯শে—(প্রেফ) ১০১৲ ; সাহারা (দিল্লী) সাহারাণপুর রেলওয়ে ১৭ই—১১৮॥০ ; বাঁকুড়া-দামোদর ১৮ই—৯৩৲ ৯৪৲ বারাসত-বসিরহাট ১৮ই—৪০৲ ; সারা-সিরাজগঞ্জ ১৮ই—১০১৲ ; ২০শে—১০২৲ ।

কাপড়ের কল

বেনারস কটন এণ্ড সিল্ক ১৭ই মার্চ্চ ২।৶০ ; ১৮ই—২॥/ ; ২০শে—২॥৵০ বেঙ্গল নাগপুর ১৭ই—১৩৲ ১৩।০ ১৩॥০ ; ১৮ই—১৩৸০ ; ১৯শে—১৩৸০ ; বাসন্তী ১৮ই—(প্রেফ) ৪।৵০ ; বাউরিয়া ১৭ই—২৪৯৲ ২৫০৲ ; ১৮ই ২৫০৲ ; ১৯শে—(বিপ্রেফ) ৭০॥০ ; কানপুর টেক্সটাইল ১৭ই—৬॥/০ ; ১৮ই—৬।৵০ ; ১৯শে—৬॥৵০ ; ২০শে—৬॥০ ৬॥৵০ ; ডানবার ১৭ই—২০৯৲ ২১০৲ ; এলগিন মিলস ১৭ই—১৮॥০ ১৮৸০ ; ১৯শে—১৮॥৵০ ; ২০শে—১৮॥৶০ ১৮৸৶০ ; কেশোরাম ১৭ই—৬।৵০ ৬॥৵০ ; ১৯শে—৬॥৶০ ; ২০শে—৬।৵০ ৬॥৵০ ; নিউ ভিক্টোরিয়া ১৭ই—১৸৶০ ২৲ ২৵০ ; ১৮ই—১৸৶০ ২৵০ (প্রেফ) ৫।০ ; ১৯শে—১৸৶০ ২৵০ ; ২০শে—১৸৶০ ২৲ ২৵০ ।

কয়লার খনি

এমালগামেটেড্ ১৭ই—২৬৲ ; বরিয়া ২০শে—১৫৸০ বরাকর ১৯শে ১৩৸০ ১৪৲ ১৪৶০ ; ২০শে—১৩৸৵০ ; বোকারো ও রামগড় ১৭ই—১৪॥০ ১৫৲ বড়ধেমো ১৮ই—৪৵০ ৪।০ ; ২০শে—৪।০ ৪৲ ; বেঙ্গল ১৭ই—৩৫৭৲ ১৮ই—৩৫৮৲ ৩৬০৲ ; ১৯শে—৩৬১৲ ; সেণ্ট্রাল কার্কেন্দ ১৭ই—১৪।০ ১৪॥০ ; ধেমো মেইন ১৭ই—১৪৸০ ১৫৲ ১৫৵০ ; ১৮ই—১৪৸/০ ১৫/০ ; ২০শে—১৪৸৵০ ১৫৵০ ১৪॥০ ; ইকুইটেবল ১৭ই—৩৬॥৶০ ; ২০শে—৩৭৲ ৩৬৸৵০ ৩৬৵০ ৩৬।০ ৩৬৲ ; জয়ন্তী সেণ্ট্রাল ২০শে—১।৵০ ১॥০ ১॥৵০ ; ঘুসিক ও মুস্লিয়া ১৭ই—৪৪৶০ ; ১৯শে ৪।০ ৪/০ ৪।/০ কাট্রাস-ঝরিয়া ১৮ই—২৪॥০ ; ২০শে—২৫৸০ ; খাসকাজোরা—১৭ই (প্রেফ) ১৩৲ ; কুমার্দ্দি ১৭ই—৩/০ ; ১৮ই—৩/০ । লাকুর্কা ১৭ই—৯।০ ৯৸০ ৯।৵০ ; ১৯শে—৯৸৵০ ৯॥০ । নিউ মানভূম ১৭ই—৩৫।৵০ ৩৫॥৵০ ৩৫॥০ ৩৬৲ ; ১৮ই—৩৫৸৵০ । মুকুন্দপুর ১৯শে—১০৶০ ১০।৶০ । নর্থ ওয়েষ্ট (সঃ আদায়ী) ১৭ই—২১৸০ । পারসিয়া ১৭ই—১৲ । পাঞ্চভেলী ১৭ই—৩৩।০ ৩৩॥০ ; ১৯শে—৩৩৸৵০ ৩৩॥৵০ ; ২০শে—৩৪/০ ৩৩৸০ । রাণীগঞ্জ ১৭ই—২৫।০ ; ১৮ই—২৫।০ ; সমেলা ১৯শে—২৵০ ; ওয়েষ্ট জামুরিয়া ১৭ই—৩০৲ ; ১৮ই—২৯৸০ ৩০৲ ২৯৸৵০ ৩০৵০ ; ২০শে—২৯৸০ ৩০৲ । টালচের ১৯শে—১।৶০ ১॥/০ ১।৵০ ; ২০শে—১।৶০ ১॥/ ১॥০ । ইউনিয়ন ২০শে—৩১॥৵০ ৩২৲ ।

পাট কল

আদমজী ১৭ই—(প্রেফ) ১৫২৲ ; ১৮ই—২০॥৵০ ২১৵০ ২১।৵০ ; ২০শে—২১॥৶০ । আগড়পাড়া, ১৭ই—২৪৸/০ ২৪॥০ ২৪৸০ ২৫৲ ; ১৮ই—২৪৸৵০ ২৫।৵০ ; ১৯শে—২৬৲ ২৫॥০ ; ২০শে—২৫৸/০ । এলায়েন্স ১৭ই—২৪৭৲ এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ১৭ই—৩১৬৲ ৩১৫৲ ৩২২৲ ; ২০শে—৩২১৲ ৩২০৲ । বিরলা ১৭ই—২৫॥/০ ২৫৸৵০ ; ১৮ই—২৬৲ ২৬।০ ; ২০শে—২৬॥/০ ২৬॥৶০ । বালী ১৮ই—২২২৲ ২২৪৲ ; ১৯শে—২২৫॥০ । বজ বজ ১৭ই—৩৪৮৲ ৩৫০৲ ; ১৮ই—৩৪৯৲ ; ১৯শে—৩৫৩৲ । বরানগর ১৮ই—১০০৲ ১০১৲ । চাঁপদানী ২০শে—১৬৭৲ ১৬৮৲ । ক্যালেডোনিয়ান ১৭ই—৩৬২৲ ৩৬৩৲ ; ১৮ই—৩৭০৲ ৩৭২৲ । এম্পায়ার ১৭ই—২৪॥০ ২৫।/০ ; ১৯শে—২৫।৵০ । সিভিয়ট ১৮ই—১৮৫৲ ; ১৯শে—১৮৮৲ ১৮৯৲ ১৮৬৲ ; ২০শে—১৮৭৲ । গৌরীপুর ১৭ই—৬৬৮॥০ ৬৭২৲ ; ১৮ই—৬৮০৲ ৬৮৩॥০ ৬৭৮॥০ ৬৭২৲ ৬৭৩৲ ; ১৯শে—৬৮৬॥০ ৬৮৮৲ । হেষ্টিংস ১৭ই—(প্রেফ) ১৩৬॥০ ১৩৭॥০ ; ২০শে—(প্রেফ) ১৩৮৲ । হুগলী ১৭ই—৫৭॥০ ; ১৮ই—(প্রেফ) ১৯৲ ; ১৯শে—(অর্ডি) ৫৮॥০ ৫৯৲ ; ২০শে—(প্রেফ) ১৯৵০ ১৯।৶০ । হাওড়া ১৭ই—৫১॥০ ৫১/০ ৫১॥/০ ৫২॥০ ৫২৲ ; ১৮ই—৫১৸৵০ ৫২৲ ৫২॥০ ৫১৸৵০ (ঐ প্রেফ) ১৬২৲ ; ১৯শে—৫৩।০ ৫২॥৶০ ৫২॥০ ; ২০শে—৫২॥০ ২৩।৵০ ৫২।৵০ । হুকুমচাঁদ ১৭ই—৯৵০ ৯৲ (প্রেফ) ১১৬৲ ; ১৮ই—৯।০ ৯।৶০ ৯॥৶০ ৯।০ (প্রেফ) ১১৬৲ ১১৭৲ ; ১৯শে—৯।৶০ ৯৸০ ৯॥/০ ৯।/০ ; ২০শে—৯।/০ ৯॥/০ ৯।০ । কামারহাটী ১৭ই—৪৭০৲ ৪৬০॥০ ৪৭০৲ ; ১৮ই—৪৭০৲ ৪৭২॥০ ৪৬৫৲ ; ১৯শে—৪৭৫॥০ ৪৭৮৲ ৪৭০৲ ; ২০শে—৪৭০৲ ৪৭১৲ ৪৬৫৲ । কাঁকনারা—১৭ই—৩৭৮৲ ; ১৮ই—৩৮১৲ ১৯শে—৩৮১৲ ; ২০শে—৩৭৮॥০ । নস্করপাড়া ১৭ই—১৮/০ ; ১৮ই—১৭৸৵০ ১৮৵০ ; ১৯শে—১৮/০ ১৮।/০ ১৭৸৵০ ১৮৲ । ন্যাশনাল ১৭ই—২১।৵০ ২১॥/০ ; ১৮ই—২১॥০ ২১৸০ ২২৲ ; ১৯শে—২২৲ ২২।৵০ ; ২০শে—২২।৵০ । নদীয়া ১৭ই—৫৭॥০ ৫৮॥০ ; ১৮ই—৫৭॥০ ; ১৯শে—৫৯৲ ৫৮৲ ৫৮।০ ৫৭॥০ ; ২০শে—৫৭৲ । ওরিয়েণ্ট ১৭ই—১৮৮৲ ; ১৮ই—১৮৯৲ ১৮৬৲ ; ১৯শে—১৮৯৲ ; ২০শে—১৮৬৲ ১৮৭৲ । প্রেসিডেন্সি ১৭ই—৪॥০ ৪৸০ ; ১৯শে—৪॥৵০ ৪৸০ ; ২০শে—৪॥৶০ ৪॥০ । রিলায়ান্স ১৭ই—৫৩॥৵০ ; ১৮ই—৫৪॥৵০ ৫৫৵০ ; ১৯শে—৫৫॥০ ৫৫৲ ।

খনি

বর্ম্মা কর্পোরেশন ১৭ই—৫৲ ৫৵০ ৫।৵০ ; ১৮ই—৫৲ ৫।০ ৫৵০ ৫৲ ; ১৯শে—৫৵০ ৫/০ ৫৲ ; ২০শে—৫৲ । ইণ্ডিয়ান কপার ১৭ই—২/০ ২৶০ ২/০ ; ১৮ই—২/০ ২।০ ২৵০ ; ১৯শে—২৵৫ ২।/০ ২৵০ ; ২০শে—২৶০ ২।/০ ২৶০ । কারাণপুরা ডেভলপমেণ্ট ১৭ই—৮॥০ ৮৸০ । কনসোলিডেটেড টীন ১৯শে—২॥/০ ; ২০শে—২।৵০ । টেভয় টীন ১৯শে—১৲ ১/০ ।

সিমেণ্ট

ডালমিয়া সিমেণ্ট ১৭ই—(অর্ডি) ১১৸৶০ ১১৸০ (ডেফ) ৩৲ ; ১৮ই—১১৷৷৵০ ১১৸৵০ ১১৸০ ১১৸/০ ১১৸০ ; (ডেফ) ২৸/০ (প্রেফ) ১১২৲ ১১৫৲ ; ১৯শে—১১৸০ (প্রেফ) ১১৪৷৷০ ১১৪৲ ; ২০শে—১১৸০ ১১৸/০ (প্রেফ) ১১৬৲ ১১৪৸০ ১১৭৷৷০ ।

কেমিক্যাল

আলকালি এণ্ড কেমিক্যাল ১৭ই—(অর্ডি) ১৮৷০ ; ১৮ই—১৭৸০ ১৭৸৵০ ১৮৵০ ; ১৯শে—(প্রেফ) ১২৩৲ ১২৪৲ ১২৩৲ ; ২০শে—(অর্ডি) ১৮৵০ ।

ইলেকট্রিক ও টেলিফোন

বেঙ্গল টেলিফোন ১৭ই—(অর্ডি) ১৯৶০ ১৮৸৵০ (প্রেফ) ১২৶০ ১২৷০ ; ১৯শে—(প্রেফ) ১১৸০ । পাটনা ইলেকট্রিক ১৮ই—১৬৸০ । আপার যমুনা ইলেকট্রিক ২০শে—১০৸৵০ ।

ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী

বৃটানিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ১৭ই—৮৶০ ৮৷০ ৮৷৷০ ; ১৮ই—৮৲ ; ২০শে—৮৵০ । বার্ণ এণ্ড কোং ১৭ই—(অর্ডি) ৩৭৯৲ ; ১৮ই—৩৭৮৲ ১৯শে—৩৮৩৲ ; ২০শে—৩৮০৷৷০ ৩৮৪৲ । হুকুমচাঁদ ষ্টীল ১৭ই—(অর্ডি) ১০৷৶০ (প্রেফ) ৩/০ ৩৶০ ; ১৮ই—১০৷৶০ ১০৷৷০ ১০৸০ ১০৷৵০ (প্রেফ) ৩/০ ৩৵০ ; ১৯শে—৩৶০ ৩৵০ ; ২০শে—(প্রেফ) ৩৵০ । ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১৭ই—৩১৷৷৶০ ৩১৸০ ৩২৲ ৩২৶০ ৩২৷৶০ ৩১৸৶০ ৩২৶০ ৩২৲ ৩২৷০ ৩২৷৷০ ৩২৷/০ ৩২৷৶০ ৩২৷৷৶০ ৩২৸৶০ ৩২৸০ ৩৩৲ ৩২৷৷৵০ ; ১৮ই—৩২৷৵০ ৩২৷৷/০ ৩২৷৷৶০ ৩২৵০ ৩২৷৵০ ৩২৷/০ ৩২৷০ ৩২৷৶০ ; ১৯শে—৩৩৷/০ ৩৩৵০ ৩৩৷৶০ ৩৩৷৷৶০ ৩৩৵০ ৩৩৶০ ৩২৸০ ৩৩৲ ৩২৷৷৶০ ; ২০শে—৩২৷৷৵০ ৩২৸৶০ ৩৩/০ ৩২৸৶০ ৩৩৵০ ৩২৸০ ৩২৷৷৵০ । মার্শালস ১৭ই—১৸৶০ ; ১৯শে—২/০ ; ষ্টীল প্রডাক্টস ১৮ই—৫৲ ; ১৯শে—৫৷০ । ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১৭ই ৮/০ ; ১৯শে ৮৷/০ ৮৷৵০ ৮৷৷৵০ ৮৷৷/০ ; ২০শে—৮৷৵০ ৮৷৶০ ৮৷৷/০ ৮৷৷৵০ ; ষ্টীল কর্পোরেশন ১৭ই—(অর্ডি) ১৯৷৷/০ ১৯৷৷০ ১৯৷৷৵০ ১৯৸৵০ ২০৲ ১৯৸৶০ ২০/০ ২০৷৵০ ২০৲ (প্রেফ) ১১৫৷৷০ ১১৬৷৷০ ; ১৮ই—১৯৸০ ২০৲ ১৯৷৷৶০ (প্রেফ) ১১৬৲ ১১৬৷৷০ ; ১৯শে—২০৷/০ ২০৷৷/০ ২০৲ ১৯৸০ ২০শে—১৯৸০ ১৯৷৷৶০ ২০/০ ১৯৸০ (প্রেফ) ১১৬৷৷০ ১১৮৲ । ইণ্ডিয়া ষ্টীল এণ্ড আয়ার প্রডাক্টস ১৮ই—(কণ্টি) ৭৷৷০ ৭৵০ । কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং ১৮ই—(অর্ডি) ৪৷৷০ (প্রেফ) ১১৭৲ ; ২০শে—(প্রেফ) ১১৯৲ ।

চিনির কল

কেরু এণ্ড কোং ১৭ই—(অর্ডি) ৯৸০ ; ১৮ই—৯৸০ । বুল্যাণ্ড ১৮ই—১৫৸০ ১৬৲ ; রাজা ১৭ই—১৬৷০ ; ২০শে—১৬৷০ ১৬৷৷০ ১৬৲ ; শীতলপুর ১৭ই—৬৲ ৫৸৵০ ; শ্রীহনুমান ২০শে—৯৮৷০

চা বাগান

বাঁশমাটিয়া ১৭ই—১৪৷০ ১৪৷৷০ ; বাগমারী ১৮ই—৬৵০ ; বিশ্বনাথ ১৭ই—২৫৷০ ২৫৷৷০ ২৫৶০ ; ২৫৷৵০ ২৫৷৷৵০ ; ডিমাকুশী ১৮ই—২৭৲ ২৭৷০ ; গ্রব (বি) ১৭ই—৬৲ ৬৷৷০ ; ঢেলামেত ১৮ই—২১৲ ২১৷০ ; হাঁসিমারা ১৭ই—৪১৸৵০ ৪২৵০ ; গঙ্গারাম ১৮ই—৩৫৪৲ ; ১৯শে—৩৫৫৲ ৩৫৭৲ ; ২০শে—৩৫৮৲ । মিম ১৭ই—১৫০৲ ; ১৯শে—১৫০৲ । হাণ্টাপাড়া ১৮ই—৩৪১৲ । নাগা হিলস ১৭ই—১৩৷৵০ ১৩৷৷৵০ । হলদীবাড়ী ১৯শে—২২৷০ ২২৷৷০ । তেজপুর ১৭ই—৮/০ ৮৷/০ । জয়বীজ পাড়া ১৮ই—১৯৷০ ১৯৷৷০ । নাকুর নদী ১৮ই—৬৷০ ৬৷৷০ । সাপর ১৮ই—১০৵০ ১০৷৵০ ; ২০শে—১০৷৷০ ১০৸০ । দফলাগড় ২০শে—১৩৷৷০ ১৩৸০ ।

বিবিধ

বৃটিশ সিলন কর্পোরেশন ১৭ই—৪৷৷৵০ । বৃটিশ বর্ম্মা কর্পোরেশন ১৮ই—৩৷৷/০ ৩৷৷৶০ ৩৸৵০ । বি, আই, কর্পোশেন ১৯শে—৪৷৷/০ ৪৷৷৶০ ; ২০শে—৪৷৷৵০ ৪৸০ । বৃটিশ বর্ম্মা পেট্রোলিয়াম ১৯শে—৩৸৶০ ; ২০শে—৩৸০ ৩৸৵০ ৩৷৷৶০ । ইণ্ডিয়ান কেবলস—১৭ই ২১৷০ ২১৷৷০ ; নর্দার্ণ ইণ্ডিয়া অয়েল ১৮ই—(প্রেফ) ৯৭৷৷০ । ইণ্ডিয়ান উড প্রডাক্টস ১৭ই—২৬৸৶০ ২৭৷০ ২৭৷৷০ । বৃটিশ বর্ম্মা পেট্রোলিয়াম ১৭ই—৩৷৵০ ৩৷৷০ ৩৷৶০ ৩৷৷/০ ৩৷৷৵০ । টাইড ওয়াটার অয়েল ১৭ই—১৪৸৵০ ১৫৵০ ; ২০শে—১৫৵০ । ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প ১৭ই—১৪০৲ ১৪১৷৷০ । মহীশূর পেপার ১৭ই—১৪৷৷৵০ । ওরিয়েণ্ট পেপার ১৭ই—১০৷৷০ ১১৵০ ; ১৮ই—১০৷৷০ ১০৸০ ১০৸/০ ১০৷৷৶০ । শ্রীগোপাল পেপার ১৭ই—১০৵০ ১০৷৶০ ; ১৮ই—১০৵০ ১০৷০ ১০৷৷০ (প্রেফ) ১০৬৷৷০ ১০৯৲ ; ১৯শে—(প্রেফ) ১০৬৷৷০ ; ২০শে—১০৵০ ১০৷৵০ । ষ্টার পেপার ১৭ই—১০৲ ; ১৮ই—১০/০ । টিটাগড় পেপার ১৭ই—(অর্ডি) ১৭৷/০ ১৭৷৵০ ১৭৷০ ১৭৷৷০ ; ১৮ই—১৭৷৷০ ১৭৸/০ ১৭৷০ ; ১৯শে—১৭৷০ ১৭৷৷৵০ ১৭৵০ ; ২০শে—১৭৷৶০ ১৭৷৷০ ১৭৷৶০ । আসাম সজ ১৭ই—৩৷৶০ । বেঙ্গল ষ্টিম সিপ ১৭ই—(অর্ডি) ২৫০৲ ; ১৮ই—২৫০৲ ২৫১৲ ২৫৩৲ ; ১৯শে—২৫৩৲ । ক্যালকাটা ষ্টিম নেভিগেশন ১৮ই—২০০৲ ; ২০শে—২০০৲ ; মেদিনীপুর জমিদারী—৭৩৲ ।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২২শে মার্চ্চ

চট ও থলের জন্য নূতন অর্ডার আসায় এবং অদূর ভবিষ্যতে আরও নূতন অর্ডার পাওয়ার সম্ভবনা দেখা যাওয়ায় গত সপ্তাহে পাটের বাজারে একটা উৎসাহের ভাব সঞ্চারিত হয়। ফলে পাটের দরও চড়িয়া উঠে। গত ১৭ই মার্চ্চ ভারত গবর্ণমেণ্ট কার্য্যতঃ ৩ কোটি ৭০ লক্ষ পাটের থলে জন্য একটি নূতন অর্ডার দিয়াছেন বলিয়া খবর প্রকাশিত হয় (প্রতি ১০০ থলে ১০৷৷০ হারে)। ১৮ই মার্চ্চ আরও ৪২ লক্ষ গজ চটের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। এই সমস্ত অর্ডারের ফলে পাটের বাজারে একটা বিশেষ আশা ভরসার ভাব জাগ্রত হয়। চটকলওয়ালরা নূতন অর্ডার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাজারে বেশী পরিমাণ পাট ক্রয় করিতে আরম্ভ

করে। উহাতে এসপ্তাহে পাটের বাজারের উৎসাহ তৎপরতা খুব বৃদ্ধি পায়। দাম ও বিশেষভাবে তেজী হইয়া উঠে। গত ১৪ই মার্চ্চ আমরা যখন পাটের বাজারের সমালোচনা করিয়াছিলাম তখন ঐ তারিখে ফাটকা বাজারে পাটের সর্ব্বোচ্চ দর ৩৮৷৷০ আনা ছিল ১৭ই মার্চ্চ তাহা ৩৯৷৷৶০ আনা হয়। ১৯শে তারিখ তাহা ৪০৶০ আনায় পৌছে। তারপর পাটের দর আবার কিছু নামিয়া যায়। নিম্নে ফাটকা বাজারের এসপ্তাহের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল :—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
১৭ই মার্চ্চ	৩৯৷৷৶০	৩৭৸৶০	৩৩৸৶০
১৮ই ,,	৩৯৲	৩৮৶০	৩৮৷৷৶০
১৯শে ,,	৪০৶০	৩৮৷০	৩৮৷০
২০শে ,,	৩৮৷৷৶০	৩৭৸৶০	৩৮৷৶০
২১শে ,,	৩৮৸৶০	৩৭৷৷০	৩৭৸০
২২শে ,,	৩৯৵০	৩৬৷৵০	৩৯৵০

মফঃস্বলে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের জন্য বর্ত্তমানে সরকারীভাবে প্রচারকার্য্য চালান হইতেছে। বর্ত্তমানে অনেক অঞ্চলেই পাট চাষের সময় আসিয়াছে। কিন্তু বৃষ্টি না হওয়ার জন্য পাট চাষের কাজ স্বভাবঃতই বিশেষ অগ্রসর হইতেছে না। মেসার্স সিনক্লোয়ার মারে কোম্পানী গত ১৫ই মার্চ্চ তারিখে যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দৃষ্টে গত বৎসরের তুলনায় এপর্য্যন্ত কি পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে, তাহা একটি মোটামুটী বিবরণ পাওয়া যায়। এই রিপোর্টে প্রকাশ, গতবৎসর ঐ সময়ে নারায়ণগঞ্জে যে স্থলে সাড়ে দশ আনা জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল এবার সে স্থলে দেড় আনা পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। চাঁদপুরে আট আনার স্থলে এক আনা, হাজীগঞ্জে সাড়ে পাঁচ আনার স্থলে এক আনা, আখাউড়া সাত আনা স্থলে অর্দ্ধ আনা, এলাসিনে চারি আনার স্থলে এক আনা, সরিষাবাড়ীতে আড়াই আনা স্থলে এক আনা, ময়মনসিংহে আড়াই আনা স্থলে এক আনা। আশু-গঞ্জ ও নিখলীদামপাড়া অঞ্চলে পাটের চাষ এখনও সুরু হয় নাই বলা চলে। সিরাজগঞ্জ ও ভাঙ্গুরা অঞ্চলে এ পর্য্যন্ত যে পাটের চাষ হইয়াছে তাহা নগন্য।

আলগা পাটের বাজারে চটকলওয়ালারা বেশী পরিমাণ পাট ক্রয় করিয়াছে। 'সুপারভাইজড' মিডল ও ডিষ্ট্রিক্ট তোষা বটম শ্রেণীর পাটের দর প্রতি মণ ৮৷৶০ আনা ও ৬৷৷৶০ আনা ছিল। পাকা বেল বিভাগে রপ্তানীকারকেরা এবার কিছু বেশী পাট খরিদ করিয়াছে। বাজারে ডাণ্ডি ভেইজী শ্রেণীর পাটের দাম প্রতি মণ ৩৭৲ টাকা ও ফাষ্ট শ্রেণীর পাটের দাম ৪১৲ টাকা দাঁড়াইয়াছিল।

থলে ও চট

এসপ্তাহের প্রথমদিকে থলে ও চটের বাজার খুবই চড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু শেষদিকে তাহা আবার কিছু নামিয়া গিয়াছে। গত ১৩ই মার্চ্চ বাজারে ৯ পোর্টার চটের দর ১৫৷৷০ ও ১১ পোর্টার চটের দর ২১৲ টাকা ছিল। গত ১৮ই তারিখ তাহা যথাক্রমে ১৬৷৶০ আনা ও ২২৲ টাকা হয়। গতকল্য তাহা যথাক্রমে ১৫৷৷০ আনা ও ২০৷৶০ দাঁড়ায়।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ২১শে মার্চ্চ

সোণা

এ সপ্তাহে সোণার বাজারের উল্লেখযোগ্য ঘটনা—ব্রহ্মসরকার কর্ত্তৃক ব্রহ্মদেশে স্বর্ণ আমদানী নিয়ন্ত্রণ। রিজার্ভব্যাঙ্কের রেঙ্গুন শাখার ম্যানেজারের বিনানুমতিতে ব্রহ্মদেশে স্বর্ণ আমদানী নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্মদেশ স্বর্ণরপ্তানি সম্পর্কে কোন বাধা এ পর্য্যন্ত আরোপ করা হয় নাই। ব্রহ্মদেশের স্বর্ণের চাহিদা বর্ত্তমানে অতি সামান্য। কিন্তু ব্রহ্মসরকারের এই আদেশ অন্যান্য ঘটনা সমাবেশের ফলে স্বর্ণের বাজারের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে। স্বর্ণের মূল্য উচ্চস্তরে বর্ত্তমান থাকায় রপ্তানির পক্ষেও অন্তরায় হইয়াছে। ইত্যাবস্থায় স্বর্ণের মূল্য অদূর ভবিষ্যতে প্রায় ১—১৷০ টাকা হ্রাস পাওয়া অসম্ভব নয়।

অদ্যকার কলিকাতার দর ৪৩৷৵০ আনা। লণ্ডন বাজারেও সোণার দর ১৬৮ শিলিংএ স্থির আছে।

রূপা

স্বর্ণের ন্যায় রূপার বাজারেও আলোচ্য সপ্তাহে কৃত্রিম উপায়ে উৎসাহ সঞ্চারের গোপন প্রচেষ্টা চলিয়াছিল; কিন্তু কোন বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক বিক্রয়ের চাপে ইহা সফল হয় নাই। বোম্বাইয়ে মজুদ রৌপ্যের পরিমাণ ৭ হাজার বার। চাহিদাও হ্রাস পাইতেছে।

অদ্যকার কলিকাতার দর (প্রতি ১০০ ভরির মূল্য) ৬৩৷৵০ আনা এবং ঐ খুচরা দর ৬৩৷৷৵০।

লণ্ডনের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমদিকে রূপার মূল্য বৃদ্ধির সূচনা হয় এবং স্পট রূপা ২৩¼ পেনী এবং ফরোয়ার্ড রূপা ২৩$\frac{5}{16}$ পেনী দরে ক্রয় বিক্রয় হয়। অদ্যকার লণ্ডনের দর স্পট রূপা (প্রতি আউন্স) ২৩$\frac{3}{16}$ পেনী। ফরোয়ার্ড অপরিবর্ত্তিত। লণ্ডন বাজারের ভাবগতিকও বিশেষ উৎসাহজনক নয়। চাহিদার তুলনায় সরবরাহের পরিমাণ বেশী।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২১শে মার্চ্চ

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইএর তূলার বাজারে তূলার মূল্যের হার অপ্রত্যাশিত ভাবে বৃদ্ধি পায়। মিলসমূহ অধিক পরিমাণ তূলা ক্রয় করিবার জন্যই মূল্যের হার এইরূপ বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য সপ্তাহের শেষ দুইদিনে ওমরা ও বেঙ্গল শ্রেণীর তূলার প্রতি ব্যবসায়িগণ কোন আগ্রহই প্রকাশ করেন না। আলোচ্য সপ্তাহে বোরোচ এপ্রিল মে ২৪০৲ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া উহা শেষের দিকে ২৩৪৲ টাকা পর্য্যন্ত নামিয়া যায়। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের শেষে উহা ১৯৭৷৷০ আনায় বাজার বন্ধ হয়। বোরোচ জুলাই আগষ্ট ২৩০৲ টাকা দাঁড়ায়। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহা ২০০৷৷০ ছিল। ওমরা মার্চ্চ ১৫৮৸০ আনা স্থলে ১৬৮৷৷০ দাঁড়ায়। মের দর ১৬০৲ স্থলে ১৬৯৸০ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। বেঙ্গল মার্চ্চের দর পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের ১২৫৸৶০ আনা স্থলে উহা ১৩৫৲ টাকা। মের দর ১২৫৸০ স্থলে ১৩৪৲ টাকা দাঁড়ায়।

বিদেশের বাজারসমূহও চড়া গিয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে তূলার চাষ নিয়ন্ত্রণের সম্ভাবনায় এবং ইংলণ্ডে তূলা প্রেরণ সম্পর্কে ১৯ কোটি ডলার ব্যয় করা হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা তূলায় বাজারে আশা আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়। নিউইয়র্কের বাজারে মার্চ্চের দর ১০.৮২ সেণ্ট এবং মের দর ১০.৮৩ সেণ্ট দাঁড়ায়। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহা যথাক্রমে ১০.৭৮ এবং ১০.৭৭ সেণ্ট ছিল। লিভারপুলের বাজারে তূলার সরবরাহ হ্রাস পাইবার ফলে চড়া ভাব দেখা দেয়। লিভার-পুলের তূলার বাজার বন্ধ করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। অপর পক্ষে দেশাভ্যন্তরে সমস্ত মজুদ তূলা ক্রয় করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। এতৎসম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে একটি কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। লিভার পুলের বাজারে আমেরিকান মার্চ্চের দর ৮.৭১ পেনী দাড়ায়। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহা ৮.৭৪ পেনী ছিল। মের দর ৮.৩২ পেনী স্থলে ৮.৭২ পেনী দাড়ায়।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ২১শে মার্চ্চ

গত ১৮ই মার্চ্চ ভারতে ব্যবহারোপযোগী চায়ের যে ৩৬ নং নীলাম সম্পন্ন হইয়াছে তৎসম্পর্কে ক্যালকাটা টী ব্রোকার্স এসোশিয়েসন নিম্নরূপ রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন। আলোচ্য নীলামে চায়ের মূল্যের হারে অনিশ্চিয়তা দৃষ্ট হয়। পরিষ্কার শ্রেণী বিভাগ করা চা পড়তা অপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়। বিশেষ শ্রেণীর চা প্রতি পাউণ্ডে ৬ পাই হইতে ৯ পাই পর্য্যন্ত অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়। অন্যান্য শ্রেণীর চায়ের মূল্যের হার অপরিবর্ত্তিত ছিল। দার্জ্জিলিং-এর চায়ের মূল্যের হার অনিশ্চিত গিয়াছে। তবে এই শ্রেণীর লিকারিং চায়ের মূল্যের হার পূর্ব্ববর্ত্তী নীলামের হার অপেক্ষা চড়া গিয়াছে। কোটা (১৯৪১-৪২)

আলোচ্য নীলামে খরিদ্দারগণ রপ্তানি কোটা সম্পর্কে কোন আগ্রহ প্রকাশ না করার ফলে উহার হার প্রতি পাউণ্ডে ৬।৶০ আনা হইতে ৬।/০ আনা পর্য্যন্ত হ্রাস পায়। শেষের দিকে চাহিদার সামান্ত উন্নতি হওয়ায় বাজার বন্ধের সময় উহার হার ৬।৶০ আনা পর্য্যন্ত উন্নীত হয়। আভ্যন্তরীণ কোটা /০ পাই ছিল এবং উহার বিশেষ চাহিদা পরিলক্ষিত হয়। তবে বিক্রেতার অভাব বিশেষ ভাবে অনুভূত হয়।

কাপড়

কলিকাতা, ২১শে মার্চ

তূলার বাজারের অপ্রত্যাশিত উন্নতি এবং মফঃস্বলের বাজারে চাহিদা বৃদ্ধি পাইবার ফলে আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় কাপড়ের বাজারে অধিক পরিমাণে কারবার সম্পন্ন হইয়াছে। বাজারে কাপড়ের চলতি মূল্যও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ব্যবসায়িগণ আলোচ্য সপ্তাহের চড়া মূল্যে কাপড় ক্রয়ের প্রতি বিশেষ আগ্রহশীল নহে। দেশী কাপড়ের মূল্য প্রতিযোগিতা মূলক বিবেচনায় এবং উহার ডেলিভারী সম্পর্কে নিশ্চয়তা দেখা দিবার ফলেই অধিকাংশ কারবার নিষ্পন্ন হইয়াছে। জাপানী কাপড়ের বাজারে কারবার খুব নিয়ন্ত্রিত ছিল। অবশ্য প্রয়োজনীয় শ্রেণীর কাপড় ব্যতীত জাপানী কাপড়ের বাজারে কোন কারবার সম্ভব হয় না। অগ্রিম কারবারও খুব সামান্য হইয়াছে। সুদূর প্রাচ্যের রাজনৈতিক জটিলতার ফলে ব্যবসায়িগণ অগ্রিম কারবার করিতে সাহসী নহেন। ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের বাজারে কোন উল্লেখযোগ্য কারবার হয় নাই।

সুতা

বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে আশানুরূপ সংবাদ পাইবার ফলে এবং কাপড়ের বাজারে উন্নতি ঘটিবার জন্য স্থানীয় সূতার বাজারেও উহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ব্যবসায়ীগণ খুব উৎসাহের সহিত কারবার করেন এবং অগ্রিম কারবার সম্পর্কিত তাহাদের কোন আশঙ্কার ভাব দেখা যায় না। দক্ষিণ ভারতীয় সূতা কলসমূহের পক্ষে বিস্তর পরিমাণ মাঝারি এবং মোটা ধরণের সূতা বিক্রয় হইয়াছে।

চিনির বাজার

কলিকাতা, ২১শে মার্চ

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চিনির বাজারে কথঞ্চিৎ মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। মূল্যের হারও সামান্য গণ্ডীর মধ্যে উঠানামা করে। প্রধানতঃ মোটা দানা চিনির চাহিদা ভাল গিয়াছে। বাজারে কারবার অপেক্ষাকৃত নিয়ন্ত্রিত থাকা সত্ত্বেও আড়তদারগণ অদূর ভবিষ্যতে চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে আশায় মজুদ চিনি বিক্রয়ের প্রতি বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করেন। সিণ্ডিকেট কর্ত্তৃক শতকরা আরও ২ ভাগ চিনি কাটতির অনুমতি দেওয়া সত্ত্বেও ব্যবসায়িগণ সস্তা মূল্যের চিনি ক্রয় করেন। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বাজারসমূহের চাহিদার সামান্য উন্নতি দেখা যায় বটে কিন্তু গুড় এবং খান্দেশ্বরী চিনির মূল্য সস্তা হওয়ার জন্য স্বাভাবিক চাহিদা এখনও দেখা দেয় নাই। খুচরা ব্যবসায়িগণ সাময়িক প্রয়োজনানুরূপ চিনি ক্রয় করিতেছে জন্য স্পেকুলেটারগণের উৎসাহ খুব হ্রাস পাইয়াছে। অপর দিকে স্থানীয় ব্যবসায়িগণ বাঙ্গলার চিনির কলগুলির চিনি বিক্রয়-পদ্ধতি জানিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। বাঙ্গলার চিনির কলগুলিতে এনখও বিক্রয়যোগ্য চিনি মজুদ রহিয়াছে। উহারা চিনি কাটতি করিতে চেষ্টা করিলে চিনির মূল্য হ্রাস পাইবার সমূহ সম্ভাবনা রহিয়াছে। এখন পর্য্যন্ত উক্ত কলগুলি মূল্যের হার হ্রাস করিয়া চিনি বিক্রয়ের আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। স্থানীয় বাজারে প্রায় এক লক্ষ বস্তা চিনি মজুদ আছে।

বর্ত্তমান ১৯৪০-৪১ সালের মরশুমে ইক্ষু হইতে উৎপন্ন চিনির পরিমাণ ১০ লক্ষ ১৩ হাজার ৩ শত টন অনুমিত হইয়াছে। গত বৎসর উহার পরিমাণ ১২ লক্ষ ১৪ হাজার ৭ শত টন ছিল। বর্ত্তমান মরশুমে ১৪৮টি চিনির কলে চিনি প্রস্তুত হয়। সেস্থলে গত বৎসর উহার সংখ্যা ছিল ১৩৫টি। বর্ত্তমান মরশুমে ১ কোটী ৬ লক্ষ ১৯ হাজার ১ শত টন ইক্ষু নিষ্পেষিত হইবে বলিয়া অনুমিত হয়। গত বৎসর ১ কোটী ৩১ লক্ষ ৩১ হাজার ৭ শত টন ইক্ষু নিষ্পেষিত হইয়াছিল। উহা হইতে গুড় ও চিনি উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে ৩.৫৫ ভাগ এবং ৯.৫৪ ভাগ দাঁড়ায়। গত বৎসর উহার পরিমাণ ৩.৬১ এবং ৯.৪৫ ভাগ ছিল।

আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন প্রকার চিনির দর নিম্নরূপ ছিল। দর্শনা—৯॥০ গোপালপুর—৯৷৶১০; সিতাবগঞ্জ—৯।১০; পলাশী—৯৷৮০, রিগা—৯৲, হাসানপুর—৯৲৫; সেমাপুর—৯।৶৫; তামকোহি—৯৲১০; বেলডাঙ্গা—৯।/০; জাফা—৯৲; লোহাট ৯৶১০।

অভ্রের বাজার

কলিকাতা, ২১শে মার্চ

আলোচ্য সপ্তাহে অভ্রের বাজার স্থির ছিল কিন্তু মূল্যের হার চড়া গিয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে অভ্র রপ্তানি সম্পর্কে গত সপ্তাহে জাহাজের যে অভাব দেখা দিয়াছিল আলোচ্য সপ্তাহে একখানি জাহাজ পাওয়াতে তাহা অনেকটা পূরণ হইয়াছে; তবে এখনও জাহাজের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট উপলব্ধি হইতেছে। সম্প্রতি ইষ্টার্ণ ষ্টেট্‌স এজেন্সীর কোন এক অঞ্চলে অভ্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহাতে অনেকটা অনুকূল অবস্থা দেখা দিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

চামড়ার বাজার

কলিকাতা, ২১শে মার্চ

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় ছাগলের চামড়ার বাজারে সমূহ উন্নতি দেখা দেয়। মূল্যের হারও চড়া গিয়াছে। গরুর চামড়ার বাজার অপরিবর্ত্তিত ছিল। আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চামড়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার চামড়ার নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

ছাগলের চামড়া—পাটনা ১ লক্ষ ১৫ হাজার ৬ শত টুকরা ৪৫৲—৬০৲ হিঃ। ঢাকা-দিনাজপুর ৪৬ হাজার ৬ শত টুকরা ৬৬৲—৯০৲ হিঃ। আর্দ্র লবণাক্ত ৩৫ হাজার ৫ শত টুকরা ৫৫৲—৮৫৲ হিঃ। এতদ্ব্যতীত পাটনা ৩ লক্ষ ১৫ হাজার, ঢাকা-দিনাজপুর ১ লক্ষ ৫৫ হাজার ৫ শত, আর্দ্র লবণাক্ত ৪৪ হাজার ৮ শত টুকরা ছাগলের চামড়া মজুদ ছিল।

গরুর চামড়া—আগ্রা-আর্সেনিক ৩ হাজার ৫ শত টুকরা ১৩॥০-১৫৲ হিঃ। রাঁচি-গয়া-দার্জ্জিলিং আর্সেনিক ১ হাজার ৭০ টুকরা ১১॥০-১৪৲ হিঃ। আর্দ্র-লবণাক্ত ২ হাজার ৭ শত টুকরা ৶ হইতে ৶৬ পাই হিঃ। কসাইখানার চামড়া ৯৭০ টুকরা ৯৫৲-১৩৫৲ (প্রতি কুড়ি) হিঃ। ঢাকা-দিনাজপুর লবণাক্ত ৪ হাজার ৬ শত টুকরা ৫৸০-৬৸০ হিঃ।

এতদ্ব্যতীত ঢাকা-দিনাজপুর লবণাক্ত ৮ হাজার ৭ শত ৫০, আগ্রা-আর্সেনিক ৫ হাজার, দ্বারভাঙ্গা-রাঁচি আর্সেনিক ৩ হাজার এক শত, দ্বারভাঙ্গা-পূর্ণিয়া সাধারণ ৪২ হাজার ২ শত, নেপাল-দার্জ্জিলিং সাধারণ ২ হাজার ৯ শত, রাঁচি-গয়া সাধারণ ৪ হাজার ৫ শত, গোরক্ষপুর-বেনারেস সাধারণ ২ হাজার ৫ শত; আসাম-দার্জ্জিলিং ১ শত; আর্দ্র-লবণাক্ত ১৮ হাজার ৩ শত টুকরা গরুর চামড়া মজুদ ছিল। মজুদ মহিষের চামড়ার সংখ্যা ছিল ৭ হাজার ৮ শত টুকরা।

খৈলের বাজার

কলিকাতা, ২১শে মার্চ

রেড়ির খৈল—আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় রেড়ির খৈলের বাজার স্থির ছিল। মিলসমূহ প্রতি মণ খৈলের জন্য ২।০ হইতে ২।৶০ আনা দর দেয়; অপর পক্ষে আড়তদারগণ উহার প্রতি দুই মণী বস্তা (বস্তার মূল্য ।০ সহ) ৫৲ হইতে ৫।০ আনা মূল্যে বিক্রয় করে। স্থানীয় খরিদ্দারগণ অধিক পরিমাণে খৈল ক্রয় করিতেছে না।

সরিষার খৈল—আলোচ্য সপ্তাহে সরিষার খৈলের বাজারও স্থির ছিল মিলসমূহ প্রতি মণ খৈলের জন্য ১।৵ আনা হইতে ১।৶০ দর দিতেছে। অপর দিকে আড়তদারগণ উহার প্রতি দুই মণী বস্তা (বস্তার মূল্য ।০ সহ) ৩৶০ হইতে ৩৸০ দর দিতেছে। স্থানীয় খরিদ্দারগণ খুব নিয়ন্ত্রিতভাবে খৈল খরিদ করে। সরিষার খৈলের রপ্তানি বাণিজ্য হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই।

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৩য় বর্ষ, ২য় খণ্ড | কলিকাতা, ৩১শে মার্চ্চ, সোমবার ১৯৪১ | ৪৫শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধের উদ্দেশ্য

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময়ে যুধ্যমান জাতিগুলির মধ্যে কে কি উদ্দেশ্যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবসর ছিল না। বিগত ১৯১৪ সালের পূর্ব্বে পৃথিবীর সর্ব্বত্র সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য বিস্তারের কাজে জার্ম্মাণী ইংলণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বলিয়াই উক্ত যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে জার্ম্মাণী পরাজিত হইয়া ইউরোপ, আফ্রিকা ও এসিয়াস্থিত উহার সাম্রাজ্য হারায়, উহাকে বিপুল পরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হয়, উহার শিল্প ও বাণিজ্য বিনষ্ট হয় এবং সৈন্য ও সমর-সরঞ্জাম রাখার অধিকার হইতে উহা বঞ্চিত হয়। বর্ত্তমান যুদ্ধ সেই যুদ্ধেরই পরিণতি এবং জার্ম্মাণীর দিক হইতে ভার্সাই সন্ধির প্রতিশোধ গ্রহণ ও ইংলণ্ডের দিক হইতে জার্ম্মাণীকে পুনরায় মাথা তুলিতে না দিবার চেষ্টা ছাড়া বর্ত্তমান যুদ্ধের আর কোন আদর্শ নাই। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশকে নিজের দলে টানিবার জন্য জার্ম্মাণী উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার ইচ্ছাকে গোপন রাখিয়া এরূপ প্রচারকার্য্য চালাইতেছে যে, ইউরোপে একটা নববিধান প্রবর্ত্তন করিবার উদ্দেশ্যেই সে এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। কাজেই ইংলণ্ডের পক্ষেও এখন অনুরূপ একটা প্রচারকার্য্য চালান অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। ইহাও অসম্ভব নহে যে, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও গণতন্ত্রের একনিষ্ঠ উপাসক আমেরিকার যুক্তরাজ্য ইংলণ্ডকে সাহায্যের বিনিময়ে ইংলণ্ডের নিকট হইতে এই মর্ম্মে এক প্রতিশ্রুতি আদায় করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে যে, বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসানে সাম্রাজ্য বিস্তার উক্ত দেশের উদ্দেশ্য হইবে না। এই ব্যাপারের একটা নজীরও রহিয়াছে। বিগত ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধে আমেরিকার তদানীন্তন প্রেসিডেণ্ট মিঃ উইলসন ইংলণ্ড ও উহার মিত্রশক্তিদের পক্ষে যুদ্ধে যোগদানের পূর্ব্বে এরূপ ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ঐ যুদ্ধে জার্ম্মাণীকে পরাজিত করিয়া পৃথিবীর ছোট-বড় সমস্ত দেশে স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্যেই আমেরিকা যুদ্ধে যোগদান করিতেছে। কিন্তু আমেরিকার সাহায্যে মিত্রশক্তিগণ যখন যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন তখন তাঁহারা প্রেসিডেণ্ট উইলসনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া বিদায় দিলেন এবং এই রাগে আমেরিকার যুক্তরাজ্য মিত্রশক্তিদের সৃষ্ট রাষ্ট্রসঙ্ঘে কোন দিন যোগদান করে নাই। যাহা হউক হিটলারের নববিধান সম্পর্কিত প্রচারকার্য্য অথবা আমেরিকার চাপ—এই দুইটীর একটী বা উভয় কারণবশতঃ বর্ত্তমানে আমেরিকার যুক্তরাজ্যস্থিত বৃটীশ রাজদূত লর্ড হালিফাক্স—যিনি লর্ড আরউইনরূপে ভারতবর্ষে বড়লাট পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন—বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কি উদ্দেশ্যে বর্ত্তমান যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে সম্প্রতি একটী বিবৃতি দিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য এই যে, বর্ত্তমান যুদ্ধের শেষে ছোট বড় সমস্ত জাতিকে পরস্পরের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ করা হইবে এবং প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ অর্থনীতিক উন্নতি ও দেশ রক্ষার জন্য পূর্ণভাবে সুযোগ পাইবে। লর্ড হালিফাক্সের এই উক্তি আপাতঃদৃষ্টিতে খুব মনোরম শুনায়। কিন্তু জাতি অর্থে তিনি কি বুঝেন এবং ভারতবাসীকে তিনি একটী স্বতন্ত্র জাতি—না ইংরাজ জাতির একটী লেজুড় বলিয়া মনে করেন, তাহা না জানা পর্য্যন্ত তাঁহার এই

ঘোষণায় কোন দেশপ্রেমিক ভারতবাসী সান্ত্বনা লাভ করিবে না। ইতিমধ্যে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে বৃটিশ তথা ভারতসরকারের বশম্বদ ভৃত্য সার রামস্বামী মুদালিয়ার একথা ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের পক্ষে ইংলণ্ড একটা বিদেশ নহে—বৃটীশ সাম্রাজ্যের বহির্ভূত দেশগুলিই ভারতবর্ষের পক্ষে বিদেশ বলিয়া গণ্য হইবে। তাঁহার এই ব্যাখ্যা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্য একটী মাত্র দেশ বলিয়া গণ্য হইবে এবং রাজনীতিক ও অর্থনীতিক ক্ষেত্রে উহার মালিক ইংলণ্ড পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিলেও উহার পদানত ও অন্তর্ভুক্ত মিশর, প্যালেষ্টাইন, ইরাক, পূর্ব্ব আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, মালয় প্রভৃতি দেশগুলি বর্ত্তমানের ন্যায়ই পরাধীন থাকিবে।

মহাজনী আইন ও বাঙ্গলার ব্যাঙ্কসমূহ

গত ১৯৪০ সালের মহাজনী আইন বলবৎ হওয়ার পর হইতে এ প্রদেশে দাদনী ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে নানাদিক দিয়া নূতন কড়াকড়ি ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বিত হইয়াছে। মহাজনী প্রথার অনাচার দূর করিবার জন্য বর্ত্তমান আইনটি পরিকল্পিত হইয়াছিল। সেদিক দিয়া হয়ত এই আইনটির কিছু সার্থকতা রহিয়াছে। কিন্তু দাদনী ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ অর্থে উহা দ্বারা এ প্রদেশের খাঁটী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করার কোন কথা—পূর্ব্বেও ছিল না এখনও নাই। বঙ্গীয় মহাজনী আইনটি যাহাতে বাঙ্গলার ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ক্ষেত্রে অযথা কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করিতে না পারে সেজন্য ঐ আইন পাশ করিবার সময় উহাতে দুইটি বিশেষ বিধান সংযোজিত করিয়া দেওয়া হয়। প্রথমতঃ ব্যবস্থা করা হয় যে, ১৯৩৯ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে যে সমস্ত ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ছিল, সেই সব ব্যাঙ্ক বর্ত্তমান আইনের বিধিব্যবস্থার আমলে আসিবে না। দ্বিতীয়তঃ আইনের ৩নং ধারায় বিধান দেওয়া হয় যে, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট কোন ব্যাঙ্ককে বিজ্ঞাপিত (notified) ব্যাঙ্ক বলিয়া ঘোষণা করিলে তাহার কাজ কারবারও মহাজনী আইনের কবল হইতে মুক্ত থাকিবে। গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে বঙ্গীয় মহাজনী আইনটি বলবৎ হইয়াছে। উপরে উল্লিখিত ১নং বিধানের জন্য ১৯৩৯ সালের পূর্ব্বে যে সব ব্যাঙ্ক তালিকাভুক্ত হইয়াছিল, তাহাদিগকে ঐ আইনের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় নাই। কিন্তু ২নং বিধান অনুযায়ী অদ্যাপি বিজ্ঞাপিত ব্যাঙ্কের তালিকা ঘোষিত না হওয়ায় দেশের অন্য অনেক ব্যাঙ্ককেই নানাদিক দিয়া প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। সম্প্রতি বেঙ্গল ব্যাঙ্ক এসোসিয়েশনের একদল প্রতিনিধি বাঙ্গলা সরকারের বিচার বিভাগের মন্ত্রী নবাব মোসরাফ হোসেনের সহিত দেখা করিয়া বলিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপিত ব্যাঙ্কের তালিকা প্রকাশ না করাতে ১৯৩৯ সালের পূর্ব্বে তালিকাভুক্ত মুষ্টিমেয় ব্যাঙ্ক ছাড়া এপ্রদেশের সমস্ত ব্যাঙ্কই বর্ত্তমানে মহাজনী আইনের বিধানসমূহের আয়ত্তাধীন হইয়া পড়িয়াছে। ফলে অনেক ব্যাঙ্ক সম্বন্ধেই আমানতকারীদের দ্বিধা সঙ্কোচ প্রকাশ পাইতেছে এবং তাহাতে ঐ সমস্ত ব্যাঙ্কের যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হইতেছে। এই অবস্থায় বেঙ্গল ব্যাঙ্ক এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদল বিচার বিভাগীয় মন্ত্রীর নিকট বিজ্ঞাপিত ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী উপস্থিত করিয়াছেন। প্রথমতঃ বলা হইয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট কি সব ব্যাঙ্ককে বিজ্ঞাপিত ব্যাঙ্ক বলিয়া ঘোষণা করিতে প্রস্তুত আছেন, অবিলম্বে সে বিষয়ে তাঁহাদিগকে একটি খসড়া নিয়মাবলী রচনা করিতে হইবে। পরে দেশের বণিক সমিতি ও ব্যাঙ্ক এসোসিয়েশন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানসমূহের দ্বারা তাহা অনুমোদিত করাইয়া যথানিয়মে আইন পরিষদে তাহা উপস্থিত করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ আইন পরিষদ কর্ত্তৃক উহা পাশ হইলে যথাসম্ভব শীঘ্র বিজ্ঞাপিত ব্যাঙ্কের একটী তালিকা প্রকাশ করিতে হইবে। আমরা দেশীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের বিহিত স্বার্থের দিক হইতে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের উপরোক্ত দাবী খুব সঙ্গত বলিয়াই মনে করি। বাঙ্গলা প্রদেশে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির বাহিরে এমন কতকগুলি ব্যাঙ্ক রহিয়াছে, যাহা অনেক তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের চেয়ে কোন অংশে খাটো নহে। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ও শিল্প বাণিজ্যের স্বার্থ বিবেচনা করিলে মহাজনী আইন দ্বারা যাহাতে ঐ সমস্ত ব্যাঙ্কের ও অন্য ভাল শ্রেণীর ব্যাঙ্কের কোন ক্ষতি না হয়, তাহা দেখা বিশেষ কর্ত্তব্য। কিন্তু আজ ছয় মাস যাবত মহাজনী আইন বলবৎ হওয়া সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্ট ঐ সমস্ত ব্যাঙ্ককে বিজ্ঞাপিত ব্যাঙ্ক বলিয়া ঘোষণা করিবার কোন ব্যবস্থাই করেন নাই—ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়।

ভারতে মোটরগাড়ীর কারখানা

এতদিন পরে ভারতবর্ষে একটী মোটরগাড়ী নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপনের পথ প্রশস্ত হইল। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, এই উদ্দেশ্যে মহীশূররাজ্যে ২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া একটী কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এবং মহীশূর সরকার উহার দুই তৃতীয়াংশ ও কোম্পানীর উদ্যোক্তাগণ উহার এক পঞ্চমাংশ মূলধন দিতে রাজী হইয়াছেন। বাকী মূলধন দেশবাসীর নিকট শেয়ার বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করা হইবে। ভারতবর্ষে গত ১৯৩৭-৩৮ সালে ৬ কোটী ১১ লক্ষ টাকা মূল্যের, ১৯৩৮-৩৯ সালে ৪ কোটী ২৭ লক্ষ টাকা মূল্যের এবং ১৯৩৯-৪০ সালে ৫ কোটী ১৮ লক্ষ টাকা মূল্যের মোটর-গাড়ী, মোটর বাস, মোটর সাইকেল এবং এই সমস্ত গাড়ীর সাজ-সরঞ্জাম আমদানী হইয়াছে। বর্ত্তমানে যুদ্ধের জন্য এই সমস্ত জিনিষের আমদানী কমিয়া গিয়াছে বটে; কিন্তু এদেশে দিন দিন মোটর ভ্রমণকারী, মোটর বাস সার্ভিস ও মালপত্র বহনের জন্য মোটর লরীর প্রচলন যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং দেশে দিন দিন মোটর চলাচলের উপযুক্ত রাস্তাঘাটের যে প্রকার প্রসার হইতেছে, তাহাতে যুদ্ধবিরতির পর মোটরযানের আমদানী যে আরও বাড়িয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এদেশে মোটরযানের মারফতে এত অধিক পরিমাণ অর্থ বিদেশে চলিয়া যাওয়া সত্ত্বেও এবং দেশে মোটরযান প্রস্তুতের উপযোগী সাজসরঞ্জাম থাকা সত্ত্বেও আজ পর্য্যন্ত একটীও মোটরযান প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হয় নাই। যাহা হউক এতদিন পরে যে এই শিল্পটীর প্রতি দেশবাসীর নজর পড়িয়াছে তাহা সুখের বিষয়। নব-পরিকল্পিত কারখানার উদ্যোক্তাগণ যে প্রকার অর্থসঙ্গতি লইয়া কাজ আরম্ভ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন এবং উহারা বিদেশী মোটর বিশেষজ্ঞদের যেরূপ সাহায্য পাইবেন প্রত্যাশা করিতেছেন, তাহাতে এই পরিকল্পনা সাফল্যলাভ করিবে বলিয়াই আমরা আশা করি।

এই ব্যাপারে ভারত সরকার যে মনোভাব দেখাইয়াছেন, তাহা সর্ব্বথা নিন্দনীয়। বর্ত্তমান কারখানার উদ্যোক্তাগণ গত বৎসর ভারত সরকারের নিকট হইতে এই মর্ম্মে একটী প্রতিশ্রুতি চাহিয়াছিলেন যে, বিদেশী মোটরযানের উপর বর্ত্তমানে শতকরা ২৫ হইতে ৩৭॥০ টাকা হারে যে রাজস্ব শুল্ক আদায় করা হইতেছে, তাহা যেন আগামী ১৫ বৎসর কাল পর্য্যন্ত বজায় রাখা হয়। কিন্তু ভারত সরকার এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে রাজী হন নাই। অন্য দেশ হইলে এই ধরণের একটী শিল্পের প্রতিষ্ঠার জন্য গবর্ণমেণ্ট মূলধন সরবরাহ, গবেষণা-কার্য্য, কারখানাজাত মোটর যান ক্রয়, অল্প ভাড়ায় কাঁচা মাল সরবরাহ—এমনকি কারখানাজাত মোটরযান বিদেশে রপ্তানির সুবিধার্থ অর্থসাহায্য করিয়া উহার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। কিন্তু যে প্রতিশ্রুতি দিলে গবর্ণমেণ্টের এক পয়সাও ক্ষতির কারণ নাই—এমন একটী শিল্পের প্রতিষ্ঠার জন্য গবর্ণমেণ্ট সেই প্রতিশ্রুতি দিতেও

সম্মত হন নাই। আমরা আশাকরি গবর্ণমেণ্ট এই উদ্যমকে যে সাহায্য হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, দেশবাসী উহাকে মুক্তহস্তে সেই সাহায্য প্রদান করিয়া উহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবে।

সরবরাহ বিভাগের নূতন সিদ্ধান্ত

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে যে কোটী কোটী টাকা মূল্যের সমর সরঞ্জাম ক্রয় করা হইতেছে, তাহার বিলিব্যবস্থার ভার সমর সরঞ্জাম সরবরাহ বিভাগ (Department of supply) নামক একটী নূতন বিভাগের উপর অর্পিত রহিয়াছে। সম্প্রতি এই বিভাগের উদ্যোগে ভারতবর্ষের নানা স্থানে সমর সরঞ্জাম সরবরাহকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণকে লইয়া বৈঠক হইতেছে। বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান গবর্ণমেণ্টের নিকট মালপত্র বিক্রয় করিয়া যাহাতে অধিক লাভ করিতে না পারে, তাহাই এই সমস্ত বৈঠকের উদ্দেশ্য। প্রকাশ, গবর্ণমেণ্ট এরূপ স্থির করিয়াছেন যে, যাহারা সমর সরঞ্জাম সরবরাহ করিবেন তাঁহাদিগকে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ লাভের অতিরিক্ত লাভ করিতে দেওয়া হইবে না—কেননা গবর্ণমেণ্ট যদি উহাদিগকে অতিরিক্ত লাভ প্রদান করেন, তাহা হইলে এই টাকাটা দেশের ট্যাক্স প্রদানকারীদের নিকট হইতেই আদায় করিতে হইবে। বর্ত্তমানে স্থির হইয়াছে যে, আগামী ১লা এপ্রিল হইতে এই নীতি কার্য্যকরী হইবে এবং সমর সরঞ্জাম প্রস্তুত করিতে কোন্ প্রতিষ্ঠানের কিরূপ পড়তা পড়িতেছে তাহা তিন মাস অন্তর অন্তর শিল্প প্রতিষ্ঠানের হিসাবপত্র দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট স্থির করিবেন। অধিকন্তু সমর সরঞ্জাম প্রস্তুতের জন্য কোন্ খাতে কিরূপ খরচা হইবে তাহাও গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়া দিবেন।

সমর সরঞ্জাম ক্রয়ের ব্যাপারে ভারত সরকারের এই নূতন পরিকল্পনার কথা শুনিয়া আমাদের মনে নানা আশঙ্কার উদয় হইতেছে। প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্ট যদি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ব্যয়ের উপর কিঞ্চিৎ লাভ যোগ করিয়া সমর সরঞ্জামের ক্রয়-মূল্য নির্দ্ধারণ করেন, তাহা হইলে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ অতিরিক্ত লাভকর হইতে অব্যাহতি পাইবে কি না? দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেণ্ট যদি ভারতীয় ও অভারতীয় সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ের হার একইভাবে নির্দ্ধারিত করেন, তাহা হইলে সমর সরঞ্জাম সরবরাহের ব্যাপারে ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ ভারতবর্ষস্থিত বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিবে কি না সন্দেহ। তৃতীয়তঃ ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে যাহারা কাঁচা মাল সরবরাহ করে তাহারা এত দরিদ্র ও বিচ্ছিন্ন যে, শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ গবর্ণমেণ্টের দিক হইতে উহাদের উপর আগত ক্ষতির বোঝা দেশের কাঁচামাল উৎপাদনকারীদের উপর চাপাইয়া দিতে পারে। এই ক্ষেত্রে শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত কর্ম্মচারী, কারিগর ও মজুরদেরও বেতনের দিক দিয়া ক্ষতি হইতে পারে। চতুর্থতঃ গবর্ণমেণ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের লাভের হার কি ভাবে নির্দ্ধারিত করিবেন, তাহাও একটা সমস্যার বিষয়। এই হার যদি অত্যন্ত কম করিয়া নির্দ্ধারিত হয়, তাহা হইলে কারখানার সম্প্রসারণের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালকদের হাতে কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না এবং উহার ফলে গবর্ণমেণ্ট দেশের যে ট্যাক্স প্রদানকারীদের স্বার্থরক্ষার কথা বলিতেছেন, তাহাদেরই সমধিক ক্ষতি হইবে। নূতন ব্যবস্থায় দেশ হইতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সমর সরঞ্জাম সংগ্রহ করার ব্যাপারে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হওয়াও বিচিত্র নয়।

ধান চাউলের উৎপাদন

গত বৎসর ভারতবর্ষে আমন, আউস ও শালী ধান্য হইতে মোট কি পরিমাণ চাউল উৎপন্ন হইয়াছে তৎসম্বন্ধে সম্প্রতি ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ হইতে শেষ বরাদ্দ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত বরাদ্দে দেখা যায় যে, যে স্থলে গত ১৯৩৯-৪০ সালে সমগ্র ভারতবর্ষে বিভিন্ন ঋতুতে উৎপাদিত ধান্য হইতে ২ কোটী ৫৮ লক্ষ টন (এক টন প্রায় ২৭ মণের সমান) চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই স্থলে ১৯৪০-৪১ সালে ২ কোটী ১৮ লক্ষ ৫০ হাজার টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশের হিসাবে দেখা যায় যে, গত ১৯৩৯-৪০ সালে এই প্রদেশে আউস ধান্য হইতে ১৭ লক্ষ ৫৮ হাজার টন, আমন ধান্য হইতে ৬৫ লক্ষ ৪ হাজার টন এবং বুরো ধান্য হইতে ১ লক্ষ ৯৩ হাজার টন—একুনে ৮৪ লক্ষ ৫৫ হাজার টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই স্থলে ১৯৪০-৪১ সালে বাঙ্গলায় আউস ধান্য হইতে ১৫ লক্ষ ২৫ হাজার টন, আমন ধান্য হইতে ৪৩ লক্ষ ১৫ হাজার টন এবং বুরো ধান্য হইতে ১ লক্ষ ৯৮ হাজার টন—একুনে ৬০ লক্ষ ৩৮ হাজার টন মাত্র চাউল উৎপন্ন হইয়াছে। বাঙ্গলার বর্ত্তমান জনসংখ্যা ৬ কোটীর উপর বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। উপরোক্ত হিসাব অনুসারে গত বৎসরে বাঙ্গলায় মাথাপিছু গড়পরতায় পৌণে ৩ মণ মাত্র চাউল উৎপন্ন হইয়াছে। অথচ দৈনিক অর্দ্ধসের হিসাবে চাউল ধরিলেও বাঙ্গলার ৬ কোটী অধিবাসীর প্রত্যেকের জন্য বৎসরে ৪॥ মণ চাউলের প্রয়োজন রহিয়াছে। বাঙ্গলাদেশে কতিপয় ধান্য ব্যবসায়ীর স্বার্থের জন্য যাহারা ব্রহ্মদেশ হইতে আগত চাউলের উপর শুল্ক বসাইবার জন্য দাবী করিতেছেন, তাঁহাদের উহা হইতে চৈতন্য হওয়া আবশ্যক।

ন্যাশন্যাল চেম্বারের আর্থিক অবস্থা

বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স বাঙ্গলা দেশের ব্যবসায়ী ও শিল্পীদের মুখপাত্র এবং বাঙ্গলায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতির জন্য উহা আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। বাঙ্গলা দেশের বহু ধনবান ব্যবসায়ী উহার সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চেম্বারের প্রতিনিধিত্ব করিয়া উহারা নানাভাবে লাভবান হইতেছেন। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, বহু ধনী ব্যবসায়ী চেম্বারের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকা সত্ত্বেও উহার আর্থিক অবস্থা একেবারেই সন্তোষজনক নহে। যে প্রতিষ্ঠান সমগ্র বাঙ্গলা দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পগত স্বার্থ সংরক্ষণে এবং দেশে শিল্প বাণিজ্যের প্রসারের মত মহৎ উদ্যমে ব্রতী তাহার ব্যয় মাসে দুই হাজার টাকা অপেক্ষাও কম এবং উহাও সদস্যদের চাঁদা হইতে সংগৃহীত হয় না বলিয়া চেম্বারকে বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট দান গ্রহণ করিয়া ব্যয় সঙ্কুলান করিতে হয়। কিছুদিন যাবত কলিকাতায় চেম্বারের একটী নিজস্ব বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য চেষ্টা হইতেছে এবং এজন্য কিঞ্চিদধিক দশ হাজার টাকা মূল্যে একটী জমি ক্রয় করা হইয়াছে। কিন্তু এই টাকাটা হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর নিকট হইতে বিনা সুদে কর্জ্জ করিয়া গ্রহণ করিতে হইয়াছে। চেম্বারের হিসাবপত্র হইতে দেখা যায় যে, জমি সংগ্রহ ও বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য চেম্বার হিন্দুস্থান ব্যতীত উহার অন্য সদস্যদের নিকট হইতে এগার শত টাকার অধিক সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। অথচ চেম্বারে এমন অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান রহিয়াছেন, যাঁহারা ইচ্ছা করিলে একাই উহার বাড়ী নির্ম্মানের জন্য সাকুল্য টাকা প্রদান করিতে সমর্থ। ৫, ৭ কি ১০ হাজার টাকা অনায়াসে দিতে পারেন এরূপ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান চেম্বারে অনেক আছেন। কিন্তু নিজেদের এবং সমষ্টিগতভাবে বাঙ্গলা দেশের চূড়ান্তরূপ স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে এরূপ ব্যাপারে কিঞ্চিৎ স্বার্থত্যাগ করিবার জন্য একজন লোক এবং একটী প্রতিষ্ঠানও চেম্বারে দেখা যাইতেছে না। উহাতে একমাত্র হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীই কিছু স্বার্থত্যাগ দেখাইয়াছেন। কিন্তু যে ব্যয়বহুল ব্যাপারে সকলেরই স্বার্থ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত তাহার জন্য একটী মাত্র প্রতিষ্ঠান স্বার্থ ত্যাগ করিয়া কি করিতে পারে? চেম্বারে যে সমস্ত ধনী ব্যবসায়ী ও সমৃদ্ধ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কি আমরা চেম্বারের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যয় সঙ্কুলান এবং চেম্বারের নিজস্ব বাড়ী নির্ম্মানের জন্য উপযুক্তরূপ অর্থের সংস্থান করিয়া একটু স্বার্থত্যাগের জন্য আহ্বান করিতে পারি? উহারা যদি এইটুকু স্বার্থত্যাগে অনিচ্ছুক হন, তাহা হইলে উহাদের চেম্বার পরিত্যাগ করিয়া অন্যে যাহাতে উহাকে একটী অধিকতর শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে পারে তজ্জন্য তাহাদিগকে সুযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। বাঙ্গলা দেশে অনেক ব্যবসায়ী অবাঙ্গালী ব্যবসায়িগণ বাঙ্গলা দেশ লুঠ করিল বলিয়া আর্ত্তনাদ করতঃ নিজেদের ব্যবসা বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু এই কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স, মুসলীম চেম্বার অব কমার্স ও মাড়োয়ারী চেম্বার অব কমার্সে অবাঙ্গালী ব্যবসায়িগণ ব্যক্তিগতভাবে ও প্রতিষ্ঠানের মারফতে কি প্রকার মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য করিতেছেন, তাহা দেখিয়া বাঙ্গালী ব্যবসায়িগণের নিজেদের আচরণের জন্য লজ্জিত হওয়া উচিত।

ডাঃ লাহার অভিভাষণ

গত ১৬শে মার্চ্চ তারিখে বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্সের বার্ষিক অধিবেশনে উহার সভাপতি ডাঃ এন এন লাহা তাঁহার অভিভাষণে দেশের প্রধানতম রাজনীতিক ও অর্থনীতিক সমস্যাগুলি যে প্রকার সুনিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা সকলেরই প্রশংসা অর্জ্জন করিবে। বর্ত্তমান সময়ে দেশের রাজনীতিক ক্ষেত্রে যে অচল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তৎসম্বন্ধে ডাঃ লাহা এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গত আগষ্ট মাসে ভারতীয় রাজনীতিক সমস্যার সমাধান-কল্পে বড়লাট কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব আন্তরিকতাশূন্য ছিল বলিয়াই ভারতবর্ষের সমস্ত রাজনীতিক দল উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং বর্ত্তমানে যদি ভারতীয় সমস্যার সমাধান করিতে হয়, তাহা হইলে এই জন্য বৃটীশ গবর্ণমেণ্টকেই অগ্রবর্ত্তী হইয়া কাজ করিতে হইবে। বর্ত্তমান যুদ্ধের সুযোগে ভারতবর্ষ যে শিল্পক্ষেত্রে অগ্রবর্ত্তী হইতে পারিতেছে না তজ্জন্যও তিনি ভারত সরকারকে দায়ী করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ভারত সরকারের শিল্পনীতি সম্বন্ধে ইদানীং উহাদের বাণিজ্য সচিব সার রামস্বামী মুদালিয়ার যে সমস্ত ঘোষণা করিয়াছেন তাহার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ভারতবর্ষে সংরক্ষণ নীতির প্রবর্ত্তন করিয়া ভারত সরকার লৌহ ও ইস্পাতশিল্প, বস্ত্রশিল্প, শর্করাশিল্প, দেশলাইশিল্প, কাগজশিল্প ইত্যাদির উন্নতির পথ প্রশস্ত করিলেও দেশে নূতন নূতন শিল্পের প্রসারের ব্যাপারে উহারা কোন অগ্রগামী কার্য্য-নীতি অবলম্বন করেন নাই। এমন কি অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে যে, প্রচলিত শিল্পগুলি সংরক্ষণশুল্কের জন্য দাবী জানাইলেও গবর্ণমেণ্ট টেরিফ বোর্ডের মারফতে উহাদের অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করাইতে স্বীকৃত হন নাই এবং অনেক ক্ষেত্রে টেরিফ বোর্ড দ্বারা তদন্ত করাইয়াও গবর্ণমেণ্ট উহার নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ডাঃ লাহার মতে গবর্ণমেণ্টের এই প্রকার মনোভাবই দেশে শিল্পের প্রসারের প্রতিবন্ধক হইয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষের তরফে ইংলণ্ডে পাউণ্ড মুদ্রার হিসাবে গৃহীত ঋণ পরিশোধ সম্পর্কিত মূলনীতি ডাঃ লাহা সমর্থন করিয়াছেন বটে—কিন্তু তাঁহার অভিমত এই যে, গবর্ণমেণ্ট উক্ত ব্যাপারে কোন সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনামত কাজ না করাতে উক্ত ঋণের জন্য ভারতবর্ষকে অধিকতর মূল্য দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। ভারত সরকার বর্ত্তমানে যুদ্ধের অজুহাতে দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে যে ভাবে অত্যধিক ট্যাক্সভারাক্রান্ত করিতেছেন ডাঃ লাহা তাহারও প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, বর্ত্তমানে ভারত সরকার আয়কর, সুপার ট্যাক্স এবং অতিরিক্ত লাভকর বাবদই দেশবাসীর নিকট হইতে বৎসরে ৪০ কোটী টাকা করিয়া আদায় করিতেছেন। তাঁহার অভিযোগ এই যে, দেশের আয় বৃদ্ধি করিয়া আয়কর বাবদ এইভাবে আয় বৃদ্ধি করা হয় নাই—আয়-করের হার বৃদ্ধি করিয়াই এই দফায় আয় এত বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ডাঃ লাহা বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ও ভারত সরকারের কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে যে মৃদু ভর্ৎসনা জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহা গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুগত ব্যক্তিও ন্যায্য বলিয়া স্বীকার করিবে। কিন্তু ন্যাশন্যাল চেম্বার বা জাতীয় বণিকসভার সভাপতি স্থানীয় ডাঃ লাহার মুখে আরও একটু খোলা কথা শুনিলেই আমরা অধিকতর সুখী হইতাম। ইদানীং দেশের রাজনীতিক ও অর্থনীতিক ব্যাপারে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ও ভারত সরকার দেশবাসীর মনোভাবের প্রতি যে প্রকার উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন, তাহাতে ডাঃ লাহার ন্যায় প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিগণ যদি অধিকতর স্পষ্টভাষায় তাঁহাদের অভিমত জ্ঞাপন করেন, তাহা হইলে উহাতে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয়েরই উপকার হইবে। বর্ত্তমান যুদ্ধের গতি বিশ্লেষণ করিয়া ডাঃ লাহা ইংলণ্ডের জয়লাভই গণতন্ত্রের বিজয় বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এই ইংলণ্ডের অধিবাসিগণই কি গত দেড়শত বৎসর কাল ধরিয়া ভারতবর্ষে ডিক্টেটারি শাসন চালাইতেছে না? উহাদের মুখপাত্র হিসাবে ভারতসচিব প্রকারান্তরে পাকিস্থান সমর্থন করিয়া কি এদেশে গণতন্ত্রের আদর্শকে সমূলে উচ্ছেদ করিতেছেন না? লর্ড হ্যালিফাক্স সম্প্রতি বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধের যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে কি ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক শাসনের কিছুমাত্র আভাষ পাওয়া যায়? ডাঃ লাহা গবর্ণমেণ্টের সমক্ষে যদি এইসব প্রশ্ন উত্থাপন করিতেন, তাহা হইলে আমরা অধিকতর সুখী হইতাম।

অর্থনীতিক ব্যাপারে ডাঃ লাহা ভারতবর্ষ ও আমেরিকার বাণিজ্য সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে আবশ্যকীয় কলকব্জা ও রাসায়নিক দ্রব্যের অভাবে শিল্পের প্রসার হইতেছে না। আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে এইসব জিনিষ পাওয়া যাইতে পারে এবং আমেরিকাতে রপ্তানির আধিক্যের ফলে এইসব জিনিষ ক্রয়ের পক্ষে ভারতবাসীর পর্য্যাপ্ত পরিমাণ অর্থসঙ্গতিও রহিয়াছে। কিন্তু আমেরিকার নিকট ভারতবাসীর যে পাওনা হইতেছে তদ্দ্বারা বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট উহাদের প্রয়োজনীয় সমর-সরঞ্জাম ক্রয় করিতেছেন বলিয়া ভারতবাসী উক্ত দেশ হইতে কলকব্জা আমদানী করিয়া দেশে শিল্পের প্রসারের সুযোগ পাইতেছে না। ডাঃ লাহা বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের এই কার্য্যনীতির যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে উহা অত্যাবশ্যক হইলেও আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক লীজ এণ্ড লেণ্ড আইন পাশ হইবার পর ইংলণ্ডের পক্ষে আমেরিকাস্থিত ভারতীয় অর্থসঙ্গতি গ্রহণ করিবার কি প্রয়োজন আছে? ভারত গবর্ণমেণ্ট এখন ইচ্ছা করিলেই ভারতবাসীকে আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে প্রয়োজনমত কলকব্জা ও রাসায়নিক দ্রব্য আমদানী করিয়া এদেশে শিল্পের প্রসারের সুযোগ দিতে পারেন। ডাঃ লাহার মুখ হইতে যদি এই দাবী উপস্থিত হইত, তাহা হইলে আমরা আনন্দিত হইতাম।

ভারতীয় শুল্কনীতি ও সংরক্ষণনীতি সম্বন্ধে সম্প্রতি ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব সার রামস্বামী মুদালিয়র যে ঘোষণা করিয়াছেন তজ্জন্য ডাঃ লাহা তাঁহাকে একজন "সর্ব্বাপেক্ষা সহানুভূতিসম্পন্ন বাণিজ্য সচিব" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু বাণিজ্য সচিব সম্প্রতি একথা ঘোষণা করিয়াছেন যে, "শিল্পের প্রসার কর অথবা ধ্বংস হও"—এই ধরণের মনোভাব যুক্তিযুক্ত নহে। অন্য দেশের বেলায় এই ধরণের আদর্শ যুক্তিযুক্ত না হইতে পারে;

(১১৬২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সমর ব্যয়ের সমস্যা

বর্ত্তমানে যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা ব্যয়বহুল যুদ্ধ বলিয়া অভিহিত হইতেছে। এই যুদ্ধে ইংলণ্ড ও উহার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী জার্ম্মানীর যে অর্থব্যয় হইতেছে তাহা ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধকেও বহুদূর অতিক্রম করিয়া গিয়াছে এবং উহার যে কোথায় শেষ হইবে, তাহা এখনও কেহ ধারণা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বেও সামরিক ও বেসামরিক সমস্ত বিভাগ মিলাইয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক ব্যয়ের পরিমাণ ছিল মাত্র ৮০ কোটী পাউণ্ড। সেই স্থলে চলতি ১৯৪০-৪১ সালের এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৯ মাসে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের যে ব্যয় হইয়াছে তদনুসারে চলতি বৎসরে উহাদের সামরিক ব্যয় বাবদ ৪২০ কোটী পাউণ্ড লইয়া মোট ৫৬০ কোটী পাউণ্ড ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। কিন্তু কার্য্যতঃ হয়ত চলতি বৎসরে ব্যয় আরও বেশীই হইবে। আগামী ১৯৪১-৪২ সালে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের মোট কি পরিমাণ ব্যয় হইবে তৎসম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার অনুমান করিতেছেন। ইতিমধ্যে রয়টারের মারফতে এই মর্ম্মে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, গত ২২শে মার্চ্চ তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের ১০ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে। এই ব্যয়ের হার যদি না বাড়িয়া ঠিক থাকে তাহা হইলেও ১৯৪১-৪২ সালে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের মোট ৫৩০ কোটী ৪০ লক্ষ পাউণ্ড—আমাদের দেশের টাকার হিসাবে ৭০৭২ কোটী টাকা ব্যয় হইবে। অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের দৈনিক ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইবে আমাদের দেশের হিসাবে ২০ কোটী টাকার মত। ইংলণ্ডের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী জার্ম্মানীর এই যুদ্ধে কিরূপ ব্যয় হইতেছে তাহার কোন হিসাব নাই। কারণ জার্ম্মান গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের ব্যয় সম্বন্ধে কোন সংবাদ প্রকাশ করেন না। তবে বিভিন্ন সূত্র হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া জার্ম্মানীর আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে লণ্ডনের 'ইকনমিষ্ট' পত্রে যে সমস্ত বিবরণ প্রকাশিত হয় তাহা হইতে মনে হয় যে, জার্ম্মান গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ের পরিমাণও বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের তুলনায় কম নহে।

যুদ্ধরত দেশগুলি বর্ত্তমানে প্রত্যহ ২০ কোটী টাকা করিয়া ব্যয় করিতেছে শুনিয়া আমাদের দেশে অনেকেই বিস্ময় বোধ করিবেন এবং ভারতবর্ষের তুলনায় (ভারত সরকার ১৯৪১-৪২ সালে গড়পড়তায় প্রত্যহ ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন বলিয়া সম্প্রতি বাজেটে ঘোষণা করা হইয়াছে) এই সব দেশের সমৃদ্ধি কল্পনা করিয়া ঈর্ষ্যান্বিত হইবেন। কিন্তু ভারতবর্ষের তুলনায় ইংলণ্ড ও জার্ম্মানী অনেক বেশী সমৃদ্ধ দেশ হইলেও যুদ্ধের জন্য এই তুইটী দেশের যে ব্যয় হইতেছে তাহা উক্ত তুইটী দেশের সমৃদ্ধির দ্যোতক নহে। বিগত ১৯১৪ সালে যে যুদ্ধ আরম্ভ হয় তাহার পূর্ব্বে অর্থনীতিবিদদের এরূপ একটা ধারণা ছিল যে, যে দেশের অর্থসঙ্গতি যত বেশী সেই দেশ তত বেশী যুদ্ধক্ষম হইবে। ঐ সময়ে পৃথিবীর সমস্ত দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল এবং সঞ্চিত স্বর্ণ দ্বারাই বিভিন্ন দেশের অর্থসঙ্গতির পরিমাপ হইত। উক্ত সময়ে ইংলণ্ডের তুলনায় জার্ম্মানীর হাতে সঞ্চিত স্বর্ণের পরিমাণ অনেক কম ছিল। এই জন্য অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পরেই জার্ম্মানীর হস্তস্থিত স্বর্ণ ফুরাইয়া যাইবে এবং উহার ফলে জার্ম্মানী পরাজয় স্বীকার করিবে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে, স্বর্ণের হিসাবে তেমন অর্থসঙ্গতি না থাকা সত্বেও জার্ম্মানী ৪।৫ বৎসর কাল ধরিয়া যুদ্ধ চালাইতে সমর্থ হইয়াছে। অবশেষে জার্ম্মানী যে পরাজিত হইল তাহার কারণও অর্থাভাব নহে। মিত্র শক্তিগণ জার্ম্মানীকে অবরোধ করার ফলে উক্ত দেশে খাদ্যাভাব উপস্থিত হওয়ার জন্যই জার্ম্মানী পরাজয় স্বীকার করে। এই অভিজ্ঞতা হইতে বুঝা যায় যে, স্বর্ণের হিসাবে অর্থসঙ্গতির অভাব কোন জাতির পক্ষে দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাইবার ব্যাপারে একটা খুব বড় প্রতিবন্ধক নহে। পরবর্ত্তী কালে উহা আরও অধিকতর সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। কারণ যুদ্ধের ফলে জার্ম্মানীর হস্তস্থিত স্বর্ণ নিঃশেষ হয়, উক্ত দেশের বহুলাংশ উহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অন্য দেশের অন্তর্ভুক্ত হয়, জার্ম্মানীকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করিতে হয়, উহার বৈদেশিক বাণিজ্য বিনষ্ট হয় এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উহা সত্বেও উক্ত দেশ গত ৪।৫ বৎসর কালের মধ্যে এই পরিমাণ সমর সরঞ্জাম আয়ত্তের মধ্যে আনিতে সমর্থ হইয়াছে, যাহা সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে একটা আতঙ্কের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আধুনিক কালে স্বর্ণের সাহায্য ব্যতিরেকে এক একটা জাতি যে সমর সরঞ্জাম সংগ্রহে এত অধিক সমর্থ হইতেছে এবং সমর-ব্যয় হিসাবে দৈনিক ২০ কোটী টাকার মত সঙ্কুলান করিতে পারিতেছে তাহার কারণ এই যে, বিগত ১৯১৪ সালের ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ এবং পরবর্ত্তী কালে স্বর্ণের অভাব হেতু স্বর্ণমান পরিত্যাগ করা কালীন অভিজ্ঞতা হইতে এক্ষণে পৃথিবীর সকল জাতিই নোটের সাহায্যে দেশের অভ্যন্তরস্থিত সমস্ত প্রকার ব্যয়—তাহা যত বেশীই হউক না কেন সঙ্কুলান করিবার কৌশল আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইংলণ্ডের অর্থনীতিবিদ মিঃ কিনস এবং জার্ম্মানীর অর্থসচিব ডাঃ শাখট এই কৌশল সম্বন্ধে চূড়ান্তরূপে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে এখনও স্বর্ণের দ্বারাই উহার অর্থসঙ্গতির পরিমাপ করিয়া থাকে। কিন্তু পৃথিবীর অন্য সমস্ত দেশ স্বর্ণমান ত্যাগ করিয়াছে এবং প্রায় সমস্ত দেশই অল্প বিস্তর ইংলণ্ড ও জার্ম্মানীর কৌশল অনুকরণ করিতেছে। বর্ত্তমান যুদ্ধ কত দিন স্থায়ী হইবে কেহ বলিতে পারে না। তবে একথা নিশ্চিত যে, উক্ত কৌশল আয়ত্তের মধ্যে না আসিলে এই যুদ্ধের পরমায়ু অনেক কম হইত। এই কৌশল কি তাহা অল্প কথায় ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর নহে। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, পৃথিবীর যে কোন দেশের গবর্ণমেণ্ট নোট ছাপাইয়া সাময়িকভাবে উহার সৈন্যদল ও সামরিক বেসামরিক সমস্ত কর্ম্মচারীর বেতন, দেশের অভ্যন্তরে ক্রীত সমস্ত সমর সরঞ্জামের মূল্য, সৈন্যদল পরিচালনা ও সমর সরঞ্জাম আমদানী রপ্তানির জন্য যানবাহনের ভাড়া ইত্যাদি যাবতীয় ব্যয় সঙ্কুলান করিতে সমর্থ হইলেও উপরোক্ত কৌশল জানা না থাকিলে কাহারও পক্ষে অধিক দিন পর্য্যন্ত এই ভাবে চলা সম্ভবপর নহে। কেননা, দেশে উৎপাদিত ও বিক্রয়যোগ্য পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ যদি সমানই থাকিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি দেশের লোকের হাতে

(১১৫১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জাতিগঠনে বীমার স্থান

মানব জীবনে রোগ, বার্দ্ধক্য, অকালমৃত্যু প্রভৃতি যে সমস্ত অপরিহার্য্য অনর্থ উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহার প্রতিকারের উদ্দেশ্য লইয়া জীবনবীমা ব্যবসায় পরিকল্পিত হইয়াছে বটে। কিন্তু জাতিগঠনে বীমার অবদান উহা অপেক্ষাও ব্যাপক ও সুদূর-প্রসারী। বর্ত্তমান প্রবন্ধে বীমার এই দিক সম্বন্ধে একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতে চাই।

আমরা প্রতিনিয়ত চক্ষের সমক্ষে এরূপ দেখিতে পাইতেছি যে, এক একটা পরিবার অন্য দশটা পরিবারের তুলনায় অধিকতর সচ্ছল ও সমৃদ্ধ। পরিবারের সম্বন্ধে যাহা সত্য জাতির সম্বন্ধেও তাহাই সত্য বলা চলে। পৃথিবীর সকল জাতির সমষ্টিগত ধনসমৃদ্ধি সমান নহে। কোন জাতি অশেষ ধনবলে বলীয়ান—আবার কোন জাতি নিঃস্ব ও দুর্ব্বল। মানুষে মানুষে ও জাতিতে জাতিতে অর্থসঙ্গতির এই যে পার্থক্য তাহা প্রত্যেক মানুষ বা জাতির উপার্জ্জন, ব্যয়, সঞ্চয় এবং সঞ্চিত অর্থের বিনিয়োগের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। যে মানুষ বা জাতি অধিক উপার্জ্জন করিয়া তদনুপাতে অল্প ব্যয় করিয়া থাকে এবং এই ভাবে সঞ্চিত অর্থ ধনসম্পদ বৃদ্ধিমূলক পন্থায় নিয়োজিত করিতে পারে, তাহারাই সচ্ছল ও অর্থবলে বলীয়ান হইয়া উঠে। আবার যে মানুষ বা জাতির উপার্জ্জনের পরিমাণ কম—অথচ তদনুপাতে ব্যয়ের পরিমাণ বেশী তাহারা কিছুই সঞ্চয় করিতে পারে না এবং ক্রমে ক্রমে অধিকতর ঋণগ্রস্ত হইয়া দেউলিয়া দশায় উপনীত হইয়া থাকে। কিন্তু মানুষ বা জাতির জীবনযাত্রার আদর্শের একটা কোন নির্দ্দিষ্ট মাপকাঠি নাই। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের একটি কৃষক পরিবার যেরূপ জীবনযাত্রার আদর্শ লাভ করিয়া নিজদিগকে নিতান্ত দরিদ্র ও দুর্ভাগ্যবান বলিয়া মনে করে, ঠিক সেইরূপ জীবনযাত্রা প্রণালীর ব্যয় সঙ্কুলান করিতে পারিলে আমাদের দেশের অধিকাংশ ব্যক্তি নিজদিগকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিবে। আসল কথা এই যে, দারিদ্র্য বা সমৃদ্ধি একটা মানসিক ভাব মাত্র। ইচ্ছামত উহাকে নিয়ন্ত্রণ করা চলে এবং উহা সব সময়েই আয়ের অনুপাতে নিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক। যাহার আয় কম—অথচ সেই অনুপাতে জীবনযাত্রার আদর্শ অনেক উচ্চ সে যে কেবল নিজেই ঋণগ্রস্ত ও দেউলিয়া হয় এরূপ নহে—সে পরিশেষে নিজেকে ও নিজের পোষ্যবর্গকে অন্য দশজনের ভারবহ করিয়া তুলিয়া সমাজের সমূহ অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। ব্যক্তিবিশেষ যদি এইরূপ দায়িত্ব-জ্ঞানহীন হয়, তাহা হইলে দেশের অন্য দশজন তাহার ভার বহন করিয়া থাকে। কিন্তু যখন একটা দেশের অধিকাংশ ব্যক্তি আয়ের তুলনায় অধিক ব্যয় করিয়া ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে তখন তাহাদের ভার গ্রহণ করিবার মত কেহ থাকে না। এরূপ অবস্থায় সমগ্র দেশ অন্য দেশের পদানত হইয়া পড়ে। পৃথিবীর বহু দেশের স্বাধীনতা এই ভাবেই বিনষ্ট হইয়াছে।

যাহাহউক আমাদের বক্তব্য এই যে, জাতিগঠনে সঞ্চয়ের অপরিহার্য্য প্রয়োজন রহিয়াছে এবং এক একটা জাতির সমষ্টিগত সঞ্চয় দ্বারাই জাতিগঠনমূলক কাজ হইয়া থাকে। কিন্তু কোন দেশের অধিবাসিবর্গ সঞ্চয় করিলেই জাতিগঠনমূলক কাজ চলিতে পারে না। এই ভাবে বহুসংখ্যক ব্যক্তির সঞ্চিত অর্থ কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে কেন্দ্রীভূত হওয়া আবশ্যক। নচেৎ এই সঞ্চয়ের কোন মূল্যই নাই। সিপাহী যুদ্ধের সম-সময়ে ভারতবর্ষের অধিবাসীদের সঞ্চিত সম্পত্তির পরিমাণ যে সহস্র সহস্র কোটী টাকা ছিল, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সময় হইতে ভারতবর্ষে যে রেলপথ নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয়, তজ্জন্য প্রয়োজনীয় ৫।৬ শত কোটী টাকা দেশে সংগৃহীত না হওয়ায় ইংলণ্ড হইতে ধার করিয়া আনিতে হইয়াছিল। এই ঋণের জন্য আজ পর্য্যন্ত ভারতবাসীকে পারিশ্রমিক ও সুদ হিসাবেই কম পক্ষে দুই হাজার কোটী টাকা বিদেশীকে প্রদান করিতে হইয়াছে এবং শেষ পর্য্যন্ত সুদে আসলে আরও প্রায় এক হাজার কোটী টাকা দিতে হইবে। রেলপথ বিস্তারের জন্য ভারতবাসীকে এই যে প্রায় আড়াই হাজার কোটী টাকা ক্ষতি দিতে হইল, তাহার কারণ সঞ্চিত সম্পত্তির অপ্রাচুর্য্য নহে। কেননা সিপাহী বিদ্রোহের সম-সময়ে এদেশের অধিবাসীদের হাতে সঞ্চিত সম্পত্তির পরিমাণ ৫।৬ শত কোটী টাকা অপেক্ষা যে অনেক বেশী ছিল, তাহা উপরেই বলা হইয়াছে। এই ক্ষতির কারণ হইতেছে যে, দেশবাসীর সঞ্চিত অর্থ এরূপভাবে কেন্দ্রীভূত ছিল না যাহাতে উহা রেলপথ বিস্তার বা অনুরূপ কোন জাতিগঠনমূলক কাজে ব্যয়িত হইতে পারে।

জীবনবীমা কোম্পানী দেশের অধিবাসীদের সঞ্চিত সম্পত্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া জাতিগঠনমূলক কাজে বিশেষ ভাবে সাহায্য করিতেছে। অবশ্য এই ব্যাপারে ব্যাঙ্কের কথাই সর্ব্বাগ্রে স্মরণ করিতে হইবে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত সচ্ছল ব্যক্তি ছাড়া কেহ ব্যাঙ্কে টাকা আমানত করিতে পারে না—পক্ষান্তরে দরিদ্র ও স্বল্প আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও বীমার মারফতে অনায়াসে অধিক পরিমাণ মূলধন সৃষ্টি করিতে পারে। আমাদের দেশে বর্ত্তমানে জীবনবীমা কোম্পানী-গুলির হাতে জীবনবীমা তহবিল ও অন্যান্য সম্পত্তিতে প্রায় ৬২ কোটি টাকার সম্পত্তি কেন্দ্রীভূত হইয়াছে এবং প্রত্যেক বৎসর এই সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ছয় কোটী টাকা করিয়া বর্দ্ধিত হইতেছে। বর্ত্তমানে জীবনবীমা কোম্পানীসমূহের হাতে সঞ্চিত সম্পত্তির পরিমাণ ক্রমেই যে ভাবে বাড়িয়া যাইতেছে, তাহাতে আর ৫ বৎসর কালের মধ্যে উহাদের হাতে দেশবাসীর অন্ততঃ ১০০ কোটী টাকা কেন্দ্রীভূত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

জীবনবীমা কোম্পানীগুলির হাতে দেশবাসীর সঞ্চিত অর্থ এই ভাবে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় উহার সুফলও দেখা যাইতেছে। বীমা সম্পর্কিত সরকারী রিপোর্টে দেখা যায় যে, গত ১৯৩৮ সালে বীমা কোম্পানীসমূহের হস্তস্থিত সম্পত্তির মধ্যে ভারতীয় বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের শেয়ারে ৪ কোটী ৩৮ লক্ষ টাকা নিয়োজিত ছিল। সুতরাং দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিতে বীমা কোম্পানীসমূহ প্রত্যক্ষভাবে এই পরিমাণ টাকা মূলধন দিয়া সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু পরোক্ষভাবেও বীমা কোম্পানী শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিতে কম সাহায্য করিতেছে না। ১৯৩৮ সালে ভারত সরকার, প্রাদেশিক সরকার, দেশীয় রাজা, মিউনিসিপ্যালিটী, পোর্টট্রাষ্ট ও ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের সিকিউরিটীতে বীমা কোম্পানীসমূহের মোটমাট ৩৮ কোটী টাকা নিয়োজিত ছিল। বীমা কোম্পানীসমূহ এই অর্থ সরবরাহ না করিলে গবর্ণমেন্ট ও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে অন্য স্থান হইতে

(১১৫৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

(সমর ব্যয়ের সমস্যা)

তদনুপাতে অধিক পরিমাণ নোট মজুদ হয়, তাহা হইলে পণ্যদ্রব্যের মূল্য চড়িতে আরম্ভ করে। কারণ লোকের হাতে টাকা আসিলেই সে অধিক পরিমাণে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে ব্যগ্র হয়। এই ভাবে একবার যদি পণ্যদ্রব্যের মূল্য চড়িয়া যায়, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের খরচাও বৃদ্ধি পায়। কারণ পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে উহাকে সামরিক ও বেসামরিক সমস্ত সরঞ্জাম অধিক মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয়। পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হেতু উহাকে সামরিক ও বেসামরিক সমস্ত কর্ম্মচারীকে অধিক হারে বেতনও দিতে হয়। ফলে গবর্ণমেণ্টকে প্রথমবারের তুলনায়ও অধিকতর পরিমাণে নোট ছাপাইয়া তাহা বাজারে ছাড়িতে হয়। এই ভাবে লোকের হাতে টাকার অর্থাৎ নোটের পরিমাণ আরও বাড়িয়া যায়। এদিকে পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হেতু জনসাধারণ ভীত হইয়া বেশী পরিমাণে খাদ্য, পরিচ্ছদ ইত্যাদি মজুদ করিতে থাকে। ফলে পণ্যদ্রব্যের মূল্য আরও বৃদ্ধি পায়। তখন গবর্ণমেণ্টকে দ্বিতীয়বারের তুলনায়ও অধিক পরিমাণে নোট ছাপাইয়া উহার ব্যয় সঙ্কুলান করিতে হয় এবং উহার ফলে জনসাধারণের মধ্যে নোটের আরও অধিকতর প্রচলন হওয়ায় পণ্যদ্রব্যের মূল্য পূর্ব্বের তুলনাতেও পুনরায় বাড়িয়া যায়। এই ভাবে ক্রমে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন পণ্যদ্রব্যের মূল্য বহুগুণ চড়িয়া যায় এবং জনসাধারণ বস্তাবন্দী করিয়া নোট দিয়াও নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর সামান্য অংশও সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয় না। গবর্ণমেণ্টের পক্ষেও তখন নোট ছাপাইয়া কাজ চালান অসম্ভব হয়। কারণ তখন সৈন্যদল, সরকারী কর্ম্মচারিবৃন্দ ও পণ্যদ্রব্য বিক্রেতাগণ উহাদের চাকুরী ও মালপত্রের বিনিময়ে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে নোট লইতে অস্বীকৃত হয় এবং দেশে বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়। ইংরাজী ভাষায় এই ভাবে অর্থের প্রচলনকেই ইনফ্লেশন বলা হয়।

আধুনিক কালে বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিবিদগণ যে কৌশল আয়ত্ত করিয়াছেন, তাহার ফলে নোট ছাপাইয়া প্রত্যেক গবর্ণমেণ্ট দৈনিক ১০, ১৫, ২০ কোটী টাকার ব্যয় সঙ্কুলান করিতেছেন বটে। কিন্তু উহার ফলে পণ্যদ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে চড়িয়া দেশে বিদ্রোহের পথ প্রশস্ত করিতেছে না। কারণ একদিকে গবর্ণমেণ্ট যেমন নোট দ্বারা অধিকতর হারে অধিকতর সংখ্যক সৈন্যসামন্তের বেতন পরিশোধ করিতেছেন এবং ক্রমবর্দ্ধমান হারে দেশ হইতে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতেছেন, সেইরূপ অন্যদিকে উহারা ট্যাক্স ও সমরঋণের সাহায্যে দেশের জনসাধারণের হস্ত হইতে সমস্ত নোট টানিয়া লইতেছেন। অধিকন্তু বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট ধারে মাল ক্রয় করিয়া এবং কর্ম্মচারীদের বর্দ্ধিত বেতন, সরকারী ঋণের সুদ ইত্যাদি পরিশোধ করা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া জনসাধারণের হাতে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত হইতে দিতেছেন। উহা সত্ত্বেও যাহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে চাকুরী বা মালপত্রের বিনিময়ে প্রাপ্ত নোটের তুলনায় ট্যাক্স ও সরকারী ঋণ হিসাবে গবর্ণমেণ্টকে কম পরিমাণ নোট ফেরৎ দিতেছে এবং উহার ফলে অর্থ সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইতেছে, তাহাদের পক্ষেও অধিকতর পরিমাণে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া উহার মূল্য চড়াইয়া দিবার কোন সুবিধা নাই। কারণ জনসাধারণ কি পরিমাণ পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে পারিবে গবর্ণমেণ্ট তাহারও একটা সীমারেখা স্থির করিয়া দিয়াছেন। সরকার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা বেশী পরিমাণে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিবার কাহারও অধিকার নাই। যুদ্ধের পূর্ব্বে ইংলণ্ডের অধিবাসিগণ যে আহার্য্য, পানীয় পরিচ্ছদ ইত্যাদি ব্যবহার করিত বর্ত্তমানে এই ভাবে তাহার পরিমাণ শতকরা ৪০ ভাগ কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। জার্ম্মানীতেও অনুরূপ ব্যবস্থা হইতেছে। উহার ফলে জনসাধারণের হাতে প্রচুর নোট সঞ্চিত হইলেও বাজারে পণ্যদ্রব্যের চাহিদা কমিয়া গিয়াছে।

যুদ্ধমান দেশগুলির এই সমস্ত ব্যবস্থা সত্ত্বেও উহাতে যে পণ্যদ্রব্যের মূল্য চড়িতেছে না এরূপ নহে। ইংলণ্ডে যুদ্ধের সময়ের তুলনায় বর্ত্তমানে পণ্যদ্রব্যের মূল্য শতকরা ১৭ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে; কিন্তু অবস্থা সম্পূর্ণরূপে গবর্ণমেণ্টের আয়ত্তের মধ্যে রহিয়াছে। পণ্যদ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের এই ক্ষমতা যদি অব্যাহত থাকে, তাহা হইলে দৈনিক ২০ কোটী টাকা কেন দৈনিক ৫০ কোটী টাকা খরচ হইলেও বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট নোট ছাপাইয়া তাহাও সঙ্কুলান করিতে পারিবেন। এই কথা জার্ম্মানীর পক্ষেও অল্পবিস্তর সত্য।

বীমা প্রসঙ্গ

গত সপ্তাহে জীবন বীমা ব্যবসায়ে নেতৃস্থানীয় যাঁহারা কলিকাতায় আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবৃন্দের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য।

মিঃ কে রমারাও—ডিরেক্টর ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া লাইফ্ ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ।

মিঃ এ, আর্ ডি'অ্যাব্রো—সেক্রেটারী, ইণ্ডিয়া লাইফ ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ (করাচী)।

মিঃ এ, সি, লাল—সেক্রেটারী, ওরিয়েণ্টাল গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী লাইফ ইন্সিওরেন্স কোং।

ইঁহাদের মধ্যে মিঃ ডি' অ্যাব্রো এই প্রথম কলিকাতায় আগমন করিলেন। মিঃ রমারাওএর সম্মানার্থে ভাগ্যলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স কোং কর্ত্তৃপক্ষ এক চা-পার্টির আয়োজন করিয়াছিলেন এবং মিঃ ডি' অ্যাব্রোর সহিত মিলনোদ্দেশ্যে ইন্সিওরেন্স সেলস ডেভেলপমেণ্ট ব্যুরো লিঃএর ডিরেক্টরগণও এক চা-পার্টির আয়োজন করিয়াছিলেন।

* * *

শোনা যাইতেছে যে, করাচীর ইণ্ডিয়ান লাইফ ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ কলিকাতায় স্বীয় গৃহ নির্ম্মাণ করিবার জন্য আয়োজন সুরু করিয়াছেন। অফিস অঞ্চলে জায়গা দেখা হইয়াছে এবং এই সম্পর্কে সঠিক সংবাদ শীঘ্রই পাওয়া যাইবে আশা করা যায়।

* * *

প্রকাশ যে, ওয়ার্ডেন ইন্সিওরেন্স কোং লিমিটেডের কার্য্যের প্রসারের নিমিত্ত হেড অফিস আমেদাবাদ হইতে বোম্বাইয়ে স্থানান্তরিত করিবার কথা হইতেছে। জুপিটারের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী, মিঃ আর, এফ, আয়ার ওয়ার্ডেনের ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া সংবাদে প্রকাশিত হইয়াছে।

* * *

বোম্বে মিউচুয়াল লাইফ এ্যস্যুওর্যান্স সোসাইটী লিঃএর সেক্রেটারী মিঃ জে, এম কর্ডিরো পদত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া শোনা যাইতেছে এবং সংবাদপত্রে উক্ত পদের জন্য আবেদন চাওয়া হইয়াছে। মিঃ কর্ডিরোর কর্ম্মদক্ষতার কথা ভারতীয় বীমা মহলে সুবিদিত; সুতরাং তাঁহার বীমা-ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ সংবাদে সকলেই দুঃখিত হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। প্রকাশ যে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল নহে। আমরা প্রার্থনা করি যে, তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হউক।

* * *

ঢাকাতে ও খুলনাতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে বীমা ব্যবসায়ে যথেষ্টই অসুবিধা হইতেছে, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। প্রথমতঃ কর্ম্মিগণের পক্ষে নূতন বীমা সংগ্রহ করার কাজ যে খুবই কষ্টসাধ্য হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। যাতায়াতের সুবিধাও এখন আর নাই। দ্বিতীয়তঃ বীমা করিবার মনোভাব, সাংসারিক সুখ ও শান্তির ছবি বিশেষ করিয়া ঢাকা সহরের অধিবাসীদের মধ্য হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। সর্ব্বোপরি ব্যাঙ্ক, পোষ্ট অফিস ইত্যাদি বন্ধ থাকার ফলে প্রিমিয়াম গ্রহণ ও প্রেরণ এবং সংবাদ ও চিঠিপত্র প্রেরণ ইত্যাদি বিষয়ে যে অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার ফলে বীমাকারীদের বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে। বহুস্থলে ব্যাঙ্কই প্রিমিয়াম গ্রহণ করে এবং যথাভাবে তাহা কোম্পানীর নিকট প্রেরণ করে। যদি ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকে, তাহা হইলে বীমাকারীদের টাকা দিবার সুবিধা আর থাকে না। ইতিমধ্যে যদি কাহারও প্রিমিয়াম দিবার নির্দ্দিষ্ট দিবস অতি-ক্রান্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার জন্য দায়ী কে হইবে? অথবা যদি ঐ অবস্থায় কাহারও মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সেই বীমাপত্রের কি অবস্থা হইবে? বাস্তবক্ষেত্রে এইরূপ কোন অসুবিধাজনক ঘটনার উৎপত্তি হইয়াছে কি না আমরা জানি না। কিন্তু এইরূপ হওয়া যে বিচিত্র নহে, একথা হয়ত সকলেই মানিয়া লইবেন।

আমরা সাধারণ বীমাকারীদের পক্ষ হইতে বীমা কর্ত্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য যাঁহারা এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আছেন, তাঁহাদের এই বিষয়ে চিন্তা করিতে অনুরোধ জানাইতেছি। গৃহে আগুন লাগার জন্য কাগজপত্র ভস্মসাৎ হইলে অথবা হারাইয়া গেলে দাবী প্রমাণ করিবার অসুবিধা কি ভাবে দূর করা যাইতে পারে, তাহারও সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখা উচিৎ।

* * *

সম্প্রতি গভর্ণমেণ্টের কয়েকটি ইস্তাহার প্রকাশিত হইবার পরে সাধারণের মধ্যে এক আতঙ্ক ও নৈরাশ্যসূচক মনোভাবের সৃষ্টি হইতেছে বলিয়া অনেকেই অভিযোগ করিতেছেন। বিভিন্ন বীমা কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অনুসন্ধান করিয়া জানা যাইতেছে যে, মফঃস্বলে বিশেষ করিয়া কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে বীমা ব্যবসায় একপ্রকার অচল হইয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কলিকাতার মধ্যে এই ভাব এখনও ততটা প্রকট হইয়া উঠে নাই বলিয়াই শোনা যাইতেছে। ইহা মন্দের ভাল বটে। কিন্তু চারিধারের আবহাওয়া হইতে মনে হইতেছে যে, কলিকাতাতেও এই ভাব সংক্রামিত হইতে পারে। বিশেষতঃ সহর পরি-ত্যাগ করিয়া দূরে বাস করার কথা ও সেই অনুযায়ী আয়োজনের কথাই কলিকাতায় বেশী শোনা যাইতেছে। সন্দেহ নাই যে, অচিরে এই সকলের ধাক্কা বীমা ব্যবসায়ের উপর পড়িবে। গত বৎসরে ফ্রান্সের পরাজয়ের পর বীমা ব্যবসায়ে যে মন্দা আসিয়াছিল, এই কয়মাসে তাহা এক প্রকার সম্পূর্ণভাবেই কাটিয়া গিয়াছিল এবং বীমাকর্ম্মিগণ ও সাধারণ বীমাকারীরা সকলেই যুদ্ধকে সহজভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই জন্য এই বৎসরের প্রারম্ভে মনে হইয়াছিল যে, বীমা ব্যবসায়ের উত্তরোত্তর উন্নতি হওয়াই সম্ভবপর। কিন্তু এখন যে প্রকারের আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে ঐ আশা কার্য্যে পরিণত না হইবার সম্ভাবনা ফুটিয়া উঠিতেছে। অবশ্য এখনই এই সম্বন্ধে কোন কথা জোর করিয়া বলা চলেনা। আমেরিকার সাহায্য দানের ফলে মিত্রশক্তিপুঞ্জের শক্তি যে বহুলাংশে বর্দ্ধিত হইবে এবং শত্রুকে পরাস্ত করা যে এখন আরও সহজসাধ্য হইবে তাহা নিশ্চিত বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। সুতরাং যুদ্ধের পরিস্থিতি যখন ভালর দিকেই যাইতেছে তখন সাধারণের মধ্যে ঐরূপ নিরাশার সঞ্চার হওয়া একটু বিচিত্র বলিয়াই মনে হয়। যুদ্ধ বিস্তার লাভ করিবার

(১১৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

ভারতে চীনাবাদামের চাষ

গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতে মোট ৮৪ লক্ষ ১০ হাজার একর জমিতে চীনাবাদামের চাষ হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে সেইস্থলে ৮৫ লক্ষ ১৬ হাজার একর জমিতে চীনাবাদামের চাষ হইয়াছে বলিয়া শেষ সরকারী পূর্ব্বাভাসে অনুমিত হইয়াছে। গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতে মোট ৩১ লক্ষ ৬৫ হাজার টন পরিমাণ চীনাবাদাম উৎপন্ন হইয়াছিল। এবার সেইস্থলে ৩৪ লক্ষ ৭৩ হাজার টন চীনাবাদাম উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ভারতে সাধারণত: মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়েই বেশী পরিমাণে চীনাবাদাম উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভারত সরকারের সমর ঋণ

গত ৮ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত ভারতে বিভিন্ন দফায় নিম্নরূপ পরিমাণ সমর ঋণ সংগৃহীত হইয়াছে :—৩ টাকা সুদের ডিফেন্স বণ্ড বাবদ ৪৪ কোটি ৮৫ লক্ষ ৭২ হাজার ২০০ টাকা। ৩ টাকা, সুদের সমর ঋণ (১৯৪৭-৫২ সালে পরিশোধনীয়) ২ কোটি ৭৯ লক্ষ ২৭ হাজার ৮০০ টাকা, সুদবিহীন ডিফেন্স বণ্ড বাবদ ২ কোটি ৩২ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা ও পোষ্টাল সেভিংস্ সার্টিফিকেট (ডিফেন্স) বাবদ ২ কোটি ২৩ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা।

মোটর বীমার ব্যবসা

গত ১৯৩৯ সালে মোটরবীমার প্রিমিয়াম বাবদ বৃটেনের বীমা কোম্পানী-গুলির মোট আয় হইয়াছিল ৩ কোটি ৬৩ লক্ষ ৪৬ হাজার ৩১৭ পাউণ্ড। ১৯৩৭ সালে ও ১৯৩৮ সালে মোটরবীমা বাবদ আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল যথাক্রমে ৩ কোটি ৭৩ লক্ষ ১৮ হাজার ৫৩২ পাউণ্ড ও ৩ কোটি ৭৮ লক্ষ ৩৮ হাজার ৯৪২ পাউণ্ড। ১৯৩৯ সালে মোটরবীমা বাবদ উপস্থাপিত দাবীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২ কোটি ১১ লক্ষ ৩১ হাজার ৮৪৫ পাউণ্ড। ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালে দাবীর পরিমাণ ছিল ২ কোটি ১২ লক্ষ ৯৬ হাজার ৯২৬ পাউণ্ড ও ২ কোটি ১৪ লক্ষ ৯১ হাজার ৫০৭ পাউণ্ড।

বাঙ্গলায় তুলার চাষ

ভারতে তুলার চাষ সম্পর্কিত শেষ সরকারী পূর্ব্বাভাসে ১৯৪০-৪১ সালে বাঙ্গলায় মোট ১ লক্ষ ৮ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর এই প্রদেশে ৯৩ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে বাঙ্গলায় মোট ৩৩ হাজার বেল তুলা উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর ৩০ হাজার বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালের ১ লক্ষ ৮ হাজার একর জমির মধ্যে ২ হাজার একর জমিতে 'বেঙ্গল' ও ১ লক্ষ ৬ হাজার একর জমিতে 'কুমিল্লা' শ্রেণীর তুলার চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

চলতি বৎসরের পাট

গত ১৯৪০ সালের জুলাই হইতে ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত কলিকাতায় ও কলিকাতার অন্তঃপাতী চটকল এলাকায় মফঃস্বল হইতে মোট ৬৬ লক্ষ ৪১ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছে। নূতন ও পুরাতন পাট মিলাইয়া উপরোক্ত আট মাসে চটকলসমূহ মোট ৩৫ লক্ষ ৭২ হাজার বেল পাট ব্যবহার করিয়াছে। উপরোক্ত আট মাসে পাটকলসমূহে পাট-হইতে মোট ৬ লক্ষ ৩৮ হাজার টন পরিমিত জিনিষ তৈয়ার হইয়াছে।

ইংলণ্ডে বেকারের সংখ্যা

গত ফেব্রুয়ারী মাসে বৃটেনে রেজেষ্টীকৃত বেকারের সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ ৮০ হাজার ৮৪৯ জন। পূর্ব্ব বৎসরের অর্থাৎ ১৯৪০ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে বেকারের সংখ্যা ছিল উহার চেয়ে ১ লক্ষ ১৪ হাজার ৭৫৭ জন বেশী।

বিভিন্ন প্রদেশে দেশীয় তুলার ব্যবহার

গত ১৯৩৯-৪০ সালে ও ১৯৪০-৪১ সালে ভারতের কোন প্রদেশে ও কোন দেশীয় রাজ্যের কাপড়ের কলসমূহে কি পরিমাণ দেশীয় তুলা ব্যবহৃত হইয়াছে তৎসম্পর্কিত সরকারী বরাদ্দ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্য	১৯৪০-৪১ (বেল)	১৯৩৯-৪০ (বেল)
বোম্বাই	৪,৯২,৬১৫	৪,১৩,৯০০
মাদ্রাজ	১,৭৯,০৭৫	১,৬০,৫৫০
যুক্তপ্রদেশ	১,২৬,২৩৭	১,০৯,৩৫৭
মধ্যপ্রদেশ	৪৯,৫১৬	৫৩,৭৯৫
বাঙ্গলা	৩৭,১২৫	৩১,২৮৫
পাঞ্জাব ও দিল্লী	৪৯,৫৭৯	৪৮,৭২০
অন্যান্য প্রদেশ	১৬,১৯৩	১৫,৭৭৯
হায়দরাবাদ	২২,৭৭১	২৩,৭৬৩
মহীশূর	২৪,৩২৫	২১,৭৭১
বরোদা	২৮,১৯৫	২৫,৯৩১
গোয়ালিয়র	৩০,৮৭৩	৩০,৬৯৭
ইন্দোর	৪৫,৫৭২	৩৯,৫৩৯
অন্যান্য দেশীয় রাজ্য	৪২,০৮৫	৪৭,০১৫
	১১,৪৪,১৬২	১০,২২,১০৩

প্যালেষ্টাইনের অম্লস্বাদযুক্ত ফল

কমলালেবু ও আঙ্গুর প্রভৃতি অম্লস্বাদযুক্ত ফল রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে বর্ত্তমানে স্পেন দেশই সবচেয়ে অগ্রণী। তারপরই হইতেছে প্যালেষ্টাইনের স্থান। ১৯৩৮ সালে স্পেন হইতে ২ কোটি ৪০ লক্ষ বাক্স অম্লস্বাদযুক্ত ফল বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল। ঐ বৎসর প্যালেষ্টাইন হইতে ঐ শ্রেণীর ফল রপ্তানি হইয়াছিল ১ কোটি ৫০ লক্ষ বাক্স। ফল চাষজনিত আয় বর্ত্তমানে প্যালেষ্টাইনের লোকদের একটা প্রধান সম্বল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ১৯৩৮ সালে প্যালেষ্টাইনের সকল প্রকারের কৃষি ফসলের সমষ্টিকৃত মূল্য দাঁড়াইয়াছিল ৩৮ লক্ষ পাউণ্ড। উহার মধ্যে কেবল অম্ল স্বাদযুক্ত ফলের মূল্যই দাঁড়াইয়াছিল ২২ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড। প্যালেষ্টাইন হইতে এতদিন যে ফল রপ্তানি হইয়াছে, তাহার মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ গ্রেট বৃটেনে ও বাকী অংশ ইউরোপের অন্যান্য দেশে গিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে ভূমধ্যসাগরের রাস্তা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় প্যালেষ্টাইন হইতে ইউরোপে ফল রপ্তানি করা খুবই কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কোচীনে ফলের চাষ

কোচীন রাজ্যে মোট আবাদী জমির পরিমাণ ৫ লক্ষ ৫০ হাজার একর। উহার মধ্যে ৪০ হাজার একর জমিতেই নানাশ্রেণীর ফল ও তরিতরকারীর চাষ হইয়া থাকে। ঐ রাজ্যে যেসব ফল উৎপন্ন হয় তাহার মধ্যে আম, কলা ও আনারসই প্রধান। উন্নত শ্রেণীর আমের চাষ প্রচলন সম্পর্কে কোচীন সরকার খুবই উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ওলুকারা নামক স্থানে যে কেন্দ্রীয় সরকারী ফার্ম্ম আছে তাহাতে ৫০ একর জমিব্যাপী একটি আমবাগান রহিয়াছে। ঐ বাগানে ২১৭ শ্রেণীর আমের ২ হাজার গাছ আছে। কোচীন রাজ্যে আড়াই হাজার একর জমিতে কদলীর চাষ হইয়া থাকে। প্রতি বৎসরে ঐ রাজ্যে কদলী উৎপন্ন হয় প্রায় ২০ হাজার টন।

মধ্যপ্রদেশ সরকারের বাজেট

সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশ সরকারের ১৯৪১-৪২ সালের যে বাজেট বরাদ্দ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আগামী বৎসরে আয় হইতে ব্যয় বাদে মধ্যপ্রদেশ সরকারের ১ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। আগামী বৎসরের জন্য কোন নূতন ট্যাক্স ধার্য্য হয় নাই। তবে পূর্ব্বেকার সমস্ত ট্যাক্সই বজায় রাখা স্থির হইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালের শেষে মধ্যপ্রদেশ সরকারের উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ৩২ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। ১৯৪০-৪১ সালের অর্থাৎ চলতি বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দে ২১ লক্ষ ১১ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত অনুমিত হইয়াছে।

মেট্রোপলিটন ব্যাঙ্কিং এসোসিয়েশন

কলিকাতার বিভিন্ন দেশীয় ব্যাঙ্কের উপর চেক আদান প্রদানের বিলি-ব্যবস্থার জন্য গত ১৯৩৯ সালের শেষভাগে মেট্রোপলিটন ব্যাঙ্কিং এসোসিয়েশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। বড়ই সুখের বিষয় অল্প কালের ভিতর এই প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে এবং উহার মারফতে ক্রমেই অধিক সংখ্যক চেক ভাঙ্গানো হইতেছে। এই এসো-সিয়েশনের সেক্রেটারী মিঃ এইচ সি পালের রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায়, গত ১৯৩৯ সালের নভেম্বর হইতে আরম্ভ করিয়া গত ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত সময়ে উহার মারফতে মোট ২ কোটি ৬৩ লক্ষ ৮৩ হাজার ৯৮৪ টাকার ১ লক্ষ ৩৮ হাজার ২৭৫টি চেক ভাঙ্গানো হইয়াছে। ১৯৩৯ সালের নভেম্বর মাসে অর্থাৎ প্রথম মাসে ১ লক্ষ ৯৫ হাজার ৫২৩ টাকার চেক ভাঙ্গানো হইয়াছিল। তারপর চেকের মাসিক হার ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া গত নভেম্বর মাসে ৪৭ লক্ষ ৪৯ হাজার ৮৭২ টাকার ২৪ হাজার ৩৯৮টি চেক দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমানে বাঙ্গলার ৪২টী ব্যাঙ্ক এই এসোসিয়েশনের সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। এই সমস্ত বিবরণ উক্ত এসোসিয়েশনটির সমূহ উন্নতির পরিচায়ক।

(জাতিগঠনে বীমার স্থান)

এই টাকাটা সংগ্রহ করিতে হইত এবং উহার ফলে দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের এই পরিমাণ টাকার টান পড়িত। এই হিসাবে বীমা কোম্পানীসমূহ মূলধনের বাজারে সচ্ছলতা বজায় রাখিয়া দেশের শিল্প-বাণিজ্যকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করিতেছে। অবশ্য দেশের শিল্প-বাণিজ্যে বর্ত্তমানে মূলধনের অভাব যে প্রকার বেশী, তাহাতে বীমা কোম্পানীসমূহ তদনুপাতে খুব বেশী সাহায্য করিতেছে না। উহার কারণ এই যে, গবর্ণমেণ্টের উপেক্ষা এবং অনেক ক্ষেত্রে বিরুদ্ধাচরণের ফলে দেশের শিল্প-বাণিজ্য এখনও তেমন শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারিতেছে না। এজন্য বীমা কোম্পানী সমূহও সাহস করিয়া উহাতে বীমাকারীদের সঞ্চিত অর্থ বেশী পরিমাণে নিয়োজিত করিতে পারিতেছে না। দেশের শিল্প-বাণিজ্য আর একটু শক্তিশালী হইলে এবং ইতিমধ্যে বীমা কোম্পানী-সমূহের হাতে সঞ্চিত সম্পত্তির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়া গেলে বীমা কোম্পানীসমূহ যে শিল্প-বাণিজ্যের মূলধনের একটা খুব বড় অংশ সরবরাহ করিতে সমর্থ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইংলণ্ডের বীমা কোম্পানীসমূহ উহাদের হাতে সঞ্চিত অর্থের শতকরা প্রায় ৩৮ ভাগ উক্ত দেশের কলকারখানার শেয়ার ও ডিবেঞ্চারে নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছে। ভারতবর্ষের বীমা কোম্পানীসমূহও যে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিতে কালে এই ভাবে মূলধন সরবরাহ করিতে সমর্থ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

জাতি গঠনমূলক কাজের প্রসঙ্গে একমাত্র শিল্প-বাণিজ্যের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করিলাম। উহার কারণ এই যে, কোন দেশে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি না ঘটিলে দেশবাসীর আয় ও সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে পারে না। আর দেশবাসীর আয় যদি কম হয়, তাহা হইলে তাহাদের নিকট হইতে ট্যাক্স-লব্ধ অর্থের পরিমাণও অতি নগণ্য হইয়া দাঁড়ায়। দেশবাসীর হাতে যদি অর্থ সঞ্চিত না হয়, তাহা হইলে উহারা জাতিগঠনমূলক কাজের জন্য গবর্ণমেণ্টকেও ঋণ দিতে সমর্থ হয় না। মূলতঃ প্রত্যেক দেশে শিক্ষা বিস্তার, স্বাস্থ্যোন্নতি প্রভৃতি জাতিগঠনমূলক কাজের জন্য যে বিপুল অর্থব্যয়ের প্রয়োজন, তাহা পরিশেষে দেশবাসীর সঞ্চিত অর্থ হইতেই ট্যাক্স বা ঋণ হিসাবে আসিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় জাতিগঠনের মূলে রহিয়াছে দেশবাসীর আর্থিক সমৃদ্ধি। বীমা ব্যবসায় দেশের শিল্প-বাণিজ্যে সহায়তা করিয়া কেবল এই সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করিতেছে না—উহা দরিদ্রতম ব্যক্তিকেও সঞ্চয়ের জন্য প্রেরণা দিয়া দেশের ধনসম্পদকে কেন্দ্রীভূত করিতেছে। সেইদিক দিয়া জাতিগঠনে উহার অবদানের তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

[আর্থিক জগতের সম্পাদক কর্ত্তৃক লিখিত এই প্রবন্ধটী মাসিক "জীবন বীমা"র গত ফাল্গুন মাসের বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল]

নিষ্পেষিত ইক্ষুর পরিমাণ

১৯৩৯-৪০ সালে ভারতের ১৪৫টি চিনির কলে মোট ১ কোটী ৩১ লক্ষ ৩১ হাজার ৭০০ টন ইক্ষু মাড়ান হইয়াছিল। সেই স্থলে ১৯৪০-৪১ সালে ভারতে ১৪৮টি চিনির কলে মোট নিষ্পেষিত ইক্ষুর পরিমাণ ১ কোটী ৬ লক্ষ ১৯ হাজার ১০০ টন হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালে বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের চিনির কলে নিম্নরূপ পরিমাণ ইক্ষু মাড়ান হইয়াছে বলিয়া ধরা হইয়াছে :—যুক্তপ্রদেশে ৫০ লক্ষ ৬৩ হাজার ৯০০ টন, বিহার ২৪ লক্ষ ৭৭ হাজার ৮০০ টন, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ১ লক্ষ ৯৪ হাজার ৭০০ টন, মাদ্রাজ ৪ লক্ষ ১০ হাজার ৮০০ টন, বোম্বাই ৮ লক্ষ ২৬ হাজার ৯০০ টন। বাঙ্গলা ও আসাম ৪ লক্ষ ৫৭ হাজার ৭০০ টন, উড়িষ্যা ৩২ হাজার টন, ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহ ১১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৪০০ টন।

বিভিন্ন প্রদেশে কয়লার উত্তোলন

গত ১৯৪০ সালের ডিসেম্বরের তুলনায় ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কি পরিমাণ কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে নিম্নে তাহার বিবরণ উদ্ধৃত করা হইল :—

প্রদেশ	ডিসেম্বর		জানুয়ারী	
আসাম	১৮,৮১১	টন	২১,১২০	টন
বেলুচিস্থান	১,০১১	”	৩৯৯	”
বাঙ্গলা	৭,৪৪,০৭৪	”	৭,০০,৪০৭	”
বিহার	১৩,৪৫,০৬২	”	১৩,৩২,১৯০	”
উড়িষ্যা	৬,৭২৩	”	৬,৩৮৮	”
মধ্যপ্রদেশ	১,৫৫,১৪৮	”	১,৬৬,৬২৪	”
পাঞ্জাব	২৩,৫০১	”	১৭,১৭৩	”
সিন্ধু	১১	”	১৬	”
মোট	২২,৯৪,৩৪১	টন	২২,৪৪,৩১৭	টন

(বীমা প্রসঙ্গ)

সম্ভাবনাকে অস্বীকার করিয়া যাওয়া কাহারও পক্ষেই যুক্তিসঙ্গত কাজ হইবেনা এবং যুদ্ধ এইদেশে বিস্তৃত হইলে, যে যে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা সঙ্গত হইবে, তাহার জন্য আগে হইতেই প্রস্তুত থাকা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহার জন্য কাহারও মনে আতঙ্ক অথবা নিরাশা আসা সুবুদ্ধির পরিচায়ক হইবে না।

বিশেষ করিয়া একথা সকলের স্মরণ রাখা উচিত যে, যুদ্ধকালে জীবনের বিপদ বহু পরিমাণে বর্দ্ধিত হয় এবং তখন হয়ত বীমা করা অনেকের পক্ষেই সম্ভবপর হইয়া উঠিবে না। ইহা খুবই সম্ভব যে, প্রিমিয়ামের হার তখন বাড়াইয়া দেওয়া হইবে অথবা অন্যান্য কড়াকড়ি নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইবে। সুতরাং যাঁহাদের বীমার প্রয়োজন আছে, তাহাদের এখনই বীমা করা উচিত। কারণ এখনও পূর্ব্বেকার সকল সুবিধাই পাওয়া যাইবে। কাল-বিলম্ব করিলে ঐ দিক দিয়া অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা বাড়িবে। বীমা-কর্ম্মিগণের নিকট আমাদের বিশেষ অনুরোধ যে, তাঁহারা যেন বিশদভাবে এই বিষয়টি চিন্তা করিয়া দেখেন এবং সেই অনুযায়ী কার্য্য করেন। সাধারণ ব্যক্তি যাঁহারা বীমা করেন তাঁহারা সকল সময়ে বিশেষ চিন্তা করিবার সুযোগ নাও পাইতে পারেন। কিন্তু বীমাকর্ম্মিদের পক্ষে এ কথা প্রযোজ্য হইবে না। তাঁহারা যদি জনসাধারণকে ভাল করিয়া বীমার তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দেন ও বর্ত্তমান বিপদের কালে বীমার প্রয়োজনীয়তা কিভাবে বাড়িয়া যাইতেছে, তাহা সাধারণের নিকট পরিষ্কার করিয়া ব্যাখা করেন, তাহা হইলে সকলেরই মঙ্গল হইবে। বীমাকর্ম্মিগণ নিশ্চিত জানিয়া রাখুন যে, এই সঙ্কটকালীন অবস্থাতেই বীমা সংগ্রহ করার সুবর্ণ সুযোগ আসিয়াছে। যুদ্ধের পরিস্থিতির সম্মুখে মানুষের জীবনে ও সমাজে বীমা যে কতবড় মঙ্গল আনয়ন করিতে পারে, তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

* * *
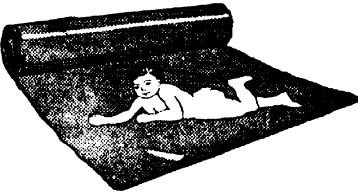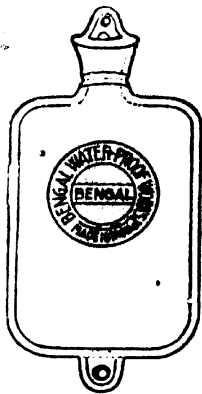
জানা গিয়াছে যে, বেঙ্গল মার্কেণ্টাইল লাইফ্ ইন্সিওর্যান্স কোং লিমিটেড্ কলিকাতার ইষ্টার্ণ ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স কোং ও ইউনাইটেড্ অ্যাসুওর্যান্স কোংর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে।

* * *

সিংহলের সহিত ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন থাকিলেও অনেকাংশে যোগ আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং বিশেষ করিয়া বীমা বিষয়ে ভারতবর্ষের আইন এবং প্রথা অনুযায়ী ঐ দেশে ব্যবসায় চলিতেছে। সম্প্রতি সিংহল জীবন বীমাকর্ম্মিদের একটি সমিতি সংগঠিত হইয়াছে এবং প্রকাশ যে, একটি বিদেশী বীমা কোম্পানী ঐ সমিতির সহিত অসহযোগিতা করিয়া তাঁহাদের কর্ম্মিদের একটি পৃথক সঙ্ঘ গঠন করিয়াছেন। এইরূপ না হইলেই ভাল হইত, কারণ একতার যে শক্তি তাহা এইরূপ একাধিক সমিতি গঠিত হইলে খানিকটা ক্ষুণ্ণ হয় ইহা সুনিশ্চিত। সিলোন ষ্টেট্ কাউন্সিল বর্ত্তমানে যে ড্রাফট ইন্‌সিওর্যান্স রুল্‌স্ আলোচনা করিতেছেন, সেই সম্পর্কে এই সমিতি গবর্ণমেণ্টের নিকট তাঁহাদের বক্তব্য জানাইয়াছেন। আমাদের পাঠক-বর্গ হয়ত জানেন না যে, সিলোন সরকার ভারত সরকারের প্রণীত বীমা আইনকে হুবহু নকল করিয়াছেন; সুতরাং এই দেশীয় আইনের যে সব গলদ দেখা গিয়াছে, তাহা যাহাতে সিংহলের আইনেও না প্রবেশ করে, তাহার চেষ্টা চলিতেছে।

সিংহল হইতে আরও খবর আসিয়াছে যে, কয়েকটি ভারতীয় কোম্পানী বহু বৎসর এদেশে ব্যবসায় করিয়া বর্ত্তমানে ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দিয়া সকল সম্বন্ধ রহিত করিয়া দেওয়াতে বহু বীমাকর্ম্মীর ও বীমাকারীর অনেক অসুবিধা হইতেছে। 'ইয়ং সিলোন' নামে একখানা স্থানীয় পত্রিকা এই সম্বন্ধে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং আমরাও কোম্পানীসমূহকে অনুরোধ করিতেছি যে, এই সম্পর্কে তাঁহারা যেন ভাবিয়া দেখিয়া স্থানীয় জনসাধারণের অভিযোগের নিরাকরণ করেন।

ভারতে তুলার চাষ

গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতে ২ কোটি ৯ লক্ষ ৭৯ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে সেইস্থলে ২ কোটি ২৭ লক্ষ ৭৫ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে বলিয়া শেষ সরকারী বরাদ্দে অনুমিত হইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালে ৪৯ লক্ষ ২০ হাজার পাউণ্ড তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে ৫৬ লক্ষ ৩৮ হাজার বেল (৪০০ পাউণ্ডে বেল) তুলা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে ১৯৪০-৪১ সালের শেষ বরাদ্দ নিম্নে প্রদান করা হইল :—

প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য	আবাদী জমি (একর)	উৎপন্ন তুলার পরিমাণ (বেল)
বোম্বাই	৫৪,৭৭,০০০	১০,৩১,০০০
মধ্যপ্রদেশ	৩৫,১২,০০০	৮,০৭,০০০
পাঞ্জাব	৩৪,০০,০০০	১৪,৫৩,০০০
মাদ্রাজ	২৩,২১,০০০	৫,১৩,০০০
সিন্ধু	৯,৬৫,০০০	৪,৭১,০০০
যুক্তপ্রদেশ	৪,০৮,০০০	১,৪৯,০০০
বাঙ্গলা	১,০৮,০০০	৩৩,০০০
আসাম	৪০,০০০	১৬,০০০
বিহার	৪০,০০০	৮,০০০
আজমীড়	৩১,০০০	১১,০০০
সীমান্তপ্রদেশ	১৮,০০০	৪,০০০
উড়িষ্যা	৮,০০০	১,০০০
দিল্লী	১,০০০	—
হায়দরাবাদ	৩৪,৩৩,০০০	৫,৩৩,০০০
মধ্য ভারত	১১,১৫,০০০	১,৭৭,০০০
বরোদা	৮,১১,০০০	২,১০,০০০
গোয়ালিয়ার	৫,৬৬,০০০	১,০৭,০০০
রাজপুতানা	৪,৩৩,০০০	১,০১,০০০
মহীশূর	৮৮,০০০	১৩,০০০
মোট	২,২৭,৭৫,০০০	৫৬,৩৮,০০০

ভারতে ধান চালের সমস্যা

রাষ্ট্রীয় পরিষদে মিঃ শান্তিদাস আসকুরণের প্রশ্নের উত্তরে শ্রমবিভাগের সেক্রেটারী মিঃ প্রায়র বলিয়াছেন যে, চলতি বৎসরে বিগত তিন বৎসরের তুলনায় শতকরা ১৩.৫ ভাগ কম চাউল উৎপন্ন হইবে। প্রয়োজনানুরূপ চাউল প্রাপ্তির পক্ষে জনসাধারণের যাহাতে অসুবিধা না হয়, ভারত সরকার তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যথাবিহিত ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া মিঃ প্রায়র সরকার পক্ষ হইতে আশ্বাস দিয়াছেন।

এ বৎসর ভারতে চাউলের উৎপাদন কম হওয়ায় সম্প্রতি বাণিজ্য সচিবের অনুরোধক্রমে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ বিদেশী চাউলের খুঁদের উপর যে রক্ষণ শুল্ক ধার্য্য ছিল তাহা উঠাইয়া দিয়াছেন। লৌহ ও ইস্পাত, শর্করা, গম এবং রূপার তার সম্পর্কে রক্ষণশুল্ক আরও এক বৎসর বর্ত্তমান হারে বহাল রাখার জন্য ব্যবস্থা পরিষদে যে বিল পাশ হইয়াছে, তাহাতে চাউলের খুঁদের উপর রক্ষণশুল্ক সম্পর্কে কোন প্রস্তাব করা হয় নাই।

১৯৪০সালে ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়

১৯৪০ সালে ইংলণ্ডের প্রধান সাতটী ব্যাঙ্ক কি পরিমাণ লাভ করিয়াছে এবং কি হারে লভ্যাংশ দিয়াছে নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া গেল :—

	লাভের পরিমাণ ১৯৪০ পাউণ্ড	লাভের পরিমাণ ১৯৩৯ পাউণ্ড	লভ্যাংশের হার শতকরা
মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক	১৩৮৪০০০	১৫৯০০০০	১২ পাউণ্ড
বার্ক্লেস „	১৫২৬০০০	১৭৮৫০০০	১০-১৪ পাউণ্ড
লয়েড্‌স্ „	১৯৩৩০০০	২১৮১০০০	১৬ পাউণ্ড
ওয়েষ্টমিনিষ্টার ব্যাঙ্ক	১৩১১০০০	১৪৭৮০০০	১৮ পাউণ্ড
ন্যাশানেল প্রভিঃ „	১৬৯৮০০০	১৭১৯০০০	১৫ পাউণ্ড
মার্টিনস্ „	৮৯১০০০	৮৭৬০০০	১৫ পাউণ্ড
ডিষ্ট্রীক্ট „	৪৪৬০০০	৪৯০০০০	১৮৳ পাউণ্ড

ভারত-ব্রহ্ম বাণিজ্য আলোচনার গতি

ভারত-ব্রহ্ম বাণিজ্য আলোচনা ব্যপারে বোম্বাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় বস্ত্রের উপর ল্যাঙ্কশায়ার বস্ত্রের তুলনায় শতকরা ৭৷৷০ আনা কম শুল্ক ধার্য্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। ভারতীয় উপদেষ্টাগণ শতকরা ১৫৲ টাকা কম শুল্কের দাবী করিতেছিলেন। ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতবর্ষে যে সমস্ত সেগুনকাঠ আসিয়া থাকে তৎসম্পর্কেও কোন রপ্তানি শুল্ক ধার্য্য করা হইবে না বলিয়া ব্রহ্ম সরকার আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন। ব্রহ্মদেশীয় চাউলের উপর ভারত সরকার কোন আমদানী শুল্ক স্থাপন করিলে ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট প্রতিবাদ করিবেন না বলিয়াও উক্ত সংবাদে প্রকাশ।

ভারতীয় বণিক সমিতি সঙ্ঘের প্রস্তাব

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ওঝার সভাপতিত্বে দিল্লীতে ফেডারেশন্ অব্ ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রির বার্ষিক সভা হইয়া গিয়াছে। ঐ সভায় যে সমস্ত প্রস্তাব পাশ হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রধান কয়েকটীর সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদান করা হইল :—(১) ইষ্টার্ণ গ্রুপ্ কন্‌ফারেন্সের সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হইতে না পারায় ভারতীয় বণিক সম্প্রদায় ভারতীয় শিল্প ব্যবসায়ের উপর ঐগুলির সুদূর প্রসারী ফলাফল সম্পর্কে উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছেন। ফেডারেশন আশা করেন যে, ঐ সম্মেলনে গৃহীত কার্য্যসূচীদ্বারা ভারতের অর্থনৈতিক স্বার্থকে কোনভাবেই ক্ষুণ্ণ করা হইবে না। (২) ইষ্টার্ণ গ্রুপ্ কাউন্সিলের পরিকল্পনায় ভারতের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প ও অন্য প্রধান প্রধান শ্রেণীর শিল্প অন্তর্ভুক্ত করা সঙ্গত এবং নূতন যে সব শিল্প স্থাপিত হইবে তাহাদের মূলধন, কর্ত্তৃত্ব ও পরিচালনার ভার যাহাতে ভারতীয়দের হাতে থাকে তাহা দেখা কর্ত্তব্য। (৩) বিভিন্ন প্রদেশের আয়কর কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্যধারা সম্বন্ধে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়াছে। আয়কর দাতৃদের উপর যাহাতে অযথা জুলুম না হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য ফেডারেশন ভারত সরকারের মনযোগ আকর্ষণ করিতেছেন। (৪) ভারতের এগারটি প্রদেশের মধ্যে সাতটি প্রদেশে যে শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়! ফেডারেশন বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ও বড়লাটকে অনুরোধ করিতেছেন যে, বৃহত্তর শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধান সাপেক্ষে আপাততঃ কেন্দ্রে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার দাবীতে সাড়া দিয়া অবিলম্বে তাঁহারা যেন বর্ত্তমান শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট অবসানে সচেষ্ট হন। (৫) ভারতের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, ভারতের বাণিজ্য ও দেশরক্ষার প্রয়োজনে জাতীয় জাহাজী ব্যবসায়ের উন্নতি একান্ত আবশ্যক। অন্তর্ব্বাণিজ্য-বহির্ব্বাণিজ্য দুই কারণেই দেশীয় জাহাজ-বহর থাকা দরকার। কাজেই ফেডারেশন ভারত গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জানাইতেছেন যে, তাঁহারা যেন এদেশে জাতীয় জাহাজী ব্যবসায় গড়িয়া তুলিতে ভালরূপ উৎসাহ ও সাহায্য প্রদানে ত্রুটি না করেন। (৬) অর্থনৈতিক যুদ্ধের নামে ভারত সরকার রপ্তানি বাণিজ্য সম্পর্কে যে কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা অত্যধিক কঠোর বলিয়া ফেডারেশন মনে করেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যের বহির্ভূত দেশগুলিতে মাল প্রেরণ সম্পর্কে যে সব কড়া নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা পরিবর্ত্তিত না হইলে ভারতীয় বাণিজ্য স্বার্থ খুবই ক্ষুণ্ণ হইবে সন্দেহ নাই।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র জয়ন্তী

গত ২৮শে মার্চ্চ আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অশীতিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে কলিকাতা কর্পোরেশনের কমার্শিয়াল মিউজিয়ামে রাসায়নিক দ্রব্যের এক প্রদর্শনী খোলা হয়। স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার প্রদর্শনীর উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। স্যার নৃপেন্দ্রনাথ তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্মোৎসব উপলক্ষে যে বিরাট প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার উদ্বোধন করিতে পারিলে যে কোন ব্যক্তিই আপনাকে সম্মানিত বোধ করিবেন। দেশের সংস্কৃতি, শিক্ষা ও ব্যবসায়ে আচার্য্যদেবের দানের তুলনা নাই। তিনি জীবনের প্রারম্ভেই বুঝিয়াছিলেন যে, আর্থিক দুরাবস্থাই দেশের অবনতির একমাত্র কারণ এবং দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে শিল্প ও বাণিজ্যের সম্যক প্রসার প্রয়োজন। তাই তিনি বারবার এই দিকে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য তিনি যে আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা লইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা যে কোন দেশের ইতিহাসে বিরল। আচার্য্য রায়ের স্মৃতিকে চিরদিন দেশের মনোমন্দিরে জাগরুক রাখার জন্য একটি রাসায়নিক গবেষণাগার স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। এই রাসায়নাগার স্থাপন করিতে ৫ লক্ষ টাকা আবশ্যক। যদি ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বাঙ্গলার জনসাধারণ এই পরিকল্পনাকে বাস্তবরূপ দিতে না পারেন, তবে তাহা গভীর কলঙ্কের কথা। বক্তা আশা করেন যে, জনসাধারণ মুক্ত হস্তে অর্থদান করিয়া এই পরিকল্পিত বিজ্ঞানাগারটিকে সম্ভব করিয়া তুলিবেন।

রাসায়নিক প্রদর্শনীতে কানপুর, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, দেরাদুন, লাহোর, রাঁচী, পাঞ্জাব প্রভৃতি ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থান হইতেই প্রদর্শনীয় বস্তু সংগৃহীত করা হইয়াছে।

মাদ্রাজে ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট

মাদ্রাজ সহরে কলিকাতা এবং বোম্বাইর অনুরূপ একটী ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মাদ্রাজ সরকার শীঘ্রই একজন আই, সি, এস্ কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করিবেন। উক্ত কর্ম্মচারী কলিকাতা এবং আরও দুই একটী সহরের ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া প্রস্তাবিত মাদ্রাজ ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের গঠনতন্ত্র সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান করিবেন। উক্ত রিপোর্ট ভিত্তি করিয়া ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট প্রবর্ত্তনের যথাবিহিত আইন প্রণয়ন করা হইবে।

ঋণশালিসী বোর্ডের কার্য্য

বাঙ্গলা সরকারের সমবায় বিভাগের মন্ত্রী মিঃ এম বি মল্লিক সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইন (১৯৩৫) অনুসারে গত জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত বাঙ্গলা প্রদেশে মোট ৩ হাজার ৮৭৫টি সাধারণ শ্রেণীর ও ২৩৫টি বিশেষ শ্রেণীর ঋণশালিসী বোর্ড গঠিত হইয়াছে। গত অক্টোবর (১৯৪০) মাস পর্য্যন্ত ঋণশালিসীবোর্ডসমূহ মোট ২৩ লক্ষ ৬ হাজার ৬০৫টি আবেদন পাইয়াছিল। এই আবেদনগুলির মধ্যে ৯ লক্ষ ৭১ হাজার ৫২০টি আবেদন মহাজন ও ভূম্যধিকারীদের পক্ষ হইতে এবং ১৩ লক্ষ ৩৫ হাজার ৮৫টি আবেদন খাতকদের পক্ষ হইতে পেশ করা হইয়াছিল। ঋণশালিসীবোর্ডসমূহ উপরোক্ত আবেদনগুলির মধ্যে ১৩ লক্ষ ৫৪ হাজার ৪৯৩টি আবেদন সম্পর্কে বিবেচনা শেষ করিয়াছেন। মহাজনদের তরফ হইতে ঐসব ক্ষেত্রে মোট দাবী উত্থাপন করা হইয়াছিল ১৮ কোটি ৭৩ লক্ষ ১২ হাজার ৫১৬ টাকার। শালিসীবোর্ডসমূহ মহাজনদের প্রাপ্য হ্রাস করিয়া ৭ কোটি ৪৬ লক্ষ ৭৫ হাজার ৬৬৪ টাকা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ৯ লক্ষ ৫৪ হাজার ৯৭১টি আবেদন শালিসীবোর্ডসমূহের বিবেচনার্থ উপস্থাপিত আছে। ঋণশালিসীবোর্ডসমূহের নিকট এ পর্য্যন্ত মোট কি পরিমাণ কৃষিঋণ নিষ্পত্তির জন্য আবেদন উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহা মন্ত্রী মহোদয় সঠিকভাবে বলিতে পারেন নাই। তবে তাঁহার অনুমান এই যে, এ পর্য্যন্ত শালিসবোর্ডগুলির নিকট মোট ৮০ কোটি টাকা পরিমাণ কৃষিঋণ সম্পর্কে বিবেচনার দাবী করা হইয়াছে।

বণিক সমিতি সঙ্ঘের কার্য্যকরী সমিতি

১৯৪১-৪২ সালের জন্য ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীর নিম্নরূপ কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে :—সভাপতি মিঃ চুণীলাল মেটা, সহ-সভাপতি মিঃ গগন বিহারী লাল মেটা, কোষাধ্যক্ষ মিঃ নলিনী রঞ্জন সরকার, সদস্যগণ—মিঃ কস্তুরীভাই লালভাই, স্যার শ্রীরাম, লাল পদমপাত সিংহানিয়া, মিঃ জে সি শীতলবাদ, মিঃ এন এল পুরী, মিঃ এ এল ওঝা, মিঃ দেবেশ চন্দ্র ঘোষ, মিঃ এস পি জৈন, মিঃ দেবী প্রসাদ খৈতান, দেওয়ান বাহাদুর সি এস রত্নপ্রভা মুদালিয়র, স্যার রহিমতুল্লা এম চিনয়, মিঃ কেশব প্রসাদ গোয়েঙ্কা, স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস, লালা গুরুশরণ লাল, কুমার রাজা এম এ মুথিয়া চেট্টিয়ার, রাও বাহাদুর শিবরাম জি মেহেতা, মিঃ সত্য পাল বীরমণি, রাও সাহেব সি হায়ভাদাশা রাও, মিঃ জি ডি বিড়লা, স্যার এইচ গজনবী, খাঁন বাহাদুর আদম হাজী মহম্মদ সৈত, মিঃ এম এম বসির, মিঃ শঙ্করচাঁদ জি সাহা ও মিঃ এ ডি শ্রফ্।

বাঙ্গলা দেশে সিঙ্কোনার চাষ

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট সিঙ্কোনা চাষের যথাসাধ্য প্রসার সাধনের জন্য একটী পরিকল্পনা করিয়াছেন। এই পরিকল্পনানুসারে অবিলম্বে কাজ আরম্ভ হইবে।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ন্যাশনেল সিটি ইন্সিওরেন্স লিঃ

প্রথম ৪॥ মাসের কার্য্যবিবরণী

সম্প্রতি আমরা ন্যাশনাল সিটি ইন্সিওরেন্স লিমিটেডের প্রথম সাড়ে চারি মাসের কার্য্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। এই কোম্পানী গত ১৯৪০ সালের ১৭ই আগষ্ট বীমার কাজ আরম্ভ করে। সেই সময় হইতে গত ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে কোম্পানীর কার্য্যফল বর্ত্তমান রিপোর্টটিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায়, উপরোক্ত সাড়ে চারি মাসে কোম্পানী ১০ লক্ষ ২০ হাজার টাকার বীমার জন্য ৫৬৮টি প্রস্তাব পাইয়াছিল। উহার মধ্যে ৪৫৩টি প্রস্তাবে শেষ পর্য্যন্ত ৮ লক্ষ ৭ হাজার ৫০০ টাকার বীমাপত্র প্রদান করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে যুদ্ধের জন্য একটা প্রতিকূল অবস্থার সূচনা হওয়ায় দেশের অনেক পুরাতন বীমা কোম্পানীকে নূতন কাজ সংগ্রহে অত্যধিক বেগ পাইতে হইতেছে। এই অবস্থায় ন্যাশনাল সিটি ইন্সিওরেন্স লিমিটেডের ন্যায় একটি সম্পূর্ণ নূতন কোম্পানী যে কার্য্য সুরু করিবার সাড়ে চারি মাস মধ্যেই ৮ লক্ষ ৭ হাজার ৫০০ টাকার বীমাপত্র বাহির করিয়াছে, ইহা এই কোম্পানীর উদ্যোক্তা ও পরিচালকদের পক্ষে খুবই প্রশংসার কথা সন্দেহ নাই।

এই কোম্পানীর পরিচালকদের পক্ষে আর একটি বিশেষ কৃতিত্বের কথা এই যে, তাঁহারা কার্য্য পরিচালনা বাবদ যথাসম্ভব কম পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়া কোম্পানীর প্রথম সাড়ে চারি মাসের আয় হইতেই একটি উল্লেখযোগ্য জীবন বীমা তহবিল গঠন করিয়াছেন। আলোচ্য সময়ে প্রিমিয়াম বাবদ ২২ হাজার ৫১৪ টাকা, দাদনী তহবিলের সুদ বাবদ ৪০৬ টাকা ও অন্যান্য ছোটখাট ধরণের আয় লইয়া কোম্পানীর মোট ২৩ হাজার টাকা আয় হইয়াছে। এই আয় হইতে কোম্পানী কার্য্যপরিচালনা বাবদ ১১ হাজার ৪০৭ টাকা ব্যয় করিয়াছে। বাকী ১১ হাজার ৫৯৩ টাকা দিয়া একটি জীবন বীমা তহবিল গঠন করিয়াছে। প্রত্যেক বীমা কোম্পানীকেই প্রথম বৎসরে বেশীরকম ব্যয়বাহুল্য করিয়া কাজ সংগ্রহ করিতে হয়। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই প্রথম বৎসরের প্রাপ্য প্রিমিয়ামের দেড়গুণ হইতে দুইগুণ অর্থ ব্যয় হইয়া যায়। কিন্তু ন্যাশনাল সিটি ইন্সিওরেন্স লিমিটেডের ব্যয়ের হার দাঁড়াইয়াছে প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ৫০ ভাগেরও কম। ইহা এদেশের বীমা ব্যবসায়ের ইতিহাসে একটি সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান কার্য্য বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, গত ৩১শে ডিসেম্বর কোম্পানীর আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৬৪ হাজার ৩৯৫ টাকা। উহা এবং অন্যান্য শ্রেণীর দায় লইয়া কোম্পানীর মোট দায় দেখানো হইয়াছে ৮৫ হাজার ৩৯২ টাকা। ঐ দায়ের বদলে উপরোক্ত তারিখে কোম্পানীর যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :—কোম্পানীর কাগজ ৫৩ হাজার টাকা (রিজার্ভ ব্যাঙ্কে আমানত), হাতে ও ব্যাঙ্কে ২২ হাজার ৪১১ টাকা, আসবাব পত্র ২ হাজার ৫৭৪ টাকা। এই সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে কোম্পানীর তহবিল যে নিরাপদমূলক বিধিব্যবস্থায় নিয়োজিত রহিয়াছে তাহা বুঝা যায়, নূতন বীমাআইনে বীমা কোম্পানীসমূহের তহবিলের শতকরা ৫৫ ভাগ সরকারী সিকিউরিটি ও সরকার-অনুমোদিত সিকিউরিটিতে দাদন করিবার বিধান রহিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট বর্ত্তমানে কোম্পানী যে সরকারী সিকিউরিটি আমানত রাখিয়াছে তাহা মোট সম্পত্তির শতকরা ৭৬ ভাগ এবং কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের পাঁচগুণ। উহাতে এই কোম্পানীর নিরাপত্তা ও নির্ভরযোগ্যতাই প্রমাণিত হয়। নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে এন দালালের উদ্যোগে ন্যাশনাল সিটি ইন্সিওরেন্স লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহার সুনির্দ্দেশে পরিচালিত হইয়াই বর্ত্তমান কোম্পানীটি এরূপ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে। আমরা সে জন্য মিঃ দালালকে অভিনন্দিত করিতেছি।

সিলেট ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক

১৯৩৯-৪০ সালের রিপোর্ট

আমরা সিলেট ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কের গত ১৯৪০ সালের ১৩ই এপ্রিল পর্য্যন্ত এক বৎসরের মুদ্রিত কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি। উক্ত ব্যাঙ্কের হেড অফিস শ্রীহট্টে অবস্থিত এবং বাঙ্গলা ও আসামে ১৪টি শাখা অফিসে উহার কার্য্য চলিতেছে।

আলোচ্য বর্ষে সকল দিক দিয়াই ব্যাঙ্কটীর উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই এক বৎসরে উহার কার্য্যকরী মূলধন ২০ লক্ষ টাকা হইতে ২১ লক্ষ টাকায়, উহাতে আমানতের পরিমাণ ১৬ লক্ষ ৭২ হাজার হইতে ২০ লক্ষ ৭২ হাজার টাকায়, বিক্রিত ও আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ৩ লক্ষ ও ১ লক্ষ ২ হাজার টাকা হইতে যথাক্রমে ৩ লক্ষ ৮১ হাজার ও ১ লক্ষ ৭৪ হাজার

টাকায় এবং আয়ের পরিমাণ ১ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা হইতে ১ লক্ষ ৭১ হাজার টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধের এই অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে মফঃস্বলের একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ব্যাঙ্কের এই প্রকার উন্নতি উহার পরিচালকদের পক্ষে কৃতিত্বের কথা।

ব্যাঙ্কের ব্যালান্সসীটে দেখা যায় যে, উহার তহবিলের মধ্যে ৩ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা নগদ অবস্থায় এবং ১ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা গিল্ট এবং সিকিউরিটিতে ন্যস্ত থাকে। ব্যাঙ্কে আমানতী ২০ লক্ষ ৭২ হাজার টাকার মধ্যে ১৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাকাই স্থায়ী আমানতে ন্যস্ত আছে এবং বাকী টাকা চলতি আমানত ও সেভিংস আমানত হিসাবে ন্যস্ত রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষ উহার পর্য্যাপ্ত পরিমাণ টাকা নগদ ও সহজে নগদে পরিবর্ত্তন অবস্থায় রাখিয়াছেন বলা চলে।

আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কের আয় হইতে উহার সমস্ত ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া ১১৪১৩ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। উহার সহিত পূর্ব্ব বৎসরের লাভের জের হিসাবে সংরক্ষিত ১২৯ টাকা লইয়া যে ১১ হাজার ৫৪২ টাকা হইয়াছে তাহা হইতে মজুদ তহবিলে ২৫০০ টাকা, অনাদায়ী পাওনায় ক্ষতিপূরণ তহবিলে ১০০০ টাকা, বাড়ী নির্ম্মাণ তহবিলে ৫০০ টাকা ও আয়কর বাবদ ১৫০০ টাকা রাখা হইয়াছে। বাকী টাকা হইতে ব্যাঙ্কের অংশীদারগণকে আয়কর বর্জ্জিতভাবে শতকরা বার্ষিক ৫ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে এবং ৪২ টাকা চলতি বৎসরের লাভের হিসাবে জের টানা হইয়াছে।

সিলেট ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক দিন দিন যে প্রকার উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে উহার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়। আমরা এই ব্যাঙ্কটীর আরও দ্রুত উন্নতি কামনা করিতেছি।

জে বি ম্যাঙ্গা রাম এণ্ড কোং

সম্প্রতি কলিকাতায় পি ২৪নং মিশন রো এক্সটেনশনস্থ 'ইম্পিরিয়াল হাউসে' সুক্কুরের সুপরিচিত বিস্কুট ব্যবসায়ী মেসার্স জে বি ম্যাঙ্গারাম এণ্ড কোম্পানীর একটি শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে। লর্ড সিংহ এই শাখা আফিসটির উদ্বোধনক্রিয়া সম্পন্ন করেন। কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত শেঠ বালচাদের পক্ষে শ্রীযুক্ত কিষণচাঁদ এই অনুষ্ঠানে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠানের উন্নতির ইতিহাস বিবৃত করেন। তিনি বলেন, ১৯০৮ সালে সিন্ধু প্রদেশের সুক্কুরে এই কোম্পানীটি স্থাপিত হয়। প্রথমে বিস্কুট প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য একটি কল বসান হয় এবং ২০ জন লোক লইয়া কার্য্য আরম্ভ করা হয়। তাহার পর এই কোম্পানীর কার্য্যধারা ক্রমেই প্রসারিত হইতে থাকে। ১৯৩১ সালে কয়েকটি নূতন কল বসান হয়। ইহার সঙ্গে নূতন বিস্কুটের কারখানা খোলা হয় এবং এক বৎসর পরে তামা, পিতল ও এলুমিনিয়ামের বাসন প্রস্তুত করিবার কল স্থাপন করা হয়। সুষ্ঠু পরিচালনায় উৎকৃষ্ট মাল প্রস্তুত হওয়ায় চাহিদা বাড়িয়া যাইতে লাগিল এবং কারখানারও ক্রমিক বিস্তার সাধন করিতে হইল। এখন আমাদের কারখানা বাটী তিন হাজার বর্গ গজ স্থানের উপর অবস্থিত। উহা সুক্কুর হইতে দুই মাইল দূরে উন্মুক্ত স্থানে অবস্থিত। কারখানায় হস্ত দ্বারা স্পর্শ না করিয়া ময়দা মাখা হইতে খাবার প্যাক পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার উপযুক্ত আধুনিকতম কল বসান হইয়াছে। আমাদের প্রস্তুত বিস্কুট প্রভৃতি সুস্বাদু, সহজপাচ্য ও পুষ্টিকর। সমস্তই সুন্দর ভাবে প্যাক করিয়া বিক্রয় করা হয়। এই বিস্কুট সকলেরই রুচিকর এবং কোন প্রকার আবহাওয়ার মধ্যেই উহা নষ্ট হয় না। জে বি এনার্জ্জি ফুড বিস্কুট শিশু ও রোগীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। গ্লুকোজ, মধু, দুগ্ধ চূর্ণ, টাটকা দুধ ও মাখন প্রভৃতি জিনিষ সহযোগে বিস্কুট প্রস্তুত হইয়া থাকে। কোম্পানীর প্রস্তুত দ্রব্যাদির উৎকর্ষতার জন্য কোম্পানী বিভিন্ন নিখিল ভারতীয় প্রদর্শনীতে ৫০টি পদক ও প্রশংসাপত্র পাইয়াছে। দিল্লী, বেলুচিস্থান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা এবং প্রায় প্রত্যেক সামন্ত রাজ্যে কোম্পানীর গদী আছে। কোম্পানী তাহাদের কার্য্যক্ষেত্র মাদ্রাজ, সিংহল ও পূর্ব্ব আফ্রিকা পর্য্যন্ত বিস্তার করিয়াছে। বোম্বাইয়ের মেয়র মিঃ মথুরাদাস ত্রিকমজী সম্প্রতি কোম্পানীর বোম্বাই শাখার উদ্বোধন করিয়াছেন। কলিকাতায় আমাদের প্রস্তুত দ্রব্যাদির যে চাহিদা দেখা গিয়াছে তাহাতে উৎসাহিত হইয়াই আমরা কলিকাতায় কোম্পানীর একটি শাখা আফিস খুলিলাম। ক্রমে এই প্রদেশবাসীদের সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়া কলিকাতায় একটী নূতন কারখানা স্থাপনের আশা আমাদের আছে। সেরূপ একটি কারখানা স্থাপিত হইলে, তাহাতে বহু সংখ্যক বাঙ্গালী যুবকের কর্ম্মসংস্থানের সুবিধা হইবে।

বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

আগামী ১লা এপ্রিল হইতে বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর আফিস ৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত করা হইবে।

ন্যাশনেল মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১৭ই মার্চ্চ ন্যাশনাল মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্কের আলিপুর ডুয়ার্স শাখার উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। মিঃ কে সি চক্রবর্ত্তী ঐ উৎসবে পৌরোহিত্য করেন। তিনি একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় এতদঞ্চলে একটি খাঁটি উন্নতিশীল ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ইউ এম দাসের অমিত পরিশ্রম ও অদম্য অধ্যবসায়ের ফলে কেমন করিয়া ব্যাঙ্কটি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা ব্যক্ত করেন।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২৮শে মার্চ্চ

এ সপ্তাহে কলিকাতায় বার্ষিক শতকরা আট আনা সুদে ও বোম্বাইয়ে বার্ষিক শতকরা চারি আনা সুদে কল টাকার আদান-প্রদান হইয়াছে। অন্যান্যবার এই সময়ে টাকার দাবীদাওয়া স্বভাবতঃই কিছু বেশী থাকিত এবং তাহার ফলে টাকার সুদের হারও কতক পরিমাণে চড়িয়া উঠিত। কিন্তু এবার যুদ্ধের আতঙ্কে টাকা নগদ ও সহজে নগদে পরিবর্ত্তনযোগ্য অবস্থায় রাখিবার দিকে অনেক লোকের ঝোঁক থাকায় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে কম পরিমাণ অর্থ নিয়োজিত হওয়ায় বাজারে টাকার একটা নিষ্ক্রিয় সচ্ছলতা লক্ষিত হইতেছে। ফলে টাকার সুদের হারও স্বভাবতঃই নিম্নস্তরে থাকিয়া যাইতেছে। তবে নানাদিক দিয়া এক্ষণে ঐ অবস্থার একটা পরিবর্ত্তন আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। এ সপ্তাহে তুলা ও চিনি ক্রয়ের জন্য ব্যবসায়ীদের দিক হইতে টাকার কিছু বেশী দাবীদাওয়া হইয়াছে। দেশের ব্যাঙ্কসমূহ দীর্ঘ মিয়াদী আমানত গ্রহণে প্রস্তুত থাকিলেও এতদিন স্বল্প মিয়াদী আমানত গ্রহণে অনিচ্ছা ও উদাসীনতাই প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে ব্যাঙ্কসমূহের সে মনোভাব অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এক্ষণে অনেক ব্যাঙ্ক বার্ষিক শতকরা আট আনা সুদের এক মাসের মিয়াদী স্থায়ী আমনতও গ্রহণ করিতেছে। অচিরে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে টাকার টান দেখা যাইবে মনে করিয়াই যে ব্যাঙ্কসমূহ স্বল্প মিয়াদী আমানত গ্রহণে আগ্রহ দেখাইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আবেদনের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে বর্ত্তমানে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার বাড়িয়া চলিয়াছে। গত ২৫শে মার্চ্চ ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা। উহার মধ্যে ৯৯৫৯ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমস্ত ও ৯৯৫৬ পাই দরের শতকরা ৪৪ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার ছিল ৸৫ পাই। এ সপ্তাহে তাহা শতকরা ৸৴১ পাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

আগামী ১লা এপ্রিলের জন্য ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ৪ঠা এপ্রিলের মধ্যে টাকা জমা দিতে হইবে।

বর্ত্তমানে শতকরা ৯৯৸৴০ আনা দরে ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইতেছে। কিন্তু ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল ক্রয় সম্বন্ধে এখন আর বিশেষ কোন আগ্রহ দেখা যাইতেছে না। গত ১৯শে মার্চ্চ হইতে গত ২৪শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত মাত্র ১৮ লক্ষ টাকার ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণ দৃষ্টে জানা যায় গত ২১শে মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২৩৮ কোটি ৯৮ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ২৩৮ কোটি ৯১ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা ছিল। পূর্ব্ব সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ছিল ৭৬ কোটি ৯২ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা। এ সপ্তাহে তাহা ৭৮ কোটি ৩৫ লক্ষ ২০ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্টের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৩৯ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা ও ৩৫ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা। এ সপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ৩৮ কোটি ৩ লক্ষ টাকা ও ৩৯ কোটি ৭১ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ	হুণ্ডিঃ	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫$\frac{২৯}{৩২}$ পেঃ
ঐ	দর্শনা	,,	১ শি ৫$\frac{৩১}{৩২}$ পেঃ
ডি এ	৩ মাস	,,	১ শি ৬$\frac{১}{৩২}$ পেঃ
ডলার		(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩২৸০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২৮শে মার্চ্চ

এসপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারের বিভিন্ন বিভাগে পুরাপুরি নিরুৎসাহ এবং নিষ্ক্রিয়তার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। শেয়ারের মূল্যে অবশ্য বিশেষ তারতম্য ঘটে নাই। কিন্তু বেচাকেনার পরিমাণ কম হইয়াছে এবং শেয়ার বাজারে সাধারণতঃ যেরূপ উদ্যম দেখা যায়, এসপ্তাহে তাহারও কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে এসপ্তাহে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে শেয়ার বাজারের উপর ইহাদের প্রতিক্রিয়াও অনুকূল হয় নাই। যুগোশ্লাভিয়ার ত্রিশক্তি চুক্তিতে যোগদান করার ফলে নূতন করিয়া কেহই ঝুঁকি নিতে অগ্রসর হইতেছে না। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর জার্ম্মান নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যুগোশ্লোভিয়ায় যে পুনরভ্যুত্থান ঘটিয়াছে তাহার সংবাদেও শেয়ার বাজারে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে নাই। জার্ম্মানী ইহার পর কি পন্থা অবলম্বন করে ইহাই বর্ত্তমানে পর্য্যবেক্ষণের বিষয়। এস্থলে একথা উল্লেখযোগ্য যে, কলিকাতা অপেক্ষা বোম্বাই শেয়ার বাজারের উপরই বৈদেশিক ঘটনাসমূহের প্রভাব বেশী বিস্তৃত হইয়া থাকে। যুগোশ্লাভিয়ার ঘটনায় কলিকাতার বাজারে শেয়ারের মূল্য

(ডাঃ লাহার অভিভাষণ)

কিন্তু ভারতবর্ষের পক্ষে উহা চূড়ান্তরূপে সত্য। স্বয়ং বাণিজ্য সচিব এই প্রকার আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া দেশের শিল্প প্রচেষ্টার প্রতি বিরূপ মনোভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার এই মনোভাবের প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক ছিল। বাণিজ্য সচিব ভারতবর্ষে শিল্পের প্রসার সম্বন্ধে তদারক করিবার জন্য যে কমিটীর কথা ঘোষণা করিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্যও দেশে শিল্পের প্রসার নহে—দেশ হইতে যাহাতে ক্রমবর্দ্ধমান ভাবে সমর সরঞ্জাম সরবরাহ হইতে পারে তজ্জন্যই এই কমিটী পরিকল্পিত হইয়াছে। সংরক্ষণ-নীতির ফলাফল লক্ষ্য করিয়া তদনুপাতে রক্ষণশুল্কের "হ্রাস বা বৃদ্ধি" করিবার জন্য ট্যারিফ বোর্ডের ন্যায় একটী স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার সম্বন্ধে বাণিজ্য সচিব যাহা বলিয়াছেন, তাহার ফল কি হইবে তাহাও বলা কঠিন। এই ধরণের একটী কমিটী মাথার উপর থাকার ফলে যে কোন সময়ে সংরক্ষণ শুল্কের পরিমাণ হ্রাস পাইতে পারে—এই আশঙ্কায় শিল্প প্রতিষ্ঠাতাগণ সকল সময়েই সন্ত্রস্ত থাকিবেন এবং উহার ফলে দেশে শিল্পের প্রসার অপেক্ষা অবনতি হওয়াই সম্ভব। এরূপ অবস্থায় বাণিজ্য সচিব কর্ত্তৃক ঘোষিত কমিটীগুলির কার্য্যাবলী না দেখা পর্য্যন্ত তাঁহাকে একজন "সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সহানুভূতিসম্পন্ন বাণিজ্য সচিব" বলিয়া অভিহিত করার মধ্যে বিপদ আছে।

ইংলণ্ডে পাউণ্ডের হিসাবে গৃহীত ঋণ ভারতবর্ষে স্থানান্তর করার প্রস্তাবের ২।১টী ত্রুটী বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করিয়াই ডাঃ লাহা ক্ষান্ত হইয়াছেন। কিন্তু দেশবাসী তাঁহার নিকট এই ব্যাপারে গঠনমূলক ও কার্য্যকরী নির্দ্দেশই প্রত্যাশা করে। গবর্ণমেণ্ট যদি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত স্বর্ণের মূল্য বাজার মূল্য অনুযায়ী নির্দ্ধারিত করেন, তাহা হইলে এদেশে ১২০ কোটী টাকা ঋণের মধ্যে ৪০ কোটী টাকা ঋণগ্রহণের কোন প্রয়োজনই থাকে না। পৃথিবীর সকল দেশই বর্ত্তমানে উহাদের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত স্বর্ণের মূল্য বাজার মূল্য অনুযায়ী নির্দ্ধারিত করিয়াছে। মাত্র ভারতবর্ষেই উহার ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে। ভারতবর্ষে এই নীতি অনুসৃত হইলে দেশবাসী বৎসরে সোয়া কোটী টাকার মত সুদের দায় হইতে অব্যাহতি পাইত। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত স্বর্ণ ভবিষ্যতে বৃটীশ গবর্ণমেন্টের প্রয়োজনে লাগান হইবে বলিয়াই বর্ত্তমানে এই স্বর্ণের উপর কোনরূপ হাত দেওয়া হইতেছে না। দেশবাসীর স্বার্থ লক্ষ্য করিয়া ডাঃ লাহা যদি বাজার মূল্য অনুযায়ী স্বর্ণের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া ভারতবর্ষে ১২০ কোটী টাকার পরিবর্ত্তে ৮০ কোটী টাকা ঋণ গ্রহণের জন্য দাবী জানাইতেন, তাহা হইলেই ভাল হইত।

ডাঃ লাহার অভিভাষণের প্রতিবাদ হিসাবে আমরা এই সব কথা বলিতেছি না। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বারের সভাপতি হিসাবে তিনি অধিকতর স্পষ্টভাবে দেশবাসীর মনোভাব ব্যক্ত করুন উহাই আমরা চাই। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে ভারতবর্ষ যাহাতে এই সুযোগে শিল্পের ক্ষেত্রে কোন উন্নতি লাভ করিতে না পারে, তজ্জন্য গবর্ণমেন্টের যে নিন্দনীয় মনোভাব দেখা যাইতেছে, তাহাতে এক্ষণে মনের ভাব গোপন না করিয়া খোলাখুলিভাবে সকল কথা বলা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

হ্রাস পায় নাই; কিন্তু এই সংবাদে বোম্বাইয়ে শেয়ারের মূল্যে অল্পবিস্তর অবনতি ঘটিয়াছে।

কোম্পানীর কাগজ

অন্যান্য সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজবিভাগেও সামান্য অবনতি ঘটিয়াছে। শতকরা ৩॥০ আনা সুদের কাগজ গত সপ্তাহের শেষদিকে ৯৬৲ টাকায় বিকিকিনি হইয়াছে। এসপ্তাহে ইহা ৯৫॥✓০ আনায় ক্রয়বিক্রয় চলিতেছে। মেয়াদীঋণসমূহের মূল্যে সমষ্টিগতভাবে বিশেষ অবনতি দেখা যাইতেছে না। ৩৲ সুদের ১৯৬৩-৬৫ ঋণপত্র ৯৪৸৵০ আনা, ২৸০ সুদের ১৯৪৮-৫২ ঋণ ৯৭৲ টাকা, ৩॥০ সুদের ১৯৪৭-৫০ ঋণ ১০২।০ আনা, ৪৲ সুদের ১৯৬০-৭০ ঋণপত্র ১০৮৸৵০ আনা এবং ৫৲ সুদের ১৯৪৫-৫৫ ঋণ ১১১৸৵০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। প্রাদেশিক ঋণসমূহের মূল্য অপরিবর্ত্তিত আছে।

ব্যাঙ্ক

কোম্পানীর কাগজের অনুবর্ত্তী হিসাবে ব্যাঙ্কশেয়ারের মূল্যেও এসপ্তাহে অবনতির লক্ষণ সূচিত হয়। ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ১৫৪০৲ টাকা এবং ঐ কণ্টি ৩৮৩৲ টাকায় নামিয়া গিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শেয়ার ১০৪৸০ এবং ইহার কাছাকাছি মূল্যে স্থির আছে।

কয়লার খনি

ম্যাকনীল কোম্পানীর পরিচালনাধীনে কয়লাখনিসমূহের বিগত ডিসেম্বর পর্য্যন্ত যে যাণ্মাসিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা শেয়ার বাজারের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। ধেমোমেইন কয়লাখনির শেয়ারে কম লভ্যাংশ প্রদান করায় একমাত্র এই শেয়ারের মূল্যই ১৫৲ টাকা হইতে ১২।৵০ আনায় হ্রাস পাইয়াছে। কয়লাখনির অন্যান্য শেয়ার সম্পর্কে নিরুৎসাহের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এমালগামেটেড ২৬॥০ আনা, বেঙ্গল ৩৫১৲ টাকা, ইকুইটেবল ৩৬৵০ আনা এবং ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৩০৲ ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

চটকল

চটকলবিভাগেও চাহিদার অভাব বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। পাটজাত দ্রব্যের মূল্যে উন্নতি ঘটিলেও চটকলের শেয়ারের মূল্যে তাহার কোনরূপ প্রতিক্রিয়া এসপ্তাহে পরিলক্ষিত হয় নাই। হাওড়া ৫।৵০ এংলো ইণ্ডিয়া ৩১৫৲ টাকা, আদমজী ২১॥০ আনা, চাঁপদানী ১৬৩৲ টাকা, কামারহাটী ৪৬৫৲ টাকা এবং ন্যাশানেল ২২॥০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগেও এসপ্তাহে কর্ম্মব্যস্ততার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। ১৯৪১ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী প্রতি শেয়ারে ৸০ আনা প্রাথমিক লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়াছেন—এ সপ্তাহে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গত বৎসরেও উক্ত কোম্পানী ৸০ আনা হারে প্রাথমিক লভ্যাংশ দিয়াছিলেন। এই লভ্যাংশ ঘোষণার সংবাদে গত সপ্তাহে ইণ্ডিয়ান আয়রণের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া ৩১॥৵০ আনায় পরিণত হয়। ইহা বর্ত্তমানে ৩১৸৵০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইতেছে। ষ্টীল কর্পোরেশনের বাজার দর ১৮৸৵০।

এসপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার ও কোম্পানীর কাগজের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে:—

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজ ২২শে মার্চ্চ—৯৫৸/০ আনা, ৯৫৸৵০ ৯৫৸০ ৯৫৸/০ ; ২৪শে—৯৫৸৶০ ৯৫৸০ ; ২৫শে—৯৫৸০ ; ২৬শে—৯৫৸/০ ৯৫৸৵০ এবং ৯৫॥৶০ ; ২৭শে—৯৫॥৶০ ৯৫॥৵০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ২১শে—১০১।০ ; ২২শে—১০১।৵০। ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২১শে—৮২/০ ; ২৪শে—৮২৵০ ; ২৫শে—৮২৲। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৪১) ২৫শে—১০১॥৶০। ৩৲ সুদের ১৯৫১-৫৪ ঋণ ২১শে—৯৬।৵০। ৩৲ সুদের ১৯৬৩-৬৫ ঋণ ২১শে—৯৫।০ ; ২২শে—৯৫/০ ৯৫৶০ ; ২৬শে—৯৫৵০ ; ২৭শে—৯৪৸৵০। ৩॥০ আনা সুদের (১৯৪৭-৫০) ঋণ ২১শে—১০২।/০ ; ২৬শে—১০২৵০। ৪৲ সুদের (১৯৪৩) ঋণ ২৬শে—১০৪॥০ ১০৪॥৵০। ৪৲ সুদের (১৯৬০-৭০) ঋণ ২৫শে—১০৯৲ ; ২৬শে—১০৮৸/০। ৪॥০ সুদের (১৯৫৫-৬০) ২৫শে—১১৩।৵০। ৫॥০ আনা সুদের কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঃ (১৯৫৬-৮৬) ২৬শে—১১৯৸০।

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক (কণ্টি) ২৬শে—৩৮১৲ ৩৮৩৲ ; ২৭শে—৩৮১৲ ৩৮৩৲। ঐ সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত ২১শে—১৫৪০৲ ; ২২শে—১৫৪৫৲ ; ২৬শে ১৫৪০৲—১৫৪৮৲ ; ২৭শে, ১৫৪০৲—১৫৪৮৲। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২১শে—১০৪৸০ ১০৪৲ ; ২৪শে—১০৪॥০ ১০৫৲ ১০৪৲ ১০৪৸০ ১০৫৸০ ; ২৫শে—১০৪॥০ ; ২৬শে—১০৪৲ ১০৪৸০ ; ২৭শে—১০৫৲ ১০৪॥০।

কয়লার খনি

এমালগেমেটেড ২১শে—২৬॥০ ; ২২শে—২৬॥০ ; ২৭শে—২৬॥০। বেঙ্গল ২৪শে—৩৫৫৲ ; ২৫শে—৩৫৬৲ ৩৫৭৲। বড়ধেমো ২০শে—৪।০ ৪৲। বরাকর ২৫শে—১৩৸০ ; ২৬শে—১৩॥৵০। ধেমো মেইন ২১শে—১৩।৵০ ১৩॥৵০ ; ২৪শে—১৩৵০ ১৩।৵০ ; ২৫শে—১৩৲ ১৩৵০ ১৩।৵০ ১৩।/০ ১৩॥/০ ১৩।০ ; ২৭শে—১৩।০ ১২।৵০। ইকুইটেবল ২১শে—৩৬৲। ঘুসিক ২১শে—৪৵০ ৪।০ ৪/০ ; ২৪শে—৪৶০ ; ২৭শে—৪।০ ৪/০। খাসকাজোরা (অর্ডি) ২২শে—৭।০ ; ২৬শে—৭৸০ ৭৸৵০ ৮৲। নাজিরা ২৪শে—৭৸০ ; ২৭শে—৭৸/০ ৭॥৵০। নিউ বীরভূম ২৬শে—১৫।০ ১৫॥০ ১৫৸০ ১৫।৵০ ১৫।৶০। পেঞ্চভেলী ২০শে—৩৪/০ ৩৩॥৶০ ৩৩৸০। রাণীগঞ্জ ২১শে—২৪৸০ ২৫৲। শামলা ২৬শে—১৸৵০ ; সেণ্ট্রাল ২৫শে—১২।৵০ ১২॥৵০। তালচের ২০শে—১।৶০ ১॥০ ; ২৫শে—১॥০। ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২০শে—২৯৸০ ৩০৲ ; ২১শে—৩০।০ ; ২৪শে—৩০৲ ; ২৫শে—৩০৲ ৩০।০ (লভ্যাংশ সহ)। সাথি করণপুরা ২৭শে—৪॥/০ ৪।৵০।

কাপড়ের কল

বাউরিয়া (অর্ডি) ২১শে—২৫০৲। কাণপুর টেক্সটাইল ২০শে—৬৷৷০ ৬৷৷৵০ ; ২৬শে—৬৵০। ডানবার ২১শে—২০৬৷৷০ ; ২২শে—২০১৲ ২০১৷৷০ ২৭শে—১৯৯৷৷০। এলগিন মিলস্ (অর্ডি) ২০শে—১৮৷৷৶০ ১৮৷৷৵০ ১৮৸৶০ ; ২১শে—১৮৷৷৵০ ১৮৸৵০ ; ২২শে—১৮৸০ ১৯৶০ ১৮৸৵০ ; ২৪শে—১৯৲ ১৯।০ ১৯⁄০ ১৯।⁄০ ; ২৬শে—১৯৲ ১৯।০ ২৭শে—১৮৸৵০ ১৯৵০। কেশোরাম (অর্ডি) ২০শে—৬।৵০ ৬৷৷৵০ ; ২২শে—৬।⁄০ ৬।০ ; ২৫শে—৬।⁄০ ৬৷৷⁄০ ; ২৬শে—৬৶০॥ মোহিনী মিলস্ ২৪শে—১১৲।

ইলেকট্রিক ও টেলিফোন

বেঙ্গল টেলিফোন (অর্ডি) ২৫শে—১৮৸০ ১৯৲। ২৭শে—১৮৸০ ১৯৲ ; ইউ, পি ইলেকট্রিক ২১শে—১৮৫৲ ; ২৬শে—১৮৯৷৷০। আপার গেঞ্জেস ইলেকট্রিক ২৫শে—১২৲। আপার যমুনা ইলেকট্রিক ২০শে—১০৸৵০।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ব্রেথওয়েট ২২শে—৯৷৷০ ৯৸০ ৯৷৷৶০ ; ২৪শে—৯৷৷⁄০ ৯৷৷৵০ ৯৸৵০ ; ২৫শে—১০৵০। বৃটানীয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ২০শে—৮৵০ ; ২৬শে—৮৵০। বার্ণ এণ্ড কোম্পানী ২০শে—(অর্ডি) ৩৮০৷৷০ ৩৮১৲ ৩৮৩৲ ৩৮৪৲ ; ২৪শে—৩৭৮৲ ; ২৬শে—৩৮০৲। চকুমচাঁদ (অর্ডি) ২৭শে— ১০৷৷০ ১০৷৷৶০। চকুমচাঁদ ষ্টীল ২২শে—(ডেফার্ড) ৩⁄০ ৩৵০ ; ২৪শে—৩৶০ ৩।০ ৩।৵০ ; ২৫শে—৩৶০ ; ২৬শে—৩৶০ ; ২৭শে—৩।০ ৩৶০। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ২১শে—৩২।৶০ ৩২৷৷০ ৩২।⁄০ ৩২৷৷⁄০ ৩২৵০ ৩২।০ ৩২৷৷০ ৩১৸৶০ ৩২৲ ৩২।০ ৩২।৵০ ৩১৸৶০ ৩১৷৷⁄০ ; ২২শে—৩১৸⁄ ৩২৲ ৩১৷৷⁄ ; ২৪শে—৩২৵০ ৩২৷৷০ ৩২৲ ; ২৫শে—৩২।০ ৩১৸০ ; ২৬শে—৩২৲ ৩২।৶০ ৩১৸৶০ ; ২৭শে—৩১৸৵০ ৩১৷৷৶ ৩১৸⁄। ষ্টীল কর্পোরেশন ২১শে—(অর্ডি) ১৯৷৷৵০ ১৯৸০ ১৯৲ ; ২২শে—১৯।০ ১৯৷৷⁄০ ১৯৵০ ; ২৪শে—১৯।৶০ ১৯৷৷৶০ ১৯।০ ; ২৫শে—১৯।০ ১৯।৶০ ১৮৸৶০ ; ২৬শে—১৯৵০ ১৯।৶০ ১৯৲ ; ২৭শে—১৮৸৶০ ১৯।৵০ ১৮৸৶০ ; ২১শে—(প্রেফ) ১১৭৲ ১১৮৲ ; ২২শে—১১৭৷৷০ ১১৮৷৷০ ; ২৫শে—১১৮৲ ১১৯৲ ১১৭৷৷০ ; ২৬শে—১১৮৲ ১১৯৲ ; ২৭শে—১১৭৷৷০।

পাট কল

আদমজী ২১শে—২১।০ ২১৷৷০ ; ২৬শে—২১।০ ২১৷৷০ ; আগড়পাড়া ২২শে—২৫৵০ ২৫।৵ ; এংলো ইণ্ডিয়া ২১শে—৩১৪৲ ৩১৯৲ ৩১৮৲ ; ২২শে ৩১৮৲ ৩১৫৲ ; ২৪শে—৩১৮৲ ; ২৫শে—৩১২৲ ৩১৪৲ ; ২৬শে—৩১৬৲ ৩১৩৲ ; ২৭শে—৩১৫৲। অকল্যাণ্ড ২১শে—১৭০৷৷০ ; ২৪শে—১৭২৲। বালী ২১শে—২২৩৷৷০ ; ২৫শে—২২৪৲ ২৭শে—২২৪৲। বিরলা ২১শে—(অর্ডি) ২৬৲ ; ২৫শে—২৬৷৷৵০ ; ২৭শে—২৬৷৷৵০ ২৭৲ ; ২২শে—(প্রেফ) ১২৯৲ ; ২৪শে ১২৯৲। কেলেডোনীয়ান ২১শে—৩৭২৲ ৩৭০৲। চাঁপদানী ২৬শে—১৬৩৲। ক্রেইগ ২১শে—(অর্ডি) ১।⁄০ ; ২২শে—১।⁄০ ; ২৪শে—১।৵০ ১।৶০ ; ২৫শে—১।৶০ ; ২৬শে—১।৵০ ; ২৪শে—(প্রেফ) ৫৪৲ ৫২৲। ডালহৌসী ২০শে—৩০৮৲। ফোর্ট গ্লষ্টার ২২শে—৪৭৬৲। ফোর্ট উইলিয়াম ২১শে—২৫২৷৷০ ২২৬৷৷০। গৌরীপুর ২১শে—(অর্ডি) ৬৮০৲ ; ২২শে—৬৭৬৲ ; ২৪শে—৬৭৮৲ ; ২৬শে—৬৭২৲। হেষ্টিংস ২১শে—(প্রেফ) ১৩৭৲ ; ২২শে—১৩৬৷৷০ ১৩৭৷৷০ ; ২৫শে—১৩৭৲ ; ২৬শে—১৩৬৷৷০ ১৩৭৷৷০ ; ২৭শে—১৩৭৲। হাওড়া ২১শে—৫২।৶০ ৫২৸৵০ ; ২২শে—৫১৸০ ৫২।০ ৫১৸০ ; ২৪শে—৫১৸০ ; ২৫শে—৫২৲ ; ২৬শে—৫১।৵০ ; ২৭শে—৫১৷৷০ ৫২৵০ ৫১৷৷⁄০। চকুমচাঁদ ২০শে—(অর্ডি) ৯।⁄০ ৯৷৷⁄০ ৯।০ ; ২৪শে—৯৷৷০ ৯।০ ; ২৬শে—৮৸৵০ ; ২৭শে—৮৸৶০ ৯৶০ ; ২১শে—(প্রেফ) ১১৭৲ ১১৮৲ ১১৬৷৷০ ; ২৪শে—১১৬৷৷০ ১১৮৲ ; ২৫শে—১১৬৷৷০। কামারহাটী ২১শে—৪৬৭৲ ৪৭২৷৷০ ৪৬২৲ ; ২২শে—৪৬৫৲ ; ২৪শে—৪৬৫৲ ৪৭০৲ ৪৬৫৲ ; ২৫শে—৪৬৮৲ ৪৬২৲ ; ২৬শে—৪৬৩৲ ৪৬৪৲ ; ২৭শে—৪৬২৲ ৪৬৩৲। কাঁকনাড়া ২১শে—৩৭১৲ ৩৭৫৲ ৩৭৪৲ ; ২২শে ৩৭২৲ ৩৭৫৲ ৩৭০৲ ; ২৪শে—৩৮০৲ ; ২৫শে—৩৭৫৲ ; ২৬শে—৩৭৩৲ ৩৭৫৲ ; , , , । কেলভিন ২১শে—(অর্ডি) ৪৬৮৷৷০ ; ২৬শে—৪৬৫৷৷০ ; ২০শে—ঐ (প্রেফ) ১৭৫৷৷০। খড়দহ ২৪শে—৩৯৫৲। ল্যান্সডাউন ২০শে—১৪৩৲। নস্করপাড়া ২১শে—১৭।০ ১৭৷৷০ ; ২২শে—১৭৷৷৵০ ; ২৫শে—১৭৵০ ; ২৬শে—১৭৵০ ১৭।০। ন্যাশনেল ২১শে—২১৸৵০ ২২।০ , ২২শে—২২।৵০ ; ২৪শে—২২৲ ; ২৫শে—২২৵০ ২২।০ ; ২৬শে—২১৸৶০ ২২।০ ; ২৭শে—২২৷৷০। নদীয়া ২১শে—৫৮৲ ; ২২শে—৫৭৲ ; ২৪শে—৫৮৷৷০ ; ২৫শে—৫৭৲ ৫৮৲ ৫৬৷৷০ ; ২৬শে—৫৬৷৷০। প্রেসিডেন্সী ২১শে—৪৷৷০ ৪৷৷৵০ ৪৷৷৶০ ; ২২শে—৪।৶০ ; ২৪শে—৪৷৷৵০ ; ২৬শে—৪।৵০ ৪৷৷০ ; ২৭শে—৪।৵০ ৪।⁄০। রিলায়েন্স ২১শে—৫৬৲ ৫৬।০ ; ২৪শে—৫৬৷৷০ ; ২৬শে—৫৫৶০ ৫৫৲। ওয়েভার্লি ২২শে—(অর্ডি) ২⁄০ ২৲ ; ২৪শে—২৵০ ২।০ ; ২৫শে—২।⁄০ ২।৵০ ২।০ ; ২৬শে—২।⁄০ ; ২২শে—ঐ (প্রেফ) ৫০৷৷০ ৫২৸০ ৫০৲ ; ২৪শে—৫১৷৷০ ৫২৷৷০ ; ২৫শে—৫২৲ ৫২৷৷০ ৫২।০ ; ২৬শে—৫১৷৷০ ৫২৲ ২৭শে—৫১৲।

রেলপথ

দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে—(প্রেফ) ২৫শে ১০২৲ (লভ্যাংশ বাদে) ২৬শে—১০০৷৷০ ১০১৷৷০। সারা-সিরাজগঞ্জ—২০শে ১০২৲।

খনি

বার্ম্মা-কর্পোরেশন—২১শে ৫৲ ৪৸৶০ ৫৶০ ৫৲ ; ২২শে—৫৲ ৪৸৵০ ৫৲ ; ২৪শে—৫৲ ৫।০ ৪৸৶০ ; ২৫শে—৪৸৵০ ৫৵০ ৪৸৶০ ; ২৬শে—৪৸৶০ ৫⁄০ ৪৸৶০ ; ২৭শে—৪৸৵০ ৫⁄০ ৪৸৵০। ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন—২১শে ২৶০ ২৵০ ; ২২শে—২৵০ ২।০ ২৵০ ; ২৪শে—২৶০ ২৵০ ; ২৫শে—২৶০ ২।⁄০ ২৵০ ; ২৬শে—২৵০ ; ২৭শে—২৶০।

কেমিক্যাল

রোডেসিয়া কপার—২৬শে ৸⁄০ ; ২৭শে—৷৷৶০ ৸⁄০। এলক্যালি এণ্ড কেমিক্যাল—(অর্ডি) ২১শে ১৭৸৵০ ; ২৪শে—১৭।০ ১৭৷৷০ ১৭৲ ; ২৫শে—১৭৲ ১৭।০ ; ২৬শে—১৭।৵০ ১৭।০ ; ২৭শে— ১৭৲ ; (প্রেফ) ২১শে—১২১৲ ১২২৲ ; ২২শে—১২৩৲ ; ২৪শে—১২৩৲ ; ২৫শে—১২২৷৷০ ১২১৸০। বেঙ্গল কেমিক্যাল—(অর্ডি) ২২শে ৩৮৯৲ ; ২২শে—৩৮৯৲ (প্রেফ) ২২শে—১৮৷৷⁄০।

বুলান্দ—২৪শে ১৫৸০ ১৬৲ ; ২৬শে—১৫৷৷৵০ ১৫৸০ ১৬৲ । কেরু এণ্ড কোং—(অর্ডি) ২১শে ৯৷৷৵০ ; ২৫শে—৯৷৷০ ৯৷৷৵০ ; ২৬শে—৯৴৷ কানপুর (অর্ডি) ২৬শে—১৭৷৷৵০ ১৭৸৵০ ; রাজা ২০শে—১৬।০ ১৬৷৷০ ১৬৲ ২৪শে—১৫৸৵০ ১৫৸৴০ ১৬৲ ১৬।০ ; ২৬শে— ১৫৸৵০ ১৬৵০ ।

চা বাগান

বেলগাছি ২৫শে—১৫৸০ ; ডুক্লাগড় ২০শে—১৩৷৷০ ১৩৸০ ; ২৭শে—১৩৷৷০ ১৩৸৵০ ; হাসিমারা ২১শে—৪২৸০ ; ২৭শে—৪৩৲ ৪২৷৷০ হাতীখিরা ২১শে—১৮৲ ১৮।৵০; সিয়াজুলী ২০শে—২৪।০ ২৪৷৷০ তিস্তাভেলী ২৪শে—৩০৲ ; লাকুরতা ২৪শে—১৬৸০ ১৭৲

বিবিধ

বেঙ্গল পেপার (অর্ডি) ২০শে—১২৫৲ ; ২৪শে—১২৫৲ (লভ্যাংশ সহ) কলিকাতা ষ্টীম্ নেভিগেশন ২০শে—২০০৲ ; ডালমিয়া সিমেণ্ট (অর্ডি) ২১শে—১২।০ ; ২২শে—১১৸০ ২৪শে—১২৲ ১১৷৷৴০ ; ২৫শে—১২৲ ১২৴ ১১৷৷৴ ; ২৬শে ১১৸০ ১১৸৵০ ২৭শে—১১৷৷০ ঐ(প্রেফ) ২১শে—১১৫৷৷০ ১১৬৷৷০ ; ২২শে—১১৬৲ ১১৫৲ ; ২৬শে—১১৫৲ ২৭শে—১১৫৲ ; ঐ (ডেফার্ড) ২১শে—৩৵০ ; ২২শে—২৷৷৵০ ; ২৪শে—৩৲ ২৭শে—২৷৷৵০ ডানলপ্ রবার (অর্ডি) ২১শে—৩৮৲ ৩৭।৵০ ৩৭৵০ ; ২২শে—৩৬৸৵০ ৩৭৵০ ৩৬৸০ ; ২৪শে—৩৭৵০ ৩৭।৵০ ; ২৫শে—৩৭৷৷০ ৩৭৸০ ২৬শে—৩৭৷৷০ ৩৭৸০ ; ২৭শে—৩৭৷৷৵০ ৩৭৸৵০ ; ঐ (দ্বিতীয় প্রেফ) ২৪শে—১১৭৷৷০ ; হুমায়ুন প্রপার্টি (প্রেফ) ২২শে—৮৸০ ; ইণ্ডিয়ান জেনারেল নেভিগেশন (অর্ডি) ২৪শে—৮০৲ ৮২৲ ২৫শে—৮০৲ ৮১৷৷০ ২৭শে—৮০৲ ৮১৲ ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ২২শে—১৩৯৷৷০ ; ইণ্ডিয়া ন্যাশানেল এয়ারওয়েজ (প্রেফ অর্ডি) ২১শে ৮।০ ৮৷৷০ ; ইণ্ডিয়ান উড্ প্রডাক্টাস্ ২১শে—২৭৸০ ২৭৸৵০ ২৮৲ ; ২৩শে—২৮৲ ২৭৸৵০ ২৬শে—২৮৴০ ২৮৴৹০ মেদিনীপুর জমিদারী—২১শে—৭১৲ ২৫শে—৭২৲ ; মহীশূর পেপার ২১শে—১৪৷৷০ ১৪৵০ ২৭শে—১৩৸০ ওরিয়েণ্ট পেপার (অর্ডি) ২১শে—১০৸০ ১১৵০ ; ২৫শে—১০৸০ ১০৷৷৴০ ২৬শে—১১৵০ ১০৸৴০ ১১৴০ ২৬শে—১১৵০ ১০৸৴০ ১১৷৷০ ১১৴০ ২৭শে—১১।০ ১১৵০ ঐ (নূতন প্রেফ) ২১শে—১০৪৲ ; ২৪শে—১০৪৲ ঐ (পুরাতন প্রেফ) ২৬শে—১০৫৷৷০ ১০৫৲ ; রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ্ (অর্ডি) ২০শে—২১।০ ঐ(প্রেফ)—২০শে—১৪৯৲ শ্রীগোপাল পেপার (প্রেফ) ২৪শে—১০৮৲ ; ২৫শে—১০৭৲ ১০৮৲ ; ষ্টার পেপার ২২শে—১০৲ ; ২৪শে—১০৲ ৯৸৴০ টিটাগড় পেপার (অর্ডি) ২০শে—১৭।৴০ ১৭৵০ ১৭।৴০ ; ২৫শে—১৭।০ ; ২৬শে—১৬৸৴০ ১৭।৵০ ; ২৭শে—১৬৸৴০ ১৭।০ ; ঐ (প্রেফ : অর্ডি) ২২শে—৫।০ ৫।৴০ ; ২৪শে—৫৴০ : ২৬শে—৫৴০ ৫।৴০ ২৭শে—৫৵০ ঐ (প্রথম প্রেফ) ২৬শে—২০৬৲ ২০৭৲ ঐ (দ্বিতীয় প্রেফ) ২০শে—১১৩৲ ; ২৫শে—১১১৲ ; ওয়ালফোর্ড ট্রান্সপোর্ট (অর্ডি) ২২শে—১৲

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২৮শে মার্চ্চ।

গত সপ্তাহের তুলনায় এসপ্তাহে কলিকাতার বাজারে পাটের দর অধিকতর চড়া দেখা গিয়াছে। যদিও চটকলওয়ালারা এসপ্তাহে তেমন বিশেষ কিছু পাট খরিদ করে নাই তথাপি মফঃস্বলে এপর্য্যন্ত খুব সামান্ত পরিমাণ পাট চাষ হওয়ার সংবাদে পাটের বাজারে একটা বিশেষ উৎসাহের ভাব সঞ্চারিত হইয়াছে। এসপ্তাহে বৃষ্টি না হওয়ায় অধিকাংশ জেলাতেই আবহাওয়ার অবস্থা ব্যাপক পাটচাষের পক্ষে প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে আগামী বৎসরে কম পরিমাণ পাট চাষ হইবে বলিয়া বাজারে একটা ধারণা জন্মিয়াছে। এই সঙ্গে চটের দর চড়িয়া যাওয়ায় পাটের বাজার স্বভাবতঃই তেজী হইয়া উঠিয়াছে। গত ২২শে মার্চ্চ আমরা যখন পাটের বাজারের সমালোচনা করিয়াছিলাম তখন কলিকাতার ফাটকা বাজারে পাটের সর্ব্বোচ্চ দর ছিল ৩৯৴০ আনা। সেই স্থলে এসপ্তাহে পাটের সর্ব্বোচ্চ দর ৪১৷৷০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। নিম্নে ফাটকা বাজারের এসপ্তাহের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল :—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
২৪শে মার্চ্চ	৪০৸৵০	৩৯৲	৪০৸০
২৫শে "	৪১৷৷০	৩৯৸৵০	৪০৲
২৬শে "	৪১।০	৪০৵০	৪০।০
২৭শে "	৪১।০	৪০৵০	৪০৸০
২৮শে "	৪০৸৵০	৩৯৸৵০	৪০৸০

দিল্লী চুক্তি অনুসারে গত ১৫ই মার্চ্চের মধ্যে প্রথম তিন কিস্তিতে পাটকলগুলির ১ কোটি ৬২ লক্ষ ৫০ হাজার মণ পাট খরিদ করিবার কথা ছিল। কিন্তু গত ১৫ই মার্চ্চ মধ্যে প্রথম তিন কিস্তিতে চটকলগুলি পাট খরিদ করিয়াছ মাত্র ১ কোটি ৩৭ লক্ষ মণ। আগামী ১৫ই এপ্রিল পর্য্যন্ত চতুর্থ কিস্তিতে পাটকলগুলির ৫ লক্ষ বেল পাট খরিদ করিবার কথা আছে। কিন্তু ঐ সময় মধ্যে তাহারা একদিকে উক্ত ৫ লক্ষ বেল খরিদ করিতে এবং অপরদিকে পূর্ব্বেকার কমতি পূরণ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। কাজেই দিল্লী চুক্তির সর্ত্তাবলী যে শেষপর্য্যন্ত ব্যর্থ বলিয়াই প্রমাণিত হইবে তাহা অনেকটা ধরিয়া লওয়া যায়।

এবৎসর নূতন পাটের চাষ সম্পর্কে মেসার্স সিনক্লেয়ার মারে এণ্ড কোম্পানী গত ২২শে মার্চ্চ তারিখে যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দৃষ্টে জানা যায় গত বৎসর এই সময়ে নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলে যে স্থলে সাড়ে দশ আনা জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল সেই স্থলে এবার মাত্র দুই আনা জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। চাঁদপুরে সাড়ে নয় আনা স্থলে চারি আনা, হাজীগঞ্জে নয় আনা স্থলে দেড় আনা, চৌমুহানীতে ছয় আনা স্থলে এক আনা, আখাউড়ায় সাড়ে দশ আনা স্থলে ছয় পাই, নিখলী দামপাড়ায় সোয়া বার আনা স্থলে ছয় পাই, এলাসিনে ছয় আনা স্থলে দুই আনা, সরিশাবাড়ীতে পাঁচ আনা স্থলে এক আনা, ময়মনসিংহে সাড়ে চারি আনা স্থলে এক আনা ও সিরাজগঞ্জে সাড়ে ছয় আনা স্থলে ছয় পাই জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। ভাঙ্গুরা ও আশুগঞ্জ অঞ্চলে এপর্য্যন্ত পাটের চাষ হয় নাই বলা চলে।

আলগা পাটের বাজারে এসপ্তাহে দরের তেজী ভাব লক্ষিত হইয়াছিল। ইউরোপীয় তোষা বটম শ্রেণীর পাট প্রতি মণ ৭।০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে। পাকা বেল বিভাগে এসপ্তাহে বেশী কাজ কারবার হইয়াছে। ডাণ্ডী ফার্ষ্ট ও লাইট্নিং শ্রেণীর পাট প্রতি বেল যথাক্রমে ৮০ টাকা ও ৬৮ টাকা দাঁড়াইয়াছিল।

থলে ও চট

এসপ্তাহে থলে ও চটের বাজারে দর চড়া ছিল। গত ২১শে মার্চ্চ বাজারে ৯ পোর্টার চটের দর ১৫৷৷০ আনা ও ২০।৵০ আনা ছিল। গতকল্য বাজারে তাহা যথাক্রমে ১৫৷৷০ আনা ও ২০৷৷৵০ আনা দাঁড়ায়।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ২৮শে মার্চ্চ

সোণা

যুগোশ্লোভিয়ার ত্রিশক্তি চুক্তিতে যোগদান এবং সুদূর প্রাচ্যের রাজনীতি অধিকতর আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিতেছে বলিয়া এসপ্তাহে স্বর্ণের মূল্য গত সপ্তাহের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত সপ্তাহে প্রতি ভরির মূল্য ছিল ৪৩।৵০ আনা। অদ্যকার কলিকাতা এবং বোম্বাইএর দর ৪৩৸০ আনা। বোম্বাই বাজারে অদ্য রেডি স্বর্ণের দর ৪৩৸০ আনায় বাজার খুলিয়া ৪৩॥৵৩ পাইয়ে বাজার বন্ধ হয়।

রূপা

রূপার মূল্যেও আলোচ্য সপ্তাহে স্বর্ণমূল্যের অনুরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। গত সপ্তাহে কলিকাতায় প্রতি ১০০ ভরির মূল্য ছিল ৬৩।/০ আনা। অদ্যকার দর ৬৩৸০ আনা এবং ঐ খুচ্‌রা দর ৬৪৲ টাকা।

লণ্ডন বাজারে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ২৩½ পেনী এবং ফরোয়ার্ড রূপার মূল্য ২৩৩/৮ পেনী।

বোম্বাই বাজারে অদ্য প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ৬৩।/০ আনা হইতে আরম্ভ হইয়া ৬৩৴০ আনায় বাজার বন্ধ হয়।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২৮শে মার্চ্চ

এ সপ্তাহে বোম্বাইয়ের বাজারে তূলার দরের উল্লেখযোগ্যরূপ চড়তি লক্ষিত হইয়াছে। মিলসমূহ অধিক পরিমাণে তূলা খরিদ করিতেছে বলিয়াই তূলার দর উল্লেখযোগ্যরূপ চড়িয়া উঠিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে বোরোচ শ্রেণীর তূলা এপ্রিল ও মে মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তে ২৩৯॥০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে। বোরোচ জুলাই-আগষ্ট ২৩৭ টাকা, ওমরা মে ১৭৪ টাকা ও জুলাই ১৭৪॥০ আনা, বেঙ্গল মে ১৩৪॥০ আনা ও জুলাই ১৩৬॥০ আনা দাঁড়াইয়াছে। সপ্তাহের প্রথম দিকে একবার বোরোচ তূলা এপ্রিল ২৪৮॥০ আনা ও জুলাই ২৪৮ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল।

বিদেশের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে তূলার দর নিম্নস্তরেই বজায় ছিল। তবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সরকার কৃষিপণ্যের দর বৃদ্ধি সম্পর্কে যে কার্য্যনীতি অবলম্বন করিতেছেন তাহাতে নূতন তূলা ফসলের দাম চড়িবার আশা আছে। নিউইয়র্কের বাজারে মে মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তে ১০·৪০ সেণ্ট ও জুলাই মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তে ১০·৭৭ সেণ্ট দরে তূলা বিক্রয় হইয়াছে। লিভারপুল বাজারে মে মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ত্তে ৮·৫৭ পেনী দরে তূলা বিক্রয় হইয়াছে।

বস্ত্রের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষ উৎসাহ তৎপরতা দেখা গিয়াছিল। ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এবং বিদেশ হইতে বর্ত্তমানে এদেশীয় কলগুলির নিকট প্রভূত পরিমাণ অর্ডার আসিয়াছে। বর্ত্তমান হারে যদি ভবিষ্যতেও এত বেশী অর্ডার আসে তবে এদেশীয় কাপড়ের কলগুলির পক্ষে তাহা যথাযথভাবে সরবরাহ করিয়া চলা কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে যাহা হউক, দেশীয় কলের মালিকেরা কলের সাজসরঞ্জাম বাড়াইয়া বর্ত্তমানে উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন। তবে কলের সাজসরঞ্জাম বৃদ্ধির জন্য উৎপন্ন বস্ত্রের পড়তা কিছু বেশী পড়িতেছে। বর্দ্ধিত খরচপত্র অনুযায়ী বেশী দরে কল মালিকেরা বর্ত্তমানে বস্ত্রের অর্ডার গ্রহণ করিতেছে। ভবিষ্যতে উৎপাদন খরচ আরও বৃদ্ধি পাইয়া কাপড়ের দর অধিক চড়িয়া যাইতে পারে আশঙ্কায় ব্যবসায়ীরা বর্ত্তমানে কিছু বেশী পরিমাণে কাপড় কিনিয়া রাখিতেছেন। তবে সাধারণ খরিদ্দারেরা দাম বৃদ্ধির জন্য বর্ত্তমানে কাপড় ক্রয়ের পরিমাণ কিছু হ্রাস করিয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

এ সপ্তাহে জাপান হইতে বস্ত্রের আমদানী হ্রাস পাওয়ায় ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র ক্রয়ের দিকে বাজারে কিছু বেশী আগ্রহ লক্ষিত হইয়াছে।

চামড়ার বাজার

কলিকাতা, ২৮শে মার্চ্চ

আলোচ্য সপ্তাহে ছাগলের চামড়ার বাজারে ভালরূপ কাজকারবার হইয়াছে। দরও তেজী দেখা গিয়াছে। গরুর চামড়ার বাজার গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে অনেকটা অপরিবর্ত্তিতই ছিল। স্থানীয় বাজারে নিম্নরূপ দরে বিভিন্ন প্রকার চামড়ার ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে :—

ছাগলের চামড়া—পাটনা ১ লক্ষ ১১ হাজার টুকরা ৪২ টাকা হইতে ৫০ টাকা। ঢাকা-দিনাজপুর ৫৫ হাজার ৩০০ টুকরা ৭২ টাকা হইতে ৯৫ টাকা। আদ্র-লবণাক্ত ৩৩ হাজার ৮০০ টুকরা ৬৫ টাকা হইতে ১১২॥০ আনা।

গরুর চামড়া—আগ্রা আর্সেনিক ৪ হাজার ৪০০ টুকরা ১৩।০ আনা হইতে ১৪ টাকা। রাঁচি-গয়া-দারভাঙ্গা আর্সেনিক ২ হাজার ২২০ টুকরা ১১৸০ আনা হইতে ১৪ টাকা। নেপাল-দার্জ্জিলিং ৫০০ টুকরা ৫॥০ আনা। ঢাকা-দিনাজপুর লবণাক্ত ৬ হাজার ৭০৭ টুকরা ৬।০ আনা হইতে ৬॥৵০ আনা।

চিনির বাজার

কলিকাতা, ২৮শে মার্চ্চ

আলোচ্য সপ্তাহে চিনির বাজারের অবস্থা মোটামুটি অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। বোম্বাইয়ে এসপ্তাহে ১৭ হাজার বস্তা জাভা চিনি আমদানী হইয়াছে। ইহা হইতে ১১ হাজার বস্তা মিশরে রপ্তানী হইবে।

মজুদ চিনির সমস্যা দূরীভূত না হওয়ায় ভারতীয় চিনি লাভজনক মূল্যে বিক্রয় করার এখনও পুরাপুরি সুযোগ হইতেছে না। দাক্ষিণাত্যের চিনির কলসমূহ ইতিমধ্যে এক আনা মূল্য হ্রাস করিয়া দিয়াছে—কিন্তু ইহাতেও চাহিদা বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যায় না।

সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে শর্করা শিল্প নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য সচিব যে ঘোষণা করিয়াছেন তাহাতে চিনির বাজারে উৎসাহের সঞ্চার হইলেও মূল্যের দিক দিয়া কোন উন্নতি পরিদৃষ্ট হইতেছে না। কাণপুর বাজারেও এসপ্তাহে মন্দার ভাব বজায় ছিল।

এসপ্তাহে বিভিন্ন বাজারের দর নিম্নরূপ :—

বোম্বাই—ছোট দানা—১০৵০ আনা হইতে ১০।০ ; মোটা দানা—১০৸০ আনা হইতে ১১৵০ আনা এনং মাঝারী দানা—১০॥০ আনা হইতে ১০৶০ আনা। কাণপুর—এপ্রিল ডেলিভারী—৯৴৬ পাই এবং জুলাই ডেলিভারী—৮৸৴০ আনা। কলিকাতা—দর্শনা ৯৴৯ পাই, গোপালপুর—৯৴৯ পাই, সেতাবগঞ্জ—৯। আনা, পলাশী—৯॥৬ পাই, হাসানপুর—৯৻, বেলডাঙ্গা—৯।০ আনা, বিট—৯৴৩ পাই, জাভা—৯৲ এবং লোহাট—৯৵০ আনা।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ২৮শে মার্চ্চ

গত ২৫শে মার্চ্চ কলিকাতায় ভারতে ব্যবহারোপযোগী চায়ের ৩৭নং নীলাম সম্পন্ন হয়। এবারের মরশুম শেষ হইতে চলিয়াছে বলিয়া বেশী পরিমাণে চা বিক্রয় করিয়া দেওয়ার দিকে বাজারের একটা আগ্রহ তৎপরতা লক্ষিত হইয়াছিল। বাজারে প্রায় সমস্ত শ্রেণীর চায়েরই দাবী দাওয়া ছিল। ফলে দরও অনেকক্ষেত্রে কিছু চড়া দেখা গিয়াছিল। শ্রেণী বিভাগ করা পরিষ্কার চা পূর্ব্বের তুলনায় এক পাই ও দুই পাই বেশী দরে বিক্রয় হইয়াছে। 'পিকো' শ্রেণী চায়ের জন্য ৩ পাই হইতে ৬ পাই পর্য্যন্ত বেশী দর পাওয়া গিয়াছে। আগামী ১লা এপ্রিল চায়ের যে নীলাম সম্পন্ন হইবে তাহাই হইবে প্রকৃতপক্ষে এবারকার মরশুমের চায়ের শেষ নীলাম।

১৯৪১-৪২ সালের রপ্তানীযোগ্য চা সম্বন্ধে এসপ্তাহে একটু বেশী দাবী দাওয়া পরিলক্ষিত হইয়াছিল। প্রতি পাউণ্ড চায়ের দাম দাঁড়াইয়াছিল ।৴৮ পাই। তবে ঐ দামে বিক্রেতারা বিশেষ কাজকারবার করে নাই। ১৯৪১-৪২ সালের ভারতে বিক্রয়যোগ্য চায়ের দর ছিল প্রতি পাউণ্ড ৵৫ পাই। কিন্তু চায়ের বিক্রেতা ছিল খুবই কম।

১৯৪০ সালের মরশুমে উত্তর ভারতের চা বাগিচাসমূহে মোট ৩৮ কোটি ৫৩ লক্ষ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া সংশোধিত সরকারী বরাদ্দে অনুমিত হইয়াছে। পূর্ব্বেকার মরশুমে চা উৎপন্ন হইয়াছিল ৩৮ কোটি ৪৭ লক্ষ পাউণ্ড।

ধান ও চাউলের বাজার

কলিকাতা, ২৮শে মার্চ্চ

ধান—প্রতি মণের হিসাবে কাটারী ভোগ ৪৴৬ পাই ; সাধারণ পাটনাই ৩।৴০ আনা ; মাঝারী পাটনাই ৩।৴০ আনা ; রূপশাল ৩॥৴০ আনা ও গোসাবা (২৩ নং পাটনাই) ৩॥৵০ আনা।

চাউল—প্রতি মণের হিসাবে রূপশাল (কলে ছাঁটা) ৬৴০ আনা, কাটারীভোগ (পুরাতন) ৬৸৵০ আনা, কামিনী আতপ (নূতন) ৬॥৵০ আনা ও বাঁক তুলসী ৫৸৵০ আনা।

খৈলের বাজার

কলিকাতা, ২৮শে মার্চ্চ

রেড়ির খৈল—এ সপ্তাহে রেড়ীর খৈলের বাজারে মন্দার ভাব লক্ষিত হইয়াছিল। মিলসমূহ প্রতি মণ ২৵০ আনা হইতে ২।০ আনা দরে খৈল বিক্রয়ে প্রস্তুত ছিল। আড়তদারগণ প্রতি দুই মণী বস্তা খৈল ৪৸০ আনা হইতে ৫৵০ আনা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। স্থানীয় খরিদ্দারেরা এ সপ্তাহে বিশেষ খৈল খরিদ করে নাই।

সরিষার খৈল—আলোচ্য সপ্তাহে সরিষার খৈলের বাজারেও মন্দা দেখা গিয়াছিল। মিলসমূহ প্রতি মণ ১৴০ আনা হইতে ১৴০ আনা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। অপরদিকে আড়তদারেরা প্রতি দুই মণী বস্তা খৈল ৩৵০ আনা হইতে ৩।০ আনা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। স্থানীয় খরিদ্দারেরা এসপ্তাহে সামান্য পরিমাণে সরিষার খৈল খরিদ করিয়াছে।
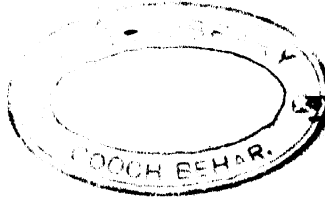
ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৩য় বর্ষ, ২য় খণ্ড | কলিকাতা, ৭ই এপ্রিল, সোমবার ১৯৪১ | ৪৬শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের অবনতি

গত ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে যে সরকারী বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, উক্ত মাসে ভারতীয় আমদানী ও রপ্তানি বাণিজ্য—উভয়ই অস্বাভাবিকরূপে সঙ্কুচিত হইয়াছে। গত জানুয়ারী মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে ১৪ কোটী ৭০ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা মূল্যের মালপত্র আমদানী হইয়াছিল—সেইস্থলে ফেব্রুয়ারী মাসে ১১ কোটী ১৯ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা মূল্যের মালপত্র আমদানী হইয়াছে। রপ্তানির দিকে দেখা যায় যে, যে স্থলে গত জানুয়ারী মাসে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ২১ কোটী ৪৩ লক্ষ ১২ হাজার টাকা মূল্যের মালপত্র রপ্তানি হইয়াছিল, সেইস্থলে ফেব্রুয়ারী মাসে মাত্র ১২ কোটী ৫৭ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা মূল্যের মালপত্র রপ্তানি হইয়াছে। এক মাসের মধ্যে ভারতবর্ষের আমদানী বাণিজ্য ৩ কোটী ৫১ লক্ষ টাকা এবং রপ্তানি বাণিজ্য ৮ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা হ্রাস পাওয়া একটা বিস্ময়ের কথা। ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাসের পরে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আর কখনও এত কম টাকা মূল্যের মালপত্র আমদানী হয় নাই এবং ১৯৩৮ সালের মে মাসের পরে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে আর কখনও এত কম মূল্যের মালপত্র রপ্তানি হয় নাই।

গত জানুয়ারী মাসের সহিত ফেব্রুয়ারী মাসের হিসাব মিলাইলে দেখা যায় যে, উক্ত মাসে আমদানীযোগ্য জিনিষের মধ্যে খাদ্য, তামাক ও পানীয় জাতীয় জিনিষ, যথা—চাউল, মদ, মশল্লা, চিনি, তামাক প্রভৃতির আমদানী ৪৭ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইলেও কাঁচা মালের আমদানী ৪৫ লক্ষ টাকা এবং শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানী ৩ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা কমিয়া গিয়াছে। রপ্তানির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ফেব্রুয়ারী মাসে খাদ্য, পানীয় ও তামাক জাতীয় জিনিষের রপ্তানি ৩ কোটি ৭ লক্ষ টাকা, কাঁচা মালের রপ্তানি ৩ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা এবং শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি ১ কোটী ৪৭ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে।

ভারতবর্ষের আমদানী ও রপ্তানি বাণিজ্যের হঠাৎ এইরূপ অবনতির কারণ কি তাহা এখনও বুঝা যাইতেছে না। জাহাজের অভাব, সমুদ্র পথে জার্ম্মাণীর দৌরাত্ম্য, প্রাচ্য দেশসমূহের অনিশ্চিত অবস্থা ইত্যাদি উহার কারণ হইতে পারে। যাহা হউক বহির্ব্বাণিজ্যের এই অবনতির ফলে ভারতীয় জনসাধারণের সমূহ ক্ষতির কারণ উপস্থিত হইয়াছে। জানুয়ারী মাসের তুলনায় ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতীয় তূলার রপ্তানি ১ কোটী ৩৭ লক্ষ টাকা, পাটের রপ্তানি ৭৩ লক্ষ টাকা, বীজ শস্যের রপ্তানি ১৮ লক্ষ টাকা, চায়ের রপ্তানি ৪ কোটী ৮ লক্ষ টাকা, কার্পাস বস্ত্র ও সূতার রপ্তানি ২৩ লক্ষ টাকা, পাটজাত থলে ও চটের রপ্তানি ৪৯ লক্ষ টাকা এবং চামড়ার রপ্তানি ৫০ লক্ষ টাকা কমিয়া গিয়াছে। উহার ফলে ভারতীয় কৃষক সমাজই সমধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের যদি এইভাবে অবনতি হইতে থাকে, তাহা হইলে দেশের কৃষক সমাজ উহাদের উৎপন্ন পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে অসমর্থ হইয়া মহা বিপন্ন হইবে এবং দেশের আর্থিক জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে উহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। মোটের উপর বহির্ব্বাণিজ্যের হিসাব হইতে যেরূপ দেখা

যাইতেছে তাহাতে মনে হয় যে, ভারতবর্ষ এক সঙ্কটজনক অবস্থার সম্মুখীন হইতেছে। অবশ্য একথা স্বীকার্য্য যে, বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে সমর সরঞ্জাম প্রস্তুতের এরূপ ব্যাপক আয়োজন চলিতেছে, যাহার ফলে ভারতীয় পণ্যসামগ্রীর অনেকাংশ দেশের ভিতরেই খরচ হইতেছে। কিন্তু উহাতে যে রপ্তানির সঙ্কোচজনিত ক্ষতি কিছুই পোষাইতেছে না, তাহা এক প্রকার সুনিশ্চিত।

কৃষক খাতক আইনের সংশোধন

বঙ্গীয় কৃষক খাতক আইন—যাহা সাধারণতঃ ঋণশালিসী আইন নামে খ্যাত, তাহার সংশোধনের জন্য একটী গুরুত্বপূর্ণ আইনের খসড়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে উত্থাপিত হইয়াছে। বাঙ্গলা সরকারের সিদ্ধান্ত এই যে, বঙ্গীয় কৃষকখাতক আইনের খসড়া প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহাজন ও ভূম্যধিকারিগণ তাড়াতাড়ি উহাদের পাওনা টাকার জন্য নালিশ করিয়া আদালতের ডিক্রীবলে কৃষকের বহু জমি হস্তগত করিয়াছেন। এই জন্যই বর্ত্তমান সংশোধন আইন পাশ করা হইতেছে। এই আইনের বলে উপরোক্তভাবে কৃষকের যে সমস্ত জমি মহাজন ও ভূম্যধিকারীর হস্তগত হইয়াছে, তাহা নীলামকারীকে ক্ষতিপূরণ দিয়া পুনরায় উহার পূর্ব্বতন মালিকগণকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। নূতন খসড়া আইনটী গত ৩রা এপ্রিল তারিখে ব্যবস্থাপক সভায় আলোচনার্থ উপস্থিত করা হইয়াছে। আগামী ২১শে এপ্রিল তারিখ হইতে উহার বিভিন্ন ধারা লইয়া আলোচনা উঠিবে। দুঃখের বিষয় যে, বর্ত্তমান সংশোধন আইনের খসড়া দেখিবার আমরা এখনও সুযোগ পাই নাই। কাজেই কোন তারিখ ভিত্তি করিয়া নীলামি জমি কৃষকে ফেরৎ দিবার ব্যবস্থা হইবে, মহাজন ও ভূম্যধিকারীর ক্ষতিপূরণের টাকা কি ভাবে নির্দ্ধারিত হইবে এবং এই টাকা কি ভাবে প্রদান করা হইবে, তৎসম্বন্ধে এখন আমরা কিছু বলিতে পারিতেছি না। তবে বাঙ্গলার বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের মতিগতি যে প্রকার তাহাতে এই আইনের ফলে বাঙ্গলা দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বহু ব্যক্তির যে সমূহ ক্ষতি হইবে, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে।

আইনের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইতে গিয়া অন্যতম মন্ত্রী মিঃ এম বি মল্লিক এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, মূল কৃষক খাতক আইনের খসড়া প্রকাশিত হওয়ার পর এই আইন বলবৎ হইবার তারিখের মধ্যে 'বহু' খাতক তাহাদের জমি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। কিন্তু উক্ত আইন বলবৎ হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী কালে প্রত্যেক বৎসর যে হারে কৃষকের জমি মহাজনদের হস্তগত হইত এই আইন বলবৎ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বের বৎসরে তাহা অপেক্ষা বেশী জমি মহাজনদের হস্তগত হইয়াছে—এরূপ কোন কথা তিনি বলিতে পারেন নাই। মোটের উপর মহাজনগণ কৃষক খাতক আইন পাশ হইবার ভয়ে তাড়াহুড়া করিয়া খাতকের জমি দখল করিয়া লইয়াছে—এরূপ কোন প্রমাণ নাই। এরূপ অবস্থায় দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে তাহাদের আইন-সঙ্গত উপায়ে অর্জ্জিত সম্পত্তি হইতে প্রকারান্তরে বঞ্চিত করিবার কোন হেতু দেখা যাইতেছে না। তবে প্রবাদ বাক্যের ব্যাঘ্রের নিকট মেষশাবকের যুক্তির মত বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের নিকট মহাজনদের তরফে কোন যুক্তি-তর্ক দিতে যাওয়া বৃথা।

ন্যাশনাল চেম্বারের আর্থিক অবস্থা

বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্শের বার্ষিক রিপোর্ট দৃষ্টে গত সপ্তাহে আমরা উহার আর্থিক দুরবস্থা এবং এই সম্পর্কে চেম্বারের বিশিষ্ট সদস্যদের উদাসীনতা সম্বন্ধে সমালোচনা করিয়াছিলাম। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গলাদেশে শিল্প বাণিজ্যের প্রসার যে প্রকার একটা জীবন-মরণ সমস্যারূপে দেখা দিয়াছে, তাহাতে প্রচলিত শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার এবং নূতন নূতন শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন সম্বন্ধে তথ্য সরবরাহ, দেশবাসীর হস্তস্থিত মূলধনকে কেন্দ্রীভূত করিয়া তাহা শিল্প বাণিজ্যে বিনিয়োগ, দেশের শুল্কনীতি, যানবাহননীতি, মুদ্রানীতি ইত্যাদিকে শিল্পবাণিজ্যের সহায়ক করিয়া তোলা এবং এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করার ব্যাপারে ন্যাশনাল চেম্বারের মত একটী জাতীয় প্রতিষ্ঠানই কার্য্যকরীভাবে সাহায্য করিতে পারে। কিন্তু প্রয়োজনানুরূপ অর্থ-সঙ্গতি না থাকার দরুণ চেম্বার উহার অভীপ্সিত উদ্দেশ্য খুব সামান্য ভাবেই সফল করিতে সমর্থ হইতেছে। এই জন্যই চেম্বারের বিশিষ্ট সদস্যগণ সম্পর্কে গত সপ্তাহে আমরা কিছু অপ্রিয় মন্তব্য করিয়াছিলাম। কাহারও প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধি লইয়া নহে—ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে দেশের সকলের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই চেম্বারের সদস্যদিগকে উহাদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অবহিত করার জন্য আমরা এরূপ মন্তব্য করি। যাহা হউক এই মন্তব্য প্রকাশিত হইবার পর আমরা অবগত হইলাম যে, চেম্বারের বাড়ী নির্ম্মাণে প্রয়োজনীয় ৩ লক্ষ টাকার মধ্যে উহার সদস্যগণের নিকট হইতে ১ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিবার জন্য যে পরিকল্পনা হইয়াছে, তাহার মধ্যে সদস্যগণ ইতিমধ্যেই প্রায় ৬০ হাজার টাকা প্রদান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। অধিকন্তু চেম্বারের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য বর্ত্তমানে যে টাকা ঘাটতি হইতেছে, তাহাও উহার বিশিষ্ট সভ্যগণই প্রদান করিতেছেন। উহা হইতে আমরা একথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি যে, গত সপ্তাহে চেম্বারের সদস্যগণ সম্বন্ধে যে সমস্ত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা সর্ব্বাংশে ন্যায্য হয় নাই। এজন্য উহাদের নিকট আমরা ক্রটী স্বীকার করিতেছি। তবে সঙ্গে সঙ্গে চেম্বারের বিশিষ্ট সদস্যদের নিকট আমরা উহাও নিবেদন করিতে চাই যে, চেম্বারে উহারা এই পর্য্যন্ত যে সাহায্য করিয়াছেন এবং করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, দেশবাসী তাঁহাদের নিকট ইহা অপেক্ষা অধিক সাহায্য দাবী করে। উহারা যদি চেম্বারকে যথোপযুক্তভাবে সাহায্য করেন, তাহা হইলে বাঙ্গলা দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিও উহাকে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইতে পারে। বাঙ্গলা দেশ শিল্প-বাণিজ্যে অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই বটে; কিন্তু উহা সত্ত্বেও চেম্বারকে ২।৩ হাজার টাকা করিয়া সাহায্য করিতে পারে বাঙ্গলায় এরূপ শতাধিক ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, রাসায়নিক কারখানা, কাপড়ের কল, হোসিয়ারি প্রতিষ্ঠান, সাবানের কারখানা, এনামেল, ওয়াটারপ্রুফ, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের কারখানা, পাইকারী ব্যবসায়ী প্রভৃতি রহিয়াছেন। চেম্বারের বিশিষ্ট সদস্যগণ উদ্যোগী হইলে উহাদের নিকট হইতেই ২।৩ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইতে পারে। এরূপ একটী অর্থ ভাণ্ডার সৃষ্টি হইলে উহা দ্বারা কেবল যে চেম্বারের নিজস্ব বাড়ী নির্ম্মাণের সমস্যার সমাধান হইবে এরূপ নহে—এই অর্থভাণ্ডারের সাহায্যে চেম্বার যাহাতে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারে অধিকতর উদ্যোগী হইতে পারে তজ্জন্য উহার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যয়সঙ্কুলনার্থ আয়বৃদ্ধিরও ব্যবস্থা হইতে পারে।

বিজ্ঞপ্তি

গুড্ ফ্রাইডে ও ইষ্টার মাণ্ডের ছুটী উপলক্ষে **'আর্থিক জগৎ'** এক সপ্তাহ বন্ধ থাকিবে। আগামী ২১শে এপ্রিল তারিখে 'আর্থিক জগতের' পরবর্ত্তী সংখ্যা প্রকাশিত হইবে।

ম্যানেজার—**'আর্থিক জগৎ'**

ন্যাশনাল কটন মিলস্ লিঃ

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, চট্টগ্রামের পোর্ট-কমিশনারগণের নিকট হইতে জমি বন্দোবস্ত লওয়ার পর মাত্র এক বৎসরের মধ্যে ন্যাশনাল কটন মিল্‌সের কার্য্য আশাতীতরূপে অগ্রসর হইয়াছে। দেশব্যাপী দারুণ অর্থসঙ্কট সত্ত্বেও বিলাত হইতে মিল চালু করার উপযোগী আধুনিকতম যন্ত্রপাতি আনয়ন করা হইয়াছে এবং মিলের আবশ্যকীয় গৃহাদির নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ করা হইয়াছে। এখন

যন্ত্রপাতি বসান হইতেছে এবং পূজার পূর্ব্বেই বাজারে কাপড় বাহির করা সম্ভবপর হইবে বলিয়া মনে হয়।

বর্ত্তমানে যুদ্ধের দরুণ মিলের যন্ত্রপাতি ছাড়া লোহা, সাফটিং, পুলি, গ্লাস, তার ও রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি যাবতীয় আনুষঙ্গিক সাজসরঞ্জামের মূল্য অত্যধিকরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ঐ সমস্ত পাওয়াও দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। সুশৃঙ্খলভাবে মিল চালাইতে এই দুর্দ্দিনে অন্যূন ছয় মাসের জন্য তুলা ও রাসায়নিক দ্রব্য গুদামে মজুদ রাখা প্রয়োজন। ন্যাশনাল কটন মিলের কর্তৃপক্ষ উহার ব্যবস্থাও করিয়াছেন। ইহা মিল কর্তৃপক্ষের, বিশেষতঃ উহার ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে, কে, সেনের দূরদর্শিতা ও ব্যবসায়বুদ্ধির পরিচায়ক। বাস্তবিক পক্ষে, মিঃ কে, কে, সেনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই এই মিল এত অল্প সময়ের মধ্যে চালু হইতে চলিয়াছে। দি চিটাগং ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্ড ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে মিঃ সেনের যে সুনাম ও খ্যাতি সর্ব্বত্র বিদিত, ন্যাশনাল কটন মিল চালু হইলে উহা আরও বর্দ্ধিত হইবে। মিঃ সেনের প্রচেষ্টা সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত হউক, ইহাই আমরা কামনা করি।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বিগত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত উক্ত কোম্পানীর ৬,১৪,০৫০, টাকার শেয়ার বিক্রয় হইয়াছে। চট্টগ্রাম হইতে সুদূর ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত কোন কাপড়ের কল না থাকায় মিলটির ভবিষ্যৎ বিশেষ আশাপ্রদ। আমাদের বিশ্বাস, অংশীদারগণের নিকট হইতে কিস্তির টাকা যথারীতি পাওয়া গেলে মিলের কার্য্য কোন মতেই ব্যাহত হইতে পারিবে না। বরঞ্চ উহার সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, অংশীদারদের কিস্তির টাকা দেওয়ার অবহেলার দরুণ অনেক লিমিটেড্ কোম্পানী একরূপ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, এখনও উহার ব্যত্যয় ঘটিতেছে না। অংশীদারবৃন্দ ভাবিয়া দেখেন না যে, তাঁহাদের ত্রুটির জন্য কোম্পানীর ক্ষতি হইলে তাঁহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন; কারণ, তাঁহাদের অর্থেই কোম্পানী পত্তন হইয়াছে। এজন্য আমরা বাংলার প্রত্যেক লিমিটেড্ কোম্পানীর এবং বিশেষ ভাবে ন্যাশন্যাল কটন মিলের অংশীদারগণকে তাঁহাদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হইতে অনুরোধ করিতেছি।

ব্রহ্ম-ভারত বাণিজ্য চুক্তি

বহুদিন ধরিয়া আলাপ আলোচনার পর ব্রহ্ম-ভারত বাণিজ্য সম্বন্ধে ব্রহ্মদেশের গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের সহিত ভারত সরকারের প্রতিনিধিদের একটী চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। এই চুক্তির পূর্ণ বিবরণ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। তবে প্রকাশ যে, নূতন চুক্তির সর্ত্ত অনুসারে ব্রহ্মদেশের গবর্ণমেণ্ট উক্ত দেশে বিদেশ হইতে আগত পণ্যদ্রব্যের উপর তিন প্রকার হারে শুল্ক ধার্য্য করিবেন। উহার মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে যে পণ্যদ্রব্য ব্রহ্মদেশে রপ্তানি হইবে তাহার উপর সবচেয়ে কম হারে, ইংলণ্ড ও বৃটীশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলি হইতে আগত পণ্যদ্রব্যের উপর উহা অপেক্ষা ১০, টাকা বেশী হারে এবং ভারতবর্ষ ও বৃটীশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশ ছাড়া অন্য সমস্ত দেশ হইতে আগত পণ্যদ্রব্যের উপর তাহা অপেক্ষাও বেশী হারে শুল্ক নির্দ্ধারিত হইবে। ভারতবর্ষও ব্রহ্মদেশ হইতে আগত পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক নির্দ্ধারণ ব্যাপারে অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু এই চুক্তিতে ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্মদেশে রপ্তানি বস্ত্র ও সূতা সম্বন্ধে পৃথক ব্যবস্থা করা হইয়াছে। স্থির হইয়াছে যে, ব্রহ্মদেশ ভারতীয় বস্ত্র ও সূতার উপর যে হারে শুল্ক বসাইবে ইংলণ্ড হইতে ব্রহ্মদেশে আমদানী বস্ত্র ও সূতার উপর শুল্কের হার তাহা অপেক্ষা শতকরা ১০, টাকার স্থলে ৭॥০ টাকা বেশী হইবে।

ভারতবর্ষ প্রত্যেক বৎসরই ব্রহ্মদেশে যত টাকা মূল্যের মালপত্র বিক্রয় করিতেছে, তাহার তুলনায় ব্রহ্মদেশ হইতে অনেক বেশী টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতেছে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের প্রয়োজনীয় চাউল, তৈল ও সেগুন কাঠের প্রায় ষোল আনা ব্রহ্মদেশ হইতেই আমদানী হইতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষ যে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতেছে তাহার বিনিময়ে ব্রহ্মদেশ উহার প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্ত্র ও সূতা ভারতবর্ষ হইতে ক্রয় করিতেছে না। নূতন চুক্তিতে ব্রহ্মদেশকে এই ব্যাপারে অনায়াসে বাধ্য করা যাইত। কারণ ব্রহ্মদেশে বস্ত্র শিল্পের কিছুই প্রসার হয় নাই। কিন্তু ব্রহ্মদেশের বাজারে পাছে ল্যাঙ্কাশায়ারের স্বার্থের কোন ক্ষতি হয় এই ভয়ে ব্রহ্মদেশকে উহার প্রয়োজনীয় সাকুল্য বস্ত্র ও সূতা ভারতবর্ষ হইতে ক্রয় করিবার জন্য বাধ্য তো করাই হয় নাই—অধিকন্তু বস্ত্র ও সূতার বেলায় ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে শুল্কের পার্থক্য কম করিয়া নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। এই চুক্তির মধ্যে ভারতীয় জাহাজী ব্যবসার স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যও ব্যবস্থা হইতে পারিত। কিন্তু এই সম্বন্ধেও কোন ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া এখন পর্য্যন্ত কিছু জানা যায় নাই। ভারত সরকার ভারতীয় উপকূল বাণিজ্যে বৃটীশ জাহাজ কোম্পানীর স্বার্থরক্ষার জন্য সতত যে প্রকার ব্যগ্রতা দেখাইয়া থাকেন, তাহাতে ব্রহ্ম-ভারত বাণিজ্য চুক্তিতে এই বিষয়ে যে কোন ব্যবস্থা হয় নাই, তাহা একপ্রকার নিশ্চিত। মোটের উপর এই চুক্তির মধ্যে ভারতবর্ষের স্বার্থ অগ্রগণ্য হয় নাই—ব্রহ্মদেশের আমদানী ও রপ্তানি বাণিজ্য এবং তৈল শিল্পে যে বৃটীশ স্বার্থ রহিয়াছে, তাহার সংরক্ষণই উহার প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হইতেছে। কাজেই নূতন চুক্তিকে ব্রহ্ম-ভারত বাণিজ্য চুক্তি না বলিয়া ইঙ্গ-ব্রহ্ম বাণিজ্য চুক্তি বলিয়া অভিহিত করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হইবে।

চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নতি

গত ১৯২৮ সালের ১লা এপ্রিল তারিখ হইতে চট্টগ্রাম বন্দর একটী ১ম শ্রেণীর বন্দররূপে গণ্য হইয়াছে। বর্ত্তমানে উহা বৃটীশ ভারতের ৬টী ১ম শ্রেণীর বন্দরের অন্যতম। সম্প্রতি চট্টগ্রাম বণিকসভার বার্ষিক অধিবেশনে উহার সভাপতি মিঃ জে এ অলিভার এই বন্দরের সম্পর্কে যে বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে উহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। গত ১৯৩৯-৪০ সালে এই বন্দরের মারফতে ভারতবর্ষ হইতে মোট রপ্তানিযোগ্য চায়ের শতকরা ২৫ ভাগ রপ্তানি হইয়াছে। চলতি বৎসরে উহার মধ্য দিয়া ভারতবর্ষের রপ্তানিযোগ্য চায়ের অনুরূপ অংশ রপ্তানি হইবে আশা করা যায়। গত বৎসরে চট্টগ্রামের মধ্য দিয়া পাটের রপ্তানি প্রায় অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু এজন্য আন্তর্জ্জাতিক অবস্থাই দায়ী। তবে উহার মধ্য দিয়া আসাম অয়েল কোম্পানীর প্রস্তুত মোমের রপ্তানি গত বৎসর উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত বৎসরে এই বন্দরে ব্রহ্মদেশীয় চাউলের আমদানীও খুব সন্তোষজনক হইয়াছে। উহাতে গত বৎসর বিদেশী লবণের আমদানী প্রায় দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়া ৫৩ হাজার টনে পরিণত হইয়াছে।

চট্টগ্রাম বন্দর সম্পর্কে গত বৎসরের একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা—চট্টগ্রাম পাতুঙ্গা রোডের উদ্বোধন। গত নভেম্বর মাস হইতে কর্ণফুলী নদীর ধার দিয়া এই নূতন রাস্তাটী খোলা হইয়াছে। এই রাস্তার জন্য উহার দুই পাশে বিবিধ শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়ার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। চট্টগ্রামের ন্যাশনাল কটন মিল এই রাস্তার ধারেই অবস্থিত। চট্টগ্রামের এরোড্রোমও এই রাস্তার নিকটে অবস্থিত। আগামী ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানীর সহিত ভারত সচিবের চুক্তির মেয়াদ শেষ হইবে এবং উহার পর হইতে এই রেল লাইন ই বি রেলপথের সহিত সংযুক্ত হইবে। উহার ফলে চট্টগ্রামের ব্যবসা বাণিজ্যের আরও উন্নতি হইবে আশা করা যায়।

প্রত্যেক দেশের অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্য উহার অন্তর্গত বন্দরগুলির উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। আর অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্যের সহিত দেশের লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর স্বার্থ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। উহার সহিত দেশে শিল্পের প্রসারেরও বিশেষ যোগসূত্র রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় বাঙ্গলার অন্যতম প্রথম শ্রেণীর বন্দর হিসাবে চট্টগ্রাম বন্দরের এই উন্নতি দেশবাসীর আর্থিক উন্নতিরই সূচনা করিতেছে বলা যায়।

ভারতে যুদ্ধজনিত ট্যাক্সের বহর

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব হইতেই যুদ্ধের আশঙ্কায় ভারতবর্ষের সামরিকব্যয় বৃদ্ধি করা হয় এবং এই ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য ১৯৩৯-৪০ সালের প্রথম হইতে ভারতবর্ষে আমদানী বিদেশী তূলার উপর শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়। অতঃপর ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার ফলে ১৯৪০-৪১ সালের বাজেটে চিনি ও পেট্রোলের উপর আমদানী ও উৎপাদন শুল্ক বর্দ্ধিত করা হয়। উহার অব্যবহিত পরেই একটা আইন পাশ করিয়া দেশের ব্যবসা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ যুদ্ধের জন্য যে অতিরিক্ত লাভ করিতেছে, তাহার অর্দ্ধেকাংশ ট্যাক্স হিসাবে আদায় করিবার ব্যবস্থা হয়। তাহার পর গবর্ণমেণ্টের সামরিক ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য গত সেপ্টেম্বর মাসে একটা অতিরিক্ত বাজেট পেশ করিয়া দেশবাসীর উপর ধার্য্য আয়কর ও সুপার ট্যাক্সের পরিমাণ টাকায় চার আনা হিসাবে বর্দ্ধিত করা হয় এবং চিঠি ও ডাকমাশুলের ফি বাড়াইয়া দেওয়া হয়। অতঃপর গত ফেব্রুয়ারী মাসে চলতি বৎসরের বাজেট উপস্থিত করার কালে আয়কর ও সুপারট্যাক্সের উপর বর্দ্ধিত ট্যাক্সের পরিমাণ শতকরা ২৫৲ হইতে ৩৩⅓ টাকায়, অতিরিক্ত লাভের উপর ট্যাক্সের পরিমাণ শতকরা ৫০৲ হইতে ৬৬⅔ টাকায়, দেশলাইয়ের উপর উৎপাদন শুল্কের পরিমাণ দ্বিগুণ এবং কৃত্রিম রেশমের উপর আমদানী শুল্ক প্রতি পাউণ্ডে তিন আনা হইতে পাঁচ আনায় বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভারতে উৎপন্ন রবার টায়ার ও টিউবের উপরও একটা উৎপাদন শুল্ক ধার্য্য করা হইয়াছে। ভারত সরকার এই সব ট্যাক্স ছাড়া উহার রেলবিভাগের মারফতেও গত ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাস হইতে যাত্রী ও মালের ভাড়া বৃদ্ধি করিয়া একটা পরোক্ষ ট্যাক্স ধার্য্য করিয়াছেন। এই সমস্তকেই যুদ্ধজনিত ট্যাক্স বলিয়া ধরা যাইতে পারে। দেখা যাইতেছে যে, যুদ্ধের সূত্রপাত হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত দেশবাসীর উপর নিম্নলিখিতরূপ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ট্যাক্সভার পতিত হইয়াছে—(১) বিদেশী তূলার উপর আমদানী শুল্ক বৃদ্ধি (২) চিনি ও পেট্রোলের উপর আমদানী শুল্ক ও উৎপাদন শুল্ক বৃদ্ধি (৩) অতিরিক্ত লাভের উপর ট্যাক্স (৪) আয়কর ও সুপার ট্যাক্সের পরিমাণ বৃদ্ধি (৫) চিঠি ও ডাকমাশুলের হার বৃদ্ধি (৬) দেশলাইয়ের উৎপাদন শুল্ক বৃদ্ধি (৭) কৃত্রিম রেশমের উপর আমদানী শুল্ক বৃদ্ধি (৮) রবার নির্ম্মিত টায়ার ও টিউবের উপর উৎপাদন শুল্ক বৃদ্ধি এবং (৯) রেলে যাত্রী ও মালের ভাড়া বৃদ্ধি।

এখন দেখা যাক যে, এই সমস্ত ট্যাক্সের সমষ্টিগত ফল হিসাবে দেশের উপর বৎসরে কত টাকার ট্যাক্সভার পতিত হইয়াছে। এই ব্যাপারে একটি অসুবিধা হইতেছে যে, গত বৎসরে রেলের ভাড়া বৃদ্ধিজনিত অতিরিক্ত আয়ের পরিমাণ এবং তূলার উপর অতিরিক্ত আমদানী শুল্ক বাবদ ১৯৩৯-৪০ সালে অতিরিক্ত আয়ের পরিমাণ জানা গেলেও এখন পর্য্যন্ত অন্যান্য ট্যাক্সের কোন দফায় অতিরিক্ত হিসাবে কত টাকা আদায় হইয়াছে ও হইতেছে তাহার সঠিক হিসাব জানা যায় নাই। কাজেই এই সব ট্যাক্স বাবদ বৎসরে যেরূপ আয় হইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বরাদ্দ করা হইয়াছে, তাহাই এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। গবর্ণমেণ্টের বরাদ্দ মতে বিভিন্ন দফায় ট্যাক্সের পরিমাণ হইতেছে এইরূপ :—

(১)	তূলার উপর আমদানী শুল্ক			৫৫	লক্ষ	টাকা
(২)	চিনি ও পেট্রোলের উপর আমদানী ও উৎপাদন শুল্ক	৩	কোটী	৩০	লক্ষ	টাকা
(৩)	অতিরিক্ত লাভের উপর ট্যাক্স (প্রথম দফা)	৩	”		”	”
	ঐ (দ্বিতীয় দফা)	২	”	৫০	”	”
(৪)	আয়কর ও সুপার ট্যাক্স (১ম দফা)	৫	”		”	”
	ঐ (২য় দফা)	১	”	৯০	”	”
(৫)	চিঠির হার ও ডাকমাশুল বৃদ্ধি	২	”		”	”
(৬)	দেশলাইয়ের উপর উৎপাদন শুল্ক	১	”	৫০	”	”
(৭)	কৃত্রিম রেশমের উপর আমদানী শুল্ক			৩৬	”	”
(৮)	টায়ার ও টিউবের উপর উৎপাদন শুল্ক			৩৫	”	”
(৯)	যাত্রী ও মালের ভাড়া বৃদ্ধি	৬	”	৫০	”	”
	মোট	২৬	”	৯৬	”	”

এই হিসাব অনুসারে দেখা যাইতেছে যে, যুদ্ধের প্রাক্কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত দেশবাসীর উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে সমস্ত ট্যাক্স ধার্য্য করা হইয়াছে তাহার পরিমাণ সরকারী বরাদ্দ অনুসারে বৎসরে প্রায় ২৭ কোটী টাকা। অবশ্য এই সম্পর্কে একথা উল্লেখযোগ্য যে, বিভিন্ন ট্যাক্স হইতে বৎসরে যে পরিমাণ আয় হইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে বরাদ্দ প্রকাশ করা হইয়াছিল, সর্ব্বক্ষেত্রে তদনুরূপ আয় হয় নাই। যেমন ১৯৩৯-৪০ সালে তূলার উপর আমদানী শুল্ক বাবদ বৎসরে ৫৫ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত আয় হইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট বরাদ্দ করিলেও ঐ বৎসরে তূলার আমদানী হ্রাস হেতু উক্ত দফায় মাত্র ১৮ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল। কিন্তু তূলার ন্যায় ২।১টী ছোটখাট দফায় গবর্ণমেণ্টের আয় আশানুরূপ না হইলেও অন্য প্রায় সমস্ত দফাতে অনুমিত আয়ের তুলনায় অনেক বেশী আয় হইতেছে—একথা বলা চলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ অতিরিক্ত লাভের উপর শতকরা ৫০ টাকা হারে ট্যাক্স ধরিবার সময় ঐ বাবদ বৎসরে ৩ কোটি টাকা এবং শতকরা ৬৬⅔ টাকা হারে ট্যাক্স ধরিবার সময় ঐ বাবদ বৎসরে ৫॥ কোটি টাকা আয় হইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট বরাদ্দ করিয়াছেন। কিন্তু কার্য্যতঃ এই দফায় আয় অনেক বেশী হইবে বলিয়াই বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের ধারণা। সেইরূপ 'আয়কর ও সুপার ট্যাক্সের উপর শতকরা ২৫ টাকা হারে অতিরিক্ত ট্যাক্স ধার্য্য করিবার সময় ঐ দফায় গবর্ণমেণ্টের পুরা এক বৎসরে ৫ কোটি টাকা আয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হয়। তৎপর যখন অতিরিক্ত ট্যাক্সের হার শতকরা ৩৩⅓ টাকায় পরিণত করা হয় সেই সময়ে বলা হয় যে, এই বাবদ অতিরিক্ত হিসাবে পুরা বৎসরে ৬ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা আয় হইবে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এই দফায়ও অতিরিক্ত আয় ৬ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে বলিয়াই মনে হয়। এই সব বিষয় চিন্তা করিলে মনে হয় যে, যুদ্ধজনিত সমস্ত প্রকার নূতন ট্যাক্সের ফলে দেশবাসীকে পুরা বৎসরে ২৬ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণ ট্যাক্সভার বহন করিতে হইতেছে। অবশ্য

(১১৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাঙ্গলার তাঁতশিল্প

কিছুদিন পূর্ব্বে বাঙ্গলা সরকারের শিল্পবিভাগের মিঃ এম গুপ্ত কর্ত্তৃক লিখিত বাঙ্গলার হোসিয়ারি শিল্প সম্বন্ধে একখানা সুচিন্তিত ও তথ্যবহুল পুস্তকের প্রতি আমরা পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিলাম। সম্প্রতি এই বিভাগেরই মিঃ ডি এন ঘোষ কর্ত্তৃক লিখিত বাঙ্গলার তাঁতশিল্প (Handloom cotton weaving Industry in Bengal) নামক আর একখানা অনুরূপ ধরণের পুস্তক আমাদের হস্তগত হইয়াছে। মিঃ ঘোষও আমাদের পাঠকবর্গের নিকট অপরিচিত নহেন। কারণ গত ১৯৩৯ সালে 'বাঙ্গলায় যৌথ কোম্পানীর প্রসার' শীর্ষক তিনি যে পুস্তক প্রকাশ করেন, তৎসম্বন্ধে আমরা যথাসময়ে আলোচনা করিয়াছিলাম এবং এই পুস্তকখানি বাঙ্গলার যৌথ কোম্পানীর সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট বিশেষভাবে আদৃত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ঘোষ তাঁতশিল্প সম্বন্ধে আলোচ্য পুস্তকে বাঙ্গলা দেশে এই শিল্পের অতীত ইতিহাস, উহার বর্ত্তমান অবস্থা, এই শিল্পের বিভিন্ন গলদ এবং এই সমস্ত গলদ দূরীকরণের উপায় সম্বন্ধে অতি বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি এই পুস্তকে বাঙ্গলায় খদ্দর-শিল্পের প্রসার সম্বন্ধেও আনুপূর্ব্বিক বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। বাঙ্গলায় তাঁতশিল্প সম্বন্ধে এরূপ নির্ভরযোগ্য ও তথ্যবহুল পুস্তক আর নাই। শ্রীযুক্ত ঘোষ এই পুস্তকের মারফতে বাঙ্গলার তাঁতশিল্পের মত একটা ব্যাপক শিল্প সম্বন্ধে সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়া যে দেশবাসীর অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

আলোচ্য পুস্তকে শ্রীযুক্ত ঘোষ বাঙ্গলার তাঁতশিল্পের অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক। বাঙ্গলায় এক সময়ে এই শিল্প কি প্রকার সমৃদ্ধ ছিল, এই শিল্পের মারফতে প্রস্তুত মসলিন ও অন্যান্য শ্রেণীর বস্ত্র পৃথিবীর সর্ব্বত্র কিরূপ আদৃত হইত, কি ভাবে এই শিল্পের অবনতি ঘটিল, তাহা সর্ব্বজন বিদিত। বাঙ্গলায় এই শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তৎসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ঘোষ যে সমস্ত তথ্য-তালিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং কি ভাবে এই শিল্পের উন্নতি বিধান করা সম্ভবপর তৎসম্বন্ধে তিনি যে সমস্ত পরামর্শ দিয়াছেন, তাহাই বর্ত্তমানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রণিধানযোগ্য বিষয়।

শ্রীযুক্ত ঘোষের মতে বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গলা দেশে মোট ১ লক্ষ ২৬ হাজার ২১১টী তাঁতে বস্ত্র বয়ন হইতেছে এবং উহার মধ্যে ফ্লাই শাটল তাঁতের সংখ্যা ৯৩ হাজার ৯০৯টী। এই সব তাঁতে কাজ করিয়া মোটমাট ৮১ হাজার ২৬০টী পরিবার জীবিকার্জ্জন করিতেছে এবং মোটমাট ১ লক্ষ ৯৬ হাজার ৬১১ জন লোক উহাতে নিয়োজিত রহিয়াছে। এই সমস্ত তাঁতে বৎসরে ২ কোটি ৭৭ লক্ষ ৪ হাজার ৭৪৪ পাউণ্ড ওজনের সূতা খরচ হয় এবং উহাতে ৫ কোটী ১১ লক্ষ ২১ হাজার ৮৭২ টাকা মূল্যের ১৪ কোটী ৪৬ লক্ষ ৯৯ হাজার গজ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। বাঙ্গলার সমস্ত কাপড়ের কলে প্রতি বৎসরে উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ ১৮ কোটী ৯০ লক্ষ গজ। সেই হিসাবে দেখা যায় যে, বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গলা দেশে কাপড়ের কল ও তাঁত মিলিয়া মোটমাট যত গজ কাপড় উৎপন্ন হইতেছে তাহার শতকরা ৪৩ ভাগেরও বেশী কাপড় তাঁতিগণ নিজের গৃহে বসিয়া সাধারণ যন্ত্রপাতির সাহায্যে বয়ন করিয়া দিতেছে। বাঙ্গলায় কাপড়ের কল স্থাপনের জন্য যে অজস্র অর্থ ব্যয় এবং বিপুল প্রচারকার্য্য হইয়াছে সেই তুলনায় তাঁতশিল্পের জন্য কিছুই হয় নাই। উহা সত্ত্বেও বর্ত্তমানের এই জাতীয় ও আন্তর্জ্জাতিক প্রতিযোগিতার মধ্যে বাঙ্গলার তাঁতিগণ যে বাঙ্গলার উৎপন্ন বস্ত্রের প্রায় অর্দ্ধেকাংশ সরবরাহ করিতেছে, উহা একটা আশ্চর্য্যের বিষয়।

কিন্তু বাঙ্গলার তাঁতশিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা দৃষ্টে এই শিল্প সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকিবার কোন হেতু নাই। শ্রীযুক্ত ঘোষ তাঁহার পুস্তকে যে সমস্ত তথ্যতালিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, বাঙ্গলার এই শিল্পটী দিন দিন অবনতির পথে ধাবিত হইতেছে। শ্রীযুত ঘোষের মতে গত ১৯২১ সালে বাঙ্গলা দেশে মোট তাঁতের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৫০ হাজার ৬১১—সেই স্থলে বর্ত্তমানে উহার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১ লক্ষ ২৬ হাজার ২১১। অথচ ১৯৩১ সালে বাঙ্গলার তাঁতসমূহের উপর জীবিকানির্ব্বাহের জন্য নির্ভরশীল লোকের যে সংখ্যা ছিল বর্ত্তমানে তাহার তুলনায় উহা ৪ হাজারের মত বৃদ্ধি পাইয়াছে। উহার অর্থ এই যে, বর্ত্তমানে তাঁতীদের মধ্যে তাঁতের অভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৯৩১ সালে বাঙ্গলার প্রত্যেক তাঁতে গড়পড়তায় ১'৪ জন লোক কাজ করিত—এক্ষণে প্রতি তাঁতে গড়পড়তায় ১'৭ জন লোক কাজ করিতেছে। এই কয় বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলায় উৎপন্ন তাঁত বস্ত্রের পরিমাণে কিরূপ ইতরবিশেষ হইয়াছে তৎসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ঘোষ কোন বিবরণ প্রদান করেন নাই বটে; কিন্তু তিনি তাঁহার পুস্তকের ১৪ পৃষ্ঠায় বাঙ্গলার তাঁতসমূহে ব্যবহৃত দেশী ও বিদেশী সূতার যে হিসাব দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, গত ১৯৩৫-৩৬ সালে বাঙ্গলার তাঁতসমূহে ৪ কোটী ৩৭ লক্ষ পাউণ্ড, ১৯৩৬-৩৭ সালে ৪ কোটী ৯১ লক্ষ পাউণ্ড এবং ১৯৩৭-৩৮ সালে ৪ কোটী ৫৬ লক্ষ পাউণ্ড সূতা ব্যবহৃত হইয়াছিল। সেই স্থলে ১৯৩৮-৩৯ সালে মাত্র ২ কোটী ৭৭ লক্ষ পাউণ্ড সূতা ব্যবহৃত হইয়াছে। উহা হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, বর্ত্তমানে বাঙ্গলায় তাঁতবস্ত্রের উৎপাদন অনেক কমিয়া গিয়াছে।

বাঙ্গলায় তাঁতশিল্পের এই অবনতির কারণ কি তাহা শ্রীযুক্ত ঘোষ তাঁহার পুস্তকে অতি সুনিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে তাঁতে ব্যবহারযোগ্য সূতা সংগ্রহে অসুবিধা, আধুনিক ধরণের তাঁতের অভাব, আধুনিক রুচিসম্মত ডিজাইন সম্বন্ধে তাঁতীদের অজ্ঞতা, বস্ত্র ধোলাই ও রঞ্জনের অব্যবস্থা প্রভৃতি অনেক ব্যাপারই এই অবনতির জন্য দায়ী। সর্ব্বোপরি তাঁতীদের মূলধনের অভাবও উহার কারণ বটে। প্রথম অসুবিধা—অর্থাৎ তাঁতে ব্যবহারযোগ্য সূতা সংগ্রহে অসুবিধা দূরীকরণের জন্য শ্রীযুক্ত ঘোষ বাঙ্গলার নানা স্থানে কেবল সূতা প্রস্তুতের জন্য কতকগুলি স্পিনিং মিল স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। বাঙ্গলাদেশের ঢাকা অঞ্চলে তাঁতিগণ প্রত্যেক বৎসরে ৪৮ লক্ষ পাউণ্ড, পাবনা অঞ্চলে ২০ লক্ষ পাউণ্ড, হুগলী অঞ্চলে ১৪ লক্ষ পাউণ্ড, ময়মনসিংহ অঞ্চলে ১৭ লক্ষ পাউণ্ড এবং ফরিদপুর অঞ্চলে ১৩ লক্ষ পাউণ্ড করিয়া সূতা কিনিয়া থাকে। এই

(১১৭৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জাহাজী ব্যবসা ও গবর্ণমেণ্ট

বর্ত্তমান যুদ্ধের আমলে ভারতীয় উপকূল বাণিজ্যে বৃটীশ জাহাজ কোম্পানীসমূহের স্বার্থের যাহাতে কোন ক্ষতি না হয় এবং ভারতীয় জাহাজী ব্যবসা ও জাহাজশিল্প যাহাতে শক্তিশালী হইতে না পারে, তজ্জন্য ভারত সরকার কি প্রকার পক্ষপাত ও অবিচারমূলক নীতি অবলম্বন করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে আমরা একাধিকবার আলোচনা করিয়াছি। সম্প্রতি এই সম্বন্ধে বিস্তৃততর বিবরণ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই বিবরণ হইতে দেশের একটী মৌলিক শিল্পের স্বার্থের প্রতি দেশের রাজশক্তির বিরুদ্ধাচরণের আতিশয্য দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি।

বর্ত্তমান যুদ্ধের আমলে ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে ভারত সরকারের কার্য্যনীতিকে তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে —(১) যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারত সরকার কর্ত্তৃক জাহাজ খাস করার নীতি (২) হজযাত্রী বহন সম্পর্কিত নীতি এবং (৩) ভারতীয় জাহাজ শিল্পকে সাহায্য দানের নীতি। এই তিনটী ব্যাপারের মধ্যে জাহাজ খাস করার নীতি সম্বন্ধেই প্রথমে আলোচনা করা যাইতেছে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার কয়েক মাস পরে গত ১৯৪০ সালের জুন মাসে ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব কর্ত্তৃক সিমলাতে ভারতীয় উপকূল বাণিজ্যে রত দেশী বিদেশী সমস্ত জাহাজ কোম্পানীর পরিচালকগণকে লইয়া একটী বৈঠক আহূত হয়। এই বৈঠকে সরকারী প্রয়োজনে জাহাজ খাস করার প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে ভারতীয় জাহাজ কোম্পানী-সমূহের পক্ষ হইতে এরূপ বলা হয় যে, বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট বৃটীশ জাহাজ কোম্পানীসমূহের সমস্ত জাহাজ খাস করিয়া লইলেও এখনও সমস্ত জাহাজ সরকারী প্রয়োজনে নিয়োজিত হয় নাই এবং অনেক জাহাজ এখনও ভারতীয় উপকূল বাণিজ্যে রত রহিয়াছে। কাজেই যতদিন পর্য্যন্ত সমস্ত বৃটীশ জাহাজ সরকারী প্রয়োজনে নিয়োজিত না হয় ততদিন যেন ভারতীয় জাহাজ খাস করিয়া ভারতীয় উপকূল বাণিজ্যে ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীসমূহের যে নগণ্য অংশ রহিয়াছে তাহাতে হস্তক্ষেপ করা না হয়। কিন্তু বৃটীশ জাহাজ কোম্পানী-সমূহ বৈঠকে এরূপ দাবী করেন যে, ভারতীয় জাহাজ সমূহকেও সরকারী প্রয়োজনে খাস করিয়া লইতে হইবে। ফলে বৈঠকে স্থির হয় যে, বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হইলে গবর্ণমেণ্ট দেশী বিদেশী সমস্ত জাহাজ কোম্পানীর নিকট হইতেই ২।১টী করিয়া জাহাজ গ্রহণ করিবেন। কিন্তু জুলাই মাস হইতে গবর্ণমেণ্ট সিন্ধিয়া জাহাজ কোম্পানীর একটীর পর আর একটী জাহাজ খাস করিতে আরম্ভ করেন এবং বর্ত্তমানে ২।১টীর পরিবর্ত্তে উহাদের জাহাজ বহরের অধিকাংশই সরকারী প্রয়োজনে নিয়োজিত হইয়াছে। এই বিষয়ে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব উহার নিম্নলিখিতরূপ ৩টী কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা— (১) ভারতীয় সামরিক প্রয়োজনে ভারতীয় জাহাজ নিয়োজিত করাই ন্যায়সঙ্গত, (২) সামরিক প্রয়োজনে বিশেষ ধরণের এবং বিশেষ বিশেষ স্থানে অবস্থিত জাহাজ খাস করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে বলিয়াই ভারতীয় জাহাজ গ্রহণ করা হইতেছে, (৩) বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে জাহাজী ব্যবসায়ের উপর যে দায়িত্ব পড়িয়াছে, তাহা বৃটীশ ও ভারতীয় জাহাজ কোম্পানী-সমূহ সমভাবে বহন করুক—উহাই গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়। বাণিজ্য সচিবের এই তিনটী যুক্তিই দোষাবহ। যেখানে বৃটীশ কোম্পানীসমূহের জাহাজসমূহ ভারতীয় উপকূল বাণিজ্যে এক প্রকার একচেটিয়া অধিকার ভোগ করিতেছে সেখানে উহাদিগকে এই বাণিজ্য চালাইয়া লাভবান হওয়ার সুযোগ দেওয়া হইতেছে এবং উহাতে ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীসমূহের যে সামান্য অংশ রহিয়াছে উহাদের জাহাজসমূহ খাস করিয়া উহা হইতেও তাহাদিগকে বঞ্চিত করা হইতেছে। যে ভারতসরকার কোন দিন ভারতীয় জাহাজী ব্যবসাকে কোনওরূপে সাহায্য করেন নাই এবং যাহারা বরাবর বৃটীশ জাহাজ কোম্পানীকে পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া আসিয়াছেন, তাহারা আজ বিপদের সময়ে ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীগুলিকে উহার দায়িত্ব ঘাড়ে লইবার জন্য বাধ্য করিতেছেন। উহাতে মনে হয় যে, শান্তির সময়ে বৃটিশ জাহাজ কোম্পানী গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য ভোগ করিবে—আর বিপদের সময়ে ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীসমূহ উহা ঘাড়ে লইয়া বৃটীশ জাহাজ কোম্পানীগুলিকে ভারতীয় উপকূল বাণিজ্যে অবাধ অধিকার গ্রহণ করিয়া লাভবান হইবার সুযোগ দিবে—উহাই ভারতসরকারের অবলম্বিত কার্য্যনীতি। বাণিজ্য সচিব ভারতীয় জাহাজ খাস করিবার হেতু হিসাবে উহার বিশেষ ধরণের গড়ন বা বিশেষ স্থানে অবস্থানের যে কথা বলিয়াছেন, তাহাও বাজে অজুহাত মাত্র। কারণ কোন কোন ক্ষেত্রে এরূপ দেখা গিয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় জাহাজ খাস করিয়া লইয়া তাহা অনেক দিন পর্য্যন্ত কাজে লাগান নাই বা লাগাইতে পারেন নাই। এই ব্যাপারে আরও একটী উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে যে, ভারত-বর্ষের উপকূল ভাগ পাহারা দিবার জন্য বৃটিশ জাহাজ কোম্পানীর যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে, তাহার বদলে এই সমস্ত জাহাজ কোম্পানীকে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট অন্য জাহাজ দিয়া সাহায্য করিতেছেন। কিন্তু ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীর নিকট হইতে যে সমস্ত ছোট জাহাজ গ্রহণ করা হইতেছে তাহার বদলে ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীগুলিকে অন্য জাহাজ দিয়া সাহায্য করিবার মত ইচ্ছা বা সামর্থ্য ভারতসরকারের কিছুই নাই। মোটের উপর যুদ্ধের সুযোগে ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীসমূহ ভারতীয় উপকূল বাণিজ্যের অধিকতর অংশ যাহাতে গ্রহণ করিতে না পারে এবং এই সুযোগে বৃটীশ জাহাজ কোম্পানীসমূহ যাহাতে উহার আরও অধিকতর অংশ আয়ত্তের মধ্যে আনিতে পারে জাহাজের ব্যাপারে বৃটীশ ও ভারতসরকারের সম্মিলিত কার্য্যনীতির তাহাই উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়।

হজযাত্রী বহনের ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যনীতি আরও অধিকতর পক্ষপাতদুষ্ট। গত ১৯২৮ সালের শেষ ভাগে সিন্ধিয়া জাহাজ কোম্পানী যখন হজযাত্রী বহনের ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করে সেই সময়ে মোগল লাইন নামক বৃটিশ জাহাজ কোম্পানীর পরিচালকগণ হজযাত্রীর ভাড়ার হার কমাইয়া দিয়া সিন্ধিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার চেষ্টা করে। অবশেষে অনেক বাদবিতর্কের ফলে এরূপ স্থির হয় যে, মোগল লাইন বোম্বাই হইতে জেড্ডা পর্য্যন্ত যাতায়াতের ভাড়া ১২১৲ টাকার কমে নির্দ্ধারিত করিবে না।

সিন্ধিয়াও এই ব্যবস্থায় রাজী হয় এবং তখন মোগল লাইনের পরিচালকগণ ঘোষণা করেন যে সিন্ধিয়া কোম্পানী যদি প্রতিযোগিতা হইতে সরিয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলেও তাঁহারা হজ্বযাত্রীর ভাড়া বৰ্দ্ধিত করিবেন না। এই ভাবে ১৯৩৮-৩৯ সাল অতিবাহিত হয়। ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতসরকার এরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, মোট হজযাত্রীর শতকরা ২৫ ভাগ সিন্ধিয়া কোম্পানী এবং শতকরা ৭৫ ভাগ মোগল লাইনের জাহাজসমূহ বহন করিবে। এই প্রকার অবিচার-মূলক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ঐ বৎসর সিন্ধিয়া কোম্পানী হজযাত্রী বহনের ব্যবসায় হইতে সরিয়া দাঁড়ায়। ঐ সময়ে যুদ্ধের জন্য জাহাজ পরিচালনার ব্যয় বৃদ্ধিহেতু যাত্রীর ভাড়া বৃদ্ধি করা প্রয়োজনীয় কি না তৎসম্বন্ধে ভারতসরকার তো কোন উৎসাহ প্রদর্শন করেনই নাই—বরং উঁহারা দেশবাসীকে এরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, মোগল লাইনের তুলনায় সিন্ধিয়া কোম্পানী অধিকতর হারে ভাড়া নির্দ্ধারিত করিবার জন্য দাবী করিয়া একটা মস্তবড় অন্যায় করিতেছে। কিন্তু ১৯৪০-৪১ সালে গবর্ণমেণ্টের এই নীতি সম্পূর্ণভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এই বৎসরে মোগল লাইন হজযাত্রীদের ভাড়া ১২১৲ টাকার স্থলে ১৯৫৲ টাকায় নির্দ্ধারিত করাতে গবর্ণমেণ্ট বিন্দুমাত্র আপত্তি করিলেন না। অধিকন্তু প্রত্যেক যাত্রীর জন্য জাহাজ কোম্পানীকে জেড্ডা বন্দরে যে টাকা দিতে হয় তাহা হইতে তাহারা ৭৸৶০ করিয়া কমাইয়া দিলেন। তদুপরি যুদ্ধজনিত অতিরিক্ত ব্যয় হেতু উঁহারা মোগল লাইনকে প্রত্যেক যাত্রীর জন্য ৮৮৲ টাকা হিসাবে প্রদান করিয়া মোটমাট ৪॥ লক্ষ টাকার দায়িত্ব মাথা পাতিয়া লইলেন। অবশ্য এই ৪॥ লক্ষ টাকার মধ্যে ভারত সরকার ১॥ লক্ষ টাকা এবং বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ৩ লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন স্থির হইল। যাহা হউক মোটের উপর এই দাঁড়াইল যে, ১৯৩৮-৩৯ সালে যে স্থলে মোগল লাইন সিন্ধিয়াকে জব্দ করিবার জন্য ১২১৲ টাকা অপেক্ষাও নিম্ন হারে যাত্রীর ভাড়া নির্দ্ধারণে বদ্ধপরিকর ছিল, সেই স্থলে ১৯৪০-৪১ সালে উঁহাদিগকে প্রত্যেক যাত্রীর জন্য ২৯০৸৶০ টাকা করিয়া উপঢৌকন দিবার ব্যবস্থা হইল। উহার কারণ এই যে, উক্ত বৎসরে সিন্ধিয়াকে মোট যাত্রীর কত অংশ বহন করিতে দেওয়া হইবে এবং যাত্রীর ভাড়া কি হারে নির্দ্ধারিত করা হইবে তৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট কোন আশাভরসা না দিবার ফলে সিন্ধিয়া এই ব্যবসা হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই বৎসর মোগল লাইনকে কেবল যে যাত্রীভাড়ার দিক দিয়াই লাভবান করা হইয়াছে এরূপ নহে—উঁহাদিগকে এই বৎসরে মালের ভাড়া বৃদ্ধি করিবার সুযোগ দিয়াও লাভের অধিকতর সুযোগ দেওয়া হইয়াছে।

এই গেল ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায়ের স্বার্থের প্রতি ভারত সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির কথা। ভারতীয় জাহাজ শিল্প সম্বন্ধেও ভারত সরকারের নীতি অনুরূপ নিন্দনীয়। বর্ত্তমান সময়ে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট জাহাজের অভাবে চূড়ান্তরূপ বিব্রত রহিয়াছেন। কেননা একদিকে উঁহাদের অনেক জাহাজ ডুবিয়া যাইতেছে এবং অন্য দিকে অধিকতর দূরবর্ত্তী স্থান হইতে মালপত্র আমদানী ও রক্ষী-জাহাজ বেষ্টিত অবস্থায় জাহাজ পরিচালনা অপরিহার্য্য হওয়াতে পূর্ব্বের তুলনায় উঁহাদের অনেক বেশী জাহাজের প্রয়োজন হইয়াছে। এই প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট নিজেদের জাহাজের কারখানায় দিবারাত্র কাজ চালাইয়া জাহাজ নির্ম্মাণ করিতেছেন এবং সাম্রাজ্য-ভুক্ত বিভিন্ন দেশ ও আমেরিকার যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশ হইতে জাহাজ সংগ্রহের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষে জাহাজ প্রস্তুতের সুযোগ সুবিধা থাকা সত্বেও এবং সিন্ধিয়া এই দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকিলেও গত নবেম্বর মাসে ভারত সরকারের তরফ হইতে একথা ঘোষণা করা হইয়াছে যে, যুদ্ধকালীন অবস্থার দরুণ ভারতবর্ষে জাহাজ প্রস্তুতের কারখানা স্থাপনে উৎসাহ দান ভারত সরকারের অভিপ্রেত নহে। উহা হইতে একথা মনে করা অন্যায় হইবে না যে, বৃটীশ জাহাজ শিল্পের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কাতেই ভারত সরকার দেশীয় জাহাজ-শিল্পকে কোন সাহায্য করিতেছেন না।

গত আগষ্ট মাসে বড়লাট এবং ভারতসচিব একথা ঘোষণা করিয়াছেন যে, যুদ্ধ শেষ হইবার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভারতবর্ষকে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার আইন অনুযায়ী ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন দেওয়া হইবে। এই ধরণের স্বায়ত্ত শাসনের অর্থ ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির জন্য সরকারী রাজস্ব ব্যয়ে ভারতবাসীকে পূর্ণ অধিকার দান। কিন্তু যাহারা দেশবাসীকে আগামী ৪।৫ বৎসরের মধ্যে এই অধিকার দানের প্রতিশ্রুতি দিতেছেন, তাহারাই আজ চূড়ান্তরূপে বিপদের মধ্যে পড়িয়াও ভারতবর্ষের একটী মৌলিক শিল্পের অগ্রগতিতে সর্ব্ব-প্রকার বাধা দিতেছেন। উহা হইতে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, ভারতবাসীকে সত্যসত্যই কোন অধিকার দেওয়া বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নহে এবং বর্ত্তমানে যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের কথা বলা হইতেছে, তাহা একটা স্তোকবাক্য মাত্র।

(বাঙ্গলার তাঁতশিল্প)

সব অঞ্চলের মধ্যে অনেক অঞ্চলে গেঞ্জি, মোজা ইত্যাদির জন্যও বহুল পরিমাণে সূতা বিক্রয় হয়। এই সব অঞ্চলে অনায়াসে এক বা একাধিক স্পিনিং মিল স্থাপিত হইতে পারে এবং তজ্জন্য ৫।৬ লক্ষ টাকা মূলধনই যথেষ্ট। আশা করা যায় যে, শ্রীযুক্ত ঘোষের প্রস্তাবে এই দিকে বাঙ্গলার শিল্পোদ্যোগীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে।

বাঙ্গলার তাঁতিগণ যে বর্ত্তমানে আধুনিক ধরণের তাঁত ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে পারে না এবং উঁহাদিগকে যে মহাজনের মারফতে উৎপন্ন তাঁতবস্ত্র বিক্রয় করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, তজ্জন্য উঁহাদের আর্থিক দুরবস্থাই দায়ী। এই অবস্থার প্রতি-কারের জন্য শ্রীযুক্ত ঘোষ বাঙ্গলা সরকারকে একটী কুটীর শিল্প বোর্ড গঠন করিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছেন। উক্ত বোর্ড একটী লিমিটেড কোম্পানীর মারফতে বাঙ্গলার সর্ব্বত্র উন্নততর ধরণের তাঁতবস্ত্র, প্রস্তুত ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন এবং দেশের যে সব অঞ্চলে অধিক সংখ্যক তাঁতী রহিয়াছে সেখানে স্পিনিং মিল স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিবেন। অধিকন্তু তাঁতিগণকে উন্নততর ধরণের যন্ত্রপাতি সরবরাহ, উন্নততর বস্ত্র প্রস্তুত সম্বন্ধে শিক্ষাদান এবং প্রচারকার্য্যও এই বোর্ডের অন্যতম কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। এই সব ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের যতটা অর্থসাহায্য করা প্রয়োজন তাঁহাদিগকে ততটা সাহায্য করিতে হইবে—তবে তাঁতিগণকে ভিক্ষাদান নহে—উঁহাদিগকে আত্মনির্ভরশীল করাই এই অর্থসাহায্যের মূল উদ্দেশ্য হইবে। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত ঘোষ বিশেষভাবে তাঁতীদের জন্য গঠিত সমবায় সমিতির কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্য এই সম্পর্কে তাঁহার প্রস্তাব যে, তাঁতীদের জন্য পরিকল্পিত সমবায় সমিতিগুলি বাঙ্গলা সরকারের সমবায় সমিতির অধীন না হইয়া শিল্পবিভাগের দ্বারা পরিচালিত হইবে।

শ্রীযুক্ত ঘোষের পুস্তকে বাঙ্গলার তাঁতশিল্প সম্বন্ধে তথ্যের যে অফুরন্ত ভাণ্ডার রহিয়াছে এবং এই শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য তিনি যে সমস্ত মৌলিক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার খুব সামান্যই পরিচয় দেওয়া হইল। সংবাদপত্রের ক্ষুদ্র কলেবরে উহার পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর নহে। তজ্জন্য বাঙ্গলার তাঁতশিল্প সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই পুস্তকখানা মনোযোগের সহিত পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁতশিল্প সম্বন্ধে এরূপ তথ্যবহুল ও নির্ভরযোগ্য পুস্তক আর নাই—একথা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।

বীমা প্রসঙ্গ

গত সপ্তাহের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইতেছে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে বীমা আইন সংশোধনের খসড়ার আলোচনা ও তাহা গ্রহণ। সিলেক্ট কমিটি যাহা পাশ করিয়াছিলেন মোটামুটি তাহাই কেন্দ্রীয় পরিষদেও গৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মিঃ নৌম্যান ও শ্রীযুক্ত অখিল চন্দ্র দত্ত এবং ডাঃ প্রমথনাথ ব্যানার্জ্জী খসড়ার কয়েকটি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করেন এবং প্রথমোক্ত দুইজন এই খসড়াকে বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখিবার জন্য আরও সময় চাহেন। কিন্তু ভোটাধিক্যে খসড়া আলোচনা করাই স্থিরীকৃত হয় এবং বাণিজ্য সচিব স্যর্ রামস্বামী মুদালিয়ার প্রথমে রি-নিউয়্যাল ফি সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করেন। এই ফি'এর হার সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই সবিশেষ সংবাদ পাঠকবর্গকে জানাইয়াছি। সুতরাং তাহার এ স্থলে পুনরুক্তির আবশ্যক নাই।

*　　*　　*

শ্রীযুক্ত অখিল চন্দ্র দত্ত নবপ্রতিষ্ঠিত বীমা কোম্পানীসমূহের উপর অত্যধিক ফি চাপান হইতেছে বলিয়া প্রতিবাদ করেন। তিনি এই মর্ম্মে একটি সংশোধক প্রস্তাব আনয়ন করেন এবং এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে ডাঃ প্রমথ বন্দোপাধ্যায়, ডাঃ ডি' সুজা ও মিঃ আণে বক্তৃতা করেন। তাঁহারা বলেন যে, এই ফি প্রকৃতপক্ষে নূতন এক ট্যাক্স হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহারা এ আশঙ্কাও প্রকাশ করেন যে, এই ফি'এর চাপে অনেক ছোট কোম্পানী মারা যাইতে পারে এবং যেহেতু সরকারী বীমা-বিভাগকে বড় বড় কোম্পানীর চাঁদার উপরেই নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে, সেই হেতু ঐ সকল কোম্পানী বীমা-বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করিতে সক্ষম হইবে।

বাণিজ্য সচিব এই সকল আশঙ্কা যে অমূলক তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য বলেন যে, ৫০০৲ করিয়া চাঁদা অধুনা-প্রতিষ্ঠিত কোন কোম্পানীকে দিতে হইবে না; মাত্র যে সকল কোম্পানী এই নিয়ম গৃহীত হইবার পরে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহাদিগকেই ঐ চাঁদা দিতে হইবে। সুতরাং এই নিয়মের জন্য বর্ত্তমানের কোন কোম্পানীর ক্ষতি হইবে না।

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বাণিজ্য-সচিব আরও বলেন যে, বীমা বিভাগের ব্যয়-সঙ্কুলনার্থেই এই সকল চাঁদা ধরা হইতেছে, সুতরাং খরচের টাকা অনুযায়ী চাঁদার হার ধার্য্য করা হইবে। সেই জন্য আশা করা যাইতে পারে যে, যখন আইনানুযায়ী নূতন নিয়ম গঠন করা হইবে তখন তাহাতে এই সকল চাঁদার হার কমাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া তিনি বলেন যে, খসড়া অনুযায়ী চাঁদা তুলিবার অধিকার তাঁহাকে না দেওয়া হইলে তিনি বীমা বিভাগের দায়িত্ব বহন করিতে সক্ষম হইবেন না।

বীমা-সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের ক্ষমতার মাত্রা বাঁধিয়া দেওয়া খুবই প্রয়োজনীয়—এই মর্ম্মে শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় এবং ডাঃ ব্যানার্জ্জী একটি সংশোধক প্রস্তাব আনয়ন করেন। তাঁহারা বলেন যে, আইনানুযায়ী চাঁদা দিতে পারিলেই কোম্পানীর সার্টিফিকেট রি-নিউ করিয়া দেওয়া হইবে—এই ভাবেই আইন হওয়া উচিত। বাণিজ্যসচিব ঐ মর্ম্মে এক সংশোধন-প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

বীমা আইনের ২৭নং ধারা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় এবং আমরা কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই ধারার যে গলদের কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম, তাহার সম্পর্কে ডাঃ ডি 'সুজা, মিঃ ব্যানার্জ্জী ও শ্রীযুক্ত অখিল চন্দ্র দত্ত বক্তৃতা করেন। তাঁহারা আমাদের মন্তব্য অনুযায়ী অভিমত প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে বাণিজ্যসচিব বলেন যে, গভর্ণমেণ্ট সরকারী আইনজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ীই এই ধারার ব্যাখ্যা করিতেছেন। যদি কেহ উহা অন্যায় বলিয়া মনে করেন, তবে তাহার সম্বন্ধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে হইলে হাইকোর্টে একটি পরীক্ষাসূচক মামলা আনয়ন করাই সঙ্গত। এইরূপ মামলার ব্যয় কে বহন করিবে, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, খরচ যদি খুব বেশী না হয়, তাহা হইলে তিনি এই সম্পর্কে ভাবিয়া দেখিবেন।

সর্ব্বশেষে বীমাকর্ম্মীর লাইসেন্স ফি ১৲ স্থলে ৩৲ করার বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতার উত্তরে বাণিজ্যসচিব বলেন যে, এই ফি'এর হার বৃদ্ধিতে কোন বীমা-কর্ম্মীর অসুবিধা হইবে, এইরূপ বলা যুক্তিসঙ্গত হইবে না। কারণ, তাঁহার মতে বীমাকর্ম্মীর অবস্থা একজন মোটর-চালকের অবস্থার মত খারাপ নহে। তিনি আরও বলেন যে, গভর্ণমেণ্ট বীমাকর্ম্মিদের নিকট হইতে বর্দ্ধিত হারে চাঁদা লইয়া লাভ করিতে চাহেন না। তাঁহার ধারণা যে, পুরা ৩৲ চাঁদা না লইয়াও বীমা-বিভাগের সমস্ত খরচ সঙ্কুলান করা যাইতে পারে। সে ক্ষেত্রে ইহা সম্ভব যে, ৩৲ করিয়া চাঁদা নাও চাওয়া যাইতে পারে।

ইহার পরে, ৪৫নং ধারা লইয়া আলোচনা হয়। গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাব ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবের কথা আমরা পূর্ব্বেই পাঠকবর্গকে জানাইয়াছি।

*　　*　　*

উপরে আমরা কেন্দ্রীয় পরিষদের আলোচনার সারাংশ প্রকাশ করিলাম। এই সম্পর্কে তিনটী বিষয় উল্লেখযোগ্য: প্রথম, চাঁদার হার ও বীমাকর্ম্মীর লাইসেন্স-ফি যে ভাবে ধার্য্য করা হইয়াছে, তাহাই চূড়ান্ত নহে; পরন্তু তাহা কমিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। দ্বিতীয়: বীমাকর্ম্মিদের সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের মনোভাব প্রশংসনীয় নহে। কারণ বীমাকর্ম্মীর সহিত তুলনা কবিবার জন্য মোটর চালকের অপেক্ষা কোন পদস্থ ব্যক্তির কথা বাণিজ্যসচিবের মনে আসে নাই। তৃতীয়, জনসাধারণের দুই দিক দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে।

বীমাকর্ম্মিদের লাইসেন্স-ফি বাড়াইলে কি ক্ষতি হইবে, তাহা একাধিক-বার আমরা আলোচনা করিয়াছি; তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সাধারণ কোন বীমা-কর্ম্মীর আর্থিক অবস্থা মোটর চালকের অবস্থার অপেক্ষা অনেক স্থলেই নিকৃষ্ট।

যদি সাধারণ রাজস্ব বিভাগ হইতে প্রস্তাবিত দেড় লক্ষ টাকা চাঁদা বীমা-বিভাগকে দেওয়া হয়, তাহা হইলে শেষপক্ষে জনসাধারণকেই তাহার ভার বহন করিতে হইবে এবং অন্যদিকে, যদি বীমা কোম্পানীর উপর চাপ ক্রমশঃ বাড়ান হয় এবং তজ্জন্য কোম্পানীর যদি আর্থিক অসাচ্ছল্য বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে তাহার ফলে বীমাকারিগণকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। উহার চূড়ান্ত পরিণতি জনসাধারণের ক্ষতি।

*　　*　　*

সম্প্রতি, ভারতীয় বীমা-সংসদের সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় ভারতবর্ষে বিমানাক্রমণজনিত ব্যক্তিগত কোন ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্যে বীমাপ্রণালী প্রবর্ত্তনের আবশ্যকীয়তা সম্বন্ধে ভারত সরকারের নিকট এক আবেদন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার এই সময়োচিত প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ জানাইতেছি। ঐরূপ বীমা প্রণালীর প্রচলন যে অত্যন্তই প্রয়োজনীয়, সে বিষয়ে কাহারও ভিন্নমত থাকিতে পারে না। ইংলণ্ডে বর্ত্তমানে যুদ্ধের ভয়াবহ ক্ষতিকে যতদূর সম্ভব সহনীয় করিবাব জন্য বীমার উত্তরোত্তর বিস্তৃত প্রয়োগ চলিতেছে এবং তাহার সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ আমরা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। সুতরাং আমাদের দেশেও বিমানাক্রমণ সম্পর্কে যখন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হইতেছে তখন এই দিক দিয়াও যে শ্রীযুক্ত রায়ের প্রস্তাবমত কিছু কার্য্য হওয়া প্রয়োজন, তাহা বলা বাহুল্য।

*　　*　　*

লাইট অব এশিয়া ইন্সিওর্যান্স কোং লিঃ-এর পুনর্গঠন উদ্দেশ্যে সম্প্রতি পাওনাদারদের এক সভায় এক প্রস্তাব আলোচিত হইয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। তাহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নোক্ত মর্ম্মে একটি সর্ত্ত আছে বলিয়া প্রকাশ—

মিঃ হাম্‌ফ্রের ভ্যালুয়েশন অনুযায়ী কোম্পানীর উপর বীমাপত্রের অঙ্গীকৃত ও অন্যান্য দাবী ৩৭½% হিসাবে কমাইয়া দেওয়া হইবে। যদি কোন বীমাকারী পুনর্গঠনের পর ৩ বৎসরের মধ্যে বীমা বাতিল করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহার বীমার দাবী আরও ১২½% করিয়া কম হইয়া যাইবে।

পুনর্গঠন করিতে হইলে দাবীর পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া প্রয়োজনীয় হয় একথা সত্য কিন্তু দাবী হ্রাসের প্রস্তাবিত হার বেশী বলিয়া মনে হইতেছে। বিশেষ করিয়া শেষোক্ত সর্ত্ত যদি গৃহীত হয়, তাহা হইলে বীমাকারীদের উপর অবিচার করা হয়, সন্দেহ নাই।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

বিভিন্ন দেশের শর্করা উৎপাদন

১৯৩৯-৪০ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মোট ৩ কোটী ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার টন শর্করা উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে ১ কোটী ৯২ লক্ষ ৪ হাজার টন আঁখের চিনি এবং ১ কোটী ১১ লক্ষ ২৯ হাজার টন বিট্ চিনি। ১৯৩৮-৩৯ সালে সমগ্র পৃথিবীতে মোট ২ কোটী ৮৬ লক্ষ ৫২ হাজার টন চিনি উৎপাদিত হয়। তন্মধ্যে ইক্ষুচিনির ও বিট্ চিনির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১ কোটী ৮৪ লক্ষ ৩৩ হাজার টন এবং ১ কোটী ২ লক্ষ ১৯ হাজার টন। আলোচ্য বৎসরে পূর্ব্ববৎসরের তুলনায় আঁখের চিনি এবং বিট্ চিনি—উভয় শ্রেণীর উৎপাদনই বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ইক্ষু অপেক্ষা বিট্ চিনির উৎপাদন বৃদ্ধির হার বেশী হইয়াছে।

মাদ্রাজে বিক্রয়কর

মাদ্রাজে বিক্রয়কর আইন প্রবর্ত্তনের পর ১৯৪০ সালের ১লা এপ্রিল পর্য্যন্ত ছয় মাসের যে সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ, প্রথমাবস্থায় ব্যবসায়িগণের পক্ষ হইতে উক্ত আইনের প্রতিকূলতা হইয়াছে বটে, কিন্তু কালক্রমে এই আইন সম্পর্কে তীব্র বিরোধীতার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। রিপোর্টে প্রকাশ, বিক্রয়কর আইন কার্য্যকরী করার পক্ষেও মাদ্রাজ সরকার বিশেষ অসুবিধা উপলব্ধি করেন নাই; কারণ অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবসায়িগণ খরিদ্দারের নিকট হইতে এই করের সমপরিমাণ অর্থ আদায় করিয়া নিতে সক্ষম হইয়াছেন।

১৯৪১-৪২ সালে রেলওয়ে বোর্ডের কয়লা ক্রয়

১৯৪১-৪২ সালে সরকারী রেলপথসমূহে কয়লা সরবরাহের জন্য যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল, কয়েকদিন পূর্ব্বে তাহার ফলাফল প্রকাশিত হইয়াছে। ১২৬ রকমের কয়লার টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে। গৃহীত সর্ব্বোচ্চ এবং সর্ব্বনিম্ন দর যথাক্রমে ৯৷৷০ আনা এবং ২৷৶০ আনা। টেণ্ডার গৃহীত কয়লার গড়পরতা মূল্য ২৬/৩২ পাই। সর্ব্বশুদ্ধ ২৭ লক্ষ ৪৫ হাজার ৬০ টন কয়লার টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছে।

নুতন ধরণের বোমারু বিমানপোত

সম্প্রতি আমেরিকায় এক শ্রেণীর বিশালকায় সামরিক বিমানপোত নির্ম্মিত হইয়াছে। এই বিমানপোতে ২ হাজার ২০০ অশ্বশক্তিসম্পন্ন ইঞ্জিন আছে। উহার গতি ঘণ্টায় ১৮০ মাইল। উহাতে ১০ হাজার গ্যালন জ্বালানী দ্রব্য রাখিবার ও উহাতে ১০ জন লোকের থাকিবার ব্যবস্থা আছে। কেবল সৈন্য বহনের কাজে নিয়োজিত হইলে উহা ১২৫ জন সৈন্য লইয়া চলাচল করিতে পারিবে। এই বিমানপোতটি একবারও না থামিয়া আটল্যাণ্টিক পার হইতে ও ১৮ টন পরিমিত বোমাবর্ষণ করিয়া চলন্ত অবস্থায় আমেরিকার ঘাটিতে ফিরিয়া যাইতে পারিবে। শীঘ্রই আটল্যাণ্টিকের উপর দিয়া এই বিমানপোতের পরীক্ষামূলক অভিযান সুরু হইবে।

কৃষি বিষয়ক সম্মেলন

আগামী ১২ই এপ্রিল লাহোরে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব এগ্রিকালচারেল

ইকনমিকস্এর দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। স্যার টি বিজয়-রাঘবাচারিয়া এই সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

বোম্বাইএ যুদ্ধজনিত ভাতা

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট অল্পবেতনভুক্ত সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে যুদ্ধজনিত মাগ্‌গী ভাতা দিবার পরিকল্পনা মঞ্জুর করিয়াছেন। বোম্বাই সহরের যে সকল সরকারী কর্ম্মচারীর বেতন মাসিক ৪০৲ টাকার নীচে তাহাদিগকে প্রতি মাসে ২৲ টাকা এবং মফঃস্বলের যে সকল কর্ম্মচারীর বেতন মাসিক ৩০৲ টাকার নীচে তাহাদিগকেও মাসিক ঐ হারে মাগ্‌গী ভাতা দেওয়া হইবে। বোম্বাই সহরে জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যয় পূর্ব্ববর্ত্তী তিন মাসের গড়পড়তা হিসাবে যে মাসে শতকরা এক শত টাকার মাপকাঠিতে ১১৭৲ টাকা কিংবা তাহার অধিক প্রতিপন্ন হইবে সেই মাসেই উপরোক্ত হারে মাগ্‌গী ভাতা দেওয়া হইবে। যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বে যে হার বজায় ছিল, উপরোক্ত পরিমাণ তাহা অপেক্ষা শতকরা ১২॥০ বেশী। মাগ্‌গী ভাতা প্রবর্ত্তনের পর যদি কোন এক মাসে উপরোক্ত ১১৭ মানের নিম্নে দাঁড়ায় তাহা হইলে উহা দেওয়া হইবে; তবে পরবর্ত্তী তিন মাসের গড়পড়তা হিসাবে যদি জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যয় ১১৭ মানের নিম্নে দাঁড়ায়, তাহা হইলে এইরূপ ভাতা দেওয়া চতুর্থ মাস হইতেই বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

মশারীর চাহিদা বৃদ্ধি

বাঙ্গলা কেন্দ্রের কণ্ট্রোলার অব সাপ্লাইএর এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, বর্ত্তমানে ভারতে যে পরিমাণ মশারী প্রস্তুত হইতেছে, সামরিক বিভাগের মশারীর প্রয়োজন সে তুলনায় খুবই বেশী। এমতাবস্থায় মশারী প্রস্তুত কার্য্যের সম্প্রসারণের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে এবং তৎসম্পর্কে কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যকীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গলা দেশে মশারী প্রস্তুতকার্য্য সম্প্রসারণের সম্ভাবনা এবং এই শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে পর্য্যালোচনা করিবার জন্য গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী উক্ত কণ্ট্রোলারের কলিকাতা ৬নং এসপ্লানেড ইষ্টস্থিত অফিসে এক সভা হইয়া গিয়াছে।

ভারতে ভেষজ দ্রব্য

সরকারী মিউজিয়ামের ভারপ্রাপ্ত অফিসার মিঃ এস, এন বল সম্প্রতি এক বক্তৃতায় ভারতের ভেষজ পদার্থের প্রাচুর্য্যের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, যে সকল গাছগাছড়া হইতে ঔষধ প্রস্তুত হয় কার্য্যতঃ তাহার সবগুলিই ভারতবর্ষে অত্যধিক পরিমাণে জন্মে। উহার অনেকগুলি গাছগাছড়া 'বৃটিশ ফার্ম্মাসিউটিক্যাল' বোর্ড কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। অতীতে ভারতবর্ষ হইতে ২৮ লক্ষ টাকা মূল্যের ঔষধ ও ভেষজ রপ্তানি হইত। সেস্থলে একমাত্র গত ১৯৩৭-৩৮ সালেই ভারতবর্ষে ২॥০ কোটি টাকা মূল্যের ঔষধ আমদানী হইয়াছে।

বাংলার কাগজ-শিল্প

বাঙ্গলায় হাতে তৈয়ারী কাগজ বিক্রয়ের কিরূপ সুযোগ সম্ভাবনা রহিয়াছে তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য বাংলা সরকার একটী ত্রৈ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। প্রথম বৎসর কাগজ নির্ম্মাণ প্রণালী ও কাগজের বিক্রয়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসর প্রথম বৎসরের ব্যবসায়ের ফলাফল পরীক্ষা করিবার জন্য ব্যয়িত হইবে। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে প্রায় ৯০০০৲ হাজার টাকা খরচ পড়িবে।

কোন সময়ে বাংলা দেশে হাতে তৈয়ারী কাগজ খুব চলিত এবং ইহার দ্বারা অনেক লোক জীবিকার্জ্জন করিত। কলের কাগজের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্প নষ্ট হইতে থাকে। বাংলা সরকারের শিল্প বিভাগ এই বিষয় অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, এই শিল্পকে পুনরুদ্ধার করা যায়।

বাংলায় পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ

বাংলা সরকার এক বিজ্ঞপ্তিতে সম্প্রতি তাহাদের পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধীয় কার্য্যাবলী বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য নিয়ন্ত্রণ ভারত সরকার ভারতরক্ষা বিধানানুযায়ী করিয়া থাকেন। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলি যে কয়টী নির্দ্দিষ্ট পণ্যমূল্য নিরূপণ করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত

হইয়াছেন, তাহার **একটী** তালিকা এই :—চাল, ডাল, ময়দা, গুড়, দুগ্ধ, ঘি, উদ্ভিজ্জ তৈল, লঙ্কা, হলুদ, পেঁয়াজ, লবণ, ধুতি, লুঙ্গি, শাড়ী কাপড়, ভারতীয় সূতায় নির্ম্মিত নির্দ্দিষ্ট মাপের থান, কেরোসিন তৈল, কয়লা, কাঠ কয়লা, জ্বালানী কাঠ, দিয়াশলাই, ঔষধ, কাপড় কাচা সাবান, খড়, ভুষি, খইল। ইহার মধ্যে বিশেষ করিয়া গম, ময়দা, আটা, সরিষার তৈল, ডাল, মসলা, দিয়াশলাই, নারিকেল তৈল, কেরোসিন, জার্ম্মানী, বিলাতী ও আমেরিকার ঔষধের সর্ব্বোচ্চ দাম নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

যুদ্ধের পূর্ব্বেকার ও পরে কয়েকটী প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য তুলনা করিয়া দেখান হইল :—

		১-৯-৩৯	১০-৩-৪১
চাউল	মণ প্রতি	৪।/০	৫।৶৬ পাই
ধান	"	২॥৵৯ পাই	৩৵৩ "
ডাল	"	৬৶০	৫/৬ "
সরিষার তৈল	সের প্রতি	।৶০	।৵৬ "
লবণ	"	/০	/৪॥ "
মসলা	"	।৵০	।/৬ "
গম	মণ প্রতি	৩।/০	৪৵ "
ময়দা	সের প্রতি	৵৩ পাই	৵৯ "
আঁটা	"	/৯ "	৵৩ "
চিনি (ভারতীয়)	"	।৬ "	।৩ "
নারিকেল তৈল	"	।৬ "	।/০
দিয়াশলাই (৪০ কাঠি)	প্রতি বাক্স	৩ "	৪॥ "
কেরোসিন তৈল		/০	৵৩ "

রাণীমার্কা টাকা

ভারত সরকার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে, যদিও ১৯৪১ সালের ৩১শে মার্চ্চের পর রাণীমার্কা টাকার চলতির মেয়াদ শেষ **হইবে—তবুও** ১৯৪১ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের ট্রেজারী অফিসে গবর্ণমেণ্টের দেনা পরিশোধ হিসাবে অথবা অন্যান্য ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এই টাকা পূর্ণ মূল্যে গৃহীত হইবে। পোষ্টাফিসেও রাণীমার্কা টাকা গৃহীত হইবে। ইহা ছাড়া যাহাতে সরকারী রেলওয়েসমূহে ভাড়া ও মাশুল বাদে ওই টাকা গৃহীত হয়, তাহার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। কিন্তু অন্য বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্য্যন্ত ১৯৪১ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বরের পরে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অফিস ছাড়া ইহা গৃহীত হইবে না।

কাটা অথবা ছেঁড়া এক টাকার নোট

ভারত সরকারের এক ইস্তাহারে প্রকাশ যে, কাটা ও ছেঁড়া এক টাকার নোট যদি এমনভাবে আংশিক নষ্ট হইয়া থাকে যে ইহাদের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহের কারণ নাই, তাহা হইলে ট্রেজারী অফিসসমূহে ও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চে এই সকল এক টাকার নোট ভাঙ্গান ও বদলান যাইবে। যে সকল কাটা ও ছেঁড়া এক টাকার নোটের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়, সেই সকল নোট বদলাইবার জন্য যথানিয়মে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে।

ভারতে ঘড়ি নির্ম্মাণের কারখানা

যুদ্ধের দরুণ ভারতবর্ষে অনেক নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠান হইয়াছে। ঘড়ি নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপন ইহার মধ্যে একটী। আমেরিকা, জাপান ও জার্ম্মানীই ঘড়ির ব্যবসা ইতিপূর্ব্বে করিয়া আসিতেছিল। সম্প্রতি দি ইণ্ডিয়ান ক্লক মেনুফ্যাক্চারিং কোং লিমিটেড নামে জামসেদপুরে একটী কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ইহার অনুমোদিত মূলধন পাঁচ লক্ষ টাকা। এই প্রতিষ্ঠানের সাজ সরঞ্জাম, কল কব্জা সকলই আধুনিক ধরণের। যাহাতে ঘড়ির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি ও অন্যান্য যাবতীয় আবশ্যকীয় মাল মসলা এই কারখানায় প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যে সকল ঘড়ি নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা আমেরিকার ঘড়ি হইতে কোন রকমেই নিকৃষ্ট নয়। মেট্রো পাবলিসিটী সেলস্ এণ্ড সার্ভিসেস লিমিটেড, ১০ নং ক্লাইভ রোডে এই ঘড়ি পাওয়া যায়।

বাংলার ধাতু শিল্প

আগামী বৎসর হইতে বাংলা সরকার সাবান প্রস্তুত প্রণালী এবং ধাতু শিল্প শিক্ষা দিবার জন্য কলিকাতায় একটা গবেষণাগার স্থাপন করিবার মনস্থ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা তিনবৎসরের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে গৃহীত হইবে এবং ইহাতে গবর্ণমেণ্টের ৭৩ হাজার ১৭০৲ খরচ পড়িবে।

যুদ্ধ-বীমার হার বৃদ্ধি

গত ১লা এপ্রিল হইতে তিন মাসের জন্য যুদ্ধ বীমার হার প্রতি এক শত টাকায় দুই পয়সা হইতে চার পয়সা পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দিয়া ভারত সরকার একটি ঘোষণা জারি করিয়াছেন।

বাংলা সরকার ও কুটীর শিল্প

প্রকাশ বাংলা সরকার শীঘ্রই কাঁসা-পিতলের জিনিষ ও তাঁতে প্রস্তুত বস্ত্রাদির প্রচলন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই প্রদেশের অভ্যন্তরে চারিটী বিক্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিবেন। এই সকল ব্যবস্থা কার্য্যকরী করার জন্য গবর্ণমেণ্ট চারিজন পরিদর্শক নিযুক্ত করিবেন। ইহা ছাড়া বিক্রয়কেন্দ্রসমূহের জন্য চারিজন ম্যানেজারও নিযুক্ত করা হইবে। আগামী বৎসর হইতে এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইবে ও ইহা চারি বৎসর বহাল থাকিবে। বাংলা দেশে কুটীর শিল্পের উন্নতিকল্পে বঙ্গীয় শিল্পতদন্ত কমিটী যে সুপারিশ করিয়াছেন, তদনুসারেই বাংলা সরকার উক্ত ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন।

ভারতে মোটর গাড়ীর কারখানা

ভারতবর্ষে মোটরগাড়ী নির্ম্মাণের একটী কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্যে বোম্বাইর কয়েকজন ব্যবসায়ী যে প্রয়াস করিয়াছেন, তাহা গত সপ্তাহের 'আর্থিক জগতের' সম্পাদকীয় মন্তব্যে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইতিমধ্যে উক্ত পরিকল্পনা সম্পর্কে আরও বিস্তৃত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকার সম্পাদক মিঃ কে, শ্রীনিবাসম এই কারখানার পরিচালক বোর্ডের অন্যতম সভ্য হইবেন। কোম্পানীর আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ হইবে ২ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ১ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা কারখানার বাড়ী-ঘর এবং যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ব্যয়িত হইবে। যুদ্ধের দরুণ পণ্যাদির যে মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার জন্যও অতিরিক্ত ২৫ লক্ষ টাকা ধরিয়া রাখা হইয়াছে।

সমরব্যয় সঙ্কুলানে ঋণ বনাম ট্যাক্স

সমরব্যয় সঙ্কুলান ব্যাপারে ভারত সরকার ঋণের পরিবর্ত্তে ট্যাক্সের উপরই সমধিক জোর দিতেছেন বলিয়া অভিজ্ঞমহল সমালোচনা করিতেছেন। সম্প্রতি এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে আলোচনা হইয়াছে, তাহাতে স্যার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর চিত্তাকর্ষক তথ্যতালিকার সাহায্যে ইংলণ্ড ও ভারতে সমরব্যয় সঙ্কুলানের পন্থা বিবৃত করিয়াছেন এবং ট্যাক্স হ্রাস করিয়া ভারতে ঋণ সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধের ব্যয় মিটানের জন্য ভারতসরকারকে উপদেশ দিয়াছেন। স্যার কাওয়াসজীর মতে ভারতসরকার বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের তুলনায় সমরব্যয় মিটান ব্যাপারে ট্যাক্সের উপর বেশী জোর দিতেছেন। সমরব্যয়ের জন্য বৃটীশ সরকার যে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের শতকরা ১১৬ ভাগ; কিন্তু এই ব্যাপারে ভারতসরকার বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যে পরিমাণ ঋণ করিয়াছেন তাহা ভারতীয় রাজস্বের শতকরা ৭½ ভাগ মাত্র। কাজেই ঋণের মারফত যে সমরব্যয় মিটান হইতেছে

ইংলণ্ডে তাহা ভারতবর্ষ অপেক্ষা ১৪ গুণ বেশী। ভারতের তুলনায় বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধ বাবত ৮ গুণ বেশী অর্থের বরাদ্দ করিয়াছেন এবং ভারতের তুলনায় ১৪ গুণ বেশী ঋণের সাহায্যে এই ব্যয় সঙ্কুলান করা হইতেছে। কাজেই সমরব্যয় সঙ্কুলানের জন্য ভারতবর্ষে ইংলণ্ড অপেক্ষা শতকরা ৪৪ ভাগ কম টাকা ঋণ করিয়া সংগ্রহ করা হইতেছে।

বেঙ্গল সপস্ এণ্ড এস্টাব্লিসমেণ্টস্ এ্যাক্ট

গত ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪০ সালের বেঙ্গল সপ্‌স্ এণ্ড এসটাব্লিসমেণ্টস্ এ্যাক্টটি (বঙ্গীয় দোকান কর্ম্মচারী আইন) কলিকাতা ও হাওড়ায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই আইনটি দ্বারা দোকান, কমার্শিয়াল এসটাব্লিস্‌মেণ্ট (ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান), রেষ্টুরেণ্ট, কাফে, সিনেমা ও থিয়েটার প্রভৃতির কার্য্যধারা কোন দিক দিয়া কতদূর নিয়ন্ত্রিত হইবে নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম দেওয়া হইল :—

কমার্শিয়াল এসটাব্লিস্‌মেণ্টস্ অর্থে এই আইনে যে সকল প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন, কমিশন, মাল চালান, কমার্শিয়াল এজেন্সি প্রভৃতির ব্যবসা করে তাহাদিগকে এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের কেরানী বিভাগ, বীমা কোম্পানী, ব্যাঙ্ক, যৌথ কোম্পানী এবং দালালগণের বা বিনিময় কারবারের প্রতিষ্ঠান বুঝাইবে। ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারিগণ পূর্ণ বেতনে সপ্তাহে ১½ দিন এবং ১ বৎসর কাজ করিবার পর ১৪ দিন সম্পূর্ণ বেতনে ছুটি পাইবেন। উপরন্তু তাঁহারা বৎসরে অর্দ্ধ বেতনে ১০ দিন অনিয়মিত ছুটি (casual leave) পাইবেন। এই সকল প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারীদের পূর্ব্ববর্ত্তী মাসের বেতন পরবর্ত্তী মাসের ১০ই তারিখের মধ্যে পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে। (বর্ত্তমান আইনে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্ম্মচারীদের দৈনিক কার্য্যকাল নির্দ্ধারণের কোন ব্যবস্থা নাই)।

দোকান—প্রতিদিন রাত্রি ৮ ঘটিকায় প্রত্যেক দোকানের বিক্রি বন্ধ করিতে হইবে। দোকান কর্ম্মচারীদিগকে কোন দিনই ১০ ঘণ্টার অধিক অথবা সপ্তাহে ৫৬ ঘণ্টার অধিক এবং রাত্রে ৮॥ টার পরে খাটান যাইবে না। প্রতি ৭ ঘণ্টা এক সঙ্গে কাজ করিলে তাহাকে ১ ঘণ্টা বিশ্রাম এবং প্রতি ৫ ঘণ্টা কাজে অর্দ্ধ ঘণ্টা বিশ্রাম দিতে হইবে। কর্ম্মচারীর কাজের ও বিশ্রামের সময় যোগ করিয়া কোনও দিনই ১২ ঘণ্টার অধিক হইতে পারিবে না। প্রত্যেক দোকানকে সপ্তাহে ১॥ দিন বন্ধ রাখিতে হইবে এবং কর্ম্মচারীদিগকে সম্পূর্ণ বেতনে ১॥ দিন ছুটি দিতে হইবে। পূর্ব্ববর্ত্তী মাসের মাহিয়ানা পরবর্ত্তী মাসের ১০ই তারিখের ভিতর পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে। দোকানের প্রত্যেক কর্ম্মচারী এক বৎসর কাজ করিবার পর সম্পূর্ণ বেতনে ১৪ দিনের ছুটি পাইবেন। অর্দ্ধ বেতনে ১০ দিনের অনিয়মিত ছুটিও পাইবেন। দোকান কর্ম্মচারীদিগকে বৎসরে ১২০ ঘণ্টার অধিক 'অতিরিক্ত সময়' খাটান যাইবে না।

রেষ্টুরেণ্ট হোটেল, সিনেমা, থিয়েটার—ঐ সকলের কার্য্য রাত্রে কয়টার সময় বন্ধ করিতে হইবে আইনে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হয় নাই। তাহা ছাড়া দোকান সম্বন্ধীয় প্রায় সমস্ত বিধি নিষেধই ঐ সকলের সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইবে।

বৃটেনে যুদ্ধের খরচের পরিমাণ

১৯৪১ সালে ৩১শে মার্চ্চ যে বৎসর শেষ হইয়াছে প্রকাশ তাহাতে যুদ্ধের জন্য বৃটেনের ৩৮৬ কোটি ৭২ লক্ষ ৪৫ হাজার ৬৭০ পাউণ্ড খরচ হইয়াছে। মোট রাজস্ব আদায় হইয়াছে ১৪০ কোটি ৮৮ লক্ষ ৬৭ হাজার ৯৭ পাউণ্ড এবং ঘাটতি পড়িয়াছে ২৪৫ কোটি ৮৩ লক্ষ ৭৮ হাজার ৫৭৩ পাউণ্ড। অর্থ সচিব হয়ত এই ঘাটতি কমাইবার জন্য নূতন কর বসাইতে পারেন।

ভারতে ধানের চাষ

গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে ৭ কোটি ৪২ লক্ষ ৫৫ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে সেইস্থলে মোট ৭ কোটি ২২ লক্ষ ১৬ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে বলিয়া শেষ সরকারী বরাদ্দে অনুমিত হইয়াছে। গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতে মোট ২ কোটি ৫৮ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে যে পরিমাণ ধানের চাষ হইয়াছে তাহাতে ঐ সালে চাউলের মোট উৎপাদন ২ কোটি ১৮ লক্ষ ৫০ হাজার টন দাঁড়াইবে বলিয়া বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। উপরোক্ত বরাদ্দ অনুসারে ১৯৩৯-৪০ সালের তুলনায় ১৯৪০-৪১ সালে ভারতে ধানের চাষ শতকরা ৩ ভাগ ও চাউলের উৎপাদন শতকরা ১৫ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালে ভারতের কোন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে কি পরিমাণ জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে এবং তাহার ফলে কি পরিমাণ চাউল উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহার সরকারী বরাদ্দ নিম্নে প্রদান করা হইল :—

প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্য	১৯৪০-৪১ আবাদী জমি (একর)	১৯৪০-৪১ চাউলের উৎপাদন (টন)
বাঙ্গলা	২,০৭,৫১,০০০	৬০,৩৮,০০০
মাদ্রাজ	১,০৪,৬৭০০০	৫০,২৭,০০০
বিহার	৯২,১১,০০০	২১,৩৪,০০০
মধ্যপ্রদেশ	৭৮,৪৪,০০০	১৪,৮৮,০০০
যুক্তপ্রদেশ	৭৩,৪২,০০০	১৮,২২,০০০
আসাম	৫১,৬১,০০০	১৬,৮০,০০০
উড়িষ্যা	৪৯,৫১,০০০	১৩,৩৭,০০০
বোম্বাই	২৩,৩৫,০০০	৯,৩৮,০০০
সিন্ধু	১২,৬৬,০০০	৩,৮১,০০০
পাঞ্জাব	৯,৪৮,০০০	৩,১২,০০০
কুর্গ	৮৭,০০০	৬৩,০০০
হায়দরাবাদ	৮,৮৯,০০০	৩,৫৫,০০০
মহীশূর	৭,৬৩,০০০	২,২৯.০০০
বরোদা	১,৬৫,০০০	৩৯,০০০
ভূপাল	৩৬,০০০	৭,০০০
	৭,২২,১৬,০০০	২,১৮,৫০,০০০

ফেডারেশনে বাঙ্গালী সদস্য

ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের ১৯৪১-৪২ সালের জন্য যে কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে, তাহাতে জলপাইগুরীর সুপ্রসিদ্ধ চা'কর

শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র ঘোষ উহার অন্যতম সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ফেডারেশনের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার উহার কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই দুইজন ছাড়া স্যার এ এইচ গজনভি ফেডারেশনের কমিটিতে অতিরিক্ত সদস্য হিসাবে গৃহীত হইয়াছেন।

ভারতে গমের চাষ

১৯৩৯-৪০ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে ৩ কোটী ৩৩ লক্ষ ৩৮ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে সেই স্থলে মোট ৩ কোটি ৩৩ লক্ষ ৬৮ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছে বলিয়া দ্বিতীয় সরকারী বরাদ্দে অনুমিত হইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালে বাঙ্গলায় ১ লক্ষ ৭৫ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে সেইস্থলে বাঙ্গলায় ১ লক্ষ ৬৯ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছে বলিয়া ধরা হইয়াছে।

মাদ্রাজে লোকসংখ্যা

সম্প্রতি যে লোক গণনারকার্য্য শেষ হইয়াছে তাহার ফলে মাদ্রাজ প্রদেশের লোক সংখ্যা মোট ৫১ লক্ষ ৫০ হাজার অর্থাৎ ১৯৩১ সালের তুলনায় শতকরা ১১·৬২ ভাগ বাড়িয়াছে বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। ১৯৩১ সালে মাদ্রাজ প্রদেশের লোকসংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৪২ লক্ষ ৫ হাজার। বর্ত্তমানে তাহা দাঁড়াইয়াছে ৪ কোটি ৯৩ লক্ষ ৪১ হাজার। ১৯৩১ সালে ঐ প্রদেশে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা ছিল ২৩ লক্ষ ৩৩ হাজার ১০০ জন। বর্ত্তমানে তাহা বাড়িয়া ৬৪ লক্ষ ২০ হাজার ৯০০ জনে দাঁড়াইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

সিদ্ধ চাউলের উপকারিতা

সিদ্ধ চাউলে প্রোটিন ও ধাতব পদার্থ অধিক পরিমাণে বিদ্যমান বলিয়া সৈন্যদিগকে পরীক্ষামূলকভাবে এই চাউল খাইতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। সিদ্ধ চাউলে শক্তিবৃদ্ধি হয় এবং আতপ চাউল অপেক্ষা উহার দামও কম পড়ে। ভারতবর্ষের বাজারে যে সকল চাউল বিক্রয় হয় তাহার শতকরা ৫৭ ভাগই সিদ্ধ চাউল।

সিন্ধুদেশে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি

সিন্ধু দেশে লোকগণনার সর্ব্বশেষ যে হিসাব বাহির হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, মোট লোকের সংখ্যা ৪৫ লক্ষ ৩৫ হাজার। ইহার মধ্যে ৪ লক্ষ ৭৩ হাজার জন লেখাপড়া জানে। পূর্ব্বেকার চেয়ে শতকরা ১৬.৭ জন লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে। করাচী জেলার ৭ লক্ষ ৫৭ হাজার লোকের মধ্যে ১ লক্ষ ৪৯ হাজার ২০০ জনের আক্ষরিক পরিচয় আছে।

বিহারে সমবায় আন্দোলনের সংস্কার

বিহার সরকার ঐ প্রদেশের সমবায় আন্দোলনের সংস্কার সাধনের জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে পাঁচ বৎসরে গবর্ণমেণ্টের ৪৯ লক্ষ টাকা খরচ পড়িবে। ১৯৪১-৪২ সালে খরচ হইবে ১৭ লক্ষ ৭ হাজার টাকা। প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কের জন্য যে ১৮ লক্ষ টাকা লোকসান হইবে, তাহা ইহার মধ্যে ধরা হয় নাই।

এই পরিকল্পনা ভারত সরকারের অনুমোদন লাভ করিয়াছে। এই পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কসমূহের ঘাটতি পূরণ বাবদ ১২ লক্ষ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে। ফসলের উপর ধার বাবদ ১৪ লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে এবং তাহা পাঁচ বৎসর পরে আদায় করা হইবে। ব্যাঙ্কগুলির বিলিব্যবস্থা করিবার জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা, অবৈতনিক ভাবে হিসাব পরীক্ষার জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা এবং ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য বিশেষ কর্ম্মচারী নিয়োগ বাবদ ২ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবে।

ই, বি, রেলওয়ের নূতন উদ্যম

১লা এপ্রিল হইতে নূতন টাইম্ টেবল বহাল হইবার সঙ্গে সঙ্গে ই, বি, রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ ভ্রমণকারীদিগকে কতগুলি নূতন সুযোগ সুবিধা দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ই, বি, ও ই, আই, রেলওয়ে এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট রেলপথে (বি, এন, আর বাদে) যে সকল যাত্রীরা সরাসরি ভ্রমণ করিতে চান, তাহাদের এবং তাহাদের সঙ্গের যাবতীয় মালপত্রের জন্য শিয়ালদহ হইতে সরাসরি টিকিট করিলেই চলিবে। হাওড়ায় পুনরায় টিকিট করিতে হইবে না। ইহাছাড়া তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য তিন মাসের মেয়াদে চার প্রকারের বিশেষ টিকিট বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাদ্বারা ই, বি, রেলওয়ের কোন কোন ষ্টেসন হইতে ই, আই ও বি, বি, সি, আই রেলপথের কিছু জায়গায় এবং অনেকগুলি বিশের বিশেষ তীর্থস্থানে সুলভে ভ্রমণ করা যাইবে।

যাহারা কাশ্মীর ভ্রমণে ইচ্ছুক, তাহারা ই, বি, রেলওয়ের কোন কোন ষ্টেসন হইতে ছয় মাসের মেয়াদে রেলপথে ও রাস্তায় (মোটর গাড়ীতে) ভ্রমণ করিবার জন্য এক সঙ্গে যাওয়া আসার টিকিট শ্রীনগর পর্য্যন্ত পাইবেন। যাঁহারা প্রথম শ্রেণীতে একবার যাওয়ার অথবা যাওয়া আসার টিকিট দ্বারা পাণ্ডুয়া অথবা শিলং পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতে চাহেন, তাঁহারা একবারের ভাড়া দিয়াই নিজস্ব মোটর গাড়ী লইয়া যাইবার ও আসিবার সুবিধা পাইবেন।

সিন্ধু প্রদেশে শিল্পোন্নতি

সিন্ধু প্রদেশে শিল্পের প্রসার ও উন্নতি বিষয়ে সময়োচিত পরামর্শ দেওয়ার জন্য সিন্ধু সরকার সম্প্রতি একটি ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এডভাইসরী বোর্ড গঠন করিয়াছেন। আপাততঃ তিন বৎসরের জন্য ঐ বোর্ড গঠিত হইয়াছে।

মহীশূরে কুটীর শিল্পের উন্নতি

মহীশূর রাজ্যের গ্রামসমূহে কিভাবে কুটীর শিল্পের উন্নতি সাধন করা যায় তদ্বিষয়ে সরকারী শিল্প বিভাগের ডিরেক্টারকে পরামর্শ দানের জন্য মহীশূর সরকার একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন।

স্যার আলেকজেণ্ডার রোজারের রিপোর্ট

স্যার আলেকজেণ্ডার রোজার ভারতের শিল্পসম্পদ ও এদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠার সুযোগ সম্ভাবনা বিষয়ে ভারত সরকার সমীপে তাঁহার শেষ রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রেযুক্ত রাষ্ট্রের স্থান

সারা জগতের অর্থনীতি ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্ত্তমানে বিশেষ অগ্রগণ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আয় ইংলণ্ড কিংবা জার্ম্মানীর চারিগুণ বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। শিল্প ও কৃষির দিক দিয়া ঐ দেশের প্রতি বৎসরের উৎপন্নপণ্যের পরিমাণ সমস্ত ইউরোপ মহাদেশের উৎপন্ন পণ্যের দ্বিগুণ। সমস্ত পৃথিবীতে প্রতি বৎসর যে কয়লা উৎপাদিত হয় তাহার শতকরা ৩৪ ভাগই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদিত হইয়া থাকে। সমস্ত পৃথিবীতে যে লোহা, তামা, তুলা ও তৈল উৎপন্ন হয় যথাক্রমে তাহার শতকরা ৩৮ ভাগ, ৩২ ভাগ এবং ৪৯ ভাগ যুক্তরাষ্ট্রেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। শিল্পের প্রধান উপাদান ও কাঁচামালসমূহের মধ্যে একমাত্র রবারের ব্যাপারেই যুক্তরাষ্ট্র অন্যান্য দেশের উপর নির্ভরশীল। অন্যান্য শ্রেণীর কাঁচামাল ও শিল্পোপকরণের মধ্যে সমস্ত পৃথিবীতে উৎপন্ন পশম, বক্সাইট, স্বর্ণ, পারা প্রভৃতির শতকরা ১০ ভাগ হইতে ২০ ভাগ, দস্তার শতকরা ৮০ ভাগ ও গন্ধকের শতকরা ৯০ ভাগ বর্ত্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই উৎপন্ন হইতেছে।

পরলোকে কেশবচন্দ্র সেন

সুপরিচিত সাংবাদিক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া গত ২রা এপ্রিল চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৩৭ বৎসর হইয়াছিল। বরিশাল জিলার গৈলা গ্রামে কেশবচন্দ্রের জন্ম হইয়াছিল। তরুণ বয়স হইতে তিনি সংবাদপত্র সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ভোটরঙ্গ, ঋত্বিক, বৈতালিক, গায়ত্রী নূতননায়ক, বন্দেমাতরম, যুগান্তর, কেশরী, মাতৃভূমি, স্বদেশ, রবিবারের লাঠি ও দৈনিক কৃষকের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। উহাদের মধ্যে কতকগুলি পত্রিকার তিনি নিজেই সম্পাদক ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি দৈনিক কৃষকের বার্ত্তা সম্পাদকের পদে বৃত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত কেশব সেন রসরচনায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কেবল সংবাদপত্র সেবায় নহে—তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভা গ্রন্থরচনায়ও পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। শিশুদের জন্য রচিত তাঁহার কয়েকখানি নাটক তাঁহার খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। শ্রীযুক্ত কেশব সেন তাঁহার সরল ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য বন্ধুমহলে বিশেষ প্রিয় ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার পত্নী, পাঁচটি পুত্র-কন্যা ও বৃদ্ধ পিতামাতাকে রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার আত্মীয় পরিজনদের এই শোকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

মিশরে ভারতীয় তামাক রপ্তানি

মিশরের তামাক ব্যবসায়ীরা ভারত হইতে ভার্জ্জিনিয়া মার্কা তামাক ক্রয় করিবার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। আলেকজেন্ড্রিয়ায় ভারত সরকারের যে ট্রেড কমিশনার আছেন, তিনি মিশরের তামাক আমদানী-কারীদের সঙ্গে ভারতীয় তামাক রপ্তানীকারিদের যোগাযোগ স্থাপনের বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

শিল্প সম্মেলনের প্রস্তাব

গত ৩০শে মার্চ্চ, রবিবার বঙ্গীয় শিল্প বিভাগের উদ্যোগে গবর্ণমেন্ট ইন্ডাষ্ট্রীয়াল মিউজিয়ম গৃহে বিশিষ্ট শিল্প-ব্যবসায়ীদের এক সম্মেলন হয়। উহাতে শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার সভাপতিত্ব করেন। ঐ সম্মেলনে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহার সারমর্ম্ম এই :—

(১) যুদ্ধের দরুণ এই দেশের শিল্পোন্নতির পথে যে সকল বাধা বিঘ্ন দেখা দিয়াছে, তৎপ্রতি সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শিল্প ব্যবসায়ীদের এই সম্মেলন বাংলা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে এবং এই প্রদেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের লইয়া একটি বিশেষ কমিটি গঠন করিতে অনুরোধ করিতেছে। কমিটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পাদন করিবে :—

(ক) যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে সংযোগ রাখা এবং শিল্প বাণিজ্যের উপর তাহার যে প্রতিক্রিয়া হইবে তাহা পরীক্ষা করা। (খ) যুদ্ধের জন্য শিল্পোন্নতির পক্ষে যে সকল বাধাবিঘ্নের উদ্ভব হইবে তাহা দূরীকরণের জন্য সরকারের সাহায্যস্বরূপ কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত, তদ্বিষয়ে সরকারকে পরামর্শদান।

(২) ভারত সরকার কর্ত্তৃক পণ্য আমদানী সম্পর্কে কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফলে বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি পাওয়ার পক্ষে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি যে সকল অসুবিধার সম্মুখীন হইতেছে এবং মালের ভাড়া ও ঋণ সম্পর্কে সুবিধা লাভ করিতে যে বেগ পাইতে হইতেছে তদ্বিষয়ে ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য সম্মেলন বাংলা সরকারকে অনুরোধ করিতেছে। (৩) ভারতের অনুকূল ডলার সিকিউরিটিকে যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্যবহার করিবার যে কার্য্যনীতি অনুসৃত হইতেছে এই সম্মেলন তাহা সমর্থন করেন। তবে আমদানী বাণিজ্যসংক্রান্ত কড়াকড়ি বিধিব্যবস্থার ফলে নূতন শিল্প স্থাপনের উপযোগী মাল আমদানী যেরূপ কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে ঐ সব কড়াকড়ি বিধিব্যবস্থা অবিলম্বে শিথিল করা একান্ত আবশ্যক। আমদানীসংক্রান্ত অত্যধিক কড়াকড়ি ব্যবস্থার ফলে ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত অন্যান্য দেশের মত শিল্পোন্নতির সুযোগ পাইতেছে না, ইহা খুবই দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।

পুস্তক পরিচয়

জীবন বীমা—বীমা সম্বন্ধীয় মাসিক পত্র। ১৩৪৭ সালের বিশেষ (ফাল্গুন) সংখ্যা। শ্রীপ্রফুল্ল কুমার পাল সম্পাদিত। বার্ষিক মূল্য দুই টাকা। বর্ত্তমান সংখ্যা আট আনা। কার্য্যালয়—৫ নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

'জীবন বীমা' নামক মাসিক পত্রের বর্ত্তমান ফাল্গুন সংখ্যাটি পাইয়া আমরা বিশেষ সুখী হইলাম। বর্ত্তমান সংখ্যাটি বীমা বিষয়ক বহু অভিজ্ঞ লেখকের রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়াছে। ফলে বীমার মূল নীতি ও বীমা ব্যবসায় সম্পর্কিত নানা জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার পক্ষে উহা খুবই উপাদেয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সংখ্যায় যে সব লেখা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে নিম্নের কয়েকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—একচুয়ারী শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র কুমার সেনের 'ভ্যালুয়েশন সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য', শ্রীযুক্ত ভূপতি মোহন সেনের 'মূলধনের অভাব', ডাঃ বি বি ঘোষের 'বৃত্তি হিসাবে জীবনবীমা', শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের 'জাতিগঠনে বীমার স্থান', শ্রীযুক্ত নীরদ কুমার রায়ের 'বীমা ব্যবসায়ে সেবার সার্থকতা', শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'বীমা আইন সংশোধন বিল ও প্রভিডেন্ট বীমা', শ্রীযুক্ত কামিনী রঞ্জন করের 'জীবন বীমা ও মৃত্যু তালিকা', শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্তের 'বাংলার ব্যাঙ্কিং' ও শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র ঘটকের 'অর্থ নিয়োগে জীবনবীমার স্থান'। উপরোক্ত ধরণের প্রবন্ধাদি ছাড়া বর্ত্তমান সংখ্যাটিতে বীমা-জীবিগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া একটি অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে।

এই সুপরিচালিত মাসিক পত্রটি গত কতিপয় বৎসর যাবত বাংলা ভাষায় মারফত দেশের লোকের ভিতর বীমার বাণী প্রচার করিয়া আসিতেছে। এদেশে বীমা ব্যবসায়ের দ্রুত সম্প্রসারণের সঙ্গে বীমা সম্বন্ধীয় তথ্য ও খুঁটি-নাটি জানিবার জন্য লোকের আগ্রহ যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে দেশে ঐরূপ একটি সুপরিচালিত মাসিক পত্রের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্টই রহিয়াছে। আমরা 'জীবন বীমার' উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

ক্যালকাটা ষ্টক এক্সচেঞ্জ অফিসিয়াল ইয়ার বুক—(১৯৪১) ৭নং লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা। দাম দশ টাকা।

এদেশের বিভিন্ন যৌথ কোম্পানী সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য তথ্যাদি ও কলিকাতা শেয়ার বাজারের যাবতীয় কার্য্যধারার বিবরণ সম্বলিত করিয়া গত কতিপয় বৎসর যাবত এই ইংরাজী বার্ষিকীটি প্রকাশ করা হইতেছে। সম্প্রতি উহার ১৯৪১ সালের সংখ্যাটি আমরা পাইয়াছি। উহাতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যাগুলির বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সকল দিক দিয়াই নূতন সংখ্যাতথ্য সংযোজিত করা হইয়াছে। অধিকন্তু এবার নূতন কতকগুলি যৌথ কোম্পানীর বিবরণও উহার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। সোয়া ছয় শত পৃষ্ঠার এই পুস্তকটি পাঠ করিলে একসঙ্গে সরকারী সিকিউরিটির বিবরণ, বিভিন্ন ধরণের যৌথ কোম্পানী—যথা বীমা কোম্পানী, ব্যাঙ্ক ও শিল্প কোম্পানী সম্পর্কিত আবশ্যকীয় খবর ও সকল শ্রেণীর শেয়ার ও ডিবেঞ্চারের বিবরণ অবগত হওয়া যায়। শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ সুরের নিপুণ সম্পাদনার জন্য পুস্তকটি ইতিমধ্যেই দেশের ব্যবসায়ী মহলে ও অনুসন্ধিৎসু পাঠক সমাজে বহুল প্রচার লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান সংখ্যাটিও উহার বৈশিষ্ট্যের জন্য সর্ব্বত্র সমাদৃত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।
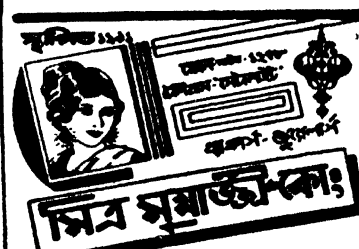
কোম্পানী প্রসঙ্গ

নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ

১৯৪০ সালের রিপোর্ট

সম্প্রতি আমরা নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ১৯৪০ সালের একখণ্ড রিপোর্ট সমালোচনার্থ পাইয়াছি। বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় এদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সমক্ষে নানারূপ সমস্যা মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। ফলে অনেক ব্যাঙ্কের কাজ কারবারও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায়ও বাঙ্গলার এই সুপরিচালিত ও সুপ্রতিষ্ঠ ব্যাঙ্কটি উহার ক্রমিক অগ্রগতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে—ইহা খুবই সুখের বিষয়। আলোচ্য কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায় ১৯৩৯ সালে নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ যেস্থলে ছিল ৮ লক্ষ ৬০ হাজার ৫২৮ টাকা ১৯৪০ সালে তাহা বাড়িয়া ৯ লক্ষ ৬০ হাজার ৯৪৬ টাকা হইয়াছে। এবৎসর স্থায়ী আমানত, সেভিংস্ একাউণ্ট, চলতি হিসাব ও ক্যাস সার্টিফিকেট প্রভৃতিতে ব্যাঙ্কে সাধারণের গচ্ছিত টাকার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মোট ১ কোটি ৩৪ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা। পূর্ব্ব বৎসর তাহার পরিমাণ ১ কোটি ২৬ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা ছিল। এবার ব্যাঙ্কের মজুত তহবিলের পরিমাণও পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ১৫ হাজার টাকার মত বাড়িয়া মোট ৯০ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। এসমস্তই ব্যাঙ্কের পরিচালকদের সমূহ কৃতিত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

আদায়ীকৃত মূলধন, আমানত জমা ও মজুত তহবিল বাবদ উপরোক্ত দায় এবং অন্যান্য শ্রেণীর দায় লইয়া গত ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কের মোট দায় দেখানো হইয়াছে ১ কোটি ৬৭ লক্ষ ৩৯ হাজার ৯৯৭ টাকা। ঐ প্রকার দায়ের বদলে উপরোক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ:—হাতে ও ব্যাঙ্কে ৩১ লক্ষ ২৬ হাজার ৪৫৭ টাকা। সরকারী সিকিউরিটি ও পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার ২৬ লক্ষ ১৭ হাজার ৮৯২ টাকা, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার ও বিভিন্ন যৌথ কোম্পানীর শেয়ার ৪ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা, ঋণ, ক্যাশ ক্রেডিট ও ওভারড্রাফট প্রভৃতি ৭৪ লক্ষ ৪৮ হাজার ৭২১ টাকা, বিল ও চেক ৭ লক্ষ ২৮ হাজার ৫১৩ টাকা। ঐ সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে স্পষ্টতঃই বুঝা যায়, ব্যাঙ্কের তহবিল ভালরূপ বিধিব্যবস্থায় নিয়োজিত আছে এবং একটা উপযুক্ত পরিমাণ অংশ নগদে ও সহজে নগদে পরিবর্ত্তনযোগ্য অবস্থায় রাখা হইয়াছে। এই ব্যাঙ্কটি যে বিশেষ নির্ভরযোগ্য ইহাতে তাহাই প্রমাণিত হয়।

আলোচ্য বৎসরে কারবার চালাইয়া নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের নিট লাভ হয় ৮৮ হাজার ৮২ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত ৫ হাজার ৯৮৮ টাকা যোগ করিয়া উহা ৯৪ হাজার ৭০ টাকায় দাঁড়ায়। এই টাকা হইতে ব্যাঙ্কের অংশীদারদিগকে শতকরা সাড়ে সাত টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে এবং ২০ হাজার টাকা মজুত তহবিলে নিয়োগ করা স্থির হইয়াছে।

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড উহার ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে এন দালালের সুপরিচালনায় সকল দিক দিয়াই উল্লেখযোগ্য উন্নতি প্রদর্শনে সমর্থ হইয়াছে। মিঃ দালালের দূরদর্শিতা ও উদ্যোগশীল কার্য্যতৎপরতার গুণে উহা যে ভবিষ্যতে আরও শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

চট্টগ্রাম ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড

পনর বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিক্রয়ের ব্যবসা চালাইতে পারিবে কি না এ বিষয়ে দেশবাসীর এবং বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টের বিশেষ সন্দেহ ছিল। কলিকাতা ও ঢাকা সহরে ইংরেজ ব্যবসায়ী কোম্পানী বিজলী সরবরাহ আরম্ভ করিয়া এ ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়াছিলেন। বাংলার কোনও কোনও সহরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী গঠিত হইয়া থাকিলেও বৃহদাকারে কোন বাঙ্গালী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে নাই। এই অবস্থায় এক অভিনব কর্ম্ম ও ব্যবসা-প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া ১৯২৫-২৬ সালে কতিপয় ব্যবসায়ী ও বিশিষ্ট ব্যক্তি চট্টগ্রামে বিজলী সরবরাহের এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী মিঃ কে, কে, সেন (ম্যানেজিং ডিরেক্টার) মহাশয়ের অক্লান্ত চেষ্টায় চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর সূত্রপাত হয়।

অতি শুভমুহূর্ত্তে এই বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানের আরম্ভ হইয়াছিল—অতি সামান্য অবস্থা হইতে এই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই অর্দ্ধবাংলার শ্রেষ্ঠ সহরসমূহে আধুনিক আলোর ব্যবস্থা ও শিল্প প্রসারে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

১৯২৬ সালের শেষভাগে লাইসেন্সপ্রাপ্ত হইয়া ১৯২৭ সালের মার্চ্চ মাসেই এই কোম্পানী চট্টগ্রাম সহরে বিজলী সরবরাহ আরম্ভ করে। ইহার প্রথম প্রচেষ্টা আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছে। প্রথম কার্য্যকরী বৎসর হইতেই কোম্পানী অংশীদারগণকে সন্তোষজনক হারে লভ্যাংশ বিতরণ করিয়া আসিতেছে। বিজলী ব্যবসায়ে এই কার্য্যদক্ষতা একদিকে যেমন এদেশবাসীর ব্যবসায় বিমুখতার দুর্নাম মোচনে সহায়তা করিয়া সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে, অপর পক্ষে সরকারের নিকটও বাঙ্গালীর যোগ্যতা এবং ব্যবসানৈপুণ্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছে। অতঃপর, ধীরে ধীরে চট্টগ্রামের বাহিরে এই কোম্পানীর কার্য্যপ্রসারের সূচনা হইতে থাকে। বঙ্গীয় গবর্ণমেন্ট বিনা দ্বিধায় প্রথমতঃ পূর্ব্ববঙ্গের অন্যতম বাণিজ্য কেন্দ্র নারায়ণগঞ্জ সহরে (১৯৩১), ইহার পর রাজসাহী (১৯৩৬) এবং ফরিদপুর সহরে (১৯৩৭) এই কোম্পানীর শাখা সংস্থাপনের ও বিজলী সরবরাহের লাইসেন্স প্রদান করিয়া ইহার ক্রমোন্নতির পথ সুগম করিয়াছেন। সর্ব্বত্রই অসামান্য সাফল্য ও নৈপুণ্যের সহিত এই ব্যবসা পরিচালিত করিয়া কোম্পানীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।

এই কোম্পানীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য, ইহা সর্ব্বাংশে বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠান। বাঙ্গালীই কোম্পানীর মূলধন যোগাইয়াছে, বাঙ্গালীর পরিশ্রম, বুদ্ধিমত্তা ও সংগঠনে ইহার গোড়াপত্তন হইয়াছে এবং বিভিন্ন দিকে ইহা প্রতিষ্ঠা ও প্রসার লাভ করিতেছে। বহুসংখ্যক শিক্ষিত বাঙ্গালী এই কোম্পানীর বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ইহার পরিচালনার দক্ষতার পরিচয় দিতেছেন। সম্প্রতি ইহার কর্ম্মকর্ত্তাগণ বাংলা দেশে আরও কয়েকটি সহরে বিজলী সরবরাহের ভার গ্রহণ ও তৎসঙ্গে নানাদিকে কোম্পানীর অধিকতর উন্নতির পরিকল্পনা করিয়াছেন। এই পরিকল্পনার প্রথমে সম্প্রতি কোম্পানী পূর্ব্ববঙ্গের অপর এক বর্দ্ধিষ্ণু সহর—সিরাজগঞ্জে বিজলী সরবরাহের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। চট্টগ্রামের বাহিরে সিরাজগঞ্জে এই কোম্পানীর চতুর্থ শাখা স্থাপিত হইল।

বিভিন্ন দিকে বিজলী ব্যবসায়ের প্রসার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী বর্ত্তমানে দেশবাসীর নিকট প্রতি শেয়ার ২৫৲ টাকা হারে ১৬,০০০ হাজার নূতন শেয়ার বিক্রি করিতেছেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, এই কোম্পানী প্রথম কার্য্যকরী বৎসর (১৯২৮ ইং) হইতেই ডিভিডেণ্ড দেওয়ায় এবং ইহার ভবিষ্যৎ সমধিক উজ্জ্বল হওয়ায় এই নূতন শেয়ার খরিদের নিমিত্ত জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। অল্পসময়ের মধ্যে অধিকাংশ শেয়ার বিক্রীত হইয়াছে এবং আশা করা যায়, অল্পকালের মধ্যেই অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয় শেষ হইয়া যাইবে। এই সংখ্যা "আর্থিক জগতের" অন্যত্র প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি-পত্র হইতে দেশবাসী কোম্পানীর বিগত তের বৎসরের ক্রমোন্নতির বিশদ বিবরণ প্রাপ্ত হইবেন। এদেশে শিল্পপ্রগতির এই যুগসন্ধিক্ষণে বাংলার এই গৌরবময় প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর সমর্থক ও সহায়ক হইতে আমরা দেশবাসী জনসাধারণকে অনুরোধ করিতেছি।

ওরিয়েণ্টাল গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ

ওরিয়েণ্টাল গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী গত ১৯৪০ সালের হিসাবে ৩৫ হাজার ৭৬৪টি পলিসিতে মোট ৭ কোটী ৪৮ লক্ষ ৮৫ হাজার ৯৪৮ টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে।

সাউণ্ড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

আমরা অবগত হইলাম, চট্টগ্রামের সুপরিচিত জমিদার রায় শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় বাহাদুর এম এল এ সম্প্রতি সাউণ্ড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের ডিরেক্টর বোর্ডে যোগদান করিয়াছেন। ঐ ব্যাঙ্কের কলিকাতা শাখার অফিসার ইন চার্জ্জ রূপে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং ব্যাঙ্কের চীফ ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রবিজয় চৌধুরী ব্যাঙ্কের কলিকাতা অফিসের পরিদর্শন ও উন্নতি বিধানকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন।

সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের আফিস ৮৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট হইতে ৬নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইয়াছে। মিঃ এ কে মজুমদার সম্প্রতি এই ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজারের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

মডেল ফিসারিজ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ

বাঙ্গলা দেশে অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার কলকারখানা স্থাপনের জন্য বহু লিমিটেড কোম্পানী স্থাপিত হইলেও আজ পর্য্যন্ত কৃষি, কুটীর শিল্প, পশুপক্ষী পালন ইত্যাদি ক্ষুদ্রাকার পরিকল্পনা মত কাজ করিবার জন্য বেশী সংখ্যক লিমিটেড কোম্পানী স্থাপিত হয় নাই। সম্প্রতি এই সব দিকে দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের দৃষ্টি পড়িতেছে দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। কিছুদিন পূর্ব্বে ১ লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহের অনুমতি লইয়া দি মডেল ফিসারিজ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ নামে একটী যৌথ কোম্পানী রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছে এবং বরিশাল জেলার স্বরূপকাঠিতে উহার হেড অফিস স্থাপিত হইয়াছে। কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্সী ফার্ম্ম সারখেল এণ্ড চক্রবর্ত্তী কোম্পানীর অংশীদার বাবু নারায়ণ চন্দ্র সারখেল এম এ এবং বাবু হরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্ত্তী ব্যবসায় ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। উহারা মাছের চাষ, অর্থকরী ফসল উৎপাদনের জন্য কৃষিকার্য্য, পশুপক্ষী পালন ইত্যাদি কাজের জন্য এই কোম্পানী রেজেষ্ট্রী করিয়াছেন এবং এই উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই বরিশাল জেলায় একটী বিস্তৃত জলাভূমি ক্রয় করিবার কাজে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছেন। কোম্পানীর পরিচালকবর্গ শিক্ষিত ও ব্যবসায় ক্ষেত্রে যেরূপ অভিজ্ঞ, তাহাতে উহাদের এই চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইবে বলিয়াই আমরা আশা করি।

এই ধরণের প্রতিষ্ঠান দেশের জনসাধারণের বিশেষ সহানুভূতিরযোগ্য। আশা করা যায় যে, কোম্পানীর পরিচালকগণ এই সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইবেন না।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৪ঠা এপ্রিল

এসপ্তাহেও কলিকাতার বাজারে টাকার বেশী রকম সচ্ছলতা লক্ষিত হইয়াছিল। বাজারে কল টাকার বার্ষিক শতকরা সুদের হার ছিল আটআনা। সুদের হার ঐরূপ কম থাকা সত্ত্বেও বাজারে ঋণ গ্রহীতার তুলনায় ঋণদাতার সংখ্যাই অধিক ছিল। গত দুই তিন সপ্তাহ যাবত ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে টাকার দাবী দাওয়া পূর্ব্বের তুলনায় কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে ব্যাঙ্কসমূহের হাতে এত বেশী পরিমাণ টাকা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রহিয়াছে যে, উহাতেও টাকার সচ্ছলতা আসলে বিশেষ কিছুই হ্রাস পায় নাই। তুলা বিক্রয়ের মরশুম শেষ হইতে চলিয়াছে তবু এবার টাকার কোন বিশেষ টান দেখা গেল না এবং কল টাকার সুদের হারও বাড়িল না—ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ট্রেজারী বিল বাবদ আবদনের পরিমাণ এসপ্তাহে বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। ফলে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। গত ১লা এপ্রিল ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১ কোটি ৩১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহা ১ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা ছিল। এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৮৯ পাই দরের সমস্ত এবং ৯৯৮৬ পাই দরে শত করা ৮১ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার ছিল ৮/১ পাই। এসপ্তাহে তাহা ৮/১১ পাই দাঁড়াইয়াছে।

আগামী ৭ই এপ্রিলের জন্য ১ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ৯ই এপ্রিল ঐ বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে।

গত ২৬শে মার্চ্চ হইতে ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত মোট ১ কোটি ২১ লক্ষ টাকার ইনটারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইয়াছে। গত ২রা এপ্রিল হইতে ৯৯৮/ আনা দরে ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইতেছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণ দৃষ্টে জানা যায়, গত ২৮শে মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২৪০ কোটি ৫৫ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহা ২৩৮ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা ছিল। এসপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ১৬ কোটি টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ছিল ৭৮ কোটি ৩৫ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। এসপ্তাহে তাহা ৪২ কোটি ২৫ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্টের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৩৮ কোটি ৩ লক্ষ টাকা ও ৩৯ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা। এসপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ৩৫ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা ও ২২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

এসপ্তাহে বিনিময় বাজারে একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়াছে। গত ২৯শে মার্চ্চ তারিখে কলিকাতার বিনিময় ব্যাঙ্কসমূহ তাহাদের বিল ক্রয়ের হার হ্রাস করিয়াছে। পূর্ব্বে টেলি: হুণ্ডির হার ছিল প্রতি টাকায় ১ শি ৫৩৫/৩২ পেনী। বর্ত্তমানে তাহা ১শি ৫১৫/১৬ পেনী দাঁড়াইয়াছে। এসপ্তাহে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের গত ফেব্রুয়ারী মাসের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা খুবই হতাশাব্যঞ্জক। গত জানুয়ারী মাসে ভারত হইতে ২১ কোটি ৪৩ লক্ষ ১২ হাজার টাকার মাল রপ্তানি হইয়াছিল। ফেব্রুয়ারী মাসে সেই স্থলে মাত্র ১২ কোটি ৫৭ লক্ষ ৭১ হাজার টাকার মাল রপ্তানি হইয়াছে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর ভারত হইতে আর কোন মাসে রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ এত কম দাঁড়ায় নাই।

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৪ঠা এপ্রিল

এ সপ্তাহে কলিকাতা শেয়ার বাজারের বিভিন্ন বিভাগের পূরাদস্তুর স্থিরভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা হেতু মূলধন বিনিয়োগকারিগণ অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন এবং নূতন ঝুঁকি নিতে অগ্রসর হইয়াছেন। কেনাবেচার পরিমাণও আলোচ্য সপ্তাহে কম হইয়াছে এবং শেয়ারসমূহের মূল্যেও উন্নতি কিংবা অবনতিসূচক কোনরূপ উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। এ সপ্তাহে চটকলের শেয়ার সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত বেশী চাহিদা দেখা গিয়াছে এবং গতকল্য ও অন্য চটকলবিভাগের বেচাকেনার পরিমাণও বিশেষ সন্তোষজনক হইয়াছে। কোম্পানীর কাগজ বিভাগে উন্নতির চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়। মেয়াদী ঋণসমূহের মূল্যও অল্পবিস্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কোম্পানীর কাগজ

কোম্পানীর কাগজবিভাগে ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ বেশী না হইলেও মূল্যের দিক দিয়া উন্নতির সূচনা পরিদৃষ্ট হয়। এ সপ্তাহে টাকার বাজারে চড়া ভাব থাকা সত্ত্বেও কোম্পানীর কাগজের মূল্যবৃদ্ধি কতকটা বিস্ময়জনক বটে। ট্রেজারী বিলের সুদের হার এ সপ্তাহে শতকরা ৮/১ পাইয়ের স্থলে বৃদ্ধি পাইয়া ৮/১১ পাই হইয়াছে। গত সপ্তাহের শেষ দিকে ৩৷৷০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজের মূল্য ছিল ৯৫৷৷৵০ আনা। এ সপ্তাহে বৃদ্ধি পাইয়া ইহা ৯৫৸৶০ আনায় পরিণত হইয়াছে। ৩৲ টাকা সুদের কাগজের মূল্যও বৃদ্ধি পাইয়া ৮২৶০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইতেছে। মেয়াদী ঋণসমূহের মধ্যেও কয়েকটি ঋণপত্র সম্পর্কে সন্তোষজনক চাহিদা বর্ত্তমান আছে। ৩৲ টাকা সুদের ডিফেন্স বণ্ডের মূল্যও ১০১৸০ আনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ৩৷৷০ আনা সুদের ১৯৪৭।৫০ ঋণপত্র ১০২৷৷০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ১৯৬৩।৬৫ ঋণপত্র ৯৫৲ টাকা, ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪১ ঋণ ১০০৷৷০ আনা, ৪৲ সুদের ১৯৬০।৭০ ঋণ ১০৯৶০ আনা, এবং ৪৷৷০ আনা সুদের ১৯৫৫।৬০ ঋণপত্র ১১৩৴০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক

কোম্পানীর কাগজের অনুবর্ত্তী হিসাবে ব্যাঙ্ক শেয়ারের মূল্যও এ সপ্তাহে উন্নতিসূচক দৃঢ়তার ভাব বজায় ছিল। ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ১৫৬০৲ টাকা এবং ঐ কণ্টি ৩৮৫৲ টাকায় হস্তান্তর হয়।

(ভারতে যুদ্ধজনিত ট্যাক্সের বহর)

আগামী ২।৩ বৎসরের মধ্যে গত বৎসর, চলতি বৎসর এবং আগামী বৎসরের চূড়ান্ত হিসাব প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত উহা প্রমাণ করা সম্ভবপর হইবে না।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছিলাম যে, যুদ্ধের জন্য দেশবাসীর উপর যে সমস্ত নূতন ট্যাক্সভার পতিত হইয়াছে তাহার বহুলাংশ দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের উপরই পতিত হইবে। বর্ত্তমানে ধার্য্য নূতন ট্যাক্সসমূহের দুই তৃতীয়াংশও দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে বহন করিতে হইবে বলিয়া যদি ধরা হয় তাহা হইলেও উহাদিগকে বৎসরে ১৮ কোটি টাকার মত নূতন ট্যাক্সের বোঝা মাথা পাতিয়া লইতে হইয়াছে বলা যায়। এই বিপুল ট্যাক্সভারের জন্য দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি যে উহাদের কার্য্যক্ষেত্র সম্প্রসারণের ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হইবে এবং দেশে নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য উহাদের হাতে যে কিছুমাত্র অর্থসঙ্গতি অবশিষ্ট থাকিবে না তাহা একপ্রকার নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। উহাতে আরও একটী বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমান যুদ্ধ শেষ হইবার পর পুনরায় এক বিশ্বব্যাপী মন্দা উপস্থিত হইবার আশঙ্কা আছে। দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি এক্ষণে ট্যাক্স ভারে পীড়িত হইয়া যে প্রকার দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে তাহাতে যুদ্ধের শেষে মন্দার সহিত লড়িবার মত উহাদের কোন শক্তি সামর্থ্যই থাকিবে না। এই ব্যাপারে ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের কতই না পার্থক্য দেখা যাইতেছে! ইংলণ্ড বর্ত্তমানে এক জীবন-মরণ সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত রহিয়াছে; উহার শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহও অশেষ ধনবলে বলীয়ান। কিন্তু ঐ দেশেও দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশঙ্কায় উহার বিপুল সামরিক ব্যয়ের খুব সামান্য অংশ ট্যাক্স বৃদ্ধি দ্বারা সংগ্রহ করিয়া বাকী অংশ ঋণ দ্বারা সংগৃহীত হইতেছে। আর আমাদের দেশে উহার বিপরীত পন্থা অবলম্বন করিয়া দেশের শিল্প বাণিজ্যকে হতবল করিয়া দেওয়া হইতেছে। উহাতে মনে হয় যে, যুদ্ধের সুযোগে ভারতবাসী শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করুক উহা কর্ত্তৃপক্ষের আদৌ অভিপ্রেত নহে।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যথাক্রমে ৪৪৷৷০ আনা এবং ১০৫৷৷০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

কাপড়ের কল

আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ার সম্পর্কে বাজারে চাহিদার অভাব লক্ষিত হয়। ডানবার এবং কেশোরাম যথাক্রমে ২০২৷৷০ আনা এবং ৬৶০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে। নিউ ভিক্টোরিয়া সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত বেশী চাহিদা থাকায় ইহার মূল্য ২৷০ আনায় দাঁড়াইয়াছে।

কয়লার খনি

চটকল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে উন্নতি হওয়ায় আলোচ্য সপ্তাহে কয়লাখনি বিভাগেও পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় উন্নতির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু বেচাকেনার পরিমাণ খুব কম হইয়াছে। বেঙ্গল ৩৫২৲ টাকা, ধেমো মেইন ১২৸৶০ আনা (লভ্যাংশসহ) ইকুইটেবল ৩৮৲ (লভ্যাংশসহ) এবং ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৩০৷৷০ (লভ্যাংশসহ) ক্রয় বিক্রয় হয়।

চটকল

পাটজাত দ্রব্যের বাজারে সন্তোষজনক অবস্থা বর্ত্তমান থাকায় এ সপ্তাহে চটকলের শেয়ার সম্পর্কে বিশেষ চাহিদা দেখা গিয়াছিল। হাওড়ার মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া ১৫৸০ আনায় পরিণত হইয়াছে। এংলো ইণ্ডিয়া ৩১৭৲ টাকা, বালী ২২৮৲ টাকা, ক্লাইভ ২২৷৷০ আনা, হুকুমচাঁদ ৯৲টাকা, কামারহাটী ৪৬৬৲ টাকা, কাঁকনাড়া ৩৭০৲ টাকা, ন্যাশানেল ২২৷৷০ আনা, নদীয়া ৫৮৲ টাকা এবং প্রেসিডেন্সী (লভ্যাংশবাদে) ৪৷৷৶০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে আলোচ্য সপ্তাহে বেচাকেনার পরিমাণ বেশী হয় নাই বটে; কিন্তু সপ্তাহের প্রথমভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল কর্পোরেশান বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ৩২৶০ আনা এবং ১৯৶০ আনায় উন্নীত হয়। অন্ত উভয় শেয়ারের মূল্যেই সামান্ত অবনতি ঘটিয়াছে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৩১৸৶০ আনা এবং ষ্টীল কর্পোরেশন ১৮৸৶০ আনায় নামিয়া আসিয়াছে।

চিনির কল

চিনির কলের শেয়ার সম্পর্কে এ সপ্তাহে চাহিদা ছিল না।

চা বাগান

পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে চা-বাগান বিভাগে অসামান্ত উন্নতি ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। হাসিমারা ৪৩৷০ আনা এবং নিউ টেরাই ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া ৯৸০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

এসপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার ও কোম্পানীর কাগজ নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে:—

কোম্পানীর কাগজ

৩৷৷০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৮শে মার্চ্চ—৯৫৷৷৶০ ৯৫৸৶০; ২৯শে—৯৫৸০ ৯৫/০; ১লা এপ্রিল—৯৫৷৷৵০ ৯৫৸৵০; ২রা—৯৫৸৵০ ৯৬/০: ৩রা—৯৫৸০ ৯৫৸৵০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ২৮শে মার্চ্চ—১০১৷৷৵০; ১লা এপ্রিল—১০১৷৵০ ১০১৸০; ৩রা—১০১৸০। ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৮শে মার্চ্চ—৮১৸০; ১লা এপ্রিল—৮২/০ ৮২৷০; ৩রা—৮২৷০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৪১) ২৮শেমার্চ্চ—১০০৷৵০; ৩রা এপ্রিল—১০০৷৷০। ৩৲ সুদের (১৯৫১-৫৪) ২৮শে মার্চ্চ—৯৯৷৵০; ১লা এপ্রিল—৯৯৷/০। ৩৲ সুদের পঞ্জাব (১৯৫২) ৩রা এপ্রিল—৯৭৷৶০ ৯৭৷৷০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ২৮শে মার্চ্চ—৯৫৶০ ৯৫৵০; ৩১শে—৯৫৶৬ পাই; ১লা এপ্রিল—৯৫৶০; ৩রা—৯৫৲ ৯৫৷০। ৩৷৷০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ১লা এপ্রিল—১০২৷৷৵০; ৩রা—১০২৷৷০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৪৩) ৩১শে মার্চ্চ—১০৪৷৷৶০; ২রা এপ্রিল—১০৪৸০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ২৮শে মার্চ্চ—১০৮৸৵০ ১০৯৵০; ২৯শে—১০৯/০; ২রা এপ্রিল—১০৯৶০; ৩রা—১০৮৸৶০ ১০৯৶০। ৪৷৷০ সুদের ঋণ (১৯৫৫-৬০) ১০৯৷০ ৩রা—১১৩৷/০। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ২৮শে—মার্চ্চ ১১১৷৷৶০; ২৯শ—১১১৷৷/০ ১১১৷৷৶০; ৩১শে—১১১৷৷৶৬ পাই; ১লা এপ্রিল—১১১৸৶০; ২রা—১১১৷৷/০ ১১১৸০। ৫৲ সুদের ইউ, পি, বণ্ড (১৯৪৪) ২৮শে মার্চ্চ—১০৭৲

সিমেণ্ট

ডালমিয়া সিমেণ্ট—২৮শে মার্চ্চ (অর্ডি) ১১।৶০ ১১॥৵০ ; ২৯শে—১১৸০ ১২৲ ; ১লা এপ্রিল—১১৸৵০ ১২।০ ; ২রা—১১৸৵৮ ১২৵০ ; ৩রা—১১॥৵০ ১২।৴০ ; ১লা এপ্রিল—(ডেফার্ড)২॥৵০ ; ৩রা—২॥৶০ ২৸০ ; ২৮শে মার্চ্চ—(প্রেফ) ১১৫৲ ; ২৯শে—১১৫॥০ ১১৬॥০ ; ১লা এপ্রিল—১১৬॥০ ; ২রা—১১৬৸০ ; ৩রা—১১৫৲ ১১৬৲ ।

চিনির কল

বুলাণ্ড—২৮শে মার্চ্চ ১৫॥৵০ ১৬৲ ; ১লা এপ্রিল—১৫॥৵০ ১৫৸৵০ । কেরু এণ্ড কোং—২৮শে মার্চ্চ ৯৲ ; ১লা এপ্রিল—(প্রেফ) ১১৮৲ । ডায়ার ম্যাকিন ব্রুয়ারী—২৮শে মার্চ্চ ৬৸৵০ ৭৵০ । রাজা—১লা এপ্রিল ১৫৸০ ১৬৲ । নিউ সাভান—২রা এপ্রিল ৬৸৴০ ; ৩রা—৬৸৴০ । যুরী ব্রুয়ারী—১লা এপ্রিল ১৩৸০ । প্রতাপপুর—১লা এপ্রিল (প্রেফ) ১৫।৵০ ।

চা বাগান

বড় পুকুরী ২৮শে মার্চ্চ—১০।০ ১০॥০ ; ১লা এপ্রিল—১০।০ ১০॥০ । বীরপাড়া (প্রেফ) ২৯শে মার্চ্চ—৮৫৲ । ডাফলাগার ২৮শে—১৩॥০ ১৩৸০ ; ২৯শে—১৩॥৵০ । সিঙ্গেল—৬৭৲ ৬৮৲ । হুগরাজুলী ২৯শে—১৫৲ । কিলিংভেলী ২৯শে—৯৲ ৯।০ । বাণারহাট (প্রেফ) ১লা এপ্রিল—১৬৬৲ । ভাটকাওয়া ১লা—৪৪॥০ ৪৪৸০ । হাঁসিমারা ১লা—৪৩৲ ৪৩।৵০ ; ৩রা—৪৩৲ ৪৩।০ । ফাঁস কোঁয়া ১লা—১০০৲ । টোঙ্গানী ১লা—৪।০ ; ২রা—৪।৵০ ৪॥০ । গঙ্গারাম ২রা—৩৬২৲ ৩৬৮৲ । দেশাই পার্ব্বতীয়া ৩রা—২২০৲ ২২১॥০ । উদলাবাড়ী ২রা—২২॥০ । নিউ তেরাই ৩রা—৯৸০ । সরুগাঁও ২রা—৮৲ ; ইষ্ট ইণ্ডিয়া ৩রা—৯৸০ ; গিয়োলী ৩রা—১০৲ ১০।০ ; লিডো ৩রা—১৯৬॥০ ।

কাগজের কল

বেঙ্গল পেপার ২৮শে মার্চ্চ—১২৫৲ ; ওরিয়েণ্ট পেপার ২৯শে—১১৵০ ১১৶০ ; ১লা এপ্রিল—১১।৴০ ১১৸৵০ ; ২রা—১১৸৴০ ১২৲ ; ৩রা—১১৸০ (নিউ প্রেফ) ২৮শে মার্চ্চ—১০৩৲ ১০৪৲ ; ৩১শে—১০৩॥০ ; ২রা এপ্রিল—১০৩॥০ ; (ওল্ড প্রেফ) ১লা—১০৬৲ ১০৭৲ ; ষ্টার পেপার ২৮শে মার্চ্চ—৯৸৶০ ১০।০ ; ২৯শে—১০৲ ১০।০ ; ১লা এপ্রিল—১০৴০ ১০।৵০ ; ২রা—১০।০ ১০॥৵০ ; ৩রা—১০।৶০ ১১৵০ ; (প্রেফ) ২৯শে মার্চ্চ—৯৯৲ ১০০৲ ; ইণ্ডিয়া পেপার পালপ্ ৩রা এপ্রিল—১৪১৲ ; শ্রীগোপাল পেপার ২৮শে মার্চ্চ—১০॥০ ; ১লা এপ্রিল—১০॥৵০ ; ১০৸০ ; ২রা—১০॥৴০ ১০৸৵০ ; ৩রা—১০৸৵০ ১০৸৶০ ; টিটাগড় পেপার (অর্ডি) ১লা—১৭৵০ ১৭।৵০ ; ২রা—১৭।০ ১৭॥০ ; ৩রা—১৭৲ ১৭॥০ (ফাষ্ট প্রেফ) ১লা—২০৭৲ ; ৩রা—৫৵০ ৫।৵০ (সেকেণ্ড প্রেফ) ২রা—১১৩৲ ১১৪৲ ; ৩রা—১১৩॥০ ১১৪॥০ ।

ডিবেঞ্চার

৩।০ সুদের রেঙ্গুন মিউনিসিপ্যাল ২৮শে মার্চ্চ—১১০॥০ ১১০৸০ ; ৫৲ সুদের দার্জ্জিলিং রোপওয়ে ২৮শে—১০০৲ ; ২৯শে—১০০৲ ; ৩রা এপ্রিল ১০০৲ ; ৫৲ সুদের বস্তি সুগার ২৯শে মার্চ্চ—১০২৲ ; ৫৲ সুদের ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট (১৯৫৮-৪৪) ২রা—১১৫৸০ ; ৪॥০ সুদের (১৯৫৬-৮৬) ২রা—১১৬৵০ ৫৲ সুদের ইণ্ডিয়ান জেনারেল নেভিগেশন (১৯১৫-৪৫) ২রা—১০৪৲ ; ৪॥০ সুদের হাওড়া ব্রিজ (১৯৫৬-৬৬) ৩রা—৯৮।৵০ ; ৬৲ সুদের হুমায়ুন প্রপার্টী (১৯৩৫-৪৫) ৩রা—১০৪॥০।

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ২৮শে মার্চ্চ—১৫৪০৲ ; ১লা এপ্রিল—১৫৪৫৲ ১৫৫০৲ ; ২রা—১৫৫২৲ । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২৯শে মার্চ্চ—১০৪॥০ ১০৬৲ ; ১লা এপ্রিল—১০৩৸০ ১০৪৸০ ; ২রা—১০৫৲ ১০৫॥০ ; ৩রা—১০৫।০ ১০৬৲ । সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ২৮শে মার্চ্চ—৪৩।০ ৪৪৲ ; ৩১শে—৪৩।০ ; ৩রা এপ্রিল—৪৪।০ ৪৪॥০ ।

রেলপথ

বারাসত বসিরহাট রেলওয়ে—২৮শে মার্চ্চ ৩৪॥০ ৩৫॥০ । দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে—২৮শে মার্চ্চ (প্রেফ) ১০১৲ ১০২৲ । সারা-সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে—২৯শে মার্চ্চ ১০২৲ । মৈমনসিংহ-ভৈরববাজার রেলওয়ে—১লা এপ্রিল ১০৬॥০ । বর্দ্ধমান কাটোয়া রেলওয়ে—৩রা এপ্রিল ৯৩৲ । হাওড়া আমতা রেলওয়ে—৩রা এপ্রিল ১০০৲ ।

খনি

বার্ম্মা করর্পোরেশন—২৮শে মার্চ্চ ৪৸৵০ ৫৴০ ; ২৯শে—৪৸৵০ ৪৸৶০ ; ১লা এপ্রিল—৪৸৵০ ৫৴০ ; ২রা—৪৸৶০ ; ৩রা—৪৸৶০ । ইণ্ডিয়ান কপার—২৮শে মার্চ্চ ২৴০ ২৵০ ; ২৯শে—২৴০ ২৵০ ; ১লা এপ্রিল—২৴০ ২৵০ ; ২রা—২৵০ ; ৩রা—২৴০ ২৶০ । কনসোলিডেটেড টীন—২৮শে মার্চ্চ ২।৵০ ২॥৴০ ; ২৯শে—২।৵০ ; ১লা এপ্রিল—২।৶০ ২॥৴০ ; ২রা—২॥০ ; ৩রা—২।০ ২।৴০ । টেভয় টীন—২৮শে মার্চ্চ ১৴০ ; ২রা এপ্রিল—৸৶০ । রোডেসিয়া কপার—১লা এপ্রিল ॥৶০ ৸৴০ ।

কেমিক্যাল

এলক্যালি এণ্ড কেমিক্যাল—২৯শে মার্চ্চ (অর্ডি) ১৬॥৵০ ১৭॥০ ; ৩১শে—১৬৸৵০ ; ১লা এপ্রিল—১৬৸০ ১৭৵০ ; ৩রা—১৬৸৶০ ১৭৶০ । এলকালি কেমিক্যাল—২রা এপ্রিল (প্রেফ) ১২১৲ ; ৩রা—১১৯৲ । শাঙ্করম—২রা এপ্রিল ৪।৵০ । বেঙ্গল এরিয়েটীং গ্যাস—৩রা এপ্রিল ৪৮৲ ৪৯৲ ।

কয়লার খনি

বড় ধেমো ১লা এপ্রিল—৩৸৴০ । বেঙ্গল ২৮শে মার্চ্চ—৩৫৫৲ ; ৩১শে—৩৫৪৲ ; ৩রা এপ্রিল—৩৫২৲ ৩৫৬৲ । বোরিয়া ২৮শে মার্চ্চ—১৫৵০ ১৫।০ ১৫॥০ ; ৩০শে—১৩৸০ ১৪৲ ; সেণ্টাল কুরকেণ্ড ২৮শে মার্চ্চ—১৩॥০ ; ২৯শে—১৩৸০ ১৪৲ । ধেমো মেইন ২৮শে মার্চ্চ—১৩৲ ; ১লা এপ্রিল—১২॥০ ১২৸০ ১৩৲ ; ২রা—১২॥০ ; ৩রা—১২॥৶০ ১২৸৶০ । ইকুইটেবল ২৮শে—৩৫।৵০ ; পরাশিয়া ২৮শে মার্চ্চ—১৲ ; ২রা এপ্রিল—৸৴০ ১৲ । রেওয়া ২৮শে মার্চ্চ—২২৲ ; ৩রা এপ্রিল—২২৲ । শিবপুর ২৮শে মার্চ্চ—২৩।০ । শিজারণ ২৮শে মার্চ্চ—॥৶০ ৸৴০ । নাজিরা ২৯শে—৭৸৵০ ; ১লা এপ্রিল—৭॥৴০ ৭৸৵০ ; ২রা—৭॥৵০ ৭৸৵০ ; ৩রা—৭॥৵০ ৭০৸০ । পেঞ্চভেলি ২৯শে মার্চ্চ—৩৩৸০ ; ১লা

এপ্রিল—৩৫॥৵০ ৩৫৸৶০। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ২৯শে মার্চ্চ—২০৲। খুসিক ও মুল্লিয়া ১লা এপ্রিল—৪৵০; ৩রা—৪৲ ৪/০। সেণ্ট্রাল ১লা এপ্রিল—১২৸০। সাউথ কারণপুরা ১লা এপ্রিল—৪।০; ৩রা—৪।/০। তালচের ১লা এপ্রিল—১।৵০ ১॥০। ওয়েষ্ট জামুরিয়া ১লা এপ্রিল—৩০৲ ৩০৸০; ২রা—৩০॥৶০ ৩রা—৩০৵০ ৩০॥০। ভালগোড়া ১লা এপ্রিল—৪॥/০; ২রা—৪॥৵০। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ২রা এপ্রিল—১৬৵০; ৩রা—১৬৵০। নিউ বীরভুম ২রা এপ্রিল—১৫৸০। নিউ মানভূম ৩রা এপ্রিল—৩৮৸০ ৩৯৲। নর্থ দামুদা ৩রা এপ্রিল—৫৲। রাণীগঞ্জ ৩রা এপ্রিল—২৫৲। সামলা ৩রা এপ্রিল—২৲ ২৵০।

কাপড়ের কল

বঙ্গলক্ষ্মী ২৮শে মার্চ্চ—৩২৲ ৩৭॥০। এলগিন মিলস্ ২৮শে মার্চ্চ—(অর্ডি)—১৯৵০; ১লা এপ্রিল—১৯৵০ ১৯।০। ডানবার ২৮শে মার্চ্চ—২০১॥০; ১লা—এপ্রিল ২০২৲; ২রা—২০২॥০। মোহিনী মিলস্ ২৮শে মার্চ্চ—১১।০ ১২৲ ১লা এপ্রিল—১১৸০ ১২৲; ৩রা—১২।০ ১২॥০; নিউ ভিক্টোরিয়া ২৮শে মার্চ্চ—(অর্ডি) ২৵০; ২৯শে—(অর্ডি) ২৲ ২৶০। ১লা—এপ্রিল (অর্ডি) ২৲ ২৶০; ২রা—২৲ ২৶০; ৩রা—২/০ ২।০; ২রা (প্রেফ) ৫।৶০। কেশোরাম ১লাএপ্রিল ৬।০ ৬।/০; ২রা—৬৶০।

ইলেকট্রিক ও টেলিফোন

বেঙ্গল টেলিফোন (প্রেফ) ২৮শে মার্চ্চ—১২/০; ১লা এপ্রিল (অর্ডি)—১৮৸০ ১৯৲ (প্রেফ) ২১/০। রাওলপিণ্ডি ইলেকট্রিক ২৮শে মার্চ্চ—২৫॥০ ২৫৸০ ১লা এপ্রিল—২৫॥০। বেণারস ইলেকট্রিক ১লা এপ্রিল—৸৵০; ৩রা—১৩৸৵০ ১৪৵০। সাজাহানপুর ইলেকট্রিক ১লা এপ্রিল—৬৲ ৬।০। পাটনা ইলেকট্রিক ৩রাএপ্রিল—১৬॥০ ১৬৸০।

পাটকল

আদমজী ১লা এপ্রিল—২১॥৵০; আগড়পাড়া ১লা এপ্রিল—২৫।৶০ ২৫৸০; এলায়েন্স ১লা এপ্রিল—২৪৩॥০; এংলো ইণ্ডিয়া ২৮শে মার্চ্চ—৩১৫৲ ৩১৭৲ ১লা এপ্রিল—৩১২৲ ৩১৪৲; ২রা—৩১৫৲ ৩১৮॥০ ৩রা—৩১৭৲ ৩২০৲ বরানগর ১লা এপ্রিল—৯৯৲ ২রা—৯৮৲; অক্ল্যাণ্ড—২৮শে মার্চ্চ ১৭০৲ ১৭২৲ ২৯শে—১৭১৲ ১৭১॥০; ২রা এপ্রিল-১৭১৲ ১৭২৲ ৩রা—১৭১॥০ ১৭৩৲; বালী ১লা এপ্রিল—২২১॥০ ২২২৲; ২রা—২২২৲ ২২৩৲ ২২৫৲; বিরলা (অর্ডি) ২৯শে মার্চ্চ—২৬৸০ ২৭৲; ১লা এপ্রিল—২৭।০; ২রা—২৭৲; ৩রা—২৭।০; বিরলা (প্রেফ) ২৯শে মার্চ্চ—১৩০৲; ১লা এপ্রিল—১২৯৲ ১৩০৲; বজ্ বজ্ ২রা এপ্রিল—৩৫০৲ ৩৫৪৲ কেলেডনিয়ান্ ৩রা এপ্রিল—৩৬৪৲ ক্যালকাটা জুট (প্রেফ) ২৮শে ১০২৲; ২৯শে—১০২॥০; চেভিয়ট ২৮শে মার্চ্চ—১৮১৲; ১লা এপ্রিল—১৭৫॥০ ১৮২৲ ১৮৩৲; ২রা—১৮৪৲ ১৮৫৲; ৩রা—১৮৫৲ ১৮৬৲; ক্লাইভ ২৮শে মার্চ্চ—২১৸৵০; ১লা এপ্রিল—২২।৵০ ২২॥৵০; ২রা—২২॥০ ২২৸৵০ ২৩।/০; ৩রা—২৩৲; চাঁপদানী ২৮শে মার্চ্চ—১৬৪৲; চিতভলসা ১লা এপ্রিল—৯/০; ক্রেইগ (অর্ডি) ২৯শে মার্চ্চ—১।/০; ১লা এপ্রিল—১।/০ ৩রা—১।৵০ ১॥০; ফোর্টউলিয়ম ২৮শে মার্চ্চ—২১৮॥০; ডালহৌসী ১লা এপ্রিল—২৯৮৲; গৌরীপুর ২৮শে মার্চ্চ—৬৭৬॥০; ২রা এপ্রিল—৬৮২॥০ ৬৯৫৲; হুকুমচাঁদ (অর্ডি) ২৮শে মার্চ্চ ৯৲; ১লা এপ্রিল—৯৲; ২রা—৯/০ হুকুমচাঁদ (প্রেফ) ১১৬॥০ ১১৭॥০; (২৮শে মার্চ্চ) ২রা এপ্রি ১১৮৲ ৩রা—১১৭॥০ ১১৯৲ ১২৭৸০; হেষ্টিংস (প্রেফ) ২৮শে মার্চ্চ—১৩৭॥০; ১লা এপ্রিল—১৩৭৲ ১৩৮৲; ৩রা—১৩৭॥০ ১৩৯৲; হাওড়া ২ মার্চ্চ—৫১৲ ৫২৵০; ২৯শে মার্চ্চ—৫১।৵০ ৫২।০; ১লা এপ্রিল—৫১॥/০; ২রা—৫১৵০; ৫১॥৵০ ৩রা—৫১॥৵০ ৫২।/০; ইণ্ডিয়া ২৮শে ম ২৯৬৲ ২৯৬॥০; ১লা এপ্রিল—৩০১৲ ৩০২॥০; ২রা—৩০১৲ ৩০৩৲ ৩র ৩০২৲ ৩০৫৲; কামারহাটী ২৮শে মার্চ্চ—৪৬৫৲ ২৯শে—৪৬২৲ ৪৬৫ ১লা এপ্রিল—৪৬২৲ ৪৬৮॥০, ২রা—৪৬৪৲ ৪৭০॥০ ৩রা—৪৬৪৲ ৪৭৲ কাঁকনাড়া ২৮শে মার্চ্চ—৩৭৯৲; ২রা এপ্রিল—৩৭২৲ ৩৭৬৲ ৩রা—৩৭৬ হুগলী ২রা এপ্রিল—৫৮৲ ৫৮॥০; হুগলী (প্রেফ) ১লা এপ্রিল—১৩৭৲ ১৩৮ খড়দহ ৩রা এপ্রিল—৩৮৬৲ ৩৮৮৲; প্রেসিডেন্সী ১লা এপ্রিল—৪।৶০ ৪ ৩রা—৪॥০ ৪॥৵০; মেঘনা ২৮শে মার্চ্চ—৩৯৸০ ২রা এপ্রিল—৪০/০ ৪১৲ নস্করপাড়া ১লা এপ্রিল—১৭৵০ ১৭।৵০; ৩রা—১৭/০ ১৭।/০; ন্যাশন ২৮শে মার্চ্চ—২১৸/০ ২২।৵০ ১লা এপ্রিল—২২৲ ২২।/০; ২রা—২২০ ২২।৵০; নদীয়া ২৮শে মার্চ্চ—৫৭॥০ ২৯শে—৫৭॥৵০; ২রা এপ্রিল—৫৭। ৫৮৲ ৩রা—৫৭॥০ ৫৮।০; নিউ সেণ্ট্রাল ২৮শে মার্চ্চ—২৯৫৲; ২রা এপ্রিল-২৯২৲ ২৯৩৲; ৩রা—২৯৫৲; নৈহাটী ১লা এপ্রিল—২৮৫৲ ২৯৬॥০ নর্থব্রুক, ২৮শে মার্চ্চ ৩২৲; রামেশ্বর (অর্ডি) ২৮শে মার্চ্চ—৫॥০; ২রা এপ্রিল-৫॥০ ৫৸৵০; রিলায়েন্স ২৮শে মার্চ্চ—৫৬৲ ২৯শে—৫৬৲; ১লা এপ্রিল-৫৫॥০; সুরা (প্রেফ) ১১৭॥০ ১১৮৲; ওয়েভার্লি (অর্ডি) ২৯শে মার্চ্চ—২। ওরিয়েণ্ট ১লা এপ্রিল—১৭৭॥০ ১৮৩৲ ১৮৪৲; ২রা ১৮৩৲ ১৮৫৲; ৩রা—১৮২৲ ইউনিয়ন ২রা এপ্রিল—৩৮০৲ ৩৮২৲; ডেল্টা ২৯শে মার্চ্চ—৩৮৪৲।

ইঞ্জিনিয়ারিং

বৃটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ২৮শে মার্চ্চ—৯॥০ ১০।৶০; ২৯শে—১০৵০ ১০।৵০; ২রা এপ্রিল—১০৶০ ১০॥০; ৩রা—১০।০ ১০৸০; বার্ণ এণ্ড কোম্পানী (অর্ডি) ২৯শে মার্চ্চ—৩৭৮৲; ১লা এপ্রিল—৩৮/০ (সিঙ্গল লট) ৩৮২৲ হুকুমচাঁদ (অর্ডি) ২৮শে মার্চ্চ—১০৸০ ১১৲ ২৯শে—১০৸০ ১০৸৶০ ১১৲ ১১।০; ৩১শে—১১৲; ১লা এপ্রিল—১১/০ ১১৵০ ১১৶০ ১১।৶০ ২রা—১১৶০ ১১॥০; ৩রা—১১৶০ ১১॥০; হুকুমচাঁদ ষ্টীল (ডেফার্ড) ২৮শে মার্চ্চ—৩৶০ ২৯শে—৩।০ ৩।/০; ১লা এপ্রিল ৩।/০ ৩।৵০ ৩।৶০ ৩॥০ ২রা—৩॥০ ৩৸০; ৩রা—৩॥০ ৩॥৵০; ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ২৮শে মার্চ্চ ৩১৸৶০ ৩২৲ ৩২/০ ৩২।০ ৩২।/০; ২৯শে—৩১৸৵০ ৩২৲ ৩২৵০; ১লা এপ্রিল ৩১৸৵০ ৩১৸৶০ ৩২৲ ৩২৵০ ৩২৶০ ৩২।০; ২রা—৩২/০ ৩২৵০ ৩২৶০ ৩২।৶০ ৩রা—৩২৲ ৩২।০ ৩২।/০ ৩২।৵০ ৩২॥/০ ৩২॥৵০; ইণ্ডিয়ান গ্যালভেনাইজিং ৩রা এপ্রিল—২৯৲ ২৯।০; ইণ্ডিয়ান্ ষ্টীল এণ্ড ওয়ার প্রডাক্টস্ ২৮শে মার্চ্চ—৫৩॥০ ২৯শে—৫৪॥০ ৫৪৸০; ৩রা এপ্রিল—৫৩॥০; ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড ওয়ার প্রডাক্টস্ (ডেফার্ড) ১লা এপ্রিল—৩৫৲ ৩৫৵০

৩৫।০ ৩৫॥০ ; কুমারধুবি ইঞ্জিনিয়ারিং (অর্ডি) ২৮শে মার্চ্চ—৪/০ ৪৵০ ৪।০ ; ১লাএপ্রিল—৪।০ ৩রা—৪/০ ৪।০ ; কুমারধুবি ইঞ্জিনিয়ারিং (প্রেফ) ১লা এপ্রিল —১২০৲ ; ৩রা—১১৯৲ ১২১৲ ; মার্শালস্ ২৮শে মার্চ্চ—১।০ ২৵০ ; ২৯শে—২/০ ; ১লা এপ্রিল—১।/০ ২রা—১৸৶০ ২৵০ ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ২৮শে মার্চ্চ—৮/০ ৮।/০ ; ২৯শে—৮৶০ ৮।৶০ ; ১লা এপ্রিল—৮।০ ৮।/০ ৮॥০ ৮॥/০ ; ২রা—৮।০ ; ৩রা—৮।৶০ ৮৸০ ; ষ্টীল করপোরেশন (অর্ডি) ২৮শে মার্চ্চ—১৮৸৶০ ১৯৲ ১৯৵০ ১৯।০ ; ২৯শে—১৮৸৵০ ১৮৸৶০ ১৯৲ ১লা এপ্রিল—১৯/০ ১৯।/০ ১৯।৵০ ১৯।৶০ ১৯॥০ ; ২রা—১৯৲ ১৯।/০ ; ৩রা—১৯৵০ ১৯৸০ ; ষ্টীল করপোরেশন (প্রেফ) ২৮শে মার্চ্চ—১১৭৵০ ১১৭॥০ ১১৮॥০ ; ব্রিটানিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ২৯শে মার্চ্চ—৭॥৵০ ৭৸০ ১লা এপ্রিল—৭॥৵০ ৭৸০ ; ৩রা—৭॥০ ৭৸৵০ ; ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগন (অর্ডি) ২৯শে মার্চ্চ—৬০॥০ ; (প্রেফ) ২রা এপ্রিল—১৬১৲ ১৬২॥০ ৩রা—৬০৲ ৬১৲ ।

বিবিধ

বরারি কোক্ ২৮শে মার্চ্চ—১৯৸৶০ ২০৵০ ; ২৯শে—২০।০ ; ৩রা এপ্রিল —২০॥/০ ২১।০ ; বি, আই, কর্পোরেশন (অর্ডি) ২৮শে মার্চ্চ—৪॥০ ৪॥৵০ ; ২৯শে—৪॥০ ৪॥৵০ ; ১লা এপ্রিল—৪।০ ৪॥০ ; ২রা—৪।০ ৪।৵০ ; ৩রা—৪।০ ৪।৶০ ; ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ক্রেডিট সিণ্ডিকেট ২৮শে—৩৲ ৩৵০ ; এসোসিয়েটেড হোটেল (প্রেফ) ৩রা এপ্রিল—৮৬৲ ; ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল এয়ারওয়ে ২রা—৯।৵০ ৯॥০ ; টাইড ওয়াটার অয়েল ৩রা—১৫৲ ; ক্যালকাটা ট্রাম (অর্ডি) ১৯শে মার্চ্চ—১৪৲ ১৪॥০ ; ইণ্ডো-বার্ম্মা পেট্রোলিয়াম ৩রা এপ্রিল—১০৬৲ ; ডানলপ্ রাবার (অর্ডি) ২৯শে মার্চ্চ—৩৮৵০ ; ১লা এপ্রিল —৩৮॥০ ; ২রা—৩৮॥৵০ ; ৩রা—৩৯।০ ; (সেকেণ্ড প্রেফ) ২রা—১১৮৲ ; ইণ্ডিয়ান রাবার ম্যানুফ্যাকচারিং ২৯শে মার্চ্চ—২৬॥০ ২৭৲ ; নিউ ইণ্ডিয়া ইনভেষ্টমেণ্ট ২৯শে—৫৬৲ ; ৩রা এপ্রিল—৫৯॥০ ; ম্যাকফারলেন এণ্ড কোং (ডেফার্ড) ৩১শে মার্চ্চ—১৸৶০ ২/০ ; ২রা এপ্রিল—২।০ ; ৩রা—১৸৶০ ২/০ ; (অর্ডি) ৩রা—৫৸০ ; ইণ্ডিয়ান উড প্রডাক্টস ১লা—২৭৲ ২৭॥০, ২রা—২৭॥০ ; ৩রা—২৭৵০ ২৭৸০। বৃটীশ সিলোন কর্পোরেশন ১লা—৪।৵০ ৪॥০ ; আইভান জোন্স ১লা—২৲ ২৵০, ২রা—২৲ ২৵০ ; ৩রা—২৲ ২৵০ ; রোটাস্ ইণ্ডাষ্ট্রিজ (প্রেফ) ১লা—১৪৬৲ ; ইণ্ডিয়ান জেনারেল নেভিগেশন (অর্ডি) ২রা—৭৯৲ ৮০৲ ; আসাম সজ ১লা—৩।/০ ৩॥০ ; ২রা—৩।/০ ৩॥০ ; ৩রা—৩।/০ ৩।৶০ ; ব্রিটোনিয়া বিস্কুটস্ ২রা—১০।৶০ ১০৸০ ; ৩রা—১০।৶০ ১০॥/০ ; পাবলিসিটী সোসাইটী ৩রা—৬॥৵০ ; ক্যালকাটা সেফ্ ডিপোজিট ২রা—৬।০ ৬৸০ ; ইণ্ডিয়ান কেবলস্ ২রা—২১৲ ২১৸০ ; বৃটীশ বার্ম্মা পেট্রোলিয়াম ২রা—৩॥/০ ৩॥৶০ ; ৩রা—৩॥০ ।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৪ঠা এপ্রিল

কলিকাতার বাজারে গত দুই সপ্তাহ পাটের দর তেজী থাকিয়া এসপ্তাহে তাহা আবার কিছু নামিয়া গিয়াছে। এপ্রিল মাস সুরু হইয়াছে। কিন্তু এখনও মফঃস্বলে বিশেষ কিছু পাট বোনা সম্ভবপর হইতেছে না। ইহারই ফলে আগামী বৎসরে কম পাট উৎপন্ন হওয়ার যে সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে যে, তাহাতে পাটের দর চড়িয়া উঠিবারই কথা। কিন্তু চটকলওয়ালারা পাট ক্রয় সম্বন্ধে ক্রমাগতভাবে উদাসীনতা প্রদর্শন করাতে পাটের দর না চড়িয়া বরং পুনরায় নিম্নাভিমুখীই দাঁড়াইয়াছে। গত সপ্তাহে ফাটকা বাজারে পাটের সর্ব্বোচ্চ দর ছিল ৪১॥০ আনা। এসপ্তাহে পাটের দর ৪০৸০ আনার বেশী উঠে নাই। নিম্নে ফাটকা বাজারের এসপ্তাহের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল :—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
৩১শে মার্চ্চ	৪০৸০	৪০৲	৪০।০
১লা এপ্রিল	৪০৵০	৩৯৲	৩৯।০
২রা "	৩৯৸০	৩৯৵০	৩৯।৵০
৩রা "	৪০৲	৩৯॥০	৩৯৸৵০
৪ঠা "	৪০৲	৩৯।৵০	৪০৲
৫ই "	৪০॥৵০	৪০৵০	৪০।৶০

সম্প্রতি আসামে কিছু বৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহার ফলে ঐ অঞ্চলে পাট বুনিবার কিছু সুবিধাও হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলা প্রদেশের পাট উৎপাদনকারী জেলাসমূহে বৃষ্টি হইতেছে না বলিয়া এখনও বিশেষ কিছু পাট বুনা সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে না। মেসার্স সিন্‌ক্লেয়ার মারে এণ্ড কোং লিমিটেড গত ২৯শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দৃষ্টে জানা যায় গত বৎসর এই সময়ে নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলে যেস্থলে বার আনা জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল এবার সেস্থলে মাত্র তিন আনা জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। চাঁদপুরে এগার আনা স্থলে সাড়ে চারি আনা, হাজিগঞ্জে সাড়ে দশ আনা স্থলে দেড় আনা, চৌমুহানীতে সাড়ে দশ আনা স্থলে দেড় আনা। আখাউড়ায় সাড়ে বার আনা স্থলে নয় পাই, নিখলিদামপাড়ায় সাড়ে তিন আনা স্থলে ছয় পাই, এলাসিনে দশ আনা স্থলে দুই আনা, সরিষাবাড়ীতে দশ আনার স্থলে এক আনা, ময়মনসিংহে আট আনা স্থলে এক আনা নয় পাই, সিরাজগঞ্জে নয় আনা স্থলে ছয় আনা ও ভাঙ্গুরায় আট আনার স্থলে এক আনা জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। আশুগঞ্জ অঞ্চলে এপর্য্যন্ত পাটের চাষ বিশেষ কিছুই হয় নাই বলা চলে।

নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পাট ক্রয় সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের সহিত পাট কলওয়ালাদের যে চুক্তি হইয়াছিল আগামী ১৫ই এপ্রিল তাহার মিয়াদ শেষ হইবে। ঐ চুক্তির সর্ত্ত অনুযায়ী যে পরিমাণ পাট ক্রয় করিবার কথা ছিল পাট কলওয়ালারা এপর্য্যন্ত পাট ক্রয় করিয়াছেন তাহার তুলনায় কম। সে হিসাবে এই চুক্তি কতকাংশে ব্যর্থ হইলেও এতদিন পাটের দর কিছু চড়া রাখিবার পক্ষে এই চুক্তি যে কিছু সাহায্য করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আগামী ১৫ই এপ্রিল এই চুক্তির মেয়াদ শেষ হইলে পুনরায় একটা চুক্তি বলবৎ করা হইবে কি না তৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট নীরব রহিয়াছেন। যদি নূতন কোন সুবিধাজনক চুক্তি সম্পন্ন না হয় তবে পাটের বাজারের পক্ষে তাহা অবসাদ-জনক হইয়া দাঁড়াইবে বলিয়াই মনে হয়।

আলগা পাটের বাজারে এ সপ্তাহে কাজ কারবার হইয়াছে কম পাট কলওয়ালারা প্রতি মণ ৬৸০ আনা দরে সামান্য পরিমাণ ইউরোপীয় বটম শ্রেণীর পাট ক্রয় করিয়াছে। পাকা বেল বিভাগে রপ্তানিকারকদের সহিত বিশেষ কারবার হয় নাই। চটকলওয়ালারা প্রতি বেল ৪৫ টাকা দরে কিছু পরিমাণ বিশেষ ফ্যাষ্ট শ্রেণীর পাট খরিদ করিয়াছে।

থলে ও চট

এসপ্তাহে থলে ও চটের বাজারের দর খুব চড়া দেখা গিয়াছে। গত ২৭শে মার্চ্চ বাজারে ৯ পোর্টার চটের দর ১৫॥০ ও ১১ পোর্টার চটের দর ২০৸৶০ আনা ছিল। গতকল্য বাজারে তাহা যথাক্রমে ১৬৸৵০ আনা ও ২৩।০ আনায় দাঁড়ায়।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ৪ঠা এপ্রিল

সোণা

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে সোণার দরের কোনরূপ পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। গত সপ্তাহে যে উন্নতি ঘটিয়াছিল মোটামুটি তাহাই বজায় ছিল; কিন্তু সপ্তাহের শেষ দিকে সোণার মূল্যে দ্রুত অবনতি ঘটিয়াছে এবং বোম্বাই বাজারেই এই নিম্নগতি বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছে। গত সপ্তাহে কলিকাতা এবং বোম্বাই বাজারে প্রতি ভরি রেডি স্বর্ণের দর ৪৩৸৶০ আনা বলিয়া আমরা উল্লেখ করিয়াছিলাম। অদ্য বোম্বাই বাজারে রেডি সোণা ৪৩৵০ আনায় বাজার খুলিয়া ৪২৸৴০ আনায় বাজার বন্ধ হয়। অদ্যকার কলিকাতার দর ৪৩।৵০ আনা। বোম্বাই বাজারে মজুদ সোণার আনুমানিক পরিমাণ ৫ লক্ষ তোলা।

লণ্ডনের বাজারে প্রতি আউন্স সোণার মূল্য সরকার নির্দ্ধারিত ১৬৮ শিলিংএ স্থির ছিল।

রূপা

সোণার ন্যায় আলোচ্য সপ্তাহে রূপার মূল্যেও অবনতি ঘটিয়াছে; তবে উহা তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। গত সপ্তাহের শেষে কলিকাতায় প্রতি ১০০ ভরি রূপার মূল্য ছিল ৬৩৸০। অদ্যকার দাম ৬৩৸৶০ এবং ঐ খুচরা মূল্য ৬৩৸০ আনা। বোম্বাই বাজারে বিগত সপ্তাহে রেডি রূপার দর ছিল ৬৩৴০ আনা হইতে ৬৩।৴০ আনা। অদ্য বোম্বাই বাজারে রেডি রূপা ৬৩৲ টাকায় বাজার খুলিয়া ৬২॥৴০ আনায় বাজার বন্ধ হয়।

লণ্ডন বাজারে প্রতি আউন্স স্পট রূপার মূল্য ২৩½ পেনীতেই স্থির আছে।

ধান ও চাউলের বাজার

কলিকাতা, ৪ঠা এপ্রিল

কলিকাতার বাজার—আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ধান চাউলের বাজারে পাটনাই শ্রেণীর ধান ও চাউলের চাহিদা পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন প্রকার প্রতিমণ ধান ও চাউলের নিম্নরূপ দর বলবৎ ছিল:—

ধান—কাটারিভোগ (নূতন)—৪।০; সাধারণ পাটনাই—৩।৵০ ৩।৶০; মাঝারি পাটনাই—৩।০ ৩॥৵০; সাদা মোটা—৩৲ ৩৵০; রূপসাল—৩॥৴০ ৩॥৴৬; ২৩নং গোলাবা পাটনাই—৩॥৴০ ৩॥৴৬; দাদখান—৪৲ ৪৶০; হামাই—৩॥০ ৩৶০; জেশোয়া—৩॥৴০ ৩৸০।

চাউল—রূপশাল (কলছাটি)—৬৸০; কাটারীভোগ (পুরাতন)—৬৸৶০ কামিনী আতপ (নূতন)—৬॥৶০, বাক্ তুলসী—৫৸৴০, কামিনী আতপ (ঢেকি)—৬॥৶০। নূতন পাটনাই ২৩নং—৫৸৬ ৫৸৵০। কাটারীভোগ আতপ—৮৵০।

রেঙ্গুনের বাজার—আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুনের ধান ও চাউলের বাজার বেশ চড়া ছিল। বিভিন্ন প্রকার প্রতিমণ ধান ও চাউলের নিম্নরূপ দর বলবৎ ছিল।

খানানটো—চলতি দর ৩৩০৲, মে ৩২৮; জুন ৩২৯॥০; জুলাই ৩২৯॥০

আতপ—মোটা—৩২২৲—৩৩২৲; সরু—৩৪২৲—৩৪৫৲; টেবিয়ান্—৩৭৫৲—৩৮৫৲; সুগন্ধি—৩৬২৲—৩৬৭৲।

সিদ্ধ—লম্বা—২০৭৲—৩৩৫৲; ২নং মিলচর—২৯২৲—৩০০৲; ভাঙ্গা—২০০৲—২৩০৲;

ধান্য—নাসিন শ্রেণী—১২৭৲—১২৯৲; মাঝারি—১৩৫৲—১৩৭৲।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ৪ঠা এপ্রিল

গত ১লা এপ্রিল কলিকাতায় ভারতে ব্যবহারোপযোগী চায়ের ৩৮ নং নীলাম সম্পন্ন হয়। এবারকার মরশুমের চায়ের ইহাই ছিল শেষ নীলাম বিক্রয়। এই নীলামে খারাপ শ্রেণীর চা বেশী পরিমাণ বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইয়াছিল। শ্রেণী বিভাগ করা পরিষ্কার চায়ের দর বেশ চড়া দেখা গিয়াছিল। বাজারে গুড়া চায়ের পরিমাণ কম ছিল। যাহা কিছু বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে বেশীর ভাগই ছিল নিকৃষ্ট শ্রেণীর। ফলে গুরা চায়ের দাম পূর্ব্বের তুলনায় কিছু নামিয়া যায়।

১৯৪১-৪২ সালের রপ্তানীযোগ্য চা সম্বন্ধে এসপ্তাহে বাজারে বিশেষ কিছু দাবী দাওয়া লক্ষিত হয় নাই। বাজারে প্রতি পাউণ্ড চায়ের দাম দাঁড়াইয়াছিল।৶৭। বিক্রেতারা।৶৯ পাইয়ের নিম্ন দরে চা বিক্রয়ের কোন আগ্রহ দেখায় নাই।

১৯৪১-৪২ সালের ভারতে বিক্রয়যোগ্য চায়ের দর ছিল প্রতি পাউণ্ড ৴৫ পাই। কিন্তু ঐদরে কারবার করা সম্বন্ধে বাজারে চায়ের ক্রেতা বা বিক্রেতা কাহারও তরফ হইতে বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় নাই।

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বড়বাজার ষ্ট্রীট

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৩য় বর্ষ, ২য় খণ্ড | কলিকাতা, ২১শে এপ্রিল, সোমবার ১৯৪১ | ৪৭শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

সমর-সরঞ্জাম ও বাঙ্গলা

বর্ত্তমান যুদ্ধে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন শ্রেণীর সমর-সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য ভারত সরকার নিজেদের ও বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে যে কোটী কোটী টাকা ব্যয় করিতেছেন, বাঙ্গলা দেশ তাহার কিছুই সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। ইতিমধ্যে সংবাদে জানা গিয়াছে যে, সমর-সরঞ্জাম বিভাগ বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলগুলির নিকট ৮ কোটী গজ খাকি, ১ কোটী ৭০ লক্ষ গজ ক্যানভাস এবং ৩০ লক্ষ সামরিক পোষাকের জন্য অর্ডার দিয়াছে। সামরিক বিভাগ হইতে বর্ত্তমানে বহু সহস্র মোটর লরীর বহিরাবরণ প্রস্তুত করিবার জন্যও অর্ডার দেওয়া হইয়াছে এবং বোম্বাইয়ের ব্যবসায়িগণই এই সমস্ত অর্ডার গ্রহণ করিয়াছেন। প্রকাশ যে, সামরিক বিভাগ বহু সহস্র প্যারাসুটের অর্ডার দিবার জন্যও লোক খুঁজিতেছেন এবং কাশ্মীর ও মহীশূরের রেশম ব্যবসায়িগণ এই অর্ডার সংগ্রহের জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে এই পর্য্যন্ত সামরিক বিভাগ ভারতবর্ষ হইতে প্রায় দেড়শত কোটী টাকা মূল্যের সমর সরঞ্জামের অর্ডার দিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গলা দেশের চটকলসমূহ ছাড়া আর কেহ এই সব অর্ডার সংগ্রহে বড় একটা সফল হয় নাই। সম্প্রতি বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলগুলি খাকি ও ক্যানভাসের যে বিপুল পরিমাণ অর্ডার পাইয়াছে বাঙ্গলার একটী কাপড়ের কলও তাহার কতকাংশ গ্রহণ করিতে পারে নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে এরূপ সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, সমর বিভাগ বাঙ্গলা দেশ হইতে বহু লক্ষ গজ মশারির থান ক্রয় করিবেন। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কেহ উহা সরবরাহের জন্য অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া আমরা কিছু শুনিতে পাইতেছি না। মোটের উপর যুদ্ধের জন্য পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের যে বিপুল সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, বাঙ্গলা দেশ তাহা হইতে এক প্রকার কিছুই লাভবান হইতে পারিতেছে না। উপযুক্তরূপ কলকব্জার অভাব, মূলধনের অপ্রাচুর্য্য এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিবার অক্ষমতা হেতুই বাঙ্গলা আজ এই ব্যাপারে এত পেছনে পড়িয়া রহিয়াছে। উহা যে নিতান্ত পরিতাপের কথা তাহাতে সন্দেহ নাই।

বৃত্তিকরের সীমা-নির্দ্ধারণ

নূতন শাসনতন্ত্রের আমলে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের মধ্যে কে কোন কোন বিষয়ে ট্যাক্স বসাইতে অধিকারী তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী আয়কর ধার্য্য করিবার ক্ষমতা একমাত্র কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের হাতেই ন্যস্ত আছে। কিন্তু প্রদেশসমূহে নূতন শাসনতন্ত্র বলবৎ হইবার পর বাঙ্গলা, পাঞ্জাব, সংযুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের আয়ের উপর বৃত্তিকর নাম দিয়া একপ্রকার ট্যাক্স বসাইয়াছেন। উহা ছদ্মনামে আয়কর ভিন্ন আর কিছু নহে। এই ভাবে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক—উভয় গবর্ণমেণ্টের ধার্য্য আয়করের ফলে দেশের জনসাধারণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। কেননা একই আয়ের উপর যদি কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমবেত ভাবে ভাগ বসাইতে চাহেন, তাহা হইলে উহা প্রদান করা কাহারও পক্ষে সাধ্যায়ত্ত নহে। যাহা হউক এতদিন পরে ভারতসরকার উহার আংশিক প্রতিকারে অগ্রসর হইয়াছেন। দেশবাসীকে ট্যাক্সভার

হইতে কিছু রেহাই দেওয়া উহার উদ্দেশ্য নহে, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ যদি বৃত্তিকরের ছদ্মনামে আয়কর বসাইতে আরম্ভ করেন এবং উহার যদি একটা সীমারেখা টানিয়া দেওয়া না হয়, তাহা হইলে আয়করের দফায় ভারতসরকারের আয়ের পরিমাণ কমিয়া যাইবার আশঙ্কাতেই ভারতসরকার উহার প্রতিকারে অগ্রসর হইতেছেন। এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারত সরকারের তরফ হইতে একটি বিল পেশ করা হইয়াছে। উহার স্থূলমর্ম্ম এই হইতেছে যে, কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট বৃত্তিকর বাবদ কাহারও নিকট হইতে ৫০ টাকার বেশী আদায় করিতে পারিবেন না। মাদ্রাজে যে বৃত্তিকর ধার্য্য হইয়াছে তাহাতে এজন্য অনেককে বৎসরে এক হাজার টাকা করিয়া প্রদান করিতে হইতেছে। নূতন আইন পাশ হইলে এই শ্রেণীর ট্যাক্স প্রদানকারিগণের ট্যাক্সভার অনেকটা লঘু হইবে। কিন্তু বাঙ্গলায় ছোট বড় নির্ব্বিশেষে সকলকেই বৎসরে ৩০ টাকা করিয়া বৃত্তিকর দিতে হইতেছে। নূতন আইন পাশ হইবার পর অথবা উহার পূর্ব্বে বাঙ্গলা সরকার উহার পরিমাণ বৎসরে ৫০ টাকা করিয়া নির্দ্ধারিত না করিলেই মঙ্গল। এই ব্যাপারে ভারত সরকার আর একটু সুবিবেচনার পরিচয় দিলে আমরা সুখী হইতাম। বৃত্তিকর যখন ভারত সরকারের মতে মূলতঃ আয়কর ভিন্ন আর কিছুই নহে তখন বিভিন্ন শ্রেণীর আয়ের অনুপাতে বিভিন্ন হারে ট্যাক্স ধরিয়া উহার সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ ৫০ টাকায় নির্দ্ধারিত করিলেই শোভন হইত। বর্ত্তমানে ভারত সরকার যে আইন পাশ করিতেছেন তাহার ফলে যাহার আয় বৎসরে দুই হাজার টাকা তাহাকেও যাহার আয় বৎসরে দুই লক্ষ টাকা, তাহার সমান হারে বৃত্তিকর দিতে হইবে। আয়করের মূলনীতি অনুযায়ী উহা যে একটা অত্যন্ত অযৌক্তিক ব্যবস্থা তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

কুইনাইনের মূল্য বৃদ্ধি

বাঙ্গলা দেশের ন্যায় ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত ও দরিদ্র দেশে প্রতি প্যাকেট কুইনাইনের মূল্য চার আনা হইতে সাড়ে ছয় আনায় বর্দ্ধিত করিয়া বাঙ্গলা সরকার তাঁহাদের লাভের মাত্রা বর্দ্ধিত করিবার যে নিন্দনীয় মনোভাব প্রকট করিতেছেন, তাহার বিরুদ্ধে গত ১৭ই মার্চ্চ তারিখের 'আর্থিক জগতে' আমরা প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। উহার পর গত ৩১শে মার্চ্চ তারিখে সহযোগী 'অমৃতবাজার পত্রিকা' এই বিষয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আমাদের অভিমত সমর্থন করেন। উহার জবাব হিসাবে গত ১৭ই এপ্রিল তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকায়' বাঙ্গলা সরকারের প্রচার বিভাগের ডিরেক্টারের একখানা পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত পত্রের সারমর্ম্ম এই যে, বর্ত্তমানে যুদ্ধের জন্য কুইনাইনের মূল্য পূর্ব্বের তুলনায় অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট যদি কুইনাইনের মূল্য পূর্ব্বহারে বজায় রাখিতেন, তাহা হইলে দেশের জনসাধারণ উহার সুফল ভোগ করিতে পারিত না—কুইনাইন ব্যবসায়িগণই উহা দ্বারা লাভবান হইত। দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেণ্ট কুইনাইন বিক্রয় করিয়া বর্ত্তমানে যে অতিরিক্ত লাভ করিতেছেন, তাহা অন্যদিক দিয়া পোষাইয়া দেওয়া হইতেছে। কারণ বর্ত্তমানে বাঙ্গলা সরকার বিনামূল্যে কুইনাইন বিতরণের জন্য স্বাস্থ্য বিভাগে অধিকতর অর্থের সংস্থান করিতেছেন।

প্রচার বিভাগের ডিরেক্টারের এই সব কৈফিয়তের কোনটা দ্বারাই দেশবাসী সান্ত্বনা লাভ করিবে না। যে স্থলে গবর্ণমেণ্ট পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ-নীতি অবলম্বন করিয়া অন্যান্য ঔষধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, সেই স্থলে উহারা চেষ্টা করিলেও পোষ্টাফিসের মারফতে বিক্রীত কুইনাইনের মূল্য স্থির রাখিতে পারিবেন না—উহা বলা আর নিজেদের অকর্ম্মণ্যতা স্বীকার করা একই কথা। এই ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের কোন আন্তরিক আগ্রহ থাকিলে তাঁহারা ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীদের জন্য কার্ডের ব্যবস্থা করিয়া মাত্র উহাদের নিকটেই যাহাতে পোষ্টাফিসের কুইনাইন বিক্রয় হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। মোটের উপর কুইনাইনের পূর্ব্বমূল্য বজায় রাখিলে জনসাধারণ উহার সুবিধা ভোগ করিতে পারিবে না—উহা একটা বাজে অজুহাত মাত্র। যুদ্ধের জন্য কুইনাইনের মূল্য চড়িয়া গিয়াছে দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট উহার সুযোগ গ্রহণ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই বলিয়াই তাঁহারা কুইনাইনের মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। যে দেশের অধিবাসীদের পক্ষে চার আনা ব্যয় করিয়া এক প্যাকেট কুইনাইন ক্রয় করিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া দেশের বহু ব্যক্তি অকালে প্রাণত্যাগ করিতেছে, সেই দেশে উহার মূল্য চার আনা হইতে সাড়ে ছয় আনায় বর্দ্ধিত করিয়া বাঙ্গলা সরকার একটা অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়াছেন—একথা আমরা সহস্রবার বলিব। ম্যালেরিয়া-ক্লিষ্ট ও দরিদ্র দেশবাসীর নিকট হইতে এইভাবে কুইনাইনের জন্য অধিক মূল্য আদায় করিয়া গবর্ণমেণ্টের যে অতিরিক্ত লাভ হইতেছে, তাহার বদলে বিনা মূল্যে কুইনাইন বিতরণের জন্য স্বাস্থ্যবিভাগের হাতে অধিক অর্থ দেওয়া হইতেছে বলিয়া প্রচার বিভাগের ডিরেক্টার গবর্ণমেণ্টের যে সাফাই গাহিয়াছেন, তাহাতেও কেহ সন্তুষ্ট হইবে না। অতিরিক্ত মূল্যে কুইনাইন বিক্রয় করিয়া গবর্ণমেণ্টের যে অতিরিক্ত লাভ হইতেছে তাহার কত অংশ বিনামূল্যে কুইনাইন বিতরণের জন্য স্বাস্থ্যবিভাগের হাতে দেওয়া হইতেছে, তাহা কি ডিরেক্টার মহোদয় ঘোষণা করিবেন? আর অতিরিক্ত লাভের সাকুল্য অংশও যদি স্বাস্থ্যবিভাগের হাতে কুইনাইন বিতরণের জন্য দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলেও উহাতে দেশের সর্ব্বসাধারণ উপকৃত হইবে না। যে দেশে লক্ষ লক্ষ লোক কুইনাইনের জন্য হাহাকার করিতেছে সেই দেশে স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ম্মচারীদের অনুগ্রহপুষ্ট ২।৪ হাজার ব্যক্তি যদি বিনামূল্যে কুইনাইন পায় তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের ব্যবসাদারীর কোন প্রতিকার হয় না। প্রচার বিভাগের ডিরেক্টার যে কৈফিয়ৎ দিতেছেন, তাহাকে 'গরু মারিয়া জুতা দানের' নীতি ভিন্ন আর কিছু বলা যাইতে পারে না।

লীগের অর্থনীতিক প্রচেষ্টা

কংগ্রেস হইতে একটী ন্যাশন্যাল প্লানিং কমিটি গঠিত হইয়াছে দেখিয়া এবার মুসলীম লীগও উহার মাদ্রাজ অধিবেশনে একটী অর্থনৈতিক সাব কমিটি গঠন করিয়াছেন। রাজনীতিক ক্ষেত্রে সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে পারে একথা লীগ বিশ্বাস করেন না। এই জন্যই পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভারতে দুইটী স্বতন্ত্র মুসলীম রাষ্ট্র গঠন করিয়া এই দুইটী রাষ্ট্রের পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব মুসলমানদের হস্তে প্রদান করিবার জন্য লীগ ব্যগ্র হইয়াছেন। যাঁহারা রাজনীতিক্ষেত্রে কোন মিলিত কর্ম্মপন্থায় বিশ্বাসী নহেন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তাঁহারা নিশ্চয়ই মিলিত কর্ম্মপন্থায় বিশ্বাসসম্পন্ন হইতে পারেন না। কাজেই একথা মনে করা যাইতে পারে যে লীগের অর্থনীতিক কমিটী মুসলমান সম্প্রদায়ের আর্থিক উন্নতির উদ্দেশ্যে একটী বিশুদ্ধ মুসলীম কর্ম্মপদ্ধতিই স্থির করিবেন। এই কর্ম্মপদ্ধতি অনুযায়ী একমাত্র মুসলমানদের নিকট শেয়ার বিক্রয় করিয়া মুসলমানের ম্যানেজিং এজেন্সিতে যৌথ কোম্পানী স্থাপিত হইবে। এই কোম্পানী মুসলমানদের নিকট হইতে জমি কিনিয়া মুসলমান কনট্রাক্টর দ্বারা বাড়ী তৈয়ার করতঃ মুসলমানের নিকট হইতে

কলকব্জা ও কাঁচামাল কিনিয়া মুসলমান মজুর ও পরিবারের সাহায্যে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিবেন। এই শিল্পদ্রব্য মুসলমানের রেল, মোটর লরী বা নৌকায় করিয়া মুসলমান ব্যবসায়ীর মারফতে মুসলমানদের নিকট বিক্রীত হইবে। উক্ত কোম্পানী যে ব্যাঙ্ক হইতে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিবেন তাহারও পরিচালক, অংশীদার এবং আমানতকারিগণকে মুসলমান হইতে হইবে। কলের সম্পত্তি যে বীমা কোম্পানীতে বীমা করা হইবে তাহার পরিচালক এবং বীমাকারীও নিশ্চয়ই মুসলমান হইবেন। দেশের শুল্কনীতি, মুদ্রানীতি ও বাট্টানীতিও হিন্দুদের তুলনায় পৃথকভাবে পরিচালিত হইবে আশা করা যায়। আমরা ভারতবর্ষে লীগ উদ্ভাবিত অর্থনীতিক পাকিস্থান দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া রহিলাম।

বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স

বাঙ্গলা দেশের জনৈক স্বনামখ্যাত ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর নিকট হইতে আমরা নিম্নলিখিত চিঠিখানা পাইয়াছি :—"গত ৩১শে মার্চ্চের আর্থিক জগতে 'ন্যাশানাল চেম্বারের আথিক অবস্থা' শীর্ষক প্রবন্ধ পড়িয়া খুসী হইলাম। এই প্রবন্ধে লেখা হইয়াছে যে, বাঙ্গলা দেশের বহু ধনবান ব্যবসায়ী চেম্বারের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকা সত্ত্বেও উহার আর্থিক অবস্থা একেবারেই সন্তোষজনক নহে এবং প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে যে অর্থের প্রয়োজন তাহা সদস্যের চাঁদা হইতে সংগৃীত হয় না বলিয়া চেম্বারকে বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট দান গ্রহণ করিয়া উহা সঙ্কুলান করিতে হয়। প্রবন্ধে ইহাও জানানো হইয়াছে যে, চেম্বারের একটী নিজস্ব বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য আপাততঃ কিঞ্চিদধিক দশ হাজার টাকা প্রাথমিক মূল্য হিসাবে জমা দিয়া একটী জমি ক্রয় করা হইয়াছে, তাহাও একটি কোম্পানীর নিকট হইতে কর্জ্জ করিয়া গ্রহণ করিতে হইয়াছে। বাঙ্গলায় ব্যবসায়ীর সংখ্যা কম নহে এবং পাঁচ, সাত বা দশ হাজার টাকা দিতে পারেন এরূপ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানও চেম্বারে দুর্ল্লভ নহে। তথাপি চেম্বারের অবস্থা এরূপ কেন তাহাও অবশ্যই তলাইয়া দেখা উচিত। বাঙ্গলা দেশের কতক ব্যবসায়ী ইহার সদস্য আছেন; কিন্তু লব্ধপ্রতিষ্ঠ, খ্যাতনামা ব্যবসায়ী বলিতে যাহাদিগকে বুঝায় তাঁহাদের অনেকে এখনও ইহার সদস্য হন নাই। পূর্ব্বে যাঁহারা ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁহাদের কেহ কেহ এখন উহার সম্পর্ক ছেদ করিয়াছেন অথবা ইহার কার্য্যে উদাসীন রহিয়াছেন। কেন এরূপ হয় এবং কি করিলেই বা ইহার প্রতীকার হইতে পারে সে সম্পর্কে সকলেরই অবহিত হওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে যে, ভাগ্যকুলের সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী যাঁহারা এই প্রতিষ্ঠানের স্রষ্টা তাঁহাদের অনেকে, বাঙ্গলার কয়লা ব্যবসায়িগণ এবং স্যার আর্ এন্ মুখার্জ্জীর ন্যায় ব্যবসায়ীর পরিবার চেম্বার হইতে দূরে সরিয়া আছেন কেন? ইহা ছাড়া আরও অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আছেন যাঁহারা চেম্বারের সদস্য নহেন। উহার কারণ এই যে, উঁহারা দলাদলি বা ভোটাভুটির মধ্যে যাইতে চাহেন না। ইঁহাদিগকে চেম্বারের সদস্যশ্রেণীভুক্ত করার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা আবশ্যক। বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব্ কমার্সে এমন কতকগুলি বিষয় ও ব্যাপার আছে যাহার পরিবর্ত্তন বা সংশোধন আবশ্যক। ভারতীয় চেম্বার অব্ কমার্স এ প্রত্যেক বৎসর কতক কর্ম্মকর্ত্তা পরিবর্ত্তিত হয় এবং বৎসর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে একে একে প্রত্যেকেই সুযোগ পায়। কিন্তু বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব্ কমার্সে এই নীতি অনুসৃত হয় না। ন্যাশনাল চেম্বারের উন্নতি সাধন করিতে হইলে ইহার প্রতীকার হওয়া উচিত। বাঙ্গালীদের মধ্যে যাহারা ব্যবসায়ী তাহাদিগকে ইহার মধ্যে টানিয়া আনারও বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। যাহারা প্রকৃত ব্যবসায়ী নহেন, কেবলমাত্র ভোটবৃদ্ধির জন্য তাহাদের ভোটাধিকার দেওয়া কখনই সঙ্গত নয়। উহা বন্ধ না হইলে চেম্বারের প্রকৃত উন্নতি অসম্ভব। চেম্বারের কর্ম্মতৎপরতা, নিরপেক্ষতা এবং বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের উন্নতিসাধনে উৎসাহ ও আন্তরিকতা বৃদ্ধি হউক, ইহা সকলেই অন্তরের সহিত কামনা করে। চেম্বার কর্ত্তৃপক্ষ যদি ইহার আভ্যন্তরীণ গলদ দূর করিয়া আমূল পরিবর্ত্তন সাধান দ্বারা বাঙ্গলার ব্যবসায়ীদিগকে এই প্রতিষ্ঠানে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে যত্নবান হন, তাহা হইলে অর্থের অভাবে উহার নিজস্ব গৃহনির্ম্মাণ কিছুতেই ঠেকিয়া থাকিবে না।"

আমরা এই চিঠিখানার প্রতি চেম্বারের বিশিষ্ট সভ্যগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি। পত্র প্রেরক চেম্বারের যে সমস্ত ক্রটী বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং উহাকে শক্তিশালী করিবার জন্য যে সমস্ত কার্য্যকরী নির্দ্দেশ দিয়াছেন, চেম্বারের কর্ত্তৃপক্ষ তৎসম্বন্ধে অবহিত হইলে আমরা বিশেষ সুখী হইব।

বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের বাজেট

গত ৭ই এপ্রিল তারিখে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের অর্থ সচিব স্যার কিংসলী উড গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ের যে বরাদ্দ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিবেচনা করিলে বর্ত্তমান যুদ্ধে ইংলণ্ডের যে কি প্রকার অর্থ ব্যয় হইতেছে, তাহা ভাবিয়া অনেকেই বিস্মিত হইবেন। গত মার্চ্চ মাসে যে সরকারী বৎসর শেষ হইল তাহাতে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের মোট ব্যয় হইয়াছে ৩৮৬,৭২,৭৫,৬৭০ পাউণ্ড—অর্থাৎ আমাদের দেশের হিসাবে ৫১৫৬ কোটী ৩২ লক্ষ ৭৫ হাজার ৬ শত টাকা। চলতি বৎসরে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের ৫০০ কোটী পাউণ্ড অর্থাৎ ৬৬৬৬ কোটী টাকা অপেক্ষাও বেশী ব্যয় হইবে বলিয়া অর্থসচিবের ধারণা। তবে 'লীজ এণ্ড লেণ্ড' আইনের ফলে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের নিকট হইতে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনীয় অনেক যুদ্ধ সরঞ্জাম বাকীতে পাওয়া যাইবে। এই সমস্ত সরঞ্জামের মূল্য গবর্ণমেণ্টের বাজেটে ধরা হয় নাই। এই জন্য চলতি বৎসরের মোট ব্যয়ের বরাদ্দ ধরা হইয়াছে ৪০২ কোটী ৭০ লক্ষ পাউণ্ড—অর্থাৎ ৫৩০৯ কোটী ৩৩ লক্ষ টাকা। গত বৎসরের তুলনায় এবার ব্যয়ের বরাদ্দ ৩৪ কোটী পাউণ্ড—অর্থাৎ ৪৫৩ কোটী টাকা বেশী ধরা হইয়াছে। এই অতিরিক্ত ব্যয় সঙ্কুলনার্থ এবার ইংলণ্ডের অধিবাসীদের উপর ধার্য্য আয়-করের পরিমাণ আরও বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে যে ভাবে আয়-কর ধার্য্য হইল তাহার ফলে যাহাদের আয় বেশী তাহাদিগকে প্রতি একশত টাকা আয়ের মধ্যে ৯৭৷৷০ টাকাই আয়-কর ও সুপারট্যাক্স হিসাব প্রদান করিতে হইবে। তবে ইংলণ্ডের এবারকার বাজেটে একটী নূতনত্ব রহিয়াছে। ইংলণ্ডের যে সমস্ত অবিবাহিত পুরুষের আয় সপ্তাহে অনধিক ৪৫ শিলিং ছিল, তাহাদিগকে গত বৎসর কোন আয়কর দিতে হয় নাই। এবার উহাদের উপর সপ্তাহে ২ শিলিং করিয়া আয়কর ধরা হইয়াছে বটে; কিন্তু এই ভাবে প্রাপ্ত আয়কর গবর্ণমেণ্ট খরচ না করিয়া তাহা আয়কর প্রদানকারীর নামে পোষ্টাফিসের সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা রাখিবেন এবং যুদ্ধ শেষে আয়কর প্রদানকারীকে তাহা ফেরৎ দেওয়া হইবে। ইংলণ্ডের ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি যুদ্ধের ফলে যে অতিরিক্ত লাভ করিতেছে তাহারও সাকুল্য অংশ গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করিতে হইবে; কিন্তু যুদ্ধ শেষে গবর্ণমেণ্ট ব্যবসা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে উহার শতকরা ২০ ভাগ ফেরৎ দিবেন। ইংলণ্ডে বর্ত্তমানে যুদ্ধের জন্য বহুসংখ্যক লোকের চাকুরী হওয়াতে উহাদের হাতে পয়সা আসিতেছে। কিন্তু ভোগ্যবস্তুর আমদানী বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হওয়াতে দেশে বিক্রয়যোগ্য পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। অত্রাবস্থায় যাহাদের হাতে অতিরিক্ত পয়সা আসিতেছে তাহাদিগকে যদি পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের অবাধ সুযোগ দেওয়া হয় তাহা হইলে দেশে পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়া বিষম অশান্তি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা আছে। এই জন্যই দেশে যাহাদের আয় নিতান্ত কম তাহাদের নিকট হইতে প্রথমোক্ত ব্যবস্থা মত আয়ের কতকাংশ গ্রহণ করিয়া তাহা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা হইতেছে। দ্বিতীয় ব্যবস্থা—অর্থাৎ যুদ্ধশেষে অতিরিক্ত লাভকরের শতকরা ২০ ভাগ ফেরৎ দেওয়ার উদ্দেশ্য হইতেছে যুদ্ধের শেষে যাহাতে দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি পুনরায় শক্তিশালী হইয়া জগতের বাজারে প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হয়। বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের কর্ণধারগণ বর্ত্তমানে একটা জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত থাকিয়াও দেশের বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির ভবিষ্যৎ সংস্থানের জন্য যে ঐকান্তিক আগ্রহ দেখাইতেছেন তাহা বাস্তবিকই একটা প্রশংসার কথা। দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষে শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি সম্পর্কে ভারত সরকারের বিপরীত মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

পাটের নূতন সমস্যা

বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহ অতিবাহিত হইয়া গেল কিন্তু এখনও মফঃস্বলের অধিকাংশ স্থলে বৃষ্টির নামগন্ধ নাই। অন্যান্য বৎসর চৈত্র মাসের মাঝামাঝি সময়ে এক পশলা বৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলার পাট-প্রধান জেলাগুলিতে পাটের বীজ বপন করা আরম্ভ হইয়া থাকে। এবং বৈশাখের প্রথম ভাগের মধ্যে প্রায় চৌদ্দ আনা জমিতে পাটের বীজ বপন শেষ হইয়া থাকে। এই সময়ের মধ্যে অনেক স্থানে পাটের চারা এক হাত কি দেড় হাত উঁচু হইয়া থাকে। কিন্তু এবার বৃষ্টি না হওয়ার দরুণ অধিকাংশস্থলেই পাটের বীজ পর্য্যন্ত বপন করা সম্ভব হয় নাই। সিনক্লেয়ার এণ্ড মারে কোম্পানীর তরফ হইতে পাটের চাষ সম্বন্ধে যে সাপ্তাহিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়া থাকে তাহাতে জানা যাইতেছে যে, এবার পাট-প্রধান অঞ্চলগুলিতে বৃষ্টি না হওয়ার দরুণ বপনকার্য্য কিছুই অগ্রসর হইতেছে না। নীচু জমিতে যে বীজ বপন করা হইয়াছে তাতাতেও বৃষ্টির অভাবের জন্য ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। এই রিপোর্টে আরও প্রকাশ যে, গত বৎসর ১২ই এপ্রিল তারিখ পর্য্যন্ত নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলে যে স্থলে ১৫ আনা জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল সেই স্থলে এবার ঐ তারিখ পর্য্যন্ত মাত্র ৩ আনা জমিতে বীজ বপন করা হইয়াছে। এবার চাঁদপুর অঞ্চলে গত বৎসর ১৫ আনার তুলনায় ৪৷৷০ আনা, হাজিগঞ্জ অঞ্চলে ১৫ আনার তুলনায় পৌণে দুই আনা, চৌমুহনী অঞ্চলে ১৪৷৷০ আনার তুলনায় পৌণে দুই আনা, আখাউড়া অঞ্চলে ১৬আনার তুলনায় পৌণে এক আনা, নিকলিদামপাড়া অঞ্চলে ১৫ আনার তুলনায় পৌণে এক আনা, এলাসীন অঞ্চলে ১৪ আনার তুলনায় ৩ আনা, সরিষাবাড়ী অঞ্চলে ১৩৷৷০ আনার স্থলে এক আনা, ময়মনসিংহ অঞ্চলে তের আনার স্থলে পৌণে তিন আনা, সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে ১৩৷০ আনার স্থলে এক আনা এবং ভাঙ্গুর অঞ্চলে ৯৷৷০ আনার স্থলে এক আনা মাত্র জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। আশুগঞ্জ অঞ্চলে গত বৎসর এই সময়ে ১৫ আনা জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল ; কিন্তু এবার এখন পর্য্যন্ত ঐ অঞ্চলে এক প্রকার কিছুই চাষ হয় নাই।

বাঙ্গলা সরকার বর্ত্তমান বৎসরে গত বৎসরের তুলনায় এক তৃতীয়াংশের (পাঁচ আনা চার পাই) বেশী জমিতে পাটের চাষ করিতে দিবেন না বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সময় মত যদি বৃষ্টি হইত তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত পাটচাষীর দ্বারা গ্রহণ করাইতে পরিতেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু প্রকৃতিদেবী বাঙ্গলা সরকারের সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে পাট-প্রধান অঞ্চলগুলির মধ্যে কোন স্থানেই গত বৎসরের তুলনায় সাড়ে চার আনার অধিক জমিতে পাটের চাষ হয় নাই। তবে পাটের বীজ বপন করিবার সময় এখনও উত্তীর্ণ হয় নাই। এক পশলা বৃষ্টি হইলেই কৃষক পাটের জমিতে বপনকার্য্য আরম্ভ করিবে। উহা সত্বেও মনে হইতেছে যে, এবার গত বৎসরের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশের বেশী পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইবে না।

বর্ত্তমান সময়ে গত বৎসরে উৎপন্ন পাটের মধ্যে যে প্রকার বিপুল পরিমাণ পাট বাজারে অবিক্রীত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাতে এবার যদি কতকটা গবর্ণমেণ্টের চেষ্টা উদ্যোগ এবং কতকটা প্রকৃতি দেবীর সহায়তার জন্য গত বৎসরের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশের বেশী জমিতে পাটের চাষ না হয় তাহা হইলে তাহাতে চরমে পাটচাষীর অশেষ কল্যাণই সাধিত হইবে। কিন্তু এই ব্যাপারে এক নূতন সমস্যার উদয় হইয়াছে। সকলেই জানেন যে, ভারতবর্ষে উৎপন্ন পাটের অধিকাংশ বাঙ্গলা দেশে উৎপন্ন হইলেও বিহার, উড়িষ্যা এবং আসামেও পাটের চাষ হইয়া থাকে। গত বৎসর এই তিনটী প্রদেশেই গতপূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় অধিক জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। বিহারে গত বৎসরে গতপূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ১৬ হাজার ৭ শত একর, উড়িষ্যায় ৫ হাজার ৯ শত একর এবং আসামে ৩৯ হাজার ৪ শত একর অধিক জমিতে পাটের চাষ হয়। এবার বিহার গবর্ণমেণ্ট উক্ত প্রদেশের কৃষকগণকে অপেক্ষাকৃত কম জমিতে পাটের চাষ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু পাটচাষ কমাইবার জন্য প্রচারকার্য্য বাঙ্গলা দেশে যে ভাবে নিষ্ফল হইয়াছে তাহা হইতে মনে হয়না যে, বিহারের কৃষক এবার অপেক্ষাকৃত কম জমিতে পাটের চাষ করিবে। আসামের অবস্থা আরও নিরুৎসাহব্যঞ্জক। উক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট পাটচাষ কমাইবার পক্ষে মৌখিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিলেও ঐ প্রদেশে একদল লোক উহার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে আসাম ব্যবস্থা পরিষদে মৌলবী আব্দুল বারি চৌধুরী নামক জনৈক সদস্য বলিয়াছেন যে, আসামে বহু জমি পতিত রহিয়াছে এবং ঐ জমি পাটচাষের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত। এই অবস্থায় বাঙ্গলার দেখাদেখি যদি আসাম গবর্ণমেণ্ট উক্ত প্রদেশে বাধ্যতামূলকভাবে পাটচাষের পরিমান কমাইয়া দেন তাহা হইলে উহা দ্বারা আসামের স্বার্থকে বিনা কারণে 'বন্ধক' দেওয়া হইবে। মোটের উপর আসামে কৃষকদের প্রতিনিধিপক্ষীয় ব্যক্তিদের যে প্রকার মনোভাব দেখা যাইতেছে, তাহাতে বর্ত্তমান বৎসরে উক্ত প্রদেশে গত বৎসরের তুলনায় কম জমিতে তো পাটের চাষ হইবেই না বরং বেশী জমিতে পাটের চাষ হওয়ারই আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। গত বৎসর বাঙ্গলায় ৩৬ লক্ষ ৭০ হাজার একর এবং আসামে ৩ লক্ষ ৬২ হাজার একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল। এবার গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত যদি কার্য্যে পরিণত হয়, তাহা হইলে বাঙ্গলায় ১২ লক্ষ ২৩ হাজার একর জমিতে পাটের চাষ হইবে। পক্ষান্তরে আসামে যদি গত বৎসরের তুলনায় এবার শতকরা দশ ভাগ বেশী জমিতেও পাটের চাষ হয় তাহা হইলে উক্ত প্রদেশে এবার ৪ লক্ষ একরের মত জমিতে পাট জন্মিবে। উহার ফল আর যাহাই হউক না কেন উহার দ্বারা পাটচাষে বাঙ্গলার যে প্রায় একাধিপত্য ছিল তাহা বিলুপ্ত হইবে এবং পাটের মারফতে এদেশে যে অর্থ আমদানী হয়, তাহার এক-তৃতীয়াংশ আসাম কর্ত্তৃক অধিকৃত হইবে।

বাঙ্গলা সরকার যখন বাধ্যতামূলকভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন সেই সময় হইতেই আমরা বলিয়া আসিতেছি যে, এই ব্যাপারে বিহার ও আসামের সহিত একটা বুঝাপড়া করিয়া তৎপর কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া উচিত। কারণ, পাটের মূল্য চড়াইবার জন্য বাঙ্গলা দেশ যে স্বার্থত্যাগ করিবে তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া বিহার ও আসাম যদি এই ব্যাপারে বাঙ্গলার প্রায় একচেটিয়া অধিকার ক্ষুন্ন করিয়া বসে তাহা হইলে বাঙ্গলার স্বার্থত্যাগের কোন অর্থই হয় না। দুঃখের বিষয় যে, বাঙ্গলা সরকার এই সব কথায় কোন কর্ণপাত করেন নাই। এই ব্যাপারে প্রথম হইতেই বিহার ও আসাম সরকারের সহিত একটা বুঝাপড়া করিয়া এবং উক্ত দুই প্রদেশ কর্ত্তৃক পাটচাষের জমির সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ স্থির করিয়া তৎপর কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য ছিল। এই কর্ত্তব্যে অবহেলার দরুণ এক্ষণে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইতেছে, যাহাতে বাঙ্গলায় পাটের জমির পরিমাণ এক-তৃতীয়াংশে পরিণত করিলেও বিহার ও আসামে অতিরিক্ত পাটচাষ হেতু বাঙ্গলা দেশ কোন সুফল ভোগ করিতে পারিবে না। এখনও উহার প্রতিকারের সময় আছে। আমরা বাঙ্গলা সরকারকে অবিলম্বে উহার একটা মীমাংসার জন্য অবহিত হইতে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি।

ভারতীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের এক বৎসর

ভারতীয় ব্যাঙ্ক বলিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক, তালিকার বহির্ভূত ব্যাঙ্ক, দেশীয় প্রথায় পরিচালিত বিভিন্ন ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক ইত্যাদি সমস্তই বুঝাইয়া থাকে। ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের কোন এক বৎসরের সমষ্টিগত অবস্থা বিচার করিতে হইলে এই সমস্ত শ্রেণীর ব্যাঙ্কেরই হিসাব নিকাশ জানা আবশ্যক। কিন্তু এদেশে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির সমষ্টিগত অবস্থা সম্বন্ধে বিবরণ প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হইলেও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকা বহির্ভূত ব্যাঙ্ক এবং সমবায় ব্যাঙ্কসমূহের বিবরণ প্রকাশিত হইতে এক বৎসর কিম্বা দেড় বৎসর দেরী হইয়া থাকে। দেশীয় প্রথায় পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলির বিবরণ কোন দিনই প্রকাশিত হয় না। এজন্য এদেশে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের সমষ্টিগত অবস্থা সম্বন্ধে কোন সঠিক সিদ্ধান্ত করা সম্ভবপর নহে। তবে ভারতবর্ষের জনসাধারণ ব্যাঙ্কে যে টাকা গচ্ছিত রাখে তাহার অধিকাংশই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিতে গচ্ছিত হয় বলিয়া এই সব ব্যাঙ্কের অবস্থার দ্বারা ভারতীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবসা কোন্ পথে ধাবিত হইতেছে, তাহার একটা নিদর্শন পাওয়া যায়।

গত মার্চ্চ মাসে যে সরকারী বৎসর শেষ হইয়াছে, তাহাতে ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহকে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া কাজ করিতে হইয়াছে। প্রথমতঃ আলোচ্য বৎসর আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে যুদ্ধের গতি ভয়াবহ হইয়া দাঁড়ায় এবং এজন্য দেশের সর্ব্বত্র একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। ফ্লাণ্ডার্সের যুদ্ধ এবং ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডের আত্মসমর্পণের ফলে এই আতঙ্ক আরও বর্দ্ধিত হয় এবং বহু ব্যক্তি ব্যাঙ্ক হইতে নিজেদের আমানতী টাকা তুলিয়া লইতে আরম্ভ করে। এই সময়ে সাধারণের মধ্যে রৌপ্য-মুদ্রা সঞ্চিত করিবার একটা ঝোঁক দেখা যায় এবং যতদিন পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট রৌপ্য-মুদ্রা সঞ্চিত করাকে একটা অপরাধ বলিয়া ঘোষণা না করেন এবং রৌপ্য-মুদ্রার বদলে এক টাকার নোট বাজারে বাহির না করেন ততদিন পর্য্যন্ত দেশের ব্যাঙ্কসমূহকেও এজন্য বিশেষ বেগ পাইতে হয়। জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম আক্রমণের ফলে শতকরা ৩।। টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের মূল্য কমিয়া ৮৩৲ টাকায় পরিণত হয়। উহার ফলে প্রত্যেক ব্যাঙ্কেরই কোম্পানীর কাগজে গচ্ছিত সম্পত্তির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়া যায় এবং কোম্পানীর কাগজের জামীনে প্রদত্ত ঋণের নিরাপত্তা বহুলাংশে লাঘব হয়। ভারতসরকার কর্ত্তৃক অতিরিক্ত লাভকর বসাইবার প্রস্তাব সাধারণ্যে প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে অকস্মাৎ দেশের সর্ব্বত্র শেয়ার বাজারে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তাহার ফলেও দেশের ব্যাঙ্কসমূহকে কম ঝুঁকি সামলাইতে হয় নাই। যুদ্ধের অনিশ্চয়তার জন্য ভারতীয় অনেক কাঁচা মালের রপ্তানি হ্রাস হেতু ১৯৪০ সালের জানুয়ারী মাস হইতে এদেশে পণ্যদ্রব্যের মূল্য কমিতে আরম্ভ করে এবং মার্চ্চ মাসের পরেও ৩।৪ মাস পর্য্যন্ত পণ্যমূল্যের এই নিম্নগতি অব্যাহত থাকে। এজন্য ব্যাঙ্কসমূহের দাদনের ক্ষেত্র অনেকাংশে সঙ্কুচিত হয়। তবে যুদ্ধের জন্য চলতি বৎসরে এই সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ না কমিয়া বরং উহা বৃদ্ধিই পাইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ যুদ্ধের সুযোগ সুবিধা তেমন ভাবে গ্রহণ করিতে সমর্থ না হইলেও অনেক শিল্পে উৎপাদনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বৎসরে দেশের অভ্যন্তরে পণ্যদ্রব্যের আদান প্রদানও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তারপর যুদ্ধের প্রয়োজনে দেশে বহুসংখ্যক ব্যক্তির কর্ম্মসংস্থান হেতু এবং গবর্ণমেণ্টে দেশের অভ্যন্তর হইতে কোটী কোটী টাকার মালপত্র ক্রয় করাতে দেশে সাময়িকভাবে একটা সমৃদ্ধিও আসিয়াছে। দেশের ব্যাঙ্কসমূহ এই সমস্তের যে অনেক সুবিধা পাইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

যাহা হউক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা হইতে যেরূপ প্রতীয়মান হয় তাহাতে নানা প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও গত ১৯৪০-৪১ সালে ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসার উন্নতিই ঘটিয়াছে বলা চলে। গত ১৯৪০ সালের মার্চ্চ মাসের শেষে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির যেরূপ অবস্থা ছিল তাহার সহিত ১৯৪১ সালের মার্চ্চ মাসের শেষ তারিখে উহাদের অবস্থার তুলনা করিলে উহা হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। ১৯৪০ সালের মার্চ্চ মাসের শেষে ভারতবর্ষের সমস্ত তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কে ১৫০ কোটী ৩৭ লক্ষ টাকা চলতি আমানত হিসাবে এবং ১০৮ কোটী ৮৭ লক্ষ টাকা স্থায়ী আমানত হিসাবে মজুদ ছিল। গত মার্চ্চ মাসের শেষে এই উভয় শ্রেণীর আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ১৮০ কোটী ৯৯ লক্ষ এবং ১০৪ কোটী ৬৩ লক্ষ টাকা। উহা হইতে দেখা যায় যে, এক বৎসরের মধ্যে ব্যাঙ্কগুলিতে স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ৪।০ কোটী টাকার মত কমিলেও এই সব ব্যাঙ্কে চলতি আমানতের পরিমাণ ৩০।।০ কোটী টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪০ সালের মার্চ্চ মাসের শেষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে দেশের সমস্ত তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক আমানতী টাকার পরিমাণ ছিল ১৭ কোটী ১৬ লক্ষ টাকা—১৯৪১ সালের মার্চ্চ মাসের শেষে উহার পরিমাণ দাঁড়ায়াছে ৩৫ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা। এই এক বৎসরের মধ্যে ব্যাঙ্কগুলির হস্তস্থিত নগদ টাকার পরিমাণ ৭ কোটী ২১ লক্ষ টাকা হইতে ৮ কোটী ৫৯ লক্ষ টাকায় বর্দ্ধিত হইয়াছে। এক বৎসরের মধ্যে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিতে আমানতী টাকার পরিমাণ যে হারে বর্দ্ধিত হইয়াছে সেই হারে উহাদের হাতে নগদ টাকার পরিমাণ বর্দ্ধিত হয় নাই এবং এই যুদ্ধের সময়ে ব্যাঙ্কগুলির হাতে নগদ টাকার হার হ্রাস পাওয়া ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের একটা দুর্ব্বলতা বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু একথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, ইদানীং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন সংশোধন করিয়া প্রত্যেক তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের পক্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে আমানতযোগ্য টাকা পুরাপুরিভাবে এবং কোনরূপে দায়াবদ্ধ নহে—এরূপভাবে মজুদ রাখা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। এজন্য এক বৎসর কালের মধ্যে সমস্ত ব্যাঙ্ককে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে মজুদ টাকার পরিমাণ ১৮।০ কোটী টাকা বর্দ্ধিত করিতে হইয়াছে। উহা সত্ত্বেও ব্যাঙ্কসমূহ যে উহাদের হস্তস্থিত নগদ টাকার পরিমাণ ১।০ কোটী টাকার মত বর্দ্ধিত করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহা উহাদের পক্ষে খুব প্রশংসার কথা।

যুদ্ধের জন্য তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহ যে উহাদের দাদননীতি অধিকতর সাবধানতার সহিত পরিচালনা করিতেছে উহাদের সমষ্টিগত

(১১৯৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মোটর শিল্পের প্রতিবন্ধকতা

ভারতবর্ষে বর্ত্তমান সময়ে প্রত্যেক বৎসর বিদেশ হইতে গড়ে ৪ কোটী টাকা মূল্যের মোটর গাড়ী, মোটর বাস ও মোটর সাইকেল আমদানী হইতেছে। যুদ্ধের অবসানে এই আমদানীর পরিমাণ প্রত্যেক বৎসরে যে অন্ততঃ ২ কোটী টাকা বাড়িয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষে দিন দিন ব্যবসাবাণিজ্য ও মোটর বাস সার্ভিসের যে প্রকার প্রসার হইতেছে এবং দেশে মোটর চলাচলের উপযুক্ত রাস্তাঘাট যে ভাবে নির্ম্মিত হইতেছে, তাহাতে আগামী ১০ বৎসর কালের মধ্যে এদেশে বিদেশ হইতে মোটরযানের আমদানীর পরিমাণ বৎসরে ১০ কোটী টাকা হইলেও তাহাতে বিস্ময়ের কিছু থাকিবেনা।

বিদেশ হইতে মোটর বাস আমদানীর জন্য ভারতবাসীর অর্থের এই বিপুল অপচয় নিবারণ করিবার চিন্তা ৫ বৎসর পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথম মহীশূরের স্বনামখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়ারের মনে উদিত হয়। তিনি এদেশে একটী মোটর নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্যে সমস্ত তথ্য তালিকা সংগ্রহ করেন এবং এই ব্যাপারে আমেরিকা ও ইংলণ্ডের মোটর কারখানাসমূহের পরিচালদের পরামর্শ গ্রহণ করেন। অবশেষে ভারতবর্ষে লাভজনক উপায়ে একটী মোটরের কারখানা চলার সম্ভাবনা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া তিনি ভারতসরকারের নিকট হইতে এই মর্ম্মে একটী প্রতিশ্রুতি চাহেন যে, বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট রাজস্বের জন্য বিদেশী মোটর গাড়ীর উপর যে হারে শুল্ক আদায় করিতেছেন, তাহা আগামী ১৫ বৎসর কাল পর্য্যন্ত বলবৎ রাখা হইবে। গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে রাজস্বের জন্য বিদেশ হইতে আমদানী জিনিষের উপর যে হারে শুল্ক আদায় করিতেছেন আগামী ১৫ বৎসর কালের মধ্যে তাহা করিবার সম্ভাবনা খুব কম। কেননা বর্ত্তমানে জাতিগঠনমূলক কাজের জন্য দেশবাসীর তরফ হইতে গবর্ণমেণ্টের উপর অবিশ্রান্ত চাপ পড়িতেছে এবং যুদ্ধের জন্য গবর্ণমেণ্টের ব্যয় অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে। এই সমস্ত ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য গবর্ণমেণ্টকে রাজস্বশুল্কের হার অনেক দিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান হারে বলবৎ রাখিতে হইবে। উহা বৃদ্ধি পাওয়াও বিচিত্র নয়; কিন্তু বিদেশী মোটরযানের উপর আমদানীশুল্কের হার আগামী ১৫।২০ বৎসর কালের মধ্যে কমিবার কোন সম্ভাবনা দেখা না গেলেও গবর্ণমেণ্ট এই সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা দিতে রাজী হন নাই। বোধহয় তাঁহাদের মনে এই আশঙ্কা রহিয়াছে যে, উপরোক্ত ধরণের প্রতিশ্রুতি দিলে ভারতবর্ষে মোটরের কারখানা স্থাপিত হইবে এবং উহার ফলে ভারতবর্ষের বাজারে বৃটিশ, মোটর কারখানাসমূহের পরিচালকদের পক্ষে মোটর গাড়ী ও মোটর বাস বিক্রয় করা কষ্টকর হইবে। যাহা হউক গবর্ণমেণ্টের এই প্রকার নিন্দনীয় মনোভাব সত্বেও ভারতবর্ষে মোটর গাড়ী প্রস্তুতের কারখানা স্থাপনের চেষ্টা পরিত্যক্ত হয় নাই। সার এম বিশ্বেশ্বরায়া যে মহৎ উদ্যমের সূত্রপাত করিয়াছিলেন ইদানীং বোম্বাইয়ের শেঠ বালচাঁদ হীরাচাঁদ তাহাতে শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন। তাঁহার উদ্যম ও অধ্যবসায়ের ফলে এক্ষণে বাঙ্গালোরে মোটর কারখানা স্থাপনের জন্য একটী যৌথ কোম্পানী স্থাপনের আয়োজন একপ্রকার সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই কোম্পানীর জন্য মোট ২ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহ করা হইবে। উহার মধ্যে মহীশূর দরবার দেড় কোটী টাকা এবং শেঠ বালচাঁদ হীরাচাঁদ ও তাঁহার বন্ধুবর্গ ৩০ লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন স্থির হইয়াছে। বাকী ৪৫ লক্ষ টাকা দেশবাসীর নিকট শেয়ার বিক্রয় করিয়া আদায় করা হইবে।

গবর্ণমেণ্টের দিক হইতে নিরুৎসাহ প্রদর্শন সত্বেও ভারতবর্ষে এইভাবে একটি মোটর কারখানা স্থাপিত হইতেছে দেখিয়া এক্ষণে বিদেশী মোটর গাড়ীর সহিত স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ এই পরিকল্পনাকে পণ্ড করিবার জন্য নানাভাবে প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। উঁহারা বলিতেছেন যে, ভারতবর্ষে লাভজনক উপায়ে একটী মোটরের কারখানা চলিতে পারে না—যদি চলিত তাহা হইলে বিদেশীগণ অনেক দিন পূর্ব্বেই এদেশে মোটর গাড়ীর কারখানা স্থাপন করিত। টাটা কোম্পানী যখন ইস্পাতের কারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হন সেই সময়েও বৃটীশ ইস্পাত-শিল্পের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিগণ অনুরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া টাটা কোম্পানীকে এই প্রচেষ্টা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এক্ষণে মোটর শিল্পের ব্যাপারেও বিদেশীগণ এই অপকৌশল অবলম্বন করিয়াছে।

বিদেশী স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ শেঠ বালচাঁদ হীরাচাঁদ প্রভৃতিকে মোটরের কারখানা স্থাপনের চেষ্টা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য অন্যান্য যে সমস্ত যুক্তি দিতেছে তাহার মধ্যে প্রধান যুক্তিসমূহ এই—(১) ভারতবর্ষে মোটরযানের আর বেশী চাহিদা হইবে না, (২) মোটর গাড়ী নির্ম্মাণ সম্পর্কে অবিরত যে গবেষণা কার্য্যের প্রয়োজন, পরিকল্পিত কারখানার পরিচালকগণ তাহার ব্যয় সঙ্কুলান করিতে পারিবেন না, (৩) মোটর-শিল্পের প্রতিষ্ঠা অন্যান্য অনেক শিল্পের উপর নির্ভরশীল এবং ভারতবর্ষে সেই সব শিল্পের কোন অস্তিত্ব নাই, (৪) সামরিক বিভাগের জন্য যে সমস্ত মোটর লরী প্রয়োজন ভারতবর্ষস্থিত মোটরের কারখানাগুলিই তাহা পূরণ করিতেছে, (৫) যুদ্ধের শেষে গবর্ণমেণ্ট উহাদের বহু মোটর বাস ও লরী বাজারে বিক্রয় করিয়া দিলে এবং উহার ফলে মোটরযানের মূল্য অনেক কমিয়া যাইবে, (৬) অষ্ট্রেলিয়ার মোটর শিল্প সরকারী সাহায্য পাইলেও এখন পর্য্যন্ত উক্ত দেশের মোটরের কারখানাগুলি ইঞ্জিনের জন্য আমেরিকার যুক্তরাজ্যের উপর নির্ভরশীল রহিয়াছে, (৭) জাপান সস্তা ধরণের মোটরগাড়ী প্রস্তুতের চেষ্টা করিয়া তাহাতে ব্যর্থকাম হইয়াছে, (৮) মোটরের কারখানা পরিচালনার খরচা এত বেশী এবং সেই তুলনায় এদেশে এত কম সংখ্যক মোটরগাড়ী বিক্রয় হইবে যাহাতে এই কারখানা লাভজনকভাবে পরিচালনা করা যাইবে না, (৯) বিদেশ হইতে মোটরযানের বিভিন্ন অংশ আমদানী করিয়া তাহা সংযোগ করতঃ মোটরযান প্রস্তুতের জন্য ভারতবর্ষে অনেকগুলি কারখানা রহিয়াছে। পরিকল্পিত কারখানাও সেইরূপই একটা ব্যাপার হইবে।

বিদেশীদের এই সমস্ত যুক্তি যে নিতান্ত অসার তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে। প্রথমতঃ ভারতবর্ষে মোটরযানের চাহিদা আর বাড়িবে না উহা মনে করা ভুল। এদেশে মোটরযানের এক প্রকার প্রচলন হয় নাই বলিলেই চলে। যে স্থলে আমেরিকার

রাজ্যে গড়ে প্রতি ৪ জনের একটী করিয়া মোটর গাড়ী আছে সেস্থলে ভারতবর্ষে ৪০ কোটী অধিবাসীর মোটর গাড়ী, ট্যাক্সি, বাস, লরি ও সাইকেল মিলিয়া মাত্র পোনে দুই লক্ষ মোটরযান রহিয়াছে। আয়তনের হিসাবে এদেশে রেলপথেরও তেমন বিস্তার নাই। এরূপ অবস্থায় এদেশে মোটরযানের চাহিদা আর বাড়িবে না—উহা নিতান্ত ভুল কথা। এদেশের মোটর কারখানার পক্ষে গবেষণার জন্য আমেরিকা বা ইংলণ্ডের মোটর কারখানার ন্যায় অর্থব্যয় করা সম্ভবপর নহে বটে; কিন্তু আজকাল কোন দেশেরই গবেষণার ফল এক দেশে সীমাবদ্ধ থাকে না। সামরিক বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় লরীসমূহ যদি বর্ত্তমানে ভারতবর্ষস্থিত বিদেশী কারখানার পরিচালকগণ সরবরাহ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে ভারতীয়দের পরিচালিত কারখানা উহার সাকুল্য অংশ সরবরাহ করিবার জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে দাবী করিতে পারে। যুদ্ধের শেষে গবর্ণমেণ্ট যদি উহাদের ব্যবহৃত মোটরযানসমূহ বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করেন তাহা হইলে মোটর গাড়ীর মূল্যের উপর উহার প্রভাব দীর্ঘদিন স্থায়ী হইবে না। জাপান যে ভারতবর্ষের বাজারে সস্তা দামের মোটর গাড়ী বিক্রয় করিতে পারিতেছে না তজ্জন্য জাপানের অকৃতকার্য্যতা দায়ী নহে—বৃটিশ মোটরের উপর অপেক্ষাকৃত কম শুল্কই তজ্জন্য দায়ী। এদেশে একটী মোটরের কারখানা চালাইতে যে ব্যয় পড়িবে তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবেচনা করিয়াই আমেরিকার যুক্তরাজ্যের মোটর বিশেষজ্ঞগণ এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এদেশে লাভজনক উপায়ে মোটরের কারখানা চলিতে পারে।

মোটের উপর প্রস্তাবিত মোটর কারখানার বিরুদ্ধে যে সমস্ত যুক্তি দেওয়া হইয়াছে, তাহা স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত ও পক্ষপাতমূলক। এই সমস্ত যুক্তিতে বিভ্রান্ত হইয়া দেশবাসী দেশীয় মোটর শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা হইতে যেন বিরত না হয়, উহাই আমাদের ঐকান্তিক অনুরোধ।

(ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের এক বৎসর)

রিপোর্ট হইতে তাহাও প্রমাণিত হয়। প্রত্যেক ব্যাঙ্ক উহার হস্তস্থিত সম্পত্তির সব চেয়ে বড় অংশ বিভিন্ন প্রকার দাদনে নিয়োজিত করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। কিন্তু ভারতীয় তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহ এক বৎসরের মধ্যে উহাদের দাদনের পরিমাণ ১৫৬ কোটী ৪৬ লক্ষ টাকা হইতে কমাইয়া ১২৪ কোটী ৩৭ লক্ষ টাকায় পরিণত করিয়াছে। বিল ডিসকাউণ্টের ব্যাপারেও উহাদের সতর্কতার পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ এইভাবে নিয়োজিত অর্থের পরিমাণও এক বৎসরের মধ্যে ৬ কোটী ৬৪ লক্ষ টাকা হইতে ৬ কোটী ৪২ লক্ষ টাকায় হ্রাস পাইয়াছে।

ভারতীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবসা গত বৎসর যে প্রকার ঝুঁকির মধ্য দিয়া কাজ চালাইতে বাধ্য হইয়াছে অদূর ভবিষ্যতে যে উহাদিগকে তদনুরূপ এমন কি গত বৎসরের তুলনায়ও অধিকতর বিপদের মধ্য দিয়া কাজ চালাইতে হইবে না, তৎসম্বন্ধে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। তবে ব্যাঙ্কসমূহের গত বৎসরের কাজের ফলাফল যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে উহাদের সম্বন্ধে সাধারণের কোনরূপ উদ্বেগের কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। আমানতকারীদের দাবী মিটাইবার পক্ষে ব্যাঙ্কসমূহের হাতে পর্য্যাপ্তরূপ অর্থসঙ্গতি রহিয়াছে এবং এই অর্থসঙ্গতিও যতদূর সম্ভব নগদ ও নগদে পরিবর্ত্তনযোগ্য অবস্থায় রাখা হইয়াছে। তবে দেশের ব্যাঙ্কসমূহের উপর খুব বড় রকম ঝুঁকি উপস্থিত হইলে এই ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাহায্য বিশেষভাবে আবশ্যক হইবে। গত বৎসর মে মাসের শেষ হইতে জুলাই মাসের প্রথমভাগ পর্য্যন্ত আমানতকারীদের দিক হইতে ব্যাঙ্কসমূহের উপর যে অতিরিক্ত দাবী উপস্থিত হয়, তাহা পূরণের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহকে ৪ কোটী টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছিল। এক্ষণে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহ কর্ত্তৃক মজুদ টাকার পরিমাণ ১৭ কোটী ১৬ লক্ষ টাকা হইতে ৩৫ কোটী ৫০ লক্ষ টাকায় বর্দ্ধিত হইয়াছে। তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহ কোন অসুবিধায় পতিত হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষে উহাদিগকে এই ৩৫ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা দিয়া সাহায্য করা উহার একটা কর্ত্তব্য মাত্রই নহে, উহার একটা দায়িত্বও বটে। আশা করা যায় যে, প্রয়োজন হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই দায়িত্ব পালনে পশ্চাদ্‌পদ হইবে না।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

ভারতে রাই ও সরিষার চাষ

গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতে ২৮ লক্ষ ১৫ হাজার একর জমিতে রাই ও সরিষার চাষ হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে সেই স্থলে ভারতে ৩১ লক্ষ ৪৬ হাজার একর জমিতে রাই ও সরিষার চাষ হইয়াছে বলিয়া দ্বিতীয় সরকারী বরাদ্দে অনুমিত হইয়াছে। বাঙ্গলা প্রদেশে গত ১৯৩৯-৪০ সালে ৭ লক্ষ ৬৪ হাজার একর জমিতে রাই ও সরিষার চাষ হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে সেই স্থলে ৭ লক্ষ ৫২ হাজার একর জমিতে রাই ও সরিষার চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। সমস্ত ভারতে ১৯৪০-৪১ সালে রাই ও সরিষার চাষ পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় শতকরা ১২ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে।

ভারতে তিসির চাষ

গত ১৯৩৯-৪০ সালে সমগ্র ভারতে ৩০ লক্ষ ২৬ হাজার একর জমিতে তিসির চাষ হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে সেই স্থলে ২৯ লক্ষ ৭ হাজার একর জমিতে তিসির চাষ হইয়াছে বলিয়া দ্বিতীয় সরকারী বরাদ্দে অনুমিত হইয়াছে। বাঙ্গলা প্রদেশে গত ১৯৩৯-৪০ সালে ১ লক্ষ ৫৭ হাজার একর জমিতে তিসির চাষ হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে সেই স্থলে ১ লক্ষ ৫৫ হাজার একর জমিতে তিসির চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

ভারতে চিনির উৎপাদন

গত ১৯৩৯ সালে ভারতবর্ষে গুড় পরিশোধিত করিয়া ১৮ হাজার ৯০০ টন চিনি উৎপন্ন হয়। তাহা ছাড়া ভারতের বিভিন্ন স্থানের চিনির কলগুলিও ১১ হাজার টন চিনি উৎপাদন করে। ১৯৪০ সালে গুড় পরিশোধিত করিয়া ২২ হাজার ৬০০ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে। অধিকন্তু চিনির কল-সমূহেও ১৩ হাজার ৬০০ টন চিনি উৎপাদিত হইয়াছে।

জাপানের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

জাপানের মন্ত্রিসভা ঐ দেশের জাতীয় উন্নতি সাধনকল্পে সম্প্রতি একটি নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন। প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানীর দিক দিয়া গ্রেটবৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর জাপানের নির্ভরশীলতা হ্রাস করিবার ব্যবস্থাই উক্ত পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

মিঃ টেইজী সুজুকী জাপানের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বোর্ডের নূতন সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন।

অন্ধদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

মিঃ সুবোধ চন্দ্র রায় (অন্ধঅধ্যাপক) ইউরোপের দেশসমূহের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া কলিকাতায় অন্ধদের জন্য একটি শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানটির নাম হইবে লাইট হাউস্ অব্ দি ব্লাইণ্ড। উহাতে এই প্রদেশের ৩০ হাজার অন্ধ লোকের লেখাপড়া শিক্ষা, শিল্প শিক্ষা ও সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে।

বিশজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়া গঠিত একটি কমিটি বর্ত্তমানে ঐ পরিকল্পনাটি বিবেচনা করিতেছেন। কলিকাতার মেয়র মিঃ এ আর সিদ্দিকী, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি, ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় ও মিঃ নলিনী রঞ্জন সরকার প্রমুখ ব্যক্তিগণ ঐ কমিটিতে রহিয়াছেন।

কেরোসিনের মূল্যবৃদ্ধি

ব্রহ্মদেশ হইতে আগত তৈলের উপর শুল্ক বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারত সরকার এদেশে কেরোসিনের মূল্য বর্দ্ধিত হারে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। পূর্ব্বে যে হারে মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল সে তুলনায় বর্ত্তমানে প্রতি ৮ গ্যালন (দুই টিন) উৎকৃষ্ট কেরোসিন তৈলের মূল্য চারি আনা হারে ও প্রতি ৮ গ্যালন অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শ্রেণীর কেরোসিন তৈলের মূল্য পাঁচ আনা হারে বাড়ান হইয়াছে।

আসামের জনসংখ্যা

১৯৩১ সালের আদম সুমারী অনুসারে আসাম প্রদেশের মোট জনসংখ্যা ছিল ৯২ লক্ষ ৪৮ হাজার। উহার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল ৪৮ লক্ষ ৪৪ হাজার ও নারীর সংখ্যা ছিল ৪৪ লক্ষ ৪ হাজার। ১৯৪১ সালের লোক গণনায় আসাম প্রদেশের মোট লোকসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১ কোটি ৯ লক্ষ ২৭ হাজার। উহার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৫৭ লক্ষ ৩৮ হাজার ও নারীর সংখ্যা ৯২ লক্ষ ৪৮ হাজার জন নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

সংবাদপত্রের কাগজের আমদানী নিয়ন্ত্রণ

বাণিজ্যের উদ্বৃত্তের দরুণ আমেরিকায় ভারতের যে ডলার সম্পদ সৃষ্ট হইতেছে তাহা ক্রমবর্দ্ধিত হারে বজায় রাখিয়া প্রয়োজন মত যুদ্ধ সরঞ্জাম ক্রয়ে ব্যয় করিবার দিকে ভারতসরকার মনোযোগ দিয়াছেন। সেজন্য এদেশে পণ্যের আমদানী নিয়ন্ত্রণ করা হইতেছে। সম্প্রতি ভারতসরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, এদেশে সংবাদপত্রের ব্যবহারের জন্য যে কাগজ আমদানী হয়, তাঁহারা তাহা নিয়ন্ত্রণ করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তবে গত ১২ই এপ্রিলের পূর্ব্বে যে সব কাগজ ভারতবর্ষে পাঠান হইয়াছে তৎসম্পর্কে ঐ নিয়ন্ত্রণ-নীতি বলবৎ করা হইবে না। 'ষ্টেসম্যান' পত্রের প্রতিনিধি সরকারী মহলে অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে যে হারে সংবাদ-পত্রের কাগজ আমদানী হইতেছে তাহা রোধ করা ভারত গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য নহে। এদেশে কাগজের আমদানী বর্ত্তমানের তুলনায় বাড়িতে না দেওয়াই উপরোক্ত নিয়ন্ত্রণ-নীতির লক্ষ্য হইবে।

ব্রহ্ম-ভারত বাণিজ্য চুক্তি

সম্প্রতি ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের ভিতর যে বাণিজ্য চুক্তি (খসড়া) স্বাক্ষরিত হইয়াছে তাহার সারমর্ম নিম্নে দেওয়া হইল :—প্রথমত: এই চুক্তির ফলে ভারত ও ব্রহ্মদেশের ভিতর অবাধ বাণিজ্য নীতির অবসান হইয়া উভয় দেশের ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে পারস্পরিক সুবিধা দানের নীতি অবলম্বিত হইল। এই চুক্তির সাধারণ নীতি এই যে, ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের পণ্য ঐ দুই দেশে আমদানীকৃত বৃটেন ও বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলির পণ্যের তুলনায় অন্তত: শতকরা দশভাগ ও বিদেশীয় পণ্যের তুলনায় শতকরা পনর ভাগ পরিমাণে কম শুল্কের সুবিধা পাইবে। দ্বিতীয়ত: ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষ কতিপয় শ্রেণীর নির্দ্দিষ্ট পণ্যকে বিনা শুল্কে আমদানীর সুবিধা দিতে অঙ্গীকার-বদ্ধ হইয়াছে। অপর কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট পণ্য সম্পর্কে একটা সর্ব্বোচ্চ শুল্কের হার স্থির করা হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশ কর্ত্তৃক সুবিধা দান :—(১) নিম্নের জিনিষগুলি বিনা শুল্কে ভারত হইতে ব্রহ্মদেশে আমদানী করা যাইবে—টিনে ভরা মাছ, ফল ও তরিতরকারী, ফলের রস, পেন্সিল, কাগজ, নারিকেলের ছোবড়া, নারিকেলের ছোবড়া নির্ম্মিত দ্রব্যাদি, কাঁচ, কাঁচের চিমনী ও আলোর ঢাকনী, কাঁচের চুড়ি, কাঁচের পুঁতি, কতিপয় ধরণের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও অন্য যন্ত্রপাতি। (২) নিম্নলিখিত ভারতীয় দ্রব্যসমূহের উপর শতকরা পাঁচ টাকার বেশী শুল্ক ধার্য্য করা হইবে না :—আলু ও পেঁয়াজ, নারিকেল, কতিপয় রাসায়নিক দ্রব্য, ভেষজ ঔষধ, ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইট, প্রসাধনের দ্রব্যাদি, রং, পশমী সূতা, কম্বল ও পশমের হোসিয়ারী দ্রব্য, (৩) নিম্নলিখিত ভারতীয় পণ্যগুলির উপর শতকরা দশ টাকার বেশী শুল্ক ধার্য্য করা হইবে না :—কফি, কতকগুলি মসল্লা, চুরুট, গায়ে মাখার সাবান, পশমের কার্পেট ও জুতা। (৪) নিম্নের দ্রব্যগুলির উপর ব্রহ্মদেশ বিশেষ হারে আমদানী শুল্ক বসাইতে পারিবে :—সুপারি, (উর্দ্ধে শুল্কের হার শতকরা কুড়ি টাকা) স্পিরিটযুক্ত ভেষজ ঔষধ (উর্দ্ধে চলতি শুল্কের দ্বিগুণ), তামাক (উর্দ্ধে প্রতি পাউণ্ড এক আনা), কাপড় (উর্দ্ধে শতকরা ১৫ টাকা), কার্পাস সূতায় প্রস্তুত বস্ত্রাদি (উর্দ্ধে শতকরা ১৫ টাকা), ইলেকট্রিক বালব (উর্দ্ধে শতকরা ১৫ টাকা), **ভারতবর্ষ কর্ত্তৃক সুবিধা দান :**—(১) নিম্নের দ্রব্যগুলি বিনা শুল্কে ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতে আমদানী করা চলিবে—রং ও চামড়া পাকা করিবার মালমসল্লা, কাঠ ও কাঠের তৈজসপত্রাদি, চায়ের বাক্স, তুলা, লোহা ও ইস্পাত, এনামেল করা লোহার তার, তামা, তামার টুকরা, এলুমিনিয়ামের বাক্স ও পাত, সীসা ও দস্তা, টিন ও অন্যান্য ধাতু। (২) নিম্নলিখিত ব্রহ্মদেশীয় দ্রব্যের উপর নির্দ্দিষ্ট হারে শুল্ক বসান হইবে :—আলু ও পেঁয়াজ শতকরা ৫ টাকা, কফি শতকরা ১০ টাকা, এলাচি, দারচিনি, তেজপাতা, লবঙ্গ, জায়ফল ও গোল মরিচের উপর শতকরা দশ টাকা, সুপারি শতকরা ২০ টাকা, চুরুটের উপর শতকরা ১০ টাকা, তামাকের উপর প্রতি পাউণ্ডে এক আনা।

বিশেষ বিশেষ পণ্য সম্পর্কে :—ভারত হইতে ব্রহ্মদেশে যে কার্পাস বস্ত্র আমদানী হইবে তাহার উপর শতকরা দশ টাকার বেশী শুল্ক বসান হইবে না বলিয়া ব্রহ্মদেশ কথা দিয়াছে। ব্রহ্মদেশ হইতে যে কেরোসিন আমদানী হয় তাহার উপর ধার্য্য শুল্কের হার কমাইয়া ৯ পাই করা হইয়াছে। তবে ভারতসরকার কেরোসিনের উপরে সারচার্জ্জ বসাইবার অধিকার রাখিয়াছেন। যুদ্ধের সময়ে ব্রহ্মসরকার কাঠের উপর রপ্তানিশুল্ক বসাইবেন না। স্বদেশজাত চিনি দ্বারা চাহিদা মিটাইয়া যেটুকু অভাব পড়িবে তাহা পূরণ করিবার জন্য ব্রহ্মসরকার ভারত হইতে চিনি আমদানী সম্পর্কে বিশেষ শুল্ক সুবিধা দিবেন। অন্যান্য দেশ হইতে যতদিন পর্য্যন্ত ভারতে বিনা শুল্কে চাউল আমদানী হইবে ততদিন পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশ হইতে আমদানীকৃত চাউলের উপর শুল্ক বসান হইবে না।

অর্থনৈতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান

সম্প্রতি বিশ্বভারতীর অধীনে একটা অর্থ-নৈতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিশ্বভারতী ইকনমিক রিসার্চ বোর্ড) স্থাপন করা হইয়াছে। ডা: সুধীর সেন এই বোর্ডের সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন।

৩

আসামের চা-শিল্প

গত ১৯৩৯ সালের শেষে আসামে চা বাগিচার সংখ্যা ছিল ১ হাজার ১২৬টি। পূর্ব্ব বৎসর তাহা ছিল ১ হাজার ১২০টি। ১ হাজার ১২৬টি চা বাগিচার মধ্যে ৩৯৬টি মাত্র এদেশীয়দের। গত ১৯৩৮ সালে আসামে মোট ৪ লক্ষ ৩৯ হাজার ১৩৪ একর জমিতে চায়ের আবাদ হইয়াছিল। ১৯৩৯ সালে সেইস্থলে ৪ লক্ষ ৩৮ হাজার ২৫১ একর জমিতে চায়ের আবাদ হইয়াছে। ঐ বৎসর আসামের চা-বাগিচাসমূহে কর্ম্মরত শ্রমিকের দৈনিক সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ ৩৮ হাজার ২৯৪। পূর্ব্ব বৎসর তাহা ৫ লক্ষ ২০ হাজার ৯৩২ ছিল। ১৯৩৯ সালে আসামের চা-বাগানসমূহে মোট ২৫ কোটি ২৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ৩৫৮ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হয়।

জাহাজ বিনষ্ট হওয়ার দরুণ ক্ষতি

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে গত মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত বৃটেনের ৩৫ লক্ষ ১৭ হাজার ৪৫২ টনের ৮২৫টি জাহাজ, অন্ত মিত্রপক্ষীয় দেশসমূহের ১০ লক্ষ ১৫ হাজার ৪৩৫ টনের ২১৯টি জাহাজ এবং নিরপেক্ষ দেশসমূহের ৯ লক্ষ ৪০ হাজার ৩৩ টনের ২৯৩টি জাহাজ বিনষ্ট হইয়াছে। ডানকার্কের যুদ্ধে যে ১ লক্ষ ১৭ হাজার ২৮৬ টন পরিমিত জাহাজ নষ্ট হইয়াছিল তাহা উপরোক্ত হিসাবে ধরা হয় নাই।

নূতন ধরণের চরকা

নিখিল ভারত চরকা সঙ্ঘ সম্প্রতি এক নূতন ধরণের চরকা প্রস্তুত করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী ও ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের সমক্ষে এই চরকার কার্য্যকারিতা প্রদর্শন করা হইয়াছে। এই চরকায় এক সঙ্গে দুইটি করিয়া সুতা প্রস্তুত করা যায়। এই চরকা দ্বারা ঘণ্টায় ২ হাজার গজ সুতা প্রস্তুত হইতে পারে।

ভারতবর্ষে বন্দী ইতালীয় সৈন্য

ভারতগবর্ণমেণ্ট এদেশে মোট ৪৪ হাজার ইতালীয় বন্দীর থাকিবার সংস্থান করিতে রাজী হইয়াছেন। রামগড়ে যে বন্দিনিবাস স্থাপন করা হইয়াছে তাহাতে ১২ হাজার বন্দী থাকিতে পারে। বাঙ্গালোরের বন্দী নিবাসে ২৪ হাজার বন্দী থাকিতে পারে। ভূপাল রাজ্যে তৃতীয় বন্দি-নিবাস স্থাপন করার চেষ্টা হইতেছে। উহাতে ৯ হাজার বন্দী থাকিতে পারিবে। ভারতবর্ষে এ পর্য্যন্ত যে সব ইতালীয় বন্দীকে আনা হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা ৩০ হাজার।

উদ্ভিজ্জ হইতে রং উৎপাদন

বোম্বাই সরকারের শিল্প বিভাগ নানাপ্রকার উদ্ভিজ্জের ফুল, মূল ও বল্কল হইতে বস্ত্র রঞ্জনের উপযোগী রং উৎপাদনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভিক্টোরিয়া জুবিলী টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট পলাশফুল ও বিল্বফল লইয়া পরীক্ষা করিতেছেন। পলাশ ফুল হইতে এ পর্য্যন্ত যে সকল উপাদান পাওয়া গিয়াছে তাহা রং উৎপাদনে ব্যবহৃত হইতে পারে। খয়ের ও কমলালেবু লইয়াও অনুরূপ পরীক্ষা চলিতেছে। উক্ত শিল্প বিভাগ শ্বেতসার উৎপাদন সম্পর্কেও গবেষণা করিতেছেন।

সুগার সিণ্ডিকেটে গোলযোগ

কিছুদিন যাবত ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেট এবং ইহার সদস্যদের মধ্যে চাঁদা আদায়, সদস্যগণ হইতে সিণ্ডিকেট কর্ত্তৃক ক্ষতিপূরণ আদায়, হিসাব নিকাশ এবং অর্থবণ্টন প্রভৃতি ব্যাপারে বিশেষ মতানৈক্য দেখা দিয়াছে। বিভিন্ন সদস্যের মধ্যেও এই সমস্ত বিষয়ে গোলযোগের সূত্রপাত হইয়াছে। এই বিবাদ বিসম্বাদ মিটাবার জন্য সিণ্ডিকেট কর্ত্তৃক স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস, স্যার এন্. এন্. সরকার এবং স্যার সি. ভি. মেটা অথবা শেঠ কস্তুরভাই লালভাই—এই চারিজনকে সালিশ নিযুক্ত করার প্রস্তাব হইয়াছিল এবং তদনুসারে তাঁহাদিগকে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়। সম্প্রতি জানা গিয়াছে, স্যার নৃপেন্দ্রনাথ ব্যতীত অপর সকলেই সালিশী করিতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়াছেন। স্যার পুরুষোত্তম দাস বলেন শর্করাশিল্পের সহিত তাঁহার স্বার্থ জড়িত থাকায় তিনি এই পদ গ্রহণ করিতে পারেন না। অপর দুইজন অন্যান্য কাজের চাপ থাকায় সিণ্ডিকেটের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিবেন না বলিয়া জানাইয়াছেন।

ট্যানার্স ফেডারেশন অব্ ইণ্ডিয়া

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে ট্যানার্স ফেডারেশন অব্ ইণ্ডিয়ার পঞ্চম বার্ষিক সাধারণ সভা হইয়া গিয়াছে। মিঃ এ, সি, ইন্‌স্কিপ ও, বি, ই সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং বোম্বাই, বাঙ্গালা, দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের চর্ম্মশিল্পের প্রতিনিধিগণ উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া ফেডারেশনের ১৯৪১ সালের কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে :—

মিঃ এ, সি, ইন্‌স্কিপ্ ও, বি, ই (মেসার্স কুপার এলেন এণ্ড কোং, কানপুর) সভাপতি। মিঃ মিস্‌বা-উল-ইস্‌লাম (কানপুর ট্যানারী) সহ-সভাপতি। মিঃ মহঃ হাম্‌জা (ইণ্ডিয়ান্ ন্যাশানেল ট্যানারী, কানপুর), মিঃ আর, এফ্, রোল্ (ক্রোম্ লেদার কোং, ক্রোমেপেট, দঃ ভারত,) মিঃ ই, সি, এফ্ উল্‌কিন্‌স্ (বার্ডন, উডরফ্ লেদার কোং, মাদ্রাজ), মিঃ প্রতাপ সিং পণ্ডিত (ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া ট্যানারিস্, বোম্বাই) এবং মিঃ ইব্, ভি, লেভাক্ (বাটা সু কোং, কলিকাতা)। ফেডারেশনের বাৎসরিক রিপোর্টে ১৯৪০ সালে ভারতবর্ষ হইতে চামড়া রপ্তানি হ্রাসের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে ৯১ হাজার গোচর্ম্ম (ট্যান করা) রপ্তানি হইয়াছে। ১৯৩৯ সালে দুই লক্ষের উপর গোচর্ম্ম রপ্তানি হইয়াছিল। মহিষের চামড়া রপ্তানিও ১৯৩৯ সালের ২১৪,৬২৮টী হইতে ১৯৪০ সালে ৮৭৪,৬৩২ টীতে দাঁড়াইয়াছে। ১৯৩৯ সালে এদেশ হইতে ১ কোটী ৩৪½ লক্ষ ছাগলের চামড়া রপ্তানি হয়; আলোচ্য বৎসরে ইহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ কোটী ১ লক্ষ। একমাত্র ভেড়ার চামড়ার বেলাতেই ১৯৪০ সালে ১৯৩৯ সালের তুলনায় রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৯ সালে ২লক্ষ ১৭ হাজার ভেড়ার চামড়া বিদেশে রপ্তানি হয়। ১৯৪০ সালে ইহা প্রায় দ্বিগুণ হইয়া ৪ লক্ষে দাঁড়ায়।

আলোচ্য বৎসরে দিল্লী, আগ্রা, কলিকাতা, রামপুর, করাচী, বেরেলী এবং বাণ্ডারাতে (বোম্বাই) আটটী চামড়ার শ্রেণী নির্দ্ধারণ কেন্দ্র ছিল।
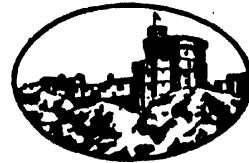
বিভিন্ন প্রদেশে কয়লা উত্তোলন

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিগত জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে কি পরিমাণ কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে নিম্ন তালিকায় তৎসম্পর্কে জানুয়ারী মাসের চূড়ান্ত এবং ফেব্রুয়ারী মাসের প্রাথমিক তথ্য দেওয়া হইল।

	জানুয়ারী (টন)	ফেব্রুয়ারী (টন)
আসাম	২১,১২০	২১,৮৯৪
বেলুচিস্থান	৫০৯	৪৮৮
বাঙ্গলা	৭০২,৯৩৪	৬৮৬,৪১৪
বিহার	১,৩৩৬,৩৫০	১,৩৩০,২৪৩
উড়িষ্যা	৬,৩৮৮	৬,৮৫১
মধ্যপ্রদেশ	১৬৯,৯৫৬	১৪১,৮৮০
পাঞ্জাব	১৭,৩৩৯	১৯,২৮৬
সিন্ধু	৫৮	৪৫
	২,২৫৪,৬৫৪	২,২০৬,৭০১

ত্রিবাঙ্কুরে পেট্রলের ব্যবহার হ্রাস

পেট্রলের পরিবর্ত্তে কয়লার গ্যাসের সাহায্যে মোটর পরিচালনায় ত্রিবাঙ্কুর সরকার বিশেষ উৎসাহিত হইয়া শতকরা ৯৫টী সরকারী মোটর বাস কয়লার গ্যাস দ্বারা চালানোর পরিকল্পনা করিতেছেন। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের সমুদয় মোটর বাসসমূহের জন্য পেট্রলের পরিবর্ত্তে কয়লা ব্যবহৃত হইলে ইন্ধন বাবত ব্যয় শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ হ্রাস পাইবে বলিয়া প্রকাশ।

ইক্ষুর উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা

বিহার প্রদেশে ইক্ষুর উৎপাদন ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নত শ্রেণীর ইক্ষুর প্রসারের জন্য বিহার সরকার একটী বিস্তৃত পরিকল্পনার কথা বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। বিহারের ইক্ষু কমিশনার এই পরিকল্পনার প্রণেতা। চিনির কলের মালিকদের সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেটের অনুরূপ ইক্ষুচাষীদেরও একটী কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। সিণ্ডিকেট চিনির কলের মালিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য যাহা করিয়া থাকে ইক্ষুচাষীর হিতার্থে উক্ত কেন্দ্রীয় সমিতিরও তাহা করণীয় হইবে। এই উদ্দেশ্যে ইক্ষুচাষীদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া একটী বিজ্ঞপ্তিও প্রচার করা হইয়াছে। ইক্ষুচাষীদের সমবায় সমিতিসমূহকে কেন্দ্র করিয়াই উক্ত প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে। গবর্ণমেণ্টের মতে বিহার প্রদেশে ইক্ষু চাষীর সংখ্যা ১০ লক্ষ; তন্মধ্যে মাত্র ৪৫ হাজার ইক্ষু চাষী ১৫ শত সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্ত আছে।

কাপড়ের কলের শ্রমিকদের সম্মেলন

আগামী মে মাসে বোম্বাই সহরে সমগ্র ভারতের কাপড়ের কলের শ্রমিকদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। যুদ্ধের দরুণ কাপড়ের কলসমূহ অতিরিক্ত লাভ এবং শ্রমিকদের মাগ্‌গী ভাতার দাবী প্রভৃতি কয়েকটী বিষয় সম্পর্কে উক্ত সম্মেলনে আলোচনা হইবে। প্রকাশ, গবর্ণমেণ্ট এবং কাপড়ের কলের মালিকদের নিকট মাগ্‌গীভাতা এবং বর্দ্ধিত হারে সাধারণ মজুরী বৃদ্ধির দাবী সম্মিলিতভাবে জ্ঞাপন করার জন্যই সম্মেলন আহ্বান করা হইয়াছে।

বিলাতী বস্ত্রের ভবিষ্যৎ প্রতিযোগিতা

বর্ত্তমান যুদ্ধ শেষ হইলে ইংলণ্ডের বস্ত্রশিল্প কি ভাবে পুনর্গঠিত হইবে তৎসম্পর্কে কটন কণ্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি মিঃ রেমণ্ড ষ্ট্রীট সম্প্রতি ম্যাঞ্চেষ্টারে কাপড়ের কলের ম্যানেজারদের সম্মেলনে এক পরিকল্পনার আভাষ দিয়াছেন। উক্ত পরিকল্পনার একস্থলে বলা হইয়াছে যে, বিভিন্ন বাজার অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের ক্রয় ক্ষমতা বিবেচনা করিয়া তৎস্থানে বিলাতী কাপড়ের বিক্রয় মূল্য নির্দ্ধারণ করা হইবে। আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করিতে হইলে বিক্রয়মূল্যের তারতম্য করা অবশ্যম্ভাবী এবং রেলওয়েসমূহ যে নীতিতে (what the Traffic will bear) মালের ভাড়া নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে, তদনুযায়ী বিভিন্ন দেশ সম্পর্কেও বিলাতী বস্ত্রের মূল্য কমবেশী করিতে হইবে।

আমেরিকায় সমরসম্ভার প্রস্তুতের কারখানা

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে সমরসম্ভার প্রস্তুতের জন্য বর্ত্তমানে ৭৮৪টী কারখানায় কাজ হইতেছে। এতদ্ব্যতীত সরকারী এবং বেসরকারী কর্তৃত্বে আরও প্রায় ৮০০ শত কারখানা স্থাপনের আয়োজন চলিতেছে।

উত্তর ভারতে চায়ের উৎপাদন

১৯৪০ সালে উত্তর ভারতের চা-বাগানসমূহে মোট ৩৮ কোটী ৫৩ লক্ষ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া সরকারীভাবে চূড়ান্ত তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৩৯ সালে এই সমস্ত চা-বাগানের মোট উৎপাদন পরিমাণ ছিল ৩৮ কোটী ৪৭ লক্ষ পাউণ্ড।

জাপানের লোকসংখ্যা

গত ১৯৪০ সালের অক্টোবর মাসে যে লোক গণনার কার্য্য সম্পন্ন করা হয় তাহার ফলে জাপান সাম্রাজ্যের মোট লোকসংখ্যা ১০ কোটি ৫০ লক্ষ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। উহার মধ্যে পুরুষ ও নারীর সংখ্যা প্রায় সমান। গত ১৯৩৫ সালের তুলনায় ১৯৪০ সালে মোট লোক সংখ্যা ৬২ লক্ষ ৫০ হাজার পরিমাণ বাড়িয়াছে।

পরোলোকে লর্ড জোসিয়া ষ্ট্যাম্প

গত ১৬ই এপ্রিল লণ্ডনে শক্রপক্ষীয় বিমান অক্রমণের ফলে সুপ্রসিদ্ধ বৃটিশ অর্থনীতিবিদ লর্ড ষ্ট্যাম্প নিহত হইয়াছেন। ১৮৮০ সালে লণ্ডনে জোসিয়া চার্লস্ ষ্ট্যাম্প জন্মগ্রহণ করেন। অল্পবয়সে সাপ্তাহিক মাত্র ১৬ শিলিং বেতনে তিনি এক সরকারী অফিসে কাজ আরম্ভ করেন। তাহার পর অর্থনীতি শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য দেখাইয়া তিনি একদিকে উচ্চ পদমর্য্যাদা ও অপরদিকে প্রচুর অর্থসম্পদ অর্জ্জনে সমর্থ হন। তিনি ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডের ডিরেক্টর ও লণ্ডন, মিড্ল্যাণ্ড এণ্ড্ স্কটিস রেলওয়ের কার্য্যকরী সমিতির সভাপতির পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অর্থনীতি বিষয়ে লিখিত তাঁহার পুস্তকসমূহ সুধীসমাজে সমাদৃত হইয়াছে। গত মহাযুদ্ধের পর অর্থনৈতিক পুনর্গঠন প্রচেষ্টায় তিনি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুদ্ধ বাঁধিবার পর বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগ করিয়াছিলেন।

নুতন মরশুমের আম

বাঙ্গলায় নুতন মরশুমের আমের অবস্থা এখন পর্য্যন্ত বেশ ভালই মনে হইতেছে। কিন্তু শীঘ্রই যদি বৃষ্টি না হয় তবে অবশ্য আম কতকাংশে নষ্ট হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে। আমের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে ও আমের ব্যবসা সম্বন্ধে তথ্য ও খবর জানিবার জন্য মফঃস্বল হইতে অনেকে বাঙ্গলা সরকারের মার্কেটিং ডিপার্টমেণ্টে অনুসন্ধান করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ।

বিমানপোতের যন্ত্রকৌশল সম্পর্কে শিক্ষাদান

সরকারী বিমানপোত পরিচালনা বিভাগ যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন তদনুযায়ী প্রতিবৎসর ভারতীয় বিমানবাহিনীর জন্য ২ হাজার লোককে বিমানপোতের যন্ত্রকৌশল শিক্ষা দেওয়া হইবে। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন কেন্দ্রে ৭৫০ জন শিক্ষানবীশকে উপরোক্ত শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। গত মার্চ্চ মাসের পর হইতে ২৭০ জন শিক্ষাপ্রার্থী এই শিক্ষা গ্রহণের জন্য তালিকাভুক্ত হইয়াছে এবং ১ হাজার ২ শত ৪০ জন নুতন প্রার্থী সাক্ষাত-কারের জন্য মনোনীত হইয়াছে।

শুল্ক বিভাগের আয়

গত মার্চ্চ মাসে ভারত সরকারের আমদানী ও রপ্তানি কর হইতে ৩ কোটী ৪৬ লক্ষ টাকা ও উৎপাদন কর হইতে ৯৮ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। ১৯৪০ সালের মার্চ্চ মাসে উভয় কর হইতে যথাক্রমে ৩ কোটী ৯০ লক্ষ টাকা ও ১ কোটী ২৬ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল।

১৯৪০-৪১ সালে ভারত সরকারের শুল্ক বিভাগের আয় পূর্ব্ব বৎসরের ৫৭ কোটী ২২ লক্ষ টাকার স্থলে ৫০ কোটী ৭০ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। তন্মধ্যে আমদানী বাবদ ৩৭ কোটী ৫৭ লক্ষ টাকা, রপ্তানি বাবদ ৩ কোটী ৩৬ লক্ষ টাকা, অন্যান্য বাবদ ৪৪ লক্ষ টাকা ও কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্ক বাবদ ৯ কোটী ৩২ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছে।

পূর্ব্ব বৎসরের সহিত তুলনা করিলে এই বৎসর চিনি, রৌপ্য, রৌপ্য নির্ম্মিত দ্রব্য, কাপড়, কেরোসিন, মোটর গাড়ী, যন্ত্রপাতি, স্পিরিট, রবার নির্ম্মিত দ্রব্য, সূতা, খেলনা, কাগজ, রেশম, বেতারের সরঞ্জাম প্রভৃতির উপর আমদানী কর হইতে আয়ের পরিমাণ কমিয়াছে। অপর দিকে, কৃত্রিম রেশমবস্ত্র, কার্পাস, লোহ, ইস্পাত ও ধাতু নির্ম্মিত দ্রব্য প্রভৃতির আমদানী কর হইতে এবং ম্যাচ, স্পিরিট, তামাক, চিনি, কেরোসিন প্রভৃতির উৎপাদন কর হইতে আয় বাড়িয়াছে।

আমেরিকায় বিমানপোত উৎপাদন

প্রকাশ যে, ১৯৪২ সালের গ্রীষ্ম ঋতুর মধ্যে আমেরিকায় ৪,০০০ সামরিক বিমানপোত নির্ম্মিত হইবে। ১৯৩৮ সালের পর হইতে যে সব বড় ও মাঝারি বিমানপোত নির্ম্মিত হইতেছে পূর্ব্বাপেক্ষা উহাদের গতির বেগ ঘণ্টায় ৭১ মাইল ও ওজন বহন করিবার ক্ষমতা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঐ সব বিমানপোত একসঙ্গে পূর্ব্বাপেক্ষা ৯০০ মাইল অধিক পথ অতিক্রম করিতে পারে। বর্ত্তমান বৎসরে ঐপ্রকার যে সব বিমানপোত নির্ম্মাণ করা হইবে তাহাদের গতির বেগ ঘণ্টায় ২৯৫ মাইল, ওজন বহন করিবার ক্ষমতা ২১ টনের উর্দ্ধে ও পরিভ্রমণ করিবার শক্তি ৩,২৫৫ মাইল হইবে।

ইংলণ্ডে কোম্পানী বন্ধের হিসাব

ইংলণ্ডে কোম্পানীর সংখ্যা বৃদ্ধি কিংবা হ্রাস পাইতেছে পরিদর্শনের জন্য বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট হইতে যে বার্ষিক তালিকাসম্বলিত পুস্তক প্রকাশিত হয় তাহাতে দেখা যায়, বিগত আট বৎসর যাবত প্রতি বৎসরই পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় কম সংখ্যক কোম্পানী কারবার গুটাইতেছে। সম্প্রতি ১৯৪০ সালের বিবরণ সম্পর্কিত যে পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, বিগত আট বৎসরের মধ্যে আলোচ্য বৎসরেই (পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর অপেক্ষা) সর্ব্বা-পেক্ষা কম সংখ্যক কোম্পানী ফেল পড়িয়াছে। ১৯৩৯ সালে ৪৬৪৮টী কোম্পানী কারবার গুটাইতে বাধ্য হয়। আলোচ্য বৎসরে ২৯৮৩টী কোম্পানী ব্যবসায় ক্ষেত্র হইতে নাম কাটাইয়াছে। ১৯৩৮ সালে ইংলণ্ডে ৫৪৪৮টী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কারবার গুটাইতে বাধ্য হইয়াছিল।

কৃষি বিষয়ক গবেষণা

অদ্য ২১শে এপ্রিল ও আগামীকল্য ২২শে এপ্রিল নূতন দিল্লীতে ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব্ এগ্রিকালচারেল রিসার্চ্চের এড্ভাইসারী বোর্ডের অধিবেশন হইবে। এই অধিবেশনে বোর্ড নিম্নোদ্ধৃত পরিকল্পনা সম্পর্কে গবেষণা চালাইবার বিষয় বিবেচনা করিবেন :—মাদ্রাজ ও সিন্ধুতে চাউলের গলদ সম্বন্ধে গবেষণা, বেলুচিস্থানে মদ্য প্রস্তুতের ব্যবস্থা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে শুষ্ক জমি চাষ সম্পর্কে গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, কাংগ্রা জিলায় লোহানী শ্রেণীর গো-মহিষ সম্পর্কে গবেষণার ব্যবস্থা, সাহিদল শ্রেণীর গাভীর দুগ্ধদান ক্ষমতার রেকর্ড প্রস্তুত, আসামে উৎকৃষ্ট মেষ প্রজননের ব্যবস্থা, বাঙ্গলায় হাঁস ও মুরগীর রোগ সম্বন্ধে গবেষণা এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে চর্ম্ম-শিল্পের কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা।

কলিকাতায় আসামের কমলালেবু

ফল বিক্রয়ের সুব্যবস্থার জন্য আসাম সরকার যে কার্য্যনীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে গত বৎসর কলিকাতায় চৌদ্দ লক্ষ কমলা লেবু বিক্রয় করা সম্ভবপর হইয়াছে। চৌদ্দ লক্ষ কমলা লেবুর ভিতর এক লক্ষ কমলা লেবু অগমার্ক যুক্ত হইয়া বিক্রয় হইয়াছে। শ্রেণী বিভাগকৃত কমলা লেবু বিক্রয় করিয়া সাধারণ কমলা লেবুর তুলনায় শতকরা ৬০ ভাগ হইতে ৭০ ভাগ বেশী মূল্য পাওয়া গিয়াছিল।

কলিকাতায় পাটের আমদানী

গত ১৯৪০ সালের ১লা জুলাই হইতে গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত কলিকাতায় ও কলিকাতার নিকটস্থ পাটকল অঞ্চলে মফঃস্বল হইতে মোট সাড়ে তিয়াত্তর লক্ষ বেল পাট আমদানী হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর ঐ সময়ে পাটের আমদানী হইয়াছিল সাড়ে বিরানব্বই লক্ষ বেল।

ডাঃ নবগোপাল দাস

ভারত সরকারের ডিপুটি এগ্রিকালচারেল মার্কেটিং অফিসার ডাঃ নবগোপাল দাস গত ১৭ই মার্চ্চ হইতে অস্থায়ীভাবে এগ্রিকালচারেল মার্কেটিং অফিসারের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

ভারতে চাউলের অভাব

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে চাউলের অভাব দেখা যাইতেছে বলিয়া ভারত সরকারের নিকট অভিযোগ আসিতেছে। চাউল আমদানীর জন্য উপযুক্ত সংখ্যক জাহাজের অভাব হওয়াতেই চাউলের অভাব দেখা যাইতেছে বলিয়া অনেকে বলিতেছেন। উক্ত বিষয়ে কি প্রতিকার করা যায় ভারত সরকার সম্প্রতি তৎসম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ।

ভারতীয় কৃষির অর্থনীতি

সম্প্রতি বোম্বাইর 'কমার্স' পত্রে ডাঃ এস্ গণপতি রাও ভারতীয় কৃষির অর্থনীতি সম্পর্কে লিখিয়াছেন, ভারতের জাতীয় আয় আনুমানিক ২৩ শত কোটী টাকা। তন্মধ্যে ১৩ শত কোটী টাকা কৃষির মারফত এবং বাকী এক হাজার কোটী টাকা শিল্প, ব্যবসা ও অন্যান্য উপায়ে আয় হইয়া থাকে। কাজেই দেখা যায়, জাতীয় আয়ের ৫৭ ভাগ কৃষিকার্য্য দ্বারা এবং ৪৩ ভাগ অন্য উপায়ে অর্জ্জিত হইয়া থাকে। ভারতের ১৫ কোটী ৪০ লক্ষ লোক উপার্জ্জনক্ষম এবং তন্মধ্যে ১০ কোটী ৩০ লক্ষ অর্থাৎ শতকরা ৬৭ ভাগ কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত। বাকী ৩৩ ভাগ শিল্প, ব্যবসা, চাকুরী প্রভৃতির মারফত জীবিকা অর্জ্জন করে। কাজেই কর্ম্মক্ষম অধিবাসীদের শতকরা ৬৭ জন জাতীয় আয়ের শতকরা ৫৭ ভাগ উৎপাদন করিয়া থাকে এবং বাকী ৩৩ ভাগ জাতীয় আয়ের শতকরা ৪৩ ভাগ অর্জ্জন করে। কাজেই কৃষি এবং অন্যান্য পেশার উৎপাদনক্ষমতার অনুপাত দাঁড়ায় নিম্নরূপ :—

৫৭।৬৭ : ৪৩।৩৩ অর্থাৎ ১:১'৫, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এদেশের কৃষিকার্য্য অপেক্ষা অন্যান্য পেশার দ্বারা প্রায় দেড়গুণ বেশী আয় হইয়া থাকে।

ইংরেজ জাতির স্বাস্থ্য

বিমান আক্রমণের ফলে ভূগর্ভ আশ্রয়, খাদ্য নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির ফলে ইংলণ্ডের অধিবাসীদের মধ্যে নানারূপ রোগ এবং মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর অধীনস্থ প্রধান মেডিক্যাল অফিসার ১৯৪০ সাল সম্পর্কে যে রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে আলোচ্য বৎসর ইংরেজ জাতির স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটামুটি ভালই গিয়াছে প্রমাণ করে। ভূগর্ভস্থ আশ্রয়সমূহে সংক্রামক ব্যাধির প্রকাশ কদাচিৎ দৃষ্ট হইয়াছে। কোনও আশ্রয়ে টাইফয়েড্ দেখা দেয় নাই। ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালের তুলনায় স্কার্লেট জ্বর এবং ডিপ্থেরিয়া রোগীর সংখ্যাও কম হইয়াছে। নিউমোনিয়ার সংখ্যা আলোচ্য বৎসরে অবশ্য কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ বৎসরে একমাত্র সেরি-ব্রো-স্পাইনেল জ্বরের প্রকোপই বেশী দেখা যায়। ১৯৪০ সালে এই রোগের ১২½ হাজার "কেস্" হইয়াছে। ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালে ইহার সংখ্যা ছিল মাত্র যথাক্রমে ১ হাজার ৫ শত এবং ১২৮৮। বিশেষজ্ঞদের চেষ্টায় এই রোগে মৃত্যুর সংখ্যাও হ্রাস পাইয়াছে। পূর্ব্বে যে স্থলে এই জ্বরে শতকরা ৬০টী রোগী প্রাণত্যাগ করিত রোগ নির্দ্ধারণ এবং প্রথমাবস্থাতেই সুচিকিৎসা হইলে তৎস্থলে বর্ত্তমানে ৯৫টী রোগীই আরোগ্য লাভ করিতেছে। রিপোর্টে সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের কৃতিত্ব প্রদর্শন না করিয়া বলা হইয়াছে যে, ভাগ্যের গুণেই বৃটীশ জাতির স্বাস্থ্য নানারূপ দুর্য্যোগ সত্ত্বেও আলোচ্য বৎসর মোটামুটি ভালই গিয়াছে।

ভারতে মোটর নির্ম্মাণের ব্যবস্থা

সম্প্রতি সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে মিঃ বালচাঁদ হীরাচাঁদ বলেন 'ভারতবর্ষে মোটর তৈয়ারের শিল্প স্থাপন অর্থনৈতিকদিক দিয়া সাফল্যমণ্ডিত হইবে না বলিয়া যে কথা উঠিয়াছে তাহার মধ্যে বিশেষ কোন সত্য নাই। আমি আমেরিকায় ভ্রমণ করিবার সময় আমার সহিত অনেক মার্কিন শিল্প বিশেষজ্ঞের আলাপ আলোচনা হইয়াছিল। তাঁহারা ভারতবর্ষের অবস্থা সম্পর্কে সমস্ত বিষয় জানিয়া ও সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় হিসাবপত্র করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ভারতবর্ষে মোটর নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপন করা সকল দিক দিয়াই লাভজনক। মোটর প্রস্তুত করিতে যে মালমসল্লা দরকার তাহার প্রায় সমস্তই ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ একটি মোটরযানের ওজন হইতেছে ২ হাজার ৮০০ পাউণ্ড। ঐ ২ হাজার ৮০০ পাউণ্ডের মধ্যে ২ হাজার ৪০০ পাউণ্ডই হইতেছে লোহা ও ইস্পাত। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে লোহা ও ইস্পাতের কোন অভাব নাই। মোটরের অন্যান্য উপকরণও ভারতবর্ষে দুষ্প্রাপ্য নহে। অথচ আমাদের বিদেশীয় বন্ধুরা জোর গলায় প্রচার করিতে চাহিতেছেন যে, এদেশে মোটর শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে তাহা ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কা আছে। ইহার উত্তরে আমি বলিতে চাই যে, হয় আমাদের তথাকথিত বিদেশীয় বন্ধুরা ভারতের অবস্থা সম্যক অবগত নহেন অথবা নিরপেক্ষভাবে এদেশের অর্থনৈতিক সমস্যা বিচার করিবার মত মনোবৃত্তি তাহাদের নাই। ভারতবর্ষে যখন কাপড়ের কল স্থাপনের উদ্যোগ আরম্ভ হয় তখন ঐ শিল্পও লাভজনক হইবে না বলিয়া কথা তোলা হইয়াছিল। টাটা কোম্পানী স্থাপনের সময়ও অনেকে উহাকে নিছক পাগলামি বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ শিল্পের বর্ত্তমান উন্নতিতে ঐসব সমালোচনা অর্থহীন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে'।

পরলোকে উমেশচন্দ্র ব্যানার্জ্জি

গত ১২ই এপ্রিল সুপ্রসিদ্ধ কয়লা ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় তাঁহার ১৩৬ নং অখিল মিস্ত্রী লেনস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৯ বৎসর হইয়াছিল। চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত খড়দহ গ্রামে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয় জন্ম গ্রহণ করেন। সামান্য কেরানী অবস্থা হইতে আপন প্রতিভার গুণে তিনি ধীরে ধীরে প্রভূত প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন। কিছুকাল কয়লার দালালী ব্যবসায় করিবার পরে খনির মালিকরূপে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। বাঙ্গলার ও বিহারের বহু ব্যবসায়ী ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি যুক্ত ছিলেন।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ

সম্প্রতি আমরা এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীর গত ৩০ সালের একখণ্ড রিপোর্ট সমালোচনার্থ পাইয়াছি। এই রিপোর্ট দৃষ্টে না যায় কোম্পানী আলোচ্য বৎসরে ১ কোটি ৬৬ লক্ষ ২১ হাজার টাকার ন বীমার জন্য মোট ৯ হাজার ১৬৫টি প্রস্তাব পাইয়াছিল। উহার মধ্যে হাজার ৩১৯টি প্রস্তাবে শেষ পর্য্যন্ত ১ কোটি ৩১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার ন বীমাপত্র প্রদান করা হইয়াছে। এই নূতন বীমা লইয়া বৎসরের শেষে ম্পানীর মোট চলতি বীমার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৪ কোটি ৬৫ লক্ষ হাজার ৫৪১ টাকা। যুদ্ধের জন্য বর্ত্তমানে এ দেশের ছোট বড় প্রায় ল বীমা কোম্পানীরই নূতন কাজের পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে। এই বস্থায়ও এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী যে এ বৎসর কোটি ৩১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিতে সমর্থ ইয়াছে, তাহা এই কোম্পানীর পরিচালকদের বিশেষ কর্ম্মকুশলতারই রিচায়ক।

আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ ৬৩ লক্ষ ৬৪ হাজার ৬৪৪ টাকা, াদনী তহবিলের সুদ ইত্যাদি বাবদ ২৩ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা ও অন্যান্য রণের আয় লইয়া কোম্পানীর মোট আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৭ লক্ষ হাজার টাকা। এ বৎসর পলিসি গ্রাহকদের মৃত্যু বাবদ ১৩ লক্ষ ৫৪ াজার টাকা ও পলিসির মিয়াদ পূর্ণ হওয়া বাবদ ৩১ লক্ষ ৮৯ হাজার ৮৮৮ াকার দাবী হয়। কমিশন বাবদ কোম্পানী ৩ লক্ষ ৮৬ হাজার ৫৬৪ টাকা ্যয় করেন। কার্য্য পরিচালনা বাবদ ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ বাকী টাকা কাম্পানীর জীবনবীমা তহবিলে ন্যস্ত করা হয়। বৎসরের প্রথমে ঐ তহবিলের পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ৮২ লক্ষ ৫ হাজার টাকা। বৎসরের শেষে তাহা বাড়িয়া ৫ কোটি ২ লক্ষ ৩০ হাজার ৩৩৯ টাকা দাঁড়াইয়াছে। এই কোম্পানী সম্বন্ধে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে উহার কম ব্যয়ের হার। কোম্পানীর পরিচালকদের সতর্ক কার্য্যনীতির ফলে এবার সেই ব্যয়ের হার আরও কিছু হ্রাস পাইয়াছে, ইহা সুখের বিষয়। ১৯৩৯ সালে কার্য্য পরিচালনা ও কমিশন বাবদ কোম্পানী প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ২৩ ভাগ ব্যয় করিয়াছিল। ১৯৪০ সালে ব্যয়ের হার কমিয়া শতকরা ২২·৫ ভাগ দাঁড়াইয়াছে।

বর্ত্তমান কার্য্য-বিবরণীতে জীবনবীমা তহবিল বাবদ ৫ কোটি ২ লক্ষ টাকা ও অন্যান্য শ্রেণীর দায় লইয়া কোম্পানীর মোট দায় দেখানো হইয়াছে ৫ কোটি ৫৩ লক্ষ ১ হাজার টাকা। ঐ দায়ের বদলে উপরোক্ত তারিখে কোম্পানীর যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ:— পলিসি বন্ধকে দাদন ৭২ লক্ষ ৮৭ হাজার ৮৭১ টাকা, ভারত সরকারের সিকিউরিটি ১ কোটি ৬৩ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা, দেশীয় রাজ্য-সমূহের সিকিউরিটি ৪ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা, ভারতীয় মিউনিসিপ্যালিটি ও পোর্ট ট্রাষ্ট সিকিউরিটি ৭৭ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা, ষ্টার্লিং ঋণ ২ কোটি ৪ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা, ভারতে জমি-বাড়ী বাবদ ৩ লক্ষ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ৬ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। ঐ সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে কোম্পানীর তহবিল যে নিরাপদ-মূলক বিধিব্যবস্থায় নিয়োজিত রহিয়াছে তাহা বুঝা যায়। বর্ত্তমানে কোম্পানীর কাগজের মূল্য কিছু হ্রাস পাওয়াতে অনেক বীমা কোম্পানীর দাদন সম্বন্ধে আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু 'এম্পায়ারের' প্রভূত অর্থ উহাতে নিয়োজিত থাকিলেও এই কোম্পানীর পলিসি গ্রাহকদের পক্ষে সেদিক দিয়া আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার কোন কারণ নাই। প্রথমতঃ কোম্পানী গড়ে যে মূল্যে কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করিয়াছিল কোম্পানীর কাগজের বাজার মূল্য সে তুলনায় এখনও চড়া আছে। দ্বিতীয়তঃ কোম্পানী দাদনী তহবিলের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যে ২৮ লক্ষ টাকার একটি মজুত তহবিল গড়িয়া তুলিয়াছে তাহার ফলেও কোম্পানীর কাগজের দরের উত্থান পতনের জন্য পলিসি গ্রাহকদের ক্ষতির আশঙ্কা নাই। এই সমস্তের ফলে সকল দিক দিয়াই কোম্পানীর বিশেষ নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণিত হইতেছে। এই কোম্পানীর সমুন্নত আদর্শ ও উল্লেখযোগ্য কৃতকার্য্যতার জন্য আমরা উহার পরিচালকদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি।

দাশনগরের প্রতিষ্ঠা দিবস

গত ১৪ই এপ্রিল বাঙ্গলা নববর্ষের প্রথম দিনে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত দাশনগরের তৃতীয় বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত হয়। ইণ্ডিয়ান মেসিনারী কোম্পানী ও ভারত জুট মিলের প্রতিষ্ঠাতা কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত আলামোহন দাশ প্রাতে পতাকা উত্তোলনকার্য্য সম্পন্ন করেন। অপরাহ্নে ডাঃ মেঘনাদ সাহার সভাপতিত্বে দাশনগরে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানের বহু বিশিষ্ট নরনারী উহাতে যোগদান করেন। কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত আলামোহন দাশ তাঁহার নববর্ষের বাণীতে বাঙ্গলা দেশের লোকদিগকে ব্যবসায় ও শিল্পের উন্নতি ও প্রসারকল্পে চেষ্টা যত্ন করিতে আহ্বান করেন। ডাঃ মেঘনাদ সাহা তাঁহার বক্তৃতায় বাঙ্গলা প্রদেশে অধিক সংখ্যক শিল্প ব্যবসায় গড়িয়া তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন যে, বাঙ্গলায় বহু প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও শিল্প ব্যবসায়ী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু যথোপযুক্ত অর্থের সংস্থান না হওয়ায় বাঙ্গলায় অধিক সংখ্যায় বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানাদি গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। ডাঃ সাহা কর্ম্মবীর আলামোহন দাশের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলেন যে, শ্রীযুক্ত দাশ তাঁহার কর্ম্মপ্রেরণা ও অদম্য অধ্যবসায় বলে দুইটি বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন—ইহা প্রত্যেক বাঙ্গালীর পক্ষে আনন্দ ও গৌরবের কথা। ডাঃ কে মিশ্র, ডাঃ ভি এন মিত্র ও মিঃ জে পি আগরওয়ালা প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে কর্ম্মবীর আলামোহন দাশের আদর্শে সকলকে অনুপ্রাণিত হইতে বলেন। মিঃ এম এন কুকন দাশ-নগরের পক্ষ হইতে সকলকে আন্তরিক সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। দাশ ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত রজনী দত্ত সভাপতি মহোদয় ও অভ্যাগতবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান।

সিটাডেল ব্যাঙ্ক লিঃ

সিটাডেল ব্যাঙ্কের দ্বিতীয় বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে গত ১লা বৈশাখ ব্যাঙ্ক ভবনে পূজা হোম প্রভৃতির অনুষ্ঠান হয়। সহরের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি ঐ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। উৎসবান্তে নিমন্ত্রিতদিগকে জলযোগে পরিতৃপ্ত করা হয়।

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ২রা এপ্রিল রাঁচিতে নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্কের একটি শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে। রায় বাহাদুর পি কে ব্যানার্জ্জি ঐ শাখা আফিসটির উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। রায় বাহাদুর তাঁহার বক্তৃতায় রাঁচিতে ঐ ব্যাঙ্কটির কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে বিশেষ আশা ও ভরসা প্রকাশ করেন। মিঃ আদিত্যপ্রসাদ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, রাঁচিতে নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্কের মত একটি ভাল ব্যাঙ্কের শাখা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় উহার মারফতে স্থানীয় শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ বি কে দত্ত বক্তৃতা দিতে উঠিয়া উপস্থিত ভদ্রমহোদয়দিগকে তাঁহাদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন বর্ত্তমান ব্যাঙ্ক দ্বারা যদি রাঁচি অঞ্চলে শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতি বিষয়ে প্রয়োজনীয় উৎসাহ সঞ্চারিত হয়, তবে এই ব্যাঙ্কের পরিচালকদের পক্ষে তাহা গৌরবের বিষয় হইবে।

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক

গত ৫ই এপ্রিল ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের রাজদারভাঙ্গা শাখা স্থাপিত হয়। মহারাজা শশী কান্ত আচার্য্য চৌধুরী এই শাখা আফিসটির উদ্বোধনক্রিয়া সম্পন্ন করেন। মহারাজা বাহাদুর তাঁহার বক্তৃতায় স্থানীয় লোকদিগকে ঐ ব্যাঙ্কের সহিত সহযোগিতা স্থাপনে অনুরোধ করেন। মিঃ অতুল কুমার এম এল এ ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা ও স্বার্থকতা বর্ণনা করিয়া বক্তৃতা করেন। ব্যাঙ্কের অন্যতম ডিরেক্টার কুমার গঙ্গানন্দ সিংহ এম, এ এম এল সি মহোদয় ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্কের উন্নতির ইতিহাস বর্ণনা করিয়া বক্তৃতা করেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টার মিঃ এইচ্ সি পাল সমাগত ভদ্রমহোদয়দিগেকে সম্বর্দ্ধিত করেন।

ইণ্ডিয়ান মিউচুয়াল লাইফ এসোসিয়েশন লিঃ

ইণ্ডিয়ান মিউচুয়াল লাইফ এসোসিয়েশন লি: গত ১৯৪০ সালের হিসাবে ৩১ লক্ষ ৪৯ হাজার ২৫০ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে।

নববর্ষের দেওয়াল পঞ্জী

সম্প্রতি আমরা ডি এন বসু হোসীয়ারী ফ্যাক্টরী ও মেসার্স মিত্র মুখার্জ্জি এণ্ড কোংর নূতন বাঙ্গলা বৎসরের (ইংরাজী তারিখ সহ) দেওয়াল পঞ্জী উপহার পাইয়াছি।

বাংলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

মডার্ণ বিল্ডার্স লিঃ—ডিরেক্টার মিঃ কে এস বিশন সিংহ। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৩।১ ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।

সিদ্ধি কোং লিঃ—ডিরেক্টার মিঃ পরশরাম দেবরায়। অনুমোদিত মূলধন ৩ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৪নং রামকুমার রক্ষিত লেন, কলিকাতা।

সিকো লিঃ—ডিরেক্টার মিঃ এম দে। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—১নং রাম লাল আগরওয়ালা লেন, বরানগর জিঃ চব্বিশ পরগণা।

ক্যালকাটা অপ্‌টিক্যাল এণ্ড সায়েন্টিফিক ইন্‌ষ্ট্রুমেন্টস্ কোং লিঃ—ডিরেক্টার মিঃ কে সি পাল। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—পি ৩২৯ নং সাদার্ণ এভেনিউ, কালীঘাট কলিকাতা।

ইণ্ডিয়ান সিল্ক এণ্ড টেক্সটাইলস্ লিঃ—ডিরেক্টার মিঃ এস এন সেনগুপ্ত। অনুমোদিত মূলধন ৬ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস, ৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা।

মেটেল ডাইস কোং লিঃ—ডিরেক্টর এ রায় ক্রেভেন। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস, ১২ নং এস্‌প্লানেড ম্যানসন, কলিকাতা।

পূর্ব্বাশা লিঃ—ডিরেক্টর এস পি দত্ত। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস, ১৫৭ বি ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুন্দর দাস এণ্ড সন্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বি এল অনুজা। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস, ১০৩।৭ প্রিন্সেপ্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সিস্কো লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কে সি বসু। অনুমোদিত মূলধন ১০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ১০২।১ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

আর কে মজুমদার এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ দেবেন্দ্রচন্দ্র ব্যানার্জ্জি। অনুমোদিত মূলধন ১০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।

ব্রাইট এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ পি কে মিত্র। অনুমোদিত মূলধন ১ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ৫ নং ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

জুটলীবাড়ী টি কোং লিঃ—গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা ১০৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল শতকরা ১২॥০ আনা। **ল্যাকাটোরা টি কোং লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের হিসাবে ১২॥০ আনা। পূর্ব্ব বৎসরের হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল ১৫৲ টাকা। **গোওালপাড়া মিলস্ লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা ৩০৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা ২০৲ টাকা। **টেজপানি টি কোং লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা ১৫৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরও ঐ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। **বেটজান টি কোং লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শত ২৫৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা ২০৲ টাকা। **আকুটিপুর টি কোং লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা ৭।০ আনা। পূর্ব্ব বৎসর লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা ৫৲ টাকা। **আলেকজেণ্ড্রা জুট মিলস্ লিঃ**—গত ১৯৪০ সালে কোন লভ্যাংশ দেওয়া হয় নাই। **ইকুইটেবল কোল্ কোং লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ১০ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসের হিসাবেও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **নর্থওয়েষ্ট কোল্ কোং লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৭।০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসে লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা ৬।০ আনা। **ওয়েষ্ট জামুরিয়া কোল্ কোং লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ১২॥০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসের হিসাবেও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। **ধেমো মেইন কোলিয়ারিজ কোং লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ২॥০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসে লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা ৫৲ টাকা। **হরিলাদী কোল্ কোং লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৩৬০ আনা। পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় মাসেও অনুরূপ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। **মুগুলপুর কোল্ কোং লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ২॥০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসের হিসাবেও ঐ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১৮ই এপ্রিল

ইষ্টারের ছুটীর পর গত ১৫ই এপ্রিল হইতে আবার বাজারে কাজকারবার আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু ছুটীর পূর্ব্বে বাজারের অবস্থা যেরূপ ছিল এখনও তাহা সেরূপই আছে। এ সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে কল টাকার বার্ষিক শতকরা সুদের হার আট আনা হারে বলবৎ ছিল। সুদের হার এইরূপ কম থাকা সত্ত্বেও বাজারে ঋণগ্রহীতার তুলনায় ঋণ প্রদানকারীর সংখ্যাই অধিক ছিল। বর্ত্তমানে চিনি ক্রয়ের জন্য ব্যবসায়ীদের দিক হইতে টাকার কিছু চাহিদা হইতেছে। কিন্তু এই চাহিদার ফলে টাকার বাজারের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইবার নহে। প্রতি বৎসরই এপ্রিল মাস হইতে ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রের তৎপরতা হ্রাস পাইতে দেখা যায়। সেই হিসাবে এখন হইতেই ব্যবসায়িক প্রয়োজনে টাকার চাহিদা কমিয়া যাওয়ার কথা। এখন হইতে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য নূতন করিয়া টাকার দাবী-দাওয়া বিশেষ কিছু হইবে না। অথচ ফসল ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য পূর্ব্বে যে টাকা নিয়োগ করা হইয়াছিল তাহা ক্রমেই ব্যাঙ্কসমূহের হাতে ফিরিয়া আসিবে। উহার ফলে অদূর ভবিষ্যতে বর্ত্তমানের তুলনায় টাকার নিষ্ক্রিয় স্বচ্ছলতা আরও বাড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছে।

গত ১৫ই এপ্রিল ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১ কোটি ৬৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। এই আবেদন-গুলির মধ্যে ৯৯৸৯ পাই দরের সমস্ত এবং ৯৯৸৬ পাই দরের শতকরা ৫৪ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। এ সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার নির্দ্ধারিত হইয়াছে ৸/৮ পাই।

গত ৭ই এপ্রিল ৩ মাসের মিয়াদী যে ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হয় তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা। ৯৯৸/৯ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমস্ত এবং ৯৯৸৬ পাই দরের শতকরা ৭৩ ভাগ আবেদন গৃহীত হয়। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হয়। ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার নির্দ্ধারিত হয় ৸/১০ পাই।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণ দৃষ্টে জানা যায় গত ১১ই এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২৫১ কোটি ৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহা ২৪৬ কোটি ১০ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা ছিল। পূর্ব্ব সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ১২ কোটি টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছিল। এ সপ্তাহে দেওয়া হইয়াছে ১২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ছিল ৩৬ কোটি ৯ লক্ষ টাকা। এ সপ্তাহে তাহা ২৮ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্টের আমানতের পরিমাণ ছিল ২৯ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা ও ১৯ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা। এসপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ২৪ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা ও ১৫ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ বিনিময় হার বলবৎ ছিল :—

ষ্টেলিং হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫৩১/৩২ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫৩১/৩২ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১ শি ৬১/৬৪ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩০৲

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১৮ই এপ্রিল

ইষ্টারের ছুটির পর কলিকাতার শেয়ার বাজার খোলার পর হইতে কাজ কারবার সম্বন্ধে একটা অবসাদের ভাব লক্ষিত হইতেছে। বিভিন্ন বিভাগে দামও পূর্ব্বের তুলনায় হ্রাস পাইতেছে। বলকান অঞ্চলে ও আফ্রিকায় জার্ম্মাণীর আক্রমণ প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করার সংবাদে বোম্বাইয়ের বাজারে পূর্ব্বেই শেয়ার মূল্য নামিয়া গিয়াছিল। কিন্তু কলিকাতা শেয়ার বাজারে সেরূপ ধরণের কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নাই। এসপ্তাহে বলকান ও আফ্রিকায় যুদ্ধের যে গুরুতর পরিস্থিতি লক্ষ্য করা গিয়াছে তাহাতে ব্যবসায়ীরা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বতঃই একটু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। সকলদিক দিয়াই অবস্থার গতি যেরূপ অনিশ্চিতকর হইয়া দাঁড়াইতেছে তাহাতে কোন ব্যবসায়ীই সাহস করিয়া কোন বিষয়ে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। বলকানে ও আফ্রিকায় আক্রমণের প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপর দিক দিয়া আবার নূতন রুশ-জাপান চুক্তির খবর আসিয়াছে। এই চুক্তির ফলে সুদূর প্রাচ্যেও একটা নূতন সামরিক অভিযানের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। এইরূপ জটিল অবস্থায় শেয়ার বাজারে যে মূল্য কিছু হ্রাস পাইবে তাহা স্বাভাবিক।

কোম্পানীর কাগজ

এসপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ বিভাগে দামের কিছু মন্দা লক্ষিত হইয়াছে। ৩৷০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ সম্বন্ধেই এই মন্দা বেশী পরিমাণে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। ইষ্টারের ছুটীর পূর্ব্বে গত ৯ই এপ্রিল বাজারে ৩৷০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের দাম ৯৬৲ টাকার কিছু উপর ছিল। এসপ্তাহে তাহা নামিয়া ৯৫।০ আনা পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে। অদ্য বাজারে ৩ টাকা সুদের (১৯৫১-৫৪) ঋণ ৯৯।৵০ আনা, ৩ টাকা সুদের (১৯৬৩-৬৫) ঋণ ৯৫৶০ আনা। ৩ টাকা সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ১০১৷০ আনা, ৪ টাকা সুদের (১৯৬০-৭০) ঋণ ১০৯ টাকা ও ৫ টাকা সুদের (১৯৪৫-৫৫) ঋণ ১১১।৵০ আনায় দাঁড়াইয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লার খনি বিভাগে এসপ্তাহে বিশেষ নিরুৎসাহ ভাব লক্ষিত হইয়াছে। বেচাকেনা বিশেষ কিছুই হয় নাই। অদ্য বাজারে এমালগেমেটেড ২৫৷৵০ আনা, বেঙ্গল ৩৪৫৲ টাকা, দেওলী ৮৷০ আনা, ইকুইটেবল ৩৩৸৵০ আনা, হরিলাদী ১১৸০ আনা, নিউ বীরভূম ১৫ টাকা, নর্থ দামুদা ৫৵০ আনা, ও রাণীগঞ্জ ২৫৶০ আনায় দাঁড়াইয়াছে।

পাটকল

ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ এসোসিয়শনের সভাপতি সম্প্রতি এক বেতার বক্তৃতায় পাট শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বেশ একটু আশা ভরসা প্রকাশ করিয়াছেন। আগামী ২ মাস পাট কলগুলিতে পূরাদমে কাজ চলিবে—থলে ও চটের দামও অনেকটা ভালই থাকিবে। কাজেই পাটকলগুলির পক্ষে ভালরূপ মুনাফা করা কঠিন হইবে না। কিন্তু ঐরূপ আশা ভরসার ভাব প্রকাশ করা সত্ত্বেও এসপ্তাহে বাজারে পাটকল শেয়ারের মূল্য কিছু হ্রাস পাইয়াছে। অদ্য বাজারে এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ৩০৯ টাকা, বিড়লা ২৬৸০ আনা, বজবজ ৩৪৫ টাকা, ডালহৌসী ২৯৪৷০ আনা, হাওড়া ৫০৵০ আনা, কামারহাটী ৪৫০ টাকা, ষ্ট্যাণ্ডার্ড ২৬১ টাকা ও ইউনিয়ান ৩৭৬ টাকা হইয়াছে।

বিবিধ

বিবিধ কোম্পানীসমূহের মধ্যে এসপ্তাহে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ার মূল্য এসপ্তাহে কিছু নামিয়া গিয়াছে। গত ৯ই এপ্রিল বাজারে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ারের দাম ছিল ৩১।৵০। অদ্য বাজারে তাহা ২০।০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছিল।

এসপ্তাহে কলিকাতা শেয়ার বাজারে বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার ও কোম্পানীর কাগজের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৯-৫২) ১৫ই এপ্রিল—৯৯৸০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪) ১৭ই এপ্রিল—৯৯৷/০। ৩৷০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৫ই এপ্রিল—৯৫৷৶০ ৯৫৸৵০ ৯৫৸০ ; ১৬ই—৯৫৸০ ৯৫৷৵০ ; ১৭ই—

৯৫॥৵০ ৯৫॥০। ৩॥০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ১৭ই এপ্রিল—১০২৸৵০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ১৫ই এপ্রিল—১০৮৸৵০ ; ১৬ই—১০৮৸০ ১০৯৶০ ; ১৭ই—১০৯।০। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ১৫ই এপ্রিল—১১১॥৵০ ১১১৸০ ; ১৬ই—১১১৸৶০ ১১১৸০ ; ১৭ই—১১১।৵০ ; ৩৲ সুদের যুক্তপ্রদেশ বণ্ড (১৯৫২) ১৫ই এপ্রিল—৯৭৸০ ; ১৭ই—৯৭॥৴০। ৩৲ সুদের পাঞ্জাব বণ্ড (১৯৫২) ১৫ই এপ্রিল—৯৭।৶০ ৯৭॥৴০ ; ১৭ই—৯৭॥৴০। ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৬ই এপ্রিল—৮২॥৴০ ৮২॥৶০ ; ১৭ই—৮২।৶০ ৮২॥০। ৫৲ সুদের যুক্তপ্রদেশ বণ্ড (১৯৪৪) ১৬ই এপ্রিল—১০৬৸৵০ ১০৭৴০ ৩৲ সুদের আসাম বণ্ড (১৯৫২) ১৭ই এপ্রিল—৯৬।৴০। ৩৲ সুদের যুক্তপ্রদেশ বণ্ড (১৯৪৪) ১৭ই এপ্রিল—১০৭৲।

ব্যাঙ্ক

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ১৫ই এপ্রিল—৪৪৵০। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৫ই এপ্রিল—১০৩৸০ ১০৪॥০ ; ১৬ই—১০৩॥০ ; ১৭ই—১০৩॥০। এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক ১৭ই এপ্রিল—(প্রেফ) ১৫৩৲।

কাপড়ের কল

এলগিন ১৫ই এপ্রিল—১৯।৵০ ; ১৬ই—(অর্ডি) ১৮৸৵০ ; ১৭ই—(অর্ডি) ১৮॥৴০ ১৯৲। কেশোরাম ১৫ই এপ্রিল—৬৴০ ৬৵০। ডানবার মিল ১৬ই এপ্রিল—১৯৮৲ ১৯৭৲ ; ১৭ই—১৯৮৲। নিউ ভিক্টোরিয়া ১৬ই এপ্রিল—(অর্ডি) ২৲ ২৶০ (প্রেফ) ৫।৵০ ; ১৭ই—(অর্ডি) ২৲ ২৵০। বেনারস কটন এণ্ড সিল্ক ১৭ই এপ্রিল—২॥০ ২॥৵০। বঙ্গলক্ষ্মী ১৭ই এপ্রিল—৩৫৲। বাউরিয়া ১৭ই এপ্রিল—(এ প্রেফ) ২০২৲ (বি প্রেফ) ৬৭৲।

কয়লার খনি

বেঙ্গল ১৫ই এপ্রিল—৩৪৯৲ ; ১৬ই—৩৫২৲ ; ১৭ই—৩৫১৲। রাণীগঞ্জ ১৫ই এপ্রিল—২৪৸৵০। সামলা ১৫ই এপ্রিল—২৴০ ২৶০ ; ১৬ই—২৴০ ২৶০। এমালগেমেটেড ১৬ই এপ্রিল—২৬।০। ভালগুড়া ১৬ই এপ্রিল—৪।০। বোকারো ও রামগড় ১৬ এপ্রিল—১৪৲ ১৪।০। দেমো মেইন ১৬ই এপ্রিল—১২।৵০ ; ১৭ই—১২॥৵০ ১২।০। ইকুইটেবল ১৬ই এপ্রিল—৩৪৲ ৩৪।০ ; ১৭ই—৩৪।০। লাকুরকা ১৬ই এপ্রিল ৯।৵০ ৯৸০। নাজিরা ১৫ই এপ্রিল—৭॥৵০, ৭৸৵০। সাউথ কারাণপুরা ১৬ই এপ্রিল—৪৵০। টালচের ১৬ই এপ্রিল—১০ ; ১৭ই—১৴০ ; মুগুলপুর ১৭ই এপ্রিল—৯॥০।

চটকল

আগর পাড়া ১৫ই এপ্রিল—২৫॥৵০ ২৬৲ ; ১৬ই—২৫॥৵০২ ৫৸৵০ ; ১৭ই—২৫॥০ ২৫৸৵। এ্যাঙ্গলোইণ্ডিয়া ১৫ই এপ্রিল—৩১৬৲ ৩১৪৲ ; ১৭ই—৩০৫৲। বালী ১৫ই এপ্রিল—২২৩॥০ ; ১৬ই—২২০৲ ২২১৲ ; ১৭ই—২১৬॥০। কেলিডোনিয়ন ১৫ই এপ্রিল—৩৬০৲। চিতভালশা ১৫ই এপ্রিল—১১৩॥০ ১১৪॥ ; ১৭ই—১১১॥০। চেভিয়ট ১৫ই এপ্রিল—১৮২৲ ; ১৭ই—১৭৬৲। ক্লাইভ ১৫ই এপ্রিল—২৩৲। ডেলটা ১৫ই এপ্রিল—৩৯২৲ ; ১৭ই—৩৮০৲ ৩৮৬৲। গেঞ্জেস ১৫ই এপ্রিল—২৪৬॥০। গৌরীপুর ১৫ই এপ্রিল—৬৩৬৲ ; ১৬ই—৬৮০৲ ৬৭৯॥০ ; ১৭ই—৬৮৫৲ ৬৭৩৲ ৬৭৯৲। হেষ্টিং ১৫ই এপ্রিল—(প্রেফ) ১৩৮৲ ১৩৯৲ ; ১৬ই—(প্রেফ) ১৩৬॥০। হাওড়া ১৫ই এপ্রিল—৫১।০ ; ১৬ই—৫১।০ ৫১॥৵০ ; ১৭ই—৫১।৵০ ৫০।৵০। হুকুমচাঁদ ১৫ই এপ্রিল—(সাধারণ) ৯।০ ৯৵০ ; ১৭ই—৯৵ ৯৶০ (প্রেফ) ১১৯৲ ১১৮৲। কামারহাটী ১৫ই এপ্রিল—৪৬২৲ ; ১৬ই—৪৬০৲ ৪৬৪৲ ; ১৭ই—৪৫৫৲। নদীয়া ১৫ই এপ্রিল—৫৭।০ ৫৭॥০ ; ১৬ই—৫৭৸০। ন্যাশনাল ১৫ই এপ্রিল—২২॥০ ২২।০ ২১৸৴০। রিলায়েন্স ১৫ই২১৸০২ ১ —ইই১৭; ৬;

এপ্রিল—৫৫৸০ ৫৬।৵০। প্রেসিডেন্সী ১৫ই এপ্রিল—৪॥৴০ ; ১৬ই—৪।৵০ ৪॥০ ; ১৭ই—৪৵০ ৪।৵০। আদমজী ১৬ই এপ্রিল—২১॥৶০ ; ১৭ই—২১।০ ২১॥০। এলবিয়ন ১৬ই এপ্রিল—১৯৮৲। বিরলা ১৬ই এপ্রিল—২৭৶০ ২৭।০ ; ১৭ই—২৭৵০ ২৬৸৴০ (প্রেফ) ১৩০৲। হুগলী ১৬ই এপ্রিল—৬২৲ ৬৩৲। ইণ্ডিয়া ১৬ই এপ্রিল—৩১১৲ ৩০৮৲ ; ১৭ই—৩০২৲। লরেন্স ১৬ই এপ্রিল—৩৭৪৲। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ১৬ই এপ্রিল—২৬২৲। বজবজ ১৭ই এপ্রিল—৩৪৭৲। নৈহাটী মিল—১৭ই এপ্রিল—৭॥৴০ ৭॥৶০ ; নিউ সেণ্ট্রাল ১৭ই এপ্রিল—২৮৩৲।

খনি

বর্ম্মা কর্পোরেশন—১৫ই এপ্রিল ৪৸৵০ ৪৸৶০ ; ১৬ই—৪৸৴০ ৪॥৴০ ; ১৭ই—৪॥৴০ ৪॥৶০। ইণ্ডিয়ান কপার—১৫ই এপ্রিল ২৴০ ২৵০ ; ১৬ই—১৸৶০ ২৶০ ; ১৭ই—১৸৶০ ২৴০। রোডেসিয়া কপার—১৫ই এপ্রিল ॥৶০ ৸৴০ ; ১৬ই—॥৶০ ৸৴০ ; ১৭ই—৸০ ॥৴০। কনসোলিডেটেড টিন—১৬ই এপ্রিল ২।৴০ ; ১৭ই—২৶০ ২।৴০।

সিমেণ্ট

ডালমিয়া সিমেণ্ট—১৫ই এপ্রিল (অর্ডি) ১২৲ ১২।০ (প্রেফ) ১১৬৲ ১১৭৲ ; ১৬ই—(অর্ডি) ১১।৶০ ১১৸৵০ ; ১৭ই—(অর্ডি) ১১৸৶০ ১১॥৴০।

কেমিক্যাল

এলক্যালি এণ্ড কেমিক্যাল—১৫ই এপ্রিল (অর্ডি) ১৭৵০ (প্রেফ) ১২২৲ ; ১৬ই—(অর্ডি) ১৭।৵০ ; ১৭ই—(প্রেফ) ১২০॥০।

ইলেকট্রিক

জব্বলপুর ইলেকট্রিক—১৫ই এপ্রিল ১৪।০। অপার গেঞ্জেস ইলেকট্রিক—১৫ই এপ্রিল ১২।০ ; ১৬ই—১১।৵০। মুজাফরপুর ইলেকট্রিক—১৭ই এপ্রিল ১২৸৴০।

ইঞ্জিনিয়ারিং

বার্ণ কোম্পনী ১৫ই এপ্রিল—৭৲ সুদের (প্রেফ) ১৬৫৲ ; ১৭ই—(অর্ডি) ৩৭৭৲ ৩৭০৲। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল—১৫ই এপ্রিল ৩১৴০ ৩১॥০ ; ১৬ই—৩০।০ ৩০॥৴, ২৯॥৵ ; ১৭ই—২৯৶০ ২৯॥৵০। হুকুমচাঁদ ষ্টীল—১৭ই এপ্রিল (অর্ডি) ১০।০ ১০৵ ; (ডেফার্ড) ২৸৶০ ৩৵। ষ্টীল কর্পোরেশন—১৫ই এপ্রিল (অর্ডি) ১৮।৴০ ১৮৸০ ; (প্রেফ) ১১৮৲ ১১৯৲ ; ১৬ই—(অর্ডি)

।৬৶০ ; ১৭ই—(অর্ডি) ১৭৬০ ১৮৲ (প্রেফ) ১১৮৲ ১১৯৷৷০। ইণ্ডিয়ান ল কাষ্টিং ১৭ই এপ্রিল—(ডেফার্ড) ২৲ ২৶০। নেশান্যাল আয়রণ ১৭ই এপ্রিল—৭৬৶০ ৮।০।

কাগজের কল

য়েণ্ট ১৫ই এপ্রিল—(অর্ডি) ১১৷৷৶০ ১২৲ ; ১৬ই—১১৷৷৵০ ; ১৭ই—১২।০ ১১৷৷৶০। শ্রীগোপাল ১৫ই এপ্রিল—(প্রেফ) ১০৮৲। টিটা-এপ্রিল—(অর্ডি) ১৭৵০ ১৬৶০ ; ১৬ই—(অর্ডি) ১৬৶০ ১৬৵০ ; প্রেফ অর্ডি) ৫।৶০ (অর্ডি) ৮৬৵০ ১৬।৴০।

চিনির কল

ফ এণ্ড কোং ১৫ই এপ্রিল—(অর্ডি) ৯৶০ ; ১৬ই—(অর্ডি) ৯৶০ ; মেকিন ক্রয়ারী ১৫ই এপ্রিল—৬৶০ ৭৶০। বুলাণ্ড ১৬ই এপ্রিল—১৫৶০। নিউ সাভান ১৬ই এপ্রিল—৬৬০ ; ১৭ই—৭৴০ ৭৲।

চা-বাগান

নেথ ১৫ই এপ্রিল—২৫।৶০ ; ১৬ই—২৫৲ ২৫।৶০ ; ১৭ই—২৫৲ ২৫।০ ১৬ই এপ্রিল—৫।৶০ ৫৷৷০ ; হাঁসিমারা ১৬ই এপ্রিল—৪৩৲। ১৬ই এপ্রিল—৯৶০। প'ক্রকোলা ১৬ই এপ্রিল—৮৮০৲। সাপয় এপ্রিল—১০৬০ ১২৲। দেশাই পার্ব্বতীয়া ১৬ই এপ্রিল—২২০৲। গিয়োলি ১৬ই এপ্রিল—১০।০ ; ১৭ই—(প্রেফ) ১২৩৲। দেল-৭ই এপ্রিল—২১৷৷০

বিবিধ

, আই, কর্পোরেশন ১৫ই এপ্রিল—৪।৴০ ৪৶০ ; ১৬ই—৪।০ ৪৶০ ; -(অর্ডি) ৪৴০ ৪৵০ (প্রেফ) ১৭৬৲ ১৭৭৲। ডানলপ রবার ১৫ই—(অর্ডি) ৩৭৵০ ৩৭৷৷৶০ (দ্বিতীয় প্রেফ) ১১৬৲ ১১৭৲ ; ১৬ই—৩৭।০ ৩৭৷৷৶০ (দ্বিতীয় প্রেফ) ১১৫৲ ; ১৭ই—(অর্ডি) ৩৭৷৷০ ৩৭৲। ন উড প্রডাক্টস ১৫ই এপ্রিল—২৭।৶০ ২৭৬০ ; ১৭ই—২৭।০। রোটাস জ ১৫ই এপ্রিল—(প্রেফ) ১৪৬৲ ; ১৬ই—(অর্ডি) ২০৲ (প্রেফ) ১৪৬৲ ; -(অর্ডি) ২০।০ ২০৷৷০। বরারিকোক ১৬ই এপ্রিল ২১৬০ ২১।৶০ ; কাটা ট্রামস্—(অর্ডি) ১৪।০। গেঞ্জেস রোপ ১৫ই এপ্রিল—২৬২৷৷০। বার্ম্মা পেট্রোলিয়াম ১৬ই এপ্রিল—৩৵০ ; ১৭ই—৩৴০ ৩।০। বার্ডস ষ্টমেণ্ট ১৭ই এপ্রিল—(প্রেফ) ৯৯৲ ১০০৲। ব্রিটেনিয়া বিস্কুট ১৭ই ন—১০৲। ক্যালকাটা সেফ ডিপজিট ১৭ই এপ্রিল—৬।৶০। ইণ্ডিয়ান স্ ১৭ই এপ্রিল—২০৷৷৶০ ২০৷৷০। ইউনাইটেড ফ্লোর মিলস ১৫ই ল—৮।৶০ ৮৴০ ; ১৬ই—৮।০ ৮৷৷০।

ডিবেঞ্চার

হাওড়া আমতা রেলওয়ে ৬৲ সুদের (১৯০৮-১৯৪৮) ১৭ই এপ্রিল—১০৮৲ ন মিউনিসিপ্যাল ৩।০ সুদের ১৭ই এপ্রিল—১০০৷৷০।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১৮ই এপ্রিল

ইষ্টারের ছুটীর পূর্ব্বে পাটের বাজারের অবস্থা যেরূপ ছিল একণে বাজারের অবস্থা সম্পর্কে সে তুলনায় কিছু মন্দা লক্ষিত হইতেছে। গত ৫ই এপ্রিল আমরা যখন পাটের বাজারের সমালোচনা করিয়াছিলাম তখন ঐ তারিখে ফাটকা বাজারে পাটের সর্ব্বোচ্চ দর ৪০৷৷৶০ আনা ও সর্ব্বনিম্ন দর ৪০৶০ আনা ছিল। গত ৯ই এপ্রিল পর্য্যন্ত তাহা নামিয়া যথাক্রমে ৩৯৬০ আনা ও ৩৮৬৶০ আনা হয়। তারপর ইষ্টারের ছুটীর পর গত ১৫ই এপ্রিল বাজারে সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন দর ৩৯৷৷৶০ আনা ও ৩৯৶০ দাঁড়ায়। অদ্য ১৮ই তারিখ বাজারে তাহা যথাক্রমে ৩৯৶০ আনা ও ৩৮।৶০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। নিম্নে ফাটকা বাজারের এ সপ্তাহের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল :—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
৭ই এপ্রিল	৪০৶০	৩৯।০	৩৯।৶০
৮ " "	৩৯৬৵০	৩৯৶০	৩৯৬০
৯ " "	৩৯৬০	৩৮৬৶০	৩৯৲
(১০ই হইতে ১৪ই পর্য্যন্ত ইষ্টারের ছুটী)			
১৫ই এপ্রিল	৩৯৷৷৶০	৩৯৶০	৩৯।৶০
১৬ " "	৩৯৷৷০	৩৯৲	৩৯৶০
১৭ " "	৩৮৬০	৩৮।০	৩৮৬০
১৮ " "	৩৯।৴০	৩৮।৶০	৩৯৲

সমুচিত বৃষ্টি না হওয়ায় এতদিন মফঃস্বলের অধিকাংশ পাট উৎপাদনকারী জিলাতেই ভালরূপ পাট বোনা সম্ভবপর হয় নাই। সম্প্রতি ঢাকা ও ত্রিপুরায় কিছু বৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহার ফলে ঐ দুই জিলায় পাট বোনার কিছু সুবিধা হইয়াছে সত্য কিন্তু বাকী অধিকাংশ জিলাতেই বৃষ্টির অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে। এই অবস্থায় আগামী বৎসরে বেশী পাট উৎপন্ন হইবে না বলিয়া বাজারে একটা ধারণা সৃষ্টি হইয়াছে। অপরদিকে বর্ত্তমানে চট ও থলের দাম চড়া থাকায় সেদিক দিয়াও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা-ভরসার কারণ রহিয়াছে। সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ এসোসিয়েশনের সভাপতিও এক বেতার বক্তৃতায় পাট শিল্পের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকটা আস্থার ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। আগামী দুই মাস পাটকলসমূহে পুরাদমে কাজ হইবে। চট ও থলের দরও চড়া হারেই বলবৎ থাকিবার আশা আছে। পাটকলওয়ালারা এবার মরশুমের বাকী কয়েক মাস নির্দ্ধারিত নিম্নতম মূল্যে পাট ক্রয় করিবার যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহাও পাটের

বাজারের পক্ষে উৎসাহব্যঞ্জক বলা চলে। এসমস্ত বিবেচনা করিলে পাটের দর এক্ষণে কিছু তেজী থাকিবারই কথা। কিন্তু পাটকলওয়ালারা কার্য্যতঃ পাট বিশেষ খরিদ করিতেছে না বলিয়া এই অবস্থায়ও পাটের দর তেজী থাকিতে পারিতেছে না।

পাকা বেল বিভাগে এসপ্তাহে রপ্তানিকারকদের দিক হইতে পাট ক্রয় বিষয়ে কোন আগ্রহ তৎপরতা লক্ষিত হয় নাই। তবে পাটকলওয়ালারা সামান্য কিছু পাট খরিদ করিয়াছে। গতকল্য ফাষ্ট ও লাইটনিং শ্রেণীর পাটের দর প্রতি বেল যথাক্রমে ৪১ টাকা ও ৩৬ টাকা দাঁড়াইয়াছিল।

আলগা পাটের বাজারে চটকলওয়ালারা পাট কিছুই খরিদ করে নাই। গত সপ্তাহে বাজারে ইউরোপীয় বটম শ্রেণীর পাটের দাম প্রতি মণ ৬৫০ আনা ছিল।

থলে ও চট

সুদূর প্রাচ্যে রাজনৈতিক ঘনঘটা দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকায় এসপ্তাহে চট ও থলের বাজার চড়িয়া উঠিয়াছে। অদ্য বাজারে ৯ পোর্টার চটের দর ১৬।৶০ আনা ও ১১ পোর্টার চটের দর ২০৷৷৵০ আনা দাঁড়াইয়াছে।

সোণা ও রূপা

সোণা

কলিকাতা, ১৮ই এপ্রিল

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ে সোণার বাজারে বেচাকেনার বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় নাই, কিন্তু সপ্তাহের শেষ দিকে বাজারের কিছু উন্নতি দেখা গিয়াছিল। গত সপ্তাহে বোম্বাই ও কলিকাতার বাজারে সোণার দর প্রতি ভরি যথাক্রমে ৪৩/০ আনা ও ৪৩।/০ আনা ছিল। অদ্য বোম্বাই বাজারে রেডি সোণার দর ৪৩৷৷৬ পাইয়ে খুলিয়া ৪৩।৵০ আনায় বাজার বন্ধ হয়। কলিকাতার অদ্যকার বাজার দর ৪৩৷৷০ আনা।

লণ্ডনের বাজারে প্রতি আউন্স সোণার মূল্য ৮ পা ৮ শিলিংএ অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

রূপা

আলোচ্য সপ্তাহে রূপার বাজারেও মন্দা গিয়াছে। তুলার বাজার খুব পড়তি থাকায় উহার প্রতিক্রিয়া রূপার বাজারেও দেখা দিয়াছে। তবে সপ্তাহের শেষ ভাগে সোণার বাজারের ন্যায় রূপার বাজারেও কিছু উন্নতির ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। গত সপ্তাহের শেষে কলিকাতায় প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ছিল ৬৩৷৷৵০ আনা। অদ্য বাজারে তাহা ৬৩৸ আনা দাঁড়াইয়াছে। বিগত সপ্তাহে রূপার বাজার ৬৩৲ টাকায় খুলিয়া শেষ পর্য্যন্ত ৬২৷৷৶০ আনা হয়। অদ্য বোম্বাই বাজারে রূপা ৬৩।৵০ আনায় খুলিয়া ৬৩৵০ আনায় বন্ধ হইয়াছে।

এসপ্তাহে লণ্ডনের বাজারে প্রতি আউন্স স্পট রূপার মূল্য ২৩¼ পেণী বলবৎ ছিল। এই সপ্তাহে বাণিজ্যের প্রয়োজনে রূপার চাহিদা থাকায় বৃটিশ সরকার কিছু রূপা ক্রয় করিয়াছেন।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১৮ই এপ্রিল

এই সপ্তাহে বোম্বাইয়ে তুলার বাজারের অবস্থা সন্তোষজনক ছিল না। যুগোশ্লাভিয়ার পতন ও দক্ষিণ চীনে জাপ অভিযানের সংবাদের দরুণ বাজারে বিকিকিনি সম্বন্ধে নিরুৎসাহের ভাব দেখা গিয়াছে। আড়তদারগণ বেচাকেনা করিয়াছে। বোরোচ এপ্রিল মে ২২২৲ টাকা, জুলাই আগষ্ট ২১৬৲ টাকা, ওমরা মে ১৫৭৷৷৹ আনা, জুলাই ১৫৮৲ টাকা; বেঙ্গল মে ১২৪৷৷০ আনা, জুলাই ১২৪৲ টাকা দরে বিক্রয় হইয়াছে।

আমেরিকার বাজারে স্থানীয় চাহিদার দরুণ কিছু কাজকারবার হইয়াছে। মে মাসে ডেলিভারির সর্ত্তে তুলার দর ১১·৩৭ সেণ্ট ও জুলাই মাসে ডেলিভারির সর্ত্তে তুলার দর ১১·৩৫ সেণ্ট ছিল।

যুদ্ধের অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় পরিবর্ত্তনের দিকে ধাবিত হওয়ায় এ সপ্তাহে কাপড়ের বাজার তেজী ছিল। জাপানী কাপড়ের বিশেষ কাজ কারবার হয় নাই ব্যবসায়ীরা ও কাপড়ের কলওয়ালারা সাবধানতার সহিত কাজ করিতেছে। দেশী-মিলসমূহ কাপড়ের কাজকারবার অধিক পরিমাণে হস্তগত করিয়াছে। বিদেশের বাজার হইতেও কাপড়ের ভালরকম চাহিদা হইয়াছে। এসপ্তাহে সূতার বাজারও তেজী ছিল। কিন্তু দর দ্রুত চড়া সত্ত্বেও খরিদদারেরা বেচাকেনায় কোন উৎসাহ প্রকাশ করে নাই।

চিনির বাজার

কলিকাতা, ১৮ই এপ্রিল

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের বাজারে ভাল কাজকারবার হইয়াছে। বাজারে দৈনিক ২ হাজার ৫০০ বস্তা চিনি বিক্রয় হইয়াছে। মজুদ চিনির পরিমাণ হ্রাস পাওয়াতেই চিনির দর /০ আনার মত বৃদ্ধি পাইয়াছে। চিনির চাহিদা অদূর ভবিষ্যতে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়। দাক্ষিণাত্যের চিনির কলসমূহ দর /০ আনা বাড়াইয়া দিয়াছে এবং ১০ হাজার বস্তা বিক্রয় করিয়াছে। স্থানীয় বাজারে আরও ৬৫ হাজার বস্তা চিনি মজুদ রহিয়াছে।

এই সপ্তাহে কাণপুর বাজারে অবস্থার কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। ঐস্থান হইতে বিভিন্ন বাজারে চিনির আমদানী সন্তোষজনক হয় নাই।

এই সপ্তাহে জাভার চিনির দর বাড়িয়াছে। মার্চ্চ, মে ও জুন চালানের চিনির দর বাড়িয়া ৯৷৷০ আনা হইতে ৯৷৷/০ আনা হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য জাহাজের কোন নিশ্চয়তা নাই বলিয়া বাজারে ব্যবসায়ীরা জাভা চিনি মজুদ রাখিবার জন্য তৎপর হইয়াছে। স্থানীয় বাজারে মোট ১৮,৫০০ বস্তা জাভা চিনি মজুদ আছে। ইহার মধ্যে ১৪,০০০ বস্তা বিক্রয় হইয়াছে।

এসপ্তাহে বোম্বাইয়ে বাজারের দর :—দেশী চিনি ছোট দানা ১০৶৬ পাই হইতে ১০।৵০ আনা; মাঝারি দানা ১০।৶৬ পাই হইতে ১০৸০ আনা; বড় দানা ১০৸৵০ আনা হইতে ১১।/০ দাঁড়ায়। জাভা চিনি প্রতি হন্দর ১১৵০ আনায় দাঁড়ায়।

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

য় বর্ষ, ২য় খণ্ড | কলিকাতা, ২৮শে এপ্রিল, সোমবার ১৯৪১ | ৪৮শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

বাঙ্গলায় কৃষকের আয়বৃদ্ধি

কৃষিকার্য্যের সর্ব্বপ্রকার প্রাকৃতিক সুযোগ সুবিধা বজায় থাকা সত্ত্বেও বাঙ্গালার কৃষক সমাজ নানাদিক দিয়া যেরূপ দুঃখ দুর্দ্দশার ভিতর দিন কাটাইতেছে কোন সভ্য দেশে সেরূপ বড় একটা লক্ষিত হয় না। এই দুঃখ গ্লানি হইতে বাংলার কৃষককুলকে উদ্ধার করিয়া তাহাদের মনুষ্যোচিত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে আজ কৃষকের আয় বৃদ্ধির উপায় দেখিতে হইবে। সম্প্রতি বঙ্গীয় অর্থ-নৈতিক সম্মেলনের কৃষি বিভাগের সভাপতি মিঃ জে. এন. সেনগুপ্ত তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষণে দেশের এই প্রধান সমস্যাটি বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। তিনি বলিতেছেন—এদেশের কৃষিকার্য্য আদিম অনুন্নত পন্থায় পরিচালিত হইতেছে এবং দেশে ভূমির জলসেচ বিষয়ে ও ফসল চাষ বিষয়ে সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতির নিতান্ত অভাব বলিয়াই কৃষিকার্য্য দ্বারা লোকের ভালরূপ অর্থাগমের উপায় হইতেছে না কাজেই আজ কৃষকের আয় বৃদ্ধি করিতে হইলে সকল দিক দিয়া কৃষির উন্নতি সাধনে আমাদিগকে ব্রতী হইতে হইবে। কি উপায়ে সেই উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া যায় মিঃ সেনগুপ্ত সে বিষয়ে কয়েকটি বিশেষ পন্থা উল্লেখ করিয়াছেন, সেই পন্থাগুলি হইতেছে :—(১) অধিকতর পরিমাণে ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা (২) উৎকৃষ্টতর ফসল উৎপাদনের কার্য্যনীতি অনুসরণ (৩) বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শ্রেণীর ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা (৪) নূতন ও অধিকতর লাভজনক শস্যের প্রচলন (৫) পতিত জমির সংস্কার এবং সেচ ও পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা। এই সমস্ত ছাড়া কৃষিপণ্যের বিক্রয় ব্যবস্থার কথাও মিঃ সেনগুপ্ত বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। ফসলের উৎকৃষ্টতা বিধানের কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গালা দেশের উৎপন্ন ফসল অনেকক্ষেত্রে এত নিকৃষ্ট পর্য্যায়ে নামিয়া গিয়াছে যে, এখন আর তাহা অন্য স্থানের উৎপন্ন ফসলের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিতেছে না। বাংলা দেশে পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণে সরিষা উৎপন্ন হইত এবং তাহা হইতে তৈল উৎপাদন করিয়া এ দেশের চাহিদা মিটান যাইত। কিন্তু এক্ষণে সংযুক্ত প্রদেশ হইতে প্রচুর সরিষা আমদানি করিয়া এ দেশের জন্য তৈল প্রস্তুত করা হইতেছে। বাঙ্গালার সরিষা অন্য প্রদেশের সরিষার তুলনায় নিকৃষ্ট বলিয়াই আজ আমাদিগকে সরিষার জন্য অন্য প্রদেশের উপর এরূপভাবে নির্ভরশীল হইয়া পড়িতে হইয়াছে। সরিষা সম্বন্ধে যাহা বলা হইল অন্য আরও কয়েকটি পণ্য সম্পর্কেও তাহা বলা চলে। বর্ত্তমান অবস্থায় কৃষির উন্নতি সাধন করিয়া কৃষকের আয় যথোচিত পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে হইলে ফসল চাষ বিষয়ে ও অন্য সকল বিষয়ে সুপরিকল্পিতভাবে অগ্রগতির উপায় দেখিতে হইবে। আর সে বিষয়ে মিঃ সেনগুপ্তের নির্দ্দেশসমূহ বিশেষভাবে বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই আমরা মনে করি।

ভারতে ট্রেড ইউনিয়নের প্রসার

ট্রেড ইউনিয়ন আইনানুযায়ী প্রতিবৎসর ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে যে সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, তাহা হইতে এদেশে

শ্রমিক আন্দোলনের গতির আংশিক পরিচয় পাওয়া যায়। সম্প্রতি এই সম্পর্কে ১৯৩৮-৩৯ সালের যে রিপোর্ট বাহির হইয়াছে তাহাতে দুই বৎসর পূর্ব্বেকার অবস্থা সন্নিবেশিত হইলেও এই দিক দিয়া ইহার কতকটা প্রয়োজনীয়তা আছে বটে। আলোচ্য বৎসরে রেজেষ্ট্রীকৃত ইউনিয়নের সংখ্যা ৪২০টী হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৫৫৫টীতে দাঁড়াইয়াছে। আজমীড় মারোয়াড় ব্যতীত সকল প্রদেশেই ইউনিয়নের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৭-৩৮ সালে ইউনিয়নসমূহের মোট সভ্য সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ৯০ হাজার। আলোচ্য বৎসরে সভ্য সংখ্যা আরও প্রায় দশ হাজার বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইউনিয়নসমূহের মোট আয় এবং মজুদ তহবিলও যথাক্রমে ৬ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা হইতে ৮ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা এবং ৫ লক্ষ টাকা হইতে ৬ লক্ষ ১১ হাজার টাকায় পরিণত হইয়াছে।

কলকারখানার প্রসারের ফলে এদেশে শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু ট্রেড্ ইউনিয়নের সংখ্যা তদনুযায়ী বাড়িতেছে না। শ্রমিকদের অজ্ঞতা যেমন এই অবস্থার জন্য একদিক দিয়া দায়ী তেমনি ইউনিয়ন অনুমোদন সম্পর্কে মালিক সম্প্রদায় এবং সরকারী মনোভাবও ট্রেড ইউনিয়নের প্রসারের পথে অনেক ক্ষেত্রে অনাবশ্যক অন্তরায় সৃষ্টি করিয়া থাকে। কোন কোন প্রদেশে সরকারী অনুগ্রহপুষ্ট পাল্টা ইউনিয়ন সৃষ্টি করিয়া শ্রমিক আন্দোলনের গতিরোধ করার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। শ্রমিকের অবস্থা উন্নত করিতে হইলে দুই দিক দিয়াই প্রতিকার হওয়া বাঞ্ছনীয়। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনে শ্রমিক সঙ্ঘের শক্তি এবং অর্থ ব্যয়িত না হয় তৎপ্রতিও লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। মুসলমানদের জন্য পৃথক ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের জন্য জনৈক মুসলমান সদস্য সম্প্রতি কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া শ্রমক্ষেত্রে দ্বিতীয় পাকিস্থান স্থাপনের যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, ইউরোপীয় এবং সরকার পক্ষের সদস্যগণও একবাক্যে তাহার বিরোধিতা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ যেরূপ ছড়াইয়া পড়িতেছে তাহাতে কলকারখানার অভ্যন্তরে এরূপ বিষের বীজ সঞ্চারিত হওয়া অসম্ভব নয়। এই অনাচার যাহাতে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয় তজ্জন্য পূর্ব্ব হইতেই গবর্ণমেন্টের সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

ভারতের সাবান শিল্প

ভারতীয় সাবান শিল্পের দ্রুত উন্নতি সম্পর্কে সম্প্রতি একটী সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, বর্ত্তমানে এ দেশে এক হাজারের উপর সাবানের কারখানা আছে এবং এই সমস্ত কারখানায় প্রতি বৎসর তিন কোটী টাকা মূল্যের পঁচাত্তর হাজার টন সাবান প্রস্তুত হইতেছে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হইয়াছে যে, ভারতে সাবান শিল্পের প্রসারের ফলে ১৯২৩-২৪ সালের পর হইতে বিদেশী সাবানের আমদানী শতকরা প্রায় ৮৮ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। সাবান শিল্পের এই উন্নতি আপাতঃদৃষ্টিতে আশাজনক বটে; কিন্তু এই উন্নতিতে ভারতীয়দের কতটুকু স্বার্থ রহিয়াছে তৎসম্পর্কে সরকারী বিবৃতিতে কোন উল্লেখ না থাকায় জনসাধারণের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে। অনেকেরই হয়ত এ কথা জানা নাই যে, সমগ্র ভারতে যে পরিমাণ সাবান উৎপন্ন হয় তাহার শতকরা ৪০ ভাগের উপর লেভার ব্রাদার্স নামক বিদেশী প্রতিষ্ঠানের কারখানাসমূহে প্রস্তুত হইয়া থাকে। দেশের অভ্যন্তরে লেভার ব্রাদার্সের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতেই বিদেশী সাবানের আমদানীও ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। কাজেই সাবান শিল্পের এই উন্নতিতে ভারতবাসীর যে প্রকৃত আত্মগৌরবের বিশেষ কারণ নাই, তাহা বলা নিষ্প্রোজন।

ভারতের সমবায় আন্দোলন

ভারতের সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে ১৯৩৮-৩৯ সালের যে সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তদ্দৃষ্টে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে এদেশে সমবায়ের কিছু উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতে সকল শ্রেণীর মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ১১ হাজার ১৩৯টি। ১৯৩৮-৩৯ সালে ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া মোট ১ লক্ষ ২২ হাজার ১৬৭টিতে দাঁড়াইয়াছে। সমিতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সমিতির সদস্য সংখ্যাও বাড়িয়াছে। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতের সমবায় সমিতিসমূহের মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৪৮ লক্ষ ৪৯ হাজার ৮৭৪ জন। আলোচ্য বৎসরে তাহা ৫৩ লক্ষ ৭৪ হাজার ১১২জনে দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর ভারতে প্রতি ১ লক্ষ অধিবাসী পিছু সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ৩৫টি, প্রতি ১ হাজার অধিবাসী পিছু সভ্য সংখ্যা ছিল ১৫.৩ জন ও লোকের মাথা পিছু সমবায় সমিতির মূলধন ছিল গড়ে ৩৶০ আনা। ১৯৩৮-৩৯ সালে যথাক্রমে তাহা ৩৮.১টি, ১৬.৮জন ও ৩।৶০ আনায় দাঁড়াইয়াছে। ভারতবর্ষে লোকের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা প্রতিকারের নিমিত্ত সমবায় আন্দোলনের ভালরূপ প্রসার অত্যাবশ্যক। কিন্তু কার্য্যতঃ এপর্য্যন্ত সমবায় আন্দোলনের প্রয়োজনানুরূপ প্রসার সাধিত হইতেছে না। তবে সামান্য পরিমাণে হইলেও প্রতি বৎসর সমবায়ের কিছু কিছু উন্নতি লক্ষিত হইতেছে, ইহা ভরসার কথা।

বর্ত্তমান প্রসঙ্গে বাঙ্গলার সমবায় আন্দোলনের কথা বিশেষ ভাবে আলোচনার যোগ্য। আলোচ্য রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায় ভারতে পাঞ্জাব, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে সমবায়ের দিক দিয়া যেটুকু অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে, বাঙ্গলা প্রদেশে সে পরিমাণ অগ্রগতিও সাধিত হয় নাই। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে পাঞ্জাবে প্রতি ১ লক্ষ অধিবাসী পিছু সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ৯২.৬। কুর্গে, আজমীড়ে ও গোয়ালিয়রে তাহা ছিল যথাক্রমে ১৫০, ১২০.১ ও ১০৫.১। কিন্তু বাংলায় প্রতি ১ লক্ষ অধিবাসী পিছু সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ৫৭.৮। আলোচ্য বৎসরে পাঞ্জাবে গড়ে প্রতি ১ হাজার অধিবাসী পিছু সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ৩৫.১। বোম্বাইয়ে, মাদ্রাজে ও কুর্গে তাহা ছিল যথাক্রমে ৩০.০, ২০.৯ ও ৯৯.৯। কিন্তু বাংলায় প্রতি হাজার পিছু সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল মাত্র ১৭.৭। কার্য্যকরী মূলধনের হিসাবে দেখা যায় আলোচ্য বৎসরে বোম্বাইয়ে, সিন্ধুতে ও পাঞ্জাবে লোকের মাথা পিছু সমবায় সমিতির মূলধন ছিল যে স্থলে ৮।৶০ আনা, ৭৶০ আনা ও ৬৷৷০ আনা, বাংলায় সে স্থলে লোকের মাথা পিছু সমবায় সমিতির মূলধন ছিল মাত্র ৩৮৶০ আনা। সমবায়ের দিক দিয়া বাংলার এই পশ্চাৎপদ অবস্থা খুবই পরিতাপের বিষয়।

ডাঃ নবগোপাল দাসের সম্মান

ডাঃ নবগোপাল দাস পি, এইচ, ডি, আই, সি, এস্ সম্প্রতি অস্থায়ীভাবে ভারতসরকারের এগ্রিকাল্চারেল মার্কেটীং এড্ভাইসর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন—এই সংবাদে বাঙ্গালী মাত্রেই আনন্দ ও গৌরব অনুভব করিবেন। বাঙ্গলা সরকারের নিয়োগ-পরামর্শদাতা হিসাবে কার্য্য করার পর তিনি কেন্দ্রীয় মার্কেটীং বিভাগের ডেপুটী এডভাইসর নিযুক্ত হন। ডাঃ দাস বয়সে তরুণ হইলেও বিদ্যা এবং প্রতিভার দরুণ ইতিমধ্যেই বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। দায়িত্বপূর্ণ সরকারীকাজে নিযুক্ত থাকিয়াও তিনি অর্থনীতিশাস্ত্রে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। তাঁহার প্রণীত অর্থনীতি সম্পর্কিত পুস্তকসমূহও তথ্য এবং চিন্তাশীলতার জন্য পাঠক সমাজে সমাদৃত হইয়াছে। সাহিত্যিক হিসাবেও যে তাঁহার সুনাম আছে, তাহার পরিচয় অনাবশ্যক।

কৃষিপণ্য উৎপাদন করিয়া কৃষক যাহাতে উপযুক্ত মূল্য পাইতে পারে তৎসম্পর্কে অনুসন্ধান এবং যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সুপারিশ করাই কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক মার্কেটীং বিভাগসমূহের প্রধান উদ্দেশ্য। ডাঃ দাসের পরিচালনায় মার্কেটীং বিভাগ কৃষকের এই সমস্যা সমাধানে কতটুকু কৃতকার্য্য হয়, তাহা আমরা আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিব।

অর্থ-নৈতিক সম্মেলনে শ্রীযুক্ত সরকারের অভিভাষণ

বঙ্গীয় অর্থ-নৈতিক সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে শ্রীযুক্ত নলিনী । সরকার যে সুচিন্তিত অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন তাহা ।দিক দিয়াই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এই অভিভাষণে প্রথমতঃ ন জগতের অর্থ-নৈতিক চিন্তাধারার বর্ত্তমান গতি বিশ্লেষণ ।য়াছেন। দ্বিতীয়তঃ উহাতে তিনি তাঁহার স্বভাবসুলভ গঠনমূলক ভঙ্গি লইয়া ভারতের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির গুত্বপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। অবাধ বাণিজ্যনীতির আওতা তে জগতের অর্থনৈতিক চিন্তাধারা আজ পরিকল্পিত অর্থনীতির ।র ক্ষেত্রে আসিয়া কি অভাবনীয় পরিণতি লাভ করিয়াছে, সে শ্লেষণ খুব তথ্যপূর্ণ হইলেও একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার আলোচনার যাগ কম। শ্রীযুক্ত সরকার তাঁহার অভিভাষণে এদেশের যে সব নম্ন আর্থিক সমস্যার কথা উল্লেখ করিয়াছেন এস্থলে আমরা ইগুলিই শুধু পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত করিবার প্রয়াস পাইব।

ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর বর্ত্তমানে সকল দিক দিয়াই দ্ধর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হইতেছে। যুদ্ধের জন্য কোন ান শ্রেণীর পণ্যের বেশীরকম চাহিদা হওয়ায় ইতিমধ্যে অনেক ।াতন শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিস্তৃতি সাধন করা হইয়াছে। বিভিন্ন দেশী মালের প্রতিযোগিতা হ্রাস পাওয়ার সুযোগে দেশে কতিপয় ুন ধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধের জন্য দেশের বসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রেও একটা সুস্পষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। শে শিল্প বাণিজ্যের এই গতি লোকের আর্থিক উন্নতির দিক দিয়া র্ত্তমানে কল্যাণকর হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই উন্নতির ভবিষ্যৎ লাফল কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা নিয়া এখন হইতেই ানেকে চিন্তা ভাবনা করিতেছেন। কেননা যুদ্ধকালীন অবস্থায় ল্প ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যেরূপ একটা অনুকূল প্রতিক্রিয়া লক্ষিত ইয়াছে, যুদ্ধ শেষ হইয়া যাওয়ার পর শিল্প ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে তমনই একটা সম্পূর্ণ বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যাওয়ার সম্ভাবনাও াছে। বর্ত্তমানে দেশে ব্যবসাগত উন্নতির ও লোকের কর্ম্মসংস্থানের য সুযোগ আসিয়াছে যুদ্ধের শেষে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন চরিয়া আবার অভাব, অপ্রাচুর্য্য ও কর্ম্মহীনতার মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। সেই সমস্যার কথা ভাবিয়া দেশের অনেকেই আজ চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সরকার তাঁহার অভিভাষণে এই ভবিষ্যৎ সমস্যা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন এবং তাহার যথোচিত প্রতিকারের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, যুদ্ধের সময় দেশরক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি সাধন ও প্রয়োজনীয় মাত্রায় শিল্প প্রসারণের জন্য কোন কোন দিক দিয়া একটা প্রাচুর্য্যের আবহাওয়া সৃষ্ট হয়; বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেশী লোকের কর্ম্মসংস্থানেরও সুযোগ আসে। কিন্তু যুদ্ধের পর তাহার স্বাভাবিক পরিণতি স্বরূপ নূতন করিয়া আর্থিক মন্দা, ধন-বৈষম্য ও বেকার সমস্যা প্রভৃতিই দেখা দিতে থাকে। যুদ্ধের সময় সাময়িক উদ্যোগশীল কার্য্যধারার জন্য দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা অনেকটা চাপা পড়িয়া যায়। যুদ্ধ শেষে তাহা আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। পূর্ব্বে অনেক যুদ্ধের পরই এমনই ধরণের সমস্যা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তবে শ্রীযুক্ত সরকার বলিতেছেন যে, অন্যান্য বারের যুদ্ধের সহিত এবারকার যুদ্ধকালীন অবস্থার একটা বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বার যুদ্ধের সময়ে কৃষি দ্রব্য ও শিল্প দ্রব্যের বাজার অস্বাভাবিকরূপ চড়িয়া উঠিবার সুযোগ পাইত। এবার তাহা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। অন্যান্যবার কোম্পানীর কাগজের দাম অত্যধিক মাত্রায় পড়িয়া যাইত এবং সুদের হার অত্যধিক মাত্রায় চড়িয়া উঠিত। এবার উহাদের দাম আবশ্যকানুরূপ স্তরে বজায় রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। দেশে মুদ্রার অপরিমিত প্রসারণও এবার অনেকটা বন্ধ রাখা হইয়াছে। এই অবস্থায় এবার যুদ্ধ সমাপ্তির সঙ্গেই আর্থিক অবস্থার বেশীরকম ওলট পালট নাও হইতে পারে। তবে যুদ্ধের পরে সামরিক বিভাগের কার্য্যধারা শ্লথ হইয়া আসার সঙ্গে এবং সমরোপকরণ নির্ম্মাণের শিল্পগুলি কতক পরিমাণে অচল হইয়া পড়ার সঙ্গে কিছু লোক যে বেকার হইবে এবং কম পরিমাণে হইলেও দেশে যে একটা আর্থিক মন্দা দেখা দিবে তাহা সত্য। আর সেই আসন্ন বিপদের প্রতিবিধানের নিমিত্ত শ্রীযুক্ত সরকার এখন হইতে যুদ্ধ-পরবর্ত্তীকালের জন্য আর্থিক পুনর্গঠন কার্য্যের উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, যুদ্ধের সময় ভারতে যেমন নানারূপ শিল্প ব্যবসায়ের সুযোগ আসিয়াছে যুদ্ধের পরও অনেক দিক দিয়া সেইরূপ নূতন শিল্প ব্যবসায়ের সুযোগ আসিবার সম্ভাবনা আছে। যুদ্ধের অবসান হইলে বিধ্বস্ত দেশসমূহে বাড়ীঘর ও কলকারখানা প্রভৃতি নূতন করিয়া গড়িবার প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হইবে। যুদ্ধের পর অনেক দেশ পূর্ব্বেকার সমৃদ্ধি ফিরাইয়া আনিবার জন্য নূতন শিল্প সাধনায় প্রবৃত্ত হইবে এবং সে কারণে বিভিন্ন শ্রেণীর কাঁচামালের চাহিদা খুবই বাড়িয়া যাইবে। ভারতবর্ষের লোক যাহাতে সেই বর্দ্ধিত চাহিদা মিটাইবার ব্যবস্থা করিয়া লাভবান হইতে পারে, সে জন্য এখন হইতে সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। যদি তাহা করা হয় তবে যুদ্ধের পরবর্ত্তী কালে মারাত্মক ধরণের আর্থিক মন্দা দেখা যাওয়ার আশঙ্কা বিদূরিত হইতে পারে। শ্রীযুক্ত সরকার দেশের জনসাধারণকে ও গবর্ণমেণ্টকে উপরোক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্যনীতি গ্রহণের যে নির্দ্দেশ দিয়াছেন, তাহা আমরা খুব সময়োচিত ও সুসঙ্গত বলিয়াই মনে করি। তবে ঐরূপ পরিকল্পনায় দেশীয় শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নতি অক্ষুণ্ণ রাখা সম্বন্ধে দেশের গবর্ণমেণ্ট কি সব কার্য্যনীতি করিতে পারেন তদ্বিষয়ে সুস্পষ্ট কোন নির্দ্দেশ দেওয়া হয় নাই। এই প্রসঙ্গে আমরা শিল্পের ভবিষ্যৎ সংরক্ষণের কথাটা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে পারি। যুদ্ধের সময়ে বিদেশী প্রতিযোগিতা হ্রাস পাওয়ার সুযোগে এদেশে কতকগুলি নূতন শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধের পর বিভিন্ন শিল্পোন্নত দেশ আবার নবোদ্যমে শিল্প প্রচেষ্টায় ব্রতী হইলে বিদেশী সস্তা মালের প্রতিযোগিতায় এদেশের নূতন শিল্পগুলির বিপদ ঘনাইয়া আসিবে। সেই বিপদ হইতে দেশীয় শিল্পগুলিকে রক্ষা করার জন্য এখন হইতেই গবর্ণমেণ্টের পক্ষে উপযুক্তরূপ সংরক্ষণনীতি অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। এবং যুদ্ধের পরবর্ত্তীকালের জন্য কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে হইলে ঐধরণের কার্য্যনীতি তাহার অঙ্গীভূত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

শ্রীযুক্ত সরকার তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান সময়ের জন্যই হউক আর ভবিষ্যতের জন্যই হউক ভারতের অর্থনৈতিক কল্যাণ তথা জাতীয় অগ্রগতি সাধন করিতে হইলে দেশের লোকের পক্ষে কৃষি ও শিল্পের সকল দিক দিয়াই উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করা উচিত। আমরা শ্রীযুক্ত সরকারের ঐরূপ মন্তব্য সময়োচিত ও সুসঙ্গত বলিয়াই মনে করি। ভারতবর্ষে কৃষির স্বাভাবিক সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বর্ত্তমানে এই দেশের জমিতে জগতের অনেক উন্নতিশীল দেশের তুলনায় কম ফসল উৎপন্ন হইতেছে। এদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠার উপযোগী বিস্তর কাঁচামাল থাকা সত্ত্বেও এখন পর্য্যন্ত শর্করাশিল্প, চটশিল্প প্রভৃতি দুই চারিটী শিল্প ছাড়া অন্যান্য শিল্প ব্যবসায় প্রয়োজনানুরূপ গড়িয়া উঠে নাই। কাজেই সকল দিক দিয়াই পণ্যের উৎপাদন বাড়াইবার ক্ষেত্র উন্মুক্ত রহিয়াছে। দেশের ধন সমৃদ্ধি বাড়াইয়া লোকের জীবন যাত্রার উন্নতি সাধন করিতে হইলে উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপক পরিকল্পনাই আজ আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।

তবে দেশে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত সরকার বণ্টন সমস্যার কথাটা আপাততঃ যেভাবে পাশ কাটিয়া যাওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা আমরা সমর্থন করিতে পারি না। তিনি বলিয়াছেন, "এদেশে ধনী লোকের সংখ্যা কম। কাজেই ধন-বণ্টনে অধিকতর সমতার ব্যবস্থা করিয়া এদেশের দারিদ্র্য সমস্যার প্রতিকার করিতে যাওয়া অর্থহীন। ধন-বণ্টনের সুব্যবস্থা করা এখনও আমাদের দেশের প্রধান সমস্যা নহে,—উৎপাদন বৃদ্ধিই হইতেছে প্রধান সমস্যা।" লোকের সমষ্টিগত উন্নতির জন্য উপযুক্ত আর্থিক পরিকল্পনা গ্রহণের পক্ষে শ্রীযুক্ত সরকারের এইরূপ উক্তি অনেকের কাছেই বিশেষ আপত্তিকর মনে হইতে পারে। বর্ত্তমানে দেশে ধন-বণ্টনের ব্যাপারে যে অসাম্য বিরাজ করিতেছে তাহাতে কেবল অধিক ধনোৎপাদন ব্যবস্থা দ্বারাই জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা যাইবে না। ধনোৎপাদনের সঙ্গে সাধারণ লোক যাহাতে উৎপন্ন ধনের ন্যায্য অংশ ভোগ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থাও একান্ত আবশ্যক। স্বার্থপর ব্যবসায়ীদের অন্যায় কারসাজির ফলে এদেশের অগণিত চাষী তাহাদের উৎপন্ন ফসলের ন্যায্য দাম হইতে বঞ্চিত হইতেছে। অনেক স্থলে শিল্পপতিদের অপরিমিত মুনাফা জোগাইতে গিয়া শিল্প কারখানার শ্রমিকেরা তাহাদের মনুষ্যোচিত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য হইতে বঞ্চিত হইতেছে। ধনীদের এই লাভের ব্যবসা চলিতে থাকার দরুণ অনেক ধনতান্ত্রিক দেশে তথাকথিত অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনা বারবার ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। কাজেই এদেশে সর্ব্বসাধারণের আর্থিক উন্নতির জন্য যদি কোন সুসঙ্গত কার্য্যধারা অবলম্বন করিতে হয়, তবে উৎপাদন ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধনের সঙ্গে বণ্টন ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন সম্বন্ধেও আমাদিগকে পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে।

ভারতে শিল্প ব্যবসায়ের অবস্থা

গত ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপে যুদ্ধ বাঁধিবার পর রতের প্রধান প্রধান শিল্পগুলির উপর মোটামুটিভাবে তাহার একটা ুকূল প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হয়। এদেশে উৎপন্ন চট, লোহা, ইস্পাত, ়লা, কাগজ ও চা প্রভৃতির চাহিদা বাড়িয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে াদের দাম চড়িতে থাকে। পণ্যমূল্যের সেই চড়তির অবস্থায় ভারতে ল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদনও বাড়িয়া যাইতে আরম্ভ করে। ইভাবে যুদ্ধের জন্য ১৯৩৯-৪০ সালে এদেশে চটশিল্প, লোহা ও স্পাত শিল্প, কয়লা শিল্প, কাগজ শিল্প ও চা শিল্প সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য ন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের ক্ষেত্রে যুদ্ধের ফলে থমতঃ কোন অগ্রগতি না দেখা গেলেও নানাদিক দিয়া এই শিল্পের বিষ্যৎ উন্নতির সূচনা ক্রমেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকে। ১৯৩৯-৪০ ালের পর বর্ত্তমানে ১৯৪০-৪১ সালের আথিক বৎসর শেষ ইয়াছে। যুদ্ধের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ার পর ১৯৪০-৪১ সালে ারতীয় শিল্প ব্যবসায়ের অবস্থা কোন্ দিক দিয়া কি পরিণতি লাভ রিয়াছে তাহা জানিবার জন্য জনসাধারণের খুবই আগ্রহ রাতিয়াছে। ন্তু এখন পর্য্যন্ত ঐ বৎসরের কোন সম্পূর্ণ আথিক তথ্য-তালিকা াকাশিত হয় নাই। এখন পর্য্যন্ত মাত্র গত ডিসেম্বর অবধি মাসিক রকারী বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। ঐ বিবরণ দৃষ্টে ১৯৪০ সালের প্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৯ মাসে ভারতীয় শিল্প ব্যবসায়ের বস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল তৎসম্পর্কে আমরা আলোচনা করিব।

ভারতে বিভিন্ন প্রকার শিল্পের মধ্যে বস্ত্র শিল্পের স্থান সকল দিক িয়াই অগ্রগণ্য। যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় এই শিল্পের কোন উন্নতি দখা যায় নাই। ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতে কাপড়ের কলগুলিতে ২৬ কোটি ৯৩ লক্ষ গজ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে স্ত্রের উৎপাদন কমিয়া ৪০১ কোটি ২৫ লক্ষ গজ দাঁড়ায়। কিন্তু ুদ্ধের অবস্থা দ্বারা ভারতীয় বস্ত্রশিল্প উল্লেখযোগ্যভাবে লাভবান হইতে থাকে। ১৯৪০-৪১ সালে যুদ্ধের পরিধি বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করে। আর সেই সঙ্গে ভারত সরকার যুদ্ধের প্রয়োজনে এদেশের কাপড়ের কলগুলিকে বিভিন্ন প্রকার মাল রবরাহের জন্য প্রচুর অর্ডার দিতে আরম্ভ করেন। ভারত সরকারের ক্রমবর্দ্ধিত অর্ডার হেতু কাপড়ের কলসমূহে বস্ত্রের উৎপাদন ক্রমেই বাড়িয়া যাইতে থাকে। ১৯৩৯-৪০ সালে এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৯ মাসে ভারতের কাপড়ের কলসমূহে ৩০৯ কোটি ৮৩ লক্ষ গজ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালের উপরোক্ত ৯ মাসে সেই স্থলে ভারতের কাপড়ের কলসমূহে ৩১৭ কোটি ৫৭ লক্ষ গজ বস্ত্র উৎপন্ন হয়। যুদ্ধের জন্য ক্রমেই বেশী পরিমাণে বস্ত্রের অর্ডার আসিতে থাকায় প্রয়োজনানুরূপ উৎপাদন বাড়াইবার নিমিত্ত সম্প্রতি দেশের কাপড়ের কলগুলিতে তাঁত ও টাকুর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। কাজের সময়ও সর্ব্বত্রই বাড়াইয়া দেওয়া হইতেছে। গত ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষের কাপড়ের কলগুলিতে ৪২ কোটী ১৫ লক্ষ গজ কাপড় উৎপন্ন হইয়াছে। গত ১০।১২ বৎসরে আর কোন মাসে ভারতের কাপড়ের কলসমূহে এত বেশী পরিমাণ মাল উৎপন্ন হয় নাই। দেশের প্রধান প্রধান কাপড়ের কলগুলির হাতে ইতিমধ্যে অনেক অর্ডার আসিয়া জমা হইয়া আছে। ভবিষ্যতে আরও অর্ডার আসিবার আশা রহিয়াছে। কাজেই দেশের কাপড়ের কলগুলির উৎপাদন অদূর ভবিষ্যতে বাড়িয়াই চলিবে বলিয়া আশা করা যায়। বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় ভারতের বাহিরে ভারতীয় বস্ত্রের চাহিদা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৯৩৯-৪০ সালের এপ্রিল হইতে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ১১ মাসে ভারত হইতে বিদেশে ৭ কোটী ৬৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকার কার্পাস বস্ত্র ও সূতা রপ্তানি হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালের উপরোক্ত ১১ মাসে রপ্তানির পরিমাণ বাড়িয়া ১৪ কোটী ৯২ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। রপ্তানি বৃদ্ধির এই গতি দেখিয়া বস্ত্র শিল্পের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুবই আশা পোষণ করা যায়।

যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় ভারতীয় চট-শিল্পের একটা বেশী রকম সমৃদ্ধি দেখা গিয়াছিল। কিন্তু পরে যুদ্ধের ব্যাপকতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চট ও থলে রপ্তানির অসুবিধা ঘটিয়া চট শিল্পের সে সমৃদ্ধি অনেকটা ক্ষণস্থায়ী উন্নতিতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালে বিদেশ হইতে বেশী মাত্রায় চট ও থলের অর্ডার আসিতে থাকে। দেশের পাটকলগুলিকে পূরাদমে কাজ করিয়া সেই অর্ডার অনুযায়ী মাল সরবরাহ করিতে হয়। উপরোক্ত সালের প্রথম নয় মাসে চটকল-সমূহে মোট ৯ লক্ষ ৪ হাজার ৬০০ টন পরিমিত থলে ও চট ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। কিন্তু ১৯৪০-৪১ সালে পাটজাত জিনিষের চাহিদা হ্রাস পায়। জাহাজ চলাচলের ক্রমিক অসুবিধার দরুণও রপ্তানি বাণিজ্য খর্ব্ব হইয়া আসিতে থাকে। ফলে পাটকলসমূহের কাজের সময় কমাইয়া উৎপাদন সঙ্কোচ করিতে হয়। ১৯৪০-৪১ সালের এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৯ মাসে পাটকলসমূহে মোট উৎপাদন পূর্ব্ব বৎসরের উপরোক্ত ৯ মাসের তুলনায় ৫১ হাজার ২০০ টন পরিমাণে হ্রাস পাইয়া মোট ৮ লক্ষ ৫৩ হাজার টনে দাঁড়ায়। তবে ভারতীয় চট শিল্পের অবস্থা ১৯৪০-৪১ সালের মধ্যভাগে যেরূপ অবনতির দিকে ধাবিত হইয়াছিল বর্ত্তমানে সে তুলনায় কিছু উন্নতি দেখা গিয়াছে। গত আগষ্ট মাসে চটের দাম নিম্নতম সীমায় পৌঁছিয়া ক্রমে আবার কিছু কিছু করিয়া চড়িতে থাকে। নূতন অর্ডার আসার সঙ্গে সঙ্গে থলে ও চটের বর্দ্ধিত চাহিদাও পুনরায় অনুভূত হয়। এইরূপ পরিবর্ত্তিত অবস্থায় চটকলগুলি আবার কাজের সময় বাড়াইয়া বেশী চট ও থলে উৎপাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। যদিও যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় চট শিল্পের যে উন্নতি দেখা গিয়াছিল, সেরূপ উন্নতি আর শীঘ্র দেখা যাওয়ার আশা নাই বলা চলে।

ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় প্রথম হইতেই স্থায়ীধরণের সুফল ভোগ করিয়া আসিতেছে। যুদ্ধের জন্য লোহা ও ইস্পাত প্রভৃতির চাহিদা খুবই বাড়িয়া যাওয়াতে ১৯৩৯ সালের পর হইতে লৌহ ও ইস্পাত কারখানাসমূহে বেশী পরিমাণ ঢালাই লোহা ও ইস্পাত প্রভৃতির উৎপাদ[illegible] হয়। বাহিরেও বেশী পরিমাণে এইসব জিনিষ রপ্তানি হইতে থাকে। ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত সরকারী রিপোর্টে প্রতি মাসে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পসংক্রান্ত যে বিবরণ দেওয়া হইত তাহা গত

(১২২৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাংলায় যৌথ কারবারের ভবিষ্যত

[মিঃ কে, এন, দালাল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, নাথ ব্যাঙ্ক]

বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে বাংলা দেশে যৌথ কারবার পরিচালনা ও তাহার উন্নতি সাধন করিবার প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। ১৮৬০ সালে বাংলায় যৌথ ব্যাঙ্ক স্থাপন করিবার সূচনা পরিলক্ষিত হয় এবং সীমাবদ্ধ দায়িত্বের মূলনীতি ভারতের ব্যাঙ্কসমূহ গ্রহণ করে। ভারতবর্ষে যে সকল যৌথ কোম্পানী খ্যাতি লাভ করিয়াছে, তাহাদের অনেকেরই আদি উৎপত্তিস্থান বাংলায়। ভারতের প্রথম কাপড়ের কল ফোর্ট গ্লসটার কলিকাতার উপকণ্ঠে ১৮১৮ সালে স্থাপিত হয়। রাণীগঞ্জে প্রথম কয়লার খনিতে কাজ আরম্ভ হয় এবং ১৮৯৫ সালে বেঙ্গল কোল কোম্পানী গঠিত হয়। বর্ত্তমানে প্রথম শ্রেণীর কয়লার খনিগুলির মধ্যে ইহা একটী অন্যতম। বাংলার অন্তর্গত রিষড়ায় ১৮৫৫ সালে ভারতের প্রথম পাটকল স্থাপিত হয় এবং বহুবার হস্তান্তরিত হইবার পরে উহা ১৮৭২ সালে বরনগর জুট কোম্পানী লিমিটেডের সহিত যুক্ত হয়। এই বৎসর আরও পাঁচটী যৌথ কোম্পানী বাংলাদেশে গঠিত হয়। তখনকার দিনে ভারতবর্ষে যে সকল ব্যাঙ্ক কাজ আরম্ভ করে তাহাদিগের মূল উৎস ছিল কলিকাতার বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। প্রকৃতপক্ষে ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ই যৌথ কারবারের শক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

স্বদেশী আন্দোলনের আমলে জনগণের মধ্যে যে বিরাট জাতীয়ভাবের অনুপ্রেরণা দেখা যায়, তাহাকে সম্বল ও কেন্দ্র করিয়া জাতীয় অর্থনৈতিক জীবন গঠন করিবার আশা আকাঙ্ক্ষা যৌথ-কোম্পানী গঠনে বিশেষ সহায়তা করে। যৌথ-কোম্পানী গঠনে সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা ও প্রচুর মূলধনের দরকার এবং গণ-চেতনা ও জাতীয় ভাবধারার উদ্দীপনা দ্বারাই ইহা সম্ভবপর হয়। বিদেশীয়দের হাতে দেশের যে সকল অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও কল কাঠিগুলি আবদ্ধ ছিল তাহাকে উদ্ধার করিয়া দেশীয় শিল্প বাণিজ্যকে দেশের লোকের আয়ত্তে আনিবার ইচ্ছা বলবতী হয় এবং ইহার জন্য একযোগে কাজ করিবার প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হয়। স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র বাংলা দেশেই যৌথ-কোম্পানী স্থাপনের আগ্রহ বিশেষ প্রবল হয়। ১৯০০-১৯০১ সালে ৩৯৮টী পাব্লিক ও প্রাইভেট যৌথ-কোম্পানী ছিল এবং ইহাদের আদায়ীকৃত মূলধন ছিল ১৫ কোটী ৪৭ লক্ষ টাকা। ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে যৌথ-কোম্পানীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৪৯৫ টীতে দাঁড়ায় এবং ইহাদের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ হয় ১৭ কোটী ৩১ লক্ষ টাকা। পরবর্ত্তী বৎসরে কোম্পানীর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। ১৯১০-১১ সালে ৬৩৫টী কোম্পানীর আদায়ীকৃত মূলধন ২৫ কোটী ৬৫ লক্ষ টাকায় পৌছায়। গড়ে প্রত্যেক কোম্পানীর মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪ লক্ষ টাকা। ১৯৩৫-৩৬ সালে ৪৯১৬টী যৌথ-কোম্পানীর অস্তিত্ব দেখা যায় এবং ইহাদের আদায়ীকৃত মূলধন ১৩৩ কোটী ৪২ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত পৌছে। সীমাবদ্ধ দায়িত্বের সুযোগ সুবিধার জন্য এবং লোকসানের ঝুঁকি বহুলোকের উপর বর্ত্তায় বলিয়া যৌথ-কোম্পানীগুলির সংখ্যা এইরূপ বিরাটভাবে বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

এই দেশে টাকা খাটাইবার ক্ষেত্র অতি সঙ্কীর্ণ। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটীও এই মত প্রকাশ করেন। বর্ত্তমানে কয়েকজন মুষ্টিমেয় প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির হাতেই টাকা গচ্ছিত রাখা হয়। এইজন্য জাতীয় অর্থনৈতিক জীবন পঙ্গু হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে যৌথ-কারবার দ্বারা টাকা খাটাইবার পরিধি ব্যাপকতা লাভ করে এবং যৌথ-কোম্পানী পরিচালনা ব্যাপারে গণতান্ত্রিক ভাব গড়িয়া উঠে। যত বেশী যৌথ-কোম্পানী গঠিত হইবে এবং তাহাতে জনসাধারণের অর্থ গচ্ছিত থাকিবে দেশ তত বেশী অর্থনৈতিক ব্যাপারে উন্নত হইবে, মালিক শ্রমিকের মধ্যে ভেদ-বৈষম্য অনেক কমিয়া যাইবে, এবং অর্থনৈতিক কাঠামো জনসাধারণের আয়ত্তে আসিবে।

বাংলা দেশে ১৯৩৮ সালের ৩০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৯২১টী তালিকাবহির্ভূত ব্যাঙ্কের অস্তিত্ব দেখা যায় এবং ইহাদের প্রত্যেকের আদায়ীকৃত মূলধন ও আমানতী তহবিলের টাকার পরিমাণ ৫০ হাজারের নীচে। ইহা ছাড়া ৬৭টী তালিকাবহির্ভূত ব্যাঙ্ক আছে যাহাদের মূলধন ও আমানতী তহবিলের পরিমাণ ৫০ হাজার টাকা। ইহার সঙ্গে দশটী তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক যোগ করিলে ইহাদের মোট সংখ্যা হইবে ৯৯৮টী। ইহা হইতেই প্রতীয়মান হয় যে, বেশীর ভাগ ব্যাঙ্কই ক্ষুদ্র ধরণের এবং ইহারা অতি সামান্য মূলধন লইয়া কাজ করে।

গভর্ণমেণ্টের হিসাবমত দেখা যায় যে, ১৯০৫-৬ সালে বাংলা দেশে ৫২টী ঋণদান সমিতি ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ছিল। ইহাদের আদায়ীকৃত মূলধন ছিল মোটামুটী ২ কোটী ৪ লক্ষ টাকা। ইহাদের সংখ্যা বাড়িয়া ১৯৩০-৩১ সালে ১০০৫ ও ১৯৩৫-৩৬ সালে ১১৪৭টী হয়। এই সকল প্রতিষ্ঠানের মূলধনের পরিমাণ ১৭কোটী টাকা। ১৯৩০ সাল হইতে এই সকল প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও মূলধনের পরিমাণ বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাদের ভবিষ্যত আশাপ্রদ। বঙ্গীয় কৃষক খাতক আইন ও বঙ্গীয় মহাজনী আইনের একটী ভাল ফল হইয়াছে এই যে, পূর্ব্বে যে অর্থ শুধু ব্যক্তিগতভাবে টাকা ধার দেওয়ার কাজ কারবারে নিয়োজিত হইত, তাহা এক্ষণে যৌথ-কোম্পানী স্থাপন করিয়া দেশের ধন-সম্পদ বাড়াইবার জন্য ব্যবহৃত হইতেছে এবং উক্ত আইনগুলি পাশ হওয়ার পর যৌথ-ব্যাঙ্কের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীর যে ৮টী তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক আছে তাহাদের ১৯৩৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আদায়ীকৃত মূলধন ও আমানতী তহবিলের পরিমাণ ১ কোটী ২২ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা। পক্ষান্তরে বোম্বাইয়ের তিনটী তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধন ও আমানতী তহবিলের পরিমাণ ৭৭ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা, এবং ভারতের নামজাদা পাঁচটী ব্যাঙ্কের মূলধন ও আমানতী তহবিল ৬ কোটী ৫৩ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা।

বাংলা সরকারের নিয়োগ বিভাগীয় পরামর্শদাতার বিবরণীতে জানা যায় যে, কলিকাতার ত্রিশটী দেশীয় ও বিদেশীয় ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীর সংখ্যা ৩ হাজার ৫০০ এবং ইহাদের মধ্যে মাত্র শতকরা ৬৫ জন বাঙ্গালী। অতএব দেখা যায় যে, এই সকল ব্যাঙ্কগুলিতে বহু বেকার বাঙ্গালী যুবকের কর্ম্মের সংস্থান হইতে পারে। ভারতবর্ষে প্রতি দশলক্ষ লোকের জন্য ব্যাঙ্ক আছে ২'৫, বিলাতে প্রতি দশলক্ষ লোকের নিমিত্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা ২৭৩টী। বাংলাদেশে প্রতি দশ লক্ষ

লোকের জন্য তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা ২.৯, বোম্বাই এবং সিন্ধুদেশে ৬.৮ এবং মাদ্রাজে ৬.৯। বাংলাদেশে সর্ব্বসমেত ৩৬ লক্ষ ৮৪ হাজার ৩৩০ জন সহরবাসীর জন্য ৪১১টী তালিকাভুক্ত ও তালিকাবহির্ভূত ব্যাঙ্ক বর্ত্তমান; অর্থাৎ প্রতি দশ হাজার সহরবাসীর জন্য ১টী করিয়া ব্যাঙ্ক আছে। সুতরাং বাঙ্গলাদেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ক্ষেত্র প্রসারিত করিবার সুবিধা রহিয়াছে। একটী বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। কোন কোন সহরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যাঙ্কের সমাবেশ দেখা যায়, অপরদিকে পল্লীঅঞ্চলে ব্যাঙ্কের সংখ্যা নিতান্ত কম। যে সকল স্থানে ব্যাঙ্কের অভাব, সেই সকল জায়গায় ব্যাঙ্ক স্থাপন করিবার জন্য যথোপযুক্ত উৎসাহ দান করা বাঞ্ছনীয়। যৌথ ব্যাঙ্কগুলি যদি ভালভাবে কাজ করে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করিতে পারে, তবে ইহাদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল।

১৯০৫-৬ সালে বাংলা দেশে মোটামুটী ৫ লক্ষ টাকা আদায়ী মূলধন সম্বল করিয়া ছয়টী বীমা প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। ১৯১৫-১৬ সালে ইহাদের সংখ্যা হয় ১২৬টী এবং ইহাদের আদায়ীকৃত মূলধন ১ কোটী ৬ লক্ষ টাকায় পৌছে। ইহার পরে ইহাদের সংখ্যা অতিশয় শোচনীয়ভাবে হ্রাস পায় এবং ১৯৩০-৩১ সালে মাত্র ৭৭টীতে দাঁড়ায়। কিন্তু পরবর্ত্তী পাঁচ বৎসরে পুনরায় ইহাদের সংখ্যা দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পাইয়া ৩১০টীতে পৌছায় ও ইহাদের মোটামুটি আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ হয় ২ কোটী ৯২ লক্ষ টাকা। ব্যাঙ্ক, ঋণদান সমিতি ও বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির একসঙ্গে হিসাব হইলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক একশতটি কোম্পানীর মধ্যে ১৩.২টি কোম্পানী লোপ পাইয়াছে। কলিকাতার ২৪টি বীমা প্রতিষ্ঠানের হিসাব লইয়া দেখা গিয়াছে যে, এই সকল প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত কর্ম্মচারীর সংখ্যা ২ হাজার ৪০০ এবং ইহাদের মধ্যে শতকরা ৭৬ জন বাঙ্গালী। ১৯৩৩-৩৪ সাল পর্য্যন্ত বাংলার ব্যাঙ্ক, ঋণ-দান সমিতি ও বীমা কোম্পানীগুলির সর্ব্বসমেত আদায়ীকৃত মূলধন ১৭ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা। এই সম্পর্কে বাংলাদেশ অগ্রণী।

সম্প্রতি কয়েক বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশে কয়েকটী কাপড়ের কল স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৩৫-৩৬ সালে ইহাদের সংখ্যা ছিল ৭৪টী এবং আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ৩ কোটী ৮০ লক্ষ টাকা। বাংলার কাপড়ের কলগুলির মূলধন যে নগণ্য, ইহাই তাহার প্রধান পরিচায়ক। বাংলা দেশের প্রয়োজনীয় বস্ত্রের চাহিদার মাত্র এক পঞ্চমাংশ এই সকল কলগুলি পূরণ করিতে সক্ষম এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বসমেত প্রয়োজনীয় শতকরা প্রায় ১০ ভাগ বস্ত্রের চাহিদা ইহারা মিটাইতে পারে। এই সকল কাপড়ের কলে ৩১হাজার লোক কর্ম্মে নিযুক্ত আছে এবং ইহাদের মধ্যে বাঙ্গালী ১৮হাজার ৫০০ এবং অবাঙ্গালী ১২হাজার ৫০০। অবাঙ্গালীদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোক এই সকল কাপড়ের কলে সূতাকাটা, কাপড়ে রং দেওয়া এবং কাপড় ধোলাই বিভাগে কাজ করে এবং তাহাদের সংখ্যা শতকরা ৫৪ জন। বয়ন ও যন্ত্র পরিচালনা বিভাগে শতকরা ৬৪ ভাগই প্রায় বাঙ্গালী কাজ করে। এই সকল বিভাগে যে সকল শিক্ষানবীশ গ্রহণ করা হয় তাহাদের মধ্যে বাঙ্গালীই বেশী। বেশীর ভাগ কাপড়ের কলেরই আয়তন ক্ষুদ্র এবং মূলধন অপর্য্যাপ্ত। অর্থাভাবে এই সকল কাপড়ের কলগুলি বিশেষ দুর্দ্দশাগ্রস্ত। বাংলা দেশে শিল্প সম্প্রসারণ করিবার জন্য ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কের আরও প্রয়োজন এবং এই সকল ব্যাঙ্কের নিকট হইতে দাদন পাইলে কাপড়ের কলগুলির অবস্থা উন্নত হইবে।

বাংলার অর্থনৈতিক জীবন গঠনে পাট কলগুলির অবদান বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই প্রদেশে প্রায় একশতটী পাটের কল আছে এবং সেগুলি কলিকাতার উপকণ্ঠে এবং চব্বিশ পরগণা, হাওড়া ও হুগলী জেলায় অবস্থিত। এই সকল কলে প্রায় দুই লক্ষ লোক কাজ করে এবং তাহাদের মধ্যে শতকরা ৭৬ জন অবাঙ্গালী। ইহাদের আদায়ীকৃত মূলধন প্রায় ১৯ কোটী ৮৫ লক্ষ টাকা। এই সকল কলগুলি বেশ মোটা রকমের লভ্যাংশ দিয়া থাকে। এই শিল্পে বাঙ্গালী অংশীদারদের সংখ্যা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। পাটশিল্পের বিষয়ে বাঙ্গালীদের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য এবং যাহাতে যৌথভাবে বাঙ্গালীর মূলধন চটকল স্থাপনে ব্যবহৃত হইতে পারে এবং যাহাতে এই ব্যাপারে সরকারী সাহায্য পাওয়া যায় তাহার সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে হইবে।

বাঙ্গালীরা কাগজ শিল্পের প্রতি কোন দৃষ্টি দিতেছে না। যদি যৌথভাবে কয়েকটী কাগজের কল বাঙ্গালীর মূলধন লইয়া স্থাপিত হয় তাহা হইলে সহস্র সহস্র বাঙ্গালী যুবককে এই সকল কলের কাজে নিযুক্ত করা যাইতে পারে এবং কলের মালিকেরাও বেশ লাভ করিতে পারে। বাংলাদেশে রাসায়নিক এবং তৎসংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদির কাজ কারবার করে এইরূপ ১২০টী প্রতিষ্ঠান মাত্র বর্ত্তমান এবং ইহাদের আদায়ীকৃত মূলধন ১ কোটী ২৭ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে রাসায়নিক শিল্পের কারখানার সংখ্যা ১৯টী। এখনও এই শিল্প সম্প্রসারণের ক্ষেত্র বর্ত্তমান।

বর্ত্তমানে প্রধান প্রধান শিল্পগুলি গড়িয়া তোলা দরকার। ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার লৌহ ও যন্ত্র নির্ম্মাণের কারখানাগুলিও প্রসারতা লাভ করিবে। এইরূপ লোহা লক্করের কারখানা বাংলাদেশে ৯২টী আছে এবং ইহাদের আদায়ীকৃত মূলধন ৪ কোটী ৪১ লক্ষ টাকা। বর্ত্তমানে বাংলাদেশ শিল্প সম্প্রসারণের যুগ-সন্ধিক্ষণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যৌথ-কারবারের ভবিষ্যতের উপর এই শিল্পোন্নতির অনেক কিছু নির্ভর করে।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

ভারতে বিমানপোত কারখানা

ভারতে বিমানপোত নির্ম্মাণের জন্য যে হিন্দুস্থান এয়ারক্র্যাপ্ট কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে, ভারত গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে উহার সহিত বিশেষভাবে সহযোগিতা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। প্রথমে কোম্পানীর শেয়ার মূলধন ছিল ৪০ লক্ষ টাকা। বর্ত্তমানে তাহা ৭৫ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছে। প্রথমে বালচাঁদ হীরাচাঁদ ও মহীশূর সরকারই কোম্পানীর অংশীদার ছিলেন। এক্ষণে ভারত সরকারও কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিয়া উহার অংশীদার হইবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে। ভারত সরকারের পক্ষে স্যার জন হিগিনস্, মিঃ ক্রেনস্ ও মিঃ জেঙ্কিনস্ এই কোম্পানীর ডিরেক্টর মনোনীত হইয়াছেন।

কোম্পানীর কারখানা নির্ম্মাণের কাজ দ্রুত অগ্রসর হইয়াছে। যন্ত্রপাতিও শীঘ্র আসিয়া পৌঁছিবার কথা।

বিভিন্ন রেলওয়ের আয়

নিম্নে কয়েকটি ভারতীয় রেলপথের গত ১৯৩৯-৪০ সালের ও ১৯৪০-৪১ সালের আয়ের পরিমাণ উদ্ধৃত করা হইল :—

রেলওয়ে	১৯৪০-৪১	১৯৩৯-৪০
ইষ্ট ইণ্ডিয়ান	২৪,২৫,৯৫,২১৮৲	২১,৫০,৭৪,৭৫৯৲
নর্থ ওয়েষ্টার্ণ	১৮,৭২,৪২,২৬০৲	১৬,৩৪,৬৭,৮১২৲
বেঙ্গল নাগপুর	১১,৯৮,৫৮,০০০৲	১১,০২,১৯,০০০৲
ইষ্টার্ণ বেঙ্গল	৬,৭৭,৩০,২০৩৲	৬,২২,২৮,১৭১৲
সাউথ ইণ্ডিয়া	৬,০৩,৬২,৯৯০৲	৫,৫১,৪৬,৬৭৪৲

সংশোধিত বীমাআইন

১৯৪১ সালের সংশোধিত বীমা আইনটি গত ৮ই এপ্রিল বড়লাট বাহাদুর কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে।

লিথুনিয়ার বীমা কোম্পানীসমূহ

সোভিয়েট রাশিয়ার অনুসৃত সাম্যবাদী প্রণালী অনুসারে সম্প্রতি লিথুনিয়ার বীমা কোম্পানীসমূহকেও জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হইয়াছে। ১৯২১ সালে লিথুনিয়ায় একটি সরকারী বীমা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইয়াছিল। দেশের সমস্ত বীমা কোম্পানীকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া উহাদের যাবতীয় কাজ গত ১৫ই অক্টোবর হইতে ঐ সরকারী বীমা প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তরিত করা হইয়াছে।

টি মার্কেট এক্সপানসন বোর্ড

আগামী ১৯৪১-৪২ সালের জন্য টি মার্কেট এক্সপানসন বোর্ডের নিম্নরূপ কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে :—চেয়ারম্যান মিঃ জে এস গ্রেহাম, ভাইস্ চেয়ারম্যান—মিঃ পি জে গ্রিফিথস্, সদস্যগণ—মিঃ ডি সি ঘোষ, মিঃ আই বি সেন, মিঃ বি কে ব্যানার্জ্জি, মিঃ জে জোন্স, মিঃ সি কে নিকোল, মিঃ জে সি সারে এবং মিঃ এন সিসোলম্।

যুক্তপ্রদেশে লম্বা আঁশযুক্ত তুলার চাষ

যুক্তপ্রদেশ সরকার ঐ প্রদেশে লম্বা আঁশযুক্ত তুলার চাষ সম্পর্কে যত্নবান হইয়াছেন। ইতিমধ্যে লম্বা আঁশযুক্ত তুলার বীজ বিতরণ সম্পর্কে ও লম্বা আঁশযুক্ত তুলা উৎপন্ন হইলে তাহা বিক্রয় ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে—প্রতি কানপুরের আপার ইণ্ডিয়া চেম্বার অব কমার্সের কতিপয় প্রতিনিধি সরকারী কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর ও অন্য দায়িত্বশীল সরকারী অফিসারদের এক সম্মেলনে ঐ পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। আপার ইণ্ডিয়া চেম্বারের প্রতিনিধিদল পরিকল্পনাটি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

ফরমোসার ধান্য ফসল

ফরমোসা দ্বীপের গত ১৯৪০ সালের দ্বিতীয় ধান্য ফসল সম্পর্কে যে বরাদ্দ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায়, মোট ৮ লক্ষ ৯১ হাজার একর জমিতে ধান্যের চাষ হইয়াছে এবং তাহার ফলে শেষ পর্য্যন্ত ৫ লক্ষ ১৬ হাজার টন চাউল উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ১৯৩৯ সালের তুলনায় ধানের জমি ৪ হাজার একর পরিমাণ বাড়িয়াছে। কিন্তু চাউলের উৎপাদন ২ লক্ষ ২ হাজার টন পরিমাণে হ্রাস পাইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। ১৯৪০ সালের প্রথম ও দ্বিতীয় ফসল মিলাইয়া মোট ১১ লক্ষ ৯ হাজার টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ১৯৩৯ সালে মোট চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল ১৩ লক্ষ ৩৭ হাজার টন।

মধ্যপ্রদেশের সংশোধিত ভূমিস্বত্ব আইন

মধ্যপ্রদেশের সমবায় ঋণ সমিতিসমূহ অর্পিত ঋণ আদায়ে যে অসুবিধায় পড়িয়াছে তাহার প্রতিবিধানকল্পে উক্ত প্রদেশের ১৯২০ সালের ভূমিস্বত্ব আইনের সংশোধন করিয়া নূতন আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই আইনের ক্ষমতাবলে অতঃপর সমবায় ঋণ সমিতি ঋণ আদায় করিবার জন্য সদস্যদের অধিকারভুক্ত জমি বিক্রয়ে সমর্থ হইবে।

পাঞ্জাবে সরকারী কৃষি বিভাগের সাফল্য

প্রকাশ যে, পাঞ্জাবের কৃষক সম্প্রদায় সরকারী কৃষি-বিভাগ কর্ত্তৃক পরীক্ষিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া অন্য বৎসর অপেক্ষা যে অতিরিক্ত আয় করিয়াছে, তাহার পরিমাণ উক্ত বিভাগের মোট আয়ের ৩০ হইতে ৪০ গুণ।

তাঁত-শিল্পের তথ্য সংগ্রহ

তাঁত-শিল্পের অবস্থা সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য ভারতসরকার কিছুকাল পূর্ব্বে যে কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন সম্প্রতি সেই কমিটি একটি প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করিয়া তাহা প্রচার করিতে সুরু করিয়াছেন। প্রশ্ন-পত্রটি দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং উহাতে মোট ৭০টি প্রশ্ন রহিয়াছে। দেশে হস্ত চালিত তাঁতের সংখ্যা, তাঁতীর সংখ্যা, তাঁতীদের অবস্থা, সূতা ও তাঁতযন্ত্রাদি সরবরাহের ব্যবস্থা, তাঁত-শিল্পের মূলধন, তাঁতীদের ঋণের পরিমাণ, তাঁতে উৎপন্ন বস্ত্রাদি বিক্রয়ের ব্যবস্থা, তাঁত-শিল্পের উপর যান্ত্রিক বস্ত্রশিল্পের প্রভাব প্রভৃতি বিষয়ে প্রশ্ন করা হইয়াছে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের তুলা ফসল

এবারের মরশুমে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উৎপন্ন তুলা ফসলের মধ্যে ৯০ লক্ষ বেল তুলা দেশের অভ্যন্তরে ব্যবহারের জন্য নিয়োজিত হইবে এবং ১০ লক্ষ বেল তুলা বিদেশে রপ্তানি হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। রপ্তানির পক্ষে ১০ লক্ষ বেল তুলা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশের পক্ষে সামান্যই বলিতে হইবে। গত ১৮৬৪ সালের পর আর কোন বৎসর এত কম পরিমাণ তুলা রপ্তানি করা হয় নাই। এবারের মরশুমে প্রথম ছয়মাসে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে বাহিরে মোট ৬ লক্ষ ৬০ হাজার বেল তুলা রপ্তানি হইয়াছে। গ্রেট বৃটেন উহার শতকরা ৫০ ভাগ, রাশিয়া শতকরা ২১ ভাগ ও কানাডা শতকরা ১৩ ভাগ গ্রহণ করিয়াছে।

বাঙ্গলায় সরকারী মৎস্য বিভাগ

বঙ্গীয় ব্যয় সঙ্কোচ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৯২৩ সালে বঙ্গীয় মৎস্য বিভাগের বিলোপ সাধন করা হইয়াছিল। বাঙ্গলা সরকার চলতি বৎসরে ঐ বিভাগটি পুনরায় খুলিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। নদীতে মৎস্য ধরার ইজারা স্বত্ব সম্পর্কে পুনর্ব্বিবেচনা করিয়া জলকর সম্পর্কে নূতন করিয়া সুব্যবস্থা করা, যথাযথভাবে ঐ কাজ সম্পন্ন করা হইলে জলকর বাবদ সরকারী আয় বাড়িবে, মৎস্যজীবিরা উপকৃত হইবে এবং মাছের দামও হ্রাস করা সম্ভবপর হইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট আশা করেন।

ভারতবর্ষে মোটর-নির্ম্মাণের কারখানা

ভারতবর্ষে মোটর নির্ম্মাণ কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা সরকারের সহযোগিতার অভাবে এখনও কার্য্যকরী হইতেছে না। সম্প্রতি মিঃ বালচাঁদ হীরাচাঁদ এক বক্তৃতায় বলেন যে, দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য এইরূপ শিল্পের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধসঙ্কট অবস্থায়ও দেশের নিরাপত্তা রক্ষা করিবার জন্য ইহার সমধিক আবশ্যকতা উপলব্ধি করা যায়। আমেরিকায় আগামী আগষ্ট মাসের পর হইতে যে বৎসর আরম্ভ হইবে সেই বৎসরে যুদ্ধের প্রসারজনিত আশঙ্কায় দেশরক্ষা ব্যাপারে দেশের মালমসল্লা ও উৎপাদন শক্তি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিতে হইবে বলিয়া মোটর-নির্ম্মাণ কারখানাগুলির উৎপাদনের হার শতকরা ২০ ভাগ কমাইয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। এমতাবস্থায় ভারতবর্ষে দেশরক্ষার জন্য আবশ্যকানুযায়ী মাল বহনকারী মোটর লরী পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ। কাজেই এই সময়ে ভারতবর্ষে মোটর-শিল্প গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা হইলে তাহা সকল দিক দিয়াই সুবিধাজনক হইত।

কার্পাস বস্ত্র সরবরাহের ব্যবস্থা

যুদ্ধের সময়ে কার্পাস বস্ত্র যোগানের ব্যবস্থা করিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট একটি নূতন পন্থা অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। এই পন্থা ব্যাখ্যা করিবার জন্য সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল আগামী ৯ই মে তারিখে বোম্বাইয়ে দেশের সকল কল মালিক সমিতির একটি বৈঠক আহ্বান করিয়াছেন। প্রত্যেক সমিতিকে প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

পাঞ্জাবের শিল্পসমূহে সরকারী সাহায্য

পাঞ্জাব সরকার ১৯৩৫ সালে উক্ত প্রদেশের শিল্পগুলিকে অর্থ সাহায্য করিবার জন্য যে আইন পাশ করিয়াছেন তদনুযায়ী এই বৎসর শিল্পসমূহের সাহায্যকল্পে ২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ২ লক্ষ টাকা ঋণ বাবদ, ২০ হাজার টাকা যন্ত্রপাতির মূল্য বাবদ ও ৪০ হাজার টাকা এককালীন সাহায্য হিসাবে দেওয়া হইবে।

বোম্বাই সরকারের শিল্প বিভাগ

সম্প্রতি বোম্বাই সরকারের শিল্প বিভাগের গত ১৯৩৯-৪০ সালের রিপোর্ট কাশিত হইয়াছে। ঐ রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায়, আলোচ্য বৎসরে শিল্প-ভাগ সরকারী বয়ন বিদ্যালয়সমূহ দ্বারা বোম্বাই প্রদেশে তাঁত ল্পের উন্নতি সম্পর্কে উৎসাহ প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ৬টি র্শনকারী দলসমূহ গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া আধুনিক যন্ত্রপাতী হার সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে ৮৫ টি উন্নত ণীর তাঁত প্রবর্ত্তন করা হইয়াছিল। শিল্প বিভাগ বেত ও বাঁশের কেট তৈয়ার, নারিকেলের ছোবড়া হইতে দড়ি প্রস্তুত, মৃৎদ্রব্য প্রস্তুত ও য়াশলাই প্রস্তুতের শিল্প সম্পর্কেও উৎসাহ প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। লোচ্য বৎসরে ঐ প্রদেশের সমবায় শিল্প সমিতিসমূহ কুটীর-শিল্পজাত ব্যাদির বিক্রয় সম্পর্কে সুব্যবস্থা করিয়াছিল। অধিকন্তু এবৎসর তিনটি নূতন বায় শিল্প সমিতিও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গ্রামাঞ্চলে কুটীর শিল্প হিসাবে শম বস্ত্র বোনার শিল্প প্রচলন সম্পর্কে চেষ্টা যত্ন নিয়োগ করা হইয়াছিল। লোচ্য বৎসরে বোম্বাইয়ে শিল্প বিষয়ে কার্য্যকরী শিক্ষালাভের জন্য ৭৮টি ন ছিল। শিল্প বিভাগের অধীনে যে মৎস্য বিভাগ রহিয়াছে তাহা নয়টি কা রাখিয়া মাছ ধরার কাজ চালাইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে ২৫ লক্ষ ৪ জার ৪৭৯ পাউণ্ড মৎস্য ধরা পড়িয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে ষ্টেট এ্যাইড টু ষ্ট্রীজ এ্যাক্ট অনুযায়ী সরকারী তহবিল হইতে বিভিন্ন শিল্প বাবদ প্রতিষ্ঠানে ট ৫৪ হাজার টাকা সাহায্য করা হইয়াছিল।

ভারতে তিলের চাষ

গত ১৯৩৯-৪০ সালে সমগ্র ভারতে ৪০ লক্ষ ৩১ হাজার একর জমিতে লের চাষ করা হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে সেই স্থানে মোট ৪০ লক্ষ ৯ হাজার একর জমিতে তিলের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ৯৩৯-৪০ সালে ভারতে ৪ লক্ষ ১৫ হাজার টন পরিমিত তিল উৎপন্ন ইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে সেইস্থলে মোট ৪ লক্ষ ২২ হাজার টন তিল ৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

সাবানের কারখানার উন্নতি

ভারতবর্ষে সাবানের কারখানাগুলির সংখ্যা আজকাল এক হাজারের অধিক। বর্ত্তমানে এই সব কারখানা আধুনিক সাবান তৈয়ারের সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করিতেছে এবং ইহাদের তৈয়ারী সাবান বিদেশী তৈয়ারী সাবানের সহিত বাজারে সমভাবে প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই সমুদয় সাবানের কারখানা হইতে প্রত্যেক বৎসর ৭৫,০০০ টন পরিমিত সব রকমের সাবান উৎপন্ন হইতেছে; এই হারে উহারা দেশের প্রয়োজনীয় চাহিদার শতকরা ৪৭½ ভাগ যোগাইতেছে।

সাবান কারখানাগুলির ক্রমোন্নতির সঙ্গে কয়েকটি আনুষঙ্গিক শিল্পেরও প্রসার সম্ভবপর হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, তৈলবীজ নিষ্পেষণ করিবার কল, কাগজ ও বোর্ড নির্ম্মাণের কারখানা; ছাপাখানা, সুগন্ধি তৈল প্রস্তুতের কারখানা ইত্যাদি। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সাবান শিল্পের উন্নতি বিধানে সচেষ্ট হইয়া সাবান প্রস্তুত প্রণালী বিষয়ে বিভিন্ন দিকে গবেষণা পরিচালনে উৎসাহ দিতেছেন।

কানাডায় বেকার-বীমা

গত মার্চ্চ মাসে হইতে কানাডায় বেকার-বীমা আইন প্রচলিত হইয়াছে। এই আইন অনুসারে ২০ লক্ষ শ্রমিক বেকার-বীমা তহবিলে তাদের দেয় চাঁদা প্রদানে বাধ্য হইবে। অপরদিকে গবর্ণমেণ্ট ও কলকারখানার মালিকেরাও ঐ তহবিলে নির্দ্দিষ্ট হারে চাঁদা প্রদান করিবে।

কলিকাতায় বসন্ত ও কলেরার প্রাদুর্ভাব

এই বৎসর কলিকাতায় কলেরা ও বসন্ত মারাত্মক আকারে দেখা দেওয়ায় বাঙ্গলা সরকার তাহার প্রতিরোধার্থে বাধ্যতামূলক টিকা গ্রহণের রীতি প্রবর্ত্তন করা স্থির করিয়াছেন। এই সম্পর্কে কলিকাতা কর্পোরেশনের সহিত বাঙ্গলা সরকারের যে আলোচনা হইয়াছে, সেই প্রসঙ্গে কর্পোরেশনকে এই মহামারীর বিস্তার প্রতিরোধ করিবার জন্য একটি পরিকল্পনা তৈয়ার করিতে বলা হইয়াছে। প্রকাশ, কর্পোরেশন যে পরিকল্পনা তৈয়ার করিতেছেন, তাহা কাজে পরিণত করিতে প্রায় ৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

বঙ্গীয় অর্থ-নৈতিক সম্মেলন

"শনিবারের বৈঠকের" উদ্যোগে যে অর্থ-নৈতিক সম্মেলন আহুত হইয়াছে তাহার প্রথম অধিবেশন ২৪শে এপ্রিল মহাবোধি সোসাইটী হলে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব অর্থসচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার উক্ত অধিবেশনে মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অধিবেশনের উদ্বোধন কার্য্য প্রসঙ্গে বাঙ্গলার ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার মাননীয় স্যার আজিজল হক এই দেশের সহর ও পল্লীগ্রামের অর্থ-নৈতিক অবস্থা ও সমস্যাসমূহ অনুধাবন ও আলোচনা করিবার জন্য শিক্ষিত ছাত্র সম্প্রদায়কে আহ্বান করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত নির্ম্মল চন্দ্র চন্দ্র তাঁহার বক্তৃতায় ভারতে শিল্পগঠনের অধিক প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া আস্থা প্রকাশ করেন। আন্তর্জ্জাতিক ভিত্তির উপর শিল্প গঠনের পরিকল্পনার দ্বারা ভারত যে ভবিষ্যতে পৃথিবীতে চিরস্থায়ী শান্তি আনয়ন করিবে তাহা তিনি বিশেষ জোরের সহিত ঘোষণা করেন।

শ্রীযুত সরকার তাঁহার অভিভাষণে অর্থশাস্ত্রের ইতিহাসের বিষদ আলোচনা করিয়া বর্ত্তমানে উহার যে রূপান্তর ঘটিয়াছে তদপ্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে দ্রব্য-উৎপাদনের যন্ত্রপাতির ব্যবহার যে ভাবে ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতেছে তাহার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া তিনি অর্থশাস্ত্রের ক্রমবর্দ্ধমান জটিলতার উল্লেখ করেন। এই কারণে প্রত্যেক দেশের অর্থ-নৈতিক সমস্যার প্রকৃত সমাধান করিবার জন্য গবর্ণমেন্টের হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন বোধ হইতেছে। অতঃপর শ্রীযুত সরকার যুদ্ধকালীন অবস্থায় দেশে যে সব অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহা বর্ণনা করিয়া, বর্ত্তমান অবস্থায় ঐসব সমস্যার সমাধানকল্পে কি রীতি অবলম্বন করা দরকার সেই সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

ইংলণ্ডে ভারতীয় শিল্প-কর্ম্মী প্রেরণ

বর্ত্তমান যুদ্ধের পরিস্থিতি উপলক্ষ্য করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেন্ট দেশের শিল্প সংরক্ষণ ও সংগঠনের জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন। ভারতবর্ষেও যাহাতে উন্নততর আধুনিক উপায়ে শিল্প গঠিত হইতে পারে তজ্জন্য বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ভারতীয় শিল্প-কর্ম্মীদের অনুরূপ শিক্ষাদানের জন্য বেভিন স্কীম নামক একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই পরিকল্পনানুযায়ী ভারতীয় শিল্প কর্ম্মীদের ইংলণ্ডেই শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে প্রথম শিক্ষার্থীদল ইংলণ্ডে পৌঁছিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। বোম্বাই হইতে শীঘ্র আরও ৫০ জন শিক্ষার্থী ইংলণ্ড র [illegible] হইবে। তন্মধ্যে ৯ জন বাঙ্গলা হইতে মনোনীত হইয়াছে।

বাঙ্গলার লোক গণনা

১৯৪১ সালের বাঙ্গলার লোকগণনার বিস্তৃত ফলাফল আগামী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশ করা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। এই প্রদেশের ১২টী সম্প্রদায় হইতে প্রায় ১কোটী গণনার শ্লিপ সংগৃহীত হইয়াছে। একটা কেন্দ্রে সমস্ত শ্লিপ গণনা করার অসুবিধা হইবে বলিয়া কলিকাতা, মেদিনীপুর, বহরমপুর, বগুড়া ও নোয়াখালী এইরূপ ৫টী কেন্দ্র করা হইয়াছে। প্রত্যেক কেন্দ্রে গণনাকার্য্যের জন্য বারজনের অধিক লোক নিযুক্ত করা হইয়াছে।

(ভারতে শিল্প ব্যবসায়ের অবস্থা)

সেপ্টেম্বর মাস হইতে আংশিক ভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদন সম্পর্কে এখন আর কিছু জানিবার উপায় নাই। তবে গত ১৯৪০ সালের আগষ্ট পর্য্যন্ত বিবরণ পাঠ করিয়া এই শিল্পের অগ্রগতি যে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, তাহা বুঝা যায়। গত ১৯৩৯-৪০ সালে এপ্রিল হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত ৫ মাসে ভারতে ৭ লক্ষ ৮ হাজার ৪০০ টন পরিমিত ঢালাই লোহা উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালের উপরোক্ত পাঁচ মাসে ৭ লক্ষ ৮৯ হাজার টন ঢালাই লোহা উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালের প্রথম ৫ মাসে ভারতে ৪ লক্ষ ১৪ হাজার টন উৎকৃষ্ট ইস্পাত ও ৪ লক্ষ ৪ হাজার টন ইস্পাতের টুকরা উৎপন্ন হয়। ১৯৪০-৪১ সালের প্রথম ৫ মাসে উৎপাদন বাড়িয়া যথাক্রমে ৪ লক্ষ ৯১ হাজার টন ও ৫ লক্ষ ৬ হাজার টনে দাঁড়ায়। ভারতীয় রপ্তানি বাণিজ্য সম্পর্কে সম্প্রতি যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে জানা যায় গত ১৯৩৯-৪০ সালের এপ্রিল হইতে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ১১ মাসে ভারত হইতে যেস্থলে ৩ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকার লোহা ও ইস্পাত বাহিরে রপ্তানি হইয়াছিল ১৯৪০-৪১ সালের উপরোক্ত ১১ মাসে সেইস্থলে ৪ কোটি ৮০ লক্ষ টাকারও বেশী মাল রপ্তানি হইয়াছে।

১৯৪০-৪১ সালে ভারতীয় কয়লা শিল্পেরও অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধি লক্ষ্য করা গিয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালের এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৯ মাসে ভারতের খনিসমূহে মোট ১ কোটী ৮৩ লক্ষ ৪৬ হাজার টন কয়লা উৎপন্ন হয়। ১৯৪০-৪১ সালের উপরোক্ত ৯ মাসে কয়লার উৎপাদন বাড়িয়া ১ কোটি ৯৩ লক্ষ ৬৮ হাজার টনে দাঁড়াইয়াছে। বিদেশে কয়লার রপ্তানিও ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বাড়িয়াছে। যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় ভারতীয় চা-শিল্প সম্পর্কে উহার কোন অনুকূল প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হয় নাই। কিন্তু পরে চায়ের রপ্তানি এবং উৎপাদন প্রভৃতি সকল দিক দিয়াই কতকটা উন্নতি দেখা গিয়াছে। ১৯৩৯ সালের এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৯ মাসে ভারতের চা বাগিচাসমূহে ৩৮ কোটি ৪৬ লক্ষ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪০ সালের উপরোক্ত নয় মাসে ৩৮ কোটি ৫৩ লক্ষ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালের প্রথম ৯ মাসে চা রপ্তানির পরিমাণ যেস্থলে ছিল ২৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা, ১৯৪০-৪১ সালের প্রথম ১১ মাসে তাহা বাড়িয়া ২৭ কোটী ১৯ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

অপেক্ষাকৃত নূতন কারখানা শিল্পগুলির মধ্যে কাগজ-শিল্প এবং রসায়ন-শিল্প বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি প্রদর্শন করিয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালের এপ্রিল হইতে নভেম্বর পর্য্যন্ত আট মাসে ভারতবর্ষের কাগজের কলসমূহে ৮ লক্ষ ৯০ হাজার হন্দর কাগজ প্রস্তুত হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালের উপরোক্ত ৮ মাসে মোট কাগজের উৎপাদন বাড়িয়া ১০ লক্ষ ৯০ হাজার হন্দরে দাঁড়াইয়াছে। বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় মাত্রায় রসায়নদ্রব্য সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া পড়ায় ভারতবর্ষে রসায়ন-শিল্প গড়িয়া তোলার উপর ক্রমেই বেশী জোর দেওয়া হইতেছে। ফলে দেশে রসায়ন-দ্রব্যের উৎপাদনও দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। গত ১৯৩৯-৪০ সালের এপ্রিল হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত ৫ মাসে ভারতে ২ লক্ষ ৩২ হাজার হন্দর সালফিউরিক এসিড ও ৭ হাজার ৮৭৪ টন সালফেট অব এমোনিয়া উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে উপরোক্ত ৫ মাসে সেইস্থলে যথাক্রমে ২ লক্ষ ৯২ হাজার হন্দর সালফিউরিক এসিড ও ১০ হাজার ৮৯১ টন পরিমিত সালফেট অব এমোনিয়া উৎপন্ন হইয়াছে।

উপরোক্ত আলোচনার ফলে যুদ্ধকালীন অবস্থায় ভারতের প্রধান প্রধান শিল্পগুলি যে মোটামুটীভাবে উন্নতির পথেই অগ্রসর হইয়াছে তাহা বুঝা যায়। যুদ্ধের জন্য কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির আমদানী হ্রাস পাওয়ায় অনেক ছোট ও মাঝারি শিল্প বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ উহাদের উৎপন্ন পণ্যের স্বাভাবিক চাহিদা হেতু ও উহাদের মূলগত আর্থিক দৃঢ়তা হেতু বর্ত্তমান অবস্থায় আত্মপ্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ পাইয়াছে যদিও যুদ্ধজনিত গুরু ট্যাক্সভারের দরুণ শিল্প কারখানার অতিরিক্ত লাভ মালিক ও শ্রমিকদের তেমন উপকারে আসে নাই।

ভারতের খনিজ সম্পদ

ভারত সরকারের খনি বিভাগের চীফ ইন্‌স্পেক্টর তাঁহার ১৯৩৯ সালের
রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে, ঐ বৎসর
কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাইলেও কয়লার খনির শ্রমিকের মজুরী
বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

সমস্ত কয়লার খনিসমূহে ১৯৩৯ সালে মোট ২,৪৬,৬৩,০০০ টন কয়লা
উৎপন্ন হইয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় উৎপন্ন কয়লার পরিমাণ ৬,১৪,০০০
টন কম। ঐ বৎসর মোট উৎপন্ন কয়লা হইতে ২,১৪,৩২,০০০ টন বাহিরে
সরবরাহ করা হইয়াছে ও ১৫,১৯,০০০ টন খনিগুলিতে ব্যবহৃত হইয়াছে।
১৯৩৯ সালে কয়লার রপ্তানির হার পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়া
মোট ২,৬,২৯,০০০ টনে দাঁড়াইয়াছিল।

১৯৩৯ সালে ৬,৬৯,০০০ টন ম্যাঙ্গানীজ উৎপন্ন হইয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসরের
তুলনায় উৎপাদনের পরিমাণ এবার ৯৭,০০০ টন কম। ম্যাঙ্গানীজের দরও
উক্ত সালের পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় ১৬৵৭ পাই হইতে ১৪।৵৬ পাইতে
নামিয়াছিল।

১৯৩৮ সালের তুলনায় ১৯৩৯ সালে লৌহ উৎপাদনের পরিমাণ
১৪,২১,০০০ টন হইতে ১৫,৪৪,০০০ টনে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৯৩৯ সালে ৩,৬০,০০০ টন তামা উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৩৮ সালের
তুলনায় উক্ত বৎসর ৭২,০০০ টন বেশী উৎপন্ন হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান কপার
কর্পোরেশন কর্ত্তৃক সমস্ত তামা উৎপাদিত হইয়াছিল।

১৯৩৯ সালে ১৯৩৮ সালের অপেক্ষা বেশী অভ্র রপ্তানি করা হইয়াছিল। উক্ত বৎসরের রপ্তানির পরিমাণ ১,০৫,০০০ হন্দরের তুলনায় ১৯৩৮ সালে ১,০২,০০০ হন্দর মাত্র রপ্তানি হইয়াছিল। ইহা ছাড়া ১৯৩৯ সালে নিকৃষ্ট শ্রেণীর অভ্রও প্রায় ৮৭,০০০ হন্দর রপ্তানি করা হইয়াছিল।

চট্টগ্রাম বন্দরের বাণিজ্য

১৯৩৯ সালে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়া ১১ কোটি ৭৪ লক্ষ ২০ হাজার টাকার বাণিজ্য হইয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসর বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১০ কোটি ১৭ লক্ষ ৫৫ হাজার ৪১৪ টাকা। ১৯৩৮ সালে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়া ৭ কোটি ২১ লক্ষ টাকার মাল বিদেশে রপ্তানি হয়। ১৯৩৯ সালে তাহা দাঁড়ায় ৬ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকায়। চট্টগ্রাম বন্দর দিয়া যেসব পণ্য রপ্তানি হয় তাহার মধ্যে চায়ের পরিমাণই প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ হইতে ৯৭ ভাগের মধ্যে। ১৯৩৮ সালে চট্টগ্রাম বন্দরের মধ্য দিয়া ৫ কোটি ৯২ লক্ষ টাকার চা রপ্তানি হইয়াছিল। ১৯৩৯ সালে ৫কোটি ৪৬ লক্ষ টাকার চা রপ্তানি হয়।

ধর্ম্ম-পুস্তক বিক্রয় বৃদ্ধি

'বিপদের সময় হরিনাম' এই উক্তি কলিকাতা [illegible]ান ধর্ম্ম-পুস্তক সমিতির ১৯৩৯-৪০ সালের বিবরণী দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। উক্ত বিবরণী হইতে জানা যায় ১৯৩৯-৪০ সালে বাইবেল শ্রেণীর ৩১,১২৯ খানা ধর্ম্ম পুস্তক বিক্রয় হইয়াছে। গত কতিপয় বৎসরের মধ্যে আর কখনও এত বেশী সংখ্যক পুস্তক বিক্রয় হয় নাই।

ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্প ও ব্রহ্মসরকার

ভারতীয় চলচ্চিত্রের উপর ব্রহ্মসরকার যে আমদানী শুল্ক ধার্য্য করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে ব্রহ্মসরকারের নিকট বক্তব্য উপস্থাপিত করিবার জন্য ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতিনিধিস্বরূপে খাঁ বাহাদুর জি এ দোসানী এবং মিঃ এম ডি চ্যাটার্জ্জি গত ২১ শে এপ্রিল রেঙ্গুন যাত্রা করিয়াছেন। ব্রহ্ম-সরকার বৈদেশিক চলচ্চিত্রের উপর আমদানী শুল্ক শতকরা ৩৭৷৷০ টাকা হইতে ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত হ্রাস করিয়াছেন। কিন্তু ভারতীয় চলচ্চিত্রের পূর্ব্ববৎ শতকরা ১৫৲ টাকা হিসাবে আমদানী শুল্ক বহাল রাখা হইয়াছে।

জাপানের সামরিক ব্যয়

গত ১৯৩৯ সালে জাপান সরকার সামরিক বিভাগ বাবদ মোট ১৮২কোটি ৭০ লক্ষ ইয়েন (প্রতি ১০০ ইয়েন প্রায় ৮২ টাকার সমান) ব্যয় করিয়াছে। গত ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালে জাপানের সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল যথাক্রমে ১২৩ কোটি ৭০ লক্ষ ইয়েন ও ১২৪ কোটি ৭০ লক্ষ ইয়েন।

বঙ্গীয় শিল্প বিভাগের ১৯৩৯-৪০ সালের কার্য্য-বিবরণী

সম্প্রতি বঙ্গীয় শিল্প বিভাগের ১৯৩৯-৪০ সালের কার্য্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিভাগ দ্বারা গঠিত শিল্প-গবেষণা বোর্ড আলোচ্য বৎসরে দশটী পরিকল্পনা উপস্থিত করেন। ইহার প্রথম পরিকল্পনানুযায়ী এই প্রদেশের প্রচলিত বিভিন্ন শিল্পের অবস্থার ভালমন্দ বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া ইহারা যে সব জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে তাহার প্রতিকার সম্পর্কে যুক্তি ও নির্দ্দেশ দিবার জন্য বাঙ্গলা সরকার শিল্প জরিপ কমিটি (Industrial survey committee) নিয়োগ করিয়াছিলেন। এই কমিটি ইতিমধ্যে দুইটি রিপোর্ট প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। প্রথম রিপোর্টে বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহারে শিল্পসমূহের উন্নতি ও প্রসারের উপায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় রিপোর্টে শিল্পসমূহের প্রস্তুত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের কি ভাবে সুবন্দোবস্ত করা যায়, তাহার নির্দ্দেশ আছে। ইহার দ্বিতীয় রিপোর্টের নির্দ্দেশানুযায়ী তামা-পিতলের প্রস্তুত দ্রব্যের জন্য ২টী ও তাঁত শিল্পের প্রস্তুত দ্রব্যের জন্য ২টী বিক্রয় ও সরবরাহ কেন্দ্র পরীক্ষামূলক-ভাবে স্থাপন করিবেন বলিয়া বাঙ্গলার সরকার স্থির করিয়াছেন। শিল্প-বিভাগের অধীনে শিল্পবিষয়ক সংবাদ সরবরাহের জন্য যে শাখা রহিয়াছে উহা আলোচ্য বৎসর প্রায় ১২০০ শিল্পবিষয়ক তদন্তপত্র পাইয়াছে। নানা রকম শিল্প দ্রব্যের প্রচলন জনপ্রিয় করিবার উদ্দেশ্যে শিল্প বিভাগের কলিকাতার স্থায়ী শিল্প প্রদর্শনী ও অন্যান্য ভ্রাম্যমান প্রদর্শনীগুলি শিল্পের প্রচার কার্য্যে আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিয়াছে। এই বিভাগের রাসায়নিক শাখা অনেক নূতন সাজসরঞ্জাম দ্বারা গবেষণা কার্য্যের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে। ইহা সম্প্রতি সাবান, মোম ও শ্বেতসার প্রস্তুত সম্পর্কে গবেষণা করিতেছে। এতদ্ব্যতীত দেশীয় উদ্ভিজ ও অন্যান্য উৎপন্ন কাঁচামালসমূহ হইতে রং, বার্ণিস প্রস্তুত ও উন্নত উপায়ে চীনামাটির পাত্র ও লৌহের যন্ত্রপাতি তৈয়ার করিবার জন্যও গবেষণা করা হইতেছে। কার্পাস, রেশম ও পাটের শিল্পগুলির প্রচার ও শিক্ষা কেন্দ্রসমূহের সাহায্যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হইয়াছে। চর্ম্ম-শিল্প শিক্ষাদানের জন্য সরকারের যে প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে উহা নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্যে অনেক অগ্রসর হইয়াছে, এবং সাতটী শিক্ষাকেন্দ্র আলোচ্য বৎসরে শিক্ষাদানে রত ছিল। বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের জন্যও এই বিভাগ শিল্পসমূহকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে।

কলেরাজনিত মৃত্যুর হার

গত ২২শে মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে সপ্তাহে বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন জেলায় কত লোক কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছে ও কতজনের মৃত্যু ঘটিয়াছে, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া হইল।

সম[illegible]মে মোট ৩,২৮৮ জন আক্রান্ত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ২৪ পরগণায় ২৮৫ ; ঢাকা ২১২ ; ফরিদপুর ৯২৭ ; বাখরগঞ্জ ৫২২ ; চট্টগ্রাম ২৩১ কলিকাতা ১৮৭ ; মুর্শিদাবাদ ১৫১ ; খুলনা ১৪৭ ; হাওড়া ১০২।

সমস্ত প্রদেশের মোট মৃত্যুর সংখ্যা ১৩৩৫। তন্মধ্যে ২৪ পরগণা ১২৫ ; ঢাকা ১০২ ; ফরিদপুর ৩৮৯ ; বাখরগঞ্জ ২৮৩ ; চট্টগ্রাম ১৪১ ; কলিকাতা ৫১ ; খুলনা ৯৪।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

দিনাজপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেড

সম্প্রতি আমরা দিনাজপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ১৯৪০ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত একবৎসরের যে কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি তাহা এই ব্যাঙ্কটির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির পরিচায়ক। আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কটি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত হয়। তাহা ছাড়া কলিকাতায় উহার একটি শাখা আফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিশেষ তৎপরতার সহিত কার্য্য চালাইতে আরম্ভ করে ফলে, ব্যাঙ্কটির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিপায়—উহার কার্য্যধারাও উল্লেখযোগ্যরূপে সম্প্রসারিত হয়। গত ৩০শে জুন তারিখ দিনাজপুর ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধন ৪ লক্ষ ৮৮ হাজার ৮২০ টাকা ও মজুদ তহবিল ১ লক্ষ ২১ হাজার টাকা ছিল। ঐ তারিখে ব্যাঙ্কে সাধারণের জমার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৮৭ হাজার টাকা।

উপরোক্ত দায় ও অন্যান্য শ্রেণীর ছোটখাট দায় লইয়া গত ৩০শে জুন তারিখে দিনাজপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেডের মোট দায় দেখানো হইয়াছে ৭ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা। ঐ দায়ের বদলে উক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :—জমিবাড়ী ৩১ হাজার ৪৭৩ টাকা। প্রদত্ত ঋণ ২ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা। সরকারী সিকিউরিটিতে দাদন ৪৭ হাজার ৩৪০ টাকা, স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকে ও পোষ্টাল ক্যাশ সার্টিফিকেটে ২ লক্ষ ৬৩ টাকা ও হাতে ব্যাঙ্কে ৫৬ হাজার ৫৫৮ টাকা। এই সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে ব্যাঙ্কের তহবিল নিরাপদমূলক ব্যবস্থায় নিয়োজিত রহিয়াছে বলিয়াই বুঝা যায়।

বর্ত্তমান কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, আলোচ্য বৎসরে দাদনী তহবিলের সুদ বাবদ ৪ হাজার ৫৪৬ টাকা, চা বাগিচার উৎপন্ন চা বিক্রয় করিয়া ৬৭ হাজার টাকা ও অন্যান্য দফার আয় লইয়া ব্যাঙ্কের মোট আয় দাঁড়ায় ৭৮ হাজার ২৯২ টাকা। উহা হইতে আবশ্যকীয় খরচপত্র নির্ব্বাহ করিয়া আলোচ্য বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের নিট লাভ দাঁড়ায় ১৮ হাজার ৮৯৮ টাকা। উহার সহিত পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত যোগ করিয়া ৩৮ হাজার ৩২৫ টাকা হয়। উহা হইতে ১৪ হাজার ৬৬৪ টাকা নিয়োগ করিয়া অংশীদারদিগকে শতকরা ৩ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। বাকী ১৫ হাজার ৫৫৭ টাকা পরবর্ত্তী বৎসরের হিসাবে জের টানা হইয়াছে। রায় সাহেব যতীন্দ্র মোহন সেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর রূপে এই ব্যাঙ্কটী পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার কর্ম্মকুশলতার গুণে ব্যাঙ্কটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হউক ইহাই আমাদের কামনা।

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক

গত ২১শে এপ্রিল ১৫২বি হ্যারিসন রোডে ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের বড়বাজার শাখার উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অধিকাংশ ডিরেক্টর ছাড়া মিঃ যদুনাথ রায়, ডাঃ এস সি লাহা, মিঃ প্রিয়নাথ রায়, মিঃ এ সি সেন, মিঃ এইচ পোদ্দার প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ঐ দিনই কতকগুলি হিসাব খোলা হয়।

নূতন বীমা কোম্পানী

সম্প্রতি লাহোরে হিন্দু ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ নামে একটি নূতন বীমা কোম্পানী স্থাপন করা হইয়াছে। গত ১৫ই এপ্রিল তারিখে ১৮নং চেম্বারলেন রোডে উক্ত কোম্পানীর আফিস গৃহের উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। মিঃ শ্যামলাল সাহানী কোম্পানীর সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

পাবনা ইলেট্রিক সাপ্লাই কোং লিঃ

সম্প্রতি আমরা পাবনা ইলেট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর ১৯৪০ সালের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত এক বৎসরের একখণ্ড কার্য্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। এই কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে কোম্পানীটির ক্রমিক উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। আলোচ্য বৎসরে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া কোম্পানীর মোট ৪৪ হাজার ৮৮৫ টাকা আয় হয়। ঐ প্রকার আয়ের সহিত অন্যান্য ছোটখাট আয় যোগ করিয়া কোম্পানীর মোট আয় দাঁড়ায় ৪৪ হাজার ৯৩৬ টাকা। ঐ টাকা হইতে বিভিন্ন দিকের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া বৎসরের শেষে কোম্পানীর ৭ হাজার ৭৫২ টাকা নিট লাভ দাঁড়ায়। পূর্ব্ব বৎসর কোম্পানীর নিট লাভের পরিমাণ ছিল ৬ হাজার ৭১২ টাকা। উহা হইতে কোম্পানী প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর শতকরা ৬ টাকা হিসাবে ও সাধারণ শেয়ারের উপর শতকরা ৩ টাকা হারে লভ্যাংশ প্রদান করিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর সাধারণ শেয়ারের উপর শতকরা ৪ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। এবার ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার কথা ভাবিয়া কোম্পানীর পরিচালক বোর্ড কোম্পানীর মজুত তহবিলে বেশী অর্থ নিয়োগ করিয়াছেন। আর সেজন্যই পূর্ব্ববারের তুলনায় লভ্যাংশ কিছু কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মিঃ প্রফুল্ল কুমার ব্যানার্জ্জি ম্যানেজিং এজেন্টরূপে এই কোম্পানীটির কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার উদ্যোগশীল কর্ম্মতৎপরতায় কোম্পানীটির উত্তরোত্তর উন্নতি সাধিত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

বেঙ্গল সল্ট কোম্পানী লিঃ

আচার্য্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় গত ১২ই এপ্রিল বেঙ্গল সল্ট কোম্পানীর দাদনপাত্র কারখানা পরিদর্শন করেন। তিনি উক্ত কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান। আচার্য্য রায় দাদনপাত্রে পৌছিলে তাঁহাকে কারখানায় লইয়া যাওয়া হয় এবং কারখানার যাবতীয় কার্য্যপ্রণালী যত্নসহকারে দেখানো হয়। বর্ত্তমানে কোম্পানীর কারখানায় কার্য্যের যথেষ্ট প্রসার সাধিত হইয়াছে। মঙ্গলী প্রথা, ব্রহ্মকরমণ্ডল উপকূল মিশ্রিত প্রথা, জ্বাল দিয়া লবণ প্রস্তুতের প্রথা ইত্যাদি বিভিন্ন উপায়ে লবণ তৈয়ার হইতেছে। রাত্রে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করিয়া কার্য্য সম্পাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে। যে ভাবে সকল দিক দিয়া কারখানাটির উন্নতি হইতেছে তাহাতে শীঘ্রই কোম্পানী লভ্যাংশ দিতে পারিবে বলিয়া কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তারা আশা করেন।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

গত ১৯ শে এপ্রিল এলাহাবাদে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের একটি শাখা আফিস প্রতিষ্ঠিত হয়। পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান স্যার ডিগবি ড্রেক ব্রকম্যান উহার উদ্বোধনক্রিয়া সম্পন্ন করেন। শ্রীযুক্ত পি এন সপ্রু তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, নিষ্ঠার সহিত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা নিয়োগ করিয়া কি ফল লাভ হইতে পারে, এই ব্যাঙ্ক তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বীমা কোম্পানীর রেজিষ্ট্রেশন নাকচ

ভারত গবর্ণমেণ্টের ইন্সিওরেন্স সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ক্যাপিটেল প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স কোং, ইষ্টার্ণ ইউনিয়ন প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স কোং এবং ইষ্টার্ণ ক্রেডেন্সিয়াল প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স কোং নামক তিনটি ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর রেজিষ্ট্রেশন নাকচের জন্য হাইকোর্টে আবেদন করেন। বিচারপতি মিঃ প্যাংক্রিজ ঐ আবেদন গ্রাহ্য করিয়া উক্ত কোম্পানীর রেজিষ্ট্রেশন নাকচ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

গ্রেট অশোক এসিওরেন্স কোং লিঃ

পাটনার গ্রেট অশোক ইন্সিওরেন্স কোম্পানীটির কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়ার অর্ডার প্রদানের নিমিত্ত সরকারী বীমা বিভাগের পক্ষ হইতে পাটনা হাইকোর্টে দরখাস্ত পেশ করা হইয়াছিল। সম্প্রতি এই কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ কোম্পানীটিকে কলিকাতার আর্য্য ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর সহিত একত্রীভূত করার ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

লক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

প্রকাশ, লক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ গত ১৯৪০ সালের হিসাবে মোট ৮২ লক্ষ ৬৯ হাজার ১২৫ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

বঙ্গবাসী লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ সুধীর রঞ্জন দত্ত। অনুমোদিত মূলধন ৩০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—২৫নং উল্টাডাঙ্গা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এক্সপার্ট প্রিণ্টার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ পি কে ব্যানার্জ্জি। অনুমোদিত মূলধন ২০ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—১৫নং মহেন্দ্র বসু লেন, কলিকাতা।

ইণ্ডিয়ান কটন প্লাণ্টার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ আর নাথুভাই। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—বড়বাজার, মেদেনীপুর।

ইণ্ডিয়ান হারবলিষ্টস্ প্রপার্টি লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ সন্তোষ কুমার চ্যাটার্জ্জি। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৯৮।৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুবার্দ্ধন এক্সিবিউটর্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এম এম রায়। অনুমোদিত মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—১৭নং রাণী রাসমণি রোড, কলিকাতা।

ডি এন মুখার্জ্জি লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ডি এন মুখার্জ্জি। অনুমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—১৩৫ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আটা এজেন্সী লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ডি আমেদ। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—২৫ বি পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গোপীকিশন রতনলাল লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বুলাকিদাস বাট্যাপ। অনুমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৩০ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গোলডেন সোপ্ ফ্যাক্টরী লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস এন ভৌমিক। অনুমোদিত মূলধন—২ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—১৫নং গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, লিলুয়া, হাওড়া। **বেঙ্গল রোলিং মিলস্ লিঃ**—ডিরেক্টর মিঃ লক্ষ্মীনারায়ণ টিকমণি। অনুমোদিত মূলধন—১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৮৬বি ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। **প্লাণ্টার্স গাইড এণ্ড সাপ্লাই কোং লিঃ**—ডিরেক্টর মিঃ সুশীল কুমার ব্যানার্জ্জি। অনুমোদিত মূলধন—২০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা। **গুহ চ্যাটার্জ্জী এণ্ড সরকার লিঃ**—ডিরেক্টর মিঃ বি বি সরকার। অনুমোদিত মূলধন ৬৪০ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস—৩ ও ৪নং হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

ইউনিয়ন কোল্ কোং লিঃ—গত ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ১২॥০ আনা। পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় মাসের হিসাবেও ঐ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। **বোখারো এণ্ড রামগড় লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৫৲ টাকা। পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় মাসের হিসাবেও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। **সেণ্ট্রাল কার্কেণ্ড কোল্ কোং লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৫৲ টাকা। পূর্ব্ব ছয় মাসেও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। **তিস্তাভেলী টি কোং লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা ১৭॥০ আনা পূর্ব্ব বৎসর অর্থাৎ ১৯৩৯ সালেও উপরোক্ত হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। **নিউ ইণ্ডিয়া ইনভেষ্টমেণ্ট কর্পোরেশন লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা ২৲ টাকা। **বেঙ্গল ফ্লাওয়ার মিলস্ কোং লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে ১৷০ আনা। পূর্ব্ব ছয় মাসের হিসাবে ঐ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। **ইণ্ডো-বার্ম্মা পেট্রোলিয়াম কোং লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা ১৭॥০ আনা। পূর্ব্ব বৎসর লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা ১৫৲ টাকা। **স্বদেশী কটন মিলস্ লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা ৫০৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরও ঐ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। **ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ**—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে মধ্যবর্ত্তী লভ্যাংশ প্রতি শেয়ারে বার আনা। **বোম্বে ডাইয়িং এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ**—গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা ১২৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা ১৪৲ টাকা।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২৫শে এপ্রিল

আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতার টাকার বাজারে টাকার স্বচ্ছলতা পরিলক্ষিত হইয়াছে। বাজারে কল টাকার সুদের হার বার্ষিক শতকরা আট আনায় অপরিবর্ত্তিত ছিল এবং এই দরে বাজারে কাজের পরিমাণও অল্পই দেখা গিয়াছে।

ট্রেজারি বিলের দরুণ এ সপ্তাহে আবেদনের পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ২২শে এপ্রিল ৩ মাসের মেয়াদী ১ কোটি টাকার টেণ্ডার খোলা হয়। উহাতে আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহা ১ কোটি ৬৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ছিল। এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৮৬ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের আবেদনের মধ্যে শতকরা ৪৯ ভাগ মাত্র গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্তই পরিত্যক্ত হইয়াছে। মোট এক কোটি টাকার আবেদন গৃহীত হইয়াছে এবং উহাদের গড়পড়তা সুদের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮/৮ পাই। আগামী ২৯শে এপ্রিল মঙ্গলবার পুনরায় এক কোটী টাকার টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে আগামী ২রা মে শুক্রবার তাহাদিগকে টাকা জমা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্তাদি পূর্ব্ববৎ। গত ১৬ই এপ্রিল হইতে ২১শে এপ্রিল পর্য্যন্ত মোট ৭৬ লক্ষ টাকার ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় করা হইয়াছে। গত ২৩শে এপ্রিল হইতে ২৮শে এপ্রিল পর্য্যন্ত ৯৯৮/০ আনা দরে আরও ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় করা হইবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে জানা যায় যে, গত ১৮ই এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল মোট ২৫০ কোটি ৭০ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ২৫১ কোটি ৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। গত সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছিল ১২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা; এ সপ্তাহে ১০ কোটি ২০ লক্ষ টাকা গবর্ণমেণ্টকে সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছে। এ সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২৯ কোটি ৩৬ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা। গত সপ্তাহে উহার পরিমাণ ২৮ কোটি ৩৪ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা ছিল। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্টের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ২৬ কোটি ৭৭ লক্ষ ৩৭ হাজার ও ১৩ কোটি ১৮ লক্ষ ও ৩২ হাজার টাকা। গত সপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ২৪ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা ও ১৫ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা ছিল।

আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময় বাজারে বিশেষ কিছুই কাজ হয় নাই।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ বিনিময় হার বলবৎ ছিল :—

ষ্টেলিং হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫[illegible] পে
ঐ দর্শনী	”	১ শি ৫[illegible] পে
ডি, এ, ৩ মাস	”	১ শি ৬[illegible] পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলার)	৩৩২।০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২৬শে এপ্রিল

বোম্বাই ও আমেদাবাদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং বিশিষ্ট সংখ্যক গ্রীক বাহিনীর পরাজয়ের সংবাদে এসপ্তাহে বিভিন্ন শেয়ার বাজারের কাজকর্ম্মে নিরুৎসাহ এবং মন্দার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বিক্রেতাদের সংখ্যাধিক্যবশতঃ বোম্বাই শেয়ারবাজারে সকল বিভাগেই মূল্যহ্রাস ঘটিয়াছে। বোম্বাই বাজারে এই উপলক্ষ্যে টাটা ডেফার্ড শেয়ারের মূল্য প্রায় ১০০ পয়েন্ট হ্রাস পাইয়া ১৭৭৩৸০ আনায় পরিণত হয়। সপ্তাহের প্রথম দিকে কলিকাতার শেয়ারবাজারে এই মন্দারভাব সংক্রামিত হইতে পারে নাই। কিন্তু মধ্যভাগে ইহা কাটাইয়া উঠা অসাধ্য বলিয়া প্রমাণিত হয় এবং সকলেই অল্পবিস্তর নিরুৎসাহ ও আশঙ্কাগ্রস্ত হইয়া বিক্রয়ের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। ফলে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল কর্পোরেশনের মূল্য হ্রাস পাইয়া যথাক্রমে ২৬৷৷০ এবং ১৬।০ আনায় কমিয়া যায়। কোম্পানীর কাগজ বিভাগও ইহার প্রতিক্রিয়া হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে নাই। শতকরা ৩৷৷০ আনা সুদের কাগজের মূল্যও কমিয়া গিয়া ৯৩৷৷৵০ আনায় দাঁড়ায়। মেয়াদী ঋণ সমূহের ক্রয়বিক্রয় মূল্যও কোম্পানীর কাগজের অনুবর্ত্তী হিসাবে কমবেশী হ্রাস পাইয়াছে।

সুখের বিষয় গতকল্য হইতে কলিকাতা শেয়ার বাজারের এই ক্রমাবনতি কতকটা রুদ্ধ হইয়াছে। পুনরায় ইণ্ডিয়ান আয়রণ ২৭৸/০ এবং ষ্টীল কর্পোরেশন ১৫৸/০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। কোম্পানীর কাগজ বিভাগেও বিক্রয়লিপ্সা কতকটা হ্রাস পাইয়াছে মনে হয়। শেয়ারবাজারের কার্য্যকরী সমিতি ডেলিভারী সম্পর্কে কড়াকড়ি আবলম্বন করিবেন এই সংবাদে শেয়ার বাজারের বিভিন্ন বিভাগে কতক পরিমাণে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিতে পারে। বর্ত্তমানে ৮ দিনের মধ্যে ডেলিভারী দিলেই চলে কার্য্যকরী সমিতি উহা ৩ দিনে ধার্য্য করিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে।

কোম্পানীর কাগজ

গত পূর্ব্বসপ্তাহে ৩৷৷০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজের মূল্য ছিল ৯৫৷৷০ আনা। এসপ্তাহে তাহা ৯৩৷৷৵০ আনায় নামিয়া আসে। শেষ দিকে অবশ্য সামান্য উন্নতি ঘটিয়াছে। অদ্য ৯৪৵০ আনা দরে বাজার বন্ধ হইয়াছে। ৩৷৷০ সুদের ১৯৪৭।৫০ ঋণ ১০২৸৵০ আনা হইতে ১০১৸৵০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ১৯৬৩।৬৫ ঋণপত্র ৯৫/০ আনা হইতে ৯৪।০ আনা, ৪৲ টাকা সুদের ১৯৬০।৭০ ঋণপত্র ১০৯/০ আনা হইতে ১০৮৲, ৪৷৷০ আনা সুদের ১৯৫৫।৬০ ঋণপত্র ১১৩।৵০ আনা হইতে ১১২৲ টাকা এবং ৫৲ টাকা সুদের ১৯৪৫।৫৫ ঋণপত্র ১১১।৵০ আনা হইতে ১১০/০ আনায় নামিয়া আসে।

কাপড়ের কল

কাপড়ের কল বিভাগে এসপ্তাহে ক্রয় বিক্রয় খুব কম হইয়াছে।

কয়লারখনি

কয়লাখনি বিভাগেও উৎসাহের অভাবে বিভিন্ন শেয়ারের মূল্য বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। এমালগেমেটেড ২৫।০ আনা, বেঙ্গল ৩৪০৲ টাকা, ইকুইটেবল ৩৩।০ আনা, বরাকর ১২।/০, খেমোমেইন ১২।/০ আনা এবং ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২৭৷৷৵০ আনায় হস্তান্তর হইয়াছে।

চটকল

চটকল বিভাগেও মন্দার ভাব প্রকটিত হইতে দেখা যায়। সাম্প্রদায়িক গোলযোগ এবং যুদ্ধের সংবাদ ব্যতীত কয়েকটী কোম্পানী ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয়মাসে কমহারে লভ্যাংশ প্রদান করায় এই বিভাগে নিরুৎসাহভাবের সৃষ্টি হয়। হাওড়া ৪৭৸০ আনা, এলায়েন্স ২৩০৷৷০ আনা, এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ২৯৯৲ টাকা, বালী ২০৭৲ টাকা, চাপদানী ১৫১৷৷০ আনা, হুকুমচাঁদ ৮৲ টাকা, কামারহাটী ৪৩৭৲ টাকা, কাঁকনাড়া ৩৪১৲ টাকা, নদীয়া ৫১৲ টাকা এবং রিলায়েন্স ৫১৷৷০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হয়।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল কর্পোরেশনের মূল্যে যে পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছিল তাহা প্রারম্ভেই উল্লিখিত হইয়াছে।

চিনির কল

কেরু ৮৷৷৵০ আনা, মারী ক্রয়ারী ১৪।০ আনা এবং নিউ সাবান ৬৸০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

চা-বাগান

অন্যান্য বিভাগের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে চা-বাগানের শেয়ারে ম... ভাব অপেক্ষাকৃত কম প্রকটিত হইয়াছে। হাসিমারা ৪২।০ আনা, দীঘি ৪...৶০ আনা, বিশ্নাথ ২৪৷০ এবং কালীকট ৪৯॥০ আনায় হস্ত...র হইয়াছে।

এসপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে কোম্পানীর শেয়ার ও কোম্পা...র কাগজ নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড(১৯৪৬) ২১শে এপ্রিল—১০১৵০ ; ২৪শে—১০...০ ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২১শে এপ্রিল—৮১৷০ ; ২২শে—৮১৷৴০ ৮১॥০: ২৩শে—৮১।৶০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৪১) ১৯শে এপ্রিল—১০০।৶০ ; ২২... ১০০।৶০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪) ১৯শে এপ্রিল—৯৯॥৴০ ; ২২... ৯৯।৶০ ; ২৪শে—৯৯।৴০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ১৯শে এপ্রি... ৯৪৸৵০ ; ২৩শে—৯৪॥০ ৯৪৷০ ; ২৪শে—৯৪।৶০ ৯৪॥৴০। ৩৲ সুদের পা...ব বণ্ড (১৯৫২) ২২শে এপ্রিল—৯৭।০ ; ২৪শে—৯৭॥০। ৩৲ সুদের যুক্তপ্রদেশ বণ্ড (১৯৫২) ২২শে এপ্রিল—৯৭।০ ৯৭।৴০। ৩৲ সুদের যুক্তপ্রদেশ (১... ৬৬) ২১শে—৯৪৲। ৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৯শে এপ্রিল— ৯৪৸৶০ ; ২১শে—৯৫৴০ ৯৪৸৵০ ; ২২শে—৯৫৸৵০ ৯৪।৵০ ; ২৩শে— ৯৪॥৶০ ৯৪৵০ ; ২৪শে—৯৪৶০ ৯৪৸৴০। ৩॥০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ১... এপ্রিল—১০২॥৵০ ; ২৩শে—১০২৶০ ; ২৪শে—১০২৵০। ৪৲ সুদের (১৯৬০-৭০) ১৯শে এপ্রিল—১০৮৸৵০ ; ২১শে—১০৮॥০ ; ২২শে—১০... ১০৮।৴০ ; ২৪শে—১০৮৲ ১০৮৵০। ৪৲ সুদের পাঞ্জাব বণ্ড (১৯৪৮) ২... এপ্রিল—১০৫৸৵০ ; ২৩শে—১০৫৷০। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ১৯শে এপ্রিল—১১১৵০ ; ২১শে—১১০৷০ ; ২২শে—১১০॥৵০ ১১০৸৵০ ; ২৩শে— ১১০॥০ ১১০।৴০ ২৪শে—১১০।৴০। ৫৲ সুদের যুক্তপ্রদেশ বণ্ড (১৯৫৪) ১৯শে এপ্রিল—১০৬৷০ ; ২৩শে—১০৬॥৶০।

ব্যাঙ্ক

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ২৩শে এপ্রিল—৪৩।৵০ ৪৩॥৵০ ; ২৪শে—৪...। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ২২শে এপ্রিল—১,৫৫২৲ ১,৫৬০৲। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৯শে এপ্রিল—১০৩৲ ; ২১শে—১০৪৲ ১০৩৲ ; ২২শে—১০৩৲ ১০২...; ২৩শে—১০২৲ ১০২।০ ; ২৪শে—১০৩৲।

কয়লার খনি

এমালগেমেটেড ২২শে এপ্রিল—২৫।০ ; ২৩শে—২৪॥৵০। বেঙ্গল ২১শে এপ্রিল—৩৪০৲ ৩৪৩৲ ; ২২শে—৩৪৩৲ ; ২৩শে—৩৩৮৲ ৩৪৩৲। ভালগোরা— ২১শে এপ্রিল—৪।০ ৪।৵০ ; ২৪শে—৪৵০। বোকারো এণ্ড রামগড় ২১শে এপ্রিল—১৪৲ ; ২২শে—১৪৲ ; ২৩শে—১৪।৴০ ; ২৪শে—১৩॥৶০ ১৩৸৵০ ; বরাকর—১৯শে—১২৷০ ১৩৲ ; ২৪শে—১২।৴০। চুড়লিয়া ২৩শে এপ্রিল ৭।০। দেওলী ২১শে এপ্রিল—৮।০। খেমোমেইন ২২শে এপ্রিল—১২৲ ১২৴০। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ১৯শে এপ্রিল—১৬৲ ১৬।০। ইকুইটেবল ১৯শে এপ্রিল— ৩৩॥৵০ ৩৩৸৵০ ; ২১শে—৩৩।৵০। হরিলাদি ১৯শে এপ্রিল—১২॥৴০ ১২৲ ; ২২শে—১১৷০। জৈন্তী সেণ্ট্রাল ২৩শে এপ্রিল—৭।০ ৭।৶০। লাকুরকা ২১শে এপ্রিল—৯॥০ ৯॥৵০ ; ২৪শে—৯।৵০ ৯॥৵০। নজিরা ২১শে এপ্রিল—৭৷৴০ ৭॥০ ; ২২শে—৭৶০ ৭।০। নিউ বীরভূম ২১শে এপ্রিল—১৫।০ ১৪৷০। নর্থ দামুদা ২২শে এপ্রিল—৫৲ ৪৸৵০। পরাশিয়া ১৯শে এপ্রিল—১৩৲ ১৪৲। পেঞ্চ ভেলী ২২শে এপ্রিল—৩৩॥০ ; ২৩শে—৩৩।০ ৩৩॥০। নিউ ভিক্টোরিয়া ১৯শে এপ্রিল—১৷৶০ ২৵০ ; ২১শে—১৸৵০ ২৴০ ; ২২শে—১৸৵০ ২৴০ ; (প্রেফ) ৫।৴০ ; ২৩শে—২৴০ (প্রেফ) ৫।০ ৫৶০ ; ২৪শে—১৸৵০ ২৴০।

ইলেকট্রিক

আগ্রা ইলেকট্রিক ২৩শে এপ্রিল—১৩১৲। বেরিলী—২১শে এপ্রিল —১২৲ ১৩৲। বেনারস ১৯শে এপ্রিল—১৪৵০ ১৪।০। জব্বলপুর ১৯শে এপ্রিল—১৪৵০ ১৪।৵০। রাওলপিণ্ডি ২২শে এপ্রিল—২৫॥৴০ ২৫৸৴০। ইউ, পি, ২৩শে এপ্রিল—১৮৯৲। আপার গেঞ্জেস ১৯শে এপ্রিল—১২।০। আপার যমুনা ২৩শে এপ্রিল—১০৷০ ১১৲। গয়া ২৪শে এপ্রিল—৭।০ ৭॥০।

ইঞ্জিনিয়ারিং

আর্ণার বার্টলার ২২শে এপ্রিল—১২॥০ ; ২৩শে ১২।৶০ ১২৸০। বেথওয়েট এণ্ড কোং ২২শে এপ্রিল—৯।০ ; ২৩শে—৮৸৵০। বৃটেনিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ১৯শে এপ্রিল—১০।০ ; ২১শে—১০।৵০। বার্ণ এণ্ড কোং ১৯শে এপ্রিল—৩৬৫৲ ; ২১শে—৩৬৫৲ ৩৬০৲ ; ২২শে—৩৫৯৲ ৩৬১৲ ; ২৩শে—৩৫৮৲ ৩৬১॥০ ; ২৪শে—(অর্ডি) ৩৫২৲ ৩৫৪৲ (৬৲ সুদের প্রেফ) ১৪০৲। হুকুমচাঁদ ষ্টিল ১৯শে এপ্রিল (অর্ডি) ১০৵০ (ডেফার্ড) ৩/০ ২৸০ ; ২১শে—(অর্ডি) ১৬৵০ ; ২৩শে—১০৶০ ১০।০ (ডেফার্ড) ২॥৶০ ২।০ ; ২৪শে—(অর্ডি) ১০৲ ১০॥০ ; (ডেফার্ড) ২/০ ২।/০। ইণ্ডিয়ান গ্যালভেনাইজিং ১৯শে এপ্রিল—২৮॥০ ২৮৸০। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টিল ১৯শে এপ্রিল—২৮৸০ ২৯৶০ ২৮॥/০ ; ২১শে—২৮॥৵০ ২৮৸/০ ২৮।০ ; ২২শে—২৮/০ ২৭॥০ ২৮৲ ; ২৩শে—২৮৲ ২৭।০ ২৭।/০ ; ২৪শে—২৬৸৵০ ২৭॥/০ ২৬৸০। ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগণ (অর্ডি) ২২শে এপ্রিল—৫৭॥০ ৫৮৲ ; (প্রেফ) ১৯শে—১৬৩৲ ; ২২শে—১৫৮॥০ ১৬০৲; ২৩শে—১৫৯৲ ১৬০৲ ; ২৪শে —৫৭।০ ৫৮৲। কুমারধুবি ইঞ্জিনিয়ারিং (অর্ডি) ১৯শে এপ্রিল—৩৸৵০ ; ২১শে—৩৸৵০ ৪৲ ; ২২শে ৩৸৵০ (প্রেফ) ২২শে—১১৭॥০। নেশান্যাল এণ্ড আয়রণ ষ্টীল ২১শে এপ্রিল—৭৸০ ৭৸৵০। ষ্টীল কর্পোরেশন (অর্ডি) ১৯শে এপ্রিল—১৭।৶০ ১৭৸/০ ১৭।/০ ; ২১শে—১৭।৶০ ১৭/০ ১৭।০ ; ২২শে—১৭৶০ ১৬॥৵০ ১৭৲ ; ২৩শে—১৭৲ ১৬॥/০ ১৬॥৵০ ; (প্রেফ) ২১শে—১১৮৲ ১১৯৲ ; ২২শে ১১৭৲ ১১৯৲ ; ২৪শে—১১৮৲। ষ্টীল প্রোডাক্টস্ ২১শে এপ্রিল—৫৲

চটকল

আদমজি ১৯শে এপ্রিল—২১॥০। আগরপাড়া ১৯শে এপ্রিল—২৫৸০ ; ২১শে—২৫৲। এলবিয়ন ২১শে এপ্রিল ১৯০॥০। আলেকজেণ্ড্রা (প্রেফ) ১৯শে এপ্রিল—১২৪॥০ ১২৫৲ ; ২৪শে—১২৫৲ ১২৬৲। এলায়েন্স ২৩শে এপ্রিল—২২৭৲ ; ২৪শে ২৩০৲ ২৩১৲ ; (প্রেফ) ২২শে—১২৭৲। এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ১৯শে এপ্রিল— ৩০৩৲ ; ২১শে—৩০০৲ ; ২২শে—৩০০৲ ; ২৪শে ২৯৬৲ ৩০০৲। বালী ১৯শে এপ্রিল—২১২৲ ; ২১শে—২১৪॥০ ২১১৲ ; ২২শে—২০৯৲ ; ২৩শে—২১৪৲ ২১০৲। বরাহনগর ২২শে এপ্রিল—৯১৲। বেলভেডিয়ার ২১শে এপ্রিল—৩৫৩৲ ৩৫৫৲ ; ২২শে—৩৪৪৲ ; ২৩শে—৩৪৫৲। বিড়লা ১৯শে এপ্রিল—২৬৸০ ২৬।৵০ ; ২১শে—২৬॥৶০ ; ২২শে—২৬॥০ ২৫৸০ ; ২৩শে—২৫৸০ ২৬৲ ; ২৪শে—২৬৵০। বজ্‌ বজ্‌ ২১শে এপ্রিল—৩৩৯৲ ৩৩৫৲। কেলিডোনিয়ান ২১শে এপ্রিল—৩৫১৲ ৩৪৬৲। চাঁপদানী ২৪শে এপ্রিল—১৫১॥০ ১৫২॥০। চেভিয়ট ১৯শে এপ্রিল—১৭৬॥০ চিত্তাভলসা (অর্ডি) ২২শে এপ্রিল—৯৲ ৯।০। ক্লাইভ ২১শে এপ্রিল—২১॥০ ২২শে—২১।৵০ ২২৲ ; ২৪শে—২০॥০ ২০॥৵০। ক্রেক (প্রেফ) ২৩শে এপ্রিল—৪৪॥০। এম্পায়ার ২৩শে এপ্রিল—২৩৲। ফোর্ট উইলিয়ম ২১শে এপ্রিল—২০৯৲ ; ২২শে—২০৮৲। গৌরীপুর ১৯শে এপ্রিল—৬৭৩৲ ৬৭৬॥০ ; ২১শে—৬৬৮৲ ; ২২শে—৬৬৫৲ ; ২৩শে—৬৬৭॥০ ৬৬৯। হাওড়া ১৯শে এপ্রিল—৪৯॥০ ৪৯॥৵০ ; ২১শে—৪৯।৵০ ৪৯৸০ ; ২২শে—৪৮৸০ ৪৯।০ ; ২৩শে—৪৮৸০ ৪৮৲ ; ২৪শে—৪৭॥৵০ ৪৮।০ ; (প্রেফ) ২২শে—১৬৩৲ ; ২৩শে—১৬৩৲। হুকুমচাঁদ (অর্ডি) ১৯শে এপ্রিল—৯/০ ; ২১শে—৮৸০ ৮৸৵০ ২২শে—৯৶০ ৮৸০ ; ২৩শে—৮৸/০ ৮॥৵০ ; ২৪শে—৮॥/০ (প্রেফ) ১৯শে—১১৭॥০ ; ২১শে—১১৬॥০ ১১৭৲ ; ২২শে—১১৬৲ ; ২৩শে—১১৪৲ ১১৫॥০। ইণ্ডিয়া ১৯শে এপ্রিল—২৮৮৲ ; ২৩শে—২৯৩৲ ২৮৫৲ ; ২৪শে—২৮৪৲ ২৮৫॥০। কামারহাটী (অর্ডি) ১৯শে এপ্রিল—৪৪৮৲ ৪৪৫৲ ; ২১শে—৪৪৩॥০ ৪৪০৲ ; ২২শে—৪৪০৲ ৪৪৫৲ ; ২৩শে—৪৪৫৲ ৪৪০৲। কাঁকনাড়া ২৪শে এপ্রিল—৩৩৮৲ ৩৪৭৲। ল্যান্সডাউন (প্রেফ) ১৯শে এপ্রিল—১৩৫৲। নেশান্যাল ১৯শে এপ্রিল—২১৸৵০ ২১৸৶০ ; ২১শে—২১৵০ ২১।৵০ ; ২২শে—২১৵০ ২১।০ ; ২৩শে—২১।৵০ ২১৸০ ২১৲। নৈহাটী মায়ে ২৩শে এপ্রিল—৭।০ ৭॥০। নর্থ ব্রুক (প্রেফ) ২২শে এপ্রিল—১৪৫॥০। হুকুমিয়া— ১৯শে এপ্রিল—৫৪॥০ ৫৪।০ ; ২১শে—৫২৵০ ৫৩।০ ; ২২শে—৫২৲ ৫২।০ ; ২৩শে—৫৩৲ ৫২॥৵০ ; ২৪শে—৫২৲। ওরিয়েণ্ট ২১শে এপ্রিল—১৭৩৲ ; ২৩শে—১৭৩॥০ ১৭৪৲। প্রেসিডেন্সী ১৯শে এপ্রিল—৪৵০ ; ...শে—৪/০ ৪৲ ; ২৩শে—৪৲ ; ২৪শে—৪৲ ৪৶০। রিলায়েন্স ২১শে এপ্রিল—৫৩৸০ ৫৩॥৵০ ; ২২শে—৫৩৲ ; ২৪শে—৫১॥০। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ২১শে এপ্রিল—২৫৬৲ ; ২৩শে—২৫১৲। ইউনিয়ন ১৯শে এপ্রিল—৩৮০৲। ... ভারলি ২২শে এপ্রিল—২/০ ২৲ ; বেঙ্গল ২৪শে এপ্রিল—১৩/০ ১...৵০।

রেলওয়ে

বাঁকুড়া দামোদর রেলওয়ে ১৯শে এপ্রিল—৯৪৲। দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (প্রেফ) ২২শে এপ্রিল—১০১৲ ১০২৲। হোসিয়ারপুর-দোয়ব রেলওয়ে ২১শে এপ্রিল—১০২৲।

খনি

বার্ম্মা কর্পোরেশন ১৯শে এপ্রিল—৪॥০ ৪।৵০ ; ২১শে—৪॥/০ ৪।৵০ ; ২২শে—৪।৵০ ৪।/০ ; ২৩শে—৪।/০ ৪।০ ; ২৪শে—৪৶০ ৪।৶০। কনসলিডেটেড্ টিন ২২শে এপ্রিল—২৵০ ২৲ ; ২৩শে—২৶০ ১৸৶০। ইণ্ডিয়া কপার ১৯শে এপ্রিল—১৸/০ ২৲ ; ২১শে—১৸০ ১৸৶০ ; ২২শে—১৸৶০ ; ২৩শে—১৸৶০ ১॥৶০ ; ২৪শে—১৸০ ১৸৶০। কারাণপুরা ডেভেলপমেণ্ট ১৯শে—৮৲। রোডেসিয়া কপার ২১শে এপ্রিল—॥৶০ ২৪শে—॥৶০। টেভয় টিন ২১শে এপ্রিল—৸/০।

চিনির কল

বুলান্দ ২২শে এপ্রিল—১৫।৵০ ১৫/০ ; কেরু এণ্ড কোং ২২শে এপ্রিল—৮৸০ ৯/০ ; ২৩শে—৯।০ ৮৶০। মারে ক্রয়ারী ১৯শে এপ্রিল ১৩॥৶০ ১৪৲ ; ২৩শে—১৪॥০। নিউ সেভান ২৩শে এপ্রিল—৬৸০।

কাগজের কল

মহীশূর পেপার ২২শে এপ্রিল—১৩।৵০ ; ২৪শে—১৩।০ ১৩।৵০ ওরিয়েন্ট পেপার (অর্ডি) ১৯শে এপ্রিল—১১।০ ১১॥০ ; ২২শে—১০৸৵০ ২৩শে—১০৸৵০ ; (প্রেফ) ১৯শে—১০২৲ ; ২৪শে—১০।৶০ ১০৸০ শ্রীগোপাল (অর্ডি) ২১শে এপ্রিল—১০৵০ ১০৲ ; ২২শে—৯৸৵০ ১০৵০ ২৪শে—৯॥৶০ ; (প্রেফ) ২১শে—১০৫৲ ১০৭৲। ষ্টার পেপার (অর্ডি) ১৯শে এপ্রিল—৯৸৶০ ; ২৪শে—৯৸০ ১০৲। টিটাগড় পেপার (অর্ডি) ১৯শে এপ্রিল—১৬৶০ ১৬৲ ; ২১শে—১৫৸৵০ ১৬।৶০ ; ২২শে—১৫॥৵০ ১৬/ ২৩শে—১৫॥৵০ ১৬৲ ; ২৪শে—১৫॥০ ১৬৲।

চা বাগান

বেটজান ২২শে এপ্রিল—২৫।৵০। বিশনথ ২৩শে এপ্রিল—২৪৸ ২৪শে—২৪॥০ ২৪৸০। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ২১শে এপ্রিল—৯৵০ ৯।৵০ ; ২২শে ৯।০ ৯॥০। ইংলবারি ২২শে এপ্রিল—৮।৵০ ৮॥০। জুটলিবারি ২২ এপ্রিল—১৪॥০। সারুগাঁও ২৩শে এপ্রিল—৮৲ ৮৵০। বর্ড়ি ২৪শে এপ্রিল—৪২॥০ ৪২৸০। হাসিমারা ২৪শে এপ্রিল—৪২৲ ৪২। কিলকটু ২৪শে এপ্রিল—৪৯।০ ৪৯॥০।

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের ষ্টার পেপার ডিবেঞ্চার (১৯৩৭-৪২-৪৭) ২২শে এপ্রিল—১০১ ১০২৲। ৫।০ সুদের রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ (১৯৩৮-৫০) ২৩শে এপ্রিল—১০২॥ ২৪শে—১০২।০ ; ৫॥০ সুদের কেরু এণ্ড কোং (দ্বিতীয় বন্ধকী) ডিবেঞ্চার (১৯৪১-৫০) ১৯শে এপ্রিল—১০১॥০ ১০২৲। ৫॥০ সুদের ডালমিয়া সিমেণ্ট (১৯৩৯-৪৭) ২২শে এপ্রিল—১০২॥০। ৬৲ সুদের শ্রীলছ্মিনারায়ণ (১৯৪০-৪৫) ২৪শে এপ্রিল—১০৪৲।

বিবিধ

এ্যালকালি এণ্ড কেমিকেল (অর্ডি) ২৩শে এপ্রিল—১৬৲। বি, ঔ কর্পোরেশন (অর্ডি) ১৯শে এপ্রিল—৩৸৶০ ; ২১শে—৩৸৵০ ৪৲ ; ২২শে ৩৸০ ৪৲ ; ২৩শে—৩৸৵০ ৩॥৵০ ; ২৪শে—৩॥৵০ ৩৸৵০ ; (প্রেফ) ২১শে—১৭৬৲ ১৭৭৲ ; ২২শে—১৭৬৲ ১৭৭৲। বৃটিশ বার্ম্মা পেট্রল ২২শে এপ্রিল—২৸৵০ ৩৵০ ; ২৪শে—৩৵০ ২৸৶০। ডালমিয়া সিমেণ্ট (অর্ডি) ১৯শে এপ্রিল—১১।৵০ ১১॥৵০ ; ২১শে ১১॥৵০ ; ২২শে—১১।০ ; ২৩শে—১১।০ ; (প্রেফ) ১৯শে—১১৬৲ (ডেফার্ড) ১৯শে—২॥৶০। ডানলপ রবার (অর্ডি) ১৯শে এপ্রিল—৩৬৸৵০ ; ২১শে—৩৭।০ ৩৬॥৵০ ; ২২শে—৩৭৲ ৩৭॥৵০ ; ২৩শে—৩৭৲ ৩৭।০ ; ২৪শে—৩৭৵০ ৩৭৸০ (ফার্ষ্ট প্রেফ) ২১শে—১৫১৲ ১৪৯॥০ ; ২২শে—১৪৯॥০ ২৩শে—১৫২৲ ১৪৯৲ ; (সেকেণ্ড প্রেফ) ১৯শে—১১৪৲ ১১৬৲ ; ২৩শে—১১৫৲ ১১৬৲। পেঞ্জেস রোপ ২২শে এপ্রিল—২৫১॥০। হুগলি ফ্লাওয়ার ২২শে এপ্রিল—৯৸০ ; ২৪শে—৯৵০ ৯।৵০। রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ ২৩শে এপ্রিল—২০৲

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২৬শে এপ্রিল

বর্ত্তমানে পাটের বাজারের অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। গত ১৮ই এপ্রিল আমরা যখন পাটের বাজারের সমালোচনা করিয়াছিলাম তখন ঐ তারিখে ফাটকা বাজারে পাটের সর্ব্বোচ্চ দর ৩৯।৵০ আনা ও সর্ব্বনিম্ন দর ৩৮।৵০ আনা ছিল। গত ২২শে তারিখে তাহা যথাক্রমে ৩৮৸৵০ আনা ও ৩৮।৵০ আনায় দাঁড়ায়। অদ্য ২৬শে তারিখের বাজারে তাহা যথাক্রমে ৩৭৸৵০ আনা ও ৩৭।৶০ আনায় দাঁড়াইয়াছে। নিম্নে ফাট্কা বাজারের এ সপ্তাহের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল :—

তারিখ	সর্ব্বোচ্চ দর	সর্ব্বনিম্ন দর	বাজার বন্ধের দর
২১শে এপ্রিল	৩৯৵০	৩৮॥৵০	৩৮॥৵০
২২ " "	৩৮৸৶০	৩৮।৵০	৩৮॥৵০
২৩ " "	৩৮॥৵০	৩৭॥৵০	৩৭॥৵০
২৪ " "	৩৭৸০	৩৭৲	৩৭।০
২৫ " "	৩৮৲	৩৭৶০	৩৭৸৵০
২৬ " "	৩৭৸৶০	৩৭।৶০	৩৭॥০

বল্কানের যুদ্ধের নৈরাশ্যজনক সংবাদে বোম্বাইয়ের বাজারে অপরিমিত বিক্রয়ের দিকে ঝোঁক দেখা দেয়। তাহাতে সর্ব্ব প্রকার জিনিষেরই মূল্যের অবনতি দেখা যায়। পাটের বাজারও উহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই। সম্প্রতি সর্ব্বত্রই আশানুরূপ বৃষ্টি হইয়াছে। তাহাতে পাট বুনরের কাজ সন্তোষজনক ভাবেই চলিতেছে। এদিকে মফঃস্বল হইতে বহু পরিমাণ পাট বিক্রয়ের জন্য কলিকাতায় আমদানী হইতেছে। আসাম ও বিহারে অত্যধিক পাট বুননের সংবাদেও বাজারে নৈরাশ্যের সঞ্চার হইয়াছে। বাজারে খরিদ্দারের অভাব বিশেষতঃ কলওয়ালাগণ ক্রয়ের দিকে কোন আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে না, এবম্বিধ কারণে পাটের বাজারের অবস্থা ইতিমধ্যে কতকটা আশা ভরসার সঞ্চার করিলেও বর্ত্তমানে নৈরাশ্য-জনক হইয়া উঠিতেছে।

পাকা বেল বিভাগেও রপ্তানিকারকদের নিকট হইতে কোন আগ্রহ তৎপরতা লক্ষিত হয় নাই। রপ্তানিকারকগণের পক্ষে জাহাজ পাওয়া বর্ত্তমানে দুষ্কর। এ অবস্থায় তাহারা বেচা কেনায় সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। ফার্ষ্ট ৪১৲ এবং লাইটনিং ৩৬৲ দরে কলওয়ালাগণ সামান্য পরিমাণে খরিদ করিয়াছে।

থলে ও চট

গ্রীসের যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া এই বিভাগেও বিক্রয়ের আগ্রহাতিশয্য সৃষ্টি করিয়াছে এবং দরেরও নিম্নগতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। রপ্তানির অসুবিধার আশঙ্কাও দরের নিম্নতার অন্যতম কারণ। সপ্তাহের শেষ দিকে যদিও বাজারে কতকটা উন্নতি দেখা দিয়াছে, [illegible] তাহাও যুদ্ধের ফলাফলের উপর সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করিতেছে। অদ্য বাজারে ৯ পোর্টার চটের দর ১৫৮/০ আনা ও ১১ পোর্টার চটের দর ১৯৮০ আনায় দাঁড়াইয়াছে।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ২৫শে এপ্রিল

সোণা

যুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থায় বাজারে একটা আতঙ্কের ভাব বজায় থাকায় সোণার দরের মূল্য বৃদ্ধি ঘটিতে পারে বলিয়া যে আশঙ্কা ছিল, প্রকৃতপক্ষে তাহা ঘটে নাই বরং এই সপ্তাহে সোণার দরের নিম্নতা পরিলক্ষিত হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ে রেডি সোণার দর ৪২৷৵০ আনায় খুলিয়া ৪২৮৬ পাইয়ে বাজার বন্ধ হইয়াছে। কলিকাতার বাজারে প্রতি ভরি পাকা সোণা ৪৬৲, বড়ালবার ৪২৸৶০ আনা এবং গিনির দর ২৯৲ ছিল। লণ্ডনে সোনার দর ৮ পাঃ ৮ শিলিংএ অপরিবর্ত্তিত ছিল।

রূপা

সোণার দরের নিম্নতার দরুণ আলোচ্য সপ্তাহে রূপার দামেরও নিম্নতা পরিলক্ষিত হইয়াছে। বোম্বাইয়ের বাজারে রেডি ১০০ তোলা ৬২৷/০ আনায় খুলিয়া ৬২৷৶০ আনায় বাজার বন্ধ হইয়াছে। লণ্ডনের বাজারেও রূপার দরের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। কলিকাতার বাজারে প্রতি একশত তোলা রূপার দর ৬৩/০ আনা ও খুচরা ৬৩।৵০ আনায় ছিল।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২৫শে এপ্রিল

আলোচ্য সপ্তাহে তূলার দর ক্রমশঃ কমিতে থাকে। সপ্তাহের প্রথম ভাগে যদিও বাজারের দরের অবনতির প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু কাপড়ের কলসমূহ সূতা খরিদ না করায় বিশেষ কোন ফল দেখা যায় নাই। রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রের যে সব নূতন পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে তজ্জন্য বাজারে এইরূপ মন্দাভাব পরিলক্ষিত হয়। ব্রেচ, এপ্রিল, মে ২১৪৷০ আনা, জুলাই আগষ্ট ২০৪৲ টাকা, ওমরা মে ১৫২৸০, জুলাই ১৫২৸০ বেঙ্গল, মে ১২২৲, জুলাই ১২২৷০ আনায় দাঁড়ায়।

আলোচ্য সপ্তাহে পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা কাজকারবার কম হইয়াছে। যুদ্ধের সংশয়পূর্ণ অবস্থার দরুণ খরিদ্দারদের বেচাকেনায় কোন উৎসাহ দেখা যায় নাই। কাপড়ের রপ্তানির সঙ্কোচ হওয়ার ফলে বাজারে অধিক পরিমাণ কাপড় মজুদ রহিবে বলিয়া দর কমিবার আশঙ্কা রহিয়াছে। জাপানী কাপড়ের বেচাকেনা বিশেষভাবে সঙ্কুচিত হইয়াছে; মজুদ কাপড়ের কেবল সাধারণ কাজ হইয়াছে।

ধান ও চাউল

কলিকাতা, ২৫শে এপ্রিল

ধান—কাটারিভোগ ৪।০ আনা, পাটনা (সাধারণ) ৩৷০ আনা, পাটনা (মাঝারী) ৩৷৵০ আনা ও রূপশাল [illegible]/০ আনা প্রতি মণ দরে দাঁড়ায়।

চাউল—রূপশাল ৬৵০ আনা, কাটারিভোগ ৭৸৵০ আনা, কামিনী ভোগ ৬৸০ আনা ও বাকতুলসী ৫৸৴০ আনা প্রতি মণ দরে দাঁড়ায়।